ওঁ

যজুর্বেদ সংহিতা

শুক্ল ও কৃষ্ণ

যজুর্বেদ-সংহিতা

অনুবাদ ও সম্পাদনা :

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী
এম. এ., কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ, ভাগবত-শাস্ত্রী

হরফ প্রকাশনী ।। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।। কলকাতা ৭০০০০৭

Yajurveda Samhita

[Sukla & Krishna]

Price : 25.00

....

পুস্তকমুদ্রণের কাগজ সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রাপ্ত

প্রকাশক :

আবদুল আজীজ আল্-আমান এম. এ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ৭০০০০৭
দূরালাপনী : ৩৪-৫৫৮৩

মুদ্রণ :

বর্ণমালা
১/১বি জাননগর রোড
কলকাতা ৭০০০১৭

প্রথম প্রকাশ :

মহালয়া, ২৫ আশ্বিন ১৩৬৭
১২ অক্টোবর ১৯৬০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

বেদের চতুর্থ খণ্ড, শুক্ল-কৃষ্ণ যজুর্বেদ-সংহিতা, অবশেষে প্রকাশিত হল। সম্ভবতঃ এটাই সম্পূর্ণ যজুর্বেদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। স্বর্গত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সায়ণ ভাষ্যসহ সম্পূর্ণ যজুর্বেদের মূল প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যজুর্বেদের আংশিক অনুবাদ ছাড়া সম্পূর্ণ অনুবাদ সেখানে অনুপস্থিত।

সুতরাং সংস্কৃত কলেজের শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ যজুর্বেদ তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের হাতে তুলে দিলেন। সুদীর্ঘ এক বৎসরাধিক কাল ধরে আন্তরিক নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে তিনি এই দুরূহ অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করলেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁর উৎসাহ ও পরামর্শ বিশেষ রূপে আমাকে উদ্বুদ্ধ এবং মুগ্ধ করেছে তিনি হলেন শ্রীরণব্রত সেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বেদ প্রকাশের শুভ মুহূর্ত থেকে সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে আছেন। তিনি নির্লোভ, নিরহংকার এবং নিরলস কর্মী। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

প্রথম প্রুফ দেখেছেন শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রীদিলীপ কুমার দাস। অন্যান্য প্রুফ দেখেছেন গ্রন্থকার স্বয়ং—সুতরাং আশা করা যায় যজুর্বেদ অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।

হরফ এবং বর্ণমালার প্রতিটি কর্মী যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন, আজ গ্রন্থপ্রকাশের শুভ মুহূর্তে, তাঁদের সকলের কথা বিশেষ রূপে স্মরণ করছি। ইতি—

ভূমিকা

শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হল। জ্ঞানস্বরূপ বেদ স্বপ্রকাশ বস্তু, তাকে অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, স্বয়ং সাধকের চিত্তে প্রকাশিত হয়। বেদ আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের মানস পটে যেভাবে উদিত হয়েছে, তা আমরা অক্ষররূপে লাভ করছি। আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার বঙ্গানুবাদে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি।

শুক্ল যজুর্বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে যে আখ্যান প্রচলিত, তাতে আমরা দেখি গুরু বৈশম্পায়ণ শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি কোন কারণে রুষ্ট হন। তার ফলে যাজ্ঞবল্ক্য যোগপ্রভাবে অধীতবিদ্যা উদ্গীরণ করেন। বৈশম্পায়ণ-শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরে তা গ্রহণ করে, সেজন্য তারা তৈত্তরীয় বলে প্রসিদ্ধ; এর জন্য কৃষ্ণ-যজুর্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য নির্মল বেদবিদ্যা লাভের প্রয়াসী হয়ে সূর্যদেবের আরাধনা করলে তিনি বাজী রূপ ধারণ করে তাকে সে বিদ্যা প্রদান করেন। এজন্য শুক্ল যজুর্বেদের শাখা বাজসনেয়িসংহিতা নামে পরিচিত।

শুক্ল যজুর্বেদের প্রথমে আমরা দেখতে পাই—'দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে'—সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্মে প্রেরণ করুন। বহুবিধ কর্মের মধ্যে যে কর্ম শ্রেষ্ঠতম, যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, এই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই বেদ। বেদ বিহিত নানা যাগ যজ্ঞাদি উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর সে পরম পুরুষকে উপলব্ধি করতে হয়। আমাদের ঋষিগণ জগতের প্রতিবস্তুর অভ্যন্তরে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করে বললেন—'বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণম্'—সে পরম পুরুষকে জেনেছি। তাকে কি করে জানা সম্ভব? 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর', তিনি তো আমাদের জড়ীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এজন্য দেখি শুক্লযজুর্বেদে—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো র্বাহুভ্যাং' (১।১০)—অর্থাৎ সে সর্বপ্রেরক প্রকাশমান ভগবানের আজ্ঞায় নিজের বাহুযুগলকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুযুগল এবং নিজের হস্তদ্বয়কে পূষা দেবতার হস্তদ্বয় মনে করে, সাধক নিজের আমিত্ব, অহমিকা বিসর্জন দিয়ে ভগবদ্ভাবে উন্মুখ হয়ে সাধনে প্রবৃত্ত হয়। বেদে সমস্ত ভাবে সাধনার কথা বলা হয়েছে। এ স্বল্প পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

শুক্ল যজুর্বেদের পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রথম কাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠক পর্যন্ত—আমরা পণ্ডিত প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ীর মর্মানুসারী ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক ভাবে আলোচনা করেছি এবং অবশিষ্ট অংশ মহীধর ভাষ্য ও সায়ণাচার্যের ভাষ্য অবলম্বন করে লেখা হয়েছে।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রণব্রত সেন মহোদয় ও হরফের মালিক আজীজ সাহেবের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আমার অগ্রজোপম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কতীর্থ মহাশয় এর প্রুফ সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান রাধু গোস্বামী, শ্রীমান রসিকবিহারী গোস্বামী, কমলবিহারী গোস্বামী ও মুকুন্দবিহারী গোস্বামী এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার কাজে

বিশেষ সহায়তা করেছে। শ্রীমতী মীরাদেবীর প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে। আর স্মরণ করছি—বর্ণমালা ও হরফের নীরব কর্মী ভাইদের, যাদের নিরলস পরিশ্রমে এর প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে।

অলৌকিক বেদমন্ত্রে, লৌকিক অর্থ ছাড়াও এক লোকাতীত ভাবের সমাবেশ আছে। ভগবন্মুখ-নিঃসৃত অপৌরুষের বেদমন্ত্রে যে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকটিত ও প্রখ্যাপিত, তা জীবের গতিমুক্তির কারণ। বেদমন্ত্রের সে অলৌকিক ভাবলহরী, বিশ্বজনীন উদারনীতি, হৃদয়ের উন্নতকারী অমিয় পীযূষ ধারা মানুষের প্রাণে প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করুক—এ প্রার্থনা।

ইতি

বিজনবিহারী গোস্বামী

যজুর্বেদ সংহিতা

[শুক্লযজুর্বেদ—বাজসনেয়ি—মাধ্যন্দিন—সংহিতা]

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ওঁ। ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা। মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসো। ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ। যজমানস্য পশূন্ পাহি ॥ ১ ॥ বসোঃ পবিত্রমসি। দ্যৌরসি পৃথিব্যসি। মাতরিশ্বনো ঘর্মোঽসি বিশ্বধা অসি। পরমেণ ধাম্না দৃংহস্ব মা হ্বার্মা তে যজ্ঞপতি র্হ্বার্ষীৎ ॥ ২ ॥ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্। দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা। কামধুক্ষঃ ॥ ৩ ॥ সা বিশ্বায়ুঃ। সা বিশ্বকর্মা। সা বিশ্বধায়াঃ। ইন্দ্রস্য ত্বা ভাগং সোমেনাতনচ্মি। বিষ্ণো হব্যং রক্ষ ॥ ৪ ॥ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেব, আমাদের অভীষ্ট পূরণ, বল ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করছি। হে দেবগণ, তোমরা বায়ুর মত গতিশীল হও। সৎকর্মের প্রবর্তক দেবতা তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্মে পরিচালিত করুক। অজর, অক্ষয়, অবিনশ্বর লোকপালিকা দেবীগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের পূজা সম্যকরূপে বর্ধন করুক। হে সদ্বৃত্তিসমূহ, তোমাদের শৈথিল্যে পাপমতি ইন্দ্রিয়াদিরূপ চোরগণ যেন আমাকে হিংসা করতে সমর্থ না হয়। হে দেবগণ, সত্যস্বরূপ সদ্বৃত্তিসমূহ জ্ঞানের আধারভূত আমাদের এ হৃদয়ে নিয়ত সৎভাবের স্ফুরণ করুক। হে দেব, যজমানকে (প্রার্থনাকারী আমাকে) পাপ হতে রক্ষা কর। ১।১ ॥ হে দেব, তুমি ভগবানের নিবাসস্থল, যজ্ঞাদি কর্মের পবিত্রতা সম্পাদক, দ্যুলোক ও ভূলোকব্যাপী চরাচরাত্মক এবং বায়ুর প্রকাশক। পরম তেজের দ্বারা তুমি সকলের ধারক। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শনে বিরূপ হয়ো না; তোমার যজ্ঞকারক উপাসক যেন কুটিল না হয়। ২।৩ ॥ হে দেব, ভগবানের নিবাসহেতু তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্মের শতপ্রকার পবিত্রতা সাধক, সেরূপ সৎকর্মের সহস্রপ্রকার পুণ্যফল প্রদাতাও তুমি—তোমার অনুকম্পায় আমাদের কর্মসমূহ সর্বতোভাবে পবিত্র হোক। হে মন, যজ্ঞাদি সৎকর্মের শত প্রকার পুণ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সবিতৃদেব তোমাকে পবিত্র করুন। তুমি কোন্ দেবতাকে আকর্ষণ করেছ? ৩।৩ ॥ সেই দেবতা বিশ্বায়ু (সকলের প্রাণ স্বরূপ), তিনি সমস্ত কর্মের মূলভূত, তিনি সকলের ধারক ও পোষক। হে হবনীয়, ইন্দ্রদেবের ভাগ (যজ্ঞাংশরূপ) তোমাকে সোমের দ্বারা (শুদ্ধ সত্ত্বভাবে) সম্যকরূপে দৃঢ় করছি। হে বিষ্ণু, তুমি হবনীয়কে (আমাদের সত্ত্বভাবকে) রক্ষা কর। ৪।৫ ॥ হে ব্রতপালক অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করব (সৎকর্মের অনুষ্ঠান করব), তা করতে যেন সমর্থ হই। আমার সে কর্ম সিদ্ধ হোক। আমি অনৃত হতে (মিথ্যাস্বরূপ মনুষ্য জন্ম হতে) এ সত্যকে (সত্যস্বরূপ দেবত্বকে) লাভ করতে চাই। ৫।২ ॥

টীকা ঃ ১ ॥ শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে—শ্রেষ্ঠতম কর্মের নিমিত্ত। কর্ম চতুর্বিধ—অপ্রশস্ত, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম। লোক-বিরুদ্ধ বধ, বন্ধন, চৌর্য প্রভৃতি অপ্রশস্ত। লোকে প্রশংসনীয় বন্ধুবর্গপোষণাদি প্রশস্ত। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বাপী, কূপ, জলাশয় খননাদি কর্ম শ্রেষ্ঠ। বেদোক্ত যজ্ঞরূপ কর্ম শ্রেষ্ঠতম। ২ ॥ বসোঃ—ভগবন্নিবাসের হেতুভূত যজ্ঞাদি কর্মের। ঘর্ম—প্রকাশক। মা হ্বাঃ—কুটিল হয়ো না। মা হ্বার্ষীৎ—কুটিল না হোক; শুদ্ধ স্বভাব হোক অর্থাৎ আমিও যেন তোমার অনুগ্রহে সরল ও সদ্ভাব সম্পন্ন হই—এ প্রার্থনা। ৩ ॥ সবিতা—সৎ কর্মের প্রবর্তয়িতা, জ্ঞানপ্রেরক। সুপ্বা—সুষ্ঠু পবিত্র করছে। ৪ ॥ সোমেন—আহবনীয় দ্রব্য, যজ্ঞের শুদ্ধ সত্ত্ব অংশ। ৫ ॥ অনৃত—মনুষ্যজন্ম শীঘ্র বিনাশী বলে মিথ্যা বলা হয়েছে। সত্যম্—বহুকাল স্থায়ী বলে দেবজন্মকে সত্য বলা হয়।

মন্ত্র ঃ কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তি কস্মৈ ত্বা যুনক্তি তস্মৈ ত্বা যুনক্তি। কর্মণে বাং বেষায় বাম্ ॥ ৬ ॥ প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। উর্বন্তরিক্ষমন্বেমি ॥ ৭ ॥ ধূরসি ধূর্ব ধূর্বন্তং ধূর্ব তং যোঽস্মান্ ধূর্বতি তং ধূর্ব যং বয়ং ধূর্বামঃ। দেবানামসি বহ্নিতমং সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং দেবহূতমম্ ॥ ৮ ॥ অহ্রুতমসি হবির্ধানং দৃংহস্ব মা হ্বার্মা তে যজ্ঞপতি হ্বার্ষীৎ। বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতাম্। উরু বাতায়। অপহতং রক্ষঃ। যচ্ছন্তাং পঞ্চ ॥ ৯ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অগ্নয়ে জুষ্টং গৃহ্নাম্যগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ কে তোমাকে যুক্ত করেছেন? (অর্থাৎ কোন পুরুষ দেহ ও মনের সঙ্গে যুক্ত করে তোমাকে সৃষ্ট করেছেন?) তিনি (পরমেশ্বর) তোমাকে যুক্ত করেছেন। কি জন্য (কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) তোমাকে নিয়োগ করেছেন? তাঁর কার্য সাধনের জন্য তোমাকে মনুষ্যরূপে ভগবান সৃষ্ট করেছেন। (হে আমার দেহ ও মন), তোমাদের দুজনকে সংকর্ম সাধন ও সদ্ভাব প্রাপ্তির জন্য তিনি যুক্ত করেছেন অর্থাৎ ভগবৎ কর্ম সাধনের নিমিত্ত দেহ ও মনের সংযোগে মনুষ্য সৃষ্ট হয়েছে। ৬।২ ॥ হে দেব, সৎকার্যের প্রতিবন্ধক শত্রুরূপ আমাদের দুর্বুদ্ধিনিবহ প্রত্যেকে ভস্মীভূত হোক। আমাদের দুর্মতি সমূলে বিনষ্ট হোক। হে দেব, দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রুগণ প্রত্যেকে সন্তপ্ত হোক এবং অরাতিগণ সম্যকরূপে দগ্ধ হোক। হে দেব, বিস্তৃত অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করে আমি যেন চলতে পারি (অর্থাৎ তোমার অনুকম্পায় সর্বদাই যেন শত্রুনাশে সমর্থ হই)। ৭।৩ ॥ হে দেব, তুমি শত্রুবিনাশক, আমাদের অমঙ্গলকারক কামাদি রিপুগণকে বিনাশ কর। যে শত্রু আমাদের হিংসা করতে সতত উদ্যত, তাকে বিনাশ কর। আমরা (প্রার্থনাকারিগণ) যে শত্রুর বিনাশ সাধনে ইচ্ছুক, তাকেও তুমি বিনাশ কর। তুমি দেবগণের (দেবভাব সমূহের) শ্রেষ্ঠ বাহক, বিশুদ্ধভাবের সংরক্ষক, সম্যকরূপে পূর্ণতাসাধক, দেবগণের অতিশয় প্রিয় ও আহ্বানকর্তা। ৮।২ ॥ হে দেব, তুমি আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ো না, আমাদের হবির (আহবনীয় দ্রব্য অথবা হৃদয়ের শুদ্ধভাবের) ধারক ও পোষক হও। হে দেব, তুমি আমাদের প্রতি অকুটিল হও এবং তোমার উপাসক আমরা যেন তোমার অনুগ্রহে সদা শুদ্ধভাব লাভ করি। হে মন, সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মের দ্বারা বিষ্ণুদেবকে হৃদয়ে স্থাপন কর। হে দেব, আমাদের দেহে বায়ুরূপে প্রবেশ করে পাপসমূহকে ও যজ্ঞ-বিঘ্নকারক অসদ্ভাবকে দূর কর। হে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তোমরা সংযত হও। ৯।৬ ॥ হে হবি, সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত

হয়ে আমি আত্ম বাহুদ্বয়কে দেবগণের অধ্বর্যুরূপ অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগল এবং নিজ করদ্বয়কে হবির অংশভাগী পূষা দেবতার করদ্বয় মনে করে অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করছি এবং অগ্নি ও সোমদেবের সন্তোষের জন্য তোমাকে উৎসর্গ করছি। ১০।৩॥

টীকা ঃ ৬॥ সঃ—সমগ্র বেদে জগতের নির্বাহকরূপে প্রসিদ্ধ যিনি প্রজাপতি, তিনিই পরমেশ্বর। সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠেয়। ৭॥ অরাতি—ঘৃত বা দক্ষিণার দানকে রাতি বলে, রাতির প্রতিবন্ধক যাহা, তাহা অরাতি। ৮॥ ধূরসি—এখানে 'ধূর' শব্দে হিংসক অর্থ। ধূর্ব—বিনাশ কর। ৯॥ অহ্রুতম্—অকুটিল হও। হবির্ধানম্—আমাদের আহবনীয় হৃদ্গত শুদ্ধ সত্ত্বভাবের ধারক ও পোষক। ১০॥ প্রসবে—প্রেরণায়।

মন্ত্র ঃ ভূতায় ত্বা নারাতয়ে, স্বরভিবিখ্যেষং, দৃংহন্তাং দুর্যাঃ পৃথিব্যামুর্বন্তরিক্ষমন্বেমি, পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা উপস্থেঽগ্নে হব্যং রক্ষ॥ ১১॥ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ, সবিতুর্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। দেবীরাপো অগ্রেগুবো অগ্রেপুবোঽগ্র ইদমদ্য যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিং সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবযুবম্॥ ১২॥ যুষ্মা ইন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্যে। যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্যে। প্রোক্ষিতা স্থ। অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যাং ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। দৈব্যায় কর্মণে শুন্ধধ্বং দেবযজ্যায়ৈ যদ্বোঽশুদ্ধাঃ পরাজঘ্নুরিদং বস্তচ্ছুন্ধামি॥ ১৩॥ শর্মাস্যবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাদিতির্বেত্তু। অদ্রিরসি বানস্পত্যো গ্রাবাঽসি পৃথুবুধ্নঃ প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু॥ ১৪॥ অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি বৃহদ্গ্রাবাঽসি বানস্পত্যঃ। স ইদং দেবেভ্যো হবিঃ শমীষ্ব সুশমি শমীষ্ব। হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহী॥ ১৫॥

অনুবাদ ঃ হে হবি (আমার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ সত্ত্বভাব) তোমাকে বিশ্বসেবায় নিযুক্ত করছি, নিজের সুখ কামনায় নহে। তোমাতেই স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞকে দেখতে চাই। তোমার প্রভাবে পার্থিব দেহরূপ গৃহসকল দৃঢ় হোক। হে দেব, আমি যেন বিস্তৃত অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করে চলতে পারি। মা যেরূপ সুপ্ত বালককে ক্রোড়ে করেন, সেরূপ আমি ঐ হবিকে পৃথিবীর বক্ষে স্থাপন করছি। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি, তোমার নিকট স্থাপিত হব্যকে (আমার হৃদয়ের শুদ্ধভাবকে) তুমি রক্ষা কর। ১১।৫॥ আমাদের সৎ ও অসৎ কর্ম পবিত্র ও ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত হোক। সবিতৃদেবের প্রেরণায় নির্মল বায়ুর মত পবিত্র ও সূর্যকিরণের ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হয়ে আমাদের উভয় কর্ম পবিত্র হোক। হে নিম্নগামী শোধনশীল দ্যোতমান জলদেবতা, তোমরা আজ আমার যজ্ঞকর্মকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন কর; সুচরিত্র ও দেবসম্বন্ধ-যুক্ত যাজ্ঞিককে ভগবৎসান্নিধ্য লাভের জন্য নিয়ে চল। ১২।৩॥ হে আমার সদ্বৃত্তিসমূহ, আত্মশত্রুবিনাশের জন্য ইন্দ্রদেব তোমাদের প্রেরণ করেছে, তোমরা তোমাদের পরিচালকপদে ইন্দ্রদেবকে বরণ কর এবং সর্বপ্রকারে সৎকর্মে অনুরক্ত হও। হে আমার মন, অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে সংস্কৃত করছি। জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপ অগ্নি ও সোমদেবতার সন্তোষের জন্য তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করছি। যাগাদি সৎক্রিয়ার দ্বারা দৈবকর্মে বিশুদ্ধ হও। অসৎ কর্মে তোমাদের যে অংশ অপবিত্র হয়েছে, আমি তোমাদের সে অংশ এ-মন্ত্রে শুদ্ধ করছি। ১৩।৬॥ হে মন, তুমি সৎসাহচর্যে মঙ্গলপ্রদ হও, তাহলে দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রুগণ কম্পিত ও বিতাড়িত হবে। হে মন, চঞ্চলতা নিবন্ধন অনন্তের সাথে মিলনের তুমি প্রতিবন্ধক, অনন্তদেব তোমাকে

অনুগ্রহ করুন। তুমি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও পর্বতের ন্যায় অচঞ্চল হও। তুমি (ভগবদ্ ভাবনায়) একাগ্র হয়ে পাষাণের মত দৃঢ় হও, তাহলে আদিত্য-স্বরূপ ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করবেন। ১৪।৫॥ হে মন, তুমি জ্ঞানরূপ অগ্নিদেবের শরীরের ন্যায়, তুমি বাক্যের উৎপাদক, দেবতার প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিযুক্ত করছি। তুমি বনস্পতি তুল্য মহদ্‌গুণযুক্ত ও পাষাণের মত দৃঢ় হও। তুমি শান্তভাবে দেবগণের উদ্দেশে সর্ববিধ আহবনীয় প্রদান কর। তুমিই হবি প্রদানে সমর্থ ; অতএব এস, দেবপূজায় নিযুক্ত হও। ১৫।৪

টীকা ঃ ১১ ॥ 'স্বঃ'—শব্দের অর্থ—যজ্ঞ, দিবস, দেব ও সূর্য। ১২ ॥ বৈষ্ণব—যজ্ঞ বিষ্ণুস্বরূপ জন্য যজ্ঞসম্বন্ধযুক্ত অর্থ। ১৪ ॥ অদিত্যাস্ত্বক্—কৃষ্ণাজিন অদিতির (ভূমিদেবতার) ত্বক্ স্বরূপ। পূর্বকালে দেবগণের প্রতি রুষ্ট যজ্ঞ কৃষ্ণমৃগ হয়ে গমন করলে দেবতারা তার ত্বক্ গ্রহণ করেন জন্য কৃষ্ণাজিনকে ভূমি দেবতার ত্বক্ বলা হয়। ১৫—হবিস্কৃদ্ এহি—দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তিনবার বলা হয়েছে ; মনের সম্বন্ধ ব্যতীত কোন কাজ সম্ভব নয়।

মন্ত্র ঃ কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্ব ইষমূর্জমাবদ ত্বয়া বয়ং সংঘাতং সংঘাতং জেষ্ম বর্ষবৃদ্ধমসি। প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু। পরাপূতং রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়োঽপহতং রক্ষো বায়ুর্বো বিবিনক্তু। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা ॥ ১৬ ॥ ধৃষ্টিরস্যপাগ্নে অগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধা দেবযজং বহ। ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃংহ ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায় ॥ ১৭ ॥ অগ্নে ব্রহ্ম গৃভ্ণীষ্ব, ধরুণমস্যন্তরিক্ষং দৃংহ ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়। ধর্ত্রমসি দিবং দৃংহ ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়। বিশ্বাভ্যস্ত্বাশাভ্য উপদধামি। চিত স্থোর্ধ্বচিতো ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্ ॥ ১৮ ॥ শর্মাস্যবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাঽদিতির্বেত্তু। ধিষণাঽসি পর্বতী প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু। দিবস্কম্ভনীরসি ধিষণাঽসি পার্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্বতী বেত্তু ॥ ১৯ ॥ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্, প্রাণায় ত্বো দানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাং দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা চক্ষুষে ত্বা মহীনাং পয়োঽসি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, তুমি অসম্বৃত্তিরূপ অসুরগণের প্রতি কর্কশভাষী, কিন্তু সজ্জনের সম্বন্ধে তুমি মধুরভাষী। 'ইষে ত্বা, ঊর্জে ত্বা' (যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রদ্বয়) —এ মন্ত্রদ্বয় প্রাণ, বল ও অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা কর। তোমার সহায়তায় বহুবিধ সংঘাত আমরা জয় করব। তুমি আমাদের অভীষ্ট বর্ষণকারী ; ভগবান যেন তোমাকে আমাদের অভীষ্ট পূরণের কারণ বলে জানেন। তাহলে দুর্বুদ্ধি-রূপ শত্রুগণ পরাভূত হয়ে দূরে পলায়িত ও নিহত হবে। হে অসম্বৃত্তিসকল, বায়ুদেব প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে আমাদের অন্তর হতে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করুন। হিরণ্যপাণি সবিতা দেব তাঁর অকলঙ্ক হস্তে তোমাদের অপসারিত করুন। ১৬।৭ ॥ হে মন, তুমি চঞ্চল, তোমার চঞ্চলতা পরিহার কর। হে জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি আমার অপক্ব জ্ঞানকে দূর কর, দুর্বুদ্ধিরূপ দাহক শত্রুকে বিনাশ কর এবং আমাদের হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন কর। হে মন, স্থিরভাবে সম্বৃত্তির মূলকে দৃঢ় কর। শত্রু বিনাশের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আধার তোমাকে পরমাত্মায় স্থাপন করছি। ১৭।৪ ॥ হে অগ্নি, আমাদের ক্রিয়মাণ কর্ম গ্রহণ কর। হে মন, তুমি সদ্বৃত্তিসমূহের ধারক, অন্তরিক্ষকে (সদ্ভাবকে) দৃঢ় কর। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আধার তোমাকে রিপুনাশের জন্য পরমাত্মায়

স্থাপন করছি। তুমি সদ্ভাবের রক্ষক, দেবভাবকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর।• [ব্রহ্মবনি প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ পূর্ববৎ]। সকল দিকে তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে আমার চিত্তবৃত্তিসকল, তোমরা উন্নতমনা হও, অত্যুচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রভাবে ভগবানের আরাধনা কর। ১৮।৬ ॥ হে মন, তুমি মঙ্গলপ্রদ হও, তাহলে দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করবে। তুমি অনন্তের সাথে মিলনের প্রতিবন্ধক ; অনন্তদেব তোমাকে অনুগ্রহ করুন। হে মনোবৃত্তি, তুমি সমৃদ্ধিদায়ক ও পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হও, অন্তরাত্মা তোমাকে অনন্তের সাথে মিলনের বাধক বলে জানুন। হে মন, সৎকর্মের প্রভাবে স্বর্গবাসীর স্তম্ভনকারী হও। হে মনোবৃত্তি, তুমি সুবুদ্ধি দাও, পার্বতেয়ী (অনন্ত শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি) তোমাকে পর্বতের ন্যায় অচঞ্চল বলে জানুন। ১৯।৬ ॥ হে মন, তুমি ধান্যস্বরূপ প্রীতিকারক, অতএব সমস্ত দেবতাকে প্রীত কর। প্রাণ, উদান ও ব্যান বায়ুর সংরক্ষণের জন্য তোমাকে সংযত করছি। অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা সম্পাদনে আয়ু-বৃদ্ধির জন্য তোমাকে ধারণ করছি। হে অসদ্বৃত্তিসমূহ, মঙ্গলরূপ হিরণ্যপাণি জ্ঞানপ্রদাতা সবিতৃদেব তাঁর নিষ্কলংক হস্তে আমাদের• অন্তর থেকে তোমাদের অপসারিত করুন। হে মন, দূরদৃষ্টি লাভের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি, তুমি বিশ্বের অমৃত স্বরূপ হও। ২০।৭ ॥

টীকা ঃ ১৬ ॥ হিরণ্যপাণি—দৈত্যগণের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের প্রহারে সবিতাদেবের পাণিদ্বয় ছিন্ন হওয়ায় দেবগণ তাঁকে সুবর্ণময় হস্ত প্রদান করেন, এজন্য সবিতৃদেবকে হিরণ্যপাণি বলা হয়। ১৭ ॥ ব্রহ্মবনি, ক্ষত্রবনি, সজাতবনি—ব্রাহ্মণভাবাপন্ন সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন রজগুণ ও বৈশ্যভাবাপন্ন তমোগুণ। ১৮ ॥ পার্বতেয়ী—অনন্তশক্তিশালিনী, পরা প্রকৃতি। দিবস্কম্ভনী—দ্যুলোকবাসির স্তম্ভনকারিণী। ২০ ॥ প্রাণ, উদান ব্যান—দীর্ঘ জীবন কামনায় প্রাণ বায়ু, বাক্যের সংযমের জন্য উদান বায়ু এবং শারীরিক বল রক্ষার জন্য ব্যান বায়ুকে সংযত করতে হয়।

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। সংবপামি সমাপ ওষধীভিঃ সমোষধয়ো রসেন। সংরেবতীর্জগতীভিঃ পৃচ্যন্তাং সং মধুমতীর্মধুমতীভিঃ পৃচ্যন্তাম্ ॥ ২১ ॥ জনয়ত্যৈ ত্বা সংযৌমীদমগ্নেরিদমগ্নীষোময়োরিষে ত্বা। ঘর্মোঽসি বিশ্বায়ুরুরুপ্রথা উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামগ্নিষ্টে ত্বচং মা হিংসীৎ। দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠেঽধি নাকে ॥ ২২ ॥ মা ভের্মা সংবিক্থা। অতমেরুর্যজ্ঞোঽতমেরুর্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ। ত্রিতায় ত্বা, দ্বিতায় ত্বৈকতায় ত্বা ॥ ২৩ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আদদেঽধ্বরকৃতং দেবেভ্যঃ। ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজা দ্বিষতো বধঃ ॥ ২৪ ॥ পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্। ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানম্। বর্ষতু তে দ্যৌ, র্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে হবি, সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি অন্তবাহুদ্বয়কে অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগল এবং নিজ• করদ্বয়কে পূষাদেবতার করযুগল মনে করে তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভগবৎকার্যে নিযুক্ত করছি। আমাদের আপস্বরূপ স্নেহ সত্ত্বভাব ; ওষধিরূপ কর্মফলের অবসানে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের সাথে যুক্ত হোক, কর্মের• বিনাশে ওষধিতুল্য জীবনসকল রসময় ভগবানের সাথে সম্মিলিত হোক, আমাদের শুদ্ধ সত্ত্বভাব বিশ্ববাসী সকলের সাথে মিলিত হোক এবং আমাদের

মধুর ভাবসমূহ মাধুর্যময় ভগবানের বিভূতির সাথে মিলিত হোক। ২১।৩॥ হে মন, সম্ভাব লাভের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। এ মানসিক জ্ঞান অগ্নিদেব থেকে উদ্ভূত এবং এ সৎকর্ম অগ্নি ও সোমদেবের অনুকম্পায় লভ্য। হে দেব, তুমি প্রকাশশীল ও বিশ্বায়ু; আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি প্রথিতযশা, তোমার যশ সর্বতোভাবে বিস্তৃত হোক। তোমার যজনাকারী সৎকর্মে প্রসিদ্ধি লাভ করুক। হে ভগবন্, অগ্নি তোমার জ্ঞানমূর্তি; তোমার জ্ঞানালোকে আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর কর। সবিতৃদেব আমার সমুন্নত চিত্তাকাশে তোমাকে স্থাপিন করুন। ২২।৪॥ হে আমার মন, তুমি নির্ভীক ও নিরুদ্বেগ হও। হে দেব, যজমানের যজ্ঞ দোষরহিত ও তার সন্তানসন্ততি নিষ্কলঙ্ক হোক। হে মন, তোমাকে ভগবানের ত্রয়ী, দ্বয়ী ও এক অদ্বিতীয় স্বরূপে নিযুক্ত করছি। ২৩।৫॥ সবিতৃদেবের প্রেরণায় নিজ বাহুদ্বয়কে অশ্বিনী-দ্বয়ের বাহুযুগল ও নিজ হস্তদ্বয়কে পূষাদেবতার করদ্বয় মনে করে সম্পাদিত যজ্ঞের ফল দেবগণের উদ্দেশে সমর্পণ করছি। দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত কর্মফল ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুরূপ অনন্ত শক্তিশালী, অশেষ পাপ বিনাশক, অসীম শক্তিসম্পন্ন বায়ুর মত দ্রুতগামী, পাপদাহক ও শত্রুবিনাশক। ২৪।৩॥ হে দেবযজনি পৃথিবি, তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন বিনাশ না করি। হে মন, কল্যাণকর প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর; দ্যুলোকবাসী দেবগণ তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন। হে সবিতৃদেব, যারা আমাদের হিংসা করে অথবা আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, সেই কামাদি শত্রুদের পৃথিবীর পরম পারে অন্ধতমিস্রে শত পাশ বন্ধনে আবদ্ধ কর, তা থেকে তারা যেন মুক্তি না পায়। ২৫।৪॥

টীকা : ২১॥ রেবতীঃ—শুদ্ধ সত্বভাব। ২২॥ ত্রিতায়, দ্বিতায়, একতায়—ভগবানের রজঃ, সত্ব ও তমোগুণের প্রকাশক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্তিকে ত্রিতয় স্বরূপ, পুরুষ ও প্রকৃতিরূপকে দ্বিতয় এবং অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপকে একতয় শব্দ বলা হয়েছে। ২৫॥ দেবযজনি পৃথিবি—দেবতা যে স্থানে পূজিত হন, তার আধারভূত আমার স্থূলদেহ। ঔষধ্যাঃ—কর্মফলের অবসানে ক্ষয়ের কারণকে যেন হিংসা না করি অর্থাৎ এ স্থূলদেহের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, আমি যেন বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারি।

মন্ত্র : অপাররুং পৃথিব্যৈ দেবযজনাদ্বধ্যাসম্। ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানম্। বর্ষতু তে দ্যৌর্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্। অররো দিবং মা পপ্তো দ্রপ্সস্তে দ্যাং মা স্কন্। ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানম্। বর্ষতু তে দ্যৌ র্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈ র্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্॥ ২৬॥ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি। সুক্ষ্মা চাসি শিবা চাসি। স্যোনা চাসি সুষদা চাসূর্জস্বতী চাসি পয়স্বতী চ॥ ২৭॥ পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীবদানুম্। যামৈরয়ংশ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তামু ধীরাসো অনুদিশ্য যজন্তে। প্রোক্ষনী-রাসাদয়। দ্বিষতো বধোঽসি॥ ২৮॥ প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। অনিশিতাঽসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সম্মার্জ্মি। প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। অনিশিতাঽসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনীং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সম্মার্জ্মি॥ ২৯॥ অদিত্যৈ রাস্নাসি বিষ্ণোর্বেষ্পোঽস্যূর্জে ত্বাঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাবপশ্যামি। অগ্নের্জিহ্বাসি সুহূর্দেবেভ্যো ধাম্নে ধাম্নে মে ভব যজুষে যজুষে॥ ৩০॥ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ

পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। সবিতুর্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি, ধাম নামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥ ৩১ ॥

[কণ্ডিকা—৩১। মন্ত্রসংখ্যা—১৩৭]

অনুবাদঃ আমার দেহের মঙ্গল কামনায় দেবতার পূজাস্থান এ হৃদয় থেকে কামাদি শত্রুকে দূর করছি। হে মন, তুমি কল্যাণ সাধক প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। স্বর্গের অধিষ্ঠাতৃদেব তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন। আমাদের যারা হিংসা করে অথবা আমরা যাদের বিদ্বেষ কামনা করি, সেই কামাদি রিপুবর্গকে সবিতৃদেব পৃথিবীর অন্তিম সীমান্তে গাঢ় অন্ধকারে শতপাশে আবদ্ধ করুন, তা থেকে তারা যেন মুক্ত না হয়। হে অন্তরশত্রু, তুমি আমার হৃদয়রূপ দেবস্থান অধিকার করো না, তোমার উপজীব্য রস যেন আমার হৃদয়ে না আসে। [ব্রজং গচ্ছ—ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।] ২৬।৯ ॥ হে ভগবন্, গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে বরণ করি, ত্রিষ্টুপ ছন্দে তোমাকে পরিগ্রহ করছি, জগতী ছন্দে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি শোভনগুণবিশিষ্ট, শান্ত, শিব, সুন্দর ও সুখস্বরূপ ; তুমি আমাদের বল, প্রাণ ও অমৃতপ্রদ হও। ২৭।৬ ॥ হে পরমেশ্বর, তুমি হিংস্র শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধ সত্বভাবকে পার্থিব সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে নিত্য আমাদের অনুগৃহীত করছ। দেবগণ বেদজ্ঞান সহ যে শুদ্ধভাবকে চন্দ্রলোকে সংরক্ষিত করেন, ঋষিগণ তা পাবার জন্য তোমার আরাধনা করে। তুমি প্রোক্ষণী আমাদের নিকট স্থাপন কর ও শত্রুবিনাশ কর। ২৮।৩ ॥ হে দেব, আমার সংপ্রতিবন্ধক দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু ভস্মীভূত হোক, সকল শত্রুগণ দগ্ধ হোক। অরাতিগণ সন্তপ্ত ও বিনষ্ট হোক। হে মন, তুমি কামাদি শত্রুর প্রতি অনাসক্ত, তাদের বিনাশে তৎপর হও। উন্নত ফল লাভের জন্য সংকর্ম সাধনের দ্বারা তোমাকে সংশোধিত করছি। [প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ—ইত্যাদির ব্যাখ্যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।] হে ধী, তুমি শত্রুর প্রতি অনাসক্ত, শত্রুবিনাশী হও। সংকর্ম সাধনার দ্বারা সংকর্ম প্রাপ্তির উদ্দেশে তোমাকে সংমার্জিত করছি। ২৯।৬ ॥ হে ভগবন্, তুমি অনন্তরূপে আমাদের ভক্তিস্বাদ গ্রহণের রশনা সদৃশ, বিষ্ণুরূপে তুমি সর্বত্র বিরাজমান, বল ও প্রাণ লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। হে ভগবন্, আমি যেন ভ্রমশূন্য নয়নে তোমার দর্শনে সমর্থ হই। তোমার অগ্নিরূপ জিহ্বা বিদ্যমান ; আমার সর্ব অবস্থায় ও যাগাদি সংকর্মের অনুষ্ঠানে তুমি সকল দেবতার আহ্বানকারী হও। ৩০।৪ ॥ হে কর্ম, সবিতৃদেবের প্রেরণায় নির্মল বায়ুর মত পবিত্র ও সূর্যরশ্মির মত জ্ঞানপ্রদ হয়ে আমাকে পবিত্র কর। হে কর্মসমূহ, তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের অনুকম্পায় নির্দোষ বায়ুর ন্যায় পবিত্র ও সূর্যকিরণের ন্যায় আমাদের পবিত্র কর। হে ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত কর্ম, তুমিই তেজ, তুমিই শুক্র ও তুমিই অমৃত। তুমি দ্রব্য ও তার নাম। তুমি দেবভাবের সংরক্ষক, সর্বত্র অনভিভূত এবং যাগাদি সংকর্মের সাধক তুমি। ৩১।৪ ॥

টীকাঃ ২৬ ॥ মা মৌক্—কখন তাদের পাশ মুক্ত করো না। গোষ্ঠানম্—কল্যাণাস্পদ। ব্রজম্—প্রব্রজ্যা। ২৭ ॥ সুক্ষ্মা—শোভনগুণবিশিষ্ট। স্যোনা—সুখরূপা। সুষদা—সম্যক্ সদ্ভাবসম্পন্ন। ২৮ ॥ বিপ্রপুশিন্—বেদ প্রকাশক পরমেশ্বর। প্রোক্ষণীঃ—পাপ ক্ষালনের উপায়। আসাদয়—বিধান কর। ২৯ ॥ বাজেধ্যায়ৈঃ—সংকর্ম সাধনের দ্বারা। ৩০ ॥ যজুষে—ফলের দ্বারা যুক্ত করে জন্য যজুঃ শব্দ যাগবাচী। ৩১ ॥ উৎপুনামি—শোধন করি, পবিত্র করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন্ত্র ঃ কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। বেদিরসি বর্হিষে ত্বা জুষ্টাং প্রোক্ষামি। বর্হিরসি স্রুগ্ভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি ॥ ১ ॥ অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি। বিষ্ণো-স্তুপোঽস্যূর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থাং দেবেভ্যো ভুবপতয়ে স্বাহা-ভুবনপতয়ে স্বাহা ভূতানাং পতয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥ গন্ধর্বস্ত্বা বিশ্বাবসুঃ পরিদধাতু বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ। ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ। মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরিধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ ॥ ৩ ॥ বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ৪ ॥ সমিদসি সূর্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যৈ। সবিতুর্বাহূ স্থ ঊর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্য আ ত্বা বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ সদন্তু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে মন, কলুষিত তুমি সৎকর্মের দ্বারা আহবনীয় হও, অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত তোমার সংস্কার করছি। তুমি বেদি (যজ্ঞস্থান) সদৃশ, সৎকর্ম সাধনের জন্য তোমাকে দেবপ্রিয় ও সুসংস্কৃত করছি। হে মন, তুমি দর্ভরূপ, যজ্ঞাদি সৎকর্মের আশ্রয় হও ; সৎকর্ম সাধন করার জন্য তুমি দেবপ্রিয় ও সুসংস্কৃত হও। ১।৩ ॥ হে মন, অনন্তস্বরূপ ভগবানের জন্য তুমি ভক্তিরসে দ্রবীভূত হও, তুমি বিষ্ণুর ধারক হও, দেবতার উপবেশনের জন্য মৃদু আস্তরণ-সদৃশ তোমাকে বিস্তৃত করছি। ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে সমর্পণ করছি। ২।৬ ॥ হে মন, বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান, সর্বগ ভগবান সকল প্রকার হিংসা হতে তোমাকে রক্ষা করুন। স্তবনীয় অগ্নির মত তুমিও অর্চনাকারীকে রক্ষা কর। হে মন, তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় সুদৃঢ় রক্ষক হও, স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় যজমানকে সর্ববিধ হিংসা হতে রক্ষা কর। হে মন, তোমার সত্যধর্ম পালনের ফলে মিত্র ও বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন, স্তুতিযোগ্য অগ্নির মত তুমি সর্ববিধ অরিষ্ট থেকে যজমানের রক্ষক হও। ৩।৩ ॥ হে ক্রান্তদর্শী অগ্নিদেব, দীপ্তিমান মহান তোমাকে অধ্বরে [হিংসা-রহিত যজ্ঞে] আমাদের অভিলাষ পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত করছি ; তোমার জ্ঞানালোকে আমাদের হৃদয় আলোকিত কর। ৪।১ ॥ হে মন, তুমি হবনীয় কাষ্ঠসদৃশ, আমাদের জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত কর। পূর্বভাগে সূর্যদেব সকল হিংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। তুমি সবিতৃদেবের বাহুসদৃশ হও। দেবতার উপবেশনের জন্য কোমল আসন তুল্য তোমাকে বিস্তৃত করছি। হে মন, বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ তোমাকে সর্বতো-ভাবে প্রসারিত করুন। ৫।৫ ॥

টীকা ঃ ১ম কণ্ডিকা—কৃষ্ণঃ, আখরেষ্ঠঃ—একদা যজ্ঞ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ করে একটি কঠিন বৃক্ষে অবস্থান করে, সেজন্য তাকে আখরেষ্ঠ বলা হয়। অথবা স্বর্গকে যে দান করে, আহবনীয় সৎকর্মসমূহ ; তাহাতে যে যুক্ত। ২—অদিত্যৈ—অনন্তস্বরূপের জন্য। ব্যুন্দনম্—বিশেষরূপে সিক্ত, ভক্তিরসে আর্দ্র। ঊর্ণম্রদসম্—ঊর্ণ (মাকড়সার জাল) এর ন্যায় অতিশয় মৃদু। ৩—বিশ্ববসুঃ—সমস্ত প্রদেশে যিনি বাস করেন ; সর্বব্যাপী। গন্ধর্বঃ—সর্বগ। বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ—সর্ববিধ হিংসা পরিহারের জন্য। ৫—অভিশস্ত্যৈ—সর্ববিধ হিংসা পরিহারের জন্য ; অথবা সম্যক্‌স্তুতির জন্য, অর্চনার জন্য ॥

মন্ত্র ঃ ঘৃতাচ্যসি জুহূর্নাম্না সেদং প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ ঘৃতাচ্যস্যুপভৃন্নাম্না সেদং প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ। ঘৃতাচ্যসি ধ্রুবা নাম্না সেদং প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ। ধ্রুবা অসদন্নৃতস্য যোনৌ তা বিষ্ণো পাহি। পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥ ৬ ॥ অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সরিষ্যন্তং বাজজিতং সম্মার্জ্মি। নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যঃ সুয়মে ভূয়াস্তম্ ॥ ৭ ॥ অস্কন্নমদ্য দেবেভ্য আজ্যং সংভ্রিয়াসমঙ্ঘ্রিণা বিষ্ণো মা ত্বাবক্রমিষং বসুমতীমগ্নে তে ছায়ামুপস্থেষং বিষ্ণো স্থানমসীত ইন্দ্রো বীর্যমকৃণোদূর্ধ্বোঽধ্বর আস্থাৎ ॥ ৮ ॥ অগ্নে বের্হোত্রং বের্দূত্যমবতাং ত্বাং দ্যাবাপৃথিবী অব ত্বং দ্যাবাপৃথিবী স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্য ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা ভূৎস্বাহা সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ ॥ ৯ ॥ ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্। অস্মাকং সন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষ। উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হ্বয়তামগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার বুদ্ধি, তুমি সত্ত্বভাবযুক্ত জুহূনামক হবনপাত্রসদৃশ দেবতার আধার আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও। তুমি সত্ত্বভাবযুক্ত হয়ে উপভৃৎ [দেবতার নিকট হবি-বহনকারী] ও ধ্রুবা [নিত্যস্বরূপ] নামে দেবতার প্রিয়তম ঘৃতস্বরূপে আমার এ-হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও। হে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, সত্যের উৎপত্তিস্থান আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব তুমি রক্ষা কর। হে বিষ্ণু, তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ও যজ্ঞন্য [অর্চনাকারী] আমাকে রক্ষা কর। ৬।৬ হে সত্ত্বভাববিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি, সত্ত্বভাবের প্রকাশক ও তার প্রতিবন্ধ-নিবারক তোমাকে আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত করছি। দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার করছি ও পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা উচ্চারণ করছি ; তোমরা উভয়ে আমার জন্য সংযত হও। ৭।৪ ॥ আজ আমি দেবভাব লাভের জন্য ঘৃতরূপ শুদ্ধ সত্ত্বভাব ধারণ করছি। হে বিষ্ণু, তুমি সর্বত্র-ব্যাপক জন্য আমার পাদস্পর্শ দোষ না হোক। হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের (বিষ্ণুর) স্থান, আমি তোমার ধনযুক্ত (বসুমতীর) আশ্রয়রূপ ছায়াকে আশ্রয় করছি। হে ইন্দ্র, তুমি আমার হৃদয়ে শক্তি বিস্তার কর, তাহলে আমার হিংসারহিত যজ্ঞ উন্নত হয়ে তোমার সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হবে। ৮।৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি হোতৃকর্ম ও দূতকর্ম জান। স্বর্গ ও মর্ত্যের অভিমানী দেবতাগণ তোমা (আমার হৃদয়ে) পালন করুক। হে জ্ঞানাগ্নি, তুমি স্বর্গ ও মর্ত্যের দেবভাবকে আমার হৃদয়ে স্থাপন কর। হে ইন্দ্র, দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব তুমি সফল কর। আমাদের হুতবস্তু সুন্দররূপে হুত হোক। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা আমরা যেন জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই। ৯।৪ ॥ ভগবান ইন্দ্রদেব ইন্দ্রিয়ের শক্তি আমাতে স্থাপন করুক ; দৈব ও মানবীয় দ্বিবিধ পরম সুখসম্পদ আমরা যেন লাভ করি ; প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হোক, আমাদের মঙ্গল সত্য হোক। সকলের আরাধ্য পরিদৃশ্যমান পৃথিবী জগতের জননীসদৃশ। মাতা পৃথিবী আমাকে হবনসামগ্রী প্রদান করুক। আমার কর্মের দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞান ভগবানে সম্যকরূপে অর্পিত হোক। ১০।২ ॥

টীকা ঃ ৬ ॥ ঘৃতাচী—ঘৃতপূর্ণা, সত্ত্বভাবযুক্তা। জুহূ—যার দ্বারা হোম করা হয়, হবনপাত্রস্বরূপ। ৭ ॥ বাজজিৎ—অন্নকে যে জয় করে ; সত্ত্বভাব বিশিষ্ট। বাজজিতম্—প্রতিবন্ধ-নিবারক। স্বধা—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় দ্রব্যের দানে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করা হয়। ৮ ॥ অস্কন্নম্—ভূমিতে যাতে না পড়ে ; অস্খলিত। সম্ভ্রিয়াসম্—সম্যকরূপে পোষণ বা ধারণ করছি। বসুমতীম্—ধনপ্রাপ্তিকারী।

ছায়া—আশ্রয়স্বরূপ। ৯ ॥ স্বিষ্টকৃৎ—সুষ্ঠু ইষ্টকারী। স্বাহা—দেবতার উদ্দেশে দানে স্বাহা-শব্দ উচ্চারিত হয়; সুন্দররূপে হুত হোক। ১০ ॥ মঘবান্—মঘ ধন আছে যাতে; পরম সুখসাধক। সচন্তাম্—সেবা করুক, বর্ষণ করুক, অভীষ্ট পূর্ণ করুক।

মন্ত্র ঃ উপহূতো দ্যৌষ্পিতোপ মাং দ্যৌষ্পিতা হ্বয়তামগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। প্রতিগৃহ্ণাম্যগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি ॥ ১১ ॥ এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রাহুর্বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে। তেন যজ্ঞমব তেন যজ্ঞপতিং তেন মামব ॥ ১২ ॥ মনো জূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ ॥ ১৩ ॥ এষা তে অগ্নে সমিত্তয়া বর্ধস্ব চা চ প্যায়স্ব। বর্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি। অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সসৃবাংসং বাজজিতং সম্মার্জ্মি ॥ ১৪ ॥ অগ্নীষোময়োরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি। অগ্নীষোমৌ তমপনুদতাং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি। ইন্দ্রাগ্নোরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি। ইন্দ্রাগ্নী তমপনুদতাং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের আরাধিত তেজঃস্বরূপ পুরুষ (দ্যৌ), সত্ত্বভাবের পালক, জ্ঞানস্বরূপ ভগবান প্রার্থনাকারী আমার সত্ত্বভাব রক্ষা কর। কর্মাগ্নির পোষণকারী আমার জ্ঞান সুষ্ঠু আহূত হোক। জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের অনুকম্পায় নিজ বাহুদ্বয়কে অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগল ও নিজ করদ্বয়কে পূষাদেবতার করদ্বয় মনে করে আমার শুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে স্থাপন করছি। জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের মুখে তোমাকে ভক্ষণ করছি অর্থাৎ অগ্নিদেবের কৃপায় শুদ্ধ সত্ত্বভাবকে আমার হৃদয়ে ধারণ করছি। ১।৪॥ হে সদ্ভাবের প্রেরক সবিতৃদেব, মহৎকর্মের পালক ব্রহ্মস্বরূপ তোমার উদ্দেশে এ যজ্ঞ (সদনুষ্ঠান)—ইহা সকলে বলে। হে দেব, এ যজ্ঞ, যজ্ঞপতি (সদনুষ্ঠানের পালক) ও অর্চনাকারী আমাকে রক্ষা কর। ১২।১ ॥ সর্বত্র শীঘ্রগামী হে আমার মন, তুমি সত্ত্বভাবের সেবা কর, বৃহস্পতি (মহৎকর্মের পালক) তোমার যজ্ঞকে বর্ধিত করুক। হে মন, তুমি এ সদনুষ্ঠান অহিংসভাবে পোষণ কর। এ সৎকর্মে সকল দেবগণ তৃপ্ত হোক। হে পরব্রহ্ম, তুমি এ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হও। ১৩।১ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমার এ মন তোমার ইন্ধনস্বরূপ হোক; আমার মনোরূপ আহুতি লাভে তুমি প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের (হৃদয়) আলোকিত কর। তা হলে আমরা যাজ্ঞিকগণ উচ্চ স্তর লাভ করে সদ্ভাব বৃদ্ধি করব। হে সত্ত্বভাব বিশিষ্ট অগ্নি, সত্ত্বভাবের উপযুক্ত সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক নাশক তোমাকে আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত করছি। ১৪।২ ॥ অগ্নি ও সোমদেবের (জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়ের) প্রকৃষ্ট জয় অনুসরণ করে আমি উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হব; সৎকর্মের প্রেরণায় আমি আমার আত্মাকে উৎসাহিত করছি। অর্চনাকারী আমাদের যাঁরা হিংসা করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, অগ্নি ও সোম (দেবদ্বয়) তাদের দূর করুক; সৎকর্মের প্রেরণায় আমি তাদের দূর করছি। ইন্দ্র ও অগ্নিদেবের (শক্তি ও জ্ঞানরূপ দেবদ্বয়ের) জয় অনুসরণ করে আমি উৎকৃষ্ট জয় লাভ করব; সৎকর্মের প্রেরণায় আমি আমাকে উৎসাহিত করছি। যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, ইন্দ্র ও অগ্নিদেব তাদের বিতাড়িত করুন; আমিও সৎকর্মের প্রেরণায় তাদের দূর করছি। ১৫।৪ ॥

টীকা ঃ ১৩ ॥ জূতিঃ—অতীত অনাগত বর্তমান কালগত পদার্থে শীঘ্র গমনশীল। সর্বত্র গামী, শীঘ্রগামী। ১৫ ॥ উজ্জিতিম্—নির্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট হয়।

মন্ত্র ঃ বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাঽদিত্যেভ্যস্ত্বা সংজানাথাং, দ্যাবাপৃথিবী মিত্রা-বরুণৌ ত্বা বৃষ্ট্যাবতাম্। ব্যন্তু বয়োক্তং রিহাণা মরুতাং পৃষতীর্গচ্ছ বশা পৃশ্নি-ভূর্ত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমাবহ। চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্মে পাহি ॥ ১৬ ॥ যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্গুহ্যমানঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরাম্যেষ নেত্ত্বদপচেতয়াতা। অগ্নেঃ প্রিয়ং পাথোঽপীতম্ ॥ ১৭ ॥ সংস্রবভাগা স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ দেবাঃ। ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং স্বাহা বাট্ ॥ ১৮ ॥ ঘৃতাচী স্থো ধুর্য্যৌ পাতং সুম্নে স্থঃ সুম্নে মা ধত্তম্। যজ্ঞ নমশ্চ ত উপ চ যজ্ঞস্য শিবে সংতিষ্ঠস্ব স্বিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব ॥ ১৯ ॥ অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীতম পাহি মা দিদ্যোঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যা অবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনৌ স্বাহা বাডগ্নয়ে সংবেশপতয়ে স্বাহা। সরস্বত্যৈ যশোভগিন্যৈ স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে মন, তোমাকে বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণের তৃপ্তির জন্য নিয়োগ করছি। স্বর্গ ও মর্ত্যের অভিমানী দেবগণ তোমাকে জানুক। মিত্র বরুণদেব অভীষ্টবর্ষণে তোমাকে পালন করুক। হে মন, শুদ্ধ সত্ত্ব যুক্ত তোমাকে আস্বাদন করে দেবভাব অধিকতর কান্তিযুক্ত হোক। হে মন, বায়ুর মত গতিশীল হয়ে অন্তরিক্ষে যাও, কামধেনুর মত স্বর্গের তৃপ্তিকারী হও, তারপর আমাদের জন্য অভীষ্ট বর্ষণ কর। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি চক্ষুর পালক, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও। ১৬।৭ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আমার হৃদয়ে যে পরিধি রচনা কর, তোমার প্রিয় সে শুদ্ধ সত্ত্বভাবকে আমি হৃদয়ে পোষণ করছি, সে পরিধি তোমার নিকট থেকে যেন অপগত না হয়। হে আমার কর্ম ও ভক্তি, তোমরা অগ্নিদেবের প্রিয় সত্ত্বভাব লাভ কর। ১৭।২ ॥ প্রস্তরের ন্যায় স্থির হৃদয়-নিবাসী শুদ্ধ সত্ত্ব-জাত দেবভাবসমূহ, তোমরা ভক্তিরসে বর্ধিত হয়ে সাধকের সংসর্গে এস। তোমরা আমার এ স্তুতি সাগ্রহে শ্রবণ কর এবং আমার হৃদয়াসনে উপবেশন করে তৃপ্ত হও। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমার এ অনুষ্ঠান সম্যকরূপে হুত হোক। ১৮।২ ॥ হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা সদ্‌ভাবযুক্ত [ঘৃতাচী] হও ; হে দেবদ্বয়, আমার সৎকর্মনির্বাহক জ্ঞান ও ভক্তি রক্ষা কর। তুমি সুখ-স্বরূপ হয়ে আমাকে সুখী কর। হে যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেব, তোমাকে নমস্কার, তুমি বর্ধিত হও। হে ভগবান, আমার যাগাদি কর্মের মঙ্গল কর ; আমার নিঃশ্রেয়সরূপ পরম কল্যাণ সাধন কর। ১৯।২ ॥ হে অর্চনাকারীর মঙ্গলবিধায়ক সর্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রতুল্য আয়ুধ থেকে আমাকে রক্ষা কর ; বন্ধনের হেতুভূত মায়াপাশ হতে, অসৎ অর্চনা থেকে, কুভোজন থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর, সম্যক স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থল পরমাত্মাতে আমাকে স্থাপন কর। এ সুন্দরভাবে হুত হোক। সংবেশপতি (কর্ম ও ভক্তির পালক) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবে সম্যক হুত হোক। যশের ভগিনীরূপা বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতীর উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হোক। ২০।৩ ॥

টীকা ঃ ১৬ ॥ মরুতাং পৃষতীঃ—মরুৎ নামক দেবগণের বাহনরূপ অশ্বসমূহ ; বায়ুর বাহনের মত বেগে গমন কর। রিহাণা°—আস্বাদন করিয়া। ১৭ ॥ পণিভিঃ অসুরগণ কর্তৃক। পরিধি—ব্যবধায়ক ; শুদ্ধ সত্ত্বভাব। অপচেতয়াতৈ—অপচেয়তু—অপগতচিত্ত না হোক, তোমাতেই থাকুক। অপীতম্—(অপি—ইতম্) লাভ করুক। ১৮ ॥ সংস্রবভাগাঃ—সংসর্গভাগী। স্বাহা বাট্—এ দুটি শব্দ দেবতার উদ্দেশে দানের জন্য ব্যবহৃত হয়, সর্বপ্রকারে দান বুঝাতে আদরার্থে দুটি

শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। ২০॥ অদব্ধায়ো—অর্চনাকারিগণের মঙ্গলকারী, অদব্ধ অহিংসিত আয়ু যে যজমানের। অশীতম—অতিশয় ভোজনকারী অথবা অতিশয় ব্যাপক। দিদ্যোঃ—বজ্র হতে। প্রসিত্যৈ—বন্ধনহেতুভূত জাল হতে, মায়াপাশ থেকে।

মন্ত্র : বেদোঽসি যেন ত্বং দেব বেদ দেবেভ্যো বেদোঽভবস্তেন মহ্যং বেদো ভূয়াঃ। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত। মনসস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা বাতে ধাঃ॥ ২১॥ সংবর্হিরঙ্ক্তাং হবিষা ঘৃতেন সমাদিত্যৈর্বসুভিঃ সম্মরুদ্ভিঃ। সমিন্দ্রো বিশ্বদেবেভিরঙ্ক্তাং দিব্যং নভো গচ্ছতু যত্ স্বাহা॥ ২২॥ কস্ত্বা বিমুঞ্চতি স ত্বা বিমুঞ্চতি কস্মৈ ত্বা বিমুঞ্চতি তস্মৈ ত্বা বিমুঞ্চতি। পোষায়, রক্ষসাং ভাগোঽসি॥ ২৩॥ সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন। ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টম্॥ ২৪॥ দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মোঽন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মোঽস্মাদন্নাদস্যৈ প্রতিষ্ঠায়া অগন্ম স্বঃ সং জ্যোতিষাভূম॥ ২৫॥

অনুবাদ—হে দেব, তুমি সর্বজ্ঞ। হে সর্বজ্ঞ দেব, যেহেতু তুমি দেবভাবের জ্ঞাপক, সেজন্য দেবগণের নিকট আমার জ্ঞাপক হও। যজ্ঞাদি সৎকর্মের বেত্তা দেবগণ আমাদের সৎকর্মের ইচ্ছা জেনে তা লাভ করুক। হে মনের প্রবর্তক দেব, এ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ (সৎকর্ম ও তার ফল) তোমাকে অর্পণ করছি, তুমি তা প্রাণাদি বায়ুর অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরে স্থাপন কর। ২১।২॥ ইন্দ্রদেব আদিত্যগণ, বসুগণ মরুদ্গণ ও বিশ্বদেবগণের সাথে হবনীয় শুদ্ধ সত্ত্বভাব দ্বারা সদনুষ্ঠানের আধারস্বরূপ এ হৃদয়কে সিক্ত করুন। এ অনুষ্ঠান দিব্য জ্যোতি লাভ করুক, এ সুহুত হোক। ২২।১॥ কোন পুরুষ তোমাকে (জন্ম জরাদি) মুক্ত করে? প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর তোমাকে মুক্ত করেন। কিসের জন্য তোমাকে মুক্ত করেন? প্রসিদ্ধ ধর্মভাব পোষণের জন্য তোমাকে মুক্ত করেন। হে সৎকর্মের বিরোধী শত্রু, রাক্ষসগণের (দেবভাব বিরোধীগণের) অংশস্বরূপ হও। ২৩।২॥ পরমেশ্বরের অনুকম্পায় আমরা ব্রহ্মতেজের সাথে যুক্ত হব, সেরূপ অমৃতের সাথে, সৎকর্ম সাধনক্ষম শরীরের অবয়বের সাথে, শ্রদ্ধাযুক্ত মনের সাথে যুক্ত হব। শোভনদানশীল ভগবান আমাদের পরম ধন প্রদান করুন এবং আমাদের শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ সৎকর্ম সাধনে অপটু, তার পুষ্টিসাধন করুন। ২৪।১॥ বিষ্ণু স্বর্গলোকে জগতীছন্দরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা ভ্রমণ করেন, সেখান হতে যে শত্রু আমাদের বিদ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তারা ভাগরহিত হয়ে পলায়ন করে। অন্তরিক্ষ লোকে বিষ্ণু ত্রিষ্টুপ্ ছন্দরূপ স্বীয় চরণে বিচরণ করেন, সে স্থান থেকে যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, আমরা যাদের হিংসা করি, তারা ভাগরহিত হয়ে পলায়ন করে। পৃথিবীলোকে বিষ্ণু গায়ত্রীছন্দরূপ পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন, সেখান হতে যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, আমরা যাদের হিংসা করি, তারা ভাগরহিত হয়ে নিঃসৃত হয়। এ অন্ন (শুদ্ধ সত্ত্বরূপ) হতে, এ দেবযজন স্থান (হৃদয়) রূপ প্রতিষ্ঠা থেকে ভাগরহিত হয়ে শত্রুগণ পলায়ন করে। আমরা শত্রুহীন হয়ে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সাথে মিলিত হই। ২৫।৭॥

টীকা : ২১॥ বেদঃ—সর্বজ্ঞ। গাতুবিদঃ—যজ্ঞাদি সৎকর্মের বেত্তা, নানাবিধ বৈদিক শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে যজ্ঞ; তা যে জানে। ২২॥ দিব্যং নভঃ—দিব্য

জ্যোতির। ২৪॥ বর্চসা—ব্রহ্মতেজের দ্বারা। সমগস্মহি—মিলিত হব। সুদত্রঃ—শোভন দানশীল। ২৫॥ নির্ভক্তঃ—ভাগরহিত।

মন্ত্র ঃ স্বয়ম্ভুরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি। সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে॥ ২৬॥ অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিস্ত্বয়াহগ্নেহহং গৃহপতিনা ভূয়াসং সুগৃহপতিস্ত্বং ময়াহগ্নে গৃহপতিনা ভূয়াঃ। অস্থূরি ণৌ গার্হপত্যানি সন্তু শতং হিমাঃ সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে॥ ২৭॥ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মেহরাধীদমহং য এবাস্মি সোহস্মি॥ ২৮॥ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা। সোমায় পিতৃমতে স্বাহা। অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ॥ ২৯॥ যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি। পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টাঁল্লোকাৎপ্রণুদাত্যস্মাৎ॥ ৩০॥

অনুবাদ ঃ হে জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেব তুমি স্বয়ম্ভূ [স্বয়ংসিদ্ধ], শ্রেষ্ঠ কিরণস্বরূপ তুমি, তেজের দাতা তুমি, আমাকে ব্রহ্মতেজ দাও। আমি সূর্যের আবর্তন অনুসরণ করে সৎকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই। ২৬।২॥ হে গৃহপতি জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি আমার (হৃদয়রূপ) গৃহের পালক হও। হে অগ্নি, তোমার সহায়তায় আমি যেন গৃহপতি (হৃদয়রূপ গৃহের সদ্‌ভাবের পালক) হতে পারি। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমার গৃহপতিত্বে তুমি আমার হৃদয়রূপ গৃহের সদ্ভাবের পালক হও। আমাদের উভয়ের গার্হপত্য কর্মসমূহ চিরকাল অব্যাহত হোক। আমি জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবের আবর্তন অনুসরণ করে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হই। ২৭।২॥ হে ব্রতপতি (সৎকর্মের পালক) অগ্নিদেব, আমি ব্রতের (সৎকর্মের) অনুষ্ঠান করব, তোমার অনুগ্রহে তা পালনে আমি সমর্থ হব, আমার সদনুষ্ঠান তুমি সম্পন্ন কর। আমি এ অনুষ্ঠানের পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এ অনুষ্ঠানের ফলে পরব্রহ্মরূপ জ্ঞান লাভ করছি॥ ২৮।২॥ কব্যবাহন (পিতৃপূজার উপকরণ বহনকারী) অগ্নিদেবের উদ্দেশে সুহুত হোক। পিতৃগণ বিশিষ্ট সোমদেবের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করছি। হৃদয়রূপ বেদি-নিবাসী অসুরভাবাপন্ন (কামাদি) রাক্ষসগণ আমার হৃদয় থেকে অপসারিত হোক। ২৯।৩॥ যে অসুরভাবাপন্ন (কামাদি) শত্রুগণ আকারাবহীন হয়েও ধ সর্ববিনাশের জন্য হৃদয়ে বিচরণ করে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ পাপ পোষণ করে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমার হৃদয় থেকে তাদের দূর করুন। ৩০।১॥

টীকা ঃ ২৯॥ কব্যবাহনায়—কবি ক্রান্তদর্শী পিতৃগণ, তাদের সম্বন্ধযুক্ত কব্য, তা বহনের সামর্থ্য যার আছে।

মন্ত্র ঃ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্। অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত॥ ৩১॥ নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শোষায় নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত॥ ৩২॥ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্। যথেহ পুরুষোহসত্॥ ৩৩॥ ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ ৩৪॥

[কণ্ডিকা—৩৪, মন্ত্র—. ৫]

অনুবাদ—পিতৃগণ আমার হৃদয়ে যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা লাভ করে তৃপ্ত হোক। পিতৃগণ তৃপ্ত হয়ে সাধকের অভীষ্ট পূরণ করে। ৩১।২॥ হে পিতৃগণ, রসের (ভক্তিরসের) জন্য তোমাদের প্রণাম জানাই। (অন্তঃশত্রু) শোষণের জন্য, দীর্ঘ

জীবন লাভের জন্য, স্বধা (শুদ্ধ সত্ত্ব) প্রাপ্তির জন্য, (কামনারূপ) ঘোর শত্রু বিনাশের জন্য, ক্রোধের উপশমের জন্য পিতৃগণসমূহকে প্রণাম করছি। হে পিতৃগণসমূহ, তোমাদের প্রণাম করছি, তোমাদের প্রণাম ! হে পিতৃগণসমূহ, আমাদের গৃহ (দেবতার আশ্রয় স্থল ভক্তি) প্রদান কর, আমরা আমাদের সদ্ভাব তোমাদের প্রদান করছি। হে পিতৃগণসমূহ, তোমাদের আচ্ছাদন স্বরূপ আমার এ হৃদয়-প্রদেশ স্বীকার কর অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে আমার হৃদয়ে অবস্থান কর। ৩২।৮। হে পিতৃগণসমূহ, ভগবানের প্রীতিপ্রদ পদ্মমালার মত ভক্তিভাব আমার হৃদয়ে স্থাপন কর, যাতে পরম পুরুষ অবস্থান করেন। ৩৩।১ ॥ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, পিতৃগণের প্রীতিদায়ক, অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্ব ও সকল বিঘ্ন বিনাশক ভক্তিরূপ বল পিতৃগণের নিকট বহন করে তাদের পূজার উপকরণ সদৃশ হও। আমার পিতৃগণকে তৃপ্ত কর। ৩৪।১ ॥

টীকা: ৩১—কীলালম্—সর্বশ্বর্ধনিবর্তক, সর্ববিঘ্ন নিবারক।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্র: সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্ হব্যা জুহোতন ॥১॥ সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন। অগ্নেয় জাতবেদসে ॥ ২ ॥ তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ৩ ॥ উপ ত্বাগ্নে-হবিষ্মতীর্ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। জুষস্ব সমিধো মম ॥ ৪ ॥ ভূর্ভুবঃ স্ব র্দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্না। তস্যাস্তে পৃথিবি দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়া-দধে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা ভক্তিভাবে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের পরিচর্যা কর। অতিথিরূপে আগত তাকে সদ্ভাবের দ্বারা বর্ধিত কর। এ প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে হবনীয় সমূহ দেবতার উদ্দেশে সর্বতোভাবে প্রদান কর। ১ ॥ হে চিত্তবৃত্তিসমূহ, তোমরা বর্ধিত দীপ্তিবিশিষ্ট জাতপ্রজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের নিমিত্ত তীব্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব (ঘৃত) প্রদান কর। ২।১ ॥ হে সর্বত্রগমনশীল জ্ঞানাগ্নি, ভক্তিভাব ও শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবের দ্বারা আমরা তোমাকে বর্ধিত করছি। হে যুবতম জ্ঞানাগ্নি, তোমার উজ্জ্বল আলোকে (আমাদের হৃদয়ে) প্রদীপ্ত হও। ৩।১ ॥ হে অভীষ্টপূরক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, হবনীয় ও শুদ্ধভাব যুক্ত সমিৎরূপ আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ তোমাকে প্রাপ্ত হোক ; আমার সেরূপ চিত্তবৃত্তি তুমি গ্রহণ কর। ৪।১ ॥ ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোকের দেবভাব আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হোক। দেবপূজার স্থল পৃথিবী তুল্য হে চিত্তবৃত্তি, তুমি আকাশ সদৃশ অনন্ত ও পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ; শুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভের জন্য তার পোষক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে তোমাতে স্থাপন করছি। ৫।২ ॥

টীকা: ১ ॥ সমিধ্—যার দ্বারা বহ্নি সম্যক্রূপে দীপ্ত হয়, তাকে সমিধ (কাষ্ঠ) বলে। এখানে ভক্তিভাবের দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্ত হয় জন্য ভক্তিভাব অর্থ নেয়া হয়েছে। দুবস্যত—পরিচর্যা কর। ২ ॥ জাতবেদসে—যিনি জাত প্রাণীকে জানেন, বা জানান, তাকে জাতবেদা বলে; অগ্নির একটি নাম; যিনি সর্বজ্ঞ, জাতপ্রজ্ঞ। ৩ ॥ অঙ্গিরঃ—যার গতি আছে, সর্বত্রগ জ্ঞানাগ্নি। ৪ ॥ হবিষ্মতীঃ ঘৃতাচীঃ—ভাষ্যকার হবির্যুক্ত ও ঘৃতাক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। এখানে হবনীয়বিশিষ্ট

শুদ্ধ সত্ত্বভাববিশিষ্ট সমিধরূপ চিত্তবৃত্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ৫॥ ভুর্ভুর্বঃ স্বঃ—গায়ত্রীর সম্পর্কযুক্ত ব্যাহৃতিত্রয়। ভূলোক, ভুবনলোক ও স্বর্গলোকের নাম, কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা আত্মা, প্রজা ও পশু অর্থ ভাষ্যে বলা হয়েছে। দেবযজনি পৃথিবি—দেবতাগণ যেখানে পূজিত হন, এজন্য পৃথিবীকে দেবযজনী বলা হয়েছে।

মন্ত্র : আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্তস্বঃ ॥ ৬ ॥ অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্ মহিষো. দিবম্ ॥ ৭ ॥ ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৮ ॥ অগ্নির্জ্যোতি-র্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা। সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহা। অগ্নির্বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা। সূর্যো বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা। জ্যোতিঃ সূর্যো সূর্যঃ জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ সজূর্দেবেন সবিত্রা সজূ রাত্র্যেন্দ্রবত্যা। জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা। সজুর্দেবেন সবিত্রা সজুরুষসেন্দ্রবত্যা। জুষাণঃ সূর্যো বেতু স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : প্রসিদ্ধ সর্বত্র গতিশীল বিচিত্র কর্মযুক্ত জ্ঞান-সূর্য সকলস্থানে পরিক্রমা করেন, আমাদের মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীকে প্রথমে প্রাপ্ত হন এবং স্বর্গে সঞ্চরণ করে পিতৃলোকেও যান। ৬।১ ॥ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি প্রাণ ও অপান বায়ুর প্রযোজক হয়ে শরীরের মধ্যে বিচরণ করে, কর্মফলদাতা মহান জ্ঞানাগ্নি দ্যুলোকেরও প্রকাশক। ৭।১ ॥ সাধকের নিকট সর্বত্র শব্দের ন্যায় ধ্যেয় ভগবান সব সময়ে সকলস্থানে বিরাজমান ; তাঁর জ্যোতিঃ দ্বারা প্রতিদিন প্রতি গৃহ উদ্ভাসিত হয়। ৮।১ ॥ অগ্নিদেবই জ্যোতিঃস্বরূপ, পরিদৃশ্যমান জ্যোতিই অগ্নিদেব, স্বাহা মন্ত্রে তাঁকে হবি প্রদান করছি। যিনি সূর্যদেব, তিনিই জ্যোতীরূপ, পরিদৃশ্যমান জ্যোতি রূপই সূর্য, তাঁকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করছি। অগ্নিই তেজ, পরিদৃশ্যমান জ্যোতিই তেজ, স্বাহা মন্ত্রে তাঁকে হবি প্রদান করছি। সূর্যদেবই তেজোরূপ, পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃরূপই তেজ, তাঁকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। দৃশ্যমান জ্যোতিরূপই সূর্যদেব, যিনি সূর্যদেব তিনি দৃশ্যমান জ্যোতিরূপ, স্বাহা-মন্ত্রে তাঁকে হবি প্রদান করছি। ৯।৫॥ জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের সাথে অগ্নিদেব প্রীত হন, ঐশ্বর্যশালী রাত্রিদেবতার সাথে অগ্নিদেব প্রীত হোন, আমাদের প্রতি প্রীত অগ্নিদেব আমাদের কর্ম প্রাপ্ত হোন, স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণে তাঁকে আহুতি দিচ্ছি। জ্ঞানদাতা সবিতা দেবতার সাথে সূর্যদেব প্রীত হোন, ঐশ্বর্যশালী উষা-দেবতার সাথে সূর্যদেব প্রীত হোন, আমাদের প্রতি প্রীত সূর্যদেব আমাদের কর্ম প্রাপ্ত হোন, স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা তাঁকে পূজা করছি, আমাদের কর্মানুষ্ঠান শুভ হোক। ১০।২ ॥

টীকা : ৭ ॥ মহিষঃ—মহি মাহাত্ম্য যাগের কর্তৃস্বরূপত্ব যে দেয়, সে মহিষ। ভাষ্যে অগ্নিকে মহিষ বলা হয়েছে—'অগ্নির্বৈ মহিষঃ স ইদং জাতো মহান্' ইতি শ্রুতেঃ। কর্মফলের প্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে মহিষ শব্দে লক্ষ্য করা হয়েছে। ৮ ॥ বাক্‌পতঙ্গায়—যিনি সর্বত্রগতিশীল শব্দরূপ। ভাষ্যে 'পতঙ্গ' শব্দের অর্থ অগ্নি বলেছে। যে অগ্নি অরণি কাষ্ঠ হতে উৎপন্ন হয়ে 'গার্হপত্য' অগ্নি নামে প্রতি গৃহে বিরাজমান পরে আহবনীয় ও দক্ষিণরূপে তার প্রতিষ্ঠা হয়। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারে গমন করে জন্য তার নাম পতঙ্গ। ১০ ॥ সজুঃ—সমান প্রীতি যার ; প্রীতি হোক।

মন্ত্র : উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ॥ ১১ ॥ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১২ ॥

উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্ ॥ ১৩ ॥ অয়ং তে যোনিঋর্ত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আরোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ১৪ ॥ অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ। যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে। ১৫ ॥

অনুবাদ—অহিংস কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞান লাভের জন্য যখন আমরা মন্ত্র উচ্চারণ করি, দূরে বা নিকটে যেখানেই থাকুন, জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তা শোনেন। ১১।১ ॥ দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালক, সর্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বহুপ্রকারে তাঁর করুণাধারা বর্ষণ করছেন। ১২।১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব, তোমাদের উভয়কে আহ্বান করতে ইচ্ছা করছি, আমাদের আরাধনারূপ হবি প্রদানে তোমাদের তুষ্ট করব। তোমরা উভয়ে অন্ন ও পারমার্থিক ধনের দাতা, জয় দানের জন্য তোমাদের উভয়কে আহ্বান করছি। ১৩।১ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের এ হৃদয় তোমার দীপ্তিযুক্ত উৎপত্তিস্থল. এখান হতে উৎপন্ন হয়ে তুমি দীপ্তিমান হও। তা জেনে তুমি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও এবং আমাদের পারমার্থিক ধনকে তোমার যাগের জন্য সমৃদ্ধ কর। ১৪।১ ॥ আমাদের সকল কাজের মুখ্যস্থানীয়, দেবভাবের আহ্বানকারী, শ্রেষ্ঠ কর্মের সম্পাদক, হিংসারহিত সকল কর্মে পূজিত জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে জ্ঞানিগণ চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করেন। বিচিত্র কর্মযুক্ত অশেষ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানদেবতাকে জনহিতের জন্য অপ্নবান ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ তাদের হৃদয়রূপ গৃহে প্রদীপ্ত করে রেখেছেন। ১৫।১ ॥

টীকা : ১২ ॥ ককুৎপতিঃ—শ্রেষ্ঠপালক। ককুৎ শব্দ ষাঁড়ের পিঠের উপর উচ্চ স্থান বুঝায় ; যিনি আদিত্যরূপে সকলের উপরিস্থিত, তিনি ককুৎসদৃশ ; অথবা 'ককুদম্' শব্দে মহৎ বুঝায়, যিনি মহৎ জগতের কারণ এ অর্থ। 'দিবো মূর্ধা'—দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ, মস্তক যেরূপ শরীরের উপরে থাকে, সেরূপ এ অগ্নি দিবাভাগে নিজের তেজ আদিত্যে প্রবেশ করিয়ে দ্যুলোকের উপরে বর্তমান থাকে। ১৩ ॥ ইন্দ্রঃ—যজ্ঞ সাধকস্বরূপ ঐশ্বর্যযুক্ত বলে ইন্দ্র শব্দ এখানে আহবনীয় অর্থ। অগ্নি—গার্হপত্য অগ্নিকে বুঝান হয়েছে। যিনি অগ্রে নিয়ে যায় তাকে অগ্নি বলে, 'অগ্রে নীয়তে ইত্যাগ্নিঃ'—যাস্ক। ১৪ ॥ ঋত্বিয়ঃ—কর্মপ্রভাবে দীপ্তিযুক্ত। ভাষ্যে উৎপাদনযোগ্য কালকে ঋতু বলা হয়েছে. ঋতুকে যে লাভ করে, সে ঋত্বিয়. ঋতু-সম্বন্ধীয়। ১৫ ॥ অপ্নবানো ভৃগবঃ—অপ্নবান ও ভৃগুবংশীয়গণ। অথবা অপ্ন শব্দে অপত্য বুঝায়—'অপ্নশব্দোঽপত্যনামসু পঠিতঃ' (নিঘণ্টু)। এ অর্থে ভৃগুবংশোৎপন্ন মুনিগণকে বুঝায়। অথবা অপ্নবান কোন ঋষির নাম, তিনি ও ভৃগুবংশীয় মুনিগণ।

মন্ত্র : অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ॥ ১৬ ॥ তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি বর্চোদা অগ্নেঽসি বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ ॥ ১৭ ॥ ইন্ধানাস্ত্বা শতং হিমা দ্যুমন্তং সমিধীমহি। বয়স্বন্তো বয়স্কৃতং সহস্বন্তঃ সহস্কৃতম্। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্। চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয় ॥ ১৮ ॥ সং ত্বমগ্নে সূর্যস্য বর্চসাগথাঃ সমৃষীণাং স্তুতেন। সং প্রিয়েণ ধাম্না সমহমায়ুষা সং বর্চসা সং প্রজয়া সং রায়স্পোষেণ গ্মিষীয় ॥ ১৯ ॥ অন্ধ স্থান্ধো বো ভক্ষীয় মহ স্থ মহো বো ভক্ষীয়োর্জ স্থোর্জং বো ভক্ষীয় রায়স্পোষ স্থ রায়স্পোষং বো ভক্ষীয়। ২০ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানাগ্নির অবিনশ্বর দ্যুতি অনুসরণ করে উজ্জ্বল পূজনীয় ঋষিগণ

শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃত লাভ করেন। ১৬।১। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি দেহের পালক, আমার এ শরীর তুমি রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, অকাল মৃত্যু পরিহার করে আমাকে পূর্ণ আয়ুষ্কাল দাও। হে অগ্নি, তুমি তেজের দাতা, আমায় তেজ প্রদান কর। হে অগ্নি, আমার দেহের যে অঙ্গ অপটু, তুমি তার পুষ্টিদান কর। ১৭।৪। হে জ্ঞানদেব, দীপ্তিমান, অন্নদাতা, শক্তিপ্রদ, শত্রুসংহারক, হিংসার অতীত তোমাকে শতবর্ষ আমাদের হৃদয়ে ধারণ করছি, তা হলে আমরাও দীপ্ত, অন্নযুক্ত, বলবান ও অপরের দ্বারা অহিংসিত হব। হে রাত্রির দেবীগণ. আমাদের সকল কাজে তোমাদের মঙ্গল রূপ পরিব্যাপ্ত হোক। ১৮।২। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি সূর্যের তেজের সাথে মিলিত, ঋষিগণের স্তুতির সাথে যুক্ত, প্রিয় আহুতির সাথে সঙ্গত; তোমার অনুগ্রহে অপমৃত্যুদোষ রহিত আয়ুর সাথে বিদ্যা ঐশ্বর্য প্রভৃতির তেজের সঙ্গে, পুত্রাদির সাথে এবং পারমার্থিক ধনের পুষ্টির সাথে আমি যেন মিলিত হই অর্থাৎ তোমার অনুকম্পায় আমি যেন আয়ু প্রভৃতি লাভ করি। ১৯।১। হে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ, তোমরা প্রাণপ্রদ অন্নরূপ, তোমাদের সম্বন্ধে আমরা যেন অন্নলাভ করি; তোমরা শ্রেষ্ঠ পূজনীয়, তোমাদের সাহচর্যে আমরাও যেন পূজ্য হই, তোমরা বলস্বরূপ। তোমাদের সম্বন্ধে আমরা যেন বল লাভ করি, তোমরা পরমধনের পুষ্টিরূপ, তোমাদের সাহচর্যে আমরা যেন পরম ধনের অধিকারী হই। ২০।১।

টীকা ঃ ৩। বর্চঃ—তেজ। বৈদিক অনুষ্ঠানে উৎপন্ন তেজকে বর্চ বলে, যা দেখে বলা হয়—এ ব্রাহ্মণ মহান বিদ্বান তপস্যারূপ অগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হচ্ছে; তাদৃশ আন্তর তেজকে বর্চ বলে। ১৮। অদব্ধাসঃ—অদব্ধাঃ, কাহারও দ্বারা যে হিংসিত হয় না, যাকে কেউ হিংসা করে না। ২০। অন্ধঃ—অন্নরূপ, প্রাণপ্রদ, আয়ুঃবর্ধক।

মন্ত্র ঃ রেবতী রমধ্বমস্মিন্যোনাবস্মিন্ গোষ্ঠেহস্মিঁল্লোকেহস্মিন্ ক্ষয়ে। ইহৈব স্ত মাপগাত ॥ ২১ ॥ সংহিতাসি বিশ্বরূপ্যূর্জা মাবিশ গৌপত্যেন। উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ২২ ॥ রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ২৩ ॥ স নঃ পিতেব সূনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ২৪ ॥ অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে রেবতীগণ. আমাদের এ যজ্ঞে তোমরা আনন্দে বিরাজ কর, আমাদের এ হৃদয়ে, পরিদৃশ্যমান সংসারে, আমাদের লক্ষ্যস্থান মোক্ষরূপ নিবাসে তোমরা অবস্থান কর; এখান থেকে অন্যত্র যেও না। ২১।১। হে দেবী, তুমি আমার সৎকর্মে বিরাজমানা; তুমি বিশ্বরূপা, বলপ্রাণ ও জ্ঞান কিরণ বিতরণ করে আমাতে অধিষ্ঠিত হও। হে অগ্নি, প্রতিদিন দিবারাত্র শ্রদ্ধার সাথে তোমাকে নমস্কার করে তোমার নিকট যেন গমন করি। ২২।২। দীপ্তিমান, যজ্ঞের রক্ষক, সত্যের প্রকাশক আমার হৃদয়রূপ গৃহে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের নিকট যেন যেতে পারি। ২৩।১। পুত্রের নিকট পিতা যেমন অনায়াসলভ্য, সেরূপ তুমি আমাদের নিকট সুখপ্রাপ্ত হও, আমাদের কল্যাণের জন্য তুমি সমবেত হও। ২৪।১। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তুমি সর্বদা আমাদের সমীপবর্তী হও এবং আমাদের পালক, মঙ্গলদায়ক ও গৃহের হিতসাধক হও। জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনগণের আশ্রয়দাতা ধনদ বলে প্রসিদ্ধ। হে নির্মলস্বভাব অগ্নি, আমাদের যজ্ঞস্থলে এসে অতিদীপ্তিপ্রদ ধন দাও। ২৫।২।

টীকাঃ ২১। রেবতীঃ—রয়িশব্দের অর্থ ধন, যার ধন আছে এ অর্থে ধনবতীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ক্ষয়ে—ক্ষয় শব্দ নিবাস বাচী। ২৫। বসুঃ—আবাস-স্থানপ্রদ, আশ্রয়দাতা। বসুশ্রবাঃ—ধনদাতা বলে যাঁর খ্যাতি প্রসিদ্ধ, ইনি ধনপ্রদ এ কীর্তি যার আছে।

মন্ত্রঃ ওঁ ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ॥ ২৬॥ ইড় এহ্যদিত এহি কাম্যা এত। ময়ি বঃ কামধরণং ভূয়াৎ॥ ২৭॥ সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥ ২৮॥ যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ॥ ২৯॥ মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৩০॥

অনুবাদঃ হে দীপ্তিমান জ্ঞানদেব, তুমি সকলকে দীপ্ত কর, আমাদের সুখের জন্য তোমার মিত্রতা কামনা করি। তুমি তোমার সেবক আমাদের প্রবুদ্ধ কর, আমাদের আহ্বান শোন, সকল প্রকার শত্রু হতে আমায় রক্ষা কর। ২৬। হে স্তবনীয়; এখানে এস; হে অদিতি (অনন্ত স্বরূপ), তুমি আমাদের হৃদয়ে এস। সকলের প্রার্থনীয় তোমরা এস, তোমাদের অনুগ্রহে প্রার্থনাকারী আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হোক। ২৭।২। হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদের পালক), পাপী যেমন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে, সেরূপ প্রার্থনাকারী আমাকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা শুদ্ধ করে দেবতার অনুগ্রহ লাভে উপযুক্ত কর। ২৮।১। যিনি ধনবান, রোগনাশক, ধনদাতা পুষ্টিবর্ধনকারী ও শীঘ্র ফল দাতা, সেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতা আমাদের সত্বর অনুগ্রহ করুন। ২৯।১। মানুষের প্রতি বিদ্বেষভাব, শত্রুর বিষয়ে অনিষ্ট চিন্তা যেন আমাকে স্পর্শ না করে। হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদপালক), আমাদের রক্ষা কর। ৩০।১।

টীকাঃ ২৮। কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ—এ অংশের ব্যাখ্যা জটিল। পাপাত্মা যেমন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে। ভাষ্যে একটি আখ্যান বলা হয়েছে—উশিক কক্ষীবানের মাতা। দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করেও সাধনবলে উন্নত পদ লাভ করেন।

মন্ত্রঃ মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ৩১॥ নহি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু। ঈশে রিপুরঘশংসঃ॥ ৩২॥ তে হি পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্॥ ৩৩॥ কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে॥ ৩৪॥ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৫॥

অনুবাদঃ মিত্র, অর্যমা, বরুণ—এ তিন দেবতার মহৎ, উজ্জ্বল, পরাভবহীন রক্ষা আমরা যেন লাভ করি। ৩১।১। মিত্রাদি দেবগণের রক্ষিত যজমানের গৃহে, পথে, অথবা বনে পাপবর্ধক শত্রুরা উপদ্রব করতে পারে না। ৩২।১। অদিতির (মিত্রাদি) পুত্রেরা মানুষের জীবন রক্ষায় সব সময় জ্যোতি প্রদান করে। ৩৩।১। হে ইন্দ্র, তুমি কখনো হিংসা কর না, কিন্তু উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে মঘবন্ (ধনের দাতা) প্রকাশমান তোমার প্রভূততম দান উপাসকেরা অতি শীঘ্র লাভ করে। ৩৪।১। যে সবিতৃদেব আমাদের বুদ্ধি সৎকর্ম অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন, সবিতৃদেবের বরণীয় সমস্ত পাপবিনাশক সে জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ৩৫।১।

টীকাঃ ৩২। অমাচন—অমা শব্দের অর্থ গৃহ, চন শব্দে অপি (ও), এ জন্য অমাচন

শব্দে গৃহেও এরূপ অর্থ হয়। ৩৪ ॥ ধ্বরীঃ—হিংসক, কুপিত। সৃর্চাসু—সেবা কর, সংশোধন কর। ইৎ শব্দ এব অর্থে, নূ শব্দ ক্ষিপ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩৫ ॥ ইহা গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্গত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু পণ্ডিত এ মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতি আচার্যই এ মন্ত্রের নানা রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইহা ভগবানকে পাবার জন্য সাধকের ধ্যানমূলক সংকল্প বিশেষ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Colebrookeএর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি করছি, 'Let us meditate on theadorable sight of the divine ruler Savirtri, may it guide our intelleects.'

মন্ত্র ঃ পরি তে দূড়ভো রথোঽস্মাঁ অশ্নোতু বিশ্বতঃ। যেন রক্ষসি দাশুষঃ ॥ ৩৬॥ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ। নর্য প্রজাং মে পাহি। শংস্য পশূন্মে পাহ্যথর্য পিতুং মে পাহি ॥ ৩৭ ॥ আ গন্ম বিশ্ববেদসমস্মভ্যং বসুবিত্তমম্। অগ্নে সম্রাড়ভি দ্যুম্নমভি সহ আ যচ্ছস্ব ॥ ৩৮ ॥ অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়া বসুবিত্তমঃ। অগ্নে গৃহপতেঽভি দ্যুম্নমভি সহ আ যচ্ছস্ব ॥ ৩৯ ॥ অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো রয়িমান্ পুষ্টিবর্ধনঃ। অগ্নে পুরীষ্যাভি দ্যুম্নমভি সহ আ যচ্ছস্ব ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে জ্ঞানদেব অগ্নি, যে দিব্য জ্যোতিরূপ রথে উপাসকের পালন কর, তোমার সেই অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতি (রথ) আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করুক। ৩৬।১ ॥ হে ভূলোক, ভুবলোক ও দ্যুলোকের অগ্নি তোমার প্রসাদে আমি যেন বন্ধুভৃত্যাদি অনুকূল প্রশংসনীয় আত্মীয়-স্বজন বিশিষ্ট হই, বীর পুত্রের দ্বারা আমি যেন সৎপথগামী শোভন পুত্র লাভ করি, সকলের পালন কার্যে আমি যেন সুপালক হই। হে জনহিতকারী দেব, আমার আশ্রিত জনের রক্ষা কর। হে স্তবনীয়, আমার আশ্রিত পশুবর্গের রক্ষা কর। হে সর্বব্যাপী দেব, আমার অন্ন (সদ্ভাব) রক্ষা কর। ৩৭।৪ ॥ হে স্বপ্রকাশ জ্ঞানাগ্নি, সর্ববেত্তা পরম ধনপ্রদাতা তোমাকে লক্ষ্য করে আমরা (অসৎপথ থেকে) ফিরে এসেছি। হে দেব, আমাদের যশ ও বল দাও। ৩৮।১ ॥ প্রকাশশীল, সাধকের হৃদয়গৃহের পালক, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমার হৃদয়গৃহের অধিপতি হোক, আমার পুত্র-পৌত্রাদির জন্য পরম ধন দান করুক। হে জ্ঞানদেব অগ্নি, আমার হৃদয়রূপ গৃহে অধিষ্ঠিত হও, পরম ধন ও সৎকর্মে সামর্থ্য আমায় দাও। ৩৯।১ ॥ এ অগ্নিদেব পশুর (পশুভাবাপন্ন নির্বোধ জনের) হিতকারী, সাধন প্রবৃত্তির উন্মেষক, সদ্ভাবের বর্ধক। হে অজ্ঞজনের হিতকারী অগ্নিদেব, তোমার শ্রেষ্ঠ ধন ও সৎকর্ম সাধনে সামর্থ্য আমাদের দাও। ৪০।১ ॥

টীকা ঃ ৩৮ ॥ বিশ্ববেদসম্—সর্বতত্ত্বজ্ঞ। বিশ্ব যিনি জানেন বা জানান তিনি বিশ্ব-বেদা, তাকে। অথবা বিশ্ব ধন যার,, অথবা তিনি সর্বজ্ঞ, কিম্বা সর্বধন স্বরূপ। ভাষ্যে বলা হয়েছে—প্রবাস থেকে প্রত্যাগত কোন ব্যক্তি প্রথমেই সমিধ হাতে নিয়ে অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করে এ মন্ত্র উচ্চারণ করে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিবে।

মন্ত্র ঃ গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জং বিভ্রত এমসি। উর্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ ॥ ৪১ ॥ যেষামধ্যেতি প্রবসন্যেষু সৌমনসো বহুঃ। গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ ॥ ৪২ ॥ উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ। ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবং শগ্মং শংযোঃ শংযোঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রঘাসিনো হবামহে মরুতশ্চ রিশাদসঃ। করম্ভেণ সজোষসঃ ॥ ৪৪ ॥ যদ্গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে। যদেনশ্চকৃমা বয়মিদং তদবযজামহে স্বাহা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে সম্ভাবসমূহের গৃহসদৃশ আমার চিত্তবৃত্তি, তোমরা ভয় করো না, কম্পিত হয়ো না, তোমরা বল প্রাণ (ঊর্জ) লাভের জন্য চঞ্চল হয়েছিলে, আমিও বিভ্রান্ত হয়ে নানাপথ বিচরণ করে সম্প্রতি জ্ঞানদেবের অনুগ্রহে বলপ্রাণ লাভ করে সুবুদ্ধি, পরম প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আনন্দচিত্তে তোমাদের নিকট এসেছি। ৪১।১ ॥ [প্রবাসী জন যেমন নিজ গৃহের কথা মনে করে, সেরূপ] স্বধর্মত্যাগী, অসৎ-পথগামী কখনো নিজের সহজাত সম্ভাবের কথা আদরের সঙ্গে ভাবনা করে, সেরূপ বিপথগামী আমরা এখন সম্ভাবসমূহ হৃদয়ে আহ্বান করছি, তারা (সম্ভাবসমূহ) তাদের বিজ্ঞাতা বলে আমাদের জানুক। ৪২।১ ॥ এ গৃহে গাভী ও অজাদি সুখে অবস্থান করুক। অন্নের রসবিশেষ আমাদের গৃহে সমৃদ্ধ হোক। হে গৃহ, সুখ-কামনায় তোমাদের লাভ করছি, ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখ আমাদের হোক। ৪৩।২ ॥ পাপগ্রাসক, বৈরিকৃত হিংসা ক্ষয়কারী, সাত্ত্বিকজনের প্রতি প্রীতিযুক্ত মরুদ্‌গণকে আমরা আহ্বান করছি।৪৪।১ ॥ গ্রামে, অরণ্যে বা সভায় অবস্থান কালে, অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে যে পাপ আমরা করেছি, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিয়ে তা বিনাশ করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হোক। ৪৫।১ ॥

টীকা : ৪৩ ॥ পুরীষ্যঃ—পশব্য, পশুর হিত সাধক ; পশুভাবাপন্ন জনের মঙ্গল-কারক। ৪৪। করম্ভেণ—সত্ত্বভাব বাহকের সাথে। ভাষ্যে করম্ভ শব্দে যবময় হবিবিশেষ বলা হয়েছে। প্রঘাসিনঃ—পাপগ্রাসকদের ; ভাষ্যে—প্রঘাস শব্দে হবি বিশেষ বলে, তা যাদের আছে, তাদের, শুক্রজ্যোতি প্রভৃতি সাতটি মরুদ্‌গণ, তাদের প্রঘাসী বলে।

মন্ত্র : মো ষু ণ ইন্দ্রাত্র পৃৎসু দেবৈরস্তি হি ষ্মা তে শুষ্মিন্নবয়াঃ। মহশ্চিদ্যস্য মীঢুষো যব্যা হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ ॥ ৪৬ ॥ অক্রন্ কর্ম কর্মকৃতঃ সহ বাচা ময়োভুবা। দেবেভ্যঃ কর্ম কৃত্বাস্তং প্রেত সচাভুবঃ ॥ ৪৭ ॥ অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ। অব দেবৈর্দেবকৃতমেনোহয়াসিষমব মর্ত্যৈর্মর্ত্য-কৃতং পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণা দর্বি পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত। বস্নেব বিক্রীণাবহা ইষমূর্জং শতক্রতো ॥ ৪৯ ॥ দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে। নিহারং চ হরাসি মে নিহারং নি হরাণি তে স্বাহা ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্রদেব, এ হৃদয়ে সৎ-অসতের দ্বন্দ্বে তুমি দেবভাব সহ আমাদের ত্যাগ করো না ; হে শত্রুবীর্যশোষক বলবান্ ইন্দ্র, এ দ্বন্দ্বে তুমি নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবে। অভীষ্ট বর্ষণকারী, সত্ত্বভাবের প্রবর্ধক তোমার করুণা সর্বজনবিদিত। তোমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার সখাস্থানীয় মরুদ্‌গণের নমস্কার করছি। ৪৬।১ ॥ সৎকর্মকারিগণের সুখময় স্তুতি মন্ত্রে আমরা সৎকর্ম করছি। দেবগণের উদ্দেশে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম তোমাকে প্রাপ্ত হোক অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা আমরা যেন তোমাকে পাই। ৪৭।১ ॥ হে পরিস্নাত মন্দগামী দেব, মন্দমতি জনের ধারণার অতীত হলেও আমাদের নিকট মন্দগতিবিশিষ্ট হও, আমরা যেন তোমাকে ধারণা করতে পারি। দেবতার প্রতি জ্ঞানকৃত, মানুষের প্রতি মনুষ্যোচিত আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি (এ কর্মের [illegible] দূর [illegible])। হে দেব, বহু অনিষ্টজনক সংসার-বন্ধন থেকে আমাদের [illegible]। হে দর্বি (সত্ত্বসাধনস্বরূপ আমার চিত্তবৃত্তি), তুমি [illegible] পূর্ণ ও পবিত্র হয়ে ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হও, তারপর তাঁর অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে সেখান থেকে পুনরায় আমাদের কাছে এস। হে শতক্রতু (অশেষ [illegible] ইন্দ্রদেব), [illegible] শুদ্ধ সত্ত্বভাব তোমাকে দিয়ে তোমার নিকট হতে অভীষ্ট [illegible] বিনিময় করতে চাই। ৪৯।২ ॥ হে ভগবান, অর্চনাকারী আমাকে তোমার পরম [illegible] আমি আমার হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব তোমাকে দিতে পারি। [illegible] জ্ঞানরূপ ধনদানে অনুগ্রহ করলে আমি

তোমায় সত্ত্বভাব প্রদানে সমর্থ হই। হে দেব, আমাকে তোমার জ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ন দাও, যাতে আমি আমার ভক্তিভাব তোমায় নিয়ত দিতে পারি। স্বাহা মন্ত্রে অর্পিত আমার আহবনীয় সুহুত হোক। ৫০।১ ॥

টীকাঃ ঃ ৪৬॥ পৃৎসু—সকল সংগ্রামে, সৎ ও অসতের দ্বন্দ্বে। 'পৃৎস্বিতি সংগ্রাম-নাম' (নিঘণ্টু)। মো—নিষেধার্থক শব্দ। শুষ্মিন্—বলবান্, শত্রুর শক্তির শোষক, অশেষ বীর্যসম্পন্ন। ৪৭॥ ময়োভুবা—সুখের আধাররূপে। ময় অর্থ সুখ—'ময় ইতি সুখনাম' (নিঘণ্টু)। সচাভুবঃ—হে সৎ স্বরূপ দেব, ভাষ্যে—'সচা' শব্দ সহার্থক অব্যয়, যারা সহভবনশীল, তাদের সম্বোধন। যজমান অথবা পত্নীর সহিত যজ্ঞকর্মে একত্র অবস্থিত ঋত্বিকগণ—এ অর্থ করা হয়েছে। আমরা সতের সহিত বর্তমান, সৎস্বরূপ ভগবানকে উদ্দেশ করছি। ৪৮॥ অবভৃথ—এর সাধারণ অর্থ যজ্ঞের শেষে স্নান। বরুণ প্রয়াস যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ অবভৃথ যজ্ঞ করতে হয়। যজমান সপত্নীক নদী বা জলাশয়ে গিয়ে জলমধ্যে কলসী অধোমুখে রেখে এ মন্ত্র পড়ে স্নান করে কলসী ত্যাগ করে থাকে। কোন প্রধান যজ্ঞের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষালনের জন্য এ অবভৃথ ক্রিয়া করা হয়।

মন্ত্র ঃ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫১ ॥ সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্বন্দিষীমহি। প্র নূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাসি বশাঁ অনু যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫২ ॥ মনো ন্বাহ্বামহে নারাশংসেন স্তোমেন। পিতৄণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৫৩ ॥ আ ন এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৫৪ ॥ পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্রদেব, (জ্ঞান ও ভক্তিরূপ) তোমার অশ্বদ্বয় আমাদের কর্মের রথে যুক্ত কর। দেবগণ আমাদের প্রদত্ত সত্ত্বভাবরূপ অন্নে হৃষ্ট ও ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে আমাদের হৃদয়ে উদিত হোন। দীপ্তিমান মেধাবী দেবগণ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি দিয়ে সৎকর্ম সাধনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। ৫১।১ ॥ হে মঘবন্, প্রিয়দর্শন তোমাকে আমরা বন্দনা করি, স্তুতিতে প্রীত হয়ে আমাদের কর্মরূপ রথে করে প্রার্থনাকারী আমাদের হৃদয়ে এস। হে ইন্দ্র তোমার জ্ঞানভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়কে আমাদের কর্মরূপ রথে যুক্ত কর। ৫২।১ ॥ পিতৃলোকের অভিমত ও মানুষের প্রশংসনীয় স্তুতিতে মনোদেবতাকে আহ্বান করি। ৫৩।১ ॥ আমাদের মন সৎকর্ম সাধনে উৎসাহান্বিত হয়ে অক্ষয় জীবন লাভের ও জ্ঞান সূর্য ভগবানকে দর্শনের আশায় আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। ৫৪।১ ॥ হে পিতৃগণ, তোমাদের অনুগ্রহে দেবভাবাপন্ন সাধুজন আমাদের বিশুদ্ধ মন পুনরায় প্রদান করুক, যাতে আমরা আজীবন সৎকর্মের সেবা করতে পারি। ৫৫।১ ॥

টীকা ঃ ৫২ ॥ পূর্ণবন্ধুরঃ—রথে অবস্থিত। বন্ধুর শব্দ রথ ও নীড় বাচী। বশান্—প্রার্থনাকারী আমাদের। ৫৩ ॥ নারাশংসেন—নরগণের প্রশংসাভৃত, লোকের তৃপ্তিপ্রদ। ৫৪। জ্যোক্‌জীবসে—চিরকাল বাঁচবার জন্য। 'জ্যোক' শব্দ চিরকাল অর্থে নিপাত।

মন্ত্র ঃ বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ। প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৫৬ ॥ এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহৈষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুঃ ॥ ৫৭ ॥ অব রুদ্রমদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকম্। যথা নো বস্যসস্করদ্যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্যথা নো ব্যবসায়য়াৎ ॥ ৫৮ ॥ ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্। সুখং মেষায় মেষ্যৈ ॥ ৫৯ ॥ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।

উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ হে সোমদেব, তোমার কর্মে (তোমার প্রদত্ত) এ দেহে আমাদের মন ধারণ করে লোকানুরাগ সম্পন্ন হয়ে আমরা যেন সেব্য বস্তুর সেবা করতে পারি। ৫৬।১ ॥ হে পাপবিনাশক রুদ্রদেব, এ তোমার ভাগ (শুদ্ধ সত্ত্ব), তোমার সহজাত জগদ্রূপা পৃথ্বীদেবতার সাথে আমাদের হৃদয়ের সে সত্ত্বভাব তুমি লও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করছি। হে রুদ্র, আমাদের প্রদত্ত এ শুদ্ধ সত্ত্বভাব তোমার গ্রহণীয়; যারা সত্ত্বভাবের অপহারক, তারা তোমার বধযোগ্য পশু। ৫৭।২ ॥ ত্র্যম্বক রুদ্রদেবের স্বরূপ জেনে আমরা তাঁর সত্ত্বভাব হৃদয়ে স্থাপন করছি, যাতে তিনি আমাদের শক্তি, শ্রেয়ঃ ও সকল কাজে সিদ্ধি দেন। ৫৮।১ ॥ হে দেব, তুমি সকল উপদ্রব নিবারক, গো, অশ্ব ও জনগণের ব্যাধিনাশক ঔষধস্বরূপ। মেষতুল্য অজ্ঞ আমাদের অজ্ঞানতা দূর করে পরম সুখ দাও। ৫৯।১ ॥ মর্ত্যধর্মহীন, পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের (ত্রিলোকদর্শী রুদ্রদেবের) আমরা পূজা করছি, বৃন্তচ্যুত অতিপক্ব ফলের মত মৃত্যুর বন্ধন থেকে যেন মুক্ত হই; মুক্তিস্থান হতে যেন বিচ্যুত না হই। অমৃতস্বরূপ, জ্ঞানদাতা, ত্রিলোকদর্শী তোমাকে আমরা অর্চনা করছি, যেন আত্মীয়-স্বজনের মায়াপাশ থেকে মুক্ত হই, কখনও তোমার নিকট থেকে বিচ্যুত না হই। ৬০।২ ॥

টীকা ঃ ৫৬ ॥ সোম—ভাষ্যে এখানে 'সোম' শব্দে সোম নামক দেবতাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সোম শব্দে সোমলতার রস নহে, সর্বত্র শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। ৫৭ ॥ স্বস্রা অম্বিকয়া—ইহা বড় জটিল। ভাষ্যে 'স্বস্রা' শব্দে 'ভগিন্যা'—এরূপ অর্থ থাকায় ইহা চিন্তার বিষয় হয়েছে। 'অম্বিকা'—শব্দে এখানে কাকে লক্ষ্য করা হয়েছে —তা চিন্তনীয়। 'অম্বিকা' শব্দ গত্যর্থক 'অনব' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলে— জগদ্রূপ পৃথিবী দেবতা এরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। ৬০ ॥ সুগন্ধিম্ —দিব্যগন্ধযুক্ত, মর্ত্যধর্মহীন, অমৃতস্বরূপ, সকলের তৃপ্তিসাধক। ত্র্যম্বকম্— সাধারণতঃ এ শব্দে ত্রিনয়ন বিশিষ্ট বুঝায়। আমরা ত্রিলোকদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। পতিবেদনম্—পরমার্থ জ্ঞাপক, জ্ঞানপ্রদাতা। ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় মন্ত্রটি যেন পত্নীর বাক্য। পত্নী যেন বলছে—মাতা পিতা ভ্রাতা সকলকে পরিত্যাগ করে (বিবাহের পর) পতি থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই।

মন্ত্র ঃ এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি। অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি ॥ ৬১ ॥ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্ ॥ ৬২ ॥ শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ। নি বর্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায় ॥ ৬৩।২ ॥

অনুবাদ ঃ হে রুদ্র, এ অনুগ্রহ দানই তোমার রক্ষাকার্য, এতে পাপ সম্বন্ধহীন সত্ত্বভাব দাও। হে দেব, শত্রুনাশের জন্য ধনুতে জ্যা-রোপণ করে, আমাদের রক্ষার জন্য পিনাকপাণি হয়ে এস। হে কৃত্তিবাস, হিংসা না করে মঙ্গলপ্রদ হয়ে আমাদের কাছে এস। ৬১।১ ॥ জমদগ্নির যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, কশ্যপের যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, দেবগণের যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, এ সমস্ত আমাদের হোক। ৬২।১ ॥ হে আমার সত্ত্বভাব, তুমি কার্যপরম্পরার শাস্ত, যা কামনা বিনাশক, তার তুমি পিতৃস্থানীয়, তোমাকে নমস্কার, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। হে কামনা, অক্ষয় জীবন লাভের জন্য, সত্ত্বভাবরূপ অন্নলাভের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য, পরমার্থরূপ ধনের পুষ্টি সাধনের জন্য, পারিপার্শ্বিক সকলের মঙ্গল বিধানের জন্য, সৎকর্ম সম্পাদনের

সামর্থলাভের জন্য তোমাকে বিনাশ করছি অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মে শান্তস্বরূপ দেবভাব লাভ করে পরাঁহতে প্রবৃত্ত হবো। ৬৩।২ ॥

টীকা : ৬১ ॥ মূজবতঃ—পাপ সম্বন্ধযুক্ত কর্মের। ভাষ্যে বলা হয়েছে—'মূজবান' নামে কোন পর্বত আছে, যাহা রুদ্রের বাসস্থান। ৬২ ॥ স্বধিতিঃ—বন্ধন-ছেদক, কামনাবিনাশক। যাজ্ঞিকগণ ক্ষৌর কার্যে যজমান, ক্ষুর প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে এ মন্ত্র পাঠ করে থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্র : এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা যত্র দেবাসো অজুষন্ত বিশ্বে। ঋকসামাভ্যাং সন্তরন্তো যজুর্ভী রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম। ইমা আপঃ শমু মে সন্তু দেবী-রোষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ১ ॥ আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি। দীক্ষাতপসোস্তনূরসি তাং ত্বা শিবাং শগ্মাং পরি দধে ভদ্রং বর্ণং পুষ্যন্ ॥ ২ ॥ মহীনাং পয়োঽসি বর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি। বৃত্রস্যাসি কানীনক-শ্চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি ॥ ৩ ॥ চিৎপতির্মা পুনাতু বাকপতির্মা পুনাতু দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্র-পূতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্ ॥ ৪ ॥ আ বো দেবাস ঈমহে বামং প্রযত্যধ্বরে। আ বো দেবাস আশিষো যজ্ঞিয়াসো হবামহে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে হৃদয়রূপ যজ্ঞভূমিতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়, হে দেব, আমি যেন সেরূপ হৃদয় লাভ করি। ঋক, সাম ও যজু মন্ত্রের দ্বারা অজ্ঞানসমুদ্র উত্তারণে ইচ্ছুক হয়ে পরম ধনের (তত্ত্বজ্ঞানের) পুষ্টি ও সত্ত্বভাবরূপ অন্নের দ্বারা আমরা হৃষ্ট হব। এ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমার সুখদায়িনী হোন। হে কর্মফল প্রদাতা (ওষধে), আমাকে ত্রাণ কর। হে ভববন্ধন ছেদনকারী দেব, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। ১।৫ ॥ মায়ের মত পালনকর্ত্রী, সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্রকারিণী, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমাদের সকল পাপ বিনাশ করুন, ঘৃততুল্য সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন, এ থেকে আমাদের শোধন করুন। জলের দ্বারা স্নানে বহিঃশুদ্ধ ও আচমনাদির দ্বারা অন্তঃশুদ্ধ হয়ে ঊর্ধ্বলোক (ব্রহ্ম-লোক) যেন লাভ করি। তুমি দীক্ষা ও তপস্যার (দীক্ষণীয় ও উপসদ ইষ্টির) শরীরসদৃশ, মঙ্গলময় কান্তি লাভের জন্য কল্যাণপ্রদ সুখস্বরূপ তোমাকে আশ্রয় করছি। ২।৩ ॥ হে দেব, তুমি মর্তলোকের জলরূপ, তেজ প্রদানকারী, আমাকে তেজ দাও, তুমি বৃত্রের (অজ্ঞানরূপ অসুরের) নাশে শক্তিরূপ ; (কনীনক) চক্ষুর দাতা তুমি, আমাকে চক্ষু দাও অর্থাৎ আমার অজ্ঞান নাশ করে জ্ঞানচক্ষু দাও। ৩।২ জ্ঞানাধিপতি আমাকে পবিত্র করুন, বাকপতি আমাকে পবিত্র করুন। ভগবান সবিতা দেব অবিচ্ছিন্ন পবিত্র জ্ঞানরশ্মির দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে পবিত্রপতি (শুদ্ধপালক, জ্ঞানাধিপতি), জ্ঞানপূত তোমার যে স্বরূপ (জ্ঞান) আমি কামনা করি, তা যেন পাই, তাতে যেন পবিত্র হই অর্থাৎ তোমার জ্ঞানলাভে আমি যেন পবিত্র হতে পারি। ৪।৩ ॥ হে দেবগণ, আমাদের অনুষ্ঠিত এ অধ্বরে (হিংসারহিত যজ্ঞে) তোমাদের আনুকূল্য কামনা করি। যজ্ঞের শুভ ফলের জন্য তোমাদের আহবান করছি। ৫।১

টীকা ঃ ১। দেবযজনম্—যে স্থানে দেবগণ পূজিত হন, তাকে দেবযজন বলে ; ২। দীক্ষাতপসোঃ তনূঃ—দীক্ষা—দীক্ষণীয় ইষ্টি, তপ—উপসদ্ ইষ্টি। দীক্ষা অভিমানী দেবতা ও তপ অভিমানী দেবতার শরীরের মত প্রিয়। শিবাং শগ্মাম্ —এ দুটি শব্দই সুখবাচক। ৩। মহীনাম্—মহী শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ 'ভূমি'। ভাষ্যকার 'গাভী' অর্থ গ্রহণ করেছেন। ৫। বাম্—বননীয় যজ্ঞফল ; আনুকূল্য।

মন্ত্র ঃ স্বাহা যজ্ঞং মনসঃ স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা বাতাদারভে স্বাহা ॥ ৬ ॥ আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা। আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উরো অন্তরিক্ষ। বৃহস্পতয়ে হবিষা বিধেম স্বাহা ॥ ৭ ॥ বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্। বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা ॥ ৮ ॥ ঋক্সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে মা পাতমাস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ। শর্মাসি শর্ম মে যচ্ছ নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ ॥ ৯ ॥ ঊর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জং ময়ি ধেহি। সোমস্য নীবিরসি বিষ্ণোঃ শর্মাসি শর্ম যজমানস্যেন্দ্রস্য যোনিরসি সুসস্যাঃ কৃষীস্কৃধি। উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পত ঊর্ধ্বো মা পাহ্যংহস আস্য যজ্ঞস্যোদ্দৃচঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—মনের দ্বারা যেন যজ্ঞকে (সৎকর্ম) লাভ করি, আমার এ মানসযজ্ঞ অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যেপে প্রকাশিত হোক। সকল কাজের প্রবর্তক বায়ুর মত সত্ত্বভাব হতে এ যজ্ঞ আরম্ভ করছি, আমার এ মানস যজ্ঞ সুসম্পন্ন হোক। ৬।১ সংকল্প সিদ্ধির জন্য তার প্রেরক জ্ঞানাগ্নিদেবের উদ্দেশে আমার সত্ত্বভাব সমর্পিত হোক ধারণা শক্তি লাভের জন্য মনের অভিমানী দেবতা অগ্নিদেবের উদ্দেশে আমার সত্ত্বভাব অর্পিত হোক। ব্রতনিয়ম (দীক্ষা) সিদ্ধির জন্য তপস্বরূপ জ্ঞানদেবের উদ্দেশে সত্ত্বভাব প্রদত্ত হোক। বাক্ সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়ের পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করছি। দ্যোতমান, মহৎ, সকল জগতের সুখজননী জলের অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্গ, মর্ত ও বিস্তৃত অন্তরিক্ষ লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, তোমাদের ও বৃহস্পতির উদ্দেশে হবি (হৃদয়ের সত্ত্বভাব) প্রদান করছি, তা তোমাদের প্রীতিপ্রদ হোক। ৭।৫ ॥ সকল লোক ফলপ্রাপক ভগবানের সাহায্য (সখ্য) কামনা করে। সকলে পরম ধন (জ্ঞান) লাভের জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানায়। পুষ্টির জন্য (তাঁর কাছে) যশ বা অন্ন (সত্ত্বভাব) চায়। আমাদের এ প্রার্থনা সিদ্ধ হোক। ৮।১ ॥ হে দেববিভূতিদ্বয় (অন্তঃ ও বহিঃ ব্যাধি নাশক অশ্বিনী কুমার দ্বয়), তোমরা দু জন ঋক্ ও সাম বেদের শিল্পী (অভিব্যঞ্জক), তোমাদের আরাধনা করছি, এ আরব্ধ যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত আমায় রক্ষা কর। হে দেব, তুমি মঙ্গলময়, আমাকে সুখ দাও। তোমায় প্রণতি জানাই, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। ৯।২ ॥ হে ভগবদ্ বিভূতি, অঙ্গিরস ঋষিগণের অন্নরস স্বরূপ (সত্ত্বভাবরূপ) ও ঊর্ণার মত মৃদু স্বভাব বিশিষ্ট, আমাতে সত্ত্বভাব (ঊর্জ) স্থাপন কর। তুমি সোমের (সত্ত্বভাবের) নীবিস্বরূপ (সংযোজক)। তুমি বিষ্ণুর (ব্যাপক সৎকর্মসমূহের) সুখহেতু, যজমান আমাকে পরম সুখ প্রদান কর। তুমি পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবানের (ইন্দ্রের) প্রাপ্তির কারণ। আমার চিত্ত রূপ কৃষিযোগ্য ভূমিকে সত্ত্বভাবাদিরূপ শস্যযুক্ত কর। হে বনস্পতি (সংসার অরণ্যের পতি), তুমি সংসারী জনের আশ্রয় ; অনুকূল হয়ে এ আরব্ধ যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত পাপ হতে আমায় রক্ষা কর। ১০।৬ ॥

টীকা ঃ ৬ ॥ স্বাহা—এ মন্ত্রে স্বাহা শব্দের ভাষ্যকার বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন—স্বাহা শব্দ নিপাত বলে ইহার অনেকার্থত্ব আছে, তবে ব্রাহ্মণ

অনুসারে অর্থ গ্রহণ করা উচিত। তিনি স্বাহা শব্দের 'যন্ত্র' অর্থ গ্রহণ করেছেন। স্বাহা—অগ্নির স্ত্রী; সংকর্ম, সিদ্ধ হোক, সুসম্পন্ন হোক, সম্যক্‌রূপে আহুত হোক ইত্যাদি অর্থ বহুস্থানে গ্রহণ করা হয়েছে। ৮। বুরীত—প্রার্থনা করে, বরণ করে। ইষুধ্যতি—প্রার্থনা করে; 'ইষুধ্যতির্যাচঞ্চাকর্মসু পঠিতঃ'—নিঘণ্টু। ৯॥ ভাষ্যকার বলেন—ঋক্ ও সামাভিমানী দেবতাদ্বয় দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলে কোন কারণে যজ্ঞ কৃষ্ণমৃগ রূপ ধারণ করে পলায়ন করেন। সে মৃগ-চর্মের যে শুক্ল অংশ, তা ঋক্ স্বরূপ; আর যা কৃষ্ণবর্ণ তা সাম-স্বরূপ। মহর্ষি কাত্যায়ন বলেন—"ঋকসামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞার্থং তিষ্ঠমানে কৃষ্ণমৃগরূপং কৃত্যাপক্রাম্যা তিষ্ঠতামেষ বা ঋচো বর্ণো যচ্ছুক্লং তদৃচো রূপম্, কৃষ্ণাজিনমস্যৈ সাম্নো যৎ কৃষ্ণমিতি"।

মন্ত্র ঃ ব্রতং কৃণুতাগ্নির্ব্রহ্মাগ্নির্যজ্ঞো বনস্পতির্যজ্ঞিয়ঃ। দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহসং সুতীর্থা নো অসদ্বশে। যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তে নোঽবন্তু তে নঃ পান্তু তেভ্যঃ স্বাহা॥ ১১॥ শ্বাত্রাঃ পীতা ভবত যূয়মাপো অস্মাকমন্তরুদরে সুশেবাঃ। তা অস্মভ্যমযক্ষ্মা অনমীবা অনাগসঃ স্বদন্তু দেবীরমৃতা ঋতাবৃধঃ॥ ১২॥ ইয়ং তে যজ্ঞিয়া তনূরপো মুঞ্চামি ন প্রজাম্। অংহোমুচঃ স্বাহাকৃতাঃ পৃথিবীমা বিশত পৃথিব্যা সম্ভব॥ ১৩॥ অগ্নে ত্বং সু জাগৃহি বয়ং সু মন্দিষীমহি। রক্ষা ণো অপ্রযুচ্ছন্ প্রবুধে নঃ পুনস্কৃধি॥ ১৪॥ পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্। বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাত্॥ ১৫॥

অনুবাদ ঃ হে মন, তুমি ব্রতের অনুষ্ঠান কর, জ্ঞানস্বরূপ দেবই (অগ্নি) সর্বভূতে বিদ্যমান পরমাত্মা (ব্রহ্মাগ্নি); তিনি যজ্ঞ, বনস্পতি ও যজ্ঞিয়রূপে বিরাজমান। যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য পরম সুখপ্রদ, তেজোময়ী, সংকর্মের সাধক, দৈবী বুদ্ধিকে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সুখলভ্য হয়ে আমাদের অধীন হন। যে দেবগণ হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সৎ কর্মের সাধক, তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন, পালন করুন; স্বাহা মন্ত্রে আমি তাঁদের আহুতি দিচ্ছি। ১১।৩॥ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেবীগণ (আপঃ), আমাদের হৃদয়ে এসে শীঘ্র সৎকর্ম সাধন কর; হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে আমাদের সুখের কারণ হও। অক্ষয়, নীরোগ, পাপনাশক, দ্যোতমান, মরণ-নিবর্তক, সৎকর্মের মূল কারণ প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবরূপ দেবীগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ১২।১॥ হে ভগবন্, আমার এ দেহ তোমার যজ্ঞের স্থান। আমি শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব ত্যাগ করি, অথচ কামাদি রিপুকে ত্যাগ করি না (এ আমার মূঢ়তা)। হে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তোমরা স্বাহা মন্ত্রে প্রদত্ত ও পাপ নিবারক হয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, তুমি আমার এ পার্থিব দেহে মিলিত হও। ১৩।৪॥ হে জ্ঞানময় অগ্নিদেব, আমারা গভীর মোহঘোরে আচ্ছন্ন, তুমি আমাদের হৃদয়ে চির জাগরূক হও। আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর, সদ্বুদ্ধি দানে আমাদের প্রমাদ দূর করে পুনরায় সত্ত্বভাব যুক্ত কর। ১৪।২॥ হে ভগবান, তোমার কৃপায় আমার বিশুদ্ধ মন আবার আমাতে ফিরে আসুক। আমার সংকর্মশীল জীবন, শক্তি, চৈতন্য আবার আমাতে ফিরে আসুক। আমার চক্ষু, কর্ণ তোমার সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে আবার আমাতে ফিরে আসুক। বিশ্বের হিতসাধক, হিংসাতীত, দেহরক্ষক জ্ঞানময় অগ্নিদেব নিন্দিত পাপ হতে আমাদের রক্ষা করুক। ১৫।২॥

টীকা ঃ ১১॥ 'ব্রহ্মাগ্নিঃ যজ্ঞঃ'—সর্বভূতে বিদ্যমান পরমাত্মা; যজ্ঞ যাগাদি

সংকর্ম। ভাষ্যকার বলেন—অগ্নি ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দে বেদত্রয়কে বলা হয়, তিন বেদের অগ্নিত্ব আরোপিত হয়েছে। আধানের দ্বারা নিষ্পন্ন বৈদিক অগ্নির বেদ ব্যতিরেকে স্থিতি অসম্ভব; অতএব এ শ্রৌত অগ্নি ব্রহ্মই অর্থাৎ বেদরূপই। এ অগ্নি যজ্ঞ—অগ্নি যজ্ঞ সাধন করে জন্য তাতে যজ্ঞত্ব আরোপিত হয়েছে। 'মনোজাতাঃ'—দর্শন শ্রবণাদি ইচ্ছারূপ মন থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ ইচ্ছার উৎপত্তি হলে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য প্রবর্তিত হয়। 'মনোযুজঃ'—রূপাদি দর্শনকালেও মনের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, যেহেতু অন্যমনস্ক ব্যক্তির রূপাদির দর্শন সম্ভব নয়। অথবা স্বপ্নাবস্থায় তারা মনের সাথে যুক্ত বলে তাদের মনোযুজঃ বলা হয়েছে। ১২ ॥ শ্বাত্রাঃ—যা শীঘ্র পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শীঘ্র জীর্ণ হয়, 'শ্বাত্রমিতি শীঘ্রনামাশু অতনং ভবতীতি' যাস্ক। ১৫ ॥ বৈশ্বানরঃ—বিশ্বের হিতসাধক। "বিশ্বেভ্যঃ নরেভ্যঃ হিতঃ সর্বপুরুষোপকারকঃ"—মহীধর। অদব্ধঃ—কেহ যাকে হিংসা করে না, হিংসাতীত।

মন্ত্র: অগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ। রাস্বেয়ৎসোমা ভূয়ো ভর দেবো নঃ সবিতা বসোর্দাতা বস্বদাৎ ॥ ১৬ ॥ এষা তে শুক্র তনূ-রেতদ্বর্চস্তয়া সম্ভব ভ্রাজং গচ্ছ। জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে ॥ ১৭ ॥ তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে তন্বো যন্ত্রমশীয় স্বাহা। শুক্রমসি চন্দ্রমসমৃতমসি বৈশ্বদেবমসি। ১৮ ॥ চিদসি মনোসি ধীরসি দক্ষিণাসি ক্ষত্রিয়াসি যজ্ঞিয়াস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী। সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নীতাং পূষাঽধ্বনস্পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায় ॥ ১৯ ॥ অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ। সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্বা বর্ত্তয়তু স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ: হে জ্ঞানময় অগ্নিদেব, তুমি মনুষ্য পর্যন্ত সকল প্রাণির কর্মের পালক, সকল যজ্ঞে তুমি পূজ্য। হে সোম, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠধন দাও, পুনরায় ধন আন। ধনের দাতা সবিতৃদেব আমাদের পূর্বে ধন দিয়েছিলেন। ১৬।২ ॥ হে শুক্র (শুক্র, দীপ্যমান অগ্নিদেব), আমার এ দেহ তোমার শরীর, তোমার তেজ আমার দেহে মিলিত হয়ে দীপ্তি লাভ করুক। আমার হৃদয়ে অবস্থান করে সর্বব্যাপক ভগবানের প্রতি প্রীত হয়ে আমার শক্তি বর্ধক হও। ১৭।২॥ সত্যের প্রকাশক ভক্তির অনুবর্তী হয়ে আমি যেন এ দেহের দৃঢ়তা লাভ করি—এ সংকল্পে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি তেজঃস্বরূপ, তুমি আহ্লাদক। তুমি অমৃত, সকল দেবগণের প্রাপক তুমি। ১৮।২ ॥ হে দেবি, তুমি চিন্ময়ী, মনোময়ী ও ধীরূপা, সৎকর্মের পূর্ণতা সাধন কর। তুমি অজেয়া, যজ্ঞ স্বরূপা; অনন্তরূপা তুমি সর্বতোভাবে সকলের বরণীয়া। সে তুমি সম্মুখে এসে তোমার প্রতি আমাদের অভিমুখী করাও। মিত্রদেব তোমাকে শ্রেষ্ঠ প্রদেশে (আমাদের হৃদয়ে) বন্ধন করুন; সর্বাধ্যক্ষ ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত সম্ভাব-পোষক পূষা দেবতা অসৎ পথ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ১৯।২ ॥ হে দেবি, সকল মাতা তোমাকে স্মরণ করুক; পিতা, সহোদর ভ্রাতা, সখাবর্গ সকলে তোমার অনুস্মরণ করুক। হে দেবি, তুমি আমাদের দেবভাব দাও, ভগবান ইন্দ্রদেবের জন্য আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বহন করাও। রুদ্রদেব আমাদের প্রতি রোষ প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হোন। ভগবানের কৃপায় আমাদের মঙ্গল হোক। সত্ত্বভাবের সাথে তুমি আমাদের হৃদয়ে আবার এস। ২০।২ ॥

টীকা: ১৮ ॥ সত্যসবসঃ—সত্য যাহার সন্তান। ভাষ্যে বাক্যের বিশেষণ করেছে—'সত্যং সবঃ যস্যাঃ সা সত্যসবাঃ তস্যাঃ'। আমরা ভক্তির বিশেষণ করেছি, ভক্তি

থেকেই সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বাতেই শ্রীভগবানের প্রকাশ, সত্তাই ভগবান। আমরা সত্যস্বরূপেরই ধ্যান করি—'সত্যং পরমং ধীমহি'। ১৯॥ ক্ষত্রিয়া—অসীম তেজোরূপা, দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতি অভিমানী সোম। এ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব মিশ্রিত ভক্তিকেই সোম বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যকে আছে, 'যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্র' ইতি।

মন্ত্র ঃ বস্ব্যস্যদিতিরস্যাদিত্যাসি রুদ্রাসি চন্দ্রাসি। বৃহস্পতিষ্ট্বা সুম্নে রম্ণাতু রুদ্রো বসুভিরা চকে॥ ২১॥ আদিত্যাস্ত্বা মূর্ধন্নাজিঘর্মি দেবযজনে পৃথিব্যা ইড়ায়াস্পদমসি ঘৃতবত্ স্বাহা। অস্মে রমস্বাস্মে তে বন্ধুস্ত্বে রায়ো মে রায়ো মা বয়ং রায়স্পোষেণ বিযৌষ্ম তোতো রায়ঃ॥ ২২॥ সমখ্যে দেব্যা ধিয়া সং দক্ষিণয়োরুচক্ষসা মা ম আয়ুঃ প্রমোষীর্মো অহং তব বীরং বিদেয় তব দেবি সন্দৃশি॥ ২৩॥ এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেষ তে ত্রৈষ্টুভো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেষ তে জাগতো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাচ্ছন্দো-নামানাং সাম্রাজ্যং গচ্ছেতি মে সোমায় ব্রূতাদাস্মাকোঽসি শুক্রস্তে গ্রাহ্যো বিচিতস্ত্বা বি চিন্বন্তু॥ ২৪॥ অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিং কবিম্। ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্য-পাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ। প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজাস্ত্বাঽনুপ্রাণন্তু প্রজাস্ত্ব-মনু প্রাণিহি॥ ২৫॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি, তুমি বসুরূপা (পৃথিবীরূপা), অনন্তরূপে ধারিণী, অনন্তের অংশ দেবরূপা, তুমি রুদ্রের মত কঠোরতাময়ী, আবার চন্দ্রের মত হ্লাদিনী কোমলতাময়ী। বৃহস্পতি (জ্ঞানদেব) সুখের নিমিত্ত তোমার সাথে মিলিত হোন, রুদ্রদেব বসুগণের সাথে তোমাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করুন। ২১।২॥ হে দেবি, অখণ্ডিত পৃথিবীর শীর্ষস্থান দেবযজন প্রদেশে অবস্থিত তোমাকে আকর্ষণ করছি। তুমি স্তুতির যোগ্য, ভক্তির সাথে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি প্রদান করছি। আমাদের মধ্যে তুমি ক্রীড়া কর; তোমার বন্ধু নিত্যস্বরূপ ভগবান আমাদের সাথে ক্রীড়াপর হোন। তোমার পরম ধন আছে, তা আমাকে দাও। তোমার অর্চনাকারী আমরা যেন শুদ্ধ সত্ত্বের সঞ্চয় থেকে বিয[illegible] না হই। তোমার পরমার্থরূপ ধন আছে, তা আমরা কামনা করি। ২২।৭॥ হে ভক্তিদেবি, সম্যক শুভ ফলের প্রদাত্রী, বিস্তীর্ণদর্শনা, দ্যোতমানা তুমি প্রজ্ঞার সাথে আমার দর্শনীয়া হও আমার জীবন কখনও যেন তোমার সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, আমি যেন তোমার সম্বন্ধচ্যুত না হই। তোমার সন্দর্শনে আমি যেন বীর্য (সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য) লাভ করি। ২৩।৩॥ হে ভক্তিদেবি, আমার উচ্চারিত গায়ত্রী ছন্দোবদ্ধ এ মন্ত্র তোমার ভাগ হোক—এ অভিপ্রায় সোমদেবকে বল। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোবদ্ধ এ মন্ত্র তোমার অংশ—একথা সোমদেবকে বল। জগতী ছন্দোবদ্ধ এ মন্ত্র তোমার ভাগ—আমার এ অভিপ্রায় সোমদেবকে বল। উষ্ণিক্ আদি অন্যান্য ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের আধিপত্য তুমি লাভ কর—আমার শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষার সহায় হোক—আমার বিবেক এ কথা বলে। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি আমাদের মধ্যে সঞ্জাত, শুভ্র জ্যোতি তোমার আধার; বিবেকীজন বিচার করে সারস্বরূপ তোমাকে গ্রহণ করুক। ২৪।২॥ দ্যুলোক ও ভূলোকে সর্বত্র বর্তমান, মেধাবী, সত্যস্বরূপ, বিবিধ রত্নের ধারক, সকলের প্রীতির আস্পদ, মননযোগ্য, ক্রান্তদর্শী (সর্বদর্শী) সে প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবের অর্চনা করি। যাঁর কিরণ নিখিল কর্ম প্রকাশের জন্য উর্ধ্ব গগনে সকল বস্তু প্রকাশ করে, হিরণ্যপাণি (স্বর্ণের মত জ্ঞানধন প্রদানে যিনি মুক্তহস্ত), শোভন ক্রতুসম্পন্ন সে সবিতৃদেব জনগণের কল্পনার অতীতে

বর্তমান।৷ হে দেব, সকলের মঙ্গলের জন্য তোমাকে অর্চনা করি। বিশ্ববাসী সকলে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করুক। বিশ্বব্যাপী সকলকে তুমি সঞ্জীবিত কর। ২৫।৫ ॥

টীকা ঃ ৷২২ ॥ তোতঃ—তোত শব্দ কলত্র-বাচী অব্যয়। অথবা অব্যয়ের অনেকার্থতা জন্য তোত শব্দ যুষ্মদ্ বাচী. তোতঃ—ত্বয়ি, তোমাতে অর্থ। ২৪ ॥ বিচিতঃ—বিবেকী জনগণ, যারা সার অসার বিবেচনা করে সারবস্তু গ্রহণ করে। ২৫ ॥ ঔণ্যোঃ—স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে বর্তমান, বিশ্বব্যাপক। 'ঔণোরিতি দ্যাবাপৃথিবীনামসু পঠিতম্'—নিরুক্ত। সর্বামনি—নিখিল সংকর্মসাধনের জন্য ; সকল সম্ভাব প্রাপ্তির জন্য। অথবা সমস্ত নক্ষত্রাদির যেখানে প্রবৃত্তি, সে গগনমণ্ডলে. "সবঃ প্রসবঃ প্রবৃত্তি-র্নক্ষত্রাদীনাং যস্মিন্ স সর্বামা, তস্মিন্ গগনপ্রদেশে সর্বাণি বস্তূনি দ্যোতয়ন্বে" —মহীধর ভাষ্য।

মন্ত্রঃ ঃ শুক্রং ত্বা শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন। সগ্মে তে গোঽস্মে তে চন্দ্রাণি তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্বর্ণঃ পরমেণ পশুনা ক্রীয়সে সহস্রপোষং পুষেয়ম্ ॥ ২৬॥ মিত্রো ন এহি সুমিত্রধ ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্তং স্যোনঃ স্যোনম্। স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তানক্ষেধ্বং মা বো দভন্ ॥ ২৭ ॥ পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্বাধস্বা মা সুচরিতে ভজ। উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থামমৃতাঁ অনু ॥ ২৮ ॥ প্রতি পন্থামপদ্মহি স্বস্তি গামনেহসম্। যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ॥ ২৯ ॥ অদিত্যাস্ত্বগস্যাদিত্যৈ সদ আসীদ। অস্তভ্নাদ্দ্যাং বৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ। আসীদ-দ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড় বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, তেজস্বরূপ তোমাকে তেজের দ্বারা হৃদয়ে স্থাপন করি ; পরম আহ্লাদক তোমাকে শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বারা, অমৃত তোমাকে অমৃতের দ্বারা (অক্ষয় সৎকর্মের দ্বারা) ক্রয় করি। তোমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রার্থনাকারী আমাতে থাকুক, তোমার আনন্দদায়ক সত্ত্বভাব আমাতে প্রকাশিত হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তপস্যার (সৎকর্মের) শরীর সদৃশ তুমি। প্রজাপতির (ভগবানের) আধারস্বরূপ তুমি পরম জ্ঞানে অধিগত হও। তোমার কৃপায় সকলের পালনকার্যে আমি যেন পুষ্ট হই। ২৬।৪ ॥ হে ভগবন্, তুমি শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, মিত্রের মত আমাদের নিকট এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ভগবানের কামনাকারী ও সুখের কারণ ; পরম ঐশ্বর্য বিশিষ্ট ভগবানের দেহরূপ সুখ স্বরূপ, পরম আনন্দপ্রদ, বিশ্বের আধার অনন্ত সত্ত্ব-সমুদ্রে তুমি আশ্রয় গ্রহণ কর। নাদরূপ, দীপ্তিমান, পাপহারক, বিশ্বের পালক, সদা আনন্দরূপ, সকলের ধারক ও জীবন-স্বরূপ হে সপ্ত দেবগণ, তোমাদের জন্য এ সোম (শুদ্ধসত্ত্ব) আনা হয়েছে, তাদের রক্ষা কর, আমাদের ত্যাগ করে যেও না। ২৭।৩ ॥ হে অগ্নি, দুশ্চরিত্র থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর, সদাচাররূপ পুণ্য কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত করাও। অক্ষয় জীবন লাভের জন্য, যাগাদি কর্মের দ্বারা শোভন জীবন প্রাপ্তির নিমিত্ত অমৃতের (অক্ষয় শুদ্ধ সত্ত্বের) উদ্দেশে আমি যেন প্রবুদ্ধ হই। ২৮।২ ॥ যে পথে লোকে (কামাদি) শত্রুগণ বর্জন করে পরম ধন লাভ করে, মঙ্গলময় পাপরহিত সে পথ যেন আমরা প্রাপ্ত হই। ২৯।১ ॥ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অনন্তস্বরূপে ভগবানের শরীর সদৃশ (ত্বক্), ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত স্থানে (নির্মল হৃদয়ে) তুমি উপবেশন কর। অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক ব্যেপে আছেন, পৃথিবীতে তাঁর মহিমা অপরিমিত। তিনি সম্রাট্ (সর্বতোভাবে বিরাজমান, সকলের প্রভু) সকল ভুবন ব্যেপে আছেন। এ সকলই সে বরুণরূপ পরব্রহ্মের কর্ম। ৩০।৪ ॥

টীকা : ২৬ ॥ প্রজাপতেঃ বর্ণঃ—ভগবানের আধাররূপ। ভাষ্যকার এখানে একটি উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। ত্রিগুণ হেতু প্রজাপতির তিন রূপ। অজা (ছাগী) বৎসরে তিনবার সন্তান প্রসব করে। সে হেতু প্রজাপতির বর্ণত্ব। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—'সা যৎ ত্রিঃ সম্বৎসরস্য জায়তে ; তেন প্রজাপতে বর্ণঃ'। ২৭ ॥ ইন্দ্রস্য দক্ষিণম্ উরুম্—ভগবানের অঙ্গীভূত বিশ্বের আধার স্বরূপ অনন্তত্বে। ইন্দ্রের যজমানের দক্ষিণ উরুতে ভাষ্যকার এরূপ অর্থ করে একটি আখ্যান বলেছেন। পরম ঐশ্বর্য যুক্ত বলে ইন্দ্র শব্দে যজমান বুঝায়। শ্রুতি বলেন—"এষ বা অত্রেন্দ্রো ভবতি, যদ্ যজমান ইতি"। পূর্বকালে দেবতারা সোম ক্রয় করে ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করেছিলেন। সেহেতু ইন্দ্র শব্দে যজমান বুঝায়। ২৮ ॥ অদিত্যাঃ ত্বক্—অনন্ত স্বরূপ ভগবানের শরীর রূপ। ভাষ্যে 'অদিতি' শব্দে অখণ্ডিতা পৃথিবী অর্থ করা হয়েছে। তা "অখণ্ডিতায়াঃ পৃথিব্যাঃ ত্বগ্‌রূপং ভবসি।"

মন্ত্র : বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু। হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ৩১ ॥ সূর্যস্য চক্ষুরারোহাগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনকম্। যত্রৈতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা ॥ ৩২ ॥ উস্রাবেতং ধূর্ষাহৌ যুজ্যোথামনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ। স্বস্তি যজমানস্য গৃহান্ গচ্ছতম্ ॥ ৩৩ ॥ ভদ্রো মেঽসি প্রচ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি। মা ত্বা পরিপরিণো বিদন্ মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্ মা ত্বা বৃকা অঘায়বো বিদন্। শ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য গৃহান্ গচ্ছ তন্নৌ সংস্কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত। দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ৩৫ ॥ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমা সীদ। ৩৬ ॥ যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্যান্ ॥ ৩৭ ॥

[কণ্ডিকা—৩৭ ; মন্ত্র—৪২]

অনুবাদ : যিনি বনানীর অগ্রভাগে অন্তরীক্ষ, পুরুষগণে বীর্য, গাভীতে দুগ্ধ বিস্তার করেছেন, যে করুণানিলয় ভগবান হৃদয়ে সৎসংকল্প, লোকে জ্ঞানাগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য (স্বর্গকামী জনের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য), প[illegible]তে সোম (পাষাণ তুল্য কঠোর হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব) স্থাপন করেছেন। ৩১।২। জ্ঞানরূপ সূর্যের চক্ষু ও জ্ঞানাগ্নির নেত্রের তারকা তুমি প্রাপ্ত হও। জ্ঞানীর সাথে মিলিত হয়ে সৎকর্মে ত্বরিতগতি সম্পন্ন হও। ৩২।২ ॥ হে বৃষের মত বল বীর্য সম্পন্ন জ্ঞান-ভক্তিরূপ বাহকদ্বয়, শকট ভারের ন্যায় দেবভাব বহনে সমর্থ, সদা আনন্দরূপ অজ্ঞজনের সৎপথে আনয়নকর্তা, ভগবানের প্রতি অর্চনাকারীর প্রেরণকর্তা তোমরা নিজেই আমাদের হৃদয়ে এসে মিলিত হও এবং মঙ্গলপ্রদ রূপে যজমান আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে প্রবেশ কর। ৩৩।১ ॥ হে ভগবন্, আমার উপকারের জন্য তুমি কল্যাণরূপ হও। হে ভূতপতি, তোমার নিবাসযোগ্য সকল স্থানে তুমি এস। সর্বত্র বিচরণশীল শত্রুগণ যেন তোমাকে না জানে; সৎকর্মের পরিপন্থী যারা, তারা যেন তোমাকে বিদ্বেষ না করে; পাপাচারী দুর্জনগণ তোমা[illegible] না জানুক; তুমি শ্যেন পক্ষীর মত দ্রুত যজমানের গৃহে যাও, সে গৃহে আমাদের উভয়ের গ্রহণযোগ্য স্থান আছে। ৩৪।৩ ॥ হে মন, জ্যোতিরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার কর, তিনি মিত্র বরুণ দেবতারূপে বর্তমান, নিখিল বিশ্বের দ্রষ্টা, মহান তেজোরূপ, সর্বকালের অভিজ্ঞ, দেবগণের অনুগ্রহের জন্য জাত, প্রজ্ঞানস্বরূপ, দ্যুলোকের পালক, সত্য ব্রহ্ম এ জ্ঞানে তাঁর পূজা কর ও স্তুতি কর। ৩৫।১। হে সম্বৃদ্ধি,

তুমি কর্মরূপ যানে, করুণার আধার ভগবানের উন্নত প্রতিষ্ঠাপয়িতা হও অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হোক। হে জ্ঞান-ভক্তি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে বরুণের (স্নেহ করুণার আধার ভগবানের) অচঞ্চল স্থাপনকর্ত্রী হও। হে আমার হৃদয়স্থিত সদ্বৃত্তি, তুমি ভগবৎ সম্বন্ধীয় কর্মের আশ্রয়যোগ্য হও। হে মন, ভগবৎ বিষয়ক কর্মের সাধনের জন্য সত্যের আশ্রয়স্বরূপ হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বরুণের সত্যরূপ আশ্রয় আমার হৃদয়ে এস। ৩৬।৫॥ হে ভগবন্, তোমার যে স্থান ও নাম অবলম্বন করে জ্ঞান ও ভক্তিতে লোকে অর্চনা করে, সে সকল যজ্ঞ (উপাসনা) তুমি প্রাপ্ত হও। হে সোম (শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান), তুমি গৃহাভিবর্ধক, বিপদ উদ্ধারকারী, শোভন বীর্য সম্পন্ন। অজ্ঞান অকিঞ্চনের আশ্রয়দাতা, আমাদের হৃদয়রূপ গৃহে এস। ৩৭।২॥

টীকা : ৩১। বনেষু অন্তরিক্ষম্—অরণ্যসদৃশ হৃদয়ে অন্তরিক্ষের মত অনন্ত প্রসারিত স্নেহকারুণ্য। ভাষ্যকার মতে—'বনেষু বনগত-বৃক্ষাগ্রেষু অন্তরিক্ষম্ আকাশং বিততান"। যদিও সর্বগত অন্তরিক্ষ তথাপি (বনে মূর্ত) দ্রব্যের অভাব বশতঃ সেখানে অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিভাত হয়। ৩২॥ এতশেভিঃ— ত্বরিত সৎকর্মপরতার দ্বারা। ভাষ্যে 'এতশ' শব্দে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করেছে। "এতশঃ ইত্যশ্বনামসু" নিরুক্ত। ক্ষিপ্রগমনকারী, যাঁরা সৎকর্মের দ্বারা ভগবানের প্রতি ত্বরিতগমনশীল। ৩৩॥ অবীরহনৌ—যাঁরা (দুজন) বীরকে আঘাত করেন না। ভাষ্যকার এখানে 'বীর' শব্দের শিশু অর্থ গ্রহণ করেছেন, 'বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্বাণৌ'। শিশুর মত অজ্ঞান যারা, তাদের যারা সৎপথে নিয়ে আসেন। উস্রৌ—ভাষ্যকার 'অনড্বাহৌ' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু নিরুক্তে 'উস্রাঃ' পদ যেমন গো নামের অন্তর্ভুক্ত, সেরূপ 'রশ্মি' নামেরও অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমরা ভক্তি ও জ্ঞানরশ্মি অর্থ গ্রহণ করেছি। ৩৫॥ মিত্রায় বরুণায়—মিত্র ও বরুণ দেবতা রূপে যিনি বর্তমান। অথবা মিত্র ও বরুণ শব্দে এখানে সমস্ত জগৎ বোঝাচ্ছে—সকল জগতের যিনি দ্রষ্টা। "মিত্রবরুণশব্দেন সর্বং জগল্লক্ষ্যতে"—মহীধর। কেতবে—প্রজ্ঞানরূপ, বিজ্ঞানঘন। কেতু শব্দে প্রজ্ঞা বুঝায়—'কেতুরিতি প্রজ্ঞানাম' (নিরুক্ত)। ৩৬॥ বরুণস্য—স্নেহ করুণার আধার ভগবানের। বরুণ যিনি করুণাধারা বর্ষণ করেন, এজন্য পরবর্তীকালে জলাধিপতিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। যাজ্ঞিকার্থে এখানে বস্ত্রবদ্ধ সোমকে বলা হয়েছে। ৩৭॥ দুর্যান্—গৃহে, দুর্য শব্দের গৃহ অর্থ। গয়স্ফানঃ—গৃহের যিনি বর্ধনকারী, গয় শব্দের গৃহ অর্থ, 'গয় ইতি গৃহনাম'—(নিঘণ্টু)। তুমি সকলের মঙ্গলকারক, আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে এস এ ভাব এখানে বিবৃত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মন্ত্র : অগ্নেস্তনূরসি বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তনূরসি বিষ্ণবে ত্বা হৃতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বাহগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদে বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১ ॥ অগ্নের্জনিত্রমসি বৃষণৌ স্থ উর্বশ্যায়ুরসি পুরূরবা অসি। গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি ॥ ২ ॥ ভবতং নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ ॥ ৩ ॥ অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অভিশস্তিপাবা। স নঃ স্যোনঃ সুযজা যজেহ দেবেভ্যো হব্যং সদমপ্রযুচ্ছন্ত্ স্বাহা ॥ ৪ ॥

আপতয়ে ত্বা পরিপতয়ে গৃহ্ণামি তনূনপ্ত্রে শাক্বরায় শক্বন ওজিষ্ঠায়। অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽনভিশস্ত্যভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যমঞ্জসা সত্যমুপগেষং স্বিতে মা ধাঃ॥ ৫॥

অনুবাদ: হে হবি (আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব), তুমি অগ্নির (প্রজ্ঞানরূপ ভগবানের) শরীররূপ, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে সমর্পণ করছি। তুমি সোমের (সৎস্বরূপ ভগবানের) শরীর সদৃশ, তোমাকে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। তুমি অতিথিরূপ ভগবানের আতিথ্য (প্রীতি সাধনের উপকরণ), সে বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। সোমের (সদ্ভাবের) আনয়ন কর্তা, শ্যেনের মত ক্ষিপ্রগামী তোমাকে আহবান করি ও বিষ্ণুর লাভের জন্য হৃদয়ে ধারণ করি। পরম ধনের পুষ্টিদানকারী জ্ঞানাগ্নির লাভের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি ও বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমায় সমর্পণ করছি। ১।৫॥ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অগ্নির (প্রজ্ঞানময় ভগবানের) জনয়িতা (প্রকাশক)। হে জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা অভীষ্ট-বর্ষণকারী হও। হে ভক্তিদেবি, তুমি মহান্ ভগবানের বশয়িত্রী। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অকাল মৃত্যু নিবারক, তুমি বহুদাতা। গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে উদ্দীপ্ত করছি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে উৎপন্ন করছি, জগতী ছন্দে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করছি। ২।৮॥ হে জাতবেদদ্বয় (জ্ঞান ও কর্মরূপ দেবদ্বয়), তোমরা আমাদের প্রতি সমান প্রীতিযুক্ত, পরস্পর সমান চিত্তযুক্ত ও পাপরহিত হও। তোমরা যজ্ঞ (আমাদের সৎকর্ম) ও যজ্ঞপতিকে (অনুষ্ঠাতা আমাদের) বিনাশ করো না। আজ আমাদের মঙ্গলপ্রদ হও। ৩।১॥ ঋষিগণের পূজনীয়; অভিশাপ থেকে রক্ষাকারী প্রজ্ঞানরূপ ভগবান আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করে শুদ্ধ সত্ত্বরূপ হবি ভক্ষণ করেন। হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান, তুমি সুখদায়ক, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সর্বদা প্রমাদরহিত হয়ে শোভন যাগে দেবগণের জন্য হব্য (শুদ্ধ সত্ত্ব) দাও। এ হবি স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি। ৪।২। হে শুদ্ধসত্ত্ব, সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপী, প্রভূতশক্তিশালী, সকল কর্মকারী, অতিশয় বলবীর্য সম্পন্ন, জন্মকারণের নিবারক পরমাত্মার প্রীতি জন্য তোমাকে উৎসর্গ করছি। সর্বদা অতিরস্কৃত তুমি আমাদের সুখসাধক হও। তুমি দেবগণের সারভূত, অনিন্দনীয়, নিন্দা থেকে ঋত্বিকগণের রক্ষক, অনিন্দিত পরম লোকে আনয়নকর্তাও তুমি। আমি যেন সরল মনে সত্যস্বরূপ তোমাকে পেতে পারি, সৎপথে আমাকে স্থাপন কর। ৫।২॥

টীকা: ১। আতিথ্য—'তিথিবিশেষ ব্যতীত অত্যন্ত ক্ষুধা-পীড়িত সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণের সংকারের জন্য পাদপ্রক্ষালন, ভোজন, সংবাহন প্রভৃতি সংস্কারকে আতিথ্য বলে'—মহীধর। ২। উর্বশী, পুরূরবা, আয়ু—এখানে ভাষ্যে একটা পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা আছে। রাজা পুরূরবা ও উর্বশীর মিলনে তাদের পুত্র আয়ুর জন্ম। আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করায়—মহৎকে যিনি বশীভূত করতে সমর্থ, তিনি উর্বশী। সায়ণাচার্য বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় উরু শব্দের মহৎ অর্থ গ্রহণ করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্ত 'উরুগায়' পদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—"উরুগায়ঃ উরুভিঃ মহদ্ভিঃ গীয়মানঃ।" পুরূরবা পদে যিনি বহুপ্রদাতা। আয়ু বলতে অকাল মৃত্যু রহিত পূর্ণ আয়ুষ্কাল বুঝাছে। ৫। তনূনপ্ত্রে—'শরীরকে যে বিনাশ করে না, সে জঠরাগ্নির প্রীতির জন্য'। অথবা যিনি প্রাণবায়ুরূপে জগতের সর্বত্র বিরাজমান সে বিশ্বব্যাপী ভগবান। উবটের মতে 'তনূশব্দেন আত্মাভিপ্রেতঃ'—তনু শব্দের দ্বারা আত্মা বুঝায়। পরমাত্মা ভগবানই আত্মাকে পালন করেন। সদ্ভাবের সংরক্ষক ও জীবের কর্মফলের বিনাশ কর্তা তিনিই।

মন্ত্র ঃ অগ্নে ব্রতপাস্ত্বে ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি যো মম তনূরেষা সা ত্বয়ি। সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতান্যনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিঃ ॥ ৬ ॥ অংশুরংশুষ্টে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদে। আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্ব। আপ্যায়য়াস্মান্ সখীন্ সন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়। এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায় ঋতমৃতবাদিভ্যো নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্ ॥ ৭ ॥ যা তে অগ্নেহয়ঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহা। যা তে অগ্নে রজঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্বেষং বচো অপাবধীংস্বাহা। যা তে অগ্নে হরিশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহা ॥ ৮ ॥ তপ্তায়নী মেহসি বিত্তায়নী মেহস্যবতান্মা নাথিতাদবতান্মা ব্যথিতাৎ। বিদেদগ্নির্নভো নামাহগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি যোহস্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেহনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বা দধে বিদেদগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি যো দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেহনধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বা দধে বিদেদগ্নির্নভো নামাহগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি যস্তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেহনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বা দধে। অনু ত্বা দেববীতয়ে ॥ ৯ ॥ সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ কল্পস্ব সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ব্রতপালক অগ্নি (জ্ঞানময় দেব), তুমি আমাদের সৎকর্মের পালক। তোমার যে পবিত্র শরীর, তা আমাতে, আর আমার যে পাপময় দেহ, তা তোমাতে লীন হোক। হে ব্রতপতি (সৎকর্মের পালক), আমার অনুষ্ঠের কর্ম তোমার ও আমার সাহচর্যে প্রবর্তিত হোক। দীক্ষাপতি আমার দীক্ষা (শোভন কর্ম) অনুমোদন করুন, তপস্পতি আমার তপ (কায়িক, বাচিক ও মানসিক সৎকর্ম) অনুমোদন করুন। ৬।২ ॥ হে দ্যোতমান সোম (আমার হৃদয় নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব) তোমার ম্লান ও শুষ্ক সমস্ত অংশ এক মুখ্য ধনবেত্তা ইন্দ্রের (পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবানের) নিমিত্ত নিবেদিত হোক। হে শুদ্ধ সত্ত্ব, তোমাকে পাবার জন্য ইন্দ্র উন্মুখ হোন, তুমিও ইন্দ্রের প্রীতির জন্য উৎকর্ষ লাভ কর। হে দেব, সখার মত প্রীতির আস্পদ আমাদের পরম ধন ও তার ধারণ শক্তির দ্বারা বর্ধিত কর। হে সোমদেব তোমার সম্বন্ধীয় মঙ্গল আমাদের হোক। তোমার প্রসাদে আমরা যেন ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ কর্মফল ভোগ করি। ঈপ্সিত ঐশ্বর্য (মোক্ষধন) লাভের জন্য আমাদের কর্মফল তোমাকে দিয়েছি। ঋতবাদীর (সত্যবাদী জনের) ঋত (সৎকর্ম ফল) হোক। স্বর্গ ও মর্ত্যের অভিমানী দেবগণের প্রতি প্রণতি জানাই। ৭।৪ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, ভক্তের অভীষ্ট বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে স্থিত তোমার যে লোহময় (বজ্রের মত অতি কঠোর তমোময়) তনু আছে, তা শত্রুদের উগ্রবাক্য বিনাশ করে এবং তাদের পৌরুষ বচন দূর করে; আমি স্বাহা মন্ত্রে তোমার পূজা করছি. আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। হে অগ্নি, শ্রেষ্ঠ, গহ্বরস্থিত রজতময় (রজোগুণান্বিত) তোমার যে শরীর আছে, তা শত্রুদের কঠোর বাক্য বিনাশ করে ও দুপ্ত বচন নাশ করে; আমি স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। হে অগ্নি, দেবগণের অভীষ্ট বর্ষণশীল, অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত স্বর্ণময় (সত্ত্বগুণ যুক্ত) তোমার যে তনু আছে, তা শত্রুদের অতি তীব্র বাক্য বিনাশ করে ও গর্বিত বচন দূর করে; আমি তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, তা সফল হোক। ৮।৩ ॥ হে ভক্তিদেবি, তুমি ত্রিতাপে তপ্ত আমার আশ্রয় হও, পরম ধনপ্রদ হও। দারিদ্র্যদুঃখ থেকে আমাকে রক্ষা কর, ব্যথা থেকে (পাপভয় হতে) আমার পরিত্রাণ কর। নভো নামক অগ্নি (আমার হৃদয় আকাশে

অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান) তোমায় জানুক। হে সর্বত্র গতিশীল অগ্নি, আয়ুনামে তুমি এস। যে তুমি এ-পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে বর্তমান, তোমার যে প্রসিদ্ধ অন্যের অনভিভূত যজ্ঞিয় নাম আছে, তা দ্বারা আমি তোমাকে আহ্বান করছি। হে ভক্তিদেবি, আমার হৃদয়রূপ আকাশে অধিষ্ঠিত জ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে গ্রহণ করুন। হে অঙ্গির (সর্বত্র গমনশীল) অগ্নি, আয়ু নামে অভিহিত হয়ে তুমি এস। যে তুমি দ্বিতীয় পৃথিবীতে (অন্তরিক্ষ লোকে) অবস্থিত, তোমার যে প্রসিদ্ধ অপরের অহিংসিত যজ্ঞের যোগ্য নাম আছে, তা দ্বারা আমি তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করি। হে ভক্তিদেবি, নভো নামক অগ্নি তোমাকে জানুক। হে অঙ্গির অগ্নি (সর্বব্যাপক জ্ঞানদেব), তুমি চির নবীনরূপে আমার হৃদয়ে এস। যে তুমি তৃতীয় পৃথিবীতে (স্বর্গলোকে) অবস্থিত, তোমার যে প্রসিদ্ধ অন্যের অতিরস্কৃত যজ্ঞিয় নাম আছে, তা দ্বারা আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করছি। হে ভক্তিদেবি, দেবগণের প্রীতির জন্য তোমাকে আহ্বান করি। ৯।১৪॥ হে ভক্তিদেবি, তুমি সিংহীর মত শক্তিশালিনী, বাহিরের ও অন্তরের শত্রুবিনাশকারিণী, দেবগণের প্রীতির জন্য সমর্থা হও। তুমি সিংহীর সমান শক্তিসম্পন্না, শত্রুনিধনকর্ত্রী, দেবগণের উপকারে তুমি অনন্যা। তুমি সিংহীর সমান বলশালিনী, শত্রুর অভিভবকারিণী, দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত অলংকৃতা হও। ১০।৩॥

টীকা ঃ ৬। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্মমাত্রই ব্রত পর্যায়ভুক্ত। পবিত্রকারী মানসিক নির্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃপর্যায়-ভুক্ত। ব্রতাদি কর্মে স্থিতিকে দীক্ষা বলে। গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় বলা হয়েছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা এগুলি কায়িক তপ। প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এগুলি বাচিক তপ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এগুলি মানস তপ। কারও মতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এ ত্রিবিধ তপের বিষয় বলা হয়েছে। ৮। ভাষ্যে একটি আখ্যায়িকা বলা হয়েছে। দেবগণের নিকট পরাজিত হয়ে অসুরগণ তপস্যা করে ত্রৈলোক্যে তিনটি পুরী নির্মাণ করে। পৃথিবীতে লৌহময়ী, অন্তরিক্ষে রজতময়ী ও দিব্যলোকে স্বর্ণময়ী। দেবগণ কর্তৃক আরাধিত অগ্নি উপসদ্দেবতা রূপে তিনটি পুরীতে প্রবেশ করে দগ্ধ করেন, তখন তার লৌহময়, রজতময় ও স্বর্ণময় দেহ উৎপন্ন হয়। ৯। মন্ত্রে অঙ্গির, পদে অগ্নির সম্বোধন করা হয়েছে ; ভাষ্যকার মতে—যাঁর গতি আছে, তিনিই অঙ্গিরাঃ। 'অঙ্গি গতিঃ অস্যাস্তীতি অঙ্গিরা' তার সম্বোধনে অঙ্গির হয়েছে। অগ্নি সকল জিনিসকে দগ্ধ করতে গমন করে ও দগ্ধীভূত সামগ্রী অঙ্গার হয়ে যায়। ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলেন—'অঙ্গিরস নামে এক ঋষিবংশ ছিল। অগ্নি তাঁদের পূর্বপুরুষ। অগ্নি হতে অঙ্গিরস ঋষিবংশের উৎপত্তি হয়, এজন্য অগ্নি অঙ্গিরঃ নামে অভিহিত। বস্তুতঃ অঙ্গির শব্দে অশেষ জ্ঞানের আধার বুঝায়—অঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান+ঈরস্ (বিদ্যমান) যাতে, সে অঙ্গিরস্। এজন্য জ্ঞানবিশিষ্ট, জ্ঞানস্বরূপ, অশেষ প্রজ্ঞানের আধার এ অর্থ সমীচীন। ভগবান জ্ঞানের আধার—জ্ঞানময়। অগ্নি অর্থে জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ নিখিল প্রজ্ঞানাধার ভগবানকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এজন্য অঙ্গি তার বিশেষণ।

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু। প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু। মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পাতু। বিশ্বকর্মা ত্বাহহদিত্যৈরুত্তরতঃ পাত্বিদমহং তপ্তং বার্বাহির্ধা যজ্ঞান্নিঃ সৃজামি॥ ১১। সিংহ্যসি স্বাহা সিংহ্যস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা সিংহ্যসি ব্রহ্মবনিঃ ক্ষত্রবনিঃ স্বাহা সিংহ্যসি সুপ্রজাবনী রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা।

সিংহ্যস্যা বহ দেবান্ যজমানায় স্বাহা ভূতেভ্যস্ত্বা ॥ ১২ ॥ ধ্রুবোঽসি পৃথিবীং দৃংহ ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃংহাচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃংহাগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১৩ ॥ যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ স্বাহা ॥ ১৪ ॥ ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুরে স্বাহা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, ইন্দ্রঘোষ (ভগবানের অভয়বাণী) বসুগণের (পরম ধনযুক্ত বিভূতিগণের) সাথে পূর্বদিকে তোমাকে রক্ষা করুক। প্রচেতা (প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন) রুদ্রগণের সাথে পশ্চিম দিকে তোমাকে পালন করুক। মনের মত গতিশীল দেব (যম) পিতৃগণের সাথে দক্ষিণ দিকে তোমাকে রক্ষা করুক। বিশ্বকর্মা (নিখিল কর্মকুশল ভগবান) আদিত্যগণের সাথে উত্তর দিকে তোমাকে রক্ষা করুক। আমার বর্ধিত শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থান হতে বাহিরে ভগবানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করছি। ১১।৫ ॥ হে ভক্তিদেবি, তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন, কর্ম শক্তি লাভের জন্য স্বাহামন্ত্রে তোমাকে আহবান করি। তুমি সিংহীসদৃশা, প্রজ্ঞানময়ী তোমাকে প্রজ্ঞা লাভের জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করছি। সিংহীতুল্যা তুমি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ভাবাপন্না (সত্ত্ব ও রজোভাব যুক্তা), তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করছি। সিংহী-সদৃশা তুমি, সদ্ভাবের জননী ও পরমার্থ ধনের পালিকা তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে হৃদয়ে স্থাপন করছি। সিংহীর মত শক্তিযুক্তা তুমি, যজমানের কল্যাণের জন্য দেবগণকে আন ; জনগণের হিতের জন্য তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিযুক্ত করছি, এ সংকল্প সিদ্ধ হোক। ১২।৬ ॥ হে মন, তুমি স্থির হও, পৃথিবী (তোমার আধার ক্ষেত্র) দৃঢ় কর। হে শুদ্ধ সত্ত্ব, সত্যে তুমি প্রতিষ্ঠিত, অন্তরিক্ষের মত অনন্ত প্রসারিত সংকর্মের মূলকে দৃঢ় কর। তুমি অচ্যুত ভগবানের আধারস্বরূপ, আমার হৃদয়রূপ দেবস্থানকে দৃঢ় কর। জ্ঞানাগ্নির তুমি পূরক, আমাকে পূর্ণজ্ঞান দাও। ১৩।৪ ॥ মহান্ সর্বজ্ঞ বিপ্ররূপী ভগবানের পরমার্থ তত্ত্ব প্রদর্শক হে সদ্‌গুণসমূহ, তোমাদের অনুগ্রহে মন নির্মল হয়ে পরমাত্মায় যুক্ত হয়, চিত্তবৃত্তিও তাতে যুক্ত হয়। ভগবান্ সকলের মনোবৃত্তির বেত্তা, সর্বসাক্ষী, এক অদ্বিতীয়স্বরূপ—এ তত্ত্ব হোতৃগণ জানেন ; জ্ঞানপ্রেরক দ্যোতমান ভগবানের মহতী স্তুতি স্বাহা মন্ত্রে উদ্‌যাপিত হয়। ১৪।১ ॥ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছেন। অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে তাঁর মহিমা নিহিত আছে। সে বিষ্ণুর অদ্বৈত স্বরূপ অতি নিগূঢ় প্রদেশে নিহিত, অজ্ঞজনের অপরিজ্ঞাত যে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করছি। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১১। মন্ত্রে বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি পদে ভাষ্যকার গণদেবতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হল—(১) বসু—গঙ্গা হতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। তাঁদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। 'বসু' শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্রভাবে বুঝায়। (২) রুদ্র—রুদ্র বলতে প্রধানতঃ শবকে বুঝায়। রুদ্রগণের সংখ্যা একাদশ। তাঁদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারও মতে—অজ, একপাদ, অহিব্র্ধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর —এ একাদশ গণদেবতা। অন্যমতে—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এ একাদশ গণদেবতা। (৩) পিতৃলোক সাতটি—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ, সুকালীন ; এ সকল লোকে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন,

তাঁরাই 'পিতৃভিঃ' পদের লক্ষ্য। (৪) আদিত্য—কশ্যপ থেকে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাঁদের নাম—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছটি—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এছাড়া কোন স্থলে সাত, কোন স্থলে আটটি আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আটটি আদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে যে দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে, তা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ, অদিতির পুত্র নয়। কোথায়ও দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি রূপেও কল্পিত হয়েছে। ১৫। এ মন্ত্রে 'বিষ্ণু' ও 'ত্রেধা নিদধে পদম্'—ইত্যাদির ব্যাখ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদ ও সামবেদ ভাষ্যে সায়ণচার্যের ব্যাখ্যা ও এখানে মহীধর কৃত ব্যাখ্যায় একটু পার্থক্য আছে। মন্ত্রের ভাবার্থ হচ্ছে—'সে সর্বব্যাপী বিষ্ণু এ চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্বকে স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যেপে আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তাঁর জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে'। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ও পাশ্চাত্ত্য মতাবলম্বী অনেকে সূর্যের গতি অর্থ গ্রহণ করেছেন। Max Muller বলেন "The stepping of Vishnu in emblematic of the rising, the culminating, and setting of Sun" 'পাংসুলে সমূঢ়ং' পদে Muir 'সূর্য-রশ্মি' অর্থ করেছেন। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ীর যজুর্বেদ সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ১৫ কাণ্ডিকার ব্যাখ্যায় ৬২৮ থেকে ৬৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

মন্ত্র ঃ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা ॥ ১৬ ॥ দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বা ঘোষতং প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ঊর্ধ্বং যজ্ঞং নয়তং মা জিহ্বরতম্। স্বং গোষ্ঠমা বদতং দেবী দুর্যে আয়ুর্মা নির্বাদিষ্টং প্রজাং মা নির্বাদিষ্টমত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ ॥ ১৭ ॥ বিষ্ণোর্নুকং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ো বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৮ ॥ দিবো বা বিষ্ণ উত বা পৃথিব্যা মহো বা বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ। উভা হি হস্তা বসুনা পৃণস্বা প্র যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাদ্বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৯ ॥ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণে-ষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিষ্ণু, তুমি দ্যাবাপৃথিবী শস্যবতী, ধেনুমতী, অন্নবতী, মানুষের উপকার যজ্ঞসাধনের দাত্রী করেছ। হে সর্বব্যাপক ভগবান্, তুমি স্বর্গ ও মর্ত ব্যেপে আছ, তোমার তেজঃসমূহে এ পৃথিবীকে সর্বপ্রকারে ধারণ করেছ; তোমাকে স্বাহামন্ত্রে পূজা করি। ১৬।১ ॥ দেবতার আহ্বানকারিণী হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা সৎকর্ম সাধনের সামর্থ দিয়ে আমার চিত্তে দেবভাব আন। ভগবানের নিকট আমাকে নিয়ে চল আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বে দেবতার প্রতি পৌঁছে দাও, তোমরা কুটিল হয়ো না। সদ্ভাবের গৃহস্বরূপ হে ভক্তিদেবি, তোমার আধার স্থান আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর; আমার পূর্ণায়ুষ্কাল নষ্ট করো না, আমার সদ্‌বৃত্তি বিনাশ করো না। হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা আমার শরীররূপ দেবযজনে ক্রীড়া কর। ১৭।৪ ॥ যিনি পার্থিব পরমাণুজাত নির্মাণ করেছেন, সে বিশ্ব-ব্যাপক ভগবানের (বিষ্ণুর) মহিমা নিত্য কীর্তন করছি। অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে যিনি ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে নিজ মাহাত্ম্য স্থাপন করেছেন, মহাত্মাগণের দ্বারা যিনি গীত, উপরিতন অন্তরিক্ষলোক স্তম্ভিত করেছেন, সে

বিষ্ণুর উদ্দেশে তোমাকে (আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বকে) নিযুক্ত করছি। ১৮।৩। হে বিষ্ণু, তুমি দ্যুলোক অথবা ভূলোক হতে, কিম্বা মহান বিস্তৃত অন্তরিক্ষ-লোক হতে তোমার উভয় হস্ত ধনের দ্বারা পূর্ণ কর এবং দক্ষিণ অথবা বাম হস্তে আমাদের দাও। হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব, সে সর্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। ১৯।২ ॥ যাঁর তিন বিক্রমে (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোকে) সমস্ত প্রাণী বাস করে, সিংহের ন্যায় যিনি ভয়ংকর, মৎস্যাদি রূপে যিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা, বেদবাণীতে অথবা জীবদেহে অন্তর্যামিরূপে যিনি বিরাজমান, সে বিষ্ণু স্বমহিমায় সকলের স্তুত হন। ২০।২ ॥

টীকা : ২০। 'মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা'—এ মন্ত্রাংশে নানা বিতর্ক আছে। যাস্ক, উবট, মহীধর, সায়ণ—এ অংশের বিবিধ প্রকার অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। 'ন' শব্দে কখনও 'উপমা-বাচক' বলেছেন, কখনও 'পাদপূরণে ব্যবহৃত' বলেছেন। সিংহের ন্যায় যিনি ভীষণ—অর্থাৎ সিংহ যেমন অন্যান্য প্রাণীর হনন জন্য তাদের ভীতিজনক, সেরূপ ভগবানও পাপরূপ বৈরিগণের বিনাশহেতু পাপাত্মগণের ভীতির উৎপাদক। যিনি পাপাত্মগণকে পরিশুদ্ধ করে তাদের পাপ বিনাশ করেন, যিনি শত্রুগণের বা পাপাত্মগণের ভীতিজনক—এ অর্থ।

মন্ত্র : বিষ্ণো ররাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্‌ত্রে স্থো বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবোহসি। বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা ॥ ২১ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ আ দদে। নার্যসীদমহং রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি। বৃহন্নসি বৃহদ্রবা বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদ ॥ ২২ ॥ রক্ষোহণং বলগহনং বৈষ্ণবীমিদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যং মে নিষ্ট্যো যমমাত্যো নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যং মে সমানো যমসমানো নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যং মে সবন্ধুর্যমসবন্ধুর্নি-চখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যং মে সজাতো যমসজাতো নিচখানোৎকৃত্যাং কিরামি ॥ ২৩ ॥ স্বরাডসি সপত্নহা সত্ররাডস্যভিমাতিহা জনরাডসি রক্ষোহা সর্ব-রাডস্যমিত্রহা ॥ ২৪ ॥ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষহণৌ বাং বলগহণৌ পর্যূহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবা স্থ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বিষ্ণুর ললাট-স্থানীয় হও। হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা ভগবানের সাথে আমার সৎকর্মের সংযোজক হও। হে ভক্তি, তুমি বিষ্ণুর বন্ধনের কারণ হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বিষ্ণুর (সর্বব্যাপক ভগবানের) সত্যরূপ হও, তুমি বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় (বৈষ্ণব), বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। ২১।৫ ॥ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, সকলের জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় নিজ বাহুদ্বয়কে অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগল ও নিজ করদ্বয়কে পূষাদেবতার করদ্বয় মনে করে ভগবানের উদ্দেশে তোমাকে নিবেদন করছি। তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হও, এ শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা প্রার্থনাকারী আমি যজ্ঞের বিঘাতকদের কণ্ঠদেশও বিনাশ করি। তুমি মহান্ ও মহৎ ধ্বনিযুক্ত শব্দব্রহ্মরূপ হও। পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবানের প্রীতির জন্য স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ কর। ২২।৩ ॥ হে মন্ত্ররূপা বাক্, অজ্ঞান অন্ধকার নাশিকা, মোহবিনাশকারিণী, ভগবৎস্বরূপ তোমাকে উদ্ধৃত করছি। এর দ্বারা আমার সকল অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতিকে সমূলে নাশ করছি ; আমার অনুষ্ঠিত কর্ম যে মোহজনক কুপ্রবৃত্তি উৎপাদন করে এবং আমার সহজাত কুসংস্কার যে পাপপ্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, এ মন্ত্রে সে সকল প্রবৃত্তিকে আমি নাশ করছি। আমার অন্তরস্থিত অথবা বাহিরের শত্রু যে কুপ্রবৃত্তি জন্মায়, এ মন্ত্রে আমি সে সকল প্রবৃত্তিকে দূর

করছি।* আমার মিত্র বা অমিত্র যে পাপপ্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, এ মন্ত্রে আমি তাদের বিনাশ করছি। আমার সহজাত বা বহিরাগত অসৎবৃত্তি যে কুপ্রবৃত্তি জন্মায়, এ মন্ত্রে আমি সে সকল মোহজনক প্রবৃত্তিকে দূরে নিক্ষেপ করছি। ২৩।৫ ॥ হে ভগবন্, তুমি স্বরাট্ (আপনি আপনাতে প্রকাশমান), শত্রুনাশক। তুমি যজ্ঞে বিরাজমান হয়ে যজ্ঞবিঘ্নকারীকে বিনাশ কর। তুমি সর্বজনে বিরাজমান হয়ে শত্রু বিনাশ কর। তুমি বিশ্বে সকলের অন্তরে দীপ্যমান হয়ে শত্রুর বিনাশক হও। ২৪।৪ হে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ, ভগবানের অংশরূপ, অজ্ঞান অন্ধকার নাশক, মায়ামোহ বিনাশক, তোমাদের ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত করছি। ভগবানের অংশস্বরূপ, বিঘ্নাপসারক, অন্তর ও বাহিরের মোহজনক প্রবৃত্তিনাশক তোমাদের ভগবানের প্রীতির জন্য সুসংস্কৃত করছি। হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধ সত্ত্বভাব সমূহ, ভগবানের অংশস্বরূপ, বিঘ্নকারীর বিনাশক, মায়ামোহাদির অপসারক তোমাদের ভগবানের উদ্দেশে বিস্তৃত করছি। হে জ্ঞান ও কর্ম, ভগবানের অঙ্গীভূত ; অজ্ঞান অন্ধকার নাশক, মোহজনক অন্তর ও বাহিরের প্রবৃত্তি বিনাশক তোমাদের দুজনকে ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত নিযুক্ত করছি। তোমরা ভগবৎসম্বন্ধীয়, সৎকর্ম বিঘাতকের বিনাশক, মোহাদিনাশক, তোমাদের ভগবানের সাথে বিলীন করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বৈষ্ণব, হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, তোমরা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রীতিসাধক হও। ২৫।৭ ॥

টীকা : ২১। 'সূঃ' ও 'ধ্রুব' পদে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যথাক্রমে সূচ (needle) ও দৃঢ়গ্রন্থি (firmly fastened knot) অর্থ করেছেন। এ থেকে একটি ভাব পাওয়া যায়। সূচ দ্বারা যেমন গ্রন্থিবন্ধন হয়, সত্ত্বভাবে তেমনি ভগবান এ বিশ্বের বুনন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য করেন। ২২। 'নার্যসি'—নর শব্দে ভগবান বিষ্ণুকে বুঝায়। সে জন্য ঐ পদে ভগবৎসম্বন্ধী বা তদংশ স্বরূপ অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'নর' পদের স্ত্রীলিঙ্গে 'নারী' (স্ত্রীলোক) এ অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। দুঃখের বিষয় কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এর অর্থ করেছেন 'Thou art a woman.' এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ীর শুক্ল যজুর্বেদ ভাষ্যে ৬৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। ২৩। এ মন্ত্রের ভাব জটিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধের বিষয় বলা হয়েছে। কেহ কেহ দেবাসুরে কেহ বা আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বের বিষয় টেনে এনেছেন। ভাষ্যকার পুত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি প্রভৃতি মানুষ শত্রুর উপদ্রব নিবারণে ব্যাখ্যা করেছেন। মন্ত্রে 'বলগ'—পদ বহুভাবের দ্যোতনা করেছে। এর এক অর্থ—"অভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থি-কেশ-নখাদিপদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষা বলগাঃ"—শত্রুসংহারের জন্য একগজ মাটির নীচে গর্ত করে বস্ত্রাচ্ছাদিত যে অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি প্রোথিত করা হয়, তাকে 'বলগা' বলে। নিরুক্তকার—'বলগো বৃণোতেঃ'—অথবা 'বলো বৃণোতেঃ' অর্থ করেছেন। বল পদে মেঘ বুঝায়। মেঘ সূর্যরশ্মি আচ্ছাদন করে, মেঘে আকাশ আচ্ছাদিত হয়। এ অর্থে 'বলগা' পদে মেঘ বা অজ্ঞান অন্ধকারকে বুঝাতে পারে।

মন্ত্র : দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আ দদে নার্যসীদমহং রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী র্দিবে ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাঁল্লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃষদনমসি ॥ ২৬ ॥ উদ্দিবং স্তভানান্তরিক্ষং পৃণ দৃংহস্ব পৃথিব্যাং দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণৌ ধ্রুবেণ ধর্মণা। ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি রায়স্পোষবনি পর্যূহামি। ব্রহ্ম দৃংহ ক্ষত্রং দৃংহায়ুর্দৃংহ প্রজাং দৃংহ ॥ ২৭ ॥ ধ্রুবাসি ধ্রুবোঽয়ং যজমানোঽ-

স্মিন্নায়তনে প্রজয়া পশুভির্ভূয়াৎ। ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী পূর্যেথামিন্দ্রস্য ছদিরসি বিশ্বজনস্য ছায়া ॥ ২৮ ॥ পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবোঽসি। ঐন্দ্রমসি বৈশ্বদেবমসি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজবাহুদ্বয়কে অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগল এবং নিজ করদ্বয়কে পূষা দেবতার করযুগল মনে করে, ভগবানের উদ্দেশে তোমাকে নিবেদন করছি। তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধী হও, এ শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির দ্বারা সৎকর্ম বিঘাতকদের কণ্ঠদেশও বিনাশ করি। তুমি ভগবানের সাথে মিলনসাধক, আমাদের বিদ্বেষকারীদের দূর কর, শত্রুদের বিনাশ কর। স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীলোকের হিতের জন্য তোমায় নিযুক্ত করছি। তোমার প্রভাবে পিতৃগণের আশ্রয়স্বরূপ হৃদয় বিশুদ্ধ হোক। হে আমার চিত্ত, তুমি পিতৃগণের (শুদ্ধ সত্ত্বের) আশ্রয় হও। ২৬।৮ ॥ হে মন, তুমি দ্যুলোক স্তম্ভিত কর, অন্তরিক্ষ পূরণ কর, পৃথিবী দৃঢ় কর। দীপ্যমান মরুৎ তোমাকে রক্ষা করুন, মিত্র ও বরুণ স্থির ধর্মের দ্বারা তোমায় পোষণ করুন। ব্রাহ্মণভাবাপন্ন, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ও পরমার্থ ধনের পোষক তোমায় পরব্রহ্মে স্থাপন করছি। ব্রাহ্মণভাব দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়ভাব দৃঢ় কর, আয়ু দৃঢ় কর, সদ্ভাব পোষণ কর। ২৭।৭ ॥ হে মনোবৃত্তি, তুমি সৎস্বরূপ হয়। তোমার প্রভাবে এ যজমান ইহলোকে ধন ও পুষ্টির দ্বারা নিত্য সমৃদ্ধ হোক। শুদ্ধসত্ত্বরূপ ঘৃতের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ হোক। তুমি ইন্দ্রের আশ্রয়স্বরূপ হও, বিশ্বজনের ধারক হও। ২৮।৪ ॥ হে গির্বণ (স্তুতিযোগ্য ভগবন্), সকল কাজে প্রযুক্ত আমাদের স্তুতিসমূহ তোমাকে লাভ করুক। নিত্যস্বরূপ তোমার সন্তোষে আমাদের সন্তোষ হোক, তোমার সেবায় আমাদের প্রীতি হোক। ২৯।১ ॥ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ইন্দ্রের গ্রন্থিস্বরূপ, তুমি ইন্দ্রের সত্যস্বরূপ হও। তুমি ইন্দ্র সম্বন্ধীয় হও। তুমি বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় হও। ৩০।৪ ॥

মন্ত্র : বিভূরসি প্রবাহণো বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ। শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাস্তুথোঽসি বিশ্ববেদাঃ ॥ ৩১ ॥ উশিগসি কবিরঙ্ঘারিরসি বম্ভারি রবস্যূরসি দুবস্বা-ঞ্ছুন্ধ্যূরসি মার্জালীয়ঃ সম্রাড়সি কৃশানুঃ পরিষদ্যোঽসি পবমানো নভোঽসি প্রতক্বা মৃষ্টোঽসি হব্যসূদন ঋতধামাঽসি স্বর্জ্যোতিঃ ॥ ৩২ ॥ সমুদ্রোঽসি বিশ্বব্যচা অজোঽস্যেকপাদহিরসি বুধ্ন্যো বাগস্যৈন্দ্রমসি সদোঽস্যৃতস্য দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্ত-মধ্বনামধ্বপতে প্র মা তির স্বস্তি মেঽস্মিন্ পথি দেবযানে ভূয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ মিত্রস্য মা চক্ষুষেক্ষধ্বমগ্নয়ঃ সগরাঃ সগরা স্থ সগরেণ নাম্না রৌদ্রেণানীকেন পাত মাঽগ্নয়ঃ পিপৃত মাঽগ্নয়ো গোপায়ত মা নমো বোঽস্তু মা মা হিংসিষ্ট ॥ ৩৪ ॥ জ্যোতিরসি বিশ্বরূপং বিশ্বেষাং দেবানাং সমিৎ। ত্বং সোম তনুকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু যন্তাসি বরূথং স্বাহা। জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : হে ভগবন্, তুমি বিভু, প্রকৃষ্ট বহনকর্তা হও। তুমি হব্যবাহন বহ্নি হও। তুমি জগতের হিতসাধক প্রজ্ঞানস্বরূপ হও। তুমি ব্রহ্মরূপে, বিশ্ববেদা হও। ৩১।৪ ॥ হে ভগবন্, তুমি সকলের কামনীয় ও ক্রান্তদর্শী হও। সকলের পাপনাশক ও পালক তুমি। তুমি হবির গ্রাহক ও হবিষ্মান্ হও। তুমি নিত্য শুদ্ধ, সকলের পবিত্রতাসাধক হও। তুমি সম্রাট্, সকলের রক্ষক হও। তুমি পারিষদ্য (যজমানের সাথে বর্তমান) ও পবমান হও। তুমি আকাশরূপ সকলের আশ্রয় হও। তুমি পবিত্রকারক, সদ্ভাবের জনক হও। তুমি ঋতধামা (সৎকর্মের কারণ) বিশ্বের প্রকাশক হও। ৩২।৯ ॥ হে ভগবন্, তুমি সমুদ্রের মত বিশ্বের

আধার। অজ হয়েও সকলের পালক তুমি। তুমি বিকাররহিত হয়েও জগতের কারণ। হে আমার হৃদয়, তুমি বাক্‌স্বরূপ, ভগবানের প্রীতিসাধক হও, তাঁর আসনরূপ হও। হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা সৎকর্মের প্রবর্তক, আমায় সন্তপ্ত করো না। হে অধ্বপতি (সৎপথের প্রদর্শক), সৎপথে বর্তমান আমায় পরিচালিত কর, এ দেবযান পথে আমার কল্যাণ হোক। ৩৩।৬ ॥ হে ভগবন্, তুমি মিত্রের চোখে আমায় দেখ। হে স্তুতিযুক্ত অগ্নিগণ, তোমরা স্তুতিযুক্ত নামের সাথে সমান স্তুতিসম্পন্ন হও। রুদ্রসম্বন্ধীয় বলের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। অগ্নিগণ ধনের দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর, আমাকে রক্ষা কর। তোমাদের নমস্কার, তোমরা আমাকে হিংসা করো না। ৩৪।৫ ॥ হে ভগবন্, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ, সকল দেবতার উদ্দীপক হও। হে সোম, ইহ জন্মের, পূর্বজন্মের অথবা অপরের দ্বারা কৃত আমাদের কলুষসমূহের বিনাশক হও, তুমি আমাদের প্রভূত বল, তোমাকে স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। প্রীয়মাণ সর্বব্যাপী ভগবান (অস্তু ! আমাদের আজ্য (শুদ্ধসত্ত্ব) গ্রহণ করুন, তাঁকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সফল হোক। ৩৫।৩ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ৩৬ ॥ অয়ং নো অগ্নির্বরিবস্কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং বাজাঞ্জয়তু বাজসাতাবয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণঃ স্বাহা ॥ ৩৭ ॥ উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহা ॥ ৩৮ ॥ দেব সবিতরেষ তে সোমস্তং রক্ষস্ব মা ত্বা দভন্। এতত্ত্বং দেব সোম দেবো দেবাঁ উপাগা ইদমহং মনুষ্যান্ সহ রায়স্পোষেণ স্বাহা নির্বরুণস্য পাশান্মুচ্যে ॥ ৩৯ ॥ অগ্নে ব্রত-পাস্ত্বে ব্রতপা যা তব তনূর্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যো মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়ং সা ময়ি। যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতান্যনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিরমংস্তানু তপস্তপস্পতিঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নিদেব, সকল জ্ঞানের আধার তুমি পরম ধন লাভের জন্য আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। আমাদের হতে ইচ্ছার বাধক পাপকে পৃথক কর। তোমার প্রীতির জন্য নমস্কারের সাথে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর[illegible]। ৩৬।২ ॥ এই অগ্নি আমাদের ধন প্রদান করুন। ইনি শত্রুদের দূর করে আমাদের সামনে আসুন। ইনি আমাদের ধন দেবার জন্য শত্রুর ধন জয় করুন। এ অগ্নি সানন্দে শত্রুদের নাশ করুন। স্বাহা মন্ত্রে তাঁকে পূজা করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। ৩৭।১ ॥ হে ব্যাপনশীল বিষ্ণু, শত্রুগণে পরাক্রম প্রকাশ কর, ব্রহ্মগৃহ লাভের জন্য আমাদের যোগ্য কর। হে ঘৃতযোনি অগ্নি, তুমি ঘৃত পান কর, যজমানকে বর্ধন কর, স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হোক। ৩৮।২ ॥ হে দেব সবিতা, এ তোমার সোম, তা তুমি রক্ষা কর। সোমরক্ষক তোমায় অসুরগণ যেন হিংসা না করে। হে দীপ্যমান সোম, তুমি নিতাই স্বতঃ প্রকাশমান হয়ে দেবত্ব লাভ কর। যজমান আমি ধনপুষ্টির সাথে আমার লোকদের যেন পাই। স্বাহামন্ত্রে আমি তোমার পূজা করছি, তা দ্বারা বরুণের পাপ থেকে মুক্ত হব। ৩৯।৪ ॥ হে ব্রতপালক অগ্নি, তুমি আমার ব্রতের পালক হও। তোমার যে পুণ্যময় শরীর আমাতে ছিল, সে শরীর তোমাতেই থাকুক, আর আমার পাপ-পঙ্কিল যে দেহ তোমাতে ন্যস্ত ছিল, তোমার সহযোগে পবিত্রতা প্রাপ্ত সে দেহ আমাতে ফিরে আসুক। হে ব্রতপতি, আমার অনুষ্ঠিত ব্রত যথাযথ আমাদের হোক অর্থাৎ অনুষ্ঠানরূপ ব্রত আমার ও

তার পালনরূপ ব্রত তোমার হোক। দীক্ষাপতি আমার দীক্ষা (সৎকর্ম) অনুমোদন করুন; তপস্পতি (তপস্যার পালক) আমার কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা অনুমোদন করুন। ৪০।২ ॥

মন্ত্র : উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহা ॥ ৪১ ॥ অত্যন্যাঁ অগাং নান্যাঁ উপাগামর্বাক্ ত্বা পরেভ্যোঽবিদং পরোঽবরেভ্যঃ। তং ত্বা জুষামহে দেব বনস্পতে দেবযজ্যায়ৈ দেবাস্ত্বা দেবযজ্যায়ৈ জুষন্তাং বিষ্ণবে ত্বা। ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ৪২ ॥ দ্যাং মা লেখীরন্তরিক্ষং মা হিংসীঃ পৃথিব্যা সম্ভব। অয়ং হি ত্বা স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়। অতস্ত্বং দেব বনস্পতে শতবল্শো বিরোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম ॥ ৪৩ ॥

[কণ্ডিকা-৪৩ : মন্ত্র-১৫০]

অনুবাদ : হে বিষ্ণু, তুমি তোমার পরাক্রম বিস্তার কর, ব্রহ্মগৃহ লাভের জন্য আমাদের সামর্থ্য দাও। হে ঘৃতযোনি অগ্নি, তুমি ঘৃত পান কর, যজমানকে বর্ধন কর। স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের কর্ম সিদ্ধ হোক। ৪১।২ ॥ হে ভগবন্, তুমি সকলকে অতিক্রম করে বর্তমান। তোমার নিকট এসেছি, অপরের নিকট নহে। তোমার শরণ নিচ্ছি, তুমি দূরে নিকটে বা অন্যত্র যেখানে থাক, তোমাকে যেন লাভ করি। হে দেব বনস্পতি (আমার হৃদয়রূপ অরণ্যের স্বামী), তোমাকে দেবযাগের জন্য সেবা করি; দেবতারাও দেবযাগের জন্য তোমায় সেবা করুক। হে আমার শুদ্ধসত্ত্ব, বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমাকে উৎসর্গ করছি। হে ওষধে, আমাকে ত্রাণ কর। হে স্বধিতে, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। ৪২।৭ ॥ হে ভগবন্, তোমার অনুগ্রহে দ্যুলোকের দেবভাব আমাকে হিংসা না করুক, অন্তরিক্ষলোকের দেবভাব আমাকে যেন ত্যাগ না করে, তারা পৃথিবীর সাথে মিলিত হোক। এ তীক্ষ্ণ স্বধিতি, মহৎ সৌভাগ্যের জন্য তোমার ভজন করছি। হে দ্যোতমান বনস্পতি, তুমি বহু রূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও; অতএব উপাসক আমরা বহুসামর্থযুক্ত হয়ে বর্ধিত হব। ৪৩।৩ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্ত্র : দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আ দদে নার্যসীদমহং রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি। যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীর্দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাঁল্লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনমসি ॥ ১ ॥ অগ্রেণীরসি স্বাবেশ উন্নেতৃণামেতস্য বিত্তাদধি ত্বা স্থাস্যতি। দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বানক্তু। সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ। দ্যামগ্রেণাস্পৃক্ষ আন্তরিক্ষং মধ্যেনাপ্রাঃ পৃথিবীমুপরেণা দৃংহীঃ। ২ ॥ যা তে ধামানুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদমব ভারি ভূরি। ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি রায়স্পোষবনি পর্যূহামি। ব্রহ্ম দৃংহ ক্ষত্রং দৃংহায়ুর্দৃংহ প্রজাং দৃংহ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৪ ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে হবি, দ্যোতমান সবিতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ বাহুদ্বয়কে অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয় ও নিজ করদ্বয়কে পূষাদেবতার করদ্বয় মনে করে তাদের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। তুমি ভগবৎসম্বন্ধীয়, তোমার সাহায্যে যজ্ঞ-

বিঘাতুকদের কণ্ঠদেশও বিনাশ করব। তুমি ভগবানের সাথে মিলনসাধক হও। আমাদের শত্রুদের আমাদের থেকে পৃথক কর, দান-প্রতিবন্ধক শত্রুদের বিনাশ কর। দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ভূলোকের মঙ্গলের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। পিতৃগণের আশ্রয় স্বরূপ সকল লোক বিশুদ্ধ হোক। তুমি পিতৃগণের আশ্রয় স্বরূপ হও। ১।৮॥ তুমি অগ্রণী হও, অধ্বর্যুগণের সুখোপবেশন যোগ্য হও, তোমাতে স্থাপন করবে এ তুমি জান। সবিতা দেব শোভন ফলযুক্ত ওষধির জন্য মধুর আজ্যের দ্বারা তোমাকে লিপ্ত করুক। তুমি অগ্রভাগের দ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করেছ, মধ্যভাগের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক ও অধোভাগের দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় করেছ। ২।৪॥ হে ভগবন্, তোমার সে স্থানে যেতে ইচ্ছা করি, যেখানে ভূরিশৃঙ্গ বিশিষ্ট গাভীগণ বিচরণ করে। এখানেই মহৎগণের দ্বারা স্তুত বিষ্ণুর পরম পদ বহুরূপে শোভা পাচ্ছে। হে মন, ব্রাহ্মণভাবাপন্ন, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন, পরম ধনের পোষক তোমাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত করছি। তুমি ব্রাহ্মণ ভাব দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়ভাব দৃঢ় কর,আয়ু দৃঢ় কর ও সন্তাক পোষণ কর। ৩।৪॥ বিষ্ণুর সৃষ্টাদি কর্মসমূহ দেখ, যে কর্মের দ্বারা লৌকিক ও বৈদিক কর্মসমূহ বদ্ধ রয়েছে। সে বিষ্ণু ইন্দ্রের বৃত্রবধাদি কর্মে যোগ্য সখা। ৪।২॥ আকাশে বিস্তৃত আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় সে বিষ্ণুর পরম পদ বিদ্বানগণ সর্বদাই দেখে থাকেন। ৫।১॥

টীকা ঃ ১। অশ্বিদ্বয় দেবগণের অধ্বর্যু, পূষা দেবগণের ভাগভাগী। নিজের বাহুর স্থানে অশ্বিদ্বয়ের বাহুর চিন্তা, নিজের হস্তকে পূষার হস্ত ভাবনা করে দেবতাকে অর্পণ করতে হয়। সর্বাত্মক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নির তাদৃশ হবি মানুষ কি করে গ্রহণ করবে, তাই মন্ত্রে বলা হয়েছে, সবিতৃদেবের প্রেরণায়। আমি যে কার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছি, সে তাঁর প্রেরণা। আর আমার এ বাহুদ্বয় বা করদ্বয় যে কার্য করছে, সে দেবতার কার্য, দেবতা করাচ্ছেন। এ ভাবে আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধ সত্ত্বরূপ হবি দেবতার উদ্দেশে সমর্পণ করতে হবে। নারী—ভগবৎ সম্বন্ধীয়, ৫।২৬ কাণ্ড দেখুন। ৫। চক্ষুশব্দে এখানে আদিত্যমণ্ডল।

মন্ত্র ঃ পরিবীরসি পরি ত্বা দৈবীর্বিশো ব্যয়ন্তাং পরীমং যজমানং রায়ো মনুষ্যাণাম্। দিবঃ সূনুরসোস তে পৃথিব্যাঁল্লোক আরণ্যস্তে পশুঃ॥ ৬॥ উপাবীরস্যুপ দেবান্দৈবীর্বিশপাগুরুশিজো বহ্নিতমান্। দেব ত্বষ্টর্বসু রম হব্যা তে স্বদন্তাম্॥ ৭॥ রেবতী রমধ্বং বৃহস্পতে ধারয়া বসূনি। ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেন প্রতিমুঞ্চামি ধর্ষা মানুষঃ॥ ৮॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং নি যুনজ্মি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যোঽনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ। অগ্নীষোমাভ্যাং ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি॥ ৯॥ অপাং পেরুরস্যাপো দেবীঃ স্বদন্তু স্বাত্তং চিৎসদ্দেবহবিঃ। সং তে প্রাণো বাতেন গচ্ছতাং সমঙ্গানি যজত্রৈঃ সং যজ্ঞপতিরাশিষা॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ তুমি সকলভাবে বেষ্টিত, দেব সম্বন্ধীয় প্রজা (মরুৎগণ) তোমাকে বেষ্টন করুক। মানবীয় ধন এ যজমানকে বেষ্টন করুক। তুমি দ্যুলোকের পুত্র, পৃথিবীতে এ তোমার আশ্রয়স্থান, বন্যপশুগণ তোমার। ৬।৩। তুমি নিকটে থেকে রক্ষা কর, দেবী প্রজাগণ মেধাবী শ্রেষ্ঠ প্রাপক দেবগণের দিকে যাক্। হে ত্বষ্টা দেব, ধন লাভে আনন্দিত হও, তোমার হব্যগুলি স্বাদু হোক। ৭।৩॥ হে রেবতীগণ, তোমরা যজমানের গৃহে ক্রীড়া কর। হে বৃহস্পতি, বসুসমূহ স্থির কর। হে দেব-হবি, সত্যের পাশে তোমাকে বন্ধন করছি। মানুষ শান্ত হোক। ৮।২॥ দ্যোতমান সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয় ও পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা

অগ্নি ও সোমদেবের জন্য প্রিয় তোমাকে নিযুক্ত করছি। জল ও ওষধির দ্বারা তোমাকে সিক্ত করছি। মাতা পৃথিবী অনুমোদন করুন, পিতা দ্যুলোক অনুমোদন করুন, সোদর ভ্রাতা ও সুহৃৎগণ অনুমোদন করুন। অগ্নি ও সোমদেবের উদ্দেশে প্রীত তোমাকে নিযুক্ত করছি। ৯।৪ ॥ তুমি উদকপানশীল. জলরূপা দেবীগণ তোমাকে আস্বাদন করুক। যেহেতু দেবহবি আস্বাদিত হয়ে দেবযোগ্য হয়। তোমার প্রাণ বায়ুর সাথে মিলিত হোক, অঙ্গসমূহ যাগের সাথে মিলিত হোক. যজমান যজ্ঞফলের সাথে মিলিত হোক। ১০।৩ ॥

টীকা ঃ ১০। পেরুঃ—উদকপানশীল।

মন্ত্র ঃ ঘৃতেনাক্তৌ পশুংস্ত্রায়েথাং। রেবতি যজমানে প্রিয়ং ধা আবিশ। উরোরন্তরিক্ষাৎ সজূর্দেবেন বাতেনাস্য হবিষস্ত্মনা যজ সমস্য তন্বা ভব। বর্ষো বর্ষীয়সি যজ্ঞে যজ্ঞপতিং ধাঃ। স্বাহা দেবেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১১ ॥ মাহির্ভূর্মা পৃদাকুর্নমস্তে আতানানর্বা প্রেহি। ঘৃতস্য কুল্যা উপ ঋতস্য পথ্যা অনু ॥ ১২ ॥ দেবীরাপঃ শুদ্ধা বোঢ়্বং সুপরিবিষ্টা দেবেষু সুপরিবিষ্টা বয়ং পরিবেষ্টারো ভূয়াস্ম ॥ ১৩ ॥ বাচং তে শুন্ধামি প্রাণং তে শুন্ধামি চক্ষুস্তে শুন্ধামি শ্রোত্রং তে শুন্ধামি নাভিং তে শুন্ধামি মেঢ্রং তে শুন্ধামি পায়ুং তে শুন্ধামি চরিত্রাংস্তে শুন্ধামি ॥ ১৪ ॥ মনস্ত আ প্যায়তাং বাক্ত আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তাং চক্ষুস্ত আ প্যায়তাং শ্রোত্রং ত আ প্যায়তাম্। যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আ প্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তত্তে শুধ্যতু শমহোভ্যঃ। ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ তোমরা ঘৃতযুক্ত হয়ে পশুকে রক্ষা কর। হে বাগ্‌দেবি, যজমানকে ঈপ্সিত ফল দাও, তাকে জ্ঞানপ্রদ কর। হে রেবতি, বায়ুদেবের সাথে সমান প্রীতি যুক্ত হয়ে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ থেকে যজমানকে রক্ষা কর। হবিরূপ আত্মা দ্বারা যজ্ঞ কর, যজমানের সাথে এক হয়ে যজ্ঞ কর। হে বর্ষ, বিস্তীর্ণ যজ্ঞে যজমানকে ধারণ কর। দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা, দেবগণের নিমিত্ত স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১১।৫ ॥ তুমি সর্পাকার হয়ো না, অজগরের মতও হয়ো না। হে যজ্ঞ. তোমাকে নমস্কার, শত্রুরহিত হয়ে সমাপ্তি পর্যন্ত তুমি এস। সত্যের পথে উৎপন্ন ঘৃত-নদী লক্ষ্য করে তুমি যাও, এ যজ্ঞে বহু ঘৃত আহুত হয়েছে। ১২।৩ ॥ হে জলদেবীগণ, তোমরা অবস্থান করে দেবতার নিকট নিয়ে চল। আমরাও দেবগণের মধ্যে অবস্থিত হয়ে তাদের পরিবেশক হবো। ১৩।২ ॥ আমি তোমার বাগিন্দ্রিয় শোধন করছি, প্রাণেন্দ্রিয় শোধন করছি, সেরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, নাভি, মেঢ্র, পায়ু ও পাদেন্দ্রিয় শোধন করছি। ১৪।৮ ॥ তোমার মন শান্ত হোক, সেরূপ বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আপ্যায়িত হোক। তোমার প্রতি আমাদের কৃত ক্রূরতা উপশম প্রাপ্ত হোক, তা সংহত প্রাপ্ত হোক, সে সকল শুদ্ধ হোক। দিবসকালীন সুখ আমাদের (যজমানদের) হোক। হে ওষধে, তুমি ত্রাণ কর, হে স্বধিতি, একে তুমি হিংসা করো না। ১৫।৯ ॥

টীকা ঃ ১৪। ‘চরন্তি গচ্ছন্তি এভিঃ ইতি চরিত্রাঃ পাদাঃ’—‘চরিত্র’ শব্দে পা, যার দ্বারা চলা যায়।

মন্ত্র ঃ রক্ষসাং ভাগোঽসি নিরস্তং রক্ষঃ। ইদমহং রক্ষোঽভি তিষ্ঠামীদমহং রক্ষোঽব বাধ ইদমহং রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি। ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণুবাথাং। বায়ো বে স্তোকানা-মগ্নিরাজ্যস্য বেতু স্বাহা। স্বাহাকৃতে ঊর্ধ্বনভসং মারুতং গচ্ছতম্ ॥ ১৬ ॥ ইদমাপঃ প্র বহতাবদ্যং চ মলং চ যৎ যচ্চাভিদুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্। আপো মা তস্মাদেনসঃ পবমানশ্চ মুঞ্চতু ॥ ১৭ ॥ সং তে মনো মনসা সং প্রাণঃ

প্রাণেনী গচ্ছতাম্ । রেড়স্যাগ্নিষ্ট্বা শ্রীণাত্বাপস্ত্বা সমরিণন্বাতস্য ত্বা ধ্রাজ্যৈ পূষ্ণো রংহ্যা উষ্মণো ব্যথিষৎ প্রযুতং* দ্বেষঃ । ১৮ ॥ ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসাপাবানঃ পিবতান্তরিক্ষস্য হবিরসি স্বাহা । দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ উদ্দিশো দিগ্ভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৯ ॥ ঐন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গে অঙ্গে নি দীধ্যদৈন্দ্র উদানো অঙ্গে অঙ্গে নিধীতঃ । দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে সং সমেতু সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপং ভবাতি । দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োঽনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্তু ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ তুমি রাক্ষসের ভাগ হও, যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসগণ নিরস্ত হয়েছে। রাক্ষসকে আমি পা দিয়ে আক্রমণ করে অবস্থান করছি, একে বিনাশ করছি, একে অত্যন্ত নিকৃষ্ট নরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি । হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হও । হে বায়ু, তুমি স্তোককে জান । অগ্নি আজ্য পান করুক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিলে তোমরা আকাশস্থ বায়ুতে গমন কর । ১৬।৭ ॥ হে জলদেবীগণ, এ পাপ ক্ষালন কর, যা নিন্দনীয় ও মালিন্যযুক্ত, তা দূর কর । মিথ্যা কথা বলে আমি যে হিংসা করেছি, নিরপরাধের প্রতি যে অভিশাপ দিয়েছি, সে পাপ হতে তোমরা আমাকে মুক্ত কর । পবমান সোম তা থেকে আমাকে পৃথক করুন । ১৭।৩ ॥ হে হৃদয়, তোমার মন দেবতার মনের সাথে যুক্ত হোক, তোমার প্রাণ দেবতার প্রাণের সাথে মিলিত হোক । তুমি ক্ষুদ্র, অগ্নি তোমায় স্বীকার করুন । জলদেবীগণ তোমাকে পূর্ণ করুন । বায়ুর অন্তরিক্ষে গতি হোক, আদিত্যের দ্যুলোকে গতি হোক । এ হবি অন্তরিক্ষলোকের তৃপ্তি সাধন করুক, (আমাদের) দুর্ভাগ্য দূর হয়েছে । ১৮।৩ ॥ হে ঘৃতপায়ী দেবগণ, তোমরা ঘৃত পান কর । হে বসাপায়ী দেবগণ, তোমরা বসা পান কর । তোমরা অন্তরিক্ষের হবিস্বরূপ, তোমাদের স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । দিক, প্রদিক, আদিক, বিদিক, উদ্দিক—সকল দিকদেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । ১৯।৭ ॥ ইন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রাণবায়ু এর সকল অঙ্গে নিহিত হোক, ঐন্দ্র উদানবায়ু এর প্রতি অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হোক । হে ত্বষ্টৃ-নামক দেব, সমানলক্ষণ নানা রূপ এর অঙ্গগুলি তোমার অনুগ্রহে সম্যকরূপে একীভূত হোক । দেবতার অভিমুখী তোমার প্রীতির জন্য সখাগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ অনুমোদন করুন । ২০।৩ ॥

মন্ত্র ঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা ঽন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহা দেবং সবিতারং গচ্ছ স্বাহা মিত্রা-বরুণৌ গচ্ছ স্বাহাঽহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহা যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা সোমং গচ্ছ স্বাহা দিব্যং নভো গচ্ছ স্বাহা ঽগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহা মনো মে হার্দি যচ্ছ দিবং তে ধূমো গচ্ছতু স্বর্জ্যোতিঃ পৃথিবীং ভস্মনাঽঽপৃণ স্বাহা ॥ ২১ ॥ মাঽপো মৌষধীর্হিংসী র্ধাম্নো রাজংস্ততো বরুণ নো মুঞ্চ । যদাহুরঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ। সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২২ ॥ হবি-ষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মাঁ আ বিবাসতি । হবিষ্মান্ দেবো অধ্বরো হবিষ্মাঁ অস্তু সূর্যঃ ॥ ২৩ ॥ অগ্নের্বোঽপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামীন্দ্রাগ্নোর্ভাগধেয়ী স্থ । মিত্রাবরুণয়োর্ভাগধেয়ী স্থ । বিশ্বেষাং দেবানাং ভাগধেয়ী স্থ । অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ । তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥ ২৪ ॥ হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্যায় ত্বা । উর্ধ্বমিমমধ্বরং দিবি দেবেষু হোত্রা যচ্ছ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে হবি, তুমি সমুদ্র দেবতার প্রীতির জন্য যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি । অন্তরিক্ষ দেবতার তর্পণের জন্য গমন কর, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । দ্যোতমান সবিতার উদ্দেশে যাও, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে

আহুতি দিচ্ছি। মিত্র ও বরুণের নিকট যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। দিন ও রাতের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ছন্দ অভিমানী দেবের প্রীতির জন্য যাও, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করছি। দ্যুলোক ও ভূলোক অভিমানী দেবতার উদ্দেশে যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি। যজ্ঞের উদ্দেশে গমন কর, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। সোমদেবের প্রীতির জন্য যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। দিব্য নভের উদ্দেশে যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমায় আহুতি দিচ্ছি। বৈশ্বানর অগ্নির প্রীতির জন্য গমন কর, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে সমুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, আমার হৃদয়সম্বন্ধীয় (হার্দ্দি) মন সংযত করে দাও। হে দেব, তোমার ধূম দ্যুলোকে যাক, তোমার জ্যোতি অন্তরিক্ষে যাক, ভস্মের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২১।১৩ ॥ হে হৃদয়, জল ও ওষধির হিংসা করো না। হে রাজা বরুণ, যে সকল স্থানে তোমার পাশ থেকে আমরা ভীত, তা'থেকে আমাদের মুক্ত কর। পূজনীয় বেদাদি বাক্যে হিংসা করে যে পাপ করেছি, হে বরুণ, সে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। যারা আমদের মিত্র, জল ও ওষধিসকল তাদের সুমিত্র হোক। যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, জল ও ওষধিসকল তাদের অমিত্র হোক। ২২।৪ ॥ হবিষ্মান যজমান হবিযুক্ত জলের পরিচর্যা করে। এর দ্বারা দ্যোতমান যাগও হবিষ্মান হোক। সূর্যদেবও যজমানের ফলদানের জন্য হবিসম্পন্ন হোন। ২৩।২ ॥ হে জলদেবীগণ, অবিনশ্বরগৃহ অগ্নির নিকট তোমাদের স্থাপন করছি। তোমরা ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতার ভাগরূপ হও, মিত্র ও বরুণদেবের ভাগরূপ হও, সকল দেবতার ভাগরূপ হও। যে (বসতীবর্য নামক) জলসমূহ সূর্যের নিকট স্থিত, যার সাথে সূর্য গমন করে, সে জলাভিমানী দেবীগণ আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন। ২৪।৬ ॥ হে সোম, হৃদয়বান মানুষের জন্য, মনস্বী পিতৃগণের জন্য, দ্যুলোকবাসী দেবগণের জন্য, বিশেষতঃ সূর্যের জন্য, তোমায় উপহার দিচ্ছি। এরূপে অভিষুত হয়ে তুমি আমাদের যজ্ঞকে উৎকৃষ্ট করে দ্যুলোকে অবস্থিত দেবগণের জন্য (বষট্কারবাদী সপ্ত) হোতাকে নিযুক্ত কর।২৫।২ ॥

মন্ত্র ঃ সোম রাজন্ বিশ্বাস্ত্বং প্রজা উপাবরোহ। বিশ্বাস্ত্বাঃ প্রজা উপাবরোহন্তু। শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং মে শৃণ্বন্ত্বাপো ধিষণাশ্চ দেবীঃ। শ্রোতা গ্রাবাণো বিদুষো ন যজ্ঞং শৃণোতু দেবঃ সবিতা হবং মে স্বাহা ॥ ২৬ ॥ দেবীরাপো অপাং নপাদ্যো ব ঊর্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্ মদিন্তমঃ। তং দেবেভ্যো দেবত্রা দত্ত শুক্রপেভ্যো যেষাং ভাগ স্থ স্বাহা ॥ ২৭ ॥ কার্ষিরসি সমুদ্রস্য ত্বা ক্ষিত্যা উন্নয়ামি। সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধীভিরোষধীঃ ॥ ২৮ ॥ যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেসু যং জুনাঃ। স যন্তা শাশ্বতীরিষঃ স্বাহা ॥ ২৯ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আ দদে রাবাহসি গভীরমিমমধ্বরং কৃধীন্দ্রায় সুষূতমম্। উত্তমেন পবিনোর্জস্বন্তং মধুমন্তং পয়স্বন্তং নিগ্রাভ্যা স্থ দেবশ্রুত স্তর্পয়ত মা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে রাজা সোম, সকল প্রজার উপর আধিপত্য কর। সমস্ত প্রজা তোমাকে অভিবাদন করুক। অগ্নি সমিধ আহুতি লাভ করে আমার আহ্বান শুনুন। জলদেবীগণ আমার আহ্বান শুনুন। বাক্যের দেবীগণ আমার আহ্বান শুনুন। হে প্রস্তরগণ ; অভিষবের জন্য এখানে এসে তোমরা আমার আহ্বান শোন। বিদ্বানগণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞ জানে, সেরূপ তোমরা আমার আহ্বান শোন।

দ্যোতমান সবিতা আমার আহবান শুনুন। আমি স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, তা সিদ্ধ হোক। ২৬।৪ ॥ হে জলাভিমানী দেবীগণ, তোমাদের হবিষ্য, ইন্দ্রিয়বান, অত্যন্ত হর্ষকারী অপত্যরূপ (অপাং নপাৎ নামক) ঊর্মি আছে, সোমপায়ী দেবগণের অভিমুখগামী সে ঊর্মিকে দেবতার উদ্দেশে প্রদান কর, যে দেবগণের ,তোমরা ভাগ-রূপ। এ আহুতি তোমাদের উদ্দেশে অর্পিত হোক। ২৭।২ ॥ (হে আজ্যপদার্থ), তুমি আকৃষ্ট হয়েছ, দেবগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়েছে, হে জল, সমুদ্রের বৃদ্ধির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। জল জলের সাথে যুক্ত হোক, ওষধি ওষধির সাথে যুক্ত হোক। ২৮।৩ ॥ হে অগ্নি, সংগ্রামে যে মানুষকে তুমি রক্ষা কর, হবি গ্রহণের জন্য যার নিকট যাও, সে লোক নিত্য ধন লাভ করে। আমি স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, আমার যজ্ঞ সফল হোক। ২৯।২ ॥ দ্যোতমান সবিতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহু যুগলের দ্বারা পূষা দেবতার হস্ত দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। তুমি দাতা, আমাদের এ যজ্ঞ মহান কর। উত্তম বজ্রসদৃশ তোমার দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত সোম রসযুক্ত, মধুযুক্ত ও পয়োযুক্ত করছি। হে জল-দেবীগণ, আমাদের দ্বারা তোমরা বিশেষরূপে গৃহীত হও। দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ তোমরা আমাদের প্রীতি বর্ধন কর। ৩০।৪ ॥

টীকা ঃ ২৭। অপাং নপাৎ—জলের নপ্তা। জলের অপত্যরূপ যে ঊর্মি, কল্লোল।

মন্ত্র ঃ মনো মে তর্পয়ত বাচং মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়ত চক্ষু র্মে তর্পয়ত শ্রোত্রং মে তর্পয়তাত্মানং মে তর্পয়ত প্রজাং মে তর্পয়ত পশূন্মে তর্পয়ত গণান্মে তর্পয়তগণা মে মা বি তৃষণ্ ॥ ৩১॥ ইন্দ্রায় ত্বা বসুমতে রুদ্রবত ইন্দ্রায় ত্বা হদিত্যবত ইন্দ্রায় ত্বা হভিমাতিঘ্নে। শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতেহগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদে ॥ ৩২ ॥ যত্তে সোম দিবি জ্যোতি র্যৎ পৃথিব্যাং যদুরাবন্তরিক্ষে। তেনাস্মৈ যজমানায়োরু রায়ে কৃধ্যধি দাত্রে বোচঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্বাত্রা স্থ বৃত্রতুরো রাধোগূর্তা অমৃতস্য পত্নীঃ। তা দেবীর্দেবত্রেমং যজ্ঞং নয়তোপহূতাঃ সোমস্য পিবত ॥ ৩৪ ॥ মা ভের্মা সং বিক্থা ঊর্জং ধৎস্ব ধিষণে বীড়্বী সতী বীডয়েথামূর্জং দধাথাম্। পাপ্মা হতো ন সোমঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলদেবীগণ, তোমরা আমার মনের তৃপ্তিসাধন কর। সেরূপ বাক্, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন কর। আমার শরীর, পুত্রাদি সম্পত্তি গবাদি পশু ও লোকসমূহের প্রীতিবিধান কর। আমার গণ যেন বিতৃষ্ণ না হয়। ৩১।১ ॥ হে সোম, বসু ও রুদ্রযুক্ত ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে অর্পণ করছি। আদিত্যযুক্ত ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে অর্পণ করছি। শত্রুহন্তা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অর্পণ করছি। সোমহরণকারী শ্যেনপক্ষীরূপে গায়ত্রীর উদ্দেশে তোমাকে অর্পণ করছি। ধন-পুষ্টিদাতা অগ্নির নিমিত্ত তোমাকে অর্পণ করছি। ৩২।৫ ॥ হে সোম, দ্যুলোক, ভূলোক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে তোমার যে জ্যোতি আছে, তা দিয়ে এ যজমানকে ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ স্থান করে দাও ও ফলদাতা ইন্দ্রকে বল এ যজমান অধিক হোক। ৩৩।২ ॥ হে জলদেবীগণ, তোমরা শীঘ্রগামী, দৈত্য-বিনাশক ধনদায়ক ও অমৃতরূপ সোমের পালক। তোমরা এ যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও এবং তাদের অনুমতি নিয়ে সোম পান কর। ৩৪।২ ॥ হে সোম, তুমি ভীত হয়ো না, কাঁপায়ো না (কম্পন করো না)। যেহেতু দেবতর্পণের জন্য তোমাকে অভিষুত করছি, এতএব এ রস ধারণ কর। হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা দৃঢ় হও, এ সোমে রস ধারণ কর, তা হলে যজমানের পাপ বিনষ্ট হবে, সোম নষ্ট হবে না। ৩৫।২ ॥

টীকা ঃ ৩২। গায়ত্রী শ্যেন পক্ষীর রূপ ধরে দ্যুলোক থেকে সোম এনেছিলেন—

এ আখ্যান লক্ষ্য করে মন্ত্রে বলা হয়েছে 'শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে'। 'গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ'—ইতি শ্রুতেঃ।

মন্ত্রঃ প্রাগপাগুদগধরাক্‌সর্বতস্ত্বা দিশ আ ধাবন্তু। অম্ব নিষ্পর সমরীর্বিদাম্‌ ॥ ৩৬ ॥ ত্বমঙ্গ প্রশংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্‌। ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥ ৩৭ ॥

[কণ্ডিকা-৩৭ ঃ মন্ত্র-১১৭]

অনুবাদ ঃ হে সোম, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সকল দিক তোমার অভিমুখে যাচ্ছে ও বলছে, 'হে মাতঃ, নিজ নিজ ভাগের দ্বারা সোমকে পূর্ণ কর, আমাদের সোমের নিকট আগমন নানা দিক্‌বাসী জন জানুক।' ৩৬।২ ॥ হে বলবান ইন্দ্র, দেব তুমি, মর্ত্য যজমানের প্রশংসা করছ। হে ধনবান ইন্দ্র, তুমি ছাড়া আর যজমানের সুখদাতা নেই। হে ইন্দ্র, তুমি সুখদাতা, তোমার এ বাক্যই আমি বলছি। ৩৭।২ ॥

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্র ঃ বাচস্পতয়ে পবস্ব বৃষ্ণো অংশুভ্যাং গভস্তিপূতঃ। দেবো দেবেভ্যঃ পবস্ব যেষাং ভাগোঽসি ॥ ১ ॥ মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ ত্ত সোম সোমায় স্বাহা স্বাহোর্বন্তরিক্ষমন্বেমি ॥ ২ ॥ স্বাঙ্কৃতোঽসি বিশ্বেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যো মনস্ত্বাষ্টু স্বাহা ত্বা সুভব সূর্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্যো দেবাংশো যস্মৈ ত্বেডে তৎসত্যমুপরিপ্রুতা ভঙ্গেন হতোঽসৌ ফট্‌ প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা ॥ ৩ ॥ উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্‌ পাহি সোমম্‌। উরুষ্য রায় এষো যজস্ব ॥ ৪ ॥ অন্তস্তে দ্যাবাপৃথিবী দধাম্যন্তর্দধাম্যুর্বন্তরিক্ষম্‌। সজূর্দেবেভিরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্‌ মাদয়স্ব ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে সোম, বর্ষণকারী তোমার অংশুদ্বারা ও অধ্বর্যুর হস্ত দ্বারা পূত হয়ে বাচস্পতির (প্রাণের) উদ্দেশে যাও। হে সোম, তুমি দেব হয়ে দেবগণের জন্য যাও, যে দেবগণের তুমি ভাগস্বরূপ। ১।২ ॥ হে সোম, আমাদের অন্ন মধুযুক্ত কর। তোমার যে অহিংস জাগরণশীল নাম আছে, সে সোম নামে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। স্বাহা এ অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে অনুগমন করছি। ২।৪ ॥ হে প্রাণ, সকল ইন্দ্রিয়ের নিকট থেকে, (দ্যুলোকোৎপন্ন) দেবগণের নিকট থেকে, পার্থিব বস্তু থেকে তুমি স্বয়ং (নিজে নিজে) উৎপন্ন হও। স্বতন্ত্র তোমাকে মন (প্রজাপতি) ব্যাপ্ত করুক। হে সুভব (শোভনজন্ম), সূর্যের জন্য তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। মরীচিপালক দেবগণের উদ্দেশে তোমাকে শোধন করছি। হে দীপ্যমান সোমের অংশু, যার বধের জন্য তোমায় প্রার্থনা করি, তা সত্য হোক। তাতে ভঙ্গ নামক শত্রু হত হয়ে বিশীর্ণ হোক। প্রাণ দেবতার সন্তোষের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, ব্যান দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৩।৫ ॥ হে সোম, তুমি গৃহীত হয়েছ। হে মঘবন্‌, তুমি শত্রু থেকে অন্তর্হিত হয়ে সোম পালন কর, ধন রক্ষা কর, অন্ন দাও। ৪।২ ॥ হে মঘবন্‌, তোমার অনুগ্রহে দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক করছি। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ তার মধ্যে স্থাপন করছি। হে ধনবান্‌ ইন্দ্র, পৃথিবীস্থ দেবগণের সাথে দ্যুলোকস্থ দেবগণের প্রীতিযুক্ত করে অন্তর্যামে (গ্রহে) তৃপ্ত হও। ৫।২ ॥

টীকা ঃ ১। বাচস্পতয়ে—এখানে বাচস্পতি অর্থে প্রাণ,অথবা পালকদেবের জন্য বাক্যসম্বন্ধীয় মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ হও এ অর্থ।

মন্ত্র ঃ স্বাঙ্কৃতোঽসি বিশ্বেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যো মনস্ত্বাষ্টু স্বাহা ত্বা সুভব সূর্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য উদানায় ত্বা ॥ ৬ ॥ আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার। উপ তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্বপেয়ং বায়বে ত্বা ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি। উপযামগৃহীতোঽসি বায়বে ইন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিঃ সজোষোভ্যাং ত্বা ॥ ৮ ॥ অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতং হবম্। উপযামগৃহীতোঽসি মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বা ॥ ৯ ॥ রায়া বয়ং সসবাংসো মদেম হব্যেন দেবা যবসেন গাবঃ। তাং ধেনুং মিত্রাবরুণা যুবং নো বিশ্বাহা ধত্তমনপস্ফুরন্তীমেষ তে যোনির্ঋতায়ুভ্যাং ত্বা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রাণ, সকল ইন্দ্রিয়ের নিকট থেকে, দেবগণের নিকট থেকে, পার্থিব বস্তু থেকে তুমি নিজে নিজে উৎপন্ন হও। স্বতন্ত্র তোমাকে মন (প্রজাপতি) ব্যাপ্ত করুক। হে শোভনজন্ম, সূর্যের জন্য স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি। মরীচিপালক দেবগণের উদ্দেশে তোমাকে শোধন করছি। উদান-দেবতার সন্তোষের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৬।৩ ॥ হে পবিত্র সোম-পানকারী বায়ু, হে সর্বব্যাপক, তোমার অসংখ্য বাহনের সাথে আমাদের নিকট এস, তৃপ্তিজনক সোম তোমাকে অর্পণ করছি। হে দেব, সোমের পূর্বপেয় (প্রথম পান) তুমি ধারণ কর। হে সোম, বায়ুদেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমাদের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে। যেহেতু সোম তোমাদের কামনা করে, অতএব তাদের নিকট এস। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বায়ু ও ইন্দ্রবায়ু দেবতার জন্যে তোমায় গ্রহণ করছি। (হে পাত্র), এ তোমার স্থান, সমানপ্রীতিযুক্ত ইন্দ্রবায়ুর জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৮।~ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, সত্যের বর্ধনকারী তোমাদের জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে। এ যজ্ঞে কেবল আমারই আহ্বান তোমরা শোন। হে সোম, পাত্রে গৃহীত হয়েছ। মিত্র ও বরুণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৯।৩ ॥ হব্যের দ্বারা দেবগণ যেরূপ প্রীত হয়, ঘাসের দ্বারা গাভীগণ যেমন তুষ্ট হয়, সেরূপ আমরা ধনের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে হৃষ্ট হবো। হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা আমাদের সর্বদা সে ধেনু দাও, যে ধেনু অনন্যগামিনী। (হে গ্রহ), এ তোমার স্থান, মিত্র ও বরুণের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ১০।৩ ॥

টীকা ঃ ৯। ঋতাবৃধা—ঋত শব্দে সত্য বা যজ্ঞ অর্থ. তার বর্ধকদ্বয়। ১০। অনপস্ফুরন্তীম্—যে অন্য পুরুষের নিকট যায় না, অনন্যগামিনী ধেনু।

মন্ত্র ঃ যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্। উপযাম-গৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্মাধ্বীভ্যাং ত্বা ॥ ১১ ॥ তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম্। প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে ধুনিমাশুং জয়ন্তমনু যাসু বর্ধসে। উপযামগৃহীতোঽসি শণ্ডায় ত্বৈষ তে যোনির্বীরতাং পাহ্যপমৃষ্টঃ শণ্ডো দেবাস্ত্বা শুক্রপাঃ প্রণয়ন্ত্বনাধৃষ্টাঽসি ॥ ১২ ॥ সুবীরো বীরান্ প্রজনয়ন্ পরীহ্যভি রায়স্পোষেণ যজমানম্। সঞ্জগ্মানো দিবা পৃথিব্যা শুক্রঃ শুক্রশোচিষা নিরস্তঃ শণ্ডঃ শুক্রস্যাধিষ্ঠানমসি ॥ ১৩ ॥ অচ্ছিন্নস্য তে দেব সোম সুবীর্যস্য রায়স্পোষস্য দদিতারঃ স্যাম। সা প্রথমা সংস্কৃতির্বিশ্ববারা স প্রথমো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ॥ ১৪ ॥ স প্রথমো বৃহস্পতিশ্চিকিত্বাংস্তস্মা ইন্দ্রায় সুতমা জুহোত স্বাহা। তৃম্পন্তু হোত্রা মধ্বো যাঃ স্বিষ্টা যাঃ সুপ্রীতাঃ সুহুতা যৎস্বাহা যড়াগ্নীৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের যে মধুবর্ষী সুনৃতা বাণী আছে, তা দিয়ে আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অশ্বিদ্বয়ের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, অশ্বিদ্বয়ের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ১১।৪॥ হে ইন্দ্র, যে যজ্ঞে সোমপানে তুমি বর্ধিত হও, চিরন্তন ভৃগু প্রভৃতির মত, পূর্বতন সাধ্যাদি ঋষিগণের মত, সকল ঋষিপুত্রের মত, এখনকার যজমানের মত মহৎ যজ্ঞফল দাও। হে ইন্দ্র, তুমি জ্যেষ্ঠজনের প্রশস্ত, বর্হিষদ, দ্যুলোকবেত্তা, আমাদের প্রতিকূল আলস্যাদি বিনাশ কর, তোমাকে স্তুতি করছি। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, শণ্ডের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, বীরত্ব পালন কর, শণ্ড বিদূরিত হয়েছে, সোমপায়ী দেবগণ তোমাকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে যাক, তুমি সকলের অহিংসিত হও। ১২।৭॥ (হে শুক্রগ্রহ), তুমি শোভনবীর্যযুক্ত, যজমানের ভৃত্যাদি উৎপন্ন করে ধনপুষ্টির দ্বারা তাদের নিকট যাও। শুক্র দ্যুলোক ও ভূলোকে মিলিত হয়ে শুদ্ধ দীপ্তিতে তোমাদের পোষণ করছে। শণ্ড (নামক অসুর) যজ্ঞ থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। (হে যূপসকল), তুমি শুক্রের অধিষ্ঠান হও। ১৩।৪॥ হে দেব সোম, তোমার প্রসাদে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণপ্রদ ধনপুষ্টির আমরা দাতা হব, বারবার যাতে যজ্ঞ করতে পারি। সকলের প্রার্থিত মুখ্য সোমসংস্কার ইন্দ্রের জন্য করা হয়। বরুণ, মিত্র ও অগ্নি যে সোমের প্রসিদ্ধ ভৃত্য। ১৪।২॥ প্রসিদ্ধ চেতনবান্ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বৃহস্পতি যার মুখ্য মন্ত্রী, হে ঋত্বিক্‌গণ, সে ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম স্বাহা মন্ত্রে হোম কর। সে ছন্দ-অভিমানী দেবগণ তৃপ্ত হোক, তারা মধুস্বাদযুক্ত সোমের ইষ্ট, সুপ্রীত ও স্বাহামন্ত্রে হোমের জন্য নিষুক্ত। অগ্নিতে যাগ করা হয়েছে। ১৫।৩॥

টীকা ঃ ১১। কশা—কশা শব্দের বাক্য অর্থ। 'কশেতি বাঙ্‌নামসু পঠিতম্। কাশয়তি প্রকাশয়তি বাঙ্‌ময়মিতি কশা বাক্।'

মন্ত্র ঃ অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে। ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি। উপযামগৃহীতোঽসি মর্কায় ত্বা॥ ১৬॥ মনো ন যেষু হবনেষু তিগ্মং বিপঃ শচ্যা বনুথো দ্রবন্তা। আ যঃ শর্যাভিস্তুবিনৃম্নো অস্যাশ্রীণীতাদিশং গভস্তাবেষ তে যোনিঃ প্রজাঃ পাহ্যপমৃষ্টো মর্কো। দেবাস্ত্বা মন্থিপাঃ প্রণয়ন্ত্বনাধৃষ্টাসি॥ ১৭॥ সুপ্রজাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহ্যভি রায়স্পোষেণ যজমানম্। সজগ্মানো দিবা পৃথিব্যা মন্থী মন্থিশোচিষা। নিরস্তো মর্কো মন্থিনোঽধিষ্ঠানমসি॥ ১৮॥ যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ। অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্॥ ১৯॥ উপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণঃ। পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং বিষ্ণুস্ত্বামিন্দ্রিয়েণ পাতু বিষ্ণুং ত্বং পাহ্যভি সবনানি পাহি॥ ২০॥

অনুবাদ ঃ গ্রীষ্মের অবসানে কমনীয় চন্দ্র বিদ্যুৎবেষ্টিত দ্যুলোকস্থ জল (বর্ষণের জন্য) প্রেরণ করছে। লোকে যেরূপ কোন বস্তু লাভের জন্য বালকের স্তুতি করে, সেরূপ মেধাবী ব্রাহ্মণগণ উদক ও সূর্যের মিলনের জন্য সুচিন্তিত বাক্যে শিশু সোমের স্তুতি করছে। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মর্কের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ১৬।৩॥ হবনকর্মে গমনকারী মেধাবীদ্বয় হোম কর্ম করে মনের মত উৎসাহযুক্ত হয়ে ব্যেপে আছে। বহু ধনযুক্ত অধ্বর্যু অঙ্গুলি দ্বারা হস্তস্থিত মন্থি সব দিকে মিশাচ্ছে। (হে মন্থিগ্রহ), এ তোমার স্থান, তুমি যজমানের সন্তানদের পালন কর। মর্ক বিদূরিত হয়েছে। মন্থিপায়ী দেবগণ তোমাকে যজ্ঞস্থলে প্রেরণ করুক। তুমি অহিংসিত হও। ১৭।৬ (হে মন্থিগ্রহ), শোভন প্রজাবিশিষ্ট তুমি (যজমানের) ভৃত্যাদি উৎপন্ন করে ধনপুষ্টির সাথে যজমানের

দিকে এস। দ্যুলোক ও ভূলোকের সাথে মিলিত হয়ে নিজ দীপ্তিতে মন্থী (নামক গ্রহ) যূপ রক্ষা করছে। মর্ক নিরস্ত হয়েছে। তুমি মন্থির অধিষ্ঠান হও। ১৮।১৪॥ হে দেবগণ, তোমরা নিজ নিজ মহিমায় দ্যুলোকে একাদশ সংখ্যক, পৃথিবীতে একাদশ সংখ্যক, অন্তরিক্ষলোকে একাদশ সংখ্যক হয়ে বাস কর। হে দেবগণ, তোমরা যজনীয় ভোগ কর। ১৯।২ তুমি পাত্রে গৃহীত হয়ে আগ্রয়ণ নামক হও। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে যজ্ঞ ও যজ্ঞপতিকে রক্ষা কর। যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুন, তুমিও তাকে রক্ষা করু, সমস্ত সবন (সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার) সব দিক দিয়ে রক্ষা কর। ২০।১

টীকা ঃ ১৭। মর্ক—মর্ক নামক অসুরদের পুরোহিত।

মন্ত্র ঃ সোমঃ পবতে সোমঃ পবতেঽস্মৈ ব্রহ্মণেঽস্মৈ ক্ষত্রায়াস্মৈ সুন্বতে যজমানায় পবত ইষ ঊর্জে পবতেঽদ্ভ্য ওষধীভ্যঃ পবতে দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং পবতে সুভূতায় পবতে। বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য। এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ॥ ২১॥ উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত উক্থাব্যং গৃহ্ণামি। যত্ত ইন্দ্র বৃহদ্বয়স্তস্মৈ ত্বা বিষ্ণবে ত্বৈষ তে যোনিরুকথেভ্যস্ত্বা। দেবেভ্যস্ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামি॥২২॥ মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামীন্দ্রায় ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামীন্দ্রাবরুণাভ্যাং ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামীন্দ্রাবৃহস্পতিভ্যাং ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামীন্দ্রাবিষ্ণুভ্যাং ত্বা দেবাব্যং যজ্ঞস্যায়ুষে গৃহ্ণামি॥ ২৩॥ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ২৪॥ উপযামগৃহীতোঽসি ধ্রুবোঽসি ধ্রুবক্ষিতি ধ্রুবাণাং ধ্রুবতমোঽচ্যুতানামচ্যুতক্ষিত্তম এষ তে যোনির্বৈশ্বানরায় ত্বা। ধ্রুবং ধ্রুবেণ মনসা বাচা সোমমব নয়ামি। অথা ন ইন্দ্র ইদ্বিশোঽসপত্নাঃ সমনসস্করত্। ২৫॥

অনুবাদ ঃ সোম যাচ্ছে, সোম যাচ্ছে এ ব্রাহ্মণ জাতির প্রীতির জন্য; এ ক্ষত্রিয় জাতির প্রীতির জন্য, সোমাভিষবকারী যজমানের অভিলাষ পূরণের জন্য, যাচ্ছে অন্নের জন্য, বলের জন্য, যাচ্ছে জলের জন্য, ওষধির জন্য; যাচ্ছে দ্যুলোক ও ভূলোকবাসীদের সন্তোষ জন্য, যাচ্ছে সকলের সন্তোষের জন্য। সেরূপ তোমায় সকল দেবতার প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, সকল দেব[illegible]র জন্য স্থাপন করছি। ২১।২॥ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বৃহৎ সামপ্রি[illegible], বীর্যসম্পন্ন ইন্দ্রের নিমিত্ত উক্থব্য তোমায় গ্রহণ করছি। হে ইন্দ্র, তোমার যে মহৎ সোমরূপ অন্ন আছে, তা পানের জন্য তোমার প্রার্থনা করছি। হে সোম, বিষ্ণু দেবতার জন্য তাদের প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। (হে গ্রহ), এ তোমার স্থান, উক্থের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। হে সোম, দেবগণের জন্য তাদের প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। যজ্ঞ সমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ২২।৪॥ মিত্র ও ও বরুণের জন্য দেবতার প্রিয় তোমায় যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত গ্রহণ করছি। ইন্দ্রের নিমিত্ত দেবপ্রিয় তোমায় যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত গ্রহণ করছি। ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দেবপ্রিয় তোমায় যজ্ঞের শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করছি। ইন্দ্র ও বরুণের জন্য দেবপ্রিয় তোমায় যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত গ্রহণ করছি। ইন্দ্র ও বৃহস্পতির জন্য দেবপ্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর জন্য দেবতার প্রিয় তোমায় যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত গ্রহণ করছি। ২৩।৬॥ দেবগণ দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ, পৃথিবীর পূরক, যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন, চমস সদৃশ, কবি, সম্রাট, অতিথি, বিশ্বজনের হিতকারক বৈশ্বানর অগ্নি উৎপন্ন করেছিলেন। ২৪।২ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, তুমি ধ্রুব নামক, তোমার নিবাস স্থির, ধ্রুবের মধ্যে তুমি ধ্রুবতম, অচ্যুতের মধ্যে তুমি

অচ্যুতস্থাননিবাসী। এ তোমার স্থান; বৈশ্বানর অগ্নির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। একাগ্রচিত্তে তার মন্ত্র উচ্চারণ করে ধ্রুব (ধ্রুবগ্রহে অবস্থিত) সোমকে সিক্ত করছি। তারপর ইন্দ্র আমাদের পুত্রদের শত্রুশূন্য ও ধৃতিযুক্ত করুক। ২৫।৪॥

টীকা: ২৪। বৈশ্বানরম্—'বিশ্বেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ নরেভ্যঃ হিতঃ বৈশ্বানরস্তম্'—সকললোকের মঙ্গলের জন্য যিনি, তাকে। জঠরাগ্নিরূপ অগ্নি, অন্ন পাক করে জন্য তাকে বৈশ্বানর বলা হয়।

মন্ত্র: যস্তে দ্রপ্স স্কন্দতি যস্তে অংশুর্গ্রাবচ্যুতো ধিষণয়োরুপস্থাৎ। অধ্বর্যোর্বা পরি বা যঃ পবিত্রাত্তং তে জুহোমি মনসা বষট্‌কৃতং স্বাহা দেবানামুৎক্রমণমসি॥ ২৬॥ প্রাণায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব। ব্যানায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বোদানায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব। বাচে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব। ক্রতূদক্ষাভ্যাং মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব। শ্রোত্রায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব। চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্চোদসৌ বর্চসে পবেথাম্॥ ২৭॥ আত্মনে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বৌজসে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বায়ুষে মে বর্চোদা • বর্চসে পবস্ব। বিশ্বাভ্যো মে প্রজাভ্যো বর্চোদসৌ বর্চসে পবেথাম্॥ ২৮॥ কোঽসি কতমোঽসি কস্যাসি কো নামাসি। যস্য তে নামামন্মহি যং ত্বা সোমেনাতীতৃপাম। ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ॥ ২৯॥ উপযামগৃহীতোঽসি মধবে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি মাধবায় ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি শুক্রায় ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি শুচয়ে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি নভসে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি নভস্যায় ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসীষে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽস্যূর্জে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি সহসে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি সহস্যায় ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি তপসে ত্বোপয়ামগৃহীতোঽসি তপস্যায় ত্বোপয়ামগৃহীঽস্যংহসস্পতয়ে ত্বা॥ ৩০॥

অনুবাদ: হে সোম, তোমার যে রস ভূমিতে পতিত হয়, গ্রাবচ্যুত হয়, অভিষবণ ফলক থেকে অথবা অধ্বর্যুর নিকট থেকে কিম্বা পবিত্র (পাত্র) থেকে স্খলিত হয়, মনের সংকল্পিত সে রস স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তুমি দেবগণের স্বর্গপ্রাপক। ২৬।৩॥ তেজের দাতা তুমি, আমার প্রাণবায়ুর তেজের জন্য প্রবর্তিত হও। তুমি তেজের দাতা, আমার ব্যানবায়ুর তেজের জন্য এস। বলদাতা তুমি, আমার উদানবায়ুর বলের জন্য প্রবর্তিত হও। তেজপ্রদ তুমি আমার বাগিন্দ্রিয়ের শক্তির জন্য প্রবর্তিত হও। তেজের দাতা তুমি, আমার কামনা ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রবর্তিত হও। বলপ্রদ তুমি, আমার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের শক্তির জন্য প্রবর্তিত হও। তেজের দাতা তুমি, আমার চক্ষুদ্বয়ের তেজের জন্য প্রবর্তিত হও। ২৭।৬॥ তেজের দাতা তুমি, আমার আত্মার তেজের জন্য প্রবর্তিত হও। বলপ্রদ তুমি, আমার শারীরিক বলের জন্য প্রবর্তিত হও। তেজদাতা তুমি, আমার আয়ুর তেজের জন্য প্রবর্তিত হও। বলদাতা তুমি, আমার সকল প্রজার তেজের জন্য প্রবর্তিত হও। ২৮।৩॥ কে তুমি, কাদের মধ্যে তুমি, কাহার তুমি, কি নাম তোমার? যে তোমার নাম আমরা জানি, যে তোমায় সোমের দ্বারা তৃপ্ত করেছি, সে তুমি আমাদের খ্যাতিসম্পন্ন কর ও অভিলাষ পূর্ণ কর। হে ভূর্ভুবঃস্বঃ (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য), প্রজাদের দ্বারা শোভন প্রজাযুক্ত, বীর পুত্রদের দ্বারা সুপুত্র, ধনপুষ্টির দ্বারা শোভন পুষ্টিযুক্ত যেন আমি হই। ২৯।৩ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, চৈত্র মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি আমাদের স্বীকৃত, বৈশাখের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি গৃহীত হয়েছ, জ্যৈষ্ঠ মাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, আষাঢ় মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, শ্রাবণ

মাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ভাদ্র মাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, আশ্বিন মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, কার্তিক মাসের অধিদেবের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অগ্রহায়ণ মাসের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, পৌষ মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মাঘ মাসের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ফাল্গুন মাসের অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি আমাদের স্বীকৃত, চৈত্রমাসের অধিদেবের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অধিমাসের (মলমাসের) অভিমানী দেবতার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৩০।১৩ ॥

মন্ত্রঃ ঃ ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বেরণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা॥ ৩১ ॥ আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নীন্দ্রাভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরগ্নীন্দ্রাভ্যাং ত্বা॥ ৩২ ॥ ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য। এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ। ৩৩ ॥ বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্। এদং বর্হির্নিষীদত। উপযামগৃহীতোঽসি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য। এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্যাতে অপিবঃ সুতস্য। তব প্রণীতী তব শূর শর্মন্না বিবাসন্তি কবয় সুযজ্ঞাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অভিষুত, অভিস্তুত ও দেবগণের বরেণ্য সোমের নিকট এস। যজমানের প্রার্থিত তোমরা এ সোম পান কর। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, এ তোমার স্থান, ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৩১।৩ ॥ যে যজমানেরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে,যথাক্রমে কুশ বিস্তার করে, যুবা ইন্দ্র তাদের সখা। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অগ্নি ও ইন্দ্রদেবের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ স্থান তোমার, অগ্নি ও ইন্দ্রের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৩২।২ ॥ মানুষের ধারক ও রক্ষক হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা এস। অভিষুত সোম দানকারী যজমানের কামনা পূর্ণ কর। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, এ তোমার স্থান, সকল দেবতার জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৩৩।৪ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস, আমার এ আহ্বান শুন, আমার প্রদত্ত আসনে উপবেশন কর। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, এ তোমাব স্থান, বিশ্বদেবের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৩৪।৪ ॥ মরুদ্গণের সাথে হে ইন্দ্র, রাজা শর্যাতির যজ্ঞে যেরূপ সোম পান করেছিলে, সেরূপ আমাদের যজ্ঞে সোমপান কর। হে বীর, তোমার আদেশে যাগকারী মেধাবিগণ যাগগৃহে তোমার পরিচর্যা করে। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ইন্দ্র ও মরুতের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৩৫।২ ॥

টীকা ঃ ৩৫। শার্যাতে—শর্যাতি নামক কোন রাজা ; তার যজ্ঞে।

মন্ত্র ঃ মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্। বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে। উপযামগৃহীতোঽসি মরুতাং ত্বৌজসে ॥ ৩৬ ॥ সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্। জাহি শত্রূঁরপ মৃধো

নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ৩৭ ॥ মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায়॰ পিবা সোমমনুষ্বধং মদায়। আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব উর্মিং ত্বং রাজাঽসি প্রতিপৎসুতানাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ৩৮ ॥ মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণিপ্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ। অস্মাদ্র্যগ্বাবৃধে বীর্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ভূৎ।০ উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ৩৯ ॥ মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের এ যজ্ঞে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি, যিনি মরুদ্‌যুক্ত, জলবর্ষী, অভীষ্টবর্ষক, উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যসম্পন্ন, দ্যুলোকস্থ, দুষ্টের শাসক, সকলের নিয়ন্তা, নূতন যজমানের রক্ষণে উদ্যতবজ্র ও বলপ্রদ। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। হে মরুৎ সম্বন্ধীয় গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মরুৎদেবগণের বলের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৩৬।৫ ॥ হে বীর ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সাথে সপরিবারে সোম পান কর। তুমি বৃত্রহন্তা, এ জেনে শত্রু বিনাশ কর। সংগ্রাম থেকে শত্রুদের দূর করে দাও। সর্বতোভাবে আমাদের অভয় কর। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মরুদযুক্ত ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ স্থান তোমার, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৭।৩ ॥ হে ইন্দ্র, তৃপ্তি ও সংগ্রামের জন্য মরুদ্‌গণের সঙ্গে জলবর্ষী তুমি স্বধাযুক্ত সোম পান কর ও জঠরে মধুস্বাদের কল্লোল সিঞ্চন কর। হে ইন্দ্র, প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিতে অভিষুত সোমের তুমি রাজা। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৮।২ ॥ ইন্দ্র বীরকর্মে বর্ধিত হন। তিনি মহান্, তবুও মানুষের মত আহূত হয়ে মানুষের অভীষ্ট পূরণ করেন। তিনি (উত্তম ও মধ্যম) দু-স্থানের প্রভু। অতুলনীয় বলশালী ইন্দ্র আমাদের অভিমুখে যশে বিপুল ও বলে বিস্তৃত হয়ে যজমানের দ্বারা পূজিত হোন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মহেন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, মহেন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৯।২ ॥ তেজের দ্বারা মহান ইন্দ্র বর্ষণশীল মেঘের মত বৎসসদৃশ যজমানের স্তোত্রে বর্ধিত হন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মহান ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। এ তোমার স্থান, মহান ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৪০।৩ ॥

মন্ত্র ঃ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যং স্বাহা। ৪১ ॥ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা ॥ ৪২ ॥ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম স্বাহা ॥ ৪৩ ॥ অয়ং নো অগ্নির্বরিবস্কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং বাজাঞ্জয়তু বাজসাতাবয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণঃ স্বাহা ॥ ৪৪ ॥ রূপেণ বো রূপমভ্যাগাং তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্র দক্ষিণা বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্ব সদস্যৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ জগৎ দেখবার জন্য রশ্মিসমূহ প্রসিদ্ধ জাতবেদা সূর্যদেবকে বহন করছে। সে সূর্যের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। ৪১।২ ॥ হে অগ্নিদেব, সকল জ্ঞানের আধার তুমি পরম ধনলাভের জন্য

আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। আমাদের থেকে ইচ্ছার বাধক পাপকে পৃথক কর। তোমারই প্রীতির জন্য নমস্কারের সাথে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছি। ৪৩।২॥ এ অগ্নি আমাদের ধন প্রদান করুন। ইনি শত্রুদের দূর করে আমাদের সামনে আসুন। ইনি আমাদের ধন দেবার জন্য শত্রুর ধন জয় করুন। এ অগ্নি সানন্দে শত্রুদের নাশ করুন। স্বাহা মন্ত্রে তাঁকে পূজা করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক ৪৪।১॥ দেবগণ মূর্তিতে তোমাদের নিকট এসেছেন, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপ প্রজাপতি তোমাদের (ঋত্বিকগণকে) যথাযোগ্য ভাগ করে দিন। সুবর্ণ দক্ষিণা জেনে তোমরা যজ্ঞের পথে যাও। তোমাদের সাহায্যে আমি দেবযান ও পিতৃযান পথ দেখছি। ঋত্বিকগণ যাতে ধনলাভে পূর্ণ হয়, সেরূপ চেষ্টা করা উচিত। ৪১।৪॥

মন্ত্র : ব্রাহ্মণমদ্য বিদেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃমত্যমৃষিমার্ষেয়ং সুধাতু-দক্ষিণম্। অস্মদ্রাতা দেবত্রা গচ্ছত প্রদাতারমা বিশত॥ ৪৬॥ অগ্নয়ে ত্বা মহ্যং বরুণো দদাতু সোঽমৃতত্বমশীয়ায়ুর্দাত্র এধি ময়ো মহ্যং প্রতিগ্রহীত্রে। রুদ্রায় ত্বা মহ্যং বরুণো দদাতু সোঽমৃতত্বমশীয় প্রাণো দাত্র এধি বয়ো মহ্যং প্রতিগ্রহীত্রে। বৃহস্পতয়ে ত্বা মহ্যং বরুণো দদাতু সোঽমৃতত্বমশীয় ত্বগ্দাত্র এধি ময়ো মহ্যং প্রতিগ্রহীত্রে। যমায় ত্বা মহ্যং বরুণো দদাতু সোঽমৃতত্বমশীয় হয়ো দাত্র এধি বয়ো মহ্যং প্রতিগ্রহীত্রে॥ ৪৭॥ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে॥ ৫৮॥

[কণ্ডিকা-৪৮ : মন্ত্র-১৪০]

অনুবাদ : আজ আমি সেরূপ ব্রাহ্মণ লাভ করব, যাঁর পিতা পিতামহাদি শ্রোত্রিয়, যিনি জাতি, প্রবর ও জ্ঞানে বিখ্যাত ঋষি, যাঁর সুবর্ণ দক্ষিণা। (হে দক্ষিণা) আমাদের দ্বারা প্রদত্ত হয়ে তোমরা দেবতার অভিমুখে যাও ও তাদের সন্তুষ্ট করে যজমানকে যজ্ঞফল দাও। ৪৬ ২॥ হে হিরণ্যদেব, বরুণ অগ্নিরূপ আমাকে তোমার নিকট দান করুক, যাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করি। দাতা আয়ুষ্মান্ হোক, আমি সুখী হব। বরুণ রুদ্ররূপ আমায় তোমাকে দান করুক, আমি যেন অমৃতত্ব লাভ করি। তুমি দাতা যজমানের প্রাণরূপ হও, আমার (প্রতিগ্রহীতার) অন্নরূপ হও। বরুণ বৃহস্পতিরূপ আমায় তোমাকে দান করুন। যাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করি। তুমি দাতার ত্বগিন্দ্রিয়ের সুখরূপ হও এবং প্রতিগ্রহীতা আমায় সুখ দাও, হে অশ্ব, বরুণ যমরূপ আমায় তোমাকে দান করুক, আমি যেন অমৃতত্ব লাভ করি। তুমি দাতার অশ্বরূপ হও, প্রতিগ্রহীতা, আমার অন্নদাতা হও। ৪৭।৪॥ কে দিয়েছে? কাকে দিয়েছে? কাম দিয়েছে, কামকে দিয়েছে। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা। হে কামদেব, এ বস্তু তোমার। ৪৮।২॥

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্র : উপযামগৃহীতোঽস্যাদিত্যেভ্যা ত্বা। বিষ্ণ উরুগায়ৈষ তে সোমস্তং রক্ষস্ব মা ত্বা দভন্॥ ১॥ কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যত আদিত্যেভ্যস্ত্বা॥ ২॥ কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনী। তুরীয়াদিত্য সবনং ত ইন্দ্রিয়মাতস্থাবমৃতং দিব্যাদিত্যেভ্যস্ত্বা॥ ৩॥ যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃডয়ন্তঃ।

আ বোঽর্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসদাদিত্যেভ্যস্ত্বা.॥ ৪ ॥ বিবস্বন্নাদিত্যৈষ তে সোমপীথস্তস্মিন্ মৎস্ব। শ্রদস্মৈ নরো বচসে দধাতন যদাশীর্দা দম্পতী বামমশ্নুতঃ। পুমান্ পুত্রো জায়তে বিন্দতে বস্বধা বিশ্বাহারপ এধতে গৃহে.॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছে, আদিত্যের জন্য তোমার সেচন করছি। হে বহুস্তুত বিষ্ণু, এ সোম তোমার, তাকে রক্ষা কর। হে সোম, রক্ষণে প্রবৃত্ত তোমাকে (রাক্ষসগণ) হিংসা না করুক। ১।৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কখন উপাসকের প্রতি ক্রুদ্ধ হও না, কিন্তু তাদের সংশোধন কর। হে মঘবন্, প্রকাশমান তোমার দান শীঘ্রই যজমান লাভ করে। (হে গ্রহ), আদিত্যের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ২।৩ ॥ আদিত্য, অপরের প্রতি অনুগ্রহে তোমার কোন আলস্য নাই, তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়কে পালন কর। তোমার চতুর্থ মায়াতীত শুদ্ধ জগৎপ্রবর্তক অনশ্বর বীর্য দ্যুলোকে অবস্থিত। (হে আদিত্য গ্রহ), আদিত্যের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৩।২ ॥ যজ্ঞ দেবগণের সুখের জন্য এসেছে। হে আদিত্যগণ, তোমরা আমাদের সুখ দাও। তোমাদের যে ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-পরা সুমতি আছে, তা আমাদের অভিমুখী হোক। পাপীদের ধনপ্রাপিকা সুমতিও আমাদের হোক। হে সোম, আদিত্যগণের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৪।৩ ॥ হে বিবস্বন্ আদিত্য, এ তোমার পানযোগ্য সোম, এ পানে তুমি তৃপ্ত হও। হে নেতৃগণ 'দম্পতী যজ্ঞফল লাভ করুক, তাদের পুত্র হোক, সে পুত্র ধনলাভ করুক ও নিষ্পাপ হয়ে নিজগৃহে বর্ধিত হোক'—এ আশীর্বাদ বাক্যে তোমরা শ্রদ্ধাশীল হও। ৫।২ ॥

মন্ত্র ঃ বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বো দিবে দিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ। বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম ॥ ৬ ॥ উপযামগৃহীতোঽসি সাবিত্রোঽসি চনোধাশ্চনোধা অসি চনো ময়ি ধেহি। জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিং ভগায় দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ৭ ॥ উপযামগৃহীতোঽসি সুশর্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষায় নমঃ। বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ৮ ॥ উপযাম-গৃহীতোঽসি বৃহস্পতিসুতস্য দেব সোম ত ইন্দোরিন্দ্রিয়াবতঃ পত্নীবতো গ্রহাঁ ঋধ্যাসম্। অহং পরস্তাদহমবস্তাদ্যদন্তরিক্ষং তদু মে পিতাঽভূৎ। অহং সূর্যমুভয়তো দদর্শাহং দেবানাং পরমং গুহা যৎ ॥ ৯ ॥ অগ্না ই পত্নীবন্ত্-সজূর্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা। প্রজাপতির্বৃষাঽসি রেতোধা রেতো ময়ি ধেহি প্রজাপতেস্তে বৃষ্ণো রেতোধসো রেতোধামশীয় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে সবিতা, আজকের দিনে আমাদের জন্য বননীয় কর্মফল দাও। কালকের জন্যও দিও। তার পরবর্তী দিনগুলিতে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিও। হে দেব, এ শ্রদ্ধাযুক্ত বুদ্ধিতে দীর্ঘকাল স্বর্গবাসের জন্য আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হবো। ৬।১ ॥ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ। সবিতা দেবতার জন্য তুমি, অন্নের ধারক তুমি। যেহেতু তুমি প্রভূত অন্নের ধারক, অতএব আমায় অন্ন দাও। যজ্ঞের ও যজমানের তৃপ্তি সাধন কর। ঐশ্বর্যাদিগুণযুক্ত সবিতা দেবের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৭।১ ॥ (হে বৈশ্বদেব গ্রহ), তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ। তুমি শোভন সুখের আশ্রয়, সুপ্রতিষ্ঠ। মহান, জগতের উৎপাদক প্রজাপতির তুমি অন্নস্বরূপ। সকল দেবতার জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, বিশ্বদেবের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৮।৩ ॥ হে দেব সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ। যজমানের দ্বারা অভিষুত, পত্নীসংযুক্ত ইন্দ্রিয়বান ইন্দু-স্বরূপ তোমার সম্বন্ধীয় গ্রহগুলি আমি সমৃদ্ধ করব। পরমাত্মস্বরূপী আমি উপরে

দ্যুলোকে ও নীচে ভূলোকে থাকি। অন্তরিক্ষ লোক আমার পিতার মত পালক। আমি উভয় লোক থেকে সূর্য দেখছি। ইন্দ্রাদি দেবতার পরম গোপনীয় স্থানও আমি। ৯।২ ॥ হে পত্নীযুক্ত অগ্নি, ত্বষ্টাদেবের সাথে যুক্ত হয়ে সোম পান কর। স্বাহা মন্ত্রে হোম করছি। হে উদ্গাতা, তুমি প্রজাপালক, সেচনকর্তা ও বীর্যের ধারক। তুমি আমাতে বীর্য স্থাপন কর। সেচনকর্তা, বীর্যধারক প্রজাপতি তোমার অনুগ্রহে আমি বীর্যধারক পুত্র লাভ করব। ১০।২ ॥

টীকা : ৬। বামম্—'বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্—যাহা ভোগ করা হয়, যজ্ঞের ফল। ৭। ভগায়—ভগ শব্দের ছয়টি অর্থ প্রসিদ্ধ—সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ৮। বৃহদুক্ষায় নমঃ—এখানে নম শব্দের অন্ন অর্থ। বৃহদুক্ষ শব্দে প্রজাপতি বুঝাচ্ছে—'প্রজাপতি র্বৈ বৃহদুক্ষঃ'।

মন্ত্র : উপযামগৃহীতোঽসি হরিরসি হারিযোজনো হরিভ্যাং ত্বা। হর্যোর্ধানা স্থ সহসোমা ইন্দ্রায় ॥ ১১ ॥ যস্তে অশ্বসনির্ভক্ষো যো গোসনিস্তস্য ত ইষ্টযজুষ স্তুতস্তোমস্য শস্তোকথস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি ॥ ১২ ॥ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি। মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি। পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমস্যা-ত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমস্যৈনস এনসোঽবযজনমসি। যচ্চাহমেনো বিদ্বাংশ্চকার যচ্চাবিদ্বাংস্তস্য সর্বস্যৈনসোঽবযজনমসি ॥ ১৩ ॥ সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন। ত্বষ্টা সুদত্রো বি দধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টম্ ॥ ১৪ ॥ সমিন্দ্র নো মনসা নেষি গোভিঃ সং সূরিভির্মঘবন্তং স্বস্ত্যা। সং ব্রহ্মণা দেবকৃতং যদস্তি সং দেবানাং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাং স্বাহা ॥ ১৫ ।

অনুবাদ : হরিতবর্ণ তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছে। ইন্দ্র সম্বন্ধীয় তোমাকে ঋক্ ও সাম মন্ত্রে গ্রহণ করছি। সোমের সাথে ভ্রষ্ট যব ইন্দ্রের অশ্বের জন্য হোক ১১।২ ॥ হে সোম, অশ্বের দেয় যে ভক্ষদ্রব্য, গাভীর দেয় যে ভক্ষদ্রব্য আছে, তা তোমার আদেশে আমি ভক্ষণ করছি। যজু তোমার ইষ্ট। উদ্গাতাগণ তোমার স্তব করে, হোতাগণ তোমার উকথ মন্ত্র গান করে। ১২।২ ॥ হে অগ্নি, দেবতার প্রতি কৃত পাপের তুমি নাশক, মানুষের প্রতি কৃত অন্যায়ের তুমি নাশক, পিতার প্রতি কৃত অপরাধের তুমি নাশক। আত্মার প্রতি কৃত পাপের তুমি নাশক, সকল পাপের তুমি নাশক। আমি জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে পাপ করেছি, সে সকল পাপের তুমি নাশক। ১৩।৬ ॥ আমরা ব্রহ্মতেজের সাথে যুক্ত হব, সেরূপ অমৃতের সাথে, তনুর সাথে, শান্ত মনের সাথে যুক্ত হব। শোভনদানশীল ভগবান আমাদের পরম ধন প্রদান করুন এবং আমাদের শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ কর্মসাধনে অপটু, তার পুষ্টি সাধন করুন। ১৪।১ ॥ হে ইন্দ্র, মনের সাথে, বাক্যের সাথে আমাদের যুক্ত কর। সূরিগণের সাথে ও মঙ্গলের সাথে আমাদের যুক্ত কর। ব্রহ্মের সাথে আমাদের যুক্ত কর। দেবতার উদ্দেশে কৃত যজ্ঞাদি কর্মের সাথে আমাদের যুক্ত কর। যজ্ঞিয় দেবগণের সুমতির সাথে আমাদের যুক্ত কর। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৫।১ ॥

টীকা : ১৫। সংনেষি—'সময়সি, সংযোজয়সি'—সম্যকরূপে নিও, সম্যকরূপে যুক্ত কর।

মন্ত্র : সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন। ত্বষ্টা সুদত্রো বি দধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥ ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপা দেবো অগ্নিঃ। ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সংররাণা যজমানায় দ্রবিণং দধাত স্বাহা ॥ ১৭ ॥ সুগা বো দেবাঃ সদনা অকর্ম য আজগ্মেদং সবনং

জুষাণাঃ। ভবমাণা বহমানা হবীংষ্যস্মে ধত্ত বসবো বসূনি স্বাহা ॥ ১৮ ॥ যাঁ আঽবহ উশতো দেব দেবাংস্তান্ প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে। জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসশ্চ বিশ্বেঽসুং ঘর্মং স্বরাতিষ্ঠতান্ স্বাহা ॥ ১৯ ॥ বয়ং হি ত্বা প্রযতি যজ্ঞে অস্মিন্নগ্নে হোতারমবৃণীমহীহ। ঋধগয়া ঋধগুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্ যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্ত্স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ আমরা ব্রহ্মতেজের সঙ্গে মিলিত হব। ক্ষীরাদি রসের সাথে, অনুষ্ঠানযোগ্য শরীরের অবয়বের সাথে, কর্ম শ্রদ্ধাযুক্ত মনের সাথে মিলিত হব। শোভন দাতা ত্বষ্টা দেব আমাদের ধন দিন এবং আমাদের শরীরের যে অঙ্গ অপটু, তার পুষ্টি সাধন করুন। ১৬।১ ॥ দানশীল ধাতা, সবিতা, নিধিপতি প্রজাপতি, দীপ্যমান অগ্নি, ত্বষ্টা বিষ্ণু আমাদের এ হবি গ্রহণ করুন। প্রজাগণের প্রতি প্রীতিযুক্ত দেবগণ যজমানকে ধন দিন। এঁদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৭।১ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে যারা যজ্ঞভাগের জন্য এসেছ, তাদের স্থান আমরা সুগম করেছি। হে বসুগণ, হবির পোষক ও বাহক তোমরা আমাদের ধন দাও, তোমাদের স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৮।১॥ হে দীপ্যমান অগ্নি, হবি অভিলাষী যে দেবগণকে তুমি আহ্বান করে এনেছ, তাদের নিজ নিজ স্থানে পাঠিয়ে দাও। ভক্ষণ ও পান করে এখন যজ্ঞের সমাপ্তিতে বায়ু-মণ্ডল, আদিত্যমণ্ডল অথবা স্বর্গলোকে তারা অনুগমন করুন। আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ১৯।১ ॥ হে অগ্নি, যে জন্য দেবগণের আহ্বাতা তোমাকে আমরা এ যজ্ঞে বরণ করেছি, তাতে তুমি সমৃদ্ধ হয়ে যজ্ঞ ও বিঘ্নশান্তি করেছ। এখন যজ্ঞের সমাপ্তি জেনে স্বগৃহে যাও। বিদ্বান তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিতো। মনসস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা বাতে ধাঃ ॥ ২১ ॥ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সর্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা ॥ ২২ ॥ মাহির্ভূর্মা পৃদাকুঃ। উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ। অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিত্। নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশঃ ॥ ২৩ ॥ অগ্নেরনীকমপ আ বিবেশাপাং নপাত্ প্রতিরক্ষন্নসুর্যম্। দমেদমে সমিধং যক্ষ্যগ্নে প্রতি তে জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যত্ স্বাহা ॥ ২৪ ॥ সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাপঃ। যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে সূক্তোক্তৌ নমোবাকে বিধেম যৎ স্বাহা। ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে যজ্ঞবিদ্ দেবগণ, যজ্ঞ সমাপ্ত জেনে সন্তুষ্ট হয়ে স্বস্থানে যাও। আমাদের মনের পালক হে পরমেশ্বর, এ যজ্ঞ তোমাকে অর্পণ করছি; তুমি তা বায়ুরূপ দেবতায় স্থাপন কর। ২১।১ ॥ হে যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুর প্রতি যাও, যজমানকে ফল দাও, নিজ স্থানে যাও। সর্বাত্মা তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে যজ্ঞপতি, এ যজ্ঞ তোমার, স্তোত্রের সাথে সকল বীর্যযুক্ত যজ্ঞের ফল ভোগ কর, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, তা সিদ্ধ হোক। ২২।২ ॥ তুমি সর্পাকার হয়ো না, অজগরও হয়ো না। রাজা বরুণ যেরূপ প্রতিদিন সূর্যের অনুক্রমণের জন্য অন্তরিক্ষে বিস্তীর্ণ পথ করেছিল, সেরূপ আমাদের স্বর্গে যাবার পথ করে দাও। নিন্দুকেরও তিরস্কর্তা বরুণ আমাদের অবভৃথ স্থানের পথ করে দিক। বরুণের পাশ আক্রমণ করছে, অতএব সে বরুণকে নমস্কার। ২৩।৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার 'অপাং নপাৎ' (জলের নপ্তা) নামক মুখ জলে প্রবেশ করেছিল। তুমি সে সে যজ্ঞগৃহে অসুরকৃত যজ্ঞবিঘ্ন দূর করে সমিৎ যুক্ত কর। তোমার জিহ্বা ঘৃতের সঙ্গে যুক্ত হোক। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি

দিচ্ছি। ২৪।১ ।। হে সোম, সমুদ্রের মত অগাধ জলমধ্যে তোমার যে হৃদয় আছে, সেখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। সেখানে তোমাতে ওষধি ও জল প্রবেশ করুক। হে যজ্ঞপালক সোম, যজ্ঞের শোভন বাক্য উচ্চারণে ও নমস্কার বাক্যে তোমাকে স্থাপন করছি। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৫।১ ॥

টীকা ঃ ২১। গাতুবিদঃ—'গাতু' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'—নানাবিধ বৈদিক শব্দে যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাকে যাঁরা জানেন দেবগণ।

মন্ত্র ঃ দেবীরাপ এষ বো গর্ভস্তং সুপ্রীতং সুভৃতং বিভৃত। দেব সোমৈষ তে লোকস্তস্মিঞ্ছং চ বক্ষ্ব পরি চ বক্ষ্ব ॥ ২৬ ॥ অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ। অব দেবৈর্দেবকৃতমেনোহয়াসিষমব মর্ত্যৈর্মর্ত্যকৃতং পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি। দেবানাং সমিদসি ॥ ২৭ ॥ এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ। যথায়ং বায়ুরেজতি যথা সমুদ্র এজতি। এবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জরায়ুণা সহ ॥ ২৮ ॥ যস্যৈ তে যজ্ঞিয়ো গর্ভো যস্যৈ যোনির্হিরণ্যয়ী। অঙ্গান্যহ্রুতা যস্য তং মাত্রা সমজীগমং স্বাহা ॥ ২৯ ॥ পুরুদস্মো বিষুরূপ ইন্দুরন্তর্মহিমানমানঞ্জ ধীরঃ। একপদীং দ্বিপদীং ত্রিপদীং চতুষ্পদীমষ্টাপদীং ভুবনানু প্রথন্তাং স্বাহা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলদেবীগণ, এ সোম তোমাদের গর্ভস্থানীয়, শোভনপ্রীতিযুক্ত ও সুপুষ্ট একে তোমরা ধারণ কর। হে দেব সোম, এ তোমার স্থান, এখানে অবস্থিত হয়ে আমাদের সুখ দাও ও আমাদের আর্তি দূর কর। ২৬।২ ॥ হে অবভৃথ, হে মন্দগমনশীল দেব, তুমি চঞ্চলগতিবিশিষ্ট, তবুও আমাদের ধারণার অধীন হয়েছ। দেবতার প্রতি আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি অপনীত হোক, মানুষের প্রতি মনুষ্যসুলভ যে দুষ্কৃত, তা দূরে হোক ; হে দেব, বহু অনিষ্টজনক সংসারবন্ধন থেকে পরিত্রাণ কর। ২৭।৩ ॥ বায়ু যেরূপ চলে, সমুদ্র যেরূপ কাঁপে, সেরূপ দশ মাসের গর্ভ গর্ভবেষ্টনের সাথে কম্পিত হোক, সম্পূর্ণ অবয়ব এ গর্ভ গর্ভবেষ্টনের সাথে নির্গত হোক। ২৮।১ ॥ তোমার গর্ভ যজ্ঞের জন্য, তোমার যোনি স্বর্ণময়ী, গর্ভের অঙ্গগুলি অখণ্ডিত, সে গর্ভকে জননীর সাথে যুক্ত করছি। স্বাহা মন্ত্রে হোম করছি। ২৯।১ ॥ বহুদানযুক্ত বহুরূপবিশিষ্ট মেধাবী ইন্দুসদৃশ গর্ভ মহিমা প্রকাশ করছে। এরূপ মহিমাবিশিষ্ট গর্ভের জাত প্রাণিসকল একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টপদী খ্যাতি বিস্তার করছে। স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণে আহুতি দিচ্ছি, তা সিদ্ধ হোক। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ ॥ ৩১ ॥ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ৩২ ॥ আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৩ ॥ যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দ্যুলোকের পূজক মরুদ্গণ, যে যজমানের গৃহে তোমরা সোমপান কর, সে সকল প্রকারে তোমার রক্ষিত জন। ৩১।১ ॥ মহতী দ্যৌ ও পৃথিবী আমাদের এ যজ্ঞ পূর্ণ করুক, নিজ নিজ ভাগের দ্বারা আমাদের গৃহ পূর্ণ

করুক। ৩২।১ ॥ হে বৃত্রহন্ ইন্দ্র, তোমার হরিতবর্ণ অশ্বদ্বয় ব্রহ্মমন্ত্রে রথে যুক্ত হয়েছে, তুমি রথে উঠ। গ্রাবসমূহ (পাষাণগুলি) সোমাভিষব শব্দে তোমার মন আমাদের যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট করুক। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ষোড়শ স্তোত্রযুক্ত ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ষোড়শ স্তোত্রবিশিষ্ট ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৩।৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার হরিৎ-বর্ণ, বিস্তৃত কেশরযুক্ত, তরুণ, স্থূলকায় অশ্বদ্বয় রথে যুক্ত কর। তারপর হে ইন্দ্র, সোম পান করে আমাদের ঋক্ যজু ও সাম গান শুন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ষোড়শ স্তোত্রযুক্ত ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করেছি, এ তোমার স্থান, ষোড়শ স্তোত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৪।৩ ॥ হরিৎবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋষিদের স্তুতির নিকট ও মানুষদের যজ্ঞের নিকট অপ্রতিহত বলশালী ইন্দ্রকে বহন করে। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ষোড়শ স্তোত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ষোড়শ স্তোত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩৫।৩ ॥

টীকা : ৩৩। বগ্নুনা—'বগ্নুরিতি বাঙ্নামসু' নিঘণ্টু। বগ্নু শব্দের অর্থ বাক্য, বাক্যের দ্বারা শ্রবণীয় সোমাভিষব শব্দের দ্বারা।

মন্ত্র : যস্মান্ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্ বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষং চক্রতুরগ্র এতম্। তয়োরহমনু ভক্ষং ভক্ষয়ামি বাগ্দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু সহ প্রাণেন স্বাহা ॥ ৩৭ ॥ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা বর্চস এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা বর্চসে। অগ্নে বর্চস্বিন্বর্চস্বাংস্ত্বং দেবেষ্বসি বর্চস্বানহং মনুষ্যেষু ভূয়াসম্ ॥ ৩৮ ॥ উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোম-মিন্দ্র চমূ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বৌজসে। এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বৌজসে। ইন্দ্রৌজিষ্ঠৌজিষ্ঠস্ত্বং দেবেষ্বস্যোজিষ্ঠোঽহং মনুষ্যেষু ভূয়াসম্ ॥ ৩৯ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা। উপযাম-গৃহীতোঽসি সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায়ৈষ তে যোনিঃ সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায়। সূর্য ভ্রাজিষ্ঠ ভ্রাজিষ্ঠস্ত্বং দেবেষ্বসি ভ্রাজিষ্ঠোঽহং মনুষ্যেষু ভূয়াসম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : যে পুরুষ থেকে উৎকৃষ্ট আর কেউ নেই, যিনি অন্তর্যামীরূপে সকল ভুবন ব্যেপে আছেন, প্রজারূপে রমমাণ, সে প্রজাপতি নিজ তেজে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যের জ্যোতি প্রকাশ করছেন। তিনি ষোড়শ কলাত্মক সকল ব্যবহারের আশ্রয়। ৩৬।১ ॥ সম্রাট ইন্দ্র ও রাজা বরুণ এ সোম প্রথমে ভক্ষণ করুন, তাদের ভক্ষণের পর আমি সোম পান করব। আমার ভক্ষণে সন্তুষ্টা বাগ্দেবী প্রাণদেবতার সাথে সোমপানে তৃপ্ত হোন। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৭।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি শোভন কর্মবিশিষ্ট, ধন ও পুত্রাদির বৃদ্ধি করে আমায় সুবীর্য ব্রহ্মতেজ দাও। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, তেজস্বী অগ্নির জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। হে তেজস্বী অগ্নি, তুমি দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান, তোমার প্রসাদে আমিও মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রহ্মতেজযুক্ত হব। ৩৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলপূর্বক উত্থিত হয়ে অভিষবন চর্মে অভিষুত সোম পান করে নাসিকাদ্বয় কম্পন কর। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ। ওজস্বী ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ওজস্বী ইন্দ্রের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। হে অত্যন্ত বলশালী ইন্দ্র, দেবগণের মধ্যে তুমি অত্যন্ত ওজস্বী, তোমার প্রসাদে আমিও মনুষ্যগণের মধ্যে ওজস্বী হব। ৩৯।৪ ॥ জ্বলন্ত অগ্নির মত প্রজ্ঞার

হেতু সূর্যের কিরণসমূহ সর্বজনের অনুগতরূপে দৃশ্য হয়। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, দীপ্ত সূর্যের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, দীপ্তিশালী সূর্যের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। হে অতিদীপ্ত সূর্য, তুমি যেমন দেবগণের মধ্যে দীপ্তিসম্পন্ন, তোমার প্রসাদে মানুষের মধ্যে আমিও দীপ্তিমান হব। ৪০।৪

মন্ত্র : উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্। উপযামগৃহীতোঽসি সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায়ৈষ তে যোনিঃ সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায় ॥ ৪১ ॥ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জা নি বর্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥ ৪২ ॥ ইড়ে রন্তে হব্যে কাম্যে চন্দ্রে জ্যোতেঽদিতে সরস্বতি মহি বিশ্রুতি। এতা তে অঘ্ন্যে নামানি দেবেভ্যো মা সুকৃতং ব্রূতাৎ ॥ ৪৩॥ বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বিমৃধ এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা বিমৃধে ॥ ৪৪ ॥ বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম। স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্মা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বিশ্বকর্মণ এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা বিশ্বকর্মণে। ৪৫ ॥

অনুবাদ : জগৎ দেখবার জন্য রশ্মিসমূহ জাতবেদা সূর্যদেবকে বহন করেন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, দীপ্ত সূর্যের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, দীপ্ত সূর্যের জন্য স্থাপন করছি। ৪১।৩ ॥ হে মহি, তুমি কলশের ঘ্রাণ গ্রহণ কর, সোম তোমাতে প্রবেশ করুক। বিশিষ্ট রসের সাথে আবার আমাদের কাছে ফিরে এস। আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে সহস্র ধন দাও। বহু দুগ্ধবতী গাভী ও ধন আমার নিকট আসুক। ৪২।১ ॥ ইড়া, রন্তা, হব্যা, কাম্যা, চন্দ্রা, জ্যোতা (প্রকাশমানা), সরস্বতী, মহী, বিশ্রুতী, অঘ্ন্যা (অবধ্যা) ইত্যাদি নামে অভিহিতা হে ধেনু, এ যজমান শোভাকর্মকারী, একথা দেবগণকে বল। ৪৩।১ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রু বিনাশ কর, সৈন্যকামী শত্রুদের সংগ্রাম থেকে দূরে করে দাও, যে আমাদের হীন করে, তাকে অন্ধকার নরকে পাঠিয়ে দাও। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বিশিষ্ট সংগ্রামশীল ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, বিমদ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৪৪।৩ ॥ বাচস্পতি, বিশ্বকর্মা, মনের মত গতিশীল ইন্দ্রকে আজ আমরা অন্নের জন্য ও রক্ষার জন্য আহবান করছি। তিনি বিশ্বের মঙ্গলকারী, শোভন কর্মকর্তা, রক্ষণের জন্য আমাদের সকল আহবান শুনুন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৪৫।৩ ॥

টীকা : ৪২। ধুক্ষ্ব—দাও ; দহ ধাতু দানার্থে।

মন্ত্র : বিশ্বকর্মন্ হবিষা বর্ধনেন ত্রাতারমিন্দ্রমকৃণো রবধ্যম্। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত পূর্বীরয়মুগ্রো বিহব্যো যথাঽসৎ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বিশ্বকর্মণ এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা বিশ্বকর্মণে ॥ ৪৬ ॥ উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা গায়ত্রছন্দসং গৃহ্ণামীন্দ্রায় ত্বা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসং গৃহ্ণামি। বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যো জগচ্ছন্দসং গৃহ্ণাম্যনুষ্টুপ্তেঽভিগরঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্রেশীনাং ... পত্মন্না ধূনোমি কুকূননানাং ত্বা পত্মন্না ধূনোমি ভন্দনানাং ত্বা পত্মন্না ধূনোমি মদিন্তমানাং ত্বা পত্মন্না ধূনোমি। মধুন্তমানাং ত্বা পত্মন্না ধূনোমি। শুক্রং ত্বা শুক্র ধূনোম্যহ্নো রূপে সূর্যস্য রশ্মিষু ॥ ৪৮ ॥ ককুভং রূপং বৃষভস্য রোচতে বৃহচ্ছুক্রঃ শুক্রস্য পুরোগাঃ সোমঃ সোমস্য পুরোগাঃ। যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ

ত্বা গৃহ্ণামি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহা ॥ ৪৯ ॥ উশিক্ ত্বং দেব সোমাগ্নেঃ প্রিয়ং পাথোঽপীহি। বশী ত্বং দেব সোমেন্দ্রস্য প্রিয়ং পাথোঽপীহ্যস্মৎসখা ত্বং দেব সোম বিশ্বেষাং দেবানাং প্রিয়ং পাথোঽপীহি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ হে বিশ্বকর্মন্, বর্ধিত হবির দ্বারা তুমি ইন্দ্রকে জগতের রক্ষক ও অবধ্য করেছ। যেহেতু ইনি উদ্যতবজ্র ও বিবিধ কার্যে আহূত হন, এ জন্য পূর্বতন প্রজাগণ তাঁকে মান্য করতেন। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৪৬।৩ ॥ হে সোম, তুমি স্বীকৃত হয়েছ, অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত গায়ত্রীছন্দে তোমায় গ্রহণ করছি। ইন্দ্রের জন্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে তোমায় গ্রহণ করছি। সকল দেবতার জন্য জগতী ছন্দে তোমায় গ্রহণ করছি। হে সোম, অনুষ্টুপ্ ছন্দ তোমার স্তুতিবাক্য। ৪৭।৪ ॥ হে সোম, গমনকারী মেঘের উদয় থেকে বৃষ্টির জলের জন্য তোমায় কম্পন করছি। শব্দকারী মেঘ হতে জল বর্ষণের জন্য তোমায় কম্পন করছি। কল্যাণকারী জল পতনের জন্য তোমায় কম্পন করছি। হর্ষকারী জলের পতনের জন্য তোমায় কম্পন করছি। মধুস্বাদ যুক্ত জলের পতনের জন্য তোমায় কম্পন করছি। শুদ্ধ অক্লিষ্টকর্মা তোমায় পবিত্র জলের পতনের জন্য কম্পন করছি। দিবসের উদ্ভাসক সূর্যের রশ্মিতে তোমায় কম্পন করছি। ৪৮।৬ ॥ হে সোম, শ্রেষ্ঠ তোমার আদিত্যস্বরূপ মহৎরূপে দীপ্তি পাচ্ছে। বৃহৎ শুদ্ধ আদিত্য শুদ্ধ সোমের পুরোগামী। সোমই সোমের পূর্বগামী হবার যোগ্য। হে সোম, তোমার যে অহিংসিত জাগরণশীল নাম আছে, তার জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। হে সোম, সেরূপ তোমায় স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪৯।২ ॥ হে দীপ্যমান সোম, অভিলষিত তুমি অগ্নির প্রিয় অন্নের প্রতি যাও। হে দেব সোম, কমনীয় তুমি ইন্দ্রের প্রিয় অন্ন লাভ কর। হে দেব সোম, আমাদের বন্ধুস্বরূপ তুমি সকল দেবতার ঈপ্সিত অন্ন লাভ কর। ৫০।৩ ॥

মন্ত্র ঃ ইহ রতিরিহ রমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। উপসৃজন্ ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্। রায়স্পোষমস্মাসু দীধরত্ স্বাহা ॥ ৫১ ॥ সত্রস্য ঋদ্ধিরস্যগন্ম জ্যোতিরমৃতা অভূম। দিবং পৃথিব্যা অধ্যাঽরুহামাবিদাম দেবান্ত্স্ব-র্জ্যোতিঃ ॥ ৫২ ॥ যুবাং তমিন্দ্রাপর্বতা পুরোযুধা যো নঃ পৃতন্যাদপ তংতমিদ্ধতং বজ্রেণ তং তমিদ্ধতম্। দূরে চত্তায় ছন্তসদ্গহনং যদিনক্ষত্। অস্মাকং শত্রূন্পরি শূর বিশ্বতো দর্মা দর্ষীষ্ট বিশ্বতঃ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাম সুবীরা বীরৈঃ সুপোষা পোষৈঃ ॥ ৫৩ ॥ পরমেষ্ঠ্যভিধীতঃ প্রজাপতির্বাচি ব্যাহৃতায়ামন্ধো অচ্ছেতঃ। সবিতা সন্যাং বিশ্বকর্মা দীক্ষায়াং পূষা সোমক্রয়-ণ্যাম্ ॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্রশ্চ মরুতশ্চ ক্রয়ায়োপোত্থিতোঽসুরঃ পণ্যমানো। মিত্রঃ ক্রীতো। বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্ট ঊরাবাসন্নো। বিষ্ণুর্নরন্ধিষঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ (হে গাভীগণ), তোমাদের রতি এ যজমানে হোক। এখানেই তোমরা আনন্দ লাভ কর। এ যজমানেই তোমাদের সন্তোষ থাক। নিজেদের ধৈর্য এখানেই থাক। মাতা পৃথিবীর ধারক অগ্নিকে নিকটে এনে ও পার্থিব, হবি ভক্ষণ করে ধারক অগ্নি আমাদের ধনের পুষ্টি ধারণ করুন। স্বাহা মন্ত্রে হোম করছি। ৫১।২ ॥ হে সাম মন্ত্র, তুমি যজ্ঞের সমৃদ্ধি, অতএব আমরা জ্যোতি লাভে অমৃত হয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাব। সেখান থেকে আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণ ও জ্যোতিরূপ স্বর্গকে জানব। ৫২।১ ॥ শত্রুর সম্মুখ যুদ্ধকর্তা হে ইন্দ্র ও পর্বত, তোমরা দুজন শত্রুকে বিনাশ কর, সকল শত্রুকে বিনাশ কর। যে শত্রু আমাদের সেনার সাথে যুদ্ধ করে, বজ্রের দ্বারা তাকে বিনাশ কর। হে বীর ইন্দ্র, যখন

তোমার বজ্র অতি গভীর বনে দূরগত শত্রুকে পেতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে পায়। বিদারণশীল বজ্র আমাদের চারিদিকে অবস্থিত সকল শত্রুকে বিদীর্ণ করুক। হে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য, আমরা প্রজাগণের দ্বারা সুপ্রজাবিশিষ্ট ও বীর পুত্রগণের দ্বারা সুপুত্র এবং ধনপুষ্টির দ্বারা শোভন পুষ্টিযুক্ত হব। ৫৩।৩ ॥ যজমানের দ্বারা সংকল্পিত সোম পরমেষ্ঠী নামে, বাক্যে উচ্চারিত হলে সোম প্রজাপতি নামে, সম্মুখে প্রাপ্ত হলে অন্ধী নামে, ভুক্ত হলে সবিতা নামে, দীক্ষাতে বিশ্বকর্মা নামে, সোমক্রয়ণী গাভী আনীত হলে সোমের পূষা নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। ৫৪।৬ ॥ ক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সোম ইন্দ্র ও মরুৎ নামে, ক্রীয়মাণ সোম অসুর নামে, ক্রীত সোম মিত্র নামে, যজমানের ক্রোড়ে স্থিত সোম যজ্ঞে প্রবিষ্ট (শিপিবিষ্ট) বিষ্ণু নামে, ও বহনকারী সোমের জগৎপালক (নরন্ধিষ) বিষ্ণু নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। ৫৫।৫

টীকা : ৫৫। শিপিবিষ্ট—প্রাণিগণের অন্তরে অথবা যজ্ঞে যিনি প্রবেশ করেন, বিষ্ণু। নরন্ধিষঃ—নরগণকে যেখানে স্থাপন করা হয়, সংসার, তাকে যিনি নাশ করেন, জগতের সংহার কর্তা বিষ্ণু।

মন্ত্র : প্রোহ্যমাণঃ সোম আগতো বরুণ আসন্দ্যামাসন্নোঽগ্নিরাগ্নীধ্র। ইন্দ্রো হবির্ধানেঽথর্বোপাবহ্রিয়মাণঃ ॥ ৫৬ ॥ বিশ্বে দেবা অংশুষু ন্যুপ্তো বিষ্ণুরাপ্রীতপা আপ্যায্যমানো। যমঃ সূয়মানো বিষ্ণুঃ সম্ভ্রিয়মাণো বায়ুঃ পূয়মানঃ শুক্রঃ পূতঃ শুক্রঃ ক্ষীরশ্রীর্মন্থীসক্তুশ্রীঃ। ৫৭ ॥ বিশ্বে দেবাশ্চমসেষূন্নীতো ঽসুর্হোমায়োদ্যতো রুদ্রো হূয়মানো বাতো ঽভ্যাবৃত্তো নৃচক্ষাঃ প্রতিখ্যাতো ভক্ষো ভক্ষ্যমাণঃ পিতরো নারাশংসাঃ ॥ ৫৮ ॥ সন্নঃ সিন্ধুরবভৃথায়োদ্যতঃ সমুদ্রোঽভ্যবহ্রিয়মাণঃ সলিলঃ প্রপ্লুতো যযোরোজসা স্কভিতা রাজাংসি বীর্যেভির্বীরতমা শবিষ্ঠা। যা পত্যেতে অপ্রতীতা সহোভির্বিষ্ণূ অগন্বরুণা পূর্বহূতৌ ॥ ৫৯ ॥ দেবান্দিবমগন্ যজ্ঞস্ততো মা দ্রবিণমষ্টু মনুষ্যানন্তরিক্ষমগন্ যজ্ঞস্ততো মা দ্রবিণমষ্টু পিতৄন্ পৃথিবীমগন্ যজ্ঞস্ততো মা দ্রবিণমষ্টু যং কং লোকমগন্ যজ্ঞস্ততো মে ভদ্রমভূৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : আগত সোম সোম নামে, মঞ্চে স্থিত সোম বরুণ নামে, অগ্নীধ্রে স্থিত সোম অগ্নি নামে, হবির্ধানে বর্তমান সোম ইন্দ্র নামে, আনীত সোমের অথর্বণ নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। ৫৬।৫ ॥ সোমখণ্ডে আরোপিত সোম বিশ্বদেব নামে, বর্ধমান সোম ভক্তরক্ষক বিষ্ণু নামে, অভিষূয়মাণ সোম যম নামে, পূষ্যমাণ সোম বিষ্ণু নামে, দশাপবিত্রে পূয়মান সোম বায়ু নামে, পূত-সোম শুক্র নামে, ক্ষীরমিশ্রিত সোম শুক্র নামে, ও সক্তুমিশ্রিত সোমের মন্থী নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। ৫৭।৮ ॥ চমসে (গ্রহ পাত্রে) গৃহীত সোম বিশ্বদেব নামে, হোমের জন্য উদ্যত সোম অসু নামে, হূয়মান সোম রুদ্র নামে, হোম শেষ ভক্ষণের জন্য অনীত সোম বাত নামে, ভক্ষণের জন্য পৃষ্ট সোম নৃচক্ষা (মানুষের দ্রষ্টা) নামে, ভক্ষ্যমাণ সোম ভক্ষ নামে, ও সন্ন সোমের নরাশংস নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। ৫৮।৭ ॥ অবভৃথের জন্য উদ্যত সোম সিন্ধু নামে, জলের নিকট নীয়মান সোম সমুদ্র নামে, ও জলে নিমগ্ন সোমের সলিল নামে স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হয়। পূর্বে আহূত বিষ্ণু বরুণের প্রতি হবি গিয়েছে, যাঁদের (বিষ্ণু ও বরুণের) বলে সকল জগৎ স্তম্ভিত হয়, যাঁরা জগতের অধীশ্বর, যাঁরা শক্তিতে বীরশ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, বলপ্রয়োগে যাঁদের কেউ অতিক্রম করতে পারে না অথবা ধারণা করতে পারে না। ৫৯।৩ ॥ এ যজ্ঞ বায়ু প্রভৃতি দেবতাকে পেয়ে স্বর্গে গিয়েছে, সে যজ্ঞের ফলরূপ ধন আমার বোপে আছে। তারপর দ্যুলোক থেকে মনুষ্যলোকে এসে

অন্তরিক্ষ লোকে গিয়েছে। সেখানকার যজ্ঞফল আমি পেয়েছি। এ যজ্ঞ ধূমাদির পথে পিতৃগণকে পেয়ে পৃথিবীতে এসেছে। সেখানকার যজ্ঞফল আমি পেয়েছি। যে লোকে যজ্ঞ থাক, সে যজ্ঞ থেকে আমার মঙ্গল হোক। ৬০।১ ॥

মন্ত্র : চতুস্ত্রিংশত্তন্তবো যে বিতত্নিরে য ইমং যজ্ঞং স্বধয়া দদন্তে। তেষাং ছিন্নং সম্বেতদ্দধামি স্বাহা ধর্মো অপ্যেতু দেবান্ ॥ ৬১ ॥ যজ্ঞস্য দোহো বিততঃ পুরুত্রা সো অষ্টধা দিবমন্বাততান। স যজ্ঞ ধুক্ষ্ব মহি মে প্রজায়াং রায়স্পোষং বিশ্বমায়ুরশীয় স্বাহা ॥ ৬২ ॥ আ পবস্ব হিরণ্যবদশ্ববৎসোম বীরবৎ। বাজং গোমন্তমা ভর স্বাহা ॥ ৬৩ ॥

[কাণ্ড—৬৩, মন্ত্র সংখ্যা—১৫০]

অনুবাদ : চতুস্ত্রিংশ সংখ্যক যে দেবগণ এ যজ্ঞ বিস্তার করেছেন, যাঁরা এ যজ্ঞ অন্নের দ্বারা ধারণ করেছেন, যজ্ঞ বিস্তারকারী দেবগণের যা কিছু ন্যূনতা, তা আমি পূর্ণ করছি। স্বাহা মন্ত্রে হোম করা হচ্ছে, মহাবীর মিলিত হয়ে দেবগণের প্রতি যান। ৬১।১ ॥ যে যজ্ঞের আহুতির ফল বহুরূপে বিস্তৃত হয়ে দিক্‌ভেদে আট প্রকারে স্বর্গলোক ব্যাপ্ত করে, হে যজ্ঞ, সে তুমি আমার প্রজাগণে মহত্ত্ব দাও। আমিও তোমার প্রসাদে ধনের পুষ্টি ও অকাল মৃত্যু রহিত পরমায়ু লাভ করব। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬২।১ ॥ হে সোম, তুমি এস, স্বর্ণ, অশ্ব, বীরত্ব আমাকে দাও। ধেনু ও অন্ন দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ৬৩।১ ॥

নবম অধ্যায়

মন্ত্র : দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাজং নঃ স্বদতু স্বাহা ॥ ১ ॥ ধ্রুবসদং ত্বা নৃষদং মনঃসদমুপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্। অপ্সুষদং ত্বা ঘৃতসদং ব্যোমসদমুপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্। পৃথিবিসদং ত্বাঽন্তরিক্ষসদং দিবিসদং দেবসদং নাকসদমুপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্ ॥ ২ ॥ অপাং রসমুদ্বয়সং সূর্যে সন্তং সমাহিতম্। অপাং রসস্য যো রসস্তং বো গৃহ্ণাম্যুত্তমমুপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্ ॥ ৩ ॥ গ্রহা উর্জাহুতয়ো ব্যন্তো বিপ্রায় মতিম্। তেষাং বিশিপ্রিয়াণাং বোঽহমিষমূর্জং সমগ্রভমুপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্। সম্পৃচৌ স্থঃ সং মা ভদ্রেণ পৃঙ্‌ক্তম্ বিপৃচৌ স্থো বি মা পাপ্মনা পৃঙ্‌ক্তম্ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বাজসাস্ত্বয়ায়ং বাজং সেত্। বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে। যস্যামিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ তস্যাং নো দেবঃ সবিতা ধর্ম সাবিষৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে সকলের প্রেরক অন্তর্যামী দেব, যজ্ঞ প্রবর্তন কর, অনুষ্ঠান-রূপ ঐশ্বর্যের জন্য যজমানকে প্রেরণ কর। তোমার প্রসাদে দিব্য রশ্মিগণের ধারক, অন্নের পাবক সূর্যমণ্ডলরূপ দেব আমাদের অন্ন শোধন করুন। প্রজাপতি আমাদের হবিরূপে অন্ন আস্বাদন করুন। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, বাগ সিদ্ধ হোক। ১।১ ॥ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ধ্রুবসদ, নৃসদ মনসদ ও

প্রিয় তোমাকে ইন্দ্রের জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রিয়তম তোমার ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, উদকসদ, ঘৃতসদ, ব্যোমসদ, প্রিয় তোমায় ইন্দ্রের জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রিয়তম তোমায় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপন করছি। তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, পৃথিবীসদ, অন্তরিক্ষসদ, দিবিসদ, দেবসদ, সুখময় স্বর্গে অবস্থিত প্রিয় তোমায় ইন্দ্রের জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রিয়তম তোমায় ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ২।৯ ॥ সূর্যে স্থাপিত অন্নের প্রকাশক জলের সারভূত বায়ু আমি গ্রহণ করছি। জলের রসরূপ বায়ুর যে রস; তা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, হে দেবগণ, তোমাদের জন্য সে উত্তম প্রজাপতি আমি গ্রহণ করছি অর্থাৎ সোমরূপ বায়ু ও তদভিমানী প্রজাপতি আমি গ্রহণ করছি। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রিয়তম তোমায় ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করছি। ৩।৩ ॥ হে গ্রহগণ, বিশিপ্র (হনুচলনের ব্যাপার রহিত) তোমাদের সম্বন্ধীয় অন্ন ও রস আমি গ্রহণ করছি; যে তোমরা অন্নরসের আহর্তা ও মেধাবী ইন্দ্রের বিশিষ্ট বুদ্ধি দানকারী। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছে, ইন্দ্রের জন্য প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রিয়তম তোমায় ইন্দ্রের নিমিত্ত স্থাপন করছি। তোমরা মিলিত হয়ে আমাকে কল্যাণের সাথে যুক্ত কর। তোমরা বিযুক্ত হয়ে আমার পাপ থেকে পৃথক্ কর। ৪।৫ ॥ (হে রথ), তুমি ইন্দ্রের বজ্র, অন্নের দাতা, এ যজমান তা. সাহায্যে বহু অন্নযুক্ত হোক। অন্নের অনুজ্ঞায় বর্তমান আমরা ভূমিকে জগতের নির্মাত্রী, মহতী ও অদীনা করব। সকল প্রাণিজাত যাতে প্রবিষ্ট, সবিতা দেব সে ভূমিতে আমাদের ধারণ করুন। ৫।১ ॥

টীকা: ১। কেতপূঃ শব্দে অন্নের পাবক। গন্ধর্ব শব্দে রশ্মিগণের ধারক। ২। ধ্রুবপদ প্রভৃতি স্থানে ধ্রুব স্থির যাদের স্থান, এরূপ অর্থ করতে হবে।

মন্ত্র: অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তিষ্বশ্বা ভবত বাজিনঃ। দেবীরাপো যো ব ঊর্মিঃ প্রতূর্তিঃ ককুন্মান্ বাজসাস্তেনায়ং বাজং সেৎ ॥ ৬ ॥ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রেঽশ্বময়ুঞ্জংস্তে অস্মিঞ্জবমা দধুঃ ॥ ৭ ॥ বাতরংহা ভব বাজিন্যুজ্যমান ইন্দ্রস্যেব দক্ষিণঃ শ্রিয়েধি। যুঞ্জন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদস আ তে ত্বষ্টা পৎসু জবং দধাতু ॥ ৮ ॥ জবো যস্তে বাজিন্নিহিতো গুহা যঃ শ্যেনে পরীত্তো অচরচ্চ বাতে। তেন নো বাজিন্ বলবান্ বলেন বাজজিচ্চ ভব সমনে চ পারয়িষ্ণুঃ। বাজিনো বাজজিতো বাজং সরিষ্যন্তো বৃহস্পতের্ভাগমবজিঘ্রত ॥ ৯ ॥ দেবস্যাহং সবিতুঃ সবে সত্যসবসো বৃহস্পতেরুত্তমং নাকং রুহেয়ম্। দেবস্যাহং সবিতুঃ সবে সত্যসবস ইন্দ্রস্যোত্তমং নাকং রুহেয়ম্। দেবস্যাহং সবিতুঃ সবে সত্যপ্রসবসো বৃহস্পতেরুত্তমং নাকমরুহম্। দেবস্যাহং সবিতুঃ সবে সত্যপ্রসবস ইন্দ্রস্যোত্তমং নাকমরুহম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ: জলের মধ্যে অমৃত ও আরোগ্য পুষ্টিকর ঔষধ আছে, হে অশ্বগণ, তোমার সে জলে অন্নযুক্ত ও তার ভাগী হও। হে জলদেবীগণ, তোমাদের যে বেগশালী ককুৎসদৃশ উন্নত কল্লোল আছে, তাতে সিক্ত হয়ে এ অশ্ব অন্নযুক্ত হোক। ৬।২ বায়ু, ইন্দ্রিয়, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভূমির ধারক, তারা পূর্বে অশ্বকে রথে যুক্ত করেছিল এবং তারা এ অশ্বে বেগ স্থাপন করেছিল। ৭।১ ॥ হে বেগবান অশ্ব, তুমি রথে যুক্ত হয়ে বায়ুর মত বেগযুক্ত হও এবং দক্ষিণভাগে স্থিত ইন্দ্রের অশ্বের মত শোভা ধারণ কর। সর্বজ্ঞ মরুৎগণ হে অশ্ব, তোমায় রথে

যুক্ত করুন এবং ত্বষ্টাদেব, হে অশ্ব, তোমার পায়ে বেগ স্থাপন করুন। ৮।১।
হে অশ্ব, তোমার যে বেগ হৃদয়প্রদেশে স্থাপিত, শ্যেনপক্ষীতে তোমার প্রদত্ত যে বেগ প্রবর্তিত হয় এবং বায়ুতে প্রদত্ত যে বেগ বিচরণ করে, সে ত্রিবিধ বলে বলবান হয়ে আমাদের অন্নের জেতা হও ও সংগ্রামে আমাদের উদ্ধারক হও। অন্নের জেতা অন্নের প্রতি গমনকারী হে অশ্বগণ, তোমরা বৃহস্পতির ভাগ (চরু) আঘ্রাণ কর। ৯।২ সত্যপ্রতিজ্ঞ সবিতা দেবের আদেশে বর্তমান আমি বৃহস্পতির উৎকৃষ্ট স্বর্গে আরোহণ করি। সত্যসন্ধ সবিতা দেবের অনুজ্ঞাতে আমি ইন্দ্রের উত্তম স্বর্গে আরোহণ করি। সত্যপ্রতিজ্ঞ সবিতা দেবের আদেশে আমি বৃহস্পতির উত্তম স্বর্গে গিয়েছিলাম। সত্যপ্রতিজ্ঞ সবিতাদেবের আদেশক্রমে আমি ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট স্বর্গে গিয়েছিলাম। ১০।৪।

মন্ত্র : বৃহস্পতে বাজং জয় বৃহস্পতয়ে বাচং বদত বৃহস্পতিং বাজং জাপয়ত। ইন্দ্র বাজং জয়েন্দ্রায় বাচং বদতেন্দ্রং বাজং জাপয়ত। ১১ ॥ এষা বঃ সা সত্যা সংবাগভূদ্যয়া বৃহস্পতিং বাজমজীজপতাজীজপত বৃহস্পতিং বাজং বনস্পতয়ো বিমুচ্যধ্বম্। এষা বঃ সা সত্যা সংবাগভূদ্যয়েন্দ্রং বাজমজীজপতাজীজপতেন্দ্রং বাজং বনস্পতয়ো বিমুচ্যধ্বম্ ॥ ১২ ॥ দেবস্যাহং সবিতুঃ সবে সত্যপ্রসবসো বৃহস্পতের্বাজজিতো বাজং জেষম্। বাজিনো বাজজিতোঽধ্বন স্কভ্নুবন্তো যোজনা মিমানাঃ কাষ্ঠাং গচ্ছত ॥ ১৩ ॥ এষ স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি। ক্রতুং দধিক্রা অনু সংসনিষ্যদৎপথামঙ্কাংস্যন্বাপ-নীফণত্ স্বাহা ॥ ১৪ ॥ উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনুবাতি প্রগর্ধিনঃ। শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অঙ্কসং পরি দধিক্রাব্ণ সহোর্জা তরিত্রতঃ স্বাহা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : (হে দুন্দুভিসকল), তোমরা বৃহস্পতিকে 'হে বৃহস্পতি, তুমি অন্ন জয় কর'—এ কথা বল এবং বৃহস্পতির অন্নজয় করিয়ে দাও। তোমরা ইন্দ্রকে বল, 'হে ইন্দ্র, অন্ন জয় কর' এবং ইন্দ্রের অন্নজয় করিয়ে দাও। ১১।২ ॥ তোমাদের এ বাক্য সত্য হয়েছিল, যে বাক্যে অধিকরূপে বৃহস্পতির অন্ন জয় করিয়েছিলে। হে বনস্পতিগণ (বনস্পতির বিকার দুন্দুভিগণ), তোমরা কৃতকৃত্য হয়ে বিমোচন কর। তোমাদের এ বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল, যে বাক্যে তোমরা অত্যন্তরূপে ইন্দ্রের অন্ন জয় করিয়েছিলে। হে বনস্পতিগণ, তোমরা কৃতকৃত্য হয়ে বিমুক্ত কর। ১২।২ ॥ সত্যপ্রতিজ্ঞ সবিতাদেবের অনুজ্ঞায় বর্তমান আমি অন্নজেতা বৃহস্পতির অন্ন জয় করব। হে অশ্বগণ, তোমরা উৎকর্ষ লাভ কর, যে তোমরা অন্নের জেতা, পথের রুদ্ধকারী ও যোজনের শীঘ্র পরিচ্ছিন্নকারী। ১৩।২ ॥ এ সে অশ্ব, যে গ্রীবা, কক্ষা ও মুখে রজ্জুবিশেষের দ্বারা বদ্ধ হয়ে কশাঘাতে শীঘ্র পথ অতিক্রম করে। এ অশ্ব পাষণ, গর্ত, কণ্টকাদি অতিক্রম করে। অভিপ্রায় অনুসারে গমন করে, উচু নীচু পথ অতিশীঘ্র অতিক্রম করে। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সিদ্ধ হোক। ১৪।১ ॥ শীঘ্র গমনশীল পাখীর উৎক্ষিপ্ত পাখার মত দ্রুতগামী শেষ সীমায় গমনাকাঙ্ক্ষী এ অশ্বের কণ্ঠচামরাদি দেখা যাচ্ছে। শ্যেনের মত বেগগামী, পর্বতাদির অতিক্রমকারী, বলের সাথে ত্বরিত গতিযুক্ত এ অশ্ব। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হোক। ১৫।১

মন্ত্র : শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ। জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুযবন্নমীবাঃ ॥ ১৬ ॥ তে নো অর্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বে শৃণ্বন্তু বাজিনো মিতদ্রবঃ। সহস্রসা মেধসাতা সনিষ্যবো মহো যে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ॥ ১৭ ॥ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি-

দেবযানৈঃ ॥ ১৮ ॥ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ। বাজিনো বাজজিতো বাজং সসৃবাংসো বৃহস্পতের্ভাগমবজিঘ্রত নিমৃজানাঃ ॥ ১৯ ॥ আপয়ে স্বাহা স্বাপয়ে স্বাহা-ঽপিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা বসবে স্বাহাঽহর্পতয়ে স্বাহা ঽহ্নে মুগ্ধায় স্বাহা মুগ্ধায় বৈনংশিনায় স্বাহা বিনংশিন আন্ত্যায়নায় স্বাহাঽন্ত্যায় ভৌবনায় স্বাহা ভুবনস্য পতয়ে স্বাহা ঽধিপতয়ে স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ: দৈব যজ্ঞে আহূত হয়ে অশ্বগণ আমাদের সুখকর হোক। পরিমিত গতিশীল, সুশ্রী, সর্প, বৃক ও রাক্ষসগণের বিনাশকারী সে অশ্বগণ দ্রুত আমাদের ব্যাধি দূর করুক। ১৬।১ ॥ সকল অশ্বগণ আমাদের আহ্বান শুনুক। তারা কুটিলগতি, হবন শ্রবণকারী, যজমানের চিত্ত অনুসারে পরিমিতগামী। যে অশ্বগণ বহুজনের তৃপ্তিকর অন্নরাশির দাতা, যজ্ঞশালার পূরক, সংগ্রামে মহৎ ধন এনেছিল (সে অশ্বগণ আমাদের আহ্বান শুনুক)। ১৭।১ ॥ হে অশ্বগণ, মেধাবী; অমব, সত্যজ্ঞ তোমরা সমস্ত অন্ন ও ধন উপস্থিত হলে আমাদের পালন কর। তোমরা এ মধুর হবি পান কর, তৃপ্ত হও, তৃপ্ত হয়ে দেবযান পথে চলে যাও। ১৮।১ ॥ অন্নের উৎপত্তি আমাতে আসুক, সর্বরূপাত্মক এ দ্যাবাপৃথিবী আমার প্রতি আসুক। আমাদের পিতা ও মাতা আমার প্রতি আসুন। স্বামী, অমৃতত্ব লাভের জন্য সোম আমার প্রতি আসুক। হে অশ্বগণ, অন্নের জেতা, অন্নের প্রতি গতিশীল, যজমানের শোধনকারী তোমরা বৃহস্পতির ভাগ (চরু) আঘ্রাণ কর। ১৯।২ ॥ আপির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সেরূপ স্বাপির উদ্দেশে স্বাহা, অপিজের উদ্দেশে স্বাহা, ক্রতুর উদ্দেশে স্বাহা, বসুর উদ্দেশে স্বাহা, দিবসের পতির উদ্দেশে স্বাহা, মুগ্ধ দিনের উদ্দেশে স্বাহা, বিনাশশীল মোহকের উদ্দেশে স্বাহা, অন্তে উৎপন্ন বিনাশশীলের উদ্দেশে স্বাহা, অন্ত্য ভৌতিক পদার্থের উদ্দেশে স্বাহা, জগতের পালকের উদ্দেশে স্বাহা, সর্বলোকের অধিপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২০।১২ ॥

টীকা: ১৬। দেবতাতিঃ—দেবগণের কর্ম যেখানে হয়, যজ্ঞ অর্থ। ১৭। এ কণ্ডিকায় সংবসর অভিমানী দ্বাদশ প্রজাপতির স্তুতি করা হয় হ। আপি, স্বাপি, অপিজ, ক্রতু, বসু (নিবাসের হেতু) প্রভৃতি বারটি যে প্রজাপতির নাম।

মন্ত্র: আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্। প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম ॥ ২১ ॥ অস্মে বো অস্ত্বিন্দ্রিয়মস্মে নৃম্নমুত ক্রতুরস্মে বর্চাংসি সন্তু বঃ। নমো মাত্রে পৃথিব্যৈ নমো মাত্রে পৃথিব্যা ইয়ং তে রাড্ যন্তাঽসি যমনো ধ্রুবোঽসি ধরুণঃ। কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা ॥ ২২ ॥ বাজস্যেমং প্রসবঃ সুষুবেঽগ্রে সোমং বাজানমোষধীষ্বপ্সু। তা অস্মভ্যং মধুমতীর্ভবন্তু বয়ং রাষ্ট্রে জাগৃযাম পুরোহিতাঃ স্বাহা ॥ ২৩ ॥ বাজস্যেমাং প্রসবঃ শিশ্রিয়ে দিবমিমাং চ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাট্। অদিৎসন্তং দাপয়তি প্রজানন্ত্ স নো রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতু স্বাহা ॥ ২৪ ॥ বাজস্য নু প্রসব আ বভূবেমা চ বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ। সনেমি রাজা পরি যাতি বিদ্বান্ প্রজাং পুষ্টিং বর্ধয়মানো অস্মে স্বাহা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ: আমার আয়ু বাজপেয় নামক যজ্ঞের নিমিত্ত হোক, প্রাণবায়ুও এ যজ্ঞের জন্য হোক, চক্ষু ইন্দ্রিয় যজ্ঞের জন্য হোক, শ্রোত্রেন্দ্রিয় যজ্ঞের জন্য হোক,

পৃষ্ঠদেশ যজ্ঞের জন্য হোক। আমার বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু যোগ্য হোন। আমরা প্রজাপতির অপত্যরূপে জন্মেছি, আমরা স্বর্গ লাভ করব ও অমৃত হব। ২১।১॥ হে দিক্‌দেবগণ, তোমাদের সামর্থ্য আমাদের হোক, তোমাদের ধন আমাদের হোক, তোমাদের কর্ম আমাদের হোক, তোমাদের তেজ আমাদের হোক। মাতৃরূপা পৃথিবীকে নমস্কার, মাতা পৃথিবীকে নমস্কার। এ তোমার রাজ্য। হে যজমান, তুমি সকলের নিয়ন্তা, নিজের সংযমন কর্তা হও, তুমি স্থির, তুমি ধারক, কর্ষণের জন্য, লব্ধ বস্তু রক্ষণের জন্য, ধনের জন্য, পশু পুত্রাদি পুষ্টির জন্য তোমায় উপবেশন করাচ্ছি। ২২।৪ ॥ অন্নের উৎপাদক প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথমে ওষধি ও জলে এ দীপ্তিমান সোমকে উৎপন্ন করেছিলেন। যে ওষধি ও জল আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক। তাদের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমরা রাষ্ট্রে অপ্রমত্ত হব এবং যাগাদি অনুষ্ঠানে পুরোগামী হব। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সিদ্ধ হোক। ২৩।১ ॥ অন্নের উৎপাদক ঈশ্বর এ পৃথিবী, দ্যুলোক এবং এ সকল ভূতজাত আশ্রয় করে আছেন। তিনি সমস্ত ভুবনের রাজা, হবি প্রদানে ইচ্ছুক আমাকে জেনে আমার বুদ্ধি প্রেরণের দ্বারা হবি দেয়ায়ে থাকেন। তিনি সমস্ত পুত্র ভৃত্যাদি যুক্ত ধন আমাদের অধীন করে দিন। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৪।১ ॥ অন্নের উৎপাদক প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সকল ভূতজাত সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরন্তন রাজা, নিজের অধিকার জেনে আমাদের প্রজা ও ধনপুষ্টি বৃদ্ধি করে স্বেচ্ছায় সর্বত্র বিচরণ করেন। ২৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ সোমং রাজানমবসেঽগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং স্বাহা ॥ ২৬ ॥ অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়। বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনং স্বাহা ॥ ২৭ ॥ অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রতি নঃ সুমনা ভব। প্র নো যচ্ছ সহস্রজিৎ ত্বং হি ধনদা অসি স্বাহা ॥ ২৮ ॥ প্র নো যচ্ছত্বর্যমা প্র পূষা প্র বৃহস্পতিঃ। প্র বাগ্দেবী দদাতু নঃ স্বাহা ॥ ২৯ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রিয়ে দধামি বৃহস্পতেষ্ট্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চাম্যসৌ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের রক্ষার জন্য রাজা সোম, বৈশ্বানর অগ্নি, দ্বাদশ আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিকে আমরা আহ্বান করছি। আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৬।১ ॥ হে ঈশ্বর, আমাদের ধন দানের জন্য বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী, সরস্বতী, বিষ্ণু, সকলের উৎপাদক অন্নবান্ সূর্যকে প্রেরণ কর। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৭।১ ॥ হে অগ্নি, এ কর্মে তুমি আমাদের মঙ্গল বল, আমাদের প্রতি করুণার্দ্রচিত্ত হও। হে সহস্রজিৎ, তুমি ধনের দাতা, আমাদের ধন দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৮।১ ॥ অর্যমা আমাদের অভীষ্ট দান করুন, সেরূপ পূষা, বৃহস্পতি ও বাগ্দেবী আমাদের অভীষ্ট দান করুন। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২৯।১ ॥ সবিতা দেবতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমায় (যজমানকে) বাক্যের নিয়ন্ত্রী সরস্বতীর অধীনে স্থাপন করছি এবং বৃহস্পতির সাম্রাজ্যে তোমায় অভিষিক্ত করছি। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিরেকাক্ষরেণ প্রাণমুদজয়ত্তমুজ্জেষমশ্বিনৌ দ্ব্যক্ষরেণ দ্বিপদো মনুষ্যানুদজয়তাং তানুজ্জেষং বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ ত্রীঁল্লোকানুদজয়ত্তানুজ্জেষং সোমশ্চতুরক্ষরেণ চতুষ্পদঃ পশূনুদজয়ত্তানুজ্জেষম্ ॥ ৩১ ॥ পূষা পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চ দিশ

উদজয়ত্তা উজ্জেষং সবিতা ষড়ক্ষরেণ ষড়্ ঋতূনুদজয়ত্তানুজ্জেষং মরুতঃ সপ্তাক্ষরেণ সপ্ত গ্রাম্যান্ পশূনুদজয়ংস্তানুজ্জেষং বৃহস্পতিরষ্টাক্ষরেণ গায়ত্রীমুদজয়ত্তামুজ্জেষম্ ।। ৩২ ॥ মিত্রো নবাক্ষরেণ ত্রিবৃতং স্তোমমুদজয়ত্তমুজ্জেষং বরুণো দশাক্ষরেণ বিরাজমুদজয়ত্তামুজ্জেষমিন্দ্র একাদশাক্ষরেণ ত্রিষ্টুভমুদজয়ত্তামুজ্জেষং বিশ্বে দেবা দ্বাদশাক্ষরেণ জগতীমুদজয়ংস্তামুজ্জেষম্ ।। ৩৩ ॥ বসবস্ত্রয়োদশাক্ষরেণ ত্রয়োদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষং রুদ্রাশ্চতুর্দশাক্ষরেণ চতুর্দশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমাদিত্যাঃ পঞ্চদশাক্ষরেণ পঞ্চদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমদিতিঃ ষোড়শাক্ষরেণ ষোড়শং স্তোমমুদজয়ত্তমুজ্জেষং প্রজাপতিঃ সপ্তদশাক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোমমুদজয়ত্তমুজ্জেষম্ ।। ৩৪ ॥ এষ তে নির্ঋতে ভাগস্তং জুষস্ব স্বাহা ২গ্নিনেত্রেভ্যো দেবেভ্যঃ পুরঃসদ্ভ্যঃ স্বাহা যমনেত্রেভ্যো দেবেভ্যো দক্ষিণাসদ্ভ্যঃ স্বাহা বিশ্বদেবনেত্রেভ্যো দেবেভ্যঃ পশ্চাৎসদ্ভ্যঃ স্বাহা মিত্রাবরুণনেত্রেভ্যো বা মরুন্নেত্রেভ্যো বা দেবেভ্য উত্তরাসদ্ভ্যঃ স্বাহা সোমনেত্রেভ্যো দেবেভ্য উপরিসদ্ভ্যো দুবস্বদ্ভ্যঃ স্বাহা ।। ৩৫ ॥

অনুবাদ : অগ্নি একাক্ষর ছন্দে প্রাণ জয় করেছেন, আমিও সেরূপ প্রাণ জয় করব। অশ্বিদ্বয় দুটি অক্ষর ছন্দে দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষদের জয় করেছেন, আমি তা দ্বারা তাদের জয় করব। বিষ্ণু তিন অক্ষর ছন্দে তিন লোক জয় করেছেন, আমিও তা দ্বারা ত্রিভুবন জয় করব। সোম চার অক্ষর ছন্দে চতুষ্পদ পশুগণকে জয় করেছেন, আমি তা দ্বারা তাদের জয় করব। ৩১।৪ ॥ পূষা দেবতা পাঁচ অক্ষর ছন্দে পাঁচ দিক জয় করেছেন, সেরূপ আমি তা জয় করব। সবিতা ছয় অক্ষর ছন্দে ছয় ঋতু জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। মরুৎগণ সাত অক্ষর ছন্দে গরু প্রভৃতি সাতটি গ্রাম্য পশু জয় করেছেন, সেরূপ আমি তাদের জয় করব। বৃহস্পতি অষ্ট অক্ষরাত্মক ছন্দে গায়ত্রী ছন্দের অভিমানিনী দেবতাকে জয় করেছেন, সেরূপ আমিও তাদৃশী গায়ত্রীকে জয় করব। ৩২।৪ ॥ মিত্র নয় অক্ষর ছন্দে ত্রিবৃত স্তোম জয় করেহেন, আমি ও সেরূপ স্তোম জয় করব। বরুণ দেব দশ অক্ষর ছন্দে বিরাট্ ছন্দ অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করব। ইন্দ্র দেব একাদশ অক্ষর ছন্দে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করব। বিশ্ব দেবগণ দ্বাদশ অক্ষর ছন্দে জগতী অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করব। ৩৩।৪ ॥ বসুগণ ত্রয়োদশ অক্ষর ছন্দে ত্রয়োদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে স্তোম জয় করব। রুদ্রদেবগণ চতুর্দশ অক্ষর ছন্দে চতুর্দশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। আদিত্য দেবগণ পঞ্চদশ অক্ষর ছন্দে পঞ্চদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। দেবমাতা অদিতি ষোড়শ অক্ষর ছন্দে স্তোম জয় করেছেন, তা দ্বারা আমিও তাকে জয় করব। প্রজাপতি সপ্তদশ অক্ষর ছন্দে সপ্তদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে ছন্দ সে স্তোম জয় করব। ৩৪।৫ ॥ হে পৃথিবী, এ তোমার ভাগ, তা তুমি সেবা কর। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যজ্ঞ সিদ্ধ হোক্। অগ্নি যাদের নেতা, সে পূর্ব দিকস্থ দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। যম যাদের নেতা, সে দক্ষিণ দিকস্থ দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি বিশ্বদেব যাদের নেতা, সে পশ্চাৎ দিকস্থ দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। মিত্র ও বরুণ যাদের নেতা অথবা মরুৎ যাদের নেতা উত্তর দিকস্থ সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সোম যাদের নেতা, সে উপরিস্থিত হব্যযুক্ত দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৫।৬ ॥

টীকা : ৩১। অর্যমা—সূর্যবিশেষ (মহীধর)। ৩৪। এ মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়, অথবা একটি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। ৩৫। নির্ঋতি

শব্দে এখানে পৃথিবী অর্থ। দুবস্বদ্ভ্যঃ—পরিচর্যা জানেন। অথবা দুবঃ শব্দে হব্য অর্থ, তা যাদের আছে এ অর্থে হব্যবান দেবগণকে বোঝাচ্ছে।

মন্ত্র ঃ যে দেবা অগ্নিনেত্রাঃ পুরঃসদস্তেভ্যঃ স্বাহা যে দেবা যমনেত্রা দক্ষিণাসদস্তেভ্যঃ স্বাহা যে দেবা বিশ্বদেবনেত্রাঃ পশ্চাৎসদস্তেভ্যঃ স্বাহা যে দেবাঃ মিত্রাবরুণনেত্রা বা মরুন্নেত্রা বোত্তরাসদস্তেভ্যঃ স্বাহা যে দেবা সোমনেত্রা উপরিসদো দুবস্বন্তস্তেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৩৬ ॥ অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিমাতীরপাস্য। দুষ্টরস্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসি ॥ ৩৭ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাম্। উপাংশোর্বীর্যেণ জুহোমি হতং রক্ষঃ স্বাহা রক্ষসাং ত্বা বধায়াবধিষ্ম রক্ষোঽবধিষ্মামুমসৌ হতঃ ॥ ৩৮ ॥ সবিতা ত্বা সবানাং সুবতামগ্নির্গৃহপতীনাং সোমো বনস্পতীনাম্। বৃহস্পতির্বাচ ইন্দ্রো জ্যৈষ্ঠ্যায় রুদ্রঃ পশুভ্যো মিত্রঃ সত্যো বরুণো ধর্মপতীনাম্ ॥ ৩৯ ॥ ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ এষ বোঽমী রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ॥ ৪০ ॥

[কণ্ডিকা-৪০ ঃ মন্ত্র-১১৭]

অনুবাদ ঃ অগ্নি যে দেবগণের নায়ক, পূর্ব দিকস্থ সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। যম যে দেবগণের নায়ক, দক্ষিণ দিকস্থ সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বিশ্বদেব যে দেবগণের নায়ক, পশ্চাৎ দেশে স্থিত সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। মিত্র ও বরুণ যে দেবগণের নায়ক, অথবা মরুৎ যাদের নায়ক, উত্তর দিকস্থ সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সোম যে দেবগণের নায়ক, উপরিস্থিত হব্যবান্ সে দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৬।৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি শত্রুসেনা অভিভূত কর, শত্রুদের দূর কর। দুর্নিবার তুমি শত্রু বিনাশ করে যজ্ঞনির্বাহক যজমানে অন্ন ধারণ কর। ৩৭।১ ॥ সবিতা দেবতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা উপাংশুর শক্তিতে আমি হোম করছি। রাক্ষস জাতি নিহত হয়েছে,যাগ সিদ্ধ হোক। রাক্ষসগণের নাশের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। আমরা রাক্ষসগণ বধ করব। সে হত হয়েছে। ৩৮।৩ ॥ হে যজমান, সবিতা তোমায় সকলের আজ্ঞাদানে অধিকারী করুন, অগ্নি গৃহস্থের আধিপত্যে তোমায় প্রেরণ করুণ, সোম বনস্পতির আধিপত্যে, বৃহস্পতি পাণ্ডিত্যে, ইন্দ্রদেব জ্যেষ্ঠভাবের জন্য, রুদ্র পশুগণের আধিপত্যে তোমায় প্রেরণ করুন। মিত্রদেব সত্য বাক্যের জন্য, বরুণ ধর্মশীলগণের আধিপত্যে তোমায় প্রেরণ করুন। ৩৯।৮ ॥ হে দেবগণ, এ যজমানকে শত্রুহীন করে প্রেরণ কর। মহান ক্ষত্রপদবীর জন্য, মহান জ্যেষ্ঠভাবের জন্য, বিশাল জনপদের আধিপত্যে, আত্মজ্ঞান সমর্থের জন্য এ যজমানকে প্রেরণ কর। অমুকের পুত্র, অমুক দেবীর পুত্র, অমুক দেশের প্রজার অধিপতি, অমুক দেশের এ রাজা হোক। কিন্তু ব্রাহ্মণ আমাদের সোম রাজা হোন। ৪০।১ ॥

টীকা ঃ ৩৮। উপাংশুঃ—প্রথম গ্রহ, তার সামর্থে আমি হোম করছি এ অর্থ। ৪০। এ মন্ত্রে অমুষ্য, অমুষ্যৈ, অমী ইত্যাদি স্থলে তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে। যথা অমুকের পুত্র অর্থাৎ পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে। সেরূপ অমুষ্যৈ স্থলে মাতার নাম উল্লেখ করতে হবে। মহীধর তাঁর টীকায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

দশম অধ্যায়

অপো দেবা মধুমতীরগৃভ্ণন্নূর্জস্বতী রাজস্বশ্চিতানাঃ। যাভির্মিত্রাবরুণা-বভ্যষিঞ্চন্যাভিরিন্দ্রমনয়ন্নত্যরাতীঃ। ১॥ বৃষ্ণ ঊর্মিরসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দেহি স্বাহা। বৃষ্ণ ঊর্মিরসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দেহি। বৃষসেনোঽসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দেহি স্বাহা। বৃষসেনোঽসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দেহি ॥ ২ ॥ অর্থেত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহাঽর্থেত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্তৌজস্বতী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহৌজস্বতী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্তাপঃ পরিবাহিণী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহাপঃ পরিবাহিণী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্তাপাং পতিরসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দেহি স্বাহাপাং পতিরসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দেহ্যপাং গর্ভোঽসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দেহি স্বাহাপাং গর্ভোঽসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দেহি ॥ ৩ ॥ সূর্যত্বচস স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। সূর্যত্বচস স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। সূর্যবর্চস স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। সূর্যবর্চস স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। মান্দা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। মান্দা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। ব্রজক্ষিত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। ব্রজক্ষিত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। বাশা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। বাশা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। শবিষ্ঠা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। শবিষ্ঠা স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত শক্করী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা। শক্করী স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। জনভৃত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা জনভৃত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। বিশ্বভৃত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রং মে দত্ত স্বাহা, বিশ্বভৃত স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্তাপঃ স্বরাজ স্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। মধুমতী র্মধুমতীভিঃ পৃচ্যন্তাং মহি ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ায় বন্বানাং অনাধৃষ্টাঃ সীদত সহৌজসো মহি ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ায় দধতীঃ ॥ ৪ ॥ সোমস্য ত্বিষিরসি তবেব মে ত্বিষির্ভূয়াৎ। অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা সবিত্রে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা পূষ্ণে স্বাহা বৃহস্পতয়ে স্বাহেন্দ্রায় স্বাহা ঘোষায় স্বাহা শ্লোকায় স্বাহা অংশায় স্বাহা ভগায় স্বাহাঽর্যম্ণে স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : ইন্দ্রাদি দেবগণ যে জল গ্রহণ করেছিলেন, সে [illegible] আমি গ্রহণ করছি। সে জল মধুর স্বাদযুক্ত, অন্নরস বিশিষ্ট, রাজগণের উৎপাদক, চেতন-সম্পন্ন ; যে জল দিয়ে দেবগণ মিত্র ও বরুণের অভিষেক করেছিলেন এবং যে জল দিয়ে দেবগণ শত্রুকে অতিক্রম করে ইন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১।১ ॥ তুমি বর্ষণশীল জলের ঊর্মিসদৃশ, রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বর্ষণশীল তুমি ঊর্মিসদৃশ, রাষ্ট্রের দাতা, অমুককে (অমুক যজমানকে) জনপদ দাও। তুমি সেচনসমর্থ জলরাশিরূপ, রাষ্ট্রের দাতা অমুককে রাষ্ট্র দাও। ২।৪ ॥ প্রয়োজনে যজ্ঞস্থানে গমনকারী তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। প্রয়োজন বশতঃ যজ্ঞস্থলে গমনকারী তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। হে জলদেবীগণ, তোমরা বলযুক্ত, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে জলদেবীগণ, তোমরা সকল স্থানে বহনশীল, রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে জলদেবীগণ, তোমরা সকল স্থানে বহন শীল, রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। জলের পালক তুমি, রাষ্ট্রের দাতা তুমি, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। জলের পতি তুমি, রাষ্ট্রের দাতা তুমি, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। জলের মধ্যবর্তী তুমি, রাষ্ট্রের দাতা তুমি, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। জলের

মধ্যবর্তী তুমি, রাষ্ট্রের দাতা তুমি, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। জলের মধ্যবর্তী তুমি, রাষ্ট্রের দতো তুমি, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। ৩।১০॥ হে জলদেবীগণ; তোমরা সূর্যের মত ত্বক্‌সম্পন্ন, রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মান্দ আহুতি দিচ্ছি। সূর্যের ত্বক্‌সম্পন্ন তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। তোমরা সূর্যের মত তেজযুক্ত, রাষ্ট্রের দাতা আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সূর্যের মত তেজযুক্ত তোমরা রাষ্ট্রের দাতা অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। তোমরা আনন্দদায়ক বহুজলযুক্ত, রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। আনন্দদায়ক বহুজলযুক্ত তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। কূপে নিবাসকারী হে জলদেবীগণ, তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। কূপে নিবাসকারী তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। অন্নের জন্য লোকের কাম্য তোমরা রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। লোকে আকাঙ্ক্ষিত তোমরা রাষ্ট্রের দাতা অমুক যজমানে রাষ্ট্র দাও। বলদাতা, রাষ্ট্রের দাতা তোমরা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বলদাতা, রাষ্ট্রদাতা তোমরা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। হে জলদেবীগণ, তোমরা লোক-পালক, রাষ্ট্রের দাতা, রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। লোকপালক, রাষ্ট্রের দাতা, তোমরা অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। তোমরা বিশ্বের রক্ষক, রাষ্ট্রের দাতা, আমায় রাষ্ট্র দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বিশ্বের রক্ষক, রাষ্ট্রের দাতা তোমরা অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। হে জলদেবীগণ, তোমরা স্বরাট্, রাষ্ট্রের দাতা, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র দাও। মধুরসযুক্ত জলসমূহ মধুর স্বাদযুক্ত জলে মিলিত হোক, ক্ষত্রিয় রাজাকে মহৎ ক্ষাত্র বল দিক। হে জলদেবীগণ, রাক্ষসগণের দ্বারা পরাভূত না হয়ে, বলযুক্ত তোমরা ক্ষত্রিয় রাজাকে মহৎ বল দিয়ে এখানে থাক। ৪।২১॥ সোমের দীপ্তি তুমি, তোমার মত আমার কান্তি হোক। অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সেরূপ সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ঘোষ, শ্লোক, অংশ, ভাগ, অর্যমা দেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ৫।১৩॥

মন্ত্র ঃ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। সবিতুর্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। অনিভৃষ্টমসি বাচো বন্ধুস্তপোজাঃ সোমস্য দাত্রমসি স্বাহা রাজস্বঃ॥ ৬॥ সধমাদো দ্যুম্নিনীরাপ এতা অনাধৃষ্টা অপস্যো বসানাঃ। পস্ত্যাসু চক্রে বরুণঃ সধস্থ-মপাং শিশুর্মাতৃতমাস্বন্তঃ॥ ৭॥ ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য জরায্বসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি ক্ষত্রস্য নাভিরসীন্দ্রস্য বার্ত্রঘ্নমসি মিত্রস্যাসি বরুণস্যাসি ত্বয়ায়ং বৃত্রং বধেৎ। দৃবাসি রুজাসি ক্ষুমাসি। পাতৈনং প্রাঞ্চং পাতৈনং প্রত্যঞ্চং পাতৈনং তির্যঞ্চং দিগ্‌ভ্যঃ পাত॥ ৮॥ আবির্মর্যা আবিত্তো অগ্নির্গৃহপতিরাবিত্ত ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা আবিত্তৌ মিত্রাবরুণৌ ধৃতব্রতাবাবিত্তঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিত্তে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুবা-বাবিত্তাদিতিরুরুশর্মা॥ ৯॥ অবেষ্টা দন্দশূকাঃ প্রাচীমা রোহ গায়ত্রী ত্বাবতু রথন্তরং সাম ত্রিবৃৎস্তোমো বসন্ত ঋতুর্ব্রহ্ম দ্রবিণম্॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ আমার সৎ ও অসৎ কর্ম, তোমরা পবিত্র ও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হও। সকলের প্রেরক পরমেশ্বরের প্রেরণায় ছিদ্ররহিত বায়ুর মত পবিত্রকারক ও সূর্যরশ্মির মত জ্ঞানপ্রদ হয়ে তোমাদের পবিত্র করছি। হে জলদেবীগণ, রাক্ষসগণের দ্বারা পরাভূত না হয়ে বাক্যের বন্ধুস্বরূপ, অগ্নিজাত তোমরা সোমের দাতা হও এবং স্বাহা মন্ত্রে পূত হয়ে রাজার উৎপাদক হও। ৬।৩॥ এক পাত্রে আনন্দ প্রাপ্ত, শক্তিশালী, অপরাভূত, কর্মনিপুণ, পাত্রের আচ্ছাদক, গৃহস্বরূপ জগতের নির্মাতা

জলের মধ্যে জলের শিশু বরুণদেব এক সঙ্গে থাকেন। ৭।২ ॥ তুমি ক্ষত্রিয় যজমানের উল্ব, জরায়ু, যোনি ও নাভিস্বরূপ হও। তুমি ইন্দ্রের বৃত্রনাশক হও। মিত্র ও বরুণের সম্বন্ধীয় হও, তোমার দ্বারা এ যজমান বৃত্র বধ করবে। তুমি শত্রুদের বিদীর্ণ কর, তাদের ভঙ্গ কর, ও তাদের কাঁপায়ে দাও। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর সকল দিকে অবস্থিত যজমানের রক্ষা কর। ৮।৪ ॥ হে মনুষ্য ঋত্বিকগণ, কর্মের অনুষ্ঠান কর। গৃহপতি অগ্নি প্রকট হয়েছে, প্রভূত কীর্তি সম্পন্ন ইন্দ্র প্রকট হয়েছে, ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ প্রকট হয়েছে, সর্বজ্ঞ পূষা প্রকট হয়েছে ; সকলের সুখদায়ক দ্যাবাপৃথিবী প্রকট হয়েছে, মহৎ সুখসম্পন্ন অদিতি প্রকট হয়েছে। ৯।৭ ॥ অত্যন্ত দংশনশীল মৃত্যুর কারণ সর্পতুল্য যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ বিনষ্ট হোক। হে যজমান, তুমি পূর্ব দিক আক্রমণ কর, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ তোমায় রক্ষা করুক, সামের মধ্যে রথান্তর সাম তোমায় রক্ষা করুক, স্তোমের মধ্যে ত্রিবৃৎ স্তোম তোমার রক্ষা করুক, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু তোমায় রক্ষা করুক, ব্রাহ্মণজাতি তোমার ধন রক্ষা করুক। ১০।২ ॥

মন্ত্র : দক্ষিণামারোহ ত্রিষ্টুপ্‌ ত্বাহবতু বৃহৎসাম পঞ্চদশ স্তোমো গ্রীষ্ম ঋতুঃ ক্ষত্রং দ্রবিণম্‌ ॥ ১১ ॥ প্রতীচীমারোহ জগতী ত্বাহবতু বৈরূপং সাম সপ্তদশ স্তোমো বর্ষা ঋতুর্বিড্‌ দ্রবিণম্‌ ॥ ২ ॥ উদীচীমারোহানুষ্টুপ্‌ ত্বাহবতু বৈরাজং সামৈ-কবিংশ স্তোমঃ শরদৃতুঃ ফলং দ্রবিণম্‌ ॥ ১৩ ॥ উর্ধ্বামারোহ পঙ্‌ক্তিস্ত্বাহবতু শাক্বরৈবতে সামনী ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ স্তোমৌ হেমন্তশিশিরাবৃতূ বর্চো দ্রবিণং প্রত্যস্তং নমুচেঃ শিরঃ ॥ ১৪ ॥ সোমস্য ত্বিষিরসি তবেব মে ত্বিষির্ভূয়াৎ। মৃত্যোঃ পাহ্যোজোহসি সহোহস্যমৃতমসি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : হে যজমান, তুমি দক্ষিণ দিক আক্রমণ কর, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ তোমায় রক্ষা করুক, বৃহৎ সাম, পঞ্চদশ স্তোম, গ্রীষ্ম ঋতু তোমায় রক্ষা করুক,। ক্ষত্রিয়-জাতি তোমার ধন রক্ষা করুক, ।১১।১ ॥ হে যজমান, তুমি পশ্চিম দিক আক্রমণ কর, জগতী ছন্দ তোমায় রক্ষা করুক, বৈরূপ সাম, সপ্তদশ স্তোম, বর্ষা ঋতু তোমায় রক্ষা করুক। বৈশ্যজাতি তোমার ধন রক্ষা করুক। ১২।১ ॥ হে যজমান, তুমি উত্তর দিক আক্রমণ কর, অনুষ্টুপ ছন্দ তোমায় রক্ষা করুক, বৈরাজ সাম, একবিংশ স্তোম, শরৎ ঋতু তোমায় রক্ষা করুক। যজ্ঞের ফল তোমার ধন রক্ষা করুক। ১৩।১ ॥ হে যজমান, তুমি উর্ধ্ব দিকে আরোহণ কর, শাক্বর ও রৈবত সাম, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, হেমন্ত ও শিশির ঋতু তোমায় রক্ষা করুক। তেজের অভিমানী দেবতা তোমার ধন রক্ষা করুক। নমুচি অসুরের মস্তক নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ১৪।২ ॥ তুমি সোমের দীপ্তি, তোমার মত আমার কান্তি হোক, মৃত্যু থেকে আমায় রক্ষা কর। তুমি ওজ, তুমি বল, তুমি অমৃত। ১৫।৩ ॥

মন্ত্র : হিরণ্যরূপা উষসো বিরোক উভাবিন্দ্রা উদিথঃ সূর্যশ্চ। আ রোহতং বরুণ মিত্র গর্ত্তং তত শ্চক্ষাথামদিতিং দিতিং চ। মিত্রোহসি বরুণোহসি ॥ ১৬ ॥ সোমস্য ত্বা দ্যুম্নেনাভিষিঞ্চাম্যগ্নের্ভ্রাজসা সূর্যস্য বর্চসেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ। ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতি-রেধ্যতি দিদ্যূন্‌ পাহি ॥ ১৭ ॥ ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ এষ বোহমী রাজা সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ॥ ১৮ ॥ প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠান্না-বশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ। তা আহববৃত্রন্নধরাগুদক্তা অহিং বুধ্ন্যমনু রীয়মাণাঃ। বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু-

মর্মুষ্য পিতাসাবস্য পিতা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। রুদ্র যত্তে ক্রিবি পরং নাম তস্মিন্ হুতমস্যমেষ্টমসি স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মিত্র ও বরুণ, রাতের শেষে সূর্যের উদয়কালে অতিতেজস্বী, পরমেশ্বর তোমরা, গর্ততুল্য রথের উপর উঠে পাপী ও পুণ্যবান লোকদের দেখে থাক। তোমরা শত্রুনিবারক দক্ষিণ বাহু ও মিত্রের মত পালক। ১৬।২ ॥ হে যজমান, চন্দ্রের যশে, অগ্নির দীপ্তিতে, সূর্যের তেজে, ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়ে তোমায় অভিষিক্ত করছি, তুমি ক্ষত্রিয়গণের অধিপতি হও। হে সোম, শত্রুর বাণ দূর করে এ যজমানের রক্ষা কর। ১৭।৪ ॥ হে দেবগণ, এ যজমানকে শত্রুহীন করে প্রেরণ কর। মহান ক্ষত্রপদবীর জন্য, মহান জ্যেষ্ঠভাবের জন্য, বিশাল জনপদের আধিপত্যে আত্মজ্ঞান সমর্থের জন্য এ যজমানকে প্রেরণ কর। অমুকের পুত্র, অমুক দেবীর পুত্র, অমুক দেশের প্রজার অধিপতি, অমুক দেশের এ রাজা হোক। কিন্তু ব্রাহ্মণ আমাদের সোম রাজা হোন। ১৮।২ ॥ বর্ষণকারী আদিত্যের পৃষ্ঠ থেকে বাহির হয়ে স্তুতিশীল জলসমূহ অন্তরিক্ষের ভিতর দিয়ে বর্ষাকালে নিম্নভূমিতে ফিরে আসে। বিষ্ণুর প্রথম পাদক্ষেপে ভূলোক, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদক্ষেপে অন্তরিক্ষ লোক ও বিষ্ণুর তৃতীয় পাদক্ষেপে স্বর্গলোক আক্রান্ত হয়েছে। ১৯।৪ ॥ হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া আর কেউ এ প্রাণিজগৎ সৃষ্টি ও সংহার করতে সমর্থ নয়। অতএব আমরা যে কামনায় তোমার যজ্ঞ করছি, তা সিদ্ধ হোক। এ অমুকের পিতা ও তার পিতা, আমরা পুত্রদের সাথে ধনের পালক হব। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে রুদ্র, তোমার যে হিংসাত্মক উৎকৃষ্ট নাম আছে, সে নামে আমি আহুতি দিচ্ছি, আমাদের গৃহে মঙ্গল দাও, যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২০।২ ॥

টীকা ঃ ১৬। 'গর্তং আরোহতম্'—রথের উপরিভাগ গর্তের মত দেখায় জন্য রথকেই 'গর্ত' বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি মিত্রাবরুণয়োস্ত্বা প্রশাস্ত্রোঃ প্রশিষা যুনজ্মি। অব্যথায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বাঽরিষ্টো অর্জুনো মরুতাং প্রসবেন জয়াপাম মনসা সমিন্দ্রিয়েণ ॥ ২১ ॥ মা ত ইন্দ্র তে বয়ং তুরাষাড়যুক্তাসো অব্রহ্মতা বিদসাম। তিষ্ঠা রথমধি যং বজ্রহস্তা রশ্মীন্ দেব যমসে স্বশ্বান্ ॥ ২২ ॥ অগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা সোমায় বনস্পতয়ে স্বাহা মরুতামোজসে স্বাহেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় স্বাহা। পৃথিবি মাতর্মা মা হিংসীর্মো অহং ত্বাম্ ॥ ২৩ ॥ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২৪ ॥ ইয়দস্যায়ুরস্যায়ুর্ময়ি ধেহি যুঙ্ঙসি বর্চোঽসি বর্চো ময়ি ধেহ্যূর্গস্যূর্জং ময়ি ধেহি। ইন্দ্রস্য বাং বীর্যকৃতো বাহূ অভ্যুপাবহরামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ তুমি ইন্দ্রের বজ্রতুল্য রথ, প্রশাসক মিত্র ও বরুণদেবের শাসনে তোমায় যুক্ত করছি। অহিংসিত অর্জুনতুল্য তোমায় অভয় ও অন্নরসের জন্য গ্রহণ করছি। মরুৎ দেবের আজ্ঞায় তুমি শত্রু জয় কর। আমরা মনের দ্বারা শক্তি পাব। ২১।৭ ॥ হে বজ্রহস্ত দেব, তুমি রথে উঠে ঘোড়ার লাগাম টানছো। হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র, আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া যেরূপ সকল বস্তু ক্ষীণ হয়, সেরূপ আমরা যেন তোমার রথ থেকে বিযুক্ত হয়ে ক্ষীণ না হই। ২২।১ ॥ গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বনস্পতিরূপ সোমের জন্য হবি দিচ্ছি। ইন্দ্রের বীর্যের জন্য আহুতি দিচ্ছি। মরুতের বলের জন্য হবি দিচ্ছি। হে জগতের নির্মাত্রী পৃথিবী, তুমি আমায় হিংসা করো না, আমিও তোমায় হিংসা করব না। ২৩।৫ ॥ সে পরব্রহ্মকে স্তুতি করি, যিনি আদিত্যরূপে দীপ্তিমান,

প্রাণিগণের প্রেরক, বায়ুরূপে অন্তরিক্ষস্থ, দেবগণের আহ্বানকারী, অগ্নিরূপে বেদিতে স্থিত, অতিথিরূপে সকলের পূজ্য, আহবনীয়াদি রূপে যজ্ঞগৃহে অবস্থানকারী, প্রাণরূপে মনুষ্যে স্থিত, উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থানকারী, যজ্ঞে স্থিত, মণ্ডল রূপে আকাশে বর্তমান ; যিনি মৎস্যাদি রূপে জলে উৎপত্তি লাভ করেন, চতুর্বিধ ভূতসমূহে যিনি বর্তমান, যিনি সত্যে জাত, অগ্নিরূপে পাষাণে, জলরূপে মেঘে অবস্থিত, যিনি সর্বত্রগামী ও মহৎ। ২৪।১ ॥ তুমি আয়ুস্বরূপ, আমায় আয়ু দাও, যজ্ঞসম্ভারে যজ্ঞ পূর্ণ কর, তুমি তেজস্বী, আমায় তেজ দাও, তুমি অন্নরূপ, আমায় অন্ন দাও। শক্তিশালী ইন্দ্রের বাহুস্বরূপ তোমরা, তোমাদের নীচে নামাচ্ছি। ২৫।৩ ॥

টীকা : ২১ ॥ ভাষ্যকার এ কণ্ডিকার বিভিন্ন অর্থ করেছেন। 'পর্বতস্য'— পর্ব বলতে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি যাতে থাকে। অথবা পর্বত শব্দে এখানে আদিত্য অর্থ করা হয়েছে। 'নাবঃ'—শব্দে স্তোত্র, শস্ত্র, মন্ত্রের দ্বারা যাকে স্তুতি করা হয়, অথবা ফলপ্রাপ্তির জন্য যা প্রেরিত হয়। কিম্বা আদিত্যের উপরিভাগে স্তুতিযোগ্য জল-সমূহকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ২২ ॥ 'অব্রহ্মতা'—শব্দে একটি সুন্দর উপমা দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান আনন্দস্বভাব ব্রহ্মই অনশ্বর, তার ভাব ব্রহ্মতা ; ব্রহ্মতা যেখানে নাই, ব্রহ্মভাব ছাড়া সকল বস্তুই নশ্বর, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যাতে তোমা থেকে বিযুক্ত সেরূপ ক্ষীণ না হই—এ অংশে তুলনা করা হয়েছে।

মন্ত্র : স্যোনাসি সুষদাসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি। স্যোনামাসীদ সুষদামাসীদ ক্ষত্রস্য যোনিমাসীদ ॥ ২৬ ॥ নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ॥ ২৭ ॥ অভিভূরস্যেতাস্তে পঞ্চ দিশঃ কল্পন্তাং ব্রহ্মংস্ত্বং ব্রহ্মাসি সবিতাসি সত্যপ্রসবো বরুণোহসি সত্যৌজা ইন্দ্রোহসি বিশৌজা রুদ্রোহসি সুশেবঃ। বহুকার শ্রেয়স্কর ভূয়স্করেন্দ্রস্য বজ্রোহসি তেন মে রধ্য ॥ ২৮ ॥ অগ্নিঃ পৃথুর্ধর্মণস্পতির্জুষাণো অগ্নিঃ পৃথুর্ধর্মণস্পতিরাজ্যস্য বেতু স্বাহা। স্বাহাকৃতাঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যতধ্বং সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠ্যায় ॥ ২৯ ॥ সবিত্রা প্রসবিত্রা সরস্বত্যা বাচা ত্বষ্ট্রা রূপৈঃ পূষ্ণা পশুভিরিন্দ্রেণাস্মে বৃহস্পতিনা ব্রহ্মণা বরুণেনৌজসাগ্নিনা তেজসা সোমেন রাজ্ঞা বিষ্ণুনা দশম্যা দেবতয়া প্রসূতঃ প্র সর্পামি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : সুখরূপ তুমি, সুখে উপবেশন যোগ্য হও, ক্ষত্রিয়ের ধারক তুমি। তুমি সুখকর স্থানে আরোহণ কর। সুখযোগ্য স্থানে উপবেশন কর, ক্ষত্রিয়ের স্থানে অবস্থান কর ॥ ২৬।৩ ॥ ধৃতব্রত, অনিষ্টনিবারক, শোভনসঙ্কল্প তুমি সাম্রাজ্য লাভের জন্য প্রজাগণের উপর আধিপত্য কর। ২৭।১ ॥ তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত, এ দিক তোমার প্রয়োজন সাধন করুক। হে ব্রহ্মণ, তুমি মহান। তুমি সবিতা, সত্য তোমার আদেশ। তুমি বরুণ, অমোঘ বীর্যসম্পন্ন। তুমি ইন্দ্র, প্রজাগণে তেজ প্রকাশ কর। তুমি রুদ্রস্বরূপ, শোভন সুখদাতা। তুমি বহু কার্য কর, মঙ্গল কর, বার বার কাজ করে থাক। তুমি ইন্দ্রের বজ্র সদৃশ, তা দিয়ে আমায় তোমার অধীন কর। ২৮।৮ ॥ বিশাল, ধর্মের রক্ষক অগ্নি হবি সেবা করে। দেবগণের প্রথম, জগতের ধারক অগ্নি ঘৃত পান করুক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। স্বাহা মন্ত্রে আহুতিতে তৃপ্ত হয়ে তোমরা সূর্যকিরণের সাথে স্পর্ধা কর, যজমানকে সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর। ২৯।২ ॥ অনুমতি দানকারী সূর্যের, বাকরূপা সরস্বতীর, রূপাধিপতি ত্বষ্টার, পশুর দ্বারা পূষাদেবতার, ইন্দ্রের, যজ্ঞে ব্রহ্মারূপ বৃহস্পতির, ওজস্বী বরুণের, তেজস্বী অগ্নির, রাজা সোমের, যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দশম বিষ্ণুদেবতার আজ্ঞায় আমি সমর্পণ করছি। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব সরস্বত্যৈ পচ্যস্বেন্দ্রায় সুত্রাম্ণে পচ্যস্ব। বায়ুঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রত্যঙ্‌ক্‌সোমো অতিস্রুতঃ। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৩১ ॥ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি। উপয়ামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বা সরস্বত্যৈ ত্বেন্দ্রায় ত্বা সুত্রাম্ণে ॥ ৩২ ॥ যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা। বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্‌ ॥ ৩৩ ॥ পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈ-র্দংসনাভিঃ। যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্‌ ॥ ৩৪ ॥

[কাণ্ড-৩৪, মন্ত্র-১৩৯]

অনুবাদ ঃ অশ্বিদ্বয়ের জন্য পাক কর, সরস্বতী দেবীর জন্য পাক কর, শোভন ত্রাণকর্তা ইন্দ্রের জন্য পাক কর। সোম বায়ুর দ্বারা, কুশময় পবিত্রের দ্বারা পূত, হয়ে নীচে যাচ্ছে, সে ইন্দ্রের যোগ্য সখা। ৩১।৪ ॥ বহু যবসম্পন্ন কৃষক যেরূপ বহু শস্য বিচার করে ক্রমান্বয়ে পৃথক করে ছেদন করে, সেরূপ যে যজমানেরা কুশের উপব থেকে হবি দ্বারা যাগ করছে, হে সোম. তাদের তুমি এ সকল যজমানের ভোজ্যবস্তু দাও। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছে, অশ্বিদ্বয়ের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, সরস্বতীর জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, রক্ষক ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৩২।৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, নমুচি অসুরে স্থিত সুরম্য সোম পান করে শোভন কর্মের পালক তোমরা ইন্দ্রকে কর্মক্ষম করেছিলে। ৩৩।১ ॥ হে ইন্দ্র, মাতা পিতা যেরূপ পুত্রকে পালন করে, উভয় অশ্বিদ্বয় মন্ত্র দ্বারা ও নানা কর্মের দ্বারা সেরূপ তোমায় রক্ষা করেছে। তুমি কর্মের দ্বারা শুষ্ঠু রমণীয় সোম পান করেছ। হে মঘবন্‌, সরস্বতী দেবী তোমায় সেবা করছে। ৩৪।১ ॥

টীকা ঃ ৩২। 'নম উক্তিং যজন্তি'—নম শব্দ এখানে অন্নবাচক, হবি রূপ অন্ন গ্রহণ করে যারা যাগ করছে—ভাষ্যকার এরূপ অর্থ করেছেন। ৩৪। এখানে একটি ইতিহাসের উল্লেখ আছে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—নমুচি অসুর ইন্দ্রের সখা ছিল। সে এক সময় বিশ্বস্ত ইন্দ্রের বীর্য সোমের সাথে পান করে। তারপর ইন্দ্র তা অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীকে জানান। তারা ইন্দ্রকে ফেণরূপ বজ্র দেন। তার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির শিরচ্ছেদ করেন। নমুচির উদর থেকে তখন রক্তবর্ণ সোম নির্গত হয়, অশ্বিদ্বয় তা পান করে শুদ্ধ সোম ইন্দ্রকে দেন। ইন্দ্র আবার নিজের বল ফিরে পান। এ ভাবে অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ। অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাঽভরৎ ॥ ১ ॥ যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। স্বর্গ্যায় শক্ত্যা ॥ ২ ॥ যুক্ত্বায় সবিতা দেবান্‌স্বর্যতো ধিয়া দিবম্‌। বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্র সুবাতি তান্‌ ॥ ৩ ॥ যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪ ॥ যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের প্রেরক প্রজাপতি প্রথমে সমাহিত চিত্তে বিচার করে

অগ্নির তেজ সকল কর্মের সাধনভূত জেনে পৃথিবীতে স্থাপন করলেন। ১১১॥ সবিতা দেবের আজ্ঞায় আমরা (যজমান) একাগ্র মনে স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করছি। ২।১॥ প্রেরক প্রজাপতি মহৎ জ্যোতির সংস্কারক, কর্মের দ্বারা প্রকাশমান স্বর্গে গমনোদ্যত প্রসিদ্ধ দেবগণকে অগ্নিকর্মে প্রেরণ করছেন।৩।১॥ মহান সর্বজ্ঞ বিপ্ররূপী ভগবানের অনুকম্পায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বিষয় থেকে মন নিবৃত্ত করে অভীষ্ট বিষয়ে যুক্ত করছেন। জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব একাই এ সকল নির্মাণ করেছেন, তাঁর অচিন্ত্য মহিমা সকল বেদে প্রকটিত। ৪।১॥ তোমাদের জন্য ঘৃতের দ্বারা পূর্বতন মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত অগ্নিচয়ন কর্ম আমি করছি। যজ্ঞের আহুতির মত তোমাদের এ কীর্তি লোকত্রয় ব্যেপে থাকুক। যাঁরা দিব্য ধামে অবস্থান করছেন, অমৃতের সে সকল পুত্রগণ (দেবগণ) তোমাদের এ কীর্তি শুনুন। ৫।১॥

মন্ত্র : যস্য প্রয়াণমন্বন্য ইদ্যযুর্দেবা দেবস্য মহিমানমোজসা। য পার্থিবানি বিমমে স এতশো রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা॥ ৬॥ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু॥ ৭॥ ইমং নো দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রণয় দেবাব্যং সখিবিদং সত্রাজিতম্ ধনজিতং স্বর্জিতম্। ঋচা স্তোমং সমর্ধয় গায়ত্রেণ রথন্তরং বৃহদ্গায়ত্রবর্তনি স্বাহা॥ ৮॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাহং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আদদে গায়ত্রেণ ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎপৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্য- মঙ্গিরস্বদাভর ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ॥ ৯॥ অভ্রিরসি নার্যসি ত্বয়া বয়মগ্নিং শকেম খনিতুং সধস্থ আ। জাগতেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ॥ ১০॥

অনুবাদ : অপর দেবগণ যাঁর প্রবৃত্তি অনুসরণ করে বলের দ্বারা মহিমা লাভ করে থাকেন, যিনি পার্থিব তিন লোক নির্মাণ করেছেন, সে সবিতা দেব স্বকীয় মহিমায় এ তিন ভুবন ব্যেপে আছেন। ৬।১॥ হে দেব সবিতা, যজ্ঞ প্রবর্তন কর, সৌভাগ্যের জন্য যজমানকে প্রেরণ কর। দিব্য জ্ঞানের শোধক, বাক্যের ধারক সবিতা আমাদের চিত্তবৃত্তি শোধন করুক। বাক্যের পতি সবিতা আমাদের বাক্য আস্বাদন করুক। ৭।১॥ হে দেব সবিতা, দেবগণের প্রীতিদায়ক, সখাগণের জ্ঞাপক, ব্রহ্মজয়ী, ধনসম্পাদক, স্বর্গপ্রাপক এ য[illegible] এস। হে সবিতা ঋকের দ্বারা ত্রিবৃদাদি স্তোম, গায়ত্রীর দ্বারা রথান্তর সাম ও গায়ত্রীর বর্তভূত বৃহৎ সামের বর্ধন কর। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি॥ ৮।১॥ সবিতা দেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের দুটি বাহুর দ্বারা, পূষা দেবতার দুটি হস্তদ্বারা, অঙ্গিরা ঋষিগণ পূর্বে যেমন তোমায় গ্রহণ করেছিলেন, সেরূপ গায়ত্রী ছন্দে তোমায় গ্রহণ করছি। তুমি পৃথিবীর ক্রোড় থেকে পশুগণের মঙ্গলকারক অগ্নি আন, পূর্বে অঙ্গিরা ঋষিগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে যেমন এনেছিলেন। ৯।১॥ তুমি অভ্রি, তুমি নারীরূপা ; অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমার সাহায্যে আমরা জগতী ছন্দে পৃথিবীর ক্রোড়ে বর্তমান অগ্নি খনন করতে সক্ষম হব। ১০।১॥

টীকা : নার্যসি—ভাষ্যকার এ শব্দে দুরকম অর্থ করেছেন—(১) তুমি স্ত্রীরূপ, (২) অপর 'ন বিদ্যতে অরিঃ শত্রু[illegible] স্যাঃ সা নারী, ঙীপ্ ছান্দসঃ'—যাহার কোন শত্রু নাই।

মন্ত্র : হস্ত আধায় সবিতা বিভ্রদভ্রিং হিরণ্যয়ীম্। অগ্নে-র্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরদানুষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ॥ ১১॥ প্রতূর্তং বাজিন্না দ্রব বরিষ্ঠামনু সংবতম্। দিবি তে জন্ম পরমমন্তরিক্ষে তব নাভিঃ পৃথিব্যামধি

যোনিরিৎ ॥ ১২ ॥ যুঞ্জাথাং রাসভং যুবমস্মিন্ যামে বৃষণ্বসূ। অগ্নিং ভরন্তমস্মযুম্ ॥ ১৩ ॥ যোগে-যোগে তবস্তরং বাজে-বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ১৪ ॥ প্রতূর্বন্নেহ্যবক্রামন্নশস্তী রুদ্রস্য গাণপত্যং ময়োভূরেহি। উর্বন্তরিক্ষং বীহি স্বস্তি গব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ পূষ্ণা সযুজা সহ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : সবিতা হস্তে স্বর্ণরূপা অভ্রি ধারণ করে পৃথিবীর নিকট থেকে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত অনুষ্টুভ ছন্দে অগ্নির জ্যোতি এনেছিলেন। ১১।১ ॥ হে শীঘ্রগামী অশ্ব, উৎকৃষ্ট ভূমি লক্ষ্য করে শীঘ্র এস। স্বর্গলোকে তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম, অন্তরিক্ষলোকে তোমার নাভি, এ পৃথিবীতে তোমার পা। ১২।১ ॥ হে অধ্বর্যু ও যজমান, এ অগ্নিকর্মে অগ্নির বাহক, আমাদের হিতৈষী গর্দভকে বাঁধ। ১৩।১ ॥ মনুষ্য ও দেবগণের দেয় অন্ন প্রাপ্তির জন্য কালে কালে অনুষ্ঠিত কর্মে উৎসাহ দাতা ইন্দ্রের আমরা আহ্বান করছি। ১৪।১ ॥ হে অশ্ব, শত্রুর অপকীর্তি পদদলিত করে, তাদের বিনাশ করে তুমি এস। আমাদের সুখের জন্য, রুদ্রদেবের গাণপত্য লাভের জন্য তুমি এস।' ঋত্বিক্ যজমানের অভয় দিয়ে সহযোগী পৃথিবীর সাথে মঙ্গলময় পথে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে যাও। ১৫।২ ॥

টীকা : ১১ ॥ দ্যুলোকে রোহিতাদি দেবাশ্ব রূপে অশ্বের জন্ম প্রসিদ্ধ এবং অন্তরিক্ষ লোকে নিযুৎ নামক বায়ুশ্ব সঞ্চরণ করে বলে প্রসিদ্ধি আছে।

মন্ত্র : পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদা ভরাগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদচ্ছেমো হগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভরিষ্যামঃ ॥ ১৬ ॥ অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ। অনু সূর্যস্য পুরুত্রা চ রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ ॥ ১৭ ॥ আগত্য বাজ্যধ্বানং সর্বা মৃধো বি ধূনুতে। অগ্নিং সধস্থে মহতি চক্ষুষা নি চিকীষতে ॥ ১৮ ॥ আক্রম্য বাজিন্ পৃথিবীমগ্নিমিচ্ছ রুচা ত্বম্। ভূম্যা বৃত্বায় নো ব্রূহি যতঃ খনেম তং বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী সধস্থমাত্মান্তরিক্ষং সমুদ্রো যোনিঃ। বিখ্যায় চক্ষুষা ত্বমভি তিষ্ঠ পৃতন্যতঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : হে অভ্রি, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পৃথিবীর নিকট থেকে পশুর হিতকারক অগ্নি নিয়ে এস। অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পশুর মঙ্গলদায়ক অগ্নির নিকট আমরা যাচ্ছি। অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পশুর কল্যাণ সাধক অগ্নি আমরা ধারণ করব। ১৬।৩ ॥ অগ্নি উষাকালের অগ্রভাগ অনুক্রমে প্রকাশ করেছে। জাতবেদা মুখ্য এ অগ্নি, দিন ও সূর্যের কিরণ বহুপ্রকারে প্রকাশ করেছে। দ্যুলোক ও পৃথিবী অনুক্রমে ব্যাপ্ত করেছে। ১৭।১ ॥ বেগবান এ অশ্ব পথ পেয়ে শ্রম দূর করেছে। তারপর উৎকৃষ্ট পৃথিবীতে বর্তমান অগ্নির কারণ মৃত্তিকা চোখ দিয়া দেখেছে। ১৮।১ ॥ হে অশ্ব, তুমি পা দিয়ে পৃথিবী পরীক্ষা করে দীপ্তির দ্বারা অগ্নি অন্বেষণ কর। ভূমি স্পর্শ করে আমাদের বল যে স্থান আমরা খনন করব। ১৯।১ ॥ হে অশ্ব, দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ, পৃথিবী তোমার সহস্থান, অন্তরিক্ষ তোমার আত্মা, সমুদ্র তোমার উৎপত্তি স্থান। চোখ দিয়ে মৃত্তিকা দেখে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক শত্রুদের বিনাশ কর। ২০।১ ॥

মন্ত্র : উৎক্রাম মহতে সৌভগায়াস্মাদাস্থানাদ্ দ্রবিণোদা বাজিন্। বয়ং স্যাম সুমতৌ পৃথিব্যা অগ্নিং খনন্ত উপস্থে অস্যাঃ ॥ ২১ ॥ উদক্রমীদ্ দ্রবিণোদা বাজ্যর্বাকঃ সুলোকং সুকৃতং পৃথিব্যাম্। ততঃ খনেম সুপ্রতীকমগ্নিং স্বো রুহাণা অধি নাকমুত্তমম্ ॥ ২২ ॥ আ ত্বা জিঘর্মি মনসা ঘৃতেন প্রতিক্ষিয়ন্তং ভুবনানি বিশ্বা। পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠমন্নৈ রভসং দৃশানম্ ॥ ২৩ ॥

আ বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চং জিঘর্ম্যরক্ষসা মনসা তজ্জুষেত। মর্যশ্রী স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে তন্বা জর্ভুরাণঃ ॥২৪॥ পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদঃ হে অশ্ব, ধনদাতা তুমি আমাদের মহান সৌভাগ্যের জন্য এ খনন প্রদেশ থেকে সরে দাঁড়াও। তা হলে এ পৃথিবীর উপরিভাগে অগ্নির জন্য খননকারী আমরা অনুগ্রহ চিত্তে থাকব। ২১।১ ॥ চঞ্চল ধনদাতা অশ্ব যে প্রদেশ থেকে উৎক্রমণ করেছে, পৃথিবীর সে শোভন প্রদেশ পূণ্য করেছে। তারপর দুঃখরহিত উত্তম স্বর্গলোকে গমনেচ্ছু আমরা সে স্থান থেকে শোভন মুখ অগ্নির হেতু মৃত্তিকা খনন করব। ২২.১ ॥ হে অগ্নি, শ্রদ্ধার সাথে ঘৃতের দ্বারা তোমায় দীপ্ত করছি, যে তুমি প্রতি প্রাণীতে বাস করছ, যে তুমি বহু দেশ ও কাল ব্যেপে আছ, যে তুমি অতিশয় বিস্তৃত ঘৃতাদি অন্ন উৎসাহাযুক্ত ও সকলের দৃশ্য। ২৩।১ ॥ সব দিক থেকে প্রতীয়মান অগ্নিকে আমি দীপ্ত করছি, সে অগ্নি প্রসন্ন মনে সে ঘৃত সেবা করুক। যে অগ্নি মানুষের সেবনীয়, যজমানের স্পৃহনীয়রূপ, সে অপ্রতিহত অগ্নি চারিদিকে যায়। ২৪।১ ॥ অন্নের পালক, ক্রান্তদর্শী অগ্নি হবি প্রদানকারী যজমানকে রমণীয় ধন দিয়ে হব্য গ্রহণ করে। ২৫।১ ॥

মন্ত্রঃ পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি। ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতাম্ ॥ ২৬ ॥ ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি। ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ ॥ ২৭ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বৎখনামি। জ্যোতিষ্মন্তং ত্বাগ্নে সুপ্রতীকমজস্রেণ ভানুনা দীদ্যতম্। শিবং প্রজাভ্যোঽহিংসন্তং পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বৎখনামঃ ॥ ২৮ ॥ অপাং পৃষ্ঠমসি যোনিরগ্নেঃ সমুদ্রমভিতঃ পিন্বমানম্। বর্ধমানো মহাঁ আ চ পুষ্করে দিবো মাত্রয়া বরিম্ণা প্রথস্ব ॥ ২৯ ॥ শর্ম চ স্থো বর্ম চ স্থোঽছিদ্রে বহুলে উভে। ব্যচস্বতী সং বসাথাং ভৃতমগ্নিং পুরীষ্যম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদঃ হে সহস্য অগ্নি, আমরা তোমায় সর্বতোভাবে ধ্যান করি, যে তুমি রক্ষক, মেধাবী, অসহ্যরূপ ও প্রতিদিন পাপীদের বিনাশক। ২৬।১ ॥ হে মানুষের পালক অগ্নি, তুমি স্বর্গের জন্য যজ্ঞশালায় উৎপন্ন হও, তুমি দীপ্তির দ্বারা অন্ধকার দূর কর, তুমি বৃষ্টি থেকে বিদ্যুৎরূপে ; পাষাণের ; অরণিকাষ্ঠের ওষধীর সংঘর্ষে ও অগ্নিহোত্রিগণের গৃহে উৎপন্ন হও, তুমি শুদ্ধির কারণ। ২৭।১ ॥ সবিতা দেবতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা পূষাদেবতার হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পৃথিবীর উপর থেকে পশুর হিতকারক অগ্নিকে খনন করছি। হে অগ্নি, তুমি জ্যোতিষ্মান, শোভন মুখ বিশিষ্ট। নিরন্তর রশ্মির দ্বারা দীপ্যমান, প্রজাগণের উপকারের জন্য শিবরূপ, অহিংসক পশুর হিতকারক অগ্নিকে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পৃথিবীর উপর থেকে খনন করছি। ২৮।২ ॥ হে পুষ্করগণ, তুমি জলের পৃষ্ঠ, অগ্নির কারণ, সমুদ্রের প্রীতিকর, জলে প্রভৃতরূপে বর্ধিত হও, দ্যুলোকের মত বিস্তৃত হও। ২৯।২ ॥ তোমরা দুজন সুখকর হও, বর্মের মত রক্ষক হও, ছিদ্ররহিত বিস্তীর্ণ স্থানে প্রসারিত হও। তোমরা পশুর হিতকারক অগ্নিকে আচ্ছাদন করে ধারণ কর। ৩০।১ ॥

টীকাঃ ২৬। বলপূর্বক মথ্যমান হয়ে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছিল বলে এখানে তাকে 'সহস্য' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

মন্ত্রঃ সং বসাথাং স্বর্বিদা সমীচী উরসা ত্মনা। অগ্নিমন্তর্ভরিষ্যন্তী

জ্যোতিষ্মন্তমজস্রমিৎ ॥ ৩১ ॥ পন্রীষ্যোঽসি বিশ্বভরা অথর্বা ত্বা প্রথমো নির-মন্থদগ্নে। ত্বামগ্নে পন্ষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মন্ধেন্ না বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ৩২ ॥ তমন্ ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পন্ত্র ঈধে অথর্বণঃ। বৃত্রহণং পন্রন্দরম্ ॥ ৩৩ ॥ তমন্ ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যন্হন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণে রণে ॥ ৩৪ ॥ সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্সাদয়া যজ্ঞং সন্কৃতস্য যোনৌ। দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্যজমানে বয়ো ধাঃ ॥ ৩৫ ॥

অনন্বাদ ঃ স্বর্গ লাভের জন্য একচিত্ত তোমরা নিরন্তর অন্তরে ধারণ করে তেজস্বী অগ্নিকে আচ্ছাদন কর। ৩১।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি পশন্দের হিতকারক ও বিশ্বের ধারক প্রথমে প্রাণ তোমায় মন্থন করেছে। হে অগ্নি, অথর্বা ঋষি উত্তম সকল জগতের বাহক পদ্ম পত্রের উপরে তোমায় নিঃশেষে মন্থন করেছে। ৩২।১ ॥ হে অগ্নি, অথর্বা ঋষির পন্ত্র দধ্যঙ্ ঋষি পাপহন্তা, রন্দ্ররন্পে ত্রিপন্র বিনাশক তোমাকেই প্রজন্বালিত করেছে। ৩৩।১ ॥ হে অগ্নি, দস্য-হন্তা, প্রতিসংগ্রামে ধনের জেতা তোমায় বর্ষণশীল মন হৃদয়াকাশে প্রজন্বালিত করে। ৩৪।১ ॥ হে দেবগণের আহন্বাতা অগ্নি, নিজের অধিকার জেনে নিজস্থানে উপবেশন কর, সন্কৃত কর্মে যজ্ঞ স্থাপন কর। হে অগ্নি দেবগণের পালক তুমি, হব্যের দ্বারা তাদের পন্জা কর, যজমানে পরম ধন দাও। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাঁ অসদৎসন্দক্ষঃ। অদব্ধব্রত-প্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শন্চিজিহেবা অগ্নিঃ ॥ ৩৬ ॥ সংসীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ। বি ধন্মমগ্নে অরন্ষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্ ॥ ৩৭ ॥ অপো দেবীরন্পসৃজ মধন্মতীরযক্ষ্মায় প্রজাভ্যঃ। তাসামাস্থানাদন্জ্জিহতামোষধয়ঃ সন্পিপ্পলাঃ ॥ ৩৮ ॥ সং তে বায়ন্র্মাতরিশ্বা দধাতন্ত্তানায়া হৃদয়ং যদ্বিকস্তম্। যো দেবানাং চরসি প্রাণথেন কস্মৈ দেব বষডস্তন্ তন্ভ্যম্ ॥ ৩৯ ॥ সন্জাতো জ্যোতিষা সহ শর্ম বরন্থমাসদৎ স্বঃ। বাসো অগ্নে বিশ্বরন্পং সং ব্যয়স্ব বিভাবসো ॥ ৪০ ॥

অনন্বাদ ঃ দেবগণের আহন্বায়ক দীপ্তিমান্ অগ্নি নিজের অধিকার জেনে হোমনিষ্পাদক স্থানে অবস্থান করছেন। সে অগ্নি ক্রীড়াশীল, সন্দক্ষ অপ্রহিতব্রত, সন্মতি দীর্ঘস্থায়ী, সকলের পোষক ও শন্চিজিহব। ৩৬।১ ॥ হে যজ্ঞিয় প্রশস্ত অগ্নি, তুমি সম্যক উপবেশন কর। মহান্, দেবগণের তৃপ্তকারী তুমি দীপ্ত হও। দর্শনীয়, অরন্চিপ্রদ ধন্ম ত্যাগ কর। ৩৭।১ ॥ হে অধন্বর্যন্গণ, প্রজাগণের আরোগ্যের জন্য ক্রীড়াশীল মধন্মতী জল সিক্ত কর। সে সিক্ত স্থান থেকে সন্ফল যন্ক্ত ওষধি-সকল উদ্গত হোক। ৩৮।১ ॥ হে পৃথিবী, উধর্বমন্খে অবস্থিত তোমার যে হৃদয়-সদৃশ খনন স্থান বিরক্ত হয়েছে, মাতরিশ্বা বায়ন্ তা পন্র্ণ করন্ক। হে বায়ন্, তুমি দেবগণের প্রাণরন্পে বিচরণ কর। প্রজাপতিরন্প তোমার জন্য এ পৃথিবী বষট্কৃত হোক। ৩৯।১ ॥ সন্জাত এ অগ্নি নিজ তেজে সন্খে স্বর্গতুল্য বরণীয় গৃহ লাভ করন্ক। হে বিভাবসন্ অগ্নি, বিচিত্র বস্ত্র পরিধান কর। ৪০।২ ॥

মন্ত্র ঃ উদন্ তিষ্ঠ স্বধ্বরাবা নো দেব্যা ধিয়া। দৃশে চ ভাসা বৃহতা সন্শন্ক্ব-নিরাগ্নে যাহি সন্শস্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥ উধের্বা উ ষন্ ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উধের্বা বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহন্য়ামহে ॥ ৪২ ॥ স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারন্র্বিভৃত ওষধীষন্। চিত্রঃ শিশন্ঃ পরি তমাংস্যক্তূন্প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ ॥ ৪৩ ॥ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশন্র্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথন্র্ভব সন্ষদস্ত্বমগ্নেঃ পন্রীষবাহণঃ ॥ ৪৪ ॥ শিবো ভব প্রজাভ্যো মানন্ষীভ্য-স্ত্বমঙ্গিরঃ। মা দ্যাবাপৃথিবী অভি শোচীর্মান্তরিক্ষং মা বনস্পতীন্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে যাগনির্বাহক অগ্নি, তুমি উঠে দৈব বুদ্ধিতে আমাদের পালন কর। হে অগ্নি, রশ্মিপ্রসারক তুমি মহৎ তেজে সকল প্রাণীদের দেখার জন্য এস। ৪১।১ ॥ হে অগ্নি, আমাদের রক্ষার জন্য তুমি ঊর্ধ্বে অবস্থান কর। সবিতা দেবের মত ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের অন্নদাতা হও; যেহেতু আমরা হব্যবাহক ঋত্বিকদের সাথে তোমায় ডাকছি। ৪২।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দ্যাবাপৃথিবীর গর্ভরূপে এখন জাত হয়েছ। তুমি পূজ্য ওষধি থেকে বিচিত্র শিশুরূপে অন্ধকার দূর করে মাতৃগণের কাছে অত্যন্ত শব্দ করতে করতে যাও। ৪৩।১ ॥ হে গমনশীল, তুমি স্থির হয়ে দৃঢ়কায় হও, বেগবান হয়ে অন্নের কারণ হও, বিস্তীর্ণ হয়ে অগ্নির আসনযোগ্য হও, তুমি পশুর হিতকারী যব বহনকারী। ৪৪।১ ॥ হে অঙ্গির অগ্নি, মানুষ প্রজার জন্য শান্ত হও, দ্যাবাপৃথিবী সন্তপ্ত করো না, অন্তরিক্ষ সন্তপ্ত করো না, বনস্পতি সন্তপ্ত করো না। ৪৫।১ ॥

টীকা ঃ ৪৫। অঙ্গিরা ঋষিগণ কর্তৃক পূর্বে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছিল বলে তার বংশোদ্ভূত রূপে এখানে 'অঙ্গির' নামে অগ্নির সম্বোধন করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ প্রৈতু বাজী কনিক্রদন্নানদদ্রাসভঃ পত্বা। ভরন্নগ্নিং পুরীষ্যং মা পাদ্যায়ুষঃ পুরা। বৃষাগ্নিং বৃষণং ভরন্নপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ম্। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ॥ ৪৬ ॥ ঋতং সত্যমৃতং সত্যমগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভরামঃ। ওষধয়ঃ প্রতি মোদধ্বমগ্নিমেতং শিবমায়ন্তমভ্যত্র যুষ্মাঃ। ব্যস্যন্ বিশ্বা অনিরা অমীবা নিষদন্নো অপ দুর্মতিং জহি ॥ ৪৭ ॥ ওষধয়ঃ প্রতিগৃভ্ণীত পুষ্পবতীঃ সুপিপ্পলাঃ। অয়ং বো গর্ভ ঋত্বিয়ঃ প্রত্নং সধস্থমাহসদৎ ॥ ৪৮ ॥ বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ। সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ ॥ ৪৯ ॥ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ অশ্ব হ্রেষা শব্দ করতে করতে যাক, গর্দ্দভ উপহাসের শব্দ করতে করতে যাক। এ অশ্ব পশুর হিতকারী অগ্নি ধারণ করে যজ্ঞের শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকুক। মেঘে বিদ্যুৎরূপে, সমুদ্রে বড়বাগ্নি রূপে স্থিত ফলদায়ক অগ্নিকে ধারণ করে সেচনকারী গর্দ্দভ যাক। হে অগ্নি, হবি ভক্ষণের জন্য এস। ৪৬।৩ ॥ অঙ্গিরা ঋষিগণের মত আদিত্যরূপ ও পশুর হিতকারী অগ্নিকে আমরা ধারণ করছি। হে ওষধিসমূহ তোমাদের সামনে আগত শান্ত অগ্নিকে অভ্যর্থনা কর। হে অগ্নি, এখানে অবস্থিত হয়ে সকল অতিবৃষ্টি ও ব্যাধি দূর করে আমাদের দুর্মতি বিনাশ কর। ৪৭।৩ ॥ হে ওষধিসমূহ, পুষ্প ও সুফল যুক্ত তোমরা এ অগ্নি গ্রহণ কর। প্রাপ্তকালীন তোমাদের গর্ভরূপ হয়ে এ অগ্নি পুরাতন স্থানে থাকে। ৪৮।১। হে অগ্নি, প্রভূত বলে অতি দীপ্ত তুমি আমাদের শত্রু, রাক্ষস ও ব্যাধি বিশেষরূপে দূর কর। অতি সুখরূপ, অনায়াসে আহ্বান-যোগ্য অগ্নির সেবায় আমরা সুখ লাভ করব। ৪৯।১। হে জলদেবীগণ, তোমরাই সুখের কারণ, যাতে আমরা সকল ভোগ্য রসের আস্বাদক হই, সেরূপ কর। আমাদের মহৎ রমণীয়-দর্শন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য কর। ৫০।১ ॥

টীকা ঃ ৪৭। মহীধর ভাষ্যে ঋত ও সত্য শব্দে এখানে আদিত্য ও অগ্নিকে বলা হয়েছে এবং 'পুরীষ্য'—শব্দে পশুর হিতকারক অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥৫১ ॥ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫২ ॥ মিত্রঃ সং সৃজ্য পৃথিবীং ভূমিং চ জ্যোতিষা সহ। সুজাতং জাতবেদসময়ক্ষ্মায় ত্বা

সং সৃজামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৩ ॥ রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে। তেষাং ভানুরজস্র ইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে ॥ ৫৪ ॥ সংসৃষ্টাং বসুভী রুদ্রৈর্ধীরৈঃ কর্মণ্যাং মৃদম্। হস্তাভ্যাং মৃদ্বীং কৃত্বা সিনীবালী কৃণোতু তাম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে জলদেবীগণ, মা যেমন শিশুকে স্তন্য পান করায়, সেরূপ তোমাদের যে সুখরূপ রস আছে, তা আমাদের দাও। ৫১।১ ॥ যার নিবাসে তোমরা প্রীত হও সে রস লাভের জন্য আমরা বার বার তোমাদের নিকট যাই। হে জলদেবীগণ, আমাদের সে রসের ভোক্তা কর। ৫২।১ ॥ আদিত্য দেব দ্যুলোক ও ভূলোক জ্যোতির দ্বারা সংযুক্ত করুন। প্রজাগণের আরোগ্যের জন্য শোভনোৎপন্ন জাতবেদা অগ্নিকে যুক্ত করছি। ৫৩।২ ॥ রুদ্রগণ পার্থিব পিণ্ড যুক্ত করে বৃহৎ অগ্নি দীপ্ত করেছিলেন। তাদের শুদ্ধ উজ্জ্বল দীপ্তি দেবগণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। ৫৪।১ ॥ সিনীবালী ধীসম্পন্ন বসুগণ ও রুদ্রগণের দ্বারা সংযুক্ত মৃত্তিকা হাত দিয়ে কোমল করে কর্মের উপযুক্ত করুক। ৫৫।১ ॥

টীকা ঃ সিনীবালী—চন্দ্রের কলাযুক্ত অমাবস্যা অভিমানী দেবতাকে সিনীবালী বলে।

• মন্ত্র ঃ সিনীবালী সুকপর্দা সুকুরীরা স্বৌপশা। সা তুভ্যমদিতে মহ্যোখাং দধাতু হস্তয়োঃ ॥ ৫৬ ॥ উখাং কৃণোতু শক্ত্যা বাহুভ্যামদিতির্ধিয়া। মাতা পুত্রং যথোপস্থে সাহগ্নিং বিভর্তু গর্ভ আ। মখস্য শিরোসি ॥ ৫৭ ॥ বসবস্ত্বা কৃন্বন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাহঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবাহসি পৃথিব্যসি ধারয়া ময়ি প্রজাং রায়স্পোষং গৌপত্যং সুবীর্যং সজাতান্ যজমানায়। রুদ্রাস্ত্বা কৃন্বন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবাহস্যন্তরিক্ষমসি ধারয়া ময়ি প্রজাং রায়স্পোষং গৌপত্যং সুবীর্যং সজাতান্যজমানায়াদিত্যাস্ত্বা কৃণন্তু জাগতেন ছন্দসাহঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবাহসি দ্যৌরসি ধারয়া ময়ি প্রজাং রায়স্পোষং গৌপত্যং সুবীর্যং সজাতান্যজমানায় বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরাঃ কৃন্বন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবাহসি দিশোহসি ধারয়া ময়ি প্রজাং রায়স্পোষং গৌপত্যং সুবীর্যং সজাতান্যজমানায় ॥ ৫৮ ॥ অদিত্যৈ রাস্নাস্যদিতিষ্টে বিলং গৃভ্ণাতু। কৃত্বায় সা মহীমুখাং মৃন্ময়ীং যোনিমগ্নয়ে। পুত্রেভ্যঃ প্রায়চ্ছদদিতিঃ শ্রপয়ানিতি ॥ ৫৯ ॥ বসবস্ত্বা ধূপয়ন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্রুদ্রাস্ত্বা ধূপয়ন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদাদিত্যাস্ত্বা ধূপয়ন্তু জাগতেন ছন্দসাহঙ্গিরস্বদ্বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরা ধূপয়ন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাহঙ্গিরস্বদিন্দ্রস্ত্বা ধূপয়তু বরুণস্ত্বা ধূপয়তু বিষ্ণুস্ত্বা ধূপয়তু ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মহতি অদিতি, সুন্দর কবরীবিশিষ্ট মুকুটযুক্ত বিলাসচতুরা সে সিনীবালী তোমার উভয় হস্তে স্থালী স্থাপন করুক। ৫৬।১ ॥ মা যেমন ছেলেকে কোলে নেয়, সেরূপ অদিতি স্থালী তৈরী করে তার মাঝখানে আগুন রাখুন। ৫৭।২ ॥ বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমাকে তৈরী করেছে, তুমি স্থির পৃথিবীরূপ, যজমান আমায় পুত্রপৌত্রাদি, ধনপুষ্টি, ধনের স্বামিত্ব, সুবীর্য ও সহোদরদের দাও। রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমাকে তৈরী করেছে, তুমি স্থির অন্তরিক্ষরূপ, যজমান আমায় পুত্রাদি, ধনপুষ্টি, ধনের আধিপত্য, বীরকর্ম ও সহোদরদের দাও। আদিত্যগণ জগতী ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমায় তৈরী করেছে, তুমি স্থির স্বর্গলোকের ন্যায়, যজমান আমায় প্রজা, ধনপুষ্টি, ধনের স্বামিত্ব, সুবীর্য ও সহোদরদের দাও। বিশ্বের মঙ্গলকামী বিশ্বদেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমায় তৈরী করেছে, তুমি দিক্‌রূপ, যজমান আমায় প্রজা, ধনপুষ্টি, ধনের প্রভুত্ব, সুবীর্য ও সহোদরদের দাও। ৫৮।৪ ॥ তুমি অদিতির কাঞ্চীস্থানীয়, অদিতি তোমায় মধ্যে রাখুন।

তিনি স্থালী তৈরী করে পত্নীগণকে, বলেছিলেন—এ বিশাল, মৃণ্ময়ী, অগ্নির স্থানরূপ স্থালীতে তোমরা পাক কর।৫৯।৩॥ অঙ্গিরা ঋষিগণের মত বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে তোমায় ধূপ দিক। রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের ন্যায় তোমায় ধূপের দ্বারা সংস্কার করুক। আদিত্যগণ জগতী ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমায় ধূপ দিক। সকলের হিতকারী বিশ্বদেবগণ অনুষ্টুভ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমায় ধূপ দিক। ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণুতোমায় ধূপের দ্বারা সংস্কার করুক। ৬০।৭॥

মন্ত্র ঃ অদিতিষ্টা দেবী বিশ্বদেব্যাবতী পৃথিব্যাঃ সধস্থে অঙ্গিরস্বত্ খনত্ববট। দেবানাং ত্বা পত্নীর্দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থে অঙ্গিরস্বদ্দধতূখে। ধিষণাস্ত্বা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থে অঙ্গিরস্বদভীন্ধতামুখে। বরূত্রীষ্টা দেবীর্বিশ্ব-দেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থে অঙ্গিরস্বচ্ছ্রপয়ন্তুখে। গ্নাস্ত্বা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থে অঙ্গিরস্বৎপচন্তুখে। জনয়স্ত্বাচ্ছিন্নপত্রা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যা সধস্থে অঙ্গিরস্বৎপচন্তুখে॥ ৬১॥ মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সানসি। দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্॥ ৬২॥ দেবস্ত্বা সবিতোদ্বপতু সুপাণিঃ স্বঙ্গুরিঃ সুবাহুরুত শক্ত্যা। অব্যথমানা পৃথিব্যামাশা দিশ আ পৃণ॥ ৬৩॥ উত্থায় বৃহতী ভবোদু তিষ্ঠ ধ্রুবা ত্বম্। মিত্রৈতাং ত উখাং পরি দদাম্যভিত্ত্যা এষা মা ভেদি॥ ৬৪॥ বসবস্ত্বাছৃন্দন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঽঙ্গিরস্ব দ্রুদ্রাস্ত্বাছৃন্দন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্ব দাদিত্যাস্ত্বাছৃন্দন্তু জাগতেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদ্বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরা আচ্ছৃন্দন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ॥ ৬৫॥

অনুবাদ ঃ অদিতি দেবী সকল দেবতার সাথে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পৃথিবীর উপরিভাগে হে গর্ত, তোমায় খনন করুক। সকল দেবতার সাথে দীপ্যমান দেব-পত্নীগণ অঙ্গিরা ঋষিগণের মত পৃথিবীর উপরিভাগে হে উখা, তোমায় স্থাপন করুক। সকল দেবতার সাথে বাক্যের অভিমানী দেবীগণ পৃথিবীর উপরিভাগে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত হে উখা, তোমায় দীপ্ত করুক। সকল দেবতার সাথে অহোরাত্রির অভিমানী দেবীগণ পৃথিবীর উপরিভাগে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত হে উখা, তোমাতে পাক করুক। সকল দেবতার সাথে ছন্দের অভিমানী দেবীগণ পৃথিবীর উপরিভাগে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত হে উখা, তোমাতে পাক করুক। পতনরহিত নক্ষত্রের অভিমানী দেবীগণ পৃথিবীর উপরিভাগে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত হে উখা, তোমাতে পাক করুক। ৬১।৯। মানুষের ধারক দীপ্যমান আদিত্যের নিত্য রক্ষণ ও বিশ্রুত যশ প্রার্থনা করছি। ৬২।১॥ সুপাণি, শোভনাঙ্গুলি, সুবাহু সবিতাদেব শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তোমায় প্রকাশ করুক। পৃথিবীর উপরে স্থিত অব্যথিত তোমায় পূর্বাদি দিক ও অগ্নি আদি বিদিক তোমায় পূর্ণ করুক। ৬৩।২॥ উঠ, মহতী হও, নিজকর্মে প্রবৃত্ত হও, তুমি স্থিরা। হে মিত্র, এ উখা যাতে না ভাঙ্গে, সেজন্য তোমায় দিচ্ছি। ৬৪।২॥ বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে অঙ্গিরা ঋষির মত তোমায় সিক্ত করুক। রুদ্রগণ ত্রিষ্টুভ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষির মত তোমায় সিক্ত করুক। আদিত্যগণ জগতি ছন্দে অঙ্গিরা ঋষির মত তোমায় সিক্ত করুক। সকলের হিতকারী বিশ্বদেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষির মত তোমায় সিক্ত করুক। ৬৫।৪॥

মন্ত্র ঃ আকূতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা। মনো মেধামগ্নিং প্রযুজং স্বাহা। চিত্তং বিজ্ঞাতমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা। বাচো বিধৃতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা। প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহাঽগ্নয়ে বৈশ্বানরায় স্বাহা॥ ৬৬॥ বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্। বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা॥ ৬৭॥ মা সু

ভিৎথ্যা মা সু রিষোঽম্ব ধৃষ্ণু বীরয়স্ব সু ৷ অগ্নিশ্চেদং করিষ্যথঃ ॥ ৬৮ ॥ দৃংহস্ব দেবি পৃথিবি স্বস্তয় আসুরী মায়া স্বধয়া কৃতাঽসি। জুষ্টং দেবেভ্য ইদমস্তু হব্যমরিষ্টা ত্বমুদিহি যজ্ঞে অস্মিন্ ॥ ৬৯ ॥ দ্রন্নঃ সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ। সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের সঙ্কল্পের প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। মন ও মেধার প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। চিত্ত ও বিজ্ঞাতের প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বাক্য ধারণের প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। মন্বন্তরকারী প্রজাপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। জনগণের মঙ্গলকারক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধি হোক। ৬৬।১ ॥ সকল লোক ফলদাতা সবিতা দেবের সখ্য কামনা করে।, সকলে ধনের জন্য প্রর্থনা করে, পুষ্টির জন্য অন্ন চায়, তার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬৭।১ ॥ হে মাতঃ (উখা), তুমি বিদীর্ণ হয়ো না, ধৈর্যের সাথে বীরকর্ম কর। অগ্নি ও তুমি আমাদের এ কর্ম করবে। ৬৮।১॥ হে পৃথিবী দেবী, মঙ্গলের জন্য তুমি দৃঢ় হও, অন্নের জন্য তুমি আসুরী মায়া বিস্তার করে থাক। এ হব্য দেবগণের প্রিয় হোক, তুমি অখণ্ডিত হয়ে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ৬৯।১ ॥ বৃক্ষ যার খাদ্য, ঘৃত যার খাদক দ্রব্য, যিনি পুরাতন, দেবগণের আহ্বানকারী, বরেণ্য, বলের পুত্র আশ্চর্যরূপ অগ্নি সমিধ ভক্ষণ করুক। ৭০।১ ॥

মন্ত্র ঃ পরস্যা অধি সংবতোঽবরাঁ অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাঁ অব ॥ ৭১ ॥ পরমস্যাঃ পরাবতো রোহিদশ্ব ইহা গহি। পুরীষ্যঃ পুরুপ্রিয়োঽগ্নে ত্বং তরা মৃধঃ ॥ ৭২ ॥ যদগ্নে কানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ৭৩ ॥ যদত্ত্যপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ৭৪ ॥ অহরহরপ্রয়াবং ভরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমস্মৈ। রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তোঽগ্নে মা তে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, শত্রুর সাথে যুদ্ধ থেকে আমাদের লোকদের তারণ কর, আমি যে জনপদে থাকি, তা রক্ষা কর। ৭১।১ ॥ হে অগ্নি, অতি দূর দেশ থেকে তুমি এখানে এস এবং শত্রু বিনাশ কর। তুমি রোহিত নামক অশ্বযুক্ত, পশুদের হিতকারী, বহুজনের প্রিয়। ৭২।১ ॥ হে যুবতম অগ্নি, যে যে কাঠ তোমাতে দিই, তা তুমি ঘৃতের মত সাদরে সেবা কর। ৭৩।১ ॥ হে যুবতম অগ্নি, পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র জীব যারা কাষ্ঠ ভক্ষণ করে, বল্মীক যারা কাষ্ঠে ব্যেপে থাকে, যে গুলি তোমার ঘৃতের মত প্রিয়, তা তুমি সেবা কর। ৭৪।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার নিকটে স্থিত আমাদের হিংসা করো না। অশ্বশালায় অশ্বের ন্যায় তোমাকে প্রতিদিন আমরা অপ্রমত্ত হয়ে কাষ্ঠরূপ ঘাস দিয়ে থাকি এবং ধনপুষ্টি ও অন্নের দ্বারা তোমার আনন্দ বর্ধন করি। ৭৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ নাভা পৃথিব্যাঃ সমিধানে অগ্নৌ রায়স্পোষায় বৃহতে হবামহে। ইরম্মদং বৃহদুক্থং যজত্রং জেতারমগ্নিং পৃতনাসু সাসহিম্ ॥ ৭৬ ॥ যাঃ সেনা অভীত্বরী-রাব্যাধিনীরুগণা উত। যে স্তেনা যে চ তস্করাস্তাংস্তে অগ্নেঽপি দধাম্যাস্যে ॥ ৭৭ ॥ দংষ্ট্রাভ্যাং মলিম্লূঞ্জম্ভ্যৈস্তস্করাঁ উত। হনুভ্যাং স্তেনান্ ভগবস্তাংস্ত্বং খাদ সুখাদিতান্ ॥ ৭৮ ॥ যে জনেষু মলিম্লব স্তেনাসস্তস্করা বনে। যে কক্ষেষ্বঘায়বস্তাংস্তে দধামি জম্ভয়োঃ ॥ ৭৯ ॥ যো অস্মভ্যমরাতীয়াদ্যশ্চ নো দ্বেষতে জনঃ। নিন্দাদ্যো অস্মান্ধিপ্সাচ্চ সর্বং তং মস্মসা কুরু ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ বৃহৎ ধনপুষ্টির জন্য পৃথিবীতে দীপ্যমান অগ্নিদেবের আমরা আহবান করছি। যিনি অন্নে তৃপ্ত হন, যিনি বৃহৎ উকথযুক্ত, যজনীয় সংগ্রামে জয়শীল ও আমাদের শত্রুনাশক। ৭৬।১ ॥ সে শত্রুসেনাগণ আমাদের দিকে আসছে, যারা আমাদের তাড়ন করছে, যারা উদ্যত আয়ুধযুক্ত, যারা গুপ্তচর, যারা তস্কর, তাদের হে অগ্নি, তোমার মুখে নিক্ষেপ করছি। ৭৭।১ ॥ হে ভগবান অগ্নি, দণ্ডের দ্বারা অদৃশ্য চোরদের, জম্ভা দ্বারা তস্করদের, হনুর দ্বারা গুপ্ত চোরদের নিষ্পেষিত করে ভক্ষণ কর ॥ ৭৮।১ ॥ গ্রামে যারা অদৃশ্য চোর, বনে যারা গুপ্ত ও প্রকট চোর, নদী পর্বতগুহায় যারা পাপাভিলাষী, তাদের হে অগ্নি, তোমার দণ্ডে স্থাপন করছি। ৭৯।১ ॥ যে আমাদের অরাতির মত আচরণ করে, যে আমাদের দ্বেষ করে, যে আমাদের নিন্দা করে, যে আমাদের বিনাশকামী, হে অগ্নি, তাদের সকলকে চিবায়ে খাও। ৮০।১ ॥

মন্ত্র ঃ সংশিতং মে ব্রহ্ম সংশিতং বীর্যং বলম্। সংশিতং ক্ষত্রং জিষ্ণু যস্যাহমস্মি পুরোহিতঃ ॥ ৮১ ॥ উদেষাং বাহু অতিরমুদ্বর্চো অথো বলম্। ক্ষিণোমি ব্রহ্মণাঽমিত্রানুন্নয়ামি স্বাঁ অহম্ ॥ ৮২ ॥ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র-প্র দাতারং তারিষ ঊর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৮৩ ॥

[কাণ্ড-৮৩, মন্ত্র-১২২]

অনুবাদ ঃ আমার ব্রাহ্মণ্য তীক্ষ্ন করেছ, আমার ইন্দ্রিয় শক্তি ও শারীরিক বল কার্যক্ষম করেছ, যে ক্ষত্রিয়ের আমি পুরোহিত, তাকে জয়শীল করেছ। ৮১।১ ॥ এ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একের বাহু বর্ধিত করেছি, তাদের কান্তি, শারীরিক বলও বর্ধিত করেছি। মন্ত্রের শক্তিতে শত্রুদের ক্ষীণ করছি, নিজ জনের উৎকর্ষ বর্ধন করছি। ৮২।১ ॥ হে অন্নের পালক অগ্নি, রোগনাশক, পুষ্টিবর্ধক অন্ন আমাদের দাও। দাতার অন্ন বৃদ্ধি কর। মনুষ্য ও গবাদির খাদ্য দাও। ৮৩।১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যোদ্ দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎসুরেতাঃ ॥ ১ ॥ নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাঃ ॥ ২ ॥ বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে। বি নাকমখ্যৎসবিতা বরেণ্যোঽনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি ॥ ৩ ॥ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম। সাম তে তনূর্বামদেব্যং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবং গচ্ছ স্বঃ পত ॥ ৪ ॥ বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা গায়ত্রং ছন্দ আরোহ পৃথিবীমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহা ত্রৈষ্টুভং ছন্দ আরোহান্তরিক্ষমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণো ক্রমোঽস্যরাতীয়তো হন্তা জাগতং ছন্দ আ রোহ দিবমনু বি ক্রমস্ব। বিষ্ণো ক্রমোঽসি শত্রুয়তো হন্তাঽঽনুষ্টুভং ছন্দ আরোহ দিশোঽনু বিক্রমস্ব ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পরিদৃশ্যমান আদিত্যরূপ অগ্নি স্বর্ণ অলঙ্কারের মত মহান দীপ্তিতে

জনগণের কল্যাণ ও অখণ্ড পরমায়ু কামনা করে শোভা পাচ্ছে। অগ্নি অন্নের দ্বারা অমর হয়েছিল, শোভন রেতযুক্ত দ্যুলোকবাসী দেবগণ এ অগ্নি উৎপন্ন করেছিল। ১।১ ॥ মাতা পিতা যেরূপ শিশুকে পালন করে, সেরূপ একমনস্ক, বিলক্ষণ রূপ বিশিষ্ট সম্যক যুক্ত রাত ও দিন অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা অগ্নিকে তৃপ্ত করে। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে যে রোচমান অগ্নি প্রকাশিত, ধনদাতা দেবগণ যাকে ধারণ করেছিল, সে অগ্নিকে আমি ধারণ করি। ২।১ ॥ ক্রান্তদর্শী বরেণ্য সবিতা রাত্রির অন্ধকার দূর করে সকল রূপ প্রকাশ করে, সে সূর্য মনুষ্য ও পশুগণের কল্যাণ বিধান করে, যা স্বর্গলোক প্রকাশ করে ও উষাকালের পশ্চাৎ বিশেষরূপে দীপ্ত হয়। ৩।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি গরুড়ের মত পক্ষীরূপ, ত্রিবৃৎ স্তোম তোমার মস্তকস্থানীয়, গায়ত্র নামক সাম তোমার নেত্রস্থানীয়, বৃহৎ রথান্তর সামদ্বয় তোমার পক্ষস্থানীয়,পঞ্চদশ স্তোম তোমার অন্তঃকরণ, গায়ত্রী প্রভৃতি একবিংশতি ছন্দ তোমার হৃদয়, যজু তোমার নাম, বামদেব্য সাম তোমার শরীর, যজ্ঞিয় সাম তোমার পুচ্ছ, হোত্রাদি ধিষ্ণ্য তোমার খুরস্থানীয়। হে অগ্নি, যেহেতু তুমি গরুড়ের মত পক্ষীরূপ, অতএব আকাশে গিয়ে স্বর্গলোক লাভ কর। ৪।১ ॥ হে প্রথম পাদবিন্যাস, তুমি বিষ্ণুর ক্রম, শত্রুঘাতক, গায়ত্রী ছন্দ স্বীকার কর, তারপর পৃথিবী লাভ কর। হে দ্বিতীয় পাদন্যাস, তুমি বিষ্ণুর ক্রম, পাপনাশক, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ স্বীকার করে অন্তরিক্ষ প্রদেশ ব্যাপ্ত কর। হে তৃতীয় পাদন্যাস, তুমি বিষ্ণুর ক্রম, যে দান করতে অনিচ্ছুক, তার বিনাশক, জগতী ছন্দ অঙ্গীকার করে দ্যুলোক ব্যাপ্ত কর। হে চতুর্থ পাদন্যাস, তুমি বিষ্ণুর ক্রম, হত্যা করবার যে ইচ্ছা করে, তার বিনাশক, অনুষ্টুপ ছন্দ স্বীকার করে পূর্বাদি দিকে ব্যাপ্ত হও। ৫।৫ ॥

মন্ত্র : অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ৬ ॥ অগ্নেঽভ্যাবর্ত্তিন্নভি মা নি বর্তস্বায়ুষা বর্চসা প্রজয়া ধনেন। সন্যা মেধয়া রয্যা পোষেণ ॥ ৭ ॥ অগ্নে অঙ্গিরঃ শতং তে সন্ত্বাবৃতঃ সহস্রং ত উপাবৃতঃ। অধা পোষস্য পোষেণ পুনর্নো নষ্টমা কৃধি পুনর্নো রয়িমা কৃধি ॥ ৮ ॥ পুনরূর্জা নি বর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ ॥ ৯ ॥ সহ রয্যা নি বর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : মেঘের মত গর্জন করে অগ্নি আলোকিত হয়ে পৃথিবী লেহন করে ওষধিসকল ব্যাপ্ত করছে। সদ্য উৎপন্ন অগ্নি দীপ্ত হয়ে এ সকল প্রকাশ করে। মেঘ যেরূপ বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশিত করে, সেরূপ অগ্নি তার রশ্মির দ্বারা সকল দিকে প্রকাশিত হয়। ৬।১ ॥ হে সম্মুখ আগমনকারী অগ্নি, তুমি আয়ু, ব্রহ্মবর্চ, প্রজা, ধন, ইষ্টলাভ, মেধা, সুবর্ণ অলঙ্কার ও পুষ্টির দ্বারা শীঘ্র আমার নিকট এস। ৭।১ ॥ হে অঙ্গির অগ্নি, তোমার শত সংখ্যক আবৃত্তি শক্তি ও সহস্র সংখ্যক উপাবৃত্তি শক্তি হোক। তুমি সমৃদ্ধির পুষ্টির দ্বারা আমাদের নষ্ট ধন ফিরায়ে দাও এবং অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি করাও। ৮।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি ক্ষীরাদি রসের সাথে এখানে এস, অন্ন ও আয়ুর সাথে আবার এস, এসে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৯।১ ॥ হে অগ্নি, ধনের সাথে এস ; জলধারার মত সকলের উপভোগ্য ধনদানে বার বার আপ্যায়িত কর। ১০।১ ॥

মন্ত্র : আ ত্বাহহার্ষমন্তরভূর্ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ। বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ ॥ ১১ ॥ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ১২ ॥ অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো

অস্থামির্জগন্বান্ তমসো জ্যোতিষাহগাৎ। অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ ॥ ১৩ ॥ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৪ ॥ সীদ ত্বং মাতুরস্যা উপস্থে বিশ্বান্যগ্নে বয়ুনানি বিদ্বান্। মৈনাং তপসা মার্চিষাহভি শোচীরন্তরস্যাং শুক্র জ্যোতির্বি ভাহি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, আমি তোমায় এনেছি, তুমি উখামধ্যে চলনরহিত স্থির হয়ে অবস্থান কর। সকল প্রজাগণ তোমার কামনা করুক। তোমা থেকে এ জনপদ শূন্য না হোক অর্থাৎ তুমি এ রাজ্যে থেকে সকল প্রজা পালন কর। ১১।১ ॥ হে বরুণ, মস্তকস্থিত তোমার পাশ আমাদের নিকট থেকে উপরে তুলে বিনাশ কর, পাদ প্রদেশে স্থাপিত তোমার পাশ আমাদের নিকট থেকে টেনে বিনাশ কর, মধ্য প্রদেশে স্থিত পাশ বিচ্ছিন্ন কর। তারপর হে অদিতির পুত্র বরুণ, তোমার কর্মে বর্তমান নিষ্পাপ আমরা যেন অদীন হই। ১২।১ ॥ উষার মুখে উত্থিত মহান অগ্নি রাত্রির অন্ধকার থেকে বাহির হয়ে দিবসের আলোকে এখানে এসেছে। সে শোভন অঙ্গ অগ্নি উৎপন্ন হয়ে অন্ধকার বিনাশক নিজ তেজে সকল স্থান পূর্ণ করেছে। ১৩।১ ॥ সে পরব্রহ্মকে স্তুতি করি, যিনি আদিত্যরূপে দীপ্তিমান্, প্রাণিগণের প্রেরক, বায়ুরূপে অন্তরিক্ষস্থ, দেবগণের আহ্বানকারী, অগ্নিরূপে বেদিতে স্থিত, অতিথিরূপে সকলের পূজ্য, আহবনীয়াদিরূপে যজ্ঞগৃহে অবস্থানকারী, প্রাণরূপে মনুষ্যে স্থিত, উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থানকারী, যজ্ঞে স্থিত, মণ্ডলরূপে আকাশে বর্তমান যিনি মৎস্যাদিরূপে জলে উৎপত্তি লাভ করেন. চতুর্বিধ ভূতসমূহে যিনি বর্তমান, যিনি সত্যে জাত, অগ্নিরূপে পাষাণে, জলরূপে মেঘে অবস্থিত, যিনি সর্বত্রগামী ও মহৎ। ১৪।১ হে অগ্নি, সর্বতত্ত্ববেত্তা তুমি মাতৃসম এ উখার ক্রোড়ে উপবেশন কর ; একে সন্তপ্ত করো না, জ্বালার দ্বারা দগ্ধ করো না, এর মধ্যে নির্মল আলোকে বিশেষরূপে দীপ্ত হও। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অন্তরগ্নে রুচা ত্বমুখায়াঃ সদনে স্বে। তস্যাস্ত্বং হরসা তপঞ্জাতবেদঃ শিবো ভব ॥ ১৬ ॥ শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নে অথো সীদ শিবস্ত্বম্। শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বং যোনিমিহাসদঃ ॥ ১৭ ॥ দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ। তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১৮ ॥ বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ ॥ ১৯ ॥ সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্। তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি উখার মধ্যে নিজ স্থানে দীপ্তির দ্বারা অবস্থান কর। হে জাতবেদা, জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করে এর কল্যাণকারী হও। ১৬।১ ॥ হে অগ্নি, আমার জন্য মঙ্গলময় হয়ে সর্ব প্রকারে শান্ত হয়ে উপবেশন কর। সকল দিক শান্ত করে এ উখায় তোমার নিজ স্থানে এসে অবস্থান কর। ১৭।১ ॥ অগ্নি প্রথমে দ্যুলোকের উপরে সূর্যরূপে, দ্বিতীয়বার মনুষ্যলোকের উপরে জাতবেদা রূপে, তৃতীয়বার সমুদ্রে বড়বানল রূপে উৎপন্ন হয়েছিল। শোভনবুদ্ধি যজমান এরূপ বহুজন্মা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে জরাপর্যন্ত পরিচর্যা করে। ১৮।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার পূর্বোক্ত তিনটি জন্ম আমরা জানি। বহু প্রদেশে স্থিত তোমার স্থানও আমরা জানি। তোমার গোপনীয় যবিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রপ্রসিদ্ধ নামও আমরা জানি। যে স্থান থেকে বিদ্যুৎরূপে তুমি এসেছ, সে জলরূপ উৎস স্থান আমরা জানি। ১৯।১ ॥ হে অগ্নি, প্রজাপতি সমুদ্রে বড়বানল রূপে, বৃষ্টির

'মধ্যে বিদ্যুৎরূপে তৃতীয় দ্যুলোকের ঊর্ধস্থান তেজোমণ্ডলে আদিত্যরূপে স্থিত তোমায় দীপ্ত করেছে। মহান প্রাণসমূহ জলের ক্রোড়ে তোমায় বর্ধন করেছে। ২০।১॥

টীকা ঃ ২০। অগ্নি প্রথমে দ্যুলোকে সূর্যরূপে, দ্বিতীয় মনুষ্যলোকে বহ্নি-রূপে, তৃতীয় সমুদ্রে বড়বানল-রূপে জন্ম লাভ করে—মহীধর ভাষ্য।

মন্ত্র ঃ অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ২১ ॥ শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ। বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ ॥ ২২ ॥ বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণা-জ্জায়মানঃ। বীড়ুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিমযজন্ত পঞ্চ ॥ ২৩ ॥ উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি। ইয়র্ত্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষন্ ॥ ২৪ ॥ দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌ দুর্মর্ষ-মায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ মেঘের মত গর্জন করে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে পৃথিবী লেহন করে ওষধিসকল ব্যেপে আছে। সদ্য জাত অগ্নি দীপ্ত হয়ে এসকল প্রকাশ করে। মেঘ যেমন বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশিত করে, তেমনি অগ্নি তার রশ্মির দ্বারা সকল দিকে প্রকাশিত হয়। ২১।১॥ সম্পদের দাতা, ধনের ধারক, ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপক, সোমের রক্ষক, সকলের নিবাস স্থান, বলের পুত্র, জলের রাজা, ঊষাকালে প্রদীপ্ত অগ্নি বিশেষরূপে শোভা পাচ্ছে। ২২।১॥ সে অগ্নি সূর্যরূপে প্রকটিত হয়ে নিজ তেজে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছে। যে অগ্নি প্রাণী সমূহের বিজ্ঞান স্বরূপ, প্রাণরূপে প্রাণীর অন্তরে বিচরণশীল, ইন্দুরূপে এদিকে সেদিকে গমনকারী, মেঘের বিদারক, সে অগ্নিকে পাঁচজন সেবা করে। ২৩।১॥ সে অগ্নি মরণ ধর্ম বিশিষ্ট মনুষ্যে দেবগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে, যে অগ্নি সকলের কাম্য, পবিত্রকারী, পর্যাপ্তমতি, সুমেধা, জগতের ধারক, কালো ধূম প্রকাশিত করে ও নির্মল প্রভায় আকাশে ব্যেপে থাকে। ২৪।১॥ পরিদৃশ্যমান আদিত্যরূপ অগ্নি স্বর্ণ অলঙ্কারের মত মহান দীপ্তিতে জনগণের কল্যাণ ও অখণ্ড পরমায়ু কামনা করে শোভা পাচ্ছে। অগ্নি অন্নের দ্বারা অমর হয়েছিল, শোভন রেতযুক্ত দ্যুলোকবাসী দেবগণ এ অগ্নি উৎপন্ন করেছিল। ২৫।১॥

টীকা ঃ ২৩। পাঁচজন বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ অথবা চারজন ঋত্বিক ও যজমান—মহীধর।

মন্ত্র ঃ যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে। প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ২৬ ॥ আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থ উক্থ আ ভজ শস্যমানে। প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদু-জ্জনিত্বৈঃ ॥ ২৭ ॥ ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্ বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি। ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি ববুঃ ॥ ২৮ ॥ অস্তাব্যগ্নি-র্নরাং সুশেবো বৈশ্বানর ঋষিভিঃ সোমগোপাঃ। অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্ ॥ ২৯ ॥ সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্ হব্যা জুহোতন ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে কল্যাণকারী দীপ্তিবিশিষ্ট দেব অগ্নি, আজ (প্রতিপদে) যে তোমার অপূপ (পুরোডাশ) ঘৃতযুক্ত করেছে, হে যুবতম অগ্নি, সে যজমানকে

প্রকৃষ্ট স্থানে নিয়ে যাও ও দেবভোগ্য মুখ্য সুখ দাও। ২৬।১॥ হে অগ্নি, কীর্তিকর যজ্ঞকর্মে যজমানের সেবা কর, নিষ্কেবল্য, প্রগাথাদি উক্‌থে ও শাস্ত্রে তাদের সেবা কর। এরূপে সে যজমান সূর্যের ও অগ্নির প্রিয় হোক, জাত পুত্র ও জনিষ্যমান পৌত্রের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করুক। ২৭।১॥ হে অগ্নি, যজমানগণ তোমায় সেবা করে সর্বদা প্রার্থিত ধন লাভ করে। তোমার সেবাকারী মেধাবী যজমানগণ রশ্মিযুক্ত দেবযান মার্গ ভেদ করে। ২৮।১॥ ঋষিগণের স্তুত অগ্নি জনগণের সুখদাতা, সকলের হিতকারক, সোমের ধারক। দ্বেষরহিত দ্যাবাপৃথিবীর আমরা আহ্বান করি। হে দেবগণ, আমাদের শোভন ধন দাও। ২৯।১॥ হে ঋত্বিক, যজমান, সমিধের দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা কর, অতিথি অগ্নির ঘৃতের দ্বারা অভ্যর্থনা কর, অগ্নিতে হবির দ্বারা সকল প্রকারে আহুতি দাও। ৩০।১॥

মন্ত্র ঃ উদু ত্বা বিশ্বে দেবা অগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিঃ। স নো ভব শিবস্ত্বং সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ॥ ৩১॥ প্রেদগ্নে জ্যোতিষ্মান্ যাহি শিবেভিরর্চিভিষ্টম্। বৃহদ্ভির্ভানুভির্ভাসন্মা হিংসীস্তন্বা প্রজাঃ॥ ৩২॥ অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ॥ ৩৩॥ প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎসূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ। অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দীদায় দৈব্যো অতিথিঃ শিবো নঃ॥ ৩৪॥ আপো দেবীঃ প্রতি গৃভ্ণীত ভস্মৈতৎস্যোনে কৃণুধ্বং সুরভা উ লোকে। তস্মৈ নমন্তাং জনয়ঃ সুপত্নীর্মাতেব পুত্রং বিভৃতা-প্স্বেনৎ॥ ৩৫॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, সকল দেবগণ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তোমায় ঊর্ধ্বে ধারণ করুক। হে অগ্নি, শোভনমুখ, দীপ্তিধন যুক্ত তুমি আমাদের কল্যাণকারী হও। ৩১।১॥ হে অগ্নি, তোমার শান্ত জ্বালার দ্বারা প্রকাশযুক্ত হয়ে গমন কর। উজ্জ্বল রশ্মির দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত কর ; তোমার দাহক শরীর দ্বারা প্রজাগণের হিংসা করো না। ৩২।১॥ মেঘের মত গর্জন করে উদ্ভাসিত অগ্নি পৃথিবী লেহন করে ওষধিসকল ব্যেপে আছে। সদ্যজাত অগ্নি দীপ্ত হয়ে এ সকল প্রকাশ করছে। মেঘ যেরূপ বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক আলোকিত করে, সেরূপ অগ্নি তার রশ্মি দ্বারা সকল দিকে প্রকাশিত হচ্ছে। ৩৩।১॥ এ অগ্নি যজমানের আহ্বান শোনে ; সূর্যের মত ভাসমান হয়ে অত্যন্ত দীপ্ত হয়, যুদ্ধে রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করে, দৈব অতিথি আমাদের মঙ্গলরূপ অগ্নি দীপ্তি পাচ্ছে। ৩৪।১॥ হে জলদেবীগণ, স্বাগতাদির দ্বারা অভ্যর্থনা গ্রহণ কর, সুখাবহ সুরভিযুক্ত স্থানে একে ভস্ম কর, শোভন পতিযুক্ত তোমরা অগ্নি উৎপন্ন করে ভস্মরূপ অগ্নির উদ্দেশে নত হও এবং মা যেরূপ পুত্রকে ধারণ করে, সেরূপ এ ভস্ম জলে ধারণ কর। ৩৫।১॥

মন্ত্র ঃ অপস্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ॥ ৩৬॥ গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্। গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি॥ ৩৭॥ প্রসদ্য ভস্মনা যোনিমপশ্চ পৃথিবীমগ্নে। সংসৃজ্য মাতৃভিষ্টবং জ্যোতিষ্মান্ পুনরাসদঃ॥ ৩৮॥ পুনরাসদ্য সদনমপশ্চ পৃথিবীমগ্নে। শেষে মাতুর্যথোপস্থেঽন্তরস্যাং শিবতমঃ॥ ৩৯॥ পুনরূর্জা নি বর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, জল তোমার স্থান, সে তুমি ওষধিরূপে পরিণত হও এবং অরণিদ্বয়ের মধ্যে বার বার জন্ম লাভ কর। ৩৬।১॥ হে অগ্নি, ভেষজরূপ ওষধি থেকে উৎপন্ন হও বলে তুমি ওষধির গর্ভ, অরণিকাষ্ঠ থেকে জাত বলে

তুমি বনস্পতির গর্ভ, জঠরাগ্নি রূপে বিদ্যমান বলে সকল প্রাণিসমূহের তুমি গর্ভ এবং বাড়ব ও বিদ্যুৎরূপে তুমি জলের গর্ভ। ৩৭।১ ॥ হে অগ্নি, ভস্মরূপে কারণস্বরূপ পৃথিবী ও যোনিরূপ জল লাভ করে মাতৃসদৃশ জলের সাথে মিলিত হয়ে তেজস্বী তুমি আবার স্বস্থানে অবস্থান কর। ৩৮।১ ॥ হে অগ্নি, জল ও ভূমিরূপ স্থান লাভ করে মায়ের কোলে শিশু যেরূপ শয়ন করে, সেরূপ কল্যাণতম তুমি আবার উখার মধ্যে শয়ন কর। ৩৯।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি ক্ষীরাদি রসের সাথে এখানে এস, অন্ন ও আয়ুর সাথে আবার এস ; এসে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৪০।১ ॥

মন্ত্রঃ ঃ সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি ॥ ৪১ ॥ বোধা মে অস্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠস্য প্রভৃতস্য স্বধাবঃ। পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি বন্দারুষ্টে তন্বং বন্দে অগ্নে ॥ ৪২ ॥ স বোধি সূরির্মঘবা বসুপতে বসুদাবন্। যুযোধ্যস্মদ্ দ্বেষাংসি বিশ্বকর্মণে স্বাহা ॥ ৪৩ ॥ পুনস্ত্বাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সমিন্ধতাং পুনর্ব্রহ্মাণো বসুনীথ যজ্ঞৈঃ। ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৪৪ ॥ অপেত বীত বি চ সর্পতাতো যেঽত্র স্থ পুরাণা যে চ নূতনাঃ। অদাদ্যমোঽবসানং পৃথিব্যা অক্রন্নিমং পিতরো লোকমস্মৈ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ধনের সাথে এস, জলধারার মত সকলের উপভোগ্য ধন দানে বার বার আপ্যায়িত কর। ৪১।১ ॥ হে অন্নযুক্ত যুবতম অগ্নি, স্তুতিপথে প্রাপিত আমার বহু বাক্যের অভিপ্রায় তুমি জান। হে অগ্নি, কেহ তোমায় নিন্দা করে, কেহ বা তোমায় স্তুতি করে। হে অগ্নি, বন্দনশীল আমি তোমার শরীরের বন্দনা করি। ৪২।১ ॥ হে ধনপতে, ধনের দাতা ; তুমি আমাদের অভিপ্রায় জান। তুমি বিদ্বান, তুমি ধনবান, সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের দৌর্ভাগ্য দূর কর। বিশ্বকর্মার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪৩।২ ॥ হে অগ্নি, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ আবার তোমায় দীপ্ত করুক। হে ধননেতা, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে তোমাকে আবার দীপ্ত করুক। তুমি আমাদের প্রদত্ত ঘৃতের দ্বারা নিজের শরীর বর্ধন কর ; যজমানের কামনাসকল সত্য হোক। ৪৪।১ ॥ হে যমভৃত্যগণ, পুরাতন ও নূতন যে তোমরা এখানে আছ, তোমরা সকলে এ স্থান হতে চলে যাও, অতি দূরে যাও, পৃথক পৃথক ভাবে যাও। যেহেতু যমদেব পৃথিবীর এ স্থান এ যজমানকে দিয়েছেন, পিতৃগণও এ স্থান এ যজমানের উদ্দেশে তৈরী করেছেন। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ সংজ্ঞানমসি কামধরণং ময়ি তে কামধরণং ভূয়াৎ। অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি। চিতঃ স্থ পরিচিত ঊর্ধ্বচিতঃ শ্রয়ধ্বম্ ॥ ৪৬ ॥ অয়ং সো অগ্নির্যস্মিন্ সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে জঠরে বাবশানঃ। সহস্রিয়ং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্ সন্ স্তূয়সে জাতবেদঃ ॥ ৪৭ ॥ অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্বপ্স্বা যজত্র। যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ ॥ ৪৮ ॥ অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ ঊচিষে ধিষ্ণ্যা যে। যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ ॥ ৪৯ ॥ পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ প্রাবণেভিঃ সজোষসঃ। জুষন্তাং যজ্ঞমদ্রুহোঽনমীবা ইষো মহীঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ হে উষস্বরূপ, তুমি পশুদের জ্ঞানসাধক, মনোরথের পূরক, তোমার কাম-সম্পাদন সামর্থ্য আমাতে হোক। হে সিকতাস্বরূপ, তুমি অগ্নির ভস্ম (ভাসক) ও পূরক। হে শর্করা, তোমরা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হও, সর্বতোভাবে স্থাপিত হও ও ঊর্ধ্বে থেকে এ গার্হপত্যস্থান সেবা কর। ৪৬।১ ॥ এ সে অগ্নি

যাতে কামনাকারী ইন্দ্র অভিষুত সোম জঠরে ধারণ করে, যে সোম সহস্র জনের পূজা, বহুজনের তৃপ্তিকর, ভক্ষণে আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিসম্পাদক। হে জাতবেদা অগ্নি, তুমিও হবি ভক্ষণ করে ঋত্বিক ও যজমানের দ্বারা স্তুত হও। ৪৭।১ ॥ হে যজনীয় অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্যরূপ তোমার যে দীপ্তি, পৃথিবীতে অগ্নিরূপ যে দীপ্তি, ঔষধিতে, জলে ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে বিস্তৃত তোমার দীপ্তি সকল বিশ্ব প্রকাশিত করে। প্রসরণশীল, মানুষের শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা তোমার সে দীপ্তি আমি ইষ্টরূপে গ্রহণ করি। ৪৮।১ ॥ হে অগ্নি, দ্যুলোকের সম্বন্ধীয় জলের অভিমুখে যাও, যে দেবগণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের প্রেরক, সে প্রাণরূপ দেবগণের অভিমুখে যাও। দীপ্তিরূপ মণ্ডলে বর্তমান সূর্যের উপরে ও নীচে যে জল আছে, সে জলের অভিমুখে যাও অর্থাৎ তুমি সে সে রূপে পরিণত হয়। ৪৯।১ ॥ এ অগ্নিসকল আমাদের যজ্ঞ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারক বহু অন্ন সেবা করুক; যে অগ্নিসকল পশুগণের হিতকারক, মনে সমান প্রীতিযুক্ত ও হিংসারহিত। ৫০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ। স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি ভূত্বস্মে ॥ ৫১ ॥ অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আ রোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্‌ ॥ ৫২ ॥ চিদসি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্‌ ধ্রুবা সীদ। পরিচিদসি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্‌ ধ্রুবা সীদ ॥ ৫৩ ॥ লোকং পৃণ ছিদ্রং পৃণাথো সীদ ধ্রুবা ত্বম্‌। ইন্দ্রাগ্নী ত্বা বৃহস্পতিরস্মিন্‌ যোনাবসীষদন্‌ ॥ ৫৪ ॥ তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, বহু কর্ম সাধনকারক অন্ন ও গব্য বস্তু সর্বদা যজমানকে দাও। তাকে অগ্নিহোত্রাদি কর্মকারী প্রজাযুক্ত পুত্র দাও। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার সুবুদ্ধি হোক। ৫১।১ ॥ হে অগ্নি, এ হৃদয়রূপ গৃহ তোমার উৎপত্তি স্থান। এখান হতে উৎপন্ন হয়ে দীপ্তিমান হও। হে অগ্নি, তা জেনে তাতে অধিষ্ঠিত হও ও আমাদের ধন বর্ধন কর। ৫২।১ ॥ তুমি ভোগসম্পাদিকা, প্রাণ যেরূপ সকল অঙ্গে থেকে স্থির থাকে, সেরূপ সে প্রসিদ্ধ বাক্‌রূপা দেবীর সাথে তুমি স্থির হয়ে বস। তুমি সকল স্থান থেকে ভোগ সংগ্রহ কর, সে প্রসিদ্ধ দেবীর সাথে প্রাণের মত স্থির হয়ে বস। ৫৩।১॥ তুমি সকল স্থান পূর্ণ কর, সকল ছিদ্র পূর্ণ কর, স্থির হয়ে অবস্থান কর। ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি এ উৎপত্তিস্থানে তোমায় স্থাপন করেছে। ৫৪।১ ॥ যজ্ঞের পরিণাম স্বরূপ অন্নের উৎপাদক জলসমূহ আকাশ থেকে এ লোকে পতিত হয়ে ওষধি বনস্পতি অন্ন প্রভৃতিরূপে সোমের সংস্কার করে থাকে। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌সমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্‌ ॥ ৫৬ ॥ সমিতং সংকল্পেথাং সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। ইষমূর্জমভি সংবসানৌ ॥ ৫৭ ॥ সং বাং মনাংসি সং ব্রতা সমুচিত্তান্যাকরম্‌। অগ্নে পুরীষ্যাধিপা ভব ত্বং ন ইষমূর্জং যজমানায় ধেহি ॥ ৫৮ ॥ অগ্নে ত্বং পুরীষ্যো রয়িমান্‌ পুষ্টিমাঁ অসি। শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বং যোনিমিহাঽসদঃ ॥ ৫৯ ॥ ভবতং নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ সকল স্তুতিসমূহ সমুদ্রের মত অক্ষুব্ধ, রথীগণের মধ্যে রথীতম, অন্নের রক্ষক, স্বধর্ম আচরণকারীদের পালক ইন্দ্রের বর্ধন করে। ৫৬।১ ॥ সমান প্রীতিযুক্ত, দীপ্যমান, শোভনচিত্ত, ঘৃতযুক্ত অন্ন সম্পাদনকারী তোমরা দুজনে

মিলে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ৫৭।১ ॥ তোমাদের মন, কর্ম ও চিত্তের আমি সংস্কার করছি। হে পশুর হিতকারী অগ্নি, তুমি আমাদের পালক হও, অন্ন, দধি প্রভৃতি যজমানকে দাও। ৫৮।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি পশুর মঙ্গলকারক, ধনবান ও পুষ্টিযুক্ত। তুমি সকল দিক শান্ত করে তোমার এ নিজ স্থানে অবস্থান কর। ৫৯।১ ॥ হে জাতবেদা অগ্নিদ্বয়, তোমরা দুজন আমাদের যজ্ঞ ও যজমানকে হিংসা করো না। আজ কাজের দিনে আমাদের প্রতি শান্ত হও। অনুগ্রহের জন্য আমাদের অভিমুখী হও, আমাদের দিকে মন দাও ও অপরাধ হলেও আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না। ৬০।১ ॥

মন্ত্র ঃ মাতেব পুত্রং পৃথিবী পুরীষ্যমগ্নিং স্বে যোনাবভারুখা। তাং বিশ্বৈর্দেবৈঋর্তুভিঃ সংবিদানঃ প্রজাপতি র্বিশ্বকর্মা বি মুঞ্চতু ॥ ৬১ ॥ অসুন্বন্তমযজমানমিচ্ছ স্তেনস্যেত্যামন্বিহি তস্করস্য। অন্যমস্মদিচ্ছ সা ত ইত্যা নমো দেবি নির্ঋতে তুভ্যমস্তু ॥ ৬২ ॥ নমঃ সু তে নির্ঋতে তিগ্মতেজোঽয়স্ময়ং বি চৃতা বন্ধমেতম্। যমেন ত্বং যম্যা সংবিদানোত্তমে নাকে অধি রোহয়ৈনম্ ॥ ৬৩ ॥ যস্যাস্তে ঘোর আসঞ্জুহোম্যেষাং বন্ধানামবসর্জনায়। যাং ত্বা জনো ভূমিরিতি প্রমন্দতে নির্ঋতিং ত্বাহহং পরিবেদ বিশ্বতঃ ॥ ৬৪ ॥ যং তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যান্। তং তে বি ষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধিঃ প্রসূতঃ। নমো ভূত্যৈ যেদং চকার ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ ঃ মা যেমন ছেলে কোলে করে, তেমন মৃন্ময়ী উখা নিজ গর্ভস্থানে পশুর হিতকর অগ্নি ধারণ করেছে। স্রষ্টা প্রজাপতি বিশ্বদেব ও ঋতুগণের দ্বারা অভিমত হয়ে সে উখাকে মুক্ত করুক। ৬১।১ ॥ হে নির্ঋতি দেবী, যারা সোমযাগ করে না, যারা অযজমান, তাদের গ্রহণ কর। যারা গুপ্তচোর ও প্রকট চোর পিছনে গিয়ে তাদের ধর। যারা সোমযাগ করে তাদের ছাড়া অন্যকে গ্রহণ কর। হে দেবি নির্ঋতি, তোমায় নমস্কার। ৬২।১ ॥ হে দঃসহ তেজোবিশিষ্টা নির্ঋতি, তোমায় বার বার প্রণাম জানাই। এ লোহপাশের মত দৃঢ় জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন ছিন্ন কর। অগ্নি ও পৃথিবীর দ্বারা একমত হয়ে উৎকৃষ্ট দুঃখরহিত স্বর্গে এ যজমানকে স্থাপন কর। ৬৩।১ ॥ হে ঘোররূপা নির্ঋতি দেবি, তোমার মুখে আমি যে আহুতি দিচ্ছি, তা যজমানের স্বর্গ প্রাপ্তির বাধারূপ পাপ দূর করার জন্য। সাধারণ লোকে তোমায় ভূমি বলে স্তুতি করে, আমি কিন্তু তোমায় সর্বতোভাবে নির্ঋতি বলেই জানি। ৬৪।১ ॥ হে যজমান, নির্ঋতি দেবী তোমার কণ্ঠে যে দৃঢ় পাশ আবদ্ধ করেছিল, অগ্নিমধ্য থেকে এ মন্ত্রে সে পাশ আমি এখনই মুক্ত করছি। তারপর নির্ঋতির অনুমতি ক্রমে এ অন্ন তুমি ভক্ষণ কর। যে দেবী এ কর্ম করেছিলেন, সে শ্রীরূপিণী দেবীকে নমস্কার করছি। ৬৫।১ ॥

টীকা ঃ ৬৪। সকল দেবস্থান থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র দেশে প্রথমে যাকে প্রাপ্তি করান হয়—তাকে নির্ঋতি বলে। ঋতি শব্দের অর্থ প্রাপ্তি, নিষ্কর্ষণ করে যার প্রাপ্তি হয় সে নির্ঋতি। "নির্ঋতিশব্দস্য অয়মর্থঃ—সর্বদেবসাধারণাৎ দেবযজনাৎ নিষ্কৃষ্য স্বতন্ত্রদেশে বিদীর্ণাদৌ ঋতিঃ প্রাপ্তি র্যস্যাঃ সা নির্ঋতিঃ" —ইতি মহীধর।

মন্ত্র ঃ নিবেশনঃ সঙ্গমনো বসুনাং বিশ্বা রূপাঽভি চষ্টে শচীভিঃ। দেব ইব সবিতা সত্যধর্মেন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে পথীনাম্ ॥ ৬৬ ॥ সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৬৭ ॥ যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্। গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো

নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৬৮ ॥ শুনং সু ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ । শুনাসীরা হবিষা তোষমাণা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মৈ ॥ ৬৯ ॥ ঘৃতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ । উর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানাস্মান্ সীতে পয়সাভ্যা ববৃৎস্ব ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ঃ যজমানের স্বগৃহে স্থাপক ও ধনের প্রাপক এ অগ্নি কর্মযুক্ত সকল রূপ দেখে । যে অগ্নি সূর্যের মত সত্যধর্মা ও ইন্দ্রের মত যুদ্ধে পরিপন্থির সাথে থাকে, সে অগ্নিকে আমরা স্তুতি করছি । ৬৬।১ ॥ ধীর কৃষিকর্মে অভিজ্ঞেরা দেবগণের সুখের জন্য বৃষের সাথে হাল যুক্ত করছে ও যুগগুলি বিস্তার করছে । ৬৭।১ ॥ হে কৃষকগণ, হাল যুক্ত কর, যুগগুলির বিস্তার কর । কর্ষণ করা হলে ক্ষেত্রে দেব মন্ত্রে বীজ বপন কর । ব্রীহি প্রভৃতি পুষ্টি লাভ করুক, অতি অল্প কালে পক্ব ধান দাত্রের দ্বারা ছিন্ন হয়ে আমাদের গৃহে আসুক । ৬৮।১ ॥ সুন্দর লৌহময় ফলাগুলি অনায়াসে ভূমি কর্ষণ করুক, কৃষকগণ সুখে ষাঁড়ের সাথে থাক । হে বায়ু ও আদিত্য, তোমরা জল দিয়ে ভূমি সিক্ত করে ওষধিগুলি সুন্দর ফলযুক্ত কর । ৬৯।১ ॥ বিশ্বদেব ও মরুদগণের অনুমতিক্রমে সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) মধুর জলের দ্বারা সিক্ত হোক । হে সীতা, তুমি অন্নযুক্তা, দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা সকল দিক পূর্ণ করে দুগ্ধাদির সাথে আমাদের নিকট এস । ৭০।১ ॥

মন্ত্র ঃ লাঙ্গলং পবীরবৎসুশেবং সোমপিৎসরু । তদুদ্বপতি গামবিং প্রফর্ব্যং চ পীবরীং প্রস্থাবদ্রথবাহণম্ ॥ ৭১ ॥ কামং কামদুঘে ধুক্ষ্ব মিত্রায় বরুণায় চ । ইন্দ্রায়াশ্বিভ্যাং পূষ্ণে প্রজাভ্য ওষধীভ্যঃ ॥ ৭২ ॥ বি মুচ্যধ্বমঘ্ন্যা দেবাযানা অগন্ম তমসস্পারমস্য । জ্যোতিরাপাম ॥ ৭৩ ॥ সজূরব্দো অয়বোভিঃ সজূরুষা অরুণীভিঃ । সজোষসাবশ্বিনা দংসোভিঃ সজূঃ সূর এতশেন সজূর্বৈশ্বানর ইড়য়া ঘৃতেন স্বাহা ॥ ৭৪ ॥ যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা । মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধমানি সপ্ত চ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ ফালযুক্ত, সুন্দর, সোম ও চমসের উৎপাদক লাঙ্গল গতিশীল পুষ্টাঙ্গ গাভী, ছাগ ও দ্রুতগামী অশ্ব যজমানের লাভ কবায় । ৭১।২ ॥ হে কামপূরক (লাঙ্গল ও পদ্ধতি), তোমরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও পূষা দেবতার জন্য প্রজা ও ওষধির জন্য কামনা পূর্ণ কর । ৭২।.. ॥ হে দেবতার নিমিত্ত কর্মকারিগণ, তোমরা অবধ্য গাভীগণকে মুক্ত কর । আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা-রহিত দুঃখের পারে গিয়েছি, পরমাত্মরূপ জ্যোতি লাভ করেছি । ৭৩।১ ॥ মাস অর্ধমাস যুক্ত সম্বৎসর, অরুণবর্ণ গাভীর সাথে প্রীতিযুক্ত উষা, চিকিৎসাদি কর্মে প্রীতিমান অশ্বিদ্বয়, অশ্বযুক্ত সূর্য এবং পৃথিবীর সাথে প্রীত বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে ঘৃতের দ্বারা স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । ৭৪।৫ ॥ বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ এ তিন কালে পূর্বে যে ওষধিসকল উৎপন্ন হয়েছে, তাদের শত ও সপ্ত ভেদ আমি জানি । ৭৫।১ ॥

টীকা ঃ ৭৪ । ইড়া শব্দে পৃথিবী, বাক্য ও অন্নকে বুঝায় । এখানে ভাষ্যকার পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করেছেন । ৭৫ । শত ও সপ্ত ভেদ বলতে মানুষের পরমায়ু শত বৎসর বলে এখানে শত বৎসরাদ্ধক শিরস্থান ও মুখ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি সপ্ত স্থান গ্রহণ করা হয়েছে ।

মন্ত্র ঃ শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ । অধা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥ ৭৬ ॥ ওষধীঃ প্রতি মোদধবং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ । অশ্বা

ইব সজিত্বরী বীরুধঃ পারয়িষ্ণবঃ ॥ ৭৭ ॥ ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে। সনেয়মশ্বং গাং বাস আত্মানং তব পূরুষ॥ ৭৮ ॥ অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা। গোভাজ ইৎকলাসথ যৎসনবথ পূরুষম্॥ ৭৯ ॥ যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব। বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মাতৃস্থানীয় ওষধিসমূহ, তোমাদের শত ভেদ ও সহস্র অংকুর আছে, তোমরা অসংখ্য কর্ম কর ; আমার এ যজমানকে অরোগ্য কর। ৭৬।১ ॥ হে ওষধিসকল, তোমরা হৃষ্ট হও। তোমরা ফল ও ফুলে পূর্ণ, সংগ্রামে জয়শীল অশ্বের মত তোমরা ব্যাধির নিবারক ও বহুকাল ধরে কর্মপরায়ণ হও। ৭৭।১ ॥ হে জগতের নির্মাত্রী দেবী ওষধিগণ, তোমরা আমার অভীষ্ট প্রার্থনা অনুমোদন কর। হে যজ্ঞপুরুষ, তোমার কৃপায় আমরা অশ্ব, গাভী, বস্ত্র ও শরীর ভোগ করব। ৭৮।১ ॥ হে ওষধিগণ, অশ্বত্থ তোমাদের স্থান, পলাশ তোমাদের বসতি, তোমরা উৎপন্ন হয়ে ভূমির সেবা করে থাক। তোমরা যজমানকে অন্ন দ্বারা পোষণ কর। ৭৯।১ ॥ হে ওষধিসমূহ, রাজগণ যেরূপ যুদ্ধে শত্রু জয় করতে যায়, সেরূপ তোমরা রোগ জয় করবার জন্য যে বিপ্রের কাছে যাও, সে বিপ্রকে রক্ষোঘ্ন ও রোগ বিনাশক বৈদ্য বলা হয়। ৮০।১ ॥

টীকা ঃ ৭৯ ॥ দেবতার অধিষ্ঠান বলে অশ্বত্থ বৃক্ষ নমস্কার, প্রদক্ষিণ প্রভৃতির দ্বারা পূজিত হয় ও পলাশ বৃক্ষ হোমের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মন্ত্র ঃ অশ্বাবতীং সোমাবতীমূর্জয়ন্তীমুদোজসম্। আ বিৎসি সর্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৮১ ॥ উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে। ধনং সনিষ্যন্তীনামাত্মানং তব পূরুষ ॥ ৮২ ॥ ইষ্কৃতির্নাম বো মাতাহথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ। সীরাঃ পতত্রিণী স্থন যদাময়তি নিষ্কৃথ ॥ ৮৩ ॥ অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠা স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ। ওষধীঃ প্রাচুচ্যবুর্যৎকিং চ তন্বো রপঃ ॥ ৮৪ ॥ যদিমা বাজয়ন্নহমোষধীর্হস্ত আদধে। আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ ঃ এ যজমানের মঙ্গলের জন্য অশ্বের প্রাপক, সোমযাগের নিষ্পাদক, বল ও তেজের সম্পাদক ওষধিসকল আমি জানি। ৮১।১ ॥ হে যজ্ঞপুরুষ, গাভী যেরূপ গোষ্ঠ থেকে বনে যায়, সেরূপ তোমায় হবিরূপ ধন দেবার জন্য ওষধি-সকলের বল প্রকাশ পায়। ৮২।১ ॥ হে ওষধিসকল, নিষ্কৃতি নামে জননী, অতএব তোমরাও ব্যাধিনাশক নিষ্কৃতি হও। তোমরা অন্নযুক্ত ও প্রসরণশীল হও, এজন্য রোগীর রোগ দূর কর। ৮৩।১ ॥ রাতে চোর যেমন গরু চুরি করার জন্য গোয়ালে যায়, সেরূপ রোগনাশক ওষধিসকল রোগ দূর করার জন্য ভক্ষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে এবং শরীরের যা কিছু গ্লানি দূর করে। ৮৪।১ ॥ যখন সম্মানের সাথে এ ওষধিসকল আমি হাতে নিই, তখন যক্ষ্মা ব্যাধির আত্মা বধস্থানে নীত প্রাণীর ন্যায় ভক্ষণের পূর্বেই বিনষ্ট হয়। ৮৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ। ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ৮৬ ॥ সাকং যক্ষ্ম প্র পত চাষেণ কিকিদীবিনা। সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া ॥ ৮৭ ॥ অন্যা বো অন্যামবত্বন্যান্যস্যা উপাবত। তাঃ সর্বাঃ সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ ॥ ৮৮ ॥ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৮৯ ॥ মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত। অথো যমস্য পড্বীশাৎ সর্বস্মাদ্দেব-কিল্বিষাৎ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ওষধিসকল, রুদ্র যেমন ত্রিশূলের মধ্যভাগে যুগান্তে জগৎ বিনাশ করে, সেরূপ তোমরা রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে তার রোগ নাশ কর। ৮৬।১ ॥ হে যক্ষ্মারোগ, তুমি কিকি শব্দকারী চাষ পাখীর সাথে পলায়ন কর, বায়ুর গতির সাথে, কষ্টের সাথে পলায়ন কর। ৮৭।১ ॥ হে ওষধি-সকল, তোমরা একে অপরকে রক্ষা কর, অন্যে অন্যের দ্বারা রক্ষিত হয়ে তার নিকটে আসুক। তোমরা পরস্পর একমত হয়ে আমার প্রার্থনা রক্ষা কর। ৮৮।১ ॥ যে ওষধিসকল ফলযুক্ত, যেগুলি ফলরহিত, যেগুলি পুষ্পরহিত ও যেগুলি পুষ্প-যুক্ত, তারা বৃহস্পতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৮৯।১ ॥ ওষধিসকল শপথ নিমিত্ত অপরাধ থেকে, বরুণ হতে উদ্ভূত পাপ থেকে, যমবন্ধন নিমিত্ত পাপ থেকে ও সমস্ত দেব-অপরাধ নিমিত্ত পাপ থেকে আমায় মুক্ত করুক। ৯০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অবপতন্তীরবদন্দিব ওষধয়স্পরি। যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পুরুষঃ ॥ ৯১ ॥ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বী শতবিচক্ষণাঃ। তাসামসি ত্বমুত্ত-মারং কামায় শং হৃদে ॥ ৯২ ॥ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু। বৃহস্পতিপ্রসূতা অস্যৈ সংদত্ত বীর্যম্ ॥ ৯৩ ॥ যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ। সর্বাঃ সংগত্য বীরুধোঽস্যৈ সংদত্ত বীর্যম্ ॥ ৯৪ ॥ মা বো রিষৎ খনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ। দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্বমস্ত্বনাতুরম্ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোক থেকে ওষধিসকল ভূমিতে এসে বলেছিল—মুমূর্ষু জীবে আমরা ব্যাপ্ত হব, যাতে সে পুরুষ নষ্ট না হয়। ৯১।১ ॥ সোম যাদের রাজা এমন বহু বীর্যযুক্ত ওষধি আছে, তাদের মধ্যে হে ওষধি, তুমি উৎকৃষ্ট ; অতএব অভিলাষ পূর্ণ কর ও হৃদয়ে সুখকারিণী হও। ৯২।১ ॥ সোম যাদের রাজা, পৃথিবীস্থিত ওষধিসমূহ বৃহস্পতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমার গৃহীত ওষধিতে শক্তি প্রদান করুক। ৯৩।১ ॥ নিকটস্থ যারা আমার এ প্রার্থনা শুনেছে, দূরে অবস্থিত যারা অল্প শুনেছে, হে ওষধিসকল, তোমরা সকলে মিলিত হয়ে এ ওষধিতে শক্তি দাও। ৯৪।১ ॥ হে ওষধিসকল, চিকিৎসার জন্য তোমাদের মূল খননকর্তা যেন বিনষ্ট না হয়। রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যার মূল আমি খনন করছি, সে যেন আমায় বিনাশ না করে। স্ত্রী, পুরুষ, গবাদি প্রাণী সকলেই যেন রোগরহিত হয়। ৯৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥ ৯৬ ॥ নাশয়িত্রী বলাসস্যার্শস উপচিতামসি। অথো শতস্য যক্ষ্মাণাং পাকারোরসি নাশনী ॥ ৯৭ ॥ ত্বাং গন্ধর্বা অখনংস্ত্বামিন্দ্রস্ত্বাং বৃহস্পতিঃ। ত্বামোষধে সোমো রাজা বিদ্বান্ যক্ষ্মাদমুচ্যত ॥ ৯৮ ॥ সহস্ব মে অরাতীঃ সহস্ব পৃতনায়তঃ। সহস্ব সর্বং পাপ্মানং সহমানাস্যোষধে ॥ ৯৯ ॥ দীর্ঘায়ুত্ব ওষধে খনিতা যস্মৈ চ ত্বা খনাম্যহম্। অথো ত্বং দীর্ঘায়ুর্ভূত্বা শতবল্শা বি রোহতাৎ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ ঃ নিজ স্বামী সোমের সাথে ওষধি দেবীগণ আলাপ করছিল—যে ব্রাহ্মণ রুগ্ন ব্যক্তির জন্য আমাদের মূল দিয়ে চিকিৎসা করে, হে রাজা সোম, তাকে আমরা রক্ষা করি। ৯৬।১ ॥ হে ওষধি, তুমি ক্ষয় ব্যাধি, অর্শ ও শরীর বৃদ্ধিকর ব্যাধির বিনাশিকা। শত শত যক্ষ্মারোগ ও মন্দাগ্নির তুমি নাশিকা। ৯৭।১ ॥ হে ওষধিসকল, গন্ধর্ব, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি নিজ কার্য সিদ্ধির জন্য তোমায় খনন করেছিল। হে ওষধি, রাজা সোম তোমার সামর্থ্য জেনে তোমাতে মিলিত হয়ে

মহা ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছিল। ৯৮।১ ॥ হে-ওষধি, তুমি শত্রুর অভিভবকারিণী, অতএব আমাদের অরাতিদের অভিভূত কর, যুদ্ধকামী সৈন্যগণকে পরাভূত কর; আমাদের সকল অশুভ দূর কর। ৯৯।১ ॥ হে ওষধি, তোমার খননকর্তা দীর্ঘায়ু হোক। যে রুগ্ন লোকের জন্য আমি তোমায় খনন করছি, সেও দীর্ঘায়ু হোক। তুমিও দীর্ঘায়ু হয়ে বহু অঙ্কুর উৎপন্ন কর। ১০০।১ ॥

মন্ত্র : ত্বমুত্তমাস্যোষধে তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ। উপস্তিরস্তু সোঽস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ১০১ ॥ মা মা হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা ব্যানট্। যশ্চাপশ্চান্দ্রাঃ প্রথমো জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১০২ ॥ অভ্যা বর্তস্ব পৃথিবি যজ্ঞেন পয়সা সহ। বপাং তে অগ্নিরিষিতো অরোহৎ ॥ ১০৩ ॥ অগ্নে যত্তে শুক্রং যচ্চন্দ্রং যৎ পূতং যচ্চ যজ্ঞিয়ম্। তদ্-দেবেভ্যো ভরামসি ॥ ১০৪ ॥ ইষমূর্জমহমিত আদমৃতস্য যোনিং মহিষস্য ধারাম্। আ মা গোষু বিশত্বা তনূষু জহামি সেদিমনিরামমীবাম্ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ : হে ওষধি, তুমি উৎকৃষ্টা, শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষগণ উপকারের জন্য তোমার নিকটবর্তী হোক। যে আমাদের হিংসা করে, সে লোক আমাদের সমীপে উপাসক হোক। ১০১।১ ॥ যে প্রজাপতি পৃথিবীর উৎপাদক, যিনি দ্যুলোক সৃষ্টি করেছেন, যিনি জগতের কারণ স্বরূপ জল উৎপন্ন করেছেন, সে শরীরী, সত্যের ধারক প্রজাপতি আমায় হিংসা না করুক, যেহেতু আমারা সে প্রজাপতির উদ্দেশে হবি দান করছি। .০২।১ ॥ হে পৃথিবী. ঈপ্সিত যজ্ঞ ও দুগ্ধাদি ভোগের সাথে আমাদের অভিমুখে এস। প্রজাপতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে অগ্নি তোমার পৃষ্ঠসদৃশ এ প্রদেশে আরোহণ করুক। ১০৩।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে অঙ্গ শুদ্ধ দীপ্তিমান্, যে অঙ্গ আহ্লাদক, যা পবিত্র ও যা যজ্ঞের উপযুক্ত, সে সকল দেবগণের উদ্দেশে সম্পাদন করছি। ১০৪।১ ॥ অন্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি সত্যের ত্রিবিদ্যা স্থান, মহান অগ্নির আহুতি এ উত্তর দিক থেকে আমি গ্রহণ করছি, আমাতে এসে প্রবেশ করুক। আমার পুত্রাদির শরীরে ও ধেনু প্রভৃতিতে প্রবেশ করুক। অন্নের অভাব, রোগ দুঃখ যেন আমার না হয়। ১০৫।১ ॥

মন্ত্র : অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো। বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যং দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১০৬ ॥ পাবকবর্চা শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা। পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥ ১০৭ ॥ ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ। তে ইষঃ সন্দধুর্ভূরি-বর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥ ১০৮ ॥ ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য। স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং ক্রতুম্ ॥ ১০৯ ॥ ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ। রাতিং বামস্য সুভগাং মহী-মিষং দধাসি সানসিং রয়িম্ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ : হে বিভাবসু অগ্নি, তোমার দ্যুলোক-ব্যাপী মহৎ ধূম ও অর্চি দীপ্ত হচ্ছে। হে বৃহদ্ভানু, ক্রান্তদর্শী, হবি দানকারী যজমানকে বলের সাথে যজ্ঞের পর্যাপ্ত অন্ন দাও। ১০৬।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিতে উৎকর্ষ লাভ করেছ। তোমার দীপ্তি পবিত্র, নির্মল ও তুমি পূর্ণশক্তিমান। পুত্র যেরূপ বৃদ্ধ মাতা পিতাকে পালন করে, হে অগ্নি, তুমি সেরূপ সর্বত্র বিচরণ করে দেব ও মনুষ্য পালন করছ। তুমি হবির দ্বারা স্বর্গলোক ও বৃষ্টির দ্বারা ভূলোক পূর্ণ করছ। ১০৭।১ ॥ হে জলের পৌত্র, জাতবেদা অগ্নি, কর্মের দ্বারা স্থাপিত হয়ে শোভন স্তুতির দ্বারা হৃষ্ট হও। নানা রূপ বিশিষ্ট, বিবিধ অন্নযুক্ত, সৎকুলোৎপন্ন

যজমানেরা তোমায় হবিরূপ অন্ন আহুতি দিচ্ছে। ১০৮।১ ॥ হে অমর অগ্নি, অথর্ব্ব প্রভৃতির দ্বারা দীপ্যমান হয়ে তুমি আমাদের অন্ন বিতরণ কর। তুমি দর্শনীয় শরীরে বিরাজ করছ, সকলের সংকল্প পূর্ণ করছ। ১০৯।১ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞের সম্পাদক, প্রকৃষ্ট চিত্তযুক্ত, বিশিষ্টস্থানে বাসকারী যজমানের বননীয় মহান ধন দাও, ভজনীয় মহান অন্ন ও পুরাতন ধন দাও। ১১০।১ ॥

টীকাঃ ১০৮। উর্জোনপাৎ—জলের পৌত্র, উর্জশব্দের অর্থ জল ও নপাৎ শব্দের পৌত্র অর্থ। জল থেকে ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি জন্মে এবং সে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে জন্য অগ্নিকে জলের পৌত্র বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ। শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ১১১ ॥ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ১১২ ॥ সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥ ১১৩ ॥ আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সপ্রথস্তমঃ সখা বৃধে ॥ ১১৪ ॥ আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাংকাময়া গিরা ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, মনুষ্যজাতি কালে কালে যজ্ঞের জন্য আহবনীয় রূপে তোমায় পূর্বভাগে স্থাপন করেছে। সে তুমি সত্যস্বরূপ, মহান, সকলের দর্শনীয় শ্রবণীয়কর্ণ, কীর্তিযুক্ত ও দেবগণের হিতসাধক। ১১১।১ ॥ হে সোম, সকল স্থান থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিকারক বীর্য তোমায় মিলিত হোক, সে বীর্যে তুমি বর্ধিত হও, আমাদের তোমার অন্ন দাও। ১১২।১ ॥ হে সোম, পাপ পরাভবকারী তোমায় পানীয় রস, অন্ন ও রেত মিলিত হোক। এ রূপে বর্ধিত হয়ে যজমানের পুত্রাদি বৃদ্ধি কর ও দ্যুলোকে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর। ১১৩।১ ॥ হে অতিতৃপ্ত সোম, সকল সূক্ষ্ম অংশে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। কীর্তিমান তুমি বর্ধিত হয়ে আমাদের বর্ধনের সহায় হও। ১১৫।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার বৎসসদৃশ প্রিয় যজমান স্তুতিমূলক দেববাণীর দ্বারা উৎকৃষ্ট দেবলোক হতে তোমার মন আকর্ষণ করছে। ১১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে ॥ ১১৬ ॥ অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাডেকো বিরাজতি ॥ ১১৭ ॥

[কাণ্ড-১১৭, মন্ত্র-১২৯]

অনুবাদ ঃ হে অঙ্গিরতম অগ্নি, স্বর্গাদি কামনায় যজমানের প্রসিদ্ধ স্তুতিসমূহ তোমাতে প্রযুক্ত হয়। ১.৬।১ ॥ ভূত ও ভবিষ্যৎ জনের কামনাপূরক সম্রাট অগ্নি প্রিয় স্থানসমূহে একাকী বিরাজ করেন। ১১৭।১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ময়ি গৃহ্ণাম্যগ্রে অগ্নিং রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায়। মামু দেবতাঃ সচন্তাম্ ॥ ১ ॥ অপাং পৃষ্ঠমসি যোনিরগ্নেঃ সমুদ্রমভিতঃ পিন্বমানম্। বর্ধমানো মহাঁ আ চ পুষ্করে দিবো মাত্রয়া বরিম্ণা প্রথস্ব ॥ ২ ॥ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ

যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ৩ ॥ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ। সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ধনপুষ্টির জন্য, শোভন পুত্রাদি ও সামর্থ্যের জন্য আমি (যজমান) প্রথমে আত্মায় অগ্নি ধারণ করি, তারপর অগ্নি চয়ন করি। দেবতাগণও আমাতে যুক্ত হোন। ১।১ ॥ হে কমলপত্র, তুমি জলের পৃষ্ঠ, অগ্নির কারণ, সমুদ্রের প্রীতিকর, জলে প্রভূতরূপে বর্ধিত হও, দ্যুলোকের মত বিস্তৃত হও। ২।১ ॥ বৃহৎ আদিত্য প্রথমে পূর্বদিকে দৃশ্য হয়ে ভূলোকের মধ্যভাগ থেকে এ জগৎ প্রকাশ করছে। মেধাবী সে আদিত্য এ জগতে বিবিধ স্থানস্বরূপ সাবকাশ সকল দিক এবং মূর্ত ও অমূর্তের উৎপত্তিস্থান প্রকাশ করছে। ৩।১ ॥ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি প্রাণিসকলের উৎপত্তির পূর্বে নিজেই শরীর ধারণ করেন। তিনি জাত-মাত্র সকল জগতের ঈশ্বর। তিনি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ৪।১ ॥ মুখ্য আদিত্য অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে যান এবং এ পৃথিবীতে আসেন। তিন লোক ভ্রমণকারী সে সূর্যকে সপ্ত দিকে স্থাপন করছি। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ৩। বুধ্ন্যাঃ উপমাঃ—বুধ্ন শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, সেখানে উৎপন্ন বুধ্ন্য শব্দের অর্থ দিকসকল। উপমা শব্দের অর্থ সাবকাশ। "উপ সমীপে মান্তি ভূতানি যাসু তা উপমাঃ, সাবকাশা ইত্যর্থঃ"—মহীধর ভাষ্য।

মন্ত্র ঃ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৬ ॥ যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীঁরনু। যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৭ ॥ যে বামী রোচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু। যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৮ ॥ কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন। তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাঽসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ ॥ ৯ ॥ তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনুস্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ। তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসন্দিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে যারা রয়েছে, সে সর্পদের নমস্কার করি, যারা অন্তরিক্ষে ও যারা দ্যুলোকে রয়েছে, সে সর্পদের নমস্কার করি ৬।১ ॥ যারা রাক্ষসদের বাণরূপে বর্তমান, যারা চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ বেষ্টন করে থাকে, যারা গর্তে শুয়ে থাকে সে সর্পদের নমস্কার। ৭।১ ॥ আমাদের অদৃশ্য দ্যুলোকের দীপ্ত স্থানে যে সর্প রয়েছে, সূর্যের কিরণে যে সর্প অবস্থান করে, যারা জলে থাকে, সে সর্পদের নমস্কার করি। ৮।১ ॥ হে অগ্নি, পাখী ধরবার জালের মত শত্রু গ্রহণের জন্য জাল বিস্তার কর, রাজার মত সহায়যুক্ত হয়ে হাতীতে চড়ে শত্রুর প্রতি যাও। তুমি শত্রুগণের ক্ষেপণকারী, সন্তাপকর আয়ুধের দ্বারা, ক্ষিপ্র জালের দ্বারা মারতে মারতে রাক্ষসদের তাড়না কর। ৯।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে শীঘ্রগামী বায়ুতাড়িত জ্বালা-গুলি এদিক সেদিক যাচ্ছে, তা দিয়ে রাক্ষস ও পিশাচদের দগ্ধ কর। স্রুকের দ্বারা আহুত অত্যন্ত দীপ্যমান অখণ্ডিত তুমি চার দিকে তোমার জ্বালা বিস্তার কর। ১০।১ ॥

টীকা ঃ ৬। ভাষ্যে সর্প শব্দে এখানে লোকদের বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ। যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে মা কিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ ॥ ১১ ॥

ঊনশেন তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রা ওষতাত্তিগ্মহেতে। যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্ ॥ ২ ॥ ঊর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে। অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্রমৃণীহি শত্রূন্। অগ্নেষ্টা তেজসা সাদয়ামি ॥ ১৩ ॥ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি। ইন্দ্রস্য ত্বৌজসা সাদয়ামি ॥ ১৪ ॥ ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ। দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, দূর ও নিকটবর্তী আমাদের শত্রুর প্রতি বেগশালী বন্ধন পাঠাও। তুমি অহিংসিত হয়ে আমাদের প্রজাপালক হও। কোন শত্রু যেন তোমার প্রতি ধৃষ্টতা না করে। ১১।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি উঠে তোমার জ্বালা বিস্তার কর। হে উদ্যতায়ুধ, শত্রুদের দগ্ধ কর। হে দীপ্যমান, যে আমাদের দান করতে নিষেধ করে, তাকে শুষ্ক বৃক্ষের মত হীন ভাবে দগ্ধ কর। ১২।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি উদ্যত হও, আমাদের উপরে বর্তমান শত্রুদের প্রতি তাড়না কর। দৈব কর্মসমূহ প্রকাশ কর। যাতুধানদের স্থির ধনুগুলি খুলে নাও, বার বার তাড়িত অতাড়িত শত্রুদের মেরে ফেল। হে স্রুক্, তোমায় অগ্নির তেজে স্থাপন করছি। ১৩।২ ॥ দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালক এ অগ্নি ব্রীহি যবাদি রূপে পরিণত জলের সার বর্ধন করে। হে স্রুক্, ইন্দ্রের তেজে তোমায় স্থাপন করছি। ১৪।২ ॥ হে অগ্নি, যখন তুমি হবির বহনযোগ্য জিহ্বা বিস্তার কর, তখন তুমি যজ্ঞ ও জলের নেতা। যেখানে মঙ্গলরূপ অশ্ব তুমি লাভ কর, সে দ্যুলোকে স্বর্গপ্রাপক আদিত্য ধারণ কর। ১৫।১ ॥

মন্ত্র : ধ্রুবাহসি ধরুণাহস্তৃতা বিশ্বকর্মণা। মা ত্বা সমুদ্র উদ্বধীন্মা সুপর্ণোহব্যথমানা পৃথিবীং দৃংহ ॥ ১৬ ॥ প্রজাপতিষ্টা সাদয়ত্বপাং পৃষ্ঠে সমুদ্রস্যেমন্। ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীং প্রথস্ব পৃথিব্যসি ॥ ১৭ ॥ ভূরসি ভূমি-রস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ ॥ ১৮ ॥ বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায়। অগ্নিষ্টাহভি পাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াহঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ১৯ ॥ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : হে পাষাণময়ী ইষ্টকা তুমি স্থির, তুমি ভূমিরূপে সকলের ধারক। প্রজাপতির দ্বারা তুমি স্থাপিত হয়েছ, সমুদ্র ও পুরুষ তোমায় যেন বিনাশ না করে। তুমি নিশ্চল হয়ে পৃথিবী দৃঢ় কর। ১৬।১ ॥ প্রজাপতি প্রকাশিকা ও বিস্তারযুক্তা তোমায় সমুদ্রের অবস্থানে জলের উপর স্থাপন করুক। তার দ্বারা স্থাপিত হয়ে তুমিও বিস্তার লাভ কর, যেহেতু তুমি পৃথিবী থেকে উৎপন্ন। ১৭।১ ॥ তুমি সুখ সম্পাদিকা ভূমির অভিমানী দেবতা, তুমি দেবমাতা অদিতি, বিশ্বের পোষক, সকল প্রাণীর ধারক ; তুমি পৃথিবী সংযত কর, পৃথিবী দৃঢ় কর, পৃথিবীকে হিংসা করো না। ১৮।১ ॥ সকলের প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান বায়ু লাভের জন্য, সমৃদ্ধি ও অত্যন্ত সুখকর গৃহের দ্বারা অগ্নি তোমায় সকল প্রকারে রক্ষা করুক। সে দেবতার দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে অঙ্গির ঋষির নিকট যেরূপ স্থির ছিল, সেরূপ স্থির হয়ে উপবেশন কর। ১৯।১ ॥ হে দূর্বা, তুমি যেমন কাণ্ড থেকে কাণ্ডে, পর্ব থেকে পর্বে অঙ্কুরিত হও, সেরূপ সহস্রসংখ্যক পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা আমাদের বিস্তার কর। ২০।১ ॥

টীকা ঃ ১৯। ইষ্টিকা শব্দে স্বাভাবিক ছিদ্র যুক্ত পাষাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি। তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ২১ ॥ যাস্তে অগ্নে সূর্যে রুচো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ। তাভির্নো অদ্য সর্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি ॥ ২২ ॥ যা বো দেবাঃ সূর্যে রুচো গোষ্বশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্বাভী রুচং নো ধত্ত বৃহস্পতে ॥ ২৩ ॥ বিরাড় জ্যোতিরধারয়ৎ স্বরাড় জ্যোতিরধারয়ৎ। প্রজাপতিষ্ট্বা সাদয়তু পৃষ্ঠে পৃথিব্যা জ্যোতিষ্মতীম্। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ। অগ্নিষ্টেঽধিপতিস্তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ২৪ ॥ মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্‌মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যে অগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। বাসন্তিকাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি ইষ্টকে, যে তুমি সাত কাণ্ডের বিস্তার কর, সহস্র অঙ্কুর উৎপন্ন কর, সে তোমার আমরা হবির দ্বারা সেবা করছি। ২১।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে দীপ্তিসকল সূর্যমণ্ডলে থেকে দ্যুলোক আলোকিত করছে, সে কিরণের দ্বারা আজ আমাদের শোভা বিস্তার কর এবং জগদ্বিখ্যাত পুত্রাদি আমাদের দাও। ২২।১ ॥ হে দেবগণ, হে ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি, তোমাদের যে কান্তি সূর্যমণ্ডলে আছে, গাভী ও অশ্বে তোমাদের যে দীপ্তি আছে, আমাদের সে সকল দীপ্তি দাও। ২৩।১ ॥ ভূলোক অগ্নিরূপ জ্যোতি ধারণ করেছে, দ্যুলোক সূর্যরূপ জ্যোতি ধারণ করেছে। সকলের প্রাণ, অপান ও ব্যানরূপ সম্পদ লাভের জন্য প্রজাপতি পৃথিবীর পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতী তোমায় স্থাপন করুক। হে ইষ্টকে, তুমি সকল জ্যোতি দাও, অগ্নি তোমার অধিপতি ; অঙ্গিরা ঋষির নিকট যেরূপ স্থির ছিলে সেরূপ অগ্নিদেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ২৪।৩ ॥ হে চৈত্র-বৈশাখ বাসন্তিক মাসদ্বয়, তোমরা অগ্নির মধ্যে শ্লিষ্ট হয়েছ। তোমাদের উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর। জল ও ওষধির যুক্ত কর। সমান ব্রতচারী পৃথক পৃথক অগ্নি তোমার উৎকর্ষের জন্য যুক্ত কর। দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের পরিচর্যার জন্য যুক্ত হয়, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমান-মনস্ক অন্যের চিত অগ্নিসকলও বসন্ত ঋতু কল্পনা করে এ কর্মে যুক্ত হোক। হে ইষ্টকে, অঙ্গিরা ঋষির কর্মে তোমরা যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ২৫।২ ॥

মন্ত্র ঃ অষাঢ়াঽসি সহমানা সহস্বারাতীঃ সহস্ব পৃতনায়তঃ। সহস্রবীর্যাঽসি সা মা জিন্ব ॥ ২৬ ॥ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ২৭ ॥ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ২৮ ॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ২৯ ॥ অপাং গম্ভন্ত্সীদ মা ত্বা সূর্যোঽভি তাপ্সীন্মাঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ প্রজা অনুবীক্ষস্বানু ত্বা দিব্যা বৃষ্টিঃ সচতাম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকে, তুমি স্বভাবত অভিভবকারী, অরাতিগণের অভিভব কর, যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক শত্রুদের পরাভূত কর। তুমি বহুসামর্থ্যযুক্ত, আমায় তুষ্ট কর। ২৬।১ ॥ যজমানের বায়ুসকল মধুযুক্ত হোক, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিগুলি মধুযুক্ত হোক। ২৭।১। আমাদের রাত্রি মধুযুক্ত হোক,

দিবসও মধুযুক্ত হোক। মাতৃসদৃশ পৃথিবীলোক মধুযুক্ত হোক, আমাদের পিতৃসদৃশ দ্যুলোক মধুযুক্ত হোক। ২৮।১ ॥ আমাদের বনস্পতি মধুযুক্ত হোক, সূর্য মধুযুক্ত হোক, আমাদের যজ্ঞসাধক রশ্মিগুলি মধুযুক্ত হোক ॥ ২৯।১ ॥ হে কূর্ম, তুমি জলের গভীর স্থানে অবস্থান কর, সূর্য তোমায় সন্তপ্ত না করুক, বৈশ্বানর অগ্নি তোমায় তপ্ত না করুক, এখানে থেকে নিরন্তর অখণ্ডাবয়ব প্রজাসকল দেখ। দিব্য বৃষ্টি তোমার সেবা করুক। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ত্রীন্‌সমুদ্রান্ত্সমসৃপৎ স্বর্গানপাং পতির্বৃষভ ইষ্টকানাম্। পুরীষং বসানঃ সুকৃতস্য লোকে তত্র গচ্ছ যত্র পূর্বে পরেতাঃ ॥ ৩১ ॥ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ৩২ ॥ বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৩৩ ॥ ধ্রুবাঽসি ধরুণেতো জজ্ঞে প্রথমমেভ্যো যোনিভ্যো অধি জাতবেদাঃ। স গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুভানুষ্টুভা চ দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৩৪ ॥ ইষে রায়ে রমস্ব সহসে দ্যুম্ন ঊর্জে অপত্যায়। সম্রাডসি স্বরাডসি সারস্বতৌ ত্বোৎসৌ প্রাবতাম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে কূর্ম, স্বর্গসাধক ত্রিলোক তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি জলের অধিপতি, ইষ্টকের বর্ষণকারী। যে স্থানে পুরাতন কূর্মগণ গিয়েছে, সে সুকৃত অগ্নিলোকে তুমি যাও ও হত পশুদের আচ্ছাদন কর। ৩১।১॥ মহান দ্যুলোক ও ভূলোক আমাদের এ যজ্ঞ পূর্ণ করুক। ৩২।১ ॥ হে ঋত্বিকগণ, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুর কর্মসকল দেখ, যার দ্বারা তোমাদের লৌকিক ও বৈদিক কর্মসকল সৃষ্ট হয়েছে। তিনি ইন্দ্রের যোগ্য সখা। ৩৩।২ ॥ হে উখা, জগতের ধারক তুমি স্থির হও। এ থেকে জাতবেদা অগ্নির উৎপন্ন হয়ে নিজের অধিকার জেনে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ ও অনুষ্টুপ ছন্দে দেবতার উদ্দেশ্যে আমাদের হবি বহন করুক। ৩৪।১ ॥ অন্ন, ধন, বল, যশ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি ও অপত্যের জন্য হে উখা, তুমি এখানে ক্রীড়া কর। তুমি সম্রাট, তুমি স্বরাট; ঋক ও সামবেদ তোমার রক্ষা করুক। ৩৫।১ ॥

টীকা ঃ ৩৫। 'সারস্বতৌ উৎসৌ—শব্দে ভাষ্য তিন প্রকার অর্থ করা হয়েছে। (১) সরস্বতী নদীর প্রবাহদ্বয়। (২) মন ও বাক্য। (৩) ঋগ্বেদ ও সামবেদ।

মন্ত্র ঃ অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্তি মন্যবে ॥ ৩৬ ॥ যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ ॥ ৩৭ ॥ সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ। ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্যে অগ্নেঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋচে ত্বা রুচে ত্বা ভাসে ত্বা জ্যোতিষে ত্বা। অভূদিদং বিশ্বস্য ভুবনস্য বাজিনমগ্নের্বৈশ্বানরস্য চ ॥ ৩৯ ॥ অগ্নির্জ্যোতিষা জ্যোতিষ্মান্ রুক্মো বর্চসা বর্চস্বান্। সহস্রদা অসি সহস্রায় ত্বা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তোমার যে সংযত অশ্বগুলি যজ্ঞে দেবতাদের বহন করে থাকে, তাদের যুক্ত কর। ৩৬।১ ॥ হে অগ্নি, রথীর মত দেবতার আহ্বায়ক তোমার অশ্বগুলি যুক্ত কর। তুমি পুরাতন হোতা, এ যাগে হোতার আসনে বস। ৩৭।১ ॥ নদীসকল যেমন সমুদ্রে যায়, সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত মনে দত্ত পবিত্র অন্নসকল ও ঘৃতের ধারা অগ্নির মধ্যে নিহিত হিরন্ময় পুরুষের প্রতি ক্ষরিত হচ্ছে, এ আমি দেখছি। ৩৮।১ ॥ হে হিরণ্য, ঋগ্বেদের জন্য, দীপ্তির জন্য, কান্তির জন্য, তেজের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ সকল প্রাণীর ও বৈশ্বানর অগ্নির তেজজনক। ৩৯।১ ॥ এ

অগ্নি, হিরণ্যতেজে তেজস্বী ; রোচমান অগ্নি হিরণ্যের কান্তিতে কান্তিমান। হে পুরুষ, তুমি সহস্রের দাতা, সহস্র ধনলাভের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। ৪০।১ ॥

মন্ত্র : আদিত্যং গর্ভং পয়সা সমঙ্ধি সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্। পরি বৃঙ্ধি হরসা মাভি মংস্থাঃ শতায়ুষং কৃণুহি চীয়মানঃ ॥ ৪১ ॥ বাতস্য জূতিং বরুণস্য নাভিমশ্বং জজ্ঞানং সরিরস্য মধ্যে। শিশুং নদীনাং হরিমদ্রিবুধ্নমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪২ ॥ অজস্রমিন্দুমরুষং ভুরণ্যুমগ্নিমীডে পূর্বচিত্তিং নমোভিঃ। স পর্বভির্ঋতুশঃ কল্পমানো গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্ ॥ ৪৩ ॥ বরূত্রীং ত্বষ্টুর্বরুণস্য নাভিমবিং জজ্ঞানাং রজসঃ পরস্মাৎ। মহীং সাহস্রীমসুরস্য মায়ামগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪৪ ॥ যো অগ্নিরগ্নেরধ্যজায়ত শোকাৎ পৃথিব্যা উত বা দিবস্পরি। যেন প্রজা বিশ্বকর্মা জজান তমগ্নে হেডঃ পরি তে বৃণক্তু ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : হে পুরুষ, পশুদের গ্রাহক, বহুধনের প্রদাতা, সকল রূপের প্রকাশক চিত্যাগ্নি জলে রচনা কর। অগ্নির তেজের দ্বারা যজমানকে বর্ধন কর ; যজমানের হিংসা করো না, গৃহীত হয়ে তুমি তাকে শতায়ু কর। ৪১।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার জ্বালার দ্বারা এ অশ্ব দগ্ধ করো না ; যে অশ্ব বায়ুর মত গতিশীল, বরুণের নাভিসদৃশ, সমুদ্রে জাত, নদীর শিশু, হরিতবর্ণ, পর্বতপৃষ্ঠে জাত ও লোকে অবস্থিত। ৪২।১ ॥ অক্ষয়, ঐশ্বর্যযুক্ত, অক্রোধ, পূর্বতন মহর্ষিগণের গৃহীত, অন্নের দ্বারা সকলের পোষক অগ্নিকে আমি স্তুতি করছি। হে অগ্নি, প্রতিপর্বে প্রতি ঋতুতে কর্মের সম্পাদক তুমি এরূপ স্তুত হয়ে অদীনা বিরাজমান গাভীকে হিংসা করো না। ৪ ।১ ॥ হে অগ্নি, উৎকৃষ্ট স্থানে রক্ষিত অবিকে হিংসা করো না, যে অবি বিধাতার অনুগ্রহে লোকের আচ্ছাদক, বরুণের নাভিস্থানীয় প্রজাপতির রজগুণে উৎপন্ন, মহান, সহস্র উপকারসাধক, প্রাণিগণের প্রজ্ঞাপ্রদ। ৪৪।৪ ॥ যে অগ্নিরূপ অঙ্গ প্রজাপতির, পৃথিবীর ও দ্যুলোকের শোক থেকে উৎপন্ন সে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি বাক্‌রূপে প্রজা সৃষ্টি করেছেন ; হে অগ্নি, তুমি সে প্রজাপতির প্রতি ক্রোধ পরিহার কর। ৪৫।১ ॥

টীকা : ৪১। 'আদিত্যং গর্ভম্'—শব্দে যিনি পশুদের গ্রহণ করেন অথবা তাদের সকলকে দেখেন এ অর্থে আদিত্য শব্দে চিত্য অগ্নি অর্থ ভাষ্যে করা হয়েছে।

মন্ত্র : চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ৪৬ ॥ ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুং সহস্রাক্ষো মেধায় চীয়মানঃ। ময়ুং পশুং মেধমগ্নে জুষস্ব তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ। ময়ুং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ৪৭ ॥ ইমং মা হিংসীরেকশফং পশুং কনিক্রদং বাজিনং বাজিনেষু। গৌরমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নি ষীদ। গৌরং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ৪৮ ॥ ইমং সাহস্রং শতধারমুৎসং ব্যচ্যমানং সরিরস্য মধ্যে। ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। গবয়মারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নি ষীদ। গবয়ং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ৪৯ ॥ ইমমূর্ণায়ুং বরুণস্য নাভিং ত্বচং পশূনাং দ্বিপদাং চতুষ্পদাম্। ত্বষ্টুঃ প্রজানাং প্রথমং জনিত্রমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। উষ্ট্রমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ। উষ্ট্রং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : কিরণপুঞ্জরূপে সূর্য আশ্চর্যরূপে উদিত হচ্ছে, সে সূর্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুর মত প্রকাশক। উদিত হয়েই নিজ তেজে

দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ করেছে। পররক্ষরূপে সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা। ৪৬।১ ॥ হে অগ্নি, সহস্রাক্ষ তুমি, যজ্ঞের জন্য সংস্কৃত হয়ে এ দ্বিপাদবিশিষ্ট পুরুষকে হিংসা করো না। যদি খাবার ইচ্ছা হয় তা হলে শুধু কিম্পুরুষ পশু ভক্ষণ কর, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনু পুষ্ট করে এখানে থাক। তোমার তাপ কিন্নর লাভ করুক, আর আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তারা তোমার তাপ লাভ করুক। ৪৭।১ ॥ হে অগ্নি, এ এক খুর-বিশিষ্ট পশু অশ্বকে হিংসা করো না, সে সর্বদা হ্রেষাশব্দ করে ও বেগশালীর মধ্যে বেগবান। তোমাকে বন্য গৌরবর্ণ মৃগ দিচ্ছি, তা দিয়ে জ্বালারূপ তনু পুষ্ট করে এখানে অবস্থান কর। তোমার তাপ গৌরবর্ণ মৃগ লাভ করুক, আর আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তারা তোমার তাপ লাভ করুক। ৪৮।১ ॥ হে অগ্নি, উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিত এ গোরূপ পশুকে হিংসা করো না, এ গাভী সহস্র উপকারক্ষম, শত সংখ্যক ক্ষীরধারাযুক্ত, উৎসের মত বহু স্রোতযুক্ত, বহুলোকের উপজীব্য ও তাদের জন্য ঘৃতের কারণ দুগ্ধ ক্ষরণকারী এবং অদীনা। তোমার জন্য বন্য গবয় পশু দিচ্ছি, তা দিয়ে শরীর পুষ্ঠ করে এখানে থাক। তোমার তাপ গবয় লাভ করুক, আর আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তারা তোমার তাপ লাভ করুক। ৪৯।১ ॥ হে অগ্নি, উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিত এ অবিকে হিংসা করো না, এ অবি লোমযুক্ত, বরুণের নাভিসদৃশ প্রিয়, দ্বিপদ মনুষ্য ও চতুষ্পদ গবাদি পশুদের ত্বকের রক্ষক ও প্রজাপতির প্রথম সৃষ্ট। তোমাকে বন্য উট দিচ্ছি, তা দিয়ে শরীর পুষ্ট করে এস্থানে থাক। তোমার তাপ বন্য উট লাভ করুক, আর যাদের আমরা বিদ্বেষ করি, তারা তোমার তাপ লাভ করুক। ৫০।১ ॥

টীকা : ৪৭। 'ময়ুম্'—শব্দে অশ্ব-বদন-বিশিষ্ট কিম্পুরুপ অথবা কৃষ্ণমৃগ অর্থ করা হয়েছে।

মন্ত্র : অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাৎ সো অপশ্যজ্জনিতারমগ্রে। তেন দেবা দেবতামগ্রমায়ংস্তেন রোহমায়ন্নুপ মেধ্যাসঃ। শরভমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নি ষীদ। শরভং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ৫১ ॥ ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৫২ ॥ অপাং ত্বেমন্ত্সাদয়াম্যপাং ত্বোদ্মন্সাদয়াম্যপাং ত্বা ভস্মন্সাদয়াম্যপাং ত্বা জ্যোতিষি সাদয়াম্যপাং ত্বাহয়নে সাদয়াম্যর্ণবে ত্বা সদনে সাদয়ামি সমুদ্রে ত্বা সদনে সাদয়ামি। সরিরে ত্বা সদনে সাদয়াম্যপাং ত্বা ক্ষয়ে সাদয়াম্যপাং ত্বা সধিষি সাদয়াম্যপাং ত্বা সদনে সাদয়াম্যপাং ত্বা সধস্থে সাদয়াম্যপাং ত্বা যোনৌ সাদয়াম্যপাং ত্বা পুরীষে সাদয়াম্যপাং ত্বা পাথসি সাদয়ামি। গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা সাদয়ামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা সাদয়ামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা সাদয়াম্যানুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা সাদয়ামি। পাঙ্‌ক্তেন ত্বা ছন্দসা সাদয়ামি ॥ ৫৩ ॥ অয়ং পুরো ভুব স্তস্য প্রাণো ভৌবায়নো। বসন্তঃ প্রাণায়নো। গায়ত্রী বাসন্তী। গায়ত্র্যৈ গায়ত্রং। গায়ত্রাদুপাংশুরুপাংশোস্ত্রিবৃৎ। ত্রিবৃতো রথন্তরং। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া প্রাণং গৃহ্ণামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৪ ॥ অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মা। তস্য মনো বৈশ্বকর্মণং। গ্রীষ্মো মানসস্ত্রিষ্টুব্ গ্রৈষ্মী ত্রিষ্টুভঃ স্বারং। স্বারাদন্তর্যামোঽন্তর্যামাৎ পঞ্চদশঃ। পঞ্চদশাদ্ বৃহদ্। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া মনো গৃহ্ণামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : যে অজ প্রজাপতির শোক থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে নিজের উৎপাদক প্রজাপতিকে দেখেছিল, দেবগণ পূর্বজন্মে সে অজের দ্বারা কর্ম করে দেবভাব লাভ করেছে। যজ্ঞকারী যজমান সে অজের দ্বারা স্বর্গে যায়। হে অগ্নি, তোমাকে বন্য শারভ দিচ্ছি, তা দিয়ে শরীর পুষ্ট করে এ স্থানে থাক।

তোমার শোক শারভ লাভ করুক, আর যাদের আমরা বিদ্বেষ করি, তারা তোমার তাপ লাভ করুক। ৫১।১ ॥ যে যুবতম অগ্নি, আমাদের স্তুতি শোন, যজমানের লোকদের পালনংকর, আর তুমি নিজে তাদের সন্তানদের রক্ষা কর। ৫২।১ ॥ হে ইষ্টকে, তোমাকে বায়ুতে স্থাপন করছি, এরূপ ওষধিতে, ভস্মে, বিদ্যুতে, ভূমিতে, প্রাণে, মনে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, স্বর্গে, অন্তরিক্ষে, সমুদ্রে, বালুতে, অন্নে স্থাপন করছি। গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে ধারণ করছি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে, জগতী ছন্দে, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি ছন্দে তোমাকে ধারণ করছি। ৫৩।২০ ॥ এ যে অগ্নি রয়েছে, হে ইষ্টকে, তুমি তদ্রূপা। প্রাণই অগ্নিরূপে থাকে, অতএব অগ্নিরূপা তোমাকে ধারণ করছি। অগ্নির অপত্য ভৌবায়ন, প্রাণের অপত্য প্রাণায়ন বসন্ত ঋতু, সেরূপে তোমাকে ধারণ করছি। গায়ত্রী ছন্দ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন গায়ত্র সামরূপে, তা থেকে উৎপন্ন উপাংশু গ্রহরূপে ; উপাংশু থেকে উৎপন্ন ত্রিবৃৎ সোম-রূপে, তা থেকে উৎপন্ন রথান্তর পৃষ্ঠ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন সকলের আধার বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রাণরূপে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট তোমার দ্বারা সকল প্রজার জন্য প্রাণ গ্রহণ করছি। ৫৪।১০ ॥ সকলের স্রষ্টা বিশ্বকর্মা বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেরূপে তোমাকে গ্রহণ করছি। বিশ্বকর্মার অপত্য মনরূপে, মনের অপত্য গ্রীষ্ম ঋতুরূপে, তা থেকে উৎপন্ন ত্রিষ্টুপ্ ছন্দরূপে, তা থেকে উৎপন্ন সামরূপে, তা থেকে উৎপন্ন অন্তর্যাম গ্রহরূপে, তা থেকে উৎপন্ন পঞ্চদশ স্তোমরূপে, তা থেকে উৎপন্ন বৃহৎ পৃষ্ঠ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন ভরদ্বাজ ঋষিকে মনরূপে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি-সৃষ্ট তোমার দ্বারা সকল প্রজার জন্য মন গ্রহণ করছি। ৫৫।১০ ॥

টীকা ঃ ৫১। 'শরভ'—শব্দে সিংহঘাতী অষ্টপদ মৃগ বিশেষ।

মন্ত্র ঃ অয়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচা স্তস্য চক্ষুর্বৈশ্বব্যচসং। বর্ষাশ্চাক্ষুষ্যো জগতী বার্ষী জগত্যা ঋক্সমমৃক্সমাচ্ছুক্রঃ শুক্রাৎ সপ্তদশঃ সপ্তদশাদ্বৈরূপং। জমদগ্নির্ঋষিঃ। প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া চক্ষুর্গৃহ্নামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৬ ॥ ইদমুত্তরাৎ স্ব-স্তস্য শ্রোত্রং সৌবং শরচ্ছ্রৌত্র্যনুষ্টপ্ শারদ্যনুষ্টুভ ঐডমৈডান্মন্থী মন্থিন একবিংশ একবিংশাদ্বৈরাজং বিশ্বামিত্র ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া শ্রোত্রং গৃহ্নামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৭ ॥ ইয়মুপরি মতি স্তস্যৈ বাঙ্মাত্যা হেমন্তো বাচ্যঃ পংক্তির্হৈমন্তী পঙ্ক্ত্যৈ নিধনবন্নিধনবত আগ্রয়ণ। আগ্রয়ণাৎ ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্রিণবত্রয়-স্ত্রিংশাভ্যাং শাক্বররৈবতে বিশ্বকর্ম ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া বাচং গৃহ্নামি প্রজাভ্যঃ ॥ ৫৮ ॥

[কাণ্ড—৫৮, মন্ত্র—১০২]

অনুবাদ ঃ পশ্চিম দিকে গমনশীল বিশ্বের প্রকাশক আদিত্যরূপে তোমাকে গ্রহণ করছি। তা থেকে উৎপন্ন চক্ষুরূপে, তা থেকে উৎপন্ন বর্ষা ঋতুরূপে, তা থেকে উৎপন্ন জগতী ছন্দরূপে, তা থেকে উৎপন্ন ঋক্সম নামক সামরূপে, তা থেকে উৎপন্ন শুক্রগ্রহরূপে, তা থেকে উৎপন্ন সপ্তদশ স্তোমরূপে, তা থেকে উৎপন্ন বৈরূপ পৃষ্ঠ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন জমদগ্নি ঋষিকে চক্ষুরূপে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট তোমার দ্বারা সকল প্রজার জন্য চক্ষু গ্রহণ করছি। ৫৬।১০ ॥ সকলের উত্তর দিকে অবস্থিত স্বর্গলোকরূপে তোমাকে গ্রহণ করছি। সে স্বর্গীয় শ্রোত্ররূপে, তা থেকে উৎপন্ন শরৎ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন অনুষ্টুপ্ ছন্দরূপে, তা থেকে উৎপন্ন ঐড সামরূপে, তা থেকে উৎপন্ন মন্থ গ্রহরূপে, তা থেকে উৎপন্ন একবিংশ স্তোমরূপে, তা থেকে উৎপন্ন বৈরাজ পৃষ্ঠরূপে, তা থেকে উৎপন্ন বিশ্বামিত্র ঋষিকে শ্রোত্ররূপে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি-সৃষ্ট তোমার দ্বারা সকল

প্রজার জন্য শ্রোত্র গ্রহণ করছি। ৫৭।১০ ॥ উর্ধ্বদেশে অবস্থিত চন্দ্ররূপে তোমাকে গ্রহণ করছি। তা থেকে উৎপন্ন বাক্যরূপে, তা থেকে উৎপন্ন হেমন্তরূপে, তা থেকে উৎপন্ন হেমন্ত ঋতুরূপে, তা থেকে উৎপন্ন পংক্তি ছন্দ রূপে, তা থেকে উৎপন্ন নিধনবান নামক সামরূপে, তা থেকে উৎপন্ন আগ্রয়ণ গ্রহরূপে, তা থেকে উৎপন্ন ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমরূপে, তা থেকে শাক্কর ও রৈবতরূপে, তা থেকে বিশ্বকর্মা ঋষিকে বাক্যরূপে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি-সৃষ্ট তোমার দ্বারা সকল প্রজার জন্য বাক্য গ্রহণ করছি। ৫৮।১ ॥

টীকা ঃ ৫৩-৫৭। এ পাঁচটি কণ্ডিকায় যথাক্রমে প্রাণ, মন, চক্ষু, শ্রোত্র ও বাক্যকে প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। 'প্রজাভ্যঃ'—ইহা চতুর্থীপক্ষে যজমানের অপত্য পশু প্রভৃতির প্রাণাদি পুষ্ট হোক এ অর্থ ; পঞ্চমী পক্ষে নানা লোকের নিকট থেকে তাদের প্রাণাদি গ্রহণ করে আমার বশীভূত করছি অর্থাৎ সকল প্রজা আমার বশীভূত হোক এ অর্থ করা হয়েছে। এ নামগুলি প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ধ্রুবাক্ষিতি ধ্রুবযোনি ধ্রুবং যোনিমা সীদ সাধুয়া। উখ্যস্য কেতুং প্রথমং জুষাণাঽশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ১ ॥ কুলায়িনী ঘৃতবতী পুরন্ধিঃ স্যোনে সীদ সদনে পৃথিব্যাঃ। অভি ত্বা রুদ্রা বসবো গৃণন্ত্বিমা ব্রহ্ম পীপিহি সৌভগায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ২ ॥ স্বৈর্দক্ষৈর্দক্ষপিতেহ সীদ দেবানাং সুম্নে বৃহতে রণায়। পিতেবৈধি সূনব আ সুশেবা স্বাবেশা তন্বা সং বিশস্বাশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ৩ ॥ পৃথিব্যা পুরীষমস্যপ্সো নাম তাং ত্বা বিশ্বে অভি গৃণন্তু দেবাঃ। স্তোমপৃষ্ঠা ঘৃতবতীহ সীদ প্রজাবদস্মে দ্রবিণা যজস্বাশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ৪ ॥ অদিত্যাস্ত্বা পৃষ্ঠে সাদয়াম্যন্তরিক্ষস্য ধর্ত্রীং বিষ্টম্ভনীং দিশামধিপত্নীং ভুবনানাম্। ঊর্মির্দ্রপ্সো অপামসি বিশ্বকর্মা ত ঋষিরশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে উখা, তুমি স্থির, তোমার নিবাস স্থির, তোমার উৎপত্তিস্থান স্থির, তুমি এ উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান কর। দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। ১।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি গৃহবিশিষ্টা, ঘৃতযুক্তা, বহুরূপে স্থাপিত পৃথিবীর সুখরূপ স্থানে থাক। রুদ্র ও বসুগণ তোমার স্তব করুক। ঐশ্বর্যের জন্য এ মন্ত্রগুলি লাভ কর। দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। ২।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি বীর্যরক্ষিকা, দেবগণের বৃহৎ সুখের জন্য সামর্থের সাথে এখানে থাক। পিতা যেমন পুত্রের সুখয়িতা সেরূপ তুমি সর্বদা সুখদা হও। দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। ৩।১ ॥ হে ইষ্টকে, পৃথিবীর পূরক ও জলের কারণস্বরূপ রস। সকল দেবগণ তোমাকে স্তুতি করুক, তুমি স্তোম ও পৃষ্ঠবতী এবং ঘৃতবতী, আমাদের পুত্র পৌত্রাদি যুক্ত ধন দাও। দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক ॥ ৪।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি অন্তরিক্ষ লোকের ধারয়িত্রী, পূর্বাদি দিকের স্তম্ভনকর্ত্রী, প্রাণিসমূহের স্বামিনী ; তোমাকে পৃথিবীর উপরে স্থাপন করছি। তুমি জলের রসরূপ কল্লোল। প্রজাপতি তোমার দ্রষ্টা। দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয়, তোমাকে এখানে স্থাপন করুক ॥ ৫।১ ॥

টীকা ঃ ৪। 'স্তোমপৃষ্ঠা'—ত্রিবৃৎ আদি স্তোম ও রথান্তর আদি পৃষ্ঠ যেখানে পঠিত হয়, তাকে স্তোমপৃষ্ঠা বলে।

মন্ত্র ঃ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যে অগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। গ্রৈষ্মাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ৬ ॥ সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূর্দেবৈঃ সজূর্দেবৈর্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূর্বসুভিঃ সজূর্দেবৈর্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূ রুদ্রৈঃ সজূর্দেবৈর্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূরাদিত্যৈঃ সজূর্দেবৈবয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূর্বিশ্বৈর্দেবৈঃ সজূর্দেবৈর্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাঽধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা ॥ ৭ ॥ প্রাণম্মে পাহ্যপানম্মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্ম উর্ব্যা বিভাহি শ্রোত্রং মে শ্লোকয়। অপঃ পিন্বৌষধীর্জিন্ব দ্বিপাদব চতুষ্পাত্ পাহি দিবো বৃষ্টিমেরয় ॥ ৮ ॥ মূর্ধা বয়ঃ প্রজাপতিশ্ছন্দঃ ক্ষত্রং বয়ো ময়ন্দং ছন্দো বিষ্টম্ভো বয়োঽধিপতিশ্ছন্দো বিশ্বকর্মা বয়ঃ পরমেষ্ঠী ছন্দো বস্তো বয়ো বিবলং ছন্দো বৃষ্ণির্বয়ো বিশালং ছন্দঃ পুরুষো বয়স্তন্দ্রং ছন্দো ব্যাঘ্রো বয়োঽনাধৃষ্টং ছন্দঃ সিংহো বয়শ্ছদিশ্ছন্দো পষ্ঠবাড্ বয়ো বৃহতী ছন্দ উক্ষা বয়ঃ ককুপ্ ছন্দ ঋষভো বয়ঃ সতো বৃহতী ছন্দঃ ॥ ৯ ॥ অনড্বান্বয়ঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দো ধেনুর্বয়ো জগতী ছন্দ স্ত্র্যবির্বয় স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দিত্যবাড্বয়ো বিরাট্ ছন্দঃ পঞ্চাবির্বয়ো গায়ত্রী ছন্দ স্ত্রিবৎসো বয় উষ্ণিক্ ছন্দ স্তুর্যবাড্ বয়োঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্মসম্বন্ধীয় ঋতুদ্বয়, তোমরা অগ্নির মধ্যে যুক্ত হয়েছে। তোমাদের উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর, জল ও ওষধি যুক্ত কর। সমান ব্রতধারী পৃথক পৃথক অগ্নি তোমাদের উৎকর্ষের জন্য যুক্ত কর। দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের পরিচর্যায় যুক্ত হয়, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমানমনস্ক অন্যোন্য চিত অগ্নিসকলও গ্রীষ্ম ঋতু কল্পনা করে এ কর্মে যুক্ত হোক। হে ইষ্টকে, অঙ্গিরা ঋষির কর্মে তোমরা যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ৬।২ ॥ হে ইষ্টকে ঋতুগণের সাথে, জলের সাথে, ইন্দ্রাদি দেবতার সাথে, প্রাণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত তোমাকে সকল লোকের হিতকারী অগ্নির তৃপ্তির জন্য দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় এখানে স্থাপন করুক। ঋতুগণের সাথে, জলের সাথে, বসুগণের সাথে, দৈব ছন্দের সাথে প্রীতিমতী তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নির জন্য দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় এখানে স্থাপন করুক। ঋতুগণের সাথে, জলের সাথে, রুদ্রগণের সাথে, দৈব প্রাণের সাথে প্রীতিযুক্ত তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নির নিমিত্ত দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় এখানে স্থাপন করুক। ঋতুগণের সাথে, জলের সাথে, আদিত্যগণের সাথে, দৈব ছন্দের সাথে, বৈশ্বানর অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। ঋতুগণের সাথে, জলের সাথে, বিশ্বদেবগণের সাথে, দৈব ছন্দের সাথে প্রীতিমতী তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নির হিতের জন্য দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় এখানে স্থাপন করুক। ৭।৫ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি আমার প্রাণবায়ু রক্ষা কর, অপান বায়ু রক্ষা কর, ব্যান বায়ু রক্ষা কর। বিস্তীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা আমার চক্ষু প্রকাশ কর, কর্ণেন্দ্রিয় শক্ত কর। জল সিঞ্চন কর, ওষধিসকলে

প্রীতি কর, মানুষের শরীর রক্ষা কর, পশুর শরীর পালন কর, দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি সকল দিকে প্রবর্তন করাও। ৮।১০ ॥ প্রধান প্রজাপতি গায়ত্রী ছন্দ ও বয়সের দ্বারা পশু লাভ করেছিলেন, সেরূপ হে ইষ্টকে ; তোমাকে গ্রহণ করছি। প্রজাপতি ক্ষাত্র বয়স ও অনিরুক্তছন্দ, অধিপতি প্রজাপতি ত্রিষ্টুভ বয়স ও ছন্দ, পরমেষ্ঠী বিশ্বকর্মা প্রজাপতি বয়স ও ছন্দ, অজ্র বয়স ও উৎকৃষ্ট একপদ ছন্দ লাভ করেছিলেন। সেরূপে দ্বিপদা গায়ত্রী ছন্দ রূপে সেচনসমর্থ মেষ বয়সের দ্বারা লাভ করেছিলেন। পংক্তি ছন্দে বয়সে পুরুষ, বিরাট ছন্দে বয়সে ব্যাঘ্র পশু, অতিছন্দ ছন্দে সিংহ, বৃহতী ছন্দে পৃষ্ঠবাহু পশু, ককুপ্ ছন্দে উক্ষা পশু, সতোবৃহতী ছন্দে বৃষভ লাভ করেছিলেন। ৯।১২ ॥ প্রজাপতি পংক্তি ছন্দরূপে বলীবর্দ পশু বয়সের দ্বারা লাভ করেছিলেন। জগতী ছন্দে সবৎসা নবপ্রসূতা গাভী, ত্রিষ্টুপ ছন্দে অষ্টাদশ মাস বয়স্ক অবি, বিরাট ছন্দে ধান্যবাহক পশু, গায়ত্রী ছন্দে আড়াই বছরের পশু, উষ্ণিক ছন্দে তিন বছরের পশু, অনুষ্টুপ ছন্দে চার বছরের পশু প্রজাপতি গ্রহণ করেছিলেন। ১০।১৩ ॥

টীকা ঃ ৭। 'বয়োনাধঃ—ভাষ্যে এ শব্দের দুপ্রকার অর্থ করা হয়েছে—প্রাণ ও ছন্দবন্ধ দেবগণ। বয়ঃ শব্দের অর্থ বাল্যাদি বয়স, তা যাতে বন্ধ থাক এ অর্থে . বয়োনাধাঃ শব্দের অর্থ প্রাণ। ৯। প্রজাপতি সে সে ছন্দরূপে গ্রহণ করে সে সে বয়সে সে সে পশু গ্রহণ করেছেন।

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রাগ্নী অব্যথমানামিষ্টকাং দৃংহতং যুবম্। পৃষ্ঠেন দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং চ বি বাধসে ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্মা ত্বা সাদয়ত্বন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠে ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীমন্তরিক্ষং যচ্ছান্তরিক্ষং দৃংহান্তরিক্ষং মা হিংসীঃ। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায়। বায়ুষ্টাভিপাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ১২ ॥ রাজ্ঞ্যসি প্রাচী দিগ্বিরাডসি দক্ষিণা দিক্ সম্রাডসি প্রতীচী দিক্ স্বরাডস্যুদীচী দিগধিপত্ন্যসি বৃহতী দিক্ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্মা ত্বা সাদয়ত্বন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীম্। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ। বায়ুষ্টেঽধিপতিস্তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ১৪ ॥ নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্ মম জৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যে অগ্নয়ঃ সমনসো২ন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। বার্ষিকাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজন অখন্ড ইষ্টিকা দৃঢ় কর। হে ইষ্টিকে, তোমার উপরিভাগে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম করে আছ। ১১।১ ॥ হে ইষ্টকে, বিশ্বকর্মা প্রজাপতি অন্তরিক্ষের উপরে প্রকাশ ও বিস্তার যুক্ত তোমাকে স্থাপন করুক। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের স্থিতিতে অন্তরিক্ষ শাসন কর, তাকে পরের উপদ্রব থেকে দৃঢ় কর এবং তাকে হিংসা করো না। সকলের প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান বায়ু লাভের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য, চরিত্রের জন্য তাকে দৃঢ় কর। মহতী সম্পত্তির দ্বারা শুভকর তেজবিশেষের দ্বারা বায়ু তোমাকে সকল ভাবে রক্ষা করুক। অঙ্গিরা ঋষির কর্মে যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার অনুগ্রহে স্থির হয়ে এখানে উপবেশন কর। ১২।১ ॥ হে ইষ্টকে, রাজ্ঞী তুমি গায়ত্রীরূপে পূর্ব দিক, বিরাট্ তুমি ত্রিষ্টুপ রূপে দক্ষিণ দিক, সম্রাট্ তুমি জগতীরূপে পশ্চিম দিক, স্বরাট তুমি অনুষ্টুপ রূপে উত্তর দিক, অধিপত্নী তুমি পংক্তিরূপে উর্ধ্ব দিক—এরূপ দিক ও ছন্দরূপে তোমাকে স্থাপন করছি। ১৩।৫ ॥

হে ইষ্টকে, বিশ্বকর্মা বায়ুরূপা তোমাকে অন্তরিক্ষের উপরিভাগে স্থাপন করুক। সকলের প্রাণ, অপান, ব্যান বায়ু লাভের জন্য তুমি সকল জ্যোতি লাভ কর। বায়ু তোমার অধিপতি, সে দেবতার সাথে অঙ্গিরা ঋষির কর্মে যেরূপ স্থির ছিলে সেরূপ এখানে স্থির হয়ে অবস্থান কর। ১৪।১ ॥ হে শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষাসম্বন্ধীয় ঋতুদ্বয়, তোমরা অগ্নির মধ্যে যুক্ত হয়েছ। তোমাদের উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর, জল ও ওষধি যুক্ত কর। সমান ব্রতধারী পৃথক পৃথক অগ্নি তোমাদের উৎকর্ষের জন্য যুক্ত কর। দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের পরিচর্যায় যুক্ত হয়, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমানমনস্ক অন্যের চিত অগ্নিসকলও বর্ষা ঋতু কল্পনা করে এ কর্মে যুক্ত হোক। হে ইষ্টকে, অঙ্গিরা ঋষির কর্মে তোমরা যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইষশ্চোর্জশ্চ শারদাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্‌মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যে অগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। শারদাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেব অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্। ১৬ ॥ আয়ুর্মে পাহি প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্মে পাহি শ্রোত্রং মে পাহি বাচং মে পিন্ব মনো মে জিন্বা আনং মে পাহি জ্যোতির্মে যচ্ছ ॥ ১৭ ॥ মা ছন্দঃ প্রমা ছন্দঃ প্রতিমা ছন্দো অস্রীবয়শ্ছন্দঃ পংক্তিশ্ছন্দ উষ্ণিক্ ছন্দো বৃহতী ছন্দো অনুষ্টুপ্ ছন্দো বিরাট্ ছন্দো গায়ত্রী ছন্দ স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জগতী ছন্দঃ ॥ ১৮ ॥ পৃথিবী ছন্দো ঽন্তরিক্ষং ছন্দো দ্যৌশ্ছন্দঃ সমা-শ্ছন্দো নক্ষত্রাণি ছন্দো বাক্ ছন্দো মনশ্ছন্দঃ কৃষিশ্ছন্দো হিরণ্যং ছন্দো গৌশ্ছন্দোঽজাশ্ছন্দোঽ শ্বশ্ছন্দঃ ॥ ১৯ ॥ অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সূর্যো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রা দেবতা ঽঽদিত্যা দেবতা মরুতো দেবতা বিশ্বে দেবা দেবতা বৃহস্পতির্দেবতেন্দ্রো দেবতা বরুণো দেবতা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে আশ্বিন ও কার্তিক শারদ ঋতুদ্বয়, তোমরা অগ্নির মধ্যে যুক্ত হয়েছ। তোমাদের উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর, জল ও ওষধি যুক্ত কর। সমান ব্রতধারী পৃথক পৃথক অগ্নি তোমাদের উৎকর্ষের জন্য যুক্ত কর। দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের পরিচর্যায় যুক্ত হয়, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমান-মনস্ক অন্যের চিত অগ্নিসকলও শরৎ ঋতু কল্পনা করে এ কর্মে যুক্ত হোক। হে ইষ্টকে, অঙ্গিরা ঋষির কর্মে তোমরা যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ১৬।১ ॥ হে ইষ্টকে, আমার আয়ু রক্ষা কর। সেরূপ আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা কর। আমার বাক্য কামনার দ্বারা পূর্ণ কর, আমার মন তুষ্ট কর, আমার আত্মা রক্ষা কর,, আমায় তেজ দাও। ১৭।১০ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি পরিমিতরূপে এ লোক, প্রমারূপে অন্তরিক্ষ লোক, প্রতিমারূপে দ্যুলোক, পতনশীল অন্নরূপে ত্রিলোকরূপে আছ। তুমি পংক্তি, উষ্ণিক্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, বিরাট্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দরূপে বর্তমান। ১৮।১২ ॥ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, বৎসর, নক্ষত্র, বাক্, মন, কৃষি, স্বর্ণ, গাভী, ছাগ ও অশ্বের অভিমানী দেবতারূপে হে ইষ্টকে, তুমি বর্তমান। ১৯।১২ ॥ হে ইষ্টকে, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বদেব, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা রূপে তুমি বর্তমান। ২০।১২ ॥

টীকা ঃ ১৮। 'মা ছন্দঃ'—এখানে মা শব্দের অর্থ মিত, যার দ্বারা মাপা যায়, এবং আচ্ছাদন করা হয় যার দ্বারা তাহা ছন্দ অর্থাৎ লোক।

মন্ত্র ঃ মূর্ধাসি রাড্ ধ্রুবাহসি ধরুণা ধর্ত্র্যসি ধরণী।• আয়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বা কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা ॥ ২১ ॥ যন্ত্রী রাড্ যন্ত্র্যসি যমনী ধ্রুবাহসি ধরিত্রী। ইষে ত্বোর্জে ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা লোকং তা ইন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥ আশুস্ত্রিবৃদ্ভান্তঃ পঞ্চদশো ব্যোমা সপ্তদশো ধরুণ একবিংশঃ প্রতূর্তিরষ্টাদশস্তপো নবদশো ২ভীবর্ত্তঃ সবিংশো বর্চো দ্বাবিংশঃ সম্ভরণস্ত্রয়োবিংশো যোনিশ্চতুর্বিংশঃ গর্ভাঃ পঞ্চবিংশ ওজস্ত্রিণবঃ ক্রতুরেকত্রিংশঃ প্রতিষ্ঠা ত্রয়স্ত্রিংশো ব্রধ্নস্য বিষ্টপং চতুস্ত্রিংশো নাকঃ ষট্ত্রিংশো বিবর্ত্তো২ষ্টাচত্বারিংশো ধর্ত্রং চতুষ্টোমঃ ॥ ২৩ ॥ অগ্নের্ভাগো২সি দীক্ষায়া আধিপত্যং ব্রহ্ম স্পৃতং ত্রিবৃৎস্তোম। ইন্দ্রস্য ভাগো২সি বিষ্ণোরাধিপত্যং ক্ষত্রং স্পৃতং পঞ্চদশ স্তোমঃ। নৃচক্ষসাং ভাগো২সি ধাতুরাধিপত্যং জনিত্রং স্পৃত সপ্তদশ স্তোমঃ। মিত্রস্য ভাগো২সি বরুণস্যাধিপত্যং দিবো বৃষ্টির্বাত স্পৃত একবিংশ স্তোমঃ ॥ ২৪ ॥ বসূনাং ভাগো২সি রুদ্রাণামাধিপত্যং চতুষ্পাৎ স্পৃতং চতুর্বিংশ স্তোমঃ। আদিত্যানাং ভাগো২সি মরুতামাধিপত্যং গর্ভা স্পৃতাঃ পঞ্চবিংশ স্তোমঃ। অদিত্যৈ ভাগো২সি পূষ্ণ আধিপত্যমোজং স্পৃতং ত্রিণব স্তোমঃ। দেবস্য সবিতুর্ভাগো২সি বৃহস্পতেরাধিপত্যং সমীচীর্দিশ স্পৃতাশ্চতুষ্টোম স্তোমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকে তুমি মস্তকের মত উত্তম, শোভমান, স্থির, ধারণের কারণ, ধারক ও ভূমিরূপা আয়ু বৃদ্ধির জন্য, কান্তির জন্য, কৃষিকার্যের জন্য ও ধনরক্ষার জন্য তোমাকে ধারণ করছি। ২১।৭ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি নিয়মযুক্ত, শোভমান, সকলের নিয়মকারী, স্থির, ধরিত্রীরূপা। অন্ন, বল, ধন ও তার পুষ্টির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ২২।১০ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি সর্বব্যাপক বায়ুরূপে ত্রিলোকে বর্তমান। তুমি পনর দিনে ক্ষয়প্রায় চন্দ্ররূপা, তুমি বার মাস ও পাঁচ ঋতুর অবয়বরূপ সম্বৎসর, একবিংশ আদিত্য, অষ্টাদশ সম্বৎসর, তপরূপ নবদশ স্তোম, সমাবৃত্তিরূপ বিংশ স্তোম, বলপ্রদ দ্বাবিংশ স্তোম, পোষক ত্রয়োবিংশ স্তোম, প্রজার উৎপাদক চতুর্বিংশ স্তোম, গর্ভরূপ পঞ্চবিংশ স্তোম, ওজরূপ সপ্তবিংশ স্তোম, যজ্ঞোপযোগী একত্রিংশ স্তোম, স্থিতিহেতু ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, সূর্যের নিবাসস্থান চতুস্ত্রিংশ স্তোম, স্বর্গপ্রদ ষট্ত্রিংশ স্তোম, বিবর্তন অষ্টচত্বারিংশ স্তোম, ধারক চার স্তোমরূপে তোমাকে ধারণ করছি। ২৩।১৮ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি অগ্নির বিভাগস্বরূপ, তোমাতে বাক্যের আধিপত্য আছে, তোমার ত্রিবৃৎ স্তোমে দ্বারা ব্রাহ্মণগণ মৃত্যু থেকে রক্ষিত হয়। তুমি ইন্দ্রের বিভাগ রূপ, তোমাতে বিষ্ণুর আধিপত্য আছে, তোমার পঞ্চদশ স্তোমের দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতি মৃত্যু থেকে রক্ষিত হয়। তুমি দেবগণের ভাগরূপ, তোমাতে বিধাতার আধিপত্য আছে, তোমার সপ্তদশ স্তোমে বৈশ্যজাতি রক্ষিত হয়। তুমি মিত্রের (প্রাণের) ভাগরূপ, তোমাতে বরুণের আধিপত্য আছে, তোমার একবিংশ স্তোমে দৈব বৃষ্টি ও বায়ু রক্ষিত হয়, সে তোমাকে আমি ধারণ করছি। ২৪।৪ ॥ হে ইষ্টকে তুমি বসুদের ভাগরূপ, তোমাতে রুদ্রগণের আধিপত্য আছে, তোমার চতুর্বিংশ স্তোমে চতুষ্পদ প্রাণী পাপ থেকে রক্ষা পায়। তুমি আদিত্যগণের ভাগরূপ, তোমাতে মরুদ্গণের আধিপত্য আছে, তোমার পঞ্চবিংশ স্তোমে প্রজাদের গর্ভ মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়। তুমি ভূমির ভাগস্বরূপ, তোমাতে পূষার আধিপত্য আছে, তোমার সপ্তবিংশ স্তোমে প্রজাগণের বল রক্ষা পায়। তুমি সবিতা দেবের ভাগস্বরূপ, তোমাতে বৃহস্পতির আধিপত্য আছে, তোমার চতুষ্টোম স্তোমে বিস্তৃত দিক সকল রক্ষিত হয়। ২৫।৪ ॥

টীকা ঃ ২৩। 'ত্রিবৃৎ'—সামবেদের মন্ত্রের আবৃত্তি বিশেষকে স্তোম বলা হয়। ত্রিবৃৎ একপ্রকার স্তোম। এ মন্ত্রে বহু স্তোমের কথা বলা হয়েছে, ভাষ্যে তাদের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ যবানাং ভাগোঽস্যযবানামাধিপত্যং প্রজা স্পৃতাশ্চতুশ্চত্বারিংশ স্তোমঃ ॥ ঋভূণাং ভাগোঽসি বিশ্বেষাং দেবানামাধিপত্যং ভূতং স্পৃতং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমঃ ॥ ২৬ ॥ সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতূ অগ্নেরন্তঃ শ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্ মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যেঽগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। হৈমন্তিকাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ২৭ ॥ একয়াস্তুবত প্রজা অধীয়ন্ত প্রজাপতিরধিপতিরাসীৎ। তিসৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ। পঞ্চভিরস্তুবত ভূতান্যসৃজ্যন্ত ভূতানাং পতিরধিপতিরাসীৎ। সপ্তভিরস্তুবত সপ্ত ঋষয়োঽসৃজ্যন্ত ধাতাধিপতিরাসীৎ ॥ ২৮ ॥ নবভিরস্তুবত পিতরোঽসৃজ্যন্তাদিতিরধিপত্ন্যাসীৎ। একাদশভিরস্তুবত ঋতবোঽসৃজ্যন্তার্তবা অধিপতয় আসন্। ত্রয়োদশভিরস্তুবত মাসা অসৃজ্যন্ত সংবৎসরোঽধিপতিরাসীৎ। পঞ্চদশভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যতেন্দ্রোঽধিপতিরাসীৎ। সপ্তদশভিরস্তুবত গ্রাম্যাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত বৃহস্পতিরধিপতিরাসীৎ ॥ ২৯ ॥ নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাম্। একবিংশত্যাস্তুবতৈকশফাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত বরুণোঽধিপতিরাসীৎ। ত্রয়োবিংশত্যাস্তুবত ক্ষুদ্রাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত পূষাঽধিপতিরাসীৎ। পঞ্চবিংশত্যাস্তুবতারণ্যাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত বায়ুরধিপতিরাসীৎ। সপ্তবিংশত্যাঽস্তুবত দ্যাবাপৃথিবী ব্যৈতাং বসবো রুদ্রা আদিত্যা অনুব্যায়ংস্ত এবাধিপতয় আসন্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকে, তুমি পূর্বপক্ষগণের ভাগরূপ. তোমাতে অপরপক্ষের আধিপত্য আছে. তোমার চুয়াল্লিশ (৪৪) স্তোমে প্রজাগণ রক্ষিত হয়। তুমি ঋতু নামক দেবগণের ভাগস্বরূপ, তোমাতে সকল দেবগণের আধিপত্য আছে, তোমার ত্রেত্রিশ স্তোমে প্রাণিমাত্রই পাপ থেকে রক্ষা পায়। ২৬।২ ॥ হে অগ্রহায়ণ ও পৌষ হৈমন্তিক মাসদ্বয়, তোমরা অগ্নির মধ্যে যুক্ত রয়েছ। তোমাদের উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর, জল ও ওষধি যুক্ত কর। সমান ব্রতচারী পৃথক পৃথক অগ্নি তোমার উৎকর্ষের জন্য যুক্ত। দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের সেবায় যুক্ত হয়, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমানমনস্ক অন্যের চিত্ত অগ্নিসকলও হেমন্ত ঋতু কল্পনা করে এ কর্মে যুক্ত হোক। হে ইষ্টকে, অঙ্গিরা ঋষির অগ্নিচয়ন কর্মে তোমরা যেরূপ স্থির ছিলে, তেমনি দেবতার সাথে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ২৭।২ ॥ প্রজাপতি একটি বাক্যে আত্মার স্তুতি করেছেন, প্রজাগণের সৃষ্টি করেছেন, তাদের তিনিই অধিপতি। তিনি প্রাণ, উদান, ব্যান তিন বাক্যে স্তুতি করেছেন, ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করেছেন, তাদের অধিপতি তিনি। প্রজাপতি পঞ্চ প্রাণের দ্বারা স্তুতি করেছেন পঞ্চ ভূত সৃষ্টি করেছেন, তাদের অধিপতি তিনি। প্রজাপতি চক্ষুরাদি সপ্ত বাক্যের দ্বারা স্তুতি করেছেন, তা থেকে সপ্ত ঋষি সৃষ্ট হয়েছে. জগতের স্রষ্টা আদিদেব, তিনি তাদের অধিপতি। ২৮।৪ ॥ নয়টি বাক্যে প্রজাপতি স্তুতি করেছেন, তা থেকে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সৃষ্ট হয়েছে, অদিতি সৃষ্ট পিতৃগণের পালিকা। একাদশ বাক্যে প্রজাপতি স্তুতি করেছেন, তা থেকে বসন্তাদি ঋতু সৃষ্ট হয়েছে, ঋতুপালক দেবগণ তাদের অধিপতি। প্রজাপতি ত্রয়োদশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে চৈত্রাদি মাস সৃষ্ট হয়েছে, সম্বৎসর তাদের অধিপতি। প্রজাপতি পঞ্চদশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্ট হয়েছে, ইন্দ্র তাদের অধিপতি। প্রজাপতি সপ্তদশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে গ্রাম্য গবাদি পশুগণ সৃষ্ট হয়েছে, বৃহস্পতি তাদের অধিপতি। ২৯।৫ ॥ প্রজাপতি ঊনিশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে শূদ্র ও বৈশ্য জাতি সৃষ্ট হয়েছে, আহোরাত্রির অভিমানী দেবদ্বয় তাদের অধিপতি। প্রজাপতি একবিংশ বাক্যে স্তুতি করেছেন,

স্তা থেকে একক্ষুর বিশিষ্ট পশুগণ সৃষ্ট হয়েছে, বরুণ তাদের অধিপতি। প্রজাপতি ত্রয়োবিংশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তাঁ থেকে ক্ষুদ্র পশুগণ সৃষ্ট হয়েছে, পূষা তাদের অধিপতি। প্রজাপতি পঞ্চবিংশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে বন্য পশুগণ সৃষ্ট হয়েছে, বায়ু তাদের অধিপতি। প্রজাপতি সপ্তবিংশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে দ্যুলোক ও ভূলোক এসেছে, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ তাদের অধিপতি। ৩০।৫ ॥

টীকা : ২৬। 'যবানাম্ অযবানাম্'—এখানে যব অর্থ পূর্বপক্ষ এবং অযব অর্থ অপরপক্ষ। ২৮। ২৮ থেকে ৩১ কণ্ডিকায় যে বাক্যের কথা বলা হয়েছে, তাদের অর্থ ভাষ্যে বিশদভাবে বিবৃত আছে। এখানে যে যে ইষ্টক যে যে মন্ত্রে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে, তাহা সে সে মন্ত্রোক্ত দেবতারূপে ধ্যান করতে হইবে। "অত্র যা যেষ্টকা যেন মন্ত্রেণোপধেয়া সা সা তত্তন্মন্ত্রোক্তদেবতারূপেণ ধ্যাতব্যেত্যর্থঃ" —মহীধর ভাষ্য।

মন্ত্র : নববিংশত্যাঽস্তুবত বনস্পতয়োঽসৃজ্যন্ত সোমোঽধিপতিরাসীৎ। একত্রিংশতাঽস্তুবত প্রজা অসৃজ্যন্ত যবাশ্চায়বাশ্চাধিপতয় আসন্ ত্রয়স্ত্রিংশতাঽস্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ লোকং তা ইন্দ্রম্॥ ৩১ ॥

[কাণ্ড-৩১, মন্ত্র-১৬৫]

অনুবাদ : প্রজাপতি ঊনত্রিশ বাক্যে স্তুতি করেছেন. তা থেকে বনস্পতি সকল সৃষ্ট হয়েছে, সোম তাদের অধিপতি। প্রজাপতি একত্রিশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা থেকে প্রজাগণ সৃষ্ট হয়েছে, পূর্বপক্ষ ও অপরপক্ষ তাদের অধিপতি। প্রজাপতি তেত্রিশ বাক্যে স্তুতি করেছেন, তা দ্বারা সকল প্রাণী সুখী হয়েছে। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি সকল প্রাণীর অধিপতি। ৩১।৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

মন্ত্র : অগ্নে জাতান্ প্র ণুদা নঃ সপত্নান্ প্রত্যজাতান্নুদ জাতবেদঃ। অধি নো ব্রূহি সুমনা অহেডংস্তব স্যাম শর্মস্ত্রিবরূথ উদ্ভৌ ॥ ১ ॥ সহসা জাতান্ প্র ণুদা নঃ সপত্নান্ প্রত্যজাতাঞ্জাতবেদো নুদস্ব। অধি নো ব্রূহি সুমনস্যমানো বয়ং স্যাম প্র ণুদা নঃ সপত্নান্ ॥ ২ ॥ ষোড়শী স্তোম ওজো দ্রবিণং চতুশ্চত্বারিংশ স্তোমো বর্চো দ্রবিণম্। অগ্নেঃ পুরীষমস্যপ্সো নাম তাং ত্বা বিশ্বে অভি গৃণন্তু দেবাঃ। স্তোমপৃষ্ঠা ঘৃতবতীহ সীদ প্রজাবদস্মে দ্রবিণা যজস্ব ॥ ৩ ॥ এবশ্ছন্দো বরিবশ্ছন্দঃ শম্ভূশ্ছন্দঃ পরিভূশ্ছন্দ আচ্ছচ্ছন্দো মনশ্ছন্দো ব্যচশ্ছন্দঃ সিন্ধুশ্ছন্দঃ সমুদ্রশ্ছন্দঃ সরিরং ছন্দঃ ককুপ্ছন্দ স্ত্রিককুপ্ছন্দঃ কাব্যং ছন্দো অঙ্কুপং ছন্দো অক্ষরপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ পদপঙ্ক্তিশ্ছন্দো বিষ্টারপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরশ্ছন্দো ভ্রজশ্ছন্দঃ ॥ ৪॥ আচ্ছচ্ছন্দঃ প্রচ্ছচ্ছন্দঃ সংযচ্ছন্দো বিয়চ্ছন্দো বৃহচ্ছন্দো রথন্তরশ্ছন্দো নিকায়শ্ছন্দো বিবধশ্ছন্দো গিরশ্ছন্দো ভ্রজশ্ছন্দঃ সংস্তুপ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ ছন্দ এবশ্ছন্দো বরিবশ্ছন্দো বয়শ্ছন্দো বয়স্কৃচ্ছন্দো বিষ্পর্ধাশ্ছন্দো বিশালং ছন্দশ্ছদিশ্ছন্দো দূরোহণং ছন্দস্তন্দ্রং ছন্দো অঙ্কাঙ্কং ছন্দঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, আমাদের জাত শত্রুদের বিনাশ কর, হে জাতবেদা, অনুৎপন্ন শত্রুদেরও নিবর্তন কর। তুমি অক্রুদ্ধ হয়ে শোভন মনে আমাদের উপদেশ কর, যাতে আমরা তোমার সম্মুখ সুখময় তিন গৃহে থাকতে পারি। ১।১ ॥ হে অগ্নি, বলের দ্বারা উৎপন্ন আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। হে জাতবেদা,

অজাত শত্রুদের নিবর্তন কর। শোভনচিত্তে শত্রুদের অপেক্ষা আমাদের অধিক বল, আমাদের শত্রুদের নাশ কর। ২।১॥ ষোড়শ আবৃত্তিযুক্ত যে স্তোম ও বলরূপ ধন আছে, হে ইষ্টকে, সেরূপ তোমাকে আমি গ্রহণ করছি। চৌব্বিশ আবৃত্তিযুক্ত যে স্তোম ও বলরূপ ধন আছে, সে উভয় রূপে তোমাকে আমি গ্রহণ করছি অবিনাশক পঞ্চদশ কলাযুক্ত চন্দ্ররূপ অগ্নির পূরক তোমাকে বিশ্বদেবগণ স্তুতি করুন। স্তোম, পৃষ্ঠ ও ঘৃতযুক্ত তুমি এখানে উপবেশন কর, আমাদের পুত্রযুক্ত ধন দাও। ৩।৩॥ পৃথিবী লোক ছন্দ, হে ইষ্টকে, সেরূপে তোমায় গ্রহণ করছি। এ রূপ অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, দিক সকল, অন্ন, মন, আদিত্য, প্রাণবায়ু, মন, বাক্য, প্রাণ, উদান, কাব্য, জল, অক্ষরপংক্তি, পদপংক্তি, বিষ্টার পংক্তি ও আদিত্য ছন্দ-রূপে বর্তমান, সেরূপে তোমায় গ্রহণ করছি। ৪।১৮॥ শরীরের আচ্ছাদক ও প্রচ্ছাদক অন্ন ছন্দ, এরূপ রাত্রি, দিন স্বর্গলোক, ভূমণ্ডল, বায়ু, অন্তরিক্ষ, অন্ন, অগ্নি, সংস্তুপ্, অনুষ্টুপ্, বাক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক, বাল্যাদি বয়সের হেতু অন্ন, জঠরাগ্নি, স্পর্ধাশীল স্বর্গ, বিশাল ভূতল, সূর্যকিরণে আচ্ছাদিত অন্তরিক্ষ, দুরোহ রবি, পংক্তি ও জল ছন্দরূপে বর্তমান তোমাকে গ্রহণ করছি। ৫।২২॥

টীকা ঃ ৪। 'এব, বরিব'—প্রভৃতি শব্দের ভাষ্যে সুন্দর অর্থ আছে—'এতি গচ্ছতি সর্বো জন্তুসমূহো যস্মিন্ ইত্যেবঃ পৃথিবীলোকঃ"—যেখানে সকল প্রাণী যাতায়াত করে তা এব, পৃথিবীলোক। প্রভামণ্ডলের দ্বারা যা আবৃত থাকে, তা অন্তরিক্ষলোক—' প্রভামণ্ডলেন ব্রিয়ত আব্রিয়ত ইতি বরিবোঽন্তরিক্ষম্'।

মন্ত্র ঃ রশ্মিনা সত্যায় সত্যং জিন্ব। প্রেতিনা ধর্মণা ধর্মং জিন্বান্বিত্যা দিবা দিবং জিন্ব। সন্ধিনাঽন্তরিক্ষেণান্তরিক্ষং জিন্ব। প্রতিধিনা পৃথিব্যা পৃথিবীং জিন্ব বিষ্টম্ভেন বৃষ্টা বৃষ্টিং জিন্ব। প্রবয়া অহ্নাঽহর্জিন্বা নুয়া রাত্র্যা রাত্রীং জিন্বোশিজা বসুভ্যো বসূঞ্জিন্ব। প্রকেতেনাদিত্যেভ্য আদিত্যাঞ্জিন্ব॥ ৬॥ তন্তুনা রায়স্পোষেণ রায়স্পোষং জিন্ব। সংসর্পেণ শ্রুতায় শ্রুতং জিন্বৈডেনৌষধিভিরোষধী-র্জিন্বোত্তমেন তনূভিস্তনূর্জিন্ব বয়োধসাধীতেনাধীতং জিন্বাভিজিতা তেজসা তেজো জিন্ব॥ ৭॥ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বাঽনুপদস্যনুপদে ত্বা সম্পদসি সম্পদে ত্বা তেজোঽসি তেজসে ত্বা॥ ৮॥ ত্রিবৃদসি ত্রিবৃতে ত্বা। প্রবৃদসি প্রবৃতে ত্বা। বিবৃদসি বিবৃতে ত্বা। সবৃদসি সবৃতে ত্বা ঽঽক্রমোৎস্যাক্রমায় ত্বা। সংক্রমোঽসি সংক্রমায় ত্বোৎক্রমোঽস্যুৎক্রমায় ত্বোৎক্রান্তিরস্যুৎক্রান্ত্যৈ ত্বোঽধিপতি-নোর্জোর্জং জিন্ব॥ ৯॥ রাজ্ঞ্যসি প্রাচী দিগ্বসবস্তে দেবা অধিপতয়োঽগ্নির্হেতীনাং প্রতিধর্তা ত্রিবৃৎ ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়ত্বাজ্যমুক্থমব্যথায়ৈ স্তভ্নাতু রথন্তরং সাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরিক্ষ ঋষয়স্ত্বা। প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিম্ণা প্রথন্তু বিধর্তা চায়মধি পতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকে, অন্নের দ্বারা সত্যের জন্য সত্যকে তৃপ্ত কর, ধর্মের জন্য অন্নের দ্বারা ধর্মকে প্রীতি কর; দ্যুলোকের জন্য অন্নের দ্বারা দ্যুলোককে প্রীতি কর; বলের আধার অন্নের দ্বারা অন্তরিক্ষের জন্য অন্তরিক্ষ লোককে প্রীতি কর, অন্নের দ্বারা পৃথিবীর জন্য পৃথিবীকে প্রীতি কর, দেহব্যাপক অন্নের দ্বারা বৃষ্টির জন্য বৃষ্টিকে প্রীতি কর। দেহে প্রবাহক অন্নের দ্বারা দিনের জন্য দিনকে প্রীতি কর, দেহের ভিতরে প্রবেশক অন্নের দ্বারা রাত্রির জন্য রাত্রিকে প্রীতি কর, সকলের ঈপ্সিত অন্নের দ্বারা ধনের জন্য ধনকে প্রীতি কর, প্রকৃষ্ট সুখদায়ক অন্নের দ্বারা আদিত্যগণের জন্য আদিত্যদের প্রীতি কর। ৬।১০॥ বিস্তারক অন্নের দ্বারা ধনপুষ্টির জন্য ধনপুষ্টিকে প্রীতি কর, দেহে প্রসারক অন্নের দ্বারা শাস্ত্রের

জন্য শাস্ত্রকে প্রীতি কর, অন্নের দ্বারা ঔষধের জন্য ওষধির প্রীতি কর, উৎকৃষ্ট অন্নের দ্বারা শরীরের জন্য শরীরকে প্রীতি কর, বয়সের ধারক অন্নের দ্বারা অধ্যয়নের প্রীতি কর, সকল স্থানে জয়ের কারণ অন্নের দ্বারা তেজের জন্য তেজকে প্রীতি কর। ৭।৬ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি অন্নরূপা, অন্নের জন্য তোমাকে ধারণ করছি, তুমি প্রতিদিন লভ্য অন্নরূপা, অন্নের জন্য তোমাকে ধারণ করছি, তুমি অন্নরূপা, সম্পদের জন্য তোমাকে ধারণ করছি, তুমি তেজের কারণ অন্নরূপা, তেজের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। ৮।৪ ॥ তুমি কৃষি, বৃষ্টি ও বীজ তিন গুণে অবস্থিত অন্নরূপা, ত্রিবৃতের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। তুমি ভূতগণের আবরক অন্নরূপা, প্রবৃতের জন্য তোমায় ধারণ করছি। প্রাণিগণে বিশেষরূপে বর্তমান অন্নরূপা তুমি, বিবৃতের জন্য তোমায় ধারণ করছি, একসঙ্গে বর্তমান অন্নরূপা তুমি, সবৃতের জন্য তোমায় ধারণ করছি, ক্ষুধার পরাভবকারী অন্নরূপা তুমি, তোমায় আক্রমের জন্য ধারণ করছি। দেহের সংক্রামক অন্নরূপা তুমি, তোমার সংক্রমের জন্য ধারণ করছি, তুমি বীজের পরিণতি অন্নরূপা, তোমায় উৎক্রমের জন্য ধারণ করছি। তুমি গমনযোগ্য অন্নরূপা, তোমার উৎক্রান্তির জন্য ধারণ করছি। হে ইষ্টকে, তুমি অধিপালক, অন্নরসের দ্বারা অন্নরস অর্পণ কর। ৯।৯ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি দীপ্তিমতী পূর্বদিক, বসুদেবগণ তোমার পালক, অগ্নি উপদ্রবকারিণীগণের নিবারক। ত্রিবৃৎ স্তোম তোমায় পৃথিবীতে স্থাপন করুক। আজ্য নামক উক্থ শস্ত্র অচলের জন্য তোমায় দৃঢ় করুক। রথন্তর নাম সাম অন্তরিক্ষ লোকে প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় করুক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিগণ দ্যুলোকমধ্যে আকাশের মত তোমায় বিশাল করুক। বাক্য ও মনের অধিপতি দেব তোমায় দৃঢ় করুক। বসু প্রভৃতি সকল দেবগণ সুখরূপ স্বর্গলোকে তোমায় ও যজমানকে স্থাপন করুক। ১০।২ ॥

টীকা : ৬। রশ্মি শব্দে ভাষ্যকার অন্ন অর্থ করেছেন। 'অন্ন' বলতে যাহা সকল দেহে গমন করে—'অন্বেতি দেহমনুগচ্ছতীত্যন্বিতান্নম্'।

মন্ত্র : বিরাডসি দক্ষিণা দিগ্রুদ্রাস্তে দেবাঽধিপতয় ইন্দ্রো হেতীনাং প্রতিধর্ত্তা পঞ্চদশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়তু প্র উগমুক্থমব্যথায়ৈ স্তভ্নাতু বৃহৎসাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরিক্ষ ঋষয়স্ত্বা। প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিম্ণা প্রথন্তু বিধর্ত্তা চায়মধিপতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু ॥ ১১ ॥ সম্রাডসি প্রতীচী দিগাদিত্যাস্তে দেবা অধিপতয়ো বরুণো হেতীনাং প্রতিধর্তা সপ্তদশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়তু মরুত্বতীয়মুক্থম-ব্যথায়ৈ স্তভ্নাতু বৈরূপং সাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরিক্ষ ঋষয়স্ত্বা প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিমা প্রথন্তু বিধর্তা চায়মধিপতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু ॥ ১২ ॥ স্বরাডস্যুদীচী দিঙ্মরুতস্তে দেবা অধিপতয়ঃ সোমো হেতীনাং প্রতিধর্ত্তৈকবিংশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়তু নিষ্কেবল্যমুক্থমব্যথায়ৈ স্তভ্নাতু বৈরাজং সাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরিক্ষ ঋষয়স্ত্বা প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিমা প্রথন্তু বিধর্তা চায়মধিপতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু ॥ ১৩ ॥ অধিপত্ন্যসি বৃহতী দিগ্বিশ্বে তে দেবা অধিপতয়ো বৃহস্পতির্হেতীনাং প্রতিধর্ত্তা ত্রিণবত্রয়-স্ত্রিংশৌ ত্বা স্তোমৌ পৃথিব্যাং শ্রয়তাং বৈশ্বদেবাগ্নিমারুতে উক্থেঽব্যথায়ৈ স্তভ্নীতাং শাক্বররৈবতে সামনী প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরিক্ষ ঋষয়স্ত্বা প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিম্না প্রথন্তু বিধর্তা চায়মধিপতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু ॥ ১৪ ॥ অয়ং পুরো হরিকেশঃ সূর্যরশ্মিস্তস্য রথগৃৎসশ্চ রথৌজাশ্চ সেনানী-গ্রামণ্যৌ। পুঞ্জিকস্থলা চ ক্রতুস্থলা

চাপ্সরসৌ। দঙ্‌ক্ষ্ণবঃ পশবো হেতিঃ পৌরুষেয়ো বধঃ প্রহেতিস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকে, তুমি বিরাট্‌রূপা দক্ষিণ দিক, রুদ্রদেবগণ তোমার অধিপতি, ইন্দ্র উপদ্রবকারিণীগণের নিবারক। পঞ্চদশ স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক। উক্‌থ শস্ত্র চলন রহিতের জন্য তোমায় দৃঢ় করুক। বৃহৎসোম প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরিক্ষ লোকে দৃঢ় করুক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিগণ দ্যুলোক মধ্যে আকাশের মত তোমায় বিশাল করুক। বাক্য ও মনের অধিপতি দেব তোমায় দৃঢ় করুক। রুদ্র প্রভৃতি সকল দেবগণ সুখরূপ স্বর্গলোকে তোমায় ও যজমানকে স্থাপন করুক। ১১।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি সম্রাট রূপা পশ্চিম দিক, আদিত্য দেবগণ তোমার অধিপতি, বরুণ উপদ্রবকারিণীগণের নিবারক। সপ্তদশ স্তোম তোমায় পৃথিবীতে স্থাপন করুক। মরুত্বতী উক্‌থ চলন-রহিতের জন্য তোমাকে দৃঢ় করুক। বৈরূপ সাম প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরিক্ষ লোকে তোমায় দৃঢ় করুক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিগণ দ্যুলোক মধ্যে আকাশের মত তোমায় বিশাল করুক। বাক্য ও মনের অধিপতি দেব তোমায় দৃঢ় করুক। আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবগণ সুখরূপ স্বর্গলোকে তোমায় ও যজমানকে স্থাপন করুক। ১২।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি স্বরাট্‌রূপা উত্তর দিক, মরুৎ দেবগণ তোমার অধিপতি, সোম উপদ্রবকারিণীগণের নিবারক। একবিংশ স্তোম তোমায় পৃথিবীতে স্থাপন করুক। নিষ্কেবল্য উক্‌থ চলন রহিতের জন্য তোমায় দৃঢ় করুক। বৈরাজ সাম প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরিক্ষলোকে তোমায় দৃঢ় করুক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিগণ দ্যুলোক মধ্যে আকাশের মত তোমায় দৃঢ় করুক। বাক্য ও মনের অধিপতি দেব তোমায় দৃঢ় করুক। মরুৎ প্রভৃতি সকল দেবগণ সুখরূপ স্বর্গলোকে তোমায় ও যজমানকে স্থাপন করুক। ১৩।১ ॥ হে ইষ্টকে, আধক পালয়িত্রী তুমি ঊর্ধ্ব দিক, বিশ্ব দেবগণ তোমার অধিপতি, বৃহস্পতি উপদ্রপকারিণীগণের নিবারক। সাতাশ ও তেত্রিশ স্তোম তোমায় পৃথিবীতে স্থাপন করুক। বৈশ্বদেব ও অগ্নিমারুত উক্‌থদ্বয় চলন-রহিতের জন্য তোমায় দৃঢ় করুক। শাক্বর ও বৈরত সামদ্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরিক্ষলোকে তোমায় দৃঢ় করুক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিগণ দ্যুলোক মধ্যে আকাশের মত তোমায় বিশাল করুক। বাক্য ও মনের অধিপতিদেব তোমায় দৃঢ় করুক। মরুৎ প্রভৃতি সকল দেবগণ সুখরূপ স্বর্গলোকে তোমায় ও যজমানকে স্থাপন করুক। ১৪।১ ॥ পুরোবর্তী সূর্যকিরণ সদৃশ হরিতবর্ণ অগ্নির রথগৃৎস ও রথৌজা নামক রথযূথে কুশল সেনানী ও পরিচাবক আছে। রূপ লাবণ্যাদির আধার দিক ও উপদিক রূপ পরিচারিকা আছে। দংশনশীল পশুগণ তার হেতি ও প্রহেতি রূপ আয়ুধ। সে অগ্নি ও এদের নমস্কার করছি, তারা আমাদের রক্ষা করুক ও সুখ দিক। যে ব্যক্তি আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের অগ্নির করাল দংষ্টে নিক্ষেপ করছি। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মা তস্য রথস্বনশ্চ রথেচিত্রশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ। মেনকা চ সহজন্যা চাপ্সরসৌ যাতুধানা হেতী রক্ষাংসি প্রহেতিস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১৬ ॥ অয়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচাস্তস্য রথপ্রোতশ্চাসমরথশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ। প্রম্লোচন্তী চানুম্লোচন্তী চাপ্সরসৌ ব্যাঘ্রা হেতিঃ সর্পাঃ প্রহেতিস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১৭ ॥ অয়মুত্তরাৎ সংযদ্বসুস্তস্য তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ। বিশ্বাচী

চ ঘৃতাচী চাপ্সরসাবাপো হেতির্বাতঃ প্রহেতিস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১৮ ॥ অয়মুপর্যর্বাগ্বসুস্তস্য সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ সেনানীগ্রামণ্যৌ। উর্বশী চ পূর্বচিত্তিশ্চাপ্সরসাববস্ফূর্জন্ হেতির্বিদ্যুৎপ্রহেতিস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১৯ ॥ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ দক্ষিণ দিকে বিশ্বকর্মা বায়ুর রথে শব্দকারী ও আশ্চর্যকর সেনানী ও পরিচারক আছে। তার সকলের মান্য ও তাদের সাথে স্থিত পরিচারিকা আছে এবং যাতুধান ও রাক্ষসগণ তারা হেতি ও প্রহেতি নামক অস্ত্র। সে বায়ু ও তাদের নমস্কার করছি, তারা আমাদের রক্ষা করুক ও সুখ দিক। যে ব্যক্তি আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের এদের জিহবায় নিক্ষেপ করছি। ১৬।১ ॥ পশ্চিম দিকে সর্বপ্রকাশক আদিত্য দেখা যাচ্ছে, তার রথে স্থির ও অতুলনীয় রথযুক্ত সেনানী ও পরিচারক আছে। তার লোকের নিকট দৃশ্য ও বার বার দর্শন দানকারী পরিচারিকা এবং ব্যাঘ্র সর্পরূপ হেতি ও প্রহেতি নামক অস্ত্র আছে। এ আদিত্যের ও তাদের নমস্কার করছি, তারা আমাদের রক্ষা করুক ও সুখ দিক। যে ব্যক্তি আমাদের বিদ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের এদের জিহবায় নিক্ষেপ করছি। ১৭।১ ॥ উত্তরদিকে ধনদাতা যজ্ঞ দেখা যাচ্ছে, তার তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি নামক সেনানী ও পরিচারক আছে। তার দিক ও উপদিকরূপ বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী নামক দুই পরিচারিকা এবং জল ও বায়ু তার হেতি ও প্রহেতি নামক অস্ত্র। সে যজ্ঞ ও তাদের নমস্কার করছি, তারা আমাদের রক্ষা করুক ও সুখ দিক। যে ব্যক্তি আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের এদের জিহবায় নিক্ষেপ করছি। ১৮।১ ॥ ঊর্ধ্বদিকে নিম্নে জলদাতা পর্জন্য দেখা যাচ্ছে, তার সেনজিৎ ও সুষেণ নামক সেনানী ও পরিচারক আছে। তার দিক ও উপদিক রূপ উর্বশী ও পূর্বচিত্তি নামক দুই পরিচারিকা এবং অবস্ফূর্জ ও বিদ্যুৎ তার হেতি ও প্রহেতি নামক অস্ত্র। সে পর্জন্য ও তাদের নমস্কার করছি, তারা আমাদের রক্ষা করুক ও সুখ দিক। যে ব্যক্তি আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি তাদের এদের জিহবায় নিক্ষেপ করছি। ১৯।১ ॥ দ্যুলোকের মস্তক স্থানীয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালক এ অগ্নি বর্ষণের কারণ সমূহ বর্ধন করছে। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্ ॥ ২১ ॥ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ২২ ॥ ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ। দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহবামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্ ॥ ২৩ ॥ অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্। যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ২৪ ॥ অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু বৃষভায় বৃষ্ণে। গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চমশ্রেৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ এ অগ্নি সহস্র ও শত অন্নের পালক, ক্রান্তদর্শী ও ধনের মস্তকতুল্য, তাকে আমরা স্তুতি করছি। ২১।১ ॥ হে অগ্নি, অথর্বা নামক ঋষিসকল জগতের বাহক পদ্মপত্রের উপরে তোমায় মন্থন করেছিল। ২২।১ ॥ হে অগ্নি, মঙ্গলরূপ অশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে অন্তরিক্ষ লোকে ও দ্যুলোকে স্বর্গপ্রাপক আদিত্য ধারণ করে যজ্ঞ ও জলের নেতা তুমি তোমার হব্যবহনকারী জিহবা বিস্তার করে থাক। ২৩।১ ॥ সকাল হলে গাভীকে যেরূপ উঠিয়ে দেওয়া হয়, সেরূপ

ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি প্রবৃদ্ধ হয়। জাতপক্ষ পক্ষী যেমন বৃক্ষশাখা ছেড়ে আকাশে উড়ে, তেমনি দীপ্ত অগ্নির কিরণসমূহ স্বর্গের প্রতি ধাবিত হচ্ছে ॥ ২৪।১ ॥ ক্রান্তদর্শী, যোগের যোগ্য, কামবর্ষী, সেচনকারী অগ্নির আমরা স্তুতিবাক্য বলেছি। দ্যুলোকে রোচমান আদিত্যের যেমন সন্ধ্যাবন্দনা করা হয়, সেরূপ হোতা স্তোমযুক্ত অন্ন অগ্নিতে অর্পণ করবে। ২৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভি র্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ। যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচু র্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশে বিশে ॥ ২৬ ॥ জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে। ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বিভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ॥ ২৭ ॥ ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে। স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ ॥ ২৮ ॥ সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে। বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ২৯ ॥ সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ, ইডস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ এ অগ্নি আমাদের সকল কর্মে মুখ্য হোন, তিনি দেবগণের আহ্বাতা, শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদক, হিংসাশূন্য যজ্ঞে ঋত্বিকগণের স্তুত্য। যে বিচিত্রকর্ম ও অশেষ শক্তিযুক্ত অগ্নিকে ভৃগুবংশীয় অপ্নবান প্রভৃতি ঋষিগণ মানুষের উপকারের জন্য অরণ্যপ্রদেশে দীপ্ত করেছিলেন। ২৬।১ ॥ অভিনব কর্মের জন্য ভরত প্রভৃতি ঋত্বিকগণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে অগ্নি তার দ্যুলোকস্পর্শী জ্বালায় কান্তিমান হয়ে শোভা পাচ্ছে। সে অগ্নি যজমানের রক্ষক, সকল কর্মে জাগ্রত, সুদক্ষ, ঘৃতমুখ ও শুচি। ২৭।১ ॥ হে অগ্নি, নিগূঢ় প্রদেশে ও নানা বনস্পতিতে স্থিত তোমায় অঙ্গিরা ঋষিগণ অন্বেষণ করে পেয়েছিল। মহৎ বলের দ্বারা মথিত হয়ে উৎপন্ন বলে, হে অঙ্গির অগ্নি, তোমায় বলের পুত্র বলা হয়। ২৮।১ ॥ হে ঋত্বিকগণ, মানুষের পূজ্য, জলের পৌত্র, বলবান অগ্নির উদ্দেশে তোমরা ঘৃতরূপ অন্ন ও স্তোম প্রস্তুত কর। ২৯।১ ॥ হে কামবর্ষী অগ্নি, তুমি স্বামী, সকল ফলে যুক্ত। পৃথিবীতে দীপ্ত হয়ে আমাদের ধন দাও। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ। শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোঢবে ॥ ৩১ ॥ এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে। প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥ ৩২ ॥ বিশ্বস্য দূতমমৃতং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্। স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ ॥ ৩৩ ॥ স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ স দুদ্রবৎস্বাহুতঃ। সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ॥ ৩৪ ॥ অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে শ্রেষ্ঠ শ্রুতকীর্তি, বহুজনের প্রিয় অগ্নি, প্রজাগণ উজ্জ্বলকেশ তোমায় হব্য বহনের জন্য আহ্বান করছে। ৩১।১ ॥ হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, তোমাদের হবিরূপ অন্নের দ্বারা জলের পৌত্র, যজমানের প্রিয়, চেতনা সম্পাদক, সর্বদা উদ্যমশীল, শোভন যজ্ঞযুক্ত, সকলের দূত ও অমর অগ্নির আমরা আহ্বান করি। ৩২।১ ॥ বিশ্বের দূত, মরণরহিত, যজমানের ও জগতের সকলের পাকাদি কার্যনির্বাহক যে অগ্নির আমরা আহ্বান করছি, তিনি আহূত হয়ে ক্রোধরহিত, সর্বভুক ও দ্রুতগামী অশ্ব রথে যুক্ত করেন। ৩৩।১ ॥ আহূত হয়ে ও রথে অশ্ব যুক্ত করে অগ্নি সে যজ্ঞে যান, যেখানে রুদ্র ও আদিত্যগণ, যজমানের দীপ্যমান হবি, সুঋত্বিক ও শোভন কর্ম রয়েছে। ৩৪।১ ॥ হে বলের পুত্র জাতবেদা অগ্নি, তুমি ধেনু যুক্ত অন্নের অধিপতি। আমাদের মহৎ ধন দাও। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীডেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি ॥ ৩৬ ॥ ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি ॥ ৩৭ ॥ ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ভদ্রা উত প্রশস্তয়ো ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে। যেনা সমৎসু সাসহঃ ॥ ৩৯ ॥ যেনা সমৎসু সাসহোঽব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাম্। বনেমা তে অভিষ্টিভিঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে বহুমুখ অগ্নি, তুমি সেরূপে দীপ্ত হও, যাতে আমরা ধন লাভ করি। তুমি দীপ্যমান, নিবাসের হেতু, কবি, প্রথম যজ্ঞের প্রবর্তক ও ত্রয়ী বাক্যে স্তুতি-যোগ্য। ৩৬।১ ॥ হে শোভন বজ্রদংষ্ট্রা অগ্নি, তুমি স্বভাবত রাক্ষসদের বিনাশক, রাত্রি ও উষাকালের রাক্ষসদের দগ্ধ কর। ৩৭।১ ॥ হে সুভগ অগ্নি, তুমি আহূত হয়ে আমাদের কল্যাণকর হও। তোমার দান মঙ্গলময় হোক, হিংসা-রহিত যজ্ঞ মঙ্গলময় হোক, কীর্তি সুখদায়ী হোক। ৩৮।১ ॥ হে অগ্নি, আমাদের কীর্তি প্রশস্ত হোক, যে মনে যুদ্ধে তুমি শত্রুদের অভিভূত কর, তা আমাদের পাপ নাশের জন্য মঙ্গল করুক। ৩৯।১ ॥ হে অগ্নি, যে মনে যুদ্ধে তুমি শত্রুদের অভিভূত করে তাদের ধনু জ্যা-রহিত কর, তোমার সে পথে আমরা ধন লাভ করব। ৪০।১ ॥

টীকা ঃ ৩৮ : 'সুভগ'- শোভন ভগ ঐশ্বর্য যার। ভগশব্দের ঐশ্বর্য্যাদি ছয় প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ। "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীরিণা"।

মন্ত্র ঃ অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ। অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪১ ॥ সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ। সমর্বন্তো রঘুদ্রুব সং সুজাতাসঃ সুরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪২ ॥ উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি। উতো ন উৎপুপূর্যা উক্থেষু সবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪৩ ॥ অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ৪৪ ॥ অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ। রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ তাপ, পাক ও প্রকাশের দ্বারা উপকারী যিনি, তাকে অগ্নি বলে জানি। যে অগ্নি আহূত হলে গাভীগণ গৃহে যায়, যাকে দেখে শীঘ্রগামী ও বলবান অশ্বগুলি যজমানের গৃহে যায়, হে তাদৃশ অগ্নি, স্তুতিকারী যজমানের অন্ন দাও। ৪১।১ ॥ যে অগ্নি ধন দেয়, তাকে আমরা স্তুতি করি। যাকে দেখে ধেনুগণ ও ক্ষিপ্রগামী অশ্বগণ গৃহে আসে, শোভনজাত যোগ্য ঋত্বিকগণ যার উপাসনা করে, হে তাদৃশ অগ্নি, স্তুতিকারী যজমানের অন্ন দাও। ৪২।১ ॥ হে ধনদাতা অগ্নি, তুমি মুখে ঘৃতপানের জন্য দর্বীরূপ হস্তের সেবা কর। হে বলের অধিপতি, উক্থ যজ্ঞে আমাদের ধন দিয়ে পূর্ণ কর ও স্তোতাদের ধন দাও। ৪৩।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার সে যজ্ঞ আজ আমরা ফলপ্রাপক সামস্তুতির দ্বারা বর্ধন করছি, যে ভাবে আশ্বমেধিক ব্রাহ্মণগণ সম্বর্ধনা পায় ও হৃদয়গ্রাহী চির অভিলষিত সংকল্প বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৪৪।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সারথির মত আমাদের কল্যাণরূপ, সমৃদ্ধ নিষ্পাদক, সত্যফল, মহান যজ্ঞের নিষ্পাদক হও। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাঙ্ স্বর্ণজ্যোতিঃ। অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো

জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষা হহজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ৪৭ ॥ অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৪৮ ॥ যেন ঋষয়স্তপসা সত্রমায়ন্নিন্ধানা অগ্নিং স্বরাভরন্তঃ। তস্মিন্নহং নি দধে নাকে অগ্নিং যমাহুর্মনব স্তীর্ণ-বর্হিষম্ ॥ ৪৯ ॥ তং পত্নীভিরনু গচ্ছেম দেবাঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরুত বা হিরণ্যৈঃ। নাকং গৃভ্ণানাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয় পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : আদিত্যরূপ জ্যোতি উদয় থেকে যেরূপ সকল প্রাণীর সম্মুখবর্তী হয়, সেরূপ হে অগ্নি, আমাদের অর্চনীয় মন্ত্রে স্তুত হয়ে তোমার সকল মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী হও। ৪৬।১ ॥ যে দানাদিগুণযুক্ত অগ্নি উন্নত দেবগামী সমর্থযুক্ত জ্বালার দ্বারা প্রসরণশীল ঘৃতের অনুগমন করে, সে অগ্নিকে আমি জানি। সে অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, নিবাসের হেতু, বলের পুত্র, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের মত স্থিত উৎপন্নপ্রজ্ঞ। ৪৭।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বদা আমাদের নিকটবর্তী হও, আমাদের পালক, মঙ্গলপ্রদ ও হিতসাধক হও। হে আশ্রয়দাতা অগ্নি, তুমি বহুধনের দাতা। তুমি আমাদের ব্যেপে থাক, দীপ্তিযুক্ত পরম ধন আমাদের দাও। হে দীপ্যমান অগ্নি, তুমি সকলের দীপ্তি দান কর। আমাদের সুখের জন্য তোমার সখ্য কামনা করছি। ৪৮।৩ ॥ স্বর্গকামী মুনিগণ যে চিত্তের একাগ্রতায় যজ্ঞ আরম্ভ করে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন, সে তপস্যায় স্বর্গলোকের জন্য আমি অগ্নি স্থাপন করছি, বিদ্বানগণ যে অগ্নিকে যজ্ঞের সাধন বলেছেন ।৪৯।১ ॥ হে ঋত্বিকগণ, শুভকর্মের ফলস্বরূপ, দীপ্যমান, পৃথিবী থেকে তৃতীয় দ্যুলোকের উপরে দুঃখরহিত স্বর্গ কামনায় আমরা পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা ও সুবর্ণাদি দ্রব্যের সাথে সে অগ্নির অনুসরণ করব। ৫০।১ ॥

টীকা : ৪৬। 'স্বর্ণজ্যোতিঃ'—এ শব্দের ভাষ্যে বিচিত্র ব্যাখ্যা করেছে—'স্বঃ ন জ্যোতিঃ—স্বঃ শব্দেন সূর্যঃ, ন ইবার্থে'—অর্থাৎ সূর্যের মত জ্যোতি যার।

মন্ত্র : আ বাচো মধ্যমরুহদ্ভুরণ্যুরয়মগ্নিঃ সৎপতিশ্চেকিতানঃ। পৃষ্ঠে পৃথিব্যা নিহিতো দবিদ্যুতদধস্পদং কৃণুতাং যে পৃতন্যবঃ ॥ ৫১ ॥ অয়মগ্নির্বীরতমো বয়োধাঃ সহস্রিয়ো দ্যোততামপ্রযুচ্ছন্। বিভ্রাজমানঃ সরিরস্য মধ্য উপ প্র যাহি দিব্যানি ধাম ॥ ৫২ ॥ সম্প্রচ্যবধ্বমুপ সম্প্রযাতাগ্নে পথো দেবযানান্ কৃণুধ্বম্। পুনঃ কৃণ্বানা পিতরা যুবানাহন্বাতাংসীৎ ত্বয়ি তন্তুমেতম্ ॥ ৫৩ ॥ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সং সৃজেথাময়ং চ। অস্মিন্ত্সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত ॥ ৫৪ ॥ যেন বহসি সহস্রং যেনাগ্নে সর্ববেদসম্। তেনেমং যজ্ঞং নো নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥ ৫৫

অনুবাদ : বাক্যের মধ্যে চরণস্থানে আরূঢ় এ অগ্নি যুদ্ধকামী প্রাণীদের পদদলিত করুক। সে অগ্নি জগতের ভর্তা, সজ্জনের পালক, চেতন সম্পাদক. পৃথিবীর উপর স্থাপিত ও অত্যন্ত দ্যোতমান। ৫১।১ ॥ এ অগ্নি দীপ্যমান স্বর্গ লোকে গমন করুক, যে অগ্নি অতিশয় বীর, অন্নের ধারক, সহস্র ইষ্টকের সন্তান, কর্মে প্রমাদশূন্য ও তিন লোকে বিরাজমান। ৫২।১। হে ঋষিগণ, তোমরা এ অগ্নির দিকে এস, এসে একে লাভ কর। হে অগ্নি, তুমি দেবলোক প্রাপ্তির পথ করে দাও। যেহেতু বাক্য ও মনের সংযমশীল ঋষিগণ এ যজ্ঞ

তোমাতে বিস্তার করেছে। ৫৩।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি উদ্বুদ্ধ হও, এ যজমানকে প্রতিদিন অবহিত করাও, তোমার সাথে এ যজমান শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মে যুক্ত হোক। হে বিশ্বদেবগণ, এ নিষ্পাপ যজমান দেবগণের সাথে উৎকৃষ্ট দ্যুলোকে চিরকাল থাকুক। ৫৪।১ ॥ হে অগ্নি, যে সামর্থ্যে সহস্রদক্ষিণা যুক্ত ও সর্বস্ব দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ তুমি বহন কর, সে সামর্থ্যে আমাদের এ যজ্ঞ দেবতার জন্য স্বর্গলোকে নিয়ে যাও। (অর্থাৎ যজ্ঞ স্বর্গে গেলে আমাদের সেখানে যাওয়া হবে—এই অভিপ্রায়)। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথা। তং জানন্নগ্ন আ রোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ৫৬ ॥ তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্ মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যে অগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। শৈশিরাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসং বিশন্তু তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ৫৭ ॥ পরমেষ্ঠী ত্বা সাদয়তু দিবস্পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীম্। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ। সূর্যস্তেঽধিপতিস্তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ৫৮ ॥ লোকং পৃণ ছিদ্রং পৃণাথো সীদ ধ্রুবা ত্বম্। ইন্দ্রাগ্নী ত্বা বৃহস্পতিরস্মিন্ যোনাবসীষদন্ ॥ ৫৯ ॥ তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, এ তোমার কালপ্রাপ্ত উৎপত্তিস্থান, যেখানে উৎপন্ন হয়ে তুমি দীপ্ত হয়েছে। তা জেনে এতে প্রবেশ কর ও আমাদের পরম ধন বর্ধন কর। ৫৬।১ ॥ হে মাঘ ও ফাল্গুন শিশিরকালীন ঋতুদ্বয়, তোমরা অগ্নির সাথে যুক্ত হয়েছ তোমার উৎকর্ষের জন্য দ্যাবাপৃথিবী যুক্ত কর, জল ওষধিসকল যুক্ত কর, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সমানমনস্ক অন্যের চিত্ত অগ্নিও শিশিরকালীন ঋতু কল্পনা করে দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের সেবা করে, সেরূপ এতে যুক্ত কর। অঙ্গিরা ঋষির কর্মে যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ সে দেবতার সাথে এখানে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ৫৭।১ ॥ হে ইষ্টকে, প্রজাপতি বায়ুরূপ তোমায় দ্যুলোকের উপরে স্থাপন করুক, সকলের প্রাণ, অপান, ব্যান লাভের জন্য সকল জ্যোতি প্রদান কর, সূর্য তোমার অধিপতি, অঙ্গিরা ঋষির কর্মে যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ সে দেবতার সাথে স্থির হয়ে এখানে উপবেশন কর। ৫৮।১ ॥ হে ইষ্টকে, তুমি স্থান পূর্ণ কর, কোন স্থান ছিদ্র না রেখে যুক্ত হও, স্থির হয়ে এখানে থাক। ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি এস্থানে তোমায় স্থাপন করেছিল। ৫৯।১ ॥ যমের পরিণামভূত অন্নে উৎপাদক জল দ্যুলোক হতে এ লোকে পতিত হয়ে ওষধি, বনস্পতির অন্নস্বরূপ হয়ে সম্বৎসরে তিন সবনে সোমের সংস্কার করছে। ৬০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ত্সমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ৬১ ॥ প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সংবরণাদ্ব্যস্থাৎ। আদস্য বাতো অনুবাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ৬২ ॥ আয়োষ্ট্বা সদনে সাদয়াম্যবতশ্ছায়ায়াং সমুদ্রস্য হৃদয়ে। রশ্মীবতীং ভাস্বতীমা যা দ্যাং ভাস্যাপৃথিবী-মোর্বন্তরিক্ষম্ ॥ ৬৩ ॥ পরমেষ্ঠী ত্বা সাদয়তু দিবস্পৃষ্ঠে ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীং দিবং যচ্ছ দিবং দৃংহ দিবং মা হিংসীঃ। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায়। সূর্যস্ত্বাভি পাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ৬৪ ॥ সহস্রস্য প্রমাঽসি সহস্রস্য প্রতিমাঽসি সহস্রস্যোন্মাঽসি সাহস্রোঽসি সহস্রায় ত্বা ॥ ৬৫ ॥

[কণ্ডিকা-৬৫ ঃ মন্ত্র-১০৬]

অনুবাদ ঃ ঋক, যজু, সামরূপ স্তুতিসকল সমুদ্রের মত অক্ষুব্ধ, রথিগণের মধ্যে রথিতম, অন্নের প্রতি, স্বধর্মনিষ্ঠের প্রতিপালক ইন্দ্রের বর্ধন করছে। ৬১।১ ॥ অশ্ব ঘাস খাবার সময় যেমন শব্দ করে, সেরূপ অরণি কাষ্ঠ থেকে প্রকাশ হবার সময় অগ্নি শব্দ করে। অগ্নির সে শব্দে তার শিখা লক্ষ্য করে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং অগ্নির গমনস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৬২।১ ॥ হে ইষ্টকে, নিরন্তর গমনশীল, দীপ্যমান, জগতের সিক্তকারী আদিত্যের প্রধান আশ্রয় স্থানে শোভমান কিরণযুক্ত তোমাকে স্থাপন করছি। তুমি দ্যুলোক, ভূলোক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোক প্রকাশ করছ। ৬৩।১ ॥ পরমেষ্ঠী দ্যুলোকের উপরে প্রকাশ ও বিস্তারযুক্ত তোমায় স্থাপন করুক। তুমি সকলের প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, প্রতিষ্ঠা ও চরিত্রের জন্য দ্যুলোকে যাও, তাকে দৃঢ় কর, তাকে হিংসা করো না। মহৎ কল্যাণ ও অতিশুভকর তেজের দ্বারা সূর্য তোমায় সর্বভাবে রক্ষা করুক। অঙ্গিরা ঋষির কর্মে যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ সে দেবতার অনুগ্রহে স্থির হয়ে উপবেশন কর। ৬৪।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সহস্র ইষ্টকের প্রমাণ, তার প্রতিনিধি, তার সমান, তার যোগ্য ; অনন্ত ফল প্রাপ্তির জন্য তোমায় প্রোক্ষণ করছি। ৬৫।৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥ ১ ॥ যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি ॥ ২ ॥ যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৩ ॥ শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৪ ॥ অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীঁশ্চ সর্বাঞ্জম্ভয়ন্ত্সর্বাশ্চ যাতুধান্যো হধরাচীঃ পরা সুব ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে দুঃখনাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র, তোমার ক্রোধের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার বাণ ও বাহুযুগলকে নমস্কার করি। ১।১ ॥ হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময়, সৌম্য, পুণ্যপ্রদ শরীর আছে, হে গিরিশ, সে সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদের দিকে তাকাও। ২।১ ॥ হে গিরিশ, শত্রুর প্রতি নিক্ষেপের জন্য তুমি হস্তে যে বাণ ধারণ করেছ, হে প্রাণিগণের ত্রাতা, তা কল্যাণকর কর, পুরুষ ও জগতের হিংসা করো না। ৩।১ ॥ হে গিরিশ, মঙ্গলময় স্তুতি বাক্যে তোমায় পাবার জন্য প্রার্থনা জানাই যাতে জগতের সকলে নীরোগ ও শোভনমনস্ক হয়। ৪।১ ॥ হে অধিকবদনশীল, আমায় সর্বাধিক বল, তুমি সকলের পূজ্য ও স্মরণমাত্রে দেবগণের হিতকারী ভিষক। হে রুদ্র, সকল সর্প ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করে অধোগমনশীল রাক্ষসীদের দূর করে দাও। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ১। এ অধ্যায়টি অতি সুন্দর, এখানে শতরুদ্রিয় নামক হোমমন্ত্র বলা হয়েছে। সব কিছুর ভিতর রুদ্রের প্রকাশ অনুভব করে তাকে প্রণাম করা হয়েছে। ২। 'গিরিশ'—শব্দের ভাষ্যকর বহু অর্থ করেছেন—(১) গিরি অর্থাৎ কৈলাসে থেকে যিনি প্রাণিদের শম্ অর্থাৎ সুখ বিস্তার করেন। (২) গীঃ অর্থাৎ বাক্যে থেকে যিনি সুখ দেন। (৩) গিরি শব্দের অর্থ মেঘ, তাতে থেকে যিনি বৃষ্টিরূপ মঙ্গল দেন। (৪) অথবা পর্বতে যিনি শয়ন করেন, তিনি গিরিশ। 'অন্ত'—শব্দের সর্বজ্ঞ অর্থ—'অমতি গচ্ছতি জানাতীত্যন্তঃ সর্বজ্ঞঃ'।

মন্ত্র ঃ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো

দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড ইমহে ॥ ৬ ॥ অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্যঃ স দৃষ্টো মৃডয়াতি নঃ ॥ ৭ ॥ নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৮ ॥ প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥ ৯ ॥ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যিনি রবি-রূপ রুদ্র উদয়ে ও অস্তকালে রক্তবর্ণ, অন্য সময় পিঙ্গলবর্ণ, ও মঙ্গলময়, যিনি সহস্র কিরণে পূর্বাদি দিক আশ্রয় করেছেন, তার ক্রোধ আমরা ভক্তিতে দূর করব। ৬।১ ॥ যিনি আদিত্যরূপে নিরন্তর গমন করেন, যাকে গোপগণ ও জল আহরণকারিণী রমণীগণও দেখে থাকে, তিনি দৃশ্য হয়ে আমাদের সুখ দিন। ৭।১ ॥ চিরতরুণ সহস্রাক্ষ নীলকণ্ঠের প্রতি আমার নমস্কার। তার যারা ভৃত্য, তাদেরও আমি নমস্কার করছি। ৮।১ ॥ হে ভগবান, তোমার ধনুকের উভয় দিকের জ্যা খুলে ফেল ও তোমার হাতের বাণ ফেলে দাও। ৯।১ ॥ জটাজুটধারী রুদ্রের ধনু জ্যা-রহিত হোক, তার বাণের অগ্রভাগ-রহিত হোক, বাণগুলি নষ্ট হোক, তূণীর শূন্য হোক। ১০।১ ॥

মন্ত্র ঃ যা তে হেতির্মীঢ়ুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ। তয়াঽস্মান্বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরি ভুজ ॥ ১১ ॥ পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নি ধেহি তম্ ॥ ১২ ॥ অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥ ১৩ ॥ নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নামো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ১৪ ॥ মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে কামবর্ষী, তোমার হাতে যে ধনুরূপ আয়ুধ আছে, তা দ্বারা নিরুপদ্রবে সকল দিক থেকে আমাদের রক্ষা কর। ১১।১ ॥ হে রুদ্র, তোমার ধনু-সম্বন্ধীয় আয়ুধ আমাদের ত্যাগ করুক এবং তোমার তূণীর আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ। ১২।১ ॥ হে শততূণীর যুক্ত সহস্রাক্ষ রুদ্র, তোমার ধনু জ্যা-শূন্য ও বাণের ফলা শীর্ণ করে আমাদের প্রতি শান্ত ও শোভন চিত্ত হও। ১৩।১ ॥ হে রুদ্র, রিপুবধে প্রগল্ভ, ধনুতে অনারোপিত তোমার বাণকে নমস্কার, তোমার বাহুদ্বয় ও ধনুকে নমস্কার। ১৪।১ ॥ হে রুদ্র, আমাদের গুরুজনদের হিংসা করো না ; সেরূপ আমাদের বালক, তরুণ, গর্ভস্থ শিশু, পিতা, মাতা ও প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা করো না। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ১৬ ॥ নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে। দিশাং চ পতয়ে নমো। নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ। পশূনাং পতয়ে নমো। নমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো। নমো হরিকেশায়োপবীতিনে। পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনে ঽন্নানাং পতয়ে নমো। নমো ভবস্য হেত্যৈ। জগতাং পতয়ে নমো। নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো। নমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ। বনানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮ ॥ নমো রোহিতায় স্থপতয়ে। বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো। ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাং পতয়ে নমো। নমো মন্ত্রিণে বাণিজায়। কক্ষাণাং পতয়ে নমো। নম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে। পত্তীনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৯ ॥ নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে।

সত্বনাং পতয়ে নমো.। নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো। নমো নিষঙ্গিণে ককুভায়। স্তেনানাং পতয়ে নমো। নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : হে রুদ্র, আমাদের পুত্র পৌত্রদের হিংসা করো না, সেরূপ আমাদের আয়ু, গাভী, অশ্বদের হিংসা করো না। আমাদের ক্রুদ্ধ ভৃত্যদের হিংসা করো না। হবিযুক্ত আমরা সর্বদাই যজ্ঞের জন্য তোমায় ডাকছি। ১৬।১ ॥ হিরণ্যবাহু সেনানী রুদ্রকে নমস্কার, দিক সকলের পালক রুদ্রকে নমস্কার, হরিতবর্ণ পত্রযুক্ত বৃক্ষরূপ রুদ্রকে নমস্কার, জীবগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার, পীতরক্তবর্ণ কান্তিমান রুদ্রকে নমস্কার, পথের পালক রুদ্রকে নমস্কার, নীলবর্ণ কেশযুক্ত যজ্ঞোপবীতধারী রুদ্রকে নমস্কার, মনুষ্যগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ১৭।৮ ॥ বৃষারূঢ় শত্রুধ্বংসী রুদ্রকে নমস্কার। অন্নের পালক রুদ্রকে নমস্কার, সংসারের নিবর্ত্তক রুদ্রকে নমস্কার, জগতের পালক রুদ্রকে নমস্কার, উদ্যতায়ুধ রুদ্রকে নমস্কার, দেহের পালক রুদ্রকে নমস্কার, সারথিরূপ রুদ্রকে নমস্কার, বনের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ১৮।৮ ॥ লোহিত বর্ণ স্থপতিরূপ রুদ্রকে নমস্কার, বৃক্ষের পালক রুদ্রকে নমস্কার, ভূমণ্ডলের বিস্তারক রুদ্রকে নমস্কার, ধনদাতা রুদ্রকে নমস্কার, ওষধিসমূহের পতি রুদ্রকে নমস্কার, আলোচনাকুশল রুদ্রকে নমস্কার, বণিক রূপ রুদ্রকে নমস্কার, লতা গুল্ম বীরুধের পালক রুদ্রকে নমস্কার, যুদ্ধে মহাশব্দকারী রুদ্রকে নমস্কার, পদাতিদের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ১৯।৮ ॥ যুদ্ধে আয়তধনু শীঘ্রগামী রুদ্রকে নমস্কার, শরণাগত জনের পালক রুদ্রকে নমস্কার, শত্রুর পরাভব ও বিনাশকারী রুদ্রকে নমস্কার, শূরসেনার পালক রুদ্রকে নমস্কার, মহান তৃণরূপ রুদ্রকে নমস্কার, গুপ্ত চোরদের পালক রুদ্রকে নমস্কার, চুরি করবার ইচ্ছায় ইতস্ততঃ বিচরণশীল রুদ্রকে নমস্কার, গৃহাদি চুরি করবার ইচ্ছায় গমনকারী রুদ্রকে নমস্কার, বনের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ২০।৮ ॥

টীকা : ১৭। ১৭ থেকে ৪৫ কণ্ডিকা পর্যন্ত প্রতিটি কণ্ডিকায় আটটি করে রুদ্রের নমস্কার করা হয়েছে। ১৯। 'পত্তি'—শব্দে সেনাবিশেষ বুঝায়। এক রথ ও হস্তী, তিন অশ্ব এবং পাঁচ পদাতি মিলে এক পত্তি হয়। "একো রথো গজশ্চাশ্বাস্ত্রয় পঞ্চ পদাতয়ঃ। এষ সেনাবিশেষোহয়ং পত্তীরিত্যভিধীয়তে।" (মহাভারত ১।২৮৯)। ২০। চোরদের নানাপ্রকার ভেদ কয়েকটি কণ্ডিকায় বলা হয়েছে যেমন, স্তেন, তায়ব, বনচর, গুপ্তচর, পাটচ্চর ইত্যাদি।

মন্ত্র : নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমো। নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো। নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো। নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥ নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো। নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমো। নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো। নম আযচ্ছদ্ভ্যো ঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নম ॥২২॥ নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমঃস্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো। নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৩ ॥ নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমোঽশ্বেভ্যো ঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো। নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো। নব উগণাভ্য স্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৪ ॥ নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমো ব্রাতভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : বঞ্চনাকারী প্রতারক রূপী রুদ্রকে নমস্কার, চোরদের পালক রুদ্রকে

নমস্কার, বাণ ও তূণীরধারী রুদ্রকে নমস্কার, তস্করদের পতি রুদ্রকে নমস্কার, শত্রু নাশের জন্য বজ্রধারী রুদ্রকে নমস্কার, ক্ষেত্রাদিতে ধান্য অপহরণকারীর পালক রুদ্রকে নমস্কার, রাতে অসিহস্তে বিচরণশীল রুদ্রকে নমস্কার, লোকদের মেরে চুরি করে যারা, তাদের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ২১৮॥ উষ্ণীষ দিয়ে মুখমণ্ডলকে গ্রামের পথে যারা বস্ত্রাদি চুরি করে ও পর্বতাদি বিষম স্থানে যারা বিচরণ করে—এ উভয়রূপ রুদ্রকে নমস্কার, ক্ষেত্র গৃহাদি অপহরণকারীর পালক রুদ্রকে নমস্কার, বাণধারীরূপ রুদ্রকে নমস্কার। ধনুর্ধারীরূপ হে রুদ্র, তোমায় নমস্কার। ধনুতে জ্যা ও বাণ যোজনাকারী রুদ্রদের নমস্কার। ধনুর আকর্ষণ ও বাণ নিক্ষেপকারী রুদ্রদের নমস্কার। ২২।৮॥ শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপকারী ও তাদের তাড়নাকারী রুদ্রদের নমস্কার, স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা অনুভবকারী রুদ্রদের নমস্কার, নিদ্রা ও উপবেশন অবস্থায় অবস্থানকারী রুদ্রদের নমস্কার, স্থির ও ধাবিত রুদ্রদের নমস্কার। ২৩।৮॥ সভা ও সভাপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার, অশ্ব ও অশ্বপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার, সমন্তত ও বিবিধপ্রকারে আঘাতকারী দেবসেনারূপ রুদ্রদের নমস্কার ; সানুচর মাতৃগণ ও হননসমর্থা দুর্গাদিকে নমস্কার। ২৪।৮॥ গণ ও গণপতিদের নমস্কার, ব্রাত ও ব্রাতপতিদের নমস্কার, বিষয়লম্পট মেধাবী ও তাদের পালকদের নমস্কার, বিরূপ ও বিশ্বরূপদের নমস্কার। ২৫।৮॥

টীকা : ২৪। 'উগণ'—ভাষ্যে এ শব্দের সুন্দর অর্থ করা হয়েছে, যেমন 'উৎকৃষ্টা গণা ভৃত্যসমূহা যাসাং তাঃ উগণাঃ ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ মাতরঃ' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভৃত্যসমূহ যাদের, সে ব্রাহ্মী আদি মাতৃগণ।

মন্ত্র : নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো। নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৬॥ নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো। নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৭॥ নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ। নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ। নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ॥ ২৮॥ নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ। নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ। নমো গিরিশ[illegible]য় চ শিপিবিষ্টায় চ। নমো মীঢুষ্টমায় চেষুমতে চ॥ ২৯॥ নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ। নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ। নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ। নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ॥ ৩০॥

অনুবাদ : সেনা ও সেনাপতিরূপ রুদ্রদের নমস্কার, রথী ও অরথীদের নমস্কার, রথাধিষ্ঠাতা ও অশ্বসংগ্রাহক সারথিদের নমস্কার, মহৎ ও ক্ষুদ্রদের নমস্কার। ২৬।৮॥ শিল্পী ও সূত্রধার রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুম্ভকার ও কর্মকাররূপী রুদ্রদের নমস্কার, বনেচর মাংসাশী ভিল ও পুক্কস রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুকুরের গলার রজ্জুধারক ও ব্যাধরূপী রুদ্রদের নমস্কার। ২৭।৮॥ কুকুর ও তাদের পালকরূপী রুদ্রদেব নমস্কার, প্রাণীর উৎপাদক ভব ও দারিদ্র্যনাশক রুদ্রকে নমস্কার। পাপনাশক সর্ব ও অজ্ঞজনের পালক পশুপতিকে নমস্কার। নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠকে নমস্কার। ২৮।৮॥ জটাজুটধারী ও মুণ্ডিতকেশ রুদ্রকে নমস্কার, সহস্রাক্ষও বহু ধনুধারী (শতধন্বা) রুদ্রকে নমস্কার, পর্বতশায়ী ও অন্তর্যামী রুদ্রকে নমস্কার, বর্ষণকারী ও বাণধারী রুদ্রকে নমস্কার। ২৯।৮॥ ক্ষুদ্র ও বামনরূপী রুদ্রকে নমস্কার, প্রৌঢ় ও বর্ষীয়ান-রূপী রুদ্রকে নমস্কার, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধরূপী রুদ্রকে নমস্কার, জগতের আদি ও মুখ্য রুদ্রকে নমস্কার। ৩০।৮॥

মন্ত্র ঃ নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ শীঘ্র্যায় চ শীভ্যায় চ। নম ঊর্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ ॥ ৩১ ॥ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ। নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ ॥ ৩২ ॥ নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্যায় চ নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ। নমঃ শ্লোক্যায় চা বসান্যায় চ নম উর্বর্যায় চ খল্যায় চ ॥ ৩৩ ॥ নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ। নম আশুষেণায় চাশুরথায় চ নমঃ শূরায় চাবভেদিনে চ ॥ ৩৪ ॥ নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো বর্মিণে চ বরূথিনে চ। নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চা হননায় চ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বব্যাপক ও গতিশীল রূপী রুদ্রকে নমস্কার, শীঘ্র জাত ও ক্ষিপ্র জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, তরঙ্গ ও স্থিরজলে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, নদী ও দ্বীপে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৩১।৮ ॥ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠরূপী রুদ্রকে নমস্কার, পূর্বে ও পশ্চাৎ জাত-রূপী রুদ্রকে নমস্কার, তির্যক আদি রূপে ও অব্যুৎপন্ন ইন্দ্রিয়ে জাত রূপী রুদ্রকে নমস্কার, গাভী প্রভৃতির পশ্চাদ্ভাগে ও বৃক্ষাদিমূলে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৩২।৮ ॥ গন্ধর্বলোকে ও বিবাহোচিত ক্ষেত্রে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। পাপীদের ত্রাতা ও মঙ্গলময়রূপী রুদ্রকে নমস্কার, যশে ও আবসানে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, উর্বর ও ঊষর ভূমিতে জাত ধান্যাদিরূপ রুদ্রকে নমস্কার। ৩৩।৮ ॥ বৃক্ষাদি ও তৃণ রূপে জাত রুদ্রকে নমস্কার, শব্দ ও প্রতিশব্দ রূপী রুদ্রকে নমস্কার, যার সেনা ও রথ শীঘ্র চলে সে রূপ রুদ্রকে নমস্কার, যুদ্ধে বীর ও রিপুর বিদারক রূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৩৪।৮ ॥ শিরস্ত্রাণ ও কবচধারী রূপী রুদ্রকে নমস্কার, বর্ম ও বরূথধারী রূপী রুদ্রকে নমস্কার, প্রসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ সেনা রূপী রুদ্রকে নমস্কার, দুন্দুভি ও বাদ্য সাধন দণ্ডাদি রূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৩৫।৮ ॥

মন্ত্র ঃ নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ। নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ ॥ ৩৬ ॥ নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ। নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ ॥ ৩৭ ॥ নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ। নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ ॥ ৩৮ ॥ নমো বাত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ। নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ ॥ ৩৯ ॥ নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ। নমোঽগ্রেবধায় চ দূরে বধায় চ নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ। নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায় ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ প্রগল্‌ভ ও বিচারক রূপী রুদ্রকে নমস্কার, বান ও তূণীরধারী রূপী রুদ্রকে নমস্কার, তীক্ষ্ণবাণ ও আয়ুধ ধারী রুদ্রকে নমস্কার, ত্রিশূল ও পিণাক ধারী রুদ্রকে নমস্কার। ৩৬।৮ ॥ ক্ষুদ্রপথে ও রাজপথে জাত রুদ্রকে নমস্কার, কুৎসিত পথে ও গিরির নিম্নভাগে জাত রুদ্রকে নমস্কার, কৃত্রিম নদী ও সরোবরে জাত রুদ্রকে নমস্কার, নদী জল রূপ ও অল্প জলে জাত রুদ্রকে নমস্কার। ৩৭।৮ ॥ কূপে ও গর্তে জাত রুদ্রকে নমস্কার, আলোকশূন্য ও সূর্য কিরণে জাত রুদ্রকে নমস্কার, মেঘ ও বিদ্যুতে জাত রুদ্রকে নমস্কার, বৃষ্টি ও অবৃষ্টিতে জাত রুদ্রকে নমস্কার। ৩৮।৮ ॥ বায়ুতে ও প্রলয়কালে জাত রুদ্রকে নমস্কার, বাস্তুতে জাতরূপী ও বাস্তুপালক রূপী রুদ্রকে নমস্কার, উমার সাথে দুঃখ নাশক রুদ্রকে নমস্কার, রক্তবর্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ রুদ্রকে নমস্কার। ৩৯।৮ ॥ সুখদ ও প্রাণিগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার, উদ্যতায়ুধ ও ভয়ংকর রুদ্রকে নমস্কার, নিকটে ও দূরে বধকারী রুদ্রকে নমস্কার, নাশক ও অতি নাশকারী রুদ্রকে

নমস্কার, হরিতবর্ণ পত্র বিশিষ্ট কল্পতরু রূপী ও সংসার তারকরূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৪০।৮ ॥

মন্ত্র : নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ ৪১ ॥ নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ। নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ। নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ। নমঃ শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ ॥ ৪২ ॥ নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ। নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ। নম কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ। হরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ ॥ ৪৩ ॥ নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ। নমস্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ। নমো হৃদয্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ। নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ ॥ ৪৪ ॥ নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ। নমঃ পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ। নমো লোপ্যায় চোলপ্যায় চ। নম উর্ব্যায় চ সূর্ব্যায় চ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : মুক্তিসুখ ও সংসারসুখ দাতা রুদ্রকে নমস্কার, লৌকিক ও মোক্ষসুখের কারক রুদ্রকে নমস্কার, যিনি কল্যাণরূপে ও ভক্তজনের কল্যাণ-বিধাতা সে রুদ্রকে নমস্কার। ৪১।১ ॥ সংসারের পরপারে ও সংসারে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, পাপ তারণের ও সংসার তারণের কারণরূপী রুদ্রকে নমস্কার, তীর্থে ও কূলে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, কুশাদিতে ও ফেনায় জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৪২।৮ ॥ বালুকা ও প্রবাহে জাত রুদ্রকে নমস্কার, পাষাণে বা স্থির জল প্রদেশে জাত রুদ্রকে নমস্কার, জটাজুটধারী ও অন্তর্যামী রূপে জাত রুদ্রকে নমস্কার, ঊষর ও উৎকৃষ্ট পথে জাত রুদ্রকে নমস্কার। ৪৩।৩ ॥ গোসমূহে জাত ও গোষ্ঠে জাত রূপী রুদ্রকে নমস্কার, শয্যায় বা গৃহে জাত রুদ্রকে নমস্কার, জীবরূপে ও নীহার জল রূপে জাত রুদ্রকে নমস্কার, দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে ও গিরিগুহায় জাত রুদ্রকে নমস্কার। ৪৪।৮ ॥ শুষ্কে ও আর্দ্রে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, ধূলিতে ও পরাগে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, অগম্য প্রদেশে ও তৃণে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, উর্বর ভূমিতে ও কল্পকালীন অনলে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। ৪৫।৮ ॥

মন্ত্র : নমঃ পর্ণায় চ পর্ণশদায় চ। নম উদ্গুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ। নম আখিদতে চ প্রখিদতে চ। নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমো বঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো। নমো বিচিন্বৎকেভ্যো নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো, নম আনির্হতেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥ দ্রাপে অন্ধসস্পতে দরিদ্র নীললোহিত। আসাং প্রজানামেষাং পশূনাং মা ভের্মা রোঙ্মী চ নঃ কিঞ্চনামমৎ ॥ ৪৭ ॥ ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ ॥ ৪৮ ॥ যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী। শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড জীবসে ॥ ৪৯ ॥ পরি নো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘায়োঃ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : পত্ররূপে ও তা যেখানে পতিত হয় সে স্থানে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার, উদ্যমী ও শত্রুহন্তা রূপী রুদ্রকে নমস্কার, অভক্তদের দৈন্য ও পাপীদের দুঃখদায়ী রুদ্রকে নমস্কার, বাণ ও ধনুকারী রুদ্র, তোমাদের নমস্কার। দেবতাদের হৃদয় স্বরূপ বৃষ্টিপ্রভৃতি দ্বারা জগতের কারক রুদ্রদের নমস্কার। ধার্মিক ও পাপীর বিভেদকারী, পাপবিনাশী, সৃষ্ট্যাদির জন্য বহির্গত রুদ্রের অবতার অগ্নি, বায়ু ও সূর্য দেবতাদের নমস্কার। ৪৬।১২ ॥ পাপীদের কুৎসিত গতিপ্রাপক, সোমের পালক, অপরিগ্রহ, হে নীললোহিত, তুমি আমাদের পুত্র পৌত্র ও পশুদের ভয় দিও না, ভঙ্গ করো না ও রুগ্ন করো না। ৪৭।১ ॥ মহান, জটাজুটধারী, বীরনাশক রুদ্রের প্রতি আমাদের এ বুদ্ধি প্রদান করছি, যাতে আমাদের দ্বিপদ ও

চতুষ্পদ প্রাণীদের মঙ্গল হয়, এ গ্রামের ও বাসস্থানের প্রাণিগণ সমৃদ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়। ৪৮।১ ॥ হে রুদ্র, সর্বদা কল্যাণকর, সংসারব্যাধি ও শারীরিক ব্যাধির নিবর্তক তোমার যে তনু আছে, তার দ্বারা আমাদের বাঁচবার জন্য সুখ দাও। ৪৯।১ ॥ রুদ্রের আয়ুধ আমাদের পরিত্যাগ করুক, ক্রুদ্ধ দহনকারী রুদ্রের দ্রোহবুদ্ধি আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে কামনাপূরক রুদ্র, তোমার স্থির ধনু যজমানের জন্য জ্যা-শূন্য কর, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদের সুখ দাও। ৫০।১ ॥

মন্ত্র : মীঢ়ুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আ চর পিনাকং বিভ্রদা গহি ॥ ৫১ ॥ বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নি বপন্তু তাঃ ॥ ৫২ ॥ সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ৫৩ ॥ অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৪ ॥ অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : হে কামবর্ষী, কল্যাণকারী রুদ্র, আমাদের প্রতি শান্ত ও হৃষ্টচিত্ত হও, দূরস্থ উচ্চ বৃক্ষে তোমার পিনাক ধনু ধারণ করে এস। ৫১।১ ॥ হে উপদ্রব-নাশক, শুদ্ধ স্বরূপ ভগবান রুদ্র, তোমার প্রতি আমাদের নমস্কার। হে রুদ্র, তোমার যে অসংখ্য আয়ুধ আছে, তা আমাদের ছাড়া অন্যদের আঘাত দিক। ৫২।১ ॥ হে ভগবান জগতের নাথ, তোমার হস্তযুগলের সহস্র সহস্র আয়ুধের মুখগুলি আমাদের থেকে পরাঙ্মুখ কর। ৫৩।১ ॥ ভূমিতে যে অসংখ্য অপরিমিত রুদ্র আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যাবিহীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৪।১ ॥ বিশাল জলাধার অন্তরিক্ষে যে রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-মুক্ত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র : নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ দিবং রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৬ ॥ নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৭ ॥ যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৮ ॥ যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৯ ॥ যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : দ্যুলোকে যে নীলগ্রীব শিতিকন্ঠ রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৬.১ ॥ পাতালে বর্তমান যে নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-মুক্ত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৭।১ ॥ বৃক্ষসমূহে হে হরিদ্বর্ণ, নীলগ্রীব, রক্তহীন তেজোময় শরীর বিশিষ্ট রুদ্রগণ আছে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-রহিত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৮।১ ॥ মানুষের উপদ্রবকারী ভূতগণের অধিপতি, মুণ্ডিত-কেশ ও জটাজুটযুক্ত রুদ্রগণ আছেন, তাদের ধনুগুলি জ্যারহিত করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৫৯।১ ॥ লৌকিক ও বৈদিক মার্গের পালক, অন্নের রক্ষক, প্রাণ দিয়ে যুদ্ধকারী রুদ্রদের ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৬০।১ ॥

মন্ত্র : যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৬১ ॥ যেঽন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্। তেষাং

সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬২ ॥ য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতাস্থিরে। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি ॥ ৬৩ ॥ নমোহস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশো-দীচীর্দশোর্ধ্বাঃ। তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মৃডয়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬৪ ॥ নমোহস্তু রুদ্রেভ্যো যেহন্তরিক্ষে যেষাং বাত ইষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচী দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশো-দীচীর্দশোর্ধ্বাঃ। তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মৃডয়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ ঃ সৃক ও নিষঙ্গ নামক আয়ুধ ধারণ করে যে রুদ্রগণ তীর্থস্থানে ভ্রমণ করে, তাদের ধনুগুলি জ্যা-শূন্য করে সহস্রযোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৬১।১ ॥ অন্ন ও জলপানকারী লোকদের যারা ব্যাধি উৎপন্ন করায়, সে রুদ্রদের ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৬২।১ ॥ অনেক বড় যে রুদ্রগণ দশ দিক ব্যেপে আছেন, তাদের ধনুগুলি জ্যা-হীন করে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি। ৬৩।১ ॥ দ্যুলোকে যে রুদ্রগণ আছেন, বৃষ্টিই যাদের বাণতুল্য আয়ুধ সে রুদ্রদের প্রতি নমস্কার। তাদের উদ্দেশে পূর্বদিকে দশ অঙ্গুলি করছি অর্থাৎ অঞ্জলিপুটে নমস্কার করছি, এরূপ দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্ধ্ব দিকে যে রুদ্রদের উদ্দেশে আমাদের অঞ্জলি পূর্বক নমস্কার। সে রুদ্রগণ আমাদের রক্ষা করুন ও সুখ দিন। তারা যে পুরুষের দ্বেষ করেন, আমরা যাদের দ্বেষ করি ও আমাদের যারা দ্বেষ করে, রুদ্রদের মুখে তাদের স্থাপন করছি। ৬৪।১ ॥ অন্তরিক্ষলোকে যে রুদ্রগণ আছেন, বায়ুই যাদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাদের প্রতি নমস্কার। তাদের উদ্দেশে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্ধ্ব দিকে অঞ্জলি বদ্ধ করে নমস্কার করছি। সে রুদ্রগণ আমাদের রক্ষা করুন ও সুখ দিন। তারা যে পুরুষের দ্বেষ করেন, আমরা যাদের দ্বেষ করি ও আমাদের যারা দ্বেষ করে, রুদ্রদের মুখে তাদের স্থাপন করছি। ৬৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ নমোহস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচী-র্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ। তেভ্যো নমো অস্তু তে নোহবন্তু তে নো মডয়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৬ ॥

[কাণ্ড-৬৬, মন্ত্র-২৮০]

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে যে রুদ্রগণ আছেন, অন্নই যাদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাদের প্রতি নমস্কার। তাদের উদ্দেশে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্ধ্ব দিকে অঞ্জলি বদ্ধ করে নমস্কার করছি। সে রুদ্রগণ আমাদের রক্ষা করুন ও সুখ দিন। তারা যে পুরুষের দ্বেষ করেন, আমরা যাদের দ্বেষ করি ও আমাদের যারা দ্বেষ করে, রুদ্রদের মুখে তাদের স্থাপন করছি। ৬৬।১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ অশ্মন্নূর্জং পর্বতে শিশ্রিয়াণামদ্ভ্য ওষধীভ্যো বনস্পতিভ্যো অধি সংভৃতং পয়ঃ। তাং ন ইষমূর্জং ধত্ত মরুতঃ সংররাণা অশ্মংস্তে ক্ষুন্ময়ি ত ঊর্ক্ যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু ॥ ১ ॥ ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ শতং চ শতং চ সহস্রং চ সহস্রং চাযুতং চাযুতং চ নিযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতং

চার্বুদং চ ন্যর্বুদং সমুদ্রশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ পরার্ধশ্চৈতা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিল্লোকে ॥ ২ ॥ ঋতব স্থ ঋতাবৃধ ঋতুষ্ঠাঃ স্থ ঋতাবৃধঃ। ঘৃতশ্চ্যুতো মধুশ্চুতো বিরাজো নাম কামদুঘা অক্ষীয়মাণা ॥ ৩ ॥ সমুদ্রস্য ত্বাঽবকয়াগ্নে পরি ব্যয়ামসি। পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ৪ ॥ হিমস্য ত্বা জরায়ুণাঽগ্নে পরি ব্যয়ামসি। পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে মরুদ্গণ, তোমরা দাতা, সে প্রসিদ্ধ অন্ন ও রস আমাদের দাও, যা পর্বতস্থিত, বলকারক, জল, ওষধি ও বনস্পতি থেকে গাভী দ্বারা দুগ্ধরূপে পরিণত। সর্বভক্ষক অগ্নি, বহু ঘৃত পান করে তোমার ক্ষুধা হোক. তোমার সারভাগ আমাদের হোক। আমরা যাদের দ্বেষ করি, তোমার শোক তাদের নিকট যাক্। ১।৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে এ ইষ্টক গুলি এ লোকে আমার অভিমত ফলদায়ক হোক। তারা এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত নিযুত, কোটি, অর্বুদ, ন্যর্বুদ. অব্জ খর্ব, নিখর্ব, মহাপদ্ম, শংকু, সমুদ্র, পরার্ধরূপে বর্তমান। তারা অন্য জন্মে পরলোকেও আমার ইষ্টপ্রদ হোক। ২।১ ॥ হে ইষ্টকা, বসন্তাদি ঋতুরূপ ও তাতে স্থিত, যজ্ঞের বর্ধক, ঘৃত ও মধুর ক্ষরণকারিণী, শোভমান, কামপূরক ও ক্ষয়রহিত তোমরা আমার অভিমত ফলদায়ক হও। ৩।১ ॥ হে অগ্নি, তোমাকে জলের বেষ্টনে বেষ্টন করছি, তুমি আমাদের শোধক ও মঙ্গলপ্রদ হও। ৪।১ ॥ হে অগ্নি, তোমাকে উৎপত্তি স্থানীয় হিমের বেষ্টনে বেষ্টন করছি, তুমি আমাদের শোধক ও মঙ্গলপ্রদ হও। ৫।১ ॥

টীকা : ২। এখানে এক থেকে পরার্ধ পর্যন্ত দশ দশ গুণিতা সংখ্যা বলা হয়েছে।

মন্ত্র : উপ জ্মন্নুপ বেতসেঽবতর নদীষ্বা। অগ্নে পিত্তমপামসি মণ্ডূকি তাভিরা গহি সেমং নো যজ্ঞং পাবকবর্ণং শিবং কৃধি ॥ ৬ ॥ অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্। অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ৭ অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ৮ ॥ স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহা বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥ ৯ ॥ পাবকয়া যশ্চিতয়ন্ত্যা কৃপা ক্ষামন্ রুরুচ উষসো ন ভানুনা। তূর্বন্ন যামন্নেতশস্য নূ রণ আ যো ঘৃণে ন ততৃষাণো অজরঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীতে এস. নদীর উপর দিয়ে বেতস শাখায় নেমে এস, তুমি জলের তেজ। হে মণ্ডূকী, তুমি সে জলের সাথে এস, আমাদের এ যজ্ঞ অগ্নির মত তেজোবিশিষ্ট ও ফলপ্রদ কর। ৬।১ ॥ জল লাভের সাধক, সমুদ্রের গৃহস্থানীয় হে অগ্নি, তোমার জ্বালা আমাদের ছাড়া অন্য পুরুষদের ক্লেশ দিক, আমাদের প্রতি শোধক ও শান্ত হও। ৭।১ ॥ হে শোধক দেব অগ্নি, আহবনীয় রূপ তোমার মন্দ্র জিহ্বায় দেবতাদের ডাক ও স্তুতি কর। ৮।১ ॥ হে পাবক দীপ্তিমান অগ্নি, আমাদের এ যজ্ঞে দেবতাদের আন ও আমাদের হবি তাদের দাও। ৯।১ ॥ উষাকাল যেমন সূর্যকিরণে শোভা পায়, সেরূপ পবিত্র দীপ্ত চিতির দ্বারা যে অগ্নি শোভা পায়, সে অগ্নি যুদ্ধে দ্রুতগামী অশ্বের মত শত্রুদের হিংসা করে, সে অজর পিপাসার্ত অগ্নিকে আকর্ষণ করছি। ১০।১ ॥

মন্ত্র : নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে। অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ১১ ॥ নৃষদে বেডপ্সুষদে বেড্ বর্হিষদে বেড্‌বনষদে বেট্ স্বর্বিদে বেট্ ॥ ১২ ॥ যে দেবা দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং সংবৎসরীণমুপ ভাগমাসতে। অহুতাদো হবিষো যজ্ঞে অস্মিন্ স্বয়ং পিবন্তু মধুনো ঘৃতস্য ॥ ১৩ ॥

যে দেবা• দেবেষ্বধি দেবত্বমায়ন্ যে ব্রহ্মণঃ পুর এতারো অস্য ? যেভ্যো ন ঋতে পবতে ধাম কিঞ্চন ন তে দিবো ন পৃথিব্যা অধিষ্ণুষু ॥ ১৪ ॥ প্রাণদা অপানদা ব্যানদা বর্চোদা বরিবোদাঃ। অন্যাঁস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, সকল রসের শোষক, পদার্থের প্রকাশক তোমার তেজকে নমস্কার। তোমার জ্বালাসমূহ আমাদের ছাড়া অন্যের ক্লেশ দিক, আমাদের প্রতি শোধক ও শান্ত হও ১১।১ ॥ মানুষের মধ্যে জঠরাগ্নিরূপে স্থিত অগ্নিকে স্বাহা, জলে ঔর্বরূপে স্থিত অগ্নিকে স্বাহা, যজ্ঞে আহবনীয় রূপে স্থিত অগ্নিকে স্বাহা, বনে দাবাগ্নিরূপে স্থিত অগ্নিকে স্বাহা, স্বর্গে আদিত্যরূপে স্থিত অগ্নিকে স্বাহা। ১২।৫ ॥ সে প্রাণরূপ দেবগণ এ যজ্ঞে মধু ঘৃত দধিরূপ হবির ভাগ নিজেই গ্রহণ করুক, যারা আহূতি ছাড়াই সাম্বৎসরিক ভাগ গ্রহণ করে, যারা যজ্ঞীয় দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের যোগ্য ও দীপ্তিমান। ১৩।১ ॥ যে প্রাণাদি দেবগণ ইন্দ্রাদি দেবতার অধিষ্ঠাতা রূপে দেবত্ব লাভ করেছে, যারা জীবের অগ্রবর্তী, যাদের ছাড়া কোন শরীরই চলে না, এরা স্বর্গে থাকে না, পৃথিবীতেও থাকে না, কিন্তু চক্ষুরাদি গৃহ অবলম্বন করে থাকে। ১৪।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার প্রাণদ, অপানদ, ব্যানদ (সর্ব শরীর সঞ্চারী), বর্চোদ (বলদায়ক) ও ধনদ জ্বালা সমূহ আমাদের ছাড়া অন্যকে তাপ দিক, আমাদের নিকট পবিত্র ও মঙ্গলময় হও। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১৩। দেবতা দুই প্রকার—(১) যজ্ঞে হবি-ভক্ষণকারী ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি, ও (২) শরীর নির্বাহক প্রাণ অপান প্রভৃতি। উভয় বিধ দেবতা যজ্ঞিয় হলেও ইন্দ্রাদি যজ্ঞে পূজ্য, প্রাণাদি পূজক।

মন্ত্র ঃ অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যাসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নির্নো বনতে রয়িম্ ॥ ১৬ ॥ য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১৭ ॥ কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমংস্বিৎ কথাহহসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ১৮ ॥ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ১৯ ॥ কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নি তার তীক্ষ্ণ তেজে সকল রাক্ষসদের ক্ষীণ করুক ও আমাদের বল দিক। ১৬।১ ॥ যিনি সর্বজ্ঞ, সংহার যজ্ঞের হোতা, আমাদের (প্রাণিদের) পিতা পরমেশ্বর প্রলয়কালে সকল ভুবন সংহার করে একাকী ছিলেন, তিনি আবার সৃষ্টির ইচ্ছায় উৎকৃষ্ট রূপ প্রকাশ করে তাতে প্রবেশ করেন। ১৭।১ ॥ সর্বস্রষ্টার কি অধিষ্ঠান ছিল? উপাদান ও নিমিত্ত কারণই বা ছিল? অতীত অনাগত ও বর্তমানের সকল দ্রষ্টা সে বিশ্বকর্মা নিজসামর্থ্যে স্বর্গ মর্ত সৃষ্টি করে, তা আচ্ছন্ন করেন। ১৮।১ ॥ এক অদ্বিতীয় দেব বিশ্বকর্মা স্বর্গ মর্ত সৃষ্টি করে ধর্মাধর্ম রূপ বাহুযুগলের দ্বারা পঞ্চভূত রূপ উপাদানের মিলন ঘটান। তাঁর সকল দিকে চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণ আছে। ১৯।১ ॥ কোন বন ও বৃক্ষ ছিল, যা থেকে বিশ্বকর্মা দ্যাবা পৃথিবী অলংকৃত করেছেন? হে মনীষিগণ, মনে পর্যালোচনা করে তোমরা প্রশ্ন কর—ভুবনসকল ধারণ করে বিশ্বকর্মা যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন। ২০।১ ॥

টীকা ঃ ১৯। ভাষ্যকার বলেন—পরমেশ্বর সকল প্রাণীর আত্মা বলে যে

প্রাণীর যে চক্ষু প্রভৃতি, তাহা তদুপাধিক পরমেশ্বরের জন্য সর্বত্র চক্ষুরাদি সম্ভব।

মন্ত্র ঃ যা তে ধামানি পরমাণি যাহবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা। শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ২১ ॥ বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্। মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতঃ সপত্না ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ২২ ॥ বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম। স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভুরবসে সাধুকর্মা ॥ ২৩ ॥ বিশ্বকর্মন্ হবিষা বর্ধনেন ত্রাতারমিন্দ্রমকৃণোরবধ্যম্। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত পূর্বীরয়মুগ্রো বিহব্যো যথাহসৎ ।। ২৪ ॥ চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে। যদেদন্তা অদদৃহন্ত পূর্ব আদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে স্বধা ও হবি যুক্ত বিশ্বকর্মা,তোমার যে উত্তম, মধ্যম ও অধম ধাম আছে, তা যজমানদের দাও। ঘৃতে শরীর বৃদ্ধি করে তোমার যজ্ঞ তুমি নিজেই কর। ২১।১ ॥ হে বিশ্বকর্মা, আমার প্রদত্ত ঘৃতে বর্ধিত হয়ে আমার যজ্ঞে ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রাণিগণের যজ্ঞ কর। তোমার প্রসাদে চারদিকের শত্রুগণ মোহিত হোক, এ যজ্ঞে ইন্দ্র আমাদের আত্মজ্ঞানোপদেষ্টা হোক। ২২।১ যিনি বিশ্বকর্মা, যিনি বাক্যের অধিপতি, যিনি মনের মত গতিশীল, সে ইন্দ্র আমাদের অন্ন সমৃদ্ধির জন্য আমাদের আহ্বান শুনুক। ২৩।১ ॥ হে বিশ্বকর্মা, বর্ধিত এ হবির দ্বারা জগতের রক্ষক ইন্দ্রকে তুমি অবধ্য করেছ। সে ইন্দ্রকে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ মান্য করতেন, যেহেতু বিবিধ কর্মে বজ্রধারী সে ইন্দ্র আহূত হতেন। ২৪।১ ॥ পূর্বে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ যখন দ্যাবাভূমির অন্তপ্রদেশ দৃঢ় করেছিলেন, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পালক বিশ্বকর্মা নিশ্চিন্ত মনে জগতের অনুগ্রহের জন্য দ্যাবাপৃথিবীতে জল সৃষ্টি করেছিলেন। ২৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্। তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্ত ঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥ ২৬ ॥ যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥ ২৭ ॥ ত আয়জন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা। অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ২৮ ॥ পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি। কিংস্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত পূর্বে ॥ ২৯ ॥ তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বকর্মজ্ঞ, আকাশব্যাপী, ধারক ও উৎপাদক, সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বকর্মা যাদের দ্রষ্টা, তারা আনন্দে সপ্তর্ষিগণের সাথে এক লোকে বাস করে। ২৬।১ ॥ যিনি আমাদের পালক, জনক, ধারক এবং যিনি সকল প্রাণিগণের জ্ঞাতা, যিনি দেবতাদের নাম-কারক, সে এক অদ্বিতীয় বিশ্বকর্মার নিকট সকল প্রাণিগণ নানা প্রশ্নের জন্য গমন করে। ২৭।১ ॥ বিশ্বকর্মার সৃষ্ট বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ প্রাণিগণকে কামবর্ষী রূপে ভোগ দিয়েছেন, তাঁরা সৃষ্ট প্রাণিদের জল ও শরীর দানে জীবিত করেছেন এবং তারা বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে থাকেন। ২৮।১ ॥ যে ঈশ্বরতত্ত্ব বিরাজমান, তিনি দ্যুলোকেরও দূরে, এ পৃথিবী থেকে বহু দূরে, দেবতা ও অসুর থেকেও দূরে বর্তমান। জল প্রথমে কোন গর্ভ ধারণ করেছিল? প্রথমোৎপন্ন দেবগণ যে গর্ভে জগৎ দেখেছিল। (যখন স্থূল এ জগতের আধার

গর্ভরূপকেই জানা যায় না, তখন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব যে আত্মা এ বিষয়ে কি বক্তব্য থাকতে পারে) ? ২৯।১ ॥ জল প্রথমে সে গর্ভ ধারণ করেছিল, যে কারণরূপ গর্ভে সকল দেবগণ মিলিত হয়েছিল। জন্মরহিত পরমেশ্বরের নাভিদেশে এক অবিভক্ত বীজ গর্ভরূপে অর্পিত ছিল, যে বীজে সকল ভুবন ছিল। তিনিই সকলের আশ্রয়, তাহার অপর কোন আশ্রয় নাই। ৩০।১ ॥

টীকা : ২৭-৩০ কয়েকটি মন্ত্রে প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্ম বিষয়ে বলা হয়েছে।

মন্ত্র : ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্‌যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি ॥ ৩১ ॥ বিশ্বকর্মা হ্যজনিষ্ট দেব আদিদ্‌গন্ধর্বো অভবদ্‌ দ্বিতীয়ঃ। তৃতীয়ঃ পিতা জনিতৌষধীনামপাং গর্ভং ব্যদধাৎ পুরুত্রা ॥ ৩২ ॥ আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণ-শ্চর্ষণীনাম্‌। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ৩৩ ॥ সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ৩৪ ॥ স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন। সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতা-ভিরস্তা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : যে বিশ্বকর্মা এ জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে, হে জীব, তোমরা জান না। তিনি জীবের আভ্যন্তর বাস্তব স্বরূপ থেকে পৃথক্‌, জীবগণ নীহার-রূপ অজ্ঞানে আবৃত, মিথ্যাভিমানে ব্যাপ্ত, প্রাণ ধারণ মাত্রে তৃপ্ত, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগে প্রবৃত্ত। ৩১।১ ॥ প্রথমে আদিত্যান্তর পুরুষরূপে বিশ্বকর্মা উৎপন্ন হন, দ্বিতীয় গন্ধর্ব (অগ্নি), তৃতীয় ওষধিসকলের রক্ষক ও উৎপাদক পর্জন্য উৎপন্ন হয়ে বহুর রক্ষক জলের গর্ভ ধারণ করেন। ৩২।১ ॥ শীঘ্রগামী, বজ্রের তীক্ষ্ণকারক, বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর, শত্রুদের ঘাতক, মানুষদের চালক, শত্রুর ভয়বর্ধক, নিমেষরহিত, বীর ইন্দ্র একাকী শত শত্রুসেনা জয় করেছেন। ৩৩।১ ॥ হে যোদ্ধা মনুষ্যগণ, শব্দকারী, অনিমেষ, জয়শীল, অজেয়, ভীতির হত, বাণহস্ত, কামবর্ষী ইন্দ্রের সাহায্যে তোমরা শত্রুসেনা জয় কর, তাদের বিনাশ কর। ৩৪।১ ॥ যোদ্ধা, শত্রুবশকারী, শত্রুর সাথে যুদ্ধকর্তা, যুদ্ধে মিলিত শত্রুর জেতা, সোমপায়ী, বাহুবলযুক্ত, উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারী, বাণক্ষেপণকারী সে ইন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন। ৩৫।১ ॥

টীকা : ৩১। ভাষ্যকার বলেন—অহং-প্রত্যয়-গম্য জৈব রূপ পরমেশ্বর তত্ত্ব নহে, কিন্তু তার থেকে পৃথক্‌ বেদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব আছে।

মন্ত্র : বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহাঽমিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ত্‌-সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্‌ ॥ ৩৬ ॥ বলবিজ্ঞায় স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্‌ বাজী সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৩৭ ॥ গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্ত-মোজসা। ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়া অনু সং রভধ্বম্‌ ॥ ৩৮ ॥ অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাড়-যুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ। দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্‌ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : হে বৃহস্পতি, তুমি রাক্ষসের বিনাশক, শত্রুর পীড়ক, শত্রু সেনার ভঙ্গকারক, যুদ্ধে হিংসকদের পরাভব করতে করতে রথে সর্বত্র গমন কর এবং

আমাদের রথের রক্ষক হও। ৩৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জয়শীল রথে আরোহণ কর। তুমি অপরের বল জান, তুমি পুরাতন, বীর, বলবান্, অস্ময়ুক্ত, শত্রুর পরাভবকারী, যুদ্ধে ক্রুর, তোমার চারিদিকে বীর ও পরিচারকগণ, তুমি বল থেকে জাত ও স্তুতি বাক্যের জ্ঞাতা। ৩৭।১ ॥ হে সমানজাত দেবগণ, সে ইন্দ্রের বীরকর্মের অনুগমন কর; যে ইন্দ্র অসুরকুলের ভেত্তা, বাক্যের বেত্তা, যিনি বজ্রবাহু, যুদ্ধে জয়শীল ও বলে শত্রুর হিংসক। ৩৮।১ ॥ ইন্দ্র যুদ্ধে আমাদের সেনা রক্ষা করুক; ইন্দ্র মেঘের বিলোড়নকারী, দয়ারহিত, বীর শত যজ্ঞকারী, চ্যুতিরহিত, সংগ্রামে জয়শীল ও প্রতিযোদ্ধাহীন। ৩৯।১ ॥ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি শত্রুবিমর্দক, জয়শীল দেবসেনাদের নেতা হোক, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু দক্ষিণদিকে, সোম পূর্ব দিকে এবং মরুদ্গণ অগ্রে থাক। ৪০।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্। মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৪১ ॥ উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাং মামকানাং মনাংসি। উদ্বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ৪২ ॥ অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেম্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু। অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ৪৩ ॥ অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি। অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ ৪৪ ॥ অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে। গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : কামবর্ষক ইন্দ্রের, রাজা বরুণের, দ্বাদশ আদিত্যের ও মরুদ্গণের মহামনা, ভুবনের নিষ্পেষণে সমর্থ, বিজয়শীল সৈন্যদের জয় জয় শব্দ উত্থিত হোক। ৪১।১ ॥ হে মঘবন, আয়ুধগুলি আনন্দদায়ক কর, আমাদের মন হর্ষযুক্ত কর। হে বৃত্রহা, অশ্বদের শীঘ্রগমন উৎকৃষ্ট কর এবং বিজয়শীল রথের শব্দ বিস্তৃত হোক। ৪২।১ ॥ শত্রুর ধ্বজা-সংযুক্ত হলে ইন্দ্র আমাদের রক্ষক হোক। আমাদের প্রযুক্ত বাণগুলি শত্রুসৈন্য বিনাশ করুক, আমাদের বীরগণ শত্রুসৈন্য থেকে উৎকৃষ্ট হোক, এবং হে দেবগণ, তোমরা আমাদের রক্ষা কর। ৪৩।১ ॥ হে ইন্দ্র সেনাগণ, তোমরা শত্রুর চিত্ত প্রলুব্ধ করে তাদের গাত্র ছিন্ন কর, শত্রুকে গ্রহণ করতে তাদের দিকে যাও, তাদের হৃদয় শোকে দগ্ধ কর ও তাদের গাঢ় অন্ধকারে যুক্ত কর। ৪৪।১ ॥ হে ইষুসবল, তোমরা ব্রহ্মমন্ত্রে তীক্ষ্ণ হয়ে শত্রুসৈন্যে পতিত হও, তাদের শরীরে প্রবেশ কর এবং তাদের কাকেও অবশিষ্ট রেখো না। ৪৫।১ ॥

টীকা : ৪৪। ভাষ্যকার বলেন, "অপবীত অপগময়তি সুখং প্রাণাংশ্চ" ইতি অপ্বা। অপ্বা শব্দের অর্থ ইন্দ্রসেনাসম্বন্ধী, তারে সম্বোধনে 'অপ্বে' হয়েছে।

মন্ত্র : প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু। উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোহনাধৃষ্যা যথাহসথ ॥ ৪৬ ॥ অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যৈতি ন ওজসা স্পর্ধমানা। তাং গূহত তমসাহপব্রতেন যথাহমী অন্যো অন্যং ন জানন্ ॥ ৪৭ ॥ যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব। তন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ৪৮ ॥ মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজাহমৃতেনানুবস্তাম্। উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বাহনু দেবা মদন্তু ॥ ৪৯ ॥ উদেনমুত্তরাং নয়াগ্নে ঘৃতেনাহুত। রায়স্পোষেণ সংসৃজ প্রজয়া চ বহুং কৃধি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : হে আমাদের যোদ্ধাগণ, তোমরা শত্রুসৈন্যের প্রতি যাও ও বিজয় লাভ কর। ইন্দ্র তোমাদের জয়রূপ সুখ দিক, অন্যের অধৃষ্য হয়ে তোমাদের বাহু

উগ্র হোক। ৪৬।১ ॥ হে মরুদ্গণ, বলে স্পর্ধা করে যে শত্রুসেনা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের সেরূপ অন্ধকারে আবৃত কর, যেন তারা পরস্পরকে না জানতে পারে ও তাদের কর্ম নাশ হয়। ৪৭।১ ॥ মুণ্ডিত মস্তক চঞ্চল বালকগণের ন্যায় শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণগুলি যে যুদ্ধে পতিত হচ্ছে, সেখানে ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অদিতি সর্বদা আমাদের সুখ দিক, সুখ দিক। ৪৮।১ ॥ হে যজমান, তোমার মর্মস্থল এ কবচে আচ্ছাদন করাছ, রাজা সোম মৃত্যুনিবারক কবচের দ্বারা তোমায় আচ্ছাদন করুক। বরুণ তোমার বর্ম পৃথুতর করুক, এবং দেবগণ অনুকূল হয়ে তোমাকে উৎসাহিত করুক। ৪৯।১ ॥ হে ঘৃতের দ্বারা আহূত অগ্নি, এ যজমানের উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য দাও, ধনসমৃদ্ধিতে যুক্ত কর এবং পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি কর। ৫০।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রেমং প্রতরাং নয় সজাতানামসদ্বশী। সমেনং বর্চসা সৃজ দেবানাং ভাগদা অসৎ ॥ ৫১ ॥ যস্য কুর্মো গৃহে হবিস্তমগ্নে বর্ধয়া ত্বম্। তস্মৈ দেবা অধি ব্রুবন্নয়ং চ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৫২ ॥ উদু ত্বা বিশ্বে দেবা অগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিঃ। স নো ভব শিবস্ত্বং সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ ॥ ৫৩ ॥ পঞ্চ দিশো দৈবীর্যজ্ঞমবন্তু দেবীরপামতিং দুর্মতিং বাধমানাঃ। রায়স্পোষে যজ্ঞপতিমাভজন্তী রায়স্পোষে অধি যজ্ঞো অস্থাৎ ॥ ৫৪ ॥ সমিদ্ধে অগ্নাবধি মামহান উক্থপত্র ঈড্যো গৃভীতঃ। তপ্তং ঘর্মং পরি গৃহ্যাযজন্তোর্জা যদ্যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : হে পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র, এ যজমানের উৎকর্ষ বর্ধন কর, এ সজাতীয়দের বশয়িতা হোক, একে তেজস্বী কর এবং এ যজমান যজ্ঞে দেবতাদের ভাগপ্রদাতা হোক। ৫১।১ ॥ আমরা (ঋত্বিকগণ) যে যজমানের গৃহে পুরোডাশাদি কর্ম করব, হে অগ্নি, তুমি সে যজমানের বর্ধন কর ; দেবতাগণ তাকে অধিক বলুক, এ যজমান বৈদিক কর্মের পালক হোক। ৫২।১ ॥ পঞ্চ দৈবী দিক আমাদের দুর্মতি বিনাশ করে আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুক, যজমানকে ধনপুষ্টির ভাগী করুক, আমাদের যজ্ঞ সমৃদ্ধ হোক। ৫৪।১ ॥ যখন ঋত্বিকগণ প্রজ্বলিত অগ্নি নিয়ে যজ্ঞশালায় এসে হবির দ্বারা যজ্ঞ করে, তখন অগ্নি দীপ্ত হলে স্তুত্য ও মহিমান্বিত হয়। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র : দৈব্যায় ধর্ত্রে জোষ্ট্রে দেবশ্রীঃ শ্রীমনাঃ শতপয়াঃ। পরিগৃহ্য দেবা যজ্ঞমায়ন্ দেবা দেবেভ্যো অধ্বর্যন্তো অস্থুঃ ॥ ৫৬ ॥ বীতং হবিঃ শমিতং শমিতা যজধ্যৈ তুরীয়ো যজ্ঞো যত্র হব্যমেতি। ততো বাকা আশিষো নো জুষন্তাম্ ॥ ৫৭ ॥ সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্। তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্সম্পশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ৫৮ ॥ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্। স বিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচী-রন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ ॥ ৫৯ ॥ উক্ষা সমুদ্রো অরুণঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরা বিবেশ। মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা বি চক্রমে রজস-স্পাত্যন্তৌ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : দেবগণের হিতকারী, জগতের ধারক, আমাদের প্রদত্ত হবির সেবাকারী অগ্নির উদ্দেশে দেবগণের প্রাপক, যজমানের অনুগ্রাহক, শত সংখ্যক পয়-প্রভৃতি হবি যুক্ত যজ্ঞের প্রতি আগত ঋত্বিকগণ দেবতার জন্য যাগ করতে ইচ্ছা করে। ৫৬।১ ॥ তুরীয় যজ্ঞ যখন সুসংস্কৃত হবি লাভ করে, তখন যজ্ঞ থেকে উত্থিত ঋক্, যজু, সাম রূপ আশীর্বাদ আমরা লাভ করি। ৫৭।১ ॥ জ্যোতীরূপ অগ্নি প্রত্যহ পূর্বদিকে আহবনীয়রূপে হোমের জন্য উদিত হয়, সূর্যের মত আর

কিরণ, সোনার মত জ্বালা, সে অগ্নি প্রাণিগণের প্রেরক। সে অগ্নির আজ্ঞায় স্বাধিকার জেনে বিশ্বের দ্রষ্টা, ধর্মের রক্ষক পুষাদেব উদয় অস্ত যায়। ৫৮।১ ॥ জগতের নির্মাণে সমর্থ আদিত্য দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ব্যেপে আছেন। তিনি বেদী, স্রুক্ ও জনগণের চিত্ত জানেন। ৫৯।১ ॥ বৃষ্টির দ্বারা সেচনকারী ক্লেদন-কর্তা, অরুণবর্ণ, শোভন গতিশীল সূর্য উদয়কালে পূর্ব দিকে গমন করেন। তিনি দ্যুলোকে থেকে বিচিত্র রশ্মিতে আকাশ আচ্ছন্ন করে বিচরণ করেন এবং ত্রিলোকের অন্ত পর্যন্ত রক্ষা করেন। ৬০।১ ॥

টীকা : ৫৭। 'তুরীয়'—শব্দের সাধারণ অর্থ চতুর্থ। প্রথমতঃ যজুর্মন্ত্রের জপ, তারপর হোতার ঋক্ পাঠ, তার ব্রহ্মার অপ্রতিরথ জপ—এই প্রকারে চতুর্থ হোম।

মন্ত্র : ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ৬১ ॥ দেবহূর্যজ্ঞ আ চ বক্ষৎ সুম্নহূর্যজ্ঞ আ চ বক্ষৎ। যক্ষদগ্নির্দেবো দেবাঁ আ চ বক্ষৎ ॥ ৬২ ॥ বাজস্য মা প্রসব উদ্-গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অধা সপত্নানিন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাঁ অকঃ ॥ ৬৩ উদ্গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অধা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ ব্যস্যতাম্ ॥ ৬৪ ॥ ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমুখ্যং হস্তেষু বিভ্রতঃ। দিবস্পৃষ্ঠং স্বর্গত্বা মিশ্রা দেবেভি-রাধ্বম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ : ঋক্ যজু ও সামরূপ স্তুতিসকল সমুদ্রের মত অক্ষুব্ধ, রথিগণের মধ্যে রথীতম, অন্নের রক্ষক ও সজ্জনের পালক ইন্দ্রের বর্ধন করে। ৬১।১ ॥ দেবগণের আহ্বানকারী সুখকর যজ্ঞ ও অগ্নি দেবতাদের ডেকে আনুক। ৬২।১ ॥ অন্নের উৎপত্তিকারী ইন্দ্র আমাকে দাও ও শত্রুদের নিক্ষেপ করুক। ৬৩।১ ॥ দেবগণ আমাদের উৎকর্ষ ও শত্রুর অপকর্ষের দ্বারা যজ্ঞ বর্ধন করুন। ইন্দ্র ও অগ্নি আমাদের শত্রুদের নানা ভাবে বিনাশ করুক। ৬৪।১ ॥ হে ঋত্বিক ও যজমান, উখায় সংস্কৃত অগ্নি হাতে নিয়ে স্বর্গলোকে যাও। তারপর অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠে স্বর্গে গিয়ে দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে বস। ৬৫।১ ॥

মন্ত্র : প্রাচীমনু প্রদিশং প্রেহি বিদ্বানগ্নেরগ্নে পুরো অগ্নির্ভবেহ। বিশ্বা আশা দীদ্যানো বি ভাহ্যূর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৬৬ ॥ পৃথিব্যা অহমুদন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্দিবমারুহম্। দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতি-রগামহম্ ॥ ৬৭ ॥ স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্ত আ দ্যাং রোহন্তি রোদসী। যজ্ঞং যে বিশ্বতোধারং সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে ॥ ৬৮ ॥ অগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবয়তাং চক্ষুর্দেবানামুত মর্ত্যানাম্। ইযক্ষমাণা ভৃগুভিঃ সজোষাঃ স্বর্যন্তু যজমানাঃ স্বস্তি ॥ ৬৯ ॥ নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, স্বাধিকার জেনে পূর্ব দিকে যাও, গিয়ে এ প্রদেশে চিতিরূপ অগ্নির অগ্রগামী হও এবং সকল দিক আলোকিত করে দীপ্ত হও। তারপর আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদের (মনুষ্য ও গবাদি পশুর) অন্ন সম্পাদন কর। ৬৬।১ ॥ আমি (যজমান) পৃথিবী থেকে অন্তরিক্ষে এবং অন্তরিক্ষ থেকে দ্যুলোকে আরোহণ করব। তারপর দ্যুলোকের যে দুঃখরহিত পৃষ্ঠ, তার উপরিভাগে স্বর্গলোকস্থ আদিত্যমণ্ডলে যাব। ৬৭।১ ॥ যে যজমানগণ সুষ্ঠু কর্মপ্রকার জানে, তারা বিশ্বধারায় যজ্ঞ করে অন্তরিক্ষ ও দ্যাবাপৃথিবী আরোহণ করে। তারপর স্বর্গস্থ আদিত্যমণ্ডলে গিয়ে আর কিছুর অপেক্ষা করে না। ৬৮।১ ॥ হে অগ্নি, দেবতায়

কামনা করে তুমি যজমানের কাছে প্রথমে যাও, তুমি দেবতা ও মানুষের চক্ষুস্বরূপ। যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক যজমানগণ ভৃগু আদি উত্তম ব্রাহ্মণে প্রীতিমান হয়ে নির্বিঘ্নে স্বর্গে যাক। ৬৯।১॥ সমানমনা বিলক্ষণরূপ বিশিষ্ট মাতা ও পিতা যেরূপ এক শিশুর পালন করে, সেরূপ রাত্রি ও দিন (সায়ং ও প্রাতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা) এক অগ্নির তর্পণ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষে যে রোচমান অগ্নি প্রকাশিত, ধনদাতা দেবগণ তা ধারণ করেছিল। ৭০।১॥

টীকা ঃ ৬৯। গমনকারী লোকের চক্ষু আগেই চলে ; সেজন্য দেব ও মনুষ্যের চক্ষুস্বরূপ অগ্নিকে আগে যেতে বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধঞ্ছতং তে প্রাণাঃ সহস্রং ব্যানাঃ। ত্বং সাহস্রস্য রায় ঈশিষে তস্মৈ তে বিধেম বাজায় স্বাহা॥ ৭১॥ সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ। ভাসাঽন্তরিক্ষমা পৃণ জ্যোতিষা দিবমুত্তভান তেজসা দিশ উদ্ দৃংহ॥ ৭২॥ আজুহ্বানঃ সুপ্রতীকঃ পুরস্তাদগ্নে স্বং যোনিমা সীদ সাধুয়া। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত॥ ৭৩॥ তাং সবিতুর্বরেণ্যস্য চিত্রামাঽহং বৃণে সুমতিং বিশ্বজন্যাম্। যামস্য কণ্বো অদুহৎপ্রপীনাং সহস্রধারাং পয়সা মহীং গাম্॥ ৭৪॥ বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে। যস্মাদ্যোনেরুদারিথা যজে তং প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে॥ ৭৫॥

অনুবাদ ঃ হে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধা অগ্নি, তোমার শত প্রাণ ও সহস্র ব্যান এবং তুমি সহস্র ধনের প্রভু। তাদৃশ তোমাকে অন্নের দ্বারা স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৭১।১॥ হে অগ্নি, তুমি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট গরুড়ের তুল্য, পৃথিবীর উপরিভাগে থাক। তোমার প্রকাশে অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ কর, জ্যোতির দ্বারা দ্যুলোক স্তম্ভিত কর, নিজ তেজে সকল দিক দীপ্ত কর। ৭২।১॥ হে অগ্নি, তুমি আহূত হয়ে শোভন মুখ হয়ে পূর্ব দিকে ভালভবে স্বস্থানে অবস্থান কর। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা ও যজমানেরা এ সম্মুখবর্তী উৎকৃষ্ট স্থানে অগ্নির সাথে বাসযোগ্য যজ্ঞরূপ স্বর্গে উপবেশন কর। ৭।১॥ বরেণ্য সবিতার বহুফলপ্রদা বিশ্বজনের হিতকারিণী সে শোভন বুদ্ধির আমি বরণ করি ; কণ্বমুনি প্রকৃষ্ট পীন সহস্রধারাযুক্ত বহুদুগ্ধা যে গাভী দোহন করেছিলেন। ৭৪।১॥ হে অগ্নি, শ্রেষ্ঠ জন্ম আদিত্যরূপে স্থিত তোমাকে আমরা হবি দিই, অন্তরিক্ষে [illegible]রূপে স্থিত তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করি। হে অগ্নি, যে স্থান থেকে তুমি উদ্গত হয়েছ, তাকে আমি পূজা করি। প্রজ্বলিত তোমাকে ঋত্বিকগণ ঘৃতের দ্বারা আহুতি দেয়। ৭৫।১॥

মন্ত্র ঃ প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ। ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ॥ ৭৬॥ অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ॥ ৭৭॥ চিত্তিং জুহোমি মনসা ঘৃতেন যথা দেবা ইহাগমন্বীতিহোত্রা ঋতাবৃধঃ। পত্যে বিশ্বস্য ভূমনো জুহোমি বিশ্বকর্মণে বিশ্বাহাঽদাভ্যং হবিঃ॥ ৭৮॥ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়াণি। সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্ত যোনীরা পৃণস্ব ঘৃতেন স্বাহা॥ ৭৯॥ শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ। শুক্রশ্চ ঋতপাশ্চাত্যংহাঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ ঃ হে যুবতম অগ্নি, অজস্র সমিৎকাষ্ঠে দীপ্ত হয়ে আমাদের সামনে প্রকাশিত হও ; যেহেতু নিরন্তর হবি তোমাকে লাভ করছে। ৭৬।১॥ হে অগ্নি,

যেরূপ ব্রাহ্মণগণ আশ্বমেধিক অশ্বের স্তুতি করে, চিরাভিলষিত কল্যাণময় সংকল্প যেরূপ সম্পন্ন হয়, সেরূপ আজ আমরা বহুফল প্রাপক সাম স্তুতির দ্বারা তোমাকে সম্মুখ করব। ৭৭।১॥ ঋত্বিক ও যজমানের চিত্ত মন ও ঘৃতের সাথে অগ্নিতত্ত্ব জানবার জন্য সেরূপ যত্ন করব, যাতে যজ্ঞাভিলাষী সত্যবর্ধক দেবগণ এ যজ্ঞে আসেন। মহান বিশ্বের পালক বিশ্বকর্মার উদ্দেশে প্রতিদিন সুস্বাদু হবি অর্পণ করছি। ৭৮।১॥ হে অগ্নি, তোমার সপ্ত প্রাণরূপ সমিৎ, সপ্ত জ্বালারূপ জিহ্বা, মরীচি প্রভৃতি সাতজন তোমার দ্রষ্টা ঋষি, সাতটি তোমার প্রিয় ধাম, সাতজন ঋত্বিক অগ্নিষ্টোমাদি সপ্তপ্রকারে তোমার যজ্ঞ করে। হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞরূপ, তোমার সাতটি চিতিরূপ স্থান ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ কর। ৭৯।১॥ হে মরুদ্‌গণ, তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস; শুদ্ধ তোমাদের জ্যোতি, দর্শনীয় তেজ, সত্য জ্যোতি, তেজস্বরূপ, দীপ্যমান, সত্যের পালক ও পাপের অতীত। ৮০।১॥

টীকা: ৭৮। সংকল্পবিকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মক চিত্ত—দুয়ের পার্থক্য। ৭৯। মহীধর ভাষ্যে প্রতিটি সপ্ত স্থানের নির্দেশ আছে। সপ্ত ধাম বলতে গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ অথবা আহবনীয় প্রভৃতি সোমযাগে বহ্নির ধারক। ৮০। ৮০ থেকে ৮৫ মন্ত্রে 'এতন'—(হে মরুদ্‌গণ, তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস) শব্দের সাথে অন্বয় করা হয়েছে। এ কয়টি মন্ত্রে মরুদ্‌গণের বিভিন্ন নামের উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলির ব্যাখ্যা ভাষ্যে বিস্তৃত আছে।

মন্ত্র: ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চ সদৃঙ্ চ প্রতিসদৃঙ্ চ। মিতশ্চ সংমিতশ্চ সভরাঃ॥ ৮১॥ ঋতশ্চ সত্যশ্চ ধ্রুবশ্চ ধরুণশ্চ। ধর্তা চ বিধর্তা চ বিধারয়ঃ॥ ৮২॥ ঋতজিচ্চ সত্যজিচ্চ সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ। অন্তিমিত্রশ্চ দূরে অমিত্রশ্চ গণঃ॥ ৮৩॥ ঈদৃক্ষাস এতাদৃক্ষাস উ ষু ণঃ সদৃক্ষাসঃ প্রতি সদৃক্ষাস এতন। মিতাসশ্চ সম্মিতাসো নো অদ্য সভরসো মরুতো যজ্ঞে অস্মিন্॥ ৮৪॥ স্বতবাংশ্চ প্রঘাসী চ সান্তপনশ্চ গৃহমেধী চ। ক্রীড়ী চ শাকী চোজ্জেষী॥ ৮৫॥

অনুবাদ: হে মরুদ্‌গণ, তোমরা এ পুরোডাশ দেখ, অন্য পুরোডাশও দেখ, তোমরা সদৃক, প্রতিসদৃক্, উত্তম, মধ্যম ও অধমে তুল্য, একভাবে তোমরা থাক, এক সাথে রক্ষা কর, (তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস)। ৮১।১॥ হে মরুদ্‌গণ, তোমরা সত্যরূপ, সত্য থেকে তোমাদের উৎপত্তি, তোমরা স্থির, ধারক, বিধর্তা ও নানা বস্তুর-ধারণকারী, (তোমরা আমাদের এ যজ্ঞে এস)। ৮২।১॥ হে মরুদ্‌গণ, তোমরা, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, শোভন তোমাদের সেনা, অতি নিকটে তোমাদের মিত্র, দূরে তোমাদের শত্রুগণ (তোমরা আমাদের এ যজ্ঞে এস) ৮৩।১॥ হে মরুদ্‌গণ, তোমাদের দর্শন এরূপ, সকলকে সমানরূপে দেখে থাক, তোমরা মিত, সম্মিত, সমান-রূপ অলংকার ধারণ করে থাক, তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস। ৮৪।১॥ হে মরুদ্‌গণ, তোমরা স্বাধীনবলযুক্ত, পুরোডাশভক্ষণশীল, সূর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, গৃহমেধী, ক্রীড়াশীল, সামর্থযুক্ত, উৎকৃষ্ট জয়শীল (তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস)। ৮৫।১॥

মন্ত্র: ইন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোঽনুবর্ত্মানোঽভবন্ যথেন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোঽনুবর্ত্মানোঽভবন্। এবমিমং যজমানং দৈবীশ্চ বিশো মানুষীশ্চানু-বর্ত্মানো ভবন্তু॥ ৮৬॥ ইমং স্তনমূর্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে সরিরস্য মধ্যে। উৎসং জুষস্ব মধুমন্তমর্বন্ৎসমুদ্রিয়ং সদনমা বিশস্ব॥ ৮৭॥ ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্বস্য ধাম। অনুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্॥ ৮৮॥ সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্ব-মানট্। ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ॥ ৮৯॥ বয়ং

নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ। উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্গৌর এতৎ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব মরুদ্রূপ প্রজাগণ ইন্দ্রের অনুবর্তন করেছিল, দৈব মরুদ্রূপ প্রজাগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুবর্তন করেছিল, সেরূপ দৈব ও মানুষী প্রজাগণ এ যজমানের অনুবর্তন করুক। ৮৬।১ ॥ হে অগ্নি, এ লোকে বর্তমান তুমি স্রুক্‌রূপ স্তন থেকে পতিত বিশিষ্ট ঘৃতধারা পান কর। হে সর্বত্র গমনশীল অগ্নি, স্রুক্ ক্ষরিত মধুস্বাদযুক্ত ঘৃত পান করে তৃপ্ত হয়ে চয়নযাগ সম্বন্ধী যজ্ঞগৃহে প্রবেশ কর। ৮৭।১ ॥ আমি অগ্নিমুখে ঘৃত সেচন করতে চাই, যেহেতু ঘৃতই অগ্নির উৎপত্তিস্থান, ঘৃত আশ্রয় করে অগ্নি থাকে, ঘৃত অগ্নির তেজস্কর ধাম। অতএব হে অধ্বর্যুগণ, তোমরা অন্ন প্রস্তুত করে অগ্নিকে আহ্বান কর, তারপর তর্পণ করে বল—হে কামবর্ষী, স্বাহা মন্ত্রে আহুত হব্য তুমি দেবগণের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। ৮৮।১ ॥ ঘৃতময় সমুদ্র থেকে মধুময় ঊর্মি (তরঙ্গ) উঠেছে, সে ঊর্মি জগতের প্রাণরূপ অগ্নির সাথে যুক্ত হয়ে অমৃতত্ব ধর্ম লাভ করুক। সে ঘৃতের যে গুহ্য নাম আছে, তা দেবগণের জিহ্বা ও অমরণ ধর্মের বন্ধন-স্বরূপ। ৮৯।১ ॥ ঘৃত দেবগণের প্রিয়তম বলে আমরা এ যজ্ঞে ঘৃতের নাম স্তব করছি ও অন্নের দ্বারা যজ্ঞ ধারণ করছি। ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) স্তূয়মান এ ঘৃতনাম শুনুক, যাতে চতুঃশৃঙ্গ রূপ চারজন ঋত্বিক্-বিশিষ্ট গৌরবর্ণ শুদ্ধ যজ্ঞ এ ঘৃত-যজ্ঞের ফল দেন। ৯০।১ ॥

মন্ত্র ঃ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ॥ ৯১ ॥ ত্রিধা হিতং পণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্। ইন্দ্র একং সূর্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ ॥ ৯২ ॥ এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে। ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্য আসাম্ ॥ ৯৩ ॥ সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ। এতে অর্ষন্ত্যূর্ময়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ ॥ ৯৪ ॥ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ ঃ যে যজ্ঞরূপ বৃষভের ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্যুরূপ চারটি শৃঙ্গ, ঋক্, যজুঃ ও সামরূপ তিনটি পা, হবির্ধান ও প্রবর্গ্য নামে দুইটি মস্তক, সাতটি ছন্দ যার হস্তসদৃশ, প্রাত, মাধ্যন্দিন ও সায়ংরূপ তিনটি সবনে যা বদ্ধ, সে সকলের পূজ্য মহান দেব শব্দ করছে। ৯১।১ ॥ তিন প্রকারে লোকে স্থাপিত, অসুরগণের দ্বারা গোপনীয় গাভীতে দেবগণ ঘৃত লাভ করেছে। তার এক ভাগ ইন্দ্র, এক ভাগ সূর্য ও অপর ভাগ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের সাধনরূপ অগ্নি থেকে স্বধার (অন্নের) দ্বারা লাভ করেছে। ৯২।১ ॥ হৃদয়রূপ সমুদ্র থেকে উদ্গত, বহুগতিসম্পন্ন, শত্রুর অদৃশ্য এ বাক্যরূপ ঘৃতধারা আমি দেখছি এবং এর মধ্যে হিরন্ময় দীপ্যমান অগ্নি রয়েছে, তাও দেখছি। ৯৩।১ ॥ অনবচ্ছিন্ন-প্রবাহ নদীর মত অন্তর, হৃদয় ও মনে পবিত্র হয়ে এ বাক্যগুলি অগ্নির স্তব করছে এবং ব্যাধ থেকে ভীত পলায়মান মৃগের মত স্রুক্ থেকে পরিভ্রষ্ট এ ঘৃতের ঊর্মিসকল অগ্নির তর্পণ করছে। ৯৪।১ ॥ সিন্ধুর তরঙ্গগুলি যেমন বিষম প্রদেশে পতিত হয়, অক্রোধ উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ সংগ্রাম প্রদেশ ভেদ করে স্বেদজলে ভূমি সিক্ত করে, সেরূপ এ মহান ঘৃতধারা স্রুক্ থেকে পতিত হচ্ছে। ৯৫।১ ॥

মন্ত্র : অভিপ্রবন্ত সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্। ঘৃতস্য ধারাঃ সমিধো নসন্ত জুষাণো হর্যতি জাতবেদাঃ ॥ ৯৬ ॥ কন্যা ইব বহতুমেতবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভি চাকশীমি। যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভি তৎপবন্তে ॥ ৯৭ ॥ অভ্যর্ষত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত। ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎপবন্তে ॥ ৯৮ ॥ ধামং তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্মিম্ ॥ ৯৯ ॥

[কণ্ডিকা-৯৯ : মন্ত্র-১০৬]

অনুবাদ : সমানমনা রূপযৌবনসম্পন্না হাস্যময়ী রমণীগণ যেরূপ পতির প্রতি যায়, সেরূপ অগ্নির দীপ্তি বর্ধনকারী ঘৃতের ধারা অগ্নির দিকে যাচ্ছে; জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি প্রীতিযুক্ত হয়ে সে ঘৃতধারা কামনা করে। ৯৬।১ ॥ যুবতী কন্যা যেরূপ পতি লাভের জন্য গমন করে, সেরূপ যেখানে সোম অভিষুত হয়, যেখানে যজ্ঞ করা হয়, সেখানে ঘৃতের ধারা গমন করছে—এ আমি দেখছি। ৯৭।১ ॥ হে দেবগণ, তোমরা শোভন স্তুতি ও স্বর্গপ্রাপক ঘৃতযুক্ত যজ্ঞে এস, তারপর আমাদের কল্যাণকর ধন দাও এবং আমাদের এ যজ্ঞ ও মধুযুক্ত ঘৃতধারা দেবলোকে নিয়ে যাও। ৯৮।১ ॥ হে অগ্নি, এ বিশ্ব তোমার ধামে স্থিত; অন্তরিক্ষ মধ্যে সূর্যরূপে, সকল প্রাণির হৃদয়ে জঠরাগ্নিরূপে, আয়ুতে প্রাণরূপে, জলের সঙ্ঘাতে বৈদ্যুতাগ্নিরূপে, সংগ্রামে শৌর্য অগ্নিরূপে—সকল স্থানে স্থিত তোমার ধামরূপ মধুযুক্ত ঊর্মি আমরা লাভ করব। ৯৯।১ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন্ত্র : বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রযতিশ্চ মে প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ মে স্বরশ্চ মে শ্লোকশ্চ মে শ্রবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ মে জ্যোতিশ্চ মে স্বশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১ ॥ প্রাণশ্চ মেঽপানশ্চ মে ব্যানশ্চ মেঽসুশ্চ মে চিত্তং চ ম আধীতং চ মে বাক্ চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রং চ মে দক্ষশ্চ মে বলং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২ ॥ ওজশ্চ মে সহশ্চ ম আত্মা চ মে তনূশ্চ মে শর্ম চ মে বর্ম চ মেঽঙ্গানি চ মেঽস্থীনি চ মে পরূংষি চ মে শরীরাণি চ মে আয়ুশ্চ মে জরা চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যং চ মে আধিপত্যং চ মে মনুশ্চ ভামশ্চ মেঽমশ্চ মেঽম্ভশ্চ মে জেমা চ মে মহিমা চ মে বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষিমা চ মে দ্রাঘিমা চ মে বৃদ্ধং চ মে বৃদ্ধিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৪ ॥ সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : অন্ন, অন্নদানের আদেশ, শুদ্ধি, বন্ধন মন্ত্র বিষয়ে ঔৎসুক্য, ধ্যান, যজ্ঞ, সাধুশব্দ, পদ্যবদ্ধ স্তুতি, বেদমন্ত্র, শ্রবণ সামর্থ্য, প্রকাশ, স্বর্গ—এ গুলি আমার যজ্ঞে সম্পন্ন হোক। ১।১ ॥ প্রাণ, অপান, ব্যান, বায়ু, চিত্ত, বাহ্যবিষয়ে জ্ঞান, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কৌশল, কর্মেন্দ্রিয়ের কৌশল—এ সমস্ত আমার যজ্ঞে সম্পন্ন হোক। ২।১ ॥ ওজ, সহ, পরমাত্মা, রম্য শরীর, সুখ, কবচ, অঙ্গ, অস্থি, অঙ্গুলির পর্ব, শরীর, জীবন, বার্ধক্য পর্যন্ত আয়ু—এ সমস্ত আমার যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হোক। ৩।১ ॥ শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য, মানসিক ও বাহ্যিক কোপ, পরিমাপের অযোগ্যত্ব, শীতল মিষ্ট জল, জয়ের সামর্থ্য, সম্পত্তি প্রভৃতির দ্বারা মহত্ব, প্রজাদির বিশালতা, গৃহ ক্ষেত্রাদির বিস্তার, দীর্ঘজীবিত্ব, অবিচ্ছিন্ন বংশের ধারা, অন্ন ধনাদির প্রভুত্ব, বিদ্যাদি গুণের উৎকর্ষ—এ গুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার

সম্পন্ন হোক । ৪।১ ॥ সত্য, শ্রদ্ধা, গবাদি পশু, স্বর্ণাদি ধন, স্থাবর সম্পত্তি, দীপ্তি, অক্ষক্রীড়াদি, ক্রীড়া দর্শনজাত হর্ষ, অপত্য, ভবিষ্যৎ পুত্রাদি, ঋক্‌সমূহ, শুভ অদৃষ্ট —এ গুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক । ৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ঋতং চ মেঽমৃতং চ মে ঽযক্ষ্মং চ মে ঽনাময়চ্চ মে জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ মেঽনমিত্রং চ মে ঽভয়ং চ মে সুখং চ মে শয়নং চ মে সুষাশ্চ মে সুদিনং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৬ ॥ যন্তা চ মে ধর্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে জ্ঞাত্রং চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরং চ মে লয়শ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৭ ॥ শং চ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেঽনুকামশ্চ মে কামশ্চ মে সৌমনসশ্চ মে ভগশ্চ মে দ্রবিণং চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে বসীয়শ্চ মে যশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥৮ ॥ ঊর্ক্ চ মে সূনৃতা চ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে ঘৃতং চ মে মধু চ মে সগ্ধিশ্চ মে সপীতিশ্চ মে কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্ভিদ্যং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৯ ॥ রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টং চ মে পুষ্টিশ্চ মে বিভু চ মে প্রভু চ মে পূর্ণং চ মে পূর্ণতরং চ মে কুযবং চ মেঽক্ষিতং চ মেঽন্নং চ মেঽক্ষুচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যজ্ঞাদি কর্ম, তার ফল স্বর্গাদি, যক্ষ্মাদি রোগের অভাব, সামান্য ব্যাধি-রহিতত্ব, ব্যাধি-নাশক ঔষধ, বহুকাল আয়ু, শত্রুর অভাব, ভীতিরাহিত্য, আনন্দ, উত্তম শয়ন, স্নান সন্ধ্যাদি যুক্ত সুন্দর প্রাতঃকাল, যজ্ঞ, দান, অধ্যয়নাদিযুক্ত সারা দিন—এ গুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার হোক । ৬।১ ॥ অশ্বাদির নিয়ন্তৃত্ব, পুত্রাদির পালকত্ব, বিদ্যা মান ধনের রক্ষণশক্তি, বিপদে ধৈর্য, সকলের আনুকূল্য, পূজা, বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞান, বিদ্যার সামর্থ, পুত্রাদি প্রেরণের সামর্থ্য, পুত্রোৎপাদনের শক্তি, হলাদি কৃষি কৃত ধান্যাদি, কৃষির প্রতিবন্ধের নিবৃত্তি—এ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক । ৭।১ ॥ ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখ, প্রীতির উৎপাদক বস্তু, অনুকূল যত্নসাধ্য পদার্থ, বিষয়ভোগ জনিত সুখ, প্রীতিদায়ক বন্ধুবর্গ, সৌভাগ্য, ধন, ঐহিক কল্যাণ, পারলৌকিক শ্রেয়, নিবাসযোগ্য রম্য গৃহাদি, কীর্তি—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক । ৮।১ ॥ অন্ন, সত্য বাক্য, দুগ্ধ, রস, ঘৃত, মধু, বন্ধুজনের সাথে ভোজন, পান, কৃষি, বৃষ্টি, জয়সামর্থ্য, বৃক্ষাদির উৎপত্তি—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক । ৯।১ ॥ সুবর্ণ, মুক্তাদি মণি, [illegible] পোষণ, শরীরের পুষ্টি, বিভুত্ব, প্রভুত্ব, ধনপুত্রাদির বাহুল্য, গজ, হস্তী প্রভৃতির অধিক বাহুল্য । কুৎসিত ধান্য, ক্ষয়হীন ধান্য, অন্ন, ভুক্তান্নের পরিপাক- এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক । ১০।১ ।

মন্ত্র ঃ বিত্তং চ মে বৈদ্যং চ মে ভূতং চ মে ভবিষ্যচ্চ মে সুগং চ মে সুপথ্যং চ ম ঋদ্ধং চ ম ঋদ্ধিশ্চ মে কৢপ্তং চ মে কৢপ্তিশ্চ মে মতিশ্চ মে সুমতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১১ ॥ ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেঽণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসুরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১২ ॥ অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্বতাশ্চ মে সিকতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যং চ মেঽয়শ্চ মে শ্যামং চ মে লোহং চ মে সীসং চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১- ॥ অগ্নিশ্চ ম আপশ্চ মে বীরুধশ্চ ম ওষধয়শ্চ মে কৃষ্টপচ্যাশ্চ মেঽকৃষ্টপচ্যাশ্চ মে গ্রাম্যাশ্চ মে পশব আরণ্যাশ্চ মে বিত্তং চ মে বিত্তিশ্চ মে ভূতং চ মে ভূতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৪ ॥ বসু চ মে বসতিশ্চ মে কর্ম চ মে শক্তিশ্চ মেঽর্থশ্চ ম এমশ্চ ম ইত্যা চ মে গতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : প্রাপ্য বস্তু, পূর্বসিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, ভবিষ্যতে লভ্য ক্ষেত্রাদি, সুখগম্য দেশ, সুপথ্য, সমৃদ্ধ যজ্ঞফল, যজ্ঞাদির সমৃদ্ধি, কার্যক্ষম দ্রব্যাদি, স্বকার্যের সামর্থ্য, পদার্থমাত্রের নিশ্চয়, দুর্ঘটকার্যের নিশ্চয়—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১১।১॥ ব্রীহি, যব, মাষ, তিল, মুদ্গ, চণক, প্রিয়ঙ্গব, চীণক, শ্যামাক, নীবার, গোধূম, মসুর—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১২।১॥ পাষাণ, মৃত্তিকা, পাহাড়, পর্বত, বালুকা, বনস্পতি, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, ত্রপু—কার্যবিশেষে এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৩।১॥ অগ্নি, জল, গুল্ম, ওষধি, কৃষিকার্য সম্পন্ন ও অকৃষিকার্যসম্পন্ন শস্যাদি, গ্রাম্য ও আরণ্য পশু, পূর্বলব্ধ ও ভাবি লব্ধ ধন, জাত পুত্রাদি, ঐশ্বর্য—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৪।১॥ গবাদি ধন, বাসযোগ্য গৃহ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ও তার অনুষ্ঠানে সামর্থ্য, কাম্য পদার্থ, প্রাপ্তব্য অর্থ, প্রাপ্তির উপায়, ইষ্টপ্রাপ্তি—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৫ ১॥

মন্ত্র : অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চমে সবিতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতী চ ম ইন্দ্রশ্চ মে পূষা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৬ ॥ মিত্রশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ধাতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মরুতশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বে চ মে দেবা ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৭ ॥ পৃথিবী চ ম ইন্দ্রশ্চ মেঽন্তরিক্ষং চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সমাশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে নক্ষত্রাণি চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৮ ॥ অংশুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মে ঽদাভ্যশ্চ মে ঽধিপতিশ্চ ম উপাংশুশ্চ মেঽন্তর্যামশ্চ ম ঐন্দ্রবায়বশ্চ মে মৈত্রাবরুণশ্চ ম আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে শুক্রশ্চ মে মন্থী চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৯ ॥ আগ্রয়ণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম ঐন্দ্রাগ্নশ্চ মে মহাবৈশ্বদেবশ্চ মে মরুত্বতীয়াশ্চ মে নিষ্কেবল্যশ্চ মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পাত্নীবতশ্চ মে হারিযোজনশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, বৃহস্পতির সাথে ইন্দ্র—এ সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৬।১॥ মিত্র, বরুণ, ধাতা, ত্বষ্টা, মরুৎ, বিশ্বদেবগণের সাথে ইন্দ্র—এ সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৭।১॥ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, বর্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, নক্ষত্রগণ, পূর্বাদি দিগের সাথে ইন্দ্র—এ সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৮।১॥ অংশু, রশ্মি, অদাভ্য, অধিপতি, উপাংশু, অন্তর্যাম, ইন্দ্র বায়ু, মিত্র বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, প্রতি-প্রস্থান, শুক্র, মন্থী—এ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৯।১॥ আগ্রায়ণ, বৈশ্বদেব, ধ্রুব, বৈশ্বানর, ঐন্দ্রাগ্নি, মহাবৈশ্বদেব, মরুত্বতীয়, নিষ্কেবল, সাবিত্র, সারস্বত, পাত্নীবত, হারিযোজন—এ সকল যজ্ঞে দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২০।১॥

টীকা : ১৬। ষোল থেকে আঠার কণ্ডিকায় প্রত্যেক দেবতার সাথে ইন্দ্র নামের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার মহীধর বলেন—তাদের সাথে সমানভাগী বলে সকলের সঙ্গে ইন্দ্রের উল্লেখ অথবা যজ্ঞের উক্তিতে ইন্দ্র শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা যায়। ২০। এখানে বিভিন্ন সবনগত দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেব, তৃতীয়সবনে মহাবৈশ্বদেব ইত্যাদি।

মন্ত্র : স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে বায়ব্যানি চ মে দ্রোণকলশশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মেঽধিষবণে চ মে পূতভৃচ্চ ম আধবনীয়শ্চ মে বেদিশ্চ মে বর্হিশ্চ মেঽবভৃথশ্চ মে স্বগাকারশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২১ ॥ অগ্নিশ্চ মে ঘর্মশ্চ মেঽর্কশ্চ মে

সূর্যশ্চ মে প্রাণশ্চ মেঽশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবী চ মেঽদিতিশ্চ মে দিতিশ্চ মে দ্যৌশ্চ মেঽঙ্গুলয়ঃ শক্বরয়ো দিশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২২ ॥ ব্রতং চ ম ঋতবশ্চ মে তপশ্চ মে সংবৎসরশ্চ মেঽহোরাত্রে উর্বষ্ঠীবে বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২৩ ॥ একা চ মে তিস্রশ্চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে পঞ্চ চ মে সপ্ত চ মে সপ্ত চ মে নব চ মে নব চ ম একাদশ চ ম একাদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে সপ্তদশ চ মে সপ্তদশ চ মে নবদশ চ মে নবদশ চ ম একবিংশতিশ্চ ম একবিংশতিশ্চ মে ত্রয়োবিংশতিশ্চ মে ত্রয়োবিংশতিশ্চ মে পঞ্চবিংশতিশ্চ মে পঞ্চবিংশতিশ্চ মে সপ্তবিংশতিশ্চ মে সপ্তবিংশতিশ্চ মে নববিংশতিশ্চ মে নববিংশতিশ্চ ম একত্রিংশচ্চ ম একত্রিংশচ্চ মে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২৪ ॥ চতস্রশ্চ মেঽষ্টৌ চ মেঽষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোড়শ চ মে ষোড়শ চ মে বিংশতিশ্চ মে বিংশতিশ্চ মে চতুর্বিংশতিশ্চ মে চতুর্বিংশতিশ্চ মেঽষ্টাবিংশতিশ্চ মেঽষ্টাবিংশতিশ্চ মে দ্বাত্রিংশচ্চ মে দ্বাত্রিংশচ্চ মে ষট্‌ত্রিংশচ্চ মে ষট্‌ত্রিংশচ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মেঽষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : স্রুক, চমস, বায়ব, দ্রোণকলশ, গ্রাবাণ, কাষ্ঠফলক, পূতভৃৎ, আধবনীয়, বেদি, বর্হি, অবভৃত, স্বগাকার—এগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২১৷১ ॥ অগ্নি, ধর্ম, যাগ, সূর্য, প্রাণ, অশ্বমেধ, পৃথিবী, অদিতি, দিতি, দ্যুলোক, অঙ্গুলি, [illegible], পূর্বাদি দিক—এ গুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২২৷১ ॥ ব্রত, ঋতুগুলি, তপ, সংবৎসর, দিনরাত, জানুদ্বয়, বৃহৎ রথান্তর নামক সামদ্বয়—এ গুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২৩৷১ ॥ এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তের, পনর, সতেরো, ঊনিশ, একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, ঊনত্রিশ, একত্রিশ, তেত্রিশ—এ অযুগ্ম স্তোম মন্ত্রগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ১৪৷১ ॥ চার, আট, বার, ষোল, বিশ, চব্বিশ, আটাশ বত্রিশ, ছত্রিশ, চল্লিশ, চুয়াল্লিশ, আট-চল্লিশ—এ যুগ্ম স্তোম মন্ত্রগুলি যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২৫৷১ ॥

টীকা : ২১। স্রুক প্রভৃতি যজ্ঞে ব্যবহার যোগ্য পাত্র বিশেষ। ২৪-২৫। এখানে অযুগ্ম স্তোম হোমের মন্ত্রের উল্লেখ এবং পরবর্তী কণ্ডিকায় [illegible]গ্ম স্তোমের উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্র : ত্র্যবিশ্চ চ মে ত্র্যবী চ মে দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে তুর্যবাট্ চ মে তুর্যৌহী চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥২৬॥ পষ্ঠবাট্ চ মে পষ্ঠৌহী চ ম উক্ষা চ মে বশা চ ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মেঽনড্‌বাঞ্চ মে ধেনুশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২৭ ॥ বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহাঽপিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা বসবে স্বাহাঽহর্পতয়ে স্বাহাঽহে মুগ্ধায় স্বাহা মুগ্ধায় বৈনংশিনায় স্বাহা বিনশিন আন্ত্যায়নায় স্বাহাঽন্ত্যায় ভৌবনায় স্বাহা ভুবনস্য পতয়ে স্বাহাঽধিপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইয়ং তে রাণ্মিত্রায় যন্তাসি যমন উর্জে ত্বা বৃষ্ট্যৈ ত্বা প্রজানাং ত্বাধিপত্যায় ॥ ২৮ ॥ আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং বাগ্‌যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্। স্তোমশ্চ যজুশ্চ ঋক্ চ সাম চ বৃহচ্চ রথন্তরং চ। স্বর্দেবা অগন্মা মৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম বেট্ স্বাহা ॥ ২৯ ॥ বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে। যস্যামিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ তস্যাং নো দেবঃ সবিতা ধর্ম সাবিষৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ দেড় বছর, দু-বছর, আড়াই বছর, তিন বছর, সাড়ে তিন বছরের গাভী—এ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার সম্পন্ন হোক। ২৬।১ ॥ চার বছরের বৃষ, সেচন সমর্থ বৃষ, বন্ধ্যা গাভী, অতিযুবা বৃষ, গর্ভঘাতিনী গাভী, শকটবহনে সক্ষম বৃষ, নবপ্রসূতা গাভী—এ গুলি আমার যজ্ঞের দ্বারা নিজ নিজ কর্ম করতে সক্ষম হোক। ২৭।১ ॥ বাজ, প্রসব, অপিজ, ক্রতু, বসু, সূর্য, দিন, মুগ্ধ বৈনংশি, বিনশি, আন্ত্যায়ন, আন্ত্য, ভৌবন, প্রাণিগণের পালক, অধিপালক, প্রজাপতি নামক দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে অগ্নি, যেখানে যাগ করা হয়, তা তোমার রাজ্য, তুমি যজমানের নিয়ামক, অগ্নিষ্টোমাদি কার্য তুমি সংযত কর, অন্নের জন্য, বৃষ্টির জন্য, প্রজাগণের আধিপত্যের জন্য তোমাকে বসুধারার দ্বারা সিক্ত করছি। ২৮।১ ॥ আয়ু, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্য, মন, আত্মা (দেহ)—আমার এ যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হোক। সেরূপ বেদ, স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা, স্তোত্র, যজ্ঞ, স্তোম, যজু, ঋক, সাম, বৃহৎ রথান্তর—এ গুলি আমার এ যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হোক। আমরা (যজমান) দেবত্ব লাভ করে স্বর্গে যাব, সেখানে গিয়ে অমর হব এবং প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের প্রজা হব। বষট্‌কার ও স্বাহা মন্ত্রে হোম করছি। ২৯।১ ॥ অন্নের অনুজ্ঞায় বেদবাক্যে এমন ভূমি লাভ করব, যা জগতের নির্মাত্রী, পূজ্যা ও অখণ্ডিতা, যেখানে সকল প্রাণিগণ প্রবেশ করে। সবিতা দেব সে ভূমিতে আমাদের অবস্থান করাক। ৩০।১ ॥

টীকা ঃ ২৬। ছয় মাসের কালকে 'অবি' বলে—এ হিসাবে 'ত্র্যবি' শব্দে দেড় বছর। ভাষ্যে এর বিস্তৃতি আছে। ২৮। বাজ প্রভৃতি চৈত্রাদি মাসের নাম। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন, অন্নের প্রাচুর্যে চৈত্রমাস অন্নরূপ। ভাষ্যে প্রতিটি শব্দের বিস্তৃত অর্থ আছে।

মন্ত্র ঃ বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ। বিশ্বে নো দেবা অবসাগমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ৩১ ॥ বাজো নঃ সপ্ত প্রদিশশ্চতস্রো বা পরাবতঃ। বাজো নো বিশ্বৈ দেবৈ র্ধনসাতাবিহাবতু ॥ ৩২ ॥ বাজো নো অদ্য প্র সুবাতি দানং বাজো দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি। বাজো হি মা সর্ববীরং জজান বিশ্বা আশা বাজপতির্জয়েয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ বাজঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নো বাজো দেবান্ হবিষা বর্ধয়াতি। বাজো হি মা সর্ববীরং চকার সর্বা আশা বাজপতির্ভবেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ সং মা সৃজামি পয়সা পৃথিব্যাঃ সং মা সৃজাম্যদ্ভিরোষধীভিঃ। সোঽহং বাজং সনেয়মগ্নে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ আজ সকল মরুদ্‌গণ আসুক, অপর বসু, রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি তৃপ্তির জন্য আসুক, সকল বিশ্বদেবগণ আমাদের হবি গ্রহণের জন্য আসুক, তাদের আগমনে সকল গার্হপত্যাদি অগ্নি দীপ্ত হোক, এ দেবগণের তুষ্টিতে আমাদের গাভী, ভূমি, হিরণ্য এবং অন্ন হোক। ৩১।১ ॥ আমাদের প্রদত্ত অন্নে সপ্তলোক ও চতুর্দিক তৃপ্ত হোক। এ লোকে যখন আমাদের ধনের ইচ্ছা হয়, তখন দেবতার উদ্দেশে তর্পণক্ষম বহু অন্ন আমাদের হোক। ৩২।১ ॥ আজকার দিনে অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের প্রেরণ করুন, যাতে অন্নদানের আমাদের ইচ্ছা হয়। যে কালে যে দেবতার যাগ করা উচিত, তা সম্পন্ন হোক। অন্ন আমাদের পুত্র, পৌত্রাদি সম্পন্ন করুক। আমি অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অন্নদানে সকল দিক বশীভূত করব। ৩৩।১ ॥ অন্ন আমাদের সামনে ও গৃহমধ্যে থাকুক। অন্ন হবির দ্বারা দেবতাদের পুষ্ট করুক। অন্ন আমাকে পুত্রাদিযুক্ত করুক। আমি অন্নপালক হয়ে সকল দিক বশীভূত করব। ৩৪।১ ॥ হে অগ্নি, যে আমি পার্থিব রসে নিজেকে যুক্ত করেছি, সে জল ও ওষধির দ্বারা শরীর পুষ্ট করে অন্ন ভোগ করব। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র : পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়ো ধাঃ। পয়স্বতীঃ প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ ॥ ৩৬ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেঃ সাম্রাজ্যেনাভিষিঞ্চামি ॥ ৩৭ ॥ ঋতাষাড়ৃতধামাঽগ্নির্গন্ধর্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৩৮ ॥ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৩৯ ॥ সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীতে রস স্থাপন কর; সেরূপ ওষধিতে, স্বর্গে ও অন্তরিক্ষে রস স্থাপন কর। আমার জন্য দিক বিদিক রসযুক্ত হোক। ৩৬।১ ॥ সবিতা দেবতার অনুজ্ঞায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলে, পূষাদেবতার হস্ত দ্বারা, সরস্বতীর বাণীতে, প্রজাপতির নিয়ন্ত্রণে, অগ্নির সাম্রাজ্যে হে যজমান তোমাকে অভিষিক্ত করছি। ৩৭।১ ॥ সত্য যে সহ্য করে, অসত্যে ক্রুধ্য হয়, সত্য যার স্থান, সে অগ্নিরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন। তাকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সে গন্ধর্বের সকলের আনন্দদায়ক ঔষধি নামক অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৮।২ ॥ দিন রাতের মিলনকারী, সকল সামের প্রতিপাদক সূর্যরূপে গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুক, স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে তাকে আহুতি দিচ্ছি। তার সকল স্থানে মিশে যায় এমন মরীচি নামক অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৯।২ ॥ যজ্ঞের দ্বারা সুখপ্রদ, সূর্যের কিরণতুল্য চন্দ্রমা রূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে তাকে আহুতি দিচ্ছি। তার কান্তি বিকিরণকারী নক্ষত্র নামে অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪০।২ ॥

মন্ত্র : ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বস্তস্যাপো অপ্সরস ঊর্জো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪১ ॥ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরস স্তাবা নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪২ ॥ প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বস্তস্য ঋক্সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪৩ ॥ স নো ভুবনস্য পতে প্রজাপতে যস্য ত উপরি গৃহা যস্য বেহ। অস্মৈ ব্রহ্মণেঽস্মৈ ক্ষত্রায় মহি শর্ম যচ্ছ স্বাহা ॥ ৪৪ ॥ সমুদ্রোঽসি নভস্বানার্দ্রদানুঃ শম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা মারুতোঽসি মরুতাং গণঃ শম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা। অবস্যূরসি দুবস্বাঞ্জম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : শীঘ্রগামী ও সর্বত্র গতিশীল বায়ু রূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুক, তাকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তার ধান্য উৎপাদনে জীবনদায়ী জল নামক অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪১।২ ॥ প্রাণিগণের পালক, স্বর্গগমনশীল যজ্ঞ নামক গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, তাকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তার স্তুতিকারী দক্ষিণা নামক অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪২।২ ॥ প্রজাপালক, সকল কর্মকারক মনরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুক, তাকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তার অভীষ্টকামী ঋক্নামে অপ্সরা আছে, তাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪৩।২ ॥ হে ভুবনের পালক প্রজাপতি, যে তোমার স্বর্গলোকে অথবা এ ভূলোকে গৃহ আছে, সে তুমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের মহৎ সুখ দাও। ৪৪।১ ॥ হে বায়ু, তুমি জলে সিক্ত, আকাশস্থ, বৃষ্টি তুষারপ্রদ, ঐহিক ও

পারলৌকিক সুখপ্রদ, তুমি আমার সামনে এস, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। শুক্রজ্যোতি প্রভৃতি মরুতের মধ্য মরুৎ, তুমি অন্তরিক্ষলোকে থাক, ইহলোক ও পরলোকের সুখ দাও, তুমি আমার সামনে এস, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে ভূলোকের অন্নপ্রদ বায়ু, তুমি ঐহিক ও পারত্রিক সুখদাতা, তুমি আমার সামনে এস, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪৫।১ ॥

টীকা ঃ ৩৮-৪৩। আটত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ কণ্ডিকায়—'বষট্' ও 'স্বাহা' মন্ত্রে পুরুষ জাতীয় এবং 'স্বাহা' মন্ত্রে স্ত্রী জাতীয়ের হোম করার উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ যাস্তে অগ্নে সূর্যে রুচো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ। তাভি র্নো অদ্য সর্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি ॥ ৪৬ ॥ যা বো দেবাঃ সূর্যে রুচো গোষ্বশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্বাভী রুচং নো ধত্ত বৃহস্পতে ॥ ৪৭ ॥ রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু নস্কৃধি। রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্ ॥ ৪৮ ॥ তত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড-মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ৪৯ ॥ স্বর্ণ ঘর্ম স্বাহা স্বর্ণার্কঃ স্বাহা স্বর্ণ শুক্রঃ স্বাহা স্বর্ণ জ্যোতিঃ স্বাহা স্বর্ণ সূর্যঃ স্বাহা ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তোমার যে কান্তি সূর্যমন্ডল থেকে স্বাকরণে দ্যুলোক আলোকিত করে, সে দ্যুলোক-প্রকাশিকা সকল কান্তি আজ আমাদের ও পুত্রদের দাও। ৪৬।১ ॥ হে দেবগণ, হে ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি, তোমাদের যে দীপ্তি সূর্য-মন্ডলে আছে, যা গাভী ও অশ্বে আছে, সেকল দ্বারা আমাদের কান্তি বর্ধন কর। ৪৭।১ ॥ হে অগ্নি, ব্রাহ্মণ আমাদের দীপ্তি দাও, আমোদের ক্ষত্রিয়দের দীপ্তি দাও, আমাদের বৈশ্য ও শূদ্রদের দীপ্তি দাও এবং আমায় অবিচ্ছিন্ন দীপ্তি দাও। ৪৮।১ ॥ হে বরুণ, যে কামনায় যজমান তোমার হবি প্রদান করে, যজমানের সে অভীষ্ট, আমি বেদের দ্বারা তোমার স্তুতি করে যাণ্ঞা করছি। হে বহুস্তুত, এখানে অক্রুদ্ধ হয়ে আমার প্রার্থনা জান—আমাদের আয়ু চুরি করো না। ৪৯।১ ॥ দিনের মত আদিত্যকে অগ্নিতে স্থাপন করছি, সূর্যের মত যে অগ্নি তাকে আদিত্যে স্থাপন করছি, দেবের মত যে শুদ্ধ আদিত্য, তাকে আদিত্যে স্থাপন করছি, স্বর্গের মত জ্যোতি যে অগ্নির, তাকে অগ্নিতেই স্থাপন করছি, সর্বদেব-রূপ যে সূর্য তাকে উত্তম করছি। ৫০।৫ ॥

টীকা ঃ ৫০। "স্বর্ণ"—শব্দের ভাষ্যে বিভিন্ন সুন্দর অর্থ করা হয়েছে। ন-কার ইব অর্থে। স্ব-শব্দের কোথাও দিন, কোথাও সূর্য, কোথাও স্বর্গলোক ইত্যাদি অর্থ ভাষ্যানুযায়ী করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ অগ্নিং যুনজ্মি শবসা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং বয়সা বৃহন্তম্। তেন বয়ং গমেম ব্রধ্নস্য বিষ্টপং স্বো রুহাণা অধি নাকমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥ ইমৌ তে পক্ষাবজরৌ পতত্রিণৌ যাভ্যাং রক্ষাংস্যপহংস্যগ্নে। তাভ্যাং পতেম সুকৃতামু লোকং যত্র ঋষয়ো জগ্মুঃ প্রথমজাঃ পুরাণাঃ ॥ ৫২ ॥ ইন্দুর্দক্ষঃ শ্যেন ঋতাবা হিরণ্যপক্ষঃ শকুনো ভুরণ্যুঃ। মহান্সধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তো নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ ॥ ৫৩ ॥ দিবো মূর্ধাহসি পৃথিব্যা নাভিরূর্গপামোষধীনাম্। বিশ্বায়ুঃ শর্ম সপ্রথা নমস্পথে ॥ ৫৪ ॥ বিশ্বস্য মূর্ধন্নধি তিষ্ঠসি শ্রিতঃ সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বায়ুরপো দত্তোদধিং ভিন্ত। দিবস্পর্জন্যাদন্তরিক্ষাৎ পৃথিব্যাস্ততো নো বৃষ্ট্যাব ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ বলযুক্ত ঘৃতের দ্বারা দিব্য, সুগম, ধূমে মহান অগ্নির সংযোজন করছি। তার দ্বারা তাপদুঃখরহিত আদিত্যলোকে আমরা যাব, তারপর তার উর্ধ্বে স্বর্গলোকে আরোহণ করে দুঃখরহিত শ্রেষ্ঠ লোকে যাব। ৫১।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার অজর উৎপতনশীল উত্তর দক্ষিণ যে দুটি পক্ষ আছে, যার দ্বারা তুমি রাক্ষস—

দের বিনাশ কর, তাঁর সাহায্যে আমরা সুকৃতকারিগণের লোকে যাব, সেখানে প্রথম উৎপন্ন পুরাতন ঋষিগণ গিয়েছেন। ৫২।১° ॥ হে অগ্নি, এরূপ তোমাকে নমস্কার করি, আমায় হিংসা করো না। তুমি চন্দ্রের মত আহ্লাদক, শ্যেনপক্ষীর মত আকাশচারী, সত্যকে ব্যেপে আছ, স্বর্ণের মত তোমার দুটি পক্ষ, তুমি পক্ষীর আকার, তুমি পোষক, প্রভাবে, মহান, স্থির, তুমি ব্রহ্মার সাথে একস্থানে থাক। ৫৩।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্বর্গের পথরূপ, দ্যুলোকের মস্তক-সদৃশ, পৃথিবীর নাভিস্বরূপ, জল ও ওষধির রসতুল্য, সকল প্রাণীর তুমি জীবনসদৃশ, সকলের শরণ্য, তির্যক, ঊর্ধ্ব, অধলোকে তোমার অনবচ্ছিন্ন প্রভাব—তোমাকে নমস্কার করি। ৫৪।১ ॥ হে অগ্নি, দ্যুলোক, মেঘলোক, অন্তরিক্ষলোক, ভূলোক অথবা অন্যত্র যেখানে জল আছে, সেখান থেকে জল নিয়ে বৃষ্টির দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। তুমি সুষুম্না নাড়ী আশ্রয় করে থাক, সকলের মস্তকের উপরে রবিরূপে দীপ্ত হও, অন্তরিক্ষ তোমার হৃদয়, ভূলোক তোমার পা, স্বর্গলোক তোমার মস্তক, জলে তোমার আয়ু। হে অগ্নি, মেঘ বিদীর্ণ করে আমাদের জল দাও। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইষ্টো যজ্ঞো ভৃগুভিরাশীর্দা বসুভিঃ। তস্য ন ইষ্টস্য প্রীতস্য দ্রবিণেহা গমেঃ ॥ ৬ ॥ ইষ্টো অগ্নিরাহুতঃ পিপর্তু ন ইষ্টং হবিঃ। স্বগেদং দেবেভ্যো নমঃ ॥ ৫৭ ॥ যদাকূতাৎসমসুস্রোদ্ধৃদো বা মনসো বা সম্ভৃতং চক্ষুষো বা। তদনু প্রেত সুকৃতামু লোকং যত্র ঋষয়ো জগ্মুঃ প্রথমজাঃ পুরাণাঃ ॥ ৫৮ ॥ এতং সধস্থ পরি তে দদামি যমাবহাচ্ছেবধিং জাতবেদাঃ। অন্বাগন্তা যজ্ঞপতির্বো অত্র তং স্ম জানীত পরমে ব্যোমন্ ॥ ৫৯ ॥ এতঃ জানাথ পরমে ব্যোমন্ দেবাঃ সধস্থা বিদ রূপমস্য। যদাগচ্ছাৎপথিভি র্দেবযানৈরিষ্টাপূর্তে কৃণবাথা-বিরস্মৈ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ হে দ্রবিণ (দ্রব্য), আমাদের প্রিয় ও স্নিগ্ধ যজমানের গৃহে তুমি আস, যে যজমানের যজ্ঞ ভৃগুবংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণের দ্বারা ও বসু প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে যজ্ঞ অভিলষিত পদার্থ দান করে। (ব্রাহ্মণ ও দেবগণ যার যজ্ঞ করে, তার গৃহে তুমি সর্বদা থাক।)। ৫৬।১ ॥ কৃতযাগ ও হবির দ্বারা তর্পিত অগ্নি আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করুক। এ [illegible]ং গমনশীল হবি দেবগণের উদ্দেশে হোক। ৫৭।১ ॥ যে ঋত্বিকগণ, প্রজাপতির অভিপ্রায়ে তার বুদ্ধি, মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হতে উদ্ভূত বৈদিক কর্মের অনুসরণ করে তোমরা স্বর্গলোকে যাও, যেখানে পূর্বে উৎপন্ন পুরাণ ঋষিগণ গিয়েছেন। ৫৮।১ ॥ হে স্বর্গ, এ যজমানকে তোমায় অর্পণ করছি, অগ্নি আহুতির পরিণামে যাকে প্রেরণ করে। হে দেবগণ, এ উৎকৃষ্ট স্বর্গে আগত যজমানকে তোমরা জান। ৫৯।১ ॥ হে দেবগণ, উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে তোমাদের সাথে স্থিত এ যজমানকে জান, এর পরিচয়ের জন্য এর রূপ জান, যখন এ দেবযান পথে স্বর্গে আসে, তখন ইষ্টাপূর্ত কর্মের ফল একে দাও। ৬০।১ ॥

টীকা ঃ ৬০। 'ইষ্টাপূর্তে'—শব্দে 'ইষ্ট' অর্থ শ্রৌত কর্ম এবং 'পূর্ত' অর্থ স্মার্তকর্ম।

মন্ত্র ঃ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সং সৃজেথাময়ং চ। অস্মিন্ত্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত ॥ ৬১ ॥ যেন বহসি সহস্রং যেনাগ্নে সর্ববেদসম্। তেনেমং যজ্ঞং নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥ ৬২ ॥ প্রস্তরেণ পরিধিনা স্রুচা বেদ্যা চ বর্হিষা। ঋচেমং যজ্ঞং নো নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥ ৬৩ ॥ যদ্দত্তং যৎপরাদানং যৎপূর্তং যাশ্চ দক্ষিণাঃ। তদগ্নির্বৈশ্বকর্মণঃ

স্বদেবেষু নো দধৎ ॥ ৬৪ ॥ যত্র ধারা অনপেতা মধোর্ঘৃতস্য চ যাঃ । তদগ্নির্বৈশ্বকর্মণঃ স্বর্দেবেষু নো দধৎ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি উদ্বুদ্ধ হও, প্রতিদিন এ যজমানকে জাগাও, সে ইষ্টাপূর্ত (শ্রৌত ও স্মার্ত) ধর্মে যুক্ত হোক। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা ও এ যজমান দেবতার সাথে সর্বোৎকৃষ্ট দ্যুলোকে চিরকাল থাক। ৬১।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি যার দ্বারা সহস্রদক্ষিণা যুক্ত যজ্ঞ কর, ও এবং যার সামর্থে সর্বস্বদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ বহন কর, সে সামর্থে আমাদের এ যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে স্বর্গে নিয়ে যাও। ৬২।১ ॥ হে অগ্নি, প্রস্তর, কাষ্ঠ, স্রুক্, বেদি, বর্হি, ঋক মন্ত্র-যুক্ত আমাদের এ যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে স্বর্গে নিয়ে যাও। ৬৩।১ ॥ বিশ্বকর্মা অগ্নি আমাদের সে দান স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে স্থাপন করুক. যা অগ্নিহোত্রে, পরের উপকারে, স্মৃত্যোক্ত পূর্তকর্মে ও যা যজ্ঞে দক্ষিণা দেয়া হয়েছে। ৬৪।১ ॥ যেখানে মধু, ঘৃত, দধি, দুগ্ধাদির ধারা ভোগ করলেও ক্ষয় হয় না, সে স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে বিশ্বকর্মা অগ্নি আমাদের স্থাপন করুক। ৬৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানোহজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥ ৬৬ ॥ ঋচো নামাস্মি যজূংষি নামাস্মি সামানি নামাস্মি। যে অগ্নয়ঃ পাঞ্চজন্যা অস্যাং পৃথিব্যামধি। তেষামসি ত্বমুত্তমঃ প্র নো জীবাতবে সুব ॥ ৬৭ ॥ বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ। ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥ ৬৮ ॥ সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তমহস্তমিন্দ্র সং পিণক্ কুণারুম্। অভি বৃত্রং বর্ধমানং পিয়ারুমপাদমিন্দ্র তবসা জঘন্থ ॥ ৬৯ ॥ বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ঃ আমি (যজমান) জন্মত অগ্নিরূপ, পুরোডাশাদিও আমি। আমি জাত সকলের স্বামী, অর্চনীয় ঋক যজু সাম-লক্ষণ যজ্ঞও আমি, আমি জলের নির্মাতা, দীপ্ত আদিত্যও আমি। ঘৃত আমার চক্ষু, আমার মুখে হবি দানকারীকে আমি অমর করি। ৬৬।১ ॥ আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ-রূপ হয়েছি। পৃথিবীর উপরিভাগে মানুষের হিতকারী যে অগ্নি আছে, হে চিত্যাগ্নি, তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ, আমাদের দীর্ঘজীবী কর। ৬৭।১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বল বৃদ্ধির জন্য, বৃত্রবধের জন্য, শত্রুসেনা পরাভবের জন্য আমরা তোমার সঙ্গে থাকব। ৬৮।১ ॥ হে বহুজনের আহূত ইন্দ্র, নিকটে বাসকারী, দুর্বাক্যবাদী শত্রুকে হস্তহীন করে চূর্ণ কর। হে ইন্দ্র, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দেবগণের বিঘাতক দৈত্যের পাদহীন করে সবলে বিনাশ কর। ৬৯।১ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, সংগ্রাম-কামী শত্রুদের যুদ্ধ থেকে দূর করে দাও, যে আমাদের ক্ষয় করতে চায়, সে শত্রুকে নিকৃষ্ট নরকে পাঠিয়ে দাও। ৭০।১ ॥

টীকা ঃ ৬৬-৬৭। ছেষট্টি ও সাতষট্টি—এই দুই কণ্ডিকায় যজমান নিজেকে অগ্নিরূপে ও বেদস্বরূপে ধ্যান করেছে।

মন্ত্র ঃ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ। সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ৭১ ॥ বৈশ্বানরো ন ঊতয় আ প্র যাতু পরাবতঃ। অগ্নির্নঃ সুষ্টুতীরুপ ॥ ৭২ ॥ পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ। বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো দিবা স রিষস্পাতু নক্তম্ ॥ ৭৩ ॥ অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোতী অশ্যাম রয়িং রয়িবঃ সুবীরম্। অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোহশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে ॥ ৭৪ ॥ বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য। যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবানস্রেধতা মন্মনা বিপ্রো অগ্নে ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ : ভয়ঙ্কর, কুটিলগতি, পর্বতস্থ সিংহ যেমন দূরে থেকে এসে প্রাণিবধ করে, সেরূপ হে ইন্দ্র, দূরে থেকে দূরতর প্রদেশ হতে এসে শত্রুদের বিতাড়িত কর ও যুদ্ধ থেকে দূরে করে দাও। শত্রুশরীরে প্রবেশকারী তোমার বজ্র তীক্ষ্ন করে উৎসাহিত কর ৭১।১ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের শোভন স্তুতি শুনতে তুমি দূরদেশ থেকে এস। ৭২।১ ॥ সকলের হিতকারী সে বৈশ্বানর অগ্নি দিন রাত সর্বদা আমাদের রক্ষা করুক, যে অগ্নি দ্যুলোকে আদিত্যরূপে তাপ দেয়, যে অগ্নি অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে স্থিত, যে অগ্নি ব্রীহি ও ওষধীতে প্রবিষ্ট হয়ে তাপ, পাক ও প্রকাশের দ্বারা প্রজাগণের হিত করে, যে অগ্নি অধ্বর্যু দ্বারা মথিত হয়ে জনগণের দ্বারা পুষ্ট হয়, সে অগ্নি আমাদের যাতে বিনাশ না করে। ৭৩।১ ॥ হে অগ্নি, তোমার রক্ষণে আমরা যা ইচ্ছা করি, তা পাই। হে ধনবান, পুত্রের সাথে ধন আমরা পাব। অগ্নির অর্চনা করে আমরা অন্ন লাভ করব। হে অজর অগ্নি, তোমার অক্ষয় যশ আমরা লাভ করব। ৭ ।১ ॥ হে অগ্নি, আজ আমরা যাগতৎপর অনন্যগত মনে সাবধান হয়ে দেবতাজ্ঞানে তোমার নিকট গিয়ে নমস্কার করে নিষ্কপট হবি দিচ্ছি ; হে মেধাবী অগ্নি, তা দিয়ে তুমি দেবতার তৃপ্তি কর। ৭৫।১ ॥

মন্ত্র : ধামচ্ছদগ্নিরিন্দ্রো ব্রহ্মা দেবো বৃহস্পতিঃ। সচেতসো বিশ্বে দেবা যজ্ঞং প্রাবন্তু নঃ শুভে ॥ ৭৬ ॥ ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৭৭ ॥

[কাণ্ড—৭৭, মন্ত্র—৮৯]

অনুবাদ : ইন্দ্র, অগ্নি, বৃহস্পতি ও সকল দেবগণ একমন হয়ে প্রসন্নমতিরেকে আমাদের যজ্ঞ শুভ স্থানে স্বর্গলোকে স্থাপন করুক। ৭৬।১ ॥ হে যুবতম অগ্নি, আমার স্তুতিবাক্য শুন, হবি-দানকারী মানুষের (যজমানের) রক্ষা কর, অপত্য ও আমার রক্ষা কর। ৭৭।১ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : স্বাদ্বীং ত্বা স্বাদুনা তীব্রাং তীব্রেণামৃতামমৃতেন। মধুমতীং মধুমতা সৃজামি সং সোমেন। সোমোঽস্যশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব সরস্বত্যৈ পচ্যস্বেন্দ্রায় সুত্রাম্ণে পচ্যস্ব ॥ ১ ॥ পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ। দধন্বা যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ২ ॥ বায়োঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রত্যঙ্ক্সোমো অতিদ্রুতঃ। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। বায়োঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রাঙ্ক্সোমো অতিদ্রুতঃ। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৩ ॥ পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা। বারেণ শশ্বতা তনা ॥ ৪ ॥ ব্রহ্ম ক্ষত্রং পবতে তেজ ইন্দ্রিয়ং সুরয়া সোমঃ সুত আসুতো মদায়। শুক্রেণ দেব দেবতাঃ পিপৃগ্ধি রসেনান্নং যজমানায় ধেহি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে সুরাভিমানী দেবতা, মিষ্ট, কটু, সুধাতুল্য, মধুরস্বাদ যুক্ত সোমের সাথে মিষ্ঠরসযুক্ত, তীব্র, অমৃততুল্য, মধুর স্বাদযুক্ত তোমাকে সংযুক্ত করছি। তুমি সোমরূপ, অতএব অশ্বিদ্বয়ের জন্য স্বরস্বতীর জন্য, সুরক্ষক ইন্দ্রের জন্য তুমি পক্ব হও। ১।৫ ॥ যে সোম উত্তম হবি ; যা মানুষের হিতকারক, যজমানের ধারক, জলে বর্তমান যাকে প্রস্তর দ্বারা অধ্বর্যু অভিষুত করে, হে

ঋত্বিকগণ, গোদুগ্ধের দ্বারা সে সোমের সিঞ্চন কর। ২।১॥ অধোগত সোম উদরান্তর্বর্তী বায়ুর দ্বারা পবিত্র হয়ে ইন্দ্রের যোগ্য সখা হয়। মুখ থেকে নির্গত সোম হৃদয়ান্তর্বর্তী বায়ুর দ্বারা ইন্দ্রের যোগ্য সখ্যতা লাভ করে।৩।২॥ হে যজমান, সূর্যের দুহিতা শ্রদ্ধা শাশ্বত ধনের দ্বারা তোমার পরিস্রুত সোম শোধন করে। ৪।১॥ হে দেব সোম, তুমি শুদ্ধ বীর্যে দেবগণের তুষ্ট কর, আর যজমানের রসযুক্ত অন্ন দাও। তুমি অভিষুত হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের তেজ-সামর্থ উৎপন্ন কর, আর সুরার সাথে যুক্ত হলে মত্ততা আনয়ন কর। ৫।১॥

টীকা ঃ ১। তিনটি অধ্যায়ে সৌত্রামণী যাগের মন্ত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে ও পশুকামনা করে সৌত্রামণী যাগ করে।

মন্ত্র ঃ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি। উপযামগৃহীতোঽস্যাশ্বিভ্যাং ত্বা সরস্বত্যৈ ত্বেন্দ্রায় ত্বা সুত্রাম্ণে এষ তে যোনিস্তেজসে ত্বা বীর্যায় ত্বা বলায় ত্বা॥ ৬॥ নানা হি বাং দেবহিতং সদস্কৃতং মা সং সৃক্ষাথাং পরমে ব্যোমন্। সুরা ত্বমসি শুষ্মিণী সোম এষ মা মা হিংসীঃ স্বাং যোনিমাবিশন্তী॥ ৭॥ উপযামগৃহীতোঽস্যাশ্বিনং তেজঃ সারস্বতং বীর্যমৈন্দ্রং বলম্। এষ তে যোনি-র্মোদায় ত্বানন্দায় ত্বা মহসে ত্বা॥ ৮॥ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি বলমসি বলং ময়ি ধেহ্যো-জোঽস্যোজো ময়ি ধেহি মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥ ৯॥ যা ব্যাঘ্রং বিষূচিকোভৌ বৃকং চ রক্ষতি। শ্যেনং পতত্রিণং সিংহং সেমং পাত্বংহসঃ॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ যেমন বহুযবসম্পন্ন কৃষক সমস্ত যব আনুপূর্বিক বিচার করে শীঘ্র ছেদন করে, তেমনি যে যজমানকে বর্হির উপর থেকে অন্নের দ্বারা যজ্ঞ করে, তাদের মধ্যে এ যজমানকে তুমি ভোজ্য বস্তু দাও। হে সোম, পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অশ্বিদ্বয়ের জন্য, সরস্বতীর জন্য সুরক্ষক ইন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, তেজ, বীর্য ও বলের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৬।৩॥ হে সুরা ও সোম, যেহেতু তোমাদের জন্য দেবগণের দ্বারা স্থাপিত পৃথক স্থান করা হয়েছে, অতএব আকাশের মত বিশাল হবনস্থানে তোমরা সংসর্গ করো না। সুরা, তুমি বলযুক্তা, নিজ স্থানে প্রবেশ করে সোমেব হিংসা করো না। ৭।১॥ তুমি সাক্ষাৎ অশ্বিদ্বয়ের তেজযুক্ত, সরস্বতীর সামর্থ্যযুক্ত, ও ইন্দ্রের বলযুক্ত। এ তোমার স্থান, প্রমোদের জন্য, আনন্দের জন্য ও মহত্বের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৮।৬॥ হে পয়োদেবতা, তুমি তেজরূপ, আমাতে তেজ স্থাপন কর, তুমি বীর্যস্বরূপ আমাতে বীর্য স্থাপন কর, তুনি বলস্বরূপ, আমাতে বল স্থাপন কর, তুমি ওজ-স্বরূপ, আমাতে ওজ ধারণ কর, তুমি কোপরূপ, আমাতে কোপ স্থাপন কর, তুমি সহস্বরূপ, আমায় সহ (বল) স্থাপন কর। ৯।৯॥ যে বিশূচিকা রোগ ব্যাঘ্র ও বৃকের রক্ষা করে, সেরূপ শ্যেন পক্ষী ও সিংহের রক্ষা করে, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ যজমানের ব্যাধিজনিত পাপ থেকে রক্ষা করুক। ১০।১॥

টীকা ঃ ৭। আহবনীয় দুগ্ধের এবং দক্ষিণাগ্নিতে সুরার হোম করা হয়। অতএব এদের সংসর্গ নেই। ১০। অন্নের পরিণাম জনিত দোষ সিংহাদির নাই জন্য বিষূচিকা রোগ তাদের নেই।

মন্ত্র ঃ যদাপিপেষ মাতরং পুত্রঃ প্রমুদিতো ধয়ন্। এতত্তদগ্নে অনৃণো ভবাম্যহতৌ পিতরৌ ময়া। সম্পৃচ স্থ সং মা ভদ্রেণ পৃঙ্ক্ত বিপৃচ স্থ বি মা পাপ্মনা পৃঙ্ক্ত॥ ১১॥ দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভেষজাঽশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রা-

য়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ ॥ ১২ ॥ দীক্ষায়ৈ রূপং শষ্পাণি প্রায়ণীয়স্য তোক্মানি। ক্রয়স্য রূপং সোমস্য লাজাঃ সোমাংশবো মধু ॥ ১৩ ॥ আতিথ্যরূপং মাসরং মহাবীরস্য নগ্নহুঃ। রূপমুপসদামেতত্তিস্রো রাত্রীঃ সুরাহহসুতা ॥ ১৪ ॥• সোমস্য রূপং ক্রীতস্য পরিস্রুৎ পরি ষিচ্যতে। অশ্বিভ্যাং দুগ্ধং ভেষজমিন্দ্রায়ৈন্দ্রং সরস্বত্যা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ পুত্র আমি আনন্দে স্তনপান করে পা দিয়ে মাকে পিষ্ট করেছি, হে অগ্নি, তোমার সমক্ষে আমি অঋণী হলাম। এজন্য বলছি—মাতা পিতা আমার দ্বারা পীড়িত হন নাই। হে পয়োগ্রহ-সকল, তোমরা নিজেরাই সংযোজক, অতএব আমাকে কল্যাণ যুক্ত কর। হে সুরাগ্রহগণ, তোমরা বিযোজক. আমায় পাপ হতে বিযুক্ত কর (নিষ্পাপ কর)। ১১।৩ ॥ দেবতারা (সৌত্রামণ্য নামক) ঔষধরূপ যজ্ঞ করেছিলেন, তখন অশ্বিনীদ্বয় ও সরস্বতী বাক্যের দ্বারা ভিষক (বৈদ্য) ছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রকে সামর্থ্য দিয়েছিলেন। ১২।১ ॥ শষ্পসকল (নবপ্ররূঢ় ব্রীহি) দীক্ষণীয় যজ্ঞরূপে ধ্যেয়,, নবপ্ররূঢ় যবগুলি প্রায়ণীয় যজ্ঞরূপে ধ্যেয়. লাজ সোমক্রয়রূপে এবং মধু সোমখণ্ডরূপে ধ্যেয়। ১৩।১ ॥ মাসর আতিথ্য. যজ্ঞরূপে, নগ্নহু মহাবীরের রূপে, তিন রাত্রি পর্যন্ত সুরা অভিষুত হলে উপমদ নামক যজ্ঞরূপে ধ্যেয়। ১৪।১ ॥ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর দ্বারা ইন্দ্রের জন্য কৃত ঔষধ দুগ্ধ, তিন দিনে যে সুরা অভিষুত হয়, তা সোমক্রয়ের রূপ বলে জ্ঞেয়। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১৩-১৪। দীক্ষণীয় প্রভৃতি বৈদিক পারিভাষিক শব্দগুলি মূলানুগত রাখা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ আসন্দী রূপং রাজাসন্দ্যৈ বেদ্যৈ কুম্ভী সুরাধানী। অন্তর উত্তরবেদ্যা রূপং কারোতরো ভিষক্ ॥ ১৬ ॥ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হি-রিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা ॥ ১৭ ॥ হবির্ধানং যদশ্বিনাহগ্নীধ্রং যৎসরস্বতী। ইন্দ্রায়ৈন্দ্রং সদস্কৃতং পত্নীশালং গার্হপত্যঃ ॥ ১৮ ॥ প্রৈষেভিঃ প্রৈষানাপ্নোত্যাপ্রীভিরাপ্রীর্যজ্ঞস্য। প্রযাজেভিরনুযাজান্ বষট্কারেভি-রাহুতীঃ ॥ ১৯ ॥ পশুভিঃ পশূনাপ্নোতি পুরোডাশৈর্হবীংষ্যা। ছন্দোভিঃ সামিধেনীর্যাজ্যাভির্বষট্কারান্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ যজমানের অভিষেকের জন্য যে মঞ্চ, তা রাজা সোমের মঞ্চরূপে ধ্যেয়। সুরাস্থাপন পাত্র বেদির রূপ, বেদিদ্বয়ের মধ্যভাগ উত্তরবেদির রূপ, সুরাপাবনচালনী ইন্দ্র ও যজমানের ভিষক্। ১৬।১ ॥ এ বেদির দ্বারা সৌমিকী বেদী, বর্হির দ্বারা বর্হি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বীর্য, যূপের দ্বারা যূপ, অগ্নির দ্বারা প্রণীত অগ্নি পাওয়া যায়। ১৭।১ ॥ এ সৌত্রামণিতে যে অশ্বিনীদ্বয় আছেন, তাতে হবির্ধান সৌমিক লাভ হয়. এখানে যে সরস্বতী দেবতা আছেন, তাতে আগ্নীধ্র সৌমিক লাভ হয়। সোমে ইন্দ্রদেবতার স্থান, পত্নীশালা ও গার্হপত্য ইন্দ্রের উদ্দেশে হবির দ্বারা পাওয়া যায়। ১৮।১ ॥ প্রৈষের দ্বারা প্রৈষ, আপ্রীর দ্বারা আপ্রী, প্রযাজের দ্বারা প্রযাজ, অনুযাজের দ্বারা অনুযাজ, বষটকারের দ্বারা বষটকার ও আহুতির দ্বারা আহুতি লাভ হয়। ১৯।১ ॥ পশুর দ্বারা পশু, পুরোডাশের দ্বারা পুরোডাশ, হবির দ্বারা হবি, ছন্দের দ্বারা ছন্দ, সামিধেনীর দ্বারা সামিধেনী, যাজ্যার দ্বারা যাজ্যা, বষট্কারের দ্বারা বষট্কার লাভ হয়। ২০।১ ॥

টীকা ঃ ১৯। এখন থেকে কয়েকটি কাণ্ডে বৈদিক যজ্ঞ, তার সামগ্রী ও যাজ্ঞিক শব্দাদি হুবহু রাখা হয়েছে।

মন্ত্র : ধানাঃ করম্ভঃ সক্তবঃ পরীবাপঃ পয়ো দধি। সোমস্য রূপং হবিষ আমিক্ষা বাজিনং মধু ॥ ২১ ॥ ধানানাং রূপং কুবলং পরীবাপস্য গোধূমাঃ। সক্তূনাং রূপং বদরমুপবাকাঃ করম্ভস্য ॥ ২২ ॥ পয়সো রূপং যদ্যবা দধ্নো রূপং কর্কন্ধূনি। সোমস্য রূপং বাজিনং সৌম্যস্য রূপমামিক্ষা ॥ ২৩ ॥ আ শ্রাবয়েতি স্তোত্রিয়াঃ প্রত্যাশ্রাবো অনুরূপঃ। যজেতি ধায্যারূপং প্রগাথা যেযজামহাঃ ॥ ২৪ ॥ অর্ধ-ঋচৈরুক্থানাং রূপং পদৈরাপ্নোতি নিবিদঃ। প্রণবৈঃ শস্ত্রাণাং রূপং পয়সা সোম আপ্যতে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : খৈ, মাখন, ছাতু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, মধু, ছানার জল—এগুলি সোমের রূপ বলে ধ্যেয়। ২১।১ ॥ কোমল বদরীফল ভৃষ্টধান্যের রূপ, গোধূম পরীবাপের রূপ, সকল বদরীফল (কুল) ছাতুর রূপ, যব করম্ভের রূপ। ২২।১ ॥ যব দুগ্ধের রূপ, স্থূল কুল দধির রূপ, ছানার জল সোমের রূপ, ছানা চরুর রূপ। ২৩।১ ॥ 'আশ্রাবয়' (শ্রবণ করাও)—এ শব্দ স্তোত্রির রূপ, 'প্রত্যাশ্রব' শব্দ অনুরূপ, 'যজেতি' শব্দ ধায্যার রূপ, 'যেয়জামহ' শব্দ প্রগাথ রূপে ধ্যেয় ॥ ২৪ ১ ॥ অর্ধ ঋকের দ্বারা উক্থের রূপ, পদের দ্বারা নিবিদের, প্রণবের দ্বারা শস্ত্রের, দুগ্ধের দ্বারা সোমের লাভ করা যায়। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : অশ্বিভ্যাং প্রাতঃসবনমিন্দ্রেণৈন্দ্রং মাধ্যন্দিনম্। বৈশ্বদেবং সরস্বত্যা তৃতীয়মাপ্তং সবনম্ ॥ ২৬ ॥ বায়ব্যৈর্বায়ব্যান্যাপ্নোতি সতেন দ্রোণকলশম্। কুম্ভীভ্যামম্ভৃণৌ সুতে স্থালীভিঃ স্থালীরাপ্নোতি। ২৭ ॥ যজুর্ভির্রাপ্যন্তে গ্রহা গ্রহৈঃ স্তোমাশ্চ বিষ্টুতীঃ। ছন্দোভিরুক্থাশস্ত্রাণি সাম্নাবভৃথ আপ্যতে ॥ ২৮ ॥ ইড়াভির্ভক্ষানাপ্নোতি সূক্তবাকেনাশিষঃ। শংযুনা পত্নীসংযাজান্ সমিষ্টযজুষা সংস্থাম্ ॥ ২৯ ॥ ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা প্রাতঃসবন, ইন্দ্রের দ্বারা ঐন্দ্র মাধ্যন্দিন সবন ও সরস্বতীর দ্বারা বৈশ্বদেব তৃতীয় সবন লাভ করা যায়। ২৬।১ ॥ সোমপাত্রের দ্বারা সোমপাত্র, বৈতস পাত্রের দ্বারা দ্রোণকলশ, শতছিদ্র সুরাধানীদ্বয়ে পূতভৃৎ ও আধবনীয় অভিষুত সোমে পাওয়া যায় এবং স্থালীর দ্বারা স্থালী লাভ হয়। ২৭।১ ॥ যজুর দ্বারা যজু, গ্রহের দ্বারা গ্রহ, স্তোমের দ্বারা স্তোম, বিবিধ স্তুতির দ্বারা বিষ্টুতি, ছন্দের দ্বারা উক্থ ও শস্ত্র, সামের দ্বারা সাম ও অবভৃথের দ্বারা অবভৃথ পাওয়া যায়। ২৮।১ ॥ ইড়ার দ্বারা ইড়া, ভক্ষের দ্বারা ভক্ষ, সূক্তবাকের দ্বারা সূক্তবাক্য, আশীষের দ্বারা আশীষ, শংযু নামক হোমবিশেষের দ্বারা শংযু, পত্নীসংযাজের দ্বারা পত্নীসংযাজ, সমিষ্টযজুর দ্বারা সমিষ্টযজু, সংস্থার দ্বারা সংস্থা লাভ করা যায়। ২৯।১ ॥ ব্রতের দীক্ষা পাওয়া যায়, দীক্ষার দ্বারা দক্ষিণা, দক্ষিণার দ্বারা আস্তিক্যবুদ্ধি (শ্রদ্ধা), শ্রদ্ধার দ্বারা সত্য (সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম) লাভ করা যায়। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : এতাবদ্রূপং যজ্ঞস্য যদ্দেবৈর্ব্রহ্মণা কৃতম্। তদেতৎ সর্বমাপ্নোতি যজ্ঞে সৌত্রামণী সুতে ॥ ৩১ ॥ সুরাবন্তং বর্হিষদং সুবীরং যজ্ঞং হিন্বন্তি মহিষা নমোভিঃ। দধানাঃ সোমং দিবি দেবতাসু মদেমেন্দ্রং যজমানাঃ স্বর্কাঃ ॥ ৩২ ॥ যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীষু সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য। তেন জিন্ব যজমানং মদেন সরস্বতীমশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিম্ ॥ ৩ ॥ যমশ্বিনা নমুচেরাসুরাদধি সরস্বত্যসুনোদিন্দ্রিয়ায়। ইমং তং শুক্রং মধুমন্তমিন্দুং সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥ ৩৪ ॥ যদত্র রিপ্তং রসিনঃ সুতস্য যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ। অহং তদস্য মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : সোমযাগের এ পরিমাণ রূপ দেবগণ ও প্রজাপতি কর্তৃক দৃষ্ট হয়েছে। সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরা ও সোম অভিষুত হলে এ সকল সোমযাগ পাওয়া যায়। ৩১।১ ॥ স্বর্গে বর্তমান দেবগণে নমস্কারের সাথে সোমধারণ করে মহান ঋত্বিক-গণ সৌত্রামণী যজ্ঞ বর্ধন করেন, যে যজ্ঞে বর্হিষদ দেবগণ, সুরা ও শোভন ঋত্বিকেরা বিদ্যমান। সে যজ্ঞে যজমান আমরা শোভন মন্ত্রে ইন্দ্রের যজন করে হৃষ্ট হব। ৩২।১ ॥ হে সুরা, ওষধিতে তোমার যে রস একত্রীকৃত আছে, সুরার সাথে অভিষুত সোমের যে বল, মদজনক সে সুরারস ও সৌমবলের দ্বারা যজমান, সরস্বতী, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নির তুষ্টিবিধান কর। ৩৩।১ ॥ অসুরপুত্র নমুচির নিকট থেকে যে সোম অশ্বিদ্বয় এনেছিল, যা সরস্বতী ইন্দ্রের বলের জন্য অভিষুত করেছিল, সে দীপ্ত, শুদ্ধ, রসযুক্ত ও পরম ঐশ্বর্যপ্রদ সোম আমি এ যজ্ঞে ভক্ষণ করছি। ৩৪।১ ॥ রসযুক্ত অভিষুত সোমের যে ভাগ সুরায় লিপ্ত হয়েছিল, তা ইন্দ্র কর্মের দ্বারা শুদ্ধ করে পান করেছিল। রাজা সোমের সে সোম এ যজ্ঞে শুদ্ধ মনে আমি ভক্ষণ করছি। ৩৫।১ ॥

টীকা : ৩৪। এখান থেকে কয়েকটি কাণ্ডে ভাষ্যকার একটি বৈদিক আখ্যান অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দ্র জলের ফেনার দ্বারা নমুচি অসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিল। তার রক্ত সোমে মিশ্রিত হওয়ায় সোম রোহিত বর্ণ হয় এবং ইন্দ্র তা পান করায় তিনিও রক্তবর্ণযুক্ত হন বলে তার এক নাম 'রোহিত'। অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী তার রোগমুক্তি ও সোমের শোধন করেন।

মন্ত্র : পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। পিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। অক্ষন্ পিতরো হমীমদন্ত পিতরো-হতীতৃপন্ত পিতরঃ পিতরঃ শুন্ধধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥ পুনন্তু মা পিতরঃ সোম্যাসঃ পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ। পবিত্রেণ শতায়ুষা। পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ। পবিত্রেণ শতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ ॥ ৩৭ ॥ অগ্ন আয়ুংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥ ৩৮ ॥ পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ৩৯ ॥ পবিত্রেণ পুনীহি মা শুক্রেণ দেব দীদ্যৎ। অগ্নে ক্রত্বা ক্রতূঁ রনু ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : স্বধাভিলাষী পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণের উদ্দেশে স্বধা অন্ন দিচ্ছি ও নমস্কার করছি। পিতৃগণ তা ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়ে আমাদের অভীষ্ট দানে তুষ্ট করেছেন। হে পিতৃগণ, আপনারা হাত ধুয়ে শুদ্ধ হোন। ৩৬।১ ॥ সোমসম্পাদক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ আমায় শোধন করুন। শতায়ু পবিত্রের দ্বারা পিতামহ ও প্রপিতামহগণ আমায় পবিত্র করুন। পিতৃগণের দ্বারা পূত হয়ে আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করব। ৩৭।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি আয়ুপ্রাপক কর্ম করাও, আমাদের ধান্য, দধি প্রভৃতি দাও। দূরে স্থিত দুষ্ট কুকুরের ন্যায় দুর্জনদের বিনাশ কর। ৩৮।১ ॥ দেবানুগামী জনগণ আমায় পবিত্র করুক, মন ও বুদ্ধি আমায় পবিত্র করুক, সকল প্রাণী আমায় পবিত্র করুক। হে জাতবেদা, তুমিও আমায় পবিত্র কর। ৩৯।১ ॥ হে দেব অগ্নি, দীপ্যমান তুমি শুদ্ধ পবিত্রের দ্বারা আমায় শোধন কর, কর্মের দ্বারা আমাদের যজ্ঞ পবিত্র করাও। ৪০।১ ॥

মন্ত্র : যত্তে পবিত্রমর্চিষ্যগ্নে বিততমন্তরা। ব্রহ্ম তেন পুনাতু মা ॥ ৪১ ॥ পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ। যঃ পোতা স পুনাতু মা ॥ ৪২ ॥ উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ। মাং পুনীহি বিশ্বতঃ ॥ ৪৩ ॥ বৈশ্বদেবী

পুনতী দেব্যাগাদাস্যামিমা বহ্বাস্তন্বো বীতপৃষ্ঠাঃ। তয়া মদন্তঃ সধমাদেষু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৪৪ ॥ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেষাংল্লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, তোমার জ্বালার মধ্যে যে পরব্রহ্মরূপ পবিত্র বিস্তৃত আছে, তা দিয়ে আমায় পবিত্র কর। ৪১।১ ॥ বিবিধ কর্মের দ্রষ্টা পবমান সোম আজ আমাদের পবিত্রের দ্বারা শোধন করুক। বায়ু আমায় পবিত্র করুক। ৪২।১ ॥ হে দেব সবিতা, পবিত্র ও আজ্ঞার দ্বারা সর্বতোভাবে আমায় শোধন কর। ৪৩।১ ॥ সকলের হিতকারী, পবিত্রকারক কোন দেবী এসেছে, যার বহুসংখ্যক ইষ্ট শরীর আছে। তার দ্বারা এ যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে আমরা ধনের পালক হব। ৪৪।১ ॥ যমলোকে সমান এবং মনা যে পিতৃগণ আছেন, তাদের অন্ন দিয়ে নমস্কার করছি। এ যজ্ঞ দেবগণের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হোক। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র : যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিংল্লোকে শতং সমাঃ ॥ ৪৬ ॥ দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ॥ ৪৭ ॥ ইদং হবিঃ প্রজননং মে অস্তু দশবীরং সর্বগণং স্বস্তয়ে। আত্মসনি প্রজাসনি পশুসনি লোকসন্যভয়সনি। অগ্নিঃ প্রজাং বহুলাং মে করোত্বন্নং পয়ো রেতো অস্মাসু ধত্ত ॥ ৪৮ ॥ উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ। অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ৪৯ ॥ অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : প্রাণিগণের মধ্যে যারা সমান, তুল্যমনস্ক আমার নিজের জন, এ ভূলোকে শত বৎসর তাদের শ্রী আমাতে আশ্রয় করুক। ৪৬ ১ ॥ মরণশীল প্রাণিগণের দুটি পথ আমি শুনেছি—দেবযান ও পিতৃযান। ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে ক্রিয়াবান সমস্ত কিছু দেবযান ও পিতৃযান পথে মিলিত হয়, সে পথদ্বয়ের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করছি। ৪৭।১ ॥ এ হবি আমার অবিনাশের নিমিত্ত হোক. যে হবি প্রজার উৎপাদক, যা পান করলে প্রাণ, অপান প্রভৃতি দশ প্রাণ ও অঙ্গ স্বস্থ লাভ করে, যা আত্মা, প্রজা, পশুদের তুষ্ট করে, যা ঐহিক সুখ ও অভয় স্বর্গ দান করে। হে অগ্নি, আমার প্রজা বৃদ্ধি কর। হে ঋত্বিকগণ, আমাদের অন্ন, দুগ্ধ ও বীর্যবত্তা স্থাপন কর। ৪৮।১ ॥ ইহলোকে অবস্থিত পিতৃগণ ঊর্ধ্বলোকে, পরলোক ও মধ্যমলোকে স্থিত পিতৃগণ তদপেক্ষা ঊর্ধ্বলোকে গমন করুক। যে পিতৃগণ সোমসম্পাদক, যারা বায়ুরূপ লাভ করেছেন, যাদের কোন শত্রু নেই, যারা সত্যজ্ঞ, তাঁরা এ আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুন। ৪৯।১ ॥ স্তুতগতি, সোম ও যজ্ঞ-সম্পাদক, অঙ্গিরা, অথর্বাণ ও ভৃগুর অপত্যগণ আমাদের পিতৃপুরুষ ; তাঁরা আমাদের সুমতি ও কল্যাণপ্রদ মন দিন। ৫০।১ ॥

মন্ত্র : যে নঃ পূর্বে পিতরঃ সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ। তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৫১ ॥ ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ॥ ৫২ ॥ ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ। বন্বন্নবাতঃ পরিধীঁরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ ॥ ৫৩ ॥ ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ। তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৫৪ ॥ বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্। ত আ গতাবসা শন্তমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : আমাদের পূর্বতন পিতা, সোম সম্পাদক, বশিষ্ঠের অপত্যগণ দেবগণের উদ্দেশে সোমপান অর্পণ করেছিলেন. কামনাকারী সে পিতৃগণের সাথে প্রীত হয়ে কামী যম কামনার প্রতিদানে হবি ভক্ষণ করুন। ৫১।২ ॥ হে সোম, প্রকৃষ্ট চেতনাবান তুমি, স্বপ্রজ্ঞায় সরল দেবযান পথে নিয়ে যাও। হে পরম ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, আমাদের যাজ্ঞিক পিতৃগণ তোমার আদেশে দৈব রমণীয় যজ্ঞফল ভোগ করেছেন। ৫২।১ ॥ হে শোধক সোম, যেহেতু আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষেরা তোমার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, অতএব প্রার্থনা করি—তুমি উপদ্রবকারীদের দূর করে দাও। তুমি আমাদের কর্ম ভোগ কর, তুমি বায়ু প্রভৃতির উপদ্রব রহিত, তুমি বীর অশ্বের সাথে আমাদের ধনদাতা হও। ৫৩।১ ॥ হে সোম, তুমি দ্যাবাপৃথিবী বিস্তৃত করেছ, তুমি পিতৃগণের সাথে কথা বলে থাক। হে চন্দ্রের মত আহ্লাদক, তোমায় আমরা হবি দিচ্ছি, তার দ্বারা আমরা ধনের পালক হব। ৫৪.১ ॥ হে দর্ভস্থিত পিতৃগণ. তোমরা পালনের নিমিত্ত এস, তোমাদের জন্য আমরা এ হব্য করেছি, তা সেবা কর। তারপর সুখদ অন্নে তৃপ্ত হয়ে আমাদের রোগ ও ভয় দূর কর। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র : আহহং পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ। বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৫৬ ॥ উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু। ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫৭ ॥ আ যন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫৮ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ। অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ৫৯ ॥ যে অগ্নিষ্বাত্তা যে অনগ্নিষ্বাত্তা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। তেভ্যঃ স্বরাড়সুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়াতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : আমি কল্যাণদাতা পিতৃপুরুষদের জেনেছি, আর ব্যাপনশীল যজ্ঞের পতনরহিত দেবযানপথ ও বিবিধ ক্রম যুক্ত পিতৃযান পথ জেনেছি। সেজন্য বলছি—যে বর্হিষদ পিতৃগণ অন্নের সাথে সোমপান করেছে, তাঁরা এ যজ্ঞে আসুন। ৫৬।১ ॥ নিধিতুল্য দর্ভে স্থাপিত হবির জন্য আহূত হয়ে সোমনিষ্পাদক হে পিতৃগণ, তোমরা এ যজ্ঞে এস, আমাদের কথা শুন, শুনে পুত্রের প্রতি যা বক্তব্য তা বল এবং আমাদের পালন কর ॥ ৫৭।১ ॥ সোমপানের যোগ্য অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ দেবযান পথে আসুন। এ যজ্ঞে অন্নের দ্বারা তুষ্ট হয়ে আমাদের অধিক বলুন এবং সে পিতৃগণ আমাদের পালন করুন। ৫৮।১ ॥ হে অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ এ যজ্ঞে তোমরা এস, এসে প্রতিগৃহে উপবেশন কর। তোমাদের শোভন নিয়ন্ত্রণ, বসে নিয়ম পূর্বক দর্ভে স্থাপিত হবি ভক্ষণ কর। তারপর তৃপ্ত হয়ে পুত্রের সাথে ধন দাও। ৫৯।১ ॥ যাদের যথাবিধি ঔর্ধ্বদেহিক কার্য হয়েছে এবং যাদের তা হয় নি, সে পিতৃগণ স্বর্গের মধ্যে স্বকর্মোচিত অন্নে সুখ লাভ করে। স্বরাট্ যম তাদের কামনা অনুযায়ী প্রাণযুক্ত মনুষ্য শরীর প্রদান করে। ৬০।১ ॥

টীকা : ৫৮-৬০। 'অগ্নিষ্বাত্তাঃ'—অগ্নি যাদের দগ্ধ করে স্বাদ গ্রহণ করেছেন। যাদের বিধিপূর্বক অগ্নিসংকারে ঔর্ধ্বদেহিক কার্য হয়েছে। শ্রৌত ও স্মার্তকর্মের অনুষ্ঠাতা পিতৃপুরুষগণ। আর যাদের শ্মশান কর্ম অগ্নিতে দগ্ধ করা প্রভৃতি হয় নাই—তাদের 'অনগ্নিষ্বাত্তা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্র : অগ্নিষ্বাত্তানৃতুমতো হবামহে নারাশংসে সোমপীথং য আশুঃ। তে

নো বিপ্রাসঃ সুহবা ভবন্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬১ ॥ আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে। মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬২ ॥ আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়। পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৬৩ ॥ যমগ্নে কব্যবাহন ত্বং চিন্মন্যসে রয়িম্। তন্নো গীর্ভিঃ শ্রবায্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্ ॥ ৬৪ ॥ যো অগ্নিঃ কব্যবাহনঃ পিতৄন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ। প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ : অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণকে আমরা আহ্বান করছি, যারা ঋতুযুক্ত এবং চমসপাত্রে সোমপান করেছিলেন। সে পিতৃগণ আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে শীঘ্র আসুন, তা হলে আমরা ধনের অধিপতি হব। ৬১।১ ॥ হে সোমপানকারী বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ, তোমরা বাম জানু পেতে দক্ষিণে উপবেশন করে এ সৌত্রামণী যজ্ঞের স্তুতি কর। হে পিতৃগণ, কোন অপরাধে আমাদের হিংসা করো না, যেহেতু পুরুষভাবে আমরা তোমাদের নিকট অপরাধ করে থাকি। ৬২।১ ॥ হে আদিত্যলোকস্থ পিতৃগণ, হবি প্রদানকারী মনুষ্য যজমানের ধন দাও। হে পিতৃগণ, পুত্রদের (যজমানদের) অভীষ্ট ধন দাও এবং আমাদের এ যজ্ঞে রস স্থাপন কর। ৬৩।১ ॥ হে কব্যবাহন অগ্নি, তুমিও যে ধন উত্তম বলে জান ; তা দেবগণের উদ্দেশে অর্পণ কর, যে ধন পুরোনুবাক্য, যাজ্যা প্রভৃতি বাক্যে শ্রবণীয় ও দেবার উপযুক্ত। ৬৪।১ ॥ যে কব্যবাহন অগ্নি সত্যবর্ধক পিতৃগণের ইচ্ছা করেন, সে অগ্নি এখন এ হবি দেবগণের, এ গুলি পিতৃগণের ইহা বলুক। ৬৫।১ ॥

টীকা : ৬৩। 'অরুণীনাম্'—অরুণ বর্ণ ঊর্ণার উপরিভাগে যারা উপবিষ্ট। যারা কুতপ করেন, তারা ঊর্ণ অরুণ হন। পিতৃগণ কুতপ প্রিয় হন। অথবা অরুণ বর্ণ রশ্মির উপরে উপবিষ্ট আদিত্য লোকস্থ পিতৃগণ। পিতৃগণের পুত্রগণই যজমান। ৬৪। 'কব্যবাহন—'কব্য' পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় অন্ন, তা যিনি বহন করেন, অগ্নি। পুরোনুবাক্য, যাজ্যা প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র-বিশেষের নাম।

মন্ত্র : ত্বমগ্ন ঈড়িতঃ কব্যবাহনা বাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী। প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রযতা হবীংষি ॥ ৬৬ ॥ যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম। ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ৬৭ ॥ ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ। যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু। ৬৮ ॥ অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ। শুচীদয়ন্ দীধিতিমুক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন ॥ ৬৯ ॥ উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ : হে কব্যবাহন অগ্নি, দেবগণ ও ঋত্বিকদের দ্বারা স্তুত হয়ে হবি গন্ধযুক্ত করে বহন করেছ, তা বহন করে স্বধামন্ত্রে পিতৃগণকে দিয়েছ, ও তারা ভক্ষণ করেছে। হে দেব, তুমিও শুদ্ধ হবি ভক্ষণ কর। ৬৬।১ ॥ হে পিতৃগণ, যারা ইহলোকে বর্তমান, যারা এ লোকে নেই, যাদের আমরা জানি এবং যাদের ভালভাবে জানি, হে জাতবেদা, তুমি তাদের সকলকে জান এবং পিতৃগণের অন্নে (স্বধা) শোভন কৃত যজ্ঞ তুমি সেবা কর। ৬৭।১ ॥ যে পিতৃগণ পূর্বে স্বর্গে গিয়েছেন, যারা কৃতকৃত্য হয়ে পরব্রহ্ম লাভ করেছেন, যারা অগ্নির অভিমুখে উপবিষ্ট এবং যারা ধর্মবলযুক্ত যজমানে স্থিত, তাদের সকলের উদ্দেশে আজকার দিনে অন্ন

অর্পিত হোক। ৬৮।১ ॥ হে অগ্নি, উৎকৃষ্ট, পুরাতন, যজ্ঞের বিস্তারকারী আমাদের পিতৃগণ দেহযাত্রার উত্তরকালে যেরূপে নির্মল দেবযান পথ লাভ করেছেন, সেরূপ আমরাও অরুণবর্ণ সূর্যরশ্মি আবৃত করে দেবযান পথে যাব ; আমরা যজ্ঞে শাস্ত্রবাদী ও ভূমি খনন করে বেদী প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞ করে থাকি। ৬৯।১ ॥ হে অগ্নি, অভিলাষী আমরা তোমায় স্থাপন করছি, কামনা নিয়ে আমরা তোমায় দীপ্ত করছি, তুমিও আকাঙ্ক্ষিত হয়ে হবি ভক্ষণের জন্য কামনাকারী পিতৃগণকে আনয়ন কর। ৭০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ। বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ ॥ ৭১ সোমো রাজামৃতং সুত ঋজীষেণাজহান্মৃত্যুম্। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭২ ॥ অদ্ভ্যঃ ক্ষীরং ব্যপিবৎ ক্রুঙাঙ্গিরসো ধিয়া। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৩ ॥ সোমমদ্ভ্যো ব্যপিবচ্ছন্দসা হংসঃ শুচিষৎ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৪ ॥ অন্নাৎপরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, যখন তুমি সকল সংগ্রাম জয় করেছিলে, তখন জলের ফেনা দ্বারা নমুচি অসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলে। ৭১।১ ॥ সোম রাজা অভিষুত হয়ে অমৃতরূপ সূক্ষ্মতা লাভ করে এবং নীরস স্থূলভাব ত্যাগ করে। এ সত্যের দ্বারা এ সত্য জানা যায় যে অভিষুত অন্ন সোমের পান শুদ্ধ ; অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ, অমৃত ও মধুর হোক। ৭২।১ ॥ হংস বুদ্ধির দ্বারা জল থেকে দুধ পৃথক করে পান করে, এ থেকে এ সত্য জানা যায় যে অন্নের বিপান শুদ্ধ হয়, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৩।১ ॥ নির্মল গগনে স্থিত আদিত্য যেমন জল থেকে বেগরূপ কিরণের দ্বারা সোম পান করে, সেরূপ এ সত্য থেকে জানা যায়—অন্নের বিপান শুদ্ধ, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৪।১ ॥ প্রজাপতি পরিস্রুত অন্ন থেকে গায়ত্রীর দ্বারা পৃথক করে রস পান করেছিলেন, ক্ষত্রিয়ের বশ করেছিলেন, এবং পয় ও সোম পান করেছিলেন। এ সত্যের দ্বারা জানা যায় অন্নের বিপান শুদ্ধ হয়, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৫।১।

মন্ত্র ঃ রেতো মূত্রং বি জহাতি যোনিং প্রবিশদিন্দ্রিয়ম্। গর্ভো জরায়ুণা-ঽঽবৃত উল্বং জহাতি জন্মনা। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যে-ন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৬ ॥ দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ। অশ্রদ্ধামনৃতেঽদধাচ্ছ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৭ ॥ বেদেন রূপে ব্যপিবৎ সুতাসুতৌ প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যে-ন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৮ ॥ দৃষ্ট্বা পরিস্রুতো রসং শুক্রেণ শুক্রং ব্যপিবৎ পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়-মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ ৭৯ ॥ সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণ ঊর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি। অশ্বিনা যজ্ঞং সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপং বরুণো ভিষজ্যন্ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ সমান দ্বার হলেও রেত ও মূত্র পৃথক স্থানে অবস্থান করে, জরায়ু দ্বারা আবৃত গর্ভ জন্ম লাভে তা ত্যাগ করে—এ সত্যের দ্বারা জানা যায়—অন্নের বিপান শুদ্ধ, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৬।১ ॥ প্রজাপতি সত্য

ও মিথ্যার মূর্তি, দেখে—এ সত্য, এ মিথ্যা এরূপ পৃথক করেছিলেন। তিনি মিথ্যায় অশ্রদ্ধা ও সত্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করেছিলেন। এর দ্বারা এ সত্যে আসা যায় যে—অন্নের বিপান শুদ্ধ, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৭।১ ॥ প্রজাপতি সোম ও পয় বেদজ্ঞান দ্বারা পৃথক করে পান করেছিলেন। এর দ্বারা এ সত্য জানা যায় যে—অন্নের বিপান শুদ্ধ, অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৮।১ ॥ প্রজাপতি সুরার রস দেখে শুদ্ধ মন্ত্রে পয় ও সোম শুদ্ধ করে পৃথক করে পান করেছিলেন। এর দ্বারা এ সত্যে আসা যায়—অন্নের বিপান শুদ্ধ অতএব পয় ইন্দ্রের বীর্যপ্রদ অমৃত হোক। ৭৯।১ ॥ যেমন কেহ সীসার দ্বারা অঙ্গদ, সূত্রের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে, সেরূপ মেধাবী কবি (ক্রান্তদর্শী) অশ্বিদ্বয়, সবিতা, সরস্বতী ও বরুণ ইন্দ্রের চিকিৎসার জন্য মনে বিচার করে এ সৌত্রামণী যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছেন। ৮০।১ ॥

মন্ত্র ঃ তদস্য রূপমমৃতং শচীভির্তিস্রো দধুর্দেবতাঃ সংররাণাঃ। লোমানি শষ্পৈর্বহুধা ন তোক্মাভিস্ত্বগস্য মাং সমভবন্ন লাজাঃ ॥ ৮১ ॥ তদশ্বিনা ভিষজা রুদ্রবর্তনী সরস্বতী বয়তি পেশো অন্তরম্। অস্থি মজ্জানং মাসরৈঃ কারোতরেণ দধতো গবাং ত্বচি ॥ ৮২ ॥ সরস্বতী মনসা পেশলং বসু নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বপুঃ। রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুর্ধীরস্তসরং ন বেম ॥ ৮৩ ॥ পয়সা শুক্রমমৃতং জনিত্রং সুরয়া মূত্রাজ্জনয়ন্ত রেতঃ। অপামতিং দুর্মতিং বাধমানা ঊবধ্যং বাতং সব্বং তদারাৎ ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্রঃ সুত্রামা হৃদয়েন সত্যং পুরো-ডাশেন সবিতা জজান। যকৃৎ ক্লোমানং বরুণো ভিষজ্যন্ মতস্নে বায়ব্যৈর্ন মিনাতি পিত্তম্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ ঃ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী—এ তিন দেবতা মিলিত হয়ে ইন্দ্রের অমর রূপ কর্মাঙ্গের সাথে যুক্ত করেছেন। ইন্দ্রের রোমগুলি বিরূঢ় ব্রীহির সাথে, এর ত্বক বিরূঢ় যবের সাথে এবং লাজের সাথে এর মাংস যুক্ত করেছেন। ৮১।১ ॥ রুদ্রের মত পথ যাদের সে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী গাভীর চর্মে সুরা স্থাপন করে ইন্দ্রের শরীরের অন্তর্বর্তী রূপ যুক্ত করেছেন, শষ্পাদিচূর্ণ চরুর দ্বারা অস্থি, গলন বস্ত্রে মজ্জা যুক্ত করেছেন। ৮২।১ ॥ অশ্বিদ্বয়ের সাথে সরস্বতী ইন্দ্রের দর্শনীয় বপু সৃষ্টি করেছেন। মনে বিচার করে স্বর্ণের মত রূপ, সুরার লোহিত রস, মাদক ক্লিন্ন সুরাকন্দ তসর ও বেমার কাজ করেছে। ৮৩।১ ॥ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী দুগ্ধের দ্বারা ইন্দ্রের শুক্র, অনশ্বর, জননশীল বীর্য উৎপন্ন করেছিলেন। নিকটে থেকে আমাশয়গত অন্ন (ঊবধ্য), পক্বাশয়গত অন্ন (সব) এবং সুরার দ্বারা মূত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তারা দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে সদ্বুদ্ধি দিয়েছিলেন। ৮৪।১ ॥ সুরক্ষক ইন্দ্র পুরোডাশদেবতা। ইন্দ্রের হৃদয় দ্বারা হৃদয় উৎপন্ন হয়েছে। সবিতা পুরোডাশের দ্বারা ইন্দ্রের সত্য সৃষ্টি করেছেন। বরুণ ইন্দ্রের চিকিৎসা করে যকৃৎ ও গলনাড়ী সৃষ্টি করেছেন। বায়ব্যের দ্বারা হৃদয়ের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থি ও পিত্ত নির্মিত হয়েছে। ৮৫।১ ।

টীকা ঃ ৮১। এখান থেকে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত রূপকভাবে ইন্দ্রের সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলির অর্থ হুবহু ভাষ্যানুযায়ী রাখা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ আন্ত্রাণি স্থালীর্মধু পিন্বমানা গুদাঃ পাত্রাণি সুদুঘা ন ধেনুঃ। শ্যেনস্য পত্রং ন প্লীহা শচীভিরাসন্দী নাভিরুদরং ন মাতা ॥ ৮৬ ॥ কুম্ভো বনিষ্ঠু-র্জনিতা শচীভির্যস্মিন্নগ্রে যোন্যাং গর্ভো অন্তঃ। প্লাশির্ব্যক্তঃ শতধার উৎসো দুহে ন কুম্ভী স্বধাং পিতৃভ্যঃ ॥ ৮৭ ॥ মুখং সদস্য শির ইৎ সতেন জিহ্বা পবিত্রমশ্বিনাসন্ত্‌ সরস্বতী। চপ্যং ন পায়ুর্ভিষগস্য বালো বস্তির্ন শেপো হরসা

তরস্বী ।। ৮৮ ।। অশ্বিভ্যাং চক্ষুরমৃতং গ্রহাভ্যাং ছাগেন তেজো হবিষা শৃতেন। পক্ষ্মাণি গোধূমৈঃ কুবলৈরুতানি পেশো ন শুক্রমসিতং বসাতে ।। ৮৯ ।। অবির্ন মেষো নসি বীর্যায় প্রাণস্য পন্থা অমৃতো গ্রহাভ্যাম্। সরস্বত্যুপবাকৈর্ব্যানং নস্যানি বর্হির্বদরৈর্জজান ।। ৯০ ।।

অনুবাদ : মধু সিঞ্চনকরেী স্থালী আন্ত্ররূপ হয়েছিল, পাত্র ও দুগ্ধবতী গাভী গুহ্যস্থান হয়েছিল, শ্যেনপত্র প্লীহা, জননীস্থানীয়া আসন্দী কর্মের দ্বারা নাভি ও উদর হয়েছিল। ৮৬।১ ॥ কুম্ভ কর্মের দ্বারা স্থূল আন্ত্র উৎপন্ন করেছে, যে কুম্ভের মধ্যে প্রথমে সুরারূপ গর্ভ ছিল। কূপতুল্য কুম্ভ স্পষ্ট শিশ্ন হয়েছিল। কুম্ভী (সুরাধানী) পিতৃগণের জন্য অন্ন পূর্ণ করে। ৮৭।১ ।। সত (পাত্রবিশেষ) ইন্দ্রের মুখ, সতের মত এর মস্তক, পবিত্র এর জিহ্বা এবং অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী এর মুখে ছিল। চপ্য পায়ু ইন্দ্রিয় এবং বেগবান সুরাগলন বস্ত্র ইন্দ্রের বৈদ্য, গুহ্য ও লিঙ্গ হয়েছিল। ৮৮।১ ।। গ্রহরূপ অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের চক্ষু সৃষ্টি করে তা অনশ্বর করেছিল। তারা ছাগরূপ পক্ব হবির দ্বারা চক্ষুর তেজ, গোধূমের দ্বারা পক্ষ্ম, কুলের দ্বারা চক্ষুর লোম এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণে চক্ষুর রূপ আচ্ছন্ন করেছিল। ৮৯।১ ।। সারস্বত মেষ ইন্দ্রের নাসিকায় বীর্যের জন্য অবস্থিত, সারস্বত গ্রহদ্বয়ের দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ অনশ্বর করা হয়েছে। সরস্বতী যবাঙ্কুরের দ্বারা ইন্দ্রের ব্যানবায়ু এবং কুলের দ্বারা নাসিকার লোমগুলি সৃষ্টি করেছেন। ৯০।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রস্য রূপমৃষভো বলায় কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রমমৃতং গ্রহাভ্যাম্। যবা ন বর্হির্ভ্রুবি কেসরাণি কর্কন্ধু জজ্ঞে মধু সারঘং মুখাৎ ।। ৯১ ।। আত্মন্নুপস্থে ন বৃকস্য লোম মুখে শ্মশ্রূণি ন ব্যাঘ্রলোম। কেশা ন শীর্ষন্যশসে শ্রিয়ৈ শিখা সিংহস্য লোম ত্বিষিরিন্দ্রিয়াণি ।। ৯২ ।। অঙ্গান্যাত্মন্ ভিষজা তদশ্বিনাত্মানমঙ্গৈঃ সমধাৎ সরস্বতী। ইন্দ্রস্য রূপং শতমানমায়ুশ্চন্দ্রেণ জ্যোতিরমৃতং দধানাঃ ।। ৯৩ ।। সরস্বতী যোন্যাং গর্ভমন্তরশ্বিভ্যাং পত্নী সুকৃতং বিভর্তি। অপাং রসেন বরুণো ন সাম্নেন্দ্রং শ্রিয়ৈ জনয়ন্নপ্সু রাজা ।। ৯৪ ।। তেজঃ পশূনাং হবিরিন্দ্রিয়াবৎ পরিস্রুতা পয়সা সারঘং মধু। অশ্বিভ্যাং দুগ্ধং ভিষজা সরস্বত্যা সুতাসুতাভ্যামমৃতঃ সোম ইন্দুঃ ।। ৯৫ ।।

[কাণ্ড-৯৫, মন্ত্র-১২০]

অনুবাদ : ঋষভ সামর্থ্যের জন্য ইন্দ্রের রূপ সৃষ্টি করেছেন, গ্রহদ্বয় কর্ণের ছিদ্রে শ্রোত্রেন্দ্রিয় স্থাপন করেছেন। যব ও বর্হি ভ্রূর লোম এবং কুল মুখ থেকে মধুতুল্য লালা সৃষ্টি করেছে। ৯১।১ ।। শরীরে ও গুহ্যে যে লোম, তা বৃকের, মুখে যে শ্মশ্রু, তা ব্যাঘ্রের লোম. মস্তকে যশের জন্য যে কেশ, শোভার জন্য যে শিখা, যে কান্তি ও ইন্দ্রিয়বর্গ, সে সকল সিংহের লোম। ৯২।১ ।। দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় নিজের অঙ্গ ও সরস্বতী অঙ্গের সাথে আত্মা যুক্ত করেছিল। তারা ইন্দ্রের জগৎপূজ্য রূপ ও আয়ু চন্দ্রের জ্যোতির সাথে অনশ্বর করেছিল। ৯৩।১ ।। সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের পত্নী হয়ে ইন্দ্ররূপ গর্ভ ধারণ করেছিল। জলের রাজা বরুণ জলের রসে ইন্দ্রের শ্রী বৃদ্ধি করেছিল। ৯৪।১ ।। দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী পশুসম্বন্ধি বলযুক্ত হবি, পরিস্রুৎ, দুগ্ধ ও মধু গ্রহণ করে ইন্দ্রের জন্য তেজরূপ দুগ্ধ এবং পরিস্রুৎ ও দুগ্ধ থেকে অমৃতরূপ ঐশ্বর্য ও সোম দোহন করেছিল। ৯৫।১ ।।

বিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ক্ষত্রস্য যোনিরসি ক্ষত্রস্য নাভিরসি। মা ত্বা হিংসীন্মা মা হিংসীঃ ॥ ১ ॥ নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ। মৃত্যোঃ পাহি বিদ্যোৎ পাহি ॥ ২ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চসায়াভি ষিঞ্চামি। সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামীন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভি ষিঞ্চামি ॥ ৩ ॥ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গলং সত্যরাজন্ ॥ ৪ ॥ শিরো মে শ্রীর্যশো মুখং ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রূণি। রাজা মে প্রাণো অমৃতং সম্রাট্ চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ তুমি ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান, তুমি ক্ষত্রিয়ের নাভি (বন্ধন) স্থান। সে তোমায় হিংসা না করুক, তুমি আমায় হিংসা না কর। ১।২ ॥ ধৃতব্রত, শোভনসঙ্কল্প, অনিষ্টের নিবারক সে যজমান, রাজ্যের জন্য প্রজাগণের মধ্যে উপবিষ্ট। অকাল মরণ থেকে আমায় রক্ষা কর, বিদ্যুৎপাৎ থেকে আমায় রক্ষা কর। ২।১ ॥ সবিতা দেবের আজ্ঞায়, অশ্বিনীদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা, পূষা দেবতার হস্ত দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। হে যজমান, কান্তি ও কীর্তির জন্য অশ্বিনীদ্বয়ের বৈদ্যকর্ম দ্বারা তোমায় অভিষিক্ত করছি; অন্নভক্ষণের সামর্থের জন্য সরস্বতীর ভিষককর্মের দ্বারা তোমায় অভিষিক্ত করছি, বল, সমৃদ্ধি ও যশের জন্য ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় সামর্থের দ্বারা তোমায় অভিষিক্ত করছি। ৩।৩ ॥ হে যজমান, তুমি প্রজাপতিরূপ, শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি তুমি, প্রজাপতি পদ প্রাপ্তির জন্য এবং প্রজাপতি ভাবের জন্য তোমায় অভিষিক্ত করছি। (অধ্বর্যু দ্বারা পৃষ্ট যজমান লোকদের আহ্বান করেছেন। হে শোভনকীর্তি-সম্পন্ন, হে সুমঙ্গল, হে সত্যরাজ, এস ॥ ৪।২ ॥ আমার মস্তকে শোভা, মুখে যশ, কেশ ও শ্মশ্রুতে দীপ্তি, দীপ্যমান আমার মুখবায়ু অমৃতময় হোক। চক্ষু ইন্দ্রিয় সম্যক্‌রূপে ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় বিবিধরূপে শোভা পাক। ৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ জিহ্বা মে ভদ্রং বাঙ্‌মহো মনো মন্যুঃ স্বরাড্ ভামঃ। মোদাঃ প্রমোদা অঙ্গুলীরঙ্গানি মিত্রং মে সহঃ ॥ ৬ ॥ বাহূ মে বলমিন্দ্রিয়ং হস্তৌ মে কর্ম বীর্যম্। আত্মা ক্ষত্রমুরো মম ॥ ৭ ॥ পৃষ্ঠীর্মে রাষ্ট্রমুদরমংসৌ গ্রীবাশ্চ শ্রোণী। ঊরূ অরত্নী জানুনী বিশো মেঽঙ্গানি সর্বতঃ ॥ ৮ ॥ নাভির্মে চিত্তং বিজ্ঞানং পায়ুর্মেঽপচিতির্ভসৎ। আনন্দনন্দাবাণ্ডৌ মে ভগঃ সৌভাগ্যং পসঃ। জঙ্ঘাভ্যাং পদ্‌ভ্যাং ধর্মোঽস্মি বিশি রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৯ ॥ প্রতি ক্ষত্রে প্রতি তিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রত্যশ্বেষু প্রতি তিষ্ঠামি গোষু। প্রত্যঙ্গেষু প্রতি তিষ্ঠাম্যাত্মন্ প্রতি প্রাণেষু প্রতি তিষ্ঠামি পুষ্টে প্রতি দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রতি তিষ্ঠামি যজ্ঞে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ আমার জিহ্বা কল্যাণরূপ হোক, বাগিন্দ্রিয় পূজ্য হোক, মন ক্রোধরূপ হোক। ক্রোধ অপ্রতিহত ভাবে বিরাজ করুক। আমার অঙ্গুলিগুলি আনন্দরূপ হোক, অঙ্গ হর্ষযুক্ত হোক এবং আমার মিত্র শত্রুনাশক হোক। ৬।১ ॥ আমার বাহুদ্বয় বলযুক্ত হোক, ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম হোক, হস্তদ্বয় সৎকর্ম কুশল সামর্থ্যযুক্ত হোক, আমার অন্তরাত্মা ও হৃদয় দুর্বলের ত্রাণকারক হোক ॥ ৭।২ ॥ আমার পৃষ্ঠদেশ রাষ্ট্রের মত সকলের আধার হোক। আমার উদর, স্কন্ধদ্বয়, কণ্ঠদেশ, কটি, ঊরুদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয় ও সকল অঙ্গ প্রজার মত পোষ্য হোক। ৮।১ ॥

আমার নাভি অন্নরূপ হোক, আমার পায়ু বিজ্ঞানরূপ হোক, আমার ভগ প্রজারূপ হোক ; আমার পত্নী আনন্দযুক্ত হোক, আমার ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি সর্বদা ভোগযোগ্য হোক, জঙ্ঘা, পা প্রভৃতি সর্বাঙ্গে আমি ধর্মরূপ, অতএব প্রজাগণের আমি রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত। ৯।১ ॥ আমি ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠাযুক্ত হব। রাষ্ট্রে, অশ্বে, গাভীতে, হস্তপদাদি প্রতি অবয়বে, আত্মায়, প্রাণে, পুষ্টি, সমৃদ্ধি, স্বর্গলোক, ইহলোক এবং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে আমি প্রতিষ্ঠিত হব। ১০।২ ॥

মন্ত্র ঃ ত্রয়া দেবা একাদশ ত্রয়স্ত্রিংশাঃ সুরাধসঃ। বৃহস্পতিপুরোহিতা দেবস্য সবিতুঃ সবে। দেবা দেবৈরবন্তু মা ॥ ১১ ॥ প্রথমা দ্বিতীয়ৈর্দ্বিতীয়া স্তৃতীয়ৈ-স্তৃতীয়াঃ সত্যেন সত্যং যজ্ঞেন যজ্ঞো যজুর্ভির্যজূংষি সামভিঃ সামানৃগ্ভির্ঋচঃ পুরোহনুবাক্যাভিঃ পুরোহনুবাক্যা যাজ্যাভির্যাজ্যা বষট্‌কারৈর্বষট্‌কারা আহুতিভি-রাহুতয়ো মে কামান্‌সমর্ধয়ন্তু ভূঃ স্বাহা ॥ ১২ ॥ লোমানি প্রযতির্মম ত্বঙ্‌ম আনতিরাগতিঃ। মাংসং ম উপনতির্বস্বস্থি মজ্জা ম আনতিঃ ॥ ১৩ ॥ যদ্দেবা দেবহেডনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্‌। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১৪ ॥ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চকৃমা বয়ম্‌। বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বং-হসঃ। ১৫ ॥।

অনুবাদ ঃ বৃহস্পতি যাদের পুরোহিত, সবিতা দেবতার আজ্ঞায় বর্তমান, দীপ্যমান শোভন ধন বিশিষ্ট তেত্রিশ দেবতা দেবগণের সাথে আমাকে রক্ষা করুক। ১১।১ ॥ প্রথম দেবতা দ্বিতীয়ের সাথে, দ্বিতীয় তৃতীয়ের সাথে, তৃতীয় সত্যের সাথে, সত্য যজ্ঞের সাথে, যজ্ঞ যজুর সাথে, যজু সামের সাথে, সাম ঋকের সাথে, ঋক পুরোনুবাক্যের সাথে, পুরোনুবাক্যা যাজ্যার সাথে, যাজ্যা বষট্‌কারের সাথে, বষট্‌কার আহুতির সাথে, এ তেত্রিশ দেবতার দ্বারা রক্ষিত আহুতিগুলি আমার কামনা পূর্ণ করুক। ভূঃ স্বাহা—এ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১২।১। আমার লোমগুলি যত্নপর হয়, আমার ত্বক্‌, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি সপ্ত ধাতু জগতের বশীকরণে সমর্থ, তাদের দেখে প্রাণিগণ আমার নিকট আসে ও প্রণাম করে। ১৩।১ ॥ হে দীপ্যমান দেবগণ, আমরা দেবতার প্রতি যে অপরাধ করেছি, অগ্নি সে অপরাধ ও সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১৪ ১ ॥ দিনে ও রাতে আমরা যে পাপ করেছি, বায়ু সে পাপ ও সকল ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে আমাকে রক্ষা করুক। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ যদি জাগ্রদ্যদি স্বপ্ন এনাংসি চকৃমা বয়ম্‌। সূর্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১৬ ॥ যদ্‌গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে। যচ্ছূদ্রে যদর্যে যদেনশ্চকৃমা বয়ং যদেকস্যাধি ধর্মণি তস্যাবযজনমসি ॥ ১৭ ॥ যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ। অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরু-রসি নিচুম্পুণঃ। অব দেবৈর্দেবকৃতমেনোঽযক্ষ্যব মর্ত্যৈর্মর্ত্যকৃতং পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি ॥ ১৮ ॥ সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাপঃ। সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১৯ ॥ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণ বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নে যে পাপ আমরা করেছি, সূর্য সে পাপ ও সকল অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত করুক। ১৬।১ ॥ গ্রামে, অরণ্যে, সভায়, ইন্দ্রিয় বিষয়ে, দেবতায়, শূদ্রে, বৈশ্যে যে পাপ আমরা করেছি এবং পত্নী ও যজমানের মধ্যে একের কর্মবিষয়ে যে পাপ আমরা করেছি, সে সকল পাপের নাশক তুমি

হও। ১৭।১ ॥ বেদাদি বাক্যে হিংসা করে যে পাপ করেছি, হে বরুণ, সে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। হে অবভৃথ মন্দগামী দেব, মন্দগতি জনের ধারণার অতীত হলেও আমাদের নিকট স্থির হও, আমরা যেন তোমাকে ধারণা করতে পারি। দেবতার প্রতি জ্ঞানকৃত, মানুষের প্রতি মানুষোচিত আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি এ কর্মের দ্বারা দূর হোক। হে দেব, বহু অনিষ্টজনক সংসার বন্ধন থেকে আমাদের পরিত্রাণ কর। ১৮।১ ॥ হে সোম, সমুদ্রের মত অগাধ জল মধ্যে তোমার যে হৃদয় আছে, সেখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। সেখানে তোমার মধ্যে ওষধি ও জল প্রবেশ করুক,। যারা আমাদের মিত্র, জল ওষধি সকল তাদের সুমিত্র হোক, যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, জল ও ওষধিসকল তাদের অমিত্র হোক। ১৯।১ ॥ কাষ্ঠময় পাদুকা ত্যাগে যেমন পাদুকাদোষ থেকে পৃথক হওয়া যায়, স্বেদযুক্ত অবস্থায় যেমন স্নানের দ্বারা মল থেকে পৃথক হওয়া যায়, কম্বলময় পবিত্রের দ্বারা গলিত ঘৃত যেমন কীট থেকে পৃথক হয়, সেরূপ জল আমাকে পাপ থেকে পৃথক করুক। ২০।১ ॥

মন্ত্র : উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ অপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমসৃক্ষ্মহি। পয়স্বানগ্ন আহগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ২২ ॥ এধোঽস্যেধিষীমহি সমিদসি তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। সমাববর্তি পৃথিবী সমুষাঃ সমু সূর্যঃ। সমু বিশ্বমিদং জগৎ। বৈশ্বানরজ্যোতির্ভূয়াসং বিভূন্ কামান্ ব্যশ্নবৈ ভূঃ স্বাহা ॥ ২৩ ॥ অভ্যা দধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি। ব্রতং চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ॥ ২৪ ॥ যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ। তঁল্লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেষং যত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : তমোবহুল এ লোক থেকে নির্গত হয়ে আমরা উৎকৃষ্টতর স্বর্গ ও দেবলোকে সূর্য দেখে উত্তম জ্যোতি (ব্রহ্মরূপ) প্রাপ্ত হয়েছে। ২১।১ ॥ হে অগ্নি, যে আমি অবভৃথ কর্মে জল লাভ করেছি, জলে সংসৃষ্ট ও জলযুক্ত হয়ে এসেছি, সে আমার ব্রহ্মবর্চের দ্বারা, পুত্রাদির দ্বারা ও ধনের দ্বারা যুক্ত কর। ২২।১ ॥ হে সমিৎ, তুমি দীপ্ত হও, তোমার প্রসাদে আমরা ধন সমৃদ্ধি লাভ করব। সম্যক্ দীপ্ত কর জন্য তুমি সমিৎ, তুমি তেজরূপ, আমাতে তেজ ধারণ কর। পৃথিবীর সম্যক আবর্তন হচ্ছে, দিন, সূর্য ও এ জগতের আবর্তন হচ্ছে। আমি ব্রহ্মরূপ হয়েছি, মহান কামনা লাভ করব। 'ভূঃ স্বাহা' মন্ত্রে ব্রহ্মার আহুতি দিচ্ছি, আমার যাগ সম্পন্ন হোক। ২৩।৪ ॥ হে কর্মের পালক অগ্নি, তোমাকে সমিধের দ্বারা আহুতি দিচ্ছি, তাতে দীক্ষিত হয়ে আমি কর্ম ও শ্রদ্ধা লাভ করব। তোমাকে আমি দীপ্ত করছি। ২৪।১ ॥ সে পবিত্র লোক আমি জেনেছি, যেখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একসঙ্গে বিচরণ করে, যেখানে অগ্নির সাথে দেবগণ বিচরণ করে, সে দেবলোক আমি লাভ করব। ২৫।১ ॥

টীকা : ২৩। এ কণ্ডিকায় পৃথিবীর আবর্তনের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্র : যত্রেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ। তঁল্লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেষং সেদির্ন বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥ অংশুনা তে অংশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুঃ। গন্ধস্তে সোমমবতু মদায় রসো অচ্যুতঃ ॥ ২৭ ॥ সিঞ্চন্তি পরি ষিঞ্চন্ত্যুৎসিঞ্চন্তি পুনন্তি চ। সুরায়ৈ বভ্র্বৈ মদে কিন্ত্বো বদতি কিন্ত্বঃ ॥ ২৮ ॥ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥ ২৯ ॥ বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্। যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : যে লোকে ইন্দ্র ও বায়ু একসাথে চলে, যেখানে অন্নাভাব জনিত

দঃখ নেই, সে পণ্য লোক আমি জেনেছি। ২৬।১ ॥ তোমার ভাগ সোমের ভাগের সাথে যুক্ত হোক, তোমার পর্ব সোমের পর্বের সাথে, তোমার অনশ্বর গন্ধ ও রস সোমের সাথে মত্ততার জন্য মিলিত হোক। ২৭।১ ॥ শত্রুবর্গ সুরায় মত্ত হয়ে ইন্দ্র 'তুমি কার, তুমি কার' এরূপ অপরের তিরস্কার সূচক বাক্য বলে। যাকে ঋত্বিকগণ পাত্রে সিঞ্চন করে, দুগ্ধাদির সাথে যুক্ত করে ও পবিত্র করে। ২৮।১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রাতঃকালে আমাদের পুরোডাশ ভোগ কর, যাতে ধান্যজাত, যবজাত, অপূপ (পিষ্ট) ও স্তুতিযুক্ত উকথ শস্ত্র আছে। ২৯।১ ॥ হে ঋত্বিকগণ, তোমরা ইন্দ্রের জন্য বৃত্রনাশক সামগান কর, সত্যবর্ধক দেবগণ যে সামগানে ইন্দ্রের দীপ্যমান, অবিনশ্বর তেজ উৎপন্ন করেছিল। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩১ ॥ যো ভূতানামধিপতি র্যস্মিল্লোকা অধি শ্রিতাঃ। য ঈশে মহতো মহাংস্তেন গৃহ্ণামি ত্বামহং ময়ি গৃহ্ণামি ত্বামহম্ ॥ ৩২ ॥ উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বা সরস্বত্যৈ ত্বেন্দ্রায় ত্বা সুত্রাম্ণে এষ তে যোনিরশ্বিভ্যাং ত্বা সরস্বত্যৈ ত্বেন্দ্রায় ত্বা সুত্রাম্ণে ॥ ৩৩ ॥ প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ শ্রোত্রপাশ্চ মে। বাচো মেবিশ্ব-ভেষজো মনসোঽসি বিলায়কঃ ॥ ৩৪ ॥ অশ্বিনকৃতস্য তে সরস্বতিকৃতস্যেন্দ্রেণ সুত্রাম্ণা কৃতস্য। উপহূত উপহূতস্য ভক্ষয়ামি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : হে অধ্বর্যু, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম কম্বলময় পবিত্রে সিঞ্চন কর এবং ইন্দ্রের পানের জন্য তা শোধন কর। ৩১।১ ॥ যে পরমাত্মা প্রাণিগণের পালক, যাতে সমস্ত ভুবন আশ্রিত, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট ও মহত্ত্বগণের নিয়ামক, তার জন্য হে গ্রহ, তোমাকে গ্রহণ করছি এবং পরমাত্মভাব প্রাপ্ত আমার জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৩২।১ ॥ হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে, সরস্বতীর উদ্দেশে ও সুরক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, অশ্বিদ্বয়ের জন্য, সরস্বতীর জন্য ও সুরক্ষক ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৩৩।১ ॥ হে গ্রহ, তুমি আমার প্রাণের রক্ষক, অপানের রক্ষক, চক্ষুর পালক, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের পালক, বাগিন্দ্রের ঔষধস্বরূপ ও মনের নিবর্তক আত্মজ্ঞানপ্রদ। ৩৪।১ ॥ হে গ্রহ, অশ্বিনীদ্বয়ের দ্বারা, সরস্বতীর দ্বারা ও সুরক্ষক ইন্দ্রের দ্বারা দৃষ্ট হয়েছ; ঋত্বিকগণের আদেশে আমি তোমাকে ভক্ষণ করছি। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র : সমিদ্ধ ইন্দ্র উষসামনীকে পুরোরুচা পূর্বকৃদ্বাবৃধানঃ। ত্রিভি-র্দেবৈস্ত্রিংশতা বজ্রবাহুর্জঘান বৃত্রং বি দুরো ববার ॥ ৩৬ ॥ নরাশংসঃ প্রতি শূরো মিমানস্তনূনপাৎ প্রতি যজ্ঞস্য ধাম। গোভির্বপাবান্ মধুনা সমঞ্জন্ হিরণ্যৈশ্চন্দ্রী যজতি প্রচেতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ঈড়িতো দেবৈর্হরিবাঁ অভিষ্টিরাজুহ্বানো হবিষা শর্ধমানঃ। পুরন্দরো গোত্রভিদ্বজ্রবাহুরা যাতু যজ্ঞমুপ নো জুষাণঃ ॥ ৩৮ ॥ জুষাণো বর্হির্হরিবান্ ন ইন্দ্রঃ প্রাচীনং সীদৎ প্রদিশা পৃথিব্যাঃ। উরুপ্রথাঃ প্রথমানং স্যোনমাদিত্যৈরক্তং বসুভিঃ সজোষাঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রং দুরঃ কবষ্যো ধাবমানা বৃষাণং যন্তু জনয়ঃ সুপত্নীঃ। দ্বারো দেবীরভিতো বি শ্রয়ন্তাং সুবীরা বীরং প্রথমানা মহোভিঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : যিনি সন্দীপ্ত, যিনি আদিত্যরূপে প্রত্যুষে পূর্বদিকে আলোক ছড়িয়ে দেন, যিনি তেত্রিশ দেবতার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত, যিনি বজ্রবাহু, সে ইন্দ্র বৃত্র বধ করে তার পুরদ্বার শূন্য করেছেন। ৩৬।১ ॥ প্রাজ্ঞ যজমান প্রতিদিন সে ইন্দ্রের যাগ করে, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রমন্ত্রে যার স্তুতি করে, যিনি প্রতিটি যজ্ঞের জ্ঞাতা, যিনি

অগ্নিরূপে শরীরের রক্ষক, যিনি মধুর স্বাদযুক্ত ঘৃতের ভক্ষক ও স্বর্ণযুক্ত। ৩৭।১॥ যিনি দেবগণের দ্বারা পূজিত, অশ্বযুক্ত, চারদিকে যার যজ্ঞবিস্তৃত, যিনি হবির জন্য ঋত্বিকদের দ্বারা আহূত, অতিশয় বলশালী, শত্রুর নগর যিনি বিদীর্ণ করেন, যিনি গোত্রভিৎ, বজ্রবাহু, সে ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞের সেবা করতে আসুক। ৩৮।১॥ অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভূমির উপদেষ্টা, প্রথিতযশা, আদিত্য, বসু ও মরুদ্গণের দ্বারা রঞ্জিত বিস্তীর্ণ সুখরূপ আসনে উপবেশন করে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র আমাদের পূর্ব প্রদেশে আসুন। ৩৯।১॥ শোভন সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন পতির প্রতি ধাবিত হয়, সেরূপ যজ্ঞগৃহের দ্বারগুলি কামবর্ষী বীর ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হচ্ছে, যে দ্বারে জনগণ শব্দ করে, যা ঋত্বিকগণে ও উৎসবে পূর্ণ। ইন্দ্রকে পেয়ে দ্বারদেবীগণ নিবৃত্ত হোক। ৪০।১॥

টীকা ঃ ৩৭। 'নরাশংস' ও 'তনূনপাৎ'—শব্দ দুটির ভাষ্যকার বহুবিধ অর্থ করেছেন। নর অর্থাৎ ঋত্বিকদের শস্ত্র মন্ত্রে যিনি স্তুত। অথবা যাস্কাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন—'নরা অস্মিন্ আসীনাঃ সংশন্তি' (নিরু ৮।৬) অর্থাৎ লোকেরা যেখানে বসে স্তব পাঠ করে—যজ্ঞ। 'তনূনপাৎ'—তনু শব্দে যিনি সৃষ্টি বিস্তার করেছেন প্রজাপতি মরীচি, তার নপাৎ অর্থাৎ পৌত্র—কশ্যপের পুত্র। অথবা তনু অর্থাৎ শরীর যিনি পাতন করেন না, জঠর অগ্নি রূপে রক্ষা করেন, তিনি অর্থাৎ অগ্নি। কিম্বা যিনি ভোগ বিস্তার করেন—গাভী, তার পৌত্র অর্থাৎ ঘৃত। গাভী থেকে দুগ্ধ হয় এবং দুগ্ধ থেকে ঘৃত হয় এজন্য ঘৃত গাভীর পৌত্র।

মন্ত্র ঃ উষাসানক্তা বৃহতী বৃহন্তং পয়স্বতী সুদুঘে শূরমিন্দ্রম্। তন্তুং ততং পেশসা সংবয়ন্তী দেবানাং দেবং যজতঃ সুরুক্মে॥ ৪১॥ দৈব্যা মিমানা মনুষঃ পুরুত্রা হোতারাবিন্দ্রং প্রথমা সুবাচা। মূর্ধন্ যজ্ঞস্য মধুনা দধানা প্রাচীনং জ্যোতির্হবিষা বৃধাতঃ॥ ৪২॥ তিস্রো দেবীর্হবিষা বর্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়ো ন পত্নীঃ। অচ্ছিন্নং তন্তুং পয়সা সরস্বতীড়া দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ॥ ৪৩॥ ত্বষ্টা দধচ্ছুষ্মমিন্দ্রায় বৃষ্ণেঽপাকোঽচিষ্টুর্যশসে পুরূণি। বৃষা যজন্বৃষণং ভূরিরেতা মূর্ধন্ যজ্ঞস্য সমনক্তু দেবান্॥ ৪৪॥ বনস্পতিরবসৃষ্টো ন পাশৈস্ত্মন্যা সমঞ্জঞ্ছমিতা ন দেবঃ। ইন্দ্রস্য হব্যৈর্জঠরং পৃণানঃ স্বদাতি যজ্ঞং মধুনা ঘৃতেন॥ ৪৫॥

অনুবাদ ঃ লোকে বস্ত্রের জন্য যেমন তন্তু বিস্তার করে, সেরূপ শোভন কান্তিযুক্তা, বৃহতী, পয়স্বতী উষা ও রাত্রি মহান, বিক্রান্ত, সকল দেবগণের পূজ্য ইন্দ্রের সাথে বিচিত্ররূপে মিলিত হোক॥ ৪১।১॥ বহু যজ্ঞের নির্মাতা, মানুষ হোতার প্রথম, সুবাক, যজ্ঞের প্রধান অংশে ইন্দ্রের স্থাপন করে দৈব হোতা অগ্নি ও বায়ু পূর্বদিকে বর্তমান জ্যোতি মধুর হবির দ্বারা বর্ধন করছে। ৪২।১॥ সরস্বতী, ইড়া ও ভারতী—এ তিন দেবী হবির দ্বারা বিঘ্নরহিত করে সাধ্বী পত্নীর মত ইন্দ্রের সেবা করে সাগ স্থানে শীঘ্র যায়॥ ৪৩।১॥ যশস্বী কামবর্ষী ইন্দ্রের বহুবলদাতা, শ্রেষ্ঠ, গমনশীল, অভীষ্টপ্রদ, ইন্দ্রের পূজক, সকলের জনক ত্বষ্টা আহবনীয় যজ্ঞে দেবতাদের ভোজন করান। ৪৪।১॥ ব্যাধ যেমন জালে পশুর বন্ধন করে, সেরূপ হব্যের দ্বারা ইন্দ্রের উদর পূর্ণ করে, যেন আদিষ্ট হয়ে নিয়ন্ত্রিত পশুর সংযোজন করে, বনস্পতি দেব (যূপ) মধু ও ঘৃতে যজ্ঞ আস্বাদন করুক। ৪৫।১॥

মন্ত্র ঃ স্তোকানামিন্দুং প্রতি শূর ইন্দ্রো বৃষায়মাণো বৃষভস্তুরাষাট্। ঘৃতপ্রুষা মনসা মোদমানাঃ স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্॥ ৪৬॥ আ যাত্বিন্দ্রোঽবস

উপ ন ইহ॒ত্তঃ সধমদম্ভ॒ শূরঃ। বৃত্র॒ধানস্তবিবীর্যস্য পূর্বী দৌর্ন ক্ষত্রমভিভূতি পুষ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥ আ নূ ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাদভিষ্টিকৃদবসে যাসদূগ্রঃ। ওজিষ্ঠেভি-র্নৃপতির্বজ্রবাহুঃ সঙ্গে সমৎসু তুর্বণিঃ পৃতন্যূন্ ॥ ৪৮ ॥ আ ন ইন্দ্রো হরিভি-র্যাত্বচ্ছার্বাচীনোঽবসে রাধসে চ। তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শীমং যজ্ঞমনু নো বাজসাতৌ ॥ ৪৯ ॥ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্র ॥৫০ ॥

অনুবাদ : বীর, বৃষের ন্যায় গর্জনকারী, কামবর্ষী, শত্রুর পরাভবকারী ইন্দ্র এবং ঘৃতবিন্দুতে তুষ্ট, অমর স্বাহাকৃত দেবগণ ঘৃতযুক্ত সোমে তুষ্ট হোক। ৪৬।১ ॥ ইন্দ্র আমাদের রক্ষার জন্য নিকটে আসুন, এসে দেবগণের সাথে ভোজন করুন। যিনি শূর, আমাদের দ্বারা স্তুত, যার পূর্বকৃত বৃত্রবধাদি পরাক্রম স্বর্গের মত বিস্তৃত, যিনি আমাদের পরাজিত ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করে থাকেন। ৪৭।১ ॥ অভিলাষপূর্ণ-কারী, উৎকৃষ্ট, ওজস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপালক, বজ্রবাহু, দূরে ও নিকট থেকে আমাদের জন্য রক্ষার জন্য আসুন। ৪৮।১ ॥ অশ্বগুলির সাথে অভিমুখী হয়ে ইন্দ্র, রক্ষা ও ধনের জন্য আমাদের নিকট আসুন। বজ্রী, ধনবান, মহান ইন্দ্র আমাদের এ যজ্ঞে অন্নভোজনের জন্য থাকুন। ৪৯।১ ॥ রক্ষক, প্রিয়, প্রতি যজ্ঞে আহূত, বলশালী, পুরুহূত ইন্দ্রের আহ্বান করছি, সে ধনবান ইন্দ্র আমাদের বিনাশরহিত করুন ॥ ৫০।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃডীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ। বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৫১ ॥ তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়-স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম। স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু ॥ ৫২ ॥ আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ। মা ত্বা কে চিন্নি যমন্ বিং ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥৫৩ ॥ এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ। স ন স্তুতো বীরবদ্ধাতু গোমদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫৪ ॥ সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা তপ্তো ঘর্মো বিরাট্ সুতঃ। দুহে ধেনুঃ সরস্বতী সোমং শুক্রমিহেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : সুরক্ষক, ধনবান ইন্দ্র অন্নের দ্বারা আমাদের শোভন সুখকারী হোন। সে বিশ্ববেদা ইন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করুন ও অভয় [illegible]ন; তার প্রসাদে আমরা পরম ধনের অধিকারী হব। ৫১।১ ॥ আমরা ইন্দ্রের সুবুদ্ধিতে থাকব, তিনি আমাদের সুমতি ও মন কল্যাণপ্রদ করুন। যজ্ঞ-সম্পাদক, সুরক্ষক, ধনবান সে ইন্দ্র আমাদের দূরাগত দুর্ভাগ্য দূর করে পৃথক করুন। ৫২।১ হে ইন্দ্র, গভীরনাদ ও ময়ূরের মত বর্ণযুক্ত অশ্বের সাথে তুমি এস। ব্যাধ যেমন জালে পক্ষিদের বাঁধে, সেরূপে আগত তোমায় কেহ না বাঁধুক। পথিক যেমন মরুপথ পার হয়ে চলে, সেরূপ তুমি পরিপন্থিদের অতিক্রম করে এস। ৫৩।১ ॥ বশিষ্ঠ গোত্রীয় মুনিগণ মন্ত্রের দ্বারা এভাবেই ইন্দ্রের পূজা করেছেন। কামবর্ষী, বজ্রবাহু সে ইন্দ্র স্তুত হয়ে পুত্রের সাথে গাভীযুক্ত ধন আমাদের দেন। হে ঋত্বিকগণ, তোমরা স্বস্তির দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা কর ।৫৪।১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অগ্নি দীপ্ত হয়েছে, প্রবর্গ্য তপ্ত হয়েছে, শোভমান সোম অভিষুত হয়েছে, প্রীত হয়ে সরস্বতী এ যজ্ঞে শুদ্ধ, ইন্দ্রের বলকারক সোম পূর্ণ করছেন, এ অবস্থায় তোমরা এস। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র : তনূপা ভিষজা সুতেঽশ্বিনোভা সরস্বতী। মধ্বা রজাংসীন্দ্রিয়মিন্দ্রায় পথিভির্বহান্ ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্রায়েন্দুং সরস্বতী নরাশংসেন নগ্নহুম্। অধাতামশ্বিনা

মধু ভেষজং ভিষজা সুতে ॥ ৫৭ ॥ আজুহ্বানা সরস্বতীন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি বীর্যম্। ইড়াভিরশ্বিনাবিষং সমূর্জং সং রয়িং দধুঃ ॥ ৫৮ ॥ অশ্বিনা নমুচেঃ সুতং সোমং শুক্রং পরিস্রুতা। সরস্বতী তমাভরদ্বর্হিষেন্দ্রায় পাতবে ॥ ৫৯ ॥ কবষ্যো ন ব্যচস্বতীরশ্বিভ্যাং ন দুরো দিশঃ। ইন্দ্রো ন রোদসী উভে দুহে কামান্ সরস্বতী ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : শরীরের রক্ষক, দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী সোম অভিষুত হলে মধু দ্বারা সকল ভুবন পূর্ণ করেন এবং যজ্ঞপথে ইন্দ্রের সামর্থ্য আনেন। ৫৬।১ ॥ সরস্বতী যজ্ঞের সাথে ইন্দ্রের জন্য সোম ও সুরা এবং দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় সোম অভিষুত হলে মধুর ঔষধ ধারণ করেন। ৫৭।১ ॥ ইন্দ্রের আহ্বান করে সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় তার ইন্দ্রিয়, সামর্থ, পশুর সাথে অন্ন ও দধি প্রভৃতি ধন দিয়েছিলেন। ৫৮।১ ॥ অশ্বিদ্বয় সুরার সাথে অভিষুত শুদ্ধ সোম নমুচির কাছ থেকে এনেছিলেন এবং সরস্বতী ইন্দ্রের পানের জন্য বর্হির দ্বারা তা পুষ্ট করেছিলেন। ৫৯।১ ॥ অশ্বিদ্বয়ের সাথে সরস্বতী ও ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী ও সছিদ্র অবকাশযুক্ত দ্বার ও সকল দিক হতে সমস্ত কামনা পূর্ণ করেছেন। ৬০।১ ॥

মন্ত্র : উষাসানক্তমশ্বিনা দিবেন্দ্রং সায়মিন্দ্রিয়ৈঃ। সঞ্জানানে সুপেশসা সমঞ্জাতে সরস্বত্যা ॥ ৬১ ॥ পাতং নো অশ্বিনা দিবা পাহি নক্তং সরস্বতি। দৈব্যা হোতারা ভিষজা পাতমিন্দ্রং সচা সুতে ॥ ৬২ ॥ তিস্রস্ত্রেধা সরস্বত্যশ্বিনা ভারতীড়া। তীব্রং পরিস্রুতা সোমমিন্দ্রায় সুষুবুর্মদম্ ॥ ৬৩ ॥ অশ্বিনা ভেষজং মধু ভেষজং নঃ সরস্বতী। ইন্দ্রে ত্বষ্টা যশঃ শ্রিয়ং রূপং রূপমধুঃ সুতে ॥ ৬৪ ॥ ঋতুথেন্দ্রো বনস্পতিঃ শশমানঃ পরিস্রুতা। কীলালমশ্বিভ্যাং মধু দুহে ধেনুঃ সরস্বতী ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ : হে অশ্বিদ্বয়, উষাকালে ও রাতে সরস্বতীর সাথে দিনে ও সায়ংকালে একমত হয়ে শোভনরূপবিশিষ্ট তোমরা বলের সাথে ইন্দ্রকে যুক্ত কর। ৬১।১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, দিনে তোমরা আমাদের রক্ষা কর। হে সরস্বতি, রাতে তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে দৈব হোতা· বৈদ্য অশ্বিদ্বয়, সোম অভিষুত হলে তোমরা একত্র হয়ে ইন্দ্রের রক্ষা কর। ৬২।১ ॥ মধ্যলোকে সরস্বতী, দ্যুলোকে ভারতী, পৃথিবীলোকে স্থিত ইড়া এবং অশ্বিদ্বয় সুরার সাথে তীব্র মদজনক সোম অভিষুত করেছেন। ৬৩।১ ॥ অশ্বিদ্বয়, আমাদের সরস্বতী ও ত্বষ্টা সোম অভিষুত হলে ঔষধ, মধুরূপ ঔষধ, কীর্তি, শ্রী, নানাপ্রকার রূপ ইন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। ৬৪।১ ॥ বনস্পতি স্তুত হয়ে প্রতিঋতুতে ইন্দ্রের জন্য সুরার সাথে অন্ন দিচ্ছেন এবং সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাথে প্রীত হয়ে মধু দিচ্ছেন। ৬৫।১ ॥

মন্ত্র : গোভির্ন সোমমশ্বিনা মাসরেণ পরিস্রুতা। সমধাতং সরস্বত্যা স্বাহেন্দ্রে সুতং মধু ॥ ৬৬ ॥ অশ্বিনা হবিরিন্দ্রিয়ং নমুচের্ধিয়া সরস্বতী। আ শুক্রমাসুরাদ্বসু মঘমিন্দ্রায় জভ্রিরে ॥ ৬৭ ॥ যমশ্বিনা সরস্বতী হবিষেন্দ্রমবর্ধয়ন্। স বিভেদ বলং মঘং নমুচাবাসুরে সচা ॥ ৬৮ ॥ তমিন্দ্রং পশবঃ সচাশ্বিনোভা সরস্বতী। দধানা অভ্যনূষত হবিষা যজ্ঞ ইন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৬৯ ॥ য ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধুঃ সবিতা বরুণো ভগঃ। স সুত্রামা হবিষ্পতির্যজমানায় সশ্চত ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ : হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা মাসর, সুরা ও গাভী প্রভৃতি পশুর সাথে অভিষুত সোম ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্পণ কর। হে স্বাহারত প্রযাজ দেবগণ, তোমরা সরস্বতীর সাথে অভিষুত মধু ইন্দ্রে অর্পণ কর। ৬৬।১ ॥ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী

বৃদ্ধি করে নমুচি নামক অসুরের কাছ থেকে ইন্দ্রের জন্য শুদ্ধ বলকারক হবি ও মহৎ ধন এনেছিলেন। ৬৭।১॥ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী হবির দ্বারা যে ইন্দ্রের বর্ধন করেছিলেন, সে ইন্দ্র নমুচি অসুরের সাথে বলবান মেঘ ভেদ করেছিলেন। ৬৮।১॥ পশুসকল, অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী একসাথে যজ্ঞে হবি ও সামর্থ দিয়ে ইন্দ্রের বৃদ্ধি করেছিলেন। ৬৯।১॥ সবিতা, বরুণ ও ভগদেব ইন্দ্রে সামর্থ দিয়েছিলেন। হবিপালক, সুরক্ষক ইন্দ্র অভীষ্টদানে যজমানের সুখ দিন। ৭০।১॥

মন্ত্র ঃ সবিতা বরুণো দধদ্যজমানায় দাশুষে। আদত্ত নমুচে র্বসু সুত্রামা বলমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭১ ॥ বরুণঃ ক্ষত্রমিন্দ্রিয়ং ভগেন সবিতা শ্রিয়ম্। সুত্রামা যশসা বলং দধানা যজ্ঞমাশত ॥ ৭২ ॥ অশ্বিনা গোভিরিন্দ্রিয়মশ্বেভির্বীর্যং বলম্। হবিষেন্দ্রং সরস্বতী যজমানমবর্ধয়ন্ ॥ ৭৩ ॥ তা নাসত্যা সুপেশসা হিরণ্যবর্তনী নরা। সরস্বতী হবিষ্মতীন্দ্র কর্মসু নোহবত ॥ ৭৪ ॥ তা ভিষজা সুকর্মণা সা সুদুঘা সরস্বতী। স বৃত্রহা শতক্রতুরিন্দ্রায় দধুরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ সুরক্ষক ইন্দ্র নমুচি অসুরের নিকট থেকে যে ধন, বল ও বীর্য এনেছিলেন, সবিতা, বরুণ ও ভগদেবতা তা হবিপ্রদানকারী যজমানকে দিন। ৭১।১॥ বরুণ, সবিতা, সুরক্ষক ইন্দ্র যজ্ঞ যোগে আছেন। তাদের মধ্যে বরুণ ত্রাণসামর্থ বীর্য, সবিতা ভাগের সাথে লক্ষ্মী, ইন্দ্র যশের সাথে বল যজমানকে দিয়ে থাকেন। ৭২।১॥ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী গাভী প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়, অশ্বের দ্বারা শরীর ও মনের সামর্থ্য এবং হবির দ্বারা ইন্দ্রের তৃপ্তি ও যজমানের বর্ধন করে থাকেন। ৭৩।১॥ স্বর্ণের দ্বারা যাদের গমনপথ জানা যায়, সে সুন্দর মানুষের আকার অশ্বিদ্বয় এবং হবিযুক্ত সরস্বতী সৌত্রামনী প্রভৃতি যাগে আমাদের রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র, তুমিও আমাদের কর্মে রক্ষা কর। ৭৪।১॥ সে শোভনকর্মযুক্ত প্রসিদ্ধ বৈদ্য অশ্বিদ্বয়, প্রীত সরস্বতী ও শতক্রতু ইন্দ্র এ ইন্দ্রের সামর্থ্য দিয়েছিল। ৭৫।১॥

টীকা ঃ ৭৪। 'হিরণ্যবর্তনী'—বেদে অনেক স্থলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এ বিশেষণ আছে। ভাষ্যকার বলেন—তারা দুজন যে পথে যায়, সেখানে তা স্বর্ণে পরিণত হয়। তার দ্বারা তাদের গমন পথ জানা যায়। ৭৫। এ স্থলে ও পরে উল্লেখ করা হয়েছে—ইন্দ্র ইন্দ্রকে ইহা দিয়েছিলেন। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন—অন্য কল্পের ইন্দ্র এ কল্পের ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। অথবা দেবগণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইন্দ্রই দাতা ও পাত্ররূপে বহুপ্রকার হয়েছিলেন।

মন্ত্র ঃ যুবং সুরামশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা। বিপিপানাঃ সরস্বতীন্দ্রং কর্মস্বাবত ॥ ৭৬ ॥ পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ। যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিক্ষ্ণক্ ॥ ৭৭ ॥ যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ। কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিং জনয় চারুমগ্নয়ে ॥ ৭৮ ॥ অহাব্যগ্নে হবিরাস্যে তে স্রুচীব ঘৃতং চম্বীব সোমঃ। বাজসনিং রয়িমস্মে সুবীরং প্রশস্তং ধেহি যশসং বৃহন্তম্ ॥ ৭৯ ॥ অশ্বিনা তেজসা চক্ষুঃ প্রাণেন সরস্বতী বীর্যম্। বাচেন্দ্রো বলেনেন্দ্রায় দধুরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বিদ্বয়, হে সরস্বতি, নমুচি অসুরে বর্তমান সুরাপাত্র নানাভাবে পান করে কর্মে ইন্দ্রের রক্ষা কর। ৭৬।১॥ মাতা পিতা যেমন পুত্রের পালন করে, হে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় মন্ত্র ও কর্মের দ্বারা সেরূপ তোমাকে পালন করেছে,

তুমি নমুচি বধ করে রম্য সোম পান করেছ। হে ধনবান ইন্দ্র, দেবী সরস্বতী তোমার সেবা করেছে। ৭৭।১॥ হে অধ্বর্যুগণ, সে অগ্নির উদ্দেশে মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ কর, যে অগ্নি অন্নরসের পানকর্তা, যার পৃষ্ঠে সোম আহুতি দেওয়া হয়, যিনি মঙ্গলবিধাতা, যাতে অশ্ব, ঋষভ, সেচনসমর্থ বৃষ, বন্ধ্যা মেষ আহুতি দেওয়া হয়। ৭৮।১॥ স্রুকে যেমন সর্বদা ঘৃত থাকে, সবনচর্মে যেমন সবসময় সোম থাকে, হে অগ্নি, সেরূপ সর্বদা আমি তোমার মুখে হবি আহুতি দিই, তুমি আমাদের অন্নের ভোগ, সুপুত্র যুক্ত ধন ও সর্বলোকস্তুত মহান যশ দাও। ৭৯।১॥ অশ্বিদ্বয় তেজের সাথে চক্ষুরিন্দ্রিয়, সরস্বতী প্রাণের সাথে বীর্য, ইন্দ্র (অন্যকল্পের) বলের সাথে বাগিন্দ্রিয় এ ইন্দ্রের জন্য দিয়েছিলেন। ৮০।১॥

মন্ত্র ঃ গোমদূ ষু ণাসত্যাশ্বাবদ্যাতমশ্বিনা। বর্ত্তী রুদ্রা নৃপাযাম্ ॥ ৮১ ॥ ন যৎপরো নান্তর আদধর্ষদ্বৃষণ্বসূ। দুঃশংসো মর্ত্যো রিপুঃ ॥ ৮২ ॥ তা ন আ বোঢ়মশ্বিনা রয়িং পিশঙ্গসন্দৃশম্। ধিষ্ণ্যা বরিবোবিদম্ ॥ ৮৩ ॥ পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ৮৪ ॥ চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে নাসত্য, শত্রুর রোদয়িতা অশ্বিদ্বয়, তোমরা গাভী ও অশ্বের সাথে ধন নিয়ে লোকেরা যেখানে সোম পান করে যে যজ্ঞের পথে যাও। ৮১।১॥ হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়, অপবাদকারী কোন স্বজন অথবা অপর মর্ত্য রিপু ইন্দ্রের পরাভব করতে সমর্থ হয় না। ৮২।১॥ হে ধারক অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের জন্য পীতবর্ণ (স্বর্ণ) অন্য ধনের প্রাপক ধন আন। ৮৩।১॥ পবিত্রকারিণী, যজ্ঞ ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। ৮৪।১॥ প্রিয় সত্যবাক্যের প্রেরয়িত্রী, শোভনবুদ্ধির প্রকটকারিণী সরস্বতী যজ্ঞ ধারণ করেন। ৮৫।১॥

মন্ত্র ঃ মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥ ৮৬ ॥ ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ৮৭ ॥ ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৮৮ ॥ ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৮৯ ॥ অশ্বিনা পিবতাং মধু সরস্বত্যা সজোষসা। ইন্দ্রঃ সুত্রামা বৃত্রহা জুষন্তাং সোম্যং মধু ॥ ৯০ ॥

[কণ্ডিকা-৯০ ঃ মন্ত্র-১০০

অনুবাদ ঃ সরস্বতী সকল ভূমিতে বৃষ্টি করান ও সমস্ত জন্তুর বুদ্ধি প্রকাশ করান, তার আমরা স্তুতি করি। ৮৬।১॥ হে বিবিধ দীপ্তিশীল ইন্দ্র, তুমি এস, এ সোম অভিষুত হয়েছে, যে সোম তোমার কামনা করে এবং যা অঙ্গুলির দ্বারা শোধন করা হয়েছে। ৮৭।১॥ সোম অভিষবকারী যজমানের হবির নিকট ঋত্বিকেরা অপেক্ষা করছে, হে ইন্দ্র, মেধাবিগণের সেবিত তুমি অনন্যপ্রেরিত হয়ে এস। ৮৮।১॥ হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, তুমি শীঘ্র যজ্ঞে হবির নিকট এস এবং সোম অভিষুত হলে আমাদের সোমরূপ হবি ধারণ কর। ৮৯।১॥ হে অশ্বিদ্বয়, সরস্বতীর সাথে প্রীত হয়ে তোমরা মধুর স্বাদযুক্ত সোম পান কর। সুরক্ষক বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী মধুর সোমময় হবির সেবা করুক। ৯০।১॥

টীকা ঃ ৮৯। ভাষ্যকার মহীধর বলেন—'চন'—শব্দের অর্থ অন্ন, এখানে সোমরূপ হবি অর্থ।

পূর্বার্ধ সমাপ্ত

উত্তরার্ধ

একবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃডয়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১ ॥ তত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেডমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ ॥ ২ ॥ ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডো অব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৩ ॥ স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃডীকং সুহবো ন এধি ॥ ৪ ॥ মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম। তুবিক্ষত্রা মজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে বরুণ, তুমি আমার এ আহ্বান শোন এবং আজ আমাদের সুখী কর। নিজের রক্ষা ইচ্ছা করে আমি তোমাকে কামনা করছি। ১।১ ॥ হে বরুণ, যে কামনায় যজমান তোমাকে হবি প্রদান করে, যজমানের সে অভীষ্ট আমি বেদের দ্বারা স্তুতি করে যাচঞা করছি। হে বহুস্তুত, এখানে ক্রোধ না করে আমার প্রার্থনা জান—আমাদের আয়ু হরণ করো না। ২।১ ॥ হে শ্রেষ্ঠ যাগকারী, হবির বাহক, অতিশয় দীপ্যমান অগ্নি, তুমি তোমার অধিকার জেনে আমাদের প্রতি বরুণদেবের ক্রোধের উপশম কর এবং সকল দুর্ভাগ্য আমাদের নিকট থেকে দূর করে দাও। ৩।১ ॥ হে অগ্নি, আজ এ উষার প্রভাতে তুমি আমাদের রক্ষক ও অতি নিকটবর্তী হও। হবি দিয়ে আমাদের বরুণের যজ্ঞ কর, তারপর সুখকর হবি ভক্ষণ কর এবং আমাদের আহ্বান শোন। ৪।১ ॥ আমাদের রক্ষার জন্য অদিতির আহ্বান করছি, যিনি শোভন কর্মের নির্মাত্রী, যজ্ঞের পালিকা, বহু বিপদে ত্রাণশীলা, অজরা, বহু গমনশীলা, সুখের আশ্রয় এবং সুখে ভজনযোগ্যা। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ৩। 'অরিত্র'—শব্দের সাধারণ অর্থ বৈঠা।

মন্ত্র ঃ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ৬ ॥ সুনাবমা রুহেয়ম-স্রবন্তীমনাগসম্। শতারিত্রাং স্বস্তয়ে ॥ ৭ ॥ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি-মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥ ৮ ॥ প্র বাহবা সিসৃতং জীবসে ন আ নো গব্যূতিমুক্ষতং ঘৃতেন। আ মা জনে শ্রবয়তং যুবানা শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমা ॥ ৯ ॥ শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ। জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুযবন্নমীবাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সুরক্ষক, বিশাল, স্বর্গতুল্য, ক্রোধরহিত, সজ্জনের আশ্রয়, অখণ্ডিত সুষ্ঠু প্রাপনকারী, অরিত্রযুক্ত যজ্ঞরূপ নৌকায় আমরা আরোহণ করব। ৬।১ ॥ অচ্ছিদ্র, সর্বদা মঙ্গলপ্রদ, শত অরিত্রযুক্ত, সংসারসাগর উত্তরণের জন্য যজ্ঞরূপ সুন্দর নৌকায় আমরা আরোহণ করব। ৭।১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, আমাদের যজ্ঞপথ ঘৃতের দ্বারা সিক্ত কর এবং সকল ভুবন মধুময় কর। ৮।১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ তোমরা তরুণ, আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য বাহু প্রসারিত কর, জলের দ্বারা ক্ষেত্র সিক্ত কর, খ্যাতি বিস্তার কর ও আমাদের এ আহ্বান শোন ॥ ৯।১ ॥ দেব যজ্ঞে আহূত হয়ে অশ্বগণ আমাদের সুখকর হোক। পরিমিত গতিশীল, সুশ্রী,

সর্প, বৃক ও রাক্ষসদের বিনাশকারী সে অশ্বগণ দ্রুত আমাদের ব্যাধি দূর করুক। ১০।১ ॥

মন্ত্র ঃ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ১১ ॥ সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধা সুসমিদ্ধো বরেণ্যঃ। গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রিয়ং ত্র্যবির্গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১২ ॥ তনূনপাচ্ছুচিব্রতস্তনূপাশ্চ সরস্বতী। উষ্ণিহা ছন্দ ইন্দ্রিয়ং দিত্যবাড্ গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৩ ॥ ইডাভিরগ্নিরীড্যঃ সোমো দেবো অমর্ত্যঃ। অনুষ্টুপ্ছন্দ ইন্দ্রিয়ং পঞ্চাবির্গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৪ ॥ সুবর্হিরগ্নি পূষণ্বান্ স্তীর্ণবর্হিরমর্ত্যঃ। বৃহতী ছন্দ ইন্দ্রিয়ং ত্রিবৎসো গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বগণ, মেধাবী, অমর, সত্যজ্ঞ তোমরা সমস্ত অন্ন ও ধন উপস্থিত হলে আমাদের পালন কর। তোমরা এ মধুর হবি পান কর, তৃপ্ত হও ও তারপর দেবযান পথে চলে যাও। ১১।১ ॥ ঘৃতের দ্বারা অতিদীপ্ত, বরেণ্য অগ্নি, গায়ত্রী ছন্দ ও ত্র্যবি গাভী ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১২।১ ॥ শুচিব্রত, জলের পৌত্র অগ্নি, শরীরের পালক সরস্বতী, উষ্ণিক ছন্দ ও দিব্য হবিবহনকারী গাভী—ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৩।৩ ॥ ইড়ার সাথে স্তুতিযোগ্য অগ্নি, অমর সোমদেব, অনুষ্টুপ ছন্দ ও আড়াই বছরের গাভী—ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৪।১ ॥ প্রযাজদেবতা, পূষা ও বর্হিযুক্ত অমর অগ্নি, বৃহতী ছন্দ, ত্রিবৎস গাভী—ইন্দ্রের বীর্য আয়ু প্রদান করুক। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১২। এখান থেকে বারটি কণ্ডিকায় আপ্রীদেবগণের স্তুতি করা হয়েছে। এখানে অগ্নির বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। 'ত্র্যবি'—শব্দের ভাষ্যকার মহীধর দুটি অর্থ করেছেন—যার তিনটি অবয়ব অনুচররূপে আছে, অথবা ছয় মাস কালকে অবি বলে, ত্র্যবি বলতে দেড় বছর বুঝায়।

মন্ত্র ঃ দুরো দেবীর্দিশো মহীর্ব্রহ্মা দেবো বৃহস্পতি। পঙক্তি ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং তুর্যবাড্ গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৬ ॥ উষে যহ্বী সুপেশসা বিশ্বে দেবা অমর্ত্যাঃ। ত্রিষ্টুপ্ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং পষ্ঠবাড্ গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৭ ॥ দৈব্যা হোতারা ভিষজেন্দ্রেণ সযুজা যুজা। জগতী ছন্দ ইন্দ্রিয়মনড্বান্ গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ১৮ ॥ তিস্র ইডা সরস্বতী ভারতী মরুতো বিশঃ। বিরাট্ ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং ধেনুর্গৌর্ন বয়ো দধুঃ ॥ ১৯ ॥ ত্বষ্টা তুরীপো অদ্ভুত ইন্দ্রাগ্নী পুষ্টিবর্ধনা। দ্বিপদা ছন্দ ইন্দ্রিয়মুক্ষা গৌর্ন বয়ো দধুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বারদেবীগণ, মহান দিক্-সকল, ব্রহ্মা, দেব বৃহস্পতি, পংক্তি ছন্দ ও চার বছরের গাভী—ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৬।১ ॥ মহান, শোভনরূপবিশিষ্ট দিন ও রাত, অমর বিশ্বদেবগণ, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, ভারবাহী, গাভী—ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৭।১ ॥ দেবগণের হোতা দৈব্য ইন্দ্রের সাথে যুক্ত পরস্পর মিলিত এ অগ্নি ও মধ্যম বায়ু, জগতী ছন্দ, শকটবাহী গাভী—ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৮।১॥ ইড়া, সরস্বতী এ তিন দেবী, মরুদ্গণ, ইন্দ্রের প্রজাগণ, বিরাট ছন্দ, দুগ্ধবতী গাভী—এরা ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ১৯।১ ॥ শীঘ্র ব্যাপক, অদ্ভুত প্রযাজদেব ত্বষ্টা, ধনাদির পোষক ইন্দ্র ও অগ্নি, দ্বিপদা ছন্দ, সেচনসমর্থ গরু—এরা ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ শমিতা নো বনস্পতিঃ সবিতা প্রসুবন্ ভগম্। ককুপ্ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং বশা বেহদ্বয়ো দধুঃ ॥ ২১ ॥ স্বাহা যজ্ঞং বরুণঃ সুক্ষত্রো ভেষজং করৎ।

অতিচ্ছন্দা ইন্দ্রিয়ং বৃহদৃষভো গৌর্বয়ো দধুঃ ॥ ২২ ॥ বসন্তেন ঋতুনা দেবা বসবস্ত্রিবৃতা স্তুতাঃ । রথন্তরেণ তেজসা হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৩ ॥ গ্রীষ্মেণ ঋতুনা দেবা রুদ্রাঃ পঞ্চদশে স্তুতাঃ । বৃহতা যশসা বলং হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৪ ॥ বর্ষাভির্ঋতুনাঽঽদিত্যা স্তোমে সপ্তদশে স্তুতাঃ । বৈরূপেণ বিশৌজসা হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের সুখদ বনস্পতি, ধনদ সবিতা, ককুপ্‌ ছন্দ, বন্ধ্যা ও নষ্টগর্ভা গাভী—এরা ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক । ২১।১ ॥ আর্তজনের শোভন ত্রাতা বরুণ স্বাহাকৃতি প্রযাজদেবগণের সাথে যজ্ঞিয় ঔষধ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্তুত করুক । তারা এবং অতিছন্দা ছন্দ ও মহান সমর্থযুক্ত গরু—এরা ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু প্রদান করুক । ২২।১ ॥ বসন্ত ঋতু, ত্রিবৃত স্তোম ও রথন্তর সামের দ্বারা স্তুত হয়ে বসুদেবগণ তেজের সাথে হবি ও শক্তি ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করুক । ২৩।১ ॥ গ্রীষ্ম ঋতু, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ পৃষ্ঠের দ্বারা স্তুত হয়ে রুদ্রদেবগণ যশের সাথে বল, হবি ও আয়ু ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করুক । ২৪।১ ॥ বর্ষা ঋতু, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ পৃষ্ঠের দ্বারা স্তুত হয়ে আদিত্য দেবগণ প্রজ্ঞা ও বলের সাথে হবি ও আয়ু ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করুক । ২৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ শারদেন ঋতুনা দেবা একবিংশ ঋভবঃ স্তুতাঃ । বৈরাজেন শ্রিয়া শ্রিয়ং হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৬ ॥ হেমন্তেন ঋতুনা দেবাস্ত্রিণবে মরুত স্তুতাঃ । বলেন শক্বরীঃ সহো হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৭ ॥ শৈশিরেণ ঋতুনা দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশেঽমৃতাঃ স্তুতাঃ । সত্যেন রেবতীঃ ক্ষত্রং হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ ॥ ২৮ ॥ হোতা যক্ষৎসমিধাঽগ্নিমিডস্পদেঽশ্বিনেন্দ্রং সরস্বতীমজো ধূম্রো ন গোধূমৈঃ কুবলৈর্ভেষজং মধু শষ্পৈর্ন তেজ ইন্দ্রিয়ং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২৯ ॥ হোতা যক্ষত্তনূনপাৎসরস্বতীমবির্মেষো ন ভেষজং পথা মধুমতা ভরন্নশ্বিনেন্দ্রায় বীর্যং বদরৈরুপবাকাভির্ভেষজং তোক্মভিঃ পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ শরৎ ঋতু, একবিংশ স্তোম, বৈরাজ পৃষ্ঠ ও লক্ষ্মীর দ্বারা স্তুত হয়ে ঋভু-নামক দেবগণ ইন্দ্রের জন্য শ্রী, হবি ও আয়ু স্থাপন করুক । ২৬।১ ॥ হেমন্ত ঋতু, সপ্তবিংশ স্তোম, শাক্বর পৃষ্ঠের দ্বারা স্তুত হয়ে মরুদ্দেবগণ বলের সাথে ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, হবি ও আয়ু ইন্দ্রের জন্য স্থাপন করুক । ২৭।১ ॥ শীত ঋতু, তেত্রিশ স্তোম, রৈবত পৃষ্ঠের দ্বারা স্তুত হয়ে অমর দেবগণ সত্যের সাথে আর্তের ত্রাণকারক হবি ও আয়ু ইন্দ্রের জন্য প্রদান করুক । ২৮।১ ॥ দৈব হোতা প্রযাজদেবের সাথে অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও সরস্বতীর যাগ করুক । সে যাগে অজ, মেষ, গোধূম, কুল, অংকুরিত ব্রীহির সাথে মিষ্ট, তেজ ও সামর্থ্যপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত হয় । দৈব হোতার দ্বারা স্তুত হয়ে অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধ ও সুরার সাথে সোম, ঘৃত ও মধু পান করুক । হে মনুষ্য হোতা, তুমিও তাদের ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞ কর । ২৯।১ ॥ দৈব হোতা প্রযাজদেব তনূনপাৎ (অগ্নি), সরস্বতী, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রের যাগ করুক । সে যাগে অজ, মেষ, মধুময় যজ্ঞপথে আনীত কুল, যব, অঙ্কুরিত যব দিয়ে বীর্যকর ঔষধ প্রস্তুত হয় । দৈব হোতার দ্বারা স্তুত হয়ে অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্র দুগ্ধাদি পান করুক । হে মনুষ্য হোতা, তুমিও তাদের দ্বারা যজ্ঞ কর । ৩০।১ ॥

টীকা ঃ ৩০ । নরাশংস প্রভৃতি শব্দের বিস্তৃত অর্থ পূর্ব অধ্যায়ের টীকায় দেওয়া হয়েছে ।

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষন্নরাশংসং ন নগ্নহুং পতিং সুরয়া ভেষজং মেষঃ সরস্বতী ভিষগ্রথো ন চন্দ্র্যশ্বিনোর্বপা ইন্দ্রস্য বীর্যং বদরৈরুপবাকাভির্ভেষজং তোক্মভিঃ পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩১ ॥ হোতা যক্ষদিডেডিত আজুহ্বানঃ সরস্বতীমিন্দ্রং বলেন বর্ধয়ন্নৃষভেণ গবেন্দ্রিয়মশ্বিনেন্দ্রায় , ভেষজং যবৈঃ কর্কন্ধুভির্মধু লাজৈর্ন মাসরং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩২ ॥ হোতা যক্ষদ্বর্হিরূর্ণম্রদা ভিষঙ্‌নাসত্যা ভিষজাশ্বিনাশ্বা শিশুমতী ভিষগ্ধেনুঃ সরস্বতী ভিষগ্দুহ ইন্দ্রায় ভেষজং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৩ ॥ হোতা যক্ষদ্দুরো দিশঃ কবষ্যো ন ব্যচস্বতীরশ্বিভ্যাং ন দুরো দিশ ইন্দ্রো ন রোদসী দুঘে দুহে ধেনুঃ সরস্বত্যশ্বিনেন্দ্রায় ভেষজং শুক্রং ন জ্যোতিরিন্দ্রিয়ং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৪ ॥ হোতা যক্ষৎসুপেশসোষে নক্তং দিবাশ্বিনা সমঞ্জাতে সরস্বত্যা ত্বিষিমিন্দ্রে ন ভেষজং শ্যেনো ন রজসা হৃদা শ্রিয়া ন মাসরং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব হোতা পালক নরাশংস প্রযাজদেব, সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়ের স্বর্ণময় রথের যাগ করুক। যে যাগে সুরার সাথে মেষ, কুল, যব, ব্রীহির দ্বারা ইন্দ্রের বীর্যকর ঔষধ প্রস্তুত হয়। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও ঘৃতাহুতি দাও। ৩১।১ ॥ ঋত্বিকগণের দ্বারা স্তুত ও আহবাতা দৈব হোতা ইড়া নামক প্রযাজদেব, সরস্বতী, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলীবর্দ ও গাভীর দ্বারা বর্ধন করে যাগ করুক। এ যাগে যব, কুল, মধু ও অন্ন দিয়ে ইন্দ্রের বীর্যকর ঔষধ প্রস্তুত হয়। দৈব হোতার দ্বারা স্তুত হয়ে অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩২।১ ॥ দৈব হোতা ঊর্ণার মত মৃদু বর্হিরূপ প্রযাজদেব, বৈদ্য সত্যরূপ অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর যাগ করুক। যে যাগে ভিষক বালকযুক্ত অশ্ব (বড়বা), গাভী ইন্দ্রের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করে। অশ্বিপ্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তোমরাও যাগ কর। ৩৩।১ ॥ দৈব হোতা দ্বারদেবীগণ, ইন্দ্র সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়ের যাগ করুক। দ্বারগুলি দিক্‌-সকলের মত সছিদ্র ও অবকাশ যুক্ত, যার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা যায়। দিক্‌-তুল্য দ্বারগুলি অশ্বিদ্বয়ের সাথে দ্যাবাপৃথিবী হতে ইন্দ্রের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করে। সরস্বতী ধেনুরূপে ইন্দ্রের শুদ্ধ জ্যোতি ও বীর্য পূর্ণ করে। অশ্বিপ্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৪।১ ॥ দৈব হোতা সুন্দর রূপবিশিষ্ট রাত্রি ও উষা প্রযাজদেবগণ, সরস্বতীর সাথে অশ্বিদ্বয়ের যাগ করুক। সে অশ্বিদ্বয় দিনে ও রাতে জ্যোতি, চিত্র ও ঐশ্বর্যের সাথে অমরূপ ঔষধ ও কান্তি ইন্দ্রের সাথে যুক্ত করুক। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা. তুমিও যাগ কর। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষদ্দৈব্যা হোতারা ভিষজাশ্বিনেন্দ্রং ন জাগৃবি দিবা নক্তং ন ভেষজৈঃ শূষং সরস্বতী ভিষক্‌ সীসেন দুহ ইন্দ্রিয়ং পয়ঃ সোম পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৬ ॥ হোতা যক্ষত্তিস্রো দেবীর্ন ভেষজং ত্রয়স্ত্রিধাতবোঽপসো রূপমিন্দ্রে হিরণ্যয়মশ্বিনেডা ন ভারতী বাচা সরস্বতী মহ ইন্দ্রায় দুহ ইন্দ্রিয়ং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৭ ॥ হোতা যক্ষৎ সুরেতসমৃষভং নর্যাপসং ত্বষ্টারমিন্দ্রমশ্বিনা ভিষজং ন সরস্বতীমোজো ন জূতিরিন্দ্রিয়ং বৃকো ন রভসো ভিষগ্‌ যশঃ সুরয়া ভেষজং শ্রিয়া ন মাসরং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৮ ॥ হোতা

যক্ষদ্বনস্পতিং শমিতারং শতক্রতুং ভীমং ন মন্যুং রাজানং ব্যাঘ্রং নমসাঽশ্বিনা ভামং সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায় দুহ ইন্দ্রিয়ং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতো ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৯ ॥ হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাঽজ্যস্য স্তোকানাং স্বাহা মেদসাং পৃথক্ স্বাহা ছাগমশ্বিভ্যাং স্বাহা মেষং সরস্বত্যৈ স্বাহা ঋষভমিন্দ্রায় সিংহায় সহস ইন্দ্রিয়ং স্বাহাঽগ্নিং ন ভেষজং স্বাহা সোমমিন্দ্রিয়ং স্বাহেন্দ্রং সুত্রামাণং সবিতারং বরুণং ভিষজাং পতিং স্বাহা বনস্পতিং প্রিয়ং পাথো ন ভেষজং স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণো অগ্নির্ভেষজং পয়ঃ সোমঃ পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব হোতা অগ্নি, প্রযাজদেব অশ্বিদ্বয়ও সরস্বতী ইন্দ্রের যাগ করুক। ভিষক্ রূপা দিনরাত জাগরণ শীলা সরস্বতী ভিষক্‌দের সাথে ইন্দ্রের বল ও বীর্য পূর্ণ করুক। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৬।১ ॥ দৈব হোতা, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী—এ তিন দেবী এবং অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রের যাগ করুক। সরস্বতী ত্রিধাতুর দ্বারা ঔষধ, দ্যোতমান রূপ ও মহান তেজ ইন্দ্রের জন্য পূর্ণ করুক। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও ঘৃত দাও। ৩৭।১ ॥ দৈব হোতা শোভন বীর্যবান্ মানুষের হিতকারী কামবর্ষী ত্বষ্টা (প্রযাজদেব), ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, ভিষক্ ও সরস্বতীর জন্য সুরা ও অন্নরূপ ঔষধের দ্বারা যাগ করুক। এ যাগে ইন্দ্রের তেজ, বেগ, বীর্য ঐশ্বর্য ও যশ হোক। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও ঘৃত দাও। ৩৮।১ ॥ দৈব হোতা পশুদের সংস্কারক ভয়ংকর ক্রোধরূপ বনস্পতি, ব্যাঘ্রের মত রাজা ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর জন্য অন্নের দ্বারা যাগ করুক। বৈদ্যরূপা সরস্বতী ইন্দ্রের ক্রোধ ও বীর্য পূর্ণ করুক। অশ্বি প্রভৃতি দেবগণ দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্যহোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৯।১ ॥ হোতা আহবনীয় অগ্নির যাগ করুক। ঘৃতবিন্দু, পৃথক মেদ, অশ্বিদ্বয়ের জন্য ছাগ, সরস্বতীর জন্য মেষ, সিংহের মত শত্রুর পরাভবকারী ইন্দ্রের জন্য বলবান ঋষভ, হিতকারী অগ্নি, বীর্যপ্রদ সোম, সুরক্ষক সবিতা, বৈদ্যদের পতি বরুণ, পশুদেবতা বনস্পতির অন্নরূপ ঔষধ, আজ্যপানকারী দেবগণ এদের সম্বন্ধে যজমান শোভন বলেছেন। ঔষধ ভক্ষণ করে দীপ্ত অগ্নি অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্র দৈব হোতার দ্বারা স্তুত হয়ে দুগ্ধাদি পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪০।১ ॥

টীকা ঃ ৪০। স্বাহা—শব্দের এখানে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—'সুষ্ঠু আহ' —শোভন বলিতেছে।

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষদশ্বিনৌ ছাগস্য বপায়া মেদসো জুষেতাং হবির্হোতর্যজ। হোতা যক্ষৎসরস্বতীং মেষস্য বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ। হোতা যক্ষদিন্দ্রমৃষভস্য বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪১ ॥ হোতা যক্ষদশ্বিনৌ সরস্বতীমিন্দ্রং সুত্রামাণমিমে সোমাঃ সুরামাণশ্ছাগৈর্ন মেষৈর্ঋষভৈঃ সুতাঃ শষ্পৈর্ন তোক্মভির্লাজৈর্মহস্বন্তো মদা মাসরেণ পরিস্কৃতাঃ শুক্রাঃ পয়স্বন্তোঽমৃতাঃ প্রস্থিতা বো মধুশ্চুতস্তানশ্বিনা সরস্বতীন্দ্রঃ সুত্রামা বৃত্রহা জুষন্তাং সোম্যং মধু পিবন্তু মদন্তু ব্যন্তু হোতর্যজ ॥ ৪২ ॥ হোতা যক্ষদশ্বিনৌ ছাগস্য হবিষ আত্তামদ্য মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং পুরা দ্বেষোভ্যঃ পুরা পৌরুষেয্যা গৃভো ঘস্তাং নূনং ঘাসে অজ্রাণাং যবসপ্রথমানাং সুমৎক্ষরাণাং শতরুদ্রিয়াণামগ্নিষ্বাত্তানাং পীবোপবসনানাং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামত উৎসাদতোঽঙ্গাদঙ্গাদবত্তানাং করত এবাশ্বিনা জুষেতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪৩ ॥ হোতা যক্ষৎ সরস্বতীং মেষস্য হবিষ আবয়দদ্য

মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং পুরা দ্বেষোভ্যঃ পুরা পৌরুষেয্যা গৃভো ঘসন্নূনং ঘাসে অজ্রাণাং যবসপ্রথমানাং সুমৎক্ষরাণাং শতরুদ্রিয়াণামগ্নিষ্বাত্তানাং পীবোপবসনানাং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামত উৎসাদতোঽঙ্গাদঙ্গাদবত্তানাং করদেবং সরস্বতী জুষতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪৪ ॥ হোতা যক্ষদিন্দ্রমৃষভস্য হবিষ আবয়দদ্য মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং পুরা দ্বেষোভ্যঃ পুরা পৌরুষেয্যা গৃভো ঘসন্নূনং ঘাসে অজ্রাণাং যবসপ্রথমানাং সুমৎক্ষরাণাং শতরুদ্রিয়াণামগ্নিষ্বাত্তানাং পীবোপবসনানং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামত উৎসাদতোঽঙ্গাদঙ্গাদবত্তানাং করদেবমিন্দ্রো জুষতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব হোতা অশ্বিদ্বয়ের যাগ করুক, সে অশ্বিদ্বয় ছাগের স্নিগ্ধভাগ হবি গ্রহণ করুক। হে হোতা তুমিও যজ্ঞ কর। দৈব হোতা সরস্বতীর যাগ করুক। সে সরস্বতী মেষের স্নিগ্ধ ভাগ হবি গ্রহণ করুক। হে হোতা, তুমিও যাগ কর। দৈব হোতা ইন্দ্রের যাগ করুক। সে ইন্দ্র ঋষভের স্নিগ্ধভাগ হবি গ্রহণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪১।১ ॥ দৈব হোতা অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও সুরক্ষক ইন্দ্রের যাগ করুক। হে অধ্বর্যু, তোমরা ছাগ, মেষ, ঋষভের দ্বারা রমণীয়, যবাঙ্কুর, লাজ প্রভৃতি দ্বারা তেজযুক্ত, অন্নের দ্বারা অলঙ্কৃত শুদ্ধ, দুগ্ধের দ্বারা যুক্ত, অমৃততুল্য, মধুক্ষরিত, যজ্ঞের দিকে চালিত করে এ সোম অভিষুত করেছ। অশ্বিদ্বয় সরস্বতী ও সুরক্ষক বৃত্রের হন্তা ইন্দ্র সে সোম পান করুক, সোম্য মধু পান করুক, তৃপ্ত হোক ও হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪২।১ ॥ দৈব হোতা ছাগ সম্বন্ধি হবি প্রভৃতির দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের তৃপ্তি সাধন করেছিল। হে মনুষ্য হোতা, তুমি হবির দ্বারা যজ্ঞ কর। ৪৩।১ ॥ দৈব হোতা মেষ সম্বন্ধি হবি প্রভৃতির দ্বারা স্বরস্বতীর যাগ করুক। সরস্বতী হবির দ্বারা তৃপ্ত হোক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৪।১ ॥ দৈব হোতা ঋষভ সম্বন্ধি হবি প্রভৃতির দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করুক। ইন্দ্র হবির দ্বারা তৃপ্ত হোক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৫।১ ॥

টীকা ঃ ৪৩। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকার অর্থ পূর্ব কণ্ডিকার সমান বলে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষদ্বনস্পতিমভি হি পিষ্টতময়া রভিষ্ঠয়া রশনয়াধিত। যত্রাশ্বিনোশ্ছাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্র সরস্বত্যা মেষস্য হবিষ প্রিয়া ধামানি যত্রেন্দ্রস্য ঋষভস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্রাগ্নেঃ প্রিয়া ধামানি যত্র সোমস্য প্রিয়া ধামানি যত্রেন্দ্রস্য সুত্রাম্ণঃ প্রিয়া ধামানি যত্র সবিতুঃ প্রিয়া ধামানি যত্র বরুণস্য প্রিয়া ধামানি যত্র বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথাংসি যত্র দেবানামাজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যত্রাগ্নের্হোতুঃ প্রিয়া ধামানি তত্রৈতান্ প্রস্তুত্যেবোপস্তুত্যেবোপাবস্রক্ষদ্রভীয়স ইব কৃত্বী করদেবং দেবো বনস্পতির্জুষতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪৬ ॥ হোতা যক্ষদগ্নিং স্বিষ্টকৃতময়াডগ্নিরশ্বিনোশ্ছাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যয়াট্ সরস্বত্যা মেষস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যয়াডিন্দ্রস্য ঋষভস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যয়াডগ্নেঃ প্রিয়া ধামান্যয়াট্ সোমস্য প্রিয়া ধামান্যয়াডিন্দ্রস্য সুত্রাম্ণঃ প্রিয়া ধামান্যয়াট্ সবিতুঃ প্রিয়া ধামান্যয়াড্ বরুণস্য প্রিয়া ধামান্যয়াড্ বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথাংস্যয়াড্ দেবানামাজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যক্ষদগ্নের্হোতুঃ প্রিয়া ধামানি যক্ষৎ স্বং মহিমানমাযজতামেজ্যা ইষঃ কৃণোতু সো অধ্বরা জাতবেদা জুষতাং হবির্হোতর্যজ ॥ ৪৭ । দেবং বর্হিঃ সরস্বতী সুদেবমিন্দ্রে অশ্বিনা। তেজো ন চক্ষুরক্ষ্যোর্বর্হিষা দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৪৮ ॥ দেবীর্দ্বারো অশ্বিনা ভিষজেন্দ্রে সরস্বতী। প্রাণং ন বীর্যং নসি দ্বারো দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৪৯ ॥ দেবী

উষাসাবশ্বিনা সুত্রামেন্দ্রে সরস্বতী। বলং ন বাচমাস্য উষাভ্যাং দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : দৈব হোতা বনস্পতির যজ্ঞ করুক, যা সুন্দর পশু বন্ধন রজ্জুর দ্বারা ধৃত, অশ্বিদ্বয়ের ছাগরূপ হবির প্রিয় স্থান, সরস্বতীর মেষরূপ হবির প্রিয় স্থান, ইন্দ্রের ঋষভরূপ হবির প্রিয় স্থান। যা অগ্নি, সোম, সুরক্ষক ইন্দ্র, সবিতা ও বরুণের প্রিয় স্থান এবং বনস্পতির প্রিয় অন্নস্বরূপ। যা হবিভক্ষণকারী দেবগণের ও হোতা অগ্নির প্রিয় স্থান। যেখানে বনস্পতি দেব এ পশুদের স্তুতি করে স্থাপন করুক এবং হবিভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৬।১ ॥ দৈব হোতা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাগ করুক ; যে অগ্নি অশ্বিদ্বয়ের ছাগরূপ হবির প্রিয় স্থান দিয়েছিল, এরূপ সরস্বতী, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, সবিতা, বরুণ, বনস্পতি ও হবিপ্রিয় দেবগণের প্রিয় বস্তুগুলি দিয়েছিল। প্রজাগণ যাগশীল হোক। সে জাতবেদা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি যজ্ঞ করুক ও হবিভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৭।১ ॥ সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় শোভন দেবযুক্ত বর্হি দ্বারা ইন্দ্রের তেজ ও নেত্রদ্বয়ে চক্ষু ইন্দ্রিয় ধারণ করেছিল। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্র হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৮।১ ॥ দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী দ্বারদেবীগণের দ্বারা ইন্দ্রের বল [illegible] করেছিল। ইন্দ্রের নাসিকাদ্বয়ে প্রাণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় ধারণ করেছিল। ধনলাভ ও রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্র হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৯।১ ॥ রাত ও উষাদেবীর সাথে অশ্বিদ্বয়, শোভন রক্ষণকর্ত্রী সরস্বতী ইন্দ্রের বল ও তার মুখে বাগিন্দ্রিয় দিয়েছিল। ধনলাভ ও রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্র হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫০।১ ॥

টীকা : ৪৬। '[illegible]'—শব্দ অর্থ ভাষ্যকার এখানে 'যূপ'—অর্থে গ্রহণ করেছেন, যাতে পশু বন্ধন করা হয়।

মন্ত্র : দেবী জোষ্ট্রী সরস্বত্যশ্বিনেন্দ্রমবর্ধয়ন্। শ্রোত্রং ন কর্ণয়োর্যশো জোষ্ট্রীভ্যাং দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫১ ॥ দেবী ঊর্জাহুতী দুঘে সুদুঘেন্দ্রে সরস্বত্যশ্বিনা ভিষজাহবতঃ। শুক্রং ন জ্যোতিস্তনয়োরাহুতী ধত্ত ইন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫২ ॥ দেবা দেবানাং ভিষজা হোতারা-বিন্দ্রমশ্বিনা। বষট্‌কারৈঃ সরস্বতী ত্বিষিং ন হৃদয়ে মতিং হোতৃভ্যাং দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৩ ॥ দেবীস্তিস্র স্তিস্রো দেবীরশ্বিনেডা সরস্বতী। শুষং ন মধ্যে নাভ্যামিন্দ্রায় দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৪ ॥ দেব ইন্দ্রো নরাশংসস্ত্রিবরূথঃ সরস্বত্যাশ্বিভ্যামীয়তে রথঃ। রেতো ন রূপমমৃতং জনিত্রমিন্দ্রায় ত্বষ্টা দধদিন্দ্রিয়াণি বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : দিন ও রাতের অভিমানী দেবীর সাথে সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল এবং তাকে যশ ও কর্ণদ্বয়ে শ্রোত্রেন্দ্রিয় দিয়েছিল। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫১।১ ॥ কামপূরক রস ও আহুতির সাথে সরস্বতী অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের রক্ষা ও তার স্তনদ্বয়ে বল ধারণ করেছিল। ধনলাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য দেবতা, তুমিও যাগ কর। ৫২।১ ॥ বষট্‌কারের সাথে দেবহোতা বৈদ্য অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রের কান্তি (তার) হৃদয়ে মতি ও বুদ্ধীন্দ্রিয় ধারণ করেছিল। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা,

তুমিও যাগ কর। ৫৩।১ ॥ তিন দেবীর সাথে অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইড়া ইন্দ্রের নাভিমধ্যে বল ও ইন্দ্রিয় ধারণ করেছিল। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫৪।১। সে যজ্ঞ ইন্দ্রের বীর্য, সৌন্দর্য, অমর উত্তম জন্ম ও ইন্দ্রিয় সকল ধারণ করুক, সে যজ্ঞ ঐশ্বর্যযুক্ত, যার তিনটি গৃহ আছে ও যিনি জগতের কর্তা। সে যজ্ঞের রথ সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় বহন করে। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবো দেবৈ র্বনস্পতির্হিরণ্যপর্ণো অশ্বিভ্যাং সরস্বত্যা সুপিপ্পল ইন্দ্রায় পচ্যতে মধু। ওজো ন জূতিঋর্ষভো ন ভামং বনস্পতির্নো দধদিন্দ্রিয়াণি বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৬ ॥ দেবং বর্হির্বারিতীনামধ্বরে স্তীর্ণমশ্বি-ভ্যামূর্ণম্রদাঃ সরস্বত্যা স্যোনমিন্দ্র তে সদঃ। ঈশায়ৈ মন্যুং রাজানং বর্হিষা দধুরিন্দ্রিয়ং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৭ ॥ দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দেবান্-যক্ষদ্যথাযথং হোতারাবিন্দ্রমশ্বিনা বাচা বাচং সরস্বতীমগ্নিং সোমং স্বিষ্টকৃৎ স্বিষ্ট ইন্দ্রঃ সুত্রামা সবিতা বরুণো ভিষগিষ্টো দেবো বনস্পতিঃ স্বিষ্টা দেবা আজ্যপাঃ স্বিষ্টো অগ্নিরগ্নিনা হোতা হোত্রে স্বিষ্টকৃদ্যশো ন দধদিন্দ্রিয়মূর্জমপচিতিং স্বধাং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৫৮ ॥ অগ্নিমদ্য হোতারমবৃণীতায়ং যজমানঃ পচন্ পক্তীঃ পচন্ পুরোডাশান্ বধ্নন্নশ্বিভ্যাং ছাগং সরস্বত্যৈ মেষমিন্দ্রায় ঋষভং সুন্বন্নশ্বিভ্যাং সরস্বত্যা ইন্দ্রায় সুত্রাম্ণে সুরাসোমান্ ॥ ৫৯ ॥ সূপস্থা অদ্য দেবো বনস্পতি-রভবদশ্বিভ্যাং ছাগেন সরস্বত্যৈ মেষেণেন্দ্রায় ঋষভেণাক্ষংস্তান্ মেদস্তঃ প্রতি পচতাগৃভীষতা বীবৃধন্ত পুরোডাশৈরপুরশ্বিনা সরস্বতীন্দ্রঃ সুত্রামা সুরা-সোমান্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ দেবগণ যার স্বর্ণপত্র, অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী যার ফল, যিনি পূজ্য, সে বনস্পতি দেব আমাদের তেজ, বেগ, ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়সকল ধারণ করুক। সে বনস্পতি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট ফল দিয়ে থাকে। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী তোমার জন্য যজ্ঞে দীপ্যমান, ঊর্ণার মত কোমল, সুখদ, জলে উৎপন্ন বর্হিরূপ আসন বিছায়ে দিয়েছে। তারা প্রভুত্বের জন্য সে বর্হির সাথে ইন্দ্রের দীপ্ত ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় ধারণ করেছিল। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫৭।১॥ শোভনযজ্ঞকারী অগ্নি যথাযথ ভাবে দেবগণের যাগ করেছিলেন। হোতৃদ্বয় মিত্র, বরুণ ও অশ্বিদ্বয়ের মন্ত্রের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা সরস্বতী ও সোমের যাগ করা হয়েছিল। স্বিষ্টকৃৎ, সুরক্ষক ইন্দ্রের, সবিতা, বরুণ, বনস্পতি, দেবগণ ও অগ্নির হবির দ্বারা যাগ করা হয়েছিল। দৈব হোতা মানুষের যশ, অন্ন, পূজা ও স্বধা ধারণ করুক। ধন লাভ ও রক্ষার জন্য তারা হবি ভক্ষণ করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫৮।১ ॥ এ যজমান হবি প্রস্তুত করে আজ হোতা অগ্নির বরণ করেছে। পুরোডাশ পাক করে অশ্বিদ্বয়ের জন্য ছাগ, সরস্বতীর জন্য মেষ, ইন্দ্রের জন্য ঋষভ এবং অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও সুরক্ষক ইন্দ্রের জন্য সুরা ও সোম প্রস্তুত করেছে। ৫৯।১ ॥ আজ বনস্পতি দেব ছাগ দিয়ে অশ্বিদ্বয়ের, মেষ দিয়ে সরস্বতীর ও ঋষভ দিয়ে ইন্দ্রের সেবা করেছে। যেহেতু তারা সেগুলি গ্রহণ করেছে এবং পুরোডাশের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও সুরক্ষক ইন্দ্র সুরা ও সোম পান করেছে। ৬০।১ ॥

টীকা ঃ ৫৭। স্বিষ্টকৃৎ—শব্দের অর্থ যিনি শোভন যজ্ঞ করেন, অগ্নি।

মন্ত্র ঃ ত্বামদ্য ঋষ আর্ষেয় ঋষীণাং নপাদবৃণীতায়ং যজমানো বহুভ্য আ সঙ্গতেভ্য এষ মে দেবেষু বসু বার্যাযক্ষত ইতি তা যা দেবা দেব দানান্যদুস্তানাস্মা আ চ শাস্বা চ গুরস্বেষিতশ্চ হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি ॥ ৬১ ॥

[কণ্ডিকা-৬১ ঃ মন্ত্র-৬২]

অনুবাদ ঃ হে মন্ত্রদ্রষ্টা, আর্ষেয়, ঋষিপৌত্র অগ্নি, বহুদেবতার মিলনের জন্য এ যজমান তোমার বরণ করেছিল। এ অগ্নি দেবতার বরণযোগ্য ধন আমাকে দিবে—এজন্য তোমার বরণ করেছিল। হে দেব অগ্নি, যে ধন দেবতারা দিয়েছে, তা যজমানকে দেবার জন্য ইচ্ছা কর ও উদ্যোগ কর। হে হোতা, শুভ বচনের জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছ। 'তুমি শুভ বল'—এজন্য মনুষ্য হোতাও প্রেরিত হয়েছে। ৬১।১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ তেজোঽসি শুক্রমমৃতমায়ুষ্পা আয়ুর্মে পাহি। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥ ১ ॥ ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য পূর্ব আয়ুষি বিদথেষু কব্যা। সা নো অস্মিন্ সুত আবভূব ঋতস্য সামন্সরমারপন্তী ॥ ২ ॥ অভিধা অসি ভুবনমসি যন্তাঽসি ধর্তা। স ত্বমগ্নিং বৈশ্বানরং সপ্রথসং গচ্ছ স্বাহাকৃতঃ ॥ ৩ ॥ স্বগা ত্বা দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে ব্রহ্মন্নশ্বং ভন্ত্স্যামি দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে তেন রাধ্যাসম্। তং বধান দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে তেন রাধ্নুহি ॥ ৪ ॥ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। বায়বে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যো জুষ্টং প্রোক্ষামি। সর্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যো জুষ্টং প্রোক্ষামি। যো অর্বন্তং জিঘাংসতি তমভ্যমীতি বরুণঃ। পরো মর্তঃ পরঃ শ্বা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ তুমি তেজরূপ, অগ্নির বীর্যরূপ, অমর ও আয়ুর পালক; আমার আয়ু রক্ষা কর। সবিতা দেবতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা, পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমায় গ্রহণ করছি। ১।২ ॥ স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞে কুশল প্রজাপতি প্রভৃতি যাকে পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন, যজ্ঞ আরম্ভ হলে যজ্ঞের প্রসার হোক—এ কথা যিনি বলেন, সে রশনাদেবী আমাদের এ যজ্ঞে এসেছেন। ২।১ ॥ হে অশ্ব, তুমি স্তুতিযোগ্য, সকলের আশ্রয়, নিয়মনকর্তা ও জগতের ধারক। এরূপ তুমি স্বাহা মন্ত্রে হুত হয়ে সকল মানুষের হিতকারী, সর্বত্র বিস্তৃত অগ্নির উদ্দেশে যাও। ৩।১ ॥ হে অশ্ব, দেবগণ ও প্রজাপতির জন্য তুমি নিজেই যাও। হে ব্রহ্মা, আমি দেবতা ও প্রজাপতির জন্য অশ্ব বন্ধন করে কর্মসমাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করব। হে অধ্বর্যু, দেবগণ ও প্রজাপতির জন্য তুমি সে অশ্ব বাঁধ, যাতে তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। ৪।৩ ॥ হে অশ্ব, প্রজাপতির জন্য প্রীত তোমাকে সিক্ত করছি, এর দ্বারা প্রজাপতি তোমাকে সামর্থ্য দিক। এরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বিশ্বদেবগণ ও সকল দেবতার উদ্দেশে প্রীত তোমাকে সিক্ত করছি। যে এ অশ্বকে হত্যা করতে চায়, বরুণ তাকে হিংসা করুক, সে মর্ত্য জন কুকুরের মত নীচপদ লাভ করুক। ৫।৭ ॥

টীকা ঃ ৪। 'স্বগা'—শব্দের অর্থ নিজেই যে যায়, স্বয়ংগামী।

৫। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকায় পৃথক পৃথক মন্ত্রের একসঙ্গে অর্থ করা হয়েছে।

মন্ত্র : অগ্নেয় স্বাহা সোমায় স্বাহাঽপাং মোদায় স্বাহা সবিত্রে স্বাহা বায়বে স্বাহা বিষ্ণবে স্বাহেন্দ্রায় স্বাহা বৃহস্পতয়ে স্বাহা মিত্রায় স্বাহা, বরুণায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ হিঙ্কারায় স্বাহা হিঙ্কৃতায় স্বাহা ক্রন্দতে স্বাহাঽবক্রন্দায় স্বাহা প্রোথতে স্বাহা প্রপোথায় স্বাহা গন্ধায় স্বাহা ঘ্রাতায় স্বাহা নিবিষ্টায় স্বাহোপবিষ্টায় স্বাহা সন্দিতায় স্বাহা বল্গতে স্বাহাঽঽসীনায় স্বাহা শয়নায় স্বাহা স্বপতে স্বাহা জাগ্রতে স্বাহা কূজতে স্বাহা প্রবুদ্ধায় স্বাহা বিজৃম্ভমাণায় স্বাহা বিচৃত্তায় স্বাহা সংহানায় স্বাহোপস্থিতায় স্বাহাঽয়নায় স্বাহা প্রায়ণায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ যতে স্বাহা ধাবতে স্বাহোদ্দ্রাবায় স্বাহোদ্দ্রুতায় স্বাহা শূকারায় স্বাহা শূকৃতায় স্বাহা নিষণ্নায় স্বাহোত্থিতায় স্বাহা জবায় স্বাহা বলায় স্বাহা বিবর্তমানায় স্বাহা বিবৃত্তায় স্বাহা বিধূন্বানায় স্বাহা বিধূতায় স্বাহা শুশ্রূষমাণায় স্বাহা শৃণ্বতে স্বাহেক্ষমাণায় স্বাহেক্ষিতায় স্বাহা বীক্ষিতায় স্বাহা নিমেষায় স্বাহা যদত্তি তস্মৈ স্বাহা যৎ পিবতি তস্মৈ স্বাহা যন্মূত্রং করোতি তস্মৈ স্বাহা কুর্বতে স্বাহা কৃতায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৯ ॥ হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : অগ্নি, সোম, জলের আনন্দবর্ধক, সবিতা, বায়ু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে অশ্ব অর্পণ করছি। ৬।১০ ॥ অশ্বের হিঙ্কার, ক্রন্দন, গমন, উপবেশন,শয়ন প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৭।২৪ ॥ অশ্বের দৌড়ান, লাফান, উঠা বসা প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৮।২৫ ॥ যে সবিতৃদেব আমাদের বুদ্ধি সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন, সে সবিতৃদেবের বরণীয় সমস্ত পাপবিনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ৯।১ ॥ রক্ষার জন্য আমি সে হিরণ্যপাণি সবিতার আহ্বান করছি, যেহেতু চেতন-সম্পাদক দেবতা জ্ঞানীদের আশ্রয় স্থল। ১০।১ ॥

মন্ত্র : দেবস্য চেততো মহীং প্র সবিতুর্হবামহে। সুমতিং সত্যরাধসম্ ॥ ১১ ॥ সুষ্টুতিং সুমতীবৃধো রাতিং সবিতুরীমহে। প্র দেবায় মতীবিদে ॥ ১২ ॥ রাতিং সৎপতিং মহে সবিতারমুপহ্বয়ে। আসবং দেববীতয়ে ॥ ১৩ ॥ দেবস্য সবিতুর্মতিমাসবং বিশ্বদেব্যম্। ধিয়া ভগং মনামহে ॥ ১৪ ॥ অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্। হব্যা দেবেষু নো দধৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : সর্বজ্ঞ সবিতাদেবের সে সুমতি আমরা প্রার্থনা করি, যা মহতী ও সত্যপ্রাপিকা। ১১।১ ॥ শোভন মতির বর্ধক, সকলের মতি যিনি জানেন, সে সবিতা দেবের শোভন স্তুতি ও দান আমরা যাচ্ঞা করছি। ১২।১ ॥ দেবগণের প্রীতির জন্য দাতা, সতের পালক, কর্মজ্ঞ সবিতা দেবের আমি আহ্বান করছি ও পূজা করছি। ১৩।১ ॥ সবিতা দেবের মতির নিকট আমরা সে ধন প্রার্থনা করছি, যার দ্বারা সকলের আজ্ঞা দেয়া যায় এবং যে ধন সকল দেবতার তৃপ্তি-সাধক। ১৪।১ ॥ হে অধ্বর্যু, অগ্নি প্রজ্বলিত করে স্তুতির দ্বারা তাকে জানাও, সে অবিনশ্বর অগ্নি আমাদের হব্য দেবগণের উদ্দেশে অর্পণ করুক। ১৫।১ ॥

মন্ত্র : স হব্যবাডমর্ত্য উশিগ্দূতশ্চনোহিতঃ। অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ॥ ১৬ ॥ অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁ আ সাদয়াদিহ ॥ ১৭ ॥ অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রংহমাণঃ

পুরন্ধ্যা ॥ ১৮ ॥ বিভূর্মাত্রা প্রভূঃ পিত্রাঽশ্বোঽসি হয়োঽস্যত্যোঽসি ময়োঽস্যর্বাসি সপ্তিরসি বাজ্যসি বৃষাঽসি নৃমণা অসি। যযুর্নামাসি শিশুর্নামাস্যাদিত্যানাং পত্বাঽন্বিহি দেবা আশাপালা এতং দেবেভ্যোঽশ্বং মেধায় প্রোক্ষিতং রক্ষতেহ-রন্তিরিহ রমতামিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥ ১৯ ॥ কায় স্বাহা কস্মৈ স্বাহা কতমস্মৈ স্বাহা স্বাহাঽধিমাধীতায় স্বাহা মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা চিত্তং বিজ্ঞাতায়াদিত্যৈ স্বাহাদিত্যৈ মহ্যৈ স্বাহাদিত্যৈ সুমৃডীকায়ৈ স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা সরস্বত্যৈ পাবকায়ৈ স্বাহা সরস্বত্যৈ বৃহত্যৈ স্বাহা পূষ্ণে স্বাহা পূষ্ণে প্রপথ্যায় স্বাহা পূষ্ণে নরন্ধিষায় স্বাহা ত্বষ্ট্রে স্বাহা ত্বষ্ট্রে তুরীপায় স্বাহা ত্বষ্ট্রে পুরুরূপায় স্বাহা বিষ্ণবে স্বাহা বিষ্ণবে নিভূযপায় স্বাহা বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হব্যবহনকারী, মরণহীন সকলের কাম্য, দেবগণের দূত, হবিরূপ অন্ন ভক্ষণের জন্য স্থাপিত অগ্নি বুদ্ধির দ্বারা দেবগণের সাথে মিলিত হচ্ছে। ১৬।১ ॥ যে অগ্নি আমি সামনে রেখেছি, দেবদূত, হবির বাহক অগ্নিকে বলছি—'হে অগ্নি, তুমি এ যজ্ঞে দেবতাদের স্থাপন কর'। ১৭।১ ॥ হে পবমান, তুমি সূর্যে উৎপন্ন হয়েছ, গাভীগণের জীবিকার জন্য ধাবার বেগে গিয়ে নিজসামর্থ্যে, তুমি জল ধারণ করে থাক। ১৮।১ ॥ হে অশ্ব, তুমি মাতা পৃথিবী থেকে বিভু হয়েছ, পিতা দ্যুলোক থেকে প্রভু হয়েছ। তুমি হয়, অত্য, ময়, সপ্তি, বাজী, বৃষা, নৃমনা, যযু, শিশু প্রভৃতি নামে অভিহিত ; তুমি আদিত্যগণের পথ অনুসরণ কর। হে দিকপাল দেবগণ, তোমরা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে প্রোক্ষিত এ অশ্বকে রক্ষা কর। হে অশ্ব, এ যজ্ঞে তুমি তৃপ্ত হও, সন্তোষ লাভ কর ও এখানে তুমি থাক। ১৯।১ যিনি মনে বর্তমান, সকলের চিত্তের সাক্ষী, প্রজাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, সে প্রজাপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। অখণ্ডিতা পূজনীয়া সুখয়িত্রী অদিতি দেবীর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। বাগধিষ্ঠাত্রী, পবিত্রকারিণী, মহতী সরস্বতীর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। পথে গমনশীল, উদরের দ্বারা মানুষের আহর্তা পূষা দেবতার স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। বেগের রক্ষক, বহু রূপ-বিশিষ্ট ত্বষ্টার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। যিনি সর্বব্যাপক, নানারূপে জগতের পালক, অন্তর্যামীরূপে প্রাণিগণে প্রবিষ্ট, সে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ২০।২১ ॥

টীকা ঃ ১৯। এখান থেকে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে মন্ত্রগুলির অর্থ এক সঙ্গে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্। বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা ॥ ২১ ॥ আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥ ২২ ॥ প্রাণায় স্বাহাঽপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা চক্ষুষে স্বাহা শ্রোত্রায় স্বাহা বাচে স্বাহা মনসে স্বাহা ॥ ২৩ ॥ প্রাচ্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহা দক্ষিণায়ৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহা প্রতীচ্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহোঽদীচ্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহোর্ধ্বায়ৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহা ॥ ২৪ ॥ অদ্ভ্যঃ স্বাহা বার্ভ্যঃ স্বাহোদকায় স্বাহা তিষ্ঠন্তীভ্যঃ স্বাহা স্রবন্তীভ্যঃ স্বাহা স্যন্দমানাভ্যঃ স্বাহা কূপ্যাভ্যঃ স্বাহা সূদ্যাভ্যঃ স্বাহা ধার্যাভ্যঃ স্বাহাঽর্ণবায় স্বাহা সমুদ্রায় স্বাহা সরিরায় স্বাহা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : সকলে ফলপ্রাপক ভগবানের সখ্য কামনা করে ও পরম ধন. লাভের জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানায়। পুষ্টির জন্য যশ ও অন্ন চায়। আমাদের এ প্রার্থনা সিদ্ধ হোক। ২১।১ ॥ হে ব্রহ্মন্, আমাদের দেশে যজ্ঞাধ্যায়নশীল ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হোক, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রমী, যুদ্ধকুশল, শত্রুর ভেত্তা ও মহারথ হোক। দুগ্ধবতী গাভী, ভারবহনশীল বৃষভ. শীঘ্রগমনশীল লোক, সর্বগুণ সম্পন্না নারী ও রথী জয়শীল যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করুক। এ যজমানের সমর্থবান্ সভ্য বীর পুত্র হোক। আমাদের রাষ্ট্রে পর্জন্য যথাকালে বর্ষণ করুক। আমাদের ওষধিগুলি ফলযুক্ত হোক, আমরা যেন অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর পরিপালন করতে সমর্থ হই। ২২।১ ॥ প্রাণ, অপান. ব্যান চক্ষু. শ্রোত্র, বাক্ ও মনের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২৩।১ ॥ পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ. উত্তর প্রভৃতি দিক্-দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২৪।১২ ॥ বারি. উদক, স্থির, স্রোতযুক্ত, কূপ, জলাশয়, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির জলদেবতাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ২৫।১২ ॥

মন্ত্র : বাতায় স্বাহা ধূমায় স্বাহাঽভ্রায় স্বাহা মেঘায় স্বাহা বিদ্যোতমানায় স্বাহা স্তনয়তে স্বাহাঽবস্ফূর্জতে স্বাহা বর্ষতে স্বাহাঽববর্ষতে স্বাহোগ্রং বর্ষতে স্বাহা শীঘ্রং বর্ষতে স্বাহোদ্গৃহ্ণতে স্বাহোদ্গৃহীতায় স্বাহা প্রুষ্ণতে স্বাহা শীকায়তে স্বাহা প্রুষ্বাভ্যঃ স্বাহা হ্রাদুনীভ্যঃ স্বাহা নীহারায় স্বাহা ॥ ২৬ ॥ অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহেন্দ্রায় স্বাহা পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরীক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহা দিগ্ভ্যঃ স্বাহাঽশাভ্যঃ স্বাহোর্ব্যৈ দিশে স্বাহাঽর্বাচ্যৈ দিশে স্বাহা ॥ ২৭ ॥ নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা নক্ষত্রিয়েভ্যঃ স্বাহোঽহোরাত্রেভ্যঃ স্বাহাঽর্ধমাসেভ্যঃ স্বাহা মাসেভ্যঃ স্বাহা ঋতুভ্যঃ স্বাহাঽর্তবেভ্যঃ স্বাহা সংবৎসরায় স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা চন্দ্রায় স্বাহা সূর্যায় স্বাহা রশ্মিভ্যঃ স্বাহা বসুভ্যঃ স্বাহা রুদ্রেভ্যঃ স্বাহাঽদিত্যেভ্যঃ স্বাহা মরুদ্ভ্যঃ স্বাহা বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা শাখাভ্যঃ স্বাহা বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা পুষ্পেভ্য স্বাহা ফলেভ্যঃ স্বাহৌষধীভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৮ ॥ পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহা সূর্যায় স্বাহা চন্দ্রায় স্বাহা নক্ষত্রেভ্য স্বাহাঽদ্ভ্যঃ স্বাহৌষধীভ্যঃ স্বাহা বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা পরিপ্লবেভ্যঃ স্বাহা চরাচরেভ্যঃ স্বাহা সরীসৃপেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৯ ॥ অসবে স্বাহা বসবে স্বাহা বিভুবে স্বাহা বিবস্বতে স্বাহা গণশ্রিয়ে স্বাহা গণপতয়ে স্বাহাঽভিভুবে স্বাহাঽধিপতয়ে স্বাহা শূষায় স্বাহা সংসর্পায় স্বাহা চন্দ্রায় স্বাহা জ্যোতিষে স্বাহা মলিম্লুচায় স্বাহা দিবা পতয়তে স্বাহা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : বাত, ধূম, অভ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি মেঘের উপযোগী দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২৬।১৪ ॥ অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, নানা দিক, ঊর্ধ্ব ও অধ প্রভৃতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২৭।২০ ॥ নক্ষত্র, অহোরাত্র অর্ধমাস, মাস, ঋতু, আবর্তন, সংবৎসর, দ্যাবাপৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বদেব, মূল, শাখা, বনস্পতি, পুষ্প, ফল, ওষধী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ২৮।২৩ ॥ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ওষধি, বনস্পতি, চরাচর ও সরীসৃপ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ২৯।১২ ॥ অসু, বসু, বিভু, বিবস্বান্, গণশ্রী, গণপতি, অভিভূ, অধিপতি, শূষ, সংসর্প, চন্দ্র, জ্যোতিষ, রাত ও দিনের অধিপতিদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ৩০।১৪ ॥

মন্ত্র : মধবে স্বাহা মাধবায় স্বাহা শুক্রায় স্বাহা। শুচয়ে স্বাহা নভসে স্বাহা

নভস্যায় স্বাহেষায় স্বাহোর্জায় স্বাহা সহসে স্বাহা সহস্যায় স্বাহা তপসে স্বাহা তপস্যায় স্বাহাংহসস্পতয়ে স্বাহা ॥ ৩১ ॥ বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহাঽপিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা স্বঃ স্বাহা মূর্ধ্নে স্বাহা ব্যশ্নুবিনে স্বাহাঽন্ত্যায় স্বাহা-ঽন্ত্যায় ভৌবনায় স্বাহা ভুবনস্য পতয়ে স্বাহাঽধিপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥ ৩২ ॥ আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহাঽপানো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহোদানো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা সমানো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা বাগ্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা মনো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহাঽত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা ॥ ৩৩ ॥ একস্মৈ স্বাহা দ্বাভ্যাং স্বাহা শতায় স্বাহৈকশতায় স্বাহা ব্যুষ্ট্যৈ স্বাহা স্বর্গায় স্বাহা ॥ ৩৪ ॥

[কাণ্ড—৩৪, মন্ত্র—২৬৭]

অনুবাদ : মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ, নভস্য, ইষ উর্জ, সহ, সহস্য, তপ, তপস্য প্রভৃতি মাসের ও দিনের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩১।১৩ ॥ বাজ, প্রসব, অপিজ, ঋতু, স্বর, ভুবন প্রজাপতি প্রভৃতি অন্নের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে যাগ করছি। ৩২।১১ ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য আয়ু যোগ্য হোক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। এরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক, মন, আত্মা, ব্রহ্মা, জ্যোতি, স্বর্গ, মর্ত, যজ্ঞ প্রভৃতি অশ্বমেধ যজ্ঞের যোগ্য হোক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩৩।১৯ ॥ এক, দুই শত প্রভৃতি ও দিন রাতের অধিপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সম্পন্ন হোক। ৩৪।৯ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥ উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিঃ সূর্যস্তে মহিমা। যস্তেঽহন্ত্-সংবৎসরে মহিমা সম্বভূব যস্তে বায়াবন্তরিক্ষে মহিমা সম্বভূব যস্তে দিবি সূর্যে মহিমা সম্বভূব তস্মৈ তে মহিম্নে প্রজাপতয়ে স্বাহা দেবেভ্যঃ ॥ ২ ॥ যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥ উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিশ্চন্দ্রমাস্তে মহিমা যস্তে রাত্রৌ সংবৎসরে মহিমা সম্বভূব যস্তে পৃথিব্যামগ্নৌ মহিমা সম্বভূব যস্তে নক্ষত্রেষু চন্দ্রমসি মহিমা সম্বভূব তস্মৈ মহিম্নে প্রজাপতয়ে দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি প্রাণীসকলের উৎপত্তির পূর্বে স্বয়ং শরীর-ধারী ছিলেন। তিনি জাতমাত্র সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক ধারণ করে আছেন। সে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ১।১ ॥ তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, প্রজাপতির উদ্দেশে

প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, তোমার মহিমা দীপের প্রভায় মত। যে তোমার মহিমা দিনে ও সংবৎসরে উৎপন্ন হয়েছে, বায়ুতে ও অন্তরিক্ষে তোমার যে মহিমা, স্বর্গে ও সূর্যে তোমার যে মহিমা, সে মহিমাযুক্ত প্রজাপতি ও দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যাগ সিদ্ধ হোক। ২।৩ ॥ যিনি স্বমহিমায় প্রাণ ও নিমেষ সম্পন্ন জগতের একমাত্র রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ-বিশিষ্ট প্রাণীসকলের নিয়ামক, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ৩।১ ॥ তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, প্রজাপতির জন্য প্রিয় তোমায় গ্রহণ করছি। এ তোমার দীপ্তি স্থান, চন্দ্রমা তোমার দীপ্তি। যে তোমার মহিমা রাতে ও সংবৎসরে উৎপন্ন হয়েছে, পৃথিবী ও অগ্নিতে তোমার যে মহিমা, নক্ষত্র-সকলে ও চন্দ্রে তোমার যে মহিমা, সে মহিমান্বিত প্রজাপতি ও দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ৪।৩ ॥ কর্মের জন্য স্থিত ঋত্বিকগণ ক্রোধরহিত আদিত্য (অশ্ব) রথে যোজনা করছে। আদিত্যের দীপ্তি আকাশে প্রকাশ পাচ্ছে। ৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ৬ ॥ যদ্বাতো অপো অগনীগন্প্রিয়ামিন্দ্রস্য তন্বম্। এতং স্তোতরনেন পথা পুনরশ্বমাবর্ত-য়াসি নঃ ॥ ৭ ॥ বসবস্ত্বাঞ্জন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বাঞ্জন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা-ঽদিত্যাস্ত্বাঞ্জন্তু জাগতেন ছন্দসা। ভূর্ভুবঃস্ব র্লাজীঽছাচীন্যব্যে গব্য এতদন্নমত্ত দেবা এতদন্নমদ্ধি প্রজাপতে ॥ ৮ ॥ কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ। কিং স্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিম্বাবপনং মহৎ ॥ ৯ ॥ সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ঋত্বিকগণ কামনাপূরক, বিবিধ শরীরধারী, রক্তবর্ণ, প্রগল্ভ্য, মানুষের বাহক অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করছেন। ৬।১ ॥ যেহেতু বায়ুর মত বেগবান অশ্ব ইন্দ্রের প্রিয় শরীর লাভ করেছে, হে অধ্বর্যুগণ, আমাদের অশ্ব এ পথে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আন ॥ ৭।১ ॥ বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে স্নিগ্ধ করুন, রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে স্নিগ্ধ করুন, আদিত্যগণ জগতী ছন্দে তোমাকে স্নিগ্ধ করুন। হে ভূর্ভুবঃস্বঃ (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য) দেবগণ, লাজ সমূহ, সক্তু সমূহ, যব সমূহ ও গব্য বস্তু সমূহ তোমরা ভক্ষণ কর। হে প্রজাপতি, এ অন্ন ভক্ষণ কর। ৮।৫ ॥ কে একাকী বিচরণ করছে ? কে বিনষ্ট হয়ে আবার জন্মে, হিমের ঔষধ কি ? মহৎ বপনস্থান কি ? । ৯।১ ॥ সূর্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা আবার জন্ম নেয়, অগ্নি হিমের ঔষধ, ভূমি মহৎ বপন স্থান। ১০।১ ॥

মন্ত্র ঃ কা স্বিদাসীৎ পূর্বচিত্তিঃ কিং স্বিদাসীদ্ বৃহদ্বয়ঃ। কা স্বিদাসীৎ পিলিপ্পিলা কা স্বিদাসীৎ পিশঙ্গিলা ॥ ১১ ॥ দ্যৌরাসীৎ পূর্বচিত্তিরশ্ব আসীদ্ বৃহদ্বয়ঃ। অবিরাসীৎ পিলিপ্পিলা রাত্রিরাসীৎ পিশঙ্গিলা ॥ ১২ ॥ বায়ুষ্টবা পচতৈরবত্বসিতগ্রীবশ্ছাগৈর্ন্যগ্রোধশ্চমসৈঃ শল্মলির্বৃদ্ধ্যা। এষ স্য রাথ্যো বৃষা পড়্‌ভিশ্চতুর্ভিরেদগন্ব্রহ্মা কৃষ্ণশ্চ নোঽবতু নমোঽগ্নয়ে ॥ ১৩ ॥ সংশিতো রশ্মিনা রথঃ সংশিতো রশ্মিনা হয়ঃ। সংশিতো অপস্বপ্সুজা ব্রহ্মা সোমপুরো-গবঃ ॥ ১৪ ॥ স্বয়ং বাজিঁস্তন্বং কল্পয়স্ব স্বয়ং যজস্ব স্বয়ং জুষস্ব। মহিমা তেঽন্যেন ন সন্নশে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ সকলের প্রথম চিন্তার বিষয় কি ছিল ? কে মহান পক্ষী ছিল ? সব চেয়ে চিক্কন কে ছিল ? রূপকে কে গিলে ফেলেছিল ? ১১।১ ॥ বৃষ্টিই

সকলের প্রথম চিন্তার বিষয় ছিল, আশ্বমেধিক অশ্বই মহান পক্ষী ছিল, পৃথিবী সব চেয়ে চিকণ ছিল, রাত্রি রূপকে গিলে ফেলে অর্থাৎ রাত্রিতে সমস্ত রূপ ঢেকে যায়। ১২।১ ॥ বায়ু তোমাকে পাকের দ্বারা রক্ষা করুক, অগ্নি তোমার পঞ্চাশ অঙ্গ রক্ষা করুক, ন্যগ্রোধ সোমপাত্রের দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুক ॥ শাল্মলি বৃক্ষ বৃদ্ধির দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুক। রথে গমনযোগ্য এ অভিষিক্ত অশ্ব চার পায়ে এসেছে। চন্দ্র আমাদের রক্ষা করুক। অগ্নির প্রতি নমস্কার। ১৩।১ ॥ রথ রশ্মির দ্বারা শোভিত হয়েছে, অশ্ব রশ্মির দ্বারা শোভিত হয়েছে, জলজাত অশ্ব জলের দ্বারা শোভিত হয়েছে, পরিবৃঢ় অশ্ব সোমের অগ্রগামী হয়েছে। ১৪।১ ॥ হে অশ্ব, যেরূপ ইচ্ছা তোমার রূপ গ্রহণ কর নিজে যজ্ঞ কর, নিজের ইষ্ট স্থান লাভ কর, কেহ তোমার মহিমা লাভ করতে পারে না। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১৩। বায়ুঃ পচতৈঃ—অর্থাৎ বায়ু সংযোগে অগ্নি শীঘ্র পাক করে। অরুক্ষঃ ব্রহ্মা—যাতে রুক্ষ অর্থাৎ লাঞ্ছন চিহ্ন নেই, সে ব্রহ্মা চন্দ্র।

মন্ত্র ঃ ন বা উ এতম্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ১৬ ॥ অগ্নিঃ পশু-রাসীত্তেনা যজন্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন্নগ্নিঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। বায়ুঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন্বায়ুঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। সূর্যঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন সূর্যঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ ॥ ১৭ ॥ প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা। অম্বে অম্বিকেহ-ম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীম্ ॥ ১৮ ॥ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধি-পতিং হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্ ॥ ১৯ ॥ তা উভৌ চতুরঃ পদঃ সংপ্রসারয়াব স্বর্গে লোকে প্রোর্ণুবাথাং বৃষা বাজী রেতোধা রেতো দধাতু ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্ব, আমাদের দ্বারা লুকায়িত হয়েও তুমি মর না বা বিনষ্ট হও না। শোভন গমনযোগ্য দেবযান পথে তুমি দেবতার কাছে যাও। সুকৃত ব্যক্তিগণ যেখানে অবস্থান করেন, সুকৃতকারী জনগণ যেখানে যান, সবিতা দেব তোমাকে সে লোকে স্থাপন করুন। ১৬।১ ॥ সৃষ্টিদেবগণের অগ্নি পশু ছিল, সে অগ্নিরূপ পশুর দ্বারা দেবতারা যজ্ঞ করেছিলেন। সে পশুভাব প্রাপ্ত অগ্নি এ পৃথিবীলোক জয় করেছিল। যে লোকে অগ্নি, হে অশ্ব, সে লোক তোমার হবে, সে লোক তুমি জয় করবে, এ জল পান কর। বায়ু পশু ছিল, সে বায়ুরূপ পশুর দ্বারা দেবগণ যাগ করেছিলেন। সে পশুভাব প্রাপ্ত বায়ু অন্তরিক্ষ লোক জয় করেছিল। যে লোকে বায়ু, হে অশ্ব, সে লোক তোমার হবে, সে লোক তুমি জয় করবে, এ জল পান কর। সূর্য পশু ছিল, সে সূর্যরূপ পশুর দ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করেছিলেন। সে পশুভাব প্রাপ্ত সূর্য স্বর্গলোক জয় করেছিল। যে লোকে সূর্য, হে অশ্ব, সে লোক তোমার হবে, সে লোক তুমি জয় করবে, এ জল পান কর। ১৭।৩ ॥ প্রাণ বায়ুর জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, অপান বায়ুর জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, ব্যান বায়ুর জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে অম্বে, অম্বিকে, অম্বালিকে, আমাকে কেউ অশ্বের কাছে নিয়ে যায় না। কুৎসিত অশ্ব কাম্পীলবাসী সুভদ্রার সঙ্গে শুয়ে আছে। ১৮।৪ ॥ গণগণের মধ্যে গণপতি তোমাকে আহ্বান করি, প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়পতি তোমাকে আহ্বান

করি, নিধিগণের মধ্যে নিধিপতি তোমাকে আহ্বান করি, হে বসুরূপ অশ্ব, তুমি আমার পালক হও। গর্ভধারক রেত আমি আকর্ষণ করছি, তুমি তা ক্ষেপণ কর। ১৯।৪ ॥ আমরা উভয়ে চার পা প্রসারিত করব, তোমরা যজ্ঞভূমিতে বস্ত্র আচ্ছাদন কর। রেতধারক অশ্ব আমাতে বীর্য ধারণ করুক।২০।৩ ॥

টীকা : ২০। এখান থেকে ৩১ কণ্ডিকা পর্যন্ত মহীধর ভাষ্যে অশ্লীল অর্থ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে এ অশ্লীল অর্থ কেন, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার কারণ বলেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সংস্কারের জন্য তা করা হয়েছে। যাজ্ঞিক অর্থ সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই, তবে মন্ত্রসকলের অন্য অর্থও সম্ভব। আমরা এখানে ভাষ্য অনুযায়ী সাধারণ একটা অর্থ দিয়েছি।

মন্ত্র : উৎসক্থ্যা অবগুদং ধেহি সমঞ্জিং চারয়া বৃষন্। য স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ ॥ ২১ ॥ যকাঽসকৌ শকুন্তিকাঽহলগিতি বঞ্চতি। আহন্তি গভে পসো নিগল্গলীতি ধারকা ॥ ২২ ॥ যকোঽসকৌ শকুন্তক আহলগিতি বঞ্চতি। বিবক্ষত ইব তে মুখমধ্বর্যো মা নস্ত্বমভিভাষথাঃ ॥ ২৩ ॥ মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রং বৃক্ষস্য রোহতঃ। প্রতিলামীতি তে পিতা গভে মুষ্টিমতংসয়ৎ ॥ ২৪ ॥ মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রে বৃক্ষস্য ক্রীড়তঃ। বিবক্ষত ইব তে মুখং ব্রহ্মন্মা ত্বং বদো বহু ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : হে বর্ষণকারী অশ্ব, তুমি বীর্য ধারণ কর, যা রমণীগণের জীবন ও ভোজন স্বরূপ। ২১।১ ॥ ক্ষুদ্র পক্ষীর মত কুমারী হলে হলে শব্দ করে যাচ্ছে। ২২।১ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, পক্ষীর মত তোমাদের মুখই শব্দ করছে, আমাদের প্রতি এরূপ বলো না। ২৩।১ ॥ তোমার মাতা ও পিতা কাষ্ঠময় মঞ্চকের অগ্রভাগ রোহন করেছিলেন। ২৪।১ ॥ তোমার মাতা ও পিতা পূর্বে মঞ্চকের আগে ক্রীড়া করেছিল। তোমার মুখ যেন আরও বলতে চায়, হে ব্রাহ্মণ, আর বহু কথা বলো না। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : ঊর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনন্নিব ॥ ২৬ ॥ ঊর্ধ্বমেনমুচ্ছ্রয়তাদ্গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিব ॥ ২৭ ॥ যদস্যা অংহুভেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসৎ। মুষ্কাবিদস্যা এজতো গোশফে শকুলাবিব ॥ ২৮ ॥ যদ্দেবাসো ললামগুং প্রবিষ্টী-মিনমাবিষুঃ। সক্থ্না দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো যথা ॥ ২৯ ॥ যদ্ধরিণো যবমত্তি ন পুষ্টং পশু মন্যতে। শূদ্রা যদর্যজারা ন পোষায় ধনায়তি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : পর্বতে ভারবাহী ব্যক্তি যেমন পর্বতের উপর ভার রেখে উপরে উঠে, সেরূপ একে উপরে তোল। ঠাণ্ডা বাতাসে কৃষক যেমন ধান ঝেরে ধান্যপাত্র উপরে রাখে, সেরূপ একে উপরে রাখ। ২৬।১ ॥ পর্বতে ভারবাহী ব্যক্তি যেমন পর্বতের উপর ভার রেখে উপরে উঠে, সেরূপ হে নর, উদ্গাতাকে ঊর্ধ্বে রাখ। শীতল বায়ুতে কম্পমান লোকের মত একে কাঁপাও। ২৭।১ ॥ জলপূর্ণ গাভীর খুরে মৎস্য যেমন কাঁপে, সেরূপে হ্রস্ব ও স্থূল শিশ্ন যোনি প্রাপ্ত হয়ে কাঁপে। ২৮।১ ॥ যখন দেবগণ ক্রীড়া করে, তখন চোখে দেখা প্রত্যক্ষের মত নারীর ঊরু দেখা যায়। ২৯।১ ॥ হরিণ ক্ষেত্রস্থ ধান্য ভক্ষণ করলে ক্ষেত্রপতি যেমন সুখী হয় না, সেরূপ শূদ্রা স্ত্রী বৈশ্যগামিনী হলে তার পতি সুখী হয় না। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : যদ্ধরিণো যবমত্তি ন পুষ্টং বহু মন্যতে। শূদ্রো যদর্যায়ৈ জারো ন পোষমনু মন্যতে ॥ ৩১ ॥ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি

নো মুখাৎকরৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ৩২ ॥ গায়ত্রী ত্রিষ্টুব্জগত্যানুষ্টুপ্পঙ্‌ক্ত্যা সহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুপ্সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা ॥ ৩৩ ॥ দ্বিপদা যাশ্চতুষ্পদাস্ত্রিপদা যাশ্চ ষট্‌ পদাঃ। বিচ্ছন্দা যাশ্চ সচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা ॥ ৩৪ ॥ মহানাম্ন্যো রেবত্যো বিশ্বা আশাঃ প্রভূবরীঃ। মৈঘীর্বিদ্যুতো বাচো সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ হরিণ ক্ষেত্রস্থ ধান্য ভক্ষণ করলে ক্ষেত্রপতি যেমন সুখী হয় না, সেরূপ শূদ্র বৈশ্যা রমণীতে আসক্ত হলে বৈশ্য ক্লেশ অনুভব করে। ৩১।১ ॥ জয়শীল শীঘ্রগামী নরবাহক অশ্বের সংস্কারের জন্য আমরা যে অশ্লীলভাষণ করলাম, যজ্ঞ আমাদের মুখ সুগন্ধ করুক ও আমাদের জীবন বর্ধন করুক। ৩২।১ ॥ হে অশ্ব, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, পংক্তির সাথে বৃহতী, উষ্ণিকের সাথে ককুপ্— এ ছন্দোগুলি সূচীর দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। ৩৩।১ ॥ দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ছন্দহীন, ছন্দযুক্ত সকল ছন্দজাতি, হে অশ্ব, সূচীর দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। ৩৪।১ ॥ সকল প্রাণীর ধারণে সমর্থ সাক্বরী, রেবতী ঋক্ যুক্ত দিকসকল ও মেঘ থেকে উত্থিত বিদ্যুতের মত বেদবাক্য সকল, হে অশ্ব, সূচীর দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ নার্যস্তে পত্ন্যো লোম বিচিন্বন্তু মনীষয়া। দেবানাং পত্ন্যো দিশঃ সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা ॥ ৩৬ ॥ রজতা হরিণীঃ সীসা যুজো যুজ্যন্তে কর্মভিঃ। অশ্বস্য বাজিনস্ত্বচি সিমাঃ শম্যন্তু শম্যন্তীঃ ॥ ৩৭ ॥ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি ॥ ৩৮ ॥ কস্ত্বা ছ্যতি কস্ত্বা বিশাস্তি কস্তে গাত্রাণি শম্যতি। ক উ তে শমিতা কবিঃ ॥ ৩৯ ॥ ঋতবস্ত ঋতুথা পর্ব শমিতারো বি শাসতু। সংবৎসরস্য তেজসা শমীভিঃ শম্যন্তু ত্বা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ মানুষের স্ত্রীগণ মনের দ্বারা তোমার লোম সকল পৃথক করুক, দেবপত্নীগণ ও দিক সকল সূচীর দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। ৩৬।১ ॥ সোনা, রূপা ও লোহময় দিক্‌রূপ সূচীসকল কর্মের দ্বারা যুক্ত হয়ে বেগবান অশ্বের ত্বকে সীমারেখা করে সংস্কার করুক। ৩৭।১ ॥ বহু যব যুক্ত কৃষকগণ তাদের যবশস্য শস্যগুলি যেমন ক্রমে ক্রমে ছেদন করে, সোম, তুমিও সেরূপ বহু যজমানের ভোজ্য যে যজমান কুশের উপর থেকে তোমার অন্ন নিয়ে যাগ করছে, তাকে দাও। ৩৮।১ ॥ হে অশ্ব, প্রজাপতি তোমায় ছিন্ন করে, বিযুক্ত করে, তোমার গাত্র হবিযুক্ত করে মেধাবী প্রজাপতি তোমার শময়িতা, তিনি সবই করেন, আমি নই। ৩৯।১ ॥ হে অশ্ব, শমিতা ঋতুগণ কালে কালে সংবৎসর রূপ কালের তেজে তোমার অস্থি গ্রন্থি কর্মের দ্বারা ভিন্ন করুন, তোমাকে হবিযুক্ত করুন। ৪০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অর্ধমাসা পরূংষি তে মাসা আচ্ছ্যন্তু শম্যন্তঃ। অহোরাত্রাণি মরুতো বিলিষ্টং সূদয়ন্তু তে ॥ ৪১ ॥ দৈব্যা অধ্বর্যবস্ত্বা চ্ছ্যন্তু বি চ শাসতু। গাত্রাণি পর্বশস্তে সিমাঃ কৃন্বন্তু শম্যন্তীঃ ॥ ৪২ ॥ দ্যৌস্তে পৃথিব্যন্তরিক্ষং বায়ুশ্ছিদ্রং পৃণাতু তে। সূর্যস্তে নক্ষত্রৈঃ সহ লোকং কৃণোতু সাধুয়া ॥ ৪৩ ॥ শং তে পরেভ্যো গাত্রেভ্যঃ শমস্ত্ববরেভ্যঃ। শমস্থভ্যো মজ্জভ্য শম্বস্তু তন্ব তব ॥ ৪৪ ॥ কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ। কিং স্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিম্বাবপনং মহৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ পক্ষের অভিমানী দেবগণ সংস্কার করে হে অশ্ব, গ্রন্থিগুলি ছেদন করুন। দিন ও রাতের অভিমানী দেবগণ তোমার অল্প অঙ্গ সন্ধান করুন। ৪১।১ ॥

হে অশ্ব, দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে ছেদন করুন ও হবিযুক্ত করুন, তোমার গাত্র প্রতি পর্বে সীমার দ্বারা সংস্কার করুন। ৪২।১ ॥ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোকের অভিমানী দেবগণ (অগ্নি, বায়ু, সূর্য), শরীরস্থ বায়ু, হে অশ্ব, তোমার ছিদ্র পূরণ করুক। নক্ষত্রযুক্ত সূর্য তোমায় উত্তম স্থান দিক। ৪৩।১ ॥ হে অশ্ব, তোমার মস্তক প্রভৃতি উচ্চ গাত্রে সুখ হোক, পা প্রভৃতি নিম্ন গাত্রে সুখ হোক, তোমার অস্থি ও মজ্জায় সুখ হোক, তোমার সকল গাত্রে সুখ হোক। ৪৪।১ ॥ কে একাকী বিচরণ করে, কে আবার জন্মে ? হিমের ঔষধ কি ? মহৎ বপনস্থান কি ? ৪৫।৩।

মন্ত্র : সূর্যঃ একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥ ৪৬ ॥ কিং স্বিৎসূর্যসমং জ্যোতিঃ কিং সমুদ্রসমং সরঃ। কিং স্বিৎপৃথিব্যৈ বর্ষীয়ঃ কস্য মাত্রা ন বিদ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ব্রহ্ম সূর্যসমং জ্যোতির্দ্যৌঃ সমুদ্রসমং সরঃ। ইন্দ্রঃ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ গোস্তু মাত্রা ন বিদ্যতে ॥ ৪৮ ॥ পৃচ্ছামি ত্বা চিতয়ে দেবসখ যদি ত্বমত্র মনসা জগন্থ যেষু বিষ্ণুস্ত্রিষু পদেষ্বেষ্টস্তেষু বিশ্বং ভুবনমা বিবেশা ॥ ৪৯ ॥ অপি তেষু ত্রিষু পদেষ্বস্মি যেষু বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ। সদ্যঃ পর্যেমি পৃথিবীমুত দ্যামেকেনাঙ্গেন দিবো অস্য পৃষ্ঠম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : সূর্য একাকী বিচরণ করে, চন্দ্র আবার জন্মে, অগ্নি হিমের ঔষধ, ভূমি মহৎ বপন স্থান। ৪৬।১ ॥ সূর্যের মত তেজ কি ? সমুদ্রের মত জলাশয় কি ? পৃথিবী থেকে মহত্তর কি ? কার ইয়ত্তা নেই ? ৪৭।১ ॥ ব্রহ্ম সূর্যসম জ্যোতি, অন্তরিক্ষ সমুদ্র সম জলাশয়, পৃথিবী থেকে ইন্দ্র বৃদ্ধতর, ধেনুর ইয়ত্তা নেই। ৪৮।১ ॥ হে দেবগণের মিত্র উদ্গাতা, জানবার জন্য তোমায় প্রশ্ন করছি, আমার প্রশ্নে মন দাও। বিষ্ণু যে তিন পদে যাগের দ্বারা অর্পিত হয়েছেন, তাতে কি সকল ভুবন ব্যেপে আছেন ? । ৪৯।১ ॥ যে তিন পদে সকল ভুবন ব্যেপে আছেন, আমিও সেখানে আছি। পৃথিবী, স্বর্গ ও তার উপরিভাগ সদ্য মনের দ্বারা সে সকল আমি জানি। ৫০।১ ॥

মন্ত্র : কেষ্বন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ তান্যন্তঃ পুরুষে অর্পিতানি। এতদ্ব্রহ্মন্নুপ বল্হামসি ত্বা কিং স্বিন্নঃ প্রতি বোচাস্যত্র ॥ ৫১ ॥ পঞ্চস্বন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ তান্যন্তঃ পুরুষে অর্পিতানি। এতত্ত্বাত্র প্রতিমন্বানো অস্মি ন মায়য়া ভবস্যুত্তরো মত্ ॥ ৫২ ॥ কা স্বিদাসীৎ পূর্বচিত্তিঃ কিং স্বিদাসীদ্ বৃহদ্বয়ঃ। কা স্বিদাসীৎ পিলিপ্পিলা কা স্বিদাসীৎ পিশঙ্গিলা ॥ ৫৩ ॥ দ্যৌরাসীৎ পূর্বচিত্তিরশ্ব আসীদ্ বৃহদ্বয়ঃ। অবিরাসীৎ পিলিপ্পিলা রাত্রিরাসীৎ পিশঙ্গিলা ॥ ৫৪ ॥ কা ঈমরে পিশঙ্গিলা কা ঈং কুরুপিশঙ্গিলা। ক ঈমাস্কন্দমর্ষতি ক ঈং পন্থাং বি সর্পতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : হে ব্রহ্মা, পুরুষ কোন পদার্থ সকলে প্রবিষ্ট ? পুরুষের মধ্যে কি কি বস্তু স্থাপিত—মুখ্যভাবে এ প্রশ্ন তোমাকে করছি। তুমি কি এর উত্তর দিবে ? ৫১।১ ॥ পঞ্চ ভূতে পুরুষ (আত্মা) প্রবিষ্ট, আত্মাতে সেগুলি স্থাপিত আছে। তোমার প্রশ্নে আমি এ উত্তর দিচ্ছি, তুমি আমা থেকে বুদ্ধিতে অধিক নও। ৫২।১ । সকলের প্রথম স্মৃতির বিষয় কি ছিল ? মহান পক্ষী কি ছিল ? সবচেয়ে চিকন কি ছিল ? বৃষ্টি প্রাণিগণের প্রথম স্মৃতির বিষয় ছিল। আশ্বমেধিক অশ্ব মহান পক্ষী ছিল। পৃথিবী চিকন ছিল। রাতে রূপসকল অন্তর্হিত হয়েছিল। ৫৪।১ ॥ হে হোতা, কে সকল রূপ আবৃত করে ? কে শব্দ

অনুকরণ করে মুল আদি অবয়ব গিলে ফেলে ? কে লাফিয়ে চলে ? কে কুটিলভাবে পথ চলে ? ৫৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অজারে পিশঙ্গিলা শ্বাবিৎকুরু পিশঙ্গিলা। শশ আস্কন্দমর্ষত্যহিঃ পন্থাং বি সর্পতি ॥ ৫৬ ॥ কত্যস্য বিষ্ঠাঃ কত্যক্ষরাণি কতি হোমাসঃ কতিধা সমিদ্ধঃ। যজ্ঞস্য ত্বা বিদথা পৃচ্ছমত্র কতি হোতার ঋতুশো যজন্তি ॥ ৫৭ ॥ ষডস্য বিষ্ঠাঃ শতমক্ষরাণ্যশীতির্হোমাঃ সমিধো হ তিস্রঃ। যজ্ঞস্য তে বিদথা প্র ব্রবীমি সপ্ত হোতার ঋতুশো যজন্তি ॥ ৫৮ ॥ কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্। কঃ সূর্যস্য বেদ বৃহতো জনিত্রং কো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ ॥ ৫৯ ॥ বেদাহমস্য ভুবনস্য নাভিং বেদ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্। বেদ সূর্যস্য বৃহতো জনিত্রমথো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ রাত্রি সকল রূপ আবৃত করে। সেধা শব্দ অনুকরণ করে, মূল আদি অবয়ব গিলে ফেলে।° শশক লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। সর্প কুটিলভাবে গমন করে। ৫৬।১ ॥ হে উদ্গাতা, যজ্ঞে অন্ন কত প্রকার, অক্ষর কতগুলি, হোম কতগুলি, সমিৎ কতগুলি? যজ্ঞের বেত্তা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, প্রতি ঋতুতে কতজন হোতা যজ্ঞ করে ? ৫৭।১ ॥ ছয় অন্ন, এক শত অক্ষর, আশীটি হোম, তিনটি সমিৎ ; যজ্ঞের জ্ঞানের জন্য তোমাকেয় প্রত্যুত্তর দিচ্ছি, ঋতুযাগে সাতজন হোতা যজ্ঞ করে। ৫৮।১ ॥ হে ব্রহ্মা, এ ভুবনের কারণ কে জানে ? এ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ কে জানে ? মহান সূর্যের জন্ম কে জানে ? কে জানে চন্দ্রের উৎপত্তি কোথা হতে ? ৫৯।১ ॥ আমি জানি এ ভুবনের কারণ পরব্রহ্ম। স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক সে ব্রহ্মের বিকার তা জানি। বৃহৎ সূর্যের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম তা আমি জানি। পরমাত্মা থেকে চন্দ্র জাত, এ আমি জানি। ৬০।১ ॥

টীকা ঃ ৫৬। অজা পিলঙ্গিলা—অজা শব্দের এখানে দুটি অর্থ করা হয়েছে—মায়া ও রাত্রি। মায়া সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করে, ও রাতে অন্ধকারে আবৃত থাকায় রূপগুলি দেখা যায় না। এজন্য পিশঙ্গিলা বলা হয়েছে, 'পিশং রূপং গিলতি ভক্ষয়তি'। ৫৮। রসের সংখ্যা অনুযায়ী অন্নেরও ছয় সংখ্যা বলা হয়েছে। একশত অক্ষরাত্মক ছন্দ দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় জন্য শত অক্ষর বলা হয়েছে। যথা—গায়ত্রী ২৪ ও অতিধৃতি ৭৬ এ দুয়ে মিলে একশত। এরূপ উষ্ণিক ২৮ ও ধৃতি ৭২ এ মিলে একশত, অনুষ্টুপ ৩২ ও অত্যষ্টি ৬৮ এ মিলে একশত, অষ্টি ৬৪ ও বৃহতী ৩৬ এ দুয়ে মিলে একশত, এরূপ গায়ত্রী থেকে অতিধৃতি পর্যন্ত ছন্দের হিসাব ভাষ্যকার দিয়েছেন। মহীধর ভাষ্য দেখুন।

মন্ত্র ঃ পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ। পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৬১ ॥ ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৬২ ॥ সুভূঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রথমোঽন্তর্মহত্যর্ণবে। দধে হ গর্ভমৃত্বিয়ং যতো জাতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৩ ॥ হোতা যক্ষৎপ্রজাপতিং সোমস্য মহিম্নঃ। জুষতাং পিবতু সোমং হোতর্যজ ॥ ৬৪ ॥ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬৫ ॥

[কাণ্ড—৬৫, মন্ত্র-৮৩]

অনুবাদ ঃ হে অধ্বর্যু, পৃথিবীর শেষ অবধি পর্যন্ত তোমাকে প্রশ্ন করছি,

যেখানে প্রাণিসমূহের কারণ, তাও জিজ্ঞাসা করছি। বর্ষণশীল অশ্বের বীর্য কি তা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। ত্রয়ীলক্ষণ বাণীর পরম উৎকৃষ্ট স্থান কি তা তোমাকে প্রশ্ন করছি ॥ ৬১।১ ॥ এ উত্তরবেদী পৃথিবীর শেষ অবধি, এ অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রাণি-সমূহের কারণ, এ সোম বর্ষণশীল অশ্বের বীর্য, এ ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) ত্রয়ীরূপ বাক্যের পরম স্থান। ৬২।১ ॥ শোভন উৎপত্তিমান বিশ্বের উৎপাদক স্বয়ম্ভূ অনাদি-নিধন পুরুষ কল্পান্তকালীন সমুদ্রে ঋতুপ্রাপ্ত গর্ভ স্থাপন করেছিলেন, যে গর্ভ থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা জাত হয়েছেন। ৬৩।১ ॥ দৈব হোতা মহিমসংজ্ঞক সোমগ্রহ সম্বন্ধীয় প্রজাপতির যজ্ঞ করেছিলেন, সে প্রজাপতি সে সোম পান করুন। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যজ্ঞ কর। ৬৪।১ ॥ হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া আর কেউ এ বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করতে সমর্থ নয়। অতএব যে কামনায় তোমার যজ্ঞ করছি, সে কামনা সিদ্ধ হোক, আমরা পরম ধনের অধিকারী হব। ৬৫।১ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ অশ্বস্তূপরো গোমৃগস্তে প্রাজাপত্যাঃ কৃষ্ণগ্রীব আগ্নেয়ো ররাটে পুরস্তাৎ-সারস্বতী মেষ্যধস্তাদ্ধন্বোরাশ্বিনাবধোরামৌ বাহ্বোঃ সোমাপৌষ্ণঃ শ্যামো নাভ্যাং সৌর্যযামৌ শ্বেতশ্চ কৃষ্ণশ্চ পার্শ্বয়োস্ত্বাষ্ট্রৌ লোমশসক্থৌ সক্থ্যোর্বায়ব্যঃ শ্বেতঃ পুচ্ছ ইন্দ্রায় স্বপস্যায় বেহদ্বৈষ্ণবো বামনঃ ॥ ১ ॥ রোহিতো ধূম্ররোহিতঃ কর্কন্ধু-রোহিতস্তে সৌম্যা বভ্রুররুণবভ্রুঃ শুকবভ্রুস্তে বারুণাঃ শিতিরন্ধ্রোঽন্যতঃ শিতিরন্ধ্রঃ সমন্তশিতিরন্ধ্রস্তে সাবিত্রাঃ শিতিবাহুরন্যতঃ শিতিবাহুঃ সমন্তশিতিবাহুস্তে বার্হ-স্পত্যাঃ পৃষতী ক্ষুদ্রপৃষতী স্থূলপৃষতী তা মৈত্রাবরুণ্যঃ ॥ ২ ॥ শুদ্ধবালঃ সর্বশুদ্ধ-বালো মণিবালস্ত আশ্বিনাঃ শ্যেতঃ শ্যেতাক্ষোঽরুণস্তে রুদ্রায় পশুপতয়ে কর্ণা যামা অবলিপ্তা রৌদ্রা নভোরূপাঃ পার্জন্যাঃ ॥ ৩ ॥ পৃশ্নিস্তিরশ্চীন পৃশ্নিরূর্ধ্ব পৃশ্নিস্তে মারুতাঃ ফল্গুর্লোহিতোর্ণী পলক্ষী তা সারস্বত্যঃ প্লীহাকর্ণঃ শুণ্ঠাকর্ণোঽধ্যালোহ-কর্ণস্তে ত্বাষ্ট্রাঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ শিতিকক্ষোঽঞ্জিসক্থস্ত ঐন্দ্রাগ্নাঃ কৃষ্ণাঞ্জিরল্পাঞ্জির্মহাঞ্জিস্ত উষস্যাঃ ॥ ৪ ॥ শিল্পা বৈশ্বদেব্যো রোহিণ্যস্ত্র্যবয়ো বাচেঽবিজ্ঞাতা অদিত্যৈ সরূপা ধাত্রে বৎসতর্যো দেবানাং পত্নীভ্যঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ প্রজাপতির উদ্দেশে অশ্ব ও শৃঙ্গহীন গবয় যুক্ত করছি। এরূপ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অশ্বের ললাটের কাছে গলদেশে শ্যামবর্ণবিশিষ্ট অজ, হনুর নিম্নে সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ, অধোভাগে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে শুক্লবর্ণ দুটি অজ, শুক্লকৃষ্ণ রোম জাত পশু সোম ও পূষা দেবতার, শ্বেত পশু সূর্য দেবতার, কৃষ্ণ পশু যম দেবতার, পুচ্ছভাগে বহু লোম বিশিষ্ট পশুদ্বয় ত্বষ্টার, শ্বেতবর্ণ পশু বায়ুদেবতার, শোভন কর্মযুক্ত ইন্দ্রের গর্ভঘাতিনী খর্বাকৃতি পশু বন্ধন করছি। ১।১ ॥ রক্তবর্ণ, ধূম্রবর্ণ মিশ্র রক্ত ও কুল সদৃশ রক্তবর্ণ পশু সোমদেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। এরূপ কপিল বর্ণ, অরুণবর্ণ মিশ্র কপিল, শুকপক্ষীর মত কপিল বর্ণ বরুণ দেবতার, কৃষ্ণবর্ণের ছিদ্র বিশিষ্ট, একপাশে কৃষ্ণ ছিদ্র, সর্বত্র কৃষ্ণ ছিদ্র বিশিষ্ট পশু সাবিত্রীর, সামনের পায়ে সাদা বর্ণ বিশিষ্ট, এক পার্শ্বে পায়ে সাদা বর্ণ, সমস্ত বাহু সাদাবর্ণ বিশিষ্ট পশু বৃহস্পতি দেবতার, শরীর বিচিত্র বর্ণ যুক্ত, সূক্ষ্ম বিচিত্র বিন্দু যুক্ত স্থূল বিচিত্র বিন্দু যুক্ত স্ত্রীপশুগুলি মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২।১ ॥ সাদা কেশ যুক্ত, সমস্ত সাদা কেশ ও মণির

বর্ণের মত পকেশ বিশিষ্ট পশু অশ্বিদ্বয়ের ; শ্বেতবর্ণ, চক্ষু ও রক্ত বর্ণ পশু পশুপতি রুদ্রদেবতার, চন্দ্রের মত শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট পশু যমদেবতার, উন্নত তিনটি পশু রুদ্র দেবতার এবং আকাশের মত নীলবর্ণ পশু পর্জন্য দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩।১ ॥ বিচিত্রবর্ণ, তির্যক বিচিত্র বিন্দু ও উর্ধ্ব বিচিত্র বিন্দুযুক্ত পশুগুলি মরুৎ দেবতার, অপুষ্ট শরীর, রক্ত রোম যুক্ত ও শ্বেতবর্ণ অজ সরস্বতীর, কর্ণে প্লীহাযুক্ত, হ্রস্বকর্ণ ও রক্তবর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট পশু ত্বষ্টা দেবতার, গ্রীবাদেশে কালবর্ণ উরুতে বগলে সাদাবর্ণ পশু ইন্দ্রদেবতার, কাল লোম যুক্ত, অল্প ও বহু লোম যুক্ত পশু উষাদেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৪।১ ॥ বিচিত্রবর্ণের তিনটি স্ত্রীপশু বিশ্বদেবের, রক্তবর্ণ দেড় বছরের তিনটি ছাগ বাগ্‌দেবতার, চিহ্নরহিত তিনটি পশু অদিতি দেবতার, তিনটি সমান বর্ণের পশু ধাতৃদেবতার এবং তিনটি ছাগশিশু দেবপত্নীদের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ১। এ অধ্যায়ে মোট ছ'শ নটি পশুর উল্লেখ আছে। তার মধ্যে দু'শ ষাটটি বন্য পশুর নাম আছে। এর মধ্যে বহু পশু, পক্ষী ও দেবতা বর্তমানে অপরিচিত। পশু পক্ষীগুলির হয় এখন অন্য নাম হয়েছে, অথবা কালক্রমে তারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ জন্য বৈদিক নামগুলি মূল অনুযায়ী রাখা হয়েছে। বৈদিক দেবতা দু প্রকার—নিত্য ও কর্মানুগ। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু দেবতা আছেন। ইন্দ্রাদি নিত্য ও প্রসিদ্ধ দেবতা। এ অধ্যায়ে বহু অপ্রসিদ্ধ ও কর্মানুগ দেবতার উল্লেখ আছে।

মন্ত্র ঃ কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়াঃ শিতিভ্রবো বসূনাং রোহিতা রুদ্রাণাং শ্বেতা অবরোকিণ আদিত্যানাং নভোরূপাঃ পার্জন্যাঃ ॥ ৬ ॥ উন্নত ঋষভো বামনস্ত ঐন্দ্রাবৈষ্ণবা উন্নতঃ শিতিবাহুঃ শিতিপৃষ্ঠস্ত ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যাঃ শুকরূপা বাজিনাঃ কল্মাষা আগ্নিমারুতাঃ শ্যামাঃ পৌষ্ণাঃ ॥ ৭ ॥ এতা ঐন্দ্রাগ্না দ্বিরূপা অগ্নীষোমীয়া বামনা অনড্‌বাহ আগ্নাবৈষ্ণবা বশা মৈত্রাবরুণ্যোঽন্যত এন্যো মৈত্র্যঃ ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়া বভ্রবঃ সৌম্যাঃ শ্বেতা বায়ব্যা অবিজ্ঞাতা অদিত্যৈ সরূপা ধাত্রে বৎসতর্যো দেবানাং পত্নীভ্যঃ ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণা ভৌমা ধূম্রা আন্তরিক্ষা বৃহন্তো দিব্যাঃ শবলা বৈদ্যুতাঃ সিধ্মাস্তারকাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ কণ্ঠদেশে কালবর্ণের তিনটি পশু অগ্নি দেবতার, সাদা ভ্রু-যুক্ত তিনটি বসুদেবতার, লালবর্ণ তিনটি রুদ্রদেবতার, সাদাছিদ্র যুক্ত তিনটি আদিত্য দেবতার, আকাশ রং এর তিনটি পর্জন্য দেবের উদ্দেশে যুক্ত করছি।৬।১ ॥ উচ্চ, পুষ্ট ও বৃদ্ধিরহিত তিনটি ইন্দ্র ও বিষ্ণুদেবতার, উচ্চ, সামনের পায়ে ও পিঠে সাদাবর্ণের পশু ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতার, শুক পাখীর মত রং এর তিনটি পশু বাজি-দেবতার, সোনার রং এর তিনটি পশু অগ্নি ও মারুতের, কাল রং এর তিনটি পশু পূষা দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৭।১ ॥ হলুদ রং এর তিনটি পশু ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতার, দুই রং এর তিনটি পশু অগ্নি ও সোম দেবতার, খর্বাকৃতি তিনটি ষাঁড় অগ্নি ও বিষ্ণুদেবতার, বন্ধ্যা তিনটি ছাগী মিত্র ও বরুণ দেবতার, এক দিকে হলুদ রং এর তিনটি ছাগ মিত্র দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৮।১ ॥ গলায় কাল রং এর তিনটি পশু অগ্নিদেবতার, কপিল বর্ণ তিনটি সোম দেবতার, সাদা রং এর তিনটি বায়ুদেবতার, কোন চিহ্ন ছাড়া তিনটি অদিতি দেবতার, সমান রং এর তিনটি ধাতৃদেবতার এবং তিনটি ছাগশিশু দেবপত্নীদের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৯।১ ॥ কাল রং এর তিনটি পশু ভূমি দেবতার, ধোঁয়ার মত রং এর তিনটি অন্তরিক্ষ দেবতার, বড় তিনটি দ্যুলোক স্থিত দেবগণের, সোনার মত রং

এর তিনটি বিদ্যুৎ দেবতার, ছুলিরোগ যুক্ত তিনটি পশু নক্ষত্র দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি ॥ ১০।১ ॥

মন্ত্র : ধূম্রান্বসন্তায়ালভতে শ্বেতান্‌গ্রীষ্মায় কৃষ্ণান্বর্ষাভ্যোঽরুণাঞ্ছরদে পৃষতো হেমন্তায় পিশঙ্গাঞ্ছিশিরায় ॥ ১১ ॥ ত্র্যবয়ো গায়ত্র্যৈ পঞ্চাবয়স্ত্রিষ্টুভে দিত্যবাহো জগত্যৈ ত্রিবৎসা অনুষ্টুভে তুর্যবাহ উষ্ণিহে ॥ ১২ ॥ পষ্ঠবাহো বিরাজ উক্ষাণো বৃহত্যা ঋষভাঃ ককুভেঽনড্‌বাহঃ পঙ্‌ক্ত্যৈঃ ধেনবোঽতিচ্ছন্দসে ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়া বভ্রবঃ সৌম্যা উপধ্বস্তাঃ সাবিত্রা বৎসতর্যঃ সারস্বত্যঃ শ্যামাঃ পৌষ্ণাঃ পৃশ্নয়ো মারুতা বহুরূপা বৈশ্বদেবা বশা দ্যাবাপৃথিবীয়াঃ ॥ ১৪ ॥ উক্তাঃ সঞ্চরা এতা ঐন্দ্রাগ্নাঃ কৃষ্ণা বারুণাঃ পৃশ্নয়ো মারুতাঃ কায়াস্তূপরাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : ধোঁয়া রং এর তিনটি পশু বসন্ত দেবতার, সাদা রং এর তিনটি গ্রীষ্মদেবতার, কাল রংএর তিনটি বর্ষা দেবতার, লাল রং এর তিনটি শরৎদেবতার, নানা বর্ণের বিন্দুযুক্ত তিনটি হেমন্ত দেবতার, লাল যুক্ত পিঙ্গল রং এর তিনটি পশু শিশির দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১১।১ ॥ দেড় বছরের তিনটি পশু গায়ত্রীর উদ্দেশে, আড়াই বছরের তিনটি ত্রিষ্টুভের, দু বছরের তিনটি জগতীর, তিন বছরের তিনটি অনুষ্টুভের, সাড়ে তিন বছরের তিনটি পশু উষ্ণিহের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১২।১ ॥ চার বছরের তিনটি পশু বিরাটের উদ্দেশে, যুবা তিনটি বৃহতীর, অধিক বয়সের তিনটি ককুভের, গাড়ী বহন করতে পারে এমন তিনটি ছাগ পংক্তির, নব প্রসূতা তিনটি অজা অতিছন্দের উদ্দেশ যুক্ত করছি।১৩।১॥ কাল রং এর গ্রীবা বিশিষ্ট তিনটি অগ্নিদেবতার, কপিল বর্ণের তিনটি সোম দেবতার, নানা রং এর মিশ্রিত তিনটি সবিতা দেবতার, তিনটি ছাগশিশু সরস্বতীর, সাদা ও কাল রংয়ের তিনটি পূষা দেবতার, কৃশ দেহ বিশিষ্ট তিনটি মরুৎ দেবতার, বহু রূপের তিনটি বিশ্বদেবের, বন্ধ্যা তিনটি দ্যাবাপৃথিবী দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৪।১ ॥ পূর্বকাণ্ডের কথিত পনরটি পশু পূর্বোক্ত পাঁচ দেবতার উদ্দেশে এবং কপিল বর্ণের তিনটি ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতার, কাল রং এর তিনটি বরুণ দেবতার, ক্ষীণকায় তিনটি মরুৎ দেবতার ও শৃঙ্গহীন তিনটি ক-দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৫।১ ॥

মন্ত্র : অগ্নয়েঽনীকবতে প্রথমজানালভতে মরুদ্ভ্যঃ সান্তপনেভ্যঃ সবাত্যা-ন্মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভ্যো বষ্কিহান্মরুদ্ভ্যঃ ক্রীডিভ্যঃ সংসৃষ্টান্মরুদ্ভ্যঃ স্বতবদ্ভ্যো-ঽনুসৃষ্টান্ ॥ ১৬ ॥ উক্তাঃ সঞ্চরা এতা ঐন্দ্রাগ্নাঃ প্রাশৃঙ্গা মাহেন্দ্রা বহুরূপা বৈশ্বকর্মণাঃ ॥ ১৭ ॥ ধূম্রা বভ্রুনীকাশাঃ পিতৃণাং সোমবতাং বভ্রবো ধূম্রনীকাশাঃ পিতৃণাং বর্হিষদাং কৃষ্ণা বভ্রুনীকাশাঃ পিতৃণামগ্নিষ্বাত্তানাং কৃষ্ণাঃ পৃষন্ত-স্ত্রৈয়ম্বকাঃ ॥ ১৮ ॥ উক্তাঃ সঞ্চরা এতাঃ শুনাসীরীয়াঃ শ্বেতা বায়ব্যাঃ শ্বেতাঃ সৌর্যাঃ ॥ ১৯ ॥ বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে গ্রীষ্মায় কলবিঙ্কান্বর্ষাভ্য স্তিত্তিরী-ঞ্ছরদে বর্তিকা হেমন্তায় ককরাঞ্ছিশিরায় বিককরান্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : প্রথম জাত তিনটি ছাগ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে, ঝড়ের মধ্যে জাত তিনটি সান্তপন মরুদ্‌গণের, চির প্রসূত তিনটি গৃহমেধী মরুদ্‌গণের, একসঙ্গে জাত তিনটি ক্রীড়ি মরুদ্‌গণের এবং অনুক্রমে জাত তিনটি সর্বদা বহনশীল মরুদ্‌গণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৬।১ ॥ পূর্ব কথিত কৃষ্ণগ্রীব প্রভৃতি পনরটি পশু পূর্বোক্ত পাঁচ দেবতার উদ্দেশে এবং কপিল বর্ণের তিনটি ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে, প্রকৃষ্ট শৃঙ্গ যুক্ত তিনটি মহেন্দ্র দেবতার, বহু রূপ বিশিষ্ট তিনটি বিশ্বকর্মা দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৭।১ ॥ ধূম্রবর্ণ মিশ্র কপিল বর্ণের মত তিনটি পশু সোমযুক্ত পিতৃগণের উদ্দেশে, কপিল বর্ণ মিশ্র ধূম্রবর্ণের

মত তিনটি বর্হিষদ পিতৃগণের, কৃষ্ণবর্ণ মিশ্র পিঙ্গল বর্ণের মত তিনটি অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের, কৃষ্ণ বিন্দু যুক্ত তিনটি ত্র্যম্বকদেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৮।১॥ কপিল রং এর তিনটি শুনাসীর দেবতার, সাদা রং এর তিনটি তিনটি করে বায়ু ও সূর্য দেবতা উদ্দেশে যুক্ত করছি। ১৯।১॥ তিনটি কপিঞ্জল পক্ষী বসন্ত ঋতুর অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, এরূপ তিনটি চটক পক্ষী গ্রীষ্মের, তিনটি তিত্তিরী পক্ষী বর্ষার, তিনটি বর্তিকা পক্ষী শরতের, তিনটি ককর পক্ষী হেমন্ত এবং তিনটি বিককর পক্ষী শিশিরের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২০।১

মন্ত্র : সমুদ্রায় শিশুমারানালভতে পর্জন্যায় মন্ডূকানদ্ভ্যো মৎস্যান্মিত্রায় কুলীপয়ান্বরুণায় নাক্রান্ ॥ ২১ ॥ সোমায় হংসানালভতে বায়বে বলাকা ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ক্রুঞ্চান্মিত্রায় মদ্গূন্বরুণায় চক্রবাকান্ ॥ ২২ ॥ অগ্নয়ে কুটরূনালভতে বনস্পতিভ্য উলূকানগ্নীষোমাভ্যাং চাষানশ্বিভ্যাং ময়ূরান্মিত্রাবরুণাভ্যাং কপোতান্ ॥ ২৩ ॥ সোমায় লবানালভতে ত্বষ্ট্রে কৌলীকান্ গোষাদীর্দেবানাং পত্নীভ্যঃ কুলীকা দেবজামিভ্যোঽগ্নয়ে গৃহপতয়ে পারুষ্ণান্ ॥ ২৪ ॥ অহ্নে পারাবতানালভতে রাত্র্যৈ সীচাপূরহোরাত্রয়োঃ সন্ধিভ্যো জতূর্মাসেভ্যো দাত্যোহান্ সংবৎসরায় মহতঃ সুপর্ণান্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : তিনটি শিশুমার নামক জলচর জন্তু সমুদ্রের উদ্দেশে, তিনটি ভেক পর্জন্যের উদ্দেশে, তিনটি মৎস্য জলের উদ্দেশে, তিনটি কুলীপয় মিত্র এবং তিনটি নক্র বরুণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২১।১॥ তিনটি হংস সোমের উদ্দেশে, তিনটি বলাকা পক্ষী বায়ুর উদ্দেশে, তিনটি ক্রুঞ্চ পক্ষী ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে, তিনটি মদ্গু পক্ষী মিত্র এবং তিনটি চক্রবাক বরুণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২২।১॥ তিনটি কুক্কুট অগ্নির উদ্দেশে, তিনটি উলূক অগ্নি ও বনস্পতির, তিনটি চাষ পক্ষী অগ্নি ও সোম, তিনটি ময়ূর অশ্বিদ্বয় এবং তিনটি কপোত মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৩।১॥ তিনটি লাবক পক্ষী সোমের উদ্দেশে, তিনটি কৌলিক পক্ষী ত্বষ্টার উদ্দেশে, তিনটি গোষাদী স্ত্রী পক্ষী দেবপত্নীগণের উদ্দেশে, তিনটি কুলীক স্ত্রী পক্ষী দেববধূদের জন্য। তিনটি পারুষ্ণ পক্ষী গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৪।১॥ তিনটি পারাবত পক্ষী দিনের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, তিনটি সীচাপু পক্ষী রাতের, তিনটি জতু পক্ষী দিন রাতের সন্ধিক্ষণের, তিনটি দাত্যূহ পক্ষী মাসের, তিনটি মহান সুপর্ণ পক্ষী সংবৎসরের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৫।১॥

মন্ত্র : ভূম্যা আখূনালভতেঽন্তরিক্ষায় পাঙ্‌ক্ত্রান্দিবে কশান্দিগ্ভ্যো নকুলান্বভ্রু-কানবান্তরদিশাভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ বসুভ্য ঋশ্যানালভতে রুদ্রেভ্যো রুরূনাদিত্যেভ্যো ন্যঙ্‌কূন্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পৃষতান্ত্সাধ্যেভ্যঃ কুলুঙ্গান্ ॥ ২৭ ॥ ঈশানায় পরস্বত আলভতে মিত্রায় গৌরান্বরুণায় মহিষান্বৃহস্পতয়ে গবয়াংস্ত্বষ্ট্র উষ্ট্রান্ ॥ ২৮ ॥ প্রজাপতয়ে পুরুষান্ হস্তিন আলভতে বাচে প্লুষীংশ্চক্ষুষে মশকা-ঞ্ছ্রোত্রায় ভৃঙ্গাঃ ॥ ২৯ ॥ প্রজাপতয়ে চ বায়বে চ গোমৃগো বরুণায়ারণ্যো মেষো যমায় কৃষ্ণো মনুষ্যরাজায় মর্কটঃ শার্দূলায় রোহিদৃষভায় গবয়ী ক্ষিপ্রশ্যেনায় বর্তিকা নীলঙ্গোঃ কৃমিঃ সমুদ্রায় শিশুমারো হিমবতে হস্তী ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : তিনটি মূষিক ভূমিদেবতার উদ্দেশে, তিনটি পাঙ্‌ক্ত মূষিক অন্তরিক্ষের উদ্দেশে, তিনটি কাল মূষিক দ্যুলোকের উদ্দেশে, তিনটি নকুল দিক্-সকলের উদ্দেশে, তিনটি বভ্রুক নকুল মধ্যবর্তী দিকসকলের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৬।১॥ তিনটি ঋষ্য মৃগ বসুগণের উদ্দেশে, তিনটি রুরু মৃগ রুদ্রদের,

তিনটি ন্যঙ্কু মৃগ আদিত্যদের, তিনটি পৃষত মৃগ, বিশ্বদেবগণের তিনটি কুলঙ্গ মৃগ সাধ্যগণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৭।১॥ তিনটি পরস্বান্ মৃগ ঈশান দেবতার উদ্দেশে, তিনটি গৌরমৃগ মিত্রের উদ্দেশে, তিনটি মহিষ বরুণের উদ্দেশে, তিনটি গবয় বৃহস্পতির উদ্দেশে এবং তিনটি উট ত্বষ্টার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৮।১॥ তিনটি পুরুষ হস্তী প্রজাপতির উদ্দেশে, তিনটি প্লুষি আরণ্য পশু বাক্যের উদ্দেশে, তিনটি মশক চক্ষুর উদ্দেশে, তিনটি ভৃঙ্গ শ্রোত্রের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২৯।১॥ একটি গবয় প্রজাপতি ও বায়ুর জন্য, একটি বন্য মেষ বরুণের জন্য, একটি কৃষ্ণ মেষ যমের জন্য, একটি বানর মনুষ্যরাজার জন্য, একটি রোহিদৃষ্য শার্দুলের জন্য, একটি গবয়ী ঋষভদেবের জন্য, একটি একটি বর্তিকা ক্ষিপ্র-শ্যেন দেবের জন্য, একটি কৃমি নীলাঙ্গ দেবের জন্য, একটি শিশুমার সমুদ্রের জন্য এবং একটি হস্তী হিমালয়ের জন্য যুক্ত করছি। ৩০।১॥

মন্ত্র : ময়ুঃ প্রাজাপত্য উলো হলিক্ষ্ণো বৃষদংশস্তে ধাত্রে দিশাং কঙ্কো ধুঙ্ক্ষাগ্নেয়ী কলবিঙ্কো লোহিতাহিঃ পুষ্করসাদস্তে ত্বাষ্ট্রা বাচে ক্রুঞ্চঃ॥ ৩১। সোমায় কুলঙ্গ আরণ্যোঽজো নকুলঃ শকা তে পৌষ্ণাঃ ক্রোষ্টা মায়োরিন্দ্রস্য গৌর-মৃগঃ পিদ্বো ন্যঙ্কুঃ কক্কটস্তেঽনুমত্যৈ প্রতিশ্রুৎকায়ৈ চক্রবাকঃ॥ ৩২॥ সৌরী বলাকা শার্গঃ সৃজয়ঃ শয়াণ্ডকস্তে মৈত্রাঃ সরস্বত্যৈ শারিঃ পুরুষবাক্ শ্বাবিদ্ভৌমী শার্দুলো বৃকঃ পৃদাকুস্তে মন্যবে সরস্বতে শুকঃ পুরুষবাক্॥ ৩৩॥ সুপর্ণঃ পার্জন্য আতির্বাহসো দর্বিদা তে বায়বে বৃহস্পতয়ে বাচস্পতয়ে পৈঙ্গরাজোঽলজ আন্তরিক্ষঃ প্লবো মদ্গুর্মৎস্যস্তে নদীপতয়ে দ্যাবাপৃথিবীয়ঃ কূর্মঃ॥ ৩৪॥ পুরুষ-মৃগশ্চন্দ্রমসো গোধা কালকা দার্বাঘাটস্তে বনস্পতীনাং কৃকবাকুঃ সাবিত্রো হংসো বাতস্য নাক্রো মকরঃ কুলীপয়স্তেঽকূপারস্য হ্রিয়ৈ শল্যকঃ॥ ৩৫॥

অনুবাদ : একটি ময়ু নামক তুরঙ্গবদন কিন্নর প্রজাপতির উদ্দেশে, একটি উতল মৃগ, একটি হলিক্ষ্ণ সিংহ ও একটি বৃষ দংশ বিড়াল ধাতৃদেবতার, একটি কঙ্ক বক দিক সকলের, একটি ধুঙ্ক্ষা পক্ষিণী অগ্নি দেবতার, একটি চটক পক্ষী, একটি রক্তবর্ণ সর্প ও একটি কমলপক্ষী ত্বষ্টু দেবতার এবং একটি ক্রুঞ্চ পক্ষী বাগ্দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩১।১॥ একটি কুরঙ্গহরিণ সোমদেবতার উদ্দেশে, একটি বন্য ছাগ, একটি নকুল ও একটি শকা পক্ষী পূষাদেবতার, একটি শৃগাল মায়ুদেবের, একটি গৌরমৃগ ইন্দ্রের, একটি পিদ্বমৃগ ইন্দ্রের, একটি ন্যঙ্কু ও একটি কক্কট মৃগ অনুমতি দেবতার, একটি চক্রবাক প্রতিশ্রুৎক দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩২।১॥ একটি বলাকা সূর্যদেবতার, একটি শার্গ, সৃজয় ও শয়াণ্ডব পক্ষী মিত্রদেবতার, মানুষের মত কথা বলতে পারে এমন একটি শারি পক্ষী সরস্বতী দেবতার, একটি শ্বাবিৎ, একটি সেধা ভূদেবতার, একটি ব্যাঘ্র, একটি বৃক ও একটি সর্প মন্যুদেবতার, মানুষের মত কথা বলতে পারে এমন একটি শুক পক্ষী সমুদ্র দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৩।১॥ সুপর্ণ পক্ষী পর্জন্য-দেবতার, একটি আতি, বাহস ও কাট ঠোকরা পক্ষী বায়ু দেবতার, বাক্যের অধিপতি বৃহস্পতির উদ্দেশে পৈঙ্গরাজ পক্ষী, অলজ পক্ষী অন্তরিক্ষদেবতার, একটি প্লব নামক জলচর পক্ষী, মদ্গু ও কারণ্ডব মৎস্য নদীপতির উদ্দেশে এবং এক কচ্ছপ দ্যাবাপৃথিবী দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৪।১॥ একটি পুরুষ মৃগ চন্দ্র দেবতার উদ্দেশে, একটি গোধা, কালকা ও সারস পক্ষী বনস্পতিদের উদ্দেশে, তাম্রচূড় পক্ষী সবিতা দেবতার, হংস বায়ুদেবতার, নাক্র, মকর ও কুলপয় নামক জলচর তিনটি সমুদ্রদেবতার, শ্বাবিৎ পক্ষী হ্রী-দেবীর উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৫।১॥

মন্ত্র : এণ্যহ্নো মণ্ডূকো মূষিকা তিত্তিরিস্তে সর্পাণাং লোপাশ আশ্বিনঃ কৃষ্ণো

রাত্র্যা ঋক্ষো জতূঃ সূষিলীকা ত ইতরজনানাং জহকা বৈষ্ণবী ॥ ৩৬ ॥ অন্যবাপোঽর্ধমাসানামৃশ্যো ময়ূরঃ সুপর্ণস্তে গন্ধর্বাণামপামুদ্রো মাসাং কশ্যপো রোহিৎকুণ্ডৃণাচী গোলত্তিকা তেঽপ্সরসাং মৃত্যবেঽসিতঃ ॥ ৩৭ ॥ বর্ষাহূর্ঋতূনামাখুঃ কশো মান্থালস্তে পিতৃণাং বলায়াজগরো বসূনাং কপিঞ্জলঃ কপোত উলূকঃ শশস্তে নির্ঋত্যৈ বরুণায়ারণ্যো মেষঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্বিত্র আদিত্যানামুষ্ট্রো ঘৃণীবান্বাধ্রীনসস্তে মত্যা অরণ্যায় সৃমরো রুরূ রৌদ্রঃ ক্বয়িঃ কুটরুর্দাত্যৌহস্তে বাজিনাং কামায় পিকঃ ॥ ৩৯ ॥ খড়্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বা কৃষ্ণঃ কর্ণো গর্দভস্তরক্ষুস্তে রক্ষসামিন্দ্রায় সূকরঃ সিংহো মারুতঃ কৃকলাসঃ পিপ্পকা শকুনিস্তে শরব্যায়ৈ বিশ্বেষাং দেবানাং পৃষতঃ ॥ ৪০ ॥

[কাণ্ড-৪০, মন্ত্র-৪০]

অনুবাদ ঃ একটি মৃগী দিনের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, মণ্ডূক, মূষিক ও তিত্তিরি পক্ষী সর্প দেবতার, লোপাশ নামক বন্য প্রাণী অশ্বিদেবতার, কৃষ্ণ মৃগ রাতের অভিমানী দেবতার, একটি ভল্লূক, জতু ও সূষিলীক নামক পক্ষীদ্বয় ইতরজন দেবতার, জহক নামক পশু বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৬।১ ॥ একটি কোকিল অর্ধমাসের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, ঋষ্য, মৃগ, ময়ূর ও গরুড় পক্ষী গন্ধর্বদেবগণের উদ্দেশে, একটি কর্কট জলের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, একটি কচ্ছপ মাসের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে, রোহিত, কুণ্ডৃণাচী ও গোতলিকা বন্য পশু তিনটি অপ্সরাদের উদ্দেশে, কৃষ্ণ পশু মৃত্যুদেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৭।১ ॥ ভেকী ঋতুদেবতার উদ্দেশে, আখু, কশ ও মন্থাল নামক ইঁদুর পিতৃগণের উদ্দেশে, অজগর বলদেবতার, কপিঞ্জল পক্ষী বসুগণের উদ্দেশে, কপোত, উলূক ও শশ নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে এবং বন্য মেষ বরুণদেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৮।১ ॥ শ্বেত পশু আদিত্যদেবতার উদ্দেশে, উট, ঘৃণিবান ও বাধ্রীণস এ তিনটি মতিদেবতার, সৃমর গবয় অরণ্যদেবতার, রুরু মৃগ রুদ্রদেবতার, ক্বয়ি, কুটরু, দাত্যৌহ পক্ষী অশ্বদেবতার, কোকিল কাম দেবতাব উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৩৯।১ ॥ একটি খড়্গমৃগ বিশ্বদেবতার উদ্দেশে, একটি কাল-বং এর কুকুর, একটি লম্ববর্ণ গর্দভ ও তরক্ষু রাক্ষসদের, শূকর ইন্দ্রের, সিংহ মরুৎদেবতার, একটি কৃকলাস, পিপ্পকা পক্ষিণী ও একটি পক্ষী শ:্যা দেবতার এবং একটি পৃষত মৃগ সমস্ত দেবগণের উদ্দেশে যুক্ত করছি। ৪০।১ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ শাদং দদ্ভিরবকাং দন্তমূলৈর্মৃদং বর্শ্বৈস্তেগাং দংষ্ট্রাভ্যাং সরস্বত্যা অগ্রজিহ্বং জিহ্বায়া উৎসাদমবক্রন্দেন তালু বাজং হনুভ্যামপ আস্যেন বৃষণমাণ্ডাভ্যামাদিত্যা শ্মশ্রুভিঃ পন্থানং ভ্রূভ্যাং দ্যাবাপৃথিবী বর্তোভ্যাং বিদ্যুতং কনীনকাভ্যাং শুক্লায় স্বাহা কৃষ্ণায় স্বাহা পার্যাণি পক্ষ্মাণ্যবার্যা ইক্ষবোঽবার্যাণি পক্ষ্মাণি পার্যা ইক্ষবঃ ॥ ১ ॥ বাতং প্রাণেনাপানেন নাসিকে উপযামমধরেণৌষ্ঠেন সদুত্তরেণ প্রকাশেনান্তরমনূকাশেন বাহ্যং নিবেষ্যং মূর্ধ্না স্তনয়িত্নুং নির্বাধেনাশনিং মস্তিষ্কেণ বিদ্যুতং কনীনকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাভ্যাং কর্ণৌ তেদনীমধরকণ্ঠেনাপঃ শুষ্ককণ্ঠেন চিত্তং মন্যাভিরদিতিং শীর্ষ্ণা নির্ঋতিং নির্জর্জল্পেন শীর্ষ্ণা সংক্রোশৈঃ প্রাণান্ রেষ্মাণং স্তুপেন ॥ ২ ॥ মশকান্ কেশৈরিন্দ্রং স্বপসা বহেন বৃহস্পতিং শকুনিসাদেন কূর্মাঞ্ছফৈরাক্রমণং স্থূরাভ্যামৃক্ষলাভিঃ কপিঞ্জলাঞ্জবং জঙ্ঘাভ্যামধ্বানং বাহুভ্যাং জাম্বীলেনারণ্যমগ্নিমতিরুগ্‌ভ্যাং পূষণং দোর্ভ্যামশ্বিনাবংসাভ্যাং রুদ্রং রোরা-

জ্যাম্॥ ৩ ॥ অগ্নেঃ পক্ষতির্বায়োর্নিপক্ষতিরিন্দ্রস্য তৃতীয়া সোমস্য চতুর্থ্যদিত্যৈ পঞ্চমীন্দ্রাণ্যৈ ষষ্ঠী মরুতাং সপ্তমী বৃহস্পতেরষ্টম্যর্যম্ণো নবমী ধাতুর্দশমীন্দ্রস্যৈকাদশী বরুণস্য দ্বাদশী যমস্য ত্রয়োদশী॥ ৪ ॥ ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ পক্ষতিঃ সরস্বত্যৈ নিপক্ষতির্মিত্রস্য তৃতীয়াপাং চতুর্থী নির্ঋত্যৈ পঞ্চম্যগ্নীষোমযোঃ ষষ্ঠী সর্পাণাং সপ্তমী বিষ্ণোরষ্টমী পূষ্ণো নবমী ত্বষ্টুর্দশমীন্দ্রস্যৈকাদশী বরুণস্য দ্বাদশী যম্যৈ ত্রয়োদশী দ্যাবাপৃথিব্যোর্দক্ষিণং পার্শ্বং বিশ্বেষাং দেবানামুত্তরম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অশ্বের দন্তের দ্বারা শাদ দেবতার তুষ্টিসাধন করছি। এরূপ দন্তমূলের দ্বারা অবকা দেবতার, দন্তপীঠের দ্বারা মৃৎদেবতা, দন্তদ্বয়ের দ্বারা তেগা দেবতার, জিহ্বার অগ্রভাগের দ্বারা সরস্বতী দেবতার, জিহ্বার দ্বারা উৎসাদ দেবতা, তালুর দ্বারা অবক্রন্দ দেবতার, হনুর দ্বারা বাজদেবের, মুখের দ্বারা জল দেবতার, কোষ দ্বারা বৃষণদেবের, শ্মশ্রুর দ্বারা আদিত্যগণের, ভ্রূদ্বারা পথ দেবের, পক্ষ্ম পংক্তি দ্বয়ের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী দেবতার, কনীনকদ্বয় দ্বারা বিদ্যুৎ দেবতার প্রীতিসাধন করছি। শুক্ল ও কৃষ্ণ দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। নেত্রের উপরিভাগের লোমের দ্বারা পার দেবতার, নেত্রের নিম্নভাগের লোম দ্বারা অবার দেবতার, তারপর ইক্ষু দ্বারা অবার দেবতার, অবার দেবতা পক্ষ্ম, ইক্ষুগুলি পারদেবতা, তাদের আমি তুষ্ট করছি। ১।১ ॥ অশ্বের প্রাণবায়ুর দ্বারা বাতদেবতার প্রীতিসাধন করছি। এরূপ অপান বায়ু দ্বারা নাসিকা-দেবদ্বয়ের, নিম্ন ওষ্ঠের দ্বারা উপযাম দেবতার, উপরের ওষ্ঠ দ্বারা সৎনাগক দেবতার, উপরের দেহকান্তির দ্বারা অন্তর দেবতার, নিম্ন দেহকান্তি দ্বারা বাহ্য-দেবতার, মস্তক দিয়ে নিবেষ্য দেবতার, মস্তকের মজ্জা দিয়ে স্তনয়িত্নু দেবতার, মস্তিষ্ক দিয়ে অশনি দেবের, কনীনক দিয়ে বিদ্যুৎদেবের, কর্ণের দ্বারা শ্রোত্র দেবের, কর্ণের ছিদ্র অংশের দ্বারা কর্ণদেবের, কণ্ঠের অধোভাগ দিয়ে তেদানী দেবতা, কণ্ঠের শুষ্ক অংশ দিয়ে জলদেবতার, গ্রীবার পিছন দিকের নাড়ী দিয়ে চিত্ত দেবতার, মস্তক দিয়ে দিতি দেবতার, জর্জর মস্তক দিয়ে নির্ঋতি দেবতার, গমন কালে যে অঙ্গগুলি শব্দ করে তা দিয়ে প্রাণদেবগণের এবং শিখার দ্বারা রেষ্মাণ দেবের প্রীতি সাধন করছি। ২।১ ॥ কাঁধের লোম দিয়ে মশক দেবের, কর্মরত কাঁধ দিয়ে ইন্দ্রের, পাখীর মত গমনের দ্বারা বৃহস্পতির, খুর দিয়ে কূর্ম দেবের, স্থূল গুল্ফ দিয়ে আক্রমণ দেবের, তার নাড়ী দিয়ে কপিঞ্জল দেবের, জঙ্ঘা দিয়ে জব দেবের, বাহু দিয়ে অধ্ব-দেবের, জাম্বীর ফলের মত আকার বিশিষ্ট জানুর মধ্যভাগ দিয়ে আরণ্য দেবের, অতি রুচিপ্রদ জানুদ্বয় দ্বারা অগ্নিদেবের করদ্বয় দ্বারা পূষাদেবের, স্কন্ধদ্বয় দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের, স্কন্ধের গ্রন্থিদ্বয় দ্বারা রুদ্রের প্রীতি সাধন করছি। ৩।১ ॥ দক্ষিণ পাশের প্রথম অস্থি দিয়ে অগ্নি, দ্বিতীয় অস্থি দিয়ে বায়ুর প্রীতি সাধন করছি। এরূপ তৃতীয় দিয়ে ইন্দ্রের, চতুর্থ দিয়ে সোমের, পঞ্চম দিয়ে অদিতির, ষষ্ঠ দিয়ে ইন্দ্রাণীর, সপ্তম দিয়ে মরুদ্গণের, অষ্টম দিয়ে বৃহস্পতির, নবম দিয়ে অর্যম্না দেবের, দশম দিয়ে ধাতুদেবের, একাদশ দিয়ে ইন্দ্রের, দ্বাদশ দিয়ে বরুণের এবং ত্রয়োদশ দক্ষিণ পাশের অস্থি দিয়ে যমদেবতার প্রীতি সাধন করছি। ৪।১ ॥ বাম পাশের উপরের প্রথম অস্থি দিয়ে ইন্দ্র ও অগ্নির প্রীতিসাধন করছি। এরূপ দ্বিতীয় দিয়ে সরস্বতীর, তৃতীয় দিয়ে মিত্রদেবের, চতুর্থ দিয়ে জলদেবের, পঞ্চম দিয়ে নির্ঋতি দেবের, ষষ্ঠ দিয়ে অগ্নি ও সোমদেবের, সপ্তম দিয়ে সর্পদেবের, অষ্টম দিয়ে বিষ্ণুর, নবম দিয়ে পূষাদেবের, দশম দিয়ে ত্বষ্টাদেবের, একাদশ দিয়ে ইন্দ্রদেবের, দ্বাদশ দিয়ে বরুণ দেবের, ত্রয়োদশ দিয়ে যমদেবের, ডান দিকের পাশ দিয়ে দ্যাবাপৃথিবী দেবের এবং বাম দিকের পাশ দিয়ে সকল দেবতার প্রীতি সাধন করছি। ৫।১ ।

টীকা ঃ ১। এ অধ্যায়েও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এখানে বহু অপ্রসিদ্ধ দেবতার উল্লেখ আছে, গাছ, পাথর সবগুলি দেবতা নহে, কিন্তু তত্তদভিমানী দেবতা। ' বৈদিক ঋষিগণ প্রতি বস্তুর অভ্যন্তরে এক অসীম অখণ্ড পরব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছেন, সেজন্য তাঁরা সর্বত্র দেবতার কথা চিন্তা করেছেন। কাজেই কোন অসামঞ্জস্য নেই।

মন্ত্র ঃ মরুতাং স্কন্ধা বিশ্বেষাং দেবানাং প্রথমা কীকসা রুদ্রাণাং দ্বিতীয়াহহদিত্যানাং তৃতীয়া বায়োঃ পুচ্ছমগ্নীষোময়োর্ভাসদৌ ক্রুঞ্চৌ শ্রোণিভ্যামিন্দ্রাবৃহস্পতী উরুভ্যাং মিত্রাবরুণাবল্গাভ্যামাক্রমণং স্থূরাভ্যাং বলং কুষ্ঠাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥ পূষণং বনিষ্ঠুনাহন্ধাহীনংস্থূলগুদয়া সর্পান্ গুদাভির্বিহ্রুত আন্ত্রৈরপো বস্তিনা বৃষণমাণ্ডাভ্যাং বাজিনং শেপেন প্রজাং রেতসা চাষান্ পিত্তেন প্রদরান্ পায়ুনা কূশ্মাঞ্ছকপিণ্ডৈঃ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রস্য ক্রোড়োহদিত্যৈ পাজস্যং দিশাং জত্রবোহদিত্যৈ ভসজ্জীমূতান্ হৃদয়ৌপশেনান্তরিক্ষং পুরীততা নভ উদর্যেন চক্রবাকৌ মতস্নাভ্যাং দিবং বৃক্কাভ্যাং গিরীন্ প্লাশিভিরুপলান্ প্লীহ্না বল্মীকান্ ক্লোমভির্গ্লৌভির্গুল্মান্ হিরাভিঃ স্রবন্তীর্হ্রদান্ কুক্ষিভ্যাং সমুদ্রমুদরেণ বৈশ্বানরং ভস্মনা ॥ ৮ ॥ বিধৃতিং নাভ্যা ঘৃতং রসেনাপো যূষ্ণা মরীচীর্বিপ্রুড্‌ভির্নীহারমূষ্মণা শীনং বসয়া প্রুষ্বা অশ্রুভির্হ্রাদুনী দূষীকাভিরস্না রক্ষাংসি চিত্রাণ্যঙ্গৈর্নক্ষত্রাণি রূপেণ পৃথিবীং ত্বচা জুম্বকায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ অশ্বের স্কন্ধ প্রদেশের দ্বারা মরুদ্‌গণের তৃপ্তি সাধন করছি। অশ্ব পুচ্ছের প্রথম অস্থি দিয়ে বিশ্বদেবগণের, দ্বিতীয়টি দিয়ে আদিত্যগণের, তৃতীয়টি দিয়ে বায়ুর, নিতম্ব দিয়ে অগ্নি ও সোমের, কটিভাগ দিয়ে ক্রুঞ্চদ্বয় দেবতার, উরুদ্বয় দ্বারা ইন্দ্র ও বৃহস্পতির, উরুর সন্ধিভাগ দিয়ে মিত্র ও বরুণের, নিতম্বের অধোভাগ দিয়ে আক্রমণ দেবতার এবং নিতম্বের আবর্তন ভাগ দিয়ে বলদেবতার প্রীতিসাধন করছি। ৬।১ ॥ অশ্বের স্থূল অস্ত্র দিয়ে পূষা দেবতার প্রীতিসাধন করছি। এরূপ গুহ্যস্থল দিয়ে অন্ধাহি দেবতার, তার অপর ভাগে সর্পদেবতার, অশ্বের মাংসভাগ দিয়ে বিহ্রুত দেবতার, মূত্রস্থলী দিয়ে জল দেবতার, অণ্ড দিয়ে বৃষণ দেবতার, লিঙ্গভাগ দিয়ে অশ্ব দেবতার, বীর্য দিয়ে প্রজা দেবতার, পিণ্ড দিয়ে চাষ দেবতার, গুহ্যস্থলের তৃতীয় ভাগ দিয়ে প্রদর দেবের কিশ. পিণ্ড দিয়ে কুশ্ম দেবের প্রীতিসাধন করছি। ৭।১ ॥ অশ্বের ক্রোড়দেশ দিয়ে ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করছি। এরূপ বলকর অঙ্গ দিয়ে অদিতি দেবতার, স্কন্ধ ও কুক্ষির সন্ধিস্থল দিয়ে দিক-দেবতার, লিঙ্গাগ্র ভাগ দিয়ে অদিতি দেবতার, হৃদয়ের মাংস দিয়ে জীমূত দেবতার, হৃদয়ের আচ্ছাদক অন্ত্র দিয়ে অন্তরিক্ষ দেবতার, উদরের মাংস দিয়ে নভদেবতার, হৃদয়ের উভয় পার্শ্বের অস্থি দিয়ে চক্রবাক দেবদ্বয়ের, মুখ্য কুক্ষিস্থ মাংস দিয়ে দিব দেবতার, প্লাশ নাড়ী দিয়ে গিরি দেবতার, প্লীহা দিয়ে উপস দেবতার, যকৃৎ দিয়ে বল্মীক দেবতার, হৃদয় নাড়ী দিয়ে গুল্মদেবতার, অন্নবাহী নাড়ী দিয়ে স্রবন্তী দেবতার, জঠরের দক্ষিণ ভাগ দিয়ে হ্রদ দেবতার, উদর দিয়ে সমুদ্র ও ভস্ম দিয়ে বৈশ্বনর দেবের প্রীতিসাধন করছি। ৮।১। নাভি দিয়ে বিধৃতি দেবতার প্রীতিসাধন করছি। বীর্য দিয়ে ঘৃ- দেবতার, পক্ব অন্ন রস দিয়ে জলদেবতার, বসা বিন্দু দিয়ে মরীচি দেবতার, শরীরের উষ্ণভাগ দিয়ে নীহার দেবতার, বসা দিয়ে শীন, আশ্রু দিয়ে প্রস্বা, রক্ত দিয়ে রাক্ষস, অপর অংশ দিয়ে চিত্র, রূপ দিয়ে নক্ষত্র, ও চর্ম দিয়ে পৃথিবী দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যুতাহুতি দিচ্ছি। ৯।১ ॥ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি প্রাণী সকলের উৎপত্তির পূর্বে

স্বয়ং শরীরধারী ছিলেন, তিনি জাতমাত্র সমস্ত জগতের ঈশ্বর। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক ধারণ করে আছেন। সে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ১০।১ ॥

টীকা : ১০। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকায় হিরণ্যগর্ভের সুন্দর স্তুতি করা হয়েছে।

মন্ত্র : যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১১ যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১২ ॥ য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩ ॥ আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ। দেবা নো যথা সদমিদ্ বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে-দিবে ॥ ১৪ ॥ দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নিবর্ততাম্। দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : যিনি স্বমহিমায় প্রাণ ও নিমেষ সম্পন্ন জগতের একমাত্র রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণীসকলের নিয়ামক, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ১১।১ ॥ হিমালয় প্রভৃতি পর্বত, নদীর সাথে সমুদ্র, পূর্বাদি দিক্-সকল ও জগতের পালনকারী বাহুদ্বয় যার মহিমা, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ১২।১ ॥ যিনি উপাসকগণের আত্মদ ও বলদাতা, সকল মানুষ ও দেবগণ যার শাসনে চলে, যার জ্ঞান মুক্তির হেতু এবং অজ্ঞান সংসারের কারণ, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবি প্রদান করছি। ১৩।১ ॥ সে কল্যাণকর যজ্ঞগুলি আমাদের কাছে আসুক, যা সকল দিক দিয়ে নির্বিঘ্ন ও অজ্ঞাত ফলের প্রাপক, যাতে অনলস দেবগণ সর্বদা উন্নতির জন্য প্রতিদিন আমাদের রক্ষক হন। ১৪।১ ॥ সরলগামী দেবগণের সুমতি ও দান আমাদের হোক। তাদের কাছ থেকে দান পেয়ে আমরা তাদের সখ্য লাভ করব। সে দেবগণ আমাদের আয়ু বর্ধন করুক। ১৫।১ ॥

মন্ত্র : তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধম্। অর্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ ॥ ১৬ ॥ তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ। তদ্ গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবম্ ॥ ১৭। তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ১৮ ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ১৯ ॥ পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্ময়ঃ। অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : চ্যুতিরহিত ভগ, অদিতি, দক্ষ প্রজাপতি, অর্যমা, বরুণ, সোম ও অশ্বিদ্বয়ের প্রাচীন বেদ বাক্য দ্বারা আমরা আহ্বান করছি। সুভগা সরস্বতী আমাদের সুখ বিধান করুন। ১৬।১ ॥ পবন আমাদের ঔষধরূপ সুখকর মঙ্গল দিক, জগতের নির্মাত্রী পৃথিবী ও পালক দ্যুলোক আমাদের মঙ্গল করুক, সোম অভিষবকারী প্রস্তরগুলি আমাদের সুখকর হোক। হে অশ্বিদ্বয়, ধারক তোমরা শুনে আমাদের সে প্রার্থনা শোন। ১৭।১ ॥ স্থাবর জঙ্গমের পালক, বুদ্ধির

সন্তোষকারক সে সেজন্য রুদ্রদেবের রক্ষার জন্য আমরা আহ্বান করছি। যাতে আমাদের বৃদ্ধি ও কল্যাণ হয়, ধনরক্ষক, পুত্রাদির পালক, অন্যের অহিংসক পূষাদেবের আহ্বান করছি। ১৮।৮॥ শ্রুতকীর্তি ইন্দ্র আমাদের অনশ্বর কল্যাণ দিক। বিশ্ববেদা পূষা আমাদের শুভ করুক। অপ্রতিহত-পক্ষ গরুড় আমাদের হিতসাধন করুক। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুক। ১৯।১॥ পৃষতী নামক অশ্বযুক্ত, পৃশ্নিমাত, কল্যাণ-প্রাপক, যজ্ঞগৃহে গমনশীল, অগ্নিজিহ্ব, সর্বজ্ঞ, সূর্যচক্ষু মরুদ্গণ ও অপর দেবতারা অন্নের জন্য আমাদের এ যজ্ঞে আসুক। ২০।১॥

মন্ত্র: ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥ ২১॥ শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্‌। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ॥ ২২॥ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতি পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌॥ ২৩॥ মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ পরি খ্যন্‌। যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্যাণি॥ ২৪॥ যন্নির্ণিজা রেক্ণসা প্রাবৃতস্য রাতিং গৃভীতাং মুখতো নয়ন্তি। সুপ্রাঙজো মেম্যদ্বিশ্বরূপ ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ॥ ২৫॥

অনুবাদ: হে দেবগণ, কাণ দিয়ে যেন আমরা অনুকূল কথা শুনি, হে যজমানরক্ষক, চোখ দিয়ে আমরা যেন মঙ্গল দেখি এবং সুদৃঢ় অঙ্গ ও শরীর দিয়ে স্তব করে আমরা যেন দেবতার উপযোগী আয়ু লাভ করি। ২১।১॥ হে দেবগণ, তোমরা শত বছর আমাদের কাছে থাক, যখন আমাদের শরীর জরাক্রান্ত হবে ও পুত্রগণ পিতা হবে (অর্থাৎ আমাদের পৌত্র হবে); এর মধ্যে আমাদের গমনশীল আয়ুর হিংসা করো না। ২২।১॥ স্বর্গ অন্তরিক্ষ মাতা, পিতা, পুত্র, সকল দেবতা, মানুষ, জাত ও অজাত সকলে মহাভাগ্যযুক্ত হোক ২৩।১॥ আমরা যজ্ঞে দেবগণের সাথে সূর্য থেকে জাত অশ্বের চরিত্র বর্ণনা করছি, তাতে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বায়ু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মরুদ্গণ যেন আমাদের নিন্দা না করে। ২৪ ॥ বিপ্রগণ যজ্ঞ যখন স্নানের দ্বারা সংস্কৃত ও স্বর্ণ-মণি প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত অশ্বের মুখের নিকট খাদ্য আনে, তখন পূর্বদিকে বদ্ধ, ইন্দ্র ও পূষাদেবতার প্রিয়, নানাবর্ণ বিশিষ্ট ছাগ দুটি তা খাবার জন্য আসে। ২৫।১॥

টীকা: ২৩। এ কণ্ডিকার ব্যাখ্যা ভাষ্য দুভাবে করা হয়েছে। স্বর্গাদি সকল কিছুই অদিতি অর্থাৎ সর্বত্র অদিতির অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় 'অদিতি' শব্দের অদীন, মহাভাগ্যযুক্ত অর্থ মূলের খণ্ড খণ্ড কথার এর সঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে। ২৪। ভাষ্যকার মহীধর বলেন—দেবতাগণ আমাদের স্তুতিযোগ্য, কিন্তু অশ্বাদি নির্বিশেষ হোতে যোগ্য নহে। যেখানে তাদের স্তুতি করা হয়েছে, সেখানে অশ্বাদিরূপে দেবতাদের স্তব করা হয়েছে।

মন্ত্র: এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ। অভিপ্রিয়ং যৎপুরোডাশমর্বতা ত্বষ্টেদেনং সৌশ্রবসায় জিন্বতি॥ ২৬॥ যদ্ধবিষ্য-মৃতুশো দেবযানং ত্রির্মানুষাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি। অত্রা পূষ্ণঃ প্রথমো ভাগ এতি যজ্ঞং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজঃ॥ ২৭॥ হোতাধ্বর্যুরাবয়া অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ। তেন যজ্ঞেন স্বরংকৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণা আ পৃণধ্বম্‌॥ ২৮॥

যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি। যে চার্বতে পচনং সম্ভরন্ত্যুতো তেষামভিগূর্ত্তির্ন ইন্বতু ॥ ২৯ ॥ উপ প্রাগাৎ সুমন্মেহধায়ি মন্ম দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ। অন্বেনং বিপ্রা ঋষয়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকৃমা সুবন্ধুম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ সকল দেবতাস্বরূপ অগ্নির ভোগ্য এ ছাগকে যখন বেগশালী অশ্বের নিকট আনা হয়, তখন প্রজাপতি শোভন কীর্তির জন্য দেবতার প্রীতি-সম্পাদক পূর্বে দেয় এ ছাগের প্রীতি করে থাকেন। ২৬।১ ॥ যখন ঋত্বিক্‌গণ হবি-যোগ্য, যজ্ঞকালে দেবযান পথগামী অশ্বকে তিনবার অগ্নির কাছে আনে, তখন অগ্নির ভোগ্য এ ছাগ যজ্ঞের কথা দেবতাদের কাছে জানাবার জন্য অগ্রগামী হয়। ২৭।১ ॥ হোতা, অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নির প্রজ্বালক, প্রস্তরের গ্রহণকারী, স্তুতিকারী ও ব্রহ্মা এ শোভন অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ করুক। ২৮।১ ॥ যারা যূপের জন্য বৃক্ষ ছেদন করেছে, যারা তা বহন করেছে, যারা যূপের অগ্রভাগের দেয় কাঠ সুন্দর করেছে, যারা অশ্বের জন্য পাকের কাষ্ঠভাণ্ড দি এনেছে, তাদের উদ্যম আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করুক। ২৯।১ ॥ মনের মত ফল আমরা পেয়েছি, দেবতাদের মনোরথ পূর্ণ করবার জন্য সে অশ্ব আসুক, দেবগণের পুষ্টির জন্য আমরা যে অশ্ব বেঁধেছি, মেধাবী ঋষিগণ তার অনুমোদন করুক। ৩০।১ ॥

টীকা ঃ ২৬। ভাষ্যকার এখানে 'পুরোডাশ'—শব্দের একটি সুন্দর অর্থ করেছেন— 'যা পূর্বে দেওয়া হয়, তা পুরোডাশ'।

মন্ত্র ঃ যদ্বাজিনো দাম সন্দানমর্বতো যা শীর্ষণ্যা রশনা রজ্জুরস্য। যদ্বা ঘাস্য প্রভৃতমাস্যে তৃণং সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৩১ ॥ যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি। যদ্ধস্তয়োঃ শমিতুর্যন্নখেষু সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৩২ ॥ যদূবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি। সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তূত মেধং শৃতপাকং পচন্তু ॥ ৩৩ ॥ যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি। মা তদ্ভূম্যামাশ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥ ৩৪ ॥ যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি। যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ বেগশীল এ অশ্বের গ্রীবা, পাদ, মস্তক, কটি বা অন্য স্থানের যে বন্ধন রজ্জু এবং এর মুখে প্রদত্ত যে তৃণ, হে অশ্ব, সে সকল দেবতার উপযোগী হোক। ৩১।১ ॥ এ অশ্বের যে মাংস-টুকরা মক্ষিকা খেয়েছে, যা ছেদন অস্ত্রে বা ছেদনকারীর হাত ও নখে যুক্ত হয়েছে, হে অশ্ব, সে সকল দেবতার উপযোগী হোক। ৩২।১ ॥ অপক্ব মাংসের যে সামান্য অংশ আছে, ছেদনকারী তা সুপক্ব করে দেবতার উপযোগী করুক। ৩৩।১ ॥ হে অশ্ব, অগ্নির দ্বারা পচ্যমান তোমার শরীরের রস ভূমি বা তৃণলগ্ন না হোক, তা দেবতার উপযোগী হোক। ৩৪।১ ॥ যারা এ অশ্বের পাক দেখেছে, 'পাক হয়েছে, অগ্নি থেকে নামাও'—এ কথা যারা বলেছে, যারা এ অশ্বমেধ যজ্ঞের হুতাশিষ্ট মাংস ভিক্ষা করেছে, তাদের উদ্যম আমাদের যজ্ঞ সফল করুক। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি। উষ্মণ্যাপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্ ॥ মা ত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ধূমগন্ধির্মোখা ভ্রাজন্ত্যভি বিক্ত জঘ্রিঃ। ইষ্টং বীতমভিগূর্তং বষট্‌কৃতং তং দেবাসঃ প্রতি গৃভ্ণন্ত্যশ্বম্ ॥ ৩৭ ॥ নিক্রমণং নিষদনং বিবর্তনং যচ্চ পড্‌বীশমর্বতঃ। যচ্চ

পশো ঋচ্ছ খাসিং জঘাস সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু। ৩৮ ॥ অশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং, যা হিরণ্যান্যস্মৈ সন্দানমর্বন্তং পড়্বীশং প্রিয়া দেবেষ্বা যাময়ন্তি ॥ ৩৯ ॥ যত্তে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ। স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্বা তা তে ব্রহ্মণা সূদয়ামি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ স্থালীতে পাকের পরীক্ষা, পক্বরসের সেচন পাত্র, চরুর আচ্ছাদন পাত্র প্রভৃতি অশ্বের অলঙ্কার স্বরূপ। ৩৬।১ ॥ অল্প ধূমযুক্ত অগ্নি শব্দ না করুক, তপ্ত স্থালী কম্পিত না হোক। প্রযাজগণের ইষ্ট, পর্যগ্নিকৃত, যাগ করছি বলে কথিত ও বষট্কারের দ্বারা সংস্কৃত অশ্ব দেবতারা গ্রহণ করুক। ৩৭।১ ॥ এ যজ্ঞীয় অশ্বের নিষ্ক্রমণ, উপবেশন, পাদবন্ধন স্থান, ভক্ষিত তৃণাদি সকল কিছুই দেবতার উপযোগী হোক ॥ ৩৮।১ ॥ অশ্বের আচ্ছাদক বস্ত্র, স্বর্ণাদি অলঙ্কার, শির-বন্ধন, পাদ-বন্ধন—এ সকল ঋত্বিকগণ দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করে। ৩৯।১॥ অশ্বচালক পা ও কশা দিয়ে শব্দকারী অশ্বের যে তাড়না করেছে, স্রুক দিয়ে যেমন হবি ক্ষালন করে, সেরূপ এ যজ্ঞে মন্ত্রের দ্বারা আমি তা ক্ষালন করছি। ৪০।১ ॥

মন্ত্র ঃ চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি। অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যা বিশস্ত ॥ ৪১ ॥ একস্ত্বষ্টুরশ্বস্যা বিশস্তা দ্বা যন্তারা ভবতস্তথ ঋতুঃ। যা তে গাত্রাণামৃতুথা কৃণোমি তা তা পিণ্ডানাং প্র জুহোম্যগ্নৌ ॥ ৪২ ॥ মা ত্বা তপৎপ্রিয় আত্মাহপিযন্তং মা স্বধিতিস্তন্ব আ তিষ্ঠিপত্তে। মা তে গৃধ্নুরবিশস্তাহতিহায় ছিদ্রা গাত্রাণ্যসিনা মিথূ কঃ ॥ ৪৩ ॥ ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। হরী তে যুঞ্জা পৃষতী অভূতামুপাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য ॥ ৪৪ ॥ সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রাঁ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্। অনাগাস্ত্বং নো অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো অশ্বো বনতাং হবিষ্মান্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ দেবপ্রিয় অশ্বের চতুস্ত্রিংশ স্থানে অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন গাত্রগুলি হে ঋত্বিক্গণ, তোমরা জ্ঞানের দ্বারা অচ্ছিদ্র কর ও প্রতি অবয়বের নাম উল্লেখ করে ছিন্ন কর। ৪১।১ ॥ কালস্বরূপ প্রজাপতি এ অশ্বের ছেদন কর্তা এবং দ্যাবাপৃথিবীর অভিমানী দেবদ্বয় এর নিয়ন্তা। হে অশ্ব, তোমার শরীরের যে যে মাংসপিণ্ড ছিন্ন করেছি, বসন্তাদি যজ্ঞকালে সেগুলি আহুতি দিচ্ছি। ৪২।১ ॥ হে অশ্ব, দেবলোকে গমনকারী তোমার দেহ-বিয়োগ জনিত ব্যথা না হোক। শস্ত্র তোমার শরীর ছিন্ন করে দেবতাদের দিক। লুব্ধক অকুশল ছেদনকারী শাস্ত্রোক্ত বিধি ছাড়া তোমার গাত্র ছিন্ন না করুক। ৪৩।১ ॥ হে অশ্ব, তুমি অন্যের মত হিংসিত হয়ে মর নাই, তুমি দেবযান পথে দেবতাদের কাছে যাচ্ছ। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়, বরুণের পৃষতি নামক বাহনদ্বয় ও অশ্বিদ্বয়ের বাহনদ্বয় দেবভাব প্রাপ্ত তোমাকে বহন করবে। ৪৪।১ ॥ দেবত্বপ্রাপ্ত অশ্ব আমাদের শোভন গাভীসমূহ, অশ্বসমূহ, পুরুষার্থসাধক পুত্র ও সকলের পোষণযোগ্য ধন দিক, আমাদের নিষ্পাপ করুক; দৈন্যরহিত হবিষ্মান অশ্ব আমাদের ক্ষত থেকে ত্রাণ করুক। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ। আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ। যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতি। ৪৬ ॥ অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ঃ এ প্রাণী সকল আমরা বশীভূত করব ; সগণ ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণ আমাদের হিত করুক। আদিত্যগণের সাথে ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞ, শরীর ও পুত্রাদির সাধন করুক (অর্থাৎ আমরা নীরোগ ও সুপুত্রযুক্ত হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করব) । ৪৬।২ ॥ হে অগ্নিদেব, তুমি আমাদের পালক, মঙ্গলদায়ক ও গৃহের হিতসাধক হও। জনগণের আশ্রয়দাতা ও ধনদ বলে প্রসিদ্ধ অগ্নিদেব আমাদের যজ্ঞস্থলে এসে অতি দীপ্ত ধন দিক। হে দীপ্ত অগ্নি, তুমি সকলকে দীপ্ত কর, আমাদের সুখের জন্য তোমার মৈত্রী কামনা করি। ৪৭।১ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ সন্নতে তে মে সং নমতামদো। বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চ সন্নতে তে মে সং নমতামদ। আদিত্যশ্চ দৌশ্চ সন্নতে তে মে সং নমতামদ। আপশ্চ বরুণশ্চ সন্নতে তে মে সং নমতামদঃ। সপ্ত সংসদো অষ্টমী ভূতসাধনী। সকামাঁ অধ্বনস্কুরু সংজ্ঞানমস্তু মেঽমুনা ॥ ১ ॥ যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু ॥ ২ ॥ বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্। উপযামগৃহীতোঽসি বৃহস্পতয়ে ত্বৈষ তে যোনির্বৃহস্পতয়ে ত্বা ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র গোমন্নিহা যাহি পিবা সোমং শতক্রতো। বিদ্যদ্ভির্গ্রাবভিঃ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা গোমত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা গোমতে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রা যাহি বৃত্রহন্পিবা সোমং শতক্রতো। গোমদ্ভির্গ্রাবভিঃ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা গোমত এষ তে যোনি-রিন্দ্রায় ত্বা গোমতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্নি ও পৃথিবী ভোগের জন্য যুক্ত, তারা অমুককে আমার বশীভূত করুক। বায়ু ও অন্তরিক্ষ ভোগের জন্য যুক্ত, তারা অমুককে আমার বশীভূত করুক। এরূপ আদিত্য ও দ্যুলোক, জল ও বরুণ ভোগের জন্য যুক্ত, তারা অমুককে আমার বশীভূত করুক। হে পরমাত্মা, তোমার সাতটি অধিষ্ঠান, প্রাণীদের উৎপাদয়িত্রী পৃথিবী তোমার অষ্টম স্থান। অতএব আমার গমন পথ সফল কর, অমুকের সাথে আমার প্রীতি হোক। ১৫ ॥ যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের প্রতি মিষ্ট কথা বলি, অতএব দেবগণের ও দক্ষিণাদাতার আমি প্রিয় হব। আমার এ কামনা সফল হোক, এ ব্যক্তি আমার প্রীতি করুক। ২।১ ॥ হে সত্যজাত, বেদপালক বৃহস্পতি, আমাদের সে বিচিত্র ধন দাও, যে ধন ঈশ্বরযোগ্য, যা লোকে শোভিত, যা কান্তি-যুক্ত, যা দিয়ে যজ্ঞ করা যায় ও যা বলের দ্বারা প্রাপক। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বৃহস্পতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি ; এ তোমার স্থান, বৃহস্পতির উদ্দেশে তোমাকে স্থাপন করছি। ৩৫ ॥ হে বহুকর্মকারী স্তুতিযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের এ যজ্ঞে এস, খণ্ডিত প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পান কর। হে সোম, তুমি গোমান ইন্দ্রের জন্য পাত্রে গৃহীত হয়েছ, এ তোমার স্থান, গোমান ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে স্থাপন করছি। ৪।৫ ॥ হে বৃত্রহন্তা শতক্রতু ইন্দ্র তুমি এস ও স্তুতি-যুক্ত প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পান কর। হে সোম, গোমান্ ইন্দ্রের জন্য তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, এ তোমার স্থান, গোমান্ ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৫।৫ ॥

টীকা। ১। 'সপ্তসংসদঃ'—অগ্নি, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, জল ও বরুণ—এই সাতটি পরমাত্মার অধিষ্ঠান, পৃথিবী তাঁর অষ্টম অধিষ্ঠান ॥

মন্ত্র ঃ ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥ উপযামগৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষ তে যোনি র্বৈশ্বানরায় ত্বা ॥ ৬ ॥ বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ। ইতো জাতো বিশ্বমিদং বিচষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ। উপযামগৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষ তে যোনি র্বৈশ্বানরায় ত্বা ॥ ৭ ॥ বৈশ্বানরো ন উতয় আ প্র যাতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা। উপযামগৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষ তে যোনি র্বৈশ্বানরায় ত্বা ॥ ৮ ॥ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা বর্চস এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা বর্চসে ॥ ৯ ॥ মহাঁ ইন্দ্রো বজ্রহস্তঃ ষোড়শী শর্ম যচ্ছতু। হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যো ন র্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ সত্যযুক্ত, তেজের অধিষ্ঠান, অনশ্বর দীপ্ত বৈশ্বানরের নিকট যজ্ঞ সমাপ্তির প্রার্থনা করছি। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বৈশ্বানরের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, বৈশ্বানরের উদ্দেশে তোমায় স্থাপন করছি। ৬।৫ ॥ ... বৈশ্বানরের সুমতিতে আমরা থাকব, যিনি অরণি থেকে উৎপন্ন হয়ে সকল বিশ্ব দেখে থাকেন ও সূর্যের সাথে স্পর্ধা করেন, যিনি দীপ্ত ও সকল প্রাণীর আশ্রয়। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বৈশ্বনরের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি ॥ এ তোমার স্থান, বৈশ্বানরের উদ্দেশে তোমায় স্থাপন করছি। ৭।৫ ॥ বাহনরূপ স্তোমের দ্বারা বৈশ্বানর অগ্নি আমাদের রক্ষার জন্য দূরদেশ থেকে আসুক। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বৈশ্বানরের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, বৈশ্বানরের জন্য তোমায় স্থাপন করছি। ৮।৫ ॥ মহান স্তুতিযুক্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা, সকলের শোধক, মানুষের হিতকারী, অগ্রে স্থাপিত অগ্নির আমরা প্রার্থনা করছি। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ দীপ্ত অগ্নির জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমায় স্থান, দীপ্ত অগ্নির উদ্দেশে তোমায় স্থাপন করছি। ৯।৫ ॥ মহান্ বজ্রহস্ত, আত্মরূপ ইন্দ্র আমাদের সুখ দিক এবং যে আমাদের বিদ্বেষ করে, তাদের পাপ দিক। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মহেন্দ্রের জন্য তোমায় গ্রহণ করছি, এ তোমার স্থান, মহেন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় স্থাপন করছি। ১০।৫ ॥

টীকা ঃ ১০। 'ষোড়শী'—শব্দে ভাষ্যকার বলেন—পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এ ষোলটি পদার্থ লিঙ্গশরীর রূপ—এ যাতে আছে, তিনি ষোড়শী অর্থাৎ আত্মরূপ ॥

মন্ত্র ঃ তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ। অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১১ ॥ যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে ॥ ১২ ॥ এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ১৩ ॥ ঋতবস্তে যজ্ঞং বি তন্বন্তু মাসা রক্ষন্তু তে হবিঃ। সংবৎসরস্তে যজ্ঞং দধাতু নঃ প্রজাং চ পরি পাতু নঃ ॥ ১৪ ॥ উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে যজমানগণ, দিনে নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসকে ডাকে, সেরূপ তোমাদের দর্শনীয়, শত্রুর পরাভবকারী, অন্নে তুষ্ট ইন্দ্রকে আমরা স্তুতি

করাছি। ১১।১। হে উদ্গাতা, তোমরা অগ্নির উদ্দেশে ইষ্টপ্রাপক বৃহৎ সাম গান কর। হে বিভাবসু অগ্নি, প্রথম পরিণীতা স্ত্রী যেমন গৃহ থেকে পতির প্রতি যায়, সেরূপ তোমার নিকট থেকে ধন ও অন্ন যাচ্ছে। ১২।১॥ হে অগ্নি, তুমি এস; এভাবে তোমার স্তুতি করাছি, অন্যভাবে নয়। এ সোমের দ্বারা তুমি বৃদ্ধি লাভ কর। ১৩।১॥ হে অগ্নি, সকল ঋতু তোমার যজ্ঞ বিস্তার করুক, মাসগুলি তোমার হবি রক্ষা করুক, সংবৎসর তোমার জন্য আমাদের যজ্ঞের পোষণ করুক এবং আমাদের পুত্রদের পালন করুক। ১৪।১॥ পর্বতের নিকটে ও নদীর সঙ্গমে চিন্তা করে মেধাবী সোম উৎপন্ন হয়। ১৫।১॥

টীকা: ১৪। এখানে ঋতু বলতে কাল বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়েছে। মাস সংবৎসর প্রভৃতি শব্দে তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে বলা হয়েছে॥

মন্ত্র: উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ॥ ১৬॥ স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎ পরি স্রব॥ ১৭॥ এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে॥ ১৮॥ অনু বীরৈরনু পুষ্যাস্ম গোভিরন্বশ্বৈরনু সর্বেণ পুষ্টৈঃ। অনু দ্বিপদাহনু চতুষ্পদা বয়ং দেবা নো যজ্ঞমৃতুথা নয়ন্তু॥ ১৯॥ অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরূপ। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে॥ ২০॥

অনুবাদ: হে সোম, তোমার রসরূপ অন্ন থেকে জাত উৎকৃষ্ট সুখ ও মহান কীর্তি দ্যুলোক থেকে ভূলোকে এসেছে। ১৬।১॥ হে সোম, ধনের জ্ঞাতা তুমি, যাগের যোগ্য ইন্দ্র, বরুণ ও মরুদ্গণের তৃপ্তির জন্য আমাদের নিকট আহুতিরূপে এস। ১৭।১॥ হে সোম, মানুষের সকল ধন আমাদের দাও, তা আমরা দান করে ভোগ করব। ১৮।১॥ আমরা পুত্র, গাভী, অশ্ব, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও অন্য কামনা দ্বারা পুষ্ট হব এবং প্রতি ঋতুতে দেবগণ আমাদের যজ্ঞ লাভ করুন। ১৯।১॥ হে অগ্নি, হবি কামনাকারী দেবগণেব পত্নীদেব এ যজ্ঞে নিয়ে এস এবং সোমপানের জন্য ত্বষ্টা দেবকেও আন। ২০।১॥

মন্ত্র: অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি॥ ২১॥ দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত॥ ২২॥ তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙ্ শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি। অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা দধিষ্বেমং জঠর ইন্দুমিন্দ্র॥ ২৩॥ অমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তন নি বর্হিষি সদতনা রণিষ্ঠন। অথা মদস্ব জুজুষাণো অন্ধসস্ত্বষ্ট-র্দেবেভির্জনিভিঃ সুমদ্গণঃ॥ ২৪॥ স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥ ২৫॥

অনুবাদ: হে নেষ্টা দেব, সপত্নীক তুমি আমাদের যজ্ঞের স্তুতি কব, দেবতার সাথে সোম পান কর; তুমি রমণীয় ধনের দাতা। ২১।১॥ ধনদাতা অগ্নি সোম পান করতে ইচ্ছা করে; হে ঋত্বিকগণ, তোমরা যাগ কর ও প্রতিষ্ঠিত হও। নেষ্টার স্থান থেকে দেবতার সাথে সোম লাভ কর। ২২।১॥ হে ইন্দ্র, এ তোমার সোম, তুমি আমাদের দিকে এস, সব সময় এ সোমের রক্ষা কর। প্রসন্ন চিত্তে তুমি এ যজ্ঞে বিস্তৃত দর্ভে বসে এ সোম উদরে ধারণ কর। ২৩।১॥ হে দেবপত্নীগণ, আহূত হয়ে তোমরা নিজগৃহের মত এ যজ্ঞগৃহে এস ও এ দর্ভাসনে বসে পরস্পর আলাপ কর। হে ত্বষ্টা, তারা এলে সন্তুষ্ট দেব ও দেবপত্নীগণের সাথে হবিরূপ অন্ন ভক্ষণ করে তুমি তৃপ্ত হও। ২৪।১॥ হে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য তুমি অভিষুত হয়েছ, অতি স্বাদু ও মত্ততাকারক ধারার সাথে দ্রোণকলশের দিকে যাও। ২৫।১॥

মন্ত্র ঃ রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভি যোনিময়োহতে। দ্রোণে সধস্থমাসদৎ ॥ ২৬ ॥
[কাণ্ড—২৬, মন্ত্র সংখ্যা—৬৩]

অনুবাদ ঃ দুষ্ট নাশক, সকলের শুভাশুভের দ্রষ্টা সোম লৌহের দ্বারা উৎকীর্ণ দ্রোণকলশ স্থানে আছে। ১৬।১ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ সমাস্ত্বাগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্তু সংবৎসরা ঋষয়ো যানি সত্যা। সং দিব্যেন দীদিহি রোচনেন বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ১ ॥ সং চেধ্যস্বাগ্নে প্র চ বোধয়ৈনমুচ্চ তিষ্ঠ মহতে সৌভগায়। মা চ রিষদুপসত্তা তে অগ্নে ব্রহ্মাণস্তে যশসঃ সন্তু মান্যে ॥ ২ ॥ ত্বামগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে শিবো অগ্নে সংবরণে ভবা নঃ। সপত্নহা নো অভিমাতিজিচ্চ স্বে গয়ে জাগৃহ্যপ্রয়ুচ্ছন্ ॥ ৩ ॥ ইহৈবাগ্নে অধি ধারয়া রয়িং মা ত্বা নি ক্রন্পূর্বচিতো নিকারিণঃ। ক্ষত্রমগ্নে সুযমমস্তু তুভ্যমুপসত্তা বর্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ ॥ ৪ ॥ ক্ষত্রেণাগ্নে স্বায়ুঃ সং রভস্ব মিত্রেণাগ্নে মিত্রধেয়ে যতস্ব। সজাতানাং মধ্যমস্থা এধি রাজ্ঞামগ্নে বিহব্যো দীদিহীহ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, মাস, সংবৎসর ও ঋতুসকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ, ঋষিগণ ও সত্যস্বরূপ মন্ত্র তোমার বর্ধন করুক। তুমি তাদের দ্বারা বর্ধিত হয়ে দিব্য তেজে দীপ্ত হও এবং চার দিক ও সকল বিদিক আলোকিত কর। ১।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্ত হও, এ যজমানকে জাগাও এবং মহান ঐশ্বর্য দেবার জন্য উঠ। হে অগ্নি, তোমার সেবক যেন বিনষ্ট না হয়, তোমাব ঋত্বিক্ ও যজমান যশস্বী হোক, অন্যে নয়। ২।১ ॥ হে অগ্নি, এ ঋত্বিক্গণ তোমাকে বরণ করছে। হে অগ্নি, তুমি বৃত হয়ে আমাদের মঙ্গলপ্রদ হও, আমাদের শত্রুর বিনাশ করে তাদের জয় কর এবং নিজের গৃহে সাবধানে জেগে থাক। ৩।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদের যজমানকে অধিক ধন দাও। পূর্বের অগ্নিচয়নকারী যাজ্ঞিকেরা তোমার অবজ্ঞা না করুক। হে অগ্নি, ক্ষত্রিয়জাতি তোমার বশীভূত হোক। তোমার যাজকেরা নিরুপদ্রবে বৃদ্ধি লাভ করুক। ৪।১ ॥ হে অগ্নি, শোভন যজমান যুক্ত তুমি ক্ষত্রিয়ের দ্বারা যজ্ঞ করাও। হে অগ্নি, তুমি সূর্যের সাথে যজমানের দ্বারা যাগ করাও, তোমাব স্বজাতিদের মধ্যস্থ হও। হে অগ্নি, রাজাদের দ্বারা আহূত হয়ে এ যজ্ঞগৃহে দীপ্ত হও। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ১। এ অধ্যায়ে অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ অতি নিহো অতি স্রিধোঽত্যচিত্তিমত্যরাতিমগ্নে। বিশ্বা হ্যগ্নে দুরিতা সহস্বাথাস্মভ্যং সহবীরাং রয়িং দাঃ ॥ ৬ ॥ অনাধৃষ্যো জাতবেদা অনিষ্টৃতো বিরাডগ্নে ক্ষত্রভৃদ্দীদিহীহ। বিশ্বা আশাঃ প্রমুঞ্চন্মানুষীর্ভিয়ঃ শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো বৃধে ॥ ৭ ॥ বৃহস্পতে সবিতর্বোধয়ৈনং সংশিতং চিৎসন্তরাং সং শিশাধি। বর্ধয়ৈনং মহতে সৌভগায় বিশ্ব এনমনু মদন্তু দেবাঃ ॥ ৮ ॥ অমুত্রভূয়াদধ যদ্যমস্য বৃহস্পতে অভিশস্তেরমুঞ্চঃ। প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মাদ্দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ ॥ ৯ ॥ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, হত্যাকারী, কুৎসিত-কর্মা, অন্যমনস্ক ও অদাতা—এ দুষ্টদের বাদ দিয়ে সকল পাপ দূর কর। হে অগ্নি, আমাদের পুত্র ও ধন

দাও। ৬।১ ॥ হে অগ্নি, এ কর্মে যত্ন থেকে সমস্ত দিক প্রকাশ কর। তুমি অপরাজিত, জাতবেদা, কেউ তোমাকে হিংসা করতে পারে না, নানাভাবে তুমি শোভিত ও আর্তজনের পালক। তুমি মঙ্গলের দ্বারা মানুষের জরামৃত্যু ভয় দূর করে আজ বৃদ্ধির জন্য আমাদের পালন কর। ৭।১ ॥ হে বৃহস্পতি, হে সবিতা, এ যজমানকে কর্মে অভিজ্ঞ কর, শিক্ষিত হলেও একে ভালভাবে শিক্ষা দাও ও মহান ঐশ্বর্যের জন্য এর বর্ধন কর। সকল দেবতা এর প্রতি হৃষ্ট হোক। ৮ ১ ॥ হে বৃহস্পতি, পরলোকগমন, যমের ভয় ও লোকের অপবাদ থেকে রক্ষা কর। হে অগ্নি, দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় কর্মের দ্বারা এ যজমানের মৃত্যু নিবারণ করুক। ৯।১ ॥ আমরা, তমোবহুল এ লোক থেকে বাহির হয়ে উৎকৃষ্ট স্বর্গ ও দেবলোকে সূর্য দেখে উত্তম জ্যোতি (ব্রহ্মরূপ) লাভ করেছি। ১০।১ ॥

মন্ত্র : ঊর্ধ্বা অস্য সমিধো ভবন্ত্যূর্ধ্বা শুক্রা শোচীংষ্যগ্নেঃ। দ্যুমত্তমা সুপ্রতীকস্য সূনোঃ ॥ ১১ ॥ তনূনপাদসুরো বিশ্ববেদা দেবো দেবেষু দেবঃ। পথো অনক্তু মধ্বা ঘৃতেন ॥ ১২ ॥ মধ্বা যজ্ঞং নক্ষসে প্রীণানো নরাশংসো অগ্নে। সুকৃদ্দেবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ১৩ ॥ অচ্ছায়মেতি শবসা ঘৃতেনেডানো বহ্নির্নমসা। অগ্নিং স্রুচো অধ্বরেষু প্রযৎসু ॥ ১৪ ॥ স যক্ষদস্য মহিমানমগ্নেঃ স ঈং মন্দ্রা সুপ্রযসঃ। বসুশ্চেতিষ্ঠো বসুধাতমশ্চ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : সুন্দর মুখ বিশিষ্ট যজমানপুত্র অগ্নির সমিৎ এবং শুদ্ধ বিশ্ব-প্রকাশক তেজ ঊর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ দেবতার নিকট যায়। ১১।১ ॥ জলের পৌত্র, প্রাণবান, ধনযুক্ত দেবগণের মধ্যে ও দীপ্ত অগ্নিদেব মধুর ঘৃত দ্বারা যজ্ঞপথ সিক্ত করুক। ১২।১ ॥ হে অগ্নি, শোভনকারী, দীপ্তিমান, সকলের বরেণ্য তুমি ঋত্বিক্-গণের দ্বারা স্তুত হয়ে দেবতাদের তৃপ্ত করে সুস্বাদু ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞ ব্যেপে আছ। ১৩।১ ॥ যজ্ঞ আরম্ভ হলে জ্ঞানবলে স্তুত যজ্ঞনির্বাহক অধ্বর্যু, ঘৃতরূপ অন্নযুক্ত স্রুক্ (হাতা) নিয়ে অগ্নির নিকট যায়। ১৪।১ ॥ অধ্বর্যু শোভন অন্নযুক্ত, চেতন সম্পাদক, ধনের দাতা অগ্নিকে মহিমা ও মদজনক হবি দিক। ১৫।১ ॥

টীকা : ১২। 'অসুরঃ'—শব্দের ভাষ্যকার এখানে 'প্রাণবান্'—অর্থ করেছেন। "অসুবঃ অসবোঽস্য সন্তি প্রাণবায়ুঃ। রো মত্বর্থঃ"— অর্থাৎ অসুর শব্দের অর্থ প্রাণ, প্রাণ যার আছে এ অর্থে মত্বর্থীয় র-প্রত্যয় করে অসুর শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ১৩। 'বহ্নি—শব্দের এখানে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন—বহ্নি অর্থ যে যজ্ঞভার বহন করে অর্থাৎ যজ্ঞ-নির্বাহক। "বহতি যজ্ঞভারমিতি বহ্নিঃ যজ্ঞ-নির্বাহকঃ"।

মন্ত্র : দ্বারো দেবীরন্বস্য বিশ্বে ব্রতা দদন্তে অগ্নেঃ। উরুব্যচসো ধাম্না পত্যমানাঃ ॥ ১৬ ॥ তে অস্য যোষণে দিব্যে ন যোনা উষাসানক্তা। ইমং যজ্ঞমবতা-মধ্বরং নঃ ॥ ১৭ ॥ দৈব্যা হোতারা ঊর্ধ্বমধ্বরং নোঽগ্নের্জিহ্বামভি গৃণীতম্। কৃণুতং নঃ স্বিষ্টিম্ ॥ ১৮ ॥ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্ত্বিডা সরস্বতী ভারতী। মহী গৃণানা ॥ ১৯॥ তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরুক্ষু ত্বষ্টা সুবীর্যম্। রায়স্পোষং বি ষ্যতু নাভিমস্মে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : বিশাল অবকাশযুক্ত দ্বার-দেবীগণ ঋত্বিক্দের স্থান দিয়ে অগ্নির ব্রত ধারণ করে, তারপর সকল দেবগণ তা ধারণ করে। আমরা তাদের স্তুতি করছি। ১৬।১ ॥ গার্হপত্যস্থানে স্থিত অগ্নির ভার্যারূপ, দিন ও রাতের অভিমানী স্বর্গস্থ দেবীদ্বয় আমাদের এ অহিংসক যজ্ঞ রক্ষা করুক। ১৭।১ ॥ হে

দেব হোতা অগ্নি ও বায়ু, তোমরা আমাদের জন্য সুন্দর যাগ কর আমাদের যজ্ঞ ঊর্ধ্বগামী কর ও অগ্নির জ্বালার স্তুতি কর। ১৮।১ ॥ মহান্ স্তুতিযুক্ত ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী—এ তিন দেবী আমাদের এ দর্ভাসনে উপবেশন করুন। ১৯।১ ॥ ত্বষ্টাদেব শীঘ্রপ্রাপক, প্রচুর, বহুস্থানে স্থিত ও সামর্থ্যযুক্ত ধনের পুষ্টি আমাদের ক্রোড়দেশে নিক্ষেপ করুন। ২০।১ ॥

টীকা : ১৯। ইড়া পৃথিবীস্থা, সরস্বতী মধ্যস্থা ও ভারতী দ্যুলোকস্থিতা।

মন্ত্র : বনস্পতেহব সৃজা ররাণস্ত্মনা দেবেষু। অগ্নির্হব্যং শমিতা সূদয়াতি ॥ ২১ ॥ অগ্নে স্বাহা কৃণুহি জাতবেদ ইন্দ্রায় হব্যম্। বিশ্বে দেবা হবিরিদং জুষন্তাম্ ॥ ২২ ॥ পীবো অন্না রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ শ্বেতঃ সিষক্তি নিযুতামভিশ্রীঃ। তে বায়বে সমনসো বি তস্থুর্বিশ্বেন্নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥ ২৩ ॥ রায়ে নু যং জজ্ঞতু রোদসীমে রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্। অধ বায়ুং নিযুতঃ সশ্চত স্বা উত শ্বেতং বসুধিতিং নিরেকে ॥ ২৪ ॥ আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্। ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : শমক অগ্নি হব্যের সংস্কার করছে, অতএব হে বনস্পতি, তুমি নিজে দেবতাদের দে..ন জন্য তা সৃষ্ট দিয়ে নিক্ষেপ কর। ২১।১ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হব্য প্রদান কর। বিশ্বদেবগণ এ হবির উদ্দেশে সেবা করুক। ২২।১ ॥ শোভন বৃদ্ধিযুক্ত, অশ্বের আশ্রয় শ্বেত বায়ু যে নিযুত অশ্বের সেবা করে, সে ধনবর্ধক নিযুত অশ্বগণ একমন হয়ে বায়ুর জন্য বিশেষ রূপে অবস্থান করছে। ২৩।১ ॥ এ দ্যাবাপৃথিবী উদকরূপ ধনের জন্য যে বায়ুর সৃষ্টি করেছে, বাকদেবী তা ধারণ করেন। তারপর নিজের অশ্বগণ বহু জনাকীর্ণ স্থানে শ্বেতবর্ণ, ধনের ধারক বায়ুর সেবা করে। ২৪।১ ॥ প্রচুর জল বিশ্ব লাভ করে অগ্নি উৎপন্নের জন্য গর্ভ ধারণ করে, তা থেকে দেবগণের প্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়। সে প্রজাপতিরূপ হিরণ্যগর্ভদেবের উদ্দেশে হবি প্রদান করছি। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্। যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২৬ ॥ প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নিযুদ্ভির্বায়বিষ্টয়ে দুরোণে। নি নো রয়িং সুভোজসং যুবস্ব নি বীরং গব্যমশ্ব্যং চ রাধঃ ॥ ২৭ ॥ আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি যজ্ঞম্। বায়ো অস্মিন্ সবনে মাদয়স্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৮ ॥ নিযুত্বান্বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়ামি তে। গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ॥ ২৯ ॥ বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু। আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : যে অন্তর্যামী দেব নিজ মহিমায় প্রজাপতির ধারক ও প্রজার সৃষ্টিকারী জল সকল দেখেছিলেন এবং যিনি দেবগণের মধ্যে মুখ্য, সে হিরণ্যগর্ভদেবের উদ্দেশে হবি প্রদান করছি। ২৬।১ ॥ হে বায়ু, যজ্ঞ গৃহে বর্তমান হবিদানকারী যজমানের নিকট অশ্বের সাথে যাগের জন্য যাও এবং আমাদের ভোজ্য, পুত্র, গাভী ও অশ্বরূপ ধন দাও। ২৭।১ ॥ হে বায়ু, শত সহস্র অশ্বের সাথে তুমি আমাদের যজ্ঞে এস। এসে এ তৃতীয় সবনে তৃপ্ত হও। হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা কল্যাণের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ২৮।১ ॥ হে বায়ু, তুমি যজমানের গৃহের প্রতি গমনশীল, অতএব তুমি অশ্বযুক্ত হয়ে এস। এ শুক্র (গ্রহ) তোমাকে

প্রাপ্ত করুক। ২৯।১ ॥ হে বায়ু, যজ্ঞরসের সারভূত, শুক্র গ্রহ তোমার দিকে আসুক। হে বায়ুদেব, যজমানের স্পৃহনীয় তুমি সোমপানের জন্য অশ্বযুক্ত রথে এস। ৩০।১ ॥

মন্ত্র ঃ বায়ুরগ্রেগা যজ্ঞপ্রীঃ সাকং গন্মনসা যজ্ঞম্। শিবো নিযুদ্ভিঃ শিবাভিঃ ॥ ৩১ ॥ বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাসস্তেভিরাগহি। নিযুত্বান্ সোমপীতয়ে। ৩২ ॥ একয়া চ দশভিশ্চ স্বভূতে দ্বাভ্যামিষ্টয়ে বিংশতী চ। তিসৃভিশ্চ বহসে ত্রিংশতা চ নিযুদ্ভির্বায়বিহ তা বি মুঞ্চ ॥ ৩৩ ॥ তব বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ৩৪ ॥ অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ অগ্রগামী যজ্ঞপ্রিয় কল্যাণকর বায়ু কল্যাণরূপ অশ্বের সাথে সাদরে যজ্ঞের প্রতি যাক। ৩১।১ ॥ হে বায়ু, তোমার যে-সহস্র রথ আছে, সোমপানের জন্য সে অশ্বযুক্ত রথে এস। ৩২।১ ॥ হে স্বগদ্রূপ সমৃদ্ধিযুক্ত বায়ু, এক, দশ, দুই, বিশ, তিন, ত্রিশ অশ্বের সাথে যে পাত্রগুলি তুমি বহন করে এনেছ, সেগুলি এ যজ্ঞে দিয়ে দাও। ৩৩।১ ॥ হে সত্যের পালক, ত্বষ্টার জামাতা, আশ্চর্যরূপ বায়ু তোমার অন্ন আমরা প্রার্থনা করি। ৩৪।১ ॥ হে শূর ইন্দ্র, দুগ্ধহীন গাভীগুলি যেমন বৎসদের ডাকে, সেরূপ আমরা আদিত্যের মত দ্রষ্টা, স্থাবর ও জঙ্গমের ঈশ্বর তোমার স্তুতি করছি। ৩৫।১ ॥

টীকা ঃ ৩৪। আদিত্য থেকে জল নিয়ে বায়ু গর্ভে ধারণ করে, তা থেকে বৃষ্টি হয়—এ জন্য এখানে বায়ুকে আদিত্যের জামাতা বলা হইয়াছে।

মন্ত্র ঃ ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে। অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ৩৬ ॥ ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ। ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ৩৭ ॥ স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ। গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ৩৮ ॥ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৩৯ ॥ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মঘবন্ ইন্দ্র, দ্যুলোকে বা ভূলোকে তোমার মত কেউ নাই, কেউ হয় নাই, হবেও না। এজন্য অন্নযুক্ত আমরা গাভী ও অশ্বের কামনায় তোমার আহ্বান করছি। ৩৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, যজ্ঞের কর্তা ঋত্বিক্ আমরা অন্নের প্রাপ্ত, শত্রুর বিনাশ ও অশ্ব প্রাপ্তির জন্য সত্যের পালক তোমাকে সাদরে আহ্বান করছি। ৩৭।১ ॥ হে আশ্চর্যকারী, বজ্রহস্ত, অজেয় ইন্দ্র, প্রগল্‌ভ্য ও তেজে স্তুত হয়ে জয়শীল অশ্ব বা হস্তীকে যেমন রক্ষার সাথে অন্ন দেয়, সেরূপ তুমি আমাদের গাভী ও রথবহন-সমর্থ অশ্ব দাও। ৩৮।১ ॥ বিচিত্র, সদা বর্ধমান ইন্দ্র কোন তর্পণ ও কোন যাগক্রিয়ার দ্বারা আমাদের সহায় হয়েছিলেন ? ৩৯।১ ॥ হে ইন্দ্র, সোমরূপ অন্নের কোন অংশ তোমাকে মত্ত করে, যাতে অত্যন্ত মত্ত হয়ে সুদৃঢ় বর্ণাদি ধন আমাদের দেবার জন্য চূর্ণ করে থাক ? ৪০।১

মন্ত্র ঃ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে ॥ ৪১ ॥ যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে। প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥ ৪২ ॥ পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ৪৩ ॥ ঊর্জো নপাতং স হিনায়মস্মযুর্দাশেম হব্যদাতয়ে। ভুবদ্বাজেষ্ববিতা ভুবদ্বৃধ উত ত্রাতা

তন্নাম্ ॥ ৪৪ ॥ সংবৎসরোঽসি পরিবৎসরোঽসীদাবৎসরোঽসীদ্বৎসরোঽসি বৎসরোঽসি। উষসস্তে কল্পন্তামহোরাত্রাস্তে কল্পন্তামর্ধমাসাস্তে কল্পন্তাং মাসাস্তে কল্পন্তামৃতবস্তে কল্পন্তাং সংবৎসরস্তে কল্পতাম্। প্রেত্যা এত্যৈ সং চাঞ্চ প্র চ সারয়। *সুপর্ণচিদসি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবঃ সীদ ॥ ৪৫ ॥

[কণ্ডিকা-৪৫ ঃ মন্ত্র-৪৫]

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি সখা, স্তোতা ও ঋত্বিক্, তুমি আমাদের পালক, আমাদের রক্ষার জন্য বহু রূপ ধারণ করে থাক। ৪১।১ ॥ কোন বন্ধু যেমন তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রশংসা করে, সেরূপ বহু যজ্ঞে বিভিন্ন স্তুতির দ্বারা বলবান্, অমর, জাতবেদা, প্রিয় অগ্নির আমরা স্তুতি করছি। ৪২।১ ॥ হে অন্নের পালক, ধনবান্, অগ্নি, এক ঋক্ বাক্যের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। সেরূপে দ্বিতীয় যজু-বাক্যের দ্বারা, তৃতীয় ঋক্, যজু ও সাম বাক্যের দ্বারা, চতুর্থ ঋক, যজু, সাম ও গদ্য-পদ্যাত্মক কাব্যাদির দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। ৪৩।১ ॥ হে অধ্বর্যু, জলের পৌত্র অগ্নিকে তৃপ্ত কর, সে আমাদের চায়। এ অগ্নি অন্নের রক্ষক, বৃদ্ধিকারক ও শরীরের ত্রাতা, অতএব আমরা তাকে হবিদানের সংকল্প করব। ৪৪।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদ্বৎসর ও বৎসররূপ। সকাল, দিন রাত, অর্ধমাস, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর প্রভৃতি তোমার অবয়বরূপে যোগ্য হোক। তুমি স্বেচ্ছায় আসা, যাওয়া, সঙ্কোচন ও প্রসারণ কর। তুমি সুপর্ণের মত গৃহীত হও, তুমি বাক্যের সাথে প্রাণের মত স্থির হয়ে থাক। ৪৫।১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষৎসমিধেন্দ্রমিড়স্পদে নাভা পৃথিব্যা অধি। দিবো বর্ষ্মন্‌সমিধ্যত ওজিষ্ঠশ্চর্ষণীসহাং বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ১ ॥ হোতা যক্ষত্তনূনপাতমূতিভির্জেতারমপরাজিতম্। ইন্দ্রং দেবং স্বর্বিদং পথিভির্মধুমত্তমৈর্নরাশংসেন তেজসা বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২ ॥ হোতা যক্ষদিড়াভিরিন্দ্রমীড়িতমাজুহ্বানমমর্ত্যম্। দেবো দেবৈঃ সবীর্যো বজ্রহস্তঃ পুরন্দরো বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩ ॥ হোতা যক্ষদ্বর্হিষীন্দ্রং নিষদ্বরং বৃষভং নর্যাপসম্। বসুভী রুদ্রৈরাদিত্যৈঃ সযুগ্ভির্বর্হিরাসদদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৪ ॥ হোতা যক্ষদোজো ন বীর্যং সহো দ্বার ইন্দ্রমবর্ধয়ন্। সুপ্রায়ণা অস্মিন্ যজ্ঞে বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বার ইন্দ্রায় মীঢুষে ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব হোতা সমিধের দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করুক। যে ইন্দ্র তিন স্থানে দীপ্ত—পৃথিবীতে যজ্ঞস্থলে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষলোকে বিদ্যুৎ-রূপে, স্বর্গলোকে আদিত্যরূপে। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরাভবকারী সে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১।২ ॥ দৈব হোতা তেজস্বী নরাশংস দেবের সাথে তনূনপাৎ ও বিজয়ী স্বর্গের বেত্তা ইন্দ্রদেবের স্বর্গপ্রাপক, তৃপ্তিদায়ক, মধুরস্বাদযুক্ত ঘৃতের দ্বারা যাগ করুক। দেবদ্বয়ের সাথে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২।১ ॥ দৈব হোতা ইড়া প্রভৃতির সাথে ঋত্বিক্‌গণের স্তুত, যজমানদের আহূত অমর ইন্দ্রের যাগ করুক। সকল দেবতার শক্তিসম্পন্ন, বজ্রহস্ত, শত্রুর নগর-বিদারক ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে

মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩।১॥ দৈব হোতা বর্হি-স্থিত ইন্দ্রের যাগ করুক। শ্রেষ্ঠ উপবেষ্টা, কামবর্ষী, মানুষের হুতকারী ইন্দ্র বসু, রুদ্র ও আদিত্যদেবের সাথে দর্ভাসনে বসে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪।১॥ যে দ্বারদেবীগণ ইন্দ্রের ওজ, বীর্য ও মনোবল বর্ধন করেছে, তাদের দৈব হোতা যাগ করুক। সুন্দর গমন, যজ্ঞের বর্ধক দ্বারদেবীগণ সেচনকারী ইন্দ্রের জন্য বিবৃত হোক ও ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৫।১॥

টীকা ঃ ১। ভাষ্যকার 'সমিধা'—শব্দের দু-প্রকার অর্থ করেছেন। এক সমিৎ-কাষ্ঠের দ্বারা; দ্বিতীয় আপ্রীদেবতার সাথে। ২। নরাশংস ও তনূনপাৎ—শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে।

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষদুষে ইন্দ্রস্য ধেনূ সুদুঘে মাতরা মহী। সবাতরৌ ন তেজসা বৎসমিন্দ্রমবর্ধতাং বীতামাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৬ ॥ হোতা যক্ষদ্দৈব্যা হোতারা ভিষজা সখায়া হবিষেন্দ্রং ভিষজ্যতঃ। কবী দেবৌ প্রচেতসাবিন্দ্রায় ধত্ত ইন্দ্রিয়ং বীতামাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৭ ॥ হোতা যক্ষত্তিস্রো দেবীর্ন ভেষজং ত্রয়স্ত্রিধাতবোঽপস ইডা সরস্বতী ভারতী মহীঃ। ইন্দ্রপত্নী র্হবিষ্মতীর্ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৮ ॥ হোতা যক্ষত্ত্বষ্টারমিন্দ্রং দেবং ভিষজং সুযজং ঘৃতশ্রিয়ম্। পুরুরূপং সুরেতসং মঘোনমিন্দ্রায় ত্বষ্টা দধদিন্দ্রিয়াণি বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৯ ॥ হোতা যক্ষদ্বনস্পতিং শমিতারং শতক্রতুং ধিয়ো জোষ্টারমিন্দ্রিয়ম্। মধ্বা সমঞ্জন্পথিভিঃ সুগেভিঃ স্বদাতি যজ্ঞং মধুনা ঘৃতেন বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দৈব হোতা রাত ও উষাদেবীর যাগ করুক॥ দুটি গাভী যেমন একটি বৎসের বর্ধন করে, সেরূপ তারা তেজের দ্বারা ইন্দ্রের বর্ধন করেছে। ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদা, দুগ্ধেব পূরয়িত্রী, মহতী, মায়ের মত পালিকা সে রাত ও উষার অভিমানী দেবীদ্বয় ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৬।১॥ দৈব হোতা সে হোতৃদ্বয়ের যাগ করুক, যারা চিকিৎসা করে ইন্দ্রের শক্তি দিয়েছেন। চিকিৎসাকুশল, পরস্পর স্নেহযুক্ত, ক্রান্তদর্শী, দীপ্যমান ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সে অশ্বিদ্বয় ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৭।১॥ দৈব হোতা ভেষজরূপ, ত্রিধাতু ও কর্মযুক্ত তিন লোকের এবং ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী —এ তিন দেবীর যাগ করুক। মহতী, ইন্দ্রের পালিকা, হবিযুক্তা তিন দেবী ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৮।১॥ দৈব হোতা ত্বষ্টার যাগ করুক। প্রভু, দাতা, রোগনিবারক, পূজ্য, ঘৃতের দ্বারা শোভাযুক্ত, বহুরূপবান, বীর্যবান ও ধনবান ত্বষ্টা ইন্দ্রের সামর্থ্য দিক ও ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৯।১॥ দৈব হোতা বনস্পতির যাগ করুক। হবির সংস্কারক, বহু কর্মের কর্তা, বুদ্ধির পোষক, ইন্দ্রের বলদাতা, স্বাদু ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞের সম্পাদক, গমনযোগ্য পথে দেবতাদের নিকট সুস্বাদু ঘৃতযুক্ত যজ্ঞের প্রাপক সে বনস্পতি দেব ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১০।১॥

টীকা ঃ ৮। 'ত্রিধাতবঃ'—ত্রিধাতু শব্দের ভাষ্যকার এখানে অর্থ করেছেন— অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—এ তিন যাদের ধারণ কর্তা। 'অপসঃ'—শব্দের অর্থ কর্মযুক্ত, 'অপস্বনঃ কর্মবন্তঃ'।

মন্ত্র ঃ হোতা যক্ষদিন্দ্রং স্বাহাজ্যস্য স্বাহা মেদসঃ স্বাহা স্তোকানাং স্বাহা স্বাহাকৃতীনাং স্বাহা হব্যসূক্তীনাম্। স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা ইন্দ্র আজ্যস্য

ব্যন্তু হোতর্যজ ॥ ১১ ॥ দেবং বর্হিরিন্দ্রং সুদেবং দেবৈর্বীরবৎস্তীর্ণং বেদ্যাম-বর্ধয়ৎ। বস্তোর্বৃতং প্রাক্তোর্ভৃতং রায়া বর্হিষ্মতোঽত্যগাদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ১২ ॥ দেবীর্দ্বার ইন্দ্রং সংঘাতে বীড্বীর্যামন্নবর্ধয়ন্। আ বৎসেন তরুণেন কুমারেণ চ মীবতাপার্বাণং রেণুকবাটং নুদন্তাং বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ১৩ ॥ দেবী উষাসানক্তেন্দ্রং যজ্ঞে প্রযত্যহ্বেতাম্। দৈবীর্বিশঃ প্রায়াসিষ্টাং সুপ্রীতে সুধিতে বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ১৪ ॥ দেবী জোষ্ট্রী বসুধিতী দেবমিন্দ্রমবর্ধতাম্। অয়াব্যন্যাঘা দ্বেষাংস্যান্যা বক্ষদ্বসু বার্যাণি যজমানায় শিক্ষিতে বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ: দেব হোতা ইন্দ্রের যাগ করুক। স্বাহাকারের দ্বারা আজ্য দেবতার যাগ করুক, সেরূপ মেদ, সোমবিন্দু স্বাহাকৃত হব্যসম্বন্ধী সুন্দর বাক্য প্রভৃতির অভিমানী ঘৃতপায়ী দেবগণ ও ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১১।১ ॥ বর্হি নামক অনুযাজদেবতা ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। যেখানে মরুদ প্রভৃতি দেবগণ শোভিত, যা ঋত্বিকদের দ্বারা বীর্যযুক্ত, বেদীতে বিস্তৃত, দিনে ছিন্ন ও রাতে ধৃত, হবিরূপ ধনের দ্বারা যা বর্হিযুক্ত অন্য যাগকে অতিক্রম করেছে, সে বর্হিদেবতা যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১২।১ ॥ যজ্ঞকর্মে দ্বারদেবীগণ ইন্দ্রের বর্ধন করেছিলেন। যার দ্বারগুলি খিল দিয়ে বন্ধ থাকায় দৃঢ়, হিংসাশীল চঞ্চল বৎসগণ ও কুমারগণ যেখানে পতিত হয়, সেরূপ কূপ পথ থেকে দূর করে দিয়ে সে দ্বার দেবীগণ যজমানের গৃহে ধনদান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৩।১ ॥ দিন ও রাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্বয় যজ্ঞ আরম্ভ হলে ইন্দ্রের আহ্বান করুক। প্রীতি তুষ্টা ও অত্যন্ত কল্যাণকারিণী সে দেবীদ্বয় বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেবা, মরুৎ প্রভৃতি দেব-প্রজাগণের নিকট যান। তারা যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুন। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৪।১ ॥ প্রীতিযুক্ত ধনের ধারক দ্যাবাপৃথিবী ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। তাদের মধ্যে একজন পাপ ও দুর্ভাগ্য দূর করে, অপরে বরণীয় ভোগযোগ্য ধন বহন করে। তারা দুজনে বেদবিদ্যার শিক্ষিতা; যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৫।১ ॥

মন্ত্র: দেবী উর্জাহুতী দুঘে সুদুঘে পয়সেন্দ্রমবর্ধতাম্। ইষমূর্জমন্যা বক্ষৎসগ্ধিং সপীতিমন্যা নবেন পূর্বং দয়মানে পুরাণেন নবম তামূর্জমূর্জাহুতী উর্জয়মানে বসু বার্যাণি যজমানায় শিক্ষিতে বসুবনে বসুধেয়স্য বীতং যজ ॥ ১৬ ॥ দেবা দৈব্যা হোতারা দেবমিন্দ্রমবর্ধতাম্। হতাঘশংসাবাভার্ষ্টাং বসু বার্যাণি যজমানায় শিক্ষিতৌ বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ১৭ ॥ দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবীঃ পতিমিন্দ্রমবর্ধয়ন্। অস্পৃক্ষদ্ভারতী দিবং রুদ্রৈর্যজ্ঞং সরস্বতীড়া বসুমতী গৃহান্ বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ১৮ ॥ দেব ইন্দ্রো নরাশংসস্ত্রিবরূথস্ত্রিবন্ধুরো দেবমিন্দ্রমবর্ধয়ৎ। শতেন শিতিপৃষ্ঠানামাহিতঃ সহস্রেণ প্র বর্ততে মিত্রা বরুণেদস্য হোত্রমর্হতো বৃহস্পতিঃ স্তোত্রমশ্বিনাধ্বর্যবং বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ১৯ ॥ দেবো দৈবৈর্বনস্পতির্হিরণ্যপর্ণো মধুশাখঃ সুপিপ্পলো দেবমিন্দ্রমবর্ধয়ৎ। দিবমগ্রেণাস্পৃক্ষদান্তরিক্ষং পৃথিবীমদৃংহীদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ: পূর্বা ও প্রেষা নামে দুজন দেবী দুগ্ধের দ্বারা ইন্দ্রের বর্ধন করেছিলেন। তারা বল ও আহ্বান যুক্ত, সুন্দর দোহন কর্ত্রী, তাদের মধ্যে একজন যজমানের জন্য অন্ন ও দধি প্রভৃতি অপর জন পুত্রাদির সাথে পান ও

ভোজন বহন করে। তারা নূতন অন্নের দ্বারা পুরাণ অন্ন, পুরাণ অন্নের দ্বারা নূতন অন্ন, এবং যজমানের বরণীয় ধন অক্ষয় করে থাকে। তারা কৃপালু, রস ও আহুতির বর্ধনকারিণী ও শিক্ষিতা। যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৬।১॥ দুজন দেব হোতা ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। তারা যজমানের জন্য বরণীয় ধন এনেছিল। তারা পাপীর নিবর্তক ও শিক্ষিত। যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৭।১॥ তিনজন দেবী পালক ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। ভারতী স্বর্গ স্পর্শ করে, সরস্বতী রুদ্রগণের সাথে যজ্ঞ এবং বসুযুক্তা ইড়া ভূলোক স্পর্শ করে। যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ১৮।১॥ নরাশংস (যজ্ঞ) দেব ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। যে যজ্ঞ ঐশ্বর্যযুক্ত, তিনটি যার গৃহ, তিনটি যার বন্ধন, শত গাভীর সাথে যুক্ত হয়ে সহস্র গরুর দ্বারা যা প্রবর্তিত হয়, মিত্র ও বরুণ যার হোতৃকর্মের যোগ্য, বৃহস্পতি উদ্গাতার কর্ম ও অশ্বিদ্বয় অধ্বর্যুর কর্মের যোগ্য, সে যজ্ঞ যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যজ্ঞ কর। ১৯।১॥ বনস্পতি দেব দেবগণের সাথে ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। যার স্বর্ণময় পত্র, রসযুক্ত শাখা, শোভন ফল; যে বনস্পতি অগ্রভাগ দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করেছে, মধ্যভাগ দ্বারা অন্তরিক্ষ এবং নিম্নভাগ দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় করেছে, সে বনস্পতি দেব যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্যহোতা, তুমিও যজ্ঞ কর। ২০।১॥

টীকা: ১৭। 'দেবী তিস্রঃ, তিস্রঃ দেবীঃ'—আদরার্থে পুনরুক্তি হয়েছে। ১৯। 'নরাশংস'—শব্দের ভাষ্যকার—নরগণ যেখানে বসে দেবতার স্তুতি করে—এ অর্থে যজ্ঞ অর্থ করেছেন।

মন্ত্র: দেবং বর্হির্বারিতীনাং দেবমিন্দ্রমবর্ধয়ৎ। স্বাসস্থমিন্দ্রেণাসন্নমন্যা বর্হীংষ্যভ্যভূদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ॥ ২১॥ দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দেবমিন্দ্রমবর্ধয়ৎ। স্বিষ্টং কুর্বন্ত্স্বিষ্টকৃৎস্বিষ্টমদ্য করোতু নো বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ॥ ২২॥ অগ্নিমদ্য হোতারমবৃণীতায়ং যজমানঃ পচন্পক্তীঃ পচন্পুরোডাশং বধ্নন্নিন্দ্রায় ছাগম্। সূপস্থা অদ্য দেবো বনস্পতিরভবদিন্দ্রায় ছাগেন। অধত্তং মেদস্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীদবীবৃধৎ পুরোডাশেন। ত্বামদ্য ঋষে॥ ২৩॥ হোতা যক্ষৎসমিধানং মহদ্যশঃ সুসমিদ্ধং বরেণ্যমগ্নিমিন্দ্রং বয়োধসম্। গায়ত্রীং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং ত্র্যবিং গাং বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ॥ ২৪॥ হোতা যক্ষত্তনূনপাতমুদ্ভিদং যং গর্ভমদিতির্দধে শুচিমিন্দ্রং বয়োধসম্। উষ্ণিহং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং দিত্যবাহং গাং বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ॥ ২৫॥

অনুবাদ: বর্হি নামক অনুযাজদেব ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল, অপরে অভিভূত হয়েছিল। যে বর্হি জলাশ্রিত ওষধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে আসনে সুখে থাকে এবং যা ইন্দ্রের আশ্রিত, সে বর্হি যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২১।১। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিদেব ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। শোভন ইষ্ট যে করে, সে 'স্বিষ্টকৃৎ' নামক অগ্নি আজ আমাদের ইষ্ট সাধন করুক। যজমানের গৃহে ধন দান ও স্থাপনের জন্য ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২২।১॥ এ যজমান হবি প্রস্তুত করে আজ হোতা অগ্নির বরণ করেছে, পুরোডাশ পাক করে ইন্দ্রের জন্য ছাগ প্রস্তুত করেছে। আজ বনস্পতি দেব ছাগ দিয়ে ইন্দ্রের সেবা করেছে। তারা

সেগুলি গ্রহণ করেছে এবং পুরোডাশের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। হে ঋষি, আজ তুমি (তৃপ্ত হও)। ২৩।৩ ॥ দৈব হোতা অগ্নি ও আয়ুর ধারক ইন্দ্রের যাগ করুক। সে অগ্নি দীপ্যমান, যশের দ্বারা দীপ্ত ও বরেণ্য। হোতা গায়ত্রী ছন্দ, বীর্য, দেড় বছরের গাভী ও আয়ু ইন্দ্রে স্থাপন করুক। প্রযাজদেব ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৪।১ ॥ দৈব হোতা যজ্ঞফলের প্রকটনকারী, পবিত্র তনূনপাৎ ও আয়ুর ধারক ইন্দ্রের যাগ করুক। হোতা উষ্ণিক্ ছন্দ, দু-বছরের গাভী ও আয়ু ইন্দ্রকে দিক, সে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : হোতা যক্ষদীডেন্যমীড়িতং বৃত্রহন্তমমিড়াভিরীড্যং সহ সোমমিন্দ্রং বয়োধসম্। অনুষ্টুভং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং পঞ্চাবিং গাং বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২৬ ॥ হোতা যক্ষৎসুবর্হিষং পূষণ্বন্তমমর্ত্যং সীদন্তং বর্হিষি প্রিয়েঽমৃতেন্দ্রং বয়োধসম্। বৃহতীং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং ত্রিবৎসং গাং বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২৭ ॥ হোতা যক্ষদ্ব্যচস্বতীঃ সুপ্রায়ণা ঋতাবৃধো দ্বারো দেবী-র্হিরণ্যয়ীর্ব্রহ্মাণমিন্দ্রং বয়োধসম্। পংক্তিং ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং তুর্যবাহং গাং বয়ো দধদ্ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২৮ ॥ হোতা যক্ষৎসুপেশসা সুশিল্পে বৃহতী উভে নক্তোষাসা ন দর্শতে বিশ্বমিন্দ্রং বয়োধসম্। ত্রিষ্টুভং ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং পষ্ঠবাহং গাং বয়ো দধদ্বীতামাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ২৯ ॥ হোতা যক্ষৎপ্রচেতসা দেবানামুত্তমং যশো হোতারা দৈব্যা কবী সযুজেন্দ্র বয়োধসম্। জগতীং ছন্দ ইন্দ্রিয়মনড্বাহং গাং বয়ো দধদ্বীতামাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : দৈব হোতা ইড়া প্রভৃতি দেবগণের সাথে আয়ুর বর্ধক, স্তুতিযোগ্য ঋষিগণের দ্বারা স্তুত, বৃত্রহন্তা, সকলের প্রশংসনীয়, বলের দ্বারা সোমের মত আহ্লাদক ইন্দ্রের অনুষ্টুভ্ ছন্দ, সামর্থ্য, আড়াই বছরের গাভী ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। সে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক, হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৬।১ ॥ দৈব হোতা আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের যাগ করুক। সে ইন্দ্র শোভন বর্হি ও পূষাযুক্ত, অমর, প্রিয় অবিনশ্বর দর্ভাসনে স্থিত। হোতা বৃহতী ছন্দ, সামর্থ্য, তিন বছরের বৃষ ও আয়ু ইন্দ্রকে দিক, সে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৭।১ ॥ দৈব হোতা, শোভন গমনযোগ্য অবকাশ যুক্ত, সত্যের বর্ধক, স্বর্ণময়, দৃঢ় দ্বারদেবীগণের ও আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের পংক্তি ছন্দ, সাড়ে তিন বছরের গাভী ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। সে ইন্দ্র ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৮।১ ॥ দৈব হোতা সুন্দর রূপ ও শিল্প বিশিষ্ট ; দর্শনীয় রাত ও উষার এবং সর্বাত্মক আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ, সামর্থ্য দু-বছরের গাভী ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ২৯।১ ॥ দৈব হোতা প্রকৃষ্ট চেতনাযুক্ত, দেবতার পূজাকৃত যশ-রূপ ক্রান্তদর্শী, সমান যোগ্য হোতৃদ্বয়ের এবং আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের জগতী ছন্দ, সামর্থ্য, শকট বহন যোগ্য বৃষ ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : হোতা যক্ষৎপেশস্বতীস্তিস্রো দেবীর্হিরণ্যয়ীর্ভারতীর্বৃহতীর্মহীঃ পতিমিন্দ্রং বয়োধসম্। বিরাজং ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং ধেনুং গাং ন বয়ো দধদ্ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩১ ॥ হোতা যক্ষৎসুরেতসং ত্বষ্টারং পুষ্টিবর্ধনং রূপাণি বিভ্রতং পৃথক্ পুষ্টিমিন্দ্রং বয়োধসম্। দ্বিপদং ছন্দ ইন্দ্রিয়মুক্ষাণং গাং ন বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩২ ॥ হোতা যক্ষদ্বনস্পতিং শমিতারং শতক্রতুং

হিরণ্যপর্ণমুক্‌থিনং রশনাং বিভ্রতং বশিং ভগমিন্দ্রং বয়োধসম্। ককুভং ছন্দ ইহেন্দ্রিয়ং বশাং বেহতং গাং বয়ো দধদ্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ ৩৩ ॥ হোতা যক্ষৎস্বাহাকৃতীরগ্নিং গৃহপতিং পৃথগ্বরুণং ভেষজং কবিং ক্ষত্রমিন্দ্রং বয়োধসম্ ॥ অতিচ্ছন্দসং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং বৃহদৃষভং গাং বয়ো দধদ্ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ। ৩৪ ॥ দেবং বর্হির্বয়োধসং দেবমিন্দ্রমবর্ধয়ৎ। গায়ত্র্যা ছন্দসেন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ দেব হোতা, রূপসমৃদ্ধা, সোনার অলংকারে অলংকৃতা, প্রভাব ও তেজে মহতী তিনদেবীর (ভারতী, ইড়া ও সরস্বতীর) এবং পালক ও আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের বিরাট ছন্দ। দুগ্ধবতী গাভী ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। তারা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩১।১ ॥ দেব হোতা শোভন রেতযুক্ত, পুত্রাদির পুষ্টিবর্ধক, নানা জাতীয় রূপ ও পুষ্টির ধারক ত্বষ্টা এবং ইন্দ্রের দ্বিপদা ছন্দ, সামর্থ্য, বৃষ ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। ইন্দ্রের সাথে ত্বষ্টা ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা তুমিও যাগ কর। ৩২।১ ॥ দেব হোতা হবি সংস্কারক, বহুকর্মের কারক, সোনার মত পত্র ও উপদেশস্থ যুক্ত, রজ্জুর ধারক, কমনীয় ও ভজনীয় বনস্পতির এবং আয়ুর বর্ধক ইন্দ্রের ককুভ ছন্দ, সামর্থ্য বন্ধ্যা ও গর্ভঘাতিনী গাভী ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। ইন্দ্রের সাথে বনস্পতি ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৩ ১ ॥ দেব হোতা স্বাহাকৃতি প্রযাজদেবগণ ও ইন্দ্রের যাগ করুক। সে ইন্দ্র প্রতি যজ্ঞে অগ্রগামী, গৃহের পালক, ঋত্বিকদের বরেণ্য, রোগনাশক, কবি, আর্তের ত্রাতা ও আয়ুর দাতা। হোতা অতিচ্ছন্দ ছন্দ, সামর্থ, বৃহৎ পুষ্ট বৃষ ও আয়ু দিয়ে যাগ করুক। ইন্দ্রের সাথে স্বাহাকৃতিগণ ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্যহোতা তুমিও যাগ কর। ৩৪।১ ॥ গায়ত্রী ছন্দে ইন্দ্রের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করে বর্হিদেবতা আয়ুবর্ধক ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। সে বর্হিদেবতা যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবীর্দ্বারো বয়োধসং শুচিমিন্দ্রমবর্ধয়ন্। উষ্ণিহা ছন্দসেন্দ্রিয়ং প্রাণমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৩৬ ॥ দেবী উষাসানক্তা দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবী দেবমবর্ধতাম্। অনুষ্টুভা ছন্দসেন্দ্রিয়ং বলমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ৩৭ ॥ দেবী জোষ্ট্রী বসুধিতী দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবী দেবমবর্ধতাম্। বৃহত্যা ছন্দসেন্দ্রিয়ং শ্রোত্রমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ৩৮ ॥ দেবী উর্জাহুতী দুঘে সুদুঘে পয়সেন্দ্রং বয়োধসং দেবী দেবমবর্ধতাম্। পঙ্‌ক্ত্যা ছন্দসেন্দ্রিয়ং শুক্রমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ৩৯ ॥ দেবা দৈব্যা হোতারা দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবৌ দেবমবর্ধতাম্। ত্রিষ্টুভা ছন্দসেন্দ্রিয়ং ত্বিষিমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ উষ্ণিক্ ছন্দে ইন্দ্রের প্রাণেন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করে দ্বার দেবীগণ আয়ুর বর্ধক পবিত্র ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। সে দ্বারদেবীগণ যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৬।১ ॥ দীপ্যমান উষা ও রাত্রির দেবীদ্বয় দীপ্ত আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। অনুষ্টুপ ছন্দে তারা ইন্দ্রের বল ও আয়ুধারণ করেছিল। যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে

মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর।৩৭।১॥ প্রীতিযুক্ত ধনের ধারক দীপ্যমান অনুযাজ দেবীদ্বয় দীপ্ত, আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। বৃহতী ছন্দে তারা ইন্দ্রের কর্ণেন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিল। তারা যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর।৩৮।১॥ দাত্রী উর্জা ও আহুতি দেবীদ্বয় দুধ দিয়ে আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। পংক্তি ছন্দে তারা ইন্দ্রের বীর্য ও আয়ু ধারণ করেছিল। তারা যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৩৯।১॥ দীপ্যমান দৈব হোতাদ্বয় দীপ্ত আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। তারা ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে ইন্দ্রের কান্তি, ত্বগিন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিল। তারা যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪০।১॥

টীকা ঃ ৩৭। একটি দেবী, দেব শব্দের দীপ্তিবাচক, অন্যটি সুরবাচক শব্দ।

মন্ত্র ঃ দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবীর্বয়োধসং পতিমিন্দ্রমবর্ধয়ন্। জগত্যা ছন্দসে-ন্দ্রিয়ং শূষমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ ॥ ৪১ ॥ দেবো নরাশংসো দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবো দেবমবর্ধয়ৎ। বিরাজা ছন্দসেন্দ্রিয়ং রূপমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ৪২ ॥ দেবো বনস্পতির্দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবো দেবমবর্ধয়ৎ। দ্বিপদা ছন্দসেন্দ্রিয়ং ভগমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ৪৩ ॥, দেবং বর্হির্বারিতীনাং দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবো দেবমবর্ধয়ৎ। ককুভা ছন্দসেন্দ্রিয়ং যশ ইন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ৪৪ ॥ দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দেবমিন্দ্রং বয়োধসং দেবো দেবমবর্ধয়ৎ। অতিচ্ছন্দসা ছন্দসেন্দ্রিয়ং ক্ষত্রমিন্দ্রে বয়ো দধদ্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ ভারতী, ইড়া ও সরস্বতী—এ তিন দেবী পালক আয়ুবর্ধক ইন্দ্রের বর্ধন করেছিল। তারা জগতি ছন্দে ইন্দ্রের বল, ইন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিল। তারা যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪১।১॥ দাতা নরাশংসদেব দীপ্ত আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। সে দেব বিরাট্ ছন্দে ইন্দ্রের রূপ, ইন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিলে। সে নরাশংসদেব যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪২।১॥ বনস্পতিদেব দ্যোতমান আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। সে দেব দ্বিপদা ছন্দে ইন্দ্রের সৌভাগ্য ও আয়ু ধারণ করেছিল। সে বনস্পতি দেব যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৩।১॥ ওষধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্হিদেব দীপ্যমান আয়ুবর্ধক ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। সে বর্হিদেব ককুভ্ছন্দে ইন্দ্রের যশ ও আয়ু ধারণ করেছিল। সে বর্হিদেব যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৪।১॥ দাতা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিদেব আয়ুবর্ধক দীপ্ত ইন্দ্রদেবের বর্ধন করেছিল। সে অগ্নিদেব অতিচ্ছন্দা ছন্দে ইন্দ্রের ক্ষতত্রাণরূপ ইন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিল। সে অগ্নিদেব যজমানের ধন দান ও স্থাপন করুক এবং ইন্দ্রের সাথে ঘৃত পান করুক। হে মনুষ্য হোতা, তুমিও যাগ কর। ৪৫।১॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিমদ্য হোতারমবৃণীতায়ং যজমানঃ পচন্ পক্তীঃ পচন্ পুরোডাশং বধ্নন্নিন্দ্রায় বয়োধসে ছাগম্। সূপস্থা অদ্য দেবো বনস্পতিরভবদিন্দ্রায় বয়োধসে ছাগেন। অঘত্তং মেদস্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীদবীবৃধৎ পুরোডাশেন।০ ত্বামদ্য ঋষে॥ ৪৬॥

[কাণ্ড-৪৬, মন্ত্র-৫০]

অনুবাদ ঃ এ যজমান হবি প্রস্তুত করে আজ হোতা অগ্নির বরণ করেছে, পুরোডাশ পাক করে আয়ুবর্ধক ইন্দ্রের জন্য ছাগ প্রস্তুত করেছে। আজ বনস্পতি ছাগ দিয়ে আয়ুবর্ধক ইন্দ্রের সেবা করেছে। তারা সেগুলি গ্রহণ করেছে এবং পুরোডাশের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। হে ঋষি, আজ তুমি তৃপ্ত হও। ৪৬।৩ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং মতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমৎপিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয়মা সধস্থম্॥ ১॥ ঘৃতেনাঞ্জন্‌সং পথো দেবযানান্ প্রজানন্ বাজ্যপ্যেতু দেবান্। অনু ত্বা সপ্তে প্রদিশঃ সচন্তাং স্বধামস্মৈ যজমানায় ধেহি॥ ২॥ ঈড্যশ্চাসি বন্দ্যশ্চ বাজিন্নাশুশ্চাসি মেধ্যশ্চ সপ্তে। অগ্নিষ্টবা দেবৈর্বসুভিঃ সজোষাঃ প্রীতং বহ্নিং বহতু জাতবেদাঃ॥ ৩॥ স্তীর্ণং বর্হিঃ সুষ্টরীমা জুষাণোরু পৃথু প্রথমানং পৃথিব্যাম্। দেবেভির্যুক্তমদিতিঃ সজোষাঃ স্যোনং কৃণ্বানা সুবিতে দধাতু॥ ৪॥ এতা উ বঃ সুভগা বিশ্বরূপা বি পক্ষোভিঃ শ্রয়মানা উদাতৈঃ। ঋষ্বাঃ সতীঃ কবষঃ শুম্ভমানা দ্বারো দেবীঃ সুপ্রায়ণা ভবন্তু॥ ৫॥

অনুবাদ ঃ হে জাতবেদা অগ্নি, দীপ্ত তুমি বুদ্ধির রহস্য প্রকাশ করে সুস্বাদু ঘৃত দেবগণে সিঞ্চন কর এবং গতিশীল তুমি হবি বহন করে দেবগণের তৃপ্তি সাধন কর। ১।১ ॥ অশ্ব 'দেবগণের আমি হবি' এ জেনে ঘৃত দিয়ে দেবযান পথ সিক্ত করে দেবতাদের নিকট যাক। হে কর্মী অশ্ব, সকল দিকের প্রাণিগণ তোমার অনুকরণ করুক, তুমি যজমানের অন্ন দাও। ২।১ ॥ হে কর্মী অশ্ব, তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি প্রণম্য, তুমি শীঘ্রগামী, অশ্বমেধের যোগ্য। বসুপ্রভৃতি দেবগণের সাথে প্রীতিযুক্ত জাতবেদা অগ্নি তুষ্ট হয়ে হবির বাহক তোমাকে দেবগণের কাছে নিয়ে যাক। ৩।১ ॥ আমরা বর্হির বিস্তার করছি। প্রীতিযুক্তা, সুখদাত্রী প্রীয়মাণা অদিতি দেবী পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ সে বর্হি স্বর্গলোকে স্থাপন করুক। ৪।১ ॥ হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, দ্বার-দেবীগণ তোমাদের নিকট এরূপ হোক। তারা সুশ্রী, নানারূপ ঊর্ধ্বগামী পক্ষসদৃশ কপাটের দ্বারা বিস্তৃত, গমনশীল, সমীচীন, শব্দকারী, শোভমান ও সুন্দর গমনকারী। ৫।১ ॥

টীকা ঃ ২। ভাষ্যকার মহীধর বলেন—এখানে 'ঘৃত' শব্দ 'তনূনপাৎ' বাচী। ৩। এখানে 'বহ্নি'—শব্দের অর্থ হবির বাহক।

মন্ত্র ঃ অন্তরা মিত্রাবরুণা চরন্তী মুখং যজ্ঞানামভি সংবিদানে। উষাসা বাং সুহিরণ্যে সুশিল্পে ঋতস্য যোনাবিহ সাদয়ামি॥ ৬॥ প্রথমা বাং সরথিনা সুবর্ণা দেবৌ পশ্যন্তৌ ভুবনানি বিশ্বা। অপিপ্রয়ং চোদনা বাং মিমানা হোতারা জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা॥ ৭॥ আদিত্যৈর্নো ভারতী বষ্টু যজ্ঞং সরস্বতী সহ

রুদ্রৈর্ন আবাট্। ইড়োপহূতা বসুভিঃ সজোষা যজ্ঞং নো দেবীরমৃতেষু ধত্ত ॥ ৮ ॥ ত্বষ্টা বীরং দেবকামং জজান ত্বষ্টুরর্বা জায়ত আশুরশ্বঃ। ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোতঃ ॥ ৯ ॥ অশ্বো ঘৃতেন ত্মন্যা সমক্ত উপ দেবাঁ ঋতুশঃ পাথ এতু। বনস্পতির্দেবলোকং প্রজানন্নগ্নিনা হব্যা স্বদিতানি বক্ষৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে সপত্নীক যজমান, তোমাদের এ যজ্ঞস্থলে রাত্রি ও ঊষাদেবীকে স্থাপন করছি। তারা দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে সঞ্চরণশীল, যজ্ঞের আরম্ভকালের জ্ঞাপক ও একে অপরের প্রতিরূপ। ৬।১ ॥ হে সপত্নীক যজমান, তোমাদের মুখ্য হোতাদ্বয় ও আমি প্রীত হয়েছি। তারা একরথে আরূঢ়, সুন্দর দ্যুতিযুক্ত, দাতা, সকল ভুবনের দ্রষ্টা, তোমাদের প্রবৃত্ত কর্মের নির্মাতা ও আহবনীয় জ্যোতির প্রদর্শক। ৭।১ ॥ আদিত্যগণের সাথে ভারতী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুক। সরস্বতী রুদ্রগণের সাথে আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুক। আহূত হয়ে ইড়া বসুগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুক। হে দেবীগণ, তোমরা আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট স্থাপন কর। ৮।১ ॥ ত্বষ্টা দেবকামী পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। ত্বষ্টা থেকে গমনশীল, ব্যাপক অশ্ব উৎপন্ন হয়েছে। সে ত্বষ্টা সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। হে হোতা, এ যজ্ঞে এরূপ কার্যের কর্তা ত্বষ্টার যাগ কর। ৯।১ ॥ অশ্বরূপে হবি প্রতি ঋতুতে যজ্ঞকালে নিজেই দেবগণের নিকট যাক। দেবলোকের জ্ঞাতা বনস্পতিদেব অগ্নির দ্বারা আস্বাদিত হব্য দেবগণের নিকট বহন করুক। ১০।১ ॥

টীকা : ৬। এখানে 'মিত্রবরুণ' শব্দের অর্থ দ্যাবাপৃথিবী—মহীধর ভাষ্য।

মন্ত্র : প্রজাপতেস্তপসা বাবৃধানঃ সদ্যো জাতো দধিষে যজ্ঞমগ্নে। স্বাহাকৃতেন হবিষা পুরোগা যাহি সাধ্যা হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১ ॥ যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ত্সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্বন্ ॥ ১২ ॥ যমেন দত্তং ত্রিত এনমায়ুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ। গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ সূরদশ্বং বসবো নিরতষ্ট ॥ ১৩ ॥ অসি যম অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥ ১৪ ॥ ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃ সমুদ্রে। উতেব মে বরুণশ্ছন্ত্স্যর্বন্ যত্রা ত আহুঃ পরমং জনিত্রম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, প্রজাপতির তপস্যার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত, অরণি থেকে সদ্যোজাত তুমি যজ্ঞ ধারণ করে আছ। স্বাহাকার দ্বারা আহূত হবির সাথে অগ্রগামী হয়ে দেবগণের নিকট যাও। তা হলে দেবগণ শ্রেষ্ঠ হবি ভক্ষণ করবে। ১১।১ ॥ হে অশ্ব, সমুদ্র অথবা পশু থেকে প্রথম উৎপন্ন হয়ে যখন হ্রেষারব করেছিলে, তখন তোমার মহিমা স্তুতিযোগ্য হয়েছিল। তুমি শৌর্যে শ্যেনের পক্ষদ্বয় এবং বেগে হরিণের বাহুদ্বয় জয় করেছ। ১২।১ ॥ বসুগণ আদিত্য মণ্ডল থেকে এ অশ্ব আকর্ষণ করেছিল, তিন লোকে স্থিত বায়ু যমপ্রদত্ত একে যুক্ত করেছিল। ইন্দ্র প্রথম এ অশ্বে চড়েছিলেন, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু এ অশ্বের লাগাম ধরেছিল। আমরা এ অশ্বের স্তুতি করছি। ১৩।১ ॥ হে অশ্ব, তুমি যমরূপ, আদিত্যরূপ, গোপন কর্মের দ্বারা তিন স্থানে স্থিত ইন্দ্ররূপ, তুমি সোমের সাথে একীভূত হয়েছ। আকাশে আদিত্যরূপে স্থিত তোমার তিনটি বন্ধন একথা

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। ১৪।১ ॥ হে অশ্ব, বিদ্বগণ তোমার পরম জন্মস্থানের কথা বলেন—আকাশে তিনটি, জলে তিনটি ও অন্তরিক্ষলোকে তিনটি তোমার বন্ধন, বরুণরূপে তুমি আমার প্রশংসা করে থাক। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১৫। আকাশে আদিত্যরূপে তিনটি, জলে কৃষি, বৃষ্টি ও বীজ রূপে তিনটি, অন্তরিক্ষে মেঘ, বিদ্যুৎ ও স্তনয়িত্নু রূপে তিনটি অশ্বের বন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ ইমা তে বাজিন্নবমার্জনানীমা শফানাং সনিতুর্নিধানা। অত্রা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ ॥ ১৬ ॥ আত্মানং তে মনসারাদ-জানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্। শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিররেণুভি-র্জেহমানং পতত্রি ॥ ১৭ ॥ অত্রা তে রূপমুত্তমমপশ্যং জিগীষমাণমিষ আ পদে গোঃ। যদা তে মর্ত্তো অনু ভোগমানডাদিদ্ গ্রসিষ্ঠ ওষধীরজীগঃ ॥ ১৮ ॥ অনু ত্বা রথো অনু মর্যো অর্বন্নু গাবোহনু ভগঃ কনীনাম্। অনু ব্রাতাস স্তব সখ্যমীয়ুরনু দেবা মমিরে বীর্যং তে ॥ ১৯ ॥ হিরণ্যশৃঙ্গোহয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ। দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্ যো অর্বন্তং প্রথমো অধ্যাতিষ্ঠৎ। ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্ব, তোমার এ অবমার্জনগুলি, খুরের নিয়মন স্থান; এবং এ যজ্ঞে কল্যাণরূপ, রক্ষাকারক, যজ্ঞের অভিরক্ষক তোমার মধ্য বন্ধন রজ্জু দেখছি। ১৬।১ ॥ হে অশ্ব, সূর্যের দিকে গমনশীল তোমার আত্মাকে আমি মনে মনে দূর থেকে জানি। নিরুপদ্রপ সুগম আকাশপথে পতনশীল তোমার মস্তক আমি দেখছি। ১৭।১ ॥ হে অশ্ব, এ আকাশ মণ্ডলে অন্ন জয় করতে ইচ্ছুক তোমার উত্তম রূপ সর্বত্র দেখছি। মানুষ যখন তোমাকে হবিরূপ ভোগ্য সমর্পণ করে, তখন তুমি তৎক্ষণাৎ তা গিলে ফেল। ১৮।১ ॥ হে অশ্ব, রথ, মনুষ্য ও কন্যাদের সৌভাগ্য তোমার অনুবর্তন করে। মানুষেরা তোমার সখ্য কামনা করে এবং দেবগণ তোমার সামর্থ্য অনুমান করে। ১৯।১ ॥ সোনার মত দীপ্তিবিশিষ্ট যে অশ্ব, ইন্দ্র এ অশ্বে চড়েছিল, সেও ন্যূন। এ অশ্বের পাগুলি সোনার মত ও ও মনের মত বেগবান্। দেবগণ এ অশ্বের ভক্ষ্য হবি লাভ করেছিল। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ঈর্মান্তাসঃ শিলিকমধ্যমাসঃ সং শূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ। হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥ ২১ ॥ তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্বন্তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্। তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি ॥ ২২ ॥ উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ। অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্যানু পশ্চাৎকবয়ো যন্তি রেভাঃ। ২৩। উপ প্রাগাৎপরমং যৎসধস্থমর্বাঁ অচ্ছা পিতরং মাতরং চ। অদ্যা দেবাঞ্জুষ্টতমো হি গম্যা অথা শাস্তে দাশুষে বার্যাণি ॥ ২৪ ॥ সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ। আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রেণীভূত হংসের মত এ সূর্যরথের সপ্ত অশ্ব গমনের জন্য চেষ্টা করে। পৃথু জঘনবিশিষ্ট, কৃশোদর সে সূর্যের অশ্বগুলি দিব্য এবং সতত গমনশীল। ২১।১ ॥ হে অশ্ব, তোমার শরীর উৎপতনশীল, তোমার চিত্ত বায়ুর মত গতিশীল, তোমার দীপ্তি বনে দাবাগ্নিরূপে ও বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি রূপে নানা স্থানে ব্যাপ্ত। ২২।১ ॥ দেবতায় প্রীতি প্রদত্ত চিত্তে দীপ্যমান অশ্ব বিশসন স্থানে এসেছে, এর সামনে ও নাভির নিকট অজ রাখা হয়েছে, পিছনে স্তোতা

ঋত্বিকগণ এর অনুগমন করছে। ২৩।১॥ অশ্ব দ্যাবাপৃথিবীর নিকট উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে গিয়েছে। হে যজমান, তুমি প্রীত হয়ে দেবলোকে যাও, সেখানে হবিদানকারী তোমার বরণীয় ভোগ্য বস্তুগুলি লাভ হবে। ২৪।১॥ হে জাতবেদা, তুমি দীপ্ত ও দানাদি গুণযুক্ত হয়ে যজমানের যজ্ঞগৃহে দেবতাদের যাগ কর। হে যজমানের পূজক, তুমি চেতনাযুক্ত, দূত কবি ও উন্নতমনা, অতএব দেবতাদের আহ্বান কর ও পূজা কর। ২৫।১॥

মন্ত্র : তনূনপাৎপথ ঋতস্য যানান্মধ্বা সমঞ্জন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব। মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ॥ ২৬॥ নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ। যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা॥ ২৭॥ আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ। ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্॥ ২৮॥ প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্। ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্॥ ২৯॥ ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ। দেবীর্দ্বারো বৃহতী র্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবন্ত সুপ্রায়ণাঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ : হে শোভন জিহ্বাযুক্ত অগ্নি, মধুর রসে সিক্ত করে যজ্ঞের গমনসাধনরূপ হবি ভক্ষণ কর এবং আমাদের জ্ঞান ও যজ্ঞ সমৃদ্ধ করে যজ্ঞ দেবলোকে নিয়ে যাও। ২৬।১॥ যে দেবগণ হবি ও সোম উভয় ভক্ষণ করে, যাদের শোভন কর্ম, যারা নিষ্পাপ ও বুদ্ধির ধারক, যজ্ঞে সে দেবগণের যাগকারী নরাশংস অগ্নির আমরা স্তুতি করছি। ২৭।১॥ হে অগ্নি, দেবতাদের আহ্বানকারী, স্তুতিযোগ্য, বন্দনীয়, দেবগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত তুমি এস। হে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ যাগকর্তা তুমি প্রেরিত হয়ে দেবতাদের আহ্বান কর ও তাদের যাগ কর। ২৮।১॥ সকাল বেলা বেদির আচ্ছাদনের জন্য শ্রুতিবাক্যে কুশ বিছান হয়। দেবগণ ও অদিতির সুখকর অতি উত্তম কুশ বিছান হয়। ২৯।১॥ জায়া যেমন পতির উদ্দেশে গমন করে, সেরূপ গমনশীল দ্বারদেবীগণ বিবৃত হোক, হে দ্বারদেবীগণ, শোভমান, বিশাল সর্বত্র গমনশীল তোমরা দেবতাদের উদ্দেশে গমন কর। ৩০।১॥

টীকা : ২৬। নানা দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করেও অগ্নি তা উচ্ছিষ্ট করে না জন্য অগ্নিকে 'সুজিহ্ব' বলা হয়॥

মন্ত্র : আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ। দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে॥ ৩১॥ দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ। প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারূ প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা॥ ৩২॥ আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিড়া মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী। তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু॥ ৩৩॥ য ইমে দ্যাবা পৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা। তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বি- ন্। ৩৪॥ উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি। বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন॥ ৩৫॥

অনুবাদ : উষা ও রাতের অভিমানী দেবীদ্বয় যজ্ঞগৃহে সম্যক্ উপবেশন করুক। তারা পরস্পর হাস্য করছে, তারা যজনীয়, নিকটে স্থিত, দিব্য স্ত্রীরূপা, সোনার আভরণ যুক্ত, শুক্ল ও কপিলের শোভা ধারণ করেছে। ৩১।১॥

দেব হোতৃদ্বয় ছিলেন আদি, তাদের কথা ছিল সুমিষ্ট, তাঁরা মানুষের যাগের জন্য যজ্ঞের নির্মাতা, যজ্ঞে ঋত্বিকদের প্রেরক, নিজেরা যজ্ঞ করতেন এবং পূর্ব দিকের আহবনীয় নামক জ্যোতি শ্রুতিবাক্য অনুসারে বলে দিতেন। ৩২।১ ॥ ভারতী, ইড়া ও সরস্বতী মানুষের মত কর্মের জ্ঞাপিকা হয়ে আমাদের এ যজ্ঞে শীঘ্র আসুন। শোভন কর্মযুক্ত এ তিন দেবী সুখরূপ এ দর্ভে বসুন। ৩৩।১ ॥ হে হোতা, তুমি খুব যাগ করতে পার ও তোমার অধিকার জান। তুমি আজ প্রেরিত হয়ে এ যজ্ঞে সে ত্বষ্টার যাগ কর, যে ত্বষ্টা প্রাণিগণের উৎপাদিকা, দ্যাবা-পৃথিবীর বিচিত্র রূপ দিয়েছেন ও সকল প্রাণীকে বিবিধ রূপযুক্ত করেছেন। ৩৪।২ হে হোতা, দেবগণের হবি মধুর রসে সিক্ত কর এবং প্রতিঋতুতে যজ্ঞকালে নিজে সে হবি দাও। বনস্পতি, সংস্কারক দেবতা ও অগ্নি—এ তিন জন সে হব্য ভক্ষণ করুক। ৩৫।১ ॥

মন্ত্র : সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ। অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩৭ ॥ জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে। অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু ॥ ৩৮ ॥ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ৩৯ ॥ বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা। যোষেব শিঙ্ক্তে বিততাধি ধন্বন্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : এ অগ্নির মুখে স্বাহা মন্ত্রে আহুত হবি দেবগণ ভক্ষণ করুক, যে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা ও পূর্বদিকে আহবনীয় রূপে স্থিত, যে অগ্নি সদ্য উৎপন্ন হয়ে যজ্ঞের বিস্তার করে এবং যে অগ্নি দেবগণের অগ্রগামী। ৩৬।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি অজ্ঞ মানুষের জ্ঞান ও স্বর্ণহীন জনের স্বর্ণ দেবার জন্য হোমকর্তা যজমানের কাছে উৎপন্ন হয়েছ। ৩৭।১ ॥ যখন বর্মধারী যুদ্ধে যায়, তখন সেনার অগ্রভাগ মেঘের মত হয়। হে বর্মধারী, তুমি অক্ষত শরীরে শত্রুনাশ করে জয় লাভ কর, সে বর্মের মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ৩৮।১ ॥ ধনু দিয়ে গাভী জয় করব, ধনু দিয়ে পথ জয় করব, ধনু দিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করব। ধনু শত্রুর মনোরথ বিফল করে, ধনু দিয়ে সকল দিক্ জয় করব। ৩৯।১ ॥ কামিনী যেমন কামুকের মনোরঞ্জনের জন্য অব্যক্ত কথা বলে, সেরূপ এ জ্যা ধনুর উপর বিস্তৃত হয়ে অব্যক্ত শব্দ করছে। লোকে কথাবলার জন্য যেমন কাণের কাছে যায়, প্রিয়কে আলিঙ্গন করে, সেরূপ এ জ্যা যোদ্ধার কাণের কাছে যাচ্ছে এবং বাণরূপ সখার আলিঙ্গন করছে। ৪০।১ ॥

টীকা : ৩৮। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকায় যুদ্ধের উপকরণ গুলির স্তুতি করা হয়েছে।

মন্ত্র : তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে। অপ শত্রূন্ বিধ্যতাং সংবিদানে আর্ত্নী ইমে বিষ্ফুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ৪১ ॥ বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য। ইষুধিঃ সঙ্কা পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৪২ ॥ রথে তিষ্ঠন্ নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ। অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥ ৪৩ ॥ তীব্রান্ ঘোষান্ কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ। অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূংরনপব্যয়ন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

রথবাহণং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম। তত্রং রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ মা যেমন পুত্রকে কোলে করে, সেরূপ এ ধনুষ্কোটি শর ধারণ করুক। সমান চিত্ত দুজন রমণী সংকেত করে যেমন কান্তের কাছে যায়, সেরূপ এ ধনুষ্কোটি ধনুর্ধারীর নিকট এসে টঙ্কার দিয়ে শত্রুকে বিদ্ধ করুক। ৪১।১ ॥ যে তূণীর বহু বাণের পিতা, বাণগুলি তাঁর পুত্রস্থানীয়, সে তূণীর যুদ্ধ জেনে চি চি শব্দ করে এবং ধনুর্ধারীর পিঠে বদ্ধ থাকলেও তার আদেশে সকল শত্রুসেনা জয় করে। ৪২।১ ॥ রথস্থ সুসারথি যেখানে যাবার ইচ্ছা করে, সামনের অশ্বগুলিকে সেখানে পাঠায়। লাগামগুলি পিছনে থেকে অশ্বের চিত্তকে সংযত করে, তোমরা তাদের ভাগ্যের স্তুতি কর। ৪৩।১ ॥ সারথিরা তীব্র শব্দ করছে, অনশ্বর অশ্বগুলিও রথের সাথে গমন করে তীব্র শব্দ করছে এবং খুরের আঘাতে শত্রুদের আক্রমণ করে বিনাশ করছে। ৪৪।১ ॥ এ শকটের রথবাহন নাম, এর হবিব হবির্ধান নাম। যে শকটে যোদ্ধাব বর্ম ও অস্ত্র স্থাপিত আছে, সে সুখকর রথে অনুকূল চিত্তে আমবা সর্বদা থাকব। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবন্তো গভীরাঃ। চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা। পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ৪৭ ॥ সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা। যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ৪৮ ॥ ঋজীতে পরি বৃঙ্ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনূঃ। সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ৪৯ ॥ আ জঙ্ঘন্তি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে। অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ সমৎসু চোদয় ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ এ প্রকার লোক আমাদের রথের রক্ষক হোক, যারা সুখে অবস্থান করতে পারে, যারা রক্ষক, বয়স্ক, দুঃখেও প্রভুর সেবা করবে, যাদের সামর্থ্য আছে, যাদের নানা প্রকাব সেনা আছে, বাণের দ্বারা যাদের বল, যাদের অঙ্গ দৃঢ়, যারা বলের প্রেরক, যাদের বক্ষ বিশাল এবং যারা শত্রুদের পরাভব করতে পারে। ৬।১ ॥ ব্রাহ্মণগণ, সোমপান যোগ্য পিতৃগণ, অপরাধ নিবর্তক কল্যাণকারী দ্যাবাপৃথিবী ও সূর্য আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। হে সত্যবর্ধক দেবগণ আমাদের রক্ষা কর, আমবা যেন দুষ্টের বশীভূত না হই। ৪৭।১ ॥ যে বাণ পক্ষীর পুচ্ছ ধারণ করে, যার ফলা শত্রুব অন্বেষণ করবে, যে বাণ স্নায়ুর দ্বারা বদ্ধ ধনুর্ধারীর দ্বাবা প্রেরিত হযে শত্রুসেনার প্রতি যায়, যেখানে যোদ্ধাগণ চারদিকে পলায়ন করে, সে যুদ্ধে বাণগুলি আমাদেব সুখ দিক। ৪৮।১ ॥ হে ঋজুগামী ইষু, আমাদের বর্জন কর, আমাদের উপর পতিত হয়ো না, আমাদের দেহ পাষাণের মত দৃঢ় হোক। সোম আমাদের অধিক বলুক। দেবমাতা অদিতি আমাদের সুখ দিক। ৪৯।১ ॥ অশ্বেব কশা যুদ্ধে বীর অশ্বদের প্রেরণ করুক, যে কশা দিয়ে সহিসেরা অশ্বের সানুতুল্য কটিদেশের তাড়না করে ও আঘাত করে। ৫০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরি বাধমানঃ। হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ৫১ ॥ বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ। গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীড়য়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ৫২ ॥ দিবঃ পৃথিব্যাঃ পর্যোজ উদ্ভৃতং

বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ। অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ ॥ ৫৩ ॥ ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ। সোমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ৫৪ ॥ উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ। স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ সাপ যেমন নিজের শরীর দিয়ে হস্তী প্রভৃতিকে বেষ্টন করে, সেরূপ যে নিজের অবয়ব দিয়ে হাত ঢেকে রাখে, যে শত্রুর প্রেরিত বাণের নিবর্তন করে, সবকিছু জেনে সে প্রকোষ্ঠত্রাতা সকল দিক দিয়ে আমাকে রক্ষা করুক। ৫১।১। হে কাষ্ঠময় রথ, তোমার অঙ্গ দৃঢ় হোক, তুমি আমাদের সখাস্থানীয়, সংগ্রামের পারে তুমি গমন কর, শোভন বীরেরা তোমাতে অবস্থান করে। হে রথ, তুমি চর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে নিজেকে শক্ত কর এবং তোমার আরোহী শত্রুর ধন জয় করে দিক। ৫২।১ ॥ হে অধ্বর্যু; তুমি হবির দ্বারা এ রথের যাগ কর, যে রথ দ্যুলোক ও ভূলোক থেকে তেজ সংগ্রহ করেছে, বৃক্ষের বল ও জলের সার গ্রহণ করেছে, যা চর্মের দ্বারা বেষ্টিত ও ইন্দ্রের বজ্র থেকে জাত ॥ ৫৩।১ ॥ হে রথ, হে দেব, তুমি আমাদের হবি গ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রের বজ্র, মরুতের মুখ, সূর্যের গর্ভ, বরুণের নাভি, তুমি আমাদের প্রদত্ত এ হবির সেবা কর। ৫৪।১ ॥ হে দুন্দুভি, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে তোমার শব্দ ছড়ায়ে দাও, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব জানুক— দুন্দুভি শব্দ করছে। তুমি ইন্দ্র ও দেবগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে অতিদূরে শত্রুদের দূর করে দাও। ৫৫।১ ॥

টীকা ঃ ৫৩। রথের বজ্র থেকে জন্ম সম্বন্ধে একটি শ্রুতির আখ্যান আছে। যখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে আঘাত করেছিলেন, তখন তার কঠিন অঙ্গে প্রতিহত হয়ে বজ্র চার ভাগে বিভক্ত হয়—যূপ, স্ফ্য, রথ ও শর। ব্রাহ্মণগণ যূপ ও স্ফ্য গ্রহণ করেন এবং ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ রথ ও শব গ্রহণ করেন। এজন্য এ কণ্ডিকায় বজ্র থেকে রথের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আধা নিষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ। অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা ইত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীড়য়স্ব ॥ ৫৬ ॥ আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভির্বাবদীতি। সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ ৫৭ ॥ আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ সরস্বতী মেষী বভ্রুঃ সৌম্যঃ পৌষ্ণঃ শ্যামঃ শিতিপৃষ্ঠো বার্হস্পত্যঃ শিল্পো বৈশ্বদেব ঐন্দ্রোঽরুণো মারুতঃ কল্মাষ ঐন্দ্রাগ্নঃ সংহিতোঽধোরামঃ সাবিত্রো বারুণঃ কৃষ্ণ একশিতিপাৎপেত্বঃ ॥ ৫৮ ॥ অগ্নয়েঽনীকবতে রোহিতাঞ্জিরনড্বানধোরামৌ সাবিত্রৌ পৌষ্ণৌ রজতনাভী বৈশ্বদেবৌ পিশঙ্গৌ তূপরৌ মারুতঃ কল্মাষ আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণোঽজঃ সারস্বতী মেষী বারুণঃ পেত্বঃ ॥ ৫৯ ॥ অগ্নয়ে গায়ত্রায় ত্রিবৃতে রাথন্তরায়াষ্টাকপাল ইন্দ্রায় ত্রৈষ্টুভায় পঞ্চদশায় বার্হতায়ৈকাদশকপালো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো জাগতেভ্যঃ সপ্তদশেভ্যো বৈরূপেভ্যো দ্বাদশকপালো মিত্রাবরুণাভ্যামানুষ্টুভাভ্যামেকবিংশাভ্যাং বৈরাজাভ্যাং পয়স্যা বৃহস্পতয়ে পাঙ্ক্তায় ত্রিণবায় শাক্বরায় চরুঃ সবিত্র ঔষ্ণিহায় ত্রয়স্ত্রিংশায় রৈবতায় দ্বাদশকপালঃ প্রাজাপত্যশ্চরুরদিত্যৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ চরুরগ্নয়ে বৈশ্বানরায় দ্বাদশকপালোঽনুমত্যা অষ্টাকপালঃ ॥ ৬০ ॥

[কাণ্ড—৬০ ঃ মন্ত্র—৬০]

অনুবাদ ঃ হে দুন্দুভি, তুমি শত্রুসেনাদের কাঁদিয়ে দাও, আমাদের বল দাও। পাপ দূর করতে শব্দ কর। আমাদের সেনার কাছ থেকে দুষ্ট কুকুরের মত

শত্রুদের নাশ কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিসদৃশ, অতএব আমাদের দৃঢ় কর। ৫৬।১ হে ইন্দ্র, ঐ শত্রুসেনাদের চারদিক থেকে হটায়ে দাও, যেহেতু প্রজ্ঞাযুক্ত দুন্দুভি বার বার বলছে—আমাদের সেনার জয় ফিরিয়ে আন। অশ্বের মত গতিশীল আমাদের যোদ্ধাগণ বিচরণ করছে, আমাদের রথিগণ যুদ্ধে জয়লাভ করুক। ৫৭।১ ॥ কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা বিশিষ্ট পশু অগ্নি দেবতার, স্ত্রী মেষ সরস্বতীর, পিঙ্গলবর্ণ পশু সোম দেবতার, কৃষ্ণবর্ণ পশু পূষা দেবতার, পৃষ্ঠভাগে কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট পশু বৃহস্পতি দেবতার, বিচিত্র বর্ণের পশু বৈশ্বদেব দেবতার, রক্ত বর্ণ পশু ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতার, নিম্নভাগে শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট পশু সবিতা দেবতার এবং এক পায়ে সাদা অন্য পায়ে কাল বেগবান পশু বরুণ দেবতার। ৫৮।১ ॥ রক্ত তিলক বিশিষ্ট বৃষভ সেনাযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অর্পিত হয়, নিম্নভাগে সাদা এরূপ দুটি পশু সবিতার, নাভিদেশে রজতবর্ণ এরূপ দুটি পশু পূষা দেবতার, পীতবর্ণের শৃঙ্গহীন দুটি পশু বিশ্বদেব দেবতার, পিঙ্গল বর্ণ পশু মারুতের, শ্যাম বর্ণের মেষ অগ্নি দেবতার, স্ত্রী মেষ সরস্বতীর, বেগবান মেষ বরুণ দেবতার। ৫৯।২ ॥ গায়ত্রী, ত্রিবৃৎ স্তোম ও রথান্তর সামের দ্বারা স্তুত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ দিতে হয়। এরূপ ত্রিষ্টুভ, পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের দ্বারা স্তুত ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম ও বৈরূপ সামে স্তুত বিশ্বদেবের উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ; অনুষ্টুভ ছন্দ, একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সাম দ্বারা স্তুত মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে দুগ্ধের চরু; পংক্তি ছন্দ, সাতাশ স্তোম শাক্বর সাম দ্বারা স্তুত বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু; উষ্ণিক ছন্দ, তেত্রিশ স্তোম ও রৈবত সাম দ্বারা স্তুত সাবিত্রীর উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, প্রজাপতি দেবতার চরু, বিষ্ণুপত্নী অদিতির চরু, বৈশ্বানর অগ্নির দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ এবং অনুমতি দেবতার অষ্ট কপাল পুরোডাশ দিতে হয়। ৬০।১ ॥

টীকা : ৫৮। এ দুটি কণ্ডিকায় অশ্বমেধ যজ্ঞের পশু ও দেবতার কথা বলা হয়েছে। এগুলি ব্রাহ্মণ বাক্য, দ্রব্য ও দেবতা প্রতিপাদক, কিন্তু মন্ত্র নহে। ৬০। এখানেও দেবতা ও হবির কথা বলা হয়েছে। এগুলিও ব্রাহ্মণ বাক্য, এ মন্ত্র নহে।

ত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : দেব সবিতঃ প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু ॥ ১ ॥ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২ ॥ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব ॥ ৩ ॥ বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রং তমসে তস্করং নারকায় বীরহণং পাপ্মনে ক্লীবমাক্রয়ায়া অযোগূং কামায় পুংশ্চলূ মতিকুষ্টায় মাগধম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে দেব সবিতা, যজ্ঞ প্রবর্তন কর, সৌভাগ্যের জন্য যজমানকে প্রেরণ কর। দিব্য জ্ঞানের শোধক, বাক্যের ধারক সবিতা আমাদের চিত্তবৃত্তি শোধন করুক। বাক্যের পতি সবিতা আমাদের বাক্য আস্বাদন করুক। ১।১ ॥ যে সবিতৃদেব আমাদের বুদ্ধি সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রেরণ করে, সে সবিতৃদেবের

সমস্ত পাপবিনাশক বরণীয় জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ২।১ ॥ হে দেব সবিতা, সকল পাপ দূরে সরিয়ে দাও। যা কল্যাণকর, তা আমাদের দাও। ৩।১ ॥ বাস ও নানাবিধ ধনের বিভাগকর্তা, মানুষের যথাযোগ্য দ্রষ্টা সবিতার আমরা আহ্বান করছি। ৪।১ ॥ ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে যূক্ত করছি। এরূপ ক্ষত্রের উদ্দেশে ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণের উদ্দেশে বৈশ্য, তপের উদ্দেশে শূদ্র, তমের উদ্দেশে চোর, নারকের উদ্দেশে শূর, পাপের উদ্দেশে ক্লীব, অক্রিয়ার উদ্দেশে লোহার মধ্যে গমনকারীকে, কামের উদ্দেশে ব্যাভিচারিণী, অতিক্রুষ্টের উদ্দেশে মগধদেশীয়দের যূক্ত করছি। ৫।১০ ॥

টীকা : এ অধ্যায়ে পুরুষমেধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ের সকল কণ্ডিকার চতুর্থ্যন্ত পদ দেবতাবাচক এবং দ্বিতীয়ান্ত পদ পুরুষবাচক। এ কণ্ডিকাগুলির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, তবুও সাধারণ একটা অর্থ দেয়া হল।

মন্ত্র : নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্মায় সভাচরং নরিষ্ঠায়ৈ ভীমলং নর্মায় রেভং হসায় কারিমানন্দায় স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্যায় তক্ষাণম্ ॥ ৬ ॥ তপসে কৌলালং মায়ায়ৈ কর্মারং রূপায় মণিকারং শুভে বপং শরব্যায়া ইষুকারং হেত্যৈ ধনুষ্কারং কর্মণে জ্যাকারং দিষ্টায় রজ্জুসর্জং মৃত্যবে মৃগয়ুমন্তকায় শ্বনিনম্ ॥ ৭ ॥ নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠমৃক্ষীকাভ্যো নৈষাদং পুরুষব্যাঘ্রায় দুর্মদং গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যং প্রযুগ্ভ্য উন্মত্তং সর্পদেবজনেভ্যোঽপ্রতিপদ-ময়েভ্যঃ কিতবমীর্যতায়া অকিতবং পিশাচেভ্যো বিদলকারীং যাতুধানেভ্যঃ কণ্টকীকারীম্ ॥ ৮ ॥ সন্ধয়ে জারং গেহায়োপপতিমার্ত্যৈ পরিবিত্তং নির্ঋত্যৈ পরিবিবিদানমরাধ্যা এদিধিষুঃপতিং নিষ্কৃত্যৈ পেশস্কারীং সংজ্ঞানায় স্মরকারীং প্রকামোদ্যায়োপসদং বর্ণায়ানুরুধং বলায়োপদাম্ ॥ ৯ ॥ উৎসাদেভ্যঃ কুব্জং প্রমুদে বামনং দ্বার্ভ্যঃ স্রামং স্বপ্নায়ান্ধ-মধর্মায় বধিরং পবিত্রায় ভিষজং প্রজ্ঞানায় নক্ষত্রদর্শ-মাশিক্ষায়ৈ প্রশ্নিন-মুপশিক্ষায়া অভিপ্রশ্নিনং মর্যাদায়ৈ প্রশ্নবিবাকম্ ॥ ১০

অনুবাদ : নৃত্যের উদ্দেশ্যে সূতকে যূক্ত করছি। এরূপ গীতের উদ্দেশ্যে নট, ধর্মের উদ্দেশে সভাতে যারা বিচরণ করে তাদের, নরিষ্ঠের উদ্দেশে ভয়ঙ্কর যারা তাদের, নর্মের উদ্দেশ্যে বাচাল, হাস্যে করণাবশিষ্ট, আনন্দে স্ত্রীলোকের সখাকে, প্রমদে কুমারীর পুত্রকে, মেধার উদ্দেশে রথকারকে, ধৈর্যের উদ্দেশে সূত্রধারকে যূক্ত করছি। ৬।১০ ॥ তপের উদ্দেশে কুম্ভকারের পুত্রকে যুক্ত করছি। এরূপ মায়ার উদ্দেশে কামারকে, রূপার উদ্দেশে রত্নকারকে, শুভের উদ্দেশে কৃষককে, শরব্যের উদ্দেশ্যে বাণকর্তাকে, হেতির উদ্দেশে ধনুষ্কারকে, কর্মের উদ্দেশে জ্যা তৈরী করে যারা তাদের, দিষ্টের উদ্দেশে রজ্জুর নির্মাতাকে, মৃত্যুর উদ্দেশে ব্যাধকে, অন্তকের উদ্দেশে কুকুরের কর্তাকে যূক্ত করছি। ৭।১০ ॥ নদীর উদ্দেশে পুল্কস পুত্রকে যূক্ত করছি। এরূপ ঋক্ষীকাদের উদ্দেশ্যে নিষাদপুত্রকে, পুরুষ ব্যাঘ্রের উদ্দেশে উন্মত্তকে, গন্ধর্ব অপ্সরাদের উদ্দেশে ব্রাত্যকে (সাবিত্রী পতিতকে), প্রযুগের উদ্দেশে উন্মত্তকে, সর্পদেবজনের উদ্দেশে বিকলকে, অয়ের উদ্দেশে কিতবকে, ঈর্যতার উদ্দেশে যে অকিতবকে, পিশাচের উদ্দেশে বংশ ছিন্নকারিণীকে, যাতুধানের উদ্দেশে কণ্টকী কর্ম যে করে তাকে যূক্ত করছি। ৮।১০ ॥ সন্ধির উদ্দেশে উপপতিকে যূক্ত করছি, এরূপ গেহের উদ্দেশে ব্যাভিচারীকে, আর্তির উদ্দেশে অবিবাহিতদের, নির্ঋতির উদ্দেশে বিবাহিতদের, আরাধ্যির উদ্দেশে অনূঢ় জ্যেষ্ঠ কন্যার পতিকে, নিষ্কৃতির উদ্দেশে রূপকর্ত্রীকে, সংজ্ঞানের উদ্দেশে কাম-দীপ্তকারীকে এবং প্রকামোদ্যত দেবের উদ্দেশে নিকটস্থ জনকে যূক্ত করছি। ৯।১০ ॥

উপসাদের উদ্দেশে কুব্জকে যুক্ত করছি, প্রমুৎ এর উদ্দেশে বামনকে, দ্বারসেবীর উদ্দেশে সর্বদা জলে ভেজা নেত্র যার তাকে, স্বপ্নের উদ্দেশে অন্ধকে, অধর্মের উদ্দেশে বধিরকে, পবিত্রের উদ্দেশে বৈদ্যকে, প্রজ্ঞানের উদ্দেশে গণককে, অশিক্ষার উদ্দেশে জ্যোতিষের প্রশ্নকর্তাকে এবং উপশিক্ষার উদ্দেশে অত্যন্ত প্রশ্নকারীকে যুক্ত করছি। ১০।১০ ॥

মন্ত্র ঃ অর্মেভ্যো হস্তিপং জবায়াশ্বপং পুষ্ট্যৈ গোপালং বীর্য্যায়াবিপালং তেজসেঽজপালমিরায়ৈ কীনাশং কীলালায় সুরাকারং ভদ্রায় গৃহপং শ্রেয়সে বিত্তধমাধ্যক্ষ্যায়ানুক্ষত্তারম্ ॥ ১১ ॥ ভায়ৈ দার্বাহারং প্রভায়া অগ্নেোধং ব্রধ্নস্য বিষ্টপায়াভিষেক্তারং বর্ষিষ্ঠায় নাকায় পরিবেষ্টারং দেবলোকায় পেশিতারং মনুষ্যলোকায় প্রকরিতারং সর্বেভ্যো লোকেভ্য উপসেক্তারমব ঋত্যৈ বধায়োপমন্থিতারং মেধায় বাসঃপল্পূলীং প্রকামায় রজয়িত্রীম্ ॥ ১২ ॥ ঋতয়ে স্তেনহৃদয়ং বৈরহত্যায় পিশুনং বিবিক্ত্যৈ ক্ষত্তার-মৌপদ্রষ্ট্র্যায়ানুক্ষত্তারং বলায়ানুচরং ভূম্নে পরিষ্কন্দং প্রিয়ায় প্রিয়বাদিন মরিষ্ট্যা অশ্বসাদং স্বর্গায় লোকায় ভাগদুঘং বর্ষিষ্ঠায় নাকায় পরিবেষ্টারম্ ॥ ১৩ ॥ মন্যবেঽয়স্তাপং ক্রোধায় নিসরং যোগায় যোক্তারং শোকায়াভিসর্তারং ক্ষেমায় বিমোক্তার-মুৎকূলনিকূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনং বপুষে মানস্কৃতং শীলায়াঞ্জনীকারীং নির্ঋত্যৈ কোশকারীং যমায়াসূম্ ॥ ১৪ ॥ যমায় যমসূ-মথর্বভ্যোঽবতোকাং সংবৎসরায় পর্যায়িণীং পরিবৎসরায়াবিজাতা-মিদাবৎসরায়াতীত্বরী-মিদ্বৎসরায়াতিষ্কদ্বরীং বৎসরায় বিজর্জরাং সংবৎসরায় পলিক্নী-মৃভুভ্যোঽজিনসন্ধং সাধ্যেভ্যশ্চর্মম্নম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ অধর্মের উদ্দেশে হস্তীর পালককে যুক্ত করছি। এরূপ জবের উদ্দেশে অশ্বপালককে, পুষ্টির উদ্দেশে গোপালককে, বীর্যের উদ্দেশে মেষপালককে, তেজের উদ্দেশে ছাগপালককে, ইরার উদ্দেশে কৃষককে, কীলালের উদ্দেশে মদ্য প্রস্তুতকারীকে, ভদ্রের উদ্দেশে গৃহরক্ষককে, শ্রেয়ের উদ্দেশে ধনের পালক কর্তাকে ও অধ্যক্ষের উদ্দেশে সারথির অনুগামী জনকে যুক্ত করছি। ১১।১০ ॥ ভার উদ্দেশে কাঠুরিয়াকে যুক্ত করছি। এরূপ প্রভার উদ্দেশে অগ্নির বর্ধককে, সূর্যলোকের উদ্দেশে পরিবেষণ কর্তাকে, দেবলোকের উদ্দেশে প্রতিমা তৈরীকারী শিল্পীকে, মনুষ্যলোকের উদ্দেশে বিক্ষেপকারীকে, সকল লোকের উদ্দেশে উপসেচন কর্তাকে, অবঋতি বধের জন্য মন্থন কর্তাকে, মেধার উদ্দেশে রজককে এবং প্রকামের উদ্দেশে কাপড় রং করে এমন স্ত্রীকে যুক্ত করছি। ১২।১০ ॥ ঋতির উদ্দেশে চোরের মত মন যার তাকে যুক্ত করছি। বৈরহত্যার উদ্দেশ্যে পিশুনকে, বিবিক্তির উদ্দেশে প্রতিহারীকে। ঔপদ্রষ্ট্যার উদ্দেশে প্রতিহারের সেবককে, বলের উদ্দেশে অনুচরকে, ভূমার উদ্দেশে পরিস্কন্দকে, প্রিয়ের উদ্দেশে মিষ্টভাষীকে, অরিষ্টির উদ্দেশে অশ্বারোহীকে, স্বর্গলোকের উদ্দেশে যে ভাগ করে দেয় তাকে এবং বর্ষিষ্ঠায়নকের উদ্দেশে পরিবেষণ কর্তাকে যুক্ত করছি। ১৩।১০ ॥ মন্যুর উদ্দেশে কর্মকারকে, ক্রোধের উদ্দেশে গমনকারীকে, যোগের উদ্দেশে যোগকর্তাকে, লোকের উদ্দেশে সম্মুখে যে যায় তাকে, ক্ষেমের উদ্দেশে বিমোচনকারীকে, উৎকূল নিকূলের উদ্দেশে বিদ্যাদির অনুশীলনকারীকে, বপুর উদ্দেশে সম্মানকারীকে, শীলের উদ্দেশে অঞ্জনক্রিয়াকর্ত্রীকে, নির্ঋতির উদ্দেশে খড়্গাদির আবরণ যে করে এমন স্ত্রীলোককে, যমের উদ্দেশে বন্ধ্যা নারীকে যুক্ত করছি। ১৪।১০ ॥ যমের উদ্দেশে যমজ সন্তানের মাতাকে যুক্ত করছি। এরূপ অথর্বের উদ্দেশে যে নারীর সন্তান নষ্ট হয়েছে তাকে, সংবৎসরের উদ্দেশে যথাক্রমে জ্ঞানযুক্তা নারীকে, পরিবৎসরের উদ্দেশে অপ্রসূতা নারীকে, ইদাবৎসরের উদ্দেশে অত্যন্ত কুলটাকে, ইদ্বৎসরকে অতিষ্কদ্বরীকে,

বৎসরের উদ্দেশে যে রমণীর শরীর শিথিল হয়েছে তাকে, সংবৎসরের উদ্দেশে যার কেশ শুভ্র হয়েছে সে নারীকে, ঋভুর উদ্দেশে চর্ম দ্বারা যন্ত্র করে তাদের এবং সাধ্যের উদ্দেশে চামারকে যুক্ত করছি। ১৫।১।

মন্ত্র : সরোভ্যো ধৈবর-মুপস্থাবরাভ্যো দাশং বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং নড্বলাভ্যঃ শৌষ্কলং পারায় মার্গার-মবারায় কৈবর্তং তীর্থেভ্য আন্দং বিষমেভ্যো মৈনালং স্বনেভ্যঃ পর্ণকং গুহাভ্যঃ কিরাতং সানুভ্যো জম্ভকং পর্বতেভ্যঃ কিম্পুরুষম্ ॥ ১৬ ॥ বীভৎসায়ৈ পৌল্কসং বর্ণায় হিরণ্যকারং তুলায়ৈ বাণিজং পশ্চাদোষায় গ্লাবিনং বিশ্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সিধ্মলং ভূত্যৈ জাগরণ-মভূত্যৈ স্বপন-মার্ত্যৈ জনবাদিনং ব্যৃদ্ধ্যা অপগল্ভং সংশরায় প্রচ্ছিদম্ ॥ ১৭ ॥ অক্ষরাজায় কিতবং কৃতায়াদিনবদর্শং ত্রেতায়ৈ কল্পিনং দ্বাপরায়াধিকল্পিন-মাস্কন্দায় সভাস্থাণুং মৃত্যবে গোব্যচ্ছ-মন্তকায় গোঘাতং ক্ষুধে যো গাং বিকৃন্তন্তং ভিক্ষমাণ উপতিষ্ঠতি দুষ্কৃতায় চরকাচার্যং পাপ্মনে সৈলগম্ ॥ ১৮ ॥ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিন-মনন্তায় মূকং শব্দায়াডম্বরাঘাতং মহসে বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্ম-মবরস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বনপ-মন্যতোঽরণ্যায় দাবপম্ ॥ ১৯ । নর্মায় পুংশ্চলুং হসায় কারিং যাদসে শাবল্যাং গ্রামণ্যং গণক-মভিক্রোশকং তান্মহসে বীণাবাদং পাণিঘ্নং তূণবধ্মং তান্নৃত্তায়া-নন্দায় তলবম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : সরোবরের উদ্দেশে ধীবরকে, উপস্থাবরার উদ্দেশে দাতাকে, বৈশন্তার উদ্দেশে নিষাদপুত্রকে, নড্বালের উদ্দেশে মৎসজীবিকে, পারের উদ্দেশে মার্গারকে, অবারের উদ্দেশে কৈবর্তকে, তীর্থের উদ্দেশে বন্ধনকর্তাকে, বিষমের উদ্দেশে মৎসজীবির পুত্রকে, স্বনের উদ্দেশে ভিল্লকে, গুহার উদ্দেশে কিরাতকে, সানুর উদ্দেশে হিংসককে এবং পর্বতের উদ্দেশে কিংপুরুষদের যুক্ত করছি। ১৬।১২ ॥ বীভৎসের উদ্দেশে পুল্কসের পুত্রকে, বর্ণের উদ্দেশে স্বর্ণকারকে, তুলার উদ্দেশে বণিকের পুত্রকে, পশ্চাদোষার উদ্দেশে অসন্তুষ্ট লোককে, সকল প্রাণীর উদ্দেশে সিধ্মা নামক রোগ যুক্তকে, ভূতির উদ্দেশে জাগরুককে, অভূতির উদ্দেশে নিদ্রালুকে, আর্তির উদ্দেশে নিন্দাকারীকে, বৃদ্ধির উদ্দেশে অপগল্ভকে এবং সংশরার উদ্দেশে প্রচ্ছেদন কর্তাকে যুক্ত করছি। ১৭।১০ ॥ অক্ষরাজের উদ্দেশে কিতবকে যুক্ত করছি। এরূপ কৃতের উদ্দেশে দোষদর্শীকে, ত্রেতার উদ্দেশে কল্পকে, দ্বাপরের উদ্দেশে অধিক কল্পনাকর্তাকে, আস্কন্দের উদ্দেশে সভায় যে স্থির থাকে তাকে, মৃত্যুর উদ্দেশে গাভীর প্রতি গমনশীলকে, অন্তকের উদ্দেশে গোবধকারীকে, ক্ষুধার উদ্দেশে যে গোহত্যাকারীর নিকট ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে তাকে, দুষ্কৃতের উদ্দেশে চরকদের গুরুকে এবং পাপের উদ্দেশে দুষ্টের পুত্রকে যুক্ত করছি। ১৮।১০ ॥ প্রতিশ্রুৎকার উদ্দেশে দুঃখীকে, ঘোষের উদ্দেশে যে বহু কথা বলে তাকে, অনন্তের উদ্দেশে মূককে, শব্দের উদ্দেশে কোলাহলকারীকে, মহের উদ্দেশে বীণাবাদককে, ক্রোশের উদ্দেশে তূণবধ্ম নামক বাদ্যের বাদককে, অবরস্পরের উদ্দেশে শঙ্খবাদককে, বনের উদ্দেশে বনপালককে এবং অরণ্যের উদ্দেশে দাবানল পালককে যুক্ত করছি। ১৯।১০ ॥ নর্মের উদ্দেশে পুংশ্চলীকে, হাস্যের উদ্দেশে করণশীলকে, যাদের উদ্দেশে পিঙ্গল বর্ণের সন্তানের জননীকে এবং মহের উদ্দেশে গ্রামের নেতা, গণক ও নিন্দককে যুক্ত করছি। নৃত্যের উদ্দেশে বীণাবাদক, হস্ততালবাদক ও তূণবধ্ম-বাদ্য বাদককে এবং আনন্দের উদ্দেশে মুখবাদ্যকারীকে যুক্ত করছি। ২০।১০

মন্ত্র : অগ্নয়ে পীবানং পৃথিব্যৈ পীঠসর্পিণং বায়বে চাণ্ডালমন্তরিক্ষায় বংশনর্তিনং দিবে খলতিং সূর্যায় হর্যক্ষং নক্ষত্রেভ্যঃ কির্মিরং চন্দ্রমসে কিলাসমহ্নে

শুক্লং পিঙ্গাক্ষং রাত্র্যৈ কৃষ্ণং পিঙ্গাক্ষম্ ।। ২১ ।। অথৈতানষ্টৌ বিরূপানা লভতেঽতি-দীর্ঘং চাতিহ্রস্বং চাতিস্থূলং চাতিকৃশং চাতিশুক্লং চাতিকৃষ্ণং চাতিকুল্বং চাতিলোমশং চ । অশূদ্রা অব্রাহ্মণাস্তে প্রাজাপত্যাঃ । মাগধঃ পুংশ্চলী কিতবঃ ক্লীবোঽশূদ্রা অব্রাহ্মণাস্তে প্রাজাপত্যাঃ ।। ২২ ।।

[কাণ্ড—২২, মন্ত্র—১৭৭]

অনুবাদঃ অগ্নির উদ্দেশে স্থূল ব্যক্তিকে, পৃথিবীর উদ্দেশে পঙ্গুকে, বায়ুর উদ্দেশে চণ্ডালকে, অন্তরিক্ষের উদ্দেশে বাঁশের দ্বারা নৃত্যকারীকে, দ্যুলোকের উদ্দেশে লোমহীন মস্তক বিশিষ্ট মানুষকে, সূর্যের উদ্দেশে হরিতবর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট লোককে, নক্ষত্রদের উদ্দেশে ধূসর বর্ণের লোককে, চন্দ্রের উদ্দেশে সিধ্মরোগযুক্ত লোককে, দিনের উদ্দেশে শ্বেত পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট লোককে এবং রাত্রির উদ্দেশে কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট লোককে যুক্ত করছি । ২১।১০ ।। তারপর আটটি পরস্পর বিরুদ্ধরূপ পশু অর্পণের কথা বলা হচ্ছে—অতি দীর্ঘ, অতি হ্রস্ব, অতি স্থূল, অতি শুক্ল, অতি কৃষ্ণ, অত্যন্ত লোমরহিত, অত্যন্ত লোমযুক্ত —এগুলি শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে যুক্ত করছি। মগধ-দেশীয়, পুংশ্চলী, কিতব, ক্লীব—এগুলি শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রজাপতির উদ্দেশে যুক্ত করছি। ২২।১

একত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিং সর্বত স্পৃত্বাঽত্যা-তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ । উতামৃত-ত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ । পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ । ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অসংখ্য যার মস্তক, চক্ষু ও চরণ, সে পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডলোক সর্ব-প্রকারে ব্যেপে দশ আঙ্গুলি পরিমিত হৃদয় প্রদেশে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থান করেন । ১।১ ॥ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল জগতই সে পুরুষ । তিনি দেবতার অধিপতি, যেহেতু প্রাণিগণের ভোগ্য ফল অতিক্রম করে জগৎ রূপ প্রাপ্ত হন । ২।১ ॥ এ সকল জগৎ সে পুরুষের মহিমা (বিভূতি), এ থেকে সে পুরুষ অতিশয় অধিক । সকল প্রাণিজাত সে পুরুষের চতুর্থ অংশ, অবশিষ্ট তিন ভাগ বিনাশরহিত, তা তাঁর দ্যোতনাত্মক স্বরূপে থাকে । ৩।১ ।। এ ত্রিপাদ পুরুষ ব্রহ্মরূপ, এ জগতের গুণ ও দোষের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে উৎকর্ষে অবস্থান করেন । তাঁর লেশমাত্র জগৎ এখানে পুনরায় আসে । তারপর তিনি দেব, তির্যক, চেতন, অচেতন নানা রূপে ব্যাপ্ত হন । ৪।১ ॥ সে আদি পুরুষ থেকে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে । সে জাত বিরাট্ পুরুষ দেব, তির্যক, মনুষ্যাদিরূপে হয়েছেন । তারপর তিনি ভূমি ও জীবগণের শরীর সৃষ্টি করেন । ৫।১ ।।

টীকা ঃ ১ । এ পুরুষসূক্ত সর্বজনবিদিত ও বহুস্থানে ব্যাখ্যাত ; এখানে মহীধর ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এখানকার 'সহস্র' শব্দ বহুবাচী ।

এখানে 'ভূমি' শব্দ পঞ্চভূতকে বুঝিয়েছে। ৮। সমস্ত জগতের পরমাত্মলেশত্ব শ্রীগীতাতেও বলা হয়েছে—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'—(১০।৪২) ৫। ভাষ্যকার বলেন— সর্ববেদান্তবেদ্য পরমাত্মা নিজের মায়ার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্‌দেহ সৃষ্টি করে জীবরূপে প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী দেবতারূপে জীব হয়েছেন।

মন্ত্রঃ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্ পশূঁস্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ সে পুরুষ সর্বহুত যজ্ঞ থেকে দধিমিশ্র আজ্য সম্পন্ন করেছেন। তারপর তিনি বন্য ও গ্রাম্য বায়ব্য পশুদের উৎপন্ন করেছেন। ৬।১ ॥ সে সর্বহুত যজ্ঞ থেকে ঋক্ ও সাম মন্ত্রগুলি উৎপন্ন হয়েছে। তারপর তা থেকে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ ও যজু উৎপন্ন হয়েছে। ৭।১ ॥ সে যজ্ঞ থেকে অশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, তারপর উপর ও নীচভাগে দন্তবিশিষ্ট গর্দভ প্রভৃতি জাত হয়েছে। সে যজ্ঞ থেকে গাভী উৎপন্ন হয়েছে, সে যজ্ঞ থেকে ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হয়েছে। ৮।১ ॥ সৃষ্টির পূর্বে জাত যজ্ঞের সাধনরূপ সে পুরুষের মানস যজ্ঞে প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল। প্রজাপতি প্রভৃতি সাধ্য ও ঋষিগণ যে পুরুষের দ্বারা মানস যাগ সম্পন্ন করেছিলেন। ৯।১ ॥ প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবগণ কত প্রকারে পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন? এ পুরুষের কি মুখ ছিল? বাহুদ্বয়, উরুদ্বয় ও পাদদ্বয় বা কি ছিল? ১০।১ ॥

টীকাঃ ৬। 'বায়ব্যান্'—শব্দে বায়ু যাদের দেবতা এরূপ অর্থ করা হয়েছে। "অন্তরিক্ষদেবতাঃ খলু বৈ পশবঃ',—এ শ্রুতি থেকে অন্তরিক্ষের বায়ু-দেবতাত্ব জন্য পশুদের বায়ুদেবত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

মন্ত্রঃ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। শ্রোত্রা-দ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ যৎ-পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শর-দ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ এ প্রজাপতির মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, ক্ষত্রিয় এর বাহুদ্বয় থেকে, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছিল। ১১।১ ॥ এ পুরুষের মন থেকে চন্দ্র উৎপন্ন হয়েছে। চক্ষু থেকে সূর্য উৎপন্ন হয়েছে। কর্ণ থেকে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। ১২।১ ॥ প্রজাপতির নাভি থেকে অন্তরিক্ষ ও মস্তক থেকে স্বর্গ উৎপন্ন হয়েছে। পাদদ্বয় থেকে ভূমি, শ্রোত্র থেকে দিকসকল, সেরূপ ভূলোক প্রজাপতি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ১৩।১ ॥ যখন দেবগণ পুরুষরূপ হবি দ্বারা মানস যজ্ঞ করেছিলেন, তখন সে যজ্ঞের বসন্ত ঋতু ছিল আজ্য, গ্রীষ্ম ছিল কাষ্ঠ এবং শরৎ হবিরূপে কল্পিত হয়েছিল। ১৪।১ ॥ যখন দেবগণ মানস যজ্ঞে বিরাটপুরুষকেই

পশ্রুপে ভাবনা করেছিলেন, তখন গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ সে যজ্ঞের পরিধি এবং অতিজগতী প্রভৃতি একুশটি ছন্দ সে যজ্ঞের সমিৎ রূপে কল্পিত হয়েছিল। ১৫।১ ॥

টীকা : ১১। ভাষ্যকার এখানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দে 'ব্রহ্মজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিকে লক্ষ্য করেছেন। দুঃখের বিষয়—পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানীগণ 'এ গুলি পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

মন্ত্র : যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৮ ॥ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বি জায়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৯ ॥ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নম রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : দেবগণ মানস যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ প্রজাপতির পূজা করেছিলেন। সে জন্য জগদ্রূপ বিকারের ধারক প্রসিদ্ধ ধর্মগুলি মুখ্যস্থান লাভ করেছিল। যেখানে পুরাতন সাধ্য দেবগণ ছিলেন, সে স্বর্গ মহাত্মাগণ লাভ করে থাকেন। ১৬।১॥ জল ও পৃথিবীর নিকট থেকে যে রস পুষ্ট এবং বিশ্বকর্মা কালের প্রীতি হতে যে রস প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল, সে রসের রূপ ধারণ করে আদিত্য প্রতিদিন উদয় লাভ করে, প্রথমে তা মানুষের মুখ্য দেবত্ব। ১৭।১ ॥ আমি এ মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি তমের (অবিদ্যার) অতীত ও আদিত্যের মত বর্ণবিশিষ্ট। তাকে জেনেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ১৮।১ ॥ যে সর্বাত্মা প্রজাপতি অন্তরে থেকেই গর্ভমধ্যে বিচরণ করেন, যিনি নিত্য হয়েও বহুরূপে মায়ার প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, ব্রহ্মবিদ্গণ সে প্রজাপতির স্বরূপ দেখে থাকেন, তাতে সকল ভুবন স্থিত। ১৯।১ ॥ যে আদিত্যরূপ প্রজাপতি দেবগণের জন্য প্রকাশিত, যিনি দেবগণের সকল কাজে আগে থাকেন, যিনি দেবগণ থেকে পূর্বে জাত হয়েছেন, সে দীপ্যমান ব্রহ্মার অবয়ব-স্বরূপ আদিত্যকে নমস্কার। ২০।১ ॥

টীকা : ১৭। জল ও পৃথিবীর গ্রহণের দ্বারা পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ১৮। এখানে 'তম'—শব্দের অবিদ্যা অর্থ। 'মৃত্যুমত্যেতি'—শব্দে মৃত্যু অতিক্রম করে অর্থাৎ পরব্রহ্ম লাভ করে। ২০। 'ব্রাহ্ম'—শব্দে 'ব্রহ্মণোঽপত্যম্'—ব্রহ্মার পুত্র অথবা ব্রহ্মার অবয়বভূত—এরূপ অর্থ ভাষ্যকার করেছেন।

মন্ত্র : রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে ॥ ২১ ॥ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ ॥ ২২ ॥

[কাণ্ড—২২, মন্ত্র—২২]

অনুবাদ : দীপ্যমান প্রাণ শোভন আদিত্যকে উৎপন্ন করে সে কথা বলেছেন— হে আদিত্য, যে ব্রাহ্মণ তোমাকে এরূপে জানে, দেবগণ তার বশীভূত হয়। ২১।১ ॥ হে আদিত্য, সম্পৎ ও সৌন্দর্য তোমার পত্নীস্থানীয়, দিনরাত তোমার পার্শ্বস্থানীয়,

নক্ষত্রগুলি তোমার রূপ, দ্যাবাপৃথিবী তোমার বিস্তৃত মুখ-সদৃশ," এরূপ তোমার নিকট প্রার্থনা করি—পরলোক আমার ইষ্ট হোক, আমি যেন সর্বলোকাত্মক (মুক্ত) হই। ২২।১॥

টীকা : ২২। 'শ্রী' শব্দে সর্বজনের যাহা আশ্রয়যোগ্য অর্থাৎ সম্পৎ এবং 'লক্ষ্মী' শব্দে সকলে যাকে দেখে এ অর্থ থেকে সৌন্দর্য অর্থ করেছেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥ ১॥ সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরি জগ্রভৎ॥ ২॥ ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ। হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥ ৩॥ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥ ৪॥ যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিং চনৈব য আবভূব ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী॥ ৫॥

অনুবাদ : অগ্নি সে ব্রহ্মই, এরূপ আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র, শুক্র, সে জল ও প্রজাপতি সমস্ত কিছুরই কারণ সে ব্রহ্মই। ১।১॥ সমস্ত নিমেষগুলি সে প্রকাশমান পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। উপরিভাগে, চারিদিকে বা মধ্যদেশে কেহ এ পুরুষকে গ্রহণ করতে পারে না; তিনি প্রত্যক্ষাদির বিষয় নন। ২।১॥ এ পুরুষের তুলনা দেবার কোন বস্তু নেই। তার মহৎ যশ আছে। 'হিরণ্যগর্ভ' ইত্যাদি, 'আমাকে হিংসা করো না' ইত্যাদি, 'যা থেকে ইন্দ্র প্রভৃতি জাত, তিনি সম্রাট' ইত্যাদি বাক্যে সে পুরুষকে বলা হয়েছে। ৩।১॥ এ দেব সকল দিক ব্যেপে আছেন। হে মনুষ্যগণ, ইনিই প্রথমে ছিলেন, গর্ভমধ্যেও তিনিই এবং জনিষ্যমাণও তিনিই। প্রতিপদার্থে তিনিই বিচরণ করেন; সর্বত্র তাঁর মুখাদি অবয়ব আছে; তিনি অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট। ৪।১॥ যার পূর্বে কিছুই উৎপন্ন হয় নি, যিনি সকল প্রাণীরূপে উৎপন্ন হয়েছেন। সে ষোড়শ অধিষ্ঠান বিশিষ্ট প্রজাপতি প্রজার সাথে মিলিত হবার জন্য তিনটি জ্যোতির (রবি, চন্দ্র ও অগ্নি) প্রকাশ করেন। ৫।১॥

টীকা : ১। বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মাই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, তিনি উপাস্য—তা এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ৩। মূলের 'হিরণ্যগর্ভ' ইত্যাদি ২৫ কণ্ডিকার ১০ থেকে ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের ইঙ্গিত। সেরূপ "মা মা হিংসীৎ" ইত্যাদি ১২ অধ্যায়ের ১০২ কণ্ডিকার এবং "যস্মান্ন ন জাতঃ" ইত্যাদি ৮ অধ্যায়ের ৩৬ ও ৩৭ কণ্ডিকার কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্র : যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৬॥ যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। আপো হ যদ্বৃহতী র্যশ্চিদাপঃ॥ ৭॥ বেনস্তৎপশ্য-ন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্। তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু॥ ৮॥ প্র তদ্বোচেদমৃতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্বো

ধাম বিভৃতং গুহা সৎ। ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাহসৎ॥ ৯ ॥ স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ যে পুরুষ (বৃষ্টিদানে) দ্যুলোক উগ্র করেছেন, প্রাণীধারণ, বৃষ্টিগ্রহণ ও অন্ন নিষ্পাদন করে পৃথিবী দৃঢ় করেছেন, যিনি আদিত্যমণ্ডল ও স্বর্গলোক স্তব্ধ করেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোকে জলের নির্মাতা, তাঁকে ছাড়া আর কাকে হবি দেব ? । ৬।১ ॥ প্রাণীগণের রক্ষয়িত্রী শোভমানা দ্যাবাপৃথিবী যাকে মনে মনে দেখে থাকে, সূর্য যে দ্যাবাপৃথিবীতে উদিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, তাকে ছাড়া আর কাকে হবি দেব ? 'যিনি বৃহতী জল' ইত্যাদি, 'যিনি জল' ইত্যাদিতে যার মহিমা বলা হয়েছে। ৭।১ ॥ পণ্ডিতেরা সে ব্রহ্মকে জানে। তিনি গুহাতে নিহিত অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়, তিনি নিত্য, তিনি এ বিশ্বের আশ্রয় অর্থাৎ নির্বিশেষ কারণ। সে ব্রহ্মে সকল প্রাণী সংহারকালে মিলিত হয় এবং সৃষ্টিকালে তা থেকে নির্গত হয়। সে পরমাত্মা সর্বত্র ওত-প্রোত-ভাবে বিরাজিত। তিনি বিভু অর্থাৎ কার্য কারণ রূপে নানারূপে হন। সকলই তিনি। ৮।১ ॥ পণ্ডিতেরা সে ব্রহ্মকে শাশ্বত বলে থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপে তার সৎ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। সে অমৃতের তিনটি পদ (স্বরূপ) গুহায় নিহিত, যিনি সে স্বরূপ জানেন, তিনি পিতার পিতা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডও পিতা পরমাত্মা। ৯।১ ॥ সে পরমাত্মা আমাদের বন্ধু : জনক ও ধারক। তিনি সকল প্রাণী ও স্থানগুলি জানেন। মোক্ষপ্রাপক জ্ঞান লাভ করে তৃতীয় ধাম স্বর্গলোকে দেবগণ হৃষ্ট হন। ১০।১ ॥

টীকা ঃ ৭। মূলের "আপো হ যদ্বৃহতী" ইত্যাদি ২৭ অধ্যায়ের ২৫ কণ্ডিকার এবং "যশ্চিদাপঃ" ইত্যাদি ২৭ অধ্যায়ের ১৬ কণ্ডিকার নির্দেশ করা হয়েছে। ৯। 'গন্ধর্ব'—শব্দে ভাষ্যকার বলেন—যিনি বেদবাক্যের বিচার করেন, পণ্ডিত। 'গাং বেদবাচং দারয়তি বিচারয়তীতি গন্ধর্বঃ বেদান্তস্বেত্তা বিদ্বান্ পণ্ডিতঃ'। তিনটি পদ বলিতে—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অথবা তিন বেদ, কিংবা তিন কাল অথবা ব্রহ্মা, অন্তর্যামী ও বিজ্ঞানাত্মাকে বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাহত্মানমভি সং বিবেশ॥ ১১॥ পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য ইত্বা পরিলোকান্ পরি দিশঃ পরি স্বঃ। ঋতস্য তন্তু বিততং বিচৃত্য তদপশ্যত্তদভবত্তদাসীৎ ॥ ১২ ॥ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষং স্বাহা ॥ ১৩ ॥ যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ১৪ ॥ মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ। মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা দদাতু মে স্বাহা। ১৫।

অনুবাদ ঃ সকল প্রাণী ব্রহ্মরূপ, পৃথিব্যাদি লোক ব্রহ্মরূপ, সমস্ত দিক-বিদিক ব্রহ্মস্বরূপ—এ জেনে জ্ঞানী ত্রয়ীরূপ বেদবাক্যের সেবা করে আত্মার দ্বারা যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মায় প্রবেশ করে। ১১।১ ॥ দ্যাবাপৃথিবী তার রূপ এ জেনে, সমস্ত লোক, দিক সকল ও আদিত্যলোক তার রূপ এ জেনে, বিস্তৃত যজ্ঞের তন্তু সংকোচ করে অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্ত করে জ্ঞানী এ দেখে, ব্রহ্ম হয়, বস্তুত ব্রহ্মই সব। ১২।১ ॥ যজ্ঞগৃহের পালক, অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট, ইন্দ্রের প্রিয় অর্থিগণের কাম্য অগ্নির নিকট ধন ও বুদ্ধি প্রার্থনা করছি এবং স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৩।১ ॥ দেবতারা ও পিতৃগণ যে মেধার মান্য করে, হে অগ্নি,

সে মেধার দ্বারা আমাদের মেধাবী কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ১৪।১ ॥ বরুণ আমাকে মেধা দিক; অগ্নি ও প্রজাপতি আমাকে মেধা দিক; ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে মেধা দিক, ধাতা আমাকে মেধা দিক। স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ১৫।১ ॥

মন্ত্র: ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্। ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং তস্যৈ তে স্বাহা ॥ ১৬ ॥

[কণ্ডিকা-১৬ : মন্ত্র-১৬]

অনুবাদ: ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি—এরা উভয়ে আমার ঐশ্বর্য ভোগ করুক, দেবগণ আমাকে উত্তম ধন দিক। যে প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি; তা সম্পন্ন হোক। ১৬।১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র: অস্যাজরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ। শ্বিতীচয়ঃ শ্বাত্রাসো ভুরণ্যবো বনর্ষদো বায়বো ন সোমাঃ ॥ ১ ॥ হরয়ো ধূমকেতবো বাতজূতা উপ দ্যবি। যতন্তে বৃথগগ্নয়ঃ ॥ ২ ॥ যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৩ ॥ যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ ॥ ৪ ॥ দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে। হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ: এ যজমানের অগ্নিগুলি এরূপ হোক, যে অগ্নির জরা নেই, যা গৃহের রক্ষক, যার শিখাগুলি অর্চনীয়, যে অগ্নি শোধক, যে অগ্নি যজমানের ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করে, যে অগ্নি দ্রুতফলপ্রদ, ভরণকর্তা এবং কাষ্ঠের ভিতর থাকে। এরূপ অগ্নি বায়ুর মত, সোমের মত যজমানের ইষ্টসাধন করুক। ১।১ ॥ হরিত বর্ণ, ধূমজ্ঞাপক, বায়ুর দ্বারা প্রসারিত অগ্নি নানাপ্রকারে স্বর্গে যেতে চেষ্টা করছে। ২।১ ॥ হে অগ্নি, আমাদের মিত্র বরুণের যাগ কর, দেবতাদের, মহৎ যজ্ঞের ও নিজগৃহের যাগ কর। ৩।১ ॥ হে অগ্নি, রথীর মত দেবতার আহ্বায়ক তোমার অশ্বগুলি যুক্ত কর। তুমি পুরাতন হোতা, এ যাগে হোতার আসনে বস। ৪।১ ॥ বিবিধ রূপ বিশিষ্ট, কল্যাণপ্রদ দিন ও রাত নিরন্তর চলছে। তারা পৃথক পৃথক বৎসকে ক্ষীর পান করাচ্ছে অর্থাৎ রাত বৎসরূপ অগ্নিকে এবং দিন বৎসরূপ সূর্যকে আহুতি দিচ্ছে। রাতে হরিৎ বর্ণ অগ্নি অন্নযুক্ত হয় এবং দিনে শুক্লবর্ণ সূর্য শোভন তেজে সকলের দৃশ্য হয়। ৫।১ ॥

টীকা: ৫। রাত কৃষ্ণরূপ ও দিন শুক্লরূপ। রাতে হরিতবর্ণ অগ্নি ও দিনে সূর্যরূপ অগ্নির অগ্নিহোত্র যাগ করা হয়।

মন্ত্র: অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ। যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশে-বিশে ॥ ৬ ॥ ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্। ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্ বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৭ ॥ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৯॥ বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ॥ ১০॥

অনুবাদ : এ আহবনীয় অগ্নি এ কর্মানুষ্ঠান স্থানে জ্ঞানিগণের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। সে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা, অতিশয় যাগকারী, সোমযাগাদিতে ঋত্বিকদের দ্বারা স্তুত। মানুষের উপকারের জন্য অপ্নুবান ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ নানাপ্রকার কর্মের উপযোগী ও বিভুত্বশক্তিসম্পন্ন অগ্নিকে অরণ্যপ্রদেশে দীপ্ত করেছে। ৬।১॥ তিনশ, তিনসহস্র ও উনচল্লিশ (৩৩৩৯) বসু প্রভৃতি দেবগণ অগ্নির পরিচর্যা করে। তারা এ অগ্নিকে ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করে, অগ্নির উদ্দেশে কুশ বিছায়ে দেয়, তারপর অগ্নিকে হোতৃকর্মে নিযুক্ত করে। ৭।১॥ দেবগণ দ্যুলোকের মস্তকস্পর্শ, পৃথিবীর পূরক, যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন, চমস সদৃশ, কবি, সম্রাট, অতিথি বিশ্বজনের হিতকারক বৈশ্বানর অগ্নি উৎপন্ন করেছিলেন। ৮।১॥ ধনকামী, দীপ্ত, শুদ্ধ অগ্নি আহুত হয়ে বিবিধ পূজার দ্বারা পাপ বিনাশ করে। ৯।১॥ সখা বলে স্তুত হয়ে হে অগ্নি, সকল দেবতার, ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে এ সোমময় মধু পান কর। ১০।১॥

মন্ত্র : আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে। অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎ সূদয়চ্চ॥ ১১॥ অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু। সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি॥ ১২॥ ত্বাং হি মন্দ্রতমমর্কশোকৈর্ববৃমহে মহি নঃ শ্রোষ্যগ্নে। ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি রাধসা নৃতমাঃ॥ ১৩॥ ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ। যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বান্ দয়ন্ত গোনাম্॥ ১৪॥ শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ। আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরম্॥ ১৫॥

অনুবাদ : যখন বৃষ্টির জন্য দেবতার উদ্দেশে হুত তেজরূপ হবি যজমানের পালক অগ্নিকে ব্যেপে থাকে (অর্থাৎ যখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়), তখন অগ্নি বলকারক, নির্দোষ, দৃঢ়, চিন্তনীয়, জগতের বীজস্বরূপ জল দ্যুলোকের নিকট অন্তরীক্ষে উৎপন্ন করে এবং মেঘরূপে বর্ষণ করে। ১১।১॥ হে অগ্নি, তুমি মহান সৌভাগ্যের জন্য উৎসাহিত হও, তোমার উত্তম যশ হোক, সপত্নীক যজমানকে সংযত কর, শত্রুতা যারা ইচ্ছা করে, তাদের তেজ পরাভূত কর। ১২।১॥ হে অগ্নি, যেহেতু তুমি আমাদের স্তুতি শোন, সে জন্য সূর্যের মত দীপ্ত মন্ত্রের দ্বারা অতি গম্ভীর তোমাকে বরণ করছি। বলে ইন্দ্র ও বায়ুর মত স্থিত দেবতা তোমাকে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা হবিরূপ অন্নের দ্বারা পূর্ণ করে। ১৩।১॥ হে শোভন আহুত অগ্নি, মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে গব্য পুরোডাশাদি দেয়, সে জিতেন্দ্রিয়, ধনবান পণ্ডিতগণ তোমার প্রিয় হোক। ১৪।১॥ হে শ্রুৎকর্ণ অগ্নি, এক সঙ্গে গমনকারী, হবির বাহক দেবগণের সাথে আমার যজ্ঞ শোন। মিত্র, বরুণ ও প্রাতঃসবনে হবিপ্রাপক দেবতারা এ দর্ভাসনে উপবেশন করুক। ১৫।১॥

টীকা : ১৫। 'শ্রুৎকর্ণ' শব্দে—যার অর্থিগণের কথা শুনবার মত কাণ আছে তাকে বুঝায়, এখানে তার সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্ত্র : বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামতিথির্মানুষাণাম্। অগ্নির্দেবানামব আবৃণানঃ সুমৃডীকো ভবতু জাতবেদাঃ॥ ১৬॥ মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্যনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে। শ্রেষ্ঠে স্যাম সবিতুঃ সবীমনি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে॥ ১৭॥ আপশ্চিৎপিপ্যু স্তর্যো না গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।

শ্বাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ১৮ ॥ গাব উপাবতাবতং মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ১৯ ॥ যদদ্য সূর উদিতেঽনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : যজ্ঞিয় দেবগণের মধ্যে অরুপণ, মানুষের পূজ্য অগ্নি দেবতাদের অন্ন অর্পণ করে সুখকারী ও জাতবেদা হোক। ১৬।১ ॥ পূজ্য দীপ্যমান অগ্নির আশ্রয়ে, মিত্র ও বরুণের প্রতি নিরপরাধ হয়ে আমরা সবিতাদেবের শ্রেষ্ঠ আদেশে আজ দেবগণের সে অন্নের সংস্কার করব, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। ১৭।১ ॥ হে ইন্দ্র, ঋত্বিকগণ তোমার যজ্ঞের বিস্তার করছে। বেদবাক্য যেমন সোম অভিষুত করে, সেরূপ জল সোমের বর্ধন করুক। বায়ু যেমন নিজের অশ্বের প্রতি যায়, সেরূপ তুমি বুদ্ধিব দ্বারা আমাদের অন্ন দাও ও আমাদেব প্রতি এস। ১৮।১ ॥ মহান দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞের শোভা বর্ধন করেছে ; হে গাভীগণ, তোমাদের কর্ণদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত. অতএব দানের জন্য তোমরা চাষ্বালের নিকট যাও। ১৯।১ ॥ আজ সূর্য উদিত হলে মিত্র, অর্যমা সবিতা ও ভগ যা প্রেরণ করে, সে কর্ম কর। ২০।১ ॥

মন্ত্র : আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্। তং প্রত্নথাঽয়ং বেনঃ ॥ ২১ ॥ আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ। মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥ ২২ ॥ প্র বো মহে মন্দমানায়ান্ধসোঽর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে। ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ২৩ ॥ বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্তং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : নদী দ্যাবাপৃথিবীর শোভাবর্ধক বর্ষণকারী সোমের পুষ্টিসাধন করে, সে সোম অভিষুত হলে তার সিঞ্চন কর। এ বিদ্বান তাকে গ্রহণ করুক। ২১।১ ॥ সকল দেবগণ সর্বত্র স্থিত ইন্দ্রের রক্ষা করে। সে ইন্দ্র নিজ কান্তির দ্বারা দেবগণের দীপ্তি আছন্ন করেছে, বিশ্বরূপ সে ইন্দ্র বৃষ্টির জন্য জল ধরে রেখেছে। প্রজ্ঞাবান ইন্দ্রেব বাসব, বৃত্রহা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাম আছে। ২২।১ ॥ হে ঋত্বিকগণ, সকল লোক যার যজমান, সে ইন্দ্রের তোমবা পূজা কর। সে ইন্দ্র মহান, তিনি তোমাদের হবিরূপ অন্নে তৃপ্ত, তিনি বিশ্বব্যাপী। দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের শোভন যজ্ঞ, বল, মহৎ যশ ও ধনের মান্য করে থাকে। ২৩।১ ॥ সমর্থবান ইন্দ্র যে যজমানদের সহায়, তাদের কাছ থেকে শাস্ত্রযুক্ত বিশাল যজ্ঞেব আশা করা যায়। ২৪।১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহান যাগের যোগ্য, তুমি এস। এসে অন্ন ও সকল সোমখণ্ডের দ্বারা তৃপ্ত হও। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাদ্বর্পণীতিঃ। অহন্ ব্যংসমুশধগ্বনেষ্বাবির্ধেনা অকৃণোদ্রাম্যাণাম্ ॥ ২৬ ॥ কুতস্ত্বমিন্দ্র মাহিনঃ সন্নেকো যাসি সৎপতে কিং ত ইত্থা। সংপৃচ্ছসে সমরাণঃ শুভানৈর্বোচেস্তন্নো হরিবো যত্তে অস্মে। মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা কদা চন স্তরীরসি কদা চন প্র যুচ্ছসি ॥ ২৭ ॥ আ তত্ত ইন্দ্রায়বঃ পনন্তাভি য ঊর্বং গোমন্তং তিতৃৎসান্। সকৃৎস্বং যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষন্ ॥ ২৮ ॥ ইমাং তে ধিয়ং প্র ভরে মহো মহীমস্য স্তোত্রে ধিষণা যত্ত আনজে। তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং দেবাসঃ শবসামদন্নন্ ॥ ২৯ ॥ বিভ্রাড্ বৃহৎপিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববি হ্রুতম্। বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : চতুরঙ্গ বলে নীতিজ্ঞ, নানারূপধারী, চোরদের দহনকারী ইন্দ্র যুদ্ধে বৃত্রকে আছন্ন করে, বনস্থ মায়ী দৈত্যদের হিংসা করে, দুষ্টদের বিনাশ করে এবং যজমানদের স্তুতি দেবগণের নিকট প্রকাশ করে। ২৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, হে সৎ-এর পালক, পূজ্য তুমি একাকী কোথায় যাচ্ছ ? তোমার যাবার কারণ কি ? পথে গিয়ে মিষ্ট বাক্যে লোকদের জিজ্ঞাসা কর—কোন পথ ? হে ইন্দ্র, আমরা তোমার জন, আমাদের কাছে বল—তোমার একাকী যাবার কারণ কি ? ইন্দ্র তেজে মহান, কখনও হিংসক নয়, কখনও নিজের কাজে তার আলস্য নেই। ২৭।১ ॥ হে ইন্দ্র, যে ব্রাহ্মণগণ সোমাভিষব করে, যে ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবী পালন করে, তারা তোমার বৃত্রাদি বধ কর্মের স্তুতি করে। ২৮।১ ॥ হে ইন্দ্র, পূজ্য তুমি, আমার এ মহতী স্তুতি তোমাকে সমর্পণ করছি। স্তুতি করা হলে যজমানের বৃদ্ধি তোমাতে যুক্ত হবে। উৎসবে এবং গুরু প্রভৃতির আদেশে দেবতারাও পরাভবকারী ইন্দ্রের স্তুতি করে থাকে। ২৯।১ ॥ সূর্য মধুরস্বাদযুক্ত সোমরূপ হবি পান করুক। যে সূর্য বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে যজমানে অখণ্ড পরমায়ু স্থাপন করে, নিজে প্রজাদের পালন ও পোষণ করে এবং বহু প্রকারে শোভিত হয়। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ॥ দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ৩১ ॥ যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৩২ ॥ দৈব্যাবধ্বর্যূ আ গতং রথেন সূর্যত্বচা। মধ্বা যজ্ঞং সমঞ্জাথে। তং প্রত্নথাহয়ং বেন-শ্চিত্রং দেবানাম্ ॥ ৩৩ ॥ আ ন ইডাভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এতু। অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষা ॥ ৩৪ ॥ যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : রশ্মিসকল সে প্রসিদ্ধ জাতবেদা সূর্যদেবের বিশ্বের দর্শনের জন্য বহন করে থাকে। তাকে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি। ৩১।১ ॥ হে শোধক, যে দৃষ্টিতে ভুরণ্যুদের মত যজমানকে দেখে থাক, হে সূর্য, সে দৃষ্টিতে আমাদের দেখ। ৩২।১ ॥ হে দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয়, সূর্যের মত কান্তিবিশিষ্ট রথে করে তোমরা দুজন এস ও মধুর হবির দ্বারা যজ্ঞ সিক্ত কর। দেবগণের মধ্যে বিচিত্র পুরাতন তোমাদের এ মেধাবী জন লাভ করুক। ৩৩।১ ॥ বিশ্বের হিতকারী সবিতা দেব আমাদের ইড়ার দ্বারা প্রশংসাযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসুক। হে জরারহিত দেবগণ, তোমরা আগমনকালে যেরূপে আমাকে তৃপ্ত করেছ, সেরূপে সমস্ত জগতের বুদ্ধির দ্বারা তৃপ্ত কর। ৩৪।১ ॥ হে অন্ধকারনাশক ঐশ্বর্যযুক্ত সূর্য, আজ যেখানে যেখানে তুমি উদয় লাভ কর, সে সমস্ত তোমার বশে অর্থাৎ তুমি সকলের নিয়ামক। ৩৫।১ ॥

টীকা : ৩২। 'ভুরণ্যু' এক প্রকার ক্ষিপ্রগামী পক্ষী, তাদের মত যজ্ঞকারীগণ নিজেকে মনে করে স্বর্গে গমন করে। এখানে 'বরুণ' শব্দের অর্থ সূর্য। ৩৩। 'তং প্রত্নথা', 'অয়ং বেনঃ' ও 'চিত্রং দেবানাম্'—এ তিনটি যথাক্রমে সপ্তম অধ্যায়ের ১২, ১৭ ও ৪২ কণ্ডিকার প্রতীক বাক্য।

মন্ত্র : তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥ ৩৬ ॥ তৎসূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার। যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৩৭ ॥ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে। অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥ ৩৮ ॥ ব মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে

সত্যো মহিমা পনস্যতেঽধা দেব মহাঁ অসি ॥ ৩৯ ॥ বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি। মহ্না দেবানামসূর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ : হে সূর্য, তুমি তেজের কর্তা ও বিশ্বের প্রকাশক। বিশ্ব তোমার প্রকাশে দীপ্ত হয়। তুমি নভোদেশ অতিক্রম কর এবং বিশ্বের দর্শনীয়। ৩৬।১ ॥ তা সূর্যের দেবত্ব, তা মহান ঐশ্বর্য জগতের কার্যের মধ্যে বিস্তারিত কিরণ সংহার করে। (অন্য কেউ এ প্রকার কিরণ বিস্তার বা সঙ্কুচিত করতে পারে না)। যখন হরিতবর্ণ রশ্মি ব্যোমমণ্ডলে নিয়ে আসে, তখন রাত্রি তার বসন বিস্তার করে অর্থাৎ সকল বস্তু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। ৩৭।১। সূর্য দ্যুলোক ক্রোড়ে মিত্র ও বরুণের সে রূপ প্রকাশ করে, যে রূপে লোকদের দেখে। মিত্ররূপে সুকৃতিদের অনুগ্রহ করে, বরুণরূপে দুষ্কৃতকারীদের নিগ্রহ করে। এ সূর্যের অন্য একটি রূপ—অনন্ত, যা দেশ বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, যা শুভ্র দীপ্যমান বিজ্ঞানঘন আনন্দ ব্রহ্ম। অপর রূপ কৃষ্ণ শ্বৈতলক্ষণ, যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায়। ৩৮।১ ॥ হে সূর্য, তুমি জগতের সকলকে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ কর। হে আদিত্য, তুমি মহান, লোকেরা নিত্য তোমার মহিমার স্তুতি করে। হে দেব, সত্যই তুমি মহান। ৩৯।১ ॥ হে সূর্য, সত্যই ধন ও যশে তুমি মহান। হে দেব, তুমি দেবতাদের মধ্যে মহিমায় শ্রেষ্ঠ। প্রাণিগণের হিতের জন্য তুমি অগ্রে স্থাপিত, তুমি বিভু জ্যোতি-রূপ। ৪০।১ ॥

মন্ত্র : শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ৪১ ॥ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৪২ ॥ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ৪৩ ॥ প্র বাবৃজে সুপ্রয়া বর্হিরেষামা বিশ্পতীব বীরিট ইয়াতে। বিশামক্তোরুষসঃ পূর্বহূতৌ বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিযুত্বান্ ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগম্। আদিত্যান্ মারুতং গণম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ : সূর্যের কিরণসমূহ ইন্দ্রদত্ত ধন (বৃষ্টি) ভূমিতে ভাগ করে দেয়। পুত্র জন্মিলে আমরা তেজের সাথে সে ধনগুলি স্থাপন করব। ৪১।১। হে দেবগণ, পাপ থেকে আমাদের নিবৃত্ত করাও, আমাদের দুর্যশ নাশ কর। আজ সূর্যোদয়ে আমাদের শুদ্ধ কর। মিত্র, বরুণ, দেবমাতা অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ আমাদের অঙ্গীকার করুক। ৪২।১ ॥ রাতের সাথে ভ্রমণ করে, দেবতা ও মানুষদের নিজ নিজ প্রদেশে স্থাপন করে, সকল ভুবন দেখতে দেখতে সবিতা দেব হিরণ্ময় রথে আসে। ৪৩।১ ॥ রাত ও দিনের হোমকালে শোভন বর্হি-বিস্তারকারী যজমানের কল্যাণের জন্য অন্তরিক্ষে বর্তমান নিযুত নামক অশ্বের সাথে বায়ু ও পূষা দেব এসেছে, যেমন দুজন রাজা মানুষের মঙ্গলের জন্য আসে। ৪৪।১ ॥ ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্গণের আহ্বান করছি। ৪৫।১ ॥

মন্ত্র : বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ। করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥ ৪৬ ॥ অধি ন ইন্দ্রৈষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা তং প্রত্নথাহয়ং বেনো যে দেবাস আ ন ইডাভি বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধোমাসশ্চর্ষণীধৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ শর্ধঃ প্র যন্ত মারুতোত

বিষ্ণো। উভা নাসত্যা রুদ্রো অধ গ্নাঃ পূষা ভগঃ সরস্বতী জুষন্ত ॥ ৪৮ ॥ ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ। হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু শংসং সবিতারমূতয়ে ॥ ৪৯ ॥ অস্মে রুদ্রা মেহনা পর্বতাসো বৃত্রহত্যে ভরহূতৌ সজোষাঃ। যঃ শংসতে স্তুবতে ধায়ি পজ্র ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অস্মাঁ অবন্তু দেবাঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ : মিত্র ও বরুণ সকল ভাবে আমাদের রক্ষক হোক। তারা আমাদের শোভন ধন দিক। ৪৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, বিষ্ণু, মরুৎ ও অশ্বিদ্বয় সজাতীয় আমাদের মধ্যে তোমরা এস। এ পুরাতন চন্দ্র ও ইড়ার সাথে সকল দেবগণ মানুষের ধৃত সৌম্য মধু গ্রহণ করুক। ৪৭।১ ॥ হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, দেবগণ, মরুদ্গণ ও বিষ্ণু—তোমরা আমাদের বল দাও। উভয় অশ্বিদ্বয়, রুদ্র, দেবপত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী আমাদের হবির সেবা করুক। ৪৮।১ ॥ ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অদিতি, আদিত্য, পৃথিবী, দ্যুলোক, মরুদ্গণ, পর্বত, জল, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, ভগ, স্তুতিযোগ্য সবিতা—এদের আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করছি। ৪৯।১ ॥ যারা শাস্ত্র পাঠ করে, যারা স্তুতি করে, যারা জপ করে, যারা ধন অর্জন করে হবি দেয় তাদের ও যজমান আমাদের ধনবর্ষণকারী, শত্রুদের রোদনকারী, উৎসবযুক্ত, বৃত্রবধের জন্য সংগ্রামে আহ্বানকারী, পরস্পর প্রীতিযুক্ত, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ রক্ষা করুক। ৫০।১ ॥

মন্ত্র : অর্বাঞ্চো অদ্যা ভবতা যজত্রা আ বো হার্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ম্। ত্রাধ্বং নো দেবা নিজুরো বৃকস্য ত্রাধ্বং কর্তাদবপদো যজত্রাঃ ॥ ৫১ ॥ বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ। বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ৫২ ॥ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবি ষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্‌ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ৫৩ ॥ দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যোঽমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্। আদিদ্দামানং সবিতর্ব্যূর্ণুষেঽনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ ॥ ৫৪ ॥ প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাম্। দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ কবিঃ কবিমিযক্ষসি প্রযজ্যো ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ : হে যাগের যোগ্য দেবগণ, তোমরা আমাদের সামনে এস, আমরা ভীত হয়ে মনে মনে তোমাদের ডাকছি। হে দেবগণ, বিক্ষিপ্ত পদে আগমনকারী হিংস্র বৃক থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৫১।১ ॥ আজ সকল মরুদ্গণ আসুক, বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি গণদেবগণ আমাদের হবি-গ্রহণের জন্য আসুক। তাদের আগমনে গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ দীপ্ত হোক। তাদের তুষ্টিতে গবাদি ধন ও অন্ন আমাদের হোক। ৫২।১ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা যারা অন্তরিক্ষে আছ, যারা দ্যুলোকে আছ, যারা অগ্নিজিহ্ব অথবা যারা যজনীয়, তারা সকলে আমার আহ্বান শোন, আমাদের এ দর্ভাসনে বসে তৃপ্ত হও। ৫৩।১ ॥ হে সবিতাদেব, তোমার উদয়কালে তুমি যাগযোগ্য দেবগণের অমৃতপ্রদ উত্তম ভাগ দিয়ে থাক, প্রকাশের পর তোমার কিরণ বিস্তার কর ও প্রাণিদের জীবিকার উপযোগী কর্মে প্রেরণ কর। ৫৪।১ ॥ হে অধ্বর্যু, তুমি জ্ঞানী, মহতী বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে এস, বায়ুর যাগ কর। যে বায়ু মহৎ ধনযুক্ত সকলের বরেণ্য, যজমানের দেবার জন্য ধনের দ্বারা রথ পূরণ করে ও দীপ্যমান নিযুত অশ্বের দ্বারা গমনকারী। ৫৫।১ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি। উপযামগৃহীতোঽসি বায়ব ইন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বা। এষ তে যোনিঃ সজোষোভ্যাং

ত্বা ॥ ৫৬ ॥ মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৫৭ ॥ দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং রুদ্রবর্তনী তং প্রত্নথা হয়ং বেনঃ ॥ ৫৮ ॥ বিদদ্যদী সরমা রুগ্নমদ্রের্মহি পাথঃ পূর্ব্যং সধ্র্যক্কঃ। অগ্রং নয়ৎসুপদ্যক্ষরাণামচ্ছা রবং প্রথমা জানতী গাৎ ॥ ৫৯ ॥ নহি স্পশমবিদন্নন্য-মস্মাদ্বৈশ্বানরাৎপুর এতারমগ্নেঃ। এমেনমবৃধন্নমৃতা অমর্ত্যং বৈশ্বানরং ক্ষৈত্র-জিত্যায় দেবাঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমাদের জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে, এর কাছে শীঘ্রগামী অশ্বের সাথে এস, এ সোম তোমাদের কামনা করছে। হে সোম, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছে, ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য তোমাদের গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, সমান প্রীতিযুক্ত ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য তোমাকে স্থাপন করছি ॥ ৫৬।১ ॥ ধন ও পুত্রাদির দ্বারা সদাচারের রক্ষক, দুষ্টের বিনাশক, যজ্ঞকর্মের সাধক মিত্র ও বরুণকে আমি আহ্বান করছি। ৫৭।১ ॥ হে দর্শনীয়, রুদ্রের মত গমনশীল. সত্যবাদী অশ্বিদ্বয়, তোমরা এস ; যুবকদের কামনার বস্তু, কুশের উপর স্থাপিত সোম অভিষুত হয়েছে। এ কমনীয় চন্দ্র পুরাতন তোমাকে লাভ করুক। ৫৮।১ ॥ দেবগণ যে কথায় তুষ্ট হয়, সে বেদরূপ সুরম্য বাক্য যজ্ঞের দিকে আসছে। সে বাক্য শোভন পদযুক্ত ও অকারাদি শব্দের জ্ঞাপক। অধ্বর্যু তা জেনে সোমের অভিষব করে। সে সোম পূর্বে গৃহীত হয়েছে, প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত হয়ে হবনের জন্য মুখ্য যজমানের দিকে যাচ্ছে। ৫৯।১ ॥ দেবগণ সকলের হিতকারী অগ্নি ছাড়া সকল কাজে অগ্রণী অন্য কোন দূত পায় নি। এজন্য অমর দেবগণ যজমানের ক্ষেত্রজয়ের উদ্দেশে মরণ ধর্মরহিত এ বৈশ্বানর অগ্নির বর্ধন করেছে। ৬০।১ ॥

টীকা : ৫৯। এখানে 'সরমা' শব্দে ভাষ্যকার পুরাতন একটি ইতিহাসের উল্লেখ করে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করেছেন। পণিজাতীয় অসুর দেবগণের গাভী চুরি করলে ইন্দ্র সরমা নামে এক স্ত্রী কুকুরকে পাঠান। সরমা তা উদ্ধার করে আনে।

মন্ত্র : উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃডাত ঈদৃশে ॥ ৬১ ॥ উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে ॥ ৬২ ॥ যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ। যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্রঃ সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ ॥ ৬৩ ॥ জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ। অবর্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধ-নিষ্ঠা ॥ ৬৪ ॥ আ তু ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি। মহান্মহীভিরূতিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ : আমরা ইন্দ্র ও অগ্নির আহ্বান করছি। তারা উগ্র, হিংসকদের বিনাশক, তারা আহূত হয়ে এ ভয়ানক সংগ্রামে আমাদের সুখী করুক। ৬১।১ ॥ হে যজ্ঞনেতা ঋত্বিকগণ, যাগের জন্য দেবতাদের সামনে গমনকারী এ সোমের স্তুতি কর। ৬২।১ ॥ হে মঘবন, যে মরুদ্গণ বৃত্রবধরূপ কর্মে তোমার বর্ধন করেছে, হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, যারা শম্বর যুদ্ধে তোমাকে বর্ধন করেছে, যারা গাভী আনবার সময় তোমাকে বর্ধন করেছে, যে মেধাবী মরুদ্গণ তোমার সঙ্গে তৃপ্ত হয়, হে ইন্দ্র, তাদের সাথে সগণে তুমি সোম পান কর। ৬৩।১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ত্বরমাণ বেগের জন্য জাত হয়েছ। তুমি উৎকৃষ্ট, স্তুতিযোগ্য, অত্যন্ত ওজস্বী সকল জগৎ আমার বিভূতি—এ অভিমানযুক্ত। স্তুতি ও সহায়ের দ্বারা মরুদ্গণ এরূপ ইন্দ্রের বর্ধন করেছে। মাতা অদিতি বীর ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ

করেছেন। ৬৪।১ ॥ হে বৃত্রহা ইন্দ্র, রক্ষার দ্বারা মহান তুমি আমাদের যজ্ঞস্থলে শীঘ্র এস। ৬৫।১ ॥

মন্ত্র : ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ৬৬ ॥ অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা। বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ৬৭ ॥ যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্বাচী সুমতি বর্বৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ ॥ ৬৮ ॥ অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্ট্বং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্। হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ৬৯ ॥ প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে বামধ্বর্যুভির্মধুমন্তঃ সুতাসঃ। বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যচ্ছা পিবা সুতস্যান্ধসো মদায় ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে স্পর্ধাশীল শত্রুসেনার পরাভবকারী, দুষ্টদের বিনাশক, স্বপক্ষজনের প্রশংসার উৎপাদক, তুমি সকল শত্রুদের আঘাত দিয়ে মার। ৬৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, মাতা পিতা যেমন শিশুর পিছনে চলে, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবীর লোকেরা তোমার দ্রুতগামী বলের অনুগমন করে। সকল শত্রুসেনা তোমার ক্রোধ দেখে শিথিল হয়ে যায়; যেহেতু যুদ্ধে তুমি বৃত্রাসুরকে বিনাশ করেছ। ৬৭।১ ॥ যজ্ঞ আদিত্যদের সুখের জন্য যাচ্ছে। হে আদিত্যগণ, তোমরা আমাদের সুখকর্তা হও, তোমাদের শোভন বুদ্ধি আমাদের অভিমুখী হোক। পাপীদের ধনপ্রাপক বুদ্ধিও আমাদের হোক। হে সোম, আদিত্যদের জন্য তোমাকে দধির দ্বারা মিশ্রণ করছি। ৬৮।১ ॥ হে সবিতা, অহিংসিত সুখরূপ পালনের দ্বারা আমাদের গৃহ রক্ষা কর। তুমি সত্যবাক্, নূতন সুখের জন্য আমাদের পালন কর। তোমার প্রসাদে পাপ আমাদের অভিভূত না করুক। ৬৯।১ ॥ হে সপত্নীক যজমান, অধ্বর্যুদের দ্বারা তোমাদের জন্য চূর্ণ করা নির্মল মধুযুক্ত সোম অভিষুত হয়েছে। হে বায়ু, তোমাদের নিযুত অশ্বদের যজ্ঞস্থলে নিয়ে যাও এবং অভিষুত সোমের অংশ পান কর। ৭০।১ ॥

মন্ত্র : গাব উপাবতাবতং মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ৭১ ॥ কাব্যয়োরাজানেষু ক্রত্বা দক্ষস্য দুরোণে। রিশাদসা সধস্থ আ ॥ ৭২ ॥ দৈব্যাবধ্বর্যূ আ গতং রথেন সূর্যত্বচা। মধ্বা যজ্ঞং সমঞ্জাথে। তং প্রত্নথায়ং বেনঃ ॥ ৭৩ ॥ তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৭৪ ॥ আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্। সো অধ্বরায় পরি ণীয়তে কবিরত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ : মহান দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞের শোভা বর্ধন করেছে; হে গাভীগণ, তোমাদের কর্ণদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত, অতএব দানের জন্য তোমরা চাত্বালের নিকট যাও ॥৭১।১ ॥ হে শত্রুনাশক মিত্র ও বরুণ, তোমরা যজ্ঞকর্মে দক্ষ যজমানের সোমপানস্থানে ও যজ্ঞস্থলে এসে তার যজ্ঞ সমৃদ্ধ কর। ৭২।১ ॥ দেবগণের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয়, সূর্যের মত কান্তিবিশিষ্ট রথে চড়ে তোমরা দুজন এস ও মধুর হবির দ্বারা যজ্ঞ সিক্ত কর। এ মেধাবী জন পুরাতন তোমাদের লাভ করুক। ৭৩।১ ॥ প্রসিদ্ধ সূর্যরশ্মির মধ্যে এক সুষুম্না নামক রশ্মি বিস্তৃত হয়ে দ্যুলোকের নীচে অথবা উপরে ছিল। সে রশ্মি বিশ্বের বীজরূপ জলের ধারক, অন্য রশ্মিগুলি বিশ্বের প্রকাশক রূপে মহিমার ধারক। অন্নদিষ্পাদক রশ্মি নীচে ভূমির দিকে যায় এবং উর্ধ্বদিকে দেবতাদের তৃপ্তি দেয়। ৭৪।১ ॥

যখন কর্মী যজমান অরণি থেকে উৎপন্ন এ বৈশ্বানর অগ্নিকে যজ্ঞকর্মে স্থাপন করে, তখন সে অগ্নি দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করে ও সূর্যরূপে অন্তরিক্ষ লোক পূর্ণ করে। যেরূপ অশ্ব অন্নের জন্য সর্বত্র নীত হয়, সেরূপ সর্বজ্ঞ, সকল ভোগসম্পাদক অগ্নি যাগের জন্য সর্বত্র নীত হয়। ৭৫।১ ॥

টীকা : ৭৪। এ কণ্ডিকার অধ্যাত্ম পক্ষেও একটি ব্যাখ্যা আছে। ৭৫। প্রাচীন প্রসিদ্ধি আছে প্রচুর অশ্বযুক্ত রাজা ভোগের অধিকারী হয়।

মন্ত্র : উক্থেভির্বৃত্রহন্তমা যা মন্দানা চিদা গিরা। আঙ্গূষৈরাবিবাসতঃ ॥ ৭৬ ॥ উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে। সুমৃডিকা ভবন্তু নঃ ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মাণি মে মতয়ঃ শং সুতাসঃ শুষ্ম ইয়র্তি প্রভৃতো মে অদ্রিঃ। আ শাসতে প্রতি হর্যন্ত্যুক্থেমা হরী বহতস্তা নো অচ্ছ ॥ ৭৮ ॥ অনুত্তমা তে মঘবন্নকির্নু ন ত্বাবাঁ অস্তি দেবতা বিদানঃ। ন জায়মানো নশতে ন জাতো যানি করিষ্যা কৃণুহি প্রবৃদ্ধ ॥ ৭৯ ॥ তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষ নৃম্ণঃ। সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ : পাপনাশক, তৃপ্ত ইন্দ্র ও অগ্নি আঘোষ স্তোম ও উক্থ স্তুতির দ্বারা যজমানের সেবা লাভ করে। ৭৬।১ ॥ অমর প্রজাপতির পুত্র বিশ্বদেবগণ আমাদের নিকটে এসে কথা শুনুক ও আমাদের সুখকর হোক। ৭৭।১ ॥ হে মরুদ্গণ, মন্ত্রবাক্যরূপ স্তুতিসকল আমার (ইন্দ্রের) সুখ উৎপাদন করে, শত্রুনাশক আমার ধৃত বজ্র লক্ষ্যের প্রতি যায়। আশা করি, যজমানের উক্থ স্তুতিগুলি আমার কামনা করুক, আমার এ অশ্বদ্বয় যজ্ঞের দিকে যাক। ৭৮।১ ॥ হে মঘবন্, তোমার মহাভাগ্য কেউ নাশ করতে পারে না। তোমার মত কোন বিদ্বান দেবতা নাই। হে পুরাণপুরুষ, তুমি যে বৃত্রবধাদি কাজ করেছ, তা দেবমনুষ্যের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমানে কেউ করতে পারে না। ৭৯।১ ॥ সে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম ছিলেন, তা থেকে তেজধনযুক্ত ইন্দ্র জাত হয়। যে ইন্দ্র জন্মাবার পর শত্রু বিনাশ করে এবং রক্ষক দেবগণ তার অনুমোদন করে। ৮০।১ ॥

মন্ত্র : ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম। পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ৮১ ॥ যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ। তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎসো অজ্যতে রয়িঃ ॥ ৮২ ॥ অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে। সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ৮৩ ॥ অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টবং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্। হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ৮৪ ॥ আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশং বায়ো যাহি সুমন্মভিঃ। অন্তঃ পবিত্র উপরি শ্রীণানোঽয়ং শুক্রো অযামি তে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ : হে বহুধনযুক্ত আদিত্য, আমার এ শস্ত্রবাক্যগুলি তোমার বর্ধন করুক। অগ্নির মত তেজস্বী, শুদ্ধ, তোমার স্বরূপের জ্ঞাতা উদ্গাতাগণ স্তোম-স্তোত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করে থাকে। ৮১।১ ॥ হে আদিত্য, বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠাতা সকল আর্য দাসের মত তোমার রক্ষণীয়। যারা হিংসক কৃপণ, তাদের গুপ্তস্থানে রক্ষিত ধনও আয়ুধ ধারণ করে কেড়ে নিয়ে ধর্মিষ্ঠদের দিয়ে থাক। ৮২।১ ॥ ঋষিদের বলপ্রাপ্ত ইন্দ্র সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ। এ আদিত্যের মহিমা সত্য, তার বল সত্য ; ব্রাহ্মণগণের রাজ্যস্বরূপ যজ্ঞে সে মহিমার স্তুতি করি। ৮৩।১ ॥ হে সবিতা, অহিংসিত সুখরূপ পালনের দ্বারা আমাদের গৃহ রক্ষা কর। তুমি সত্যবাক্, নূতন সুখের জন্য আমাদের পালন

কর। তোমার প্রসাদে পাপ আমাদের অভিভূত না করুক। ৮৪।১॥ হে বায়ু, দ্যুলোক-ব্যাপী আমাদের এ যজ্ঞে এস, পবিত্রের উপরে স্থিত পাত্রমধ্যস্থ এ সোম তোমাকে অর্পণ করছি। ৮৫।১॥

মন্ত্র : ইন্দ্রবায়ূ সুসন্দৃশা সুহবেহ হবামহে। যথা নঃ সর্ব ইজ্জনোঽনমীবঃ সঙ্গমে সুমনা অসৎ॥ ৮৬॥ ঋধগিত্থা স মর্ত্যঃ শশমে দেবতাতয়ে। যো নূনং মিত্রাবরুণাবভিষ্টয় আচক্রে হব্যদাতয়ে॥ ৮৭॥ আ যাতমুপ ভূষতং মধ্বঃ পিবতমশ্বিনা। দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যাবসূ মা নো মর্ধিষ্টমা গতম্॥ ৮৮॥ প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা। অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ॥ ৮৯॥ চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং হরিরেতি কনিক্রদৎ॥ ৯০॥

অনুবাদ : এ যজ্ঞে আমরা সুদর্শক শোভন আহ্বানযুক্ত ইন্দ্র ও বায়ুর এভাবে আহ্বান করব, যাতে আমাদের জন নীরোগ ও জনসমাগমে উদার হয়। ৮৬।১॥ অভীষ্ট লাভ ও হবি দেবার জন্য যে লোক মিত্র ও বরুণের সেবা করে, সে নিশ্চয় যজ্ঞসমৃদ্ধ হয়ে শান্ত হয়। ৮৭।১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যজ্ঞের দিকে এস, যজ্ঞ অলংকৃত কর ও মধুর সোম পান কর। হে যজ্ঞফলবর্ষী. তোমরা ধন জয় করে অন্তরিক্ষ থেকে বৃষ্টি জলধারা বর্ষণ কর, আমাদের হিংসা করো না; তোমরা এস। ৮৮।১॥ বেদপতি হিরণ্যগর্ভ আমাদের যজ্ঞের দিকে আসুক; প্রিয় সত্যস্বরূপা ত্রয়ীরূপা বাক্-দেবী এ যজ্ঞে আসুক। যাগযোগ্য দেবগণ আমাদের দিয়ে শত্রুনাশক, মানুষের হিতকারক, পংক্তির সাধক যজ্ঞ করাক। ৮৯।১॥ দেবগণের আহ্লাদক সোম জলের মধ্যে রসরূপে স্থিত অগ্নিতে হুত হয়ে গরুড়ের মত শীঘ্র দ্যুলোকে যায়। তারপর সে সোম মেঘরূপে জল দান করে সকলের স্পৃহনীয় পীতবর্ণ ধান্য যবাদিরূপে পরিণত হয়। ৯০।১॥

টীকা : ৮৯। এখানে পংক্তি বলতে হবির পংক্তি, ইন্দ্রের পুরোডাশ, পূষার করম্ভ, সরস্বতীর দধি ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্ন সবনে যে হবি দেবার নিয়ম আছে. তা নির্দেশ করেছে।

মন্ত্র : দেবং দেবং বোঽবসে দেবং দেবমভিষ্টয়ে। দেবং দেবং হুবেম বাজসাতয়ে গৃণন্তো দেব্যা ধিয়া॥ ৯১॥ দিবি পৃষ্টো অরোচতাগ্নির্বৈশ্বানরো বৃহন্। ক্ষ্মায়া বৃধান ওজসা চনোহিতো জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥ ৯২॥ ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ। হিত্বী শিরো জিহ্বয়া বাবদচ্চরত্ত্রিংশৎপদা ন্যক্রমীৎ॥ ৯৩॥ দেবাসো হি ষ্মা মনবে সমন্যবো বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ। তে নো অদ্য তে অপরং তুচে তু নো ভবন্তু বরিবোবিদঃ॥ ৯৪॥ অপাধমদভিশস্তীরশস্তিহাথেন্দ্রো দ্যুম্ন্যাভবৎ। দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে বৃহদ্ভানো মরুদ্গণ॥ ৯৫॥

অনুবাদ : তোমাদের রক্ষার জন্য যত দেবতা রয়েছেন, তাদের আহ্বান করছি। অভীষ্ট ফল ও অন্ন লাভের জন্য সকল দেবতার আহ্বান করছি। তাদের দীপ্যমান স্তুতির দ্বারা স্তব করছি। ৯১।১॥ অগ্নি দ্যুলোকে আদিত্যরূপে দীপ্তি পায়। সে অগ্নি সকল মানুষের হিতকারক, মহান, নিজের প্রকাশের দ্বারা রাত্রের অন্ধকার দূর করে। অন্ননিষ্পাদক সে অগ্নি পৃথিবীস্থিত জনগণের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ৯২।১॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, এ উষা নিজে পাদরহিত হয়েও পাদযুক্ত সুপ্ত জনগণের পূর্বে উঠে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এবং নিজে মস্তকহীন হয়েও প্রাণিগণের জিহ্বার দ্বারা শব্দ করাতে করতে বিচরণ করে। এভাবে দিন রাতে ত্রিংশ

মুহূর্ত অতিক্রম করে। ৯৩।১ ॥ আমার সাথে একমত হয়ে, শত্রুনাশের জন্য ক্রোধযুক্ত ও দাতা সে বিশ্বদেবগণ আজ আমাদের ও পুত্রাদির সাথে মিলিত হয়ে ধনপ্রাপক হোক। ৯৪।১ ॥ হে বৃহদ্‌ভানু, মরুদ্‌গণ ও ইন্দ্র, দেবগণ তোমার সখ্যের জন্য নিজেদের সংযত করেছে। সে ইন্দ্র শত্রুর দেয়া অপযশ দূর করে যশস্বী হয় ও নিন্দনীয় অসুরদের বিনাশ করে। ৯৫।১ ॥

টীকা : ৯৩। এ কণ্ডিকার বাক্-পক্ষে একটি পৃথক অর্থ আছে।

মন্ত্র : প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত। বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৯৬ ॥ অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি। অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। ইমা উ ত্বা যস্যায়-ময়ং সহস্রমূর্ধ্ব উ ষু ণঃ ॥ ৯৭ ॥

[কণ্ডিকা-৯৭ : মন্ত্র-৯৭]

অনুবাদ : হে মরুদ্‌গণ, তোমাদের প্রভু ইন্দ্রের উদ্দেশে সামরূপ স্তোত্র উচ্চারণ কর। মহান, পাপনাশক ও বহু প্রজ্ঞাযুক্ত সে ইন্দ্র শতপর্ব বজ্র দিয়ে বৃত্রবধ করুক। ৯৬।১ ॥ যজ্ঞে অভিষুত সোম পানে মত্ত ইন্দ্র এ যজমানের বল বীর্য বর্ধন করুক ॥ পূর্বে যেমন ঋষিরা স্তুতি করতেন, সেরূপ মানুষেরা আজ সে ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে। সহস্র স্তুতিবাক্য এ ইন্দ্রের বর্ধন করছে। ৯৭।১ ॥

টীকা : ৯৬। শতক্রতু—শব্দে শত ক্রতু যার এ অর্থে যিনি বহু কর্ম করেন অথবা বহু প্রজ্ঞা যার আছে, তাকে বুঝায়। 'শতপর্ব' বলিতে শত সংখ্যক গ্রন্থি যুক্ত ইন্দ্রের বজ্রকে বুঝান হয়েছে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ১ ॥ যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ২ ॥ যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৩ ॥ যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্ত-হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪ ॥ যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : জাগ্রত পুরুষের যে মন দূর থেকে দূরে চলে যায়, যা দৈব আত্মার গ্রাহক, সুষুপ্তি অবস্থায় যা আবার ফিরে আসে এবং যে মন কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ১।১ ॥ যজ্ঞে সদা কর্মনিষ্ঠ ধীর মেধাবিগণ যে মন দিয়ে জ্ঞান হলে কর্ম করে থাকে, যে মন সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্বে স্থিত, যা যাগ করতে পারে, যে মন প্রাণিগণের শরীর মধ্যে থাকে, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ২।১ ॥ যে মন বিশেষ জ্ঞানের উৎপাদক, চেতনার সম্পাদক, ধৈর্যস্বরূপ, যা প্রাণিগণের অন্তরে থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, যা অমর আত্মারূপ, যে মন ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ৩।১ ॥ যে মন দিয়ে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল

বস্তু গ্রহণ করা যায়, অনশ্বর, যে মন দিয়ে সপ্ত হোতাযুক্ত যজ্ঞ বিস্তৃত হয়, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ৪।১ ॥ রথচক্রের নাভিতে যেমন অরগুলি যুক্ত থাকে, সেরূপ যে মনে ঋক্‌, যজু ও সাম প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল মানুষের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান যে মনে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকে, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ৫।১ ॥

টীকা : ১। এ অধ্যায়ের প্রথম ছ'টি কণ্ডিকা প্রসিদ্ধ শিবসংকল্প সূক্ত। ৪। 'সপ্তহোতা'—হোতা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সাত জন আহ্বাতা আছেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে সাত জন হোতা থাকে ॥

মন্ত্র : সুষারথি-রশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তে হভীশুভির্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ ৬ ॥ পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীম্‌। যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥ ৭ ॥ অন্বিদনুমতে ত্বং মন্যাসৈ শং চ নস্কৃধি। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু প্র ণ আয়ূংষি তারিষঃ ॥ ৮ ॥ অনু নোহদ্যানুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্‌। অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতং দাশুষে ময়ঃ ॥ ৯ ॥ সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামাস স্বসা। জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : সুসারথি যেমন অশ্বের চালনা করে, আবার লাগাম দিয়ে সংযত করে, সেরূপ যে মন প্রাণিদের এদিকে সেদিকে নিয়ে চলে ও নিবৃত্ত করে, যার স্থিতি হৃদয়ে, যে মন অজর ও অতি বেগশালী, আমার সে মন কল্যাণকর সংকল্পযুক্ত হোক। ৬।১ ॥ আমি সে অন্নের স্তুতি করি, যা মহান বলের ধারক এবং যার বলে ইন্দ্র বৃত্রকে বিমর্দিত করেছিল। ৭।১ ॥ হে অনুমতি, তুমি আমাদের কথার অনুমোদন কর, আমাদের সুখী কর এবং সংকল্প ও তার সিদ্ধি বিষয়ে আমাদের প্রেরণ কর। ৮।১ ॥ অনুমতি ও হবির বাহক অগ্নি আজ আমাদের যজ্ঞের কথা দেবতাদের জানাক, তারা হবি-দাতা যজমানের সুখরূপ হোক। ৯।১ ॥ হে মহাস্তুত সিনীবালী, তুমি দেবতাদের ভগিনী, তুমি আমাদের প্রদত্ত হব্য সাদরে গ্রহণ কর, হে দেবি, আমাদের পুত্রাদি দাও। ১০।১ ॥

মন্ত্র : পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেহভবৎ সরিৎ ॥ ১১ ॥ ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানমভবঃ শিবঃ সখা। তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোহজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১২ ॥ ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভির্মঘো নো রক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য। ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥ ১৩ ॥ উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্‌সদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান অরুষস্তূপো রুশদস্য পাজ ইড়ায়াস্পুত্রো বয়ুনেহজনিষ্ট ॥ ১৪ ॥ ইডায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি। জাতবেদো নিধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : সমান প্রবাহযুক্ত দৃষদ্বতী প্রভৃতি পাঁচটি নদী সরস্বতী নদীতে মিশেছে। তারা পাঁচটি দেশে নিজেদের নাম ত্যাগ করে সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ। ১১।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবতাদের আদি সখা, তুমি অঙ্গিরা যজমানের সুখদাতা, তুমি ঋষি, দ্যোতমান ও কল্যাণরূপ। তোমার কর্মে বর্তমান মরুদ্গণ ক্রান্তদর্শী, কর্মজ্ঞ ও শোভমান আয়ুধযুক্ত। ১২।১ ॥ হে দ্যোতমান বন্দনীয় অগ্নি, তোমার কর্মে বর্তমান ধনযুক্ত যজমানদের তোমার রক্ষার দ্বারা পালন কর ও আমাদের শরীর রক্ষা কর। তুমি সাগ্রহে আমাদের পৌত্রাদি ও গাভীদের রক্ষক হও। ১৩।১ ॥ পৃথিবীর পুত্র অগ্নি কর্তব্য বিষয়ে জাগরূক, তার জ্বালা-

সকল অহিংসক, এ অগ্নির দীপ্ত বল অরণিতে ধৃত হয়েছে। অরণি সাগ্রহে তাকে লাভ করে তৎক্ষণাৎ সেচনকর্তা অগ্নির সৃষ্টি করেন। ১৪।১ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, পৃথিবীর যজ্ঞস্থলে উত্তরবেদির মধ্যে হব্য বহনের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং গির্বণসে অঙ্গিরস্বৎ। সুবৃক্তিভিঃ স্তুবত ঋগ্মিযাযার্চামার্কং নরে বিশ্রুতায় ॥১৬॥ প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাঙ্গূষ্যং শবসানায় সাম। যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্ ॥ ১৭ ॥ ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সুন্বন্তি সোমং দধতি প্রয়াংসি। তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানামিন্দ্র ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ ॥ ১৮ ॥ ন তে দূরে পরমা চিদ্রজাংস্যা তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্। স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ ॥ ১৯ ॥ আষাঢ়ং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাম্। ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ অঙ্গিরা ঋষিগণের মত আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে ত্রিবৃদাদি স্তোমের চিন্তা করছি ও মন্ত্রের উচ্চারণ করছি। যে ইন্দ্র বল আকাঙ্ক্ষা করে, দেবগণ যাকে ভজনা করে, যে ইন্দ্র যজমানের দ্বারা স্তুত হয় এবং যিনি বেদময়, নররূপ ও খ্যাতিসম্পন্ন। ১৬।১ ॥ মহান বলাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা অন্ন অর্পণ কর ও আঙ্গুষের হিতের জন্য সাম মন্ত্র উচ্চারণ কর। পরমাত্মস্বরূপের জ্ঞাতা আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষ যে অন্ন ও সামের দ্বারা স্তুতি করে সূর্যকিরণ লাভ করেছিলেন। ১৭।১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কাছ থেকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয় জন্য তোমাদের সখা সোমসম্পাদক ব্রাহ্মণগণ সোম অভিষুত করে অন্ন ধারণ করে ও জনগণের দুর্বাক্য সহ্য করে। ১৮।১ ॥ হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, অগ্নি প্রজ্বলিত হলে দৃঢ় সৌহৃদের জন্য বর্ষণকারী তোমার উদ্দেশে এ প্রাতঃসবনাদি করা হয়েছে, অভিষব কর্মে প্রস্তর যুক্ত হয়েছে, তোমার নিকট দূর দেশ বলে কিছু নেই, অতএব তুমি অশ্বদ্বয়ের সাথে এস। ১৯।১ ॥ হে সোম, জয়শীল তোমার উৎকর্ষে আমরা হৃষ্ট হয়ে থাকি। তুমি যুদ্ধে অপরাধভৃত, সেনাগণের পালক, দ্যুলোকের জলের ভোক্তা, বলের রক্ষক, সংগ্রামে জেতা তোমার সুন্দর নিবাস, তোমার শোভন কীর্তি এবং কেউ তোমাকে সহ্য করতে পারে না। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ ॥ ২১ ॥ ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ। ত্বমা ততন্থোর্বন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥ ২২ ॥ দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য। মা ত্বা তনদীশিষে বীর্যস্যোভয়েভ্যঃ প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌ ॥ ২৩ ॥ অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাস্ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্। হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্দধদ্রত্না দাশুষে বার্যাণি ॥ ২৪ ॥ হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীয়তে। অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ যে যজমান সোমের উদ্দেশে হবি দেয়, সে সোম তাকে ধেনু, শীঘ্রগামী অশ্ব, কর্মী, সুগৃহস্থ, যাজ্ঞিক, সভ্য ও পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র দিয়ে থাকে। ২১।১ ॥ হে সোম, এ সকল ওষধি, জল ও গাভী উৎপন্ন করেছ, তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ বিস্তৃত করেছ এবং আদিত্যরূপে অন্ধকার দূর করেছ। ২২ ॥

হে বলবান সোমদেব, দৈব মনের সাথে ধনের ভাগ আমাদের দাও। তুমি বীরকর্মের ঈশ্বর স্থানে প্রবৃত্ত তোমাকে কেউ বাধা না দিক। তুমি আমাদের উভয় লোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন দূর কর অর্থাৎ দৈব মন ও ধন পেয়ে আরোগ্য হয়ে সৎকর্ম করে যাতে আমরা স্বর্গলোকে যাই, সেরূপ কর। ২৩।১ ॥ হবি দানশীল যজমানের বরণীয় রত্ন দিয়ে হিরণ্যাক্ষ সবিতা দেব আসুক, যে সবিতা পৃথিবীর আট দিক, তিন লোক, যোজনগুলি ও সপ্ত সিন্ধু প্রকাশ করেছে। ২৪।১ ॥ সূর্য দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে এসে তার অন্ধকাররূপ রোগ দূর করে, আবার অস্ত যাবার সময় অন্ধকারের দ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে। হিরণ্যপাণি, সকল কিছুর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা সূর্য দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে এসেছে। ২৫।১ ॥

মন্ত্র : হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃডীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্। অপসেধন্ রক্ষসো যতুধানানস্থাদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥ ২৬ ॥ যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসোহরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে। তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব ॥ ২৭ ॥ উভা পিবতমশ্বিনোভা নঃ শর্ম যচ্ছতম্। অবিদ্রিযাভিরূতিভিঃ ॥ ২৮ ॥ অপ্নস্বতীমশ্বিনা বাচমস্মে কৃতং নো দস্রা বৃষণা মনীষাম্। অদ্যূত্যেঽবসে নি হ্বয়ে বাং বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥ ২৯ ॥ দ্যুভিরক্তুভিঃ পরি পাতমস্মানরিষ্টেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : যে দেব সূর্য রাক্ষস ও যাতুধানদের দূর করে, যিনি দানের জন্য হস্তে স্বর্ণ ধারণ করেন, যিনি প্রাণ প্রদাতা, কল্যাণস্তুতি, বান্ধবদের সুখয়িতা, অধার্মিকদের দোষের উল্লেখ করে থাকে, সে সূর্য আমাদের সামনে আসুক। ২৬।৬ ॥ হে সবিতা দেব, অন্তরিক্ষে তোমার যে পূর্বতন পঙ্কিল রহিত পথ আছে, সে সুখময় পথে আমাদের নিয়ে চল; তারপর আমাদের রক্ষা কর এবং আমাদের যা হিতকর, তা উপদেশ কর। ২৭।১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে সোম পান কর, অখণ্ডিত পালনের দ্বাবা আমাদের সুখ দাও ও রক্ষা কর। ২৮।১। হে দর্শনীয় যুবা অশ্বিদ্বয়, আমাদের বাক্য ও মন কর্মযুক্ত কর, সৎপথে অর্জিত অন্নের জন্য তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা যজ্ঞে আমাদের বর্ধক হও। ২৯।১। হে অশ্বিদ্বয়, দিন রাত অহিংসিত শোভন ধনের দ্বারা তোমরা আমাদের রক্ষা কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি সিন্ধু ও দ্যুলোক তা অনুমোদন করুক। ৩০।১ ॥

মন্ত্র : আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ৩১ ॥ আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ। দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ ॥ ৩২ ॥ উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ৩৩ ॥ প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা। প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হুবেম ॥ ৩৪ ॥ প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা। আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : রাতের সাথে ভ্রমণ করে, দেবতা ও মানুষদের নিজ নিজ প্রদেশে স্থাপন করে, সকল ভুবন দেখতে দেখতে সবিতা দেব হিরন্ময় রথে এসে থাকেন। ৩১।১ ॥ হে রাত্রি, তুমি পিতৃস্থানের সাথে এ পৃথিবী লোক পূর্ণ করেছ, তুমি মহতী হয়ে দ্যুলোক ব্যেপে আছ, তথাপি তোমার উজ্জ্বল অন্ধকার প্রবর্তিত হচ্ছে। ৩২।১। হে অন্নযুক্ত উষা, আমাদের জন্য সে বিচিত্র ধন আন,

যা দিয়ে আমরা পুত্র পৌত্রাদি সন্তানবর্গের পোষণ করতে পারি। ৩৩।১॥ আমরা বার বার অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ভগ, পুষা, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্রের আহ্বান করছি। ৩৪।১॥ আমরা সে আদিত্যের আহ্বান করি, যে প্রাতঃকাল জয়কারী, উৎকৃষ্ট, অদিতির পুত্র ও জগতের ধারক। অতৃপ্ত দরিদ্র, আতুর জন, এমনকি রাজাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূজা করে যার উদয় কামনা করে। ৩৫।১॥

মন্ত্রঃ ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ। ভগ প্র নো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম॥ ৩৬॥ উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্। উতোদিতা মঘবন্ সূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম॥ ৩৭॥ ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম। তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুর এতা ভবেহ॥ ৩৮॥ সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়। অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু॥ ৩৯॥ অশ্ববতী র্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ। ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ : হে ধনপ্রাপক ভগ, হে অনশ্বর ধনযুক্ত ভগ, তুমি ধন দিয়ে আমাদের বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ কর। হে ভগ, আমাদের গাভী ও অশ্বের বর্ধন কর, আমরা যেন পুত্রাদির সাথে বহুজনযুক্ত হতে পারি। ৩৬।১॥ হে ধনযুক্ত রবি, আমরা এখন জ্ঞানবান হবো, সূর্যের অস্তগমন কালে, দিবা ভাগে ও উদয়কালে আমরা ধনযুক্ত হবো, দেবগণ আমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি দিক। ৩৭।১॥ হে দেবগণ, ভগদেব ধনদাতা, তার প্রদত্ত ধনে আমরা ধনী হবো। হে ভগ, সকল লোক ইষ্টসিদ্ধির জন্য তোমাকে ডাকে। হে ভগ, অগ্রসর হয়ে সকল কার্য কর। ৩৮।১। উষার অধিষ্ঠাতা দেবগণ অশ্বের মত পবিত্র যজ্ঞস্থলে আসছে, বেগবান অশ্ব যেমন রথের দিকে যায় সেরূপ তারা ধনদাতা আদিত্য ও আমাদের দিকে আসুক। ৩৯।১॥ অশ্বযুক্ত, গাভীযুক্ত, পুত্রযুক্ত ও কল্যাণরূপ উষাদেবীগণ জল ক্ষরণের দ্বারা সকলের তৃপ্তিসাধন করে আমাদের অজ্ঞান পাশ মোচন করুক। হে উষাদেবীগণ, তোমরা অবিনশ্বর মঙ্গলের দ্বারা সর্বদা আমাদের পালন কর। ৪০।১॥

টীকা : ৩৬। আদরার্থে বার বার 'ভগ' শব্দের সম্বোধন করা হয়েছে॥

মন্ত্র : পূষন্ তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন। স্তোতারস্ত ইহ স্মসি॥ ৪১॥ পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্। স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিযং ধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা॥ ৪২॥ ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥ ৪৩॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণো র্যৎপরমং পদম্॥ ৪৪॥ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ ৪৫॥

অনুবাদ : হে পূষাদেব, তোমার কর্ম করে আমরা কখনও বিনষ্ট হবো না, এ কর্মে আমরা তোমার স্তুতিকর্তা হবো। ৪১।১॥ বেদোক্ত বাক্যে আহূত হয়ে যে পূষা সকল পথের অধিপতি অর্কদেবকে ব্যাপ্ত করে, সে পূষা আমাদের শোকনাশক ও আহ্লাদপ্রদ কর্ম দিক ও আমাদের সকল কর্ম সাধন করুক। ৪২।১॥ জগতের রক্ষক, অহিংসিত বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য রূপ তিন স্থান ব্যেপে আছেন এবং এ তিন স্থান থেকে পুণ্য কর্মগুলি ধরে আছেন। ৪৩।১॥

নিষ্কাম, অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ সে বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকে। ৪৪।১ ॥ দ্যাবা পৃথিবী আদিত্যের শক্তিতে দৃঢ় হয়েছে। তারা জলযুক্ত, প্রাণিগণের আশ্রয়, বিস্তীর্ণ বিস্তারযুক্ত, জলের দোহনকারী, শোভন রূপ বিশিষ্ট জরারহিত ও সকলের বীর্যের উৎপাদক। ৪৫।১ ॥

টীকা: ৪৩। এখানে 'বিষ্ণু'—শব্দের ভাষ্যকার যজ্ঞ অর্থ করেছেন। ৪৫। এখানে 'বরুণ' শব্দে আদিত্যকে বুঝান হয়েছে ॥

মন্ত্র: যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্তিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ ॥ ৪৬ ॥ আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ৪৭ ॥ এষ ব স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ। এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৪৮ ॥ সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ পূর্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরে রথ্যো ন রশ্মীন্ ॥ ৪৯ ॥ আয়ুষ্যং বর্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চস্বজ্জৈত্রায়াবিশতাদু মাম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ: যারা আমাদের শত্রু, তারা পরাভূত হোক, তাদের আমরা ইন্দ্র ও অগ্নির বলে বিনাশ করে থাকি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ আমাদের উচ্চস্থানস্থিত উৎকৃষ্ট জ্ঞাতা ও অধিরাজ করুক। ৪৬।১ ॥ হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয়, তেত্রিশ সংখ্যক দেবতাদের সাথে এ স্থানে সাম পানের জন্য এস, আমাদের আয়ুর বর্ধন কর, পাপের শোধন কর, আমাদের দুর্ভাগ্য দূর কর ও আমাদের সকল কাজে যুক্ত হও। ৪৭।১ ॥ হে মরুদ্গণ, আসক্তিশূন্য, মান্য যজমানের এ স্তোম, সত্য ও প্রিয় বাক্য তোমাদের জন্য। হে মরুদ্গণ, আমাদের দৃঢ় করতে এবং প্রাণদায়ক অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমরা এস। ৪৮।১ ॥ দৈব সপ্ত ঋষিগণ স্তোম ও ছন্দ যুক্ত, কর্মের অনুষ্ঠাতা, শব্দপ্রমাণ পরীক্ষায় তৎপর এবং ধীর। ৪৯।১ ॥ আয়ু ও তেজের হিতকারক, ধনের পুষ্টিবর্ধক, স্বর্গের প্রকাশক ও অন্নযুক্ত এ স্বর্ণ জয়ের জন্য আমার নিকট আসুক। ৫০।১ ॥

টীকা: ৪৯। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এঁরা সাতজন দৈব ঋষি।

মন্ত্র: ন তদ্রক্ষাংসি ন পিশাচাস্তরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমজং হ্যেতৎ। যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৫১ ॥ যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ। তন্ম আ বধ্নামি শতশারদায়ায়ুষ্মাঞ্জরদষ্টির্যথাসম্ ॥ ৫২ ॥ উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎপৃথিবী সমুদ্রঃ। বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু ॥ ৫৩ ॥ ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি। শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥ ৫৪ ॥ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্। সপ্তাপঃ স্বপতো লোকমীয়ুস্তত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ: রাক্ষস ও পিশাচগণ এ হিরণ্যের হিংসা করে না, যেহেতু এ দেবতাদের প্রথমোৎপন্ন তেজ। যে হিরণ্য অলঙ্কাররূপে ধারণ করে, সে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করে। ৫১।১ ॥ দক্ষবংশোৎপন্ন সুমনা ব্রাহ্মণগণ যে হিরণ্য শতনীক রাজাকে বেঁধে দিয়েছিলেন ; আমি দীর্ঘায়ু ও

বার্ধক্যের জন্য, তা নিজে ধারণ করছি। ৫২।১॥ সত্যবর্ধক, আহুত মন্ত্রের দ্বারা স্তুত, মেধাবীগণের পূজিত অহির্বুধ্ন্য, অজএকপাৎ রুদ্র পৃথিবী সমুদ্র ও বিশ্বদেবগণ আমাদের কথা শুনুক ও আমাদের পালন করুক।৫৩।১॥ আমাদের স্তুতিরূপ বাণী বুদ্ধিরূপ স্রুকের দ্বারা ঘৃতের সাথে আদিত্যদের সমর্পণ করছি। চিরকাল দীপ্যমান আদিত্যগণ, অর্যমা, ভগ, বহুজাত ত্বষ্টা, বরুণ দক্ষ ও অংশ আমাদের কথা শুনুক। ৫৪।১॥ প্রাণাদি সপ্ত ঋষিগণ শরীরে থেকে সর্বদা শরীরের রক্ষা করে। তারা দেহ ব্যেপে থাকে এবং নিদ্রিত লোকের আত্মা লাভ করে। অনিদ্র, দীপ্যমান জীবনদাতা ও প্রাণ ও অপান সর্বদা জেগে থাকে। ৫৫।১॥

টীকা ঃ ৫৫। এখানে সপ্ত ঋষি বলতে ভাষ্যকার ত্বক, চক্ষু, শ্রবণ, রসনা, ঘ্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করেছেন।

মন্ত্র ঃ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে। উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা॥ ৫৬॥ প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যম্। যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে॥ ৫৭॥ ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব। বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ। য ইমা বিশ্বা বিশ্বকর্মা যো নঃ পিতা অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি॥ ৫৮॥

[কাণ্ড—৫৮, মন্ত্র—৫৮]

অনুবাদ ঃ হে দেবপালক ব্রহ্মণস্পতি, তুমি উঠ, দেবকামী আমরা তোমার প্রার্থনা করছি, দাতা মরুদ্গণ তোমাদের কাছে আসুক। হে ইন্দ্র, তুমিও এক সাথে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি কর। ৫৬।১॥ ব্রহ্মণস্পতি নিশ্চয় উক্থ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ, মিত্র অর্যমা ও অপর দেবগণ বাস করে। ৫৭।১। হে ব্রহ্মণস্পতি, জগতের নিয়ন্তা তোমার নিকট প্রার্থনা করি—আমাদের স্তুতি শোন, আমাদের পুত্রদের প্রীতি কর, দেবতাদের যে কল্যাণ আছে, সে সমস্ত আমাদের হোক। কল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করে যজ্ঞে আমরা মহৎ উচ্চারণ করব। যে বিশ্বকর্মা প্রাণিগণের সংহারক, যিনি আমাদের পালক, হে অন্নপতি, তুমি আমাদের অন্ন দাও। ৫৮।১॥

টীকা ঃ ৫৮। 'য ইমা বিশ্বা'—ইত্যাদি ১৭ অধ্যায়ের ১৭, ২৬ ও ২৭ কণ্ডিকার প্রতীক মন্ত্র॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ অপেতো যন্তু পণয়োঽসুম্না দেবপীয়বঃ। অস্য লোকঃ সুতাবতঃ। দ্যুভিরহোভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্ববসানমস্মৈ॥ ১॥ সবিতা তে শরীরেভ্যঃ পৃথিব্যাং লোকমিচ্ছতু। তস্মৈ যুজ্যন্তামুস্রিয়াঃ॥ ২॥ বায়ুঃ পুনাতু সবিতা পুনাত্বগ্নের্ভ্রাজসা সূর্যস্য বর্চসা। বি মুচ্যন্তামুস্রিয়াঃ॥ ৩॥ অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা। গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পূরুষম্॥ ৪॥ সবিতা তে শরীরাণি মাতুরুপস্থ আবপতু। তস্মৈ পৃথিবি শং ভব॥ ৫॥

অনুবাদ ঃ অসুখকর, দেবতাদের হিংসক অসুরগণ দূর হোক। এ স্থান সোম অভিষবকারী যজমানদের। যম এ যজমানের ঋতু, দিন রাতের দ্বারা স্পষ্টীকৃত

স্থান দিক। ১।১ ॥ হে যজমান, সবিতা তোমার শরীরের পৃথিবীর স্থান ইচ্ছা করুক। সে সবিতার উদ্দেশে বৃষগুলি যুক্ত হোক। ২।১ ॥ হে পৃথিবী, বায়ু তোমাকে বিদীর্ণ করুক, সবিতা অগ্নির দীপ্তি ও সূর্যের তেজের দ্বারা তোমাকে বিদীর্ণ করুক। বৃষগুলি মুক্ত করে দাও। ৩।৫ ॥ হে ওষধিসকল, যেহেতু তোমরা যজমানের অন্ন দিয়ে পোষণ করে থাক, অতএব অশ্বত্থ ও পলাশ তোমাদের স্থান। এ রূপে তোমরা পৃথিবীর সেবা করে থাকে। ৪।১ ॥ হে যজমান, সবিতা তোমার শরীর পৃথিবীর ক্রোড়ে স্থাপন করুক। হে পৃথিবী, তুমি যজমানের সুখরূপ হও। ৫।১ ॥

টীকা : ১। এ অধ্যায়ের দেবতা পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ। তাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়েছে।

মন্ত্র : প্রজাপতৌ ত্বা দেবতায়ামুপোদকে লোকে নি দধাম্যসৌ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৬ ॥ পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে অন্য ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ৭ ॥ শং বাতঃ শং হি তে ঘৃণিঃ শং তে ভবন্ত্বিষ্টকাঃ। শং তে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ পার্থিবাসো মা ত্বাভি শূশুচন্ ॥ ৮ ॥ কল্পন্তাং তে দিশস্তুভ্যমাপঃ শিবতমাস্তুভ্যং ভবন্তু সিন্ধবঃ। অন্তরিক্ষং শিবং তুভ্যং কল্পন্তাং তে দিশঃ সর্বাঃ ॥ ৯ ॥ অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ। অত্রা জহীমোঽশিবা যে অসঞ্ছি-বান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে যজমান, জলের সমীপ স্থানে প্রজাপতি দেবতাতে তোমাকে স্থাপন করছি। সে প্রজাপতি আমাদের পাপ দগ্ধ করুক। ৬।১ ॥ হে মৃত্যু, তুমি পরাঙ্মুখ হয়ে দেবযানপথ থেকে অন্য পিতৃযান পথে যাও। তোমার অদৃষ্ট বা অশ্রুত কিছু নেই। হে মৃত্যু, তুমি আমাদের সন্ততি ও পুত্রদের হিংসা করো না। ৭।১ ॥ হে যজমান, বায়ু তোমার সুখরূপ হোক, এরূপ সূর্যকিরণ, সকল দিক ও অগ্নি তোমার সুখরূপ হোক। পার্থিব অগ্নি যেন তোমাকে তাপ না দেয়। ৮।১ ॥ হে যজমান, দিক সকল তোমার যোগ্য হোক, জলগুলি তোমার কল্যাণকর হোক, এরূপ সমুদ্র ও অন্তরিক্ষ তোমার কল্যাণকর হোক। সমস্ত দিক তোমার যোগ্য হোক। ৯।১ ॥ হে মিত্রগণ, এখানে পাষাণবতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা পার হবার চেষ্টা কর, তোমরা সামনের দিকে নদী পার হও। যে স্থানে দুষ্ট রাক্ষসরা আছে, আমরা তাদের ত্যাগ করছি, তা হলে আমরা সুখকর অন্ন লাভ করব। ১০।১ ॥

মন্ত্র : অপাঘমপ কিল্বিষমপ কৃত্যামপো রপঃ। অপামার্গ ত্বমস্মদপ দুঃস্বপ্ন্যং সুব ॥ ১১ ॥ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১২ ॥ অনড্বাহমন্বারভামহে সৌরভেয়ং স্বস্তয়ে। স ন ইন্দ্র ইব দেবেভ্যো বহ্নিঃ সন্তারণো ভব ॥ ১৩ ॥ উদ্বয়ং তমস-স্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্। শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : হে অপামার্গ, তুমি আমাদের মনের পাপ দূর কর, সেরূপ কীর্তি-নাশক কায়িক ও বাচিক পাপ দূর কর। দুঃস্বপ্ন থেকে উত্থিত অমঙ্গল আমাদের নিকট হতে দূর কর। ১১।১ ॥ যারা আমাদের মিত্র, জল ও ওষধিসকল তাদের সুমিত্র হোক। যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, জল ও

ওষধিসকল তাদের অমিত্র হোক। ১২।১ ॥ আমাদের কল্যাণের জন্য সুরভীর পুত্র অনড্বাহকে স্পর্শ করছি, সে আমাদের দুঃখনাশক হোক এবং শত দেবগণের বাহক হোক। ১৩।১ ॥ তমোবহুল এ লোক থেকে নির্গত হয়ে আমরা উৎকৃষ্টতর স্বর্গ ও দেবলোকে সূর্য দেখে উত্তম জ্যোতি (ব্রহ্মরূপ) প্রাপ্ত হয়েছি। ১৪।১ ॥ মানুষের জন্য এ পরিধি স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কেহ যেন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যমলোকে না যায়। তারা দান অধ্যয়নাদির দ্বারা শতায়ু হোক এবং ঢিল দিয়ে মৃত্যুকে তাড়িয়ে দিক। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥ ১৬ ॥ আয়ুষ্মানগ্নে হবিষা বৃধানো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি। ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমান্ত্ স্বাহা ॥ ১৭ ॥ পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত। দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাঁ আ দধর্ষতি ॥ ১৮ ॥ ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ১৯ ॥ বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্বেত্থ নিহিতান্ পরাকে। মেদসঃ কুল্যা উপ তান্ স্রবন্তু সত্যা এষামাশিষঃ সং নমন্তাং স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, আয়ু প্রাপক কর্ম করাও, আমাদের ধান্য, দধি প্রভৃতি দাও। দূরে স্থিত দুষ্ট কুকুরের মত দুর্জনদের বিনাশ কর। ১৬।১ ॥ হে অগ্নি, তুমি চিরজীবী হও, হবির দ্বারা বর্ধিত হয়ে তুমি ঘৃতমুখ ও ঘৃতের উৎপত্তি-স্থান হও। তুমি মধুর সুগন্ধি গব্য ঘৃত পান করে পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে সেরূপ এ জীবদের রক্ষা কর। ১৭।১ ॥ এ লোকেরা গাভী এনেছে, অগ্নি সংগ্রহ করেছে, ঋত্বিকদের দক্ষিণা দিয়েছে; এ সকল কর্মের কৃতকৃত্য এদের কে পরাভব করতে পারে ?। ১৮।১ ॥ পুরুষের দাহকারী ক্রব্যাদ অগ্নিকে দূরে নিক্ষেপ করছি, সে পাপনাশক অগ্নি যমরাজ্যে যাক্। অপর জাতবেদা অগ্নি নিজের অধিকার জেনে এ গৃহে দেবতাদের উদ্দেশে হব্য বহন করুক। ১৯।১ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বপা বহন কর, দূরে যেখানে তারা নিহিত, তা তুমি জান, তাদের দিকে মেদের নদী সকল প্রসৃত হোক। দাতাদের মনোরথ সত্য হোক। যাগ সম্পন্ন হোক। ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২১ ॥ অস্মাত্ত্বমধি জাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা ॥ ২২ ॥

[কাণ্ড—২২, মন্ত্র—২৮]

অনুবাদ ঃ হে পৃথিবী, তুমি আমাদের সুখরূপ হও, দুঃখরহিত, জনগণের প্রতিষ্ঠাতা, সকল দিকে বিস্তৃত তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। এ জল আমাদের পাপের শোধন করুক। ২১।২ ॥ হে অগ্নি, তুমি এ যজমান থেকে উৎপন্ন হয়েছ, এ যজমান আবার তোমা থেকে স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য উৎপন্ন হোক। আমাদের যাগ সম্পন্ন হোক। ২২।১ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ঋচং বাচং প্র পদ্যে মনো যজুঃ প্র পদ্যে সাম প্রাণং প্র পদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্র পদ্যে। বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ ॥ ১ ॥ যন্মে ছিদ্রং

চক্ষুর্মে হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥ ২ ॥ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩ ॥ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৪ ॥ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ ঋক্-রূপ বাক্যের শরণ গ্রহণ করছি, যজু-রূপ মনে প্রবেশ করছি, প্রাণরূপ সামের আশ্রয় নিচ্ছি, চক্ষু ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অবলম্বন করছি। বাগিন্দ্রিয়, মানসিক ও শারীরিক বল, প্রাণ ও অপান—এরা একত্র হয়ে আমাতে থাকুক।১।১ ॥ আমার চক্ষু, বুদ্ধি ও মনের যে ব্যাকুলতা, দেবগুরু বৃহস্পতি তা দূর করুন। যিনি ভুবনের অধিপতি, তিনি আমাদের সুখরূপ হোন। ২।১ ॥ যে সবিতা দেব আমাদের বুদ্ধি সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন, সবিতৃদেবের বরণীয় সমস্ত পাপবিনাশক সে জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ৩।১ ॥ বিচিত্র, সদা বর্ধমান ইন্দ্র কোন তর্পণ ও কোন্ যাগক্রিয়ার দ্বারা আমাদের সহায় হয়েছিলেন ? । ৪।১ ॥ হে ইন্দ্র, সোমরূপ অন্নের কোন্ অংশ তোমাকে মত্ত করে, যাতে অত্যন্ত মত্ত হয়ে সুদৃঢ় স্বর্ণাদি ধন আমাদের দেবার জন্য চূর্ণ করে থাক ? । ৫।১ ॥

টীকা ঃ ১। এ অধ্যায়ের 'ঋচং বাচং'—ইত্যাদি মন্ত্রগুলি শান্তিকর্মে প্রযুক্ত হয়।

মন্ত্র ঃ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥ ৬ ॥ কয়া ত্বং ন উত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্। কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি। শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৮ ॥ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯ ॥ শং নো বাতঃ পবতাং শং নস্তপতু সূর্যঃ। শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভি বর্ষতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি সখা, স্তোতা ও ঋত্বিক্, তুমি আমাদের পালক ; আমাদের রক্ষার জন্য বহুরূপ ধারণ করে থাক। ৬।১ ॥ হে ইন্দ্র, কোন্ তর্পণে তুমি আমাদের তৃপ্ত কর ? কোন্ তৃপ্তির দ্বারা স্তোতাদের ধন এনে থাক ? । ৭।১ ॥ ইন্দ্র সকল জগতের নিয়ামক, সে ইন্দ্র আমাদের পুত্রদের ও গবাদি পশুর সুখরূপ হোন। ৮।১ ॥ মিত্রদেব আমাদের সুখরূপ হোন, সেরূপ বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও উরুক্রমা বিষ্ণু আমাদের সুখরূপ হোন। ৯।১ ॥ বায়ু আমাদের সুখকররূপে বয়ে যাক, সূর্য আমাদের সুখকররূপে তাপ দিক, গর্জনকারী পর্জন্যদেব আমাদের সুখকররূপে বর্ষণ করুক। ১০।১ ॥

মন্ত্র ঃ অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্। শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা। শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ ॥ ১১ ॥ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ১২ ॥ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ ॥ ১৩ ॥ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১৪ ॥ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ দিনের অভিমানী দেবগণ আমাদের সুখরূপ হোক, রাতের অভিমানী দেবতারা আমাদের সুখ দিক। ইন্দ্র ও অগ্নিদেব পালনের দ্বারা আমাদের সুখরূপ হোক, হবির দ্বারা তৃপ্ত হয়ে ইন্দ্র ও বরুণ আমাদের সুখরূপ

হোক, অন্ন দানের জন্য ইন্দ্র ও পুষাদেব আমাদের সুখরূপ হোক, ইন্দ্র ও সোমদেব রোগ ও ভয় দূর করে আমাদের সুখরূপ হোক। ১১।১ ॥ দীপ্যমান জলদেবীগণ আমাদের স্নান ও পানের জন্য সুখরূপ হোক, তারা আমাদের ভয় ও রোগ দূরে করুক। ১২।১ ॥ হে পৃথিবী, তুমি আমাদের সুখরূপ হও, দুঃখরহিত, জনগণের প্রতিষ্ঠাতা, সকল দিকে বিস্তৃত তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। ১৩।১ ॥ হে জলদেবীগণ, তোমরা সুখের কারণ, যাতে আমরা সকল ভোগ্য রসের আস্বাদক হই, সেরূপ কর। আমাদের মহৎ রমণীয়-দর্শন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্য কর। ১৪।১ ॥ হে জলদেবীগণ, মা যেমন শিশুকে স্তন পান করায়, সেরূপ তোমাদের যে সুখরূপ রস আছে, তা আমাদের দাও। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৬ ॥ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ১৭ ॥ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ১৮ ॥ দৃতে দৃংহ মা। জ্যোক্তে সন্দৃসি জীব্যাসং জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসম্ ॥ ১৯ ॥ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে। অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ যার নিবাসে তোমরা প্রীত হও, সে রস লাভের জন্য আমরা বারবার তোমাদের নিকট যাই, হে জলদেবীগণ, আমাদের সে রসের ভোক্তা কর। ১৬।১ ॥ দ্যুলোকের যে শান্তি, অন্তরিক্ষলোকের যে শান্তি, পৃথিবীলোকের যে শান্তি, সেরূপ ওষধির, বনস্পতির, সকল দেবগণের, ব্রহ্মের, সকল জগতের ও স্বরূপত শান্তির যে শান্তি—সে সমস্ত আমার হোক। ১৭।১ ॥ হে মহাবীর, আমাকে দৃঢ় কর, সকল প্রাণী যেন আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে, আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি। আমরা সকলে পরস্পর বন্ধুর চোখে যেন দেখি। ১৮।১ ॥ হে বীর, আমাকে দৃঢ় কর, তোমার সন্দর্শনে আমি চিরকাল বেঁচে থাকব। ১৯।১ ॥ হে অগ্নি, সকল রসের শোষক, পদার্থের প্রকাশক তোমার তেজকে নমস্কার। তোমার জ্বালাসমূহ আমাদের ছাড়া অপরকে জ্বালা দিক, আমাদের প্রতি শোধক ও শান্ত হও। ২০।১ ॥

টীকা ঃ ১৯। 'দৃতে'—শব্দের ভাষ্যকার বহুপ্রকার অর্থ করেছেন। দৃ-ধাতুর বিদীর্ণ করা অর্থ, তা থেকে জরাজর্জরিত শরীরে হে মহাবীর, তুমি দৃঢ় কর। অথবা আমার কাজের দোষত্রুটি তুমি পূর্ণ কর। কিম্বা সেচনকারী বলে 'দৃতি' শব্দের সম্বোধনে মহাবীরকে লক্ষ্য করেছেন।

মন্ত্র ঃ নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্বঃ সমীহসে ॥ ২১ ॥ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু। শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ ॥ ২২ ॥ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২৩ ॥ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ২৪ ॥

[কণ্ডিকা—২৪ ঃ মন্ত্র—২৪]

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, বিদ্যুৎ-রূপী তোমাকে নমস্কার, গর্জনরূপী তোমাকে নমস্কার, যেহেতু তুমি স্বর্গে যেতে চাও, অতএব তোমাকে নমস্কার। ২১।১ ॥

হে মহাবীর, যে যে দুশ্চরিত থেকে আমাদের অপকার করতে চাও, সে সকল থেকে আমাদের অভয় দাও। আমাদের প্রজাগণের সুখ দাও এবং পশুদের নির্ভীক কর। ২২।১ ॥ যারা আমাদের মিত্র, জল ও ওষধিসকল তাদের সুমিত্র হোক। যারা আমাদের দ্বেষ করে আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, জল ও ওষধিসকল তাদের অমিত্র হোক। ২৩।১ ॥ দেবতাদের প্রিয়, শুভ্র, জগতের চক্ষুস্বরূপ আদিত্য পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে। তার প্রসাদে আমরা শত বছর দেখব, শত বছর বেঁচে থাকব, শত বছর শুনব, শত বছর বলব, শত বছর অদীন হয়ে থাকব, শত বছরের পরেও বহুকাল থাকব। ২৪।১ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আ দদে নারিরসি ॥ ১ ॥ যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ২ ॥ দেবী দ্যাবাপৃথিবী মখস্য বামদ্য শিরো রাধ্যাসং দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৩ ॥ দেব্যো বম্র্যো ভূতস্য প্রথমজা মখস্য বোঽদ্য শিরো রাধ্যাসং দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৪ ॥ ইয়ত্যগ্র আসীন্মখস্য তেঽদ্য শিরো রাধ্যাসং দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : সবিতাদেবের আদেশে অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা ও পূষা-দেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি, তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধীয় হও। ১।১ ॥ ঋত্বিক্গণ তাদের মন, বুদ্ধি ও বাক্য ফলদায়ক মহৎ যজ্ঞকর্মে যুক্ত করছে। এ যজ্ঞে সাতজন হোতা থাকে, তাদের মধ্যে একজন তিন বেদ জানে. এ সবিতা দেবের মহতী স্তুতি। ২।১ ॥ হে দীপ্যমান দ্যাবাপৃথিবী, পৃথিবীর এ দেবযজনস্থলে তোমাদের নিয়ে যজ্ঞশির মহাবীরের সাধন করব। যজ্ঞের জন্য, মহাবীরের জন্য এ মৃত্তিকা গ্রহণ করছি। ৩।১ ॥ হে দীপ্যমান উপাজিহ্বিকা, ভূতগণের প্রথম জাত তোমাদের নিয়ে পৃথিবীর এ দেবযজনস্থলে যজ্ঞশির মহাবীরের সাধন করব। যজ্ঞের জন্য, মহাবীরের জন্য এ মৃত্তিকা গ্রহণ করছি। ৪।১ ॥ হে পৃথিবী, তুমি প্রথমে অল্পমাত্র প্রদেশে ব্যেপে ছিলে. তোমাকে নিয়ে পৃথিবীর এ দেবযজনস্থলে যজ্ঞশির মহাবীরের সাধন করব। যজ্ঞের জন্য, মহাবীরের জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করছি। ৫।১ ॥

টীকা : ২। এ কণ্ডিকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ৫ অধ্যায়ের ১৪ কণ্ডিকায় দেখুন। ৩। মহাবীরকে এখানে যজ্ঞের মস্তকসদৃশ বলা হয়েছে।

মন্ত্র : ইন্দ্রস্যৌজঃ স্থ মখস্য বোঽদ্য শিরো রাধ্যাসং দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৬ ॥ প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা। অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্ক্তি-রাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৭ ॥ মখস্য শিরোঽসি। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখস্য শিরোঽসি। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখস্য শিরোঽসি। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ৮ ॥ অশ্বস্য ত্বা বৃষ্ণঃ শক্না ধূপয়ামি দেবযজনে

পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। অশ্বস্য ত্বা বৃষ্ণঃ শক্না ধূপয়ামি দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। অশ্বস্য ত্বা বৃষ্ণঃ শক্না ধূপয়ামি দেবযজনে পৃথিব্যাঃ। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ৯ ॥ ঋজবে ত্বা সাধবে ত্বা সুক্ষিত্যৈ ত্বা। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে। মখায় ত্বা মখস্য ত্বা শীর্ষ্ণে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে পূতীকা, তোমরা ইন্দ্রের তেজরূপ, তোমাদের নিয়ে পৃথিবীর এ দেবযজনস্থলে যজ্ঞশির মহাবীরের সাধন করব। যজ্ঞের জন্য, মহাবীরের জন্য তোমাদের গ্রহণ করছি। হে জল, যজ্ঞের জন্য ও মহাবীরের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে দ্রব্যগুলি, যজ্ঞের জন্য ও মহাবীরের জন্য তোমাদের গ্রহণ করছি। ৬।৩ ॥ বেদপতি হিরণ্যগর্ভ আমাদের যজ্ঞের দিকে আসুক, প্রিয় সত্যস্বরূপ ত্রয়ীরূপা বাক্-দেবী এ যজ্ঞে আসুক। যাগযোগ্য দেবগণ আমাদের দিয়ে শত্রুনাশক, মানুষের হিতকারক, পংক্তির সাধক যজ্ঞ করাক। হে দ্রব্যগুলি, যজ্ঞের জন্য মহাবীরের জন্য তোমাদের গ্রহণ করছি। ৭।৪॥ হে মহাবীর, তুমি যজ্ঞের মস্তক স্বরূপ, যজ্ঞের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৮।৬ ॥ হে মহাবীর, যজ্ঞ ও যজ্ঞের শির-ভাগের জন্য সেচনকারী অশ্বের বরুতের দ্বারা তোমাকে ধূপ দিচ্ছি। ৯।৬ ॥ হে মহাবীর, সত্য আদিত্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি, বায়ুর প্রীতির জন্য, পৃথিবীর জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। যজ্ঞের জন্য যজ্ঞের শির-ভাগের জন্য তোমার সিঞ্চন করছি। ১০।৬ ॥

টীকা : পূতীকা তৃণ বিশেষ। ৮। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি একার্থক বলে একটি করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মন্ত্র : যমায় ত্বা মখায় ত্বা সূর্যাস্য ত্বা তপসে। দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বানক্তু পৃথিব্যাঃ সংস্পৃশস্পাহি। অর্চিরসি শোচিরসি তপোঽসি ॥ ১১ ॥ অনাধৃষ্টা পুরস্তাদগ্নেরাধিপত্য আয়ুর্মে দাঃ। পুত্রবতী দক্ষিণত ইন্দ্রস্যাধিপত্যে প্রজাং মে দাঃ। সুষদা পশ্চাদ্দেবস্য সবিতুরাধিপত্যে চক্ষুর্মে দাঃ। আশ্রুতিরুত্তরতো ধাতুরাধিপত্যে রায়স্পোষং মে দাঃ। বিধৃতিরুপরিষ্টাদ্বৃহস্পতেরাধিপত্য ওজো মে দা। বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যস্পাহি মনোরশ্বাসি ॥ ১২ ॥ স্বাহা মরুদ্ভিঃ পরি শ্রীয়স্ব দিবঃ সংস্পৃশস্পাহি। মধু মধু মধু ॥ ১৩ ॥ গর্ভো দেবানাং পিতা মতীনাং পতিঃ প্রজানাম্। সং দেবো দেবেন সবিত্রা গত সং সূর্যেণ রোচতে ॥ ১৪ ॥ সমগ্নিরগ্নিনা গত সং দৈবেন সবিত্রা সং সূর্যেণারোচিষ্ট। স্বাহা সমগ্নিস্তপসা গত সং দৈব্যেন সবিত্রা সং সূর্যেণারূরুচত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : সকলের নিয়ামক আদিত্যের প্রীতির জন্য তোমার প্রোক্ষণ করছি, যজ্ঞের জন্য ও তেজরূপ সূর্যের জন্য তোমার প্রোক্ষণ করছি। হে মহাবীর, সবিতা দেব মধুর দ্বারা তোমার লেপন করুক। হে রজত, পৃথিবীর রাক্ষসদের কাছ থেকে মহাবীরের রক্ষা কর। হে মহাবীর, তুমি চন্দ্রের কান্তিরূপ, অগ্নির তেজরূপ ও সূর্যের তাপরূপ। ১১।৬ ॥ হে পৃথিবী, তুমি পূর্বদিকে রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে অগ্নির আধিপত্যে আমাকে আয়ু দাও, তুমি দক্ষিণ দিকে ইন্দ্রের আধিপত্যে পুত্রবতী হয়ে আমাকে পুত্রাদি দাও, তুমি পশ্চিম দিকে লোকের আসন রূপে সবিতা দেবতার আধিপত্যে আমাকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দাও, উত্তর দিকে ব্রহ্মার আধিপত্যে যজ্ঞের রূপ তুমি আমার ধনের পুষ্টি দাও। উপরি প্রদেশে বৃহস্পতির আধিপত্যে জুহ্বাদির ধারক তুমি আমাকে বল দাও। হে মহাবীর, তুমি মনুর অশ্বরূপ, সকল পিশাচাদি থেকে আমাদের রক্ষা কর। ১২।৭ ॥ হে ধর্ম, তুমি

স্বাহাকার হবির আধার জন্য তুমি সূর্যরূপ। মরুদ্গণ তোমার আশ্রয় করুক। দ্যুলোকের দেবতাদের পালন কর। প্রাণ, উদান ও ব্যানরূপ মধু মহাবীরে স্থাপন করছি। ১৩।৩ ॥ দীপ্যমান মহাবীর সবিতা দেবের সাথে মিলিত হয়েছে, যে ঘর্ম সূর্যের সাথে একত্র দীপ্ত হয়, তাকে আমরা স্তুতি করছি। তার দীপ্ত রশ্মি সকলের গ্রাহক, বৃদ্ধির প্রবর্তক ও প্রজাগণের পালক। ১৪।১ ॥ ঘর্মরূপ অগ্নি অগ্নির সাথে যুক্ত হয়ে সবিতা দেবের সাথে মিলিত হচ্ছে। স্বাহা যুক্ত সে অগ্নি সূর্যের তেজের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং সূর্যের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। তাকে আমরা স্তুতি করি। ১৫।১ ॥

টীকা ঃ ১৩। ঘর্ম স্বাহাকার হবির আধার বলে সূর্যরূপ।

মন্ত্র ঃ ধর্তা দিবো বি ভাতি তপসস্পৃথিব্যাং ধর্তা দেবো দেবানামমর্ত্যস্তপোজাঃ। বাচমস্মে নিযচ্ছ দেবাযুবম্ ॥ ১৬ ॥ অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ১৭ ॥ বিশ্বাসাং ভুবাং পতে বিশ্বস্য মনসস্পতে বিশ্বস্য বচসস্পতে সর্বস্য বচসস্পতে। দেবশ্রুত্বং দেব ঘর্ম দেবো দেবান্ পাহ্যত্র প্রাবীরনু বাং দেববীতয়ে। মধু মাধ্বীভ্যাং মধু মাধূচীভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥ হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্যায় ত্বা। ঊর্ধ্বো অধ্বরং দিবি দেবেষু ধেহি ॥ ১৯ ॥ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ। ত্বষ্টৃমন্তস্ত্বা সপেম পুত্রান্পশূন্ময়ি ধেহি প্রজামস্মাসু ধেহ্যরিষ্টাহহং সহ পত্যা ভূয়াসম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ যে দেব পৃথিবীতে শোভা পান, যিনি দ্যুলোকের, রশ্মিজালের ও দেবগণের ধারক, যিনি অজর, অমর এবং সূর্য থেকে উৎপন্ন, সে ধর্মদেব আমাদের সে যজ্ঞ সম্পন্ন করুন, যে যজ্ঞে দেবগণ আহূত হয়েছে। ১৬।১ ॥ যে ঘর্মদেব ত্রিভুবনের মধ্যে থেকে বার বার আবর্তিত হয়, নানা দিক আচ্ছন্ন করে, সকলের রক্ষক ও অন্তরিক্ষ লোকে বার বার যাতায়াত করলেও পতিত হয় না, তাকে আদিত্যরূপে আমি দেখছি। ১৭।১ ॥ হে সকল পৃথিবীর স্বামী, সমস্ত প্রাণিগণের অধিপতি, সকলের বাক্যের পালক, ত্রয়ী বাক্যের প্রবর্তক, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, হে দীপ্যমান ঘর্মদেব, তুমি দেবতাদের রক্ষা কর। হে অশ্বিদ্বয়, দেবতাদের তর্পণকালে ঘর্মদেব তোমাদের তৃপ্ত করুক, যে তোমরা মধুনামক ব্রাহ্মণের কাছ গিয়ে তাকে পূজা করেছ। ১৮।১ ॥ হে ঘর্মদেব, হৃদয়ের সুস্থতার জন্য, মনের শুদ্ধির জন্য, স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য ও সূর্যের তৃপ্তির জন্য তোমার স্তুতি করছি। তুমি সাবধান হয়ে আমাদের যজ্ঞ দ্যুলোকস্থিত দেবগণের নিকট স্থাপন কর। ১৯।১ ॥ হে মহাবীর, তুমি আমাদের পালক, পিতার মত আমাদের জ্ঞান দাও, তোমাকে নমস্কার, আমাদের হিংসা করো না। হে ঘর্ম, বীর্যযুক্ত আমরা তোমাকে স্পর্শ করছি, আমাদের পুত্র ও শিশুদের বর্ধন কর, পতির সাথে আমরা যেন অহিংসিত হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি। ২০।২ ॥

টীকা ঃ ১৮। এখানে ভাষ্যকার শ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—দধ্যঙ্ আথর্বন মধুনামক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "দধ্যং হ বা আভ্যামাথর্বণো মধুনাম ব্রাহ্মণমূবাচ"।

মন্ত্র ঃ অহঃ কেতুনা জুষতাং সুজ্যোতির্জ্যোতিষা স্বাহা। রাত্রিঃ কেতুনা জুষতাং সুজ্যোতির্জ্যোতিষা স্বাহা ॥ ২১ ॥

[কাণ্ড—২১, মন্ত্র—৫৫]

অনুবাদ : নিজের তেজের দ্বারা জ্যোতির্বিশিষ্ট দিন কর্মের সাথে প্রীত হোক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। নিজের তেজের দ্বারা জ্যোতির্বিশিষ্ট রাত্র কর্মের সাথে প্রীত হোক, যাগ সম্পন্ন হোক। ২।১॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাম্। আ দদেঽদিত্যৈ রাস্নাঽসি ॥ ১ ॥ ইড় এহ্যদিত এহি সরস্বত্যেহি। অসাবেহ্যসাবেহ্যসাবেহি ॥ ২ ॥ অদিত্যৈ রাস্নাঽসীন্দ্রাণ্যা উষ্ণীষঃ। পূষাঽসি ঘর্মায় দীষ্ব ॥ ৩ ॥ অশ্বিভ্যাং পিন্বস্ব সরস্বত্যৈ পিন্বস্বেন্দ্রায় পিন্বস্ব। স্বাহেন্দ্রবৎ স্বাহেন্দ্রবৎ স্বাহেন্দ্রবৎ ॥ ৪ ॥ যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবেঽকঃ। উর্বন্তরিক্ষমন্বেমি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : সবিতা দেবতার আদেশে অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। হে রজ্জু, তুমি দেবমাতা অদিতির মেখলাস্বরূপ। ১।১॥ হে মানবী, তুমি এস, হে সরস্বতী, তুমি এস, তোমরা এস। ২।৩॥ হে রজ্জুপাশ, তুমি অদিতির মেখলা ও ইন্দ্রপত্নীর উষ্ণীষ। হে বৎসদেব, তুমি বায়ুরূপ, ঘর্মদেবের জন্য জল দাও। ৩।৩॥ হে জল, তুমি অশ্বিদ্বয়ের জন্য প্লাবিত হও সরস্বতীর জন্য প্লাবিত হও, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। স্বাহা মন্ত্রে ইন্দ্রযুক্ত যাগ সম্পন্ন হোক। ৪।৬॥ হে সরস্বতী, এস্থানে তোমার সে স্তন আমার পানের জন্য দাও, যা সুপ্তের মত আছে, অন্য কেউ ভোগ করে নি, যা সকল প্রাণীর সুখপ্রাপক, যা রত্নের ধারক, যা ধনপ্রাপক ও দাতা এবং যে স্তন দিয়ে তুমি সকল বরণীয় বস্তু পোষণ করে থাক। আমি বিশাল অন্তরিক্ষ লোকে যাচ্ছি। ৫।২॥

টীকা : ২। এখানে নাম উচ্চারণ করে তিন বার বলা হয়েছে।

মন্ত্র • গায়ত্রং ছন্দোঽসি ত্রৈষ্টুভং ছন্দোঽসি দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরি গৃহ্ণাম্যন্তরিক্ষেণোপ যচ্ছামি ॥ ইন্দ্রাশ্বিনা মধুনঃ সারঘস্য ঘর্মং পাত বসবো যজত বাট্। স্বাহা সূর্যস্য রশ্ময়ে বৃষ্টিবনয়ে ॥ ৬ ॥ সমুদ্রায় ত্বা বাতায় স্বাহা। সরিরায় ত্বা বাতায় স্বাহা। অনাধৃষ্যায় ত্বা বাতায় স্বাহাঽপ্রতিধৃষ্যায় ত্বা বাতায় স্বাহা। অবস্যবে ত্বা বাতায় স্বাহাঽশিমিদায় ত্বা বাতায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রায় ত্বা বসুমতে রুদ্রবতে স্বাহেন্দ্রায় ত্বাঽঽদিত্যবতে স্বাহেন্দ্রায় ত্বাঽভিমাতিঘ্নে স্বাহা। সবিত্রে ত্ব ঋভুমতে বি ভুমতে বাজবতে স্বাহা বৃহস্পতয়ে ত্বা বিশ্বদেব্যাবতে স্বাহা ॥ ৮ ॥ যমায় ত্বাঽঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা। স্বাহা ঘর্মায় স্বাহা ঘর্মঃ পিত্রে ॥ ৯ ॥ বিশ্বা আশা দক্ষিণসদ্বিশ্বান্ দেবানয়াডিহ। স্বাহাকৃতস্য ঘর্মস্য মধোঃ পিবতমশ্বিনা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : তুমি গায়ত্রী ছন্দরূপ, ত্রিষ্টুপ ছন্দ রূপ, হে মহাবীর, দ্যুলোক ও ভূলোকের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে যম, অন্তরিক্ষের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে ইন্দ্র, হে অশ্বিদ্বয়, হে বসুগণ, মধুমক্ষিকার কৃত মধুর রস পান কর, তোমরা বষট্কারের দ্বারা আহুত মধু বৃষ্টিপ্রদ সূর্যকিরণের জন্য দাও। ৬।৫॥ হে ঘর্ম, সমুদ্রের মত বায়ুর উদ্দেশে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি,

যাতে সকল প্রাণী সিম্ধ হয় সে বায়ুর জন্য তোমাকে অর্পণ করছি, এরূপ অপরাভূত অপ্রতিযোদ্ধা, রক্ষণশীল, ক্লেশ নিবর্তক বায়ুর উদ্দেশে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৭।৭ ॥ বসু ও রুদ্রযুক্ত বায়ুর উদ্দেশে হে ঘর্ম, তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, সেরূপ আদিত্যযুক্ত, শত্রুনাশক, চেষ্টাযুক্ত, রিভু, বিভু ও বাজযুক্ত মহতের পালক ও সকল দেবতার সাথে যুক্ত বায়ুর উদ্দেশে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৮।৫ ॥ অঙ্গিরস পিতৃ পুরুষ যুক্ত যমরূপ বায়ুর নিমিত্ত হে ঘর্ম, তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ঘর্মের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ সম্পন্ন হোক। ঘর্ম পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আহুত হোক। ৯।৩ ॥ দক্ষিণ দিকে স্থিত অথর্বু সকল দিক ও সকল দেবতার আহুতি দিয়েছে। হে অশ্বিদ্বয়, স্বাহা মন্ত্রে আহুত মধুর রস তোমরা পান কর। ১০।১

টীকা ঃ ৮। এখান থেকে কয়েকটি কণ্ডিকায় বার বার 'স্বাহা' শব্দের উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে এক সাথে অর্থ করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ দিবি ধা ইমং যজ্ঞমিমং যজ্ঞং দিবি ধাঃ। স্বাহাগ্নয়ে যজ্ঞিয়ায় শং যজুর্ভ্যঃ ॥ ১১ ॥ অশ্বিনা ঘর্মং পাতং হার্দ্বানমহর্দিবাভিরূতিভিঃ। তন্ত্রায়িণে নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্ ॥ ১২ ॥ অপাতামশ্বিনা ঘর্মমনু দ্যাবাপৃথিবী অমংসাতাম্। ইহৈব রাতয়ঃ সন্তু ॥ ১৩ ॥ ইষে পিন্বস্বোর্জে পিন্বস্ব ব্রহ্মণে পিন্বস্ব ক্ষত্রায় পিন্বস্ব দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং পিন্বস্ব। ধর্মাসি সুধর্মাহ মেন্যস্মে নৃম্ণানি ধারয় ব্রহ্ম ধারয় ক্ষত্রং ধারয় বিশং ধারয় ॥ ১৪ ॥ স্বাহা পূষ্ণে শরসে স্বাহা গ্রাবভ্যঃ স্বাহা প্রতিরবেভ্য। স্বাহা পিতৃভ্য উর্ধ্ববর্হির্ভ্যো ঘর্মপাবভ্যঃ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে মহাবীর, আমাদের এ যজ্ঞ দ্যুলোকে স্থাপন কর, এ যজ্ঞ দ্যুলোকে স্থাপন কর। যজ্ঞের জন্য স্থাপিত অগ্নির উদ্দেশে যাগ সম্পন্ন হোক। যজুগণের নিকট থেকে আমাদের সুখ হোক। ১১।২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সকাল সন্ধ্যা রক্ষার দ্বারা তুমি ঘর্মরস পান কর। কালচক্রে গমনকারী আদিত্যের উদ্দেশে নমস্কার, দ্যুলোক অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্বয়ের উদ্দেশে নমস্কার। ১২।১ ॥ অশ্বিদ্বয় ঘর্মরস পান করেছে, দ্যাবাপৃথিবী তা অনুমোদন করেছে। [illegible]দের প্রসাদে আমাদের গৃহে ধন হোক। ১৩।১ ॥ হে ঘর্ম, বৃষ্টির জন্য তুমি পুষ্ট হও, অন্নের বর্ধন কর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও দ্যাবাপৃথিবীর তৃপ্ত কর। হে সাধু ধরণশীল, তুমি সকল জগতের ধারক, অক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধন স্থাপন কর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আমাদের বশে আন। ১৪।৭ ॥ স্নেহকারক প্রাণরূপ বায়ুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, সেরূপ বিষয় গ্রহণশীল প্রাণের উদ্দেশে, শব্দকারী প্রাণের উদ্দেশে, সোমপায়ী ও ঘর্মপানকারী পিতৃপুরুষের উদ্দেশে, প্রাণ ও উদানরূপ দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে, সকল দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ সম্পন্ন হোক।

মন্ত্র ঃ স্বাহা রুদ্রায় রুদ্রহূতয়ে স্বাহা সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ। অহঃ কেতুনা জুষতাং সুজ্যোতি র্জ্যোতিষা স্বাহা, রাত্রিঃ কেতুনা জুষতাং সুজ্যোতির্জ্যোতিষা স্বাহা। মধু হুতমিন্দ্রতমে অগ্নাবশ্যাম তে দেব ঘর্ম নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ ॥১৬॥ অভীমং মহিমা দিবং বিপ্রো বভূব সপ্রথাঃ। উত শ্রবসা পৃথিবীং সং সীদস্ব মহাঁ অসি রোচস্ব দেববীতমঃ। বি ধূমমগ্নে অরুষং মিযেধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্ ॥ ১৭ ॥ যা তে ঘর্ম দিব্যা শুগ্যা গায়ত্র্যাং হবির্ধানে। সা ত আপ্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তস্যৈ তে স্বাহা। যা তে ঘর্মান্তরিক্ষে শুগ্যা ত্রিষ্টুভ্যাগ্নীধ্রে।

সা ত আ প্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তস্যৈ তে স্বাহা ।৩ যা তে ঘর্ম পৃথিব্যাং শুগ্যা জগত্যাং সদস্যা । সা ত আ প্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তস্যৈ তে স্বাহা ॥ ১৮ ॥ ক্ষত্রস্য ত্বা পরস্পায় ব্রহ্মণস্তন্বং পাহি । বিশস্ত্বা ধর্মণা বয়মনু ক্রামাম সুবিতায় নবসে ॥ ১৯ ॥ চতুঃ স্রক্তির্নাভির্ঋতস্য সপ্রথাঃ স নো বিশ্বায়ুঃ সপ্রথাঃ স নঃ সর্বায়ুঃ সপ্রথাঃ । অপ দ্বেষো অপ হ্বরোঽন্যব্রতস্য সশ্চিম ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ স্তোতাগণের দ্বারা স্তুত রুদ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । এরূপ ঘৃতের দ্বারা ঘর্মস্থ ঘৃতের আহুতি দিচ্ছি । নিজের তেজের দ্বারা জ্যোতি-বিশিষ্ট দিন কর্মের সাথে প্রীত হোক, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি । নিজের তেজের দ্বারা জ্যোতিবিশিষ্ট রাত কর্মের সাথে প্রীত হোক, যাগ সম্পন্ন হোক । অতি বীর্যশালী অগ্নিতে মধুর ঘৃত আহুত হয়েছে । হে ঘর্মদেব, তোমার হুত-শেষ অংশ আমরা ভক্ষণ করব, তোমাকে নমস্কার, আমাদের হিংসা করো না । ১৬।১॥ হে অগ্নি, তোমার মহিমা দ্যুলোক অতিক্রম করেছে, তুমি বিপ্র, কিছু পূর্ণ কর, তুমি বিস্তৃত ও যশের দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত করেছ । হে যজ্ঞিয় প্রশান্ত অগ্নি- তুমি সম্যক উপবেশন কর । মহান্ দেবগণের তৃপ্তকারী তুমি দীপ্ত হও । দর্শনীয় অরুচিপ্রদ ধূম ত্যাগ কর । ১৭।২ ॥ হে ঘর্ম, তোমার যে দিব্য দীপ্তি, যা গায়ত্রী ছন্দে প্রবিষ্ট, যা হবির্ধান যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট, তোমার সে দীপ্তি বর্ধিত হোক ও দৃঢ় হোক, সে দীপ্তি ও তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি । হে ঘর্ম, অন্তরিক্ষ লোকে তোমার যে দীপ্তি, যা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ও অগ্নীধ্র যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট তোমার সে দীপ্তি বর্ধিত হোক ও দৃঢ় হোক ; সে দীপ্তি ও তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি । হে ঘর্ম, পৃথিবীলোকে তোমার যে দীপ্তি, যা জগতী ছন্দে ও সদস্য যজ্ঞগৃহে স্থিত, তোমার সে দীপ্তি বর্ধিত হোক ও দৃঢ় হোক ; সে দীপ্তি ও তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে যাগ করছি । ১৮।৩ ॥ হে ঘর্ম, সূর্যের পরম পালনের জন্য আমরা তোমার অনুগমন করছি, তুমি ব্রাহ্মণের শরীর রক্ষা কর । যজ্ঞের ধারণের নিমিত্ত, নূতন কর্মের সিদ্ধির জন্য আমরা তোমার অনুগমন করছি । ১৯।১ ॥ চার দিক যার কোণরূপ, যা যজ্ঞের বন্ধনস্থান, যা বিস্তারযুক্ত, জগতের আয়ুদাতা সে ঘর্ম আমাদের পূর্ণ আয়ুপ্রদ হোক । আমাদের কাছ থেকে বিদ্বেষ ও জন্ম-মৃত্যু চলে যাক, আমরা পরমাত্মার সেবা করব । ২০।১ ॥

মন্ত্র ঃ ঘর্মৈতত্তে পুরীষং তেন বর্ধস্ব চা চ প্যায়স্ব । বর্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি ॥ ২১ ॥ অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ । সং সূর্যেণ দিদ্যুতদুদধির্নিধিঃ ॥ ২২ ॥ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২৩ ॥ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্ । দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ এধোঽস্যেধিষীমহি সমিদসি তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ঘর্ম, এ জল তোমার অন্নরূপ, এর দ্বারা তুমি বর্ধিত হও ও তৃপ্ত হও । তোমার প্রসাদে আমরা বর্ধিত ও তৃপ্ত হবো । ২১।১ ॥ আহুতি দ্বারা বৃষ্টির কর্তা ঘর্ম বারবার শব্দ করছে, সে হরিতবর্ণ, প্রভাযুক্ত, মিত্রের মত দর্শনীয়, সূর্যের মত সকলের প্রকাশক, জলের ধারক ও সুখের নিধি-স্বরূপ । ২২।১ ॥ জল ও ওষধিসকল যারা আমাদের মিত্র, তাদের সুমিত্র হোক, যারা আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের অমিত্র হোক । ২৩।১ ॥ তমোবহুল এ লোক থেকে নির্গত হয়ে আমরা উৎকৃষ্টতর স্বর্গ ও দেবলোকে সূর্য দেখে উত্তম জ্যোতি (ব্রহ্মরূপ) প্রাপ্ত হয়েছি । ২৪।১ ॥ হে

সমিৎ, তুমি দীপ্ত হও, তোমার প্রসাদে আমরা ধনসমৃদ্ধি লাভ করব, সম্যক দীপ্ত কর জন্য তুমি সমিৎ, তুমি তেজরূপ, আমাতে তেজ ধারণ কর। ২৫।২ ॥

মন্ত্র : যাবতী দ্যাবাপৃথিবী যাবচ্চ সপ্ত সিন্ধবো বিতস্থিরে। তাবন্তমিন্দ্র তে গ্রহমূর্জা গৃহ্নাম্যক্ষিতং ময়ি গৃহ্নাম্যক্ষিতম্ ॥ ২৬ ॥ ময়ি ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহন্ময়ি দক্ষো ময়ি ক্রতুঃ। ঘর্মস্ত্রিশুগ্বি রাজতি বিরাজা জ্যোতিষা সহ ব্রহ্মণা তেজসা সহ ॥ ২৭ ॥ পয়সো রেত আভৃতং তস্য দোহমশীমহ্যুত্তরামুত্তরাং সমাম্। ত্বিষঃ সংবৃক্ ক্রত্বে দক্ষস্য তে সুষুম্নস্যাতে সুষুমনাগ্নিহুতঃ। ইন্দ্রপীতস্য প্রজাপতিভক্ষিতস্য মধুমত উপহূত উপহূতস্য ভক্ষয়ামি ॥ ২৮ ॥

[কণ্ডিকা—২৮ ঃ মন্ত্র—৭৫]

অনুবাদ : যে পরিমাণ দেশে পৃথিবী ও সপ্ত সিন্ধু বিস্তৃত, হে ইন্দ্র, ততদূর পর্যন্ত অন্নের সাথে তোমার অক্ষয় পাত্র গ্রহণ করছি, যাতে আমার যজ্ঞের ক্ষয় না হয়। ২৬।১ ॥ মহৎ সে বীর্য আমাতে বিরাজ করুক, সংকল্পসিদ্ধি ও সত্যসংকল্প আমাতে বিরাজ করুক। আদিত্যরূপ বিরাট তেজ ও ত্রয়ীরূপ জ্যোতির সাথে তিন দীপ্তিবিশিষ্ট ঘর্ম আমাতে বিরাজ করুক। ২৭।১ ॥ জগতের উৎপত্তির বীজরূপে যে সার জলে আছে, তার ফল আমরা পর পর বছরে পাব, আমরা সর্বদা যজ্ঞ করব। হে কান্তির স্বীকর্তা, সুখদাতা (দধিঘর্ম), আহুতি দিয়ে আমরা সংকল্পের সিদ্ধিদাতা, শোভন সুখরূপ, অগ্নিতে আহুত, ইন্দ্রের দ্বারা পীত, প্রজাপতির দ্বারা ভক্ষিত, মধুর স্বাদ যুক্ত তোমার অংশ ভক্ষণ করব। ২৮।৩ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

মন্ত্র : স্বাহা প্রাণেভ্যঃ সাধিপতিকেভ্যঃ। পৃথিব্যৈ স্বাহাগ্নয়ে স্বাহান্তরীক্ষায় স্বাহা বায়বে স্বাহা। দিবে স্বাহা সূর্যায় স্বাহা ॥ ১ ॥ দিগ্ভ্যঃ স্বাহা চন্দ্রায় স্বাহা। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহাদ্ভ্যঃ স্বাহা বরুণায় স্বাহা নাভ্যৈ স্বাহা পূতায় স্বাহা ॥ ২ ॥ বাচে স্বাহা প্রাণায় স্বাহা প্রাণায় স্বাহা। চক্ষুষে স্বাহা চক্ষুষে স্বাহা। শ্রোত্রায় স্বাহা শ্রোত্রায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীয়। পশূনাং রূপমন্নস্য রসো যশঃ শ্রীঃ শ্রয়তাং ময়ি স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঃ সম্ভ্রিয়মাণঃ সম্রাট্ সংভৃতো বৈশ্বদেবঃ সংসন্নো ঘর্মঃ প্রবৃক্তস্তেজ উদ্যত আশ্বিনঃ পয়স্যানীয়মানে পৌষ্ণো বিষ্যন্দমানে মারুতঃ ক্লথন্। মৈত্রঃ শরসি সন্তাষ্যমানে বায়ব্যো হ্রিয়মাণ আগ্নেয়ো হূয়মানো বাগ্ঘুতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হিরণ্যগর্ভের সাথে প্রাণসকলের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সম্পন্ন হোক। এরূপ পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক ও সূর্যের উদ্দেশে যাগ করছি। ১।৭ ॥ দিকসকল, চন্দ্র, নক্ষত্রসকল, জলসকল, বরুণ, নাভিদেবতা ও শোধক দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সম্পন্ন হোক। ২।৭ ॥ বাক্, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, যাগ সম্পন্ন হোক। ৩।৭ ॥ আমি যেন আমার মনের অভিলাষ ও প্রযত্ন লাভ করি। আমার বাক্য যেন সত্য বলে। পশুদের রূপ; অন্নের রস, যশ ও ঐশ্বর্য যেন আমাতে থাকে। যাগ সম্পন্ন হোক। ৪।১ ॥ সম্ভ্রিয়মাণ প্রজাপতি, সংভৃত সম্রাট, সংসন্ন বৈশ্বদেব, প্রবৃক্ত ঘর্ম, উদ্যত তেজ,

অশ্বিদ্বয়, পূষা, মরুদ্গণ, মৈত্রদেবতা, বায়ুদেবতা, অগ্নি, বাক্—এদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৫।১২ ॥

টীকা : ১। এ অধ্যায়ের প্রথম তিন কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি দিয়ে পূর্ণাহুতি দেয়া হয়। ২। প্রাণ প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব—মন্ত্রের আবৃত্তি বুঝাচ্ছে। ৫। সংভ্রিয়মাণ—প্রভৃতি যাজ্ঞিক পারিভাষিক শব্দের অর্থ ভাষ্যে নির্দেশ করা হয়েছে, এখানে বাহুল্য ভয়ে তাদের ব্যাখ্যা করা হয় নি। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল নাম উল্লেখ করে সাধারণ একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মন্ত্র : সবিতা প্রথমেঽহন্নগ্নির্দ্বিতীয়ে বায়ুস্তৃতীয় আদিত্যশ্চতুর্থে চন্দ্রমাঃ পঞ্চম ঋতুঃ ষষ্ঠে মরুতঃ সপ্তমে বৃহস্পতিরষ্টমে। মিত্রো নবমে বরুণো দশম ইন্দ্র একাদশে বিশ্বে দেবা দ্বাদশে ॥ ৬ ॥ উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বান্তশ্চ ধুনিশ্চ। সাসহ্বাংশ্চাভিযুগ্বা চ বিক্ষিপঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ অগ্নিং হৃদয়েনাশনিং হৃদয়াগ্রেণ পশুপতিং কৃৎস্নহৃদয়েন ভবং যক্না। শর্বং মতস্নাভ্যামীশানং মন্যুনা মহাদেবমন্তঃ পর্শব্যেনোগ্রং দেবং বনিষ্ঠুনা বসিষ্ঠহনুঃ শিঙ্গীনি কোশ্যাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥ উগ্রং লোহিতেন মিত্রং সৌব্রত্যেন রুদ্রং দৌর্ব্রত্যেনেন্দ্রং প্রক্রীড়েন মরুতো বলেন সাধ্যান্ প্রমুদা। ভবস্য কণ্ঠ্যং রুদ্রস্যান্তঃ পার্শ্ব্যং মহাদেবস্য যকৃচ্ছর্বস্য বনিষ্ঠুঃ পশুপতেঃ পুরীতৎ ॥ ৯ ॥ লোমভ্যঃ স্বাহা লোমভ্যঃ স্বাহা ত্বচে স্বাহা ত্বচে স্বাহা লোহিতায় স্বাহা লোহিতায় স্বাহা মেদোভ্যঃ স্বাহা মেদোভ্যঃ স্বাহা মাংসেভ্যঃ স্বাহা মাংসেভ্যঃ স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহাঽস্থভ্যঃ স্বাহাঽস্থভ্যঃ স্বাহা মজ্জভ্যঃ স্বাহা মজ্জভ্যঃ স্বাহা। রেতসে স্বাহা পায়বে স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : প্রথম দিনে সবিতা, দ্বিতীয়ে অগ্নি, তৃতীয়ে বায়ু, চতুর্থে আদিত্য, পঞ্চমে চন্দ্র, ষষ্ঠে ঋতু, সপ্তমে মরুদ্গণ, অষ্টমে বৃহস্পতি, নবমে মিত্র, দশমে বরুণ, একাদশে ইন্দ্র এবং দ্বাদশ দিনে বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬।১২ ॥ উগ্র, ভীম, ধ্বান্ত, ধুনি, সামহ্বান্, অভিযুক, বিক্ষিপ নামক মরুদ্গণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৭।৭ ॥ হৃদয়ের দ্বারা অগ্নিদেবের প্রীতিসাধন করছি। এরূপ হৃদয়ের অগ্রভাগ দিয়ে অশনিদেবের, সমগ্র হৃদয় দিয়ে পশুপতিদেবের, যকৃৎ দিয়ে ভবের, হৃদয়ের অস্থি দিয়ে সর্বের, অশ্বের ক্রোধের দ্বারা ঈশানদেবের, পাশের অস্থি দিয়ে মহাদেবের, স্থূলান্ত্র দিয়ে উগ্রদেবের, বশিষ্ঠের কপোলের নিম্নভাগ ও হৃদয়কেশের দ্বারা শিঙ্গি নামক দেবতার প্রীতিসাধন করছি। ৮।১০ ॥ রক্ত দিয়ে উগ্রদেবতার প্রীতিসাধন করছি, এরূপ শোভন কর্মের দ্বারা মিত্রদেবের, স্খলন উচ্ছলনাদি কর্মের দ্বারা রুদ্রদেবের, প্রকৃষ্ট ক্রীড়ার দ্বারা ইন্দ্রদেবের, বলের দ্বারা মরুদ্গণের ও প্রকৃষ্ট হর্ষের দ্বারা সাধ্যদেবতার প্রীতিসাধন করছি। কণ্ঠের দ্বারা ভবদেবের, পার্শ্বের মাংস দিয়ে রুদ্রদেবের, যকৃতের দ্বারা মহাদেবের, স্থূল অন্ত্র দিয়ে শর্বের এবং হৃদয়ের আচ্ছাদক অন্ত্র দিয়ে পশুপতিদেবের প্রীতি সাধন করছি। ৯।১১ ॥ লোম, ত্বক্, রক্ত, মেদ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, রেত ও পায়ু দিয়ে যাগ করছি। ১০।১৮ ॥

মন্ত্র : আয়াসায় স্বাহা প্রায়াসায় স্বাহা সংযাসায় স্বাহা বিয়াসায় স্বাহোদ্যাসায় স্বাহা। শুচে স্বাহা শোচতে স্বাহা শোচমানায় স্বাহা শোকায় স্বাহা ॥ ১১ ॥ তপসে স্বাহা তপ্যতে স্বাহা তপ্যমানায় স্বাহা তপ্তায় স্বাহা ঘর্মায় স্বাহা। নিষ্কৃত্যৈ স্বাহা প্রায়শ্চিত্যৈ স্বাহা ভেষজায় স্বাহা ॥ ১২ ॥ যমায় স্বাহাঽন্তকায় স্বাহামৃত্যবে স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

[কণ্ডিকা—১৩ : মন্ত্র—১১৬]

অনুবাদ ঃ আয়াস, প্রায়াসী, সংয়াস, বিয়াস, উদ্যাস শুক, শুচি, শোচতি, শোচমান ও শোক দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১১।৯॥ তপ, তপ্যতি, তপ্যমান, তপ্ত, ঘর্ম নিস্কৃতি, প্রায়শ্চিত্য ও ভেষজের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১২।৮॥ যম, অন্তক, মৃত্যু, ব্রহ্মা, ব্রহ্মহত্যা, বিশ্বদেব ও দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৩।৭॥

চত্বারিংশ অধ্যায়

মন্ত্র ঃ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ॥ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥ অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাপি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥ অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্শৎ। তদ্ধাবতোঽন্যান-ত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পরমেশ্বরের দ্বারা পরিদৃশ্যমান সব কিছু আচ্ছন্ন হয়েছে। ত্রিভুবনে জঙ্গমাদি যা কিছু, তা ত্যাগের দ্বারা (স্ব-স্বামী-সম্বন্ধরহিত হয়ে) ভোগ কর। ধন কার? (অর্থাৎ কারও নয়)। ১।১॥ এ জগতে নিষ্কাম কর্ম করে শত বছর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। এরূপ কর্মে মুক্তি হয়, এ ছাড়া অন্য প্রকারে মুক্তি নেই; নিষ্কাম কর্ম মানুষকে বন্ধ করে না। ২।১॥ যে কেউ আত্মহত্যাকারী অর্থাৎ অবিদ্বান কাম্যকর্মে তৎপর, মৃত্যুর পর তারা স্থাবরাদি জন্ম লাভ করে থাকে, যে জন্ম প্রাণপোষণ তৎপর অসুরদের জন্য, যা অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ৩।১॥ যে ব্রহ্ম অচল, সদা একরূপ, যা এক অদ্বিতীয় সকল প্রাণীতে বিজ্ঞানঘনরূপ, যিনি মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, যাকে দ্যোতনাত্মক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ লাভ করতে পারে না, যিনি পূর্বে বিদ্যমান ও অনশ্বর, সে আত্মতত্ত্ব নিজে অবিক্রিয় হয়েও যেন দ্রুতগামী মন, বাগীন্দ্রিয়াদির অতিক্রম করে যান, এবং অন্ত-রিক্ষগামী বায়ু সে নিত্য চৈতন্য স্বভাব আত্মতত্ত্বে কর্মসকল ধারণ করে থাকে। ৪।১॥ সে আত্মতত্ত্ব চলে, অথচ চলে না, তা দূরে ও নিকটে বিদ্যমান। এ জগতের সকল কিছুর ভেতর ও বাইরে সে ব্রহ্মই আছে। ৫।১॥

টীকা ঃ ১। [ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এ একটি মাত্র অধ্যায়ে বেদবিহিত কর্ম আচরণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞান-কাণ্ড নিরূপিত হয়েছে।] আমি আমার এ বুদ্ধি—অবিদ্যা, তা পরিত্যাগ করে যোগে অধিকার হয়—একথা এ কণ্ডিকায় বলা হয়েছে। ২। মানুষের আয়ু শতবছর ধরে নিয়ে এখানে 'শতং সমাঃ' এ উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্গপ্রাপ্তির পথ অনেক, কিন্তু মুক্তির পথ একটাই, তা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে নিবৃত্তির পথে মুক্তি। ৩। 'অসুর্যাঃ লোকাঃ'—লোক বলতে জন্ম, যেখানে কর্মফল ভোগকরা হয়। অসুর বলতে—অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, প্রাণে রমণ করে যারা এ অর্থে যারা কেবল প্রাণপোষণকারী, তারাই অসুর, তাদের যে জন্ম অসুর্য। অদ্বৈতের বিচারে দেবগণও অসুর। 'অসুর্যাঃ অসুরা-ণামিমে অসুর্যাঃ— অসুষু প্রাণেষু রমন্তে অসুরাঃ প্রাণপোষণপরাঃ। অদ্বৈতম-পেক্ষ্য দেবা অপি অসুরাঃ'—মহীধর ভাষ্য। ৫। স্থির ব্রহ্মই মোহ প্রাপ্ত দৃষ্টিতে

চলে বলে মনে হয়। যারা অতত্ত্ববিৎ, তাদের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব অতিদূরে 'বর্তমান। এখানে ব্রহ্মের কারণ ও কার্য—দুটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্রঃ যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্নেবানু পশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥ ৬ ॥ যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনু পশ্যতঃ ॥ ৭ ॥ স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ৯ ॥ অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ যিনি মুমুক্ষু, তিনি আত্মাতে অব্যক্তাদি স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণী দেখেন এবং সকল প্রাণীর ভেতর আত্মাকে দেখে থাকেন, সে দর্শনে কোন সংশয় নেই। ৬।১ ॥ যে অবস্থায় পরমার্থদর্শনে সকল প্রাণীই আত্মা—এ বিশুদ্ধ আত্মার একত্ব যে জানে, তার শোক বা মোহ কোথায়?। ৭।১ ॥ যে এরূপ আত্মাকে জানে, সে ব্রহ্ম লাভ করে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট; তিনি প্রাকৃত শরীর রহিত, অক্ষত, স্নায়ুরহিত; সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের দ্বারা অস্পৃষ্ট, এবং কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। যে এরূপ উপাসক, সে অনন্ত কাল যথাস্বরূপ নিজ প্রয়োজন ভোগ করে থাকে। তিনি ক্রান্তদর্শী, মনীষী, জ্ঞানবলে সর্বরূপ ও ব্রহ্মরূপ হয়ে ব্রহ্ম লাভ করে থাকেন। ৮।১ ॥ যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজস্বরূপ প্রকৃতির উপাসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে, আর যারা কার্যব্রহ্মে আসক্ত হয়, তারা তা থেকেও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। ৯।১ ॥ ধীরগণ, কার্যব্রহ্মের উপাসনার ফল অণিমাদি ঐশ্বর্য রূপ, আর অব্যাকৃতের উপাসনার ফল প্রকৃতিতে লয় ইত্যাদি বলে থাকেন—তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হতে আমরা এরূপ শুনেছি, যারা আমাদের পূর্বোক্ত উপাসনার ফল বিচার করেছেন। ১০।১ ॥

টীকাঃ ৮। এ ঋকের সমস্ত বিশেষণগুলির ব্রহ্মপর একটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ভাষ্যে করা হয়েছে। ৯। সম্ভূতি বলতে যা কার্যের উৎপত্তি, তা ভিন্ন 'অসম্ভূতি'—অর্থাৎ প্রকৃতি, কারণ যা অব্যাকৃত। আর 'সম্ভূতি' শব্দে যা কার্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভরূপ, তাকে বলা হয়েছে।

মন্ত্রঃ সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥ অন্ধং তমঃ প্র বিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ১২ ॥ অন্যদেবাহুর্বিদ্যায়া অন্যদাহুরবিদ্যায়াঃ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্। ওম্ ক্রতো স্মর। ক্লিবে স্মর। কৃতং স্মর ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ সম্ভূতি অর্থাৎ সকল জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্ম এবং বিনাশধর্মবিশিষ্ট শরীর—এ উভয় শরীরী ও শরীররূপ দুটি যে যোগী একই জানে, তিনি শরীরের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিকর নিষ্কাম কর্ম করে এবং নশ্বর শরীরের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধি লাভ করে আত্মজ্ঞানের দ্বারা অমৃত ভোগ করে থাকে অর্থাৎ মুক্তি পায়। ১১।১ ॥ যারা অবিদ্যার অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনায় কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে

প্রবেশ করে অর্থাৎ সংসার-পরম্পরা ভোগ করে, আর যারা কর্ম ত্যাগ করে কেবল দেবতাজ্ঞানে রত, তারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের উদয় না হবার জন্য তা থেকেও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। ১২।১ ॥ বিদ্যার ফল অন্য, আর অবিদ্যার ফল অন্য অর্থাৎ বিদ্যা আত্মজ্ঞানের ফল অমৃতরূপ এবং অবিদ্যা কর্মের ফল পিতৃলোক প্রাপ্তি—এরূপ আমরা ধীর আচার্যগণের কাছ থেকে শুনেছি, যারা পূর্বোক্ত জ্ঞান ও কর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩।১ ॥ বিদ্যা দেবতাজ্ঞান ও অবিদ্যা কর্ম—এ দুটি যে এক জানে, সে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির ফলে দেবতাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। ১৪।১ ॥ এখন আমার প্রাণ বায়ু সপ্তদশ লিঙ্গরূপ ত্যাগ করে সর্বাত্মক অবিনশ্বর সূত্রাত্ম-স্বরূপ বায়ুকে লাভ করুক। তারপর এ স্থূল শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হোক। হে ব্রহ্মের প্রতিমাস্বরূপ ওঁকার, হে সংকল্পাত্মক ক্রতু, আমার যা স্মরণীয় তা স্মরণ কর, আমাকে যে লোক দিতে হবে তা স্মরণ কর, আমি বাল্যাদিতে যা করেছি, তা স্মরণ কর। ১৫।১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৬ ॥ হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্। ওঁ খম্ ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥

[কাণ্ড—১৭, মন্ত্র—১৭]

অনুবাদ ঃ হে দেব অগ্নি, তুমি সকল কর্ম জেনে মুক্তির জন্য আমাদের শোভন দেবযান পথে নিয়ে যাও। কুটিল পাপ থেকে আমাদের পৃথক কর, যাতে আমরা শুদ্ধ হয়ে নমস্কারের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করতে পারি। ১৬।১ ॥ তেজোমণ্ডলের দ্বারা আদিত্যমণ্ডলস্থিত অবিনাশী পুরুষের শরীর আচ্ছন্ন রয়েছে। তবুও সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ প্রত্যক্ষ, তা কার্যকারণের সংঘাতের দ্বারা প্রবিষ্ট আমি। আকাশের মত ব্যাপক ব্রহ্মের ওঁ-কারের দ্বারা ধ্যান করছি। ১৭।১ ॥

টীকা ঃ ১৭। 'ওঁ'—ইহা ব্রহ্মের নাম নির্দেশ। ব্রহ্ম চৈতন্যাত্মক, আর আকাশ অচেতন, তবুও একদেশে সাদৃশ্য রয়েছে।

ইতি বাজসনেয়ি মাধ্যন্দিন শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা সমাপ্তা

কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতা

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা

প্রথম কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা। বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ। দেবো বঃ সবিতা পার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আ পায়ধ্বমঘ্নিয়া দেবভাগমূর্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু। ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ। যজমানস্য পশূন্ পাহি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে পরমেশ্বর, আমাদের অভীষ্ট পূরণ, বল ও প্রাণ প্রাপ্তির জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। হে দেবগণ, তোমরা বায়ুর মত গতিশীল হয়ে আমাদের মধ্যে এস। সবিতা দেব আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্মে পরিচালিত করুক। অক্ষয়, অক্ষয়, বলদাত্রী, জ্ঞানদায়িনী, লোকপালিকা দেবীগণ, তোমরা ভগবানের উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের শুভা বর্ধন কর। তোমাদের অনুগ্রহে পাপমতি ইন্দ্রিয়াদিরূপ চোরগণ যেন আমাকে হিংসা না করে, ক্রুরপ্রকৃতির অস্ত্র যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। জ্ঞানের আধাররূপ আমাদের এ হৃদয়ে তোমরা স্থির হয়ে থাক। হে দেব, পাপ থেকে যজমানের রক্ষা কর। ১।১ ॥

টীকা ঃ ১। এর প্রথম মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদের অনুরূপ, সামান্য স্থানে একটু পরিবর্তন আছে।

মন্ত্র ঃ যজ্ঞস্য ঘোষদসি। প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। প্রেয়মগাদ্ধিষণা বর্হিরচ্ছ মনুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টা ত আ বহন্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো জুষ্টমিহ বর্হিরাসদে। দেবানাং পরিষূতমসি বর্ষবৃদ্ধমসি। দেববর্হির্মা ত্বান্বগ্ মা তির্যক্পর্ব তে রাধ্যাসম্। আচ্ছেত্তা তে মা রিষম্। দেববর্হিঃ শতবল্শং বি রোহ সহস্রবল্শাঃ বি বয়ং রুহেম। পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি। সুসংভৃতা ত্বা সং ভরাম্যদিত্যৈ রাস্নাহসি। ইন্দ্রাণ্যৈ সংনহনম্। পূষা তে গ্রন্থিং গ্রথ্নাতু। স তে মাস্থাৎ। ইন্দ্রস্য ত্বা বাহুভ্যামুদ্যচ্ছে। বৃহস্পতের্মূর্ধ্না হরাম্যুর্বন্তরিক্ষমন্বিহি। দেবংগমমসি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, তুমি যজ্ঞের নির্বাহক, তোমার কৃপায় যা সৎকাজের প্রতিবন্ধক, তা দগ্ধ হোক এবং রিপুশত্রুগণ বিনষ্ট হোক। তুমি সর্বাত্মরূপে এ যজ্ঞে এসে আমাদের হৃদয়রূপ আসন (বর্হি) লাভ কর। সাধকের হৃদয়ে জাত শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা তুমি পূজিত হও। মেধাবিগণ সৎকর্মের প্রভাবে তোমাকে তাদের হৃদয়ে বহন করে। দেবতাদের প্রীতির জন্য তুমি আমাদের এ হৃদয়ে অবস্থান কর। হে মন, তুমি দেবভাবের উৎপাদক ও সদা বর্ধনশীল হও। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের দেবভাবসকল তোমাকে যেন ত্যাগ না করে। তোমার বৃত্তিগুলি যাতে শত্রুদের দ্বারা বিপথগামী না হয় আমরা সেরূপ সাধন করব। ভগবানের সাথে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারক কামাদি রিপুগণ যেন তোমাকে হিংসা না করে। হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বহুরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও, যাতে আমরা

বহু সামর্থযুক্ত হয়ে বৃদ্ধি লাভ করি। হে ভগবান, তুমি পার্থিব পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর। হে চিত্তবৃত্তি, পাপক্লেশশূন্য তোমাকে ভগবানের প্রীতির জন্য নিযুক্ত করছি। তুমি অদিতির রসনাসদৃশ, ইন্দ্রাণীর বন্ধনের মূল, পূষাদেব তোমার ভক্তিবন্ধন দৃঢ় করুক। তোমার ভববন্ধন যেন চিরকাল না থাকে। ইন্দ্রের বাহুদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে যুক্ত করছি। বৃহস্পতির জ্ঞানলাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে দেব, তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোক অনুসরণ করে এস। হে মন, তুমি দেবতার প্রতি উন্মুখ হও। ২।২১ ॥

মন্ত্র ঃ শুন্ধধবং দৈব্যায় কর্ম্মণে দিবযজ্যায়ৈ। মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসি দ্যৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায়া অসি পরমেণ ধাম্না দৃংহস্ব মা হ্বাঃ। বসূনাং পবিত্রমসি শতধারং বসূনাং পবিত্রমসি সহস্রধারম্। হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্সোঽগ্নয়ে বৃহতে নাকায় স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্। সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশ্বকর্ম্মা। সং পৃচ্যধ্বমৃতাবরীরূর্শ্মিণীর্ম্মধুমত্তমা মন্দ্রা ধনস্য সাতয়ে। সোমেন ত্বাতনচ্মীন্দ্রায় দধি। বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার সম্বৃত্তিসমূহ, তোমরা দেবতার যাগের জন্য দৈব কর্মের উদ্দেশে বিশুদ্ধ হও। হে ভগবান, তুমি বায়ুর প্রকাশক, তুমি দ্যুলোক, তুমি ভূলোক, পরম তেজে তুমি বিশ্বের ধারক। তুমি আমাদের বর্ধন কর, আমাদের প্রতি কুটিল হয়ো না। তুমি শত ও সহস্র প্রকারে সংকর্মের পবিত্রতা-সাধক। মহান স্বর্গস্থ অগ্নিদেবের জন্য অল্প ও বহু হবি হুত হয়েছে। দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সে দেবতা সকলের আয়ুস্বরূপ, সর্বব্যাপক ও বিশ্বকর্মা। হে সংকর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, তোমরা আনন্দস্বরূপ, পরম ধন দেবার জন্য মাধুর্যযুক্ত ও আনন্দদায়ক হয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সাথে দধি যুক্ত করছি। হে বিষ্ণু, আমাদের হব্য রক্ষা কর। ৩।৮ ॥

টীকা ঃ ৩। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ও যজুর্বেদে সোম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোথাও সোম লতা, কোথাও চন্দ্র, কোথায় সোমকে দেব বলেছেন। মোট কথা সোম যে আহবনীয় দ্রব্য—যজ্ঞের শুদ্ধসত্ত্ব অংশ, ভাষ্যে তারও আভাষ পাওয়া যায়। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে সোম বলতে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করেছি, যা ভগবানের গ্রহণযোগ্য।

মন্ত্র ঃ কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়ম্। বেষায় ত্বা। প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। ধূরসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধূর্ব তং যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি তং ধূর্ব্বয়ং বয়ং ধূর্ব্বামঃ। ত্বং দেবানামসি সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহ্নিতমম্ দেবহূতমমহ্রুতমসি হবির্ধানং দৃংহস্ব মা হ্বাঃ। মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রেক্ষে মা ভের্ম্মা সং বিক্থা মা ত্বা হিংসিষম্। উরু বাতায়। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি। অগ্নীষোমাভ্যাং। ইদং দেবানামিদমু নঃ সহ। স্ফাত্যৈ ত্বা নারাত্যৈ। সুবরভি বি খ্যেষম্ বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ। দৃংহন্তাং দুর্যা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি অদিত্যাস্ত্বোপস্থে সাদয়ামি। অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার হস্তদ্বয়, দেবতার উদ্দেশে কর্মের জন্য যেন তোমাদের নিযুক্ত করতে পারি। হে মন, সর্বব্যাপক ভগবানের জন্য যেন তোমাকে যুক্ত করতে পারি। *হে ভগবান, তোমার অনুগ্রহে যা সংকর্মের প্রতিবন্ধক, তা দগ্ধ হোক এবং*

রিপুরূপ শত্রুগণ বিনষ্ট হোক। হে অগ্নিদেব, তুমি রিপুনাশক, আমাদের পাপরূপ শত্রুদের নাশ কর, যারা আমাদের হিংসা করতে চায় এবং আমরা যাদের হিংসা করি, তাদের তুমি বিনাশ কর। হে জ্ঞানদেব, তুমি দেবভাবের বাহক, বিশুদ্ধভাবের সংরক্ষক, সম্যক্‌রূপে পূর্ণতার সাধক, দেবগণের প্রিয়তম, তাদের আহ্বায়ক ও পোষক, অতএব আহবনীয় শুদ্ধ-সত্ত্বের আধাররূপ আমাদের হৃদয় দৃঢ় কর, আমাদের প্রতি কুটিল হয়ো না। হে চিত্ত, তোমাকে বন্ধুর চোখে দেখছি, তুমি চঞ্চল হয়ো না। অন্তরের শত্রুগণ যেন তোমাকে হিংসা না করে। তুমি বায়ুর মত বিস্তৃত হও। হে হবি, সবিতা দেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা, পূষাদেবের হস্তদ্বয়ের দ্বারা অগ্নির প্রীতির জন্য তোমাকে নিবেদন করছি। অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে তোমাকে অর্পণ করছি। দেবতাদের উদ্দেশে এ সৎকর্ম আমাদের সাথে যুক্ত হোক। হে হবি, দেবতাদের জন্য তোমার বর্ধন করছি, আত্মসুখের জন্য নয়। সকলের হিতসাধক বৈশ্বানর অগ্নিকে স্বর্গের প্রকাশক জ্যোতীরূপে দেখছি। হে দেব, ইহলোক ও পরলোকে আমাদের গৃহ দৃঢ় কর, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোক অনুসরণ করে তুমি এস। হে হবি, অদিতির ক্রোড়ে তোমাকে স্থাপন করছি। হে অগ্নিদেব, তুমি আমাদের হব্য রক্ষা কর। ৪।২১ ॥

টীকা ঃ ৪। 'অদিত্যা উপস্থে'—এখানে অদিতি শব্দে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য ভূমি অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে অনন্তস্বরূপ ভগবানের নিকট এরূপ অর্থ বোধ করি।

মন্ত্র ঃ দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসো সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোঽগ্রং ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে। যজ্ঞপতিং ধত্ত যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বম্ বৃত্রতূর্যে প্রোক্ষিতাঃ স্থ। অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যাম্। শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া। অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ। অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু। অধিষবণমসি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু। অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি। অদ্রিরসি বানস্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্যং সুশমি শমিষ্ব। ইষমা বদোর্জমা বদ দ্যুমদ্বদত বয়ং সংঘাতং জেষ্ম। বর্ষবৃদ্ধমসি। প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু। পরাপূতং রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়ো। রক্ষসাং ভাগোঽসি। বায়ুর্বো বি বিনক্তু। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম, জ্ঞানপ্রেরক ভগবান দোষরহিত বায়ুরূপ শোধকের দ্বারা ও সূর্যকিরণের দ্বারা তোমাদের পবিত্র করুক। হে অগ্রে গমনশীল ও পবিত্রতা-বিধায়ক জলদেবতা, তোমরা এ যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন কর ও যজমানকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাও। বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্র তোমাদের বরণ করেছিল, তোমরাও তাকে গ্রহণ করেছিলে, বৃত্রবধের জন্য তোমরা সংস্কৃত হও। হে আমার সৎ ও অসৎ বৃত্তিদ্বয়, তোমাদের উৎকর্ষসাধনের জন্য অগ্নিদেব এবং অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে এ শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি অর্পণ করছি। তোমরা দেবতার যাগের জন্য দৈবকর্মে বিশুদ্ধ হও, তা হলে দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিকম্পিত হবে এবং রিপুশত্রুগণ পলায়ন করবে। হে মন, তুমি অদিতির (অনন্ত ভগবানের) অংশস্বরূপ, পৃথিবী তোমাকে স্বীকার করুক। তুমি মহাবৃক্ষের মত অত্যন্ত দৃঢ় হও, অনন্ত ভগবানের করুণাধারা তোমাকে প্রাপ্ত হোক। তুমি অগ্নিদেবের দেহসদৃশ, তুমি বাক্যের উৎপাদক, দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। তুমি মহাবৃক্ষ ও পাষাণের মত দৃঢ় হও, আমাদের প্রদত্ত এ হবি দেবতার প্রীতির

জন্য শান্তভাবে প্রদান কর। হে ভগবান, আমাদের বাসনা পূর্ণ কর, বল ও প্রাণ সঞ্চার কর, আমাদের হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হোক। তা হলে আমরা শত্রুর সংঘাত জয় করব। হে মন, তুমি অভীষ্টবর্ষণের কারণ হও, তোমার কাজে ভগবান অনুগ্রহ করুক। তা হলে দুর্বুদ্ধি চলে যাবে, রিপুরূপ শত্রুগণ পরাভূত হবে। হে অসদ্বৃত্তিসমূহ, তোমরা আমার আতর শত্রুগণের অংশ, বিচ্ছিন্নকারক বায়ুদেব আমাদের অন্তর থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করুক। হিরণ্যপাণি সবিতাদেব আমাদের অন্তর থেকে তোমাদের দূর করে দিক। ৫।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু। দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু। ধিষণাঽসি পর্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্বেত্তু। ধিষণাঽসি পার্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্বতির্বেত্তু। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামধি বপামি ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্। প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাম্। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, তুমি সত্যের সাথে যুক্ত হলে দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু কম্পিত হবে এবং রিপুরূপ শত্রুরা চলে যাবে। তুমি অনন্তের সাথে মিলনের বাধাস্বরূপ, অতএব সৎ জ্ঞান ও সৎকর্ম তোমাকে অনুগ্রহ করুক। হে আমার অসদ্বৃত্তিসমূহ, তোমরা আমার স্বর্গের প্রতিবন্ধক, অনন্তের অংশ শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অনুগ্রহ করুক। হে মনোবৃত্তি, তুমি সদ্বুদ্ধি দাও ও পর্বতের মত দৃঢ় হও, তোমার দ্যুলোকের বাধা চলে যাক। তুমি ধিষণা (সদ্‌বুদ্ধি-প্রদাত্রী), পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের মত দৃঢ় জানুক। হে হবি, সবিতা দেবের অনুকম্পায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষা দেবতার হস্তদ্বয় দ্বারা তোমাকে ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত করছি। হে মন, তুমি ধান্যস্বরূপ, দেবগণের প্রেরণ কর। প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়ুর সংরক্ষণের জন্য তোমাকে যুক্ত করছি। বহু সৎকাজ সম্পাদনের উদ্দেশে আয়ুর বৃদ্ধির জন্য তোমাকে সংযত করছি। হে আমার অসদ্‌বৃত্তিসকল. হিরণ্যপাণি সবিতা দেব আমাদের অন্তর থেকে তোমাদের দূর করে দিক। ৬।১১ ॥

মন্ত্র ঃ ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ। অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধাঽদেবযজং বহ। নির্দগ্ধং রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃংহাঽয়ুর্দৃংহ প্রজাং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যূহ। ধর্ত্রমস্যান্তরিক্ষং দৃংহ প্রাণং দৃংহাপানং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যূহ ধরুণমসি দিবং দৃংহ চক্ষুঃ দৃংহ শ্রোত্রং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যূহ ধর্মাসি দিশো দৃংহ যোনিং দৃংহ প্রজাং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যূহ চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যূহ। ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্। যানি ঘর্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, তুমি চঞ্চল, পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য তোমার চাঞ্চল্য পরিহার করে স্থির হও। হে অগ্নিদেব, তুমি বিভ্রম দূর কর, রাক্ষসদের বিনাশ কর, হৃদয়ে দেবভাবের স্থাপন কর। তোমার প্রভাবে অন্তর শত্রু বিনষ্ট হোক, ক্রোধাদি রিপুগণ দগ্ধ হোক। হে মন, তুমি স্থির হও, সদ্বৃত্তির মূল দৃঢ় কর, আয়ু দৃঢ় কর ও বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর। এ যজমানের সহজাত অসদ্বৃত্তিগুলি বিনাশ কর। তুমি সদ্ভাবের ধারক, অন্তরিক্ষের মত সদ্ভাবের ব্যাপকত্ব দৃঢ় কর, প্রাণ ও অপান দৃঢ় কর, এ যজমানের সহজাত অন্তরের শত্রুদের পরাভূত কর। তুমি সদ্বৃত্তির পালক, দেবভাব দৃঢ় কর, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি দৃঢ় কর, এ যজমানের

সহজাত আন্তর শত্রুদের অভিভূত কর। তুমি প্রকাশশীল, সকল দিকে পরিব্যাপ্ত সদ্ভাব দৃঢ় কর, সদ্বৃত্তির মূল দৃঢ় কর, বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর, এ যজমানের সৎ-প্রতিবন্ধক অন্তরের শত্রুদের দূর করে দাও। হে চিত্তবৃত্তিসকল, তোমরা ভগবানের অনুসারী হও, এ যজমানের বিশ্বপ্রীতি ও পরম ধন দাও এবং তার সহজাত আন্তর শত্রুদের বিনাশ কর। অতি উচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য সাগ্রহে ভগবানের আরাধনা কর। মেধাবীগণ প্রকাশশীল জ্ঞানাগ্নিতে যে জ্ঞানের আবরণ-সকল প্রক্ষিপ্ত করে, ইন্দ্র ও বায়ুদেবতা সদ্ভাবের পোষক যাগাদি কর্মে এসে সে আবরণগুলি অপসারিত করুক। ৭।১২ ॥

টীকা ঃ ৭। 'ভৃগূনাম্ ও অঙ্গিরসাং'—শব্দে ভাষ্যকার ঋষিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমরা ধাত্বর্থ ও শব্দার্থের অনুসরণে 'ভৃগু' শব্দে 'অত্যুচ্চ' এবং 'অঙ্গিরস' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করেছি, তাতে 'তপ্যধবং' ক্রিয়াপদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

মন্ত্র ঃ সং বপামি। সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সং রেবতীর্জগতীভি-র্মধুমতীর্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বম্। অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বম্। জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি। অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যাম্। মখস্য শিরোঽসি। ঘর্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ। উরুপ্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্। ত্বচং গৃহ্ণীষ্ব। অন্তরিতং রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ো। দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে তনুবং মাঽতি ধাক্। অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব। সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব। একতায় স্বাহা দ্বিতায় স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, তোমাকে ভগবৎকর্মে নিযুক্ত করছি। আমাদের শুদ্ধ সত্ত্বভাব সত্ত্বসমুদ্রের সাথে মিলিত হোক, সেরূপ ওষধিসকল রসের সাথে. আমাদের সত্ত্বভাব বিশ্ববাসির সাথে, মাধুর্যভাব মাধুর্যময় ভগবানের বিভূতির সাথে যুক্ত হোক। হে আমার শুদ্ধ সত্ত্বভাব, তোমরা সত্ত্বসমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাতে তোমরা যুক্ত হও। হে মন, সদ্ভাবের উৎপত্তির জন্য ভগবৎকর্মে তোমাকে নিযুক্ত করছি। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির জন্য অগ্নি ও সোমের দ্বারা তোমার সংস্কার করছি। তুমি সৎকর্ম সাধনের মূল (শিরোভাগ)। হে ভগবান, তুমি সকলের প্রকাশক ও প্রাণস্বরূপ। তোমার কীর্তি সকল স্থানে বিস্তৃত এবং তুমি বহুভাবে প্রখ্যাত। তোমার অর্চনাকারী সৎকর্মে প্রখ্যাত হোক। তুমি আমার অজ্ঞানরূপ আচরণ দূর কর। তা হলে আমার দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হবে এবং সদ্ভাবের প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত হবে। সবিতা দেব আমার হৃদয়রূপ অতি বিস্তৃত স্বর্গে তোমাকে স্থাপন করুক। আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞানাগ্নি তোমার আবরণ অতিক্রম করে যেন না যায় অর্থাৎ আমার ভগবৎ-সম্বন্ধী জ্ঞান যেন বিনাশ না পায়। হে অগ্নি, তুমি হব্য রক্ষা কর। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, তুমি ভগবানের সাথে মিলিত হও। হে মন, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিযুক্ত করছি. আমার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক। প্রকৃতি ও পুরুষ-রূপ দেবদ্বয়ের উদ্দেশে স্বাহামন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি, আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। ত্রিলোকব্যাপী অনাদি দেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করছি, আমার যাগ সফল হোক। ৮।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ আ দদ। ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ। পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ। ব্রজং গচ্ছ গোস্থানম্। বর্ষতু তে দ্যৌঃ। বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং

পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্। অররুস্তে দিবং মা স্কান্। বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽদিত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসা। দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃন্বন্তি বেধসঃ। ঋতমস্যৃতসদন-মস্যৃতশ্রীরসি। ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি। পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈ রয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার কর্মফল, তোমাকে ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করছি। তুমি ইন্দ্রের (অনন্ত শক্তি সম্পন্ন ভগবানের) দক্ষিণ বাহুসদৃশ সকল-পাপ-নাশক, অমিত তেজ-সম্পন্ন, বায়ুর মত গতিশীল হয়ে তীব্রজ্বালাবিশিষ্ট রিপুরূপ শত্রুদের বিনাশ কর। দৈব কর্মের আধারস্বরূপ হে আমার স্থূল দেহ, কর্মফলাবসানে তোমার ক্ষয়ের কারণ বিনষ্ট করো না অর্থাৎ এ স্থূল দেহের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দেহের মঙ্গলের জন্য হৃদয় থেকে শত্রুগণ বিনষ্ট হোক। হে মন, তুমি কল্যাণরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা তোমার অভীষ্টবর্ষণ করুক। সবিতা দেব যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে ও আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের পৃথিবীর, শেষ সীমায় গাঢ় অন্ধকারে শত পাশের দ্বারা বন্ধন করুক, তাদের যেন মুক্ত না করে। পৃথিবী থেকে দেবভাবের প্রতিবন্ধক শত্রু চলে যাক। [একই মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি করা হয়েছে, সেজন্য বাহুল্য ভয়ে তাদের আর পৃথক ব্যাখা করা হলো না।] হে মন, শত্রু যেন তোমার দেবস্থান অধিকার না করে। হে চিত্তবৃত্তি, বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে. রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ও আদিত্যগণ জগতী ছন্দে তোমাকে ভগবানের কাজে নিযুক্ত করুক। সবিতা দেবের প্রেরণায় আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন লোকেরা সৎকর্ম করে থাকে। হে মন, তুমি সৎ হও, সৎকর্মের আধারস্বরূপ ও তার মাধুর্যসম্পাদক হও। হে ভগবান, তুমি সকলের ধারক, তুমি স্বধা, তুমি বিশ্বরূপ ও সকলের পরম ধনদাতা। ক্রূর, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী মহা পরাক্রান্ত দানবের উপদ্রব থেকে যে বেদিরূপ পৃথিবীকে পূর্বে রক্ষা করে তুমি চন্দ্রলোকে অমৃতকিরণের সাথে স্থাপন করেছিলে, ধীরগণ, সে বেদিকে মনে মনে চিন্তা করে স্বধা মন্ত্রে যাগ করে থাকে। ৯।২৫ ॥

মন্ত্র ঃ প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োঽগ্নের্ব্বর্স্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামি। গোষ্ঠং মা নির্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহং সং মার্জ্মি বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নির্মৃক্ষম্ বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীং সং মার্জ্মি। আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং তনূম্। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কম্। সুপ্রজসস্ত্বা বয়ং সুপত্নীরুপা সেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্। ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি। সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চ্চসা পুনঃ। সং পত্নী পত্যাঽহম্ গচ্ছে সমাত্মা তনুবা মম। মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নিঃ বপামি। মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসোঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়। তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈৎ। অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে

ভব। শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ। শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে গৃহ্ণামি। জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চি স্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে গৃহ্ণামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, আমার দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু দগ্ধ হোক, রিপুরূপ শত্রুগণ বিনষ্ট হোক। হে অগ্নি, তীব্র তেজের দ্বারা তোমাকে উদ্দীপ্ত করছি। হে মন, সৎকর্ম সাধনে সমর্থ তোমাকে সেভাবে শোধন করছি, যাতে আমার সত্ত্বভাব চলে না যায়। আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, লোকানুরাগ, সম্বৃত্তির মূল যাতে বিনষ্ট না হয়, সেভাবে সৎকর্ম সাধনে সক্ষম, শত্রুদের পরাভবকারী তোমাকে শোধন করছি। হে চিত্তবৃত্তি, তুমি ভগবৎ-প্রীতি, লোকানুরাগ, সৌভাগ্য ও শরীর কামনা করে থাক—এজন্য অগ্নির অনুসরণ করে যাতে সুখ পাও, সেরূপ শোভন কর্মে, তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে অগ্নি, বিশ্বের মঙ্গল কামনায় শোভন পুত্র ও পত্নীযুক্ত আমরা অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে শত্রু-বিনাশক অপরাজেয় তোমাকে উদ্দীপ্ত করছি। বরুণের (আমার কর্মের) যে পাশ আমি বন্ধন করেছি (সংসার বন্ধন), শোভনপ্রজ্ঞ সবিতার অনুগ্রহে আমি তা মুক্ত করব। সৎকাজের ফল-স্বরূপ পরমস্থানে ভগবানের অধিষ্ঠান রূপ এ হৃদয়ে সদ্ভাবের সাথে মিলিত হয়ে যাতে আমার পরম সুখ হয়, সেরূপ করব। হে অগ্নি, তোমার অনুগ্রহে আয়ু, প্রজা, তেজ লাভ করে পরিব্রতা পত্নীর মত জগতের স্বামী ভগবানের সাথে মিলিত হবো আমাদের যেন বিচ্ছেদ না হয়। আমার আত্মা পরমাত্মার সাথে যুক্ত হোক। হে মন, তুমি সকল লোকের অমৃতস্বরূপ, ওষধির রসরূপ, অক্ষয় তোমাকে ভগবৎ-কর্মে নিযুক্ত করছি। তুমি বিশ্বের অমৃততুল্য, ওষধির রসস্বরূপ, জনগণের কল্যাণের জন্য প্রীতির চোখে তোমাকে দেখছি। তুমি তেজস্বরূপ, তেজোময় ভগবানের সাথে যুক্ত হও, অগ্নি তোমার তেজ যেন অপসারিত না করে। হে মন, তুমি অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ, দেবতাদের সুখরূপ হও। সকল অবস্থানে, যাগাদি সকল সৎকাজে দেবতাদের আহ্বানকারী হও। তুমি শুদ্ধ, জ্যোতি-রূপ তেজময় হও। সবিতা দেব নির্দোষ বায়ুরূপ শোধনের দ্বারা ও সূর্যকিরণের দ্বারা তোমাদের পবিত্র করুক। হে চিত্তবৃত্তি, দীপ্ত তোমাকে সকল অবস্থায় ; প্রতি সৎকাজে দেবতার প্রীতি সাধনের জন্য গ্রহণ করছি। জ্যোতি ও তেজ-রূপ তোমাকে সব সময় প্রতি সৎকাজে দেবতাদের প্রীতির জন্য জ্যোতি-রূপ ও তেজস্বরূপ ভগবানে স্থাপন করছি। ১০।২৩

মন্ত্র ঃ কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহা। বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা। বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহা। দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা। স্বধা পিতৃভ্য উর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য উর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছত। বিষ্ণোঃ স্তুপোঽসি। উর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যোঃ। গন্ধর্বোঽসি বিশ্বাবসুর্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িত ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতো মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতঃ। সূর্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বরে। বিশো যন্ত্রে স্থো। বসূনাং রুদ্রাণামাদিত্যানাং সদসি সীদ। জুহুরুপভৃদ্ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদ। এতা অসদনৎ সুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়ম্‌ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে

তোমাকে অর্পণ করছি। তুমি বেদি-স্বরূপ, সৎকর্ম সাধনের জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তুমি দর্ভরূপ, হবনীয় দান-পাত্রের জন্য স্বাহা মন্ত্রে তোমার সংস্কার করছি। হে আমার ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম, তোমাকে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ-লোক ও পৃথিবীলোকের দেবভাব প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করছি। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে আহ্বান করছি। হে চিত্তবৃত্তি-সমূহ, তোমরা আমার হৃদয়রূপ বর্হিতে সঞ্জাত পিতৃগণ সকলের রসরূপ পোষক হও। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পিতৃ-গণসমূহ, তোমাদের বলপ্রাণরূপ সত্ত্বভাব আমার হৃদয়রূপ সম্বৃত্তিমূলকে প্রাপ্ত হোক। হে মন, তুমি বিষ্ণুর ধারক, দেবতাদের উপবেশনের জন্য ঊর্ণার মত মৃদু তোমার বিস্তার করছি। হে ভগবান, তুমি সর্বগ, বিশ্বব্যাপক, অতএব স্তুত হয়ে সকল শত্রুর আক্রমণ থেকে যজমানের সংরক্ষক হও। হে মন, তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু-সদৃশ, স্তুত হয়ে তুমি যজমানের পরিরক্ষক হও। সত্য ধর্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট স্থানে মিত্র ও বরুণের স্থাপন কর। তুমি স্তুত হয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা কর। সকলের অর্চনার জন্য সূর্য সকল ভাবে তোমাকে রক্ষা করুক। হে ত্রিকালজ্ঞ অগ্নিদেব, দীপ্যমান, মহান, অভীষ্টপূরক তোমাকে হিংসারহিত যজ্ঞে দীপ্ত করছি। হে জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা দুজন প্রজাদের নিয়ামক হও। হে মন, তুমি, বসু, রুদ্র ও আদিত্য দেবতাদের স্থানে অগ্রসর হও। তুমি হবন-পাত্ররূপ (জুহু), দেবতাদের কাছে হবির ধারক ও নিত্যস্বরূপ, হবিপূর্ণ হয়ে প্রিয় বস্তুর সাথে আমার হৃদয়রূপ আসনে অবস্থান কর। হে বিষ্ণু সর্বব্যাপক (ভগবান), সত্যের উৎপত্তি স্থল আমার হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে তাদের রক্ষা কর; সেরূপ যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ও প্রার্থনাকারী আমাকে রক্ষা কর। ১১।২০ ॥

মন্ত্র ঃ ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ। জুহেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া। অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতম্। বিষ্ণোঃ স্থানমসি। ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্যাণি সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্রুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্ৎ স্বাহা। বৃহদ্ভাঃ। পাহি মাহগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজ। মখস্য শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তাম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি সকল প্রাণীর উৎপাদক, অতএব তুমি বিস্তৃত হও। আমার এ কর্ম তোমাকে প্রাপ্ত হোক, অঞ্জলিপুটে তোমাকে নমস্কার। হে জুহু (শুদ্ধসত্ত্ব), তুমি শীঘ্র এস, দেবতার যাগ সম্পাদনের জন্য অগ্নি তোমাকে উদ্দীপ্ত করুক। হে উপভৃৎ (হবির ধারণকর্তা, আমার মনোবৃত্তি), তুমি শীঘ্র এস, সৎকর্ম সাধনের জন্য সবিতাদেব তোমাকে নিযুক্ত করুক। হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, তোমাদের সম্বন্ধ থেকে আমাকে বিযুক্ত করো না, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। তোমরা লোকের শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপনকর্তা, আমাকে পরম স্থান দাও। হে মন, তুমি বিষ্ণুর আধার হও। হে ইন্দ্র, তুমি আমার হৃদয়ে শক্তি বিস্তার কর, যাতে আমার যজ্ঞ উন্নত ও সম্পন্ন হতে পারে। যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমার যজ্ঞ শত্রুর উপদ্রব-শূন্য হয়ে বিশ্বব্যাপক, অকুটিল ও ভগবৎ-প্রাপক হোক। আমার সে কর্ম স্বাহা মন্ত্রে ভগবানে সমর্পণ করছি। হে মন, জ্ঞানরশ্মি যাতে ভগবানের প্রাপক হয়, সেরূপ কর। হে অগ্নি, আমাকে পাপ আচরণ থেকে রক্ষা কর, সৎপথে নিয়ে যাও। হে মন, তুমি, সৎকর্মের মস্তক-সদৃশ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, পরম জ্যোতি-স্বরূপ। পরম জ্যোতিষ্মান্ ভগবানের সাথে আমাকে যুক্ত কর। ১২।২৭ ॥

মন্ত্র ঃ বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নাং ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাং অকঃ। উদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভম্‌ চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্‌। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ব্যস্যতাম্‌। বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহদিত্যেভ্যস্ত্বা। অক্তং রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ। প্রজা যোনিং মা নির্মৃক্ষম্‌। আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবম্‌ গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়। আয়ুষ্পা অগ্নেহস্যায়ুর্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেহসি চক্ষুর্মে পাহি। ধ্রুবাহসি। যং পরিধিং পর্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্বীয়মাণঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতৈ যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিতম্‌। সংস্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাম্‌ বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্‌। অগ্নের্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তং ধুরি ধুর্যৌ পাতম্‌। অগ্নেহদব্ধায়োহশীততনো পাহি মাহদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ। পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুম্‌ কৃণু সুষদা যোনিং স্বাহা। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমম্‌ নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, তুমি সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আত্মার উন্নতি লাভের জন্য আমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে চল। তোমার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব আমার শত্রুদের নিপীড়িত করে দূরে করে দিক। তোমার কৃপায় দেবগণ আমার উন্নতি ও শত্রুদের অবনতি সাধন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নিদেব আমার সহজাত অন্তঃশত্রুদের বিদূরীত করুক। হে মন, বসুগণের, রুদ্রগণের ও আদিত্যগণের তৃপ্তির উদ্দেশে তোমাকে নিযুক্ত করছি। আমার হৃদয়ে সদ্ভাব দীপ্ত হোক; বিশ্বপ্রীতি ও সদ্বৃত্তির মূল যেন আমি বিনাশ না করি। জল ওষধির বর্ধন করুক, বায়ু-প্রেরিত হয়ে বিন্দুরূপে দ্যুলোকে গমন করুক এবং তা থেকে আমাদের জন্য বৃষ্টি আনুক। হে অগ্নি, তুমি আয়ুর পালক, আমাদের পূর্ণ আয়ুষ্কাল রক্ষা কর। তুমি চক্ষুর পালক, আমাদের চক্ষু রক্ষা কর। হে মন, তুমি স্থির হও। হে দ্যোতমান অগ্নিদেব, স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হয়ে তুমি যে শুদ্ধসত্ত্ব আমার হৃদয়ে স্থাপন করেছ, তোমার প্রীতিকর তা তোমাকে অর্পণ করছি; এ শুদ্ধসত্ত্ব তোমা থকে পৃথক নয়। যজ্ঞের ফল ভগবানের কাছে যাক। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা আমাদের সৎকর্মের সাথে যুক্ত হও। তোমরা সকলের আরাধ্য হয়ে প্রস্তরের মত স্থির স্থানে ও আমাদের হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থান কর। তোমরা আমাদের এ স্তুতি শোন ও আমাদের এ যজ্ঞে উপবেশন করে হৃষ্ট হও। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি, অবিনশ্বর নিবাসের কারণ অগ্নিদেবের নিকট তোমাদের স্থাপন করছি। তোমরা সুখের আধার, আমাকে পরম সুখে স্থাপন কর, আমার সৎকর্মের নির্বাহক জ্ঞান ও ভক্তিযোগ রক্ষা কর। অর্চনাকারিদের মঙ্গল-বিধায়ক সর্বব্যাপক হে অগ্নিদেব, আজ আমাকে রক্ষা কর, দ্যুলোকবাসী দেবগণ যাতে আমার অপরাধ না নেন, তা কর। মায়াপাশ থেকে, অশাস্ত্রীয় যাগ থেকে, দুষ্ট ভোজন ও পাপ আচরণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর, সুখে উপবেশনযোগ্য পরম স্থান আমাকে দাও। আমার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক। হে যজ্ঞাদি সৎকর্মের বেত্তা দেবগণ, তোমরা আমাদের সৎকর্মের ইচ্ছা জেনে তা গ্রহণ কর। হে মনের অধিষ্ঠাতা দেব, দেবভাব লাভের জন্য এ যজ্ঞ তোমাকে অর্পণ করছি। স্তোত্রমন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য আমার কর্ম তোমাকে অর্পণ করছি। হে দেবগণ, সকল কাজের প্রবর্তক বায়ুতে এ কর্ম স্থাপন কর। প্রাণবায়ুর আধার ভগবানে এ কর্মফল সমর্পণ করছি। ১৩।২০ ॥

মন্ত্র ঃ উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ । উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্ । অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ । অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্ । ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্ । সাকমেকেন কর্ম্মণা । শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্ । উভা হি বাং সুহবা জোহবীমি তা বাজং সদ্য উশতে ধেষ্ঠা । বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে । ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি । পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্ । স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা । ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি । গামশ্বং পোষয়িত্বা স নঃ মৃড়াতীদৃশে । ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব । মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু । অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম । আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্ । অগ্নির্বিদ্বান্‌ৎস যজাৎ সেদু হোতা সো অধ্বরান্‌ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি । যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো । মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে । অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্‌ৎ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা । পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ । ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্তেষ্বা । ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ । যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ । অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের উভয়কে হবিরূপ ধনের দ্বারা তৃপ্ত করবার জন্য আহ্বান করছি। তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনের দাতা, অন্ন লাভের জন্য তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা প্রভূত দানশীল একথা শুনেছি, তোমরা বিশিষ্ট ধনের প্রদাতা, আমাদের হৃদয় রূপ গৃহ থেকে রিপুদের বিনাশক হও। তারপর হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের উদ্দেশে সত্ত্বভাবরূপ সোম উৎসর্গ করার জন্য আমাদের হৃদয়ে অভিনব স্তোত্রমন্ত্র স্থাপন করছি। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, সৎকর্মের প্রতিবন্ধক শত্রুদের অধ্যুষিত নবদ্বার বিশিষ্ট এ দেহরূপ গৃহকে তাদের বিনাশের দ্বারা রক্ষা করে থাক, এ তোমাদের অদ্বিতীয় মহিমা। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র ও অগ্নি, আজ আমাদের শুচি চিরন্তন স্তুতি গ্রহণ কর। তোমরা উভয়ে প্রকৃষ্ট হবির দাতা, তোমাদের পূজা করছি, তোমরা অর্চনাকারীদের অভীষ্ট পরম ধন দাও। হে সন্মার্গের পালক পূষাদেব, আমরা পরম ধনপ্রাপক সৎকর্মে রথের মত বাহক তোমাকে যুক্ত করছি। সকল শোভন মার্গের অধিপতি, সকলের দ্রষ্টা সে দেবতার উদ্দেশে কর্মফল দেবার জন্য প্রেরিত হয়ে আমি যেন তাকে স্তোত্রের দ্বারা লাভ করি। তিনি আমাদের শোকনাশক চন্দ্রের মত পরম আনন্দ সাধক পরম ধন দিন এবং সে পূষাদেব আমাদের সকল সৎকর্মের বুদ্ধি দিন। সকল প্রাণীর হিতের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিপতি ভগবানের অনুগ্রহে জ্ঞানজ্যোতি ও কর্মশক্তি লাভ করব। সে ক্ষেত্রপতি পরব্রহ্ম সদ্ভাব বর্ধন করে জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে আমাদের সুখী করুন। হে অগ্নিদেব, তুমি সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা, তুমি আমাদের পরম ধন দেবার জন্য সৎপথে পরিচালিত কর। হে দেব, আমাদের কাছ থেকে কুটিল পাপকে বিযুক্ত কর। তোমার উদ্দেশে বার বার নমস্কারের সাথে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছি। দেবগণের শোভন পথ লাভে যাতে সমর্থ হই, সেরূপ কর্ম নিরন্তর যেন আমরা সম্পন্ন করতে পারি। প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব সে পথ আমাদের জানিয়ে দিক। সে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা, তিনি আমাদের

যজ্ঞ হিংসারহিত করুন। যা প্রাপণীয় হবি, তা অগ্নির উদ্দেশে সম্পন্ন হোক। হে বিভাবসু, আমাদের শ্রেষ্ঠ ধন দাও। তোমার নিকট থেকে মহৎ ধন ও অন্ন উদ্গত হচ্ছে। হে অগ্নি, তুমি আমাদের ভবাব্ধির পারে নিয়ে চল। চির নূতন স্তুতি ও যজ্ঞাদি সাধনে তুষ্ট হয়ে তুমি আমাদের সকল পাপ দূর করাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের নিবাসস্থান বিস্তৃত হোক, তুমি আমাদের অপত্যদের সুখপ্রদ হও। হে দ্যোতমান অগ্নি, তুমি মানুষের সৎকর্মের পালক, তুমি সকল যজ্ঞে পূজিত হও। হে দেবগণ, ভগবৎ-কর্মে অনভিজ্ঞ আমরা তোমাদের কাজে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাকি, সর্বজ্ঞ অগ্নিদেব তা পূর্ণ করুক, যে কর্মে যে অঙ্গ হানি হয়, দেবগণ তা পূর্ণ করুক। ১৪।২৮ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে। ওষধে ত্রায়স্বৈনং স্বধিতে মৈনং হিংসীর্দেবশ্রূরেতানি প্র বপে। স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়া। আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ পুনন্তু বিশ্বমস্মৎপ্র বহন্তু রিপ্রম্। উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি। সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহি। মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চঃ ময়ি ধেহি। বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্মে পাহি। চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্। আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ। ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ। ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, কর্মশক্তি প্রাপ্তি, দীর্ঘ জীবন লাভ ও বিশ্বের হিতের জন্য দেববিভূতি-সমূহ আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক। হে কর্মফল দাতা, অজ্ঞান থেকে আমাকে উদ্ধার কর। হে ভববন্ধন-ছেদন কর্তা, আমা প্রতি বিরূপ হয়ো না। হে ভগবান, তোমার অনুগ্রহে দেবভাবের পোষক আমি যেন তোমাকে আমার কর্মফল সমর্পণ করতে পারি, পরমার্থ সাধক আমার কর্মগুলি যেন সিদ্ধ হয়। মাতৃস্থানীয় ঘৃতের মত পবিত্রকারিণী জলদেবীগণ সদ্ভাবের দ্বারা আমাদের পবিত্র করুক, আমাদের কাছ থেকে সকল পাপ দূর করে দিক। জলের দ্বারা বাহিরে ও অন্তরে আমি শুদ্ধ হব। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সোমদেবের শরীর-সদৃশ, শত্রুর উপদ্রব থেকে আমাকে রক্ষা কর। হে দেব, তুমি মর্তলোকের জলস্বরূপ, জল যেমন ভূমিকে আর্দ্র করে, সেরূপ তুমি ভক্তিরসে লোকদের সিক্ত কর। তুমি তাদের তেজোপ্রদ হও। তুমি অজ্ঞানের নাশক, চক্ষুর প্রাপক, আমার চক্ষু রক্ষা কর অর্থাৎ আমার অজ্ঞান বিনাশ করে জ্ঞানচক্ষু দাও। হে আমার কর্ম, চিত্তের স্বামী তোমাকে পবিত্র করুক, বাক্যের অধিপতি তোমাকে পবিত্র করুক। সবিতা দেব অচ্ছিদ্র বায়ুরূপ শোধকের দ্বারা ও সকলের নিবাস-স্থানীয় সূর্যের কিরণের দ্বারা তোমাকে পবিত্র করুক। হে অন্তর্যামী, তুমি জ্ঞানময় ও সাধকের অনুভূত, তোমার যে স্বরূপ আমি কামনা করি, তা পেয়ে যেন পবিত্র হতে পারি। হে দেবগণ, সত্য ও ধর্মের বিজ্ঞাপক এ হিংসারহিত যজ্ঞে তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, এ যজ্ঞের শুভফল পাবার জন্য তোমাদের আহ্বান করছি। ইন্দ্র, অগ্নি, দ্যুলোক, ভূলোক,

জল ও ওষধিসকল তা অনুমোদন করুক। হে ভগবান, তুমি সৎকর্মের পালক, এ সৎকর্মে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা কর। ১।১৮ ॥

টীকা : ১। ভাষ্যাদিতে 'স্বধিতি' ও 'ওষধি' শব্দে যজ্ঞাদির প্রয়োজনে ক্ষুর ও কুশকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তাতে অর্থ হয়—হে কুশতরুণ, তুমি যজমানকে ক্ষুর হতে রক্ষা কর। হে ক্ষুর, তুমি এ যজমানকে হিংসা করো না॥ কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে ওষধে ও স্বধিতি পদদ্বয় এক ভগবানকে সম্বোধন করা হয়েছে। ওষধি শব্দের অর্থ—'যে ফল পাক পর্যন্ত সজীব থাকে'। যার ফল-পাক পর্যন্ত সজীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কেউ নন। স্বধিতি শব্দে যিনি ছেদন করেন। যিনি জীবের ভববন্ধন ছেদন করেন, তিনি ঈশ্বর। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে॥

মন্ত্র : আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা। মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা। দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নেয় স্বাহা। সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা। আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশংভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্বন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা। বিশ্বে দেবস্য নেতুর্মর্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা। ঋক্সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচ। ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সং শিশাধি যযাঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্মাণমধি নাবং রুহেম। উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা উর্জং মে যচ্ছ। পাহি মা মা মা হিংসীঃ। বিষ্ণোঃ শর্মাসি শর্ম যজমানস্য শর্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহি। ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিংসীঃ। কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ। সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ। সূপস্থা দেবী বনস্পতি রূর্ধ্বো মা পাহ্যোদৃচঃ। স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্। স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে॥ ২॥

অনুবাদ : সংকল্প সিদ্ধির প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করছি। ধারণা শক্তি লাভের জন্য মনের অধিষ্ঠাতা অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করছি। সৎকর্ম সিদ্ধির জন্য তপ অভিমানী অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছি। বাক্ সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়ের পোষক অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছি। জল, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী মহতী বিশ্বব্যাপিকা, সকলের সুখদায়িকা জলদেবীগণ এবং বৃহস্পতি হবির দ্বারা আমাদের বর্ধন করুক। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সকল মানুষ ফল-প্রাপক ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে, সকলে পরম ধনের জন্য কামনা করে ও পুষ্টির জন্য অন্ন চায়। আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পন্ন হোক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ঋক্ ও সামের শিল্পী, প্রসিদ্ধ তোমাদের আরাধনা করছি। এ আরব্ধ যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাকে রক্ষা কর। হে দ্যোতমান বরুণদেব, যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক যজমানের ক্রতুবিষয়ে জ্ঞান দিয়ে তার যজ্ঞ পূর্ণ কর। হে দেব, যে কর্মের দ্বারা সকল পাপ হতে উত্তীর্ণ হতে পারি, সুখে ত্রাণকারক কর্মরূপ সে নৌকা যেন আমরা পাই। হে ভগবদ্বিভূতি, তুমি অঙ্গিরা ঋষিদের অন্নরস রূপ ও উর্ণার মত মৃদু, আমাকে অন্নরস দাও। তুমি আমাকে রক্ষা কর, শরণাগত আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না, আমাকে হিংসা করো না। তুমি বিষ্ণুর সুখপ্রদ, তুমি যজমানের আশ্রয় হও ও আমাকে পরম সুখ দাও। নক্ষত্রের (অক্ষীয়মাণ সদ্ভাবের) ক্ষয় থেকে আমাকে রক্ষা কর। তুমি ইন্দ্রের (পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবানের) প্রাপ্তির কারণ, আমাকে হিংসা করো না। হে চিত্তবৃত্তি, কর্ষণের জন্য, সুন্দর শস্য লাভের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। সুফল যুক্ত ওষধির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। সৎকর্মের

সম্পাদক বনস্পতিদেব অনুকূল হয়ে কর্ম সমাপ্তি পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করুক। মনের দ্বারা যজ্ঞ লাভ করব। সে যজ্ঞ ভূলোক ও দ্যুলোক ব্যেপে প্রকাশিত হোক, যজ্ঞ সম্পন্ন হোক। সে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে প্রকাশ পাক, যজ্ঞ সম্পন্ন হোক। আমার সে যজ্ঞ সত্ত্বভাবের প্রভাবে সম্পন্ন হবে, সে যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। ২।২০ ॥

মন্ত্র ঃ দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাম্ যজ্ঞবাহসং সুপারা নো অসদ্বশে। যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা। অগ্নে ত্বং সু জাগৃহি বয়ং সু মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দদঃ। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ। বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্। পূষা সন্যা। সোমো রাধসা। দেবঃ সবিতা। বসোর্ব্বসুদাবা রাস্বেয়ৎ। সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা। বি রাধি মাঽহমায়ুষা। চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব। বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভব। উস্রাঽসি মম ভোগায় ভব। হয়োঽসি মম ভোগায় ভব। ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব। মেষোঽসি মম ভোগায় ভব। বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নির্ঋত্যৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা। দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্ম-দিন্তমস্তম্ [illegible] মাঽহব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনু গেষম্। ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বথেমিব স্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ। এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্বে ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তো রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, সুখপ্রদ, তেজের ধারক, যজ্ঞ নির্বাহক দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করছি। সে বুদ্ধি সুখলভ্য হয়ে আমাদের অধীন হোক। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সম্বন্ধ যুক্ত, সৎকর্মের সাধক, সদ্ভাবের উৎপাদক দেবভাবসকল আমাদের পাপ থেকে ত্রাণ করুক, রক্ষা করুক, সে দেবতাদের নমস্কার, তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। হে অগ্নিদেব, তুমি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগরূক হও, আমরা গভীর নিদ্রাভিভূত হয়েছি। হে ভগবান, তুমি তামাদের ত্রাণ কর, সুবুদ্ধি দিয়ে রক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য আবার জাগরণের জন্য আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। হে অগ্নি, দ্যোতমান তুমি, মনুষ্য পর্যন্ত সকল প্রাণীর সৎকর্মের পালক তুমি, তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজ্য হও। সকল দেবগণ আমাকে সকল প্রকারে আবরণ করে থাকুক, পূষাদেব পরম ধনের সাথে আসুক, সোমদেব শ্রেষ্ঠ ধনের সাথে আসুক, দ্যোতমান, পরম আশ্রয়, সৎকর্মের প্রেরক ভগবান পরম ধনদায়ক রূপে আসুক। হে সোমদেব (শুদ্ধসত্ত্ব), তুমি একর্মে শ্রেষ্ঠ ফল দাও। তুমি পূর্ণফলের দ্বারা সৎকর্ম পূর্ণ করে বহুতর ধন দাও, যাতে আমি আয়ু থেকে (সাধক-জীবন থেকে) বিযুক্ত না হই। হে ভগবান, তুমি চন্দ্রের মত পরম আহ্লাদক, আমার ভোগের জন্য হও। তুমি বস্ত্রের মত সদ্ভাবের আবরক, আমার ভোগের জন্য হও, দুগ্ধবতী গাভী যেমন দুগ্ধ নিঃসরণ করে লোকের রক্ষা করে সেরূপ তুমি জ্ঞানধন দানের দ্বারা পাপ নিবারণ করে লোকের রক্ষা কর। আমার সৌভাগ্যের কারণ হও। হে ভগবান, তুমি অশ্বরূপ (অভীষ্ট প্রাপক), শরণাগত আমার অভীষ্টপ্রদ হও। তুমি ছাগরূপ (ভববন্ধন ছেদক), আমার সৌভাগ্যের কারণ হও। তুমি মেষরূপ (উন্মেষক), আমার সহায়ক হও। হে মন, বায়ুর (জগতের প্রাণ স্বরূপ ভগবানের) প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি, বরুণদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে যুক্ত করছি, নির্ঋতির জন্য (দিক্‌পাল

রূপ বর্তমান জগতের পালক ভগবানের প্রীতির জন্য) তোমাকে যুক্ত করছি। রুদ্রের জন্য তোমাকে যুক্ত করছি। হে জলদেবীগণ (দেবীস্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্বভাব-সমূহ), তোমাদের যে তমোভাবের শোধক প্রসিদ্ধ সত্ত্ব-প্রবাহ আছে, ভগবানের প্রীতিকর, শক্তি-সম্পন্ন, পরম আনন্দপ্রদ তাকে যেন আমি অতিক্রম না করি। সে সত্ত্বপ্রবাহ লাভ করে এ পার্থিব সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করতে যেন সক্ষম হই। হে মন, তুমি সৎকর্ম থেকে কল্যাণ কামনা কর। বৃহস্পতি তোমার পথপ্রদর্শক হোক। তারপর তুমি এ জগতে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ কর। হে সর্ববীর (সকল শক্তির আধার ভগবান), তুমি শত্রুদের এ যজ্ঞস্থল থেকে দূরে সরিয়ে দাও। যে যজ্ঞভূমিতে সকল দেবগণ পূর্বে আশ্রয় করে আছে, সে যজ্ঞভূমি যেন এ মর্তলোকে আমরা লাভ করি। ঋক, সাম ও যজুর্মন্ত্রে অজ্ঞান সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে পরম ধনের পুষ্টি ও সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা হৃষ্ট হবো। ৩।২১ ।।

মন্ত্র : ইয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ। জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা। শুক্রমস্য-মৃতমসি বৈশ্বদেবং হবিঃ। সূর্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভি-রীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা। চিদসি মনাঽসি ধীরসি দক্ষিণা অসি যজ্ঞিয়াঽসি ক্ষত্রিয়াঽস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী। সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাতু পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়। অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ। সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্বাঽবর্তয়তু মিত্রস্য পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা ।। ৪ ।।

অনুবাদ : হে জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেব, আমাদের এ দেহ তোমার আশ্রয়স্থান, তোমার তেজ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে দীপ্ত হোক। তোমাকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করছি, তুমি সর্বব্যাপক বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত হয়ে শক্তিবর্ধক হও। সত্যস্বরূপ তোমার প্রেরণায় আমি কর্মের দৃঢ়তা লাভ করব, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি দীপ্তিমান, তুমি পরম আহ্লাদক, তুমি অমৃতস্বরূপ, তুমি সকল দেবতার প্রিয় হবি-স্বরূপ। হে মন, তুমি সূর্যের চক্ষু লাভ কর, অগ্নির নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও। তুমি জ্ঞানীদের সাথে মিলিত হয়ে দ্রুত সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অগ্রসর হও। হে দেবি, তুমি চিন্ময়ী, তুমি মন-স্বরূপা, তুমি ধী, তুমি দক্ষিণা (সৎকর্মের সাধনকর্ত্রী), তুমি ক্ষত্রিয়া (অমিততেজা, অজেয়া), তুমি যজ্ঞস্বরূপা, তুমি অদিতি (অনন্তরূপা), অতএব সকলের শ্রেষ্ঠ বরণীয়। হে দেবি, সে তুমি আমাদের অভিমুখী হও, আমাদের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আমাদের মিত্রস্বরূপ (পরম উপকারক) ভগবান আমাদের হৃদয় প্রদেশে তোমাকে বন্ধন করুক। সকলের দ্রষ্টা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য পূষাদেব বিপথ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। হে দেবি, মাতা তোমার স্মরণ করুক, সেরূপ, পিতা সহোদর ভ্রাতৃগণ আত্মীয় স্বজন ও বান্ধবেরা তোমার অনুস্মরণ করুক। হে দেবি, সে তুমি আমাদের দেবভাব দাও, ইন্দ্রের জন্য সোম (আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব) বহন করাও, রুদ্রদেব তোমাকে লাভ করে আমাদের প্রতি রোষ প্রকাশে নিবৃত্ত হয়ে মিত্রের মত হিতসাধক ভগবানের পথ দেখাক। আমাদের মঙ্গল হোক, সোমের সখা তুমি পরম ধনের সাথে আবার এস, আমাদের হৃদয়ে চির বিদ্যমান হও। ৪।১১ ॥

মন্ত্র : বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসি। বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু। রুদ্রো বসুভিরা চিকেতু। পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্ধন্না জিঘর্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে ঘৃতবতি স্বাহা। পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা

অরাতয়ঃ। ইদমহং রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি। যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবাঃ অপি কৃন্তামি। অস্মে রায়স্ত্বে রায়স্তোতে রায়ঃ। সং দেবি দেব্যোর্বশ্যা পশ্যস্ব। ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সন্দৃশি। মাহং রায়স্পোষেণ বি যোষম্ ।। ৫ ।।

অনুবাদ ঃ হে দেবি, তুমি বসুরূপা (পৃথিবীরূপা), তুমি অদিতি (অনন্তরূপা), তুমি অনন্তের অংশরূপা (দেবস্বরূপ) তুমি জ্যোতির্ময়ী, তুমি চন্দ্ররূপা (আনন্দরূপিণী) বৃহস্পতি (জ্ঞানদেব) এ প্রদেশে আনন্দ লাভ করুক, রুদ্রদেব বসুগণের সাথে তোমার অনুবর্তন করুক। পৃথিবীর মস্তকরূপ যাগস্থলে তোমাকে অনুক্রমে আকর্ষণ করছি। তুমি ইড়ার (ভগবৎকর্মের) অবলম্বন, ঘৃত-স্বরূপিণী তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করছি, আমার কর্ম সিদ্ধ হোক। দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হোক, সদ্ভাবের প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত হোক। এ সৎকর্মের প্রভাবে শত্রুর মূলও ছেদন করছি। যে শত্রু আমাদের বিদ্বেষ করে, যাকে আমরা দ্বেষ করি, তাদের মূল এর দ্বারা ছেদন করছি। হে দেবি, আমাকে পরম ধন দাও। তোমার যে পরম ধন আছে, তা তুমি সমস্ত জনে স্থাপন কর। তুমি উর্বশী দেবীর (সকলের বশীকরী শক্তির) সাথে আমাকে দেখ। তোমার অনুগ্রহে শোভন কর্মশক্তি লাভ করব। তুমি শোভন শক্তি সম্পন্ন শক্তির আধার-স্বরূপ, তোমার দর্শনে সামর্থ্য লাভ করব। আমি যেন ধনের পোষণ থেকে বিযুক্ত না হই। ৫।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ অংশুনা তে অংশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽমাত্যোঽসি শুক্রস্তে গ্রহঃ। অভি ত্যং দেবং সবিতারমুণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবসং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্। ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা সুবঃ। প্রজাভ্যস্ত্বা। প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেব, আমার সূক্ষ্ম অবয়ব তোমার সূক্ষ্ম অবয়বের সাথে বিলীন কর, আমার স্থূল অবয়ব তোমার স্থূল অবয়বের সাথে যুক্ত হোক। তোমার গন্ধ (করুণা) আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুক। তোমার রস (স্নেহানুরাগ) আমাদের পরম আনন্দ দানের জন্য অক্ষয় হোক। হে দেব, তুমি সকলের সখাস্থানীয় হও। তোমার জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপক, অ... প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ, সুফলরূপ রত্নের ধারক, সকলের প্রীতির বিষয়, অর্চনাকারীর সুমতি-বিধায়ক, সকলের দ্রষ্টা সে প্রসিদ্ধ সবিতার (জ্ঞানপ্রেরক স্বপ্রকাশ ভগবানের) আমরা পূজা করছি। যে সবিতা দেবতার দীপ্তি নিখিল সৎকর্মসাধনের জন্য ঊর্ধ্ব গগনে সকল বস্তু দীপ্ত করছে, হিরণ্যপাণি, শোভনক্রতুযুক্ত সে সবিতা দেব লোকের কল্পনার অতীত। হে দেব, বিশ্বের হিতের জন্য তোমার অর্চনা করছি। প্রাণ ও ব্যান বায়ু রক্ষণের জন্য তোমার অর্চনা করছি। তুমি বিশ্ববাসী সকলের জীবন দাও। সকল লোক তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করুক। ৬।৬ ॥

মন্ত্র ঃ সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্যাবন্তমভিমাতিষাহম্। শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রম্ চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোঃ। অস্মে চন্দ্রাণি। তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষম্ পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি। অস্মে তে বন্ধুর্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্। অস্মে জ্যোতিঃ। সোমবিক্রয়িণি তমো। মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্তং স্যোনঃ স্যোনম্। স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তানক্ষধ্বং মা বো দভন্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, তোমার কল্যাণের জন্য বলপ্রদ, রসযুক্ত, শান্তিদায়ক, শত্রুনাশক সোম (শুদ্ধ সত্ত্ব) ক্রয় করছি (হৃদয়ে ধারণ করছি)। তোমার মঙ্গলের জন্য তেজস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব তেজের দ্বারা হৃদয়ে স্থাপন করছি। পরম আনন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে পরম আনন্দের দ্বারা, অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্বকে অক্ষয় সৎকর্মের প্রভাবে হৃদয়ে স্থাপন করছি। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব, তোমার যে জ্ঞান, তা প্রার্থনাকারী আমাতে থাকুক, তোমার সদ্ভাবের কিছু আমাদের দাও। হে শুদ্ধ-সত্ত্ব, তুমি তপস্যার শরীর, তুমি প্রজাপতির বর্ণ (আধাররূপ)। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায়, তোমার সাহায্যে আমি যেন সকলের পালনকার্যে পরিপুষ্ট হতে পারি। তোমার মিত্রস্বরূপ ভগবান আমাদের মধ্যে ক্রীড়াপর হোক। তোমার পরম ধন আমাকে দাও। হে দেব, আমাদের জ্ঞানজ্যোতি দাও। সদ্ভাবের প্রতিবন্ধক শত্রুদের অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত কর। তুমি শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, মিত্রের মত আমাদের কাছে এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিদায়ক, পরমসুখের কারণ তুমি ইন্দ্রের সুখস্বরূপ ও পরম আনন্দপ্রদ দক্ষিণ উরু আশ্রয় কর। নাদরূপ, দীপ্তিমান, পাপহারক, বিশ্বপালক, সদা আনন্দরূপ, শোভন কর্মকারী, সকলের জীবনরূপ হে সপ্ত দেবগণ, যারা শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ, তাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য রক্ষা কর, তোমরা আমাদের হিংসা করো না, আমাদের ত্যাগ করে যেয়ো না। ৭।৯ ॥

মন্ত্র ঃ উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনাং রসেনোৎপর্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতাং অনু। উর্বন্তরিক্ষমন্বিহি। অদিত্যাঃ সদোঽস্যাদিত্যাঃ সদ আ সীদ অস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা। আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড়্বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি। বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্। উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ। বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনমসি। প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ সৎকর্ম সাধনের দ্বারা, অক্ষয় জীবন লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হবো। ওষধির রসের দ্বারা পর্জন্যের তেজের দ্বারা অমৃতের উদ্দেশে প্রবুদ্ধ হবো। হে দেব, তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোক অনুসরণ করে এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অদিতির (অনন্তস্বরূপ ভগবানের) আধারস্বরূপ, অতএব অদিতির স্থান লাভ কর। অভীষ্টবর্ষক ভগবান দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক ব্যেপে আছেন, পৃথিবীতে তাঁর মহিমা অপরিমেয়; সকলের স্বামী যে ভগবান নিখিল ভুবন ব্যেপে আছেন, এ সমস্ত সে সর্বশক্তিমানের কর্ম। যিনি বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষ, পুরুষে বীর্য, গাভীতে দুগ্ধ দিয়েছেন, সে করুণাধার ভগবান, হৃদয়ে সংকল্প, লোকে জঠরাগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য, পর্বতে সোম স্থাপন করেছেন। রশ্মিসমূহ সকলের দেখার জন্য জাতবেদা দ্যোতমান সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করছে। বৃষের মত বলবীর্য-সম্পন্ন, শকটভার বহনে সমর্থ, ক্লান্তিরহিত, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ তোমরা দুজন, বীরদের হনন না করে অর্চনাকারীদের সৎকর্ম ভগবানে প্রেরণ কর আমাদের কাছে এসে যুক্ত হও। হে সম্বৃত্তি, তুমি বরুণের (স্নেহ করুণার আধার ভগবানের) প্রতিষ্ঠাতা, তুমি আমার হৃদয়ে অচঞ্চলরূপে বরুণের স্থাপন কর। আমাদের কর্মের সাথে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হোক। হে ভগবান, আমাদের অজ্ঞানের মোহপাশ ছিন্ন কর। ৮।১০ ॥

মন্ত্র ঃ প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি। মা ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদম্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্বো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং। যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসি। অপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু। নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতম্ সপর্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত। বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি। উন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভুবনপতি, তুমি সকল স্থান লক্ষ্য করে অবস্থান কর। হে ভগবান, সর্বত্র বিচরণশীল সম্ভাবের নাশক শত্রুগণ তোমাকে না জানুক। সৎকর্মের প্রতিষেধক শত্রুরা তোমাকে না জানুক। পাপ করতে ইচ্ছুক স্ব-সম্বন্ধের ছেদক পাপ-শত্রুগণ ও সৎপথের প্রতিবন্ধক হিংসকেরা তোমাকে না জানুক। হে ভগবান, তুমি শত্রুনাশ করে সকল শ্রেষ্ঠ ধন দাও, শ্যেনের মত ক্ষিপ্রগামী হয়ে যজমানের গৃহে এস। যজমান আমাদের নির্মল হৃদয়রূপ গৃহে দেবগণের সাথে এস। তুমি যজমানের কর্মফলের প্রাপক হও। যে পথে গেলে সকল পাপ বর্জন করা যায়, তোমার কৃপায় সে পাপরহিত সুপথ আমরা লাভ করব। হে চিত্তবৃত্তি, সূর্যের (জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মের) উদ্দেশে নমস্কার, যিনি মিত্র ও বরুণদেব রূপে বর্তমান, সকলের দ্রষ্টা, মহান তেজোরূপ ত্রিকালজ্ঞ, দেবতাদের অনুগ্রহের জন্য জাত, প্রজ্ঞানরূপ, দ্যুলোকের পুত্রের প্রিয়, সে সত্য ব্রহ্মের সৎকর্ম বৃদ্ধিতে পরিচর্যা কর ও স্তুতি কর। হে সদ্বৃত্তি, তুমি বরুণের (স্নেহ করুণার আধার ভগবানের) প্রতিষ্ঠাতা, তুমি আমার হৃদয়ে অঞ্চলরূপে বরুণের স্থাপন কর। আমাদের কর্মের সাথে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হোক। হে ভগবান, আমাদের অজ্ঞানের মোহপাশ ছিন্ন কর। ৯।৭ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা। সোমস্যাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা। অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা। অগ্নয়ে ত্বা। রায়স্পোষদাব্নে বিষ্ণবে ত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা। যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম দুর্যান্। অদিত্যাঃ সদোহস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ। বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দ্দেবানাম্ সখ্যাম্মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহি। আপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি তনূনপত্রে ত্বা গৃহ্ণামি শাক্বরায় ত্বা গৃহ্ণামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্ণামি। অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্। অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা সত্যমুপ গেষং সুবিতে মা ধাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অগ্নির (জ্ঞানরূপ ভগবানের) আতিথ্য অর্থাৎ অতিথির মত তুষ্টিসম্পাদক হও, তোমাকে বিষ্ণুর উদ্দেশে নিযুক্ত করছি। তুমি সোমদেবের প্রীতির কারণ, তোমাকে বিষ্ণুর জন্য নিযুক্ত করছি। হে কর্ম, তুমি সকলের প্রণম্য অতিথিরূপ ভগবানের প্রীতির হেতু হও। তোমাকে বিষ্ণুর প্রীতির জন্য নিযুক্ত করছি। অগ্নিদেবের উদ্দেশে তোমাকে নিযুক্ত করছি। তোমাকে ধনের পুষ্টিদাতা সর্বব্যাপক বিষ্ণুর উদ্দেশে নিযুক্ত করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, সৎস্বরূপ, শ্যেনের মত ক্ষিপ্রগামী ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করছি। হে ভগবান, তোমার যে স্থান ও নাম অবলম্বন করে যাগ নির্বাহ করা হয়, তোমার যজ্ঞ (উপাসনা) সে সকল লাভ করুক। তুমি শ্রেয়-সাধক, বিপদের উদ্ধারক, শোভন বীর্যসম্পন্ন, বীরদের

পরিপালক ; তুমি আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে অবস্থান কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অদিতির (অনন্ত ভগবানের) আধারস্বরূপ, অতএব অদিতির সত্যরূপ আশ্রয় লাভ কর। তুমি যজ্ঞের ধারক, বরুণপাশের নিবারক, দেবতাদের মিলনকারক ও ভগবানের প্রীতিসাধক। দেবতাদের সাথে আমাদের সখ্য ও কর্মসামর্থ্য ছিন্ন করো না। হে বিশ্বকর্মা, প্রভূত তেজ-বীর্যসম্পন্ন ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি হিংসারহিত ও অন্যের পরাভূত না হয়ে আমার সুখ-সাধক হও। তুমি দেবতাদের বল, পাপের পরিত্রাতা, অনিন্দিত পরম লোকে নিয়ে যাবার যোগ্য হও। সৎকর্মের পালক ভগবান আমাদের শোভন অনুষ্ঠানের অনুমোদন করুন। তপস্যার পালক ভগবান আমাদের তপ (কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ কর্ম) অনুমোদন করুন। নির্মল চিত্তে আমি যাতে সত্য লাভ করতে পারি, হে ভগবান, সেরূপ সৎপথে আমাকে স্থাপন কর। ১০।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ অংশুরংশুষ্টে দেব সোমাহপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাহপ্যায়য় সখীনৎসন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়। এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্তমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা। অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি। যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহা। যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচোত অপাবধীং স্বাহা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে দ্যোতমান সোম, তোমার সকল অংশ পরম ধনপ্রদাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে বর্ধিত হোক। তোমার বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র উদ্বুদ্ধ হোক, তুমিও ইন্দ্রের প্রীতির জন্য বর্ধিত হও। হে দেব, সখার মত আমাদের পরম ধন ও তা ধারণের শক্তি দিয়ে বর্ধিত কর। হে দেব সোম, তোমার মঙ্গল কর্মফল আমরা লাভ করব। হে ভগবান, তোমার প্রসাদে আমাদের অভিলষিত ঐশ্বর্য হোক। সৎকর্মকারী আমাদের সৎফল দাও। দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে নমস্কার, ভূলোকের অধিষ্ঠাতৃদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি। হে ব্রতপতি অগ্নি, তুমি সৎকর্মের পালক। আমার পাপ-পঙ্কিল শরীর তোমাতে লীন হোক, তোমার পবিত্র শরীর আমাতে যুক্ত হোক। হে ব্রতপতি, সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা আমাদের অনুষ্ঠেয় সৎকর্মগুলি তোমার ও আমাদের সাহচর্যে প্রবর্তিত হোক। হে অগ্নি, তোমার যে রুদ্রভাবাপন্ন শত্রু-নাশক শরীর আছে, তা দিয়ে আমাদের পরিত্রাণ কর, তোমার সে শরীরের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে অগ্নি, অভীষ্ট বর্ষণশীল অতি নিগূঢ় প্রদেশে স্থিত, লৌহময় তমোরূপ তোমার যে শরীর আছে, রজতময় (রজোভাব যুক্ত) যে শরীর, হিরন্ময় (সত্ত্বভাবযুক্ত) তোমার যে শরীর, তা শত্রুদের অতি তীব্র বাক্য বিনাশ করে এবং তাদের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্য বিনাশ করে। স্বাহা মন্ত্রে তোমার পূজা করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। ১১।৭ ॥

মন্ত্র ঃ বিত্তায়নী মেহসি তিক্তায়নী মেহস্যবতান্মা নাথিতমবতান্মা ব্যথিতম্। বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোহস্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেহনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাহদধে। অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেহনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাহদধে। সিংহীরসি মহিষীরসি। উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাহসি দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব। ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু বিশ্বকর্মা ত্বাহদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু। সিংহীরসি

সপত্নসাহী স্বাহা সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা সিংহীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিংহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা সিংহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা। ভূতেভ্যস্ত্বা। বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃংহ। ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃংহ। অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃংহ। অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি, তুমি ধনদাত্রী, তুমি পাপতাপ-নাশিনী, দারিদ্র্যদুঃখ থেকে আমাকে রক্ষা কর। পাপভয় থেকে পরিত্রাণ কর। নভো নামক আকাশস্থ অগ্নি তোমার অনুমোদন করুক। হে অঙ্গির অগ্নি, এ পৃথিবীতে আয়ু নামে অভিহিত হয়ে চির নবীনরূপে এস। হে ভগবান, তোমার যে অহিংসিত, যাগযোগ্য নাম আছে, সে নামে তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থাপন করছি। হে সর্বত্র গমনশীল অগ্নি, যে তুমি অন্তরিক্ষলোকে ও দ্যুলোকে অবস্থান কর, সেখান থেকে চির নবীনরূপে আমার হৃদয়ে এস। হে ভগবান, তোমার যে প্রসিদ্ধ অহিংসিত যজ্ঞিয় নাম আছে, সে নামে তোমাকে গ্রহণ করছি। হে দেবি, তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্না হও। হে বিশ্বব্যাপী ভগবান, বিস্তীর্ণ হয়ে আমাদের নিকট ব্যাপ্ত হও, তোমার কর্মকারী আমাকে নিজ আত্মায় স্থাপন কর। হে আমার চিত্তবৃত্তি, তুমি স্থির হও, দেবতাদের জন্য শুদ্ধ হও, শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করে শোভিত হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান্ বসুগণের দ্বারা পূর্বদিকে তোমাকে রক্ষা করুক, মনের মত গতিশীল ভগবান পিতৃগণের দ্বারা দক্ষিণ দিকে তোমাকে রক্ষা করুক, প্রচেতা রুদ্রগণের দ্বারা পশ্চিম দিকে তোমাকে রক্ষা করুক, বিশ্বকর্মা আদিত্যগণের দ্বারা উত্তর দিকে তোমাকে রক্ষা করুক। হে দেবি, তুমি সিংহীর মত শক্তি সম্পন্না, বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের পরাভব করে থাক, অতএব স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহ্বান করছি। হে দেবি, তুমি সিংহীসদৃশ শক্তিশালিনী, প্রজ্ঞানময়ী বিবেকরূপিণী তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহ্বান করছি। হে দেবি, তুমি সিংহীর মত শক্তি সম্পন্না, দেবভাবের প্রার্থনাপরায়ণ যজমানের অভীষ্ট পূরণের জন্য দেবতাদের আন। জগতের উপকারের জন্য স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি, আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। হে ভগবান, তুমি সকলের প্রাণস্বরূপ, অতএব পৃথিবী দৃঢ় কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সত্যের আধারস্বরূপ, অতএব অন্তরিক্ষ লোক দৃঢ় কর। তুমি বিনাশরহিত ভগবানের আধার-স্বরূপ, অতএব দ্যুলোক দৃঢ় কর। তুমি অগ্নির (প্রজ্ঞানরূপ ভগবানের) প্রকাশক ও পূরক, অতএব আমাকে পূর্ণ জ্ঞান দাও। ১২।২৬ ॥

মন্ত্র ঃ যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ। সুবাগ্দেবদুর্যাং আ বদ দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বা ঘোষেথাম। আ নো বীরো জায়তাং কর্ম্মণ্যো যম্ সর্ব্বেহনুজীবাম যো বহুনামসদ্বশী। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সুযবসিনী মনবে যশস্যে। ব্যস্কভ্নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ। প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ঊর্ধ্বং যজ্ঞং নয়তং মা জীহ্বরতম্। অত্র রমেথাং বর্ম্মন্ পৃথিব্যা। দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা মহো বা বিষ্ণবুত বাহন্তরিক্ষাধ্বস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্বসব্যৈ রা প্র যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ। বিষ্ণোর্নুকং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ। বিষ্ণো ররাটমসি। বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসি। বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থঃ। বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবমসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ মহান সর্বতত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী বিপ্রগণ, তোমাদের অনুগ্রহে মন ও

চিত্তবৃত্তি নির্মল হয়ে পরমাত্মায় যুক্ত হয়। সৎকর্মের সাধক তোমাদের অনুগ্রহে মন ও বুদ্ধি 'সর্বসাক্ষী অন্তর্যামী ভগবান এক অদ্বিতীয়'—এ তত্ত্ব জানে। সবিতা দেবের মহতী স্তুতি স্বাহা মন্ত্রে সম্পন্ন হচ্ছে। হে বাক্যের অধিপতি ভগবান, তুমি আমার শোভন হৃদয়রূপ গৃহে প্রবেশ কর। দেবগণের আহ্বানকারী আমার হৃদয় নিহিত জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা আমার হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন কর। হে ভগবান, তোমার অনুগ্রহে আমাদের এরূপ কর্মসামর্থ্য হোক, যাতে আমরা সকল সৎকর্ম অনুশীলনের দ্বারা বর্ধিত হই এবং যে কর্মসামর্থ্য সকল শত্রুদের নিয়ামক হয়। বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর বিষ্ণু সকল জগৎ ব্যেপে আছেন, তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান ত্রিকালের মাহাত্ম্য ধারণ করেন। বিষ্ণুর রশ্মিকণাযুক্ত প্রভুত্বে জগৎ অবস্থিত। হে বিষ্ণু, তোমার শাসনে দ্যাবাপৃথিবী শস্যবতী, ধেনুমতী, শোভন অন্নবতী হয়ে মানুষের উপকারের জন্য যশস্বিনী হয়েছে। তুমি দ্যাবাপৃথিবী ব্যেপে আছ এবং স্বতেজে এ পৃথিবী ধরে আছ। হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা পূর্ব-মুখে যাও, আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দেবগণের কাছে পৌঁছে দাও, তোমরা কুটিল হয়ো না। এ শরীর রূপ দেবযজন ক্ষেত্রে তোমরা ক্রীড়া কর। হে বিষ্ণু, দ্যুলোক থেকে অথবা পৃথিবী থেকে, কিম্বা হে বিষ্ণু, মহর্লোক থেকে অথবা অন্তরিক্ষলোক থেকে বহু প্রকারে ধনের দাতা তোমার হস্ত পূর্ণ কর; দক্ষিণ অথবা বাম হস্তে আমাদের তা দাও। যে বিষ্ণু, পার্থিব অণু পরমাণু সৃষ্টি করেছেন, সে বিষ্ণুর মহিমা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি। অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে যিনি নিজ মহিমা জানিয়েছেন, মহাত্মগণের দ্বারা গীত সে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ত্রিলোকের আশ্রয়স্থানীয় অন্তরিক্ষলোক ধারণ করেছেন। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বিষ্ণুর ললাটসদৃশ শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান কর এবং তাঁর মেরুদণ্ড-স্থানীয় হয়ে সাধকের হৃদয়ে থাক। হে জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা দুজন বিষ্ণুর সাথে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম যুক্ত করে থাক। হে ভক্তি, তুমি বিষ্ণুর বন্ধনের কারণ-স্বরূপ হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বিষ্ণুর নিত্য সত্তারূপ হও। তুমি ভগবানের স্বরূপ, বিষ্ণুর প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। ১৩।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাং ইভেন। তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাঽসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ। তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ। তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসন্দিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ। প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ। যো নো দূরে অঘশংসঃ যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ। উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাং ওষতাত্তিগ্মহেতে। যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্। উর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে। অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্। স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ। বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ। সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ। পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাঽসদিষ্টিঃ। অর্চামি তে সুমতিং ঘোষ্য-র্বাক্সং তে বাবাতা জরতাম্ ইয়ং গীঃ। স্বশ্বাস্ত্বা সুরথামর্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্। ইহ ত্বা ভূর্য্যা চরেদুপ ত্মন্দোষাবস্তর্দীদিবাংসমনু দ্যূন্। ক্রীড়ন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাভি দ্যুম্না তস্থিবাংসো জনানাম্। যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন। তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্জুজোষৎ। মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদ-ন্বিয়ায়। ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ। অস্বপ্রজস্তর-

পরঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোহবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ। তে পায়বঃ সধ্রিয়ঞ্চো নিষদ্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর্‌। যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্‌। ররক্ষ তান্‌ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো না হ দেভুঃ। ত্বয়া বয়ং সধন্যস্ত্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্‌। উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেহনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ। অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোমং শস্যমানং গৃভায়। দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্‌ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ। রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্ম্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম্ম। শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্‌। বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা। প্রাদেবীর্ম্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে। উত স্বানাসো দিবি ষন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবা উ। মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ ॥ ১৪ ॥ (আপ উন্দন্ত্বাকৃত্যৈ দৈবীমিয়ং বস্ব্যস্যাংশুনা সোমমুদায়ুষা প্র চ্যবস্বাগ্নেরাতিথ্যমংশুরংশুর্বিস্ত্রায়নী মেহসি যুঙ্ক্ষতে কৃণুষ্ব পাজশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৪ ॥)

অনুবাদ ঃ হে অগ্নিদেব, ব্যাধ যেমন গহন বনে মৃগ বন্ধনের জন্য জাল বিস্তার করে, সেরূপ তুমিও অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন অরণ্যতুল্য আমার হৃদয়ে রিপুশত্রু বিনাশের জন্য জ্ঞানরশ্মি বিস্তার কর। রাজা যেরূপ সেনাপরিবৃত হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে শত্রুর প্রতি ধাবিত হয়, তুমি সেরূপ তেজোযুক্ত হয়ে শত্রুনাশের জন্য যাও। ক্ষিপ্রগামিনী জ্ঞান ও ভক্তিরূপ পক্ষক সেনার পশ্চাতে অনুগমন করে তুমি শত্রুনাশক হও। সন্তাপজনক তেজের দ্বারা সকল শত্রুদের বিতাড়িত কর। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তোমার সর্বতোগামী শীঘ্রগতিসম্পন্ন রশ্মিসকল সাধকের হৃদয়ে প্রসারিত হচ্ছে, দীপ্যমান তুমি শত্রুধর্ষক তেজের দ্বারা শত্রুদের বিনাশ কর। হে অগ্নি, শত্রুর দ্বারা পরাভূত না হয়ে তুমি জুহূর সাথে হবির দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার শত্রুসন্তাপক পতনশীল জ্বালারূপ তেজ (উল্কা) সর্বত্র প্রসারিত কর। হে অগ্নি, শীঘ্রগমনশীল শত্রুনাশক তোমার রশ্মিসকল বিস্তার কর, অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে শরণাগত আমাদের বিশ্বের হিতসাধিকা শক্তির পালক হও। হে অগ্নি, আমাদের দূরে যে পাপরূপ শত্রু আছে, নিকটে যে কামাদি শত্রু আছে, তাদের তুমি বিবিধ পাশে বন্ধ কর। তোমার শরণাগত আমাদের কোন শত্রু যেন পরাভূত না করে। তীক্ষ্ন তেজ-সম্পন্ন হে অগ্নি, তুমি উঠ, শত্রুর প্রতি তোমার তেজ বিস্তার কর, তা দিয়ে বাহির ও অন্তরের শত্রুদের নিঃশেষে দগ্ধ কর। তুমি দীপ্ত হয়ে যে আমাদের দানের বাধা দেয়, তাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ কর। হে অগ্নি, তুমি প্রবুদ্ধ হও, আমাদের হৃদয় থেকে সকল শত্রুদের দূর করে দৈব তেজ উৎপন্ন কর, শত্রুদের বীর্য নষ্ট কর এবং বিজিত ও অবিজিত অন্তর ও বাহিরের সকল শত্রুদের জয় কর। হে চিরনবীন অগ্নি, যে বিশ্বের হিতসাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে পরব্রহ্মের গান করে, সে তোমার সুমতি লাভ করে, তুমিও তাকে মঙ্গল দাও। সে সৌভাগ্যশীল অনুষ্ঠাতা তোমার অনুগ্রহে পরম ধন ও দ্যোতমান কল্যাণ লাভ করে। তোমার অর্চনাকারী পরম আশ্রয় পেয়ে বিশেষরূপে শোভিত হয়। হে অগ্নি, যে হবি ও স্তুতির দ্বারা তোমার প্রীতি সাধন করে, সে সৌভাগ্যবান জন শোভন দানযুক্ত হোক এবং তার জীবন শত্রুর উপদ্রবরহিত হোক। তুমি সকল ধন দিয়ে তার পরম কল্যাণ সাধন কর। তোমার অনুগ্রহে তার অনুষ্ঠান সফল হোক। হে অগ্নি, আমি তোমার সুমতি প্রার্থনা করি, বারবার তোমার উদ্দেশে আমাদের উচ্চারিত এ স্তুতি বিঘোষিত হোক এবং তোমার অভিমুখী হয়ে তোমাকে আবৃত করুক, তাতে শোভন অশ্ব ও রথযুক্ত তোমাকে আমরা

অলংকৃত করব। তুমি নিত্য আমাদের কর্মের শক্তি দাও। হে প্রজ্ঞানাধার অগ্নি-দেব, এ জগতে দিনরাত দীপ্যমান তোমাকে অনুক্ষণ আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্চনা করব। তোমার প্রসাদে জনগণের মধ্যে ধন লাভে হৃষ্ট, শোভন-মনস্ক ও স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে আমরা তোমার পরিচর্যা করব। হে অগ্নি, অশ্ব, হিরণ্য, ধন ও রথযুক্ত হয়ে যে লোক তোমার নিকট যায়, তুমি তার রক্ষক হও। যে জন প্রতিদিন প্রীতির সাথে তোমার আতিথ্য বিধান করে, তুমি তার সখার মত হও। হে দেবগণের আহ্বাতা যুবতম শোভনপ্রজ্ঞ অগ্নি, স্তুতির দ্বারা তোমার বন্ধুত্ব লাভ করে আমি মহান অন্তরের শত্রুদের ভগ্ন করতে সমর্থ হবো, সে স্তোত্র সৎকর্ম অভিজ্ঞ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমাকে এনে দাও। প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ তুমি আমাদের সে স্তোত্র জান। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, তোমার জ্ঞানরশ্মি সদা জাগরুক, বিপদের ত্রাণ-কারক, সহজে সেব্য, অনলস, অহিংসক, ক্লান্তিরহিত, পরস্পর সঙ্গত ও শরণাগতের পালক ; সে রশ্মিসকল আমাদের হৃদয়ে থেকে আমাদের রক্ষা করুক। হে অগ্নি, তোমার যে জ্ঞান-রশ্মি-সকল মায়ামোহে অন্ধকারাচ্ছন্ন জনকে পাপ থেকে রক্ষা করে, সে রক্ষক, সর্বদ্রষ্টা রশ্মিগুলি আমাকে দেখুক। বিশ্বের বেত্তা তুমি, শোভন কর্মকারী সে রশ্মিগুলিকে আমাদের নিকট স্থাপন কর। সদ্ভাবের আবরণ-কারী রিপুশত্রুগণ যেন আমাকে পরাভব করতে সমর্থ না হয়। হে প্রজ্ঞানাধার অগ্নিদেব, তোমার প্রসাদে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে তোমার প্রেরণায় অন্ন লাভ করব। হে সত্যস্বরূপ, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ তুমি, পাপশংসী অন্তর ও বাহিরের শত্রুদের বিনাশ কর এবং সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ কর। হে অগ্নি, এ হবির দ্বারা তোমার পরিচর্যা করব, তুমি এ হবিরূপ স্তুতি গ্রহণ কর, নৃশংস শত্রুদের বিনাশ কর। মিত্রজনের উপকারক তুমি সদ্ভাবের আবরক নিন্দুকদের দ্রোহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। শত্রুনাশক অন্নদাতা অগ্নিকে হবির দ্বারা দীপ্ত করছি, তা হলে জগতের উপকারক শ্রেষ্ঠ গৃহ লাভ করব। সে অগ্নি সৎকর্মরূপে সমিধের দ্বারা দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ তেজ-সম্পন্ন হয়ে দিনরাত আমাদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করুক। অগ্নি মহান জ্যোতির দ্বারা দীপ্ত হচ্ছে। নিজ মহিমায় সকল বিশ্ব প্রকাশ করছে। হৃদয়ে প্রবৃদ্ধ হয়ে সে জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল দুঃখের মূল আসুরিক অবিদ্যারূপ মায়াকে নাশ করছে। সে জ্ঞানদেব বাহির ও আন্তর শত্রুদের বিনাশের জন্য তার তীক্ষ্ণ জ্বালাগুলি বিস্তার করছে। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, শত্রু-নাশক পরম তেজসম্পন্ন তোমার প্রভাব রাক্ষসদের বিনাশের জন্য দ্যুলোকের মত পবিত্র আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হোক। বিজ্ঞান আনন্দ লাভ হলে পরম তেজ-সম্পন্ন অগ্নিদেবের সর্বপ্রকাশক রশ্মিগুলি প্রকৃষ্টরূপে শত্রুদের বিনাশ করে থাকে। তোমার অনুগ্রহে পরাগতি বাধক আসুরী মায়া যেন আমাদের বধ না করে। ১৪।১৮ ॥

টীকা ঃ ১৪। এ চতুর্দশ অনুবাকে প্রজ্ঞানাধার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। বাইরের অগ্নি অন্ধকার দূর করে আলোক দেয়, আর অগ্নিদেবরূপে তিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দেন।

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাম্‌ পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদে। অভ্রিরসি নারিরসি। পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহং রক্ষসো

গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামি। দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা। শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনঃ। যবোঽসি যবয়াস্মদ্‌দ্বেষঃ যবয়ারাতীঃ। পিতৃণাং সদনমসি। উদ্দিবং স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীং দৃংহ। দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণয়োর্ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা। ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিং সুপ্রজাবনিং রায়স্পোষবনিং পর্যূহামি। ব্রহ্ম দৃংহ ক্ষত্রং দৃংহ প্রজাং দৃংহ রায়স্পোষং দৃংহ। ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আপৃণেথাম্‌। ইন্দ্রস্য সদোঽসি বিশ্বজনস্য ছায়া। পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতো। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ। ইন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবমসৈান্দ্র-মসীন্দ্রায় ত্বা ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, সবিতা দেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে মন, সৎকর্ম-সম্পাদনে তুমি অবিচল ও শান্ত হও। হে ভগবান, তোমার অনুগ্রহে আমার দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হোক, রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত হোক। এ সৎকর্মের প্রভাবে আমি শত্রুদের মূলও ছেদন করছি। যে আমার দ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের মূলও এর দ্বারা ছেদন করছি। হে সৎকর্ম, তোমাকে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোকের দেবভাবের জন্য নিযুক্ত করছি। পিতৃগণের আশ্রয়স্বরূপ সকল লোক শুদ্ধ হোক। হে ভগবান, তুমি দ্রুতগামী হয়ে আমাদের হিংস্য দ্বেষাদির নিবারণ কর, শত্রুদের তাড়িয়ে দাও। হে মন, তুমি পিতৃগণের আধারস্বরূপ হও। হে ভগবান, দ্যুলোক স্তব্ধ কর, অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ কর ও পৃথিবীলোক দৃঢ় কর। হে মন, দীপ্যমান মরুদ্গণ, মিত্র ও বরুণদেব সত্যধর্ম পালনের দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুক। ব্রাহ্মণ ভাবাপন্ন, ক্ষত্রিয়ভাবযুক্ত, পরমার্থরূপ ধনের পোষক তোমাকে পরমাত্মায় যুক্ত করছি। তুমি ব্রাহ্মণভাব ও ক্ষত্রিয়ভাব দৃঢ় কর। তুমি প্রজাগণের পোষণ কর, পরমার্থ ধন দৃঢ় কর। হে মনোবৃত্তি, তোমার প্রভাবে ঘৃতের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ হোক। তুমি পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের আধারস্থানীয় হও এবং বিশ্বজনের ধারক হও। হে গির্বণ (স্তুতি মন্ত্র সেব্য ভগবান), সকল কর্মে প্রযুক্ত আমাদের এ স্তুতি তোমাকে লাভ করুক, নিত্য-স্বরূপ তোমার সুখ বর্ধন করুক। তোমার সেবার দ্বারা আমাদের প্রীতি হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ইন্দ্রের বন্ধনস্বরূপ হও, তুমি ইন্দ্রের নিত্যসত্যরূপ হও এবং ইন্দ্র-সম্বন্ধী হও। তোমাকে ইন্দ্রের প্রীতির জন্য নিযুক্ত করছি। ১।২০ ॥

মন্ত্র ঃ রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামি। ইদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেদমেনমধরং করোমি যো নঃ সমানো যোঽসমানোঽ-রাতীয়তি গায়ত্রেণ ছন্দসাঽববাঢ়ো বলগঃ। কিমত্র ভদ্রং তন্নৌ সহ। বিরাডসি সপত্নহা সম্রাডসি ভ্রাতৃব্যহা স্বরাডস্যভিমাতিহা বিশ্বারাডসি বিশ্বাসাং নাষ্ট্রাণাং হন্তা। রক্ষোহণো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্রক্ষোহণো বলগহনোঽব নয়ামি বৈষ্ণবান্। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী রক্ষোহণো বলগহনোঽব স্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বলগহনোঽভি জুহোমি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণৌ বলগহনাবুপ দধামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বলগহনৌ পর্যূহামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বলগহনৌ পরি স্তৃণামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বলগহনৌ বৈষ্ণবী বৃহন্নসি বৃহদ্গ্রাবা বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ, ভগবানের অংশরূপ, সৎকর্মের বাধকদের হন্তা, মায়ামোহাদির নাশক তোমাদের হৃদয়ে স্থাপন করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা মোহজনক

সকল কিছু দূর করছি। আমাদের সহজাত রিপু যা উৎপন্ন করেছে ও বাইরের শত্রু যা উৎপন্ন করেছে, এ মন্ত্রে তাদের সকলকে নাশ করছি। আমাদের সঙ্গে আছে আন্তর রিপু, বহিরাগত যে শত্রু, যারা আমাদের হিংসা করে, অন্তর ও বাইরের সে সকল শত্রু গায়ত্রীছন্দোবন্ধ এ মন্ত্রে নিবারিত হোক। হে ভগবান, এ কর্মে আমাদের সাথে থেকে তুমি কল্যাণ বিধান কর। তুমি বিরাট, আমাদের সহজাত শত্রুদের নাশক হও। তুমি সম্রাট, সংসারের বন্ধন ছিন্ন কর। তুমি স্বরাট, অন্তর বাইরের শত্রুদের বিনাশক হও। তুমি বিশ্বরাট—বিশ্বের সকলের প্রকাশক, তুমি সকল রিপুরূপ শত্রুদের হন্তা হও। হে শুদ্ধ সত্ত্বভাব সকল, তোমরা ভগবানের অংশরূপ, সৎকর্মের বিঘাতকদের হন্তা ও মোহাদির নাশক, ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে তোমাদের নিযুক্ত করছি। তোমরা বিষ্ণুসম্বন্ধীয়, শত্রুদের হন্তা, মোহাদির নাশক, ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাদের সংস্কার করছি। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, তুমি ভগবানের সাথে আমাদের মিলন-সাধক হও। শত্রুদের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, দানের প্রতিবন্ধক দূর কর। হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল, তোমরা বিষ্ণুসম্বন্ধীয়, রাক্ষসদের হন্তা, মোহাদির নাশক, তোমাদের বিস্তৃত করছি। তোমরা ভগবানের অঙ্গরূপ, সৎকর্মের বাধকদের হন্তা, মোহাদির নাশক; তোমাদের ভগবানের উদ্দেশে সমর্পণ করছি। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা দুজন ভগবানের অঙ্গস্বরূপ, সৎকর্মের বিঘাতকদের হন্তা, মোহাদির নাশক, তোমাদের ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত করছি। ভগবানের সাথে তোমাদের মিলিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রাপক হও। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি, তুমি মহান, মহৎ ধ্বনিযুক্ত। ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্তুতি-মন্ত্র উচ্চারণ কর। ২।২০॥

টীকা ঃ ২। দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'বলগ' পদটি এক সমস্যামূলক। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য অর্থ করেছেন—'অভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থিকেশনখাদিপদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষাঃ বলগাঃ"—শত্রু সংহারের জন্য একগজ মাটির নীচে গর্ত করে বস্ত্রাচ্ছাদিত যে অস্থি কেশ চুল পোঁতা হয়, তাকে 'বলগ' বলে। নিরুক্তকারের মতে বলগ পদের অর্থ—'বলগো বৃণোতেঃ' অথবা 'বলো বৃণোতে'। বল পদে মেঘ বুঝায়। মেঘ সূর্যরশ্মি আচ্ছাদন করে, মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়। এ অর্থ থেকে বলগ শব্দে মেঘ বা অজ্ঞান অন্ধকারকে বুঝান হয়েছে।

মন্ত্র ঃ বিভূরসি প্রবাহণো বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ। শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাস্তুথোঽসি বিশ্ববেদা। উশিগসি কবিঃ। অংঘারিরসি বম্ভারিঃ। অবস্যুরসি দুবস্বাঞ্ছুন্ধ্যূরসি মার্জ্জালীয়ঃ। সম্রাডসি কৃশানুঃ। পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ। প্রতক্বাঽসি নভস্বানসংমৃষ্টোঽসি হব্যসূদঃ। ঋতধামাঽসি সুবর্জ্যোতিঃ। ব্রহ্মজ্যোতিরসি সুবর্ধামাঽজোঽস্যেকপাদহিরসি বুধ্নিয়ঃ। রৌদ্রেণানীকেন পাহি মাঽগ্নে পিপৃহি মা মা মা হিংসীঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, তুমি বিভু, সকলের বহন কর্তা। তুমি যজ্ঞেশ্বর ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির বাহক। তুমি সকলের অভীষ্টপূরক ও প্রকৃষ্ট চৈতন্যসম্পাদক। তুমি পাপীদের সন্তাপক ও সকলের তত্ত্বজ্ঞানদাতা। তুমি সকলের অভীষ্টপূরক ও ক্রান্তদর্শী। তুমি সর্বপাপনাশক ও সকলের পালক। তুমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির গ্রাহক ও শুদ্ধসত্ত্বের আধার। তুমি নিত্য শুদ্ধ ও আমাদের পবিত্রতা সাধক হও। হে ভগবান, হে সম্রাট, তুমি সকলের জীবনস্বরূপ। ভক্তের ভক্তিতে তুমি নিত্য বর্তমান ও তুমি পুণ্যবিধায়ক। তুমি সকলের পরম আশ্রয় ও আকাশরূপ।

তুমি পাপসংপ্রবেশশূন্য ও অন্তর বাইরের পবিত্রতা-সাধক। তুমি সৎকর্মের কারণ-স্বরূপ ও সকল জ্যোতির আধার। তুমি শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রকাশক ও আমার হৃদয়রূপ গৃহের অধিষ্ঠাতা হও। হে ভগবান, তুমি অজ ও সকল প্রাণীর ত্রাণকর্তা। তুবি নির্বিকার ও জগতের কারণ। তুমি শত্রুবিনাশক, উগ্র বলের দ্বারা আমাকে পালন কর। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব, আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। ৩।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ ত্বং সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু যন্তাঽসি বরূথং স্বাহা। জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহাঽয়ম্ নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ। উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নঃ কৃধি। ঘৃতম্ ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির। সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিষ্কৃতমৃতস্য যোনিমাসদম্। অদিত্যাঃ সদোঽস্যাদিত্যাঃ সদ আ সীদ। এষ বো দেব সবিতঃ সোমস্তং রক্ষধ্বং মা বো দভদ্। এতত্ত্বং সোম দেবো দেবানুপাগা ইদমহং মনুষ্যো মনুষ্যান্‌ৎসহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণ। নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্য ইদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাৎ সুবরভি বি খ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ। অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়ং সা ময়ি যা তব তনূর্ম্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে সোমদেব, আমার ইহ জন্মকৃত, পূর্বজন্মকৃত অথবা অন্যের কৃত পাপসমূহের তুমি বিনাশক। তুমি লোকদের অশেষ কল্যাণকর, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করছি, আমাদের কর্ম সফল হোক। আমাদের সৎকর্মে প্রীত সর্বব্যাপক ভগবান আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। তাঁকে স্বাহা মন্ত্রে তা সমর্পণ করছি, আমাদের অনুষ্ঠান সফল হোক। এ অগ্নিদেব আমাদের পরম ধন দিক, সে অগ্নিদেব শত্রুদের দূরে করে আমাদের সামনে আসুক। তারপর আমাদের শ্রেষ্ঠধন দেবার জন্য শত্রুর ধন জয় করুক এবং অত্যন্ত প্রীত হয়ে শত্রুদের বিনাশ করুক, স্বাহা মন্ত্রে তাকে পূজা করছি, আমার কর্ম সুফল হোক। হে বিষ্ণু, তুমি অনন্তরূপে আমাদের বোপে থাক, শ্রেষ্ঠ নিবাসের জন্য আমাদের সামর্থ্যযুক্ত কর। হে ঘৃতযোনি (শুদ্ধসত্ত্বজনক ভগবান), তুমি যজমানের শুদ্ধসত্ত্ব বর্ধন কর। হে ভগবান, দৈব কর্মের উৎপত্তিস্থান, বিবিধগুণের অলঙ্কার আমার হৃদয়রূপ গৃহে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব তুমি অনন্ত ভগবানের আধারস্বরূপ, অতএব তুমি তাঁর স্থান লাভ কর। হে দেব সবিতা, এ সোম (শুদ্ধসত্ত্ব) তোমাদের উদ্দেশে অর্পিত হোক, সে সোম তোমরা রক্ষা কর, তাকে হিংসা করো না। হে সোমদেব, তুমি নিত্য স্বতঃপ্রকাশ হয়ে দেবভাব সম্পন্নদের কাছে গিয়ে থাক, আমি সামান্য মানুষ, সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরম ধনের সাথে মানুষোচিত পৌরুষ প্রার্থনা করছি। হে চিত্তবৃত্তি সমূহ, দেবতাদের প্রীতি-সাধনের জন্য নমস্কার কর্মে তোমাদের নিযুক্ত করছি, পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশে স্বধামন্ত্রে তোমাদের নিযুক্ত করছি, এখন প্রার্থনাকারী আমি বরুণের পাশ থেকে (সংসার বন্ধন থেকে) মুক্ত হবো। হে ভগবান, সকল সৎকর্মের ভেতর বিশ্বের হিতসাধক বিশ্ব-প্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাকে যেন দেখতে পাই। হে ব্রতপালক অগ্নি, তুমি সৎকর্মকারীদের ব্রতের পালন করে থাক। হে দেব, আমার এ পাপপঙ্কিল শরীর তোমাতে এবং তোমার পুণ্যময় শরীর আমাতে অবস্থিত হোক। সৎকর্মের পালক তোমার যে পবিত্রকারক শরীর ছিল, তা তোমাতেই থাক অর্থাৎ তোমার ও আমার শরীর অভিন্ন হোক। হে ব্রতপতি,

সৎকর্মের অনুষ্ঠাত্রা আমাদের সৎকর্মগুলি তোমার ও আমার সঙ্গে প্রবর্তিত হোক। ৫।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ অত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামর্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈস্তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়ৈ। দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্ত্বোষধে ত্রায়স্বৈনম্ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা হিংসীঃ পৃথিব্যা সং ভব। বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ। সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম। যং ত্বাঽয়ং স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়। অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীরঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, সকলকে অতিক্রম করে তুমি বর্তমান, আমি তোমার কাছে, এসেছি, অপরের কাছে নয়। হে ভগবান, আমি তোমার নিকট প্রত্যাগত, তুমি নিকটে, দূরে অথবা যেখানে থাক, আমি যেন তোমাকে লাভ করতে পারি। হে শুদ্ধসত্ত্ব তুমি ভগবানের অঙ্গস্বরূপ, তোমাকে দেবযাগের জন্য সেবা করি। সবিতা দেব মধুর রসে তোমাকে রঞ্জিত করুক। হে কর্মফল-নাশক দেব (ওষধে), আমাকে অজ্ঞান থেকে ত্রাণ কর। হে ভববন্ধনচ্ছেদক দেব (স্বধিতে) আমাকে হিংসা করো না, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। হে ভগবান, আমার হৃদয় রূপ দেবস্থান সম্যকরূপে ত্যাগ করো না, অন্তরিক্ষের মত অনন্ত প্রসারিত সৎকর্মের মূল বিরামের দ্বারা ত্যাগ করো না, পৃথিবী রূপ আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান কর। হে দেব বনস্পতি (হৃদয়রূপ অরণ্যের স্বামী ভগবান), তুমি বহুরূপ হয়ে আমাদের মধ্যে অবস্থান কর, আমরা উপাসকগণ বহু সামর্থ্যযুক্ত হয়ে প্রবৃদ্ধ হবো। সংসার বন্ধন নাশক ভগবান শীঘ্র ভবসমুদ্র পার করতে সমর্থ। হে ভগবান, মহান সৌভাগ্য লাভের জন্য তোমার সেবা করছি। তোমার পরম ধন আমাদের কাছে অবিচ্ছিন্নভাবে শোভন শক্তি সম্পন্ন হোক। ৫।১০ ॥

মন্ত্র ঃ পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বা। শুন্ধতাং লোকঃ পিতৃষদনো। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ পিতৃণাং সদনমসি। স্বাবেশোঽস্যগ্রেগা নেতৃণাং বনস্পতিরধি ত্বা স্থাস্যতি তস্য বিত্তাৎ। দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽনক্তু। সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ। উদ্দিবং স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণ পৃথিবীমুপরেণ দৃংহ। তে তে ধামানুশ্মসি গমধ্যৈ গাবো যত্র ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরেঃ। বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিং সুপ্রজাবনিং রায়স্পোষবনিং পর্যূহামি ব্রহ্ম দৃংহ ক্ষত্রং দৃংহ প্রজাং দৃংহ রায়স্পোষং দৃংহ। পরিবীরসি পরি ত্বা দৈবীর্বিশো ব্যয়ন্তাম্ পরীমং রায়স্পোষো যজমানং মনুষ্যা। অন্তরিক্ষস্য ত্বা সানাবব গূহামি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব, পৃথিবীলোকের হিতের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। অন্তরিক্ষলোকের হিতসাধনের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। স্বর্গলোকের হিতের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। তোমার প্রভাবে পিতৃগণের আশ্রয়স্বরূপ সকল লোক বিশুদ্ধ হোক। তুমি ভগবানের সাথে আমাদের মিলন-সাধক হও। শত্রুদের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, দানের প্রতিবন্ধক-কারীদের বিনাশ কর। হে আমার হৃদয়, তুমি পিতৃগণের আশ্রয়স্বরূপ, অতএব বিশুদ্ধ হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সুষ্ঠুরূপে ব্যাপ্ত সৎকর্মের পরিচালকদের অগ্রগামী। বনস্পতিদেব তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থাপন করুক,

যাতে তার পরম ধন লাভে সমর্থ হই। সবিতা দেব মধুর রসে তোমাকে পালন করুক। হে চিত্তবৃত্তি, সুফলযুক্ত ওষধির জন্য (কর্মক্ষয়ের জন্য) তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে মন, দ্যুলোকের দেবভাব রক্ষা কর, অন্তরিক্ষলোকের দেবভাব পূর্ণ কর, ভূলোকের দেবভাব দৃঢ় কর। হে ভগবান, আমরা তোমার তেজোময় ধামে যাবার কামনা করি। তোমার সম্বন্ধযুক্ত আমাদের জ্ঞানকিরণ বহু দীপ্তিযুক্ত ও অবিনশ্বর হোক, যাতে আমাদের কাছে নিত্য বহু জনের গীয়মান মহান বিষ্ণুর পরমপদ প্রকাশ পায়। হে চিত্তবৃত্তিসমূহ ; সে বিষ্ণুর অলৌকিক শক্তি দেখ, যার দ্বারা তিনি আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য সৎকর্ম সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইন্দ্রের যোগ্য সখা। আকাশে সূর্যলোকে চক্ষু যেমন অবাধে সকল কিছু দেখে, সেরূপ জ্ঞানিগণ সে পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন বিষ্ণুর পরম পদ সব সময় দেখে থাকে। হে মন, ব্রাহ্মণভাবাপন্ন, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ও সম্ভাবযুক্ত হও, পরম ধনের পোষক তোমাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত করছি। তুমি ব্রাহ্মণভাব (সত্ত্বভাব) দৃঢ় কর, ক্ষত্রভাব (রজোভাব) দৃঢ় কর, সম্ভাব দৃঢ় কর এবং পরম ধনের পোষণ কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি চারদিকে সদ্গুণের দ্বারা বেষ্টিত হও, দৈবভাব তোমাকে বেষ্টন করুক। পরমার্থ-রূপ ধন, মনুষ্যোচিত ধর্মকর্ম এ যজমানকে বেষ্টন করুক। তোমাকে অন্তরিক্ষস্থিত দেবভাবের পার্শ্বে স্থিরভাবে স্থাপন করছি। ১।১৭ ॥

মন্ত্রঃ ইষে ত্বো পরীবস্যাপো দেবান্দেবীর্ব্বিশঃ প্রাগুর্ব্বহ্নীরুশিজো বৃহস্পতে ধারয়া বসূনি হব্যা তে স্বদন্তাম্ দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্ব রেবতা রমধ্বম্। অগ্নের্জনিত্রমসি বৃষণৌ স্থ উর্ব্বশ্যস্যায়ুরসি পুরূরবা ঘৃতেনাক্তে বৃষণং দধাথাম্। গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব ত্রৈষ্টুভম্ জাগতং ছন্দোঽনু প্র জায়স্ব। ভবতম্ নঃ সমনসৌ সমোকসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং মা যজ্ঞপতিম্ জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ। অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ। স্বাহাকৃত্য ব্রহ্মণা তে জুহোমি মা দেবানাং মিথুয়া কর্ভাগধেয়ম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, অভীষ্ট লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। হে মন, তুমি ভগবানের কাছে যাবার অভিলাষী হও, সাধনপ্রভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হও। তা হলে দেবভাবসমূহ শুদ্ধসত্ত্বাদি ও দেবভাবযুক্ত চিত্তবৃত্তিসকল উৎপন্ন হবে, তাতে তুমি জ্ঞানাগ্নি ও কর্মক্ষয় করবার প্রবৃত্তি লাভ করবে। হে বৃহস্পতি, তুমি বিবিধ রত্ন আমাকে দাও এবং তোমার হব্যসকল মিষ্ট হোক। হে দেব ত্বষ্টা, পরম ধন রমণীয় কর। হে রেবতী (পরমার্থযুক্ত দেবীগণ), তোমরা আনন্দে আমার হৃদয়ে ক্রীড়া কর। হে আমার হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অগ্নিদেবের (প্রজ্ঞানময় ভগবানের) প্রাপ্তির কারণ হও। হে জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা দুজন অভীষ্টবর্ষক হও। হে ভক্তিদেবী, তুমি মহাদীপ্তিশালিনী ও মহান ভগবানের বশকারিণী। হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি আয়ুর দাতা। হে ভগবান, তুমি বহুপ্রদাতা। হে জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা দুজন ভক্তিরূপ ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে অভীষ্ট পূরণের দ্বারা আমার বর্ধন কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি গায়ত্রী ছন্দোবদ্ধ স্তুতির দ্বারা প্রদীপ্ত হও ও জগতীছন্দে উদ্দীপ্ত হও। হে জাতবেদাদ্বয় (জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দেবদ্বয়), তোমরা দুজন, আমাদের সাথে সমান মন, পরস্পর সমানচিত্ত ও পাপরহিত হও। তোমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা আমাকে ও আমার কর্মকে পরিত্যাগ করো না, আজ আমাদের মঙ্গলপ্রদ হও। ঋষিদের পুত্রস্থানীয়, সকলের অধিপতি অগ্নিদেব আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করে বিচরণ করছে। হে প্রজ্ঞানাধার ভগবান, স্বাহাশব্দ যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা তোমার

অর্চনা করছি। দেবভাবসমূহের অংশরূপ তোমাকে যেন মিথ্যাভূত না করি অর্থাৎ আমার কর্ম যেন সদ্ভাবের নাশক না হয়। ৭।১৪ ॥

টীকা ঃ ৭। সপ্তম মন্ত্রে অগ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হয়েছে। ভাষ্যকারের আভাষে বুঝা যায়—ঋত্বিক বেদপারগ ঋষিগণের দ্বারা উৎপন্ন জন্য অগ্নি ঋষিপুত্র বলে পরিকল্পিত। আমরা ঋষিপদে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে—যাঁরা পরম ত্যাগশীল, জিতেন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, যারা সৎকর্ম-পরায়ণ ও আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন, তাঁরাই ঋষিপদ বাচ্য। তাঁদের সৎকর্ম প্রভাবে ; চিত্তের উৎকর্ষতা হেতু, জ্ঞান-বহ্নি স্বতঃই সন্দীপিত হয়ে থাকে। ইঁহারা জ্ঞানের জনক বলে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বহ্নিকে—'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ আ দদ ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশেনাহরভে ধর্ষা মানুষান্। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ প্রোক্ষাম্যপাং পেরুরসি স্বাত্তম্ চিৎসদেবং হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈনম্। সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতাং সং যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষা। ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথাম্। রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাহবিশত। উরো অন্তরিক্ষ সজূর্দেবেন বাতেনাস্য হবিষস্ত্মনা যজ সমস্য তনুবা ভব বর্ষীয়ো বর্ষীয়সি যজ্ঞে যজ্ঞপতিং ধাঃ। পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি। নমস্ত আতান। অনর্বা প্রেহি ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণাহপো দেবীঃ শুদ্ধায়ুবঃ শুদ্ধা যূয়ং দেবাং উড্ঢ্বং শুদ্ধা বয়ং পরিবিষ্টাঃ পরিবেষ্টারো বো ভূয়াস্ম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার কর্মফল, তোমাকে সম্যকরূপে ভগবানে সমর্পণ করছি। হে ভক্তি, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্মসিদ্ধির জন্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করছি। তুমি মনুষ্যসুলভ উপদ্রব অভিভূত কর। হে কর্ম, তোমাকে ভক্তিরস ও কর্মফল ক্ষয়কারক দেবভাবের দ্বারা অভিষিক্ত করছি। তুমি দেবভাবের পালক হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমিই একমাত্র ভগবানের গ্রহণযোগ্য। দেবগণের প্রীতির জন্য ভগবদুদ্দেশে নিয়োজিত আমার কর্ম হে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দেবদ্বয়, তোমরা মধুর কর। হে আমার মন, তোমার প্রাণবায়ু বায়ুরূপ দেবতার সাথে যুক্ত হোক। তোমার অঙ্গগুলি ভগবানের বিভূতির সাথে মিলিত হোক। তা হলে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করব। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম, তোমরা দুজন ভক্তিরসরূপ ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমার পশু প্রবৃত্তি নাশ কর। হে রেবতীগণ (পরমার্থ যুক্ত দেবীগণ), তোমরা যজমান আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের এ অনুষ্ঠানে এস। অন্তরিক্ষের মত অনন্ত প্রসারিত হে শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবৎকর্মে নিযুক্ত আমার প্রাণবায়ুরূপ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার যুক্ত কর, আমাকে হবিরূপ অন্ন দাও। তুমি সম্যকরূপে এ যজমানের পাশববৃত্তির নাশক হও। তুমি ভগবৎপ্রীতি-সাধক যজ্ঞে সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা আমাকে স্থাপন কর। হে ভগবান, পৃথিবীর পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর। যে ভগবান সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাকে নমস্কার করছি। হে চিত্তবৃত্তি, তুমি শত্রুরহিত হয়ে ভক্তিরস-রূপ ঘৃতের প্রবাহ লক্ষ্য করে যাও। ধনপুষ্টি ও পরম ধনের সাথে যাও। হে জলদেবীগণ, পবিত্র তোমরা আমাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শুদ্ধ হয়ে আমরা তোমাদের সংরক্ষক হবো। ৮।১৬ ॥

৮। অষ্টম অনুবাকে ভাষ্যকার একটা উপাখ্যান অবলম্বন করে যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেছেন। সে উপাখ্যান হচ্ছে—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, যজ্ঞীয় পশু লাভ করে পশুর শির প্রভৃতি পৃষ্ঠভাগে বমন করেছিলেন। এজন্য পশুর হৃদয় থেকে আরম্ভ করে মস্তক পৃষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিকের পক্ষে অপবিত্র। অঞ্জন বিলেপনে

সে সকল শুদ্ধ করে নিতে হয়। এ উপাখ্যান অবলম্বনে ভাষ্যের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

মন্ত্র ঃ বাক্ত আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তাং চক্ষুস্ত আ প্যায়তাং শ্রোত্রং ত আ প্যায়তাম্। যা তে প্রাণাঙ্শুগ্‌জগাম যা চক্ষুর্যা শ্রোত্রং যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আ প্যায়তাম্ তত্ত এতেন শুন্ধতাম্। নাভিস্ত আ প্যায়তাং পায়ুস্ত আ প্যায়তাং শুদ্ধাশ্চরিত্রাঃ শমদ্ভ্যঃ শমোষধীভ্যঃ শং পৃথিব্যৈ শমহোভ্যাম্। ওষধে ত্রায়স্বৈনং স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। রক্ষসাং ভাগোহসীদমহং রক্ষোহধমং তমো নয়ামি যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমেনমধমং তমো নয়ামি। ইষে ত্বা ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথাম্। অচ্ছিন্নো রায়ঃ সুবীর। উর্বন্তরিক্ষমন্বিহি। বায়ো বীহি স্তোকানাম্। স্বাহোর্ধ্বনভসং মারুতং গচ্ছতম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে মনুষ্য, তোমার বাগিন্দ্রিয় ভগবৎকথামৃত পানে আপ্যায়িত কর, প্রাণবায়ু ভগবানের সাথে যুক্ত কর, চক্ষু ভগবানের স্বরূপ দর্শনে তৃপ্ত কর। শ্রোত্র ভগবানের কথাশ্রবণে নিযুক্ত কর। তোমার যে প্রাণ সংসার তাপে শোকপ্রাপ্ত, যে চক্ষু অপ্রিয়-দর্শনে দুঃখিত, যে কর্ণ মিথ্যা শ্রবণে মলিন হয়েছে, যে দুঃখ তুমি করেছ, যে দুঃখ করতে তুমি প্রবৃত্ত, সে সকলের উপশম হোক। সে সকল এ শুদ্ধসত্ত্বে বিশুদ্ধ হোক। তোমার জন্মের কারণ যে বন্ধনমূল, বিনষ্ট হোক, মিথ্যার মূল ধ্বংস হোক। তোমার আচরণ শুদ্ধ হোক। জল, ওষধি, পৃথিবী ও দিনরাত তোমার কাছে সুখকর হোক। হে ওষধি (কর্মক্ষয় ও ফলদাতা দেব), একে (এ মানুষকে) ত্রাণ কর। হে স্বধিতি (ভববন্ধন ছেদনকারী দেব), আমাকে হিংসা করো না, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। হে অন্তরের অসদ্‌বৃত্তিসকল, তোমরা রাক্ষসদের ভাগ হও ; এ কর্মের প্রভাবে আমি এ শত্রুকে অন্ধতম প্রদেশে প্রেরণ করছি। যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যাকে বিদ্বেষ করি, এ কর্মের দ্বারা সে রিপুশত্রুকে অন্ধতম প্রদেশে পাঠাব। হে ভগবান, অভীষ্ট পূরণের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি দ্যাবাপৃথিবী ঘৃতরূপ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন কর। আমাদের সম্বন্ধে তোমার পরম ধন অবিচ্ছিন্ন ও শোভন শক্তিযুক্ত হোক। হে দেব, তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোক লক্ষ্য করে এস। হে বায়ু, অপত্যদের রক্ষা কর। হে মন, তুমি উন্নতদেশস্থিত জলরূপ আকাশে বর্তমান প্রাণবায়ুস্বরূপ ভগবানের সাথে মিলিত হও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি, আমার অনুষ্ঠান সফল হোক। ৯।২১ ॥

মন্ত্র ঃ সং তে মনসা মনঃ সং প্রাণেন প্রাণো জুষ্টং দেবেভ্যো হব্যং ঘৃতবৎ স্বাহা। ঐন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গে অঙ্গে নি দেধ্যদৈন্দ্রোহপানো অঙ্গে অঙ্গে বি বোভুবদ্দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে সং সমেতু বিষুরূপা যৎসলক্ষ্মাণো ভবথ দেবত্রা যন্তমবসে সখায়োহনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্তু। শ্রীরস্যগ্নিস্ত্বা শ্রীণাত্বাপঃ সমরিণন্বাতস্য ত্বা ধ্রাজ্যৈ পূষ্ণো রংহ্যা অপামোষধীনাং রোহিষ্যৈ। ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসাপাবানঃ পিবতান্তরিক্ষস্য হবিরসি স্বাহা ত্বান্তরিক্ষায় দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ উদ্দিশঃ স্বাহা দিগ্‌ভ্যো নমো দিগ্‌ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মনুষ্য, তোমার মন মনরূপে বিরাজিত ভগবানের সাথে মিলিত হোক। তোমার প্রাণ প্রাণরূপী ভগবানের সাথে যুক্ত হোক। তোমার হব্য দেবতাদের যাতে প্রীতিপ্রদ ও ভক্তিজনক হয়, সেভাবে অর্পিত হোক। ইন্দ্র আমার প্রাণবায়ু ভগবানের প্রতি অঙ্গে স্থাপন করুক ; আমার অপান বায়ু তাঁর প্রতি অঙ্গে বিশেষ-রূপে মিলিত হোক। হে দ্যোতমান ত্বষ্টা (বিশ্বনির্মাতা ভগবান), তোমার

অনুগ্রহে আমার বিচ্ছিন্ন প্রাণ মন প্রভৃতি তোমাতে যুক্ত হোক। আমার যে হৃদয়াদি অবয়ব-সকল বিরুদ্ধ প্রকৃতি-সম্পন্ন, সেগুলি তোমাতে নিবিষ্ট হয়ে স্বাভাবিক ধর্ম লাভ করুক। হে মনুষ্য, দেবতার সাথে মিলনেচ্ছুক তোমার রক্ষণের জন্য তোমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব সখার মত তোমার সহায়ক ও মাতাপিতার মত তোমার রক্ষক হোক। হে আমার হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ঐশ্বর্যদায়ক; ভগবান তোমাকে গ্রহণ করুক, জলসমূহ তোমাকে লাভ করুক। প্রাণবায়ুর রক্ষণের জন্য তোমাকে ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। পূষা দেবের প্রীতির জন্য এবং জল ও ওষধির বর্ধনের জন্য তোমাকে ভগবানে ন্যস্ত করছি। শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ঘৃতপায়ী দেবগণ, তোমরা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ঘৃত গ্রহণ কর ও আমার হৃদয়স্থিত ভক্তিরস পান কর। হে আমার হৃদয়ের ভক্তি, তুমি অন্তরিক্ষের মত প্রসারিত আমার হৃদয়ের হবি-স্বরূপ, এজন্য তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করছি, আমার সে দান সিদ্ধ হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব, অধ—সকল দিকে বিরাজিত ভগবানের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি। দিক-স্বরূপ ভগবানকে নমস্কারের দ্বারা পূজা করছি। ১০।৩ ॥

টীকা ঃ ১০। দশম অনুবাকে 'ইষে ত্বা' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সম্বোধন 'বপা'। বপা বলতে যূপকাষ্ঠের ছিদ্র অথবা পশুর মেদ বা মাংস বুঝায়। যজমানের অভীষ্ট অন্ন, তার জন্য মেদের আবশ্যকতা থাকতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে যজমানের অভীষ্ট—পরমার্থরূপ মোক্ষধন প্রাপ্তি। তা লাভের জন্য এখানে ভগবানকে সম্বোধন করে 'ইষে ত্বা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—হে ভগবান, তুমি আমার অভীষ্ট পূরণ কর ইত্যাদি।

মন্ত্র ঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহাঽন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহা দেবং সবিতারং গচ্ছ স্বাহা অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা সোমং গচ্ছ স্বাহা যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহা দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহা নভো দিব্যং গচ্ছ স্বাহাঽগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো মনো মে হার্দি যচ্ছ তনুং ত্বচং পুত্রং নপ্তারমশীয়। শুগসি তমভি শোচ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো ধাম্নো ধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ নো মুঞ্চ যদাপো অঘ্নিয়া বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ হে আমার শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অনন্ত সত্ত্বসমুদ্র ভগবানের সাথে মিলিত হও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে উৎসর্গ করছি, আমার সংকল্প সিদ্ধ হোক। হে ভক্তি, অন্তরিক্ষের মত অনন্তপ্রসারিত ভগবানের সাথে যুক্ত হও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে নিযুক্ত করছি, আমার উদ্বোধন যজ্ঞ সিদ্ধ হোক। হে আমার সদ্-জ্ঞান, তুমি দ্যোতমান জগৎ-প্রকাশক ভগবানকে লাভ কর, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে প্রেরণ করছি, আমার সংকল্প সিদ্ধ হোক। হে আমার কর্ম, দিনরাতের অভিমানী ভগবানের নিকট যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে নিযুক্ত করছি, আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। হে মন, তুমি মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে অর্পণ করছি। তুমি সোমের প্রতি যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি। তুমি যজ্ঞের প্রতি যাও, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে কর্ম, গায়ত্র্যাদি ছন্দে বিরাজমান ভগবানকে বরণ কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে ভগবানে অর্পণ করছি। তুমি দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে গমন কর, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিযুক্ত করছি, আমার সংকল্প সিদ্ধ হোক। হে ভগবান, দীপ্যমান হৃদয়রূপ আকাশে বর্তমান শুদ্ধসত্ত্ব লাভ কর। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ

হোক। হে আমার মন, বিশ্বের হিতসাধক জ্ঞানময় ভগবানকে লাভ কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি, আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোক। তুমি সুফলযুক্ত কর্মক্ষয়ের জন্য প্রবুদ্ধ হও। স্বাহা মন্ত্র তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি। হে ভগবান, আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, আমার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এস ; তা হলে আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ধন লাভ করব। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি শত্রুদের সন্তাপক, অতএব যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের সন্তাপ দাও। হে বরুণ, সকল স্থান থেকে শত্রুর উপদ্রব হতে আমাদের মুক্ত কর। স্নেহ-করুণাময়, সম্ভাবপোষক, পাপনাশক ভগবান, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট নিবারণের জন্য আমরা প্রবুদ্ধ হয়েছি ; আমাদের সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত কর। ১১।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ হবিষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মান্দেবো অধ্বরো হবিষ্মান্ আ বিবাসতি হবিষ্মান্ অস্তু সূর্য্যঃ। অগ্নের্বোঽপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনীঃ সুম্নে মা ধত্তেন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থ মিত্রাবরুণয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থ বিশ্বেষাং দেবানাং ভাগধেয়ীঃ স্থ যজ্ঞে জাগৃত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ এ জলসমূহ হবিযুক্ত হোক, দেবতা হবিযুক্ত হোক, হিংসারহিত যজ্ঞ হবিযুক্ত হোক, সূর্য হবিযুক্ত হোক। হে অগ্নি অবিনশ্বর গৃহের স্থানে তোমাকে স্থাপন করছি। তোমরা জগতে হিতসাধনের জন্য, সকল প্রাণীর সুখের জন্য হও এবং আমাকে পরম সুখে রাখ। হে শুদ্ধসত্ত্বাদি, তোমরা ইন্দ্র ও অগ্নির অংশস্বরূপ হও, মিত্র ও বরুণের ভাগ হও, সকল দেবতার ভাগ হও এবং আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সর্বদা জাগরূক হও। ১২।৭ ॥

মন্ত্র ঃ হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্য্যায় ত্বোর্ধ্বমিমমধ্বরং কৃধি দিবি দেবেষু হোত্রা যচ্ছ সোম রাজন্নেহাব রোহ মা ভেম্র্মা সম্ বিকৃথা মা ত্বা হিংসিষং প্রজাস্ত্বমু-পাবরোহ প্রজাস্ত্বামুপাবরোহন্তু। শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবং মে শৃণ্বন্ত্বাপো ধিষণাশ্চ দেবীঃ। শৃণোত গ্রাবাণো বিদুষো নু যজ্ঞং শৃণোতু দেবঃ সবিতা হবং মে। দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তম্ দেবেভ্যো দেবত্রা ধত্ত শুক্রং শুক্রপেভ্যো যেষাং ভাগঃ স্থ স্বাহা। কার্ষিরস্যপাপাং মৃধ্রম্। সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয়ে। যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমাবো বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করছি, চাঞ্চল্য নিবারণের জন্য মনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করছি, দ্যুলোকের দেবভাবের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছি এবং তোমাকে সূর্যের উদ্দেশে প্রেরণ করছি। হে ভগবান, আমাদের অনুষ্ঠিত এ হিংসারহিত যজ্ঞ উন্নত কর। দ্যুলোকে দেবগণের কাছে আমাদের প্রার্থনা প্রেরণ কর। হে রাজা সোমদেব, আমাদের হৃদয়ে এস। চঞ্চল হয়ো না, আমাদের অন্তরের শত্রুরা তোমাকে যেন হিংসা না করে। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি বিশ্ববাসী জনের নিকট যাও, বিশ্ববাসী সকল লোক তোমাকে হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করুক। অগ্নিদেব শুদ্ধসত্ত্বরূপ সমিধের দ্বারা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের আহ্বান শুনুক, হে জলদেবীগণ, তোমরাও শুন। হে দেবগণ, আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে আমার যজ্ঞ গ্রহণ কর। দেব সবিতা আমার আহ্বান শ্রবণ করুক। হে বহ্নি, হে জলদেবীগণ, তোমাদের যে দেবভাবজনক, ভগবানের প্রীতি-সাধক, পরম আনন্দদায়ক সত্ত্ব-প্রবাহ আছে, তা দেবতাদের প্রীতির জন্য আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে স্থাপন কর। তোমরা দেবভাবের অংশস্বরূপ হও ; শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণকারী

দেবতাদের উদ্দেশে সে সত্ত্বপ্রবাহ আমাদের কর্মে স্থাপন কর। 'স্বাহামন্ত্রে তোমাদের সমর্পণ করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি উৎকর্ষসাধক হও, তোমার প্রভাবে আমি সম্ভাবের বিরোধীকে দূরে করব। সমুদ্রের মত অক্ষয়ের জন্য তোমার উৎকর্ষ সাধন করছি। হে অগ্নিদেব, সংগ্রামে যে পুরুষকে তুমি রক্ষা কর, যুদ্ধে যাকে তুমি প্রেরণ কর, সে পুরুষ অক্ষয় ধন লাভ করে। ১৩১৭ ॥

মন্ত্র : ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্দ্ধো মারুতম্ পৃক্ষ ঈশিষে। ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বম্ পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা। আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজম্ রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্। অগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভাবু লোকে। যুবা কবিঃ পুরুনিষ্ঠ ঋতাবা ধর্ত্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ॥ সাধ্বীমকর্দ্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্। স আয়ুরাগাৎসুরভির্বসানো ভদ্রামকর্দ্দেবহূতিং নো অদ্য॥ অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ॥ ত্বে বসূনি পুর্বণীক হোতর্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ। ক্ষামেব বিশ্বা ভুবনানি যস্মিন্‌ৎসং সৌভগানি দধিরে পাবকে॥ তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ। সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে॥ অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোত্যশ্যাম রয়িং রয়িবঃ সুবীরম্। অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে। শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর। বসো পুরুস্পৃহং রয়িম্॥ স শ্বিতানস্তন্যতূ রোচনস্থা অজরেভির্নানদদ্ভির্যবিষ্ঠঃ। যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্বন্॥ আয়ুষ্টে বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্বরেণ্যঃ। পুনস্তে প্রাণ আঽযতি পরা যক্ষ্মং সুবামি তে॥ আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি। ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমম্। তস্মৈ তে প্রতিহর্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে জনামি সুষ্টুতিম্। দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ। তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ। শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্বি রোচসে। ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ। দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভিঃ যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ। আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্‌শুচি রেতো নিষিক্তম্ দ্যৌরভীকে। অগ্নিঃ সর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধিয়ং জনয়ৎসূদয়চ্চ। স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ। অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ। অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্। বিশ্বা যঃ চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ। তমগ্নে পৃতনাসহং রয়িং সহস্ব আ ভর। ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ। উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে। বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নির্জনুষাঽজ্মান্নম্। স ত্বং ন ঊর্জ্জসন ঊর্জং ধা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ। অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্যম্। দধৎ পোষং রয়িং ময়ি। অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ। স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবান্ ইহাঽবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ। অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ। উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চ্চয়ঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ : হে অগ্নিদেব, তুমি ঘোরতনুযুক্ত শত্রুদের নিরাসকর্তা, দ্যুলোকের উৎসব-সদৃশ। তুমি মরুদ্গণের বলস্বরূপ, অতএব তাদের সাথে যুক্ত হয়ে তোমার

সৈন্য সংযমিত কর। তুমি সুখে বায়ুবেগে অরুণবর্ণ অশ্বে গমন কর। হবির দ্বারা পরিচর্যাকারী যজমানদের তুমি নিজেই পোষণ করে থাক। হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, শত্রুর হাত থেকে মরণের পূর্বেই রক্ষার জন্য অগ্নিকে বশীভূত কর, যে অগ্নি যজ্ঞের স্বামী, শত্রুর প্রতি ক্রূর, ফল দেবার জন্য ভক্তদের আহ্বানকারী, দ্যুলোক ও ভূলোকে কর্মফল দাতা এবং হিরণ্যসদৃশ। এ অগ্নি বেদীর নিকট সুরভি গন্ধযুক্ত আহবনীয় স্থানে উপবিষ্ট, যে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা, অতিশয় যাগকর্তা, নিত্য তরুণ, মেধাবী, গার্হপত্যাদি স্থানে স্থিত, সত্যবান, মানুষদের পোষক ও তাদের উদরে জঠরাগ্নিরূপে দীপ্ত। এ অগ্নি আজ দেবগণের উদ্দেশে আমাদের প্রদত্ত আহুতি সুস্বাদু করুক, তারপর যজ্ঞের জিহ্বাস্থানীয় গোপনীয় অগ্নিদেবতাকে যেন আমরা লাভ করি। পুরোডাশ ও আজ্য প্রভৃতির দ্বারা সুগন্ধযুক্ত সে অগ্নি আমাদের আয়ু রক্ষা করে আসুক। আজ সে অগ্নি দেবগণের উদ্দেশে আমাদের অনুষ্ঠিত হোম যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করুক। আকাশের মেঘ গর্জন করে যেমন শস্যের শুকানোর ভয় দূর করে, সেরূপ আমাদের অনিষ্ট নিবারণের জন্য এ অগ্নি গর্জন করুক, আমাদের দাহক বিরুদ্ধদের নাশ করে পুষ্পলতার মত আমাদের আনুকূল্য বিধান করুক। অগ্নি সদ্য উৎপন্ন ও দীপ্ত হয়ে নানাভাবে জগৎকে প্রকাশিত করে এবং দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্বকিরণে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। হে অত্যন্ত জ্বালাবিশিষ্ট, দেবগণের আহ্বাতা অগ্নি, দিনরাত যাগযোগ্য হবি-সমূহ আসুক। তোমার অনুগ্রহের পূর্বে দগ্ধ বিশ্বভুবন যেন নিঃসার হয়েছিল, তোমার অনুগ্রহ পেয়ে তারা সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেরূপ তুমি আমাদের অনুগ্রহ কর। হে আরাধ্যতম অগ্নিদেব, বিশ্বের সকল আত্মদর্শিগণ বিবিধ কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার আরাধনা করে। হে অগ্নি, তোমার রক্ষার দ্বারা সে অভীষ্ট ফল যেন আমরা লাভ করতে পারি। হে ধনবান, শোভন পুত্র পৌত্রযুক্ত ধন যেন পাই। অন্নকামী আমরা যেন সর্বতোভাবে অন্ন লাভ করি। হে অজর, তোমার প্রসাদে অক্ষয় ফল যেন আমরা লাভ করি। হে যুবতম, জগতের ধারক, সকলের নিবাসের কারণ অগ্নিদেব, শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ধন আমাদের দাও। যে অগ্নি পাবক, নানা প্রকার বহু-বিস্তৃত পুরোডাশাদি হবি ভক্ষণ করে যজমানগৃহে গমন করেন, সে অগ্নি দীপ্যমান, ফলসকলের বিস্তারকর্তা, দীপ্ত দেব-যজনসমূহে অর্চিত, জরারহিত স্তুতিকারী দেবগণের সাথে যুক্ত এবং অতিশয় শত্রুনাশক। হে যজমান, তোমাদের বরেণ্য এ অগ্নি তোমাদের পূর্ণ আয়ু প্রদান করুক। অপমৃত্যুর দ্বারা গৃহীত হলেও এ অগ্নির অনুগ্রহে তোমাদের প্রাণ আবার দেহে ফিরে আসুক। তোমার যক্ষ্মা ব্যাধির বিনাশ করুক। হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, যজমানদের আয়ুপ্রদ হও। তুমি হবির সেবনকারী, ঘৃতের দ্বারা আহূত ও ঘৃতের দ্বারা উৎপন্ন। সেরূপ তুমি মধুর নির্মল ঘৃত পান করে পিতা যেমন পুত্রের পালন করে সেরূপ এ যজমানের পালন কর। সর্বতত্ত্বজ্ঞ, সকলের উৎকর্ষসাধক অগ্নিদেব, প্রতিদিন যজমানের গৃহে গমনশীল তোমার প্রীতির জন্য শোভন স্তুতি করছি। অগ্নিদেব প্রথমতঃ দ্যুলোকের উপরে সূর্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, মনুষ্যলোকে জাতমাত্রের বেত্তা অগ্নিরূপে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম এবং সমুদ্রে বাড়বানলরূপে তৃতীয় জন্ম। এ তিন জন্মে তিনি যজমানের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিসম্পন্ন। পুরোডাশ প্রভৃতির দ্বারা এরূপ অগ্নি দীপ্ত করে স্বায়ত্তচিত্ত জনগণ জরা পর্যন্ত সেবা করে থাকে। হে শোধনকারী অগ্নি, তুমি পবিত্র ও বন্দনীয়, তুমি ঘৃতাদির দ্বারা হুত হয়ে বৃহদ্ভাবে দীপ্ত হও। প্রিয়দর্শন, সোনার মত অগ্নি অপরের অতিরক্ষাকারী

জীবন ও শ্রেয় বিধানের জন্য মহান দীপ্তির দ্বারা শোভিত হয়। এ অগ্নি অন্ন ও হবির দ্বারা অমৃত বিধান করে। দ্যুলোকবাসী দেবগণ সুরেতা হয়ে এ অগ্নিকে উৎপন্ন করে বলে অগ্নির অমৃতত্ব। যখন বল ও প্রাণ প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ তেজ (জ্ঞানকিরণ) ব্যাপ্ত হয়, তখন দ্যুলোক থেকে শুদ্ধ জ্যোতি এ লোকে বিচ্ছুরিত হয়। অগ্নিদেব বলবান, অনিন্দিত, যুবা, শোভন কর্মযুক্ত পুরুষকে উৎপন্ন করুক ও সৎকর্মে প্রেরণ করুক। হে অগ্নিদেব, যে তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়. সে অত্যন্ত তেজ-যুক্ত অন্তঃকরণের সাথে যুক্ত হয়। তাকে শোভন অপত্যযুক্ত ধন দাও। অভিমত ফল দানে সমর্থ ধনের প্রদাতা তোমার প্রভাবে আমরা শোভন স্তুতি যুক্ত পরম ধন লাভে সমর্থ হবো। হে অগ্নি, পরম ধনের বিরোধী শত্রুকে পরাভব করতে সমর্থ ধন আমাদের দাও, তোমার অনুগ্রহে যে ধন লাভে সংগ্রামে সকল শত্রুসেনা অভিভূত হবে। সকল শক্তির আধার হে অগ্নি, তুমি শত্রু-নাশক পরম ধন আহরণ কর। তুমি সত্যস্বরূপ, বিচিত্রকর্মা দিব্যজ্ঞানের আধার ও সম্ভাবের দাতা। সম্ভাবের প্রবর্ধক, বহু অন্নযুক্ত, শুদ্ধসত্ত্বের গ্রাহক। অভীষ্ট প্রদায়ক প্রজ্ঞানাধার অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্তোত্রের দ্বারা আমরা পরিচর্যা করবো। পুত্রের মত অভীষ্টসম্পাদক হে জ্ঞানদেব, তুমি সকলের বন্দনীয়। শত্রুনাশের জন্য শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হৃদয়রূপ গৃহে বিদ্যমান প্রজ্ঞানাধার অগ্নিদেব স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনে পরম ধন দিয়ে থাকে। হে বল-প্রাণদাতা জ্ঞানদেব, তুমি আমাদের বলপ্রাণ দাও, রাজা যেমন শত্রু জয় করে; সেরূপ আমাদের শত্রু জয় কর, হিংসাদি দোষরহিত অন্তরে তুমি বাস কর। হে অগ্নি, আমাদের আয়ুর বর্ধন ও শোধন কর, বলপ্রাণ ও অভীষ্ট আমাদের দিকে প্রেরণ কর এবং শত্রুদের উপদ্রব আমাদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে বিনাশ কর। হে অগ্নি, তুমি শোভনকর্মা, আমাদের শোভন বীর্যযুক্ত তেজ বর্ধন কর ও পরম ধনের পুষ্টি সাধন কর। হে দেব পাবক অগ্নি, তোমার দীপ্ত আনন্দদায়ক বাক্যে দেবতাদের আন ও যাগ কর। হে শোধক দীপ্যমান অগ্নি, আমাদের জন্য দেবতাদের এ কর্মে আন এবং আমাদের এ যজ্ঞ ও হবি তাদের নিকট প্রেরণ কর। অতিশয় শুদ্ধ ব্রত আচরণকারী, বিপ্রের মত পবিত্র, মেধাবী, শুদ্ধ অগ্নিদেব আহূত হয়ে পরিত্রাণ-সাধকরূপে শোভিত হয়। হে প্রজ্ঞানাধার অগ্নিদেব, নির্মল, পাপনাশক, দীপ্যমান তোমার দিব্যজ্যোতি ও তেজ সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ কর। ১৪।২৮ ॥

টীকাঃ ১২। দ্বাদশ অনুবাকে ভাষ্যকার সোমাভিষবের জন্য একটি আখ্যান অবলম্বন করে 'বসতীবরী' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। তা হচ্ছে—কোন এক সময় দেবগণ আগ্নীধ্র-মণ্ডপে থেকে নিজেদের মধ্যে যজ্ঞশালার দ্রব্যাদি ভাগ করে নেয়। তাতে কিছুটা অংশ অবশিষ্ট থাকে। তা পরে ভাগ করা হবে বলে রেখে দেয়। সে অবশিষ্ট অংশ 'বসতু' বলে দেবগণ তৎকালে রেখে দেয় জন্য তার নাম হয় 'বসতীবরী'। পরদিন সকালে সামান্য অংশ ভাগ করতে না পেরে, তারা তা জলে নিক্ষেপ করে। তা থেকে সে জলের নাম হল 'বসতীবর্যঃ আপঃ'। যজ্ঞের অংশ বসতীবরী গ্রহণীয়। আধ্যাত্মিক অর্থে বসতীবরীর কোন সম্বন্ধ নেই। এ যজ্ঞ অধ্বর—হিংসারহিত।

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্রঃ আ দদে গ্রাবাহস্যধ্বরকৃদ্দেবেভ্যো গম্ভীরমিমমধ্বরং কৃধ্যুত্তমেন পবিনে-ন্দ্রায় সোমং সুষুতং মধুমন্তং পয়স্বন্তং বৃষ্টিবনিম্। ইন্দ্রায় ত্বা বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায়

ত্বা বৃত্রতুর ইন্দ্রায় ত্বাঽভিমাতিঘ্ন ইন্দ্রায় ত্বাঽদিত্যবত ইন্দ্রায় ত্বা বিশ্বদেব্যাবতে। শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুরো রাধোগূর্তা অমৃতস্য পত্নীস্তা দেবীর্দেবত্রেমং যজ্ঞং ধত্তোপহূতাঃ সোমস্য পিবতোপহূতো যুষ্মাকম্ সোমঃ পিবতু। যত্তে সোম দিবি জ্যোতির্যৎ পৃথিব্যাং যদুরাবন্তরিক্ষে তেনাস্মৈ যজমানায়োরুরায়া কৃধ্যধি দাত্রে বোচঃ। ধিষণে বীড়ু সতী বীড়য়েথামূর্জং দধাথামূর্জং মে ধত্তম্ মা বাং হিংসিষং মা মা হিংসিষ্টম্। প্রাগপাগুদগধরাক্তাস্ত্বা দিশ আ ধাবন্ত্বম্ব নি স্বর। যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহা ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ হে পবিত্রকারক ভগবান, তুমি সৎকর্মের সম্পাদক, আত্মার উৎকর্ষের জন্য তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করছি। দেবতাদের প্রীতির জন্য আমাদের অনুষ্ঠিত এ কর্ম হিংসারহিত কর। শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারক তোমার অনুগ্রহে ইন্দ্রের উদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্বরূপ এ সোমকে পবিত্র, মধুর, অমৃতপ্রদ ও অভীষ্টসাধক করবো। হে শুদ্ধসত্ত্ব, ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে উৎসর্গ করছি, অজ্ঞাননাশক ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি, রিপুরূপ শত্রু বিনাশের জন্য পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে তোমাকে নিযুক্ত করছি, আদিত্যের মত স্বপ্রকাশ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে নিযুক্ত করছি, সর্বদেব-স্বরূপ ভগবানের পূজার জন্য তোমাকে নিবেদন করছি। হে সদ্ভাবসমূহ, তোমরা শীঘ্র ভগবানের প্রীতিসাধক হও। তোমরা অন্তঃশত্রুর নাশক, পরমধনের প্রকাশক ও অমৃতরূপ সোমের পালক হও। সেরূপ তোমরা পরম জ্যোতি-প্রদ দেবভাবে এ যজ্ঞ পূর্ণ কর। হে দেবগণ, তোমরা আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে আমাদের প্রদত্ত সদ্ভাবরূপ সোম গ্রহণ কর এবং তোমাদের অনুগ্রহে উদ্দীপ্ত আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব তোমরা আমাদের হৃদয়ে স্থাপন কর। হে সোমদেব, দ্যুলোক, ভূলোক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে তোমার যে জ্যোতি আছে, তা দিয়ে এ যজমানকে পরম ধনে সমৃদ্ধ কর এবং কর্মফলদাতা তোমার সংবর্ধনার জন্য যজমানকে সৎপথ দেখাও। হে শুদ্ধসত্ত্বের ধারক জ্ঞান ও ভক্তি, তোমরা অচঞ্চল হয়ে আমাকে অচঞ্চল কর, বলপ্রাণ ধারণ কর, আমাকে বলপ্রাণ প্রদান কর। তোমাদের আমি হিংসা করি না, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করো না। হে মন, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণাদি সকল দিকে বর্তমান ভগবান তোমাকে লাভ করুক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ে আবির্ভূত হও। হে সোমদেব, তোমার যে নামে শত্রুগণ অভিভূত হয়, চৈতন্যদায়ক সে সোমনামে স্বাহা মন্ত্রে এ হবি প্রদান করছি, আমার অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোক। ১।৯ ॥

মন্ত্র ঃ বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্বৃষা বৃষ্ণো অংশুভ্যাং গভস্তিপূতো দেবো দেবানাং পবিত্রমসি যেষাং ভাগোঽসি তেভ্যস্ত্বা। স্বাঙ্কৃতোঽসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভঃ পার্থিবেভ্যো। মনস্ত্বাঽষ্টূর্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য। এষ তে যোনিঃ প্রাণায় ত্বা ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অভীষ্টবর্ষক; জ্ঞানরশ্মির দ্বারা পবিত্র হয়ে অভীষ্টবর্ষণশীল ভক্তিধারার সাথে জ্ঞানাধিপতি দেবতার উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমি দেবভাবের উন্মেষক ও সদ্ভাবের পবিত্রতাসাধক হও। যাদের তুমি অংশস্বরূপ, তাদের প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। তুমি ভগবানের সাথে মিলনসাধক হও। আমাদের জন্য মধুর অন্নসম্পন্ন কর। ইহলোকে ও পরলোকে সকল প্রাণীর হিতের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। তুমি আমার মন ব্যেপে থাক, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষের মত আমার হৃদয় লক্ষ্য করে এস। স্বাহা মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। হে সদ্ভাব, সূর্য

ও পালক দেবগণের উদ্দেশে তোমাকে উৎসর্গ করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, এ নির্মল হৃদয় তোমার স্থান। প্রাণদেবতার সন্তোষের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। ২।৭ ॥

মন্ত্র ঃ উপযামগৃহীতোঽস্যন্তর্যচ্ছ মঘবন্ পাহি সোমমুরুষ্য রায়ঃ সমিষো যজস্বান্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্বন্তরিক্ষং সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্মাদয়স্ব। স্বাঙ্কৃতোঽসি মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যো মনস্ত্বাষ্টূর্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্যায় দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য। এষ তে যোনিরপানায় ত্বা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উদ্ভূত হয়েছ, আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর। হে মঘবন, আমাদের হৃদয়ে সঞ্জাত ভক্তিরস গ্রহণ কর। শত্রুদের কাছ থেকে শুদ্ধসত্ত্বরূপ সোম ও ধন রক্ষা কর এবং সমীচীন অন্ন দাও। তোমার অনুগ্রহে আমি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণসকল সাধন করব, অন্তরিক্ষের মত বিস্তৃত হৃদয়রূপ আধারে তোমাকে ধারণ করছি। হে পরম ধনদাতা, সকল দেবতার সাথে আমার হৃদয়রূপ আধারে হৃষ্ট হও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি ভগবানের মিলনসাধক হও। আমাদের জন্য মধুর অন্ন সম্পন্ন কর। ইহকাল ও পরকালে সকল প্রাণীর হিতের জন্য তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করছি। তুমি আমার মন ব্যেপে থাক। নির্মল অন্তরিক্ষের মত বিস্তীর্ণ আমার হৃদয় লক্ষ্য করে এস। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে ভগবানের প্রীতির জন্য উৎসর্গ করছি। হে সদ্ভাব, স্বপ্রকাশ সূর্য ও পালক দেবগণের উদ্দেশে তোমাকে উৎসর্গ করছি। আমার এ নির্মল হৃদয় তোমার স্থান, প্রাণদেবতার সন্তোষের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। ৩।৭ ॥

টীকা ঃ ৩। তৃতীয় অনুবাকে 'উপযাম' ও 'অন্তর্যাম' পদ দুটির অর্থ লক্ষ্যণীয়। ভাষ্যকার যাজ্ঞিক অর্থে উপযাম বলতে পৃথিবী এবং অন্তর্যাম পদে কাষ্ঠময় পাত্র অর্থ গ্রহণ করেছেন। যজ্ঞের প্রয়োজনে সোমলতার রস রাখবার জন্য তার দরকার হলেও আধ্যাত্মিক অর্থে সোম শব্দ হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্ব, ভক্তিসুধা। এ জন্য 'উপযামগৃহীত' বলতে সৎকর্মের দ্বারা অন্তরে সংরক্ষিত এবং 'অন্তর্যাম' পদে ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়রূপ আধারকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার। উপো তে অন্ধো মদ্যমযামি যস্য দেব দধিষে পূর্বপেয়ম্। উপযামগৃহীতোঽসি বায়বে ত্বেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ। উপ প্রয়োভিরা গতমিন্দবো বামুশন্তি হি। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রবায়ুভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিঃ সজোষাভ্যাং ত্বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদঃ হে প্রাণবায়ুরূপ ভগবান, তুমি এসে আমার হৃদয় অলঙ্কৃত কর। হে শুদ্ধসত্ত্বের গ্রাহক, তুমি আমাদের কাছে এস। হে বিশ্বব্যাপক, তুমি অনন্ত মহিমাযুক্ত। হে দেব, যে শুদ্ধ সত্ত্ব তোমার একমাত্র গ্রহণীয় বলে মনে কর, তোমার আনন্দদায়ক সে শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমি লাভ করি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, বায়ুদেবের জন্য তোমাকে সমর্পণ করছি। হে ইন্দ্র ও বায়ুদেব, এ সোম অভিষুত হয়েছে, এরা তোমাদের কামনা করে, অতএব তোমরা গুণসাম্য সাধনের জন্য আমাদের নিকট এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করছি। এ নির্মল হৃদয় তোমার স্থান, দেবভাব উৎপন্নের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৪।২ ॥

টীকা ঃ ৪। চতুর্থ অনুবাকে 'সহস্রং নিযুতঃ'—পদে ভাষ্যকার বায়ুর বাহনরূপ অশ্বসমূহের লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে 'বায়ো'—এ সম্বোধন পদে সর্বভূতে প্রাণবায়ু রূপে বিরাজমান ভগবানকে লক্ষ্য করেছি। তিনি বায়ু, অগ্নি,

ইন্দ্র, যম, ব্যোম—সব কিছুই। প্রতি বস্তুর অভ্যন্তরে তাঁর সত্তা বিদ্যমান। বায়ু প্রভৃতি তাঁর বিভূতির বিকাশ মাত্র।

মন্ত্র ঃ অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতং হবম্। উপযামগৃহীতোঽসি মিত্রাবরুণাভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্ঋতায়ুভ্যাং ত্বা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে সত্যবর্ধক মিত্র ও বরুণদেব, তোমাদের জন্য এ সোম (অন্তরের ভক্তি-সুধা) অভিষুত হয়েছে, তা গ্রহণ করে এ কর্মে আমার আহ্বান শোন। হে শুদ্ধ-সত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, সদ্ভাবের জনক মিত্র ও বরুণদেবের জন্য তোমাকে আমার এ নির্মল হৃদয়ে স্থাপন করছি। ৫।২ ॥

মন্ত্র ঃ যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্। উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনির্মাধ্বীভ্যাং ত্বা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের যে মধুময় সূনৃত বাক্যযুক্ত বিবেকরূপ কশা আছে, তা দিয়ে এ যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, তোমাকে অমৃত-বিধায়ক অশ্বিদ্বয়ের প্রীতির জন্য আমার এ হৃদয়রূপ আধারে স্থাপন করছি। ৬।২ ॥

টীকা ঃ ৬। ষষ্ঠ অনুবাকে 'কশা' 'মধুমতী' ও 'সূনৃতাবতী'—পদগুলির অর্থ লক্ষ্যণীয়। কশা বলতে ভাষ্যকার বাক্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। অন্যে আবার ঘোড়া তাড়াবার চাবুক অর্থে কশা শব্দ ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে বিবেকের তাড়না—কশাঘাত, তা মধুমতী অর্থাৎ অমৃতফলদায়ী। বিবেকের কশাঘাত যে প্রিয় ও সত্য, ও নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ সত্যপথ প্রদর্শন করে, এর দ্বারা প্রিয়কার্য সাধিত হয়।

মন্ত্র ঃ প্রাতর্যুজৌ বি মুচোথামশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে। উপযামগৃহীতোঽস্যশ্বিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরশ্বিভ্যাং ত্বা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর। তোমাদের উদ্দেশে অর্পিত এ ভক্তিরস পানের জন্য এখানে এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, অশ্বিদ্বয়ের প্রীতির জন্য আমার এ হৃদয়রূপ আধারে স্থাপন করছি। ৭।২ ॥

মন্ত্র ঃ অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে। ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি। উপযামগৃহীতোঽসি শণ্ডায় ত্বৈষ তে যোনির্বীরতাং পাহি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ মেঘমধ্যে গর্ভের মত অবস্থিত সে প্রসিদ্ধ দিব্যকান্তি বিশিষ্ট বেনদেব জলের নির্মাণস্থল অন্তরিক্ষ থেকে আদিত্যের গর্ভস্বরূপ অন্তরিক্ষস্থ জল পৃথিবীতে প্রেরণ করে। জল, অন্তরিক্ষ ও সূর্যের পরস্পর মিলনের জন্য অন্তরিক্ষস্থিত এ বেন দেবতাকে, মেধাবী স্তোতাগণ, মাতাপিতা যেমন শিশুকে আদর করে, সেরূপ স্তুতিবাক্যে পূজা করে থাকে। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মে উৎপন্ন হয়েছ তোমাকে শক্তিমান ভগবানের প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। আমার এ নির্মল হৃদয় তোমার স্থান, তুমি আমাদের কর্মসামর্থ্য রক্ষা কর। ৮।২ ॥

টীকা ঃ ৮। অষ্টম অনুবাকে 'শিশুং ন'—এ উপমায় একটি অতি উচ্চ ভাব প্রকটিত হয়েছে। মাতা পিতা যেমন শিশুকে মিষ্টবাক্যে আদর করে—সেরূপ। এখানে ভগবানের সাথে পিতাপুত্রের সম্পর্কে বাৎসল্য ভাবের বিকাশ দেখি। পুত্রের মত ভগবানকে ভালবাসা—এ যেন বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য ভাবের বীজ নিহিত দেখতে পাই।

মন্ত্র ঃ তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্ববির্দং প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে গিরাশুং জয়ন্তমনু যাসু বর্ধসে। উপযামগৃহীতোঽসি মর্কায় ত্বৈষ তে যোনিঃ প্রজাঃ পাহি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে অন্তরাত্মা, পুরাতন ঋষিগণ, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ও বিশ্বের সকল প্রাণী ভগবানের আরাধনা করে অভীষ্ট লাভ করেছে, অতএব তুমিও সে সর্বশ্রেষ্ঠ, হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থিত, সর্বজ্ঞ, শীঘ্রগামী, সকলের অভিভবকারী সে ভগবানের স্তুতি দ্বারা পূজা কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সৎকর্মে উৎপন্ন হয়েছ, তোমাকে জ্ঞানজ্যোতির আধার ভগবানের প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। আমার এ নির্মল হৃদয় তোমার স্থান, তুমি আমাদের সন্ততি রক্ষা কর। ৯।২ ॥

মন্ত্র ঃ যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থাপ্সুষদো মহিনৈকাদশস্থ তে দেবা যজ্ঞমিমং জুষধ্বমুপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিমভি সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং ত্বং পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে যে দেবগণ এক ভাবাপন্ন, তারা আমাদের এ যজ্ঞের সেবা করুক। হে দেবভাব. তুমি সাধকের হৃদয়ে গৃহীত হয়েছ, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ কাম্য হয়ে আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন কর, যজ্ঞপতির প্রীতি সাধন কর, সকল সৎকর্মের রক্ষা কর। কর্ম সামর্থ্য দিয়ে সকলের পালন কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, সর্ব ব্যাপক বিষ্ণু শত্রুর কবল থেকে তোমার রক্ষা করুক। আমার এ হৃদয় তোমার স্থান, সকল দেবভাবের জন্য হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন করছি। ১০।২ ॥

মন্ত্র ঃ ত্রিংশৎ ত্রয়শ্চ গণিনো রুজন্তো দিবং রুদ্রাঃ পৃথিবীং চ সচন্তে। একাদশাসো অপ্সুষদঃ সুতং সোমং জুষন্তাং সবনায় বিশ্বে। উপযামগৃহীতোঽস্যাগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণো জিন্ব যজ্ঞং জিন্ব যজ্ঞপতিমভি সবনা পাহি বিষ্ণুস্ত্বাং পাতু বিশং ত্বং পাহীন্দ্রিয়েণৈষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ ত্রিগুণ ও ত্রিধাতুর সাম্য-সাধক একত্র অবস্থিত দেবগণ দ্যুলোকে বাস করে, রিপুনাশক দেবগণ পার্থিব ভোগ-সকল বিনাশ করে। অভিন্নভাবাপন্ন অন্তরিক্ষবাসিগণ আমাদের আরাধনা সফল করবার জন্য আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুক। হে দেবভাব, তুমি সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছ, তুমি সকলের কাম্য হয়ে আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন কর, যজ্ঞপতির প্রীতিসাধন কর, সকল সৎকর্মের রক্ষা কর, কর্মসামর্থ্য দিয়ে সকলের পালন কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, সর্বব্যাপক বিষ্ণু শত্রুর কবল থেকে তোমার রক্ষা করুক। আমার এ হৃদয় তোমার স্থান, সকল দেবভাবের জন্য তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করছি। ১১।২ ॥

টীকা ঃ ১১। একাদশ অনুবাকে 'একাদশ' শব্দটা বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোকে এগার করে তেত্রিশ জন দেবতা ও পরে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা কেহ কেহ বলেছেন। আমাদের মতে এখানে 'একাদশ' শব্দ সংখ্যাবাচক নহে। 'একা দশা যস্য সঃ'—এ অর্থে 'একাদশঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ যাঁর এক এবং অভিন্ন অবস্থা বা বিভূতি তিনি একাদশ। এক ভগবানেরই বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বই বিশ্ব ব্যাপকরূপে বিরাজিত। সে দেবগণ বা সে এক পরম দেবতা আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আসুন—এ প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

মন্ত্র ঃ উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত উকথায়ুবে যত্ত ইন্দ্র বৃহদ্বয়স্তস্মৈ ত্বা বিষ্ণবে ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বোকথায়ুবে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ : হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েছ, সাম-প্রিয় পরম শক্তিশালী, বেদমন্ত্রে আরাধ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করছি। হে ইন্দ্র, তোমার যে প্রসিদ্ধ পরম বল আছে, তা লাভের জন্য তোমার আরাধনা করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, সর্বব্যাপক বিষ্ণুর উদ্দেশে তোমাকে হৃদয়ে উৎপন্ন করছি। আমার এ হৃদয় তোমার আশ্রয়স্থল, বেদমন্ত্রের দ্বারা আরাধ্য ইন্দ্রদেবের জন্য তোমাকে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করছি। ১২।২ ॥

মন্ত্র : মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃতায় জাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায় ধ্রুবোঽসি ধ্রুবক্ষিতি ধ্রুবাণাং ধ্রুবতমোঽচ্যুতানামচ্যুতক্ষিত্তম এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ : দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ, মর্ত্যলোকে গতিকারক, সকল লোকে যজ্ঞে উৎপন্ন, মেধাবী, প্রকাশশীল, অতিথির মত পূজ্য, দেবগণের মুখ-স্বরূপ, রক্ষক অগ্নিদেবকে দেবভাবসকল আমাদের মধ্যে উৎপন্ন করুক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, বৈশ্বানর অগ্নির জন্য যেন তোমাকে লাভ করি, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে থাক। হে ভগবান, তুমি স্থির, লোকের পরম আশ্রয়, স্থিরের মধ্যেও তুমি স্থিরতম, অপতিতের মধ্যে তুমি অক্ষয় নিবাস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, আমার এ হৃদয় তোমার স্থান, বৈশ্বানর অগ্নির জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। ১৩।২ ॥

মন্ত্র : মধুশ্চ মাধবশ্চ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ নভশ্চ নভস্যশ্চেষশ্চোর্জশ্চ সহশ্চ সহস্যশ্চ তপশ্চ তপস্যশ্চোপযামগৃহীতোঽসি সংসর্পোঽস্যংহস্পত্যায় ত্বা ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ : হে ভগবান, তুমি অমৃতস্বরূপ ও সিদ্ধিদায়ক, তুমি জ্যোতির্ময় ও পবিত্র, তুমি দ্যুলোক ও দ্যুলোকবিহারী, তুমি পরাসিদ্ধি ও পরম বল, তুমি বল ও বলদাতা, তুমি সাধনা ও সাধ্য। সর্বত্র ব্যাপক তুমি সাধকের হৃদয়ে বর্তমান। হে শুদ্ধসত্ত্ব, পাপনাশক দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাকে যেন লাভ করি। ১৪।২ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতম্ ধিয়েষিতা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বৈষ তে যোনিরিন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা এ সাধকের প্রার্থনায় [illegible]ত হয়ে দ্যুলোক থেকে এস। আত্মশক্তির দ্বারা বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তোমাকে যেন আমরা লাভ করি, ইন্দ্র ও অগ্নিদেবের জন্য তুমি উৎপন্ন হয়েছ। আমাদের এ হৃদয় তোমার নিবাস স্থল, ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ১৫।২ ॥

মন্ত্র : ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য এষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ : রক্ষক, মানুষের পরিপালক, কর্মফলের দাতা হে বিশ্বদেবগণ, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য তোমরা এস। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েছ, সকল দেবভাবের জন্য তোমাকে যেন লাভ করি। আমাদের এ হৃদয় তোমার নিবাসস্থান, সকল দেবতার জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ১৬।২ ॥

মন্ত্র : মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্। বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ অভীষ্টবর্ষক, কামবর্ষক, দ্যোতমান, রিপুজয়ী, বিশ্বের পালক, তেজস্বী, বিশ্বজয়ী, বলদায়ী, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রকে পাপকবল থেকে রক্ষা ও নবীন জীবন লাভের জন্য এ যজ্ঞে আহ্বান করছি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হও, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে যেন লাভ করি। আমাদের এ হৃদয় তোমার স্থান, প্রজ্ঞানাধার ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ১৭।২ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্য্যাতে অপিবঃ সুতস্য। তব প্রণীতী তব শূর শর্ম্মন্না বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশেষ জ্ঞানাধার ইন্দ্র, তুমি যেমন রিপুজয়ী বিশুদ্ধ-হৃদয় জনের অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ কর, সেরূপ এ যজ্ঞে আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ কর। হে পরম শক্তিসম্পন্ন দেব, শোভনযজ্ঞকারী, আত্মদর্শিগণ তোমার মঙ্গল শক্তিতে অবস্থিত হয়ে পূজোপচার প্রদানে তোমার আরাধনা করছে। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৮।২ ॥

মন্ত্র ঃ মরুত্বাং ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধম্ মদায়। আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্ম্মিং ত্বম্ রাজাঽসি প্রদিবঃ সুতানাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা মরুত্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা মরুত্বতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, বিবেকজ্ঞানদায়ক ও অভীষ্টবর্ষক তুমি, পরম আনন্দ দান ও রমণীয় সংগ্রাম জয়ের জন্য স্বধাযুক্ত আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ কর। হে দেব, অমৃত-প্রবাহ আমাদের উদরে সিঞ্চন কর। তুমি নিত্যকাল বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিপতি। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১৯।২ ॥

মন্ত্র ঃ মহাং ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমান্ ইব। স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ বর্ষণশীল মেঘের মত বলে মহান ইন্দ্রদেব তার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতির দ্বারা আরাধিত হন। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২০।২ ॥

মন্ত্র ঃ মহাং ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণিপ্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ। অস্মদ্রি-য়গ্বাবৃধে বীর্য্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্ত্তৃভির্ভূৎ। উপযামগৃহীতোঽসি মহেন্দ্রায় ত্বৈষ তে যোনির্ম্মহেন্দ্রায় ত্বা ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ঃ মহান রাজার মত স্তোতৃগণের অভীষ্ট-পূরক ইন্দ্রদেব আসুন। দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিপতি, অহিংসক তিনি শক্তির সাথে আমাদের অভিমুখী হোন। আমাদের বর্ধন ও শক্তি লাভের জন্য সর্বব্যাপী শক্তিমান সে দেব সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আরাধিত হয়ে থাকেন। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদ পূর্ববৎ)। ২১।২ ॥

মন্ত্র ঃ কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে। উপাযামগৃহীতোঽস্যাদিত্যেভ্যস্ত্বা। কদা চন প্র যুচ্ছ-স্যুভে নি পাসি জন্মনী। তুরীয়াঽদিত্য সবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি। যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্ব্বাচী সুমতির্ব্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাঽসৎ। বিবস্ব আদিত্যৈষ তে সোমপীথ-স্তেন মন্দস্ব তেন তৃপ্য তৃপ্যাস্ম তে বয়ং তর্পয়িতারো। যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র, তুমি কখনও আমাদের প্রতি হিংসক হয়ো না, তুমি দানশীলদের লাভ করে থাক। হে মঘবান, জ্যোতির্ময় রূপ তোমার প্রভূত দান শীঘ্র আমাদের নিকট

আসুক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হও, পরম জ্ঞানলাভের জন্য যেন তোমাকে লাভ করি। হে দেব, তুমি কখনও সাধকের প্রতি বিরূপ হও না, ইহলোক ও পরলোকে তাদের পালন করে থাক। হে তুরীয়জ্ঞানদায়ক দেব, তোমার যজ্ঞ দ্যুলোকে অমৃত লাভ করে। আমাদের কর্ম দেবগণের প্রীতিদায়ক হোক, আদিত্যগণ আমাদের সুখী করুক। হে দেবগণ, তোমাদের যে সুমতি দরিদ্রেরও সুখদায়ক, সে সুবুদ্ধি আমাদের দিকে আসুক। হে বিশ্বজ্যোতিস্বরূপ আদিত্যদেব, তোমার গ্রহণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে নিহিত আছে, তা গ্রহণ করে তুমি আনন্দ লাভ কর ও তৃপ্ত হও, তা হলে উপাসক আমরা তৃপ্ত হবো। হে শুদ্ধসত্ত্ব, দিব্য অমৃতের সাথে তোমাকে যুক্ত করছি। ২২।৭ ॥

মন্ত্র ঃ বামমদ্য সবিতর্ব্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ। বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে সবিতা দেব, আজ আমাদের পরম ধন দাও, কালও পরম ধন দাও এবং প্রতিদিন সে পরম ধন প্রদান কর। হে দেব, তুমিই পরম আশ্রয়স্বরূপ প্রভূত ধনের দাতা, আমাদের এ প্রার্থনার দ্বারা যেন আমরা পরম ধনসম্পন্ন হতে পারি। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েছ, জগতের কারণস্বরূপ সবিতা দেবের প্রীতির জন্য তোমাকে আমরা গ্রহণ করছি। ২৩।২ ॥

মন্ত্র ঃ অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টবং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্। হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে সবিতা দেব, তুমি অহিংসিত মঙ্গলময় তেজের দ্বারা নিত্য আমাদের গৃহ সর্বতোভাবে রক্ষা কর। হে দেব, মধুর বাক্যযুক্ত তুমি নিত্যসুখের জন্য আমাদের রক্ষা কর। আমাদের শত্রুগণ যেন বিনষ্ট হয়। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২৪।৩ ॥

মন্ত্র ঃ হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্। উপযামগৃহীতোঽসি দেবায় ত্বা সবিত্রে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের রক্ষার জন্য হিরণ্যপাণি সবিতা দেবের আহ্বান করছি, সে দেবতা আমাদের সকল কর্মের জ্ঞাতা। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২৫।২ ॥

মন্ত্র ঃ সুশর্ম্মাঽসি সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষে নম এষ তে যোনির্ব্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেব, তুমি পরম মঙ্গলদায়ক ও সকল জীবের শোভন আশ্রয়। হে দেব, শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট বর্ষণকারী তোমাকে নমস্কার। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২৬।৩ ॥

মন্ত্র ঃ বৃহস্পতিসুতস্য ত ইন্দো ইন্দ্রিয়াবতঃ পত্নীবন্তং গ্রহং গৃহ্নাম্যগ্না ই পত্নীবাঃ সজূর্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা। ২৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞানদেবের পুত্রস্বরূপ পরম শক্তিদায়ক তোমার পালনশক্তিযুক্ত দান যেন আমরা গ্রহণ করতে সমর্থ হই। হে পালনশক্তিযুক্ত অগ্নিদেব, তুমি ত্বষ্টার (ত্রাণকারক দেবতার) সাথে আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ কর। ২৭।২ ॥

মন্ত্র ঃ হরিরসি হারিযোজনো হর্য্যোঃ স্থাতা বজ্রস্য ভর্ত্তা পৃশ্নেঃ প্রেতা তস্য তে দেব সোমেষ্টযজুষঃ স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্থস্য হরিবন্তং গ্রহং গৃহ্ণামি হরীঃ স্থ হর্য্যোর্ধানাঃ সহসোমা ইন্দ্রায় স্বাহা ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেব, তুমি পাপহারক ও ভগবৎপ্রাপক। তুমি পাপনাশিকা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা, বজ্রের (রক্ষাস্ত্রের) পোষক, পৃশ্নির (জ্ঞানকিরণের) প্রেরক। হে সত্ত্বস্বরূপ সোমদেব, ইষ্টপ্রাপক স্তোম ও উক্থ—বেদমন্ত্রে আরাধ্য তোমার পাপ-নাশক শক্তিযুক্ত দান যেন আমি গ্রহণ করতে পারি। হে পাপনাশক শক্তির ধারক সম্বৃত্তিসমূহ, শুদ্ধসত্ত্ব যুক্ত হয়ে আমাদের পাপনাশক হও। ইন্দ্রদেবের প্রাপ্তির জন্য স্বাহা মন্ত্রে পূজা করছি। ২৮।৭ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। উপযামগৃহীতোঽস্যগ্নয়ে ত্বা তেজস্বত এষ তে যোনিরগ্নয়ে ত্বা তেজস্বতে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নিদেব, তুমি আমাদের প্রাণ, অন্ন ও বল প্রদান কর। শত্রুদের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হও, জ্যোতির্ময় অগ্নিদেবের জন্য তোমাকে যেন লাভ করি। আমাদের হৃদয় তোমার আশ্রয়স্থান, জ্যোতির্ময় অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ২৯।৪ ॥

মন্ত্র ঃ উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বৌজস্বত এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বৌজ-স্বতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্রদেব, তুমি বলের সাথে হৃদয়ে এসে শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করে তোমার জ্যোতিতে আমাদের স্থাপন কর। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে থাক, তেজস্বী ইন্দ্রদেবের জন্য যেন তোমাকে লাভ করি। আমাদের এ হৃদয়প্রদেশ তোমার আশ্রয়স্থান হোক, পরম শক্তিশালী ইন্দ্রদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৩০।৩ ॥

মন্ত্র ঃ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্। উপযামগৃহীতোঽসি সূর্য্যায় ত্বা ভ্রাজস্বত এষ তে যোনিঃ সূর্যায় ত্বা ভ্রাজস্বতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ঃ হে সকলের প্রেরক সূর্যদেব, তুমি উদ্ধারকর্তা, বিশ্বের সকলের দর্শনীয়, জ্যোতির প্রকাশক, বিশ্বের সকল বস্তু প্রকাশ করে তুমি দীপ্তি পাচ্ছ। হে দিব্যজ্যোতি, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হও, জ্যোতির্ময় সূর্যদেবের জন্য তোমাকে যেন লাভ করি। আমাদের এ হৃদয় তোমার স্থান, জ্যোতির্ময় সূর্যদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ৩১।৩ ॥

মন্ত্র ঃ আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বাভিরূতিভিঃ। ভবা নঃ সপ্রথস্তমঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ঃ হে শ্রেষ্ঠ আনন্দপ্রদ সোমদেব, তুমি সকল রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের বর্ধন কর। হে দেব, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হও। ৩২।১

মন্ত্র ঃ ঈয়ুষ্টে যে পূর্বতরামপশ্যন্ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্ত্যাসঃ। অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাঽভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ যে মনীষীগণ অজ্ঞাননাশিনী পূর্বতরা জ্ঞানদায়িনী ঊষাদেবীকে দেখেছেন, তারাই পরমাত্মাকে লাভ করেছেন ; সে পথ অনুসরণ করে আমরাও তাকে

দেখব এবং, পরবর্তীকালে যে সংযুত পুরুষেরা এ রীতি অনুসরণ করে কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করবেন, সে মুমুক্ষুগণও প্রণবরূপী ভগবানকে দেখবেন। ৩৩।১

মন্ত্র ঃ জ্যোতিষ্মতীং ত্বা সাদয়ামি জ্যোতিষ্কৃতং ত্বা সাদয়ামি জ্যোতির্বিদং ত্বা সাদয়ামি ভাস্বতীং ত্বা সাদয়ামি জ্বলন্তীং ত্বা সাদয়ামি মল্মলাভবন্তীং ত্বা সাদয়ামি দীপ্যমানাম্ ত্বা সাদয়ামি রোচমানাং ত্বা সাদয়াম্যজস্রাং ত্বা সাদয়ামি বৃহজ্জ্যোতিষং ত্বা সাদয়ামি বোধয়ন্তীম্ ত্বা সাদয়ামি জাগ্রতীং ত্বা সাদয়ামি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে ভগবান, জ্যোতির্ময়, জ্ঞানদায়ক, সর্বজ্ঞ, দিব্যোজ্জ্বল, দিব্য আলোক-স্বরূপ, পরম উজ্জ্বলরূপ, জ্যোতিদায়ক, জগতের প্রকাশক, অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট, মহান জ্যোতিস্বরূপ, জ্ঞান ও বুদ্ধির দাতা ও চৈতন্যস্বরূপ তোমাকে আরাধনা করছি। ৩৪।১৪ ॥

মন্ত্র ঃ প্রয়াসায় স্বাহাঽয়াসায় স্বাহা বিয়াসায় স্বাহা সংয়াসায় স্বাহোদ্যাসায় স্বাহা-ঽবয়াসায় স্বাহা শুচে স্বাহা শোকায় স্বাহা তপ্যত্বৈ স্বাহা তপতে স্বাহা ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ আমাদের ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রচেষ্টা সফল হোক, এরূপ আমাদের সাধনা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, সকল প্রযত্ন সিদ্ধ হোক। পবিত্রতা লাভের জন্য, শোক প্রাপ্তির জন্য, আরাধনার জন্য, তপ-সাধনের জন্য, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ থেকে মুক্তির জন্য সকল জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের সাধনা সিদ্ধ হোক। ৩৫।১২ ॥

মন্ত্র ঃ চিত্তং সন্তানেন ভবং যক্না রুদ্রং তনিম্না পশুপতিম্ স্থূলহৃদয়েনাগ্নিং হৃদয়েন রুদ্রং লোহিতেন শর্ব্বং মতস্নাভ্যাম্ মহাদেবমন্তঃপার্শ্বেনৌষিষ্ঠহনং শিঙ্গীনিকোশ্যাভ্যাম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ঃ সর্বব্যাপক শক্তির জন্য চিৎ-স্বরূপ দেবকে লোকে জানতে পারে, এরূপ করুণার জন্য ভব, সূক্ষ্মশক্তির জন্য রুদ্র, মহৎ অন্তঃকরণের জন্য পশুপতি, হৃদয়ের দ্বারা অগ্নিদেবকে, রজ-শক্তির জন্য রুদ্রদেবকে, রক্ষা ও পালন শক্তির জন্য রিপুনাশক শর্বকে, অন্তঃ-শক্তি দিয়ে মহাদেবকে এবং জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে দুর্ধর্ষ রিপুনাশক দেবতাকে সাধকগণ জানতে পারে। ৩৬।৯ ॥

মন্ত্র ঃ আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনম্ সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে অজ্ঞাননাশক বৃহত্রা, আমাদের হৃদয়রূপ রথ লাভ কর। আমাদের স্তোত্রের দ্বারা তোমার বহনযোগ্য জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় যুক্ত হোক। পাষাণের মত আমাদের শুষ্ক হৃদয় স্তোত্রমন্ত্রে অভিষিক্ত হয়ে আপনার অনুগ্রহ লাভ করুক। হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হও, ষোড়শ গুণযুক্ত ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যেন তোমাকে লাভ করি, আমাদের হৃদয় তোমার আশ্রয় স্থান, ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি ॥ ৩৭।৪

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসমৃষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ঃ জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় অশেষ শক্তিশালী ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট, সাধারণ লোকদের নিকট, স্তোত্র ও সকল সৎকর্মের নিকট নিশ্চিত বহন করে আনে। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩৮।৪ ॥

মন্ত্র ঃ অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যং ন রশ্মিভিঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্রদেব, তোমার জন্য আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, অতিশয় বলবান ও শত্রুবিমর্দক তুমি আমাদের কাছে এস। সূর্য যেমন কিরণের দ্বারা অন্তরিক্ষ ব্যাপ্ত করে, সেরূপ আমাদের সকল ইন্দ্রিয় তোমাকে লাভ করুক। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩৯।৪

মন্ত্র ঃ সর্বস্য প্রতিশীবরী ভূমিস্ত্বোপস্থ আঽধিত। স্যোনাঽস্মৈ সুষদা ভব যচ্ছাস্মৈ শর্ম সপ্রথাঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ হে মন, সকল প্রাণীর অনুগ্রহকারী ভূমি তোমাকে পরম আশ্রয় দিক। হে পরমাশ্রয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তুমি সুখপ্রদ ও শোভননিবাস হও, তাঁকে লাভ করবার জন্য তুমি অতি বিস্তৃত হয়ে আমাদের মঙ্গল দাও। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪০।৪

মন্ত্র ঃ মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম যচ্ছতু। স্বস্তি নো মঘবা করোতু হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ঃ মহান বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল দিক। পরম ধনদাতা মঘবান আমাদের মঙ্গল বিধান করুক এবং যে রিপু আমাদের হিংসা করে, পাপ পথের প্রবর্তক তাকে বিনাশ করুক। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪১।৪ ॥

মন্ত্র ঃ সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছূর বিদ্বান্। জহি শত্রূনপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ। উপযামগৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ঃ হে বলাধিপতি ইন্দ্র, তুমি বিবেক ও জ্ঞানদায়ক, গণের সাথে বর্তমান, অজ্ঞাননাশক ও পরম জ্ঞানদায়ক। তুমি আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ কর। হে দেব, আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, হিংসকদের বিতাড়িত কর এবং আমাদের অভয় দাও। (হে শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪২।৫

মন্ত্র ঃ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আঽপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। অগ্নে নয় সুপথা রায়ো অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম। দিবং গচ্ছ সুবঃ পত। রূপেণ বো রূপমভ্যৈমি বয়সা বয়ঃ। তুথো বো বিশ্ববেদা বি ভজতু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকে। এতত্তে অগ্নে রাধ ঐতি সোমচ্যুতং তন্মিত্রস্য পথা নয়র্তস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা যজ্ঞস্য পথা সুবিতা নয়ন্তীঃ। ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসমৃষিমার্ষেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃমত্যং সুধাতুদক্ষিণম্। বি সুবঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্ব সদস্যৈঃ। অস্মদ্দাত্রা দেবত্রা গচ্ছত মধুমতীঃ প্রদাতারমা বিশতানবহায়াস্মান্দেবযানেন পথেত সুকৃতাং লোকে সীদত তন্নঃ সংস্কৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ ঃ রশ্মিসকল (জ্ঞানরশ্মি) সকলকে দেখার জন্য সে জাতবেদা দ্যোতমান সূর্যকে (জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মকে) ঊর্ধ্বে বহন করছে। দেবগণের বিচিত্র যে

তেজ, যা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু-সদৃশ প্রকাশক ঊর্ধ্বলোকে অবস্থান করছে, সে তেজের দ্বারা পরমাত্মারূপে সুর্যদেব স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষ, স্থাবর ও জঙ্গম সব ব্যেপে আছেন। হে অগ্নিদেব, তুমি সকল শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্মমার্গের জ্ঞাতা, আমাদের পরম ধন দেবার জন্য সৎপথে নিয়ে চল। আরব্ধ কর্মের বিঘাতক পাপকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক কর। হে দেব, তোমার প্রীতির জন্য প্রভূত নমস্কারের সাথে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছি। হে মন, স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম কর এবং স্বর্গে যাও। হে দেবভাবসকল, তোমাদের প্রার্থনীয় সামর্থ্য আমরা কঠোর সৎকর্ম সাধনের দ্বারা লাভ করব। হে চিত্তবৃত্তিসকল, শ্রেষ্ঠ স্বর্গে অবস্থিত সর্বজ্ঞ পরমদেব তোমাদের লাভ করুক। হে অগ্নিদেব, তোমার শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত পরম ধন আমাদের নিকট আসুক, সে ধন শান্তির পথে আমাদের কাছে আন। হে আনন্দদায়ক শক্তিসকল, তোমরা সত্যের পথে আমাদের কাছে আস, সৎকর্মের শোভন পথে আমাদের পরিচালিত কর। ভগবান নিত্যকাল পরম ধনাকাঙ্ক্ষী, সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞানী, পিতার দ্বারা শিক্ষিত, পিতার অনুগত, শোভন কর্মযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সাধককে লাভ করেন। হে মন, স্বর্গলাভের জন্য চেষ্টা কর, অন্তরিক্ষ লোকের দিকে লক্ষ্য রাখ, সংজ্ঞানযুক্ত হও। হে আমাদের মনোবৃত্তিসকল, তোমরা আমাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেবভাব লাভ কর। হে সদ্বৃত্তিসকল, তোমরা অমৃতপ্রাপক হয়ে ভগবানে আত্মোৎসর্গে অভিলাষী আমাদের প্রাপ্ত হও, তারপর আমাদের পরিত্যাগ না করে দেবযান পথে সুকৃতলোকে (সাধকের আশ্রয়স্থলে) নিয়ে চল এবং আমাদের সৎকর্ম করাও। ৪৩।১০ ॥

মন্ত্র : ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপতির্নো অগ্নিঃ। ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সংররাণো যজমানায় দ্রবিণং দধাতু! সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সং সুরিভির্মঘবন্ৎসং স্বস্ত্যা। সং ব্রহ্মণা দেবকৃতং যদস্তি সং দেবানাং সুমত্যা যজ্ঞিয়ানাম্। সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন। ত্বষ্টা নো অত্র বরিবঃ কৃণোতু অনু মার্ষ্টু তনুবো যদ্বিলিষ্টম্। যদদ্য ত্বা প্রযতি যজ্ঞে অস্মিন্নগ্নে হোতারমবৃণীমহীহ। ঋধগয়াড়ৃধগুতাশমিষ্টাঃ প্রজানন্যজ্ঞমুপ-যাহি বিদ্বান্। স্বগা বো দেবাঃ সদনমকর্ম য আজগ্ম সবনেদং জুষাণাঃ। জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসশ্চ বিশ্বেহস্মে ধত্ত বসবো বসূনি। যানাহবহ উশতো দেব দেবাংস্তান্ প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে। বহমানা ভরমাণা হবীংষি বসুং ঘর্মং দিবমা তিষ্ঠতানু। যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ : পরম ধনদাতা, বিশ্ববিধাতা, জগৎস্রষ্টা, নিধিপতি, লোকপালক অগ্নিদেব আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুক। বিশ্বস্রষ্টা সর্বব্যাপক বিষ্ণু সাধককে আনন্দ দিয়ে আমাদের পরম ধন দিক। হে ইন্দ্রদেব, অনুগ্রহযুক্ত মনে আমাদের জ্ঞানকিরণের সাথে যুক্ত কর। হে মঘবান, তুমি মঙ্গলের দ্বারা বিদ্বানদের সাথে এবং স্তোত্রের সাথে আমাদের যুক্ত কর। হে দেব, যাগযোগ্য দেবগণের যে দেবত্ব-প্রাপক সদ্ভাব আছে, সাগ্রহে তার সাথে আমাদের যুক্ত কর। আমরা ব্রহ্মতেজের সাথে যুক্ত হবো, অমৃতের সাথে ও কল্যাণাস্পদ মনের সাথে যুক্ত হবো। ভগবান আমাদের পরম ধন দিন, আমাদের যে অঙ্গ অপটু, তা সৎকর্ম সাধনের উপযোগী করুন। হে অগ্নিদেব, যেহেতু আজ এ আরব্ধ যজ্ঞে যজ্ঞনিষ্পাদক তোমায় আমরা আহ্বান করছি, সেজন্য আমরা যাতে সমৃদ্ধ হই, তা কর, আমাদের সমৃদ্ধ জেনে আমাদের বিঘ্ন দূর কর এবং আমাদের প্রার্থনা জেনে যজ্ঞে এস। হে

দেবগণ, স্বাধীন, প্রসন্নচিত্ত তোমরা আমাদের এ সবনত্রয় লাভ কর। সকলের আরাধ্য, সোমপায়ী, পরমধন সম্পন্ন তোমরা আমাদের পরম ধন দাও। হে দ্যোতমান অগ্নি, আমাদের প্রার্থনীয় যে দেবতাদের তুমি আহ্বান করেছ, তাদের নিজ স্থানে প্রেরণ কর। হবির বাহক, সাধকের পালক তোমরা আমাদের জ্যোতিরূপে পরম ধন দাও; তারপর দ্যুলোক প্রাপ্তি করাও। হে যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞনামক বিষ্ণুকে লাভ কর, যজ্ঞপতিকে লাভ কর, নিজের আশ্রয় স্থানে যাও, আমাদের মঙ্গল হোক। হে যজ্ঞপতি, আমাদের অনুষ্ঠীয়মান শোভন কর্মকুশল ঋত্বিকযুক্ত এ যজ্ঞ স্তোত্রের সাথে তোমাকে প্রাপ্ত হোক; আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন হোক। যজ্ঞাদি সৎকর্মের বেত্তা হে দেবগণ, তোমরা আমাদের সৎকর্মের ইচ্ছা জেনে, সে সৎকর্ম লাভ কর। হে দ্যোতমান মনের অধিষ্ঠাতা দেব, আমাদের অনুষ্ঠিত এ যজ্ঞ দেবভাব প্রাপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করছি। স্তোত্রমন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে সমর্পণ করছি। হে দেবগণ, তোমরা প্রাণাদি বায়ুর অধিষ্ঠাতা ভগবানে তা স্থাপন কর। ৪৪।৯ ॥

মন্ত্র ঃ উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ। অপদে পাদা প্রতিধাতবেহকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ। শতং তে রাজন্‌ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গম্ভীরা সুমতিষ্টে অস্তু। বাধস্ব দ্বেষো নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ। অভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশো। অগ্নেরনীকমপ আ বিবেশ। অপাং নপাৎ প্রতিরক্ষন্নসুর্য্যং দমেদমে সমিধং যক্ষ্যগ্নে। প্রতি তে জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যেৎ। সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ। সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাহপো যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে হবির্ভিঃ। সূক্তবাকে নমোবাকে বিধেম। অবভৃথ নিচম্পুণ নিচেরুরসি নিচম্পুণঃ দেবৈর্দেবকৃতমেনোহয়াডব মর্তৈর্মর্ত্যকৃতমুরোরা নো দেব রিষস্পাহি। সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। দেবীরাপ এষ বো গর্ভস্তম্‌ বঃ সুপ্রীতং সুভৃতমকর্ম্ম দেবেষু নঃ সুকৃতো ব্রূতাৎ। প্রতিযুতো বরুণস্য পাশঃ প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ। এধোহস্যেধিষীমহি সমিদসি তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহ্যপো অন্বচারিষং রসেন সমসৃক্ষ্মহি। পয়স্বাং অগ্ন আহগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ রাজা বরুণদেব সূর্যের উদয় অস্তগমনের পথ বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি উপায়হীন বিপন্ন জনের উপায় করে দিন এবং মর্মচ্ছেদী শত্রুদের বিতাড়িত করুন। হে রাজা বরুণদেব, তোমার শতসহস্র ঔষধ আছে, আমাদের প্রতি তোমার বুদ্ধি বিস্তীর্ণ ও স্থির হোক। আমাদের অনিষ্টকারী পাপবুদ্ধি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাদের কৃত পাপও দূর কর। হে দেব, বরুণের পাশ মুক্ত হোক। অগ্নির মুখস্বরূপ অমৃত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক। অমৃতের পুত্র হে অগ্নিদেব, তুমি প্রতিগৃহে যজ্ঞের প্রতিবন্ধক দূর করে আমাদের জ্ঞানসাধনের উপায় করে দাও। হে দেব, তোমার অমৃততুল্য বাক্য আমাদের প্রতি উদ্যুক্ত হোক। হে মন, তোমার হৃদয় অমৃতসমুদ্রে প্রবেশ করুক, ওষধিসকল ও অমৃত তোমাকে লাভ করুক। হে যজ্ঞপতি, যজ্ঞের হবির দ্বারা তোমাকে যেন লাভ করি, সকল প্রকার প্রার্থনা মন্ত্রের দ্বারা তোমার আরাধনা করছি। হে পরিস্নাত মন্দগমনশীল দেব, যদিও চঞ্চলগতিবিশিষ্ট কেউ তোমাকে ধরতে পারে না, তথাপি মন্দগতিবিশিষ্ট হয়ে আমাদের ধারণার অধীন হও। দেবতার প্রতি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হোক, মানুষের প্রতি মানুষ-সুলভ অজ্ঞানকৃত আমাদের পাপ দূর হোক। হে দেব, বহু অনিষ্টজনক সংসারবন্ধন থেকে আমাদের পরিত্রাণ কর। হে ভগবান, ওষধিসকল আমাদের অমৃতস্বরূপ মঙ্গলদায়ক হোক। যে

রিপু আমাদের হিংসা করে, আমরা যার বিশ্বেষ করি, তোমার শক্তিসকল তার বিনাশকারী হোক। হে জলদেবীগণ, আমাদের এ হৃদয় তোমাদের নিবাসস্থান হোক, তোমাদের জন্য তা প্রীতিদায়ক ও শোভন কর্মকারক করব। দেবগণের নিকট আমাদের সংকর্ম প্রচার কর। হে ভগবান, বরুণের পাশ মুক্ত হোক, আমাদের সকল প্রকার বন্ধন বিনষ্ট হোক। হে দেবভাব. তুমি উন্নতিবিধায়ক, তোমার অনুগ্রহে আমরা উন্নত হবো। তুমি সৎকর্মের সাধক, জ্যোতি-স্বরূপ, আমাতে অমৃত স্থাপন কর। সংকর্ম সাধনের উপায় অমৃতের দ্বারা লাভ করব। হে অগ্নিদেব, অমৃতযুক্ত হয়ে আমাদের হৃদয়ে এস। হে দেব, তোমার তেজে মোক্ষের সাথে আমাদের যুক্ত কর। ৪৫।১০ ॥

মন্ত্র : যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্। যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি। ত্বে সু পুত্র শবসেঽবৃত্রন্ কামকাতয়ঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে। উক্থউক্থে সোম ইন্দ্রং মমাদ নীথেনীথে মঘবানম্ সুতাসঃ। যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে। অগ্নে রসেন তেজসা জাতবেদো বি রোচসে। রক্ষোহাঽমীবচাতনঃ। অপো অন্বচারিষং রসেন সমসৃক্ষ্মহি। পয়স্বাং অগ্ন আঽগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা। বসুর্বসুপতির্হিকমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি। ত্বামগ্নে বসুপতিং বসুনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্। ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্মর্ত্ত্যানাম্। ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্ধন্তি সুষ্টুতম্। স নো রাস্ব সুবীর্যম্। অয়ং নো অগ্নির্ব্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ। অগ্নিনাঽগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্জুহ্বাস্যঃ। ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ৎসতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে। উদগ্নে শুচয়স্তব বি জ্যোতিষা ॥ [আ দদে বাচস্পতয় উপযামগৃহীতোঽস্যা বায়ো অয়ং বাং যা বাম্ প্রাতর্যুজাবয়ং বেনস্তং প্রত্নথা যে দেবাস্ত্রিংশদুপযামগৃহীতোঽসি মূর্ধানং মধুশ্চেন্দ্রাগ্নী ওমাসো মরুত্বন্তমিন্দ্র মরুত্বো মরুত্বান্মহান্মহান্নৃবৎ কদা ত্বমদধেভির্হিরণ্যপাণিং সুশর্মা বৃহস্পতির্হরিরস্যগ্ন উত্তিষ্ঠন্তরাণয়া প্যায়স্ব... ষ্টে যে জ্যোতিষ্মতীং প্রয়াসায় চিত্তমা তিষ্ঠেন্দ্রমসাবি সর্ব্বস্য মহান্ৎসজোষা উদু ত্যাং ধাতোরুং হি যস্ত্বা ষট্চত্বারিংশৎ ॥ আ দদে যে দেবা মহান্নুত্তিষ্ঠন্ৎসর্ব্বস্য সপ্ত দুশ্চিত্রাশ্চতুঃপঞ্চাশৎ]॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ : হে সর্বজ্ঞ দেব, মর্ত্য আমি অমৃতরূপ তোমার স্তুতিযুক্ত হৃদয়ের দ্বারা পূজা করছি। হে অগ্নি, আমাদের যশ দাও, সকল প্রজার সাথে আমরা যেন অমৃতত্ব লাভ করি। হে জাতবেদা অগ্নি, যে সুকৃতজনের সুখকর আশ্রয় তুমি দাও, সে জন অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, আত্মশক্তি যুক্ত, পরাজ্ঞানযুক্ত মঙ্গলকর পরমধন লাভ করে। হে বলের পুত্র, আমাদের সকল স্তুতি তোমাতে থাক। হে ইন্দ্র, কোন স্তুতি তোমাকে অতিক্রম করে না। যখন সকল প্রার্থনায় সাধকের হৃদয়ে উত্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবের তৃপ্ত করে, যখন সকল কর্মে উৎপদ্যমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের তুষ্টিবিধান করে, তখন এক মতাবলম্বী, সমান উৎসাহযুক্ত পুত্রস্থানীয় মানবগণ পিতৃস্থানীয় এ দেবের রক্ষণের জন্য আরাধনা করে। হে অগ্নি, হে জাতবেদা, তুমি রিপুনাশক, অন্তরের শত্রুবিনাশক ; তুমি অমৃত ও তেজের দ্বারা আমাদের যুক্ত কর। হে অগ্নি, অমৃতাকাঙ্ক্ষী আমাদের অমৃতের সাথে যুক্ত কর। হে দেব, জ্যোতির সাথে অমৃতাভিলাষী তোমার

অনুগত আমাকে লাভ কর। হে অগ্নি, যেহেতু তুমি ধনাধিপতি, জ্যোতিসম্পন্ন, সাধকের পরম আশ্রয়, সেজন্য আমরা তোমার কৃপা লাভ করব। হে অগ্নি, ধনাধিপতি তোমাকে পরম ধন প্রাপ্তির জন্য প্রীতি অধ্বরে স্তুতি করছি। হে বিশ্বাধিপতি, তোমার আনুকূল্যে ধনকামী আমরা পরম ধন লাভ করব ও রিপুসেনার পরাভব করব। হে অগ্নি, সকলের স্তুতি, শ্রেষ্ঠ শক্তিযুক্ত তোমার জ্ঞানিগণ মহিমা কীর্তন করে থাকে, সে তুমি আমাদের সুবীর্য দাও। ঐ অগ্নিদেব আমাদের প্রভূত ধন দিক, শত্রুদের বিনাশ করে আমাদের নিকট আসুক, আমাদের শত্রুদের জয় করুক; জয়শীল আনন্দদায়ক এ দেব রিপুসংগ্রামে আমাদের শক্তি দিক। কর্মকুশল, লোকরক্ষক, চিরনূতন, হবির বাহক, প্রদীপ্তবদন অগ্নিদেব (জ্ঞানদেব) জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত হচ্ছেন। হে অগ্নিদেব, তুমি তেজের দ্বারা আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, জ্ঞানী তুমি জ্ঞানের দ্বারা আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, সত্যস্বরূপ তুমি সত্যের দ্বারা আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, সখাস্বরূপ তুমি সখ্যের দ্বারা আমাদের উদ্বুদ্ধ কর। হে অগ্নিদেব, তোমার নির্মল প্রভা জ্যোতির সাথে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোক। ৪৬।১৩ ॥

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র: দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা বিজয়মুপযন্তোঽগ্নৌ বামম্ বসু সংন্যদধতেদমু নো ভবিষ্যতি যদি নো জেষ্যন্তীতি তদগ্নির্ন্যকাময়ত তেনাপাক্রামত্তদ্দেবা বিজিত্যাবরুরুৎসমানা অন্বায়ন্তদস্য সহসাঽদিৎসন্ত সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং যদশ্রশীয়ত তৎ রজতং হিরণ্যমভবত্তস্মাদ্রজতম্ হিরণ্যমদক্ষিণ্যমশ্রুজং হি যো বর্হিষি দদাতি পুরাস্য সংবৎসরাদ্গৃহে রুদন্তি তস্মাদ্বর্হিষি ন দেয়ম্। সোঽগ্নিরব্রবীদ্ভাগ্যস্যান্যথ ব ইদমিতি পুনরাধেয়ং তে কেবলমিত্যব্রুবন্নৃধ্নবৎ খলু স ইত্যব্রবীদ্যো মদ্দেবত্যমগ্নিমাদধাতা ইতি। তং পূষাঽধত্ত তেন পূষাঽর্ধ্নোত্তস্মাৎ পৌষ্ণাঃ পশব উচ্যন্তে তং ত্বষ্টাঽধত্ত তেন ত্বষ্টাঽর্ধ্নোত্তস্মাত্বাষ্ট্রাঃ পশব উচ্যন্তে তং মনুরাঽধত্ত তেন মনুরার্ধ্নোত্তস্মান্মানব্যঃ প্রজা উচ্যন্তে তং ধাতাঽধত্ত তেন ধাতাঽর্ধ্নোৎ সংবৎসরো বৈ ধাতা তস্মাৎ সংবৎসরং প্রজাঃ পশবোঽনু প্র জায়ন্তে। য এবং পুনরাধেয়স্যার্দ্ধিং বেদ ঋধ্নোত্যেব। যোঽস্যৈবং বন্ধুতাং বেদ বন্ধুমান্ ভবতি। ভাগধেয়ং বা অগ্নিরাহিত ইচ্ছমানঃ প্রজাং পশূন্যজমানস্যোপ দোদ্রাবোদ্বাস্য পুনরা দধীত ভাগধেয়েনৈবৈনম্ সমর্ধয়ত্যথো শান্তিরেবাস্যৈষা। পুনর্বস্বোরা দধীতৈতদ্বৈ পুনরাধেয়স্য নক্ষত্রং যৎপুনর্বসূ স্বায়ামেবৈনং দেবতায়ামাধায় ব্রহ্মবর্চসী ভবতি। দর্ভৈরা দধাত্যয়াতয়ামত্বায়। দর্ভৈরা দধাত্যদ্ভ্য এবৈনমোষধীভ্যোঽবরুধ্যাঽধত্তে। পঞ্চকপালঃ পুরোডাশো ভবতি পঞ্চ বা ঋতব ঋতুভ্য এবৈনমবরুধ্যাঽধত্তে ॥ ১ ॥

অনুবাদ: দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। দেবগণ জয় লাভ করে অসুরদের মণিমুক্তা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধন রক্ষার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন; কারণ যদি কোন প্রকারে অসুরদের জয় হয় তবে এ ধন তাদের বিপদে কাজে লাগবে। অগ্নি সে ধন আত্মসাৎ করবার ইচ্ছায় তা নিয়ে পলায়ন করল। পুণ্যবশে দেবগণ অসুরদের জয় করে অগ্নির কাছ থেকে বল পূর্বক সে ধন পেতে ইচ্ছা করেছিল। সে অগ্নি রোদন করেছিল। রোদন করেছিল জন্য রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রোদন করার জন্য তখন থেকে অগ্নির নাম রুদ্র হয়েছিল। চোখ দিয়ে যে জল মাটিতে পড়েছিল, তা রজতরূপ ধনরূপে পরিণত হয়েছিল।

অশ্রু থেকে উৎপন্ন বলে রজত দক্ষিণায় অদেয়, দিলে সংবৎসর মধ্যে সে গৃহে রোদনের কোন কারণ হয়। অতএব যজ্ঞে তা দেয়া উচিত নয়। কেঁদে অগ্নি বলেছিল—আমাকে তোমাদের ভাগ দেয়া উচিত। তা শুনে দেবগণ বলল—পুনরায় যা তোমাতে রাখা হবে, তার সবটাই তোমার। তা শুনে অগ্নি তুষ্ট হয়ে বলল—আমাতে যে হবি প্রদান করবে, সে সমৃদ্ধ হবে। পূষা, ত্বষ্টা, মন, ও সংবৎসরাভিমানী ধাতাগণ অগ্নিতে হবি প্রদান করে পশু, প্রজা প্রভৃতি সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এরূপ যে অগ্নিতে আহুতি দেবে, সে সমৃদ্ধি লাভ করবে। অগ্নির সাথে যে বন্ধুত্ব করবে, সে পূষাদির বন্ধুত্ব লাভ করবে। প্রথম আহিত অগ্নি নিজের অধিক ভাগ ইচ্ছা করায় যজমানের প্রজা ও পশুর অধিক উপদ্রব করে, এজন্য, পুনরায় যজ্ঞ পাত্রাদির সংস্কার করে অগ্নির আধান করলে নিজের ভাগ পেয়ে তুষ্ট অগ্নি যজমানের সমৃদ্ধি করে এবং এর দ্বারা শান্তি হয়। পুনরায় এতে ধন স্থাপন করায় পুনর্বসু নামক নক্ষত্ররূপ দেবতা ব্রহ্মচর্য লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের এটাই ঋদ্ধি। অপুনরুক্তির জন্য দর্ভের দ্বারা আধান করবে। জল ও ওষধির জন্য দর্ভের দ্বারা অগ্নিতে আধান করতে হয়। এ পুনরাহিত অগ্নিতে অগ্নি দেবতা, পঞ্চ কপাল পুরোডাশ পঞ্চ ঋতুতে আহিত হয়। (ছটি ঋতু হলেও হেমন্ত ও শিশিরকে এক সঙ্গে যুক্ত করে পাঁচটি বলা হলো)। ১।১০॥

টীকা : ১। এ অনুবাক থেকে মুখ্যতঃ সায়নাচার্যকে অবলম্বন করে যাজ্ঞিক অর্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাকে মন্ত্রেই আখ্যানাংশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাজেই আর পৃথক টীকা দেয়া হলো না।

মন্ত্র : পরা বা এষ যজ্ঞং পশূন্বপতি যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে পঞ্চকপালঃ পুরোডাশো ভবতি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তাঃ পশবো যজ্ঞমেব পশূনব রুন্ধে। বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে ন বা এতস্য ব্রাহ্মণা ঋতায়বঃ পুরান্নমক্ষন্‌পঙ্‌ক্ত্যো যাজ্যানুবাক্যা ভবন্তি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষো দেবানেব বীরং নিরবদায়াগ্নিং পুনরা ধত্তে। শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয়ঃ আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি। যদ্বা অগ্নিরাহিতো নর্ধ্যতে জ্যায়ো ভাগধেয়ম্‌ নিকাময়মানো যদাগ্নেয়ং সর্ব্বং ভবতি সৈবাস্যর্দ্ধিঃ। সং বা এতস্য গৃহে বাক্‌-সৃজ্যতে যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে স বাচং সংসৃষ্টাং যজমান ঈশ্বরোঽনু পরাভবিতো-র্বিভক্তয়ো ভবন্তি বাচো বিধৃত্যৈ যজমানস্যাপরাভাবায়। বিভক্তিং করোতি ব্রহ্মৈব তদকঃ। উপাংশু যজতি যথা বামং বসু বিবিদানো গূহতি তাদৃগেব তৎ। অগ্নিং প্রতি স্বিষ্টকৃতং নিরাহ যথা বামম্‌ বসু বিবিদানঃ প্রকাশং জিগমিষতি তাদৃগেব তৎ। বিভক্তিমুক্ত্বা প্রযাজেন বষট্‌করোত্যায়তনাদেব নৈতি। যজমানো বৈ পুরোডাশঃ পশব এতে আহুতী যদভিতঃ পুরোডাশমেতে আহুতী জুহোতি যজমানমেবোভয়তঃ পশুভিঃ পরি গৃহ্নাতি। কৃতযজুঃ সংভৃতসংভার ইত্যাহুর্ন সংভৃত্যাঃ সংভারা ন যজুঃ কর্ত্তব্যমিতি। অথো খলু সংভৃত্যা এব সংভারাঃ কর্ত্তব্যং যজুর্যজ্ঞস্য সমৃদ্ধ্যৈ। পুনর্নিষ্কৃতো রথো দক্ষিণা পুনরুৎ-স্যূতং বাসঃ পুনরুৎসৃষ্টোঽনড্‌বান্‌ পুনরাধেয়স্য সমৃদ্ধ্যৈ। সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বা ইত্যগ্নিহোত্রং জুহোতি যত্র যত্রৈবাস্য ন্যক্তং তত এবৈনমব রুন্ধে। বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে তস্য বরুণ এবর্ণয়াদাগ্নি-বারুণমেকাদশকপালমনু নির্ব্বপেদ্যম্‌ চৈব হন্তি যশ্চাস্যর্ণয়াত্তৌ ভাগধেয়েন প্রীণাতি নার্ত্তিমার্চ্ছতি যজমানঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ যে অগ্নিকে ত্যাগ করে, সে যজ্ঞরূপ পশুকে বিনাশ করে। পঞ্চ কপাল পুরোডাশ হয়। ধান্যাদি রূপ হবির দ্বারা যজ্ঞকে পাঙক্ত বলে, পংক্তি ছন্দের পশু হেতুত্ব বলে পশুগণকেও পাঙক্ত বলা হয়, পাঙক্ত পশুগণ যজ্ঞরূপ পশুকে লাভ করে। যে অগ্নিকে ত্যাগ করে, সে দেবগণের মধ্যে বীর অগ্নির বিনাশক হয়। সত্যকামী ব্রাহ্মণগণ এ অগ্নি-বধকারী যজমানের অন্ন পূর্বে ভক্ষণ করে নি। পংক্তি ছন্দে যাজ্যা ও অনুবাক হয়, যজ্ঞ পাংক্ত। পুরুষের হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এ পাঁচটিকেও পাংক্ত বলে। দেবগণের বীর অগ্নিকে পরিত্যাগ রূপ বধের ভয় থেকে আকর্ষণ করে পুনরায় স্থাপন করতে হয়। অণ্ডাভিমানী ব্রহ্মার নিজের প্রমাণ অনুসারে পুরুষের শত বছর আয়ু হয়। ধর্ম ও অধর্ম আচরণে এর বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়ে থাকে। শত নাড়ীতে সঞ্চার বশতঃ ইন্দ্রিয়গণেরও শত সংখ্যা বলা হয়। শতবর্ষ, শতবীর্য আয়ু ও ইন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন অগ্নি অধিকরূপে নিজের ভাগ ইচ্ছা করে, তখন সমৃদ্ধি হয় না, যখন সবকিছু অগ্নির উদ্দেশে দেয়া হয়, তখন সমৃদ্ধি হয়। যজমানের সমৃদ্ধির অভাবে অগ্নিরও সমৃদ্ধির অভাব অনুমিত হয়, অতএব সব কিছু অগ্নিতে অর্পণ করা কর্তব্য। অগ্নিকে যে পরিত্যাগ করে, সে যজমানের বাক্য গৃহে অবস্থিত স্ত্রী শূদ্রাদির বাক্যের সমতা লাভ করে, অন্য থেকে পার্থক্য না থাকায় যজমানের উৎকর্ষের অভাবে পরাভব হয়, আবার অগ্নি আহিত হলে, তার বাক্য উৎকর্ষ হয় এবং সে যজমানের পরাভব দূর হয়। অগ্নি আহিত হলে ব্রহ্মা দৃঢ় হয়। যেমন প্রচুর ধন লাভকারী তার ধন গোপনে রাখে, সেরূপ সকল যাগ উপাংশুভাবে (নিম্ন স্বরে) করা উচিত। প্রচুর ধন লাভ করলে যেমন লোকে খ্যাতি লাভ করতে চায়। সেরূপ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির প্রতি উচ্চ স্বরে যাগ করা উচিত। সে উক্তির সাথে প্রযাজ মন্ত্রে বষট্কার পূর্বক হবি দিতে হয়। তা হলে পূর্বোক্ত পরাভব রহিত হয়ে নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পুনরায় বলের সাথে যুক্ত হও' ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বে ও পরে পুরোডাশ হোম কর্তব্য। সর্পরাজ্ঞী ইত্যাদি আধান মন্ত্রে যজু উচ্চারিত হওয়ায় বালু প্রভৃতি সপ্ত মৃত্তিকা ও অশ্বত্থ প্রভৃতি সংভার সম্পাদিত হওয়ায় পুনরায় উভয়ের গ্রহণ উচিত নয় বলে কোন কোন আচার্য বলে থাকেন। গ্রন্থকারের মতে সম্ভার কৃত হোক বা না হোক যজ্ঞের সমৃদ্ধির জন্য যজু উচ্চারণ করতে হবে। ভগ্ন রথের সংস্কার করতে হয়, ছিন্ন বস্ত্রের সেলাই করতে হয়, ভার বহনে অসমর্থ ষাঁড়ের খাদ্যাদির দ্বারা পুষ্টি বিধান করে আবার রথে যুক্ত করতে হয় এরূপ ভাবে দক্ষিণা হয়। 'হে অগ্নি, তোমার সপ্ত সমিধ, সপ্ত জিহ্বা'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিহোত্রে যাগ করতে হয়। পুনরায় আধেয়দেব অগ্নির যে যে অঙ্গ যে যে প্রদেশে বিস্মৃত হয়েছে, সে প্রদেশ থেকে এ অগ্নির সে অঙ্গ সম্পন্ন করতে হয়। যে অগ্নিকে ত্যাগ করে, সে দেবগণের মধ্যে বীর অগ্নির বিনাশক হয়, বরুণ, তাকে ঋণীর মত পীড়া দেয়। অগ্নি ও বরুণের একাদশ কপালের দ্বারা যাগ করা হলে তারা তুষ্ট হয় এবং যজমান কোন পীড়া লাভ করে না। ২।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ ভূমির্ভূম্না দ্যৌর্বরিণাহন্তরিক্ষং মহিত্বা। উপস্থে তে দেব্যদিতেহগ্নিমন্না-দমন্নাদ্যায়াহদধে। আহয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসনন্মাতরং পুনঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্ুবঃ। ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতঙ্গায় শিশ্রিয়ে। প্রত্যস্য বহ দ্যুভিঃ। অস্য প্রাণাদপানত্যন্তশ্চরতি রোচনা। ব্যখ্যন্মহিষঃ সুবঃ। যত্বা ক্রুদ্ধঃ পরোবপ মন্যুনা যদবর্ত্যা। সুকল্পমগ্নে তত্তব পুনস্ত্বোদ্দীপয়ামসি। যত্তে মন্যুপরোপ্তস্য পৃথিবীমনু দধ্বসে। আদিত্যা বিশ্বে তদ্দেবা বসবশ্চ সমাভরন্।

মনো জ্যোতির্জুষতামাজ্যং বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বৃহস্পতিস্তনুতামিমং নো বিশ্বে দেবা ইহ মাদয়ন্তাম্। সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়াণি। সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্ত যোনীরা পৃণস্বা ঘৃতেন। পুনরূর্জা নি বর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহি বিশ্বতঃ। সহ রয্যা নি বর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্নিয়া বিশ্বতস্পরি। লেকঃ সলেকঃ সুলেকস্তে ন আদিত্যা আজ্যং জুষাণা বিযন্তু কেতঃ সকেতঃ সুকেতস্তে ন আদিত্যা আজ্যং জুষাণা বিযন্তু বিবস্বাং অদিতির্দেবজূতিস্তে ন আদিত্যা আজ্যং জুষাণা বিযন্তু ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি অদিতি (অখণ্ডিত ভূমি), তুমি বিপুল বলে ভূবি, শ্রেষ্ঠত্বে দ্যুলোক ও মহিমায় অন্তরিক্ষ। এজন্য তোমার ক্রোড়ে হবি—ভক্ষণকারী অগ্নিকে যজমানের ভক্ষণযোগ্য অন্ন সিদ্ধির জন্য স্থাপন করছি। এ গার্হপত্য অগ্নি আদিত্যরূপে গমনশীল ও শুক্লবর্ণ হয়ে জগৎ আক্রমণ করে। তারপর মাতৃসদৃশ পৃথিবীতে এসে শান্ত হয় এবং পিতৃসদৃশ দ্যুলোকে গিয়ে অবস্থান করে। আদিত্যরূপ গার্হপত্যের ত্রিংশ মুহূর্ত রূপ তেজ বিশেষ রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। পক্ষীর মত আকাশে বিচরণশীল আদিত্যকে এ বৈদিব স্তুতি আশ্রয় করছে। হে অগ্নি, তোমার প্রতি যে প্রতিকূল আচরণ করেছি, তা তুমি মনে রেখো না, তোমার জ্বালার দ্বারা আমাদের হবি দেবগণের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এ আদিত্যের দীপ্তি শ্বাস প্রশ্বাস রূপ উদয় ও অস্তের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করে। মহান মণ্ডলে অবস্থিত আদিত্য যজমানের জন্য স্বর্গলোক প্রকাশ করে। এরূপ আদিত্যরূপে স্তুত অগ্নিকে গ্রহণ করছি। হে অগ্নি, কোপপরাধীন আমি ক্রোধে অথবা দারিদ্র্যবশতঃ তোমার যে প্রতিকূল আচরণ করেছি, তোমার প্রসাদে তা সুকৃত হোক, আমরা আবার তোমার উদ্দীপন করব। হে আহবনীয় অগ্নি, আমার কোপে বিনষ্ট তোমার যে তেজ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ ও বসুদেবগণ তা আহরণ করুক। মাননীয় অগ্নির জ্যোতি হবি ভক্ষণ করুক, বিচ্ছিন্ন এ যজ্ঞের সংযোজন করুক, বৃহস্পতি আমাদের এ যজ্ঞ বিস্তীর্ণ করুক, সকল দেবতারা এ যজ্ঞে তৃপ্ত হোক। হে অগ্নি, তোমার প্রিয় পৃথিব্যাদি সপ্ত লোকে তোমার সপ্ত সমিধ, সপ্ত জিহ্বা, স. ঋষিগণ, সপ্ত হোতাগণ তোমাকে সপ্ত প্রকারে যাগ করে থাকে। সে তুমি সপ্ত লোক জলের দ্বারা পূর্ণ কর। হে অগ্নি, আমরা বিরুদ্ধ আচরণ করলেও আমাদের প্রদত্ত ক্ষীরাদি রসের সাথে আবার তুমি এখানে এস। অন্ন ও আয়ুর সাথে আবার তুমি এস, আমাদের সকল অপরাধ থেকে রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি ধনের সাথে এখানে এস। সকলের পানীয় বৃষ্টিধারা তৃণ লতাদির উপর সেচন কর। লেকাদি, নব আদিত্য আমাদের এ আজ্য প্রীত হয়ে পান করুক। লেক, সলেক, সুলেক, কেত, সকেত, সুকেত, বিবস্বান, অদিতি ও দেবজূতি—এ নটি আদিত্য। ৩।১১ ॥

মন্ত্র ঃ ভূমির্ভূম্না দ্যৌর্বরিণেত্যাহাশিষৈবৈনমা ধত্তে। সর্পা বৈ জীর্যন্তোহমন্যন্ত স এতং কসর্ণীরঃ কাদ্রবেয়ো মন্ত্রমপশ্যত্ততো বৈ। তে জীর্ণাস্তনূরপাঘ্নত সর্পরাজ্ঞিয়া ঋগ্ভির্গার্হপত্যমা ধাতি পুনর্নবমেবৈনমজরং কৃত্বাহধত্তেহথো পূতমেব। পৃথিবীমন্নাদ্যং নোপানমৎসৈতম্ মন্ত্রমপশ্যত্ততো বৈ তামন্নাদ্যমুপানমদ্যৎ সর্পরাজ্ঞিয়া ঋগ্ভির্গার্হপত্যমাদধাত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো অস্যামেবৈনং প্রতিষ্ঠিতমা ধত্তে। যত্বা ক্রুদ্ধঃ পরোবপেত্যাহাপহ্নুত এবাস্মৈ তৎ। পুনস্ত্বোদ্দীপযামসীত্যাহ সমিন্ধ এবৈনম্। যত্তে মন্যুপরোপ্তস্যেত্যাহ দেবতাভিরেব এনং সং ভরতি। বি বা এতস্য যজ্ঞশ্ছিদ্যতে যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে বৃহস্পতি-

বত্যার্চোপ তিষ্ঠতে ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈব যজ্ঞং সং দধাতি। বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাত্বিত্যাহ সন্তত্যৈ। বিশ্বে দেবা ইহ মাদয়ন্তামিত্যাহ সন্তত্যৈব যজ্ঞং দেবেভ্যোঽনু দিশতি। সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ইত্যাহ সপ্তসপ্ত বৈ সপ্তধাঽগ্নেঃ প্রিয়াস্তনুবস্তা এবাব রুন্ধে। পুনরূর্জা সহরয্যেত্যভিতঃ পুরোডাশমাহুতী জুহোতি যজমানমেবোর্জা চ রয্যা চোভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি। আদিত্যা বা অস্মাল্লোকাদমুং লোকমায়ংস্তেঽমুষ্মিংল্লোকে ব্যতৃষ্যন্ত ইমং লোকং পুনরভ্যবেত্যাগ্নিমাধায়ৈতান্ হোমানজুহবুস্ত আধ্নুবন্তে সুবর্গং লোকমায়ন্যঃ পরাচীনং পুনরাধেয়াগ্নিমাদধীত স এতান্ হোমান্ জুহুয়াদ্যামেবাঽদিত্যা ঋদ্ধিমার্ধ্নুবন্তামেবর্ধ্নোতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ: 'মহত্ত্বে ভূমি, শ্রেষ্ঠত্বে দ্যুলোক'—ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে অন্ন লাভের জন্য অগ্নি স্থাপন করা হয়। জরা প্রাপ্ত হয়ে সর্পেরা চিন্তা করেছিল এর প্রতিকার কি। তখন কসর্ণীর নামক কদ্রুপুত্র ভূমি ইত্যাদি মন্ত্রসকল দেখেছিল। সে মন্ত্রের বলে সর্পগণ জীর্ণ শরীরের ত্বক্ পরিত্যাগ করে কোমল ত্বক্ লাভ করেছিল। সর্পরাজ্ঞিরা ভূমি ইত্যাদি ঋক্‌সকলের দ্বারা আহিত হয়ে বহ্নি জরা পরিত্যাগ করে নূতন ও পবিত্র হয়। পৃথিবীর ক্রোড়ে অন্নভক্ষণকারী অগ্নিকে ইত্যাদি মন্ত্র তারা দেখেছিল এবং সর্পরাজ্ঞিরা বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির স্থাপন করেছিল। তা পর হে দেবি, তোমার ক্রোড়ে ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমিতে অগ্নির প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'হে অগ্নি, আমরা ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার যে প্রতিকূল আচরণ করেছি, তাতে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না' ইত্যাদি মন্ত্রে দুষ্কৃতও তোমার প্রসাদে সুকৃত হয়। 'পুনরায় তোমাকে উদ্দীপ্ত করছি' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে হয়। হে অগ্নি, তোমার প্রতি যে প্রতিকূল আচরণ করেছি, আদিত্যাদি দেবগণ তা পূর্ণ করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান করতে হয়। যে অগ্নির বিনাশ করে সে যজ্ঞ ছিন্ন করে। বৃহস্পতি শব্দযুক্ত ঋক্-মন্ত্রে ব্রহ্মের অর্চনা করতে হয়। ব্রহ্ম দেবগণের বৃহস্পতি, ব্রহ্মের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করতে হয়। 'বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ দেবগণ যুক্ত করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞের বিস্তার করতে হয়। 'সকল দেবগণ এ যজ্ঞে তৃপ্ত হোক' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করে দেবগণকে যজ্ঞের কথা জানাতে হয়। 'হে অগ্নি, তোমার সপ্ত সমিধ, সপ্ত জিহ্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবিধ পদার্থ অগ্নির প্রিয় তনুর মত প্রধানস্বরূপ। অগ্নি সে সকল লাভ করে। 'হে অগ্নি ধনের সাথে, অন্নের সাথে এখানে এস' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের পূর্বে ও পরে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। 'যজমানকে ধন ও অন্নে যুক্ত কর' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির গ্রহণ করতে হয়। আদিত্যগণ ভূলোক থেকে দ্যুলোকে গিয়ে সমৃদ্ধিকামনায় অতৃপ্ত হয়ে আবার এ লোকে এসে অগ্নিকে অবলম্বন করে 'লেক' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। যে সমৃদ্ধ হয়ে স্বর্গলোকের কামনা করে, সে আবার অগ্নির স্থাপন করে 'লেক' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। ৪।১২ ॥

মন্ত্র: উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে। অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্। অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি। অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ। যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে। উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যৈ উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্। অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আ রোহাথা নো

বর্ধয়া রয়িম্। অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধৎ পোষং রয়িম্ ময়ি। অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ। স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাং ইহাহ বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ। অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ। উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ। আয়ুর্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি বর্চোদা অগ্নেঽসি বর্চো মে দেহি তনূপা অগ্নেঽসি তনুবং মে পাহ্যগ্নে যন্মে তনুবা ঊনং তন্ম আ পৃণ। চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয়। ইন্ধানাস্ত্বা শতং হিমা দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি বয়স্বন্তো বয়স্কৃতং যশস্বন্তো যশস্কৃতং সুবীরাসো অদাভ্যম্। অগ্নে সপত্নদম্ভনং বর্ষিষ্ঠে অধি নাকে। সং ত্বমগ্নে সূর্যস্য বর্চসাঽগথাঃ সমৃষীণাং স্তুতেন সং প্রিয়েণ ধাম্না। ত্বমগ্নে সূর্যবর্চা অসি সং মামায়ুষা বর্চসা প্রজয়া সৃজ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ যজ্ঞের নিকট গিয়ে আমরা অগ্নির সন্তোষের জন্য উপস্থান মন্ত্র বলব, যে অগ্নি দূরে থেকেও আমাদের কথা শুনে। এ অগ্নির পুরাতন গোস্থানীয় অনুকূল দীপ্তি হতে ঋত্বিকগণ লজ্জা না করে দুগ্ধ-স্থানীয় জ্যোতির দোহন করেছিল। সে দুগ্ধ বহুধনপ্রদ ও কর্ম প্রবর্তক। অতএব আমরাও এ উপস্থানের দ্বারা তার দোহন করব। এ অগ্নি আদিত্যরূপে দ্যুলোকের মস্তক সদৃশ, দাহপাকাদির দ্বারা পৃথিবীর পালক এবং বৃষ্টির দ্বারা স্থাবর জঙ্গমের প্রীতিসাধন করে। এ কর্মের মুখ্যস্বরূপ এ অগ্নির আমরা ধারণ করছি, যে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা মানুষ অপেক্ষা অতিশত যজনকর্তা, যাগে স্তুত্য এবং অপ্নবান ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে সকল প্রজার অভ্যুদয়ের জন্য বিচিত্ররূপে ব্যাপ্ত যে অগ্নিকে বিশেষরূপে দীপ্ত করেছিলেন। এরূপ মহানুভব অগ্নি আমাদের সুখী করুক। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের উভয়ের যাগ করতে ইচ্ছা করি, তোমাদের উভয়ের অন্নের দ্বারা তৃপ্ত করতে চাই, যেহেতু তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনের দাতা, অতএব অন্ন লাভের জন্য তোমাদের উভয়ের আহ্বান করছি। হে অগ্নি, এ আহবনীয় প্রদেশ তোমার স্থান। সকল ঋতুতে এ স্থানে তুমি উদ্ভূত হয়ে দীপ্ত হও। তা জেনে এ স্থানে এস এবং আমাদের ধন বর্ধন কর। হে অগ্নি, তুমি আমাদের আয়ুর শোধন কর, অন্ন আনয়ন কর ও শত্রুসেনাদের দূরে সরিয়ে দাও। হে অগ্নি, শোভনকর্মা তুমি আমাদের ব্রহ্মতেজ ও সামর্থ্য শোধন কর, পুষ্টি ও ধন আমাতে স্থাপন কর। হে পাবক অগ্নি, রোচমান ও মত্ততাপ্রদ তোমার জিহ্বার দ্বারা দেবগণের আহ্বান কর ও যাগ কর। হে পাবক অগ্নি, দীপ্যমান তুমি দেবতাদের এ স্থানে আন, আমাদের যজ্ঞ ও হবি গ্রহণ কর। এ অগ্নি শুদ্ধ ব্রতযুক্ত, শুচি, বিপ্র ও মেধাবী, আমাদের দ্বারা সর্বত্র আহূত হয়ে শুদ্ধরূপে দীপ্ত হয়। হে অগ্নি, তোমার শুদ্ধ রশ্মি-সকল দীপ্ত হয়ে ঊর্ধ্বে গমন করে। অর্চনাকারীগণ তোমার জ্যোতি লাভ করে। হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, আমাকে আয়ু দাও, তুমি তেজপ্রদ, আমাকে তেজ দাও, তুমি শরীর-পালক, আমার শরীর রক্ষা কর, আমার শরীরের যে অংশ অপটু তার পুষ্টি বিধান কর। হে রাত্রি, তোমার সমাপ্তি যেন আমি মঙ্গলের সাথে লাভ করি। হে অগ্নি, তোমাকে সমিধের দ্বারা প্রজ্বলিত করে শতবছর আমরা দীপ্তিমান হয়ে এ লোকে প্রখ্যাত হবো। তুমি অন্নের কর্তা, কীর্তিপ্রদ, অন্যের অতিরস্কৃত, স্বর্গবিষয়ে বিরোধীগণের বিনাশকারী তোমাকে দীপ্ত করে আমরা অন্নযুক্ত, যশস্বী ও শোভন পুত্রাদিযুক্ত হবো। হে অগ্নি, তুমি সূর্যের

তেজের সাথে যুক্ত; ঋষিগণের স্তুতির সাথে যুক্ত, প্রিয় আহবনীয় স্থানে মিলিত হয়েছ। হে অগ্নি, তুমি সূর্যতুল্য তেজযুক্ত, প্রপন্ন আমাকে শত বছর আয়ু, তেজ ও পুত্র পৌত্রাদির সাথে যুক্ত কর। ৫।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ সং পশ্যামি প্রজা অহমিড়প্রজসো মানবীঃ। সর্ব্বা ভবন্তু নো গৃহে। অম্ভঃ স্থাম্ভো বো ভক্ষীয় মহঃ স্থ মহো বো ভক্ষীয় সহঃ স্থ সহো বো ভক্ষীয়োর্জ্জঃ স্থোর্জং বো ভক্ষীয়। রেবতী রমধ্বমস্মিল্লোকেঽস্মিন্ গোষ্ঠেঽস্মিন্ ক্ষয়েঽস্মিন্যোনাবিহৈব স্তেতো মাঽপ গাত বহ্বীর্ম্মে ভূয়াস্ত। সংহিতাঽসি বিশ্বরূপীরা মোর্জ্জা বিশাঽগোপত্যেনাঽরায়স্পোষেণ সহস্রপোষং বঃ পুষ্যাসং ময়ি বো রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্। উপ ত্বাঽগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি। রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্দ্ধমানং স্বে দমে। স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে। অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ। উত ত্রাতা শিবো ভব বরূথ্যঃ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ। সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবাঃ। অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ। উর্জ্জা বঃ পশ্যাম্যূর্জ্জা মা পশ্যাত রায়স্পোষেণ বঃ পশ্যামি রায়স্পোষেণ মা পশ্যতেড়াঃ স্থ মধুকৃতঃ স্যোনা মাঽবিশতেরা মদঃ। সহস্রপোষং বঃ পুষ্যাসম্ ময়ি বো রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজম্। কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে। পরি ত্বাঽগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি। ধৃষদ্বর্ণং দিবে দিবে ভেত্তারং ভঙ্গুরাবতঃ অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিরহং ত্বয়া গৃহপতিনা ভূয়াসং সুগৃহপতির্ম্ময়া গৃহপতিনা ভূয়াঃ শতং হিমাস্তমাশিষমা শাসে তন্তবে জ্যোতিষ্মতীং তামাশিষমা শাসেঽমুষ্মৈ জ্যোতিষ্মতীম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ আমি গৃহপালিত পশুদের দেখব। আমাদের গৃহে পুত্রমিত্রাদি ও গবাদি পশু সর্বদা থাকুক। হে পশুগণ, তোমরা খাদ্যের কারণ হও, তোমাদের ক্ষীর, ঘৃতাদি খাদ্য আমরা ভক্ষণ করব, তোমরা যাগাদি দ্বারা পূজ্য হও, তোমাদের ক্ষীরাদি আমরা ভক্ষণ করব, তোমরা বলের কারণ হও, তোমাদের বলকর ঘৃতাদি আমরা ভক্ষণ করব। হে পশুগণ, তোমরা এ ভূলোকে, গোষ্ঠে ও গৃহস্থানে ক্রীড়া কর। এখানেই তোমরা সর্বদা থাক ও এখান থেকে যেয়ো না, আমার জন্য বৎসাদি পরম্পরায় বহু হও। হে বৎস, মাতার সাথে যুক্ত হয়ে থাক, স্তন পানের সময় বাম ও দক্ষিণ দিকে বার বার গমন করায় বহুরূপের মত তোমাদের দেখায়। সেরূপ তুমি ক্ষীরাদি রসের জন্য আমার কাছে এস, বহু পশুর স্বামিত্বের জন্য আমার কাছে এস, ধনপুষ্টির জন্য আমার কাছে এস। আমি তোমাদের বহুরূপে পোষণ করব, তোমাদের ক্ষীরাদি ধন আমাকে আশ্রয় করুক। হে অগ্নি, প্রতিদিন আমরা তোমার নিকট যাই। দিনরাত, সকাল-সন্ধ্যা নমস্কার করবার জন্য তোমার নিকট যাই। তুমি যজ্ঞের রাজা, গাভীগণের পালক, সত্যের প্রকাশক ও নিজ অগ্নিহোত্র গৃহে হবির দ্বারা বর্ধমান। হে অগ্নি, পুত্রের কাছে পিতা যেমন সহজলভ্য, সেরূপ আমাদের কাছে তুমি সহজপ্রাপ্য হও ; আমাদের মঙ্গলের জন্য মিলিত হও। হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটতম হও। ত্রাতা ও মঙ্গলময় রূপে নিত্য আমাদের গৃহে সন্নিহিত হও। হে অগ্নি, শুদ্ধতম দীপ্যমান তুমি সখা আমাদের সুখের জন্য লভ্য হও অর্থাৎ আমরা যেন তোমাকে পেতে পারি। বসুমান্, বসুরুদ্রাদির দ্বারা শ্রুতকীর্তি হে অগ্নি, তুমি আমাদের সম্মুখে এস। দীপ্যমান তুমি আমাদের ধন দাও। হে গৃহাগত

পশুগণ, ক্ষীরাদি রস ও ধনপুষ্টির জন্য তোমাদের আমি দেখছি, তোমরাও আমাদের দেখ। হে গাভীগণ, তোমরা মধুর ঘৃতকারিণী, সুখকর, অন্নযুক্ত, ও আনন্দপ্রদ, আমার নিকট এস। আমি তোমাদের সহস্ররূপে পোষণ করব, তোমাদের ক্ষীরাদি ধন আমাকে আশ্রয় করুক। বিশ্বের প্রেরক সবিতা দেবের সে বরণীয় তেজের আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে কর্মে প্রেরণ করেন। হে ব্রহ্মণস্পতি অগ্নি, তুমি যেমন উশিজ ঋষির পুত্র কক্ষীবানকে কর্মপ্রবর্তক করেছিলে, সেরূপ আমাকে সোমযাগের উপদেষ্টা কর। হে পরম ঐশ্বর্যযুক্ত অগ্নি, কখনও হিংসক হয়ো না, হবি-দানকারী যজমানের অতি নিকটে তুমি মিলিত হও। হে ইন্দ্র-সদৃশ অগ্নিদেব, পুনরায় তোমার দান আমাদের সাথে যুক্ত হোক। হে বলবান অগ্নি, প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধারণ করি, যে তুমি অভিলাষ-পূরক, ব্রাহ্মণাভিমানী, শত্রুদের অভিভব করবার মত আকারবিশিষ্ট ও ভগ্নকারী রাক্ষসদের ভেত্তা। হে গৃহপালক অগ্নি, গৃহপতি তোমার অনুগ্রহে আমি শোভন গৃহপতি হবো। গৃহপতি আমার দ্বারা পূজিত হয়ে শত বছর গৃহস্বামী হও। তোমার নিকট ভাবি পুত্র-পৌত্রদের জন্য ব্রহ্মতেজ যুক্ত আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্যাদিরূপ আশীর্বাদ কামনা করছি। ৬।১৬ ॥

মন্ত্র : অযজ্ঞো বা এষ যোঽসামোপপ্রয়ন্তো অধ্বরমিত্যাহ স্তোমমেবাস্মৈ যুনক্তি। উপেত্যাহ প্রজা বৈ পশব উপেমং লোকম্ প্রজামেব পশূনিমং লোকমুপৈতি। অস্য প্রত্নামনু দ্যুতমিত্যাহ সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ সুবর্গমেব লোকং সমারোহতি। অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুদিত্যাহ মূর্ধানম্ এবৈনং সমানানাং করোত্যথো দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতি তিষ্ঠতি। অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভিরিত্যাহ মুখ্যমেবৈনং করোতি। উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা ইত্যাহৌজো বলমেবাব রুন্ধে। অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইত্যাহ পশবো বৈ রয়িঃ পশূনেবাব রুন্ধে। ষড়্ভিরুপ তিষ্ঠতে ষড়্বৈ ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি ষড়্ভিরুত্ত-রাভিরুপ তিষ্ঠতে দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ সংবৎসর এব প্রতি তিষ্ঠতি। যথা বৈ পুরুষোঽশ্বো গৌর্জীর্যত্যেবমগ্নিরাহিতো জীর্যতি সংবৎসরস্য পরস্তাদাগ্নিপাবমানীভিরুপ তিষ্ঠতে পুনর্নবমেবৈনমজরং করোত্যথো পুনাত্যেব। উপ তিষ্ঠতে যোগ এবাস্যৈষ উপ তিষ্ঠতে দম এ' ষ উপ তিষ্ঠতে যাচ্ঞৈবাস্যৈষোপ তিষ্ঠতে যথা পাপীয়াঞ্ছ্রেয়স আহৃত্য নমস্যতি তাদৃগেব তৎ। আয়ুর্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহীত্যাহায়ুর্দা হ্যেষ বর্চোদা অগ্নেঽসি বর্চো মে দেহীত্যাহ বর্চোদা হ্যেষ তনূপা অগ্নেঽসি তনুবং মে পাহীত্যাহ তনূপা হ্যেষো। অগ্নে যন্মে তনুবা ঊনং তন্ম আ পৃণেত্যাহ যন্মে প্রজায়ৈ পশূনামূনং তন্ম আ পূরয়েতি বাবৈতদাহ। চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয়েত্যাহ রাত্রির্বৈ চিত্রাবসু-রব্যুষ্ট্যৈ বা এতস্যৈ পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুর্ব্যুষ্টিমেবাব রুন্ধে। ইন্ধানাস্ত্বা শতম্ হিমা ইত্যাহ শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি। এষা বৈ সূর্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাম্ শততর্হাংস্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীম্ যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যা অচ্ছম্বট্-কারম্। সং ত্বমগ্নে সূর্যস্য বর্চসাঽগথা ইত্যাহৈতত্ত্বমসীদমহম্ ভূয়াসমিতি বাবৈতদাহ। ত্বমগ্নে সূর্যবর্চা অসীত্যাহাশিষমেবৈতামা শাস্তে ॥ ৭ ॥

[সপ্তম অনুবাকে পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : যা সামরহিত, তা যজ্ঞ হয় না। ঋক্-ভেদে ও আবৃত্তিভেদে নিষ্পন্ন সামসংঘকে স্তোম বলে। সে স্তোম এ অগ্নিহোত্রে মন্ত্রসংঘের দ্বারা সম্পন্ন হয়। 'উপপ্রযন্ত'—ইত্যাদি দ্বাদশ ঋক্ স্তোম-স্থানীয়—এ যজ্ঞে পাঠ করতে হয় ;

প্রজা ও পশুগণ এ ভূলোকে এসে অবস্থান করে। সেজন্য যজমানও প্রজা ও পশু-যুক্ত ভূলোকে যায়। 'অগ্নির অনুকূল দীপ্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্ন শব্দের দ্বারা স্বর্গলোকের চিরন্তনত্ব সূচিত হয়েছে এবং স্বর্গস্থানীয় দীপ্ত দোহনের দ্বারা স্বর্গারোহণ বুঝাচ্ছে। 'অগ্নি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সমানজাতীয়ের মধ্যে যজমানের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তারপর দেবলোক থেকে এসে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এ অগ্নি এ কার্যে প্রধানভূত, আমাদের দ্বারা ধারণ করা হচ্ছে'—ইত্যাদি মন্ত্রে পার্থিব অগ্নির প্রথমত্ব বলায় অগ্নির মুখ্যত্ব সূচিত হয়েছে। 'হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের উভয়ের যাগ করতে ইচ্ছা করি' ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের বলাভিমানিত্ব এবং অগ্নির তেজোভিমানিত্ব—শব্দদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় উভয় প্রাপ্তি সূচনা করেছে। 'এ অগ্নি, এ আহবনীয় প্রদেশ ঋতু-সম্বন্ধীয়'—ইত্যাদি মন্ত্রে 'রয়ি' শব্দে পশুরূপ ধন এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 'উপ প্রয়ন্ত' ইত্যাদি পূর্বের ছটি মন্ত্র এবং 'অগ্ন আয়ূংষি'—ইত্যাদি পরের ছটি মন্ত্রে অগ্নির যাগ করবে। এখানে পূর্বের ছটির দ্বারা প্রতিদিনের উপস্থান এবং পরের ছটির দ্বারা কালবিশেষের নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন পুরুষ, অশ্ব, গাভী প্রভৃতি আহার লাভেও জীর্ণ হয়, সেরূপ আহিত অগ্নি জীর্ণ হয়—এর নিবারণ করবার জন্য 'সংবৎসরস্য', 'অগ্ন আয়ূংষি'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির সংবৎসর প্রাপ্ত জরাকে নিষেধ করে নূতন শরীর শোধন করবার জন্য সংবৎসরের ঊর্ধ্বে উপস্থাপন করবার বিধান করা হয়েছে। অগ্নিদেবতা সম্বন্ধীয় ও পবমান-দেবতা সম্বন্ধীয় ঋক-মন্ত্রকে অগ্নি ও পাবমানী বলা হয়। পবমান মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করলে অগ্নি অজর ও পবিত্র হয়। 'উপতিষ্ঠন্তে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির যোগ অর্থাৎ যজমানের সাথে অনুগ্রাহ্য অনুগ্রাহক সম্বন্ধ, দম ইত্যাদির দ্বারা দাহাদি উপদ্রবের নিবারণ এবং ধন প্রভৃতি প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এ জগতে যেমন কোন দরিদ্র ধনী ব্যক্তির নিকট উপঢৌকন দিয়ে নমস্কার করে, সেরূপ এ অগ্নির উপস্থাপন। 'হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, আমাকে আয়ু দাও। তুমি তেজ-প্রদাতা, আমাকে তেজ দাও, তুমি শরীরের পালক, আমার তনু রক্ষা কর'—ইত্যাদি মন্ত্রে তনু শব্দে প্রজা, পশু ইত্যাদিরও গ্রহণ করা হয়েছে। 'অগ্নি, আমার শরীরের যে অংশ অপুষ্ট আছে, তা পূর্ণ কর, আমার প্রজা ও পশুদের যা কম আছে, তা পূর্ণ কর'। 'হে চিত্রাবসু, তোমার শেষ আমি লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে চিত্রাবসু শব্দে রাত্রিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র যেখানে প্রকাশ পায় এ অর্থে চিত্রাবসু শব্দে রাত্রিকে বুঝান হয়েছে। 'অব্যুষ্টি' শব্দে প্রভাত কালকে লক্ষ্য করা হয়েছে। হেমন্ত ঋতুতে রাত্রি দীর্ঘ হয়, প্রভাত হবে না ভেবে কখনও ব্রাহ্মণগণ ভীত হয়ে এ প্রার্থনা করে প্রভাত লাভ করেছিল। 'হে অগ্নি, তোমাকে সমিধের দ্বারা প্রজ্বলিত করে আমরা শতায়ু ও শতবীর্য লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে 'হিম' শব্দের দ্বারা সংবৎসর অর্থ করা হয়েছে। এ মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির স্থাপনে পুরুষ শতায়ু ও শতসামর্থ লাভ করে। 'এষা বৈ সূর্মী'—ইত্যাদি মন্ত্রে জলন্ত লোহময় স্থূণাকে সূর্মী বলে, তার মাঝখানে ছিদ্র থাকে জন্য ভেতরটাও প্রজ্বলিত হয়। এর একটি প্রহারে দেবগণ অসুরদের একশ বীরের বিনাশ করতে পারে। এ মন্ত্রে সমিধ আধান করে শতঘাতী বজ্র লাভ করে শত্রুকে বিনাশের জন্য প্রহার করতে হয়। 'অচ্ছম্বট্‌কার' —শব্দ নিজের যাতে বিনাশ না হয়, তা বলা হয়েছে। 'হে অগ্নি, তুমি সূর্যের মত তেজ-যুক্ত হও'—ইত্যাদির মন্ত্রে অগ্নির গুণকথন এবং নিজেরও সূর্যের মত তেজলাভের প্রার্থনা জানান হয়েছে। হে অগ্নি, তুমি যেমন সূর্যের তুল্য তেজ-

বিশিষ্ট, আমাকেও সেরূপ তেজ, আয়ু ও প্রজার দ্বারা যুক্ত কর—এ আশীঃ প্রার্থনা করা হয়েছে। ৭।১৭ ॥

মন্ত্র : সং পশ্যামি প্রজা অহমিত্যাহ যাবন্ত এব গ্রাম্যাঃ পশবস্তানেবাব রুন্ধে। অম্ভঃ স্থাম্ভো বো ভক্ষীয়েত্যাহাম্ভো হ্যেতা মহঃ স্থ মহো বো ভক্ষীয়েত্যাহ মহো হ্যেতাঃ সহঃ স্থ সহো বো ভক্ষীয়েত্যাহ সহো হ্যেতা ঊর্জঃ স্থোর্জং বো ভক্ষীয়েত্যাহোর্জো হ্যেতাঃ। রেবতী রমধ্বমিত্যাহ পশবো বৈ রেবতীঃ পশূনেবাত্মন্রময়তে। ইহৈব স্তেতো মাহপ গাতেত্যাহ ধ্রুবা এবৈনা অনপগাঃ কুরুতে। ইষ্টকচিদ্বা অন্যোহগ্নিঃ পশুচিদন্যঃ সংহিতাহসি বিশ্বরূপীরিতি বৎসমভি মৃশত্যুপৈবৈনং ধত্তে পশুচিতমেনং কুরুতে। প্র বা এষোহস্মাল্লোকাচ্চ্যবতে য আহবনীয়মুপতিষ্ঠতে গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতেহস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠত্যথো গার্হপত্যায়ৈব নি হ্নুতে। গায়ত্রীভিরুপ তিষ্ঠতে তেজো বৈ গায়ত্রী তেজ এবাত্মন্ধত্তেহথো যদেতং তৃচমন্বাহ সন্তত্যৈ। গার্হপত্যং বা অনু দ্বিপাদো বীরাঃ প্র জায়ন্তে য এবং বিদ্বান্দ্বিপদাভির্গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে আহস্য বীরো জায়তে। ঊর্জা বঃ পশ্যাম্যূর্জা মা পশ্যতেত্যাহাশিষমেবৈতামা শাস্তে। তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাহ প্রসূত্যৈ সোমানং স্বরণমিত্যাহ সোমপীথমেবাব রুন্ধে কৃণুহি ব্রহ্মণস্পত ইত্যাহ ব্রহ্মবর্চসমেবাব রুন্ধে। কদা চন স্তরীরসীত্যাহ ন স্তরীং রাত্রিম্ বসতি য এবং বিদ্বানগ্নিমুপতিষ্ঠতে। পরি ত্বাহগ্নে পুরং বয়মিত্যাহ পরিধিমেবৈতং পরি দধাত্যস্কন্দায়। অগ্নে গৃহপত ইত্যাহ যথা যজুরেবৈতং শতং হিমা ইত্যাহ। শতং ত্বা হেমন্তানিন্ধিষীয়েতি বাবৈতদাহ। পুত্রস্য নাম গৃহ্নাত্যন্নাদমেবৈনং করোতি। তামাশিষমা শাসে তন্তবে জ্যোতিষ্মতীমিতি ব্রূয়াদ্যস্য পুত্রোহজাতঃ স্যাত্তেজস্ব্যেবাস্য ব্রহ্মবর্চসী পুত্রো জায়তে তামাশিষমা শাসেহমুষ্মৈ জ্যোতিষ্মতীমিতি ব্রূয়াদ্যস্য পুত্রো জাতঃ স্যাত্তেজ এবাস্মিন্ব্রহ্মবর্চসং দধাতি ॥ ৮।

[অষ্টম অনুবাকে ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : 'আমি মনুষ্য প্রজা ইড়-প্রজাগণকে দেখছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে 'ইড়প্রজা'—শব্দে গাভী, অশ্ব প্রভৃতি গ্রাম্য গৃহপালিত পশুকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'তোমাদের ক্ষীরাদি ভক্ষণ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে অম্ভ, মহ, সহ, ঊর্জ—প্রভৃতি শব্দ গাভীগণকে উপলক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অম্ভ বলতে যা পেয়—গাভীর দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতি। মহ শব্দের পূজা বা ব্রহ্ম অর্থ—যাগাদি দ্বারে তার সাধন হয়। সহ শব্দে বল, ঘৃতাদি বলের কারণ জন্য। ঊর্জ শব্দে ক্ষীরাদি রসকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'রেবতী তৃপ্ত হও'—ইত্যাদি মন্ত্রে রেবতী শব্দে গবাদি পশুকে লক্ষ্য করা হয়েছে। আত্মন্—শব্দে নিজের গৃহকে বুঝান হয়েছে। 'এখানেই থাক, অন্যত্র যেয়ো না'—ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্রুব শব্দে নিত্য এবং 'অনপগা' শব্দে বিয়োগের অভাব—প্রার্থনা করা হয়েছে। 'ইষ্টকচিৎ'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইষ্টক ব্যবধান করে কেউ যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সেরূপ পশুকে ব্যবধান করে যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়—এ উৎপ্রেক্ষা করা হয়েছে। সেরূপ বৎস স্পর্শ করে অগ্নি চয়ন করবার বিধান বলা হয়েছে। 'যে এ লোক থেকে বিচ্যুত হয়'—ইত্যাদি মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নির উপস্থাপন বিধান করা হয়েছে। 'হে অগ্নি, প্রতিদিন আমরা তোমার নিকট যাব'—ইত্যাদি মন্ত্র প্রজাপতির মুখ থেকে অগ্নির সাথে উৎপন্ন বলে গায়ত্রীর তেজ-স্বরূপত্ব বিধান করা হয়েছে। 'অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটতম হও'—ইত্যাদি তিনটি ঋকে 'দ্বিপদা' শব্দে বিরাট ও গায়ত্রীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'হে গৃহাগত পশুগণ, ক্ষীরাদি রসের জন্য তোমাদের আমরা দেখছি, তোমরাও দেখ'—ইত্যাদি মন্ত্রে

'পশ্যন্ত' পদে লোট্ প্রয়োগের দ্বারা প্রার্থনা জানান হয়েছে। 'সবিতাদেবের সে বরণীয় তেজের ধ্যান করি'—'সোমযাগের উপদেষ্টা', 'সোম পানকারী', 'ব্রহ্মণস্পতি'—ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মতেজকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'হে রাত্রি, আমাদের হিংসক হয়ো না'—ইত্যাদি মন্ত্রে অন্ধকার রাত্রিতে চোর, বৃশ্চিক প্রভৃতি থাকে বলে হিংসক বলা হয়েছে। অগ্নির উপস্থাতা সেরূপ রাত্রিতে বাস করে না, কিন্তু সুখকরী রাত্রিতে করে—এ অর্থ বুঝান হয়েছে। 'হে বলবান অগ্নি, আমরা তোমাকে প্রতিদিন ধারণ করি' ইত্যাদি মন্ত্রে পরিধাত্মক, সর্বপ্রকারে ধারণ করে, তা অগ্নির অস্কন্দনার্থ। 'হে গৃহপালক অগ্নি'—ইত্যাদি মন্ত্র গার্হপত্য অগ্নির উপস্থাপন। 'শতং হিমাঃ'—ইত্যাদি মন্ত্রে হিম-শব্দ হেমন্ত বাচী, উহা সংবৎসরকে বুঝাচ্ছে। 'পুত্রস্য', 'অমুষ্মৈ'—ইত্যাদি মন্ত্রে অমুক বলতে পুত্রের নামের উল্লেখ করতে হবে। পুত্রের নাম গ্রহণ করছি, এ পুত্রকে অন্নযুক্ত কর—ইত্যাদি স্থলে অনুৎপন্ন পুত্রের জন্য তন্তু-শব্দ এবং জাত পুত্রের জন্য অদস্ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ৮।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিহোত্রং জুহোতি যদেব কিং চ যজমানস্য স্বং তস্যৈব তৎ। রেতঃ সিঞ্চতি প্রজননে প্রজননং হি বা অগ্নিঃ। অথৌষধীরন্তগতা দহতি তাস্ততো ভূয়সীঃ প্র জায়ন্তে। যৎ সায়ং জুহোতি রেত এব তৎ সিঞ্চতি প্রৈব প্রাতস্তনেন জনয়তি তৎ। রেতঃ সিক্তং ন ত্বষ্ট্রাঽবিকৃতং প্র জায়তে যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিক্তস্য ত্বষ্টা রূপাণি বিকরোতি তাবচ্ছো বৈ তৎ প্র জায়ত এষ বৈ দৈব্যস্ত্বষ্টা যো যজতে বহ্বীভিরুপ তিষ্ঠতে রেতস এব সিক্তস্য বহুশো রূপাণি বি করোতি। স প্রৈব জায়তে শ্বঃ শ্বো ভূয়ান্ ভবতি য এবং বিদ্বানগ্নিমুপতিষ্ঠতে। অহর্দেবানামাসী-দ্রাত্রিরসুরাণাং তেঽসুরা যদ্দেবানাং বিত্তং বেদ্যমাসীত্তেন সহ রাত্রিং প্রাবিশন্তে দেবা হীনা অমন্যন্ত তেঽপশ্যন্নাগ্নেয়ী রাত্রিরাগ্নেয়াঃ পশব ইমমেবাগ্নিং স্তবাম স নঃ স্তুতঃ পশূন্ পুনর্দাস্যতীতি তেঽগ্নিমস্তুবন্‌ৎস এভ্যঃ স্তুতো রাত্রিয়া অধ্যহরভি পশূন্নিরার্জত্তে দেবাঃ পশূন্বিত্বা কামান্ অকুর্বত য এবং বিদ্বানগ্নি-মুপতিষ্ঠতে পশুমান্ ভবতি। আদিত্যো বা অস্মাল্লোকাদমুং লোকমৈৎসোঽমুং লোকং গত্বা পুনরিমং লোকমভ্যধ্যায়ৎস ইমং লোকমাগত্য মৃত্যোরবিভেন্মৃত্যু-সংযুত ইব হ্যয়ং লোকঃ সোঽমন্যতেমমেবাগ্নিং স্তবানি স মা স্তুতঃ সুবর্গং লোকং গময়িষ্যতীতি সোঽগ্নিমস্তৌৎ স এনমস্তুতঃ সুবর্গং লোকমগময়দ্য এবং বিদ্বানগ্নি-মুপতিষ্ঠতে সুবর্গমেব লোকমেতি সর্বমায়ুরেতি। অভি বা এষোঽগ্নী আ রোহতি য এনাবুপতিষ্ঠতে যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যারূঢ়ঃ কাময়তে তথা করোতি। নক্তমুপ তিষ্ঠতে ন প্রাতঃ সং হি নক্তং ব্রতানি সৃজ্যন্তে সহ শ্রেয়াংশ্চ পাপীয়াংশ্চাহ-সাতে জ্যোতির্বা অগ্নিস্তমো রাত্রির্যৎ নক্তমুপতিষ্ঠতে জ্যোতিষৈব তমস্তরতি। উপস্থেয়োঽগ্নী৩র্নোপস্থেয়া৩ ইত্যাহুর্মনুষ্যায়েন্ন্বৈ যোঽহরহরাহৃত্যাথৈনম্ যাচতি স ইন্নৈব তমুপাচ্ছর্ত্যাথ কো দেবানহরহর্যাচিষ্যতীতি তস্মান্নোপস্থেয়ঃ। অথো খল্বাহুরাশিষে বৈ কং যজমানো যজত ইত্যেষা খলু বৈ আহিতাগ্নেরাশীর্যদগ্নি-মুপতিষ্ঠতে তস্মাদুপস্থেয়ঃ। প্রজাপতিঃ পশূনসৃজত তে সৃষ্টা অহোরাত্রে। প্রাবিশন্তাঞ্ছন্দোভিরন্ববিন্দদ্যচ্ছন্দোভিরুপতিষ্ঠতে স্বমেব তদন্বিচ্ছতি। ন তত্র জাম্যস্তীত্যাহুর্যোঽহরহরুপতিষ্ঠত ইতি। যো বা অগ্নিং প্রত্যঙ্ঙুপতিষ্ঠতে প্রত্যেনমোষতি যঃ পরাঙ্ বিষ্বঙ্ প্রজয়া পশুভিরেতি কবাতির্যঙ্ঙিবোপতিষ্ঠেত নৈনং প্রত্যোষতি ন বিষ্বঙ্ প্রজয়া পশুভিরেতি ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্রের অঙ্গ দেখান হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দধি, দুগ্ধ, যবাগূ প্রভৃতির দ্বারা অগ্নিহোত্র নামক হোম করা

উচিত। • যজমানের দধি দুগ্ধাদি যা কিছু অগ্নিতে আহুতি দেয়া হয়, তা তার অবিনশ্বর থাকে।• যেমন প্রজননে সিক্ত রেত অবস্থান করে, সেরূপ প্রজননরূপ অগ্নিতে আহুত দ্রব্য অবস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালে দাবাগ্নি নিকটস্থ ওষধি দগ্ধ করলেও বর্ষাকাল সেগুলি আবার উৎপন্ন হয়। সায়ংকালীন হোমে সেচন হয়, আর প্রাতঃকালীন হোমের দ্বারা উৎপন্ন হয়। লোকে যোনিতে সিক্ত রেত বিশ্বকর্মার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত না হলে প্রজার উৎপত্তি হয় না। সে বিশ্বকর্মা যে রূপ উদ্দেশ করে রেতের বিকারসাধন করে, সেরূপ উৎপন্ন হয়। এখানেও দেবতার দ্বারা অনুগৃহীত স্রষ্টারূপে যজমান নানা রূপে করবার জন্য বহুভাবে যাগ করে। উপস্থাতা প্রজা উৎপন্ন করে প্রতিদিন উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। দিবাভাগ দেবতাদের এবং রাত্রিকাল অসুরদের। অসুরগণ দেবতাদের পশুরূপ ধন অপহরণ করে রাত্রির অন্ধকারে কোথাও লুকিয়েছিল। তারপর পশুহীন আমরা এ চিন্তা করে দেবগণ এক উপায় বার করলেন; রাত্রিতে অগ্নির প্রকাশের আধিক্য বলে রাত্রিকে আগ্নেয়ী বলা হয় এবং অগ্নি পশুগণের অধিপতি বলে পশুগণকে আগ্নেয় বলা হয়। তারা স্থির করল—আমরা এ অগ্নির স্তব করব, সে অগ্নি আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আবার পশুদের দেবে। এ ভেবে তারা অগ্নির স্তব করল, অগ্নি দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে সে পশুগণকে বার করে দিল। সে দেবগণ পশু লাভ করে ভোগ করেছিল। যে এরূপ জেনে অগ্নির অর্চনা করে, সে পশু লাভ করে। আদিত্য এ মনুষ্যলোক থেকে ওলোকে গিয়েছিল, তারপর ওলোক থেকে এলোকে আবার ফিরে এসে মৃত্যু থেকে ভীত হয়েছিল। এলোক মৃত্যুযুক্ত, সে মনে করল—আমি অগ্নির স্তব করি, তা হলে আমার দ্বারা স্তুত হয়ে অগ্নি আমাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবে। এ ভেবে সে অগ্নির স্তব করেছিল, সে অগ্নি এর দ্বারা স্তুত হয়ে একে (আদিত্যকে) স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিল। যে এরূপ জেনে অগ্নির উপাসনা করে, সে স্বর্গলোকে যায় এবং পূর্ণ আয়ু লাভ করে। আহবনীয় ও গার্হপত্য এ উভয় অগ্নির যে উপাসনা করে, সে তাদের বশীভূত করে। এ লোকে যেমন কোন অধম লোক কামনা করে—আমি বিদ্যাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করব, সেরূপ এ যজমান অগ্নির উপস্থানের দ্বারা উত্তম পদ লাভ করে। অগ্নি কখন উপস্থাপন করতে হবে এ বিষয়ে তিন মতের উল্লেখ করা হচ্ছে—কেহ কেহ বলে প্রাতঃকালে অগ্নির উপস্থাপন করা উচিত নয়, অপরে বলে কোন সময়েই অগ্নির উপস্থাপন কর্তব্য নয় সিদ্ধান্তবাদীর মতে সব সময়েই অগ্নির উপস্থাপন করা চলে। তার মধ্যে প্রথম পূর্বপক্ষ দেখাচ্ছেন—রাত্রিতে অগ্নির উপস্থাপন করবে, প্রাতঃকালে নয়। রাত্রির অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি শুভ ও অশুভ পার্থক্য করতে পারে না। যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত ব্রত মঙ্গলময়, তার বিপরীত পাপময়। রাতের অন্ধকারে কে কিভাবে অনুষ্ঠান করবে এ জানা যায় না। রাত্রিকালে যদি অগ্নির উপস্থাপন করা হয়, তা হলে তার আলোকে রাতের অন্ধকার চলে যাবে, অতএব রাতে অগ্নিস্থাপন কর্তব্য। দিনে অন্ধকার নেই, আলোর প্রয়োজন নেই, অতএব দিনে অগ্নি স্থাপন করা উচিত নয়—এ পূর্বপক্ষ। দ্বিতীয় পূর্বপক্ষের মতে—অগ্নি কখনই উপস্থাপনযোগ্য নয়। এ জগতে দেখা যায় কোন দরিদ্র লোক সামান্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে রাজার নিকট গিয়ে যদি প্রতিদিন ক্ষেত্র ধনাদি প্রার্থনা করে, তা হলে সে যাচক রাজাকে পীড়া দেয়। তা হলে কি করে মহা প্রভাবসম্পন্ন দেবগণের প্রতিদিন প্রার্থনা করা চলে? যাচ্ঞারূপ এ উপস্থাপন, হে অগ্নি, আমাকে আয়ু দাও ইত্যাদি মন্ত্রে তা জানা যায়। অতএব কোন সময়েই অগ্নির উপস্থাপন কর্তব্য নয়। এ দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত পক্ষ বলেছেন—অভিজ্ঞ জন বলেন, সকল কামনা লাভের জন্য যজমান প্রজাপতি-তুল্য সর্বদেবাত্মক অগ্নির অর্চনা করবে। এ জগতে দেখা যায় রাজার চিত্তবৃত্তি না জেনে অসময়ে যদি দাও দাও করা যায়, তাতে রাজা রুষ্ট হন, কিন্তু সময় জেনে প্রশংসা বা বিনোদের দ্বারা রাজার তুষ্টি বিধান করলে রাজা প্রার্থনার অধিক দিয়ে থাকেন। সেরূপ আহিতাগ্নির মন্ত্রের দ্বারা উপস্থাপন যাচঞা। তা হলো বহুবিধ প্রশংসাপূর্বক, সেজন্য অগ্নির সন্তোষের কারণ। অতএব সকালে সন্ধ্যায় অগ্নির উপস্থাপন কর্তব্য। প্রজাপতি পশু সৃষ্টি করলেন। অহোরাত্রির দেবতাদ্বয় তাদের লুকিয়ে রাখেন, ছন্দযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা অন্বেষণ করে পাওয়া গিয়েছিল। অতএব ছন্দের দ্বারা অগ্নির উপস্থাপন বিনষ্ট বস্তু লাভের জন্য হয়। যে অগ্নির উপস্থাপন করে, তার অভীষ্ট প্রার্থনা থাকবে এবং তাতে স্তুতিও থাকে। অতএব উপস্থাপন বিষয়ে কারও আলস্য করা উচিত নয়। প্রতিমুখে অগ্নির স্থাপন করলে অগ্নি যজমানের প্রতিকূলে দগ্ধ করে, যে পরাঙ্মুখ হয়ে অগ্নির স্থাপন করে সে যজমান প্রজা ও পশু থেকে বিযুক্ত হয়। অতএব ঈষৎ তির্যগ্‌ভাবে অগ্নির উপস্থাপন কর্তব্য। ৯।১০ ॥

মন্ত্র ঃ মম নাম প্রথমং জাতবেদঃ পিতা মাতা চ দধতুর্যদগ্রে। তত্ত্বং বিভৃহি পুনরা মদৈতোস্তবাহং নাম বিভরাণ্যগ্নে। মম নাম তব চ জাতবেদো বাসসী ইব বিবসানৌ যে চরাবঃ। আয়ুষে ত্বং জীবসে বয়ং যথাযথং বি পরি দধাবহৈ পুনস্তে। নমোঽগ্নয়েঽপ্রতিবিদ্ধায় নমোঽনাধৃষ্টায় নমঃ সম্রাজে। অষাঢ়োঽগ্নির্বৃহদ্বয়া বিশ্বজিৎসহন্ত্যঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধর্বঃ। ত্বৎপিতারো অগ্নে দেবাস্ত্বামাহুতয়স্ত্বদ্বিবাচনাঃ। সং মামায়ুষা সং গোপত্যেন সুহিতে মা ধাঃ। অয়মগ্নিঃ শ্রেষ্ঠতমোঽয়ং ভগবত্তমোঽয়ং সহস্রসাতমঃ। অস্মা অস্তু সুবীর্যম্। মনো জ্যোতির্জুষতামাজ্যং বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। যা ইষ্টা উষসো নিম্রুচশ্চ তাঃ সং দধামি হবিষা ঘৃতেন। পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বদ্বীরুধাং পয়ঃ। অপাং পয়সো যৎপয়স্তেন মামিন্দ্র সং সৃজ। অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্। অগ্নিং হোতারমিহ তং হুবে দেবান্যজ্ঞিয়ানিহ যান্ হবামহে। আ যন্তু দেবাঃ সুমনস্যমানা বিয়ন্তু দেবা হবিষো মে অস্য। কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তু। যানি ঘর্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাম্। অভিন্নো ঘর্মো জীরদানুর্যত আত্তস্তদগন্ পুনঃ। ইধ্মো বেদিঃ পরিধয়শ্চ সর্বে যজ্ঞস্যাঽয়ুরনু সং চরন্তি। ত্রয়স্ত্রিংশত্তন্তবো যে বিতত্নিরে য ইমং যজ্ঞং স্বধয়া দদন্তে তেষাং ছিন্নং প্রত্যেতদ্দধামি স্বাহা ঘর্মো দেবাং অপ্যেতু ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নির উপস্থাপন মন্ত্র ও দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গমন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে জাতবেদা অগ্নি, মাতা পিতা জন্মকালে প্রথমে আমার যে নাম রেখেছে, আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি আমার সে নাম গ্রহণ কর এবং আমি তোমার নাম ধারণ করব। তুমি আমার নাম গ্রহণ করে এখানে আমার কাজ করলে কাজের কোন বিকলতা হবে না, আমিও তোমার নাম ধরে বিদেশে গেলে আমার কোন কাজ বাদ পড়বে না। আবার ফিরে এসে আমি আমার পূর্ব নাম গ্রহণ করব, তুমি তোমার পূর্ব নাম (অর্থাৎ বহ্নি প্রভৃতি) গ্রহণ করবে। এভাবে কাপড় বদলিয়ে পরার মত আমরা উভয়ে উভয়ের নাম বদলিয়ে পরে আবার নিজ নিজ নাম গ্রহণ করব। এতে আয়ুবৃদ্ধি, ধনসম্পত্তির বর্ধন ও প্রশস্ত জীবন লাভ করা যায়। কেউ যাকে তাড়না করতে পারে না, তিরস্কার করতে পারে না, যিনি সদা দীপ্যমান, যাকে শত্রুরা সহ্য করতে পারে না, যার প্রচুর অন্ন,

যিনি সকলের জয়কারক, সহিষ্ণু সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় নিপুণ, সে অগ্নিকে বারবার নমস্কার করছি। হে অগ্নি, তুমি দেবগণের পালক, তোমার দ্বারা দেবগণ আহুতি লাভ করে, তুমিই তাদের গুণ প্রকাশ করে থাক। হে অগ্নি, তুমি আমাকে দীর্ঘ আয়ুর সাথে, গাভীগণের আধিপত্যের সাথে, পরম মঙ্গলের সাথে আমাকে যুক্ত কর। এ অগ্নি শ্রেষ্ঠের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, ভগবদ্‌গুণ-শালীদের মধ্যে ভগবত্তম ও অতিশয় ধনের দাতা। সে অগ্নির প্রসাদে যজমান আমার শোভন সামর্থ হোক। মাননীয় অগ্নির জ্যোতি হবির সেবা করুক, বিচ্ছিন্ন এ যজ্ঞ যুক্ত করুক। সকাল ও সন্ধ্যায় অন্যের প্রদত্ত আহুতিগুলি এ ঘৃত ও চরুর দ্বারা আমি অবিচ্ছিন্ন করছি। ওষধির যা সার, লতার যা সার, জল ও দুগ্ধের যে সার, তাদের সাথে হে ইন্দ্র, আমাকে যুক্ত কর। হে ব্রতপালক অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করব, তা যেন আমি পালন করতে পারি, আমার সে ব্রত সিদ্ধ হোক। এ যজ্ঞে দেবগণের আহ্বাতা অগ্নির আহ্বান করছি। যাদের উদ্দেশে যাগ করা, সে দেবগণের আমি আহ্বান করছি। আহূত হয়ে সে দেবগণ শোভন মন নিয়ে আসুক ও আমাদের এ হবি ভক্ষণ করুক। হে যজ্ঞ, প্রজাপতি সর্বত্র তোমাকে যোগ্য করে, আমার এ কর্মেও তিনিই তোমাকে যোগ্য করুক। ব্রহ্মতুল্য পোষক ঋত্বিক-গণ যে কপাল অগ্নিতে স্থাপন করেছে, সে সকল ইন্দ্র ও বায়ু যুক্ত করে দিক। সন্তপ্ত এ কপালবিশেষ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হলেও মৃত্সামর্থে অভিন্ন। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন এ কপাল আবার মৃত্তিকাতে মিশে গেছে, অর্থাৎ কার্যরূপ তার নেই কারণরূপে মিলিত হয়েছে। সেরূপ কাষ্ঠ, বেদি, পরিধি সকলই যজ্ঞের অঙ্গরূপ—তারা যজ্ঞের পশ্চাৎ বিচরণ করছে। যেমন তন্তু দ্বারা পট নিষ্পন্ন হয়, সেরূপ তন্তুস্থানীয় যজ্ঞতনু নামক তেত্রিশটি মন্ত্র যজ্ঞের বিস্তার করছে। যে ঋত্বিক্‌গণ হবির দ্বারা এ যজ্ঞের বিস্তার করছে, তাদের যা বৈগুণ্য হয়েছে, তা আমি এ হবির দ্বারা পূর্ণ করছি। সুন্দর ভাবে এ আহুতি দেয়া হোক। এ যজ্ঞ দেবগণকে লাভ করুক। ১০।১৩ ॥

মন্ত্র ঃ বৈশ্বানরো ন উত্যাহপ্র যাতু পরাবতঃ। অগ্নিরুকথেন বাহসা। ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে। বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদারিণাদেকঃ স্বপস্যয়া কবিঃ। উভা পিতরা ম[illegible]নজায়তাগ্নি-র্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা। পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃ[illegible]ব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ। বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো দিবা সঃ রিষঃ পাতু নক্তম্। জাতো যদগ্নে ভুবনা ব্যখ্যঃ পশূং ন গোপা ইর্যঃ পরিজ্মা। বৈশ্বানর ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ত্বমগ্নে শোচিষা শোশুচান আ রোদসী অপৃণা জায়মানঃ। ত্বং দেবাং অভিশস্তেরমুঞ্চো বৈশ্বানর জাতবেদো মহিত্বা। অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু ধারয়ানামি ক্ষত্রমজরং সুবীর্যম্। বয়ং জয়েম শতিনং সহস্রিণং বৈশ্বানর বাজমগ্নে তবোতিভিঃ। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হিকং ভুবনানামভিশ্রীঃ। ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ। অব তে হেড়ো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ। ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতো রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি। উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম। দধিক্রাবৃণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎপ্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ। আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাহপস্ততান। সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি। অগ্নির্মূর্ধা ভুবঃ। মরুতো যদ্ধ বো দিবঃ সুম্নায়ন্তো হবামহে। আ তু

ন উপ গন্তন ৷ যা বঃ শর্ম্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছতাধি। অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রয়িং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরম্। অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু। অদিতিঃ পাত্বংহসঃ। মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম। তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে। ইমাং সু নাবমারুহং শতারিত্রাং শতস্ফ্যাম্। অচ্ছিদ্রাং পারয়িষ্ণুম্ ॥ ১১ ॥

(দিবা স সহস্রিণং বৈশ্বানরাদিত্য তু নোহনেহসং সুশর্ম্মাণমেকান্নবিংশতিশ্চ। দেবাসুরাঃ পরা ভূর্মিভূর্মিরুপপ্রয়ন্তঃ সং প্রশ্যাম্যযজ্ঞঃ সং পশ্যামীত্যোহগ্নিহোত্রং মম নাম বৈশ্বানর একাদশ। দেবাসুরাঃ ক্রুদ্ধঃ সং পশ্যামি সং পশ্যামি নক্তমুপ গন্তনৈকপঞ্চাশৎ ॥)

অনুবাদ : সকলের হিতকারী বৈশ্বানর অগ্নি রক্ষার জন্য দূর দেশ থেকেও অভীষ্টবাহক স্তোত্রের দ্বারা আমাদের কাছে আসুক। সত্যস্বরূপ, যজ্ঞ ও অভীষ্ট ফলের প্রকাশক, নিরন্তর দীপ্যমান অগ্নির আমরা প্রার্থনা করছি। বৃদ্ধিমান যজমান শোভন বৈশ্বানর কর্মের দ্বারা বৃহৎ ফল লাভ করে। এ অগ্নি স্থাবর জঙ্গমরূপে বহু বিকার যুক্ত মাতা পিতার তুল্য ভূলোক ও দ্যুলোক প্রকাশ করে নিজে জাত হয়েছে। এ অগ্নি দ্যুলোকে আদিত্যরূপে, পৃথিবীতে দাহপাক প্রকাশাদি-রূপে ও ওষধিতে ফলপাককারীরূপে অবস্থান করছে। এ বৈশ্বানর অগ্নি বলের সাথে যুক্ত হয়ে দিনরাত আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। গোপালকগণ যেমন পশুদের দেখে, সেরূপ হে অগ্নি, তুমি জাতমাত্রেই সকল প্রাণীদের দেখে থাক। তুমি অন্নপ্রাপক ও সর্বত্রগমনশীল. হে বৈশ্বানর অগ্নি, আমাদের এ যজ্ঞে হবি লাভের জন্য এস। তোমরা মঙ্গলের দ্বারা সব সময় আমাদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, অত্যন্ত দীপ্যমান তুমি উৎপন্ন হয়েই তোমার দীপ্তির দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর, তোমার মহিমায় ঋত্বিকদের পাপ থেকে মুক্ত কর। হে অগ্নি, আমাদের পুত্রদের ধনবান কর, তারপর তাদের বল, অনমনশীল জরারহিত সুবীর্য স্থাপন কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি, তোমার রক্ষার দ্বারা আমরা শত, সহস্রজনের পোষণরূপ অন্ন লাভ করব। আমরা বৈশ্বানরের অনুগ্রহ-বুদ্ধিতে থাকব। এ বৈশ্বানর ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত ও সকল ভুবনের প্রকাশক। এ জন্য জাতমাত্র সকল ভুবন দেখে। এ বৈশ্বানর সূর্যের সাথে মিলিত হয়। হে বরুণ, নমস্কারের দ্বারা তোমার ক্রোধের উপশম করব, পূজা মন্ত্র ও হবির দ্বারা তোমার ক্রোধ দূর করব। হে শত্রুদের নিরাশকারী, উন্নতমনা, দীপ্যমান বরুণ, আমাদের উপকারের জন্য এখানে বাস করে আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর। হে বরুণ, আমাদের মস্তকে স্থাপিত তোমার পাশ আকর্ষণ করে বিনাশ কর, পাদদেশে স্থাপিত পাশ টেনে বিনাশ কর, মধ্যপ্রদেশের পাশ বিচ্ছিন্ন কর। তারপর হে সূর্যসদৃশ বরুণ, আমরা পাপরহিত হয়ে তোমার কর্মে অবিচ্ছিন্নরূপে যোগ্য হবো। হে অগ্নি, জয়শীল, ব্যাপক, অন্নযুক্ত তোমার কর্ম আমরা করেছি। আমাদের মুখ সুরভিত কর, আমাদের আয়ুর বর্ধন কর। এ অগ্নি নিষাদের সাথে চতুর্বর্ণের মানুষদের অন্ন দিয়ে সুখী করুক। সে অগ্নি সূর্যের মত জ্যোতির দ্বারা প্রজাদের কর্মের বিস্তার করছে ও ভক্তদের শত সহস্র দান করছে। অন্নযুক্ত ও গমনশীল দেব আমাদের এ মধুর স্তুতিবাক্য গ্রহণ করুক। এ অগ্নি আদিত্যরূপে দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ, দাহাদির দ্বারা পৃথিবীর পালক ও জঠরাগ্নিরূপে স্থাবর-জঙ্গমের আনন্দপ্রদ। হে অগ্নি, মরুদ্গণের নিযুতনামক অশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে

তুমি যজ্ঞ ও জলের প্রাপক হও ও দ্যুলোকে যজ্ঞ স্থাপন কর। হে অগ্নি, তোমার জিহ্বা হবির বাহক হোক। হে মরুদ্গণ, যেহেতু আমরা সুখ ইচ্ছা করে দ্যুলোক হতে তোমাদের আহ্বান করছি, অতএব তোমরা আহূত হয়ে আমাদের কাছে এস। হে মরুদ্গণ, ভক্তদের দেবার জন্য তোমার যে সুখকর বস্তু আছে, হবি-দানকারী যজমানের জন্য যে অধিক সুখ তোমরা দিয়ে থাক, সে সকল আমাদের দাও। অভিমত ফলের বর্ষণকারী তোমরা আমাদের ধন ও শোভন পুত্র দাও। অদিতি শত্রুদের নিকট থেকে আমাদের রক্ষা করুক, আমাদের সুখ দিক ও পাপ হতে আমাদের নিবৃত্ত করুক। রক্ষার জন্য সে অদিতিদেবীর আমরা আহ্বান করছি, যিনি পূজনীয়া, শোভনকর্মকারী জনগণের মায়ের মত হিতকারিণী, সত্যের পালয়িত্রী, বহু ধনযুক্তা, অজরা, বহুপ্রকার গতিশীলা, সুখযুক্তা ও সুখপ্রাপিকা। মঙ্গলের জন্য সে অদিতির আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি সুরক্ষিকা, বিস্তীর্ণা, দ্যোতমানা, চিরস্থায়িনী, দৈবী নৌকা-সদৃশ, শত্রুদের কাছ থেকে পালয়িত্রী, পাপরহিত ও অচ্ছিদ্রা। নৌকা-সদৃশ এ ভূমিকে আমরা লাভ করেছি, যাতে শতসংখ্যক অরিত্র, বহু তরণদণ্ড, যা ছিদ্ররহিত, ও পার করতে (অভীষ্ট ফল প্রদান করতে) সমর্থ। ১১।১৯ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠক

সং ত্বা সিঞ্চামি যজুষা প্রজামায়ুর্ধনং চ। বৃহস্পতিপ্রসূতো যজমান ইহ মা রিষৎ। আজ্যমসি সত্যমসি সত্যস্যাধ্যক্ষমসি হবিরসি বৈশ্বানরং বৈশ্বদেবমুৎপূতশুষ্মং সত্যৌজাঃ সহোঽসি সহমানমসি সহস্বারাতীঃ সহস্বারাতীয়তঃ সহস্ব পৃতনাঃ সহস্ব পৃতন্যতঃ। সহস্রবীর্যমসি তন্মা জিন্বাঽজ্যস্যাঽজ্যমসি সত্যস্য সত্যমসি সত্যায়ুঃ অসি সত্যশুষ্মমসি সত্যেন ত্বাঽভি ঘারয়ামি তস্য তে ভক্ষীয়। পঞ্চানাং ত্বা বাতানাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি পঞ্চানাং ত্বর্তূনাং যন্ত্রায় গৃহ্ণামি পঞ্চানাং ত্বা দিশাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি পঞ্চানাং ত্বা পঞ্চজনানাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি চরোস্ত্বা পঞ্চবিলস্য যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি ব্রহ্মণস্ত্বা তেজসে যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি ক্ষত্রস্য ত্বৌজসে যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি বিশে ত্বা যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি সুবীর্যায় ত্বা গৃহ্ণামি সুপ্রজাস্ত্বায় ত্বা গৃহ্ণামি রায়স্পোষায় ত্বা গৃহ্ণামি ব্রহ্মবর্চসায় ত্বা গৃহ্ণামি ভূরস্মাকং হবির্দেবানামাশিষো যজমানস্য দেবানাং ত্বা দেবতাভ্যো গৃহ্ণামি কামায় ত্বা গৃহ্ণামি ॥ ১।

অনুবাদ ঃ হে আজ্য, বৃহস্পতির অনুজ্ঞায় প্রজা, আয়ু ও ধনের সাথে তোমাকে এ যজু-মন্ত্রে পাত্রে সেচন করছি। এ কাজে যজমান অপরাধে যেন লিপ্ত না হয়। হে আজ্য, তুমি প্রাপক, তুমি সত্য, কর্মফলের সাধক, সজ্জনের কর্মের অধ্যক্ষ। তুমি মুখ্য হবি, তুমি সকল জন ও দেবগণের সম্বন্ধীয় ও উদ্দীপ্ত বলস্বরূপ। তোমার বল সত্য, শত্রুদের অভিভবে সমর্থ, নিরন্তর তাদের পরাভব করে থাক, এরূপ তুমি আমাদের শত্রুদের পরাভব কর যারা মনে মনেও শত্রুতা করতে চায়, তাদের পরাভব কর, শত্রুর সেনা অভিভূত কর। সেনা সংগ্রহ করতে চায় এমন শত্রুদেরও বিনাশ কর। তুমি বহুপ্রকার শক্তিযুক্ত, তোমাকে আমরা যাগের দ্বারা তুষ্ট করছি। তুমি লৌকিক ঘৃত অপেক্ষাও পবিত্র ও ফলকারক বলে মুখ্য আজ্য, তুমি সত্যেরও সত্যস্বরূপ, তুমি সত্যায়ু, সত্যবল, তোমাকে আমরা সত্যরূপ চক্ষুর দ্বারা দেখছি, এরূপ তোমার আমরা সেবা করি। শরীরমধ্যে প্রাণ অপানাদি পঞ্চ বায়ুর নিজ নিজ কার্যে স্থির থাকবার জন্য ও জগতের ধারণের

জন্য হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করছি। পঞ্চ ঋতুর (হেমন্ত ও শিশিরের শীতত্ব-নিবন্ধন) নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। পঞ্চ দিকের (পূর্বাদি চার ও ঊর্ধ্ব) নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। দেব, মনুষ্য, অসুর রক্ষ ও গন্ধর্ব এ পঞ্চ জনের নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। পঞ্চ দিক রূপ পঞ্চ বিলের সাথে আকাশের (অথবা পঞ্চ বিলের সাথে চন্দ্রের) নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ব্রাহ্মণ জাতির ব্রহ্মতেজের নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ সামর্থ নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। বৈশ্য জাতির কৃষি বাণিজ্যাদি কর্মের নিয়মন ও ধারণের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। সকলের নিজ নিজ কার্যে সামর্থ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। শোভন পুত্রের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ধন-পুষ্টির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ব্রহ্মতেজের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। হে আজ্য তুমি আমাদের সম্বন্ধীয় হও, আমাদের ত্যাগ করো না, আমাদের মঙ্গলের জন্য হও। দেবতাদের জন্য হবিরূপ হও। যজমানের আশীষ-রূপ হও। দেবগণের তৃপ্তিদায়ক তোমাকে তাদের জন্য গ্রহণ করছি। হে আজ্য, হবি ভক্ষণকারী দেবগণ তোমাকে যেভাবে কামনা করে, সেরূপ কামনার জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ১৩ ॥

মন্ত্র : ধ্রুবোঽসি ধ্রুবোঽহং সজাতেষু ভূয়াসং ধীরশ্চেত্তা বসুবিদুগ্রোঽ-স্যুগ্রোঽহং সজাতেষু ভূয়াসমুগ্রশ্চেত্তা বসুবিদভিভূরস্যভিভূরহং সজাতেষু ভূয়া-সমভিভূশ্চেত্তা বসুবিৎ। যুনজ্মি ত্বা ব্রহ্মণা দৈব্যেন হব্যায়াস্মৈ বোঢ়বে জাতবেদঃ। ইন্ধানাস্ত্বা সুপ্রজসঃ সুবীরা জ্যোগ্‌জীবেম বলিহৃতো বয়ং তে। যন্মে অগ্নে অস্য যজ্ঞস্য রিষ্যাৎ যদ্বা স্কন্দাদাজ্যস্যোত বিষ্ণো। তেন হন্মি সপত্নং দুর্মরায়ু-মৈনং দধামি নির্ঋত্যা উপস্থে। ভূর্ভুবঃ সুবঃ। উচ্ছুষ্মো অগ্নে যজমানায়ৈধি নিশুষ্মো অভিদাসতে। অগ্নে দেবেদ্ধ মন্বিদ্ধ মন্দ্রজিহ্ব। অমর্ত্যস্য তে হোত-মূর্ধন্না জিঘর্মি রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায়। মনোঽসি প্রাজাপত্যং মনসা মা ভূতেনাঽবিশ। বাগস্যৈন্দ্রী সপত্নক্ষয়ণী বাচা মেন্দ্রিয়েণাঽবিশ। বসন্ত-মৃতূনাং প্রীণামি স মা প্রীতঃ প্রীণাতু গ্রীষ্মমৃতূনাং প্রীণামি স মা প্রীতঃ প্রীণাতু বর্ষা ঋতূনাং প্রীণামি তা মা প্রীতাঃ প্রীণন্তু শরদমৃতূনাম্ প্রীণামি সা মা প্রীতা প্রীণাতু হেমন্তশিশিরাবৃতূনাং প্রীণামি তৌ মা প্রীতৌ প্রীণীতাম্। অগ্নী-ষোময়োরহং দেবযজ্যয়া চক্ষুষ্মান্ ভূয়াসম্। অগ্নেরহং দেবযজ্যয়াঽন্নাদো ভূয়াসম্। দব্ধিরস্যদব্ধো ভূয়াসমমুং দভেয়ম্। অগ্নীষোময়োরহং দেবযজ্যয়া বৃত্রহা ভূয়াসম্। ইন্দ্রাগ্নিয়োরহং দেবযজ্যয়েন্দ্রিয়াব্যন্নাদো ভূয়াসম্। ইন্দ্রস্যাহং দেবযজ্যয়েন্দ্রিয়াবী ভূয়াসম্। মহেন্দ্রস্যাহং দেবযজ্যয়া জেমানং মহিমানং গমেয়ম্। অগ্নেঃ স্বিষ্টকৃতোঽহং দেবযজ্যয়াঽয়ুষ্মানাযজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়ম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ : হে মধ্যম পরিধি, তুমি স্থির হও, তোমার অনুমন্ত্রণের দ্বারা আমিও জ্ঞাতিদের মধ্যে স্থির, ধৈর্যবান, জ্ঞাতা ও ধনপ্রাপক হবো। হে দক্ষিণ পরিধি, তুমি উগ্র, তোমার মন্ত্রের দ্বারা আমিও উগ্র হবো, জ্ঞাতিগণ যাতে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে না পারে ও শত্রুরা যাতে পরাভব করতে না পারে। আমি উগ্রচিত্ত ও ধনপ্রাপক হবো। হে উত্তর পরিধি, তুমি রাক্ষসদের পরাভবকারী, তোমার মন্ত্রের দ্বারা আমি জ্ঞাতি ও শত্রুদের পরাভবকারী হবো, পরাভবকারক চিত্ত ও ধনের প্রাপক হবো। হে জাতবেদা অগ্নি, হবির বহনের জন্য দেবযোগ্য মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে যুক্ত করছি। হে জাতবেদা অগ্নি, তোমাকে প্রোজ্জ্বলিত করে আমরা শোভন পুত্র ও ভৃত্যের সাথে চিরকাল জীবিত থাকব। তোমার

পূজা করছি। হে অগ্নি, আমার যজ্ঞের বর্হি প্রভৃতি যে রাক্ষসদের দ্বারা নষ্ট হয়েছে, অথবা আজ্যের সামান্য বিন্দু, যা স্কন্দ থেকে নীচে পড়ে গেছে, হে ব্যাপক, তা দিয়ে আমি শত্রুকে বিনাশ করছি। যে শত্রুকে মারা যায় না, তাকে নিঋতি রূপ পাপ দৈবতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করছি। ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোকের উদ্দেশে ব্যাহৃতি হোম করছি। হে অগ্নি, যজমানের কার্যে অধিক বল দাও, শত্রুদের বলহীন কর। হে অগ্নি, দেবতা ও মানুষ তোমাকে দীপ্ত করে, তোমার জিহ্বা হর্ষের কারণ। হে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি, মরণরহিত তোমার মস্তকে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করছি, যজমানের ধনপুষ্টি, শোভন পুত্র ও সুবীর্যের জন্য। হে স্রোবাধার, তুমি মনস্বরূপ, প্রজাপতিসৃষ্ট যজ্ঞের দ্বারা মনের সাথে আমাতে প্রবেশ কর। হে স্রুচ্যাধার, তুমি বাক্‌রূপ, ইন্দ্রসম্বন্ধী। সেরূপ বাক্য ও ইন্দ্র চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাথে আমাতে প্রবেশ কর। ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুর তুষ্টি বিধান করছি, সে তুষ্ট হয়ে আমার সন্তোষ বিধান করুক। এরূপ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, ও শিশির ঋতুর তুষ্টি সাধন করছি, তারা তুষ্ট হয়ে আমার প্রীতি-বিধান করুক। অগ্নি ও সোমের দেবযাগ করে আমি চক্ষুষ্মান হবো। অগ্নির দেবযাগ করে আমি অন্নের ভক্ষক হবো। তুমি অসুরদের দমনকর্তা, আমি শত্রুর দ্বারা হিংসিত হবো না, অমুককে বিনাশ করব। অগ্নি ও সোমের দেবযাগ করে আমি শত্রুর বিনাশক হবো। ইন্দ্র ও অগ্নির দেবযাগ করে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য লাভ করবো ও অন্নের ভক্ষক হবো। ইন্দ্রের দেবযাগ করে তার প্রসাদে আমি ইন্দ্রিয়যুক্ত হবো। মহেন্দ্রের দেবযাগ করে আমি জয় ও মহিমা লাভ করব। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির দেবযাগ করে আমি আয়ুষ্মান হবো ও যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। ২।২৬ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নির্মা দুরিষ্টাৎ পাতু সবিতাঽঘশংসাৎ। যো মেঽন্তি দূরেঽরাতীয়তি তমেতেন জেষম্। সুরূপবর্ষবর্ণ এহীমান্ ভদ্রান্দুর্য্যাং অভ্যেহি মামনুব্রতা নু শীর্ষাণি মৃড়্‌ঢ়্বমিড় এহ্যদিত এহি সরস্বত্যেহি রন্তিরসি রমতিরসি সূনর্য্যসি জুষ্টে জুষ্টিং তেঽশীয়োপহূত উপহবম্ তেঽশীয় সা মে সত্যাঽশীরস্য যজ্ঞস্য ভূয়া-দরেড়তা মনসা তচ্ছকেয়ং যজ্ঞো দিবং রোহতু যজ্ঞো দিবং গচ্ছতু যো দেবযানঃ পন্থাস্তেন যজ্ঞো দেবান্ অপ্যেত্বস্মাস্বিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মানরায় উত রাঃ সচন্তা-মস্মাসু সন্ত্বাশিষঃ সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্ত্তির্মঘোনী। জুষ্টিরসি জুষস্ব নো জুষ্টা নোঽসি জুষ্টিং তে গমেয়ম্। মনো জ্যোতির্জুষতামাজ্যং বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বৃহস্পতিস্তনুতামিমং নো বিশ্বে দেবা ইহ মাদয়ন্তাম্। ব্রধ্ন পিন্বস্ব দদতো মে মা ক্ষায়ি কুর্বতো মে মোপ দসৎ। প্রজাপতের্ভাগোঽ-স্যূর্জস্বান্ পয়স্বান্ প্রাণাপানৌ মে পাহি সমান-ব্যানৌ মে পাহ্যুদান-ব্যানৌ মে পাহ্যক্ষিতোঽস্যক্ষিত্যৈ ত্বা মা মে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিল্লোকে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ দুষ্ট যাগ থেকে অগ্নি আমাকে রক্ষা করুক। পাপবুদ্ধি থেকে সবিতা আমাকে রক্ষা করুক। যে রিপু আমার নিকটে ও দূরে থেকে শত্রুতা করতে চায়, তাকে এ ভাগের দ্বারা জয় করব। হে ইড়া নামক গো দেবতা, তোমার রূপ, বর্ষ ও বর্ণ শোভন, তুমি আমার কল্যাণরূপ যজ্ঞগৃহে এস, আমার অনুকূল হয়ে আমার সামনে এস এবং আমাদের নির্দোষ কর। হে ইড়া, অদিতি, সরস্বতি—তোমরা এসে আমার দোষ ক্ষালন করে দাও। তুমি ইহলোক ও পরলোকের সুখের কারণ, রমণীয় তুমি মানুষের সুখপ্রদ ও তাদের প্রেরক। সকলের সেবিত তুমি, তোমার প্রীতি যেন লাভ করি। হে অনুজ্ঞাকারী, তোমার অনুজ্ঞা যেন লাভ করতে পারি। এ যজ্ঞের ফল সত্য হোক। সাদরে তোমার

প্রসাদে সে ফল সাধনে সমর্থ হবো। আমাদের এ যজ্ঞ স্বর্গবাসিদের তৃপ্তির জন্য হোক। এ যজ্ঞ আমাদের স্বর্গে প্রেরণ করুক। দেবতার কাছে যাবার যে পথ, সে দেবযান পথে গিয়ে এযজ্ঞ দেবতাদের লাভ করুক। তোমার প্রসাদে ইন্দ্র আমাদের ইন্দ্রিয় সামর্থ্য দিক, আমাদের ধন দিক পরবর্তী কালে যাতে যজ্ঞ করতে পারি। আমাদের অভিপ্রেত ফল হোক, তা যেন আমাদের তৃপ্তিদায়ক ও দুঃখনাশক হয়। হে ইড়া, তুমি প্রীতিরূপ আমাদের প্রীতি সম্পাদন কর, তুমি আমাদের দ্বারা সেবিত হয়েছ তোমার প্রীতি যেন আমরা লাভ করতে পারি। মাননীয় এ অগ্নি আমাদের দত্ত ঘৃতাদি গ্রহণ করুন, এ বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ সংযুক্ত করুক, বৃহস্পতি এ যজ্ঞের বিস্তার করুক, সকল দেবতারা এ যজ্ঞে তৃপ্ত হোক। হে যজ্ঞ, তোমাতে যেন আমাদের মন সর্বদা বদ্ধ থাকে, আমাদের ও ঋত্বিকদের তৃপ্ত কর, ধন দানকারী আমার ধন যেন শেষ না হয়, যাগ করবার সামর্থ যেন না চলে যায়, পুনরায় তুমি তার বর্ধন কর। তুমি প্রজাপতির ভাগ, তা বলযুক্ত ও ক্ষীরের মত মিষ্ট। সে তুমি আমার প্রাণ ও অপান বায়ু রক্ষা কর, সমান ও ব্যান বায়ু রক্ষা কর। অক্ষয় তুমি, ইহলোক ও পরলোকের অক্ষয়ের জন্য তোমাকে দিচ্ছি। পরলোকে আমার ভোগের জন্য যেন ক্ষয় না হও, ইহলোকে আমি যেন তোমাকে যথেচ্ছ অনুভব করতে পারি। ৩।৭ ॥

মন্ত্র ঃ বর্হির্ষোঽহং দেবযজ্যয়া প্রজাবান্ ভূয়াসং নরাশংসস্যাহম্ দেবযজ্যয়া পশুমান্ ভূয়াসমগ্নেঃ স্বিষ্টকৃতোঽহং দেবযজ্যয়াঽয়ুষ্মান্যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়ম্। অগ্নেরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষং সোমস্যাহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমগ্নেরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমগ্নীষোময়োরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমিন্দ্রাগ্নিয়োরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমিন্দ্রস্যাহম্ উজ্জিতিমনূজ্জেষং মহেন্দ্রস্যাহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমগ্নেঃ স্বিষ্টকৃতোঽহমুজ্জিতিমনূজ্জেষম্। বাজস্য মা প্রসবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নান্ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরান্ অকঃ। উদ্গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ব্যস্যতাম্। এমা অগন্মাশিষো দোহকামা ইন্দ্রবন্তঃ বনামহে ধুক্ষীমহি প্রজামিষম্। রোহিতেন ত্বাঽগ্নির্দেবতাং গময়তু হরিভ্যাং ত্বেন্দ্রো দেবতাং গময়ত্বেতশেন ত্বা সূর্য্যো দেবতাং গময়তু। বি তে মুঞ্চামি রশনা বি রশ্মীন্ বি যোক্ত্রা যানি পরিচর্তনানি ধত্তাদস্মাসু দ্রবিণং যচ্চ ভদ্রং প্র ণো ব্রূতাদ্ভাগধান্দেবতাসু। বিষ্ণোঃ শংয়োরহং দেবযজ্যয়া যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়ম্। সোমস্যাহং দেবযজ্যয়া সুরেতা রেতো ধিষীয় ত্বষ্টুরহম্ দেবযজ্যয়া পশুনাং রূপং পুষেয়ং দেবানাং পত্নীরগ্নির্গৃহপতির্যজ্ঞস্য মিথুনং তয়োরহং দেবযজ্যয়া মিথুনেন প্র ভূয়াসম্। বেদোঽসি বিত্তিরসি বিদেয় কর্মাসি করুণমসি ক্রিয়াসং সনিরসি সনিতাঽসি সনেয়ং ঘৃতবন্তং কুলায়িনং রায়স্পোষং সহস্রিণং বেদো দদাতু বাজিনম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ বর্হিদেবতার দেবযাগের দ্বারা বহু অপত্য লাভ করব, নরাশংস দেবতার দেবযাগের দ্বারা বহু পশু লাভ করব। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিদেবের দেবযাগের দ্বারা দীর্ঘায়ু ও যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। পূর্বে অগ্নি হবির দ্বারা পুষ্ট হয়ে অসুরদের পরাভব করে উৎকৃষ্ট জয় লাভ করেছিল, আমিও এ অগ্নিযাগের দ্বারা শত্রুদের জয় করে সেরূপ ঐশ্বর্য লাভ করব। সোম যেরূপ জয় করেছিল, সেরূপ সোমযাগের দ্বারা আমিও উর্ধ্বলোক বিষয়ক জয় লাভ করব। অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি উৎকৃষ্ট জয় লাভ করব। অগ্নি ও সোমের দেবযাগের দ্বারা আমিও তাদের মত জয় করব। ইন্দ্রের দেবযাগের দ্বারা তার মত জয় করব। মহেন্দ্রের দেবযাগের দ্বারা তার মত জয়

ও ধনলাভ করব। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির দেবযাগের দ্বারা তার মত জয়লাভ করব। ইন্দ্র অন্নের প্রসূতি-নিমিত্ত স্রুচের উর্ধ্বগ্রহণের দ্বারা আমার উৎকর্ষ দিয়েছে, স্রুচের ন্যকারের দ্বারা আমার শত্রুদের ন্যক্কৃত করেছে। দেবগণ স্রুচের উর্ধ্বগ্রহণ ও নিম্ন-গ্রহণ কর্মদ্বয়ের বর্ধন করেছে। ইন্দ্র ও অগ্নি আমার পলায়মান শত্রুদের বিনাশ করুক। এ আশীষ আমাদের প্রতি আসুক। আয়ুরাদি কামনা করে তার ফলপ্রদ ইন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে তার ভজনা করব। তা হলে কামধেনু তুল্য ইন্দ্রের কাছ থেকে পুত্র পৌত্রাদি, অন্ন, আয়ু প্রভৃতি দোহন করব। অগ্নি তার রোহিত নামক অশ্বের দ্বারা তোমাকে দেবতাদের নিকট নিয়ে যাক, ইন্দ্র তার হরি নামক অশ্বদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাক, সূর্য তার এতশ নামক অশ্বের দ্বারা তোমাকে দেবগণের সমীপে নিয়ে যাক। হে অগ্নি, পরিধি মুক্ত করে তোমার সকল যন্ত্রণা দূর করছি। অশ্ব যেমন পেটের রজ্জু, লাগাম প্রভৃতির দ্বারা বন্ধ হয়ে কাজ করে এবং কাজের শেষে সেগুলি খুলে দিলে তারা সুখে বিচরণ করে। সেরূপ এখানে অশ্ব রূপে অগ্নির স্তুতি করা হচ্ছে। তোমার দেহব্যাপক রজ্জু বিমুক্ত করছি, তোমার লাগাম খুলে দিচ্ছি, দেহের অপর স্থানে যে রজ্জু প্রভৃতি আছে, তাও খুলে দিচ্ছি। তুমি মুক্ত হয়ে ধন ও অন্যান্য কল্যাণকর অভীষ্ট আমাদের স্থাপন কর। দেবতাদের কাছে হবিপ্রদানকারী আমাদের কথা বল। বহুকার্যে যুক্ত বৃহস্পতির পুত্র শংযুর দেবযাগের দ্বারা যজ্ঞে ফল লাভ করব। সোমদেবতার দেবযাগের দ্বারা অমোঘ বীর্য ধারণ করব, ত্বষ্টার দেবযাগের দ্বারা পশুদের পোষণ করব, দেবপত্নীগণ ও গৃহপতি অগ্নি যজ্ঞের মিথুনসদৃশ, তাদের দেবযাগের দ্বারা পুত্র কন্যা লাভ করব। হে দর্ভময়, তুমি বেদ নামক, দ্রব্যলাভের সাধন তুমি, তোমার প্রসাদে আমি ধন লাভ করব। তুমি কর্মনামক, তোমার দ্বারা আমি বেদি সংমার্জনাদি কর্ম লাভ করব। তুমি সনিনামক, ধনের দাতা তুমি, তোমার প্রাসাদে আমি ধনের দাতা হবো। হে বেদ, তুমি আমাকে ঘৃতাদি ভোজনের সাধন সমৃদ্ধ, নিবাসের হেতু গৃহাদি, সহস্র ভোজ্য অন্নসমৃদ্ধ ধনের পুষ্টি দাও। ৪।২৩ ॥

মন্ত্র ঃ আ প্যায়তাং ধ্রুবা ঘৃতেন যজ্ঞং যজ্ঞং প্রতি দেবয়দ্ভ্যঃ। সূর্য্যায়া ঊধোঽদিত্যা উপস্থ উরুধারা পৃথিবী যজ্ঞে অস্মিন্। প্রজাপতের্বিভান্নাম লোক-স্তস্মিংস্ত্বা দধামি সহ যজমানেন। সদসি সন্মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ অক্ষিতমসি মা মে ক্ষেষ্ঠাঃ। প্রাচ্যাং দিশি দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাং দক্ষিণায়াং দিশি মাসাঃ পিতরো মার্জ্জয়ন্তাং প্রতীচ্যাং দিশি গৃহাঃ পশবো মার্জ্জয়ন্তামুদীচ্যাং দিশ্যাপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তামূর্ধ্বায়াং দিশি যজ্ঞঃ সংবৎসরো যজ্ঞপতির্ম্মার্জ্জয়ন্তাম্। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহা গায়ত্রেণ ছন্দসা পৃথিবীমনু বি ক্রমে নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্য-ভিশস্তিহা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽন্তরিক্ষমনু বি ক্রমে নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মঃ বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যরাতীয়তো হন্তা জাগতেন ছন্দসা দিবমনু বি ক্রমে নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি শত্রূয়তো হন্তাঽনুষ্টুভেন ছন্দসা দিশোঽনু বি ক্রমে নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ প্রতি যজ্ঞে প্রতি আহুতিতে দেবতাদের যাগ করতে চায় যে ঋত্বিক-গণ, তাদের ধ্রুবা পর্যাপ্ত ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ হোক। গাভীর উধ (বাট) যেমন দুগ্ধ পূর্ণ থাকে, সেরূপ এ ধ্রুবা ঘৃত পূর্ণ হোক। বেদিরূপ পৃথিবীর ক্রোড়ে বর্তমান এ ধ্রুবার মহান ধারা বারবার ঘৃতাদির দ্বারা সিক্ত হয়, অতএব পৃথিবী বিস্তীর্ণ হয়ে সকল যজ্ঞ পূর্ণ করুক। প্রজাপতির বিভান নামক এ ভূলোকে

যজমান আমার সাথে তোমাকে স্থাপন করছি। হে পূর্ণপাত্র, তুমি শোভন স্বরূপ, ফলপ্রদানের দ্বারা আমার শোভন হও, তুমি সকল দিক ব্যেপে আছ, আমার সকল কাজ করবার যোগ্য হও, তুমি পূর্ণরূপ, আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হোক, তুমি অক্ষয়. আমার কার্য যেন ক্ষয় না হয়। পূর্বদিকে অবস্থিত দেবগণ ও ঋত্বিকগণ আমার শোধন করুক, দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মাসাভিমানী দেবগণ ও পিতৃগণ আমার শোধন করুক, পশ্চিম দিকে অবস্থিত গৃহের অভিমানী দেবগণ ও পশুগণ আমার শোধন করুক, উত্তর দিকে অবস্থিত জল, ওষধি ও বনস্পতির অভিমানী দেবগণ আমার শোধন করুক। ঊর্ধ্ব দিকে অবস্থিত সংবৎসরাভিমানী দেবগণ আমার শোধন করুক। ত্রিবিক্রমরূপ ভগবান বিষ্ণুর সকল লোক আক্রমণ রূপ পাদবিক্ষেপ সকল অরিষ্ট-নাশক, আমার এ পাদবিক্ষেপ ও সেরূপ সকল প্রতিবন্ধক দূর করবে। পূর্বে দেবগণ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে পৃথিব্যাদি জয় করেছিল, সেরূপ আমিও গায়ত্রী ছন্দে পৃথিবী জয় করব। যে পাপকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে এ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হোক। বিষ্ণু যেমন তার পাদবিক্ষেপে অন্তরিক্ষ লোক আক্রমণ করেছিল, সেরূপ আমার এ পাদবিক্ষেপ ত্রিষ্টুপ ছন্দে অন্তরিক্ষলোক অতিক্রম করবে, আমরা যে অপবাদকারিদের বিদ্বেষ করি, তারা বিনষ্ট হোক। বিষ্ণুর পাদবিক্ষেপ যেমন দ্যুলোক আক্রমণ করেছিল, সেরূপ আমার এ পাদবিক্ষেপ জগতী ছন্দে দ্যুলোক আক্রমণ করবে, আমরা দানে বাধাদানকারী যে বিরোধিদের বিদ্বেষ করি, তারা বিনষ্ট হোক। তুমি বিষ্ণুর ক্রম-স্বরূপ শত্রুদের বিনাশক, আমার এ পাদবিক্ষেপ অনুষ্টুপ ছন্দে সকল দিক আক্রমণ করবে, আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তার বিনষ্ট হোক। ৫।১২ ॥

মন্ত্র : অগন্ম সুবঃ সুবরগন্ম সংদৃশস্তে মা ছিৎসি যত্তে তপস্তস্মৈ তে মাহবৃক্ষি। সুভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মীনামায়ুর্ধা অস্যায়ুর্মে ধেহি বর্চোধা অসি বর্চো ময়ি ধেহি। ইদমহমমুং ভ্রাতৃব্যমাভ্যো দিগ্‌ভ্যোঽস্যৈ দিবোঽস্মাদন্তরিক্ষাদস্যৈ পৃথিব্যা অস্মাদন্নাদ্যান্নির্ভজামি নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মঃ। সং জ্যোতিষাঽভূবম্। ঐন্দ্রীমাবৃতমন্বাবর্তে। সমহং প্রজয়া সং ময়া প্রজা সমহং রায়স্পোষেণ সং ময়া রায়স্পোষঃ। সমিদ্ধো অগ্নে মে দীদিহি সমেদ্ধা তে অগ্নে দীদ্যাসম্। বসুমান্ যজ্ঞো বসীয়ান্ ভূয়াসম্। অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্। অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধৎপোষং রয়িং ময়ি। অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিরহং ত্বয়া গৃহপতিনা ভূয়াসং সুগৃহপতিস্ত্বং ময়া ত্বং গৃহপতিনা ভূয়াঃ শতং হিমাস্তামাশিষমা শাসে তন্তবে জ্যোতিষ্মতীং তামাশিষমা শাসেঽমুষ্মৈ জ্যোতিষ্মতীম্। কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা বি মুঞ্চতু। অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মেঽরাধি। যজ্ঞো বভূব স আ বভূব স প্র জজ্ঞে স বাবৃধে। স দেবানামধিপতি র্বভূব সো অস্মান্ অধিপতীন্ করোতু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। গোমান্ অগ্নেঽবিমান্ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ। ইড়াবান্ এষো অসুর প্রজাবান্দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হে আহবনীয়, তোমার প্রসাদে প্রথমে ফলভোগস্থান স্বর্গে যাব, তারপর মোক্ষের পথ আদিত্যলোকে যাব। সেজন্য তোমার দর্শন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই। তোমার জন্য যে তপস্যা আমরা করেছি, তার জন্য তোমার অনুগ্রহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই। হে আদিত্য, তুমি সুন্দররূপে উদয় লাভ করে থাক, রশ্মিযুক্ত চন্দ্রাদির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি আয়ুর ধারক, আমাতে আয়ু স্থাপন কর। তুমি তেজের ধারক, আমাতে ব্রহ্মতেজ

স্থাপন কর। যে শত্রু দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষলোকে ও ভূলোকে পূর্বাদি দিকে আমার বিরোধ আচরণ করে আমার অন্নাদি কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে এ পৃথিব্যাদি লোক থেকে সরিয়ে দেব। যে শত্রুকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে বিনষ্ট হোক। আমি আদিত্যের জ্যোতির সাথে মিলিত হবো। পরম ঐশ্বর্যযুক্ত আদিত্যের আবর্তনের আমি অনুবর্তন করছি। আমি পুত্রাদির সাথে মিলিত হবো, তারাও আমার সাথে মিলিত হোক। আমি ধনপুষ্টির সাথে যুক্ত হবো, ধনপুষ্টিও আমার সাথে যুক্ত হোক। হে অগ্নি, এ সমিধের দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে আমার জন্য দীপ্ত হও। তোমার প্রজ্বালক আমিও তোমার প্রসাদে দীপ্ত হবো। হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে ধন যুক্ত হয়েছে, আমিও তোমার প্রসাদে তা থেকে অধিক ধনযুক্ত হবো। হে অগ্নি, পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত আমাদের আয়ুর শোধন কর, যেন অপমৃত্যু না হয়। আমার বল ও অন্ন সকল দিক থেকে প্রেরণ কর। শত্রুসেনাদের দূরে সরিয়ে দাও। হে অগ্নি, তুমি শোভন কর্মযুক্ত হয়ে আমাদের শোধন কর, আমাতে ব্রহ্মতেজ ও ব্যবহারিক সামর্থ্য, পুষ্টি ও ধন স্থাপন কর। হে গৃহপালক অগ্নি, তোমার অনুগ্রহে আমি শোভন গৃহপতি হবো, তুমিও গৃহপতি আমার দ্বারা পূজিত হয়ে সুষ্ঠু গৃহপতি হও। শত বৎসর অগ্নির যাগ করে অনুৎপন্ন বহু পুত্রাদির জন্য তোমার উৎপত্তি প্রকাশের সামর্থ্য আকাঙ্ক্ষা করি। আর উৎপন্ন পুত্রাদির জন্য তোমার বৃদ্ধি প্রকাশের সামর্থরূপ আশীর্বাদ কামনা করছি। হে যজ্ঞ, পূর্বে যে প্রজাপতি তোমাকে যুক্ত করেছেন, এখন তিনিই তোমাকে মুক্ত করুন। হে ব্রতপালক অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব, তা যেন পূর্ণ করতে সমর্থ হই। আমার সে ব্রত সমৃদ্ধ হোক। এখন আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়েছে। সে যজ্ঞের পুনরাবৃত্তি হোক। সে যজ্ঞ আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে। সে যজ্ঞের বার বার অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের গৃহের বর্ধন হোক। সে যজ্ঞ আমাদের অর্চিত দেবতাদের পালক হোক। সে যজ্ঞ আমাদের অনুষ্ঠানের অধিপতি করুক। আমরা সে যজ্ঞপুরুষের অনুগ্রহে যজ্ঞসাধন ধনের পতি হবো। হে প্রাণবান অগ্নি, আমাদের যজ্ঞ গো, অবি ও অশ্বযুক্ত হোক, ঋত্বিক রূপ মানুষের সাথে যুক্ত দেবগণের সখা হোক, কখনও এ যজ্ঞ যেন অভিভূত না হয়; এ যজ্ঞ অন্নযুক্ত, বহুপুত্রপ্রদ, অবিচ্ছিন্ন, বহুধনযুক্ত, বৈকল্যরহিত ও বিদ্বৎসভার দ্বারা যুক্ত হোক।

মন্ত্র ঃ যথা বৈ সমৃতসোমা এবং বা এতে সমৃতযজ্ঞা যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ কস্য বাহহ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি কস্য বা ন বহূনাং যজমানানাং যো বৈ দেবতাঃ পূর্বঃ পরিগৃহ্ণাতি স এনাঃ শ্বো ভূতে যজতে। এতদ্বৈ দেবানামায়তনং যদাহবনীয়োহ-ন্তরাহগ্নী পশূনাং গার্হপত্যো মনুষ্যাণামন্বাহার্যপচনঃ পিতৃণাম্। অগ্নিং গৃহ্ণাতি স্ব এবাহয়তনে দেবতাঃ পরি গৃহ্ণাতি তাঃ শ্বো ভূতে যজতে। ব্রতেন বৈ মেধ্যোহগ্নির্ব্রতপতির্ব্রাহ্মণো ব্রতভৃদ্। ব্রতমুপৈষ্যন্ ব্রূয়াদগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যা-মীতি। অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিস্তস্মা এব প্রতিপ্রোচ্য ব্রতমা লভতে। বর্হিষা পূর্ণমাসে ব্রতমুপৈতি বৎসৈরমাবাস্যায়ামেতদ্ধ্যেতয়োরায়তনম্। উপস্তীর্যঃ পূর্ব-শ্চাগ্নিরপরশ্চেত্যাহুঃ। মনুষ্যাঃ ইন্নবা উপস্তীর্ণমিচ্ছন্তি কিমু দেবা যেষাং নবাবসানমুপাস্মিঞ্ছ্বো যক্ষ্যমাণে দেবতা বসন্তি য এবং বিদ্বানগ্নিমুপ-স্তৃণাতি। যজমানেন গ্রাম্যাশ্চ পাশবোহবরুধ্যা আরণ্যাশ্চেত্যাহুর্যদগ্রাম্যানুপ বসতি তেন গ্রাম্যানব রুন্ধে যদারণ্যস্যাশ্নাতি তেনাহরণ্যানাদনাশ্বানুপ-বসেৎ পিতৃদেবত্যঃ স্যাৎ। আরণ্যস্যাশ্নাতীন্দ্রিয়ং বা আরণ্যমিন্দ্রিয়মেবাহত্মন্ধত্তে। যদনাশ্বানুপবসেৎ ক্ষোধুকঃ স্যাদ্যশ্নীয়াদ্রুদ্রোহস্য পশূনভি মন্যেত। অপোহশ্নাতি।

তস্মেবাশিতং নেবানাশিতং ন ক্ষোধুকো ভবতি নাস্য রুদ্রঃ পশূনভি মন্যতে। বজ্রো বৈ যজ্ঞঃ ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যো যদনাশ্বানুপবসতি বজ্রেণৈব সাক্ষাৎ-ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং হন্তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : একই কালে বহু যজমান একত্র হয়ে সোম যাগ করে, সেরূপ একই পর্বে বহু যজমান একত্র হয়ে দর্শ ও পূর্ণ মাস যজ্ঞ করে থাকে। উভয় স্থানে দেবতা অগ্নি প্রভৃতি একই। তা হলে দেবগণ কোন যজমানের যজ্ঞে আসবেন, কোথায় আসবেন না এরূপ সংশয় পরিহার করে বলছেন—বহু যজমানের মধ্যে যে যজমান পূর্বে প্রবৃত্ত হয়ে দেবতাদের বরণ করেছেন, তিনিই পরদিন যাগ করবেন। (পরিগ্রহ মন্ত্র পাঠে এ সংকট থাকে না অথবা যোগ সামর্থে দেবগণ বহু শরীর ধারণ করে সকল স্থানেই যেতে পারেন।) আহবনীয় দেবতাদের স্থান, আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পশুদের স্থান, গার্হপত্য মনুষ্যদের স্থান, দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের স্থান। যে স্থানে পূর্বে দেবতা ও অগ্নির গ্রহণ করা হয়, পরদিন সে স্থানে তাদের গ্রহণ করে যাগ করতে হয়। যদি ব্রতচারী যজমান হয়, তবে ব্রতপতি এ অগ্নি যাগযোগ্য হয় এবং ব্রাহ্মণ যজমান ব্রতধারী হয়। ব্রত গ্রহণ করে বলতে হয়—হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করব। অগ্নিই দেবগণের ব্রতপতি, তাকে বলে ব্রত গ্রহণ করতে হয়। বর্হি আনবার পর পূর্ণমাস ব্রত এবং বৎসের ছাড়বার কালে অমবস্যা ব্রতের কাল, এ দুটি সময় উক্ত ব্রতদ্বয়ের উচিত স্থান। পূর্বদিন উভয় অগ্নির সমীপে দর্ভের দ্বারা আস্তরণ করতে হয়। মানুষেরাই চারিদিকে আচ্ছাদিত গৃহ ইচ্ছা করে, দেবতাদের কথা কি, যাদের গৃহ চিরন্তন। এ জেনে বেদবিৎ অগ্নির বিস্তার করবে। যজ্ঞাদি কর্মে ভোজন বিষয়ে বলা হচ্ছে—গ্রাম্য ধান্যের অন্ন ভোজন করবে, কিম্বা অরণ্য ধান্যের অথবা উপবাস করবে। যজমানকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ পশু সম্পাদন করতে হয়। গ্রাম্য ব্রীহি প্রভৃতির ভোজন বর্জন করলে গ্রাম্য পশুর সম্পাদন করা হয়, আরণ্য নীবারাদির অন্ন ভোজন করলে আরণ্য পশুর সম্পাদন করা হয়। যদি উপবাস করে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, তবে পিতৃগণ তুষ্ট হন। আরণ্য ধান্যের ভোজনে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। যদি উপবাসে থাকা হয়, তবে ক্ষুধা বাড়ে এবং রুদ্র পশুদের হত্যা করে। উভয় দোষ পরিহার করবার জন্য বলা হয়েছে—জল পান করবে। জল পানে ভোজন হয়, আবার হয়ও না, কিছুটা ক্ষুধা শান্তি হওয়ায় একেবারে না খাওয়ার মত হয় না। এজন্য উভয় দোষ থাকে না। যজ্ঞ বজ্রসদৃশ, ক্ষুধা মানুষের শত্রু, না খেয়ে উপবাস করলে যজ্ঞরূপ বজ্র তার ক্ষুধারূপ শত্রুকে বিনাশ করে। ৭।১৫ ॥

মন্ত্র : যো বৈ শ্রদ্ধামনারভ্য যজ্ঞেন যজতে নাস্যেষ্টায় শ্রদ্দধতেঽপঃ প্র ণয়তি শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য যজ্ঞেন যজত উভয়েঽস্য দেবমনুষ্যা ইষ্টায় শ্রদ্দধতে। তদাহুরতি বা এতা বর্ত্রং নেদন্ত্যতি বাচং মনো বাবৈতা নাতি নেদন্তীতি মনসা প্র ণয়তীয়ং বৈ মনোঽনয়ৈবৈনাঃ প্র ণয়ত্যস্কন্নহবির্ভবতি য এবং বেদ যজ্ঞায়ুধানি সং ভরতি যজ্ঞো বৈ যজ্ঞায়ুধানি যজ্ঞমেব তৎসং ভরতি। যদেকমেকং সংভরেৎ পিতৃদেবত্যানি স্যুর্যৎ সহ সর্ব্বাণি মানুষাণি। দ্বেদ্বে সং ভরতি যাজ্যানুবাক্যয়োরেব রূপং করোত্যথো মিথুনমেব। যো বৈ দশ যজ্ঞায়ুধানি বেদ মুখতোঽস্য যজ্ঞঃ কল্পতে। স্ফ্যশ্চ কপালানি চাগ্নিহোত্রহবণী চ শূর্পং চ কৃষ্ণাজিনং চ শম্যা চোলূখলং চ মুসলং চ দৃষচ্চোপলা চৈতানি বৈ দশ যজ্ঞায়ুধানি। য এবং বেদ মুখতোঽস্য যজ্ঞঃ কল্পতে। যো বৈ দেবেভ্যঃ প্রতিপ্রোচ্য যজ্ঞেন যজতে জুষন্তেঽস্য দেবা হব্যম্ হবির্নির্রুপ্যমাণমভি মন্ত্রয়েতাগ্নিং হোতারমিহ তং হুব ইতি দেবেভ্য এব

প্রতিপ্রোচ্য যজ্ঞেন যজতে জুষস্তেহস্য দেবা হব্যম্‌ এষ বৈ যজ্ঞস্য গ্রহো গৃহীত্বৈব যজ্ঞেন যজতে। তদুদিত্বা বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যা অথো মনসা বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত মনসৈব তদ্‌যজ্ঞং তনুতে রক্ষসামনন্ববচারায়। যো বৈ যজ্ঞং যোগ আগতে যুনক্তি যুঙ্‌ক্তে যুঞ্জানেষু। কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তিবত্যাহ প্রজাপতির্বৈ কঃ প্রজাপতি-নৈবৈনং যুনক্তি যুঙ্‌ক্তে যুঞ্জানেষু ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ যে যজমান মনে দেবতাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা না রেখে যজ্ঞ আরম্ভ করে, দেবগণ ও ঋত্বিকেরা তার যজ্ঞ বিশ্বাস করে না। প্রত্যক্ষরূপে স্নান আচমন প্রভৃতি দ্বারা দেবপূজাদিতে একাগ্রতা দেখা যায় জন্য জলের দ্বারা শ্রদ্ধা আসে। জলরূপ শ্রদ্ধার দ্বারা যজ্ঞ করলে দেবগণ ও ঋত্বিকেরা সে যজ্ঞে বিশ্বাস করে। বিশিষ্ট দেশ মন্ত্র ক্রমপাঠের সাধনকে প্রণয়ন বলে। জলের যজ্ঞাদিতে প্রণয়ন বিষয়ে কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—এ জল শরীরের বৃত্তিকে ব্যেপে থাকে, বাগিন্দ্রিয়কেও ব্যেপে থাকে। প্রবহমান নদী প্রভৃতি জলের নিবারণ শরীর বা বাক্যের দ্বারা হয় না। মন ইন্দ্রিয়কেও এ জল ব্যেপে থাকে না। মন পৃথিবীর মত ব্যেপে থাকে জন্য মনই পৃথিবী, তার দ্বারা প্রণয়ন করতে হবে। নদী প্রভৃতির জল পৃথিবী অতিক্রম করতে পারে না। অধ্বর্যু যজ্ঞের আয়ুধ-গুলি পূর্ণ করবে। স্ফ্য, কপাল প্রভৃতি যজ্ঞ সাধন করে বলে তাদের আয়ুধ বলা হয়েছে, সাধ্য ও সাধনের অভেদরূপে বর্ণনা করে বলছেন—যজ্ঞই যজ্ঞের আয়ুধ; সে আয়ুধ সম্পাদনের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। আয়ুধের তিন প্রকার প্রয়োগ হয়, এক একটির প্রয়োগ, সকলের সাথে প্রয়োগ এবং দুটি দুটি করে প্রয়োগ। তার মধ্যে যেখানে এক একটির প্রয়োগ করা হয়, তা পিতৃদেবতাদের; সকলের সাথে হলে তা মানুষের। দুটি দুটি করে সম্পন্ন হলে যাজ্যা ও অনুবাক্যের জন্য. দ্বিত্ব সাম্যে এদের মিথুন বলা হয়। যে যজমান যজ্ঞের আরম্ভেই এ দশ প্রকার যজ্ঞের আয়ুধ সংগ্রহ করে, সে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করে। আয়ুধগুলি হচ্ছে—স্ফ্য, কপাল. অগ্নিহোত্রহবনী, শূর্প, কৃষ্ণাজিন, শম্যা, উদূখল, মুসল, দৃষদ্‌, উপল (শিল-পাটা)। যে এ দশটি যজ্ঞের আয়ুধ জানে, সে প্রথমেই এগুলি যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করে। যে যজমান দেবতাদের জানায়ে যাগ করে, দেবতারা প্রীতির সাথে তাদের হব্য গ্রহণ করে। হব্য হবি ঠিক করে নিয়ে নিম্ন মন্ত্র যাগ করবে—"হে দেবগণের আহ্বাতা অগ্নি এ যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করছি। দেবগণ শোভন মনে এ যজ্ঞে আসুক, আমার প্রদত্ত হবি গ্রহণ করুক।" এ মন্ত্র প্রয়োগ যজ্ঞের স্বীকাররূপ, এর দ্বারা দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যাদি অর্পণ করতে হয়। এ মন্ত্র বলে যজমান যজ্ঞের ধৃতির জন্য মৌন অবলম্বন করে। প্রজাপতি মনের দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করেছিলেন, অবিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করবে, তা হলে কোন স্খলনাদি হবে না ও রাক্ষসদের এখানে আগমন হবে না। যে যজমান যজ্ঞের উপযুক্ত সময়ে অপ্রমত্ত হয়ে যাগ করে, সে স্থিরচিত্ত যজমানের যাগ সম্পন্ন হয়। 'কে তোমাকে যুক্ত করছে, সে প্রজাপতি'—ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে—যে প্রজাপতি সকলের যজ্ঞ যুক্ত করে, সে প্রজাপতি আজ আমার এ যজ্ঞ যুক্ত করুক। রথে যেমন অশ্বের যোজনা করা হয়, সেরূপ সে প্রজাপতি আমাকে যজ্ঞের সাথে যুক্ত করুক। ৮।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজতাগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমং চ পৌর্ণমাসীং চোক্‌থ্যং চামাবস্যাং চাতিরাত্রং চ তানুদমিমীত যাবদগ্নিহোত্রমাসীত্তাবানগ্নিষ্টোমো যাবতী পৌর্ণমাসী তাবানুক্‌থ্যো যাবত্যমাবাস্যা তাবানতিরাত্রঃ য এবং বিদ্বানগ্নি-হোত্রং জুহোতি যাবদগ্নিষ্টোমেনোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি য এবং বিদ্বান্‌

পৌর্ণমাসীং যজতে যাবদুক্থ্যেনোপাপ্নোতি তাবদুপাহপ্নোতি য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে যাবদতিরাত্রেণোপাপ্নোতি তাবদুপাহপ্নোতি। পরমেষ্ঠিনো বা এষ যজ্ঞোহগ্র আসীত্তেন স পরমাং কাষ্ঠামগচ্ছত্তেন প্রজাপতিং নিরবাসায়য়ত্তেন প্রজাপতিঃ পরমাং কাষ্ঠামগচ্ছত্তেনেন্দ্রং নিরবাসায়য়ত্তেনেন্দ্রঃ পরমাং কাষ্ঠামগচ্ছত্তেনাগ্নীষোমৌ নিরবাসায়য়ত্তেনাগ্নীষোমৌ পরমাং কাষ্ঠামগচ্ছতাং যঃ এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে পরমামেব কাষ্ঠাং গচ্ছতি। যো বৈ প্রজাতেন যজ্ঞেন যজতে প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরো দ্বাদশ দ্বন্দ্বানি দর্শপূর্ণমাসয়োস্তানি সম্পাদ্যানীত্যাহুর্বৎসং চোপাবসৃজত্যুখাং চাধি শ্রয়ত্যব চ হন্তি দৃষদৌ চ সমাহন্ত্যধি চ বপতে কপালানি চোপ দধাতি পুরোডাশং চাধিশ্রয়ত্যাজ্যং চ স্তম্বযজুশ্চ হরত্যভি চ গৃহ্নাতি বেদিং চ পরিগৃহ্নাতি পত্নীং চ সং নহ্যতি প্রোক্ষণীশ্চাহসাদয়ত্যাজ্যং চৈতানি বৈ দ্বাদশ দ্বন্দ্বানি দর্শপূর্ণমাসয়োস্তানি য এবং সম্পাদ্য যজতে প্রজাতেনৈব যজ্ঞেন যজতে প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : প্রজাপতি যজ্ঞের বিস্তার করেছিলেন—অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, পৌর্ণমাসী, উক্থ্য, অমাবস্যা ও অতিরাত্র। এগুলির মধ্যে অগ্নিহোত্র, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা যাগ অল্প দ্রব্য, মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা করা হয় সে জন্য অল্প ফল এবং অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য ও অতিরাত্র যাগ বহু দ্রব্য, মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা করা হয় সেজন্য অধিক ফল। এ উভয়বিধ যজ্ঞ প্রজাপতি সৃষ্টি করে কনিষ্ঠ পুত্রের ন্যায় অগ্নিহোত্রাদিকে অনুগ্রহ করে উভয়ের সমান ফল দান করলেন। তার অনুগ্রহে অগ্নিহোত্রাদিরও অগ্নিষ্টোমাদির সমান ফল। এ জেনে যে অগ্নিহোত্রের যাগ করে, সে অগ্নিষ্টোমের সমান ফল পায়, যে পৌর্ণমাসীর যাগ করে, সে উক্থ্যের সমান ফল পায়, যে অমাবস্যার যাগ করে, সে অতিরাত্রের ফল লাভ করে। সত্যলোকে স্থিত পরমেষ্ঠী পূর্ব কল্পে যজমান রূপে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করেছিলেন। তা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি পরম কাষ্ঠা পরমেষ্ঠিত্ব লাভ করেন। তিনি এ যজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতিকে করতে বলেন এবং দক্ষ প্রজাপতি তা অনুষ্ঠান করে পরম কাষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ইন্দ্রকে এ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত করেন, তা দ্বারা ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। ইন্দ্র অগ্নি ও সোমকে এ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত করেন, অগ্নি ও সোম এ যজ্ঞ করে পরম কাষ্ঠা লাভ করেন, যিনি এ জেনে দর্শপূর্ণমাস যাগ করেন, তিনি পরম কাষ্ঠা লাভ করেন। যে অতি বিস্তৃত যজ্ঞের দ্বারা যাগ করে, সে প্রজা পশু প্রভৃতির দ্বারা বিস্তৃত হয়। দ্বাদশ মাস যুক্ত সংবৎসরের মত দ্বাদশদ্বন্দ্বযুক্ত দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। বহুজন সাধ্য যজ্ঞের বহু কার্যের নমুনা দেওয়া হচ্ছে— কেউ দুধ দোওয়ার জন্য বাছুর ছেড়ে দিচ্ছে, কেউ দুধ জ্বাল দেবার জন্য উনানে চাপাচ্ছে, কেউ ব্রীহি (গম, যবাদি শস্য) উদুখলে পেষণ করছে, কেউ আহবনীয় অগ্নিতে ঘি চাপাচ্ছে, কেউ পুরোডাশ প্রস্তুত করবার জন্য পাত্র অগ্নিতে স্থাপন করছে, কেউ বেদিতে যজুমন্ত্র পাঠ করছে, কেউ অঞ্জলি দ্বারা চারদিকে তৃণ ছড়াচ্ছে, কেউ বেদি আবৃত্ত করছে, কেউ পত্নীকে নিয়ে আসছে, কেউ প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করছে, কেউ বা অগ্নিতে ঘৃত দিচ্ছে। এগুলি দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের দ্বাদশ দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, এ গুলি সম্পন্ন করে যাগ করে, যে পুত্রাদির সাথে বিস্তৃত যজ্ঞ করে, সে পুত্রাদি ও পশু প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত হয়। ৯৬ ॥

মন্ত্র : ধ্রুবোহসি ধ্রুবোহহং সজাতেষু ভূয়াসমিত্যাহ ধ্রুবানেবৈনান্ কুরুত উগ্রোহস্যুগ্রোহহং সজাতেষু ভূয়াসমিত্যাহাপ্রতিবাদিন এবৈনান্ কুরুতেহভিভূরস্যভি-

ভূরহং সজাতেষু ভূয়াসমিত্যাহ য এবৈনং প্রত্যুৎপিপীতে তমুপাস্যতে। যুনজ্মি ত্বা ব্রহ্মণা দৈব্যেনেত্যাহৈষ বা অগ্নের্যোগস্তেনৈবেনং যুনক্তি। যজ্ঞস্য বৈ সমৃদ্ধেন দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্ যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধেনাসুরান্ পরাভাবয়ন্যন্মে অগ্নে অস্য যজ্ঞস্য ঋধ্যাদিত্যাহ যজ্ঞস্যেব তৎসমৃদ্ধেন যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধেন ভ্রাতৃব্যান্ পরা ভাবয়তি। অগ্নিহোত্রমেতাভিৰ্ব্যাহৃতীভিরূপ সাদয়েৎ যজ্ঞমুখং বা অগ্নিহোত্রম্ ব্রহ্মৈতা ব্যাহৃতয়ো যজ্ঞমুখ এব ব্রহ্ম কুরুতে সম্বৎসরে পর্য্যাগত এতাভি-রেবোপসাদয়েদ্ ব্রহ্মণৈবোভয়তঃ সম্বৎসরং পরি গৃহ্ণাতি দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্ম্মাস্যা-ন্যালভমান এতাভিৰ্ব্যাহৃতীভিৰ্হবীংষ্যা সাদয়েদ্ যজ্ঞমুখং বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্ম্মাস্যানি ব্রহ্মৈতা ব্যাহৃতয়ো যজ্ঞমুখ এব ব্রহ্ম কুরুতে সম্বৎসরে পর্যাগত এতাভিরেবাসাদয়েদ্ব্রহ্মণৈবোভয়তঃ সম্বৎসরং পরি গৃহ্ণাতি। যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না ক্রিয়তে রাষ্ট্রং যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছতি যদৃচা বিশং যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছত্যথ ব্রাহ্মণো-হনাশীর্কেণ যজ্ঞেন যজতে সামিধেনীরনুবক্ষ্যন্নেতা ব্যাহৃতীঃ পুরস্তাদ্দধ্যাদ্ব্রহ্মৈব প্রতিপদং কুরুতে তথা ব্রাহ্মণঃ সাশীর্কেণ যজ্ঞেন যজতে। যং কাময়েত যজমানং ভ্রাতৃব্যমস্য যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছেদিতি তস্যৈতা ব্যাহৃতীঃ পুরোনুবাক্যায়াং দধ্যাদ্-ভ্রাতৃব্যদেবত্যা বৈ পুরোনুবাক্যা ভ্রাতৃব্যমেবাস্য যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছতি। যান্ কাময়েত যজমানান্ৎসমাবতোনান্যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছেদিতি তেষামেতা ব্যাহৃতীঃ পুরোনুবাক্যায়া অর্ধর্চ একাং দধ্যাদ্যাজ্যায়ৈ পুরস্তাদেকাং যাজ্যায়া অর্ধর্চ একাং তথৈনান্ৎ-সমাবতী যজ্ঞস্যাশীর্গচ্ছতি। যথা বৈ পর্জন্যঃ সুবৃষ্টম্ বর্ষত্যেবং যজমানায় বর্ষতি স্থলয়োদকং পরিগৃহ্ন্ত্যাশিষা যজ্ঞং যজমানঃ পরি গৃহ্ণাতি। মনোহসি প্রাজাপত্যম্ মনসা মা ভূতেনাবিশেত্যাহ মনো বৈ প্রাজাপত্যং প্রাজাপত্যো যজ্ঞো মন এব যজ্ঞমাত্মন্ধত্তে বাগসৈন্দ্রী সপত্নক্ষয়ণী বাচা মেন্দ্রিয়েণাবিশেত্যাহৈন্দ্রী বৈ বাগ্বাচমেবৈন্দ্রীমাত্মন্ধত্তে ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে প্রথমে এ প্রপাঠকের দ্বিতীয় অনুবাকের পূর্বভাগের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ 'তুমি ধ্রুব, তোমার প্রসাদে আমিও স্থির হবো' ইত্যাদি মন্ত্রে শুধু নিজের স্থিরত্ব বলা হয় নি, কিন্তু জ্ঞাতিদের অন্যদেরও স্থিরত্ব প্রার্থনা করা হয়েছে। 'তুমি উগ্র, তোমার মন্ত্রণে আমিও উগ্র হবো' ইত্যাদি মন্ত্রে নিজে কঠোর না হলে জ্ঞাতিদের মধ্যে অশিক্ষিত কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়, এ জন্যে নিজের উগ্র হবার প্রার্থনা জানানো হয়েছে। 'তুমি শত্রুদের পরাভবকারী, তোমার মননের দ্বারা আমিও শত্রুদের পরাভব করতে সমর্থ হবো' ইত্যাদি মন্ত্রে জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ প্রতিকূল হয়ে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করলে সে প্রতিকূল আচরণকারীকে যাতে অভিভূত করতে পারি—এ প্রার্থনা জানানো হয়েছে। 'হে জাতবেদা, এ দৈব মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে একার্যে যুক্ত করছি' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির যজ্ঞাদি কর্মে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। যজ্ঞের দুটি অংশ—সমৃদ্ধ ও ব্যৃদ্ধ। যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে সমৃদ্ধ বলে এবং বৈগুণ্য হলে তাকে ব্যৃদ্ধ বলে। 'সমৃদ্ধ যজ্ঞ দেবগণের স্বর্গলাভের কারণ এবং ব্যৃদ্ধ যজ্ঞ অসুরদের পরাভবের কারণ'। এ মন্ত্রে বলা হয়েছে 'হে অগ্নি, যে এ যজ্ঞের হিংসা করে, তাকে আমি পরাভব করব'—ইত্যাদি বলায় শত্রুর পরাভবের কথা বলা হয়েছে। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ'—এ ব্যাহৃতি মন্ত্রে প্রধানত সকল যজ্ঞে অগ্নিহোত্রের মুখ্যত্ব বলা হয়েছে। ব্যাহৃতি হচ্ছে ত্রিলোক ব্যাপী পরব্রহ্মের আরোপিত শরীরের বাচক ব্রহ্মরূপ। যজ্ঞের প্রথমে তার প্রশংসা করবার জন্য ব্রহ্মরূপ ব্যাহৃতি হোম করা হয়। অগ্নিহোত্রের প্রথম দিনের মত সংবৎসর যাগের শেষ দিনেও ব্যাহৃতি হোম করতে হয়। এরূপ অন্য যাগেও

ব্যাহৃতি হোম করার বিধান আছে যেমন দর্শ ও পূর্ণমাস যাগে, চাতুর্মাস্য যাগে ব্রহ্মরূপ ব্যাহৃতিত্রয়ের দ্বারা যজ্ঞ করবে। সংবৎসর শেষেও এ ব্যাহৃতির দ্বারা যাগ করবে। যজ্ঞে সাম মন্ত্রের দ্বারা যা করা হয়, তার ফলে রাষ্ট্র লাভ হয়। ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা যে অঙ্গ সাধন করা হয়, তাতে প্রজা লাভ হয়, তা দিয়ে আয়ু, আরোগ্য প্রভৃতি লাভ হয়। তথাপি ব্রাহ্মণ যজমান যজু-মন্ত্রের দ্বারা নিষ্ফল যাগ করে থাকে। এজন্য যজ্ঞরূপ ব্যাহৃতি হোম করতে হয় এবং তা সামিধেনীর পূর্বে করতে হবে। তার দেবতা ব্রহ্মরূপ বলে ব্যাহৃতিত্রয়ের দ্বারা আরম্ভ করা হয়, তাতে ব্রাহ্মণ ফল লাভ করে। যে যজমানের প্রতি হোতা দ্বেষবশত এরূপ কামনা করবে, সে যজ্ঞের ফল যজমানের শত্রুরা লাভ করে। এজন্য সে যজমানের যাগে পুরোনুবাক্যার পূর্বে ব্যাহৃতি হোম করতে হবে। পুরোনুবাক্যার দেবতা বৈরী, এজন্য এর ফল বৈরিগণ পেয়ে থাকে। বহু যজমানের সাথে অহীনসত্র প্রভৃতির অঙ্গরূপ যাগে হোতা এরূপ কামনা করে—সকল যজমান এ যজ্ঞের ফল সমান পাবে। সে যজমানদের যাগে ব্যাহৃতি এরূপে দেয়া হয়—পুরোনুবাক্যার অর্ধ ঋক বলা হলে প্রথম ব্যাহৃতি, যাজ্যার পর দ্বিতীয় ব্যাহৃতি এবং যাজ্যার অর্ধ ঋক বলা হলে তৃতীয় ব্যাহৃতি। তাহলে সব যজমান সমান ফল পাবে। যেমন মেঘ সকল স্থানে সমানরূপ বৃষ্টি দেয়, সেরূপ উক্ত ব্যাহৃতিযুক্ত যজ্ঞ সকল যজমানের সমান সুফল দিয়ে থাকে। সুবৃষ্টির দ্বারা নদী পূর্ণ হলে নদীকূলের সকল লোক যেমন সমান জল পায়, সেরূপ এরূপ যজ্ঞের যজমানেরা সাধারণভাবে সমান ফল পেয়ে থাকে। 'প্রজাপতির সৃষ্ট মনরূপ তুমি, যজ্ঞে প্রবেশ কর' ইত্যাদি মন্ত্রে মনকে প্রজাপতির প্রথম সৃষ্ট বলে বলা হয়েছে। 'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করেছিলেন'—এ কথায় যজ্ঞ প্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। এ মন্ত্রে মন ও যজ্ঞ নিজেতে স্থাপন করা হয়। ইন্দ্রের দ্বারা ব্যাকৃত বলে বাক্‌কে ঐন্দ্রী বলা হয়। তাও মন্ত্র পাঠের দ্বারা নিজেতে স্থাপন করতে হয়। ১০।৯ ॥

মন্ত্র ঃ যো বৈ সপ্তদশং প্রজাপতিং যজ্ঞমন্বায়ত্তং বেদ প্রতি যজ্ঞেন তিষ্ঠতি ন যজ্ঞাদ্‌ভ্রংশতে। আ শ্রাবয়েতি চতুরক্ষরমস্তু শ্রৌষডিতি চতুরক্ষরং যজেতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরং দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কার এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজাপতির্যজ্ঞমন্বায়ত্তো য এবং বেদ প্রতি যজ্ঞেন তিষ্ঠতি ন যজ্ঞাদ্‌ভ্রংশতে। যো বৈ যজ্ঞস্য প্রায়ণং প্রতিষ্ঠামুদয়নং বেদ প্রতিষ্ঠিতেনারিষ্টেন যজ্ঞেন সংস্থাং গচ্ছতি আ শ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড্‌যজ যে যজামহে বষট্‌কার এতদ্বৈ যজ্ঞস্য প্রায়ণমেষা প্রতিষ্ঠৈতদুদয়নং য এবং বেদ প্রতিষ্ঠিতেনারিষ্টেন যজ্ঞেন সংস্থাং গচ্ছতি। যো বৈ সূনৃতায়ৈ দোহং বেদ দুহ এবৈনাম্‌ যজ্ঞো বৈ সূনৃতাহশ্রাবয়েত্যেবৈনামহ্বদস্তু শ্রৌষডিত্যুপাবাস্রাগ্‌যজেত্যুদনৈষীদ্যে যজামহ ইত্যুপাসদদ্বষট্‌কারেণ দোগ্‌ধ্যেষ বৈ সূনৃতায়ৈ দোহো য এবং বেদ দুহ এবৈনাম্‌ দেবা বৈ সত্রমাসত তেষাং দিশোহদস্যন্ত এতামার্দ্রাং পঙ্‌ক্তিমপশ্যন্না শ্রাবয়েতি পুরোবাতমজনয়ন্নস্তু শ্রৌষডিত্যভ্রং সমপ্লাবয়ন্‌ যজেতি বিদ্যুতম্‌ অজনয়ন্যে যজামহ ইতি প্রাবর্ষয়ন্নভ্যস্তনয়ন্বষট্‌কারেণ ততো বৈ তেভ্যো দিশঃ প্রাপ্যায়ন্ত য এবং বেদ প্রাস্মৈ দিশঃ প্যায়ন্তে। প্রজাপতিং ত্বোবেদ প্রজাপতিস্ত্বং বেদ যং প্রজাপতির্বেদ স পুণ্যো ভবতি। এষ বৈ ছন্দস্যঃ প্রজাপতিরা শ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড্‌যজ যে যজামহে বষট্‌কারো য এবং বেদ পুণ্যো ভবতি। বসন্তমৃতূনাং প্রীণামীত্যাহর্তবো বৈ প্রযাজা ঋতূনেব প্রীণাতি তেঽস্মৈ প্রীতা যথাপূর্বং কল্পন্তে কল্পন্তেঽস্মা ঋতবো য এবং বেদ অগ্নীষোময়োরহম্‌ দেবযজ্যয়া চক্ষুষ্মান্‌ ভূয়াসমিত্যাহাগ্নীষোমাভ্যাং বৈ যজ্ঞশ্চক্ষুষ্মাংস্তাভ্যামেব চক্ষুরাত্মন্ধত্তে অগ্নেরহং দেবযজ্যয়ান্নাদো ভূয়াসমিত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানামন্নাদস্তেনৈবান্নাদ্যমাত্মন্ধত্তে। দব্ধিরস্যদব্ধো

ভূয়াসমমুং দভেয়মিত্যাহৈতয়া বৈ দধ্যা দেবা অসুরানদভ্নুবন্তয়ৈব ভ্রাতৃব্যং দভ্নোত্যগ্নীষোময়োরহং দেবযজ্যয়া বৃত্রহা ভূয়াসমিত্যাহাগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তাভ্যামেব ভ্রাতৃব্যং স্তৃণুতে। ইন্দ্রাগ্নিয়োরহং দেবযজ্যয়েন্দ্রিয়াব্যন্নাদো ভূয়াসমিত্যাহেন্দ্রিয়াব্যেবান্নাদো ভবতীন্দ্রস্যাহং দেবযজ্যয়েন্দ্রিয়াবী ভূয়াসমিত্যাহেন্দ্রিয়াব্যেব ভবতি। মহেন্দ্রস্যাহং দেবযজ্যয়া জেমানং মহিমানং গমেয়মিত্যাহ জেমানমেব মহিমানং গচ্ছতি অগ্নেঃ স্বিষ্টকৃতোঽহং দেবযজ্যয়াঽয়ুষ্মান্ যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়মিত্যাহাঽয়ুরেবাঽঽত্মন্ধত্তে প্রতি যজ্ঞেন তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ [এ একাদশ অনুবাকে আশ্রাবণাদি মন্ত্র প্রধানরূপে বলা হয়েছে।] সপ্তদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র প্রজাপতির সৃষ্ট বলে প্রজাপতি নামে বলা হয়। এ মন্ত্রগুলি সকল যজ্ঞে অনুগত বলে যে যজমান জানে, সে সকল যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোন বৈকল্য হয় না জন্য যজ্ঞ থেকে ভ্রষ্ট হয় না। সে মন্ত্রগুলি হচ্ছে 'আ শ্রাবয়' ইত্যাদি। দেবতাকে তুমি যা দিচ্ছ, তা শ্রবণ করাও—এরূপ অধ্বর্যু বললে আগ্নীধ্র তা স্বীকার করে বলে—হে দেবগণ. তোমরা আমার হবির দান শুন। হে হোতা, তোমরা যাজ্যা মন্ত্র পাঠ কর। আমরা হোতাগণ অধ্বর্যুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করছি। এ মন্ত্রে বষট্কারের দ্বারা হবি দেয়া হয়। যে যজমান যজ্ঞের আরম্ভ, মধ্য ও সমাপ্তি জানে, তার যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈকল্যবর্জিত হয় এবং সে এরূপ যজ্ঞের ফল লাভ করে। 'আ শ্রাবয়'—ইত্যাদি মন্ত্রের প্রথমটি আরম্ভ, তিনটি মন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং শেষ মন্ত্র সমাপ্তি। কামধেনুর মত সুনৃত বাক্যের দোহন যে জানে, সে বাক্-রূপ ধেনুর দোহন করে। প্রিয় ও সত্য কথাকে সুনৃতা বাক্ বলে। লোকে যেমন খাবার দিতে কোনও নামে গাভীকে ডাকে, সেরূপ যজ্ঞে দেবতাদের সুনৃত বাক্যে আহ্বান করা হয়—'হে অদিতি, হে সরস্বতি, তুমি এস' ইত্যাদি। সেরূপ এখানে 'আ শ্রাবয়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের দ্বারা সুনৃত বাক্যে আহ্বান করা বুঝাচ্ছে। যজ্ঞে দেবগণের প্রতি কোন বৈকল্যহেতু অবৃষ্টির জন্য শস্য শুকিয়ে গেলে বৃষ্টির জন্য 'আ শ্রাবয়' এ মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয়। সপ্তদশাক্ষররূপ এ মন্ত্রে যে প্রজাপতিকে জানে, সে যজমানকে প্রজাপতি জেনে অনুগ্রহ করে। যে যজমান অনুগ্রহ লাভ করে, সে অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়। এ অক্ষররূপ প্রজাপতি বেদের সার বলে নিষ্পন্ন হয়েছে। যে বেদের সার এ প্রজাপতিকে জানে সে উৎকৃষ্ট হয়। 'ঋতুর মধ্যে বসন্তের তুষ্টিবিধান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতুদেবতার রূপক কল্পনা করা হয়েছে। বসন্তের অভিমানী দেবতা প্রীত হয়ে যজমানের ফল দিয়ে থাকে। 'অগ্নি ও সোম দেবতার দেবযাগের দ্বারা আমি চক্ষুষ্মান হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্য-ভাগের যজ্ঞের চক্ষুদ্বয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। উক্ত দেবদ্বয়ের দ্বারা যজ্ঞের চক্ষুষ্মত্ব এবং যজমানের তার ফল লাভের কথা বলা হয়েছে। 'অগ্নির দেবযানের দ্বারা আমি অন্নের ভক্ষক হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি দেবগণ হতে বহু অন্ন ভক্ষণকারী, অপর দেবগণ অল্প অন্ন ভক্ষণকারী এ বুঝান হয়েছে। 'তুমি শত্রুনাশক, তোমার দ্বারা আমিও শত্রুকে পরাভব করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতারা অসুরদের পরাভব করেছিল—এ জানানো হয়েছে। 'অগ্নি ও সোমের দেবযাগের দ্বারা আমি বৃত্ররূপ পাপ বিনাশ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে বৃত্র নামক কোন অসুর অগ্নি ও সোম দেবতাকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে রেখেছিল. ইন্দ্র তার মুখ থেকে তাদের বার করে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিল। 'ইন্দ্র ও অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য লাভ করব এবং অন্নের ভক্ষক হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ের দেবতা ও অগ্নি অন্ন ভক্ষক বলে তাদের কাছ থেকে সামর্থ্য ও অন্ন

ভক্ষণের প্রার্থনা করা হয়েছে। 'ইন্দ্রের দেবযাগের দ্বারা আমি ইন্দ্রিয়বান হবো' —এ মন্ত্রে ইন্দ্রের কাছ থেকে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য চাওয়া হয়েছে। 'মহেন্দ্রের দেবযাগের দ্বারা আমি প্রচুর ধন লাভ করব' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রচুর ধন প্রাপ্তির মহিমা বলা হয়েছে। 'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা ও আয়ু লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞের ফললাভ ও দীর্ঘায়ুর প্রার্থনা করা হয়েছে। ১১।৮

মন্ত্র : ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ। ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্ত যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে। অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা তে বিশ্বমনু বৃত্র-হত্যে। অনু ক্ষত্রমনু সহো যজত্রেন্দ্র দেবেভিরনু তে নৃষহ্যে। আ যস্মিন্‌ৎসপ্ত বাসবাস্তিষ্ঠন্তি স্বারুহো যথা। ঋষির্হ দীর্ঘশ্রুত্তম ইন্দ্রস্য ঘর্মো অতিথিঃ। আমাসু পক্কমৈরয় আ সূর্য্যং রোহয়ো দিবি। ঘর্মং ন সামং তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্ব্বণসে গিরঃ। ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণী-রনূষত। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত-বুদ্বংশমিব যেমিরে। অংহোমুচে প্র ভরেমা মনীষামোষিষ্ঠদাব্নে সুমতিং গৃণানাঃ। ইদমিন্দ্র প্রতি হব্যং গৃভায় সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান স্তবৈ পুরা পার্যাদিন্দ্রমহ্নঃ। অংহসো যত্র পীপরদ্‌যথা নো নাবেব যান্ত-মুভয়ে হবন্তে। প্র সম্রাজং প্রথমমধ্বরাণাম্‌ অংহোমুচং বৃষভং যজ্ঞিয়ানাম্‌। অপাং নপাতমশ্বিনা হয়ন্তমস্মিন্নর ইন্দ্রিয়ং ধত্তমোজঃ। বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। অধস্পদম্‌ তমীং কৃধি যো অস্মান্‌ অভি-দাসতি। ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্‌। অপানুদো জনমমিত্রয়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্‌। মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবতঃ আ জগামা পরস্যাঃ। সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্তাঢি বি মৃধো নুদস্ব। বি শত্রূন্বি মৃধো নুদ বি বৃত্রস্য হনূ রুজ। বি মন্যুমিন্দ্র ভামিতোঽমিত্রস্যাভিদাসতঃ। ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্‌। হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ। মা তে অস্যাং সহসাবন্‌পরিষ্টাবঘায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ। ত্রায়স্ব নোঽবৃকেভির্বরূথৈস্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম। অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষন্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূত দ্যুমন্তম্‌। ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ। বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কম-র্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ। অনশ্বাসো যে পবয়োঽরথা ইন্দ্রেষিতা অভ্যবর্ত্তন্ত দস্যূন্‌ ॥ ১২ ॥

(সং ত্বা ধ্রুবোঽস্যগ্নির্ম্মা বর্হির্যোঽহমা প্যায়তামগন্ম যথা বৈ যো বৈ শ্রদ্ধাং প্রজাপতির্যজ্ঞান্‌ধ্রুবোঽসীত্যাহ যো বৈ সপ্তদশমিন্দ্রং বো দ্বাদশ ॥ ১২ ॥ সং ত্বা বর্হির্যোঽহং যথা বা এবং বিশ্বাঞ্‌শ্রৌষট্‌সহসাবন্নেকপঞ্চাশৎ ॥ ৫১ ॥)

অনুবাদ : হে ঋত্বিক্‌ ও যজমান, তোমাদের পুত্র ভৃত্যাদি লাভের জন্য সকল জগতের উৎকৃষ্ট ইন্দ্রের আমরা আহ্বান করছি। সে ইন্দ্র অন্যের চেয়ে আমাদের অধিক অনুগ্রহ করুক। লোকেরা বহ্নিপ্রভৃতি দেবগণের সাথে হবির অর্দ্ধভাগী ইন্দ্রের আহ্বান করে থাকে। যজ্ঞের পার হতে ইচ্ছা করে যজমানেরা অগ্নিষ্টোমাদি করে থাকে। হে ইন্দ্র, তুমি শূর, ধনের দাতা, বলদানকারী, আমাদের গবাদি পশুযুক্ত স্থানে স্থাপন কর। হে শতক্রতু, নিষাদের সাথে

ব্রাহ্মণাদি পঞ্চ বর্ণে তোমার যে সামর্থ্য আছে, হে ইন্দ্র, আমি সেগুলি তোমার অনুগ্রহে লাভ করব। হে পূজনীয় ইন্দ্র, ঋত্বিকেরা সকল যজ্ঞে তোমাকে অধিক হবি দিয়ে থাকে, যেহেতু তুমি প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, বৃত্রের হত্যাকারী, ধনবান, বলবান ও শত্রুদের পরাভবকারী, সচ্ছন্দগমনশীল সপ্ত অশ্ববিশিষ্ট রথে অবস্থানকারী, ত্রিকাল-দর্শী, প্রথিতযশা আদিত্যও যে ইন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করে, সে ইন্দ্রের মহিমা কি বলব। হে ইন্দ্র, তুমি অপরিপক্ব ওষধিগুলির ফল বৃষ্টির দ্বারা পক্ব করাও, বিচরণ করবার জন্য আকাশে সূর্যকে পাঠিয়ে থাক। হে যজমানগণ, ইন্দ্রের প্রিয় হবির সংস্কার কর, শোভন ভক্তিযুক্ত সামের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি কর। উদ্গাথিগণ বৃহৎ সাম মন্ত্রে, বহ্বৃচ-গণ ঋক্-মন্ত্রে এবং অন্যে যজু মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তুতি করেছিল। হে শতক্রতু, উদ্গাথা তোমার সাম গান করে, বহ্বৃচগণ তোমার স্তুতি করে, অধ্বর্যুগণ নিজ বংশের মত তোমাকে উন্নত করে। গ্রীষ্মের দাবাগ্নি থেকে দগ্ধ পৃথিবীর বৃষ্টিদানকারী, পাপের মোচনকর্তা ইন্দ্রের স্তুতি করছি। হে ইন্দ্র, এ হব্য গ্রহণ কর, যজমানের কামনা সত্য হোক। ইন্দ্রের স্তুতি করবার সুবুদ্ধি আমি লাভ করেছি, আমরণ তার স্তুতি করব, তা হলে ইন্দ্র আমাদের পাপ থেকে উত্তীর্ণ করবে। উভয় কূলের লোকে যেমন নদী পার হবার জন্য নাবিককে ডাকে, তেমনি আমরা পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ইন্দ্রকে ডাকছি। হে ঋত্বিক্‌গণ, প্রকৃষ্টরূপে ইন্দ্রের ভজন কর, সে ইন্দ্র অতিদীপ্ত, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের মুখ্য দেবতা, পাপের মোচনকারী, যজ্ঞের ফলবর্ধক, বৃষ্টির বর্ধক এবং ঐশ্বর্যের প্রাপক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা এ যজমানে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও বল স্থাপন কর। হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, যারা আমাদের বধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে চায়, তাদের নির্দয়ভাবে মার, যারা আমাদের ক্ষয় করতে চায়, তাদের আমাদের পায়ে প্রণত করাও। হে ইন্দ্র, আর্তের রক্ষণশক্তি ও বলের জন্য তুমি জাত হয়েছ, হে মানুষের অভীষ্ট-বর্ষক, অমিত্রদের তিরস্কৃত কর, হবি-প্রদানকারী যজমানদের বিস্তীর্ণ ভোগ স্থান দাও। হে ইন্দ্র, ভয়ংকর কুৎসিত আচরণশীল, পর্বতনিবাসী সিংহাদির মত আমাদের বিরোধীদের বিনাশের জন্য দূর থেকে তুমি এসেছ, শত্রুর শরীরে প্রবেশ করতে সমর্থ তোমার বজ্র তীক্ষ্ন করে শত্রুদের তাড়িয়ে দাও, যোদ্ধা শত্রুদের বিনাশ কর। হে ইন্দ্র, শত্রুদের নিবারণ কর, শত্রু যোদ্ধাদের বিনাশ কর, বৃত্রের হনু ভগ্ন কর, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের বৈরীদের ক্রোধ নষ্ট কর। ত্রাণকর্তা, রক্ষক, শূর, প্রতিযজ্ঞে আহ্বান-যোগ্য সকল কাজে সমর্থ, বহু যজমানের দ্বারা আহূত ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করছি, ধনদাতা ইন্দ্র আমাদের অবিনশ্বর মঙ্গল দিক। হে বলবান ইন্দ্র, আমাদের অনুষ্ঠিত এ যজ্ঞে যেন কোন বৈকল্য না হয়। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, কখনও যেন আমরা তোমার অবজ্ঞা না করি। হিংসারহিত গৃহ আমাদের দাও। বিদ্বান যজমানের মধ্যে আমরা যেন তোমার প্রিয় হই। হে পুরুহূত ইন্দ্র, মানুষেরা অশ্ব যোজনা করবার জন্য তোমার রথের সংস্কার করুক ; দেবশিল্পী তোমার দীপ্ত বজ্র তীক্ষ্ন করুক। ব্রাহ্মণ ঋত্বিকেরা পাপ বিনাশের জন্য মন্ত্রের দ্বারা পূজা করে ইন্দ্রের বর্ধন করুক। হে ইন্দ্র, কামবর্ষক তোমার আদেশে মেঘগণ বৃষ্টির দ্বারা পালন করে, পৃথিবীও তাদের আনুকূল্যে শস্যাদি উৎপন্ন করে তোমার পূজা করে থাকে। তোমার দ্বারা প্রেরিত হয়ে অশ্ব ও রথরহিত তোমার বজ্র দস্যুদের পরাভব করবার জন্য প্রবৃত্ত হোক। তাদের পরাজিত করে আমাদের রক্ষক হও। ১২।১৯॥

মন্ত্র ঃ পাকযজ্ঞং বা অন্বাহিতাগ্নেঃ পশব উপ তিষ্ঠন্ত ইড়া খলু বৈ পাকযজ্ঞঃ সৈষাহন্তরা প্রযাজানুযাজান্ যজমানস্য লোকেঽবহিতা, তামাহ্রিয়মাণামভি মন্ত্রয়েত সুরূপবর্ষবর্ণ এহীতি পশবো বা ইড়া পশূনেবোপ হ্বয়তে। যজ্ঞং বৈ দেবা অদুহ্রন্যজ্ঞোঽসুরান্ অদুহত্তেঽসুরা যজ্ঞদুগ্ধাঃ পরাঽভবন্যো বৈ যজ্ঞস্য দোহং বিদ্বান্ যজতেঽপ্যন্যং যজমানং দুহে, সা মে সত্যাঽশীরস্য যজ্ঞস্য ভূয়াদিত্যাহৈষ বৈ যজ্ঞস্য দোহস্তেনৈবৈনং দুহে প্রত্তা বৈ গৌর্দুহে প্রত্তেড়া যজমানায় দুহ এতে বা ইড়ায়ৈ স্তনা ইড়োপহূতেতি বায়ুর্বৎসঃ যর্হি, হোতেড়ামুপহ্বয়েত তর্হি যজমানো হোতারমীক্ষমাণো বায়ুং মনসা ধ্যায়েৎ মাত্রে বৎসমুপাবসৃজতি, সর্বেণ বৈ যজ্ঞেন দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্ পাকযজ্ঞেন মনুরশ্রাম্যৎ সেড়া মনুমুপাবর্ত্তত তাং দেবাসুরা ব্যহ্বয়ন্ত প্রতীচীং দেবাঃ পরাচীমসুরাঃ সা দেবানুপাবর্ত্তত পশবো বৈ তদ্দেবানবৃণত পশবোঽসুরানজহুঃ, যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিতি পরাচীং তস্যেড়ামুপ হ্বয়েতাপশুরেব ভবতি, যং কাময়েত পশুমানৎস্যাদিতি প্রতীচীং তস্যেড়ামুপ হ্বয়েত পশুমানেব ভবতি। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বা উ ইড়ামুপহ্বয়াঽত্মানমিড়ায়ামুপ হ্বয়েতেতি সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্ত্তির্মঘোনীত্যাহেড়ামেবোপহূয়াঽত্মানমিড়ায়ামুপ হ্বয়তে, ব্যস্তমিব বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদিড়া সামি প্রাশ্নন্তি সামি মার্জ্জয়ন্ত এতৎপ্রতি বা অসুরাণাং যজ্ঞো ব্যচ্ছিদ্যত ব্রহ্মণা দেবাঃ সমদধুর্বৃহস্পতিস্তনুতামিমং ন ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈব যজ্ঞং সং দধাতি, বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাত্বিত্যাহ সন্তত্যৈ, বিশ্বে দেবা ইহ মাদয়ন্তামিত্যাহ সন্তত্যৈব যজ্ঞং দেবেভ্যোঽনুদিশতি, যাং বৈ যজ্ঞে দক্ষিণাং দদাতি তামস্য পশবোঽনু সং ক্রামন্তি স এষ ঈজানোঽপশুর্ভাবুকো যজমানেন খলু বৈ তৎকার্য্যমিত্যাহুর্যথা দেবত্রা দত্তং কুর্বীতাঽত্মন্ পশূন্ রময়েতেতি, ব্রধ্ন পিন্বস্বেত্যাহ যজ্ঞো বৈ ব্রধ্নো যজ্ঞমেব তন্মহয়ত্যথো দেবত্রৈব দত্তং কুরুত আত্মন্ পশূন্ রময়তে, দদতো মে মা ক্ষায়ীত্যাহাক্ষিতিমেবোপৈতি কুর্ব্বতো মে মোপ দসদিত্যাহ ভূমানমেবোপৈতি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে ইড়ার অনুমন্ত্রণ মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ আহিতাগ্নির পাকযজ্ঞের উদ্দেশে গবাদি পশু অবস্থিত থাকে। এখানে ইড়াভক্ষণ পাকযজ্ঞ। যজমানের ফলসাধন বিষয়ে প্রযাজ ও অনুযাজের মধ্যে এ ইড়ার অনুষ্ঠান করতে হয়। সে ইড়াকে হোতার নিকট আনা হলে 'তুমি সুরূপ বর্ষবর্ণ', এস'—ইত্যাদির মন্ত্র বলা হয়। ইড়াদেবতা পশুরূপ জন্য মন্ত্রের 'এস' পদে পশুকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথমে দেবতারা যজ্ঞের ফল স্বীকার করে যজ্ঞের দোহন করেছে, সে যজ্ঞ অসুরদের শূন্য করেছে, তারা পরাভূত হয়েছে। যে যজমান যজ্ঞের দোহন জানে, সে অপর যজমানের দোহন করে। তাতে যজমানের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ 'যজ্ঞের ফল আমার হোক'—ইত্যাদি মন্ত্রে সে যজ্ঞের আশীষ লাভ করে। ইহা যজ্ঞের দোহন, তা দিয়ে অন্য যজমানের দোহন করা হয়। গোদোহনের সময় গাভী যখন বাছুরের গা চাটে, তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, সেরূপ ইড়া বৎসলেহন করলে, যজমান ফল দোহন করে। সে ইড়ার 'ইড়া উপহূতা'—ইত্যাদি মন্ত্রভাগ স্তন, বায়ু হচ্ছে বৎস। যখন হোতা ইড়াকে আহ্বান করে, তখন যজমান হোতাকে দেখে বায়ুকে মনে মনে ধ্যান করে, তাতে বায়ু দোহনের জন্য মায়ের কাছে বৎস প্রেরণ করে। মনুর সাথে সকল দেবগণ দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গে যাবার উদ্যোগ করেছিল। মনু পাকযজ্ঞে

শ্রান্ত হয়। ইড়া হচ্ছে পাকযজ্ঞ। সে ইড়াদেবতা মনুর নিকট যায়। তা দেখে দেবতা ও অসুররা তাকে আহ্বান করতে থাকে। দেবগণ সম্মুখের দিক থেকে ডেকেছিল জন্য ইড়া তাদের কাছে যায়, অসুররা পেছন থেকে ডেকেছিল জন্য তাদের ত্যাগ করে। যারা পেছন থেকে ডেকেছিল, তারা পশু লাভ করতে পারে নি, যারা সামনে থেকে ডেকেছিল, তারা পশুলাভ করেছিল। বেদজ্ঞেরা বলে থাকেন—যারা বুদ্ধিমান তারা সামনে থেকে ইড়াকে আহ্বান করে ইড়াতে আত্মা যুক্ত করে ; তারা যথাশাস্ত্র ইড়াকে আহ্বান করে। 'সে ইড়া আমাদের প্রিয়' ইত্যাদি বাক্যে ইড়াতে আত্মা যুক্ত করবে। ইড়ার ভাগরূপ পুরোডাশের লেশ ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করেছিল, তার সামান্য জল মস্তকে সিঞ্চন করেছিল,—এ কাজ পূর্বে করার জন্য যজ্ঞ বিচ্ছিন্ন হয়, তাতে অসুররা অনুযাজাদি ভুলে যায়। দেবগণ সাবধানে তা লক্ষ্য করে। 'বৃহস্পতি আমাদের এ যজ্ঞের বিস্তার করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়। ব্রহ্ম দেবগণের বৃহস্পতি, ব্রহ্মের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়। 'বিচ্ছিন্ন এ যজ্ঞ বৃহস্পতি সংযুক্ত করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞের অবিচ্ছিন্নতা প্রার্থনা করা হয়েছে, 'সকল দেবগণ এযজ্ঞে তৃপ্ত হোক'—ইত্যাদি মন্ত্র যজ্ঞের বিস্তারের জন্য বলা হয়েছে। যজমান ঋত্বিকদের গবাদি পশু দক্ষিণা দিলে, সে পশুগুলি তাদের অনুগমন করে, তখন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পশুরহিত হয়। অতএব দেবতার উদ্দেশে ঋত্বিক্‌দের সেরূপ দক্ষিণা দিতে হবে যাতে পশুগুলি নিজেদের থাকে, বুদ্ধিমানেরা এরূপ বলে থাকে। 'হে ব্রধ্ন, তুষ্ট হও'—ইত্যাদির মন্ত্রে ব্রধ্ন বলতে যজ্ঞ, তার পূজা কর, দেবতার উদ্দেশে দান কর, পশুগুলি নিজেদের তৃপ্ত করুক। 'যজ্ঞে দান করলে, তা নষ্ট হয় না'—ইত্যাদির মন্ত্রে দানের জন্য যে দ্রব্যক্ষয়, তা নিবারণের প্রার্থনা করা হয়েছে। দানকারী আমার যেন ক্ষয় না হয়—এ মন্ত্রে উন্নতির প্রার্থনা করা হয়েছে। এতে সে ভূমাকে লাভ করে। ১।১৬॥

মন্ত্র ঃ সংশ্রবা হ সৌবর্চনসস্তু মিঞ্জমৌপোদিতিমুবাচ। যৎসত্রিণাং হোতাহভূঃ কামিড়ামুপাহ্বথা ইতি। তামুপাহ্ব ইতি হোবাচ যা প্রাণেন দেবান্দাধার ব্যানেন মনুষ্যানপানেন পিতৃনিতি। ছিনত্তি সা ন ছিনত্তীতি। ছিনত্তীতি হোবাচ শরীরং বা অস্যৈ তদুপাহ্বথা ইতি হোবাচ গৌর্বৈ অস্যৈ শরীরং গাং বাব তৎপর্য্য- বদতাং যা যজ্ঞে দীয়তে সা প্রাণেন দেবান্দাধার যয়া মনুষ্যা জীবন্তি সা ব্যানেন মনুষ্যান্যাং পিতৃভ্যো ঘ্নন্তি সাহপানেন পিতৃন্ য এবং বেদ পশুমান্ ভবত্যথ বৈ তামুপাহ্ব ইতি হোবাচ যা প্রজাঃ প্রভবন্তীঃ প্রত্যাভবতীত্যন্নং বা অস্যৈ তদু- পাহ্বথা ইতি হোবাচৌষধয়ো বা অস্যা অন্নমোষধয়ো বৈ প্রজাঃ প্রভবন্তীঃ প্রত্যা ভবন্তি। য এবং বেদান্নাদো ভবত্যথ বৈ তামুপাহ্ব ইতি হোবাচ যা প্রজাঃ পরাভবন্তী- রনুগৃহ্ণাতি প্রত্যাভবন্তীগৃহ্ণাতীতি প্রতিষ্ঠাং বা অস্যৈ তদুপাহ্বথা ইতি হোবাচেয়ং বা অস্যৈ প্রতিষ্ঠা ইয়ং বৈ প্রজাঃ পরাভবন্তীরনুগৃহ্ণাতি প্রত্যাভবন্তী- গৃহ্ণাতি য এবং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠত্যথ বৈ তামুপাহ্ব ইতি হোবাচ যস্যৈ নিক্রমণে ঘৃতং প্রজাঃ সঞ্জীবন্তীঃ পিবন্তীতি ছিনত্তি সা ন ছিনত্তী ইতি ন ছিনত্তীতি হোবাচ প্র তু জনয়তীত্যেষ বা ইড়ামুপাহ্বথা ইতি হোবাচ বৃষ্টির্বা ইড়া বৃষ্ট্যৈ বৈ নিক্রমণে ঘৃতং প্রজাঃ সং—জীবন্তীঃ পিবন্তি য এবং বেদ প্রৈব জায়তেহন্নাদো ভবতি ॥ ২ ॥

[এ অধ্যায়ে দুজন মুনির প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে ইড়ার প্রশংসা করা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ সুবর্চনার পুত্র সংশ্রবা নামক ঋষি উপদিতের পুত্র তুমিঞ্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যজ্ঞে যখন তুমি হোতা হও, কোন ইড়াকে আহ্বান কর' ?

তুমিঞ্জ উত্তর দিলেন, 'তাকে আহবান করি, যে প্রাণের দ্বারা দেবতাদের, ব্যানের দ্বারা মানুষদের, অপানের দ্বারা পিতৃদের ধারণ করে।' সংশ্রবার প্রশ্ন—সে বিনাশ করে, কি না ? তোমার আহূত এ গোরূপ ইড়া দক্ষিণাকালে প্রতিগ্রহীতাকে প্রতিগ্রহ দোষে বিনাশ করে কিনা এ প্রশ্নার্থ। তুমিঞ্জের উত্তর—বিনাশ করে। সংশ্রবা বললেন—তা হলে এ মুখ্য ইড়া নয়। ইড়াদেবতার শরীরকেই তুমি আহবান করেছ, ইড়াদেবতাকে নয়। গাভী এ ইড়ার শরীর। ইড়ার শরীররূপে গাভীকে তারা জেনেছে জন্য তার নিন্দা করা হয়েছে। যজ্ঞে যা দেয়া হয়, তা প্রাণের দ্বারা দেবতাদের ধারণ করে। যজ্ঞে দক্ষিণারূপে যে গাভী দেয়া হয়, তাতে দেবতারা তুষ্ট হন, তারা তার দোহন করেন না বা বিনাশ করেন না। মানুষেরা গাভী দোহন করে দুগ্ধাদি গ্রহণে জীবন লাভ করে, এ মধ্যম বৃত্তি ব্যানের দ্বারা মানুষদের ধারণ করে। অপানের দ্বারা পিতৃদের ধারণ করে। যে এরূপ জানে সে পশুযুক্ত হয়। তারপর তুমিঞ্জ নিজের আহূত ইড়ার অন্য গুণ বলছেন—সে ইড়াকে আহবান করি, যে প্রচুর রূপে সকল মানুষের সামনে থাকে। সংশ্রবা বললেন—এ ইড়ার অন্নকে তুমি আহবান করছ। ওষধি এ ইড়ার অন্ন, ঔষধিগুলি প্রভূতরূপে মানুষের সামনে থাকে। গাভীদের খাদ্য ওষধি ; প্রচুররূপে মানুষের গৃহে বহুজনের খাদ্যরূপে ব্রীহি ওষধি থাকে। যে এরূপ জানে সে অন্নের ভক্ষক হয়। তুমিঞ্জ আবার বললেন—আমি সে ইড়ার আহবান করি, যে পীড়িত মানুষদের পুষ্টি দানে রক্ষা করে, পীড়িত মানুষেরা যাকে অবলম্বন করে। সংশ্রবা বললেন—তুমি এ ইড়ার প্রতিষ্ঠাকে আহবান করে থাক, গাভীরূপ ইড়ার প্রতিষ্ঠা ভূমি, সে ভূমিকে তুমি আহবান করে থাক, মুখ্য ইড়াকে নয়। এ ভূমি হচ্ছে গাভীরূপ ইড়ার স্থান, পীড়িত মানুষদের পুষ্টি দেয় এবং তারা একে আশ্রয় করে। যে এরূপ জানে, সে প্রতিষ্ঠ হয়। তুমিঞ্জ বললেন—আমি সে ইড়ার আহবান করি, যার নিষ্ক্রমণে মানুষেরা ঘৃত পান করে জীবিত থাকে। বৃষ্টিরূপ ইড়ার নিষ্ক্রমণে পতিত জল গ্রহণ করে মানুষেরা জীবিত থাকে, আমি সে ইড়াকে আহবান করে থাকি। সংশ্রবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—সে ইড়া বিনাশ করে কি না ? গাভী, অন্ন, ভূমি—এগুলির প্রতিগ্রহে দোষ আছে, কিন্তু বৃষ্টিরূপ ইড়ার গ্রহণে সে দোষ আছে কিনা এটা জিজ্ঞাস্য। তুমিঞ্জ উত্তর দিলেন—না, বিনাশ করে না, কিন্তু শস্যাদি দানে উৎকর্ষ বিধান করে। সংশ্রবা বললেন—এ ইড়ার তুমি আহবান কর, এ বৃষ্টিরূপ ইড়া বৃষ্টিপাতে জলদান করে। মানুষে যে জল পান করে জীবন ধারণ করে। বৃষ্টির ফলে শস্যাদির বৃদ্ধি হয়, তাতে সকলে প্রাণ ধারণ করে। যে এরূপ জানে সে অন্নের ভক্ষক হয়। এখানে সকল প্রাণীর উপকারী গাভী, অন্ন, ভূমি ও বৃষ্টি রূপ ইড়ার প্রশংসা করা হয়েছে। । ২।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ পরোক্ষং বা অন্যে দেবা ইজ্যন্তে প্রত্যক্ষমন্যে যদ্যজতে য এব দেবাঃ পরোক্ষমিজ্যন্তে তানেব তদ্যজতি যদন্বাহার্যমাহরত্যেতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ব্রাহ্মণাস্তানেব তেন প্রীণাত্যথো দক্ষিণৈবাস্যৈষাঽথো যজ্ঞস্যৈব ছিদ্রমপি দধাতি যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রূরং যদ্বিলিষ্টং তদন্বাহার্যেণান্বাহরতি তদন্বাহার্যস্যান্বাহার্যত্বং দেবদূতা বা এতে যদৃত্বিজো যদন্বাহার্যমাহরতি দেবদূতানেব প্রীণাতি প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ব্যাদিশৎ স রিরিচানোঽমন্যত স এতমন্বাহার্যমভক্তমপশ্যত্তমাত্মন্নধত্ত স বা এষ প্রাজাপত্যো যদন্বাহার্যো যস্যৈবং বিদুষোঽন্বাহার্য আহ্রিয়তে সাক্ষাদেব প্রজাপতিমৃধ্নোত্যপরিমিতো নিরুপ্যোঽপরিমিতঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেঃ আপ্ত্যৈ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা এতং প্রাজাপত্যমন্বাহার্যমপশ্যন্ত-

মন্বাহরন্ত ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যঃ্যেবং বিদুষোঽন্বাহার্য্য আহ্রিয়তে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি। যজ্ঞেন বা ইষ্টী পক্বেন পূর্ত্তী যঃ্যেবং বিদুষোঽন্বাহার্য্য আহ্রিয়তে স ত্বেবেষ্টাপূর্ত্তী প্রজাপতের্ভাগোঽসি ইত্যাহ প্রজাপতিমেব ভাগধেয়েন সমর্ধয়ত্যূর্জস্বান্ পয়স্বানিত্যাহোর্জমেবাস্মিন্ পয়ো দধাতি প্রাণাপানৌ মে পাহি সমানব্যানৌ মে পাহীত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তেঽক্ষিতো-ঽস্যাক্ষিত্যৈ ত্বা মা মে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রাম্মিল্লোঁক ইত্যাহ ক্ষীয়তে বা অমুষ্মিল্লোঁকে-ঽন্নমিতঃ প্রদানং হ্যমুষ্মিল্লোঁকে প্রজা উপজীবন্তি যদেবমভিমৃশত্যক্ষিতি-মেবৈনদ্গময়তি নাস্যামুষ্মিল্লোঁকেঽন্নং ক্ষীয়তে ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অন্নদানের প্রশংসা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দেবতাদের পরোক্ষে যাগ করা হয়, ঋত্বিক্দের প্রত্যক্ষ যাগ করা হয়। অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আমাদের অদৃশ্য বলে তাদের যাগ পরোক্ষ। ঋত্বিক্গণ আমাদের দৃশ্য বলে তাদের যাগ প্রত্যক্ষ। অন্বাহার্য অর্থাৎ অন্ন (ভাত) ঋত্বিক্দের দিতে হয়, ব্রাহ্মণগণ প্রত্যক্ষ দেবতা, তাদের অন্ন দানে তুষ্ট করতে হয়। দক্ষিণারূপে অন্নদান করলে যজ্ঞের ছিদ্র পূর্ণ হয়। যজ্ঞের যা অধিক এবং যা কম—এ উভয়কে অন্বাহার্য দানে সমাধান করা হয়। অনুকূলে আনয়ন করাকে অন্বাহার্য বলে, অন্বাহার্য হচ্ছে ওদন-বিশেষ, ঋত্বিকদের প্রীতিহেতু অন্বাহার্যের প্রশংসা করা হয়েছে। ঋত্বিকগণ হচ্ছে দেবতার দূতরূপ, ঋত্বিকদের অন্নদানে দেবদূতের তুষ্ট করা হয়। প্রজাপতি অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের যাগ ভাগ করে দিয়ে দেখলেন নিজের কোন ভাগ নেই, তখন এ অন্বাহার্যকে অবিভক্ত দেখে নিজে গ্রহণ করলেন, এজন্য অন্বাহার্যকে প্রাজাপত্য বলা হয়। যারা এ জেনে অন্নদান করে, তারা প্রজাপতির তুষ্টিবিধান করে। সকল দেবগণের অধিপতি বলে প্রজাপতি অপরিমিত। এ অন্বাহার্য প্রজাপতির তৃপ্তি, নিজের বিজয় ও শত্রুর পরাজয়ের কারণ। দেবগণ যজ্ঞে যা করেছিল, অসুররা তা করেছিল। দেবগণ এ অন্বাহার্য আহরণ করে বিজয়ী হলেন, অসুররা পরাভূত হলেন। এরূপ জেনে যে অন্বাহার্য আহরণ করে, সে বিজয়ী হয় এবং তার শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। যজ্ঞের দ্বারা ইষ্টী, পক্বের দ্বারা পূর্ত্তী—এরূপ জেনে যে অন্বাহার্য আহরণ করে, সে ইষ্টাপূর্ত্তী হয়। আগ্নেয় প্রভৃতি শ্রৌত কর্ম ইষ্ট, বাপী কূপাদি স্মার্তকর্ম পূর্ত। আগ্নেয়াদি যাগের দ্বারা ইষ্টসম্পত্তি এবং পক্ব অন্নাদি দানের দ্বারা পূর্তসম্পত্তি লাভ হয়। 'তুমি প্রজা-পতির ভাগ হও'—ইত্যাদি মন্ত্রে অন্বাহার্য দানে প্রজাপতির বর্ধন করা হয়েছে। অন্নবান, রসবান্ ইত্যাদি মন্ত্রে অন্বাহার্যের বলবত্তা বলা হয়েছে। 'আমার প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান রক্ষা কর' ইত্যাদি মন্ত্রে ঋত্বিক্দের অন্নদানে নিজের প্রাণাদির তুষ্টিরূপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। 'হে অন্বাহার্য তুমি অক্ষয়, পরলোকে আমার ভোগের জন্য ক্ষয় হয়ো না'—ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নদানের দ্বারা অক্ষয় ফল লাভের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গলোক কর্মভূমি নয়, এজন্য সেখানে অন্নের উৎপত্তি করা যায় না। কিন্তু যারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেখানে এ লোকের অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করছে। অতএব এ লোকে অন্নদান করলে স্বর্গে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ৩।১২ ॥

মন্ত্র ঃ বর্হিষোঽহং দেবযজ্যয়া প্রজাবান্ ভূয়াসমিত্যাহ বর্হিষা বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তেনৈব প্রজাঃ সৃজতে নরাশংসস্যাহং দেবযজ্যয়া পশুমান্ ভূয়া-সমিত্যাহ নরাশংসেন বৈ প্রজাপতিঃ পশূনসৃজত তেনৈব পশূন্ সৃজতেঽগ্নেঃ

স্বিষ্টকৃতোঽহং দেবযজ্যয়াঽয়ুষ্মান্ যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়মিত্যাহাঽয়ুরেবাঽঽত্মন্ধত্তে প্রতি যজ্ঞেন তিষ্ঠতি দর্শপূর্ণমাসয়োর্বৈ দেবা উজ্জিতিমনূদজয় দর্শপূর্ণমাসাভ্যামসুরানপানুদন্তাগ্নেরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষমিত্যাহ দর্শপূর্ণমাসয়োরেব দেবতানাম্ যজমান উজ্জিতিমনূজ্জয়তি দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং ভ্রাতৃব্যানপ নুদতে বাজবতীভ্যাং ব্যূহত্যন্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব রুন্ধে দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ যো বৈ যজ্ঞস্য দোহৌ বিদ্বান্ যজত উভয়তঃ এব যজ্ঞং দুহে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চৈষ বা অন্যো যজ্ঞস্য দোহ ইড়ায়ামন্যো যর্হি হোতা যজমানস্য নাম গৃহ্ণীয়াত্তর্হি ব্রূয়াদেমা অগ্মন্নাশিষো দোহকামা ইতি সংস্তুতা এব দেবতা দুহেঽথো উভয়ত এব যজ্ঞং দুহে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ রোহিতেন ত্বাঽগ্নির্দেবতাম্ গময়ত্বিত্যাহৈতে বৈ দেবাশ্বা যজমানঃ প্রস্তরো যদেতৈঃ প্রস্তরং প্রহরতি দেবাশ্বৈরেব যজমানং সুবর্গং লোকং গময়তি বি তে মুঞ্চামি রশনা বি রশ্মীনিত্যাহৈষ বা অগ্নের্বিমোকস্তেনৈবৈনম্ বি মুঞ্চতি বিষ্ণোঃ শংযোরহং দেবযজ্যয়া যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়মিত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞ এবান্ততঃ প্রতি তিষ্ঠতি সোমস্যাহং দেবযজ্যয়া সুরেতা রেতো ধিষীয়েত্যাহ সোমো বৈ রেতোধাস্তেনৈব রেত আত্মন্ধত্তে ত্বষ্টুরহং দেবযজ্যয়া পশূনাম্ রূপং পুষেয়মিত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃত্তেনৈব পশূনাং রূপমাত্মন্ধত্তে দেবানাং পত্নীরগ্নির্গৃহপতির্যজ্ঞস্য মিথুনম্ তয়োরহং দেবযজ্যয়া মিথুনেন প্র ভূয়াসমিত্যাহৈতস্মাদ্বৈ মিথুনাৎ প্রজাপতির্মিথুনেন প্রাজায়ত তস্মাদেব যজমানো মিথুনেন প্র জায়তে বেদোঽসি বিত্তিরসি বিদেয়েত্যাহ বেদেন বৈ দেবা অসুরাণাং বিত্তং বেদ্যমবিন্দন্ত তদ্বেদস্য বেদত্বং যদ্যদ্ভ্রাতৃব্যস্যাভিধ্যায়েত্তস্য নাম গৃহ্ণীয়াত্তদেবাস্য সর্বং বৃঙ্‌ক্তে ঘৃতবন্তং কুলায়িনম্ রায়স্পোষং সহস্রিণং বেদো দদাতু বাজিনমিত্যাহ প্র সহস্রম্ পশূনাপ্নোত্যাঽস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে ষষ্ঠ প্রপাঠকের চতুর্থ অনুবাকের শেষ আহুতির অনুমন্ত্রণ মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।]

অনুবাদ : 'বর্হি নামক অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি প্রজাবান হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রজাপতি বর্হি নামক যাগের অনুমন্ত্রণের দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন এবং তা দিয়েই প্রজা সৃষ্টি করেন । 'নরাশংস অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি পশুযুক্ত হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজাপতি নরাশংস অগ্নির দ্বারা পশু সৃষ্টি করেছিলেন এবং তা দিয়ে তিনি পশু সৃষ্টি করেন । 'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির দেবযাগের দ্বারা আমি আয়ুষ্মান হবো ও যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে আয়ুলাভ ও যজ্ঞের ফল লাভের কথা বলা হয়েছে । 'দর্শ-পূর্ণমাসের দ্বারা দেবগণ জয় লাভ করেছিলেন এবং তা দিয়ে অসুরদের পরাভূত করেছিলেন ; হে অগ্নি, আমিও উৎকর্ষ লাভ করব' ইত্যাদি মন্ত্রে দর্শ-পূর্ণমাস যাগের দ্বারা জয় লাভ করে ও তা দিয়ে শত্রুদের বিনাশ করে । এখানে উদ্ধৃতি বলতে উৎকর্ষ, সম্পূর্ণতা অর্থ । 'ইন্দ্র অন্নের জন্য স্রুকের উর্ধ্ব গ্রহণের দ্বারা আমার উৎকর্ষ সাধন করবে'—ইত্যাদি মন্ত্রে বাজ শব্দে অন্নকে বুঝাচ্ছে । প্রকর্ষরূপে স্থিতির জন্য মন্ত্রের দ্বিত্ব হয়েছে । যজ্ঞের দুটি দোহন জেনে যাগ করবে । উভয় ক্ষেত্রে পূর্বে ও পরে যাগ করতে হয়, এক যজ্ঞের দোহন, অপর ইড়ার দোহন । যখন হোতা যজমানের নাম গ্রহণ করবে, তখন বলবে, 'এ আশীর্বাদগুলি আমার প্রতি আসুক'—ইত্যাদি মন্ত্রে দর্শপূর্ণমাসের সকল দেবতার দোহন করবে, পূর্বে ও পরে যজ্ঞের দোহন করবে । 'রোহিত নামক অশ্বের দ্বারা অগ্নি আমাদের দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দিক'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের মত যাগের কারণ বলে প্রস্তরে

যজমানের আরোপ করা হয়েছে। দেবতাদের অশ্বগণের দ্বারা যজমানকে স্বর্গ-লোকে পাঠান হচ্ছে। 'অশ্বের পৃষ্ঠবন্ধন লাগাম প্রভৃতি মুক্তির ন্যায়, হে অগ্নি, তোমার বন্ধন মুক্ত করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে জন্য ইহা অগ্নির বিমোক। 'ব্যাপনশীল বৃহস্পতির পত্র শংসুর দেবযাগের দ্বারা আমি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠা লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞই বিষ্ণু, তা সমাপ্তিকালে ফল দিয়ে থাকে। এখানে ফলের ব্যাপ্তির জন্য যজ্ঞের বিষ্ণুত্ব বলা হয়েছে। 'সোমের দেবযাগের দ্বারা আমি সুবীর্য লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে সোম রেতের ধারক, তা দিয়ে আমি রেত ধারণ করব। এখানে সোমের রেত-ধারকত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 'ত্বষ্টার দেবযাগের দ্বারা আমি পশুদের রূপ পোষণ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে ত্বষ্টা পশু-মিথুনের রূপকৃৎ, তিনি নিষিক্ত রেতকে পশু প্রভৃতি রূপের বিকার ঘটায়ে থাকেন ইত্যাদি বলা হয়েছে। 'দেব-পত্নীগণ ও গৃহপতি অগ্নি যজ্ঞের মিথুনস্বরূপ তাদের দেবযাগের দ্বারা আমি পুত্রাদি লাভ করব' ইত্যাদি মন্ত্রে মিথুন থেকে প্রজাপতি প্রজা লাভ করেছিলেন, যজমানও মিথুন থেকে প্রজা লাভ করে। 'তুমি বেদ নামক, তুমি দ্রব্য লাভের সাধনরূপ, তোমার প্রসাদে আমি ধন লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে দেবগণ অসুরদের নিক্ষিপ্ত ধন জেনেছিল। যার দ্বারা ধন জানা যায়, এ অর্থে বেদ শব্দের নিষ্পত্তি দেখান হয়েছে। 'শত্রুদের গৃহাদি সকল বস্তু আমি লাভ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজমান সে বস্তুগুলির নাম উল্লেখ করে পূর্বের মন্ত্র পাঠ করবে। 'তুমি বেদ, অতএব আমাকে ঘৃতাদি ভোজন লাভ করা যায় এমন ধনের পুষ্টি, বাসযোগ্য বহুগৃহ, অসংখ্য ভোজ্য অন্ন প্রভৃতি দাও'—ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্র পশু লাভ করা যায়॥ যে এ জানে সে সব দিক থেকে পুত্র ও অন্নসমৃদ্ধ হয়। ৪।১৬॥

মন্ত্র : ধ্রুবাং বৈ রিচ্যমানাং যজ্ঞোঽনু রিচ্যতে যজ্ঞং যজমানো যজমানং প্রজা ধ্রুবামাপ্যায়মানাং যজ্ঞোঽন্বা প্যায়তে যজ্ঞং যজমানো যজমানং প্রজা আ প্যায়তাং ধ্রুবা ঘৃতেনেত্যাহ ধ্রুবামেবাঽপ্যায়য়তি তামাপ্যায়মানাং যজ্ঞোঽন্বা প্যায়তে যজ্ঞং যজমানো যজমানং প্রজাঃ প্রজাপতের্বিভান্নাম লোকস্তস্মিংস্ত্বা দধামি সহ যজমানে-নেতি আহায়ং বৈ প্রজাপতের্বিভান্নাম লোকস্তস্মিন্নেবৈনং দধাতি সহ যজমানেন রিচ্যত ইব বা এতদ্যদ্ যজতে যদ্ যজমানভাগম্ প্রাশ্নাত্যাত্মানমেব প্রীণাতি এতাবান্বৈ যজ্ঞো যাবান্ যজমানভাগো যজ্ঞো যজমানো যদ্যজমানভাগং প্রাশ্নাতি যজ্ঞ এব যজ্ঞং প্রতি ষ্ঠাপয়ত্যেতদ্বৈ সূযবসং সোদকং যদ্বর্হিশ্চাঽপশ্চৈতদ্ যজমানস্যাঽয়তনং যদ্বেদির্যৎ-পূর্ণপাত্রমন্তর্বেদি নিনয়তি স্ব এবাঽয়তনে সূযবসং সোদকং কুরুতে সদসি সন্মে ভূয়া ইত্যাহাঽপো বৈ যজ্ঞ আপোঽমৃতং যজ্ঞমেবামৃতমাত্মন্ধত্তে সর্বাণি বৈ ভূতানি ব্রতমুপয়ন্তমনূপ যন্তি প্রাচ্যাং দিশি দেবা ঋত্বিজো মার্জয়ন্তামিত্যাহৈষ বৈ দর্শপূর্ণমাসয়োরবভৃথঃ যান্যেবৈনং ভূতানি ব্রতমুপয়ন্তমনূপয়ন্তি তৈরেব সহাবভৃথমবৈতি বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাল্লোঁকাননপজয্যমভ্যজয়ন্ যদ্বিষ্ণু-ক্রমান্ ক্রমতে বিষ্ণুরেব ভূত্বা যজমানশ্ছন্দোভিরিমাল্লোঁকাননপজয্যমভি জয়তি বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহেত্যাহ গায়ত্রী বৈ পৃথিবী ত্রৈষ্টুভমন্তরিক্ষং জাগতী দ্যৌরানুষ্টুভীর্দিশশ্ছন্দোভিরেবেমাল্লোঁকান্যথাপূর্বমভি জয়তি॥ ৫॥

[এ অনুবাকে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের ৫ম অনুবাকের আপ্যায়নাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : যজ্ঞের অসম্পূর্ণতায় যজমানের ফল লাভ হয় না বলে তার প্রজা, অন্ন প্রভৃতির অভাব দেখা যায়, আর যজ্ঞের বৃদ্ধিতে যজমানের প্রজা ও অন্নাদির বৃদ্ধি হয়। 'প্রজাপতি বিভান নামক লোক আছে, সেখানে যজমানের সাথে

তোমাকে ধারণ করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে বিভান শব্দে এ ভূলোককে বুঝান হয়েছে, এ ভূলোক কর্মভূমি বলে প্রজাপতির বিভান নামক লোক, সেখানে যজমানের সাথে তোমাকে স্থাপন করছি। এ বেদিতে হবি ধারণ করা হয় জন্য ইহা যজমান-স্থান, এখানে বিস্তীর্ণ তৃণাদি ও জল আছে। এর মাঝখানে যে পূর্ণপাত্র রাখা হয়, তা তৃণ ও জলসমৃদ্ধ করতে হবে। 'হে পূর্ণপাত্র, তুমি শোভনরূপ, ফলদানে আমার কাছে শোভন হও'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় জন্য জলের যজ্ঞত্ব এবং জীবন দান করে-জন্য অমৃতত্ব বলা হয়েছে। সে যজ্ঞরূপ অমৃত আমি যেন লাভ করি। 'সকল প্রাণিগণ যজ্ঞ দেখতে আসে, পূর্বদিকে দেবতাভিমানী ঋত্বিকগণ এর যজ্ঞের শোধন করুক'—ইত্যাদি মন্ত্রে দেবগণ পিতৃগণ সকলের সাথে অবভৃথ করার কথা বলা হয়েছে। পূর্বে দেবগণ বিষ্ণুকে মুখ্য করে ছন্দ অভিমানী দেবগণের সাথে অন্নের অজেয় লোকসকল জয় করেছিল, এ জন্য যজমান বিষ্ণুর ক্রম গ্রহণ করে, তাতে সে বিষ্ণুরূপ হয়ে এ সকল লোক জয় করে থাকে। 'তুমি বিষ্ণুর ক্রম'—ইত্যাদি মন্ত্রে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের অভিমানী দেবগণ পৃথিবী প্রভৃতি লোকের অধিপতি বলে তাদের সাথে সকল লোক জয় করবার কথা, বলা হয়েছে। ৫।১২ ॥

মন্ত্র ঃ অগন্ম সুবঃ সুবরগন্মেত্যাহ সুবর্গমেব লোকমেতি সন্দৃশস্তে মা ছিৎসি যত্তে তপস্তস্মৈ তে মাহবৃক্ষীত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ সুভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মীনা-মায়ুর্ধা অস্যায়ুর্মে ধেহীত্যাহাঽশিষমেবৈতাম্ শাস্তে প্র বা এষোঽস্মাল্লোকা-চ্চ্যবতে যঃ বিষ্ণুক্রমান্ ক্রমতে সুবর্গায় হি লোকায় বিষ্ণুক্রমাঃ ক্রম্যন্তে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ বিষ্ণুক্রমান্ ক্রমেত য ইমাল্লোঁকান্ ভ্রাতৃব্যস্য সংবিদ্য পুনরিমং লোকং প্রত্যবরোহেদিত্যেষ বা অস্য লোকস্য প্রত্যবরোহো যদাহেদমহমমুং ভ্রাতৃব্যমাভ্যো দিগ্ভ্যোঽস্যৈ দিব ইতীমানেব লোকান্ ভ্রাতৃব্যস্য সংবিদ্য পুনরিমং লোকং প্রত্যব-রোহতি সং জ্যোতিষাঽভূবমিত্যাহাস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠত্যৈন্দ্রীমাবৃতমন্বাবর্ত্ত ইত্যাহাসৌ বা আদিত্য ইন্দ্রস্তস্যৈবাঽবৃতমনু পর্যাবর্ত্ততে দক্ষিণা পর্যাবর্ত্ততে স্বমেব বীর্যমনু পর্য্যাবর্ত্ততে তস্মাদ্দক্ষিণোঽর্ধ আত্মনো বীর্য্যাবত্তরোঽথো আদিত্যস্যৈবাঽবৃতমনু পর্য্যাবর্ত্ততে। সমহং প্রজয়া সং ময়া প্রজেত্যাহাঽশিষম্ এবৈতামা শাস্তে সমিদ্ধো অগ্নে মে দীদিহি সমেদ্ধা তে অগ্নে দীদ্যাসমিত্যাহ যথা-যজুরেবৈতদ্বসুমান্যজ্ঞো বসীয়ান্ ভূয়াসমিত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে বহু বৈ গার্হপত্যস্যান্তে মিশ্রমিব চর্য্যত আগ্নিপাবমানীভ্যাং গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে পুনাত্যেবাগ্নিং পুনীত আত্মানং দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যা অগ্নে গৃহপত ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতচ্ছতং হিমা ইত্যাহ শতং ত্বা হেমন্তানিন্ধিষীয়েতি বাবৈতদাহ পুত্রস্য নাম গৃহ্ণাত্যন্নাদ-মেবৈনং করোতি তামাশিষমা শাসে তন্তবে জ্যোতিষ্মতীমিতি ব্রূয়াদস্য পুত্রোঽজাতঃ স্যাত্তেজস্ব্যেবাস্য ব্রহ্মবর্চসী পুত্রো জায়তে তামাশিষমা শাসেঽমুষ্মৈ জ্যোতিষ্মতীমিতি ব্রূয়াদস্য পুত্রো জাতঃ স্যাত্তেজ এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং দধাতি যো বৈ যজ্ঞং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চত্যপ্রতিষ্ঠানো বৈ স ভবতি কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা বি মুঞ্চত্বিত্যাহ প্রজাপতির্বৈ কঃ প্রজাপতিনৈবৈনং যুনক্তি প্রজাপতিনা বি মুঞ্চতি প্রতিষ্ঠিত্যা ঈশ্বরং বৈ ব্রতমবিসৃষ্টং প্রদহোঽগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষমিত্যাহ ব্রতমেব বি সৃজতে শান্ত্যা অপ্রদাহায় পরাঙ্ বাব যজ্ঞ এতি ন নি বর্ত্ততে পুনর্যো বৈ যজ্ঞস্য পুনরালম্ভম্ বিদ্বান্যজতে তমভি নি বর্ত্ততে যজ্ঞো বভূব স আ বভূবেত্যাহৈষ বৈ যজ্ঞস্য পুনরালম্ভস্তেনৈবৈনং পুনরা লভতেঽনবরুদ্ধা বা এতস্য বিরাজ আহিতাগ্নিঃ সন্নসভঃ পশবঃ খলু বৈ ব্রাহ্মণস্য সভেন্দ্রপ্রাঙুৎক্রম্য ব্রূয়াদ্গোমান্ অগ্নেঽবিমাং অশ্বী যজ্ঞ ইত্যব সভ্যাং বৃঙ্ক্তে প্র সহস্রং পশূনাপ্নোত্যাঽস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের ৬ষ্ঠ অনুবাকের উপস্থানাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ 'হে আহবনীয়, তোমার প্রসাদে এ লোকের কর্ম করে স্বর্গলোকে যাব'—ইত্যাদি মন্ত্রে আদরের আধিক্যবশত দ্বিরুক্তি করা হয়েছে। এতে স্বর্গ-লোক অবশ্যই পাব—এ জানান হয়েছে। 'তোমার কৃপা-কটাক্ষ থেকে আমি যেন বিচ্ছিন্ন না হই, আমাদের অনুষ্ঠিত তপস্যা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়'—ইত্যাদি মন্ত্রে তপ-শব্দ ব্যবহার করায় এ যজু-মন্ত্র থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন না হই—এ প্রার্থনা করা হয়েছে। 'হে আদিত্য, তুমি সুন্দররূপে উদিত হও, তুমি রশ্মিযুক্ত চন্দ্রাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি আয়ুর ধারক, আমাদের আয়ু দাও'—ইত্যাদি মন্ত্রে আমাতে আয়ু স্থাপন কর ইত্যাদি আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। 'যে বিষ্ণু-ক্রমে পাদ-বিক্ষেপ করে, সে এ লোক থেকে স্বর্গলোকে যায়' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বর্গলোকের জন্য বিষ্ণুর ক্রম অনুসরণ করে এ লোকের প্রচ্যুতি ঘটে। ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর বলে থাকেন—এ জগতের বৈরিদের জয় করে স্বর্গে গেলে আবার এ মনুষ্যলোকে আসতে পারে, সে যজমান বিষ্ণুর ক্রম বিষয়ে চতুর। 'যে শত্রু পৃথিবী প্রভৃতি তিন লোকে পূর্বাদি দিকে আমার শত্রুতা আচরণ করবে, তাদের এ লোক থেকে সরিয়ে দিব'—ইত্যাদি মন্ত্রে এ ভূলোকে নেমে আসার কথা বলা হয়েছে। 'আমি জ্যোতির সাথে মিলিত হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে এ লোকে জ্যোতির সাথে মিলিত হয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত হবো—ইত্যাদি জানানো হয়েছে। 'ইন্দ্রের আবর্তনের অনুসরণ করব'—ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্য হচ্ছে ইন্দ্র, তার আবর্তন আমি অনুসরণ করব। পরম ঐশ্বর্যাদি যুক্ত বলে আদিত্যকে ইন্দ্র বলা হয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। পুরুষের দক্ষিণ দিকে অধিক সামর্থ্য থাকে জন্য সে দিক দিয়ে অনুবর্তন করা হয়। লোকেও সকল কাজে দক্ষিণ হস্তের প্রাধান্য দেখা যায়। 'আমি যেরূপ পুত্রদের সাথে মিলিত হই, সেরূপ তারাও মিলিত হোক'—ইত্যাদি মন্ত্রে উভয়ের মিলনের প্রার্থনা করা হয়েছে। 'হে সমিন্ধ অগ্নি, তুমি আমাকে দীপ্ত কর' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিতে সমিধ প্রদান করে নিজে-দীপ্ত হবার প্রার্থনা করা হয়েছে। 'সমৃদ্ধ যজ্ঞ, আমি সমৃদ্ধ হবো'—ইত্যাদি মন্ত্রে অতিশয় ধনবান হবার প্রার্থনা জানানো হয়েছে। গার্হপত্য অগ্নির নিকট পিপীলিকাদি বহু ক্ষুদ্র জন্তুর বিনাশের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য 'হে অগ্নি, আমাকে দীর্ঘায়ু দাও'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও পবমান দেবতার নিকট শুদ্ধি প্রার্থনা করা হয়। 'হে গৃহপতি অগ্নি'—ইত্যাদি মন্ত্রে শতবছর পুত্রের আয় লাভের ও অজাত ব্রহ্মতেজ যুক্ত পুত্র লাভের প্রার্থনা জানান হয়েছে। অজাত পুত্রের নাম না থাকায় সন্তান শব্দ এবং জাত পুত্রের বেলায় তার নাম উল্লেখ করতে হয়। 'যে যজ্ঞ করে তা বিসর্জন দেয় না, সে ফল লাভ করে না। 'কে তোমাকে যুক্ত করেছে, সে তোমাকে মুক্ত করবে, প্রজাপতি যজ্ঞ যুক্ত করেছে, সে প্রজাপতি ফল লাভের জন্য যজ্ঞ মুক্ত করবে'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞ বিসর্জনের কথা বলা হয়েছে। যে ব্রত গ্রহণ করা হয়, তা বিসর্জন না করা হলে যজমানকে দগ্ধ করতে পারে এজন্য 'অগ্নি, ব্রতপতি' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রতের বিসর্জন করলে আর দগ্ধ করে না, শান্ত হয়। 'যজ্ঞ বিমুখ হলে আর আসে না, কিন্তু যে আলম্ভ মন্ত্র জানে, সে যজমানের কাছে আবার আসে। যজ্ঞ হয়েছিল'—ইত্যাদি আলম্ভ মন্ত্র পাঠে আবার যজ্ঞ ফিরে আসে॥ যে যজমান অগ্নি আহিত করে সভারহিত হয়, সে সভাহীন হয়ে পরাধীন হয়। এখানে সভা বলতে রাজার মত মন্ত্রী, ভৃত্যাদি যুক্ত নয়, কিন্তু যজ্ঞে দ্বিপদ, চতুষ্পদ পশু লাভ হচ্ছে ব্রাহ্মণের সভা।

যজ্ঞ করে বলতে হয়—'হে অগ্নি, আমি বহু গো, অবি, অশ্ব ইত্যাদি সভা লাভ করব'—তাতে যজমান পশু ও অন্নযুক্ত পুত্রাদি লাভ করে। ৬।২০॥

মন্ত্র ঃ দেব সবিতঃ প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্বঃ। কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচমদ্য স্বদাতি নঃ। ইন্দ্রস্য বজ্রোহসি বার্ত্রঘ্নস্ত্বয়াহয়ং বৃত্রং বধ্যাৎ। বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে। যস্যামিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ তস্যাং নো দেবঃ সবিতা ধর্ম্ম সাবিষৎ। অপস্বন্তরমমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তিষ্বশ্বা ভবথ বাজিনঃ। বায়ুর্বা ত্বা মনুর্বা ত্বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমাযুঞ্জন্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ। অপাং নপাদাশুহেমন্য ঊর্ম্মিঃ ককুদ্মান্ প্রতূর্ত্তির্বাজসাতমস্তেনায়ং বাজং সেৎ। বিষ্ণোঃ ক্রমোহসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমস্যঙ্কৌ ন্যঙ্কাবভিতো রথম্ যৌ ধ্বান্তং বাতাগ্রমনু সঞ্চরন্তৌ দূরেহেতিরিন্দ্রিয়াবান্ পতত্রী তে নোহগ্নয়ঃ পপ্রয়ঃ পারয়ন্তু ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে বাজপেয় মন্ত্রের রথবিষয়ক মন্ত্র বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ হে দেব সবিতা, তুমি উদয়ের দ্বারা আমাদের বাজপেয় যজ্ঞের প্রবর্তন কর, যজমানকে ঐশ্বর্য লাভের জন্য প্রবৃত্ত করাও। তুমি দিব্য, বৃষ্টি দ্বারা যাগের প্রবর্তক। জ্ঞানের শোধক বায়ুদেব আমাদের জ্ঞান শোধন করুক। বাচস্পতি এ কাজে আমাদের সুমতি দিক। হে রথ, তুমি ইন্দ্রের বজ্রতুল্য, বৃত্রের হনন-কর্তা তুমি, যে রথে করে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিল, সে রথ তুমি। তোমার প্রসাদে এ যজমান যজ্ঞের প্রতিবন্ধক শত্রুদের বিনাশ করবে। অন্নের উৎপত্তির জন্য অন্নের নির্মাতা অদীনা পৃথিবীর আমরা স্তুতি করছি। যে পৃথিবীতে সকল প্রাণিগণ সুখে অবস্থান করছে, তাতে আমাদের রথের ধারণ সবিতা দেব অনুমোদন করুক। জলের মধ্যে অমৃত আছে, তাতে অমৃতের সাধন ভেষজ আছে, হে অশ্বগণ, জলের সকল প্রশংসা তোমাদের হোক, তোমরাও তার মত স্বভাব লাভ কর, তোমরা অন্নযুক্ত হও। হে রথ, বায়ু, মনু ও গন্ধর্বগণ পূর্বে তোমাকে যুক্ত করেছিল, আমিও তোমাকে যুক্ত করব। তারা তোমাকে বেগযুক্ত করুক। হে অশ্ব, তুমি জলের পৌত্র ও শীঘ্র গমনশীল। প্রধান তরঙ্গ তোমার দিকে যাচ্ছে। তুমি অন্নের দাতা, যজমানের অন্ন দাও। হে রথ, তুমি বিষ্ণুর ক্রমতুল্য, বিষ্ণুর বিক্রমের মত তুমি জয়শীল, বিষ্ণুর বিজয়ের মত তুমি বিজয়ের কারণ স্বরূপ। রথের দুটি চাকা সবসময় ঘুরছে, তা শব্দযুক্ত ও বাতাসের পূর্বে যেন গমন করছে। দূরে হেতি, ইন্দ্রিয়বান ও পতত্রী নামক অগ্নি এ রথচক্রকে আমাদের কর্মের যোগ্য করুক। ৭।৯ ॥

মন্ত্র ঃ দেবস্যাহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনা বাজজিতা বাজং জেষং দেবস্যাহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনা বাজজিতা বর্ষিষ্ঠং নাকম্ রুহেয়মিন্দ্রায় বাচং বদতেন্দ্রং বাজং জাপয়তেন্দ্রো বাজমজয়িৎ। অশ্বাজনি বাজিনি বাজেষু বাজিনীবত্যশ্বান্ৎ সমৎসু বাজয়। অর্ব্বাহসি সপ্তিরসি বাজ্যসি বাজিনো বাজং ধাবত মরুতাং প্রসবে জয়ত বি যোজনা মিমীধ্বমধ্বনঃ স্কভ্নীত কাষ্ঠাং গচ্ছত বাজেবাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। তে নো অর্ব্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বে শৃণ্বন্তু বাজিনঃ। মিতদ্রবঃ সহস্রসা মেধসাতা সনিষ্যবঃ। মহো যে রত্নং সমিথেষু জভ্রিরে শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু। দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ। জম্ভয়ন্তোহহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুয়বন্ অমীবাঃ। এষ স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি। ক্রতুং দধিক্রা অনু সন্তবীত্বৎপথাম-

স্কাংস্যাম্বাপনীফণং। উত শ্মাস্ম দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগার্ধনঃ। শ্যোনস্যেব ধ্রজতো অঙ্কসং পরি দধিক্রাবণ্ণঃ সহর্জ্জা তরিত্রতঃ। আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদা দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভূ। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চাহমা সোমো অমৃতত্বায় গম্যাৎ। বাজিনো বাজজিতো বাজং সরিষ্যন্তো বাজং জেষ্যন্তো বৃহস্পতে র্ভাগমব জিঘ্রত বাজিনো বাজজিতো বাজং সসৃবাংসো বাজং জিগিবাংসো বৃহস্পতে-র্ভাগে নি মৃড্ঢমিয়ং বঃ সা সত্যো সন্ধাহভূদ্যামিন্দ্রেণ সমধদ্ধমজীজিপত বনস্পতয় ইন্দ্রং বাজং বি মুচ্যধ্বম্ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে রথের ধাবন-মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সকলের প্রেরক সবিতা দেবের অনুজ্ঞা লাভ করে অন্নের জেতা বৃহস্পতির দ্বারা অন্ন লাভ করব। সবিতা দেবের আদেশে অন্নজয়কারী বৃহস্পতির দ্বারা আমি বৃহৎ স্বর্গতুল্য রথচক্রে আরোহণ করব। ইন্দ্র যাতে জয়লাভ করে হে দুন্দুভি, সেরূপ শব্দ কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্ন প্রেরণ কর, ইন্দ্র অন্ন জয় করেছিল। অশ্বের প্রেরক, অন্নের সাধক কশা, তুমি সংগ্রামে অশ্বদের পাঠিয়ে দাও। তুমি গমনকুশল, সংগ্রাম-প্রাপক ও অন্নযুক্ত হও। হে অশ্বগণ, অন্নসাধনের জন্য তোমরা শীঘ্র গমন কর, মরুৎগণের অনুজ্ঞায় অন্ন জয় কর। শীঘ্রগমনের দ্বারা বহুযোজন অল্প কর, পথগুলি পীড়িত কর ও গন্তব্য পথ শীঘ্র অতিক্রম কর। প্রতি অন্নসাধনে হে অশ্বগণ, আমাদের রক্ষা কর ও আমাদের ধন দাও। হে মেধাবী, তোমরা অমর ও সত্যজ্ঞ হয়ে মধুসদৃশ ঘৃত পান কর ও তুষ্ট হও। তৃপ্ত হয়ে দেবযান পথে গমন কর। হে গমনকুশল, আহ্বানের শ্রোতৃগণ, তোমরা সকলে আমাদের আহ্বান শোন। শীঘ্রগমনশীল, অন্নরাশির দাতা, যজ্ঞের দাতা, আমাদের ধন দান করতে ইচ্ছুক অশ্বগণ সংগ্রামে শত্রুর ধন হরণ করে আমাদের আহ্বানে সুখকর হোক। দেবতাদের পূজক, শীঘ্র গমনশীল, শোভন স্তুতিযুক্ত সে অশ্বগণ সর্পের মত, বৃকের মত যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের ভগ্ন করে শীঘ্র আমাদের কাছ থেকে পৃথক করুক। আমাদের আরোগ্য করুক। গ্রীবা, কক্ষ ও মুখে রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ এ অশ্ব কশার দ্বারা তাড়িত হয়ে আরোহীর অভিপ্রায় অনুসারে পথের অবরোধক পাষাণাদি অতিক্রম করে নিম্ন উন্নত কুটিল পথে শীঘ্র গমন করছে। গন্তব্য পথ অতিক্রমে ইচ্ছুক শীঘ্র গমনকারী এ অশ্বের দেহলগ্ন বস্ত্রাদি ধাবমান পক্ষীর পক্ষের মত দেখাচ্ছে এবং শ্যেনের মত দ্রুত ধাবনশীল পর্বতাদি অতিক্রমকারী এ অশ্ব অত্যন্ত বলের সাথে শীঘ্র গমন করছে। অন্নের উৎপত্তি আমার কাছে আসুক। দ্যাবাপৃথিবী জগতের সুখকর হয়ে আমার কাছে আসুক। মাতা পিতা চিরজীবনের জন্য আমার কাছে আসুক এবং সোম আমার দেবজন্ম প্রাপ্তির জন্য আমার কাছে আসুক। অন্ন জয় করতে উদ্যত অশ্বগণ, অন্ন জয়ের জন্য যুদ্ধে গমন করে অন্ন জয় করে বৃহস্পতির ভাগ এ চরুর ঘ্রাণ গ্রহণ কর। হে অশ্বগণ, অন্নের জন্য যুদ্ধে ধাবন-কারী, অন্ন জয়কারী তোমরা বৃহস্পতির এ ভাগের দ্বারা শুদ্ধ হও। হে রথ, ইন্দ্রের জন্য যে প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছিলে, সে যুদ্ধগমনের প্রতিজ্ঞা সত্য হয়েছে। হে বনস্পতির বিকার দুন্দুভিগণ, তোমরা ইন্দ্রকে অন্নের জেতা করেছ, এখন বিশ্রাম গ্রহণ কর। ৮।১৩ ॥

মন্ত্র ঃ ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি জায় এহি সুবো রোহাব রোহাব হি সুবরহং নাবুভয়োঃ সুবো রোক্ষ্যামি বাজশ্চ প্রসবশ্চাপিজশ্চ ক্রতুশ্চ সুবশ্চ মূর্ধা চ ব্যশ্নিয়শ্চাহন্ত্যায়নশ্চান্ত্যশ্চ ভৌবনশ্চ ভুবনশ্চাধি পতিশ্চ। আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং

প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতামপানঃ যজ্ঞেন কল্পতাং ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্ বাগ্যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পস্তাং সুবর্দেবান্ অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম সমহং প্রজয়া সং ময়া প্রজা সমহং রায়স্পোষেণ সং ময়া রায়স্পোষোঽন্নায় ত্বাঽন্নাদ্যায় ত্বা বাজায় ত্বা বাজজিত্যায়ৈ ত্বাঽমৃতমসি পুষ্টিরসি প্রজননমসি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : হে বস্ত্র, তুমি রাজতুল্য যজমানের আবরণ ও পত্নী-শরীরের শীত-নিবারণের কারণ সদৃশ। হে জায়া, তুমি এস, আমরা স্বর্গের কারণরূপ সোপানে আরোহণ করব—যজমান এরূপ বললে পত্নীও তা বলেছিল। বাজপ্রসবীয় দ্বাদশ হোম করতে হয়। তাদের নাম—বাজ, প্রসব, অপিজ, ক্রতু, সুরমূর্ধা, ব্যশ্নিয়, আন্ত্যায়ন, আন্ত্য, ভৌবন ভুবন ও অধিপতি। (কারও মতে চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসের নাম বাজ প্রভৃতি, সে সময়ে সকল প্রাণী তুষ্ট হোক—এ রূপ অর্থ)। এ যজ্ঞের দ্বারা আয়ু নিজ প্রয়োজন সামর্থ্যযুক্ত হোক। এরূপ—এ যজ্ঞের দ্বারা প্রাণ, অপান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক, আত্মা ও যজ্ঞ নিজ নিজ সামর্থ্য লাভ করুক। এ আরোহণের দ্বারা আমরা স্বর্গলোক ও সেখানকার দেবতাদের লাভ করব, আমরা অমর হবো, প্রজাপতির প্রজা হবো, আমি পুত্রাদির সাথে মিলিত হবো, পুত্রাদি আমার সাথে যুক্ত হোক। আমি ধনপুষ্টির সাথে যুক্ত হবো, ধন ও তার পোষণ আমার সাথে যুক্ত হোক। অন্নভক্ষণের সামর্থ্যের জন্য, সংগ্রামের সামর্থ্যের জন্য ও সংগ্রামে জয়ের জন্য তোমাকে তাড়না করছি। তুমি অমৃতের কারণ হও, পুষ্টির হেতু হও ও প্রজার হেতু হও। ৯।৫ ॥

মন্ত্র : বাজস্যেমং প্রসবঃ সুষুবে অগ্রে সোমং রাজানমোষধীষ্বপ্সু। তা অস্মভ্যং মধুমতীর্ভবন্তু বয়ং রাষ্ট্রে জাগ্রিয়াম পুরোহিতাঃ। বাজস্যেদং প্রসব আ বভূবেমা চ বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ। স বিরাজং পর্যেতি প্রজানন্ প্রজাং পুষ্টিং বর্ধয়মানো অস্মে। বাজস্যেমাং প্রসবঃ শিশ্রিয়ে দিবমিমা চ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাট্। অদিৎসন্তং দাপয়তু প্রজানন্ রয়িম্ চ নঃ সর্ববীরাম্ নি যচ্ছতু। অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রতি নঃ সুমনা ভব। প্র ণো যচ্ছ ভুবস্পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্। প্র ণো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ। প্র দেবাঃ প্রোত সূনৃতা প্র বাগ্দেবী দদাতু নঃ। অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়। বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্। সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীন্দ্রস্য বৃহস্পতেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : অন্নের উৎপাদক পরমেশ্বর ওষধি ও জলে এ দীপ্তিমান সোমকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। সে ওষধি ও জল আমাদের জন্য মধুর রসযুক্ত হোক। আমরাও এ রাষ্ট্রে যাগাদি কর্মে অগ্রগামী হয়ে জাগরূক হবো। অন্নের উৎপাদক পরমেশ্বর এ কর্ম উৎপন্ন করেছেন, এ সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমার এ কর্তব্য এ জেনে আমাদের জন্য প্রজা ও তার পুষ্টি বর্ধনের জন্য অন্ন লাভ করুন। অন্নের উৎপাদক সে ঈশ্বর দ্যুলোক ও অন্য সকল ভুবন আশ্রয় করে আছেন, তিনি সকল ভুবনের রাজা হবিদানে অনিচ্ছুক আমাকে বুদ্ধি প্রেরণ করে হবিদান করান। আমাদের পুত্র ভৃত্যাদির জন্য ধন দিন। হে অগ্নি, এ কর্মে আমাদের সামনে হিত বল, আমাদের প্রতি করুণার্দ্রচিত্ত হও। হে পৃথিবীপতি, তুমি আমাদের ধন দাও, যেহেতু তুমি আমাদের প্রভু ও ধনদাতা। অর্যমা, ভগদেব,

বৃহস্পতি ও অপরাপর দেবগণ এবং প্রিয়বাক্যের অভিমানী দেবতা ও বাক্‌দেবী আমাদের ধন দিক। হে ঈশ্বর, আমাদের দেবার জন্য তুমি অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু বাগধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সবিতা ও অন্নাধিপতি দেবতাদের প্রেরণ কর। রাজা সোম, বরুণ ও অগ্নির এ কর্মে অবলম্বন করছি। আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতির আমরা প্রার্থনা করছি। সবিতা দেবের অনুজ্ঞায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর ও তেজ-প্রদ অগ্নির নিয়ন্ত্রণে তোমাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করছি। ইন্দ্র ও বৃহস্পতির অনুজ্ঞায় সাম্রাজ্যে তোমাকে অভিষিক্ত করছি। ১০।৮ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিরেকাক্ষরেণ বাচমুদজয়দশ্বিনৌ দ্ব্যক্ষরেণ প্রাণাপানাবুদজয়তাং বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ ত্রীল্লোঁকানুদজয়ৎ সোমশ্চতুরক্ষরেণ চতুষ্পদঃ পশূনুদজয়ৎ পূষা পঞ্চাক্ষরেণ পঙ্‌ক্তিমুদজয়দ্ধাতা ষড়ক্ষরেণ ষড়্‌তূনুদজয়ন্মরুতঃ সপ্তাক্ষরেণ সপ্তপদাং শক্করীমুদজয়ন্বৃহস্পতি রষ্টাক্ষরেণ গায়ত্রীমুদজয়ন্মিত্রো নবাক্ষরেণ ত্রিবৃতং স্তোমমুদজয়দ্‌ বরুণো দশাক্ষরেণ বিরাজমুদজয়দিন্দ্র একাদশাক্ষরেণ ত্রিষ্টুভমুদজয়দ্বিশ্বে দেবা দ্বাদশাক্ষরেণ জগতীমুদজয়ন্বসবস্ত্রয়োদশাক্ষরেণ ত্রয়োদশং স্তোমমুদজয়ন্‌ রুদ্রাশ্চতুর্দশাক্ষরেণ চতুর্দশং স্তোমমুদজয়ন্নাদিত্যাঃ পঞ্চদশাক্ষরেণ পঞ্চদশং স্তোমমুদজয়ন্নদিতিঃ ষোড়শাক্ষরেণ ষোড়শং স্তোমমুদজয়ৎ প্রজাপতিঃ সপ্তদশাক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোমমুদজয়ৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ এক অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দের দ্বারা অগ্নি বাক্যকে জয় করেছিল, সেরূপ আমিও এক অক্ষরের দ্বারা বাক্যকে জয় করব। সেরূপ অশ্বিদ্বয় দু-অক্ষরের দ্বারা প্রাণ ও অপানকে, বিষ্ণু তিন অক্ষরের দ্বারা তিন লোককে, সোম চার অক্ষরের দ্বারা চতুষ্পদ পশুদের, পূষা পাঁচ অক্ষরের দ্বারা পঙ্‌ক্তিকে, ধাতা ছয় অক্ষরের দ্বারা ছয় ঋতুকে, মরুদ্গণ সাত অক্ষরের দ্বারা সপ্তপদা শক্করীকে, বৃহস্পতি আট অক্ষরের দ্বারা গায়ত্রীকে, মিত্র নয় অক্ষরের দ্বারা ত্রিবৃৎ স্তোমকে, বরুণ দশ অক্ষরের দ্বারা বিরাটকে, ইন্দ্র এগার অক্ষরের দ্বারা ত্রিষ্টুপ্‌কে, বিশ্বেদেবগণ বার অক্ষরের দ্বারা জগতীকে, বসুগণ তের অক্ষরের দ্বারা ত্রয়োদশ স্তোমকে, রুদ্রগণ চৌদ্দ অক্ষরের দ্বারা চতুর্দশ স্তোমকে, আদিত্যগণ পনরো অক্ষরের দ্বারা পঞ্চদশ স্তোমকে, অদিতি ষোল অক্ষরের দ্বারা ষোড়শ স্তোমকে, প্রজাপতি সতেরো অক্ষরের দ্বারা সপ্তদশ স্তোমকে জয় করেছিল। আমি তাদের দ্বারা সেগুলি জয় করব। ১১।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ উপযামগৃহীতোঽসি নৃষদং ত্বা দ্রুষদং ভুবনসদমিন্দ্রায় জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা উপযামগৃহীতোঽস্যপ্সুষদং ত্বা ঘৃতসদং ব্যোমসদমিন্দ্রায় জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা উপযামগৃহীতোঽসি পৃথিবিষদং ত্বাঽন্তরিক্ষসদং নাকসদমিন্দ্রায় জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা। যে গ্রহাঃ পঞ্চজনীনা যেষাং তিস্রঃ পরমজাঃ। দৈব্যঃ কোশঃ সমুব্জিতঃ। তেষাং বিশিপ্রিয়াণামিষমূর্জং সমগ্রভীমেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা। অপাং রসমুদ্বয়সং সূর্যরশ্মিং সমাভৃতম্‌। অপাং রসস্য যো রসস্তং বো গৃহ্নাম্যুত্তমমেষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা। অয়া বিষ্ঠা জনয়ন্‌কর্বরাণি স হি ঘৃণিরুরুর্বরায় গাতুঃ। স প্রত্যুদৈদ্ধরুণো মধ্বো অগ্রং স্বায়াং যত্তনুবাং তনুমৈরয়ত। উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টম্‌ গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিঃ প্রজাপতয়ে ত্বা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ হে গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, মনুষ্য, বনস্পতি ও ভুবনে তুমি অবস্থিত, তোমাকে ইন্দ্রের প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার

স্থান, ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। 'হে গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, জল, ঘৃত ও ব্যোমে অবস্থিত তোমাকে ইন্দ্রের প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোকে অবস্থিত তোমাকে ইন্দ্রের প্রীতির জন্য গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। যে গ্রহগুলি পঞ্চজনীন অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, অসুর, রক্ষ, গন্ধর্বের অথবা নিষাদাদি পঞ্চ বর্ণের হিতকারী, তাদের মধ্যে আগ্নেয়ী, ঐন্দ্রী ও সৌরী এ তিনটি প্রকৃতিতে জাত, যাদের প্রভাবে মেঘসকল বর্ষণোন্মুখ হয়, বিবিধ হনুসদৃশ অতিগ্রাহ্যদের পূরণের জন্য অন্ন সদৃশ বলপ্রদ সোমরস আমি গ্রহণ করছি। হে গ্রহ, এ তোমার স্থান, ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে অতিগ্রাহ্যগণ, তোমাদের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ গ্রহ, তাকে গ্রহণ করছি। যা জলের সার সোমরস, যা অন্ন ও জীবনের কারণ স্বরূপ, যা সূর্যরশ্মি তুল্য পরিপাকের হেতু, যা দ্যুলোক থেকে গায়ত্রীর দ্বারা আনীত হয়েছে এবং যা জলের যা সারভূত রস। হে পাত্র, এ তোমার স্থান, ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এ প্রজাপতি বিশেষরূপে অবস্থিত হয়ে এ সকল কর্ম সম্পন্ন করেন, সে প্রজাপতি প্রকাশক হয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মফলের জন্য বিস্তীর্ণ পথস্বরূপ, তিনি কর্মফলের ধারক হয়ে আমাদের নিকট আসুন। যদি তিনি নিজ শরীরে আমাদের শরীর প্রেরণ করেন, তবে আমরা ফল লাভ করব। হে গ্রহ, তুমি পাত্রে গৃহীত হয়েছ, প্রজাপতির প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। এ তোমার স্থান, প্রজাপতির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ১২।১২ ॥

মন্ত্র ঃ অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরনু পর্বতাসঃ। অন্বিন্দ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানম্। অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা তে বিশ্বমনু বৃত্রহত্যে। অনু ক্ষত্রমনু সহো যজত্রেন্দ্র দেবেভিরনু তে নৃষহ্যে। ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুপত্নীমহমশ্রবম্। ন হ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতিঃ। নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপের্ঋতে। যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ম্ দেবেষু গচ্ছতি। যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ। যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ। আ তে মহ ইন্দ্রোত্যুগ্র সমন্যবো যৎ-সমরন্ত সেনাঃ। পতাতি দিদ্যুন্নর্যস্য বাহ্বোর্মা তে মনো বিষ্বদ্রিয়ম্বিচারীৎ। মা নো মর্ধীরা ভরা দদ্ধি তন্নঃ প্র দাশুষে দাতবে ভূরি যত্তে। নব্যে দেষ্ণে শস্তে অস্মিন্ত উক্থে প্র ব্রবাম বয়মিন্দ্র স্তুবন্তঃ। আ তূ ভর মাকিরেতৎ পরি ষ্ঠাদ্বিদ্মা হি ত্বা বসুপতিং বসূনাম্। ইন্দ্রে যত্তে মাহিনং দত্রমস্ত্যস্মভ্যং তদ্ধর্যশ্ব প্র যন্ধি। প্রদাতারং হবামহ ইন্দ্রমা হবিষা বয়ম্। উভা হি হস্তা বসুনা পৃণস্বাহপ্র যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ। প্রদাতা বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্‌ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা অস্মিন্‌যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যাথা ভব যজমানায় শং যোঃ। ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাং অবোভিঃ সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ। বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম। তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম। স সুত্রামা স্ববাং ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুয়োতু। রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম। প্রো ষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা। অস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্য-কেষাম্। জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১৩ ॥ (পাকযজ্ঞং সংশ্রবাঃ পরোক্ষং বর্হির্যো ধ্রুবামগন্মেত্যাহ দেব সবিতর্দ্দেবদ্যাহং ক্ষত্রস্যোল্বং বাজস্যাগ্নিরেকাক্ষরেণোপযাম-গৃহীতোঽসি নৃষদমন্বহ ত্রয়োদশ ॥ ১৩ ॥ পাকযজ্ঞং পরোক্ষং ধ্রুবাম্ বি সৃজতে চ নঃ সর্ব্ববীরাং পতয়ঃ স্যামৈকপঞ্চাশৎ ॥ ৫১ ॥)

অনুবাদ ঃ চৈত্র প্রভৃতি মাসগুলি ইন্দ্রের অনুসরণ করে অনুগ্রহ করবার জন্য আমাদের কাছে এসেছে। সেরূপ বন, ওষধি, পর্বতগুলি এবং আমাদের কামনা করে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের কাছে এসেছে। হে অর্চনীয় ইন্দ্র, ঋত্বিকেরা সকল যজ্ঞে তোমাকে অধিক হবি দিয়ে থাকে, যেহেতু তুমি প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, বৃত্রের হত্যাকারী, ধনবান, বলবান ও শত্রুদের পরাভবকারী। দেবস্ত্রীগণের মধ্যে ইন্দ্রাণীকে পতিব্রতা বলে শুনেছি। এর পতি কখনও জরার দ্বারা মারা যায় না। হে ইন্দ্রাণি, আমি তোমার সখা ইন্দ্রের ছাড়া অন্য কারো কীর্তন করি না। আমার জলজাত সোম পুরোডাশ রূপ হবি প্রীতিপ্রদ হয়ে সকল দেবতার নিকট যায়। যে ইন্দ্রদেব জাতমাত্র দেবগণের প্রধান, মনস্বী, বৃত্রবধাদি কর্মের দ্বারা অন্য দেবতাদের অতিক্রম করেছে, যার বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত, হে জনগণ, সে ইন্দ্র নিজ বলের মহিমায় তোমাদের রক্ষা করুক। হে উগ্র ইন্দ্র, তোমার রক্ষণ সব দিক দিয়ে অধিক। এ রক্ষণের জন্য আমাদের সেনাগণ শত্রুর প্রতি ক্রোধযুক্ত হয়ে তাদের অগ্রাহ্য করে ক্রীড়া করছে। মানুষের হিতকারী তোমার বাহুর খড়্গাদির দীপ্তি সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে। তোমার মন বহুদিকে বিচরণ না করুক অর্থাৎ অবিচল হয়ে আমাদের জয়ের জন্য নিযুক্ত হোক। হে ইন্দ্র, আমাদের কলহপর করো না। হবিদানকারী যজমানের দেবার জন্য তোমার যে প্রচুর ধন আছে, তা এনে আমাদের দাও। হে ইন্দ. নূতন তোমার দানসাধন প্রশস্ত এ কর্মে উক্থ-মন্ত্রে স্তুতি করে আমরা এ প্রার্থনা করছি। হে ইন্দ্র, তুমি ধন আন, আমাদের জন্য আনীত ধন শেষ হবে না, যেহেতু তোমাকে ধনপতি বলে আমরা জানি। দেবার জন্য তোমার যে মহৎ ধন আছে, হে হরি নামক অশ্বদ্বয়যুক্ত ইন্দ্র, তা আমাদের দাও। প্রকৃষ্ট দাতা ইন্দ্রের আমরা হবির দ্বারা আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র, তুমি উভয় হস্ত ধনের দ্বারা পূর্ণ কর। তারপর আমার সামনে এসে ডান ও বাঁ হাতে ধন দাও। দাতা, বজ্রী, ধনবর্ষক, শত্রুর পরাভবকারী, বলবান, দীপ্ত, বৃত্রহত্যাকারী, সোমের পালক ইন্দ্র, তুমি বেদিতে আস্তীর্ণ এ দর্ভে উপবেশন করে আমাদের সুখকর ও অনিষ্ট-নাশক হও। এ ইন্দ্র সুষ্ঠু ত্রাণকর্তা, ধনবান, রক্ষণের দ্বারা সুখকর ও আমাদের সকল কাজের জ্ঞাতা হোক। আমাদের বাধাদানকারী শত্রুদের বিদ্বেষী সে ইন্দ্র আমাদের অভয় দিক। তার প্রসাদে আমরা সকল সামর্থ্যের অধিকারী হবো। যাগসম্পাদনকারী ইন্দ্রের অনুগ্রহে আমরা পরম মঙ্গলময় ফল লাভ করব। সুষ্ঠু ত্রাণকারী, ধনবান ইন্দ্র হবিদানকারী আমাদের শত্রুদের দূর থেকে পৃথক করুক। ধনবান, হর্ষযুক্ত ও বহু অন্নযুক্ত জলদেবীগণ আমাদের সুখের জন্য ইন্দ্রের সাথে থাকুক। তাদের সাথে আমরা ইন্দ্রের স্তুতি করে সুখী হবো। এ ইন্দ্রের রথের পুরোভাগে বাক্যের দ্বারা সুখে স্তুতি কর, তা হলে আমরা তার রক্ষণীয় বলে জানবে। যে ইন্দ্র বৈরিঘাতী, সংগ্রামে শত্রুসেনা অতি নিকটে হত্যা করতে ইচ্ছা করলেও সে স্থির থাকে, পলায়ন করে না। সে ইন্দ্র শত্রুদের কুৎসিত ধনুর জ্যা ভেঙ্গে দিক। ১৩।১৪ ॥

অষ্টম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ অনুমত্যৈ পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপতি ধেনুর্দক্ষিণা যে প্রত্যঞ্চঃ শম্যায়া অবশীয়ন্তে তং নৈর্ঋতমেককপালং কৃষ্ণং বাসঃ কৃষ্ণতূষম্ দক্ষিণা, বীহি স্বাহাহুতিং জুষাণ এষতে নির্ঋতে ভাগো ভূতে হবিষ্মত্যসি মুঞ্চেমমংহসঃ স্বাহা

নমো য ইদং চকারাহদিত্যম্ চরুং নির্ব্বপতি বরো দক্ষিণাহগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং বামনো বহী দক্ষিণাহগ্নীষোমীয়মেকাদশ-কপালং হিরণ্যং দক্ষিণৈন্দ্রমেকাদশকপাল-মৃষভো বহী দক্ষিণাহগ্নেয়মষ্টাকপালমৈন্দ্রং দধ্যৃষভো বহী দক্ষিণৈন্দ্রাগ্নং দ্বাদশকপালং বৈশ্বদেবং চরুং প্রথমজো বৎসো দক্ষিণা সৌম্যং শ্যামাকং চরুং বাসো দক্ষিণা সরস্বত্যৈ চরুং সরস্বতে চরুং মিথুনৌ গাবৌ দক্ষিণা ॥ ১ ॥

অনুবাদ : [এ অনুবাকে রাজসূয় যজ্ঞের ষষ্ঠী থেকে অনুমিতি প্রভৃতি আটটি যাগের কথা বলা হয়েছে। চতুর্দশী যুক্ত পূর্ণিমা তিথির নাম অনুমিতি, এখানে তার অভিমানিনী পৃথিবীরূপা কোন দেবতাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে।] অনুমিতির অভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ পৃথক করে রাখা হয় ও ধেনু দক্ষিণা দিতে হয় হয়। এ কাজে পুরোডাশের জন্য তণ্ডুল পেষণ করা হয়, পশ্চিম দিকে শিলার নীচে স্থাপিত শম্যাতে যে তণ্ডুলের পিষ্টলেশ পতিত হয়, সে লেশ জাত দ্রব্য নির্ঋতি দেবতার জন্য দিতে হয়, কৃষ্ণ বাস এখানে দক্ষিণা। আমাদের থেকে বিশ্লিষ্ট হও, আমাদের আঘাত দিও না। হে গার্হপত্য অগ্নি, স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, তা গ্রহণ করে শান্ত হয়ে এখানে থাক। হে নির্ঋতি, এ তোমার ভাগ, তুমি এ হবি ভক্ষণ কর। হে ভূতরূপে, তুমি হবিযুক্ত হয়েছ, হবির দাতা যজমানকে পাপ থেকে মুক্ত কর। যে আমাদের প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা করে, সে গার্হপত্যের উদ্দেশে ঘৃত আহুতি দেয়া হচ্ছে ও নমস্কার করা হচ্ছে। দেবমাতা অদিতির উদ্দেশে চরু দেয়া হচ্ছে, এখানে গাভী দক্ষিণা দেয়া হয়। অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে একাদশ কপাল ও খর্বাকৃতি ভার-বাহী ষাঁড় দক্ষিণা দেয়া হচ্ছে। অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে একাদশ কপাল ও হিরণ্য দক্ষিণা দিতে হয়। ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল ও ভারবাহী ষাঁড় দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল, ইন্দ্রের জন্য দধি দিতে হয়। ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য একাদশ কপাল, বৈশ্বাদেবের জন্য চরু এবং প্রথমজাত বৎস দক্ষিণা দিতে হয়। সোমদেবের জন্য শ্যামাক চরু ও বস্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়, সরস্বতীর জন্য চরু ও মিথুন গাভী দক্ষিণা দিতে হয়।১।৮ ॥

মন্ত্র : আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপতি সৌম্যং চরুং সাবিত্রং দ্বাদশকপালং সারস্বতং চরুং পৌষ্ণং চরুং মারুতং সপ্তকপালং বৈশ্বদেবীমামিক্ষাং দ্যাবাপৃথিব্য-মেককপালম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ : অগ্নিদেবের জন্য অষ্টকপাল, সোমদেবের জন্য চরু, সবিতাদেবের জন্য দ্বাদশ কপাল, সরস্বতীর জন্য চরু, পূষা দেবতার জন্য চরু, মরুৎ দেবতার জন্য সপ্ত কপাল, বৈশ্বদবীর জন্য আমিক্ষা দ্যাবাপৃথিবীর জন্য এক কপাল হবি দিতে হয়। ২।৮ ॥

মন্ত্র : ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং মারুতীমামিক্ষাং বারুণীমামিক্ষাং কাঃমেক-কপালং প্রঘাস্যান্ হবামহে মরুতো যজ্ঞবাহসঃ করম্ভেণ সজোষসঃ। মো ষণ ইন্দ্র পৃৎসু দেবাস্তু স্ম তে শুষ্মিন্নবয়া। মহী হ্যস্য মীঢ়ুষো যব্যা। হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ। যদ্‌গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে। যচ্ছূদ্রে যদর্য্য এনশ্চকৃমা বয়ম্। যদেকস্যাধি ধর্মণি তস্যাবযজনমসি স্বাহা। অক্রন্‌কর্ম কর্মকৃতঃ সহ বাচা ময়োভুবা। দেবেভ্যঃ কর্ম কৃত্বাহস্তং প্রেত সুদানবঃ। ৩।

অনুবাদ : ইন্দ্র ও অগ্নিদেবের জন্য একাদশ কপাল, মরুৎ ও বরুণের জন্য আমিক্ষা, প্রজাপতির জন্য এক কপাল হবি দিতে হয়। যজ্ঞের বহনকারী প্রঘাস মরুদ্গণের আমরা আহ্বান করছি, দধি ঘৃত মিশ্রিত সক্তুযুক্ত করম্ভপাত্রের সাথে

তাদের সমান প্রীতি। হে ইন্দ্র, সংগ্রামে যেন আমাদের প্রবৃত্তি না হয়। হে বলবান, তোমার প্রসাদে আমাদের করম্ভ পাত্রের যোগ হোক। বৃষ্টি সেচন সমর্থ তোমার প্রসাদে আমাদের ভূমি যবাদি শস্যপূর্ণ হোক। আমাদের বাক্য হবি-যুক্ত মরুৎগণের স্তুতি করুক। গ্রামে, অরণ্যে, সভাতে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে, শূদ্রে, বৈশ্যে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে পাপ করেছি, সে সকলের তুমি বিনাশক, তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। অধ্বর্যু প্রভৃতি সকল যজমানেরা সুখকর মন্ত্রোচ্চারণরূপ বাক্যের সাথে করম্ভপাত্র হোম পর্যন্ত কর্ম করেছে। হে হবির দাতা অধ্বর্যুগণ, দেবতার জন্য এ কর্ম করে তোমরা স্বগৃহে যাও। ৩।৪॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়েঽনীকবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপতি সাকং সূর্যেণোদ্যতা মরুদ্ভ্যঃ সান্তপনেভ্যো মধ্যন্দিনে চরুং মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভ্যঃ সর্বাসাং দুগ্ধে সায়ং চরুং, পূর্ণা দর্বি পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত। বস্নেব বিক্রীণাবহা ইষমূর্জং শতক্রতো। দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে। নিহারমিন্নি মে হরা নিহারম্ নি হরামি তে। মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ পুরোডাশং সপ্তকপালং নির্বপতি সাকং সূর্যেণোদ্যতাঽগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপতি সৌম্যং চরুং সাবিত্রং দ্বাদশকপালং সারস্বতং চরুং পৌষ্ণং চরুমৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালমৈন্দ্রং চরুং বৈশ্বকর্মণমেককপালম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ সূর্যের উদয়ের সাথে সৈন্যযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ দিতে হয়, মধ্যাহ্নকালে শত্রুতাপক মরুৎগণের উদ্দেশে চরু দিতে হয়, এবং সন্ধ্যাকালে গৃহ ও যজ্ঞের পালক মরুৎগণের উদ্দেশে গাভীদোহন ও চরু দিতে হয়। হে দর্বি, শর নিষ্কাসনের দ্বারা পূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের প্রতি যাও এবং তার প্রসাদে ধনপূর্ণ হয়ে আমাদের কাছে এস। হে শতক্রতু, আমরা উভয়ে বণিকের মত বিনিময় করে অন্ন ও বল ক্রয় করব (অর্থাৎ তোমাকে শর দিয়ে আমরা তোমার কাছ থেকে অন্ন ও বল ক্রয় করব)। হে ইন্দ্র, আমাদের ঈপ্সিত বস্তু তুমি দাও, তোমার ঈপ্সিত বস্তু আমরা দিচ্ছি, তা তুমি আমাদের কাছে স্থাপন কর, আমরাও তোমার কাছে স্থাপন করছি। তা এক সাথে নয়, তুমি এনে আমাদের কাছে রাখ, আমরাও বার বার তোমার কাছে রাখব। পর দিন সূর্য উঠলে ক্রীড়াশীল মরুদ্‌গণের জন্য সপ্তকপাল পুরোডাশ দিতে হয়, অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকলাপ চরু, সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল, সরস্বতীর উদ্দেশে চরু, পূষার উদ্দেশে চরু, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে চরু এবং বিশ্বকর্মার জন্য একাদশ কপাল হবি দিতে হয়। ৪।৪।

মন্ত্র ঃ সোমায় পিতৃমতে পুরোডাশং ষট্‌কপালং নির্বপতি পিতৃভ্যো বর্হিষদ্ভ্যো ধানাঃ পিতৃভ্যোঽগ্নিষ্বাত্তেভ্যোঽভিবান্যায়ৈ দুগ্ধে মন্থমেতত্তে তত যে চ ত্বামন্বেতত্তে পিতামহ প্রপিতামহ যে চ ত্বামনু, অত্র পিতরো যথাভাগং মন্দধ্বং সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্মন্দিষীমহি। প্র নূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাসি বশাম্ অনু। যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী। যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। অক্ষন্ পিতরোঽমীমদন্ত পিতরোঽতীতৃপন্ত পিতরোঽমীমৃজন্ত পিতরঃ। পরেত পিতরঃ সোম্যা গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্ব্যৈঃ। অথা পিতৄন্‌ৎসুবিদত্রাং অপীত যমেন যে সধমাদং মদন্তি। মনো ন্বা হুবামহে নারাশংসেন স্তোমেন পিতৃণাং চ মন্মভিঃ। আ ন এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে। পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি। যদন্তরিক্ষং পৃথিবীমুত দ্যাং যন্মাতরং পিতরং বা জিহিংসিম। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো গার্হপত্যঃ প্র মুঞ্চতু দুরিতা যানি চকৃম করোতু মামনেনসম্ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে পিতৃ-যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ পিতৃযুক্ত সোম দেবের উদ্দেশে ষট্‌কপাল পুরোডাশ দিতে হয়, বর্হিষদ পিতৃগণের উদ্দেশে ধান, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের উদ্দেশে মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত যবের ছাতু দিতে হয় । হে পিতা, এ তোমায় অন্ন এবং তোমার সাথে যারা রয়েছে এ তাদের । হে পিতামহ, এ তোমার অন্ন এবং তোমার সাথে যারা আছে এ তাদের, হে প্রপিতামহ, এ তোমার অন্ন এবং তোমার সাথে যারা আছে এ তাদের । হে পিতৃগণ. যথাযোগ্য ভাগের দ্বারা তোমরা তৃপ্ত হও । হে ইন্দ্র, অনুগ্রহ দৃষ্টিতে সকলের দর্শক তোমার আমরা তর্পণ করছি । আমাদের দত্ত হবির দ্বারা রথপৃষ্ঠ পূর্ণ করে, আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে অভীষ্ট দেশে যাও, তোমার অশ্বদ্বয় রথে যুক্ত আছে । পিতৃগণ ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়েছেন, যেহেতু অঙ্গ সঞ্চালন করে ভোজন তৃপ্ত ব্রাহ্মণের মত ভোজনের স্তুতি করেছেন. পিতৃগণ ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়ে আমাদের তৃপ্ত ও শোধিত করেছেন । হে সোম্য পিতৃগণ, তোমরা এখন সুলভ পূর্বকৃত পথে গৃহে যাও । তারপর সে পিতৃলোকে যমের সাথে তৃপ্ত শোভনজ্ঞানযুক্ত আমাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত হও । সকল মানুষের প্রশংসাযোগ্য ও পিতৃগণের মাননীয় বাক্যের দ্বারা পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানপর মনকে আহ্বান করছি । কর্মানুষ্ঠান, তার সামর্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিরকাল মোক্ষের যোগ্য মন বার বার আমাদের কাছে আসুক । হে পিতৃগণ, দেবসম্বন্ধীয় পুরুষরা আমাদের কর্মানুষ্ঠান যুক্ত মন দিক, আমরা যেন শত বৎসর জীবন লাভ করি । অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোকের প্রতি, যে হিংসা আমরা করেছি, সে সকল পাপ থেকে গার্হপত্য অগ্নি আমাদের মুক্ত করুক । অন্য যে পাপ করেছি, তা থেকেও মুক্ত করুক, আমাকে সকল পাপরহিত করুক । ৫।১২ ॥

মন্ত্র ঃ প্রতিপূরুষমেককপালান্নির্বপত্যেকমতিরিক্তং যাবন্তো গৃহ্যাঃ স্মস্তেভ্যঃ কমকরং পশূনাং শর্মাসি শর্ম যজমানস্য শর্ম মে যচ্ছৈক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থ আখুস্তে রুদ্র পশুস্তং জুষস্ব, এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাঽম্বিকয়া তং জুষস্ব ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথো অস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজম্ যথাঽসতি । সুগং মেষায় মেষ্যৈ অবাম্ব রুদ্রমদিমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকম্ । যথা নঃ শ্রেয়সঃ করদ্যথা নো বস্যসঃ করদ্যথা নঃ পশুমতঃ করদ্যথা নো ব্যবসায়য়াৎ । ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম্ । উর্ব্বারু- কমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ । এষ তে রুদ্র ভাগস্তং জুষস্ব তেনাবসেন পরো মূজবতোঽতীহ্যবততধন্বা পিনাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে ত্র্যম্বক পুরোডাশের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যজমানের প্রতিপুরুষের জন্য এক একটি কপাল অর্পণ করতে হয় । আমাদের গৃহে যারা আছে, তাদের সকলের জন্য এর দ্বারা সুখবিধান করব । হে রুদ্র, তুমি পশুদের সুখ-প্রদ, যজমান আমি, আমাকে সুখ দাও । জগতে এক রুদ্র আছে, দ্বিতীয় কেউ নেই । আখুস্থানীয় পুরোডাশ তোমার প্রীতির কারণ, তা তুমি গ্রহণ কর । হে রুদ্র, এ তোমার ভাগ, ভগবতী অম্বিকা দেবীর সাথে তার সেবা কর । হে রুদ্র, আমাদের গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য লোকজনদের ঔষধ দাও, যাতে আমাদের আরোগ্য হয় । আমাদের মেষ ও মেষী যেন রোগরহিত হয়ে সুষ্ঠু বিচরণ করতে পারে । হে অম্ব, রুদ্রের উদ্দেশে আমরা পুরোডাশাদি অর্পণ করে স্তুতি করছি, তিনি যেন আমাদের বিদ্যাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠ, ধনবান, গবাদি পশুযুক্ত ও অবিঘ্ন কর্ম সমাপন করেন । পুণ্যগন্ধ,

পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের পূজা করছি। পক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি মৃত্যুর বন্ধন থেকে আমি যেন মুক্ত হই, কিন্তু অমৃত থেকে নয়। হে রুদ্র, এ তোমার ভাগ, তুমি গ্রহণ কর। আমাদের এ পাথেয় নিয়ে জ্যা বিস্তার করে পিনাকপাণি কৃত্তিবাস তুমি, প্রপঞ্চের অতীতে অবস্থান করছ। ৬।১১ ॥

মন্ত্র ঃ ঐন্দ্রাগ্নং দ্বাদশকপালং বৈশ্বদেবং চরুমিন্দ্রায় শুনাসীরায় পুরোডাশম্ দ্বাদশকপালং বায়ব্যং পয়ঃ সৌর্যমেক কপালং দ্বাদশগবং সীরং দক্ষিণাহগ্নেরষ্টা-কপালং নির্ব্বপতি রৌদ্রং গাবীধুকং চরুমৈন্দ্রম্ দধি বারুণং যবময়ং চরুং বহিনী ধেনুর্দক্ষিণা যে দেবাঃ পুরঃ সদোহগ্নিনেত্রা দক্ষিণসদো যমনেত্রাঃ পশ্চাৎসদঃ সবিতৃ-নেত্রা উত্তরসদো বরুণনেত্রা উপরিষদো বৃহস্পতিনেত্রাঃ রক্ষোহণস্তে নঃ পান্তু তে নোহবন্তু তেভ্যঃ নমস্তেভ্যঃ স্বাহা সমূঢং রক্ষঃ সন্দগ্ধম্ রক্ষ ইদমহং রক্ষোহভি সং দহাম্যগ্নয়ে রক্ষোঘ্নে স্বাহা যমায় সবিত্রে বরুণায় বৃহস্পতয়ে দুবস্বতে রক্ষোঘ্নে স্বাহা প্রষ্টিবাহী রথো দক্ষিণা দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং রক্ষসো বধং জুহোমি হতং রক্ষোঽবধিষ্ম রক্ষো যদ্বস্তে তদ্দক্ষিণা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপাল, বিশ্বদেবের জন্য চরু, বায়ু ও আদিত্য যুক্ত ইন্দ্রের জন্য দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, বায়ুর জন্য জল ও সূর্যের জন্য এক কপাল হবি এবং দ্বাদশ গাভী যুক্ত লাঙ্গল তার দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নির জন্য অষ্ট কপাল, রুদ্রের জন্য তৃণ, তণ্ডুল ও চরু, ইন্দ্রের জন্য দধি, বরুণের জন্য যবময় চরু ও ধেনু দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্বদিকে অগ্নিপ্রধান দেবগণ, দক্ষিণদিকে যমপ্রধান দেবগণ, পশ্চিমদিকে সবিতাপ্রধান দেবগণ, উত্তর-দিকে বরুণপ্রধান দেবগণ, ঊর্ধ্ব দিকে বৃহস্পতিপ্রধান রাক্ষস-বিনাশক দেবগণ আমাদের রক্ষা করুক, আমাদের প্রীতি করুক, তাদের উদ্দেশে আমরা নমস্কার করছি ও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। আমাদের প্রতিকূল রাক্ষসরা একসঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে, সর্বত্র অবস্থিত তাদের অনুচরদের এখন দগ্ধ করছি। রাক্ষস-নাশক অগ্নির স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। রাক্ষসদের বিনাশক যম, সবিতা, বরুণ ও পরিচর্যা যুক্ত বৃহস্পতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। এখানে তিনটি অশ্বের দ্বারা যুক্ত রথ দক্ষিণা দিতে হয়। সবিতা দেবের অনুজ্ঞায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের ও পূষাদেবতার হস্তদ্বয় দ্বারা রাক্ষসদের বধের জন্য এ আহুতি দিচ্ছি। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হয়েছে, আমরা তাদের বিনাশ করেছি। হোমকালে যে বস্ত্র আচ্ছাদন করা হয়, তা এখানে দক্ষিণারূপে দিতে হয়। ৭।১৪ ॥

মন্ত্র ঃ ধাত্রে পুরোডাশং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপত্যনুমত্যৈ চরুং রাকায়ৈ চরুং সিনীবাল্যৈ চরুং কুহ্বৈ চরুং মিথুনৌ গাবৌ দক্ষিণাহগ্না বৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপত্যৈন্দ্রাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বামনো বহী দক্ষিণাহগ্নী-ষোমীয়মেকাদশকপালং নির্ব্বপতীন্দ্রাসোমীয়মেকাদশকপালং সৌম্যং চরুং বভ্রুর্দক্ষিণা সোমাপৌষ্ণং চরুং নির্ব্বপত্যৈন্দ্রাপৌষ্ণং চরুম্ পৌষ্ণং চরুং শ্যামো দক্ষিণা বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপতি হিরণ্যং দক্ষিণা বারুণং যবময়ং চরুমশ্বো দক্ষিণা ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে দেবিকাদি ছটি কর্ম একদিনের কর্তব্যরূপে বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সংবৎসররূপ ধাতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ দিতে হয়। অনুমতি, রাকা (পূর্ণিমা), সিনীবালী ও কুহুর (অমাবস্যার) অভিমানী দেবতার

উদ্দেশে চরু এবং মিথুন গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে একাদশ কপাল, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর জন্য একাদশ কপাল, বিষ্ণুর জন্য তিন কপাল হবি এবং খর্বাকৃতি ষাঁড় দক্ষিণা রূপে দিতে হয়। অগ্নি ও সোমের জন্য একাদশ কপাল ও ইন্দ্র সোমের জন্য একাদশ কপাল চরু এবং শ্যাম-কপিলবর্ণ গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। সোম ও পূষাদেবতার জন্য চরু, ইন্দ্র ও পূষাদেবতার জন্য চরু এবং শ্যামবর্ণ গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। বৈশ্বানরের জন্য দ্বাদশ কপাল হবি ও হিরণ্য দক্ষিণা দিতে হয়, বরুণের উদ্দেশে যবময় চরু এবং অশ্ব দক্ষিণা দিতে হয়। ব্রহ্মারূপ ঋত্বিকের গৃহে গিয়ে রাজা বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু ও শ্বেতপৃষ্ঠ গাভী দক্ষিণা দিবে। রাজন্যের গৃহে গিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল চরু ও ষাঁড় দক্ষিণা দিবে। রাজমহিষীর গৃহে গিয়ে আদিত্যের উদ্দেশে চরু ও ধেনু দক্ষিণা দিবে। রাজার দ্বিতীয় পত্নীর গৃহে গিয়ে নির্ঋতির উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ ব্রীহি ও নখনির্ভিন্ন তণ্ডুলের চরু এবং ভগ্নশৃঙ্গ গাভী দক্ষিণা দিবে। সেনাপতির গৃহে গিয়ে অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল চরু ও হিরণ্য দক্ষিণা দিবে। সারথির গৃহে গিয়ে বরুণের উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল চরু ও পীড়িত গাভী দক্ষিণা দিবে। গ্রামের নেতার গৃহে গিয়ে মরুতের উদ্দেশে সপ্ত কপাল চরু ও শুক্ল বর্ণের গাভী দক্ষিণা দিবে। ক্ষত্রির গৃহে গিয়ে সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল চরু ও বিকৃতবর্ণ গাভী দক্ষিণা দিবে।

মন্ত্র ঃ বার্হস্পত্যং চরুং নির্ব্বপতি ব্রহ্মণো গৃহে শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণৈন্দ্রমেকাদশকপালং রাজন্যস্য গৃহ ঋষভো দক্ষিণাহদিত্যং চরুং মহিষ্যৈ গৃহে ধেনুর্দক্ষিণা নৈর্ঋতং চরুং পরিবৃক্ত্যৈ গৃহে কৃষ্ণানাং ব্রীহীণাং নখনির্ভিন্নং কৃষ্ণা কূটা দক্ষিণাহগ্নেরষ্টাকপালং সেনান্যো গৃহে হিরণ্যং দক্ষিণা বারুণং দশকপালম্ সূতস্য গৃহে মহানিরষ্টো দক্ষিণা মারুতং সপ্তকপালং গ্রামণ্যো গৃহে পৃশ্নির্দক্ষিণা সাবিত্রং দ্বাদশকপালম্ ক্ষত্তুর্গৃহ উপধ্বস্তো দক্ষিণাহশ্বিনং দ্বিকপালং সংগ্রহীতুর্গৃহে সবাত্যৌ দক্ষিণা পৌষ্ণং চরুং ভাগদুঘস্য গৃহে শ্যামো দক্ষিণা রৌদ্রং গাবীধুকং চরুমক্ষাবাপস্য গৃহে শবল উদ্বারো দ ক্ষণেন্দ্রায় সূত্রামণে পুরোডাশমেকাদশকপালং প্রতি নির্বপতীন্দ্রায়ংহোমুচেহয়ং নো রাজা বৃত্রহা রাজা ভূত্বা বৃত্রং বধ্যান্মৈত্রাবার্হস্পত্যং ভবতি শ্বেতায়ৈ শ্বেতবৎসায়ৈ দুগ্ধে স্বয়ংমূর্তে স্বয়ংমথিত আজ্য আশ্বত্থে পাত্রে চতুঃস্রক্তৌ স্বয়মবপন্নায়ৈ শাখায়ৈ কর্ণাংশ্চা কর্ণাংশ্চ তণ্ডুলান্বি চিনুয়াদ্যে কর্ণাঃ স পয়সি বার্হস্পত্যো যেহকর্ণাঃ স আজ্যে মৈত্রঃ স্বয়ংকৃতা বেদির্ভবতি স্বয়ং দিনং বর্হিঃ স্বয়ংকৃত ইধ্মঃ সৈব শ্বেতা শ্বেতবৎসা দক্ষিণা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ কোশাধ্যক্ষের গৃহে গিয়ে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে দ্বিকপাল পুরোডাশ ও সহোদর বৎস দক্ষিণা দিতে হবে। রাজার কর আদায়কারীর গৃহে গিয়ে পূষার উদ্দেশে চরু ও শ্যাম বর্ণ গাভী দক্ষিণা দিতে হবে। দ্যূতকরের গৃহে গিয়ে রুদ্রের উদ্দেশে তৃণ তণ্ডুল যুক্ত চরু ও বিচিত্রবর্ণ ও যার লোম উঠে গেছে এমন গাভী দক্ষিণা দিতে হবে। সুরক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি দিতে হয়। যজমানের গৃহে গিয়ে পাপমোচক ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি দিতে হয়। আমাদের এ রাজা শত্রুনাশক হয়ে শত্রুদের বিনাশ করুক। তারপর ইন্দ্রের কর্মশেষ হলে মিত্র ও বৃহস্পতির জন্য দুটি চরু দেবে। বৃহস্পতির জন্য শ্বেত বৎস যুক্ত শ্বেত গাভী দোহন করতে হয়। সে গাভীর দুগ্ধ থেকে নিজের মন্থন করে ঘৃতের দ্বারা মিত্রের জন্য চরু অশ্বত্থবৃক্ষ থেকে পতিত পত্রে দিতে হবে। বৃহস্পতির জন্য দুগ্ধে খণ্ডিত তণ্ডুল দিয়ে চরু নিষ্পন্ন করতে হবে। মিত্রের জন্য অখণ্ডিত তণ্ডুল দিয়ে চরু দিতে হবে। এখানে মন্ত্রাদি ছাড়া বেদি, আপনি

পতিত দর্ভ ও কাঠ সংগ্রহ করতে হবে। যে গাভীর দুধ সংগ্রহ করা হয়েছে, সে শ্বেত গাভী এখানে দক্ষিণা দিতে হয়। ৯।১১

মন্ত্র : অগ্নয়ে গৃহপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপলং নির্ব্বপতি কৃষ্ণানাং ব্রীহীণাং সোমায় বনস্পতয়ে শ্যামাকং চরুং সবিত্রে সত্যপ্রসবায় পুরোডাশং দ্বাদশকপালমশূনাং ব্রীহীণাং রুদ্রায় পশুপতয়ে গাবীধুকম্ চরুং বৃহস্পতয়ে বাচস্পতয়ে নৈবারং চরু-মিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠায় পুরোডাশমেকাদশকপালং মহাব্রীহীণাং মিত্রায় সত্যায়াহম্বানাং চরুং বরুণায় ধর্ম্মপতয়ে যবময়ং চরুং সবিতা ত্বা প্রসবানাং সুবতামগ্নির্গৃহপতীনাং সোমো বনস্পতীনাং রুদ্রঃ পশূনাম্ বৃহস্পতির্ব্বাচামিন্দ্রো জ্যেষ্ঠানাং মিত্রঃ সত্যানাং বরুণো ধর্ম্মপতীনাং যে দেবা দেবসুবঃ স্থ ত ইমমামুষ্যায়ণমনমিত্রায় সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহত আধিপত্যায় মহতে জানরাজ্যায়ৈষ বো ভরতা রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা প্রতি ত্যন্নাম রাজ্যমধায়ি স্বাং তনুবং বরুণো অশিশ্রেচ্ছুচের্মিত্রস্য ব্রত্যা অভূমামন্মহি মহত ঋতস্য নাম সর্ব্বে ব্রাতা বরুণস্যাভূবন্বি মিত্র এবৈররাতি-মতারীদসূষুদন্ত যজ্ঞিয়া ঋতেন ব্যু ত্রিতো জরিমাণং ন আনড্‌বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি বিষ্ণোর্ব্বিক্রান্তমসি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের হবি-দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : গৃহপালক অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অষ্টকপাল হবি দিতে হয়। বনপালক সোমদেবের উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ ব্রীহি ও শ্যামাক চরু দিতে হয়, অমোঘ যার আদেশ, সে সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ দিতে হয়। পশুদের পতি রুদ্রের উদ্দেশে আশু ধান্যের তৃণযুক্ত তণ্ডুলের চরু, বাক্যের অধিপতি বৃহস্পতির জন্য নীবারের চরু, প্রশংসনীয় ইন্দ্রের জন্য একাদশ কপাল পুরোডাশ, সত্যস্বরূপ মিত্রের জন্য শালি ধানের চরু, ধর্মপালক বরুণের জন্য যবময় চরু দিতে হয়। সকল কাজে আদেশ দেবার জন্য সবিতা তোমাকে প্রেরণ করুক। সেরূপ গৃহ-পতির কাজের জন্য অগ্নি, বনস্পতির কাজের জন্য সোম, পশুদের জন্য রুদ্র, বাক্যের জন্য বৃহস্পতি, প্রশস্যতর কাজের জন্য ইন্দ্র, সত্যের জন্য মিত্র ও ধর্মপতির জন্য বরুণ তোমাকে প্রেরণ করুক। যে দেবগণ দানকারী যজমানের প্রেরক, তারা তোমাদের শত্রুরহিত করুক, মহৎ বলের জন্য, আধিপত্যের জন্য, অবিচ্ছিন্ন জনগণের উপর প্রভুত্বের জন্য তোমাকে প্রেরণ করুক। হে ভরত-বংশীয় রাজগণ, তোমাদের বংশীয় এ রাজা রাজসূয় যাগ করছে। সোমদেব ব্রাহ্মণ আমাদের রাজা। এ রাজ্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত হোক, যেহেতু বরুণ আমার শরীরকে আশ্রয় করেছে। আমরা পবিত্র মিত্রের অনুজ্ঞায় কর্মযোগ্য হবো, মহান রাজসূয় যজ্ঞ করব। সকল ঋত্বিকরা বরুণের অনুজ্ঞায় কর্মযোগ্য হয়েছে। বরুণ আমাদের রক্ষকরূপে এসে আমরা যাতে শত্রুদের অতিক্রম করতে পারি, তা করেছে। ঋত্বিকরা যজ্ঞের দ্বারা রক্ষা লাভ করেছে। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দ্বারা বিস্তৃত অগ্নি আমাদের স্তুতি শুনে অন্ন ফল দিক। হে রথ, তুমি বিষ্ণুর ক্রমতুল্য, বিষ্ণুর বিক্রমের মত জয়শীল, বিষ্ণুর বিজয়ের মত তুমি বিজয়ের কারণ স্বরূপ। ১০।৮।

মন্ত্র : অর্থেতঃ স্থাপাং পতিরসি বৃষাস্যূর্মির্বৃষসেনোঽসি ব্রজক্ষিতঃ স্থ মরুতামোজঃ স্থ সূর্য্যবর্চসঃ স্থ সূর্য্যত্বচসঃ স্থ মান্দাঃ স্থ বাশাঃ স্থ শক্বরীঃ স্থ বিশ্বভৃতঃ স্থ জনভৃতঃ স্থাগ্নেস্তেজস্যাঃ স্থাপামোষধীনাং রসঃ স্থাপো দেবীর্ম্মধুমতীরগৃহ্ণন্নূর্জ্জ-স্বতী রাজসূয়ায় চিতানাঃ। যাভির্মিত্রাবরুণাবভ্যষিঞ্চন্যাভিরিন্দ্রমনয়ন্নত্যরাতীঃ। রাষ্ট্রদাঃ স্থ রাষ্ট্রং দত্ত স্বাহা, রাষ্ট্রদাঃ স্থ রাষ্ট্রমমুষ্মৈ দত্ত। ১১ ॥

[এ অনুবাকে অভিষেকের জল-বিষয়ক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে জল, তুমি প্রয়োজনে নদী থেকে যজ্ঞদেশে যাও, জলের পতি তুমি, তোমাকে গ্রহণ করছি। ঊর্মি তুমি, সেচনকারী তুমি, জলরাশিরূপে সেচনক্ষম সেনা তোমার আছে। গোষ্ঠের মত বহু নিবাসযোগ্য স্থানে কূপে অবস্থান কর। তোমরা বায়ুর বলসদৃশ, সূর্যের মত তেজযুক্ত, সূর্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণকারী। হে স্থাবর জল, তোমরা মন্দগামী, হে নীহারজল, তোমরা বশীভূত, তোমরা শক্করী গর্ভরক্ষণের শক্ত হও। তোমরা দুগ্ধের মত বিশ্ব ধারণ করে থাক, দধির মত সকলের পালন কর, ঘৃতের মত তোমরা দ্রব, অগ্নির মত তেজস্বী তোমরা, হে মধুমতী জলসমূহ, তোমরা ওষধির রস-স্বরূপ হও, রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ঋত্বিকরা দীপ্যমান, মধুর, বল প্রদ তোমাদের গ্রহণ করেছে। তোমাদের দ্বারা দেবগণ মিত্রবরুণের অভিষেক করেছিল, আবার তারা শত্রুদের অতিক্রম করে ইন্দ্রকে আনবার জন্য তোমাদের গ্রহণ করেছিল। হে জল, তোমরা রাষ্ট্র প্রদানকারী, যজমানদের রাষ্ট্র দাও। তোমাদের জন্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। এ যজমানকে রাষ্ট্র দাও। ১১।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ দেবীরাপঃ সং মধুমতীর্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বং মহি বর্চ্চঃ ক্ষত্রিয়ায় বন্বানাঃ অনাধৃষ্টাঃ সীদতোর্জস্বতীর্মহি বর্চ্চঃ ক্ষত্রিয়ায় দধতীঃ, অনিভৃষ্টমসি বাচো বন্ধুস্তপোজাঃ সোমস্য দাত্রমসি শুক্রা বঃ শুক্রোণোৎপুনামি চন্দ্রাশ্চন্দ্রেণামৃতা অমৃতেন স্বাহা রাজসূয়ায় চিতানাঃ। সধমাদো দ্যুম্নিনীরূর্জ এতা অনিভৃষ্টা অপস্যুবো বসানঃ। পস্ত্যাসু চক্রে বরুণঃ সধস্থমপাং শিশুঃ মাতৃতমাস্বন্তঃ। ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতিরাবিন্ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে দ্যাবাপৃথিবী ধৃতব্রতে আবিন্না দেব্যদিতির্বিশ্বরূপ্যাবিন্নোঽয়-মসাবামুষ্যায়ণোঽস্যাং বিশ্যাস্মিন্রাষ্ট্রে মহতে ক্ষত্রায় মহত আধিপত্যায় মহতে জানারাজ্যায়ৈষ বো ভরতা রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজেন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নস্ত্বয়াঽয়ং বৃত্রং বধ্যাচ্ছত্রুবাধনাঃ স্থ পাত মা প্রত্যঞ্চং পাত মা তির্যঞ্চমন্বঞ্চং মা পাত দিগ্‌ভ্যো মা পাত বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পাত হিরণ্যবর্ণাবুষসাং বিরোকেঽয়ঃস্থূণাবুদিতৌ সূর্যস্যাঽরোহতং বরুণ মিত্র গর্ত্তং ততশ্চক্ষাথামদিতিং দিতিং চ ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে জলের সংস্কার-মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে জল-দেবীগণ, নানা পাত্রে গৃহীত তোমরা ক্ষত্রিয় রাজার জন্য মহৎ তেজ উৎপন্ন করে পরস্পর মিলিত হও, তোমরা মধুর, মধুরের সাথে মিলিত হও। অন্যের অতিরস্কৃত হয়ে সারবতী তোমরা রাজার উদ্দেশে মহৎ তেজ ধারণ করে অবস্থান কর। হে হিরণ্য, তুমি যবাদির মত অগ্নি-সংযোগে ভর্জিত হয়ো না, বাক্যের তুমি বন্ধু অর্থাৎ হিরণ্য যুক্ত রাজা অমাত্যের কথা সকলে আদর করে। সন্তপ্ত অগ্নি থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, তুমি সোমের ক্রয়-সমর্থ। হে জল, নির্মল তুমি, দীপ্ত হিরণ্যের সাথে পবিত্র করছি। আহ্লাদক তোমাকে চন্দ্রের সাথে, অমৃত তোমাকে অমৃতের সাথে পবিত্র করছি, রাজসূয়ের জন্য তুমি সম্পন্ন হয়েছ। শিশু যেমন মায়ের কাছে পালিত হয়, সেরূপ জলের শিশু বরুণ মাতৃতুল্য গৃহস্থানীয় জলের মধ্যে অবস্থান করছে। জলসমূহ বরুণের সাথে একত্র থাকায় তার আনন্দপ্রদ, দীপ্ত, বলের কারণ, যবাদির মত ভর্জিত হয় না এবং কর্ম ইচ্ছা করে। হে ঘৃতাক্ত বস্ত্র, তুমি ক্ষত্রিয়ের আবরণ সদৃশ, তুমি বলের কারণ। অগ্নি এখন একর্মের দ্বারা গৃহপতিত্ব লাভ করেছে, এরূপ ইন্দ্র যশ, পূষা বিজ্ঞান, মিত্র ও বরুণ সত্যবচন, দ্যাবাপৃথিবী ব্রতধারণ এবং দেবমাতা

অদিতি দেবতারূপ বহুপুত্র লাভ করেছে। আমাদের সামনে বর্তমান অমুকের পুত্র, পৌত্র এ যজমানের এ রাষ্ট্রে মহৎ বল, আধিপত্য ও প্রভুত্ব লাভ করেছে। হে ভরতবংশীয় রাজগণ, তোমাদের এ রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করছে। সোমদেব ব্রাহ্মণ আমাদের রাজা। হে ধনু, তুমি ইন্দ্রের বজ্রের মত হও, তোমার দ্বারা এ যজমান শত্রুকে বিনাশ করুক। হে ইষুগণ, তোমরা শত্রুদের বিনাশক হও। সামনে, পাশে, পেছনে ও সকল দিক থেকে আগত শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ থেকে আগত বিনাশের কারণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। হে বরুণ ও মিত্র, তোমরা উষার শেষে সূর্যোদয়ে রথে আরোহণ করে হিরণ্যের মত উজ্জ্বল ও লৌহের মত দৃঢ় যজমানের দক্ষিণ ও বামহস্ত রক্ষা কর। তারপর নিজ সেনাকে অখণ্ডিত ও শত্রুসেনাকে খণ্ডিত—এরূপ অনুগ্রহ ও নিগ্রহ দৃষ্টিতে দেখ। ১২।২০ ॥

মন্ত্র ঃ সমিধমা তিষ্ঠ গায়ত্রী ত্বা ছন্দসামবতু ত্রিবৃৎস্তোমো রথন্তরং সামাগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম দ্রবিণমুগ্রামা তিষ্ঠ ত্রিষ্টুপ্‌ত্বা ছন্দসামবতু পঞ্চদশঃ স্তোমো বৃহৎসামেন্দ্রো দেবতা ক্ষত্রং দ্রবিণং বিরাজমা তিষ্ঠ জগতী ত্বা ছন্দসামবতু সপ্তদশঃ স্তোমো বৈরূপং সাম মরুতো দেবতা বিড্‌দ্রবিণমুদীচীমা তিষ্ঠানুষ্টুপ্‌ত্বা ছন্দসামবত্বেকবিংশঃ স্তোমো বৈরাজং সামমিত্রাবরুণৌ দেবতা বলম্‌ দ্রবিণমূর্ধ্বামা তিষ্ঠ পঙ্‌ক্তিস্ত্বা ছন্দসামবতু ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ স্তোমৌ শাক্বররৈবতে সামনী বৃহস্পতির্দেবতা বর্চো দ্রবিণমীদৃঙ্‌ চান্যাদৃঙ্‌ চৈতাদৃঙ্‌ চ প্রতিদৃঙ্‌চ মিতশ্চ সংমিতশ্চ সভরাঃ। শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ সত্যশ্চর্তপাশ্চ অত্যংহাঃ। অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা সবিত্রে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা পূষ্ণে স্বাহা বৃহস্পতয়ে স্বাহেন্দ্রায় স্বাহা ঘোষায় স্বাহা শ্লোকায় স্বাহাংশায় স্বাহা ভগায় স্বাহা ক্ষেত্রস্য পতয়ে স্বাহা পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা চন্দ্রমসে স্বাহা নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহাঽদ্ভ্যঃ স্বাহৌষধীভ্যঃ স্বাহা বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা চরাচরেভ্যঃ স্বাহা পরিপ্লবেভ্যঃ স্বাহা সরীসৃপেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩ ॥

[এ অনুবাকে দিক-ব্যবস্থাপন বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বদিকে অবস্থিত তোমাকে ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, স্তোমের মধ্যে ত্রিবৃৎ, সামের মধ্যে রথন্তর ও দেবগণের মধ্যে অগ্নিদেব রক্ষা করুক। ব্রাহ্মণ তোমার ধন রক্ষা করুক। দক্ষিণদিকে অবস্থিত তোমাকে ছন্দের মধ্যে ত্রিষ্টুপ্‌, স্তোমের মধ্যে পঞ্চদশ স্তোম, সামের মধ্যে বৃহৎ ও দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রদেব রক্ষা করুক। ক্ষত্রিয় তোমার ধন রক্ষা করুক। পশ্চিম দিকে অবস্থিত তোমাকে ছন্দের মধ্যে জগতী, স্তোমের মধ্যে সপ্তদশ স্তোম, সামের মধ্যে বৈরূপ ও দেবগণের মধ্যে মরুদ্গণ রক্ষা করুক। বৈশ্যগণ তোমার ধন রক্ষা করুক। উত্তরদিকে অবস্থিত তোমাকে ছন্দের মধ্যে অনুষ্টুপ্‌, স্তোমের মধ্যে একবিংশ স্তোম, সামের মধ্যে বৈরাজ ও দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণ রক্ষা করুক। বল তোমার ধন রক্ষা করুক। ঊর্ধ্বে (মধ্যে) অবস্থিত তোমাকে ছন্দের মধ্যে পংক্তি, স্তোমের মধ্যে সপ্তবিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, সামের মধ্যে শাক্বর ও বৈরত এবং দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতিদেবতা রক্ষা করুক। দীপ্তি তোমার ধন রক্ষা করুক। ঈদৃক্‌ ইত্যাদি মরুদ্বিশেষের নাম অনুসারে চতুর্দশ কপালের নাম করা হয়েছে। চতুর্দশ মরুৎ হলো—ঈদৃক্‌, অন্যাদৃক্‌, এতাদৃক্‌, প্রতিদৃক্‌, মিত, সম্মিত, সভর, শুক্রজ্যোতি, চিত্রজ্যোতি, সত্যজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান্‌, সত্য, ঋতপা ও

অত্যংহা। অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি ; এরূপ সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ঘোষ, শ্লোক, অংশ, ভগ, ক্ষেত্রপতি, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, ওষধি, বনস্পতি, চরাচর, পরিপ্লব ও সরীসৃপগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৩।৪৩।

মন্ত্র ঃ সোমস্য ত্বিষিরসি তবেব মে ত্বিষিভূর্য়াদমৃতমসি মৃত্যোর্মা পাহি দিদ্যোন্মা পাহ্যবেষ্টা দন্দশূকা নিরস্তং নমুচেঃ শিরঃ। সোমো রাজা বরুণো দেবা ধর্ম্মসুবশ্চ যে। তে তে বাচং সুবন্তাং তে তে প্রাণং সুবন্তাং তে তে চক্ষুঃ সুবন্তাং তে তে শ্রোত্রম্ সুবন্তাং সোমস্য ত্বা দ্যুম্নেনাভি ষিঞ্চাম্যগ্নে তেজসা সূর্যস্য বর্চ্চসেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ মিত্রাবরুণয়োর্ব্বীর্ষ্যেণ মরুতামোজসা ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতিরস্যতি দিবস্পাহি সমাববৃত্রন্নধরাগুদীচীরহিং বুধিয়মনু সঞ্চরন্তীস্তাঃ পর্ব্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠে নাবশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ। রুদ্রে যত্তে ক্রয়ী পরং নাম তস্মৈ হুতমসি যমেষ্টমসি। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১৪ ॥

[এ মন্ত্রে অভিষেক বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ তুমি সোমের দীপ্তিরূপ, তোমার মত আমার দীপ্তি হোক। তুমি অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা কর। বিদ্যুৎ নামক আয়ুধ থেকে আমাকে রক্ষা কর। দংশন-স্বভাব সর্পাদি বিনষ্ট হয়েছে, নমুচি অসুরের মস্তক বিনষ্ট হয়েছে। রাজা সোম, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণ ধর্মের অনুমোদন করে তোমাকে বাক্য দিক। এরূপ তারা তোমাকে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রেরণ করুক। সোমের দীপ্তির সাথে তোমাকে অভিষিক্ত করছি, এরূপ অগ্নির তেজের সাথে, সূর্যের দীপ্তির সাথে, ইন্দ্রের সামর্থ্যের সাথে ; মিত্র ও বরুণের বীর্যের সাথে ও মরুদ্গণের শক্তির সাথে তোমাকে অভিষিক্ত করছি। হে যজমান, তুমি ক্ষত্রিয়গণের পালক, দীপ্তিমান রাজাদের অতিক্রম করে তুমি পৃথিবী পালন কর। যে জল ঊর্ধ্বে ও নিম্নে একত্র মিলিত হয়েছে, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়, যা পর্বত-সদৃশ বর্ষণক্ষম মেঘের উপরে নদীতে নৌকার মত বিচরণ করে, যা যজমানের ক্ষেত্রকে সিক্ত করে, সে জল সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে রুদ্র, প্রতিকর্মে শিব, রুদ্র, ত্র্যম্বক ইত্যাদি তোমার যে প্রশস্ত নাম আছে, তা তুমিই, যে নাম যমেরও পূজিত, সে তোমার নামের উদ্দেশে এ জলরূপ হবি আহুতি দিচ্ছি। হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ উৎপন্ন বিশ্বকে পরাভব করতে পারে না। যে কামনা নিয়ে আমরা যাগ করছি, তোমার প্রসাদে তা সফল হোক, আমরা যেন ধনের পালক হই। ১৪।১২ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নস্ত্বয়াঽয়ং বৃত্রং বধ্যান্মিত্রাবরুণয়োস্ত্বা প্রশাস্ত্রোঃ প্রশিষা যুনজ্মি যজ্ঞস্য যোগেন বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি বিষ্ণোর্বি-ক্রান্তমসি মরুতাং প্রসবে জেষমাপ্তং মনঃ সমহমিন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ পশূনাং মন্যুরসি তবেব মে মন্যুর্ভূয়ান্ন মা মাত্রে পৃথিব্যৈ মাঽহং মাতরং পৃথিবীং হিংসিষং মা মাং মাতা পৃথিবী হিংসীদিয়দস্যায়ুরস্যায়ুর্মে ধেহ্যূর্গস্যূর্জ্জং মে ধেহি যুঙ্ঙসি বর্চ্চোঽসি বর্চ্চো ময়ি ধেহ্যগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা সোমায় বনস্পতয়ে স্বাহেন্দ্রস্য বলায় স্বাহা মরুতামোজসে স্বাহা হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথি-র্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৫ ॥

[এ অনুবাকে রথের দ্বারা বিজয় বর্ণনা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে রথ, তুমি বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের বজ্রের মত হও, তোমার দ্বারা এ

যজমান শত্রুদের বিনাশ করুক। আজ্ঞাকারী মিত্র ও বরুণের আদেশে হে দক্ষিণ অশ্ব, তোমাকে যজ্ঞের জন্য রথে যুক্ত করছি। তুমি ব্যাপনশীল বিষ্ণুর প্রথম পাদক্ষেপ ভূলোকের মত হও, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদক্ষেপ অন্তরিক্ষের মত হও ও বিষ্ণুর তৃতীয় পাদক্ষেপ স্বর্গলোকের মত হও। মরুদ্গণের আদেশে আমি জয় করব। এ কাজের দ্বারা যা মনে ইচ্ছা করেছিলাম, তা পেয়েছি। আমি ইন্দ্রিয় ও বীর্য লাভ করেছি। তুমি পশুদের ক্রোধরূপ, আমারও শত্রুর প্রতি ক্রোধ হোক। সকলের উৎপাদক পৃথিবীকে নমস্কার, মাতৃসদৃশ পৃথিবীকে যেন আমি দ্বেষ না করি, মাতা পৃথিবীও যেন আমাকে হিংসা না করে। তুমি পরিমিত আয়ু-স্বরূপ, অতএব আমাকে আয়ু দাও, তুমি বলরূপ, অতএব আমাকে বল দাও। তুমি তেজস্বী, অতএব আমাকে কান্তি দাও। গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি, এরূপ বনস্পতি সোমের উদ্দেশে, ইন্দ্রের বলের উদ্দেশে, মরুদ্গণের তেজের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। আত্মা পবিত্র স্থানে অবস্থান করে, সে সকলের শ্রেষ্ঠ, হৃদয়াকাশে বিচরণকারী, দেবগণের আহ্বাতা, যাগের জন্য বেদীতে স্থিত, অতিথির মত সর্বত্রগতি, গৃহাদিতে অবস্থিত, প্রাণিগণের শরীরে বর্তমান, ফলের ভোক্তা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ত্রিবিধ ব্রহ্মণে বর্তমান, জলের উৎপাদক, গবাদি পশুগণের অনুগ্রাহকরূপে জাত, যজ্ঞের জন্য প্রাদুর্ভূত, পর্বতাদিতে উৎপন্ন, সত্যরূপ বৃহৎ ব্রহ্ম। (এ মন্ত্রের আধিদৈব ও আধিযজ্ঞ পক্ষে ব্যাখ্যা আছে।) ॥ ১৫।১৮ ॥

মন্ত্র ঃ মিত্রোঽসি বরুণোঽসি সমহং বিশ্বৈর্দেবৈঃ ক্ষত্রস্য নাভিরসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি স্যোনামা সীদ সুষদামা সীদ মা ত্বা হিংসীন্মা মা হিংসীন্নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা সাম্রাজ্যায় সুক্রতুর্ব্রহ্মা৩ঽস্ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাঽসি সবিতাঽসি সত্যসবো ব্রহ্মা৩ঽস্ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাঽসীন্দ্রোঽসি সত্যৌজাঃ ব্রহ্মা৩ঽস্ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাঽসি মিত্রোঽসি সুশেবো ব্রহ্মা৩ঽস্ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাঽসি বরুণোঽসি সত্যধর্মেন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নস্তেন মে রধ্য দিশোঽভ্যয়ং রাজাঽভূৎ সুশ্লোকা সমঙ্গলা সত্যরাজা। অপাং নপাত্রে স্বাহোর্জো নপাত্রে স্বাহাঽগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা ॥ ১৬ ॥

[এ অনুবাকে বিজয়ের পরে ঊর্ধ্ব আসনে বসে সকলের সেবা বর্ণনা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে দক্ষিণ বাহু, তুমি মিত্রের মত ইষ্টসাধক, হে বামবাহু, তুমি বরুণের মত অনিষ্টনিবারক হও। আমি সকল দেবতাদের সাথে মিলিত হবো। হে আসন, উপবেশনের জন্য তুমি বলের নাভিসদৃশ মধ্যস্থানীয় এবং বলের কারণ। সুখকর এ আসনের দিকে যাও, সুখে উপবেশনের যোগ্য এ আসনে বস। এ আসন তোমার হিংসা না করুক, তুমিও এর হিংসা করো না। এ যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে অনিষ্ট-নিবারক হয়ে এ আসনে উপবেশন করেছে। সে বহু শত্রুগৃহ থেকে এসে রাজত্ব করবার জন্য শোভনসঙ্কল্প হোক। রাজা অধ্বর্যুকে বললেন—হে ব্রহ্মন্! তার উত্তরে অধ্বর্যু বললেন—হে রাজা, তুমিই ব্রহ্মা, আমি নই, কারণ সকলের প্রেরক অনুজ্ঞাতা তুমি, তোমার আদেশে সকলে প্রবর্তিত হয়, তোমার অমোঘ শাসন, অতএব তুমিই ব্রহ্মা। রাজা আবার ব্রহ্মাকে বললেন—হে ব্রহ্মণ্! তার উত্তরে ব্রহ্মা (যাজ্ঞিক) বললেন—হে রাজা, তুমিই ব্রহ্মা যেহেতু তুমি ইন্দ্রের মত সকলের নিয়ামক ও তোমার বল অব্যর্থ। রাজা হোতাকে বললেন—হে ব্রহ্মন্! তার উত্তরে হোতা বললেন—হে রাজা, তুমিই ব্রহ্মা, যেহেতু তুমি মিত্রের মত হিংসা থেকে ত্রাণকারী ও সকলের সেবার যোগ্য। রাজা উদ্গাতাকে বললেন—হে

ব্রহ্মন্। তার উত্তরে উদ্গাতা বললেন—হে রাজা, তুমি ব্রহ্মা, যেহেতু তুমি বরুণের মত শত্রুদের নিবারক ও সত্যস্বভাব। ব্রহ্মা রাজাকে অস্ত্র দিয়ে বললেন—এ অস্ত্র বজ্রতুল্য, এ দিয়ে আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। এ যজমান সকল দিক পরাভূত করে রাজা হোক। তারপর রাজা প্রার্থনা জানালেন—আমি যেন শোভনকীর্তি, শোভনমঙ্গল ও সত্যরক্ষক হই। জলের পৌত্র অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। অন্নের পৌত্র অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১৬।২৩ ॥

মন্ত্র : আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপতি হিরণ্যং দক্ষিণা সারস্বতং চরুং বৎসতরী দক্ষিণা সাবিত্রং দ্বাদশকপালমুপধ্বস্তো দক্ষিণা পৌষ্ণম্ চরুং শ্যামো দক্ষিণা বার্হস্পত্যং চরুং শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণৈন্দ্রমেকাদশকপালমৃষভো দক্ষিণা বারুণং দশকপালং মহানিরষ্টো দক্ষিণা সৌম্যং চরুং বভ্রুর্দক্ষিণা ত্বাষ্ট্রমষ্টাকপালং শুণ্ঠো দক্ষিণা বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বামনো দক্ষিণা ॥ ১৭ ॥

[এ অনুবাকে দেবযজনের পশ্চাতে হবি-দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল হবি ও হিরণ্য দক্ষিণা দিতে হয়। সরস্বতীর উদ্দেশে চরু ও বৎসতরী (দু-বছরের গাভী) দক্ষিণ দিতে হয়। সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল হবি ও বিবর্ণ গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। পূষার উদ্দেশে চরু ও শ্যামবর্ণ গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু ও শুক্লপৃষ্ঠ গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি ও ষাঁড় দক্ষিণা দিতে হয়। বরুণের উদ্দেশে দশ কপাল হবি ও রুগ্ন গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। সোমদেবের উদ্দেশে চরু ও শ্বেতলোহিতবর্ণ গাভী দিতে হয়। ত্বষ্টার উদ্দেশে অষ্ট কপাল হবি ও খর্বাকৃতি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। বিষ্ণুর উদ্দেশে তিন কপাল হবি ও ছোট গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ১৭।১০ ॥

মন্ত্র : সদ্যো দীক্ষয়ন্তি সদ্যঃ সোমং ক্রীণন্তি পুণ্ডরিস্রজাং প্র যচ্ছতি দশভি-র্ব্বৎসতরৈঃ সোমং ক্রীণাতি দশপেয়ো ভবতি শতং ব্রাহ্মণাঃ পিবন্তি সপ্তদশং স্তোত্রং ভবতি প্রাকাশাবধ্বর্যবে দদাতি স্রজমুদ্গাত্রে রুক্মং হোত্রেহশ্বং প্রস্তোতৃ-প্রতিহর্তৃভ্যাং দ্বাদশ পষ্ঠৌহীর্ব্রহ্মণে বশাং মৈত্রাবরুণায়র্ষভং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনে বাসসী নেষ্টাপোতৃভ্যাং স্থূরি যবাচিতমচ্ছাবাকায়ানড্বাহমগ্নীধে ভার্গবো হোতা ভবতি শ্রায়ন্তীয়ং ব্রহ্মসামং ভবতি বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোমসামং সারস্বতীরপো গৃহ্ণাতি ॥ ১৮॥

[এ অনুবাকে দশপেয়ের নিয়মবিশেষ বলা হচ্ছে। যে ক্রতুতে দশটি বৈকল্প চমসে সোমরস পান করা হয়, সে ক্রতুর নাম দশপেয়।]

অনুবাদ : দীক্ষা ও সোমক্রয় এক দিনে করতে হয়। পদ্মের মালা যজমানের শরীরে দিতে হয়। দশটি বৎসতরী দিয়ে সোম ক্রয় করতে হয়। যে যজ্ঞে এক একটি পাত্রে দশজন ব্রাহ্মণ সোমরস পান করে তা দশপেয়। এরূপ শত ব্রাহ্মণ পান করবে। সপ্তদশ স্তোম হবে। অধ্বর্যুকে সুবর্ণ ও দর্পণ দিতে হয়, উদ্গাতাকে সোনার মালা দিতে হয়, হোতাকে বর্তুলাকার সোনার আভরণ দিতে হয়, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তাকে অশ্ব দিতে হয়, ব্রহ্মাকে দ্বাদশ বালগর্ভিণী গাভী দিতে হয়, মিত্র ও বরুণকে বন্ধ্যা গাভী দিতে হয়, ব্রাহ্মণ থেকে যারা পাঠ করে, সে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকে ষাঁড় দিতে হয়, নেষ্টা ও পোতাকে দুটি বস্ত্র দিতে হয়, সম্মুখে যারা বলে, সে অচ্ছাবাকের জন্য যবপূর্ণ শকট দিতে হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলন-কারীকে বলদ দিতে হয়। সে যজ্ঞে ভার্গব হোতা হবে, ব্রহ্মার শ্রায়ন্তীয় সাম গান

করা হবে, অগ্নিষ্টোমের বরিবন্তীয় সাম গান করা হবে ও সরস্বতী নদীর জল গ্রহণ করতে হবে। ১৮।১॥

মন্ত্র ঃ আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপতি হিরণ্যং দক্ষিণৈন্দ্রমেকাদশকপাল-মৃষভো দক্ষিণা বৈশ্বদেবং চরুং পিশঙ্গী পষ্ঠৌহী দক্ষিণা মৈত্রাবরুণীমামিক্ষাং বশা দক্ষিণা বার্হস্পত্যং চরুং শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণাঽদিত্যাং মলহাং গর্ভিণীমা লভতে মারুতীং পৃশ্নিং পষ্ঠৌহীমশ্বিভ্যাং পূষ্ণে পুরোডাশং দ্বাদশকপালং নির্বপতি সরস্বতে সত্যবাচে চরুং সবিত্রে সত্যপ্রসবায় পুরোডাশং দ্বাদশকপালং তিসৃধন্বং শুষ্ক-দৃতিন্দক্ষিণা ॥ ১৯ ॥

[এ অনুবাকে দিগ্বন্ধন ও হবি দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপাল হবি ও হিরণ্য দক্ষিণা দিতে হবে। ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি ও বলদ দক্ষিণা দিতে হবে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে চরু ও পিঙ্গলবর্ণ বলদ দক্ষিণা দিতে হবে। মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে গোদুগ্ধজাত ছানা ও বন্ধ্যা গাভী দক্ষিণা দিতে হবে। বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু ও শ্বেতপৃষ্ঠগাভী দক্ষিণা দিতে হবে। আদিত্যের উদ্দেশে গলস্তন যুক্ত ছাগী; মরুতের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ বলদ, অশ্বিদ্বয় ও পূষাদেবতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, সত্যবাক সরস্বান দেবতার উদ্দেশে চরু, অব্যর্থশাসন সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, তিনটি বাণযুক্ত ধনু দক্ষিণা দিতে হয়। ১৯।১॥

মন্ত্র ঃ আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপতি সৌম্যং চরুং সাবিত্রং দ্বাদশকপালং বার্হস্পত্যং চরুং ত্বাষ্ট্রমষ্টাকপালং বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং দক্ষিণো রথবাহনবাহো দক্ষিণা সারস্বতং চরুং নির্বপতি পৌষ্ণম্ চরুং মৈত্রং চরুং বারুণং চরুং ক্ষৈত্রপত্যং চরুমাদিত্যং চরুমুত্তরো রথবাহনবাহো দক্ষিণা ॥ ২০ ॥

[এ অনুবাকে ছটি প্রযুজা হবির দ্বারা যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপাল হবি দিতে হয়। এরূপ সোমদেবের উদ্দেশে চরু, সবিতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল হবি, বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু, ত্বষ্টার উদ্দেশে অষ্টকপাল হবি, বৈশ্বানরের উদ্দেশে দ্বাদশকপাল হবি ও দক্ষিণ দিকে যুক্ত রথ বহনের বলদ দক্ষিণা দিতে হয়। সরস্বতীর উদ্দেশে চরু, পূষাদেবতার উদ্দেশে চরু, মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে চরু, ক্ষেত্রপতির উদ্দেশে চরু, আদিত্যের উদ্দেশে চরু ও উত্তর দিকে যুক্ত রথবহনের বলদ দক্ষিণা দিতে হয়। ২০।১।

মন্ত্র ঃ স্বাদ্বীং ত্বা স্বাদুনা তীব্রাং তীব্রেণামৃতামমৃতেন সৃজামি সং সোমেন সোমোঽস্যশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব সরস্বত্যৈ পচ্যস্বেন্দ্রায় সুত্রামণে পচ্যস্ব পুনাতু তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা। বারেণ শশ্বতা তনা। বায়ুঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রত্যঙ্‌ সোমো অতিদ্রুতঃ। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয় ইহেহৈষাং কৃণুত ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ। আশ্বিনং ধূম্রমা লভতে সারস্বতং মেষমৈন্দ্রমৃষভমৈন্দ্র-মেকাদশকপালং নির্বপতি সাবিত্রম্ দ্বাদশকপালং বারুণং দশকপালং সোমপ্রতীকাঃ পিতর-স্তৃপ্ণুত বড়বা দক্ষিণা ॥ ২১ ॥

[এ অনুবাকে সৌত্রামণি যাগের মন্ত্র, পশু ও হবির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ মিষ্ট তোমাকে মিষ্ট রসের সাথে, তীব্র তোমাকে তীব্র গন্ধের সাথে, অমৃত তোমাকে অমৃতের সাথে উৎপন্ন করছি। তুমি সোমের মত প্রশস্ত হও, অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও সুরক্ষক ইন্দ্রের জন্য পক্ক হও। হে ইন্দ্র, তোমার

জন্য সূর্যের দুহিতা পরিস্রুত সোম নিত্য পবিত্র করুক। এ পবিত্রের দ্বারা পূত সোম বায়ুর মত শীঘ্রগামী হয়ে নিম্নবর্তী পাত্রে শীঘ্র পতিত হচ্ছে, এ সোম ইন্দ্রের যোগ্য সখা। যবাদি ধান্যযুক্ত কৃষক যেমন গোধূম, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি থেকে যবকে পক্ব ও অপক্ব ভেদে করে পৃথক ছেদন করে, সেরূপ তোমরাও নমস্কারাদি রহিত নাস্তিক ও শ্রদ্ধালু যজনকারী পৃথক করে যে শ্রদ্ধালু, তার হবি গ্রহণ কর। অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে ধূম্র, সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ, ইন্দ্রের উদ্দেশে বলদ দিতে হয়। ইন্দ্রের জন্য একাদশ কপাল, সবিতার জন্য দ্বাদশ কপাল ও বরুণের জন্য দশ কপাল হবি দিতে হয়। সোম-প্রমুখ পিতৃগণ এতে তৃপ্ত হোক। এ কর্মে অশ্ব দক্ষিণা দিতে হয়। ॥১৫॥

মন্ত্র : অগ্নাবিষ্ণূ মহি তদ্বাং মহিত্বং বীতং ঘৃতস্য গুহ্যানি নাম। দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতমা চরণ্যেৎ। অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বাং বীথো ঘৃতস্য গুহ্যা জুষাণা। দমেদমে সুষ্টুতীর্বাবৃধানা প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যেৎ। প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু। আ নো দিবো বৃহতঃ পর্ব্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্। হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু। বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য। রাস্ব রত্নানি দাশুষে। এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ। বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবসা-র্তপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্। আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি-মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ। প্র বাহবা সিসৃতম্ জীবসে ন আ নো গব্যূতিমুক্ষতং ঘৃতেন। আ নো জনে শ্রবয়তং যুবানা শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমা। অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীড়ে বসূনাম্। সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্। মক্ষু দেববতো রথঃ শূরো বা পৃৎসু কাসু চিৎ। দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ। ন যজমান রিষ্যসি ন সুন্বান ন দেবয়ো। অসদত্র সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যম্। নকিষ্টম্ কর্ম্মণা নশন্ন প্র যোষন্ন যোষতি। উপ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ময়োভুব ঈজানং চ যক্ষ্যমাণং চ ধেনবঃ। পৃণন্তং চ পপুরিং চ শ্রবস্যবো ঘৃতস্য ধারা উপ যন্তি বিশ্বতঃ। সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ। আরে বাধেথাং নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুক্তমস্মৎ। সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্। অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ। সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ। জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্ন-মৃতস্য নাভিম্। ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা। আভ্যামিন্দ্রঃ পক্বমামাস্বন্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি ও বিষ্ণু, এ তোমাদের মহনীয় মহিমা, ঘৃত-সম্বন্ধী বস্তু তোমরা ভক্ষণ করে থাক। তোমাদের প্রত্যেকে প্রতি যজ্ঞগৃহে রত্ন-সদৃশ সপ্ত জ্বালা ধারণ করে থাক, তোমাদের জিহ্বা ঘৃত লাভ করুক। হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমাদের প্রিয় যজ্ঞশালারূপ স্থান পূজনীয়। তোমরা ঘৃতের পুরোডাশাদি ভক্ষণ করে থাক। তোমরা সকল যজমান-গৃহে শোভন স্তুতি বর্ধন করে থাক। তোমাদের জিহ্বা ঘৃত লাভ করুক। অন্নপ্রদা, যজ্ঞবিষয়ে আমাদের বুদ্ধির পালিকা সরস্বতী দেবী অন্নের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুক। যজনীয়া সরস্বতী দ্যুলোক থেকে অতি উচ্চ পর্বত থেকে আমাদের যজ্ঞে আসুক। এসে আমাদের সুখপ্রাপক স্তুতিরূপ বাক্য কামনা করে শুনুক। সে দেবী আমাদের আহ্বান

সাদরে শুনে ঘৃত লাভ করুক। হে সকল দেবগণের হিতকারী বৃহস্পতি, আমাদের হব্য গ্রহণ কর। হবি-দানকারী যজমানকে রত্ন দাও। হে বৃহস্পতি, পিতার মত পালক, দেবগুরু, অভিমত ফলবর্ষী তোমাকে বহুবিধ যাগ, ভক্তিপূর্বক নমস্কার ও আজ্য পুরোডাশ প্রভৃতির দ্বারা পরিচর্যা করব। তোমার প্রসাদে আমরা শোভন পুত্র, ভৃত্য ও ধনের পতি হবো। হে বৃহস্পতি, অপরকে অতিক্রম করে রাজা যে ধন নিজের জন্য ইচ্ছা করে, যে ধন অমাত্যাদিতে আভরণরূপে দীপ্তি পায়, যে ধন যজমানাদির যাগসাধক, যে ধন অন্নের কারণ হয়ে লোকের দ্বারা আদৃত হয়, হে সত্যপ্রভব, সে প্রার্থনীয় ধন আমাদের দাও। হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা জলের দ্বারা আমাদের গোষ্ঠস্থান বর্ষণ কর, মধুর রসে সকলের সিক্ত কর। হে মিত্র ও বরুণ, আমাদের বাঁচবার জন্য বাহুবল যুক্ত হয়ে আমাদের কাছে এস। আমাদের গাভীদের দুগ্ধবতী কর। হে নিত্যতরুণ মিত্রাবরুণ, আমাদের জনপদে তোমাদের বাহুবল স্থাপন কর, আমাদের এ আহ্বান শোন। হে ঋত্বিক ও যজমান, ধন প্রার্থী আমরা তোমাদের জন্য পূর্ব-আরাধিত অগ্নির স্তুতি করছি। সে অগ্নি বহুজনের প্রিয় ও মিত্রের মত আমাদের ক্ষেত্রের সাধক। যুদ্ধ আরম্ভ হলে যেমন সৈন্য নিজ দেহের কথা ভুলে শত্রুসেনা বিনাশের জন্য শীঘ্র গমন করে, সেরূপ দেবতাদের যাগ করবার জন্য যজমানের মনোবৃত্তি রথের মত গমন করছে, যে যজমান দেবতার চিত্তের প্রসন্নতা বাঞ্ছা করে পূজো করে, সে যাগরহিত পুরুষদের অভিভূত করে। হে যজমান, যাগ করে তুমি বিনাশ পাবে না, হে সোমযাজী, তুমি হিংসিত হবে না, পাকযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের যারা ইচ্ছা করে, তারা হিংসিত হয় না। দেবতার চিত্তপ্রসন্নতা কামনা করে যারা পূজো করে তারা অযাগকারী শত্রুদের বিনাশ করতে সমর্থ হয়। এ যজমানের শোভন সামর্থ্য ও শীঘ্রগামী অশ্বের মত শোভন বীর্য হোক। রাক্ষসাদি সে যজমানকে বিনাশ না করুক, যজ্ঞবিরোধী পাপ যজমানের সাথে মিশ্রিত না হোক, যজমানও পাপকর্মে লিপ্ত না হোক। নদীসদৃশ সুখসম্পাদক ধেনুগণ পূর্বে যাগকারী ও পরে যাগ করবে এমন পুরুষের নিকট এসে বহুতর দুগ্ধ দান করে। শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের আনন্দবর্ধক ও পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক যজমানের নিকট অন্ন-যুক্ত ঘৃতের ধারা অবিচ্ছিন্নরূপে সকল দিক থেকে আসে। হে সোম ও রুদ্র, যে রোগরূপ নির্ঋতি আমাদের গৃহে এসেছে, তাকে নানাদিকে যাতে পালিয়ে যায়, সেভাবে উন্মূলিত কর, পরাঙ্মুখী সে নির্ঋতিকে দূরে পাঠিয়ে দাও। সে নির্ঋতি দ্বারা কৃত আমাদের রোগরূপ পাপ প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত কর। হে সোম ও রুদ্র, তোমরা দুজন লোকে সে সমস্ত ঔষধ আছে, সেগুলি আমাদের শরীরে স্থাপন কর। আমাদের শরীরে যে পাপ আছে, প্রথমে তা পৃথক কর, তারপর তাদের বিনাশ কর। হে সোম ও পূষা; তোমরা ধন ও দ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদক, জাতমাত্র তোমরা সকল প্রাণীর পালক, তোমরা কর্মফলের দ্বারা সকলকে বন্ধন করেছ। সকল দেবগণ জায়মান এ সোম ও পূষা দেবতার সেবা করে থাকে। এ দেবদ্বয় অপ্রিয় অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করে। এদের সাথে ইন্দ্র তরুণী গাভীতে পরিপক্ব দুগ্ধ উৎপন্ন করে। মহানুভাব এ দুজন রোগ বিনাশ করে আমাদের শোভন করুক। ২২।২১ ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ বায়ব্যং শ্বেতমা লভেত ভূতিকামো বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ভবত্যেবাতিক্ষিপ্রা দেবতেত্যাহুঃ সৈনমীশ্বরা প্রদহ ইত্যেতমেব সন্তং বায়বে নিযুত্বত আ লভেত নিযুত্বা অস্য ধৃতিধৃ'ত এব ভূতিমুপৈত্যপ্রদাহায় ভবত্যেব বায়বে নিযুত্বত আ লভেত গ্রামকামো বায়ুর্বা ইমাঃ প্রজা নস্যোতা নেনীয়তে বায়ুমেব নিযুত্বন্তম্ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ প্রজা নস্যোতা নি যচ্ছতি গ্রাম্যেব ভবতি নিযুত্বতে ভবতি ধ্রুবা এবাস্মা অনপগাঃ করোতি বায়বে নিযুত্বত আ লভেত প্রজাকামঃ প্রাণো বৈ বায়ুরপানো নিযুৎপ্রাণাপানৌ খলু বা এতস্য প্রজায়া অপ ক্রামতো যোহলম্ প্রজায়ৈ সন্‌প্রজাং ন বিন্দতে বায়ুমেব নিযুত্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ প্রাণাপানাভ্যাং প্রজাং প্র জনয়তি বিন্দতে প্রজাং বায়বে নিযুত্বত আ লভেত জ্যোগামযাবী প্রাণো বৈ বায়ুরপানো নিযুৎ প্রাণাপানৌ খলু বা এতস্মাদপ ক্রামতো জ্যোগামযতি বায়ুমেব নিযুত্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ প্রাণাপানৌ দধাত্যুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ সোহকামযত প্রজাঃ পশূন্‌ৎ সৃজেয়েতি স আত্মনো বপামুদক্‌খিদত্তামগ্নৌ প্রাগৃহ্নাত্ততোহজস্তুপরঃ সমভবত্তং স্বায়ৈ দেবতায়া আহলভত ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজত, যঃ প্রজাকামঃ পশুকামঃ স্যাৎ স এতং প্রাজাপত্যমজং তূপরমা লভেত প্রজাপতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ প্রজাং পশূন্ প্র জনয়তি, যচ্ছমশ্রুণন্তৎ পুরুষাণাং রূপং যত্তূপরস্তদশ্বানাং যদন্যতোদন্তদ্‌গবাং যদব্যা ইব শফাস্তদবীনাং যদজস্তদজানামেতাবন্তো বৈ গ্রাম্যাঃ পশবস্তান্ রূপেণৈবাব রুন্ধে, সোমাপৌষ্ণং ত্রৈতমা লভেত পশুকামো দ্বৌ বা অজায়ৈ স্তনৌ নানৈব দ্বাবভি জায়েতে উর্জং পুষ্টিং তৃতীয়ঃ সোমাপূষণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ পশূন্ প্র জনয়তঃ সোমো বৈ রেতোধাঃ পূষা পশূনাং প্রজনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাতি পূষা পশূন্ প্র জনয়ত্যৌদুম্বরো যূপো ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর উর্ক্‌পশব উর্জৈবাস্মা উর্জ্জুং পশূনব রুন্ধে ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে ঐশ্বর্যকামীর যাগযোগ্য পশুর নির্দেশ করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তি বায়ুদেবতার জন্য শ্বেতবর্ণ পশু সংগ্রহ করবে। বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা। শ্বেত পশু তার অত্যন্ত প্রিয় বলে তা তার নিজের ভাগ। যে তার ভাগের দ্বারা বায়ুর সেবা করে, তাতে বায়ু তুষ্ট হয়ে তাকে ঐশ্বর্য দেয়, তার অনুগ্রহে সে ঐশ্বর্য লাভ করে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ যারা, তারা বায়ুকে অতিক্ষিপ্র বলে থাকে। সে উগ্র দেবতা যজমানকে দগ্ধ করতেও সমর্থ। লোকে দেখা যায় বায়ু অতি দ্রুত প্রবাহিত হলে জাজ্বল্যমান অগ্নি গৃহাদি দগ্ধ করে—এ জন্য অগ্নির দ্বারা বায়ুর দাহকত্বের কথা বলা হয়েছে। তা পরিহার করবার জন্য নিযুৎ নামক অশ্ব যুক্ত বায়ুর সেবা করতে বলা হয়েছে। রথে যুক্ত নিযুৎ নামক অশ্বগুলি বায়ুর ধারক, তারা ধীরে চলে বায়ুকে সংযত করতে পারে। এরূপ নিযুৎ যুক্ত বায়ুর হবি প্রদানের দ্বারা যজমানও ধৈর্যলাভ করে অবিনষ্ট হয়ে ঐশ্বর্যলাভ করে, সে ঐশ্বর্য তাকে দগ্ধ করে না। নিযুৎযুক্ত

বায়ুর অনুগ্রহে ধৈর্যযুক্ত যজমান নিজ পুরুষদের সংযত ও দ্রব্যাদি অবিনষ্টভাবে পালন করতে সমর্থ হয় জন্য তার মনে সন্তাপরূপ প্রদাহ হয় না। গ্রামলাভের কামনা করে নিযুৎ-যুক্ত বায়ুর সেবা করবে। বায়ু প্রজাগণকে নাকে দড়ি বেঁধে • ঘুড়ায়ে থাকে। যারা নিযুৎ-যুক্ত বায়ুকে তার ভাগের (শ্বেত পশুর) দ্বারা সেবা করে, বায়ু তুষ্ট হয়ে প্রজাদের যজমানের অধীন করে দেয়। এতে যজমান গ্রামে আধিপত্য লাভ করে। নিযুৎ-যুক্ত বায়ুকে তার ভাগ দিলে, গ্রামস্থ সকল প্রজা যজমানের অনুরক্ত হয়, কখনও কেউ তার বিরক্ত হয় না। অপত্যকামনায় নিযুৎ-যুক্ত বায়ুর সেবা করবে। প্রাণ ও অপান বায়ু। নিযুৎবায়ু প্রজার কাছে থেকে প্রাণ অপান বায়ু সরিয়ে নেয়, সে জন্য পুত্রোৎপাদনে সমর্থ ব্যক্তিও পুত্র লাভ করে না। নিযুৎ-যুক্ত বায়ুর ভাগ দিয়ে যারা তার সেবা করে, সে বায়ু যজমানের পুত্রের প্রাণ অপান যুক্ত করে পুত্র উৎপন্ন করে। যজমান পুত্র লাভ করে। দীর্ঘরোগযুক্ত ব্যক্তি নিযুৎ-যুক্ত বায়ুর সেবা করবে। যে দীর্ঘকাল রোগভোগ করে, তা থেকে প্রাণ অপান বায়ু নিষ্ক্রান্ত হতে উদ্যত হয়। সেরূপ ব্যক্তি নিযুৎ-যুক্ত বায়ুর ভাগ দিয়ে তার কাছে যায়, বায়ু, তাতে প্রাণ অপান চিরকাল স্থাপন করে, যদি ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে বায়ু তাকে পুনর্জীবিত করে। সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি একাই ছিলেন, তিনি কামনা করলেন—প্রজা ও পশু সৃষ্টি করব। তিনি শরীর থেকে বপা উদ্ধৃত করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে শৃঙ্গরহিত অজ উৎপন্ন হলো। তাকে তার অনুরূপ দেবতাকে অর্পণ করে তিনি প্রজা ও পশু লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রজা ও পশু কামনা করবে, সে প্রজাপতির উদ্দেশে শৃঙ্গরহিত অজ অর্পণ করবে। প্রজাপতিকে তার ভাগ দিয়ে সেবা করলে প্রজাপতি প্রজা ও পশু উৎপন্ন করে থাকেন। যাদের শ্মশ্রু আছে, তা পুরুষের রূপ, যা শৃঙ্গহীন, তা অশ্বাদির, নীচে দন্তপাটি যাদের তা গাভী প্রভৃতির, মেষের খুরের মত শফ বিশিষ্ট যারা তারা অজ জাতি—এ গুলি গ্রাম্য পশু, এ ভাবে প্রজাপতি সকল পুরুষাদি লাভ করলেন। যে তিনটি পশু একসঙ্গে লাভ করতে চায়, সে সোম ও পূষার উদ্দেশে এরূপ তিনটি পশু দেবে। অজার দুটি স্তন দুটি বৎস পান করে, তৃতীয় বৎস জন্মিলে বুঝতে হবে সে মাতৃরূপ অজার শরীরে বীর্য ও পুষ্টির আধিক্য আছে। সোম রেতের ধারক ও পূষা সন্তানের পোষক, সোম রেত দেয় ও পূষা সন্তান উৎপন্ন করে। ফলের মধ্যে উদুম্বর বহুফল যুক্ত, তা ক্ষীররূপ, ক্ষীরদ্বারা পশুও সেরূপ। অতএব যজমানের জন্য উদুম্বর রূপ ক্ষীরের দ্বারা দুগ্ধবতী পশু লাভ করতে হয়। ১।১১ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা অস্মাৎ সৃষ্টাঃ পরাচীরায়ন্তা বরুণমগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত তা অস্মৈ ন পুনরদদাৎ সোঽব্রবীদ্বরং বৃণীষ্বাথ মে পুনর্দেহীতি তাসাং বরমাঽলভত স কৃষ্ণ একশিতিপাদভবদ্যো বরুণগৃহীতঃ স্যাৎ স এতম্ বারুণং কৃষ্ণমেকশিতিপাদমা লভেত বরুণম্ এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি, কৃষ্ণ একশিতিপাদ্ভবতি বারুণো হ্যেষ দেবতয়া সমৃদ্ধ্যৈ সুবর্ভানুরাসুরঃ সূর্য্যং তমসাঽবিধ্যত্তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্য যৎ প্রথমং তমোঽপাঘ্নন্ৎসা কৃষ্ণাঽবিরভবদ্যদ্দ্বিতীয়ং সা ফল্গুনী যত্তৃতীয়ং সা বলক্ষী যদধ্যস্থাদপাকৃন্তন্ৎ সাঽবির্বশা সমভবত্তে দেবা অব্রুবন্দেবপশুর্বা অয়ং সমভূৎ কস্মা ইমমা লপস্যামহ ইত্যথ বৈ তর্হ্যল্পা পৃথিব্যাসীদজাতা ওষধয়স্তামবিং বশামাদিত্যেভ্যঃ কামায়াঽলভন্ত ততো বা অপ্রথত পৃথিব্যজায়ন্তৌষধয়ো, যঃ কাময়েত প্রথেয় পশুভিঃ প্র প্রজয়া জায়েয়েতি স এতামবিং বশামাদিত্যেভ্যঃ কামায়

আ লভেতাহদিত্যানেব কামং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবৈনং প্রথয়ন্তি পশুভিঃ প্র প্রজয়া জনয়ন্ত্যসাবাদিত্যো ন ব্যরোচত তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্মা এতা মহ্না আহলভন্তাহগ্নেয়ীম্ কৃষ্ণগ্রীবীং সংহিতামৈন্দ্রীং শ্বেতাং বার্হস্পত্যাং তাভিরেবাস্মিন্ রুচমদধুর্যো ব্রহ্মবর্চসকামঃ স্যাত্তস্মা এতা মহ্লা আ লভেত আগ্নেয়ীং কৃষ্ণগ্রীবীং সংহিতামৈন্দ্রীং শ্বেতাং বার্হস্পত্যামেতা এব দেবতাঃ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তা এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং দধতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি, বসন্তা প্রাতরাগ্নেয়ীং কৃষ্ণগ্রীবামা লভেত গ্রীষ্মে মধ্যন্দিনে সংহিতা-মৈন্দ্রীং শরদ্যপরাহ্নে শ্বেতাং বার্হস্পত্যাং ত্রীণি বা আদিত্যস্য তেজাংসি বসন্তা প্রাতর্গ্রীষ্মে মধ্যন্দিনে শরদ্য-পরাহ্নে যাবন্ত্যেব তেজাংসি তান্যেবাব রুন্ধে, সম্বৎসরং পর্যালভ্যান্তে সম্বৎসরো বৈ ব্রহ্মবর্চসস্য প্রদাতা সম্বৎসর এবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চসম্ প্র যচ্ছতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি গর্ভিণয়ো ভবন্তীন্দ্রিয়ং বৈ গর্ভ ইন্দ্রিয়মেবাস্মিন্দধতি, সরস্বতীং মেষীমা লভেত য ঈশ্বরো বাচো বদিতোঃ সন্বাচং ন বদেদ্বাগ্বৈ সরস্বতী সরস্বতীমেব স্বেন ভাগ-ধেয়েনোপ ধাবতি সৈবাস্মিন্ বাচং দধাতি প্রবদিতা বাচো ভবতি, অপন্নদতী ভবতি তস্মান্মনুষ্যাঃ সর্বাং বাচং বদন্ত্যাগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমা লভেত সৌম্যং বভ্রুং জ্যোগাময়াবী-ন্নিম্ বা এতস্য শরীরং গচ্ছতি সোমং রসো যস্য জ্যোগাময়ত্যগ্নেরেবাস্য শরীরং নিষ্ক্রীণাতি সোমাদ্রসমুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব, সৌম্যং বভ্রুমা লভেতাহগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবং প্রজাকামঃ সোমঃ বৈ রেতোধা অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাত্যগ্নিঃ প্রজাং প্র জনয়তি বিন্দতে প্রজাম্, আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমা লভেত সৌম্যং বভ্রুং যো ব্রাহ্মণো বিদ্যামনূচ্য ন বিরোচেত যদাগ্নেয়ো ভবতি তেজ এবাস্মিন্তেন দধাতি যৎ সৌম্যো ব্রহ্মবর্চসং তেন কৃষ্ণগ্রীব আগ্নেয়ো ভবতি তম এবাস্মাদপ হন্তি শ্বেতো ভবতি রুচমেবাস্মিন্দধাতি বভ্রুঃ সৌম্যো ভবতি ব্রহ্মবর্চসমেবাস্মিন্ত্বিষিং দধাতি, আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমা লভেত সৌম্যং বভ্রুমাগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবং পুরোধায়াং স্পর্ধমান আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ সৌম্যো রাজন্যোহভিতঃ সৌম্যমাগ্নেয়ৌ ভবতস্তেজসৈব ব্রহ্মণোভয়তো রাষ্ট্রং পরি গৃহ্নাত্যেকধা সমাবৃঙ্ক্তে পুর এনং দধতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ : প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। তারা পরাঙ্মুখ হয়ে প্রজাপতির কাছ থেকে বরুণের নিকট গিয়েছিল। সে প্রজাপতি বরুণকে বললেন—আমার প্রজা আমাকে দাও। কিন্তু বরুণ তা দিলেন না। তারপর প্রজাপতি বরুণকে বললেন—এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি নিয়ে অবশিষ্ট আমাকে দাও। তখন বরুণ তাদের মধ্য থেকে একটিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করলেন, পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটি কৃষ্ণবর্ণ ও তার এক পা শ্বেতবর্ণ। যে ব্যক্তি উদর-ব্যাধিতে ভুগছে, সে বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ এক পা সাদা পশু দেবে। বরুণকে তার ভাগ দেয়ার জন্য সে বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হয়। এরূপ কৃষ্ণবর্ণ এক পা সাদা পশু বরুণকে দিলে যজমান নীরোগ ও সমৃদ্ধযুক্ত হয়। স্বর্গলোকের প্রভা ম্লানকারী স্বর্ভানু নামক কোন অসুর সূর্যকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল। দেবগণ সূর্যের প্রভা আচ্ছাদক অন্ধকারের পরিহারের জন্য নানাপ্রকার প্রকাশরূপ মণি প্রভৃতির দ্বারা চার বারে তা দূর করেছিল। প্রথমবারে অপসৃত অন্ধকার একটি কৃষ্ণবর্ণ অবি হল, দ্বিতীয়বারে লোহিতবর্ণ অবি, তৃতীয় বারে শ্বেত অবি হল। চতুর্থ বারে কোন মৃতদেহের প্রকাশমান অস্থি দিয়ে অন্ধকার দূর করায় এক বন্ধ্যা অবি হল। তারপর দেবতারা পরস্পর বিচার করে বললেন—দেব অস্থি থেকে এ উৎপন্ন হয়েছে বলে এ উত্তম দেব পশু। এ দিয়ে কোন উত্তম প্রয়োজন সিদ্ধি করব। তখন তারা পৃথিবীর অল্পত্ব ও ওষধির অনুৎপন্নত্ব লক্ষ্য করে এ দোষ দুটি দূর করবার জন্য আদিত্যকে তা অর্পণ করে পৃথিবীর বিস্তার ও

ওষধির উৎপত্তি সাধন করেছিল। যে বহু পশু ও পুত্রপৌত্রাদির বিস্তার কামনা ক'রে, এরূপ বন্ধ্যা অবি আদিত্যকে অর্পণ করবে, আদিত্য তার পশু ও পুত্রাদির বর্ধন করে থাকে। কখনও আদিত্য প্রকাশের মান্দ্য বশত দীপ্তি পায় নি, তখন দেবতারা তার প্রতিকারের জন্য গল-লম্বিত স্তন বিশিষ্ট তিনটি অজা অর্পণ করে। অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা যুক্ত, ইন্দ্রের জন্য লোহিত কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ যুক্ত এবং বৃহস্পতির জন্য শ্বেত অজা অর্পণ করেছিল। তাতে সূর্য আবার তার দীপ্তি ফিরে পায়। যে ব্রহ্মতেজ কামনা করে স এরূপ গললম্বিত স্তন বিশিষ্ট অজা অর্পণ করবে। অগ্নির জন্য কৃষ্ণবর্ণের গ্রীবা বিশিষ্ট, ইন্দ্রের জন্য লোহিত কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত এবং বৃহস্পতির জন্য শ্বেত অজা অর্পণ করবে। তাতে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ পেয়ে শ্রুতাধ্যয়ন সম্পত্তিরূপ তেজ যে ব্রহ্মবর্চ, তা তাকে দিয়ে থাকে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তেজযুক্ত হয়। উক্ত পশু তিনটির প্রয়োগের কাল নির্ণয় করা হচ্ছে—বসন্তের প্রাতঃকালে অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীবা যুক্ত, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত মিশ্রিত এবং শরৎকালের অপরাহ্নে বৃহস্পতির উদ্দেশে শ্বেতবর্ণের অজা অর্পণ করতে হয়। বসন্ত ঋতুর প্রাতঃকালে বর্ষার মত তীব্র মেঘের আবরণ না থাকায় ও হেমন্ত শিশিরের মত নীহারের আবরণ না থাকায় আদিত্যের তেজ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সূর্যপ্রকাশের আধিক্য দেখা যায়। সেরূপ শরৎকালের অপরাহ্নে সূর্যতেজ সেব্য হয়, তখন প্রাত ও মধ্যাহ্নের সূর্যতেজ জরাদির কারণ বলে সেবনীয় নয়। এ জন্য আদিত্যের উক্ত তিনটি তেজ প্রশান্ত, অতএব সেই-কালে অনুষ্ঠানের দ্বারা তেজ-সম্পত্তি লাভ হয়। ব্রত আরম্ভ করে সংবৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মের কথা বলা হচ্ছে—উপনীত ব্রাহ্মণ বালকের সংবৎসর মধ্যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি আচার শিক্ষা সম্পন্ন করতে হয়, এ জন্য সংবৎসর ব্রহ্মতেজের প্রদাতা। যে বিদ্বৎ-সভায় জয় কামনা করে, সে সরস্বতীর উদ্দেশে মেষী অর্পণ করবে। বেদ শাস্ত্রাদিতে অভ্যস্ত হলেও কেউ কেউ সভায় বলতে পারে না, সে ব্যক্তি সরস্বতীর উদ্দেশে এ পশু সমর্পণ করবে। বাক্যই সরস্বতী, তাঁকে তাঁর ভাগ দিয়ে উপাসনা করলে, সরস্বতী সে ব্যক্তিকে বাক্য দেয়, সে তখন বাক্য বলতে পারে। এ জগতে দেখা যায়—যারা দন্তযুক্ত, তারা বর্ণলোপ না করে স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ বাক্য বলতে পারে। যারা তীব্ররোগ ভোগ করছে, তাদের জন্য দুটি পশু যুক্ত কর্মের কথা বলা হচ্ছে—অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণের গ্রীবাবিশিষ্ট ও সোমের উদ্দেশে পিঙ্গল বর্ণের অজা অর্পণ করতে হবে। অন্নের রস সোম লাভ করে। ব্যাধিতে অভিভূত ব্যক্তির ভুক্ত অন্নরস শরীরে প্রবেশ করে না, কিন্তু সোমাধিষ্ঠিত ওষধির কার্য অন্নে অবস্থান করে, এ জন্য অন্নাদির রস সোম লাভ করে। অগ্নি মাংস প্রভৃতিকে শোষণ করে, এ জন্য অগ্নি শরীর লাভ করে। দীর্ঘকালের রোগী অগ্নি ও সোমের উক্ত বিধানে সেবা করলে তারা রোগীর জীবন দান করে। যে প্রজা কামনা করে, সে অগ্নিকে কৃষ্ণগ্রীবা বিশিষ্ট ও সোমকে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট অজা অর্পণ করবে। সোম রেতের ধারক এবং অগ্নি প্রজার উৎপাদক, সোম একে রেত এবং অগ্নি পুত্র দিয়ে থাকে, সে ব্যক্তি পুত্র লাভ করে। বিদ্বান ব্যক্তির জনানুরাগের কথা বলা হচ্ছে—যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা লাভ করেও সকলের অনুরাগ ভাজন হয় না, সে অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণ গ্রীবা ও সোমের জন্য পিঙ্গল বর্ণের অজা অর্পণ করবে। তা হলে প্রতিবাদীদের অসহ্য অগ্নির তেজ যজমানে স্থাপিত হয় এবং সৌম্যরূপ ব্রহ্মতেজে বেদশাস্ত্র বলার স্ফূর্তি যজমানের হয়। অগ্নিকে কৃষ্ণগ্রীবা দেয়ার জন্য বুদ্ধির মান্দ্যরূপ অন্ধকার বিদূরীত হয়, গ্রীবা ছাড়া অন্য স্থানে শ্বেতবর্ণের রুচির মত সভার অনুরঞ্জনরূপ শোভা এ যজমানে স্থাপিত হয়, পিঙ্গলবর্ণ সৌম্য বলে

ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত যজমানের জনানুরাগ বৃদ্ধি পায়। যে পৌরহিত্যের স্পর্ধা করে, সে অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীবা ও সোমের উদ্দেশে পিঙ্গলবর্ণের অজা অর্পণ করবে। ব্রাহ্মণ অগ্নিরূপ ও সোম রাজরূপ। সোমের রাজস্বরূপে ব্যবহার জন্য রাজন্য সৌম্য। সৌম্যের সামনে ও পেছনে আগ্নেয় অনুষ্ঠান হলে রাষ্ট্র উভয় দিক থেকে ব্রহ্মতেজ লাভ করে। সে ব্রহ্মতেজে রাষ্ট্র বশীভূত হয়। তখন পুরোহিত প্রতিস্পর্ধীকে জয় করে। রাজা অমাত্য প্রভৃতি এ ব্রাহ্মণকে পৌরাহিত্য পদে বরণ করে। ২।১৬ ॥

মন্ত্র : দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত স এতং বিষ্ণুর্বামনমপশ্যত্তম্ স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত ততো বৈ স ইমা ল্লোকানভ্যজয়দ্বৈষ্ণবং বামনমা লভেত স্পর্ধমানো বিষ্ণুরেব ভূত্বেমাল্লোকানভি জয়তি বিষম আ লভেত বিষমা ইব হীমে লোকাঃ সমৃদ্ধ্যা ইন্দ্রায় মন্যুমতে মনস্বতে ললামং প্রাশৃঙ্গমা লভেত সংগ্রামে সংযত্ত ইন্দ্রিয়েণ বৈ মন্যুনা মনসা সংগ্রামম্ জয়তীন্দ্রমেব মন্যুমন্তং মনস্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং মন্যুং মনো দধাতি জয়তি তং সংগ্রামমিন্দ্রায় মরুত্বতে পৃশ্নিসক্থমা লভেত গ্রামকাম ইন্দ্রমেব মরুত্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ সজাতান্ প্রযচ্ছতি গ্রাম্যেব ভবতি যদৃষভস্তেন ঐন্দ্রো যৎপৃশ্নিস্তেন মারুতঃ সমৃদ্ধ্যৈ পশ্চাৎ পৃশ্নিসক্থো ভবতি পশ্চাদন্ববসায়িনীমেবাস্মৈ বিশং করোতি সৌম্যং বভ্রুমা লভেতান্নকামঃ সৌম্যং বা অন্নং সোমমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছত্যন্নাদ এব ভবতি বভ্রুর্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ সৌম্যং বভ্রুমা লভেত যমলম্ রাজ্যায় সন্তং রাজ্যং নোপনমেৎসৌম্যং বৈ রাজ্যং সোমমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ রাজ্যং প্র যচ্ছত্যুপৈনং রাজ্যং নমতি বভ্রুর্ভবত্যেতদ্বৈ সোমস্য রূপং সমৃদ্ধ্যা ইন্দ্রায় বৃত্রতুরে ললামং প্রাশৃঙ্গমা লভেত গতশ্রীঃ প্রতিষ্ঠাকামঃ পাপ্মানমেব বৃত্রং তীর্ত্বা প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতীন্দ্রায়াভিমাতিঘ্নে ললামং প্রাশৃঙ্গমা লভেত যঃ পাপ্মনা গৃহীতঃ স্যাৎ পাপ্মা বা অভিমাতিরিন্দ্রমেবাভিমাতিহনং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মাৎ পাপ্মানমভিমাতিং প্র ণুদত ইন্দ্রায় বজ্রিণে ললামং প্রাশৃঙ্গমা লভেত যমলং রাজ্যায় সন্তং রাজ্যং নোপনমেদিন্দ্রমেব বজ্রিণং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ বজ্রং প্র যচ্ছতি স এনং বজ্রো ভূত্যা ইন্ধ উপৈনং রাজ্যং নমতি ললামঃ প্রাশৃঙ্গো ভবত্যেতদ্বৈ বজ্রস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে ত্রিলোক জয়ের জন্য পশুর নিরূপণ করা হচ্ছে।]

অনুবাদ : বিষয় উপলক্ষ্য করে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। সে বিষ্ণু খর্বাকৃতি পশু দেখেছিল। তা বিষ্ণুরূপ দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। তাতে সে বিষ্ণু তিন লোক জয় করেন। গৃহ ক্ষেত্রাদিতে বিবাদরত লোক বিষ্ণুর উদ্দেশে বামনাকৃতি পশু অর্পণ করবে, সে বিষ্ণু হয়ে এ লোকসকল জয় করবে। পৃথিবী প্রভৃতি তিন লোকের মধ্যে বিস্তৃতত্ব ভোগ্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈষম্য আছে, এ বিষম লোক সমৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। সংগ্রামার্থীর জন্য পশুর বিধান করা হচ্ছে— যুদ্ধ উপস্থিত হলে ধৈর্যশালী ক্রোধযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে শ্বেত পুণ্ড্রকেশ যুক্ত ললাট যার এমন (ললাম) ও মুখের দিকে বিস্তৃত শৃঙ্গ যার (প্রাশৃঙ্গ) বলীবর্দ অর্পণ করতে হবে তা হলে শারীরিক বল, শত্রুর প্রতি কোপ ও ধৈর্যের দ্বারা সংগ্রাম জয় করবে। ধৈর্যশালী ক্রোধ যুক্ত ইন্দ্রের নিকট যে তার ভাগ নিয়ে যায়, ইন্দ্র তাকে বল, কোপ ও ধৈর্য দেয় এবং সে সংগ্রাম জয় করে। যে গ্রাম কামনা করে, সে মরুদ্যুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণের উরুবিশিষ্ট বলীবর্দ অর্পণ করবে। মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্রের ভাগ নিয়ে যে তার

নিকট যায়, সে ইন্দ্র তাকে সহোদর ভ্রাতাদি ও সহবাসী ভৃত্যাদি দান করে এবং সে ব্যক্তি গ্রামলাভ করে। তার মধ্যে বলদ ইন্দ্রের এবং শ্বেতবর্ণ পশু মরুদ্গণের, এ উভয়ই সমৃদ্ধির কারণ। পেছনের উরু শ্বেতবর্ণ হবে, তা হলে গ্রামস্বামী যজমান যে কার্য করবে, সে গ্রামবাসী অপর সকলে তার অনুসরণ করবে, কেউ প্রতিকূল চিন্তা করবে না। অন্নকামী জন সোমের উদ্দেশে পিঙ্গলবর্ণ অজা অর্পণ করবে। সোম ওষধির রাজা, এ জন্য অন্নকে সৌম্য বলা হয়। যে ব্যক্তি সোমের ভাগ নিয়ে তার নিকট যায়, সোম তাকে অন্ন দিয়ে থাকে এবং সে ব্যাধিরহিত হয়ে দীপ্ত হয়। পিঙ্গলবর্ণ হচ্ছে অন্নের রূপ, তা সমৃদ্ধির কারণ হয়। (ছোলা প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি অন্নের রূপ পিঙ্গল বর্ণ।) রাজ্য প্রাপ্তির কামনায় সোমদেবের উদ্দেশে পিঙ্গল বর্ণের পশু অর্পণ করবে। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র শৌর্যাদি গুণযুক্ত হয়েও যদি রাজ্য না পায়, তার জন্য এ পশু অর্পণের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য হচ্ছে সোমসম্বন্ধীয়। যে রাজ্য কামনা করে সোমদেবের ভাগ নিয়ে তার কাছে যায়, তাকে সোমদেব রাজ্য দিয়ে থাকে, সে রাজ্য লাভ করে। চন্দ্র মণ্ডলের বর্ণ সুবর্ণ বলে পিঙ্গল বর্ণ সোমের রূপ, তা সমৃদ্ধির জন্য হয়। শত্রুর দ্বারা রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে আবার তা লাভ করবার জন্য বৈরিহিংসক ইন্দ্রের উদ্দেশে ললাম ও প্রাশৃঙ্গ বলদ অর্পণ করতে হবে, তা হলে পাপরূপ শত্রুকে পরাভূত করে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যে ব্যক্তি গোবধাদি পাপে লিপ্ত, সে পাপক্ষয়ের জন্য শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ললাম ও প্রাশৃঙ্গ বলদ অর্পণ করবে। ইন্দ্র শত্রুবিনাশকারী, তার ভাগ নিয়ে তার কাছে গেলে, ইন্দ্র তার পাপরূপ শত্রুকে বিনাশ করে। রাজ্যের অধিকারী হয়েও যে রাজ্য পায় না, সে রাজ্যের কামনায় বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ললাম ও প্রাশৃঙ্গ বলদ অর্পণ করবে। বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট তার ভাগ নিয়ে যে যায়, ইন্দ্র তাকে বজ্রের মত অস্ত্র দিয়ে থাকে। সে অস্ত্র বজ্রতুল্য হয়ে যজমানকে শত্রুসন্তাপের জন্য প্রদীপ্ত করে। শৃঙ্গের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণধারযুক্ত বজ্রের রূপ, তা সমৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। ৩।১৬ ॥

মন্ত্র : অসাবাদিত্যো ন ব্যরোচত তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্মা এতাং দশর্ষভামালভন্ত তয়ৈবাস্মিন্ রুচমদধুর্যো ব্রহ্মবর্চসকামঃ স্যাত্তস্মা এতাং দশর্ষভামালভেতামুমেবাদিত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং দধাতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি। বসন্তা প্রাতস্ত্রীন্ ললামানালভেত গ্রীষ্মে মধ্যন্দিনে ত্রীঞ্ছিতিপৃষ্ঠাঞ্ছরদ্যপরাহ্ণে ত্রীঞ্ছিতিবারান্ ত্রীণি বা আদিত্যস্য তেজাংসি বসন্তা প্রাতর্গ্রীষ্মে মধ্যন্দিনে শরদ্যপরাহ্ণে যাবন্ত্যেব তেজাংসি তান্যেবাব রুন্ধে ত্রয়স্ত্রয় আ লভ্যন্তেঽভিপূর্বমেবাস্মিন্ তেজো দধাতি সম্বৎসরং পর্যালভ্যন্তে সম্বৎসরো বৈ ব্রহ্মবর্চসস্য প্রদাতা সম্বৎসর এবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চসং প্র যচ্ছতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি। সম্বৎসরস্য পরস্তাৎ প্রাজাপত্যং কদ্রুমালভেত প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতা দেবতাস্বেব প্রতি তিষ্ঠতি। যদি বিভীয়াদ্দুশ্চর্মা ভবিষ্যামীতি সোমাপৌষ্ণং শ্যামমা লভেত সৌম্যো বৈ দেবতয়া পুরুষঃ পৌষ্ণাঃ পশবঃ স্বয়ৈবাস্মৈ দেবতয়া পশুভিস্ত্বচং করোতি ন দুশ্চর্মা ভবতি। দেবাশ্চ বৈ যমশ্চাস্মিল্লোঁকেঽস্পর্ধন্ত স যমো দেবানামিন্দ্রিয়ং বীর্যময়ুবত তদ্যমস্য যমত্বম্। তে দেবা অমন্যন্ত যমো বা ইদমভূদ্যদ্বয়ং স্ম ইতি তে প্রজাপতিমুপাধাবন্ৎস এতৌ প্রজাপতিরাত্মন উক্ষবশৌ নিরমিমীত তে দেবা বৈষ্ণাবরুণীং বশামালভন্তৈন্দ্রমুক্ষাণং তং বরুণেনৈব গ্রাহয়িত্বা বিষ্ণুনা যজ্ঞেন প্রাণুদন্তৈন্দ্রেণৈবাস্যেন্দ্রিয়মবৃঞ্জত। যো ভ্রাতৃব্যবানৎস্যাৎ স স্পর্ধমানো বৈষ্ণাবরুণীং বশামা লভেতৈন্দ্রমুক্ষাণং বরুণেনৈব ভ্রাতৃব্যং গ্রাহয়িত্বা বিষ্ণুনা যজ্ঞেন প্র ণুদত ঐন্দ্রেণৈবাস্যেন্দ্রিয়ং বৃঙক্তে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতীন্দ্রো বৃত্রমহংস্তং বৃত্রো হতঃ ষোড়শভি-

র্ভোগৈরশিনাত্তস্য বৃত্রস্য শীর্ষতো গাব উদায়ন্তা বৈদেহ্যোঽভবন্তাসামৃষভো জঘনে-ঽনূদৈত্তমিন্দ্রঃ অচাযৎ সোঽমন্যত যো বা ইমমালভেত মুচ্যেতাস্মাৎ পাপ্মন ইতি স আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমালভতৈন্দ্রমৃষভং তস্যাগ্নিরেব স্বেনভাগধেয়েনোপসৃতঃ ষোড়শধা বৃত্রস্য ভোগানপ্যদহদৈন্দ্রেণেন্দ্রিয়মাত্মন্নধত্ত যঃ পাপ্মনা গৃহীতঃ স্যাৎ স আগ্নেয়ম্ কৃষ্ণগ্রীবমালভেতৈন্দ্রমৃষভমগ্নিরেবাস্য স্বেন ভাগধেয়েনোপসৃতঃ পাপ্মানমপি দহত্যৈ-ন্দ্রেণেন্দ্রিয়মাত্মন্ধত্তে মুচ্যতে পাপ্মনো ভবত্যেব দ্যাবাপৃথিব্যাং ধেনুমা লভেত জ্যোগপরুদ্ধোঽনয়োর্হি বা এষোঽপ্রতিষ্ঠিতোঽথৈষ জ্যোগপরুদ্ধো দ্যাবাপৃথিবী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তে এবৈনং প্রতিষ্ঠাং গময়তঃ প্রত্যেব তিষ্ঠতি পর্য্যারিণী ভবতি পর্য্যারীব হ্যেতস্য রাষ্ট্রং যো জ্যোগপরুদ্ধঃ সমৃদ্ধ্যৈ বায়ব্যম্ বৎসমা লভেত বায়ুর্বা অনয়োর্বৎস ইমে বা এতস্মৈ লোকা অপশুষ্কা বিড়পশুষ্কাঽথৈষ জ্যোগপ-রুদ্ধো বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মা ইমাল্লোঁকাদ্বিশং প্র দাপয়তি প্রাস্মা ইমে লোকাঃ স্নুবন্তি ভুঞ্জত্যেনম্ বিড়ুপ তিষ্ঠতে ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে ব্রহ্মবর্চ কামীদের জন্য পশুদানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ কোন সময় আদিত্যের দীপ্তি কমে যায়, দেবতারা তার প্রতিকারের জন্য তাকে দশটি বৃষ অর্পণ করে, তাতে এর দীপ্তি ফিরে আসে। যে ব্রহ্মতেজ কামনা করে সে আদিত্যকে দশটি বৃষ দান করবে। আদিত্যের ভাগ নিয়ে যে তার কাছে যায়, আদিত্য তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্রহ্মবর্চসী হয়। বসন্তের প্রাতঃকালে তিনটি ললাম বৃষ, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তিনটি শ্বেতপৃষ্ঠ বৃষ ও শরতের অপরাহ্নে তিনটি শ্বেতকেশ যুক্ত বৃষ আদিত্যের উদ্দেশে দিতে হয়। এ তিন সময়ে আদিত্যের তেজ উপভোগ্য—বসন্তের প্রাতে, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ও শরতের অপরাহ্নে। এ তিন সময়ে যেরূপ আদিত্যের তেজ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ যজমানেরও উত্তরোত্তর তেজের বৃদ্ধির হয়, কখনও কমে না। সংবৎসর কাল আদিত্যের সেবা করতে হয়, সংবৎসর ব্রহ্মতেজের প্রদাতা, উপনীত ব্রাহ্মণবালক সংবৎসর সন্ধ্যা বন্দনাদি শিক্ষা করে, সং-বৎসর তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্রহ্মবর্চসী হয়। দশটি বৃষের দেবতা, কাল ও বর্ণ বলা হচ্ছে—সংবৎসরের পর প্রজাপতির উদ্দেশে পিঙ্গল বৃষ দিতে হয়, প্রজাপতি সকল দেবতার উৎপাদক বলে প্রজাপতি সকল দেবতার স্বরূপ এজন্য দেবতাদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা। কুষ্ঠরোগ অনুমান করে ভীত হলে সোম ও পূষা দেবতার উদ্দেশে শ্যামবর্ণ বৃষ দান করবে। পুরুষ সোম দেবতার ও পশু পূষাদের সম্বন্ধীয়। তারা যজমানের ত্বক নির্মল করে, যজমানেরও কুষ্ঠাদি রোগ হয় না। দেবগণ ও যম পরস্পর স্পর্ধা করেছিল, যম দেবগণের ইন্দ্রিয় সামর্থ্য পৃথক করেছিল, তা যমের প্রভুত্ব। তখন দেবতারা ভাবলেন—আমরা পূর্বে যে ভূলোকের আধিপত্য পেয়েছিলাম, এখন তা যম লাভ করবে। তারা প্রজাপতির নিকট গিয়েছিল, সে প্রজাপতি বৃষ ও বন্ধ্যা অজা সৃষ্টি করলেন। সে দেবগণ বিষ্ণুর জন্য বন্ধ্যা অজা এবং ইন্দ্রের জন্য বৃষ দান করেন। তারপর দেবগণ বরুণপাশে যমকে গ্রহণ করে যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর দ্বারা নিষ্কাষিত করেন এবং ইন্দ্রের প্রসাদে যমের সামর্থ্য নষ্ট করে দেন। যে শত্রুদের পরাভব করতে চায়, সে বিষ্ণুর উদ্দেশে বন্ধ্যা অজা ও ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃষ দান করবে। তারপর বরুণের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করে যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর দ্বারা দূর করে দিবে এবং ইন্দ্রের দ্বারা শত্রুর সামর্থ্য নষ্ট করবে, তাতে যজমান বিজয়ী হবে। ইন্দ্র বৃত্রকে আঘাত করেছিল, বৃত্র আহত হয়ে তার দেহ থেকে উত্থিত ক্রোধবিশিষ্ট সর্পাকার ষোড়শ শরীরের দ্বারা রজ্জুর বন্ধনের মত ইন্দ্রকে বন্ধ করেছিল। সে বৃত্রের মস্তক থেকে কতকগুলি বিশিষ্ট দেহধারী গাভী উৎপন্ন হয়েছিল, তাদের

পেছনে একটা বৃষ অনুগমন করেছিল। সে বৃষের উদ্দেশে ইন্দ্র পূজা করেছিল। যে কেউ দেবতার উদ্দেশে এ বৃষকে অর্পণ করবে, সে এরূপ বন্ধনাদি পাপ থেকে মুক্ত হবে। এ মনে করে ইন্দ্র অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীবা ও ইন্দ্রের বৃষ অর্পণ করেছিল। তাতে তুষ্ট হয়ে অগ্নি বৃত্রের সর্পকার ষোড়শ শরীর দগ্ধ করেছিল। তাতে ইন্দ্র নিজ সামর্থ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়ে অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীবা ও ইন্দ্রের জন্য বৃষ দান করে, অগ্নি নিজ ভাগ পেয়ে তার পাপ দগ্ধ করে এবং ইন্দ্র তাকে সামর্থ্য দেয়। তাতে যজমান পাপ থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘকাল রাজ্যভ্রষ্ট যে জন, সে দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে ধেনু দিবে। যে প্রজাপালনের অভাবে এ লোকে অপ্রতিষ্ঠ এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের অভাবে স্বর্গলোক থেকেও বিচ্যুত, তাকে বলে জ্যোগপরুদ্ধ। তাদৃশ ব্যক্তি দ্যাবাপৃথিবীর পরিতোষের দ্বারা উভয় লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে গর্ভিণী গাভী প্রসবকাল অতিক্রম করে দীর্ঘদিন গর্ভ ধারণ করে পরে প্রসব করে তাকে পর্ষারী বলে। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি এ পর্ষারীর মত দীর্ঘকাল পরে আবার ভোগ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি বায়ুর উদ্দেশে বৎস দিবে। বায়ু দ্যাবাপৃথিবীর বৎসসদৃশ। যখন রাজ্যের মুখ্য ও সাধারণ লোকেরা বিরাগভাজন হয়, তখন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হয়। বৎসের দ্বারা বায়ু তুষ্ট হয়ে মুখ্য ও সাধারণ প্রজাদের তার অনুরক্ত করে দেয়। তাতে লোকেরা তাকে প্রভূত মণিমুক্তাদি দেয় এবং সে ব্যক্তি আবার প্রজা পালন করে। ৪।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদকৃখিদত্তং সহস্রং পশবোঽনূদায়নৎস উন্নতোঽভবদ্যঃ পশুকামঃ স্যাৎ স এতমৈন্দ্রমুন্নতমা লভেতেন্দ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ পশূন্ প্র যচ্ছতি পশুমানেব ভবত্যুন্নতঃ ভবতি সাহস্রী বা এষা লক্ষ্মী যদুন্নতো লক্ষ্ম্যৈব পশূনব রুন্ধে। যদা সহস্রং পশূন্ প্রাপ্নুয়াদথ বৈষ্ণবং বামনমা লভেতৈতস্মিন্বৈ তৎসহস্রমধ্যাতিষ্ঠত্তস্মাদেষ বামনঃ সমীষিতঃ পশুভ্য এব প্রজাতেভ্যঃ প্রতিষ্ঠাং দধাতি। কোঽর্হতি সহস্রং পশূন্ প্রাপ্তুমিত্যাহুরহোরাত্রাণ্যেব সহস্রং সম্পাদ্যাঽলভেত পশবঃ বা অহোরাত্রাণি পশূনেব প্রজাতান্ প্রতিষ্ঠাং গময়ত্যোষধী ভ্যা বেহতমা লভেত প্রজাকাম ওষধয়ো বা এতং প্রজায়ৈ পরি বাধন্তে। যোঽলম্ প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ওষধয়ঃ খলু বা এতস্যৈ সূতুমপি ঘ্নন্তি যা বেহদ্ভব-ত্যোষধীরেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তা এবাস্মৈ স্বাদ্যোনেঃ প্রজাং প্র জনয়ন্তি বিন্দতে প্রজামাপো বা ওষধয়োঽসৎপুরুষ আপ এবাস্মা অসতঃ সন্দদতি তস্মাদাহুর্যশ্চৈবম্ বেদ যশ্চ নাঽপস্তাবাসতঃ সন্দদতীতি ঐন্দ্রীং সূতবশামা লভেত। ভূতিকামোঽজাতো বা এষ যোঽলং ভূত্যৈ সন্ ভূতিং ন প্রাপ্নোতীন্দ্রং খলু বা এষা সূত্বা বশাঽভবৎ ইন্দ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ভবত্যেব যং সূত্বা বশা স্যাত্তমৈন্দ্রমেবাঽলভেতৈতন্বাব তদিন্দ্রিয়ং সাক্ষাদে-বেন্দ্রিয়মব রুন্ধ। ঐন্দ্রাগ্নং পুনরুৎসৃষ্টমা লভেত য আ তৃতীয়াৎ পুরুষাৎ সোমং ন পিবেদ্বিচ্ছিন্নো বা এতস্য সোমপীথো যো ব্রাহ্মণঃ সন্না তৃতীয়াৎ পুরুষাৎ সোমং ন পিবতীন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ সোমপীথং প্র যচ্ছত উপৈনং সোমপীথো নমতি যদৈন্দ্রো ভবতীন্দ্রিয়ং বৈ সোমপীথ ইন্দ্রিয়মেব সোম-পীথমব রুন্ধে। যদাগ্নেয়ো ভবত্যাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ স্বামেব দেবতামনু সং তনোতি পুনরুৎসৃষ্টো ভবতি পুনরুৎসৃষ্ট ইব হ্যেতস্য সোমপীথঃ সমৃদ্ধ্যৈ ব্রাহ্মণস্পত্যং তূপরমা লভেতাভি চরন্ ব্রহ্মণস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তস্মা এবৈনমা বৃশ্চতি তাজগার্তিমাচ্ছর্তি তূপরো ভবতি ক্ষুরপবির্বা এষা লক্ষ্মী যত্তূপরঃ

সমৃধ্যৈ স্ফ্যো যূপো ভবতি বজ্রো বৈ স্ফ্যো বজ্রমেবাস্মৈ প্র হরতি শরময়ং বর্হিঃ শৃণাত্যেবৈনং বৈভীদক ইধ্মো ভিনত্ত্যেবৈনম্ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে পশুকামীদের পশু যাগের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ বল নামক কোন এক অসুর চার দিক থেকে পশু চুরি করে এক পর্বত গুহায় রাখত । ইন্দ্র এ বৃত্তান্ত জেনে সে গর্তের মুখে ঢাকা পাথর সরিয়ে ফেলেন। তারপর পশুদের যূথপতিকে পিছন থেকে ধরে উপরে তোলেন। সে পশুর সঙ্গে সঙ্গে অপর সহস্র পশুও উপরে উঠে আসে । সে পশু আগেই দলপতি বলে উত্তম ছিল, এখন ইন্দ্রের দ্বারা উত্থিত হওয়ায় আরও উন্নত হলো । যে পশু কামনা করবে, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে উত্তম পশু দিবে । ইন্দ্রের কাছে তার ভাগ নিয়ে যে যায়, ইন্দ্র তাকে বহু পশু দেয়, এর দ্বারা সে পশুমান হয় । উত্তম পশু হচ্ছে সহস্র পশুলাভের সম্পৎস্বরূপ । এর দ্বারা সে ব্যক্তি পশুসমৃদ্ধিরূপ লক্ষ্মী যুক্ত হয়ে পশু লাভ করে । যখন পশুকাম ব্যক্তি সহস্র পশুযুক্ত হয়, তখন বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি খর্বাকৃতি পশু দিবে । এতে সে সহস্র পশুর জন্য তৃণ জল যুক্ত নিবাস স্থান লাভ করবে । সহস্র পশু লাভ প্রায় দুর্লভ, কারণ চোর, ব্যাঘ্রাদির বহু বিঘ্ন আছে । কাজেই সহস্র পশু লাভ হলে তার সহস্র দিন পরে বিষ্ণুর উদ্দেশে বামন পশু অর্পণ করতে হয় । এতে সে ব্যক্তি পশুসম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে । প্রজাকাম ব্যক্তি ওষধির উদ্দেশে গর্ভনাশিনী গাভী দান করবে । যে ব্যক্তি পুত্র উৎপাদনে সমর্থ হয়েও পুত্র লাভ করে না, ওষধিগণ গর্ভনাশিনী গাভীর গর্ভও নাশ করে । যে ওষধিগণের নিকট তাদের ভাগ নিয়ে যায়, ওষধি তাদের পুত্র দান করেন । যারা জানে না তারা ভাবে অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হচ্ছে, বস্তুতঃ যজমান নিজ বীর্যেই পুত্রাদি লাভ করে ওষধিগণের কৃপায় । ভূতিকামী ব্যক্তি ইন্দ্রের উদ্দেশে একবার বৎস উৎপন্ন করে বন্ধ্যা হয়েছে এমন গাভী (সূতবশা)) অর্পণ করবে । যে ঐশ্বর্যলাভে যোগ্য হয়েও তা পায় নি, সে ব্যক্তি ইন্দ্রের ভাগ নিয়ে তাঁর কাছে গেলে ইন্দ্র তাকে ঐশ্বর্য পাইয়ে দেয় । সূতবশা দেবার আগে ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি বৎস দিতে হয় । এ বন্ধ্যা গাভী প্রথমে ইন্দ্রের মত বৎস উৎপন্ন করে, এ জন্য এ লাভে তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তার ইন্দ্রিয় সামর্থ্য ফিরিয়ে দেয় । যে ব্রাহ্মণ পিতা পিতামহাদি ক্রমে তিন পুরুষ সোম পান না করায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্ট জীর্ণ বলদ অর্পণ করবে । ইন্দ্র ও অগ্নি তাদের ভাগ নিয়ে যে তাদের কাছে যায়, তাকে আবার সোম পানকারী করে । সোমপান ইন্দ্রিয়বৃদ্ধির কারণ বলে সে ইন্দ্রিয়সামর্থ্য লাভ করে এবং অগ্নির সেবা করার জন্য নিজদেবতার সাথে মিলিত হয় । পরিত্যক্ত (উৎসৃষ্ট) পশু দানের মত পরিত্যক্ত সোমপায়ী আবার সমৃদ্ধি লাভ করে । শত্রুবিনাশের জন্য আভিচারিক ক্রিয়ার উদ্দেশে ব্রহ্মণস্পতির জন্য শৃঙ্গরহিত বলদ অর্পণ করবে । যে ব্রহ্মণস্পতির নিকট তার ভাগ নিয়ে যায়, ব্রহ্মণস্পতি তার শত্রুকে ছিন্ন করে এবং শত্রু মারা যায় । শৃঙ্গরহিত বলদ ক্ষুরের তীক্ষ্ণধারার মত বজ্রতুল্য, শত্রুমারণের জন্য তা সমৃদ্ধস্বরূপ । স্ফ্যার (অস্ত্র-বিশেষ) আকৃতি হচ্ছে যূপের মত, তা বজ্রতুল্য । তা দিয়ে শত্রুকে প্রহার করা হয় । শরময় বর্হির দ্বারা শত্রুর হিংসা করা হয় । তৃণের অগ্রভাগ বজ্রের অবয়ব দিয়ে উৎপন্ন বলে তা হিংসাত্মক । অক্ষ নামক বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন বৈভীদক কাষ্ঠের দ্বারা শত্রুকে আঘাত করা হয় । ৫।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ বার্হস্পত্যং শিতিপৃষ্ঠমা লভেত গ্রামকামো যঃ কাময়েত পৃষ্ঠম্ সমানানাং স্যামিতি বৃহস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং পৃষ্ঠং

সমানানাং করোতি গ্রাম্যেব ভবতি শিতিপৃষ্ঠো ভবতি বার্হস্পত্যো হ্যেষ দেবতয়া সমৃধ্যৈ পৌষ্ণম্ শ্যামমা লভেতান্নকামোঽন্নং বৈ পূষা পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ অন্নং প্র যচ্ছত্যন্নাদ এব ভবতি শ্যামো ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপং সমৃধ্যৈ। মারুতং পৃশ্নিমা লভেতান্নকামোঽন্নং বৈ মরুতো মরুত এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এব স্মা অন্নং যচ্ছন্ত্যন্নাদ এব ভবতি পৃশ্নির্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপং সমৃধ্যৈ। ঐন্দ্রমরুণমা লভেতেন্দ্রিয়কাম ইন্দ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাতীন্দ্রিয়াব্যেব ভবত্যরুণো ভ্রূমান্ ভবত্যেতদ্বা ইন্দ্রস্য রূপং সমৃধ্যৈ। সাবিত্রমুপধ্বস্তমা লভেত সনিকামঃ সবিতা বৈ প্রসবানামীশে সবিতারমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ সনিং প্র সুবতি দানকামা অস্মৈ প্রজা ভবন্ত্যুপধ্বস্তো ভবতি সাবিত্রো হ্যেষঃ দেবতয়া সমৃধ্যৈ বৈশ্বদেবং বহুরূপমা লভেতান্নকামো বৈশ্বদেবং বা অন্নং বিশ্বানেব দেবান্ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছন্ত্যন্নাদ এব ভবতি বহুরূপো ভবতি বহুরূপং হ্যন্নং সমৃধ্যৈ। বৈশ্বদেবং বহুরূপমা লভেত গ্রামকামো বৈশ্বদেবা বৈ সজাতা বিশ্বানেব দেবান্ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব ভবতি বহুরূপো ভবতি বহুদেবত্যো হ্যেষ সমৃধ্যৈ। প্রাজাপত্যং তূপরমা লভেত যস্যানাজ্ঞাতমিব জ্যোগামযেৎ প্রাজাপত্যো বৈ পুরুষঃ প্রজাপতিঃ খলু বৈ তস্য বেদ যস্যানাজ্ঞাতমিব জ্যোগাময়তি প্রজাপতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং তস্মাৎ স্রামান্মুঞ্চতি তূপরো ভবতি প্রাজাপত্যো হ্যেষ দেবতয়া সমৃধ্যৈ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে গ্রামকামীদের জন অন্য পশুর কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ গ্রামস্বামীদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ হবো—এ যে কামনা করে সে ব্যক্তি বৃহস্পতির উদ্দেশে শ্বেতপৃষ্ঠ বৃষ অর্পণ করবে। বৃহস্পতির কাছে তার ভাগ নিয়ে যে যায়, বৃহস্পতি তাকে সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে, সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গ্রামস্বামী হয়। শ্বেতপৃষ্ঠ বৃষ বৃহস্পতির সম্বন্ধীয় দেবতারূপ, তা সমৃদ্ধির কারণ হয়। অন্নকামী ব্যক্তি পূষার উদ্দেশে শ্যামবর্ণ পশু দিবে। যে ব্যক্তি পূষাদেবতার নিকট তার ভাগ নিয়ে যায় পূষাদেবতা তাকে অন্ন প্রদান করে, সে অন্নের ভোক্তা হয়। অন্নের দ্বারা পোষণ করে বলে তাকে পূষা বলা হয়। পত্র শাক প্রভৃতি অন্নের রূপ শ্যামবর্ণ তা সমৃদ্ধির কারণ। অন্নকাম ব্যক্তি মরুদ্গণের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ পশু দেবে। যে ব্যক্তি মরুদ্গণের নিকট তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, মরুদ্গণ তাকে অন্ন দেয়, সে ব্যক্তি অন্নের ভক্ষক হয়। শ্বেতবর্ণ হচ্ছে শাল্যন্নের রূপ, তা সমৃদ্ধির কারণ। ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য লাভের কামনায় ইন্দ্রের উদ্দেশে অরুণবর্ণ পশু দেবে। ইন্দ্রের কাছে যে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, ইন্দ্র তাকে ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য দেয়। অরুণবর্ণ পশু সুন্দর ভ্রূ-যুক্ত হয়, এটা সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের স্বরূপ, তা সমৃদ্ধির কারণ। পরের নিকট থেকে দান পেতে যে ইচ্ছা করে, সে সবিতার উদ্দেশে নানাবর্ণ বিশিষ্ট পশু অর্পণ করবে। সবিতা হচ্ছে প্রেরণাদানের কর্তা। যে সবিতার কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, সবিতা তার কাছে দানকারীকে পাঠিয়ে দেয়, সে ব্যক্তি দাতাকে লাভ করে। সংকীর্ণবর্ণ পশু হচ্ছে সবিতা দেবতার সম্বন্ধীয়, তা সমৃদ্ধির কারণ। অন্নকামী জন বৈশ্বদেবের উদ্দেশে বহুবর্ণবিশিষ্ট পশু অর্পণ করবে। সকল দেবতার নিকট তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে, বৈশ্বদেব তাকে অন্ন দেয়, সে ব্যক্তি অন্নের ভক্ষক হয়। বহুরূপ হচ্ছে ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য চোষ্য ভেদে অন্নের বহুরূপত্ব, তা সমৃদ্ধির কারণ হয়। যে গ্রাম কামনা করে, সে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে বহুবর্ণ বিশিষ্ট পশু দিবে। ভ্রাতা ভৃত্য প্রভৃতির সাথে সকল দেবতার নিকট তাদের ভাগ

নিয়ে উপস্থিত হলে তারা তাকে ভ্রাতা ভৃত্য প্রভৃতি দেয় এবং সে ব্যক্তি গ্রামের অধিপতি হয়। বহুবর্ণবিশিষ্ট পশুর অধিপতি সকল দেবতা, তাতে সমৃদ্ধি লাভ হয়। যার রোগ জানা নেই, অথচ হীনবল ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে এমন অজ্ঞাত চিররোগ গ্রস্ত ব্যক্তি প্রজাপতির উদ্দেশে শৃঙ্গরহিত বৃষ অর্পণ করবে। সকল পুরুষ প্রজাপতি থেকে উৎপন্ন জন্য চিকিৎসকের অজ্ঞাত হলেও সে রোগবিশেষ প্রজাপতির জ্ঞাত। এরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রজাপতির ভাগ নিয়ে তার কাছে গেলে, প্রজাপতি তাকে রোগ থেকে মুক্ত করে। শৃঙ্গহীন পশুর অধিপতি প্রজাপতি এজন্য তাতে সমৃদ্ধি লাভ হয়। ৬।১৬ ॥

মন্ত্র : বষট্‌কারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোঽচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাঽপতত্তম্ বৃহস্পতিরুপাগৃহ্ণাৎ সা শিতিপৃষ্ঠা বশাঽভবদ্যো দ্বিতীয়ঃ পরাপতত্তম্ মিত্রা-বরুণাবুপাগৃহ্ণীতাং সা দ্বিরূপা বশাঽভবদ্ যস্তৃতীয়ঃ পরাপতত্তং বিশ্বে দেবা উপাগৃহ্ণন্ৎ সা বহুরূপা বশাঽভবদ্যশ্চতুর্থঃ পরাপতৎ স পৃথিবীং প্রাবিশত্তং বৃহস্পতিরভি অগৃহ্ণাদস্ত্বেবায়ং ভোগায়েতি স উক্ষবশঃ সমভবদ্যল্লোহিতং পরাপতত্তদ্রুদ্র উপাগৃহ্ণাৎ সা রৌদ্রী রোহিণী বশাঽভবদ্বার্হস্পত্যাং শিতিপৃষ্ঠামা লভেত ব্রহ্মবর্চসকামো বৃহস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং দধাতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি। ছন্দসাং বা এষ রসো যদ্বশা রস ইব খলু বৈ ব্রহ্মবর্চসং ছন্দসামেব রসেন রসং ব্রহ্মবর্চসমব রুন্ধে। মৈত্রাবরুণীং দ্বিরূপামা লভেত বৃষ্টিকামো মৈত্রং বা অহর্বারুণী রাত্রিরহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জন্যো বর্ষতি মিত্রাবরুণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মা অহোরাত্রাভ্যাং পর্জন্যং বর্ষয়তশ্ছন্দসাং বা এষ রসো যদ্বশা রস ইব খলু বৈ বৃষ্টিশ্ছন্দসামেব রসেন রসং বৃষ্টিমব রুন্ধে। মৈত্রাবরুণীং দ্বিরূপামা লভেত প্রজাকামো মৈত্রং বা অহর্বারুণী রাত্রিরহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ প্রজাঃ প্র জায়ন্তে মিত্রাবরুণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মা অহোরাত্রাভ্যাং প্রজাং প্র জনয়তশ্ছন্দসাং বা এষ রসো যদ্বশা রস ইব খলু বৈ প্রজা ছন্দসামেব রসেন রসং প্রজামব রুন্ধে। বৈশ্বদেবীং বহুরূপামা লভেতান্নকামো বৈশ্বদেবং বা অন্নং বিশ্বানেব দেবান্ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছন্ত্যন্নাদ এব ভবতি ছন্দসাং বা এস রসো যদ্বশা রস ইব খলু বা অন্নং ছন্দসামেব রসেন রসমন্নমব রুন্ধে। বৈশ্বদেবীং বহুরূপামা লভেত গ্রামকামো বৈশ্বদেবা বৈ সজাতা বিশ্বানেব দেবান্ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব ভবতি ছন্দসাম্ বা এস রসো যদ্বশা রস ইব খলু বৈ সজাতাশ্ছন্দসামেব রসেন রসং সজাতানব রুন্ধে। বার্হস্পত্যামুক্ষবশামা লভেত ব্রহ্মবর্চসকামো বৃহস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসম্ দধাতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি বশং বা এষ চরতি যদুক্ষা বশ ইব খলু বৈ ব্রহ্মবর্চসং বশেনৈব বশং ব্রহ্মবর্চসম্ রুন্ধে। রৌদ্রীং রৌহিণীমা লভেতাভিচরন্ রুদ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তস্মা এবৈনমা বৃশ্চতি তাজগার্তিমার্চ্ছতি রোহিণী ভবতি রৌদ্রী হ্যেষা দেবতয়া সমৃদ্ধ্যৈ স্ফ্যো যূপো ভবতি বজ্রো বৈ স্ফ্যো বজ্রমেবাস্মৈ প্র হরতি শরময়ং বর্হিঃ শৃণাত্যেবৈনম্ বৈভীদক ইধ্মো ভিনত্ত্যেবৈনম্ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে ব্রহ্মবর্চ প্রভৃতি কামনাকারীদের জন্য পশুদানের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : বৌষড্‌—এ মন্ত্রের অভিমানী দেবতা বষট্‌-কার, তার সাথে গায়ত্রীর বিরোধ ছিল। সে বষট্‌-কার গায়ত্রীর মস্তক ছিন্ন করে, গায়ত্রীর ছিন্ন মস্তক থেকে জল ও রক্ত নির্গত হয়, তা থেকে অনেক বন্ধ্যা গাভীর উৎপত্তি হয়। প্রথম যা

বৃহস্পতি গ্রহণ করে, তা শ্বেত পৃষ্ঠ গাভী হয়। দ্বিতীয় মিত্র ও বরুণ গ্রহণ করে, তা দ্বি-বর্ণ যুক্ত বন্ধ্যা হয়। তৃতীয় বিশ্বদেব গ্রহণ করে, তা বহুবর্ণ যুক্ত বন্ধ্যা গাভী হয়। চতুর্থ পৃথিবীতে পড়েছিল, তা বৃহস্পতি তার ভোগের জন্য গ্রহণ করে, তা ব্যর্থবীর্য বৃষভ হয়। যে রক্ত পতিত হয়, তা রুদ্র গ্রহণ করে, তা রক্তবর্ণ বন্ধ্যা গাভী হয়। যে ব্রহ্মবর্চের কামনা করে, সে বৃহস্পতিকে শ্বেত-পৃষ্ঠ গাভী অর্পণ করবে। যে তার ভাগ নিয়ে বৃহস্পতির কাছে যায়, বৃহস্পতি তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্রহ্মবর্চসী হয়। গায়ত্রীছন্দের রসরূপ হচ্ছে বন্ধ্যা গাভী। সোম আহরণে অন্য ছন্দ থেকে গায়ত্রী প্রশস্ত। এজন্য বন্ধ্যা গাভী সকল ছন্দের সাররূপ। বন্ধ্যা গাভীরূপ ছন্দরসের দ্বারা ঐহিক ও আমুষ্মিক পূজা করার জন্য রসরূপ ব্রহ্মতেজ লাভ করে। বৃষ্টি কামনা করে মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে দ্বি-বর্ণ যুক্ত বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করবে! মিত্র দিনে ও বরুণ রাতে—এভাবে দিনরাত মেঘ বারি বর্ষণ করে। মিত্র ও বরুণের নিকট তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে তারা দিনরাত মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করে। বন্ধ্যা গাভীরূপ ছন্দরসের দ্বারা বৃষ্টির উৎপত্তি। সেজন্য ছন্দের রসে বৃষ্টি লাভ হয়। এরূপ প্রজাকামানায় মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে দ্বিবর্ণ বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করলে মিত্র ও বরুণ পুত্র দিয়ে থাকে। (অন্য অর্থ পূর্বের মত)। অন্নকামনায় বৈশ্বদেবীর উদ্দেশ বহুরূপ-বিশিষ্ট বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করবে। সকল দেবতার ভোগ্য বলে অন্নের বিশ্বরূপত্ব এবং জীবনের কারণ জন্য অন্নের সারত্ব বলে রসসাম্য। সকল দেবের নিকট তাদের ভাগ নিয়ে যে ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তারা তাকে অন্ন দিয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি অন্নের ভোক্তা হয়। ছন্দের রসে অন্ন লাভ হয়। এরূপ গ্রামকামনায় বৈশ্বদেবীর উদ্দেশ বহুরূপবিশিষ্ট বন্ধ্যা গাভী দিলে ; সকল দেবতা তাকে আত্মীয়-স্বজন দেয় ও সে ব্যক্তি গ্রাম লাভ করে। (অন্য অর্থ পূর্বের মত)। ব্রহ্মতেজ কামনা করে বৃহস্পতির ভাগ নিয়ে ব্যর্থবীর্য বৃষ অর্পণ করবে। যে বৃহস্পতির ভাগ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়, বৃহস্পতি তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্রহ্মবর্চসী হয়। এরূপ বৃষ যেমন গাভীর সাথে বনে যায় এবং গৃহে ফিরে তাদের অধীন হয়, সেরূপ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত ব্যক্তিও নিয়মের অধীন হয়ে চলে। শত্রুর বিনাশের জন্য আভিচারিক কার্য করবার ইচ্ছায় রুদ্রের উদ্দেশে রক্তবর্ণ পশু [illegible]র্পণ করলে রুদ্র তার শত্রু বিনাশ করে। (স্ফ্যের আকৃতি হচ্ছে যূপের মত ইত্যাদির ব্যাখ্যা পঞ্চম অনুবাকে করা হয়েছে।)। ৭৷১১ ॥

মন্ত্র ঃ অসাবাদিত্যো ন ব্যরোচত তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্মা এতাম্ সৌরীং শ্বেতাং বশামালভন্ত তয়ৈবাস্মিন্ রুচমদধুর্যো ব্রহ্মবর্চসকামঃ স্যাত্তস্মা এতাং সৌরীং শ্বেতাং বশামা লভেতামুমেবাহদিত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং দধাতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি। বৈল্বো যূপো ভবত্যসৌ বা আদিত্যো যতোঽজায়ত ততো বিল্ব উদতিষ্ঠৎ সযোন্যেব ব্রহ্মবর্চসমব রুন্ধে ব্রাহ্মণস্পত্যাং বভ্রুকর্ণীমা লভেতাভিচরন্ বারুণম্ দশকপালং পুরস্তান্নির্বপেদ্বরুণেনৈব ভ্রাতৃব্যং গ্রাহয়িত্বা ব্রহ্মণা স্তৃণুতে বভ্রুকর্ণী ভবত্যেতদ্বৈ ব্রহ্মণো রূপং সমৃদ্ধ্যৈ স্ফ্যো যূপো ভবতি বজ্রো বৈ স্ফ্যো বজ্রমেবাস্মৈ প্র হরতি শরময়ম্ বর্হিঃ শৃণাতি এবৈনং বৈভীদক ইধ্মো ভিনত্ত্যেবৈনং বৈষ্ণবম্ বামনমা লভেত। যং যজ্ঞো নোপনমেদ্বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞো বিষ্ণুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ যজ্ঞং প্র যচ্ছত্যুপৈনম্ যজ্ঞো নমতি বামনো ভবতি বৈষ্ণবো হ্যেষ দেবতয়া সমৃদ্ধ্যৈ। ত্বাষ্ট্রং বড়বমা লভেত পশুকামস্ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং প্রজনয়িতা ত্বষ্টারমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ পশূন্মিথুনান্ প্র জনয়তি প্রজা হি বা এতস্মিন্ পশবঃ প্রবিষ্টা অথৈষ

পুমান্ৎসম্বড়বঃ সাক্ষাদেব প্রজাং পশূনব রুন্ধে। মৈত্রম্ শ্বেতমা লভেত সংগ্রামে সংযত্তে সময়কামো মিত্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং মিত্রেণ সংনয়তি বিশালো ভবতি ব্যবসায়য়ত্যেবৈনং প্রাজাপত্যং কৃষ্ণমা লভেত বৃষ্টিকামঃ প্রজাপতির্বৈ বৃষ্ট্যা ঈশে প্রজাপতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ পর্জন্যং বর্ষয়তি কৃষ্ণো ভবত্যেতদ্বৈ বৃষ্ট্যৈ রূপম্ রূপেণৈব বৃষ্টিমব রুন্ধে শবলো ভবতি বিদ্যুতমেবাস্মৈ জনয়িত্বা বর্ষয়ত্যবাশৃঙ্গো ভবতি বৃষ্টিমেবাস্মৈ নি যচ্ছতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে অবার ব্রহ্মতেজ, অভিচার, যজ্ঞপ্রাপ্তি প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ আদিত্য একসময় দীপ্তিহীন হয়ে পড়ে, দেবগণ তার প্রতিকারের জন্য সূর্যের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করে, তাতে আদিত্য আবার দীপ্তি ফিরে পায়। যে ব্রহ্মতেজের কামনা করে, সে সূর্যের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করবে। আদিত্যের নিকট তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে সে তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ লাভ করে। বিল্ব কাষ্ঠের যূপ হবে, সূর্য ও বিল্ব সহোদর বলে সমান যোনি। এরূপ ব্রহ্মতেজও সমান যোনিতে সম্পন্ন হয়। নিজের পিত্রাদির যে বেদশাখায় অধ্যায়ন অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রবৃত্তি, নিজেরও তাতে প্রবৃত্তি হয়, এজন্য ব্রহ্মতেজ সমান যোনিতে লাভ হয় বলা হয়েছে। যে আভিচারিক ক্রিয়া করতে চায়, সে ব্রহ্মণস্পতির উদ্দেশে পিঙ্গল বর্ণ যুক্ত গাভী অর্পণ করবে। বরুণের উদ্দেশে দশ কপাল পুরোডাশ দিয়ে তার দ্বারা শত্রুর রোগ উৎপন্ন করে পরে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করাতে হবে। পিঙ্গলবর্ণ বর্ণযুক্ত গাভী ব্রহ্মার রূপতুল্য, তা সমৃদ্ধির কারণ হয়। (স্ফ্যার (অস্ত্র বিশেষ) আকৃতি যূপের মত, তা বজ্রতুল্য। তা দিয়ে শত্রুকে প্রহার করা হয় ইত্যাদির ব্যাখ্যা পঞ্চম অনুবাকের শেষের দিকে করা হয়েছে।) অগ্নিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞ যে করতে চায়, সে বিষ্ণুর উদ্দেশে হ্রস্বাকৃতি পশু অর্পণ করবে। যজ্ঞ যার কাছে আসে না, বিষ্ণু যজ্ঞরূপ, বিষ্ণুর কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে বিষ্ণু তাকে যজ্ঞ দেয়, যজ্ঞ তার কাছে যায়। হ্রস্বাকৃতি পশুর দেবতা বিষ্ণু, এর দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ হয়। যে পশু কামনা করে, সে ত্বষ্টার উদ্দেশে বড়বা নামক অশ্ব অর্পণ করবে। ত্বষ্টা মিথুন পশুদের উৎপাদক, যে ত্বষ্টার কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, ত্বষ্টা তার জন্য মিথুন পশু উৎপন্ন করে। তার দ্বারা সে শীঘ্র প্রজা ও পশু লাভ করে। শত্রুর সেনাকে যে জয় করতে প্রতিজ্ঞা করে অথবা সন্ধি করতে চায়, সে যুদ্ধ উপস্থিত হলে মিত্রের উদ্দেশে শ্বেত পশু অর্পণ করবে। সন্ধি করবার ইচ্ছা করে মিত্রের ভাগ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলে, মিত্র তাকে কার্যসাধক বন্ধুর সাথে যুক্ত করে অথবা শত্রুকে বন্ধুভাবাপন্ন করে তার সাথে যুক্ত করে। এ প্রতিজ্ঞাকারীর ধৈর্য উৎপন্ন করে স্বকার্য-সাধনে নিশ্চয়তা এনে দেয়। বৃষ্টিকামনায় প্রজাপতির উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ পশু অর্পণ করবে। প্রজাপতি বৃষ্টির নিয়ামক, যে প্রজাপতির কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, প্রজাপতি তার জন্য মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করায়। কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে বৃষ্টির রূপ, তা দিয়ে বৃষ্টি লাভ করা যায়। সমস্ত শরীরে কৃষ্ণবর্ণ, কেবল উদর থেকে স্তনপ্রদেশ পর্যন্ত যে পশুর শ্বেতবর্ণ, তাদৃশ পশু অর্পণ করলে বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সে পশুর নিম্নের দিকে শৃঙ্গ থাকলে, নিম্নদিকে বৃষ্টির ধারা পতিত হয় ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ বরুণং সুষুবাণমন্নাদ্যং নোপানমৎ স এতাং বারুণীং কৃষ্ণাং বশামপশ্যত্তাং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত ততো বৈ তমন্নাদ্যমুপানমদ্যমলমন্নাদ্যায় সন্তমন্নাদ্যং নোপনমেৎ স এতাং বারুণীং কৃষ্ণাম্ বশামা লভেত বরুণমেব স্বেন

ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছত্যন্নাদ এব ভবতি কৃষ্ণা ভবতি বারুণী হ্যেষা দেবতয়া সমৃদ্ধ্যৈ মৈত্রং শ্বেতমা লভেত বারুণং কৃষ্ণমপাম্ চৌষধীনাং চ সন্ধাবন্নকামো মৈত্রীর্ব্বা ওষধয়ো বারুণীরাপোহপাম্ চ খলু বা ওষধীনাং চ রসমুপ জীবামো মিত্রাবরুণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছতোহন্নাদ এব ভবতি অপাং চৌষধীনাং চ সন্ধাবা লভত উভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ বিশাখো যূপো ভবতি দ্বে হ্যেতে দেবতে সমৃদ্ধ্যৈ মৈত্রম্ শ্বেতমা লভেত বারুণং কৃষ্ণং জ্যোগামযাবী যন্মৈত্রো ভবতি মিত্রেণৈবাস্মৈ বরুণং শময়তি যদ্বারুণঃ সাক্ষাদেবৈনং বরুণ-পাশান্মুঞ্চত্যুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব দেবা বৈ পুষ্টিং নাবিন্দন্ তাং মিথুনেহপশ্যন্তস্যাং ন সমরাধয়ন্তাবশ্বিনাবব্রূতামাবয়োর্বৈষা মৈতস্যাং বদধ্বমিতি সাঽশ্বিনোরেবাভবদ্যঃ পুষ্টিকামঃ স্যাৎ স এতামাশ্বিনীং যমীং বশামা লভেতাশ্বিনাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্ পুষ্টিং ধত্তঃ পুষ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে অন্নকামী, দীর্ঘরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি ও পুষ্টিকামীদের জন্য পশু-দানের নির্দেশ করা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ সোমাভিষবকারী অন্নপ্রদ বরুণকে যে পায় নি, সে বরুণ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণবর্ণ বন্ধ্যা গাভী দেখেছিল, তাকে তার দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করে সে অন্নের ভক্ষক হয়েছিল । অন্ন পায়সাদি ভক্ষণে সমর্থ হয়েও লোকজনের অভাবে যে তা পায় না, সে বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ বন্ধ্যা গাভী অর্পণ করবে । বরুণের কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে বরুণ তাকে অন্নের ভক্ষক করে । বরুণ মেঘের দ্বারা প্রকাশের আবরণ করে কৃষ্ণবর্ণ সম্পন্ন করে । এজন্য কৃষ্ণবর্ণ পশুর দেবতা বরুণ, এর দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ হয় । অন্নকাম ব্যক্তি বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণে নদী ও ক্ষেত্রের মধ্যে মিত্রের উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ এবং বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ পশু অর্পণ করবে । মিত্র ওষধির এবং বরুণ জলের দেবতা, ওষধির রসের দ্বারা জীব জীবন ধারণ করে । মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে তাদের ভাগ নিতে যে উপস্থিত হয়, তারা তাকে অন্ন দেয় এবং সে ব্যক্তি অন্নের ভক্ষক হয় । জল ও ওষধির সন্ধিক্ষণের কথা বলা হয়েছে উভয়ের রস লাভের জন্য । দ্বিবধ শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের যূপ হয়, এ উভয় দেবতা সমৃদ্ধির কারণ । যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করছে, সে মিত্রের উদ্দেশে শ্বেত এবং বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ পশু অর্পণ করবে । মিত্র ক্রুর বরুণকে শান্ত করে এবং বরুণের পাশ থেকে মুক্ত করে, সে ব্যক্তি মরণোন্মুখ হলেও জীবিত হয় । দেবগণ প্রজা ও পশুর সমৃদ্ধি রূপ পুষ্টি দেখতে পান নি, তা মনুষ্যমিথুনে সম্ভব এরূপ উপায় তারা ভেবেছিলেন, কিন্তু সাধন করতে পারেন নি । তখন তারা অশ্বিদ্বয়কে বললেন --এ পুষ্টি সাধন না করে আমাদের সাথে সম্ভাষণ করো না । তারপর সে পুষ্টি অশ্বিদ্বয়ের অধীন হলো । যে পুষ্টি কামনা করে, সে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যমক বন্ধ্যা স্ত্রী পশু অর্পণ করবে । যে অশ্বিদ্বয়ের কাছে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, অশ্বিদ্বয় তাকে পুষ্টি বিধান করেন, সে ব্যক্তি প্রজা ও পশুর পুষ্টি লাভ করে ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ আশ্বিনং ধূম্রললামমা লভেত যো দুর্ব্রাহ্মণঃ সোমং পিপাসেদশ্বিনৌ বৈ দেবানামসোমপাবাস্তাং তৌ পশ্চা সোমপীথং প্রাহ্নুতামশ্বিনাবেতস্য দেবতা যো দুর্ব্রাহ্মণঃ সোমং পিপাসত্যশ্বিনাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ সোম-পীথং প্র যচ্ছত উপৈনং সোমপীথো নমতি যদ্ধূম্রো ভবতি ধূম্রিমাণমেবাস্মাদপহত্য ললামঃ ভবতি মুখত এবাস্মিন্তেজো দধাতি বায়ব্যং গোমৃগমা লভেত যমর্জাঘ-বাং-

সমভিশংসেয়ুরপূতো বা এতং বাগৃচ্ছতি যমজাঘিবাংসমভিশংসন্তি নৈষ গ্রাম্যঃ পশুর্নাঽরণ্যো যদ্গোমৃগো নেবৈষ গ্রামে নারণ্যে যমজাঘিবাংসমভিশংসন্তি বায়ুর্বৈ দেবানাং পবিত্রং বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এব এনং পবয়তি পরাচী বা এতস্মৈ ব্যুচ্ছন্তী ব্যুচ্ছতি তমঃ পাপ্মানম্ প্র বিশতি যস্যাঽশ্বিনে শস্যমানে সূর্যো নাঽবির্ভবতি সৌর্যম্ বহুরূপমা লভেতামুমেবাঽদিত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মাত্তমঃ পাপ্মানমপ হন্তি প্রতীচ্যস্মৈ ব্যুচ্ছন্ত্যপ তমঃ পাপ্মানং হতে। ১০ ॥

[এ অনুবাকে সোমপানে ইচ্ছুক দুর্ব্রাহ্মণের জন্য পশু দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : যার বেদ ও বেদী তিন পুরুষ ধরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে শূদ্রতুল্য ব্যক্তি দুর্ব্রাহ্মণ, সে ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধালু হয়ে সোম পানের কামনা করে, তবে অশ্বি-দ্বয়ের উদ্দেশে ললাটে শ্বেত চিহ্ন যুক্ত ধূম্রবর্ণ পশু অর্পণ করবে। দেবতাদের মধ্যে চিকিৎসক বলে অশ্বিদ্বয় পূর্বে সোমপায়ী ছিল না, পরে যজ্ঞের মস্তক যুক্ত করায় তুষ্ট হয়ে দেবগণ তাদের দুজনকে সোম পানের অধিকার দেন। কোন দুর্ব্রাহ্মণ যদি শ্রদ্ধালু হয়ে সোম পানের ইচ্ছায় অশ্বিদ্বয়ের নিকট তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তারা তাকে সোমপায়ী করে এবং তার কলংক দূর করে ব্রহ্মতেজ তাকে দেয়। গোহত্যাকারী বলে যার মিথ্যা কলঙ্ক রটে গেছে, সে ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ ক্ষালনের জন্য বায়ুর উদ্দেশে তার ভাগ গোমৃগ অর্পণ করলে বায়ু তাকে পবিত্র করে। দেবতাদের মধ্যে বায়ু হচ্ছে পবিত্রকারী। সে ব্যক্তি অভিজ্ঞ শিষ্ট-জনের আদৃত হলেও সাধারণ লোকের কাছে তার কলংক থেকে যায়। তা দূর করার জন্য সূর্যের উদ্দেশে বহুবর্ণ-বিশিষ্ট পশু অর্পণ করতে হবে। সোম যাগের মধ্যে 'অগ্নি হোতা, গৃহপতি, সে রাজা' ইত্যাদি আশ্বিন মন্ত্র উচ্চারণ কালে যদি সূর্য মেঘাদির দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তবে সে দোষ ক্ষালনের জন্য আদিত্যের উদ্দেশে বহুবর্ণ যুক্ত পশু অর্পণ করলে সূর্য অন্ধকার দূর করে। সেরূপ মিথ্যা অপবাদ দূর করবার জন্য যে ব্যক্তি আদিত্যের উদ্দেশে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, আদিত্য তার কলংক দূর করে ॥ ১০ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীন্দ্রং নরো মরুতো যদ্ধ বো দিবো যা বঃ শর্ম। ভরেষ্বিন্দ্র সুহবং হবামহেঽংহোমুচং সুকৃতম্ দৈব্যং জনম্। অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে। মমত্তু নঃ পরিজ্মা বসর্হা মমত্তু বাতো অপাং বৃষণ্বান্। শিশীতমিন্দ্রাপর্বতা যুবং নস্তন্নো বিশ্বে বরিবস্যন্তু দেবাঃ। প্রিয়া বো নাম হুবে তুরাণাম্। আ যত্তৃপন্মরুতো বাবশানাঃ। শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ। তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ। অগ্নি প্রথমো বসুভির্নো অব্যাৎ সোমো রুদ্রেভিরভি রক্ষত ত্মনা। ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ঋতুধা কৃণোত্বাদিত্যৈর্নো বরুণঃ সং শিশাতু। সং নো দেবো বসুভিরগ্নিঃ সং সোমস্তনূভী রুদ্রিয়াভিঃ। সমিন্দ্রো মরুদ্ভির্যজ্ঞিয়ৈঃ সমাদিত্যৈর্নো বরুণো অজিজ্ঞিপৎ। যথাঽদিত্যা বসুভিঃ সম্বভূবু-র্মরুদ্ভী রুদ্রাঃ সমজানতাভি। এবা ত্রিণামন্নহৃণীয়মানা বিশ্বে দেবাঃ সমনসো ভবন্তু। কুত্রা চিদ্যস্য সমৃতৌ রণ্বা নরো নৃষদনে। অর্হন্তশ্চিদ্যামিন্ধতে সংজনয়ন্তি জন্তবঃ। সং যদিষো বনামহে সং হব্যা মানুষাণাম্। উত দ্যুম্নস্য শবস ঋতস্য রশ্মিমা দদে। যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্বাচী সুমতী র্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাঽসৎ।

শুচিরপঃ সুযবস্যা অদব্ধ উপ ক্ষেতি বৃধবয়াঃ সুবীরঃ। নকিষ্টং ঘ্নন্ত্যন্তিতো ন দূরাদ্য আদিত্যানাং ভবতি প্রণীতৌ। ধারয়ন্ত আদিত্যাসো জগৎস্থা দেবা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ। দীর্ঘাধিয়ো রক্ষমাণাঃ অসুর্যমৃতাবানশ্চয়মানা ঋণানি। তিস্রো ভূমীর্ধারয়ন্ত্রীঁরুত দ্যূন্ত্রীণি ব্রতা বিদথে অন্তরেষাম্। ঋতেনাঽদিত্যা মহি বো মহিত্বং তদর্যমনরুণ মিত্র চারু। ত্যান্নু ক্ষত্রিয়াং অব আদিত্যান্যা-চিষামহে। সুমৃড়ীকাং অভিষ্টয়ে। ন দক্ষিণা বি চিকিতে। ন সব্যা ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা। পাক্যা চিদ্বসবো ধীর্যা চিদ্ যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্। আদিত্যানামবসা নূতনেন সক্ষীমহি শর্মণা শন্তমেন। অনা-গাস্তে অদিতিত্বে তুর স ইমং যজ্ঞং দধতু শ্রোষমাণাঃ। ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়। ত্বামবস্যুরা চকে। তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥ (বায়ব্যং প্রজাপতিস্ত্বা বরুণং দেবাসুরা এম্বসাবাদিত্যো দশর্ষভামিন্দ্রো বলস্য বার্হস্পত্যং বষট্কারোঽসৌ সৌরীম্ বরুণমাশ্বিনমিন্দ্রং বো নর একাদশ। বায়ব্যমাগ্নেয়ীং কৃষ্ণগ্রীবীমসাবাদিত্যো বা অহোরাত্রাণি বষট্কারঃ প্রজনয়িতা হুবে তুরাণাং পঞ্চষষ্টিঃ)। ১১ ॥

[এ অনুবাকে কাম্যেষ্টি যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সকল জগতের উপরে উৎকৃষ্টরূপে স্থিত ইন্দ্রকে আমরা পুত্রাদি লাভের জন্য আহ্বান করছি। হে মরুদ্গণ, যেহেতু আমরা সুখকামনায় তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা দ্যুলোক থেকে এসে আমাদের সুখ দাও। দেবতাদের হবি দেবার জন্য ও যজমানের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুদ্গণের যজ্ঞ আরম্ভকালে আমরা আহ্বান করছি। ইন্দ্র হচ্ছে সুখে আহ্বান-যোগ্য, পাপমোচনকারী, হিতকারী, দৈব ও বৃষ্টির দ্বারা শস্যাদির উৎপাদক। সর্বভক্ষক অগ্নি, দিবাকর সূর্য, বায়ুগণ ও বর্ষণকারী পর্জন্যদেব আমাদের আনন্দ দিক। হে ইন্দ্র ও পর্বত, তোমরা আমাদের পাপ ক্ষয় কর। সকল দেবগণ পরিচর্যাকালে কৃপাপূর্বক আমাদের দেখুক। হে মরুদ্গণ, হবি-গ্রহণের জন্য দ্রুতগামী তোমাদের প্রিয় নাম ধরে আমরা ডাকছি, তোমরা যাতে তৃপ্ত হও সেভাবে ডাকছি। যে মরুদ্গণ প্রাণীদের সুখ দেবার জন্য সূর্যরশ্মির মুখে বৃষ্টির দ্বারা ভূমি সিক্ত করবার ইচ্ছায় ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা স্তুত হয়ে হবি ভক্ষণ করেছে। তারপর তারা উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দ করতে করতে স্বগৃহাভিমুখে অসুর থেকে ভয়-রহিত হয়ে তাদের প্রিয় স্থান লাভ করেছে। বসুগণের সাথে প্রথম সঙ্ঘের অধিপতি অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক। রুদ্রগণের সাথে সোমদেব নিজে সাদরে আমাদের রক্ষা করুক; মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র কালোচিত ভোগ দিয়ে আমাদের রক্ষা করুক। আদিত্যগণের সাথে বরুণ আমাদের অনুষ্ঠান পরায়ণ করুক। বসুদের সাথে অগ্নি, রুদ্রের সাথে সোম, মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র, আদিত্যের সাথে বরুণ আমাদের অনুষ্ঠান অনুমোদন করুক। আদিত্যগণ যেরূপ বসুগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়েছিল, মরুদ্গণের সাথে রুদ্রগণ যেরূপ জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিল, হে ত্রি-নামযুক্ত অগ্নি, সকল দেবগণ সেরূপ প্রীতিযুক্ত হোক। যে মিলনে মনুষ্যগণ স্বগৃহে হৃষ্ট হয়ে অবস্থান করে, যাকে পূজা করবার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে যজমানগণ ফল লাভ করে, সে স্বিষ্টকৃৎ দেব প্রসন্ন হোক। যার কারণে আমরা অন্ন, যজমানদের হোম-যোগ্য দ্রব্য লাভ করি, এবং ধন, বল ও যজ্ঞের ঈশ্বর মত উৎকর্ষ স্বীকার করি, সে স্বিষ্টকৃৎ দেবের ভজনা করছি। এ যজ্ঞ দেবগণের সুখকর হোক। হে আদিত্যগণ, তোমরা আমাদের সুখদায়ক হও। তোমাদের অনুগ্রহ বুদ্ধি অর্বাচীন আমাদের

প্রতি প্রবৃত্ত হোক, তা আমাদের পাপ বিনাশ করুক এবং আমাদের পরিচর্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হোক। অন্নযুক্ত, অন্যের অতিরস্কৃত, চিরজীবী, পুত্র-ভৃত্যাদিযুক্ত যজমান শুচি হয়ে কর্মের দিকে যাচ্ছে। আদিত্যের উদ্দেশে কর্মকারী এ যজমানকে শত্রুগণ নিকট বা দূরে থেকে বিনাশ করতে পারে না। জগতের ধারক, ভুবনের পালক, স্থিরবুদ্ধি, যজমানের রক্ষক, তাদের স্বরাষ্ট্রে স্থাপক ও শত্রুদের দারিদ্র্য-সম্পাদক আদিত্যগণ আমাদের অভিমত কার্য করুক। হে অর্যমা, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি আদিত্যগণ, তোমাদের রমণীয় মহিমা অধিক। তোমরা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল রূপ তিন ভূমি ধারণ করেছ, সূর্য, ছন্দ ও বহ্নিকে প্রকাশ করেছ, আর যজমানদের যজ্ঞে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য তিনটি ব্রত সত্যবাক্যের দ্বারা ধারণ করেছ। ক্ষত্রিয়ের মত প্রবল, সুখদায়ক সে আদিত্যদের আমাদের কর্তব্য-সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি। হে আদিত্যগণ, শত্রুর দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে মূঢ়চিত্ত আমি অপরিপক্ব অস্থির বালকের মত ডান, বাঁ, সামনে, পেছনে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যেন তোমাদের প্রিয়জন হয়ে জ্যোতি লাভ করি। যজমান আমরা আদিত্যগণের নূতন রক্ষণের দ্বারা সকল উপদ্রবরহিত শান্তি সুখ লাভ করব। হে আদিত্যগণ, নিরপরাধী আমাদের স্তুতি শোনবার জন্য তোমরা শীঘ্র এ যজ্ঞে এস। হে বরুণ, আমাদের এ আহ্বান শুনে আমাদের সুখী কর। আমরা পানেচ্ছু হয়ে তোমাদের প্রার্থনা করছি। রক্ষার জন্য মন্ত্রের দ্বারা বন্দনা করে তোমাকে লাভ করব। এ যজমান হবির দ্বারা পূজা করে তোমার রক্ষা আশা করছে। হে অক্রোধ বরুণ, এ কর্মে আমাদের নিবেদন গ্রহণ কর। হে উরুশংস, আমাদের আয়ুর বিনাশ করো না ॥ ১১। ২২

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাঃ সৃষ্টা ইন্দ্রাগ্নী অপাগূহতাং সোঽচায়ৎ প্রজাপতিরিন্দ্রাগ্নী বৈ মে প্রজা অপাঘুক্ষতামিতি স এতমৈন্দ্রাগ্নমেকাদশ-কপালমপশ্যত্তং নিরবপত্তাবস্মৈ প্রজাঃ প্রাসাধয়তামিন্দ্রাগ্নী বা এতস্য প্রজামপ গূহতো যোঽলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকাম ইন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ প্রজাং প্র সাধয়তো বিন্দতে প্রজামৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ স্পর্দ্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতেষু বেন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাভ্যামেবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙক্তে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ জয়তেঽপ বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি যঃ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নিঃ বপেৎ সংগ্রামমুপপ্রয়াস্য-ন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণোপ প্র যাতি জয়তি তং সঙ্গ্রামং বি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণর্দ্ধ্যতে যঃ সঙ্গ্রামং জয়ত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ সংগ্রামং জিত্বেন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ ধত্তো নেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ বৃধ্যতেঽপ বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি য এতি জনতা-মৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেজ্জনতামেষ্যন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ জনতামেতি পৌষ্ণং চরুমনু নির্ব্বপেৎ পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্যানুপ্রদাতা পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমনু প্র যচ্ছতি ক্ষৈত্রপত্যং চরুং

নির্ব্বপেন্দ্রজনতামাগতোয়ং বৈ ক্ষেত্রস্য পতিরস্যামেব প্রতি তিষ্ঠত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশ-কপালম্‌পরিষ্টান্নির্ব্বপেদস্যামেব প্রতিষ্ঠায়েন্দ্রিয়ম্ বীর্য্যমুপরিষ্টাদাত্মন্ধত্তে ॥ ১ ॥

[দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বিতীয় অষ্টকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম অনুবাক হতে দ্বাদশ অনুবাক পর্যন্ত বিষয় বস্তুর নির্দেশ ভাষ্যানুসারে নিম্নে দেয়া হল। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব পূর্ব অনুবাকে করা হয়েছে জন্য ভাষ্যকার করেন নি, আমরাও গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে পুনরুক্তি করলাম না।]

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—কাম্য পশুর কথা বলা হয়েছে। প্রজা কামনায়, শত্রুর প্রতি স্পর্ধা করে, শত্রুজয়ের জন্য, সভাতে জয়ের জন্য অগ্নির উদ্দেশে একাদশ কপাল, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে পাঁচটি, ও পূষাদেবের উদ্দেশে একটি চরু দিতে হবে। ক্ষেত্রপতির জন্য চরু দিতে হবে। ইন্দ্র ও অগ্নির যাগের কথা এ অনুবাকে বলা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র : অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যো দর্শপূর্ণমাস-যাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাহতিপাদয়েৎ পথো বা এষোহধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাহতিপাদয়ত্যগ্নিমেব পথিকৃতং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমপথাৎ পন্থামপি নয়ত্যনড্বান্দক্ষিণা বহী হ্যেষ সমৃধ্যা অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্য আহিতাগ্নিঃ সন্নব্রত্যমিব চরেদাগ্নমেব ব্রতপতিং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ব্রতমা লম্ভয়তি ব্রত্যো ভবত্যগ্নয়ে রক্ষোঘ্নে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যং রক্ষাংসি সচেরন্নগ্নিমেব রক্ষোহণং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মাদ্রক্ষাংস্যপহন্তি নিশি-তায়াং নির্ব্বপেৎ নিশিতায়াং হি রক্ষাংসি প্রেরতে সম্প্রেণান্যেবৈনানি হন্তি পরিশ্রিতে যাজয়েদ্রক্ষসামনন্ববচারায় রক্ষোঘ্নী যাজ্যানুবাক্যে ভবতো রক্ষসাং স্তৃত্যা অগ্নয়ে রুদ্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদভিচরন্নেষা বা অস্য ঘোরা তনূর্যদ্রুদ্রস্তস্মা এবৈনমা বৃশ্চতি তাজগার্ত্তিমাচ্ছত্যগ্নয়ে সুরভিমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যস্য গাবো বা পুরুষাঃ বা প্রমীয়েরন্যো বা বিভীয়দেষা বা অস্য ভেষজ্যা তনূর্যৎ সুরভিমতী তয়ৈবাস্মৈ ভেষজং করোতি সুরভিমতে ভবতি পূতীগন্ধস্যাপ-হত্যা অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সংগ্রামে সংযত্তে ভাগধেয়ে-নৈবৈনং শময়িত্বা পরানভি নির্দ্দিশতি যমবরেষাম্ বিধ্যন্তি জীবতি স যং পরেষাং প্র স মীয়তে জয়তি তম্ সংগ্রামং অভি বা এষ এতানুচ্যতি যেষাং পূর্ব্বাপরা অন্বঞ্চঃ প্রমীয়ন্তে পুরুষাহুতির্হ্যস্য প্রিয়তমাহগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টা-কপালং নির্ব্বপেদ্ভাগধেয়েনৈবৈনম্ শময়তি নৈষাং পুরাহয়ুষোহপরঃ প্র মীয়তে-হভি বা এষ এতস্য গৃহানুচ্যতি যস্য গৃহান্দহত্যগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টা-কপালম্ নির্ব্বপেদ্ভাগধেয়েনৈবৈনং শময়তি নাস্যাপরং গৃহান্দহতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাকে—দর্শাদি যাগের পর পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল এবং ব্রত হানি হলে ব্রতপতি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল হবি অর্পণ করতে হবে। 'উভা বাম্' ইত্যাদি মন্ত্রে এদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পিশাচ প্রভৃতির উৎপাতের জন্য রক্ষোঘ্ন হবি অগ্নির উদ্দেশে দিতে হবে। এর অর্থ 'কৃণুষ্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শত্রুর প্রতি আভিচারিক ক্রিয়া করতে হলে রুদ্রের উদ্দেশে হবি দিতে হবে। মানুষ, গরু প্রভৃতির মৃত্যুভয় থেকে রক্ষার জন্য সুরভিমৎ যাগ করতে হবে। যারা যুদ্ধ করতে চায়, যারা অপমৃত্যু ও গৃহদাহ থেকে ভীত, তারা শান্ত অগ্নির উদ্দেশে তিনটি অষ্টকপাল হবি দেবে। ২ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়ে কামায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যং কামো নোপনমে-দগ্নিমেব কামং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং কামেন সমর্দ্ধয়ত্যুপৈনং কামো নমত্যগ্নয়ে যবিষ্ঠায় পুরোডাশমষ্টাকপালম্ নির্ব্বপেৎ স্পর্দ্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতেষু বাঽগ্নিমেব যবিষ্ঠং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তেনৈবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ভ্রাতৃব্যস্য যুবতে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ জয়তেঽগ্নয়ে যবিষ্ঠায় পুরোডাশমষ্টা-কপালং নির্ব্বপেদভিচর্য্যমাণোঽগ্নিমেব যবিষ্ঠং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মাদ্রক্ষাংসি যবয়তি নৈনমভিচরন্ৎস্তৃণুতেঽগ্নয় আয়ুষ্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়ামিত্যগ্নিমেবাঽয়ুষ্মন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ আয়ুর্দ্দধাতি সর্ব্বমায়ুরেত্যগ্নয়ে জাতবেদসে পুরোডাশ-মষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্ভূতিকামোঽগ্নিমেব জাতবেদসং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ভবত্যেবাগ্নয়ে রুক্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্রুক্-কামোঽগ্নিমেব রুক্মন্তম্ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ রুচং দধাতি রোচত এবাগ্নয়ে তেজস্বতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্ব্বপেত্তেজস্কামোঽগ্নিমেব তেজস্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্তেজো দধাতি তেজস্ব্যেব ভবত্যগ্নয়ে সাহন্ত্যায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সীক্ষমাণোঽগ্নিমেব সাহন্ত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তেনৈব সহতে যং সীক্ষতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—কোন কিছুর কামনা করে কামপ্রদ অগ্নির উদ্দেশে যাগ করবে। স্পর্ধা করে যবিষ্ঠ অগ্নির উদ্দেশে হবি দেবে। আভিচারিক কাজে যবিষ্ঠ অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। আয়ুলাভের জন্য আয়ুষ্মান অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। ঐশ্বর্য কামনায় জাতবেদা অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। কান্তির কামনা থাকলে রুক্মবান অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল হবি দিতে হবে। অপরের উপর আদেশ করবার ইচ্ছা থাকলে ওজস্বী অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। শত্রুর অভিভব ইচ্ছা করে নাশকারক অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে ।.৩ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়েঽন্নবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েতান্নবান্ৎ-স্যামিত্যগ্নিমেবান্নবন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নবন্তং করোত্যন্নবানেব ভবত্যগ্নয়েঽন্নাদায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েতান্নাদঃ স্যামিত্যগ্নি-মেবান্নাদং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নাদং করোত্যন্নাদঃ এব ভবত্যগ্নয়ে-ঽন্নপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েতান্নপতিঃ স্যামিত্যগ্নিমেবান্ন-পতিং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমন্নপতিং করোত্যন্নপতিরেব ভবত্যগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদগ্নয়ে পাবকায়াগ্নয়ে শুচয়ে জ্যোগা-ময়াবী যদগ্নয়ে পবমানায় নির্ব্বপতি প্রাণমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে পাবকায় বাচমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে শুচয় আয়ুরেবাস্মিন্তেন দধাত্যুত যদীতাসু-র্ভবতি জীবত্যেবৈতামেব নির্ব্বপেচ্চক্ষুষ্কামো যদগ্নয়ে পবমানায় নির্ব্বপতি প্রাণমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে পাবকায় বাচমেবাস্মিন্তেন দধাতি যদগ্নয়ে শুচয়ে চক্ষুরেবাস্মিন্তেন দধাতি উত যদ্যন্ধো ভবতি প্রৈব পশ্যত্যগ্নয়ে পুত্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রায় পুত্রিণে পরোডাশমেকাদশকপালং প্রজাকামো-ঽগ্নিরেবাস্মৈ প্রজাং প্রজনয়তি বৃদ্ধামিন্দ্রঃ প্র যচ্ছত্যগ্নয়ে রসবতেঽজক্ষীরে চরুং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত রসবান্ৎস্যামিত্যগ্নিমেব রসবন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং রসবন্তং করোতি রসবানেব ভবত্যজক্ষীরে ভবত্যাগ্নেয়ী বা এষা যদজা সাক্ষাদেব রসমব রুন্ধেঽগ্নয়ে বসুমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত বসুমান্ৎস্যামিত্যগ্নিমেব বসুমন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং বসুমন্তং

করোতি বসুমানেব ভবত্যগ্নয়ে বাজসৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সঙ্গ্রামে সংযত্তে বাজম্ বা এষ সিসীর্ষতি যঃ সঙ্গ্রামং জিগীষত্যগ্নিঃ খলু বৈ দেবানাং বাজসৃদগ্নিমেব বাজসৃতং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ধাবতি বাজং হন্তি বৃত্রং জয়তি তং সঙ্গ্রামমথো অগ্নিরিব ন প্রতিধৃষে ভবত্যগ্নয়েঽগ্নিবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যস্যাগ্নাবগ্নিমভ্যুদ্ধরেয়ুর্নির্দ্দিষ্টভাগো বা এতয়োরন্যোঽনির্দ্দিষ্টভাগোঽন্যাস্তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানম্ অভি সম্ভবতঃ স ঈশ্বর আর্ত্তিমার্ত্তোর্যদগ্নয়েঽগ্নিবতে নির্ব্বপতি ভাগধেয়েনৈবৈনৌ শময়তি নার্ত্তিমার্চ্ছতি যজমানোঽগ্নয়ে জ্যোতিষ্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যস্যাগ্নিরুদ্ধৃতোঽহুতেঽগ্নিহোত্র উদ্বায়েদপর আদীপ্যানুদ্ধৃত্যো ইত্যাহুস্তত্তথা ন কার্য্যং যদ্ভাগধেয়মভি পূর্ব্ব উদ্ধ্রিয়তে কিমপরোঽভ্যুৎ স্থিয়েতেতি তান্যেবাবক্ষাণানি সন্নিধায় মন্থেদিতঃ প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ স্বাদ্যোনেরধি জাতবেদাঃ। স গায়ত্রিয়া ত্রিষ্টুভা জগত্যা দেবেভ্যো হব্যম্ বহতু প্রজানন্নিতি ছন্দোভিরেবৈনং স্বাদ্যোনেঃ প্র জনয়ত্যেষ বাব সোঽগ্নিরিত্যাহুর্জ্যোতিস্ত্বা অস্য পরাপতিতমিতি যদগ্নয়ে জ্যোতিষ্মতে নির্ব্বপতি যদেবাস্য জ্যোতিঃ পরাপতিতং তদেবাবরুন্ধে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—অন্নবৎ যাগ থেকে জ্যোতিষ্মৎ যাগ পর্যন্ত চতুর্থ অনুবাকের বিষয়। অন্ন কামনা করে অন্নবান অগ্নির ও শক্তি কামনা করে অন্নদ অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। প্রভূত অন্নের অধিপতি হবার ইচ্ছা থাকলে অন্নপতি অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। দীর্ঘ রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য পবমান, পাবক ও শুচি অগ্নির উদ্দেশে তিনটি হবি-যাগ করতে হবে। চক্ষুর পটুতা লাভের জন্যও পূর্বোক্ত তিনটি যাগ করতে হবে। ক্ষীরাদির কামনা থাকলে রসবান অগ্নির উদ্দেশে চরু দিবে। ধন কামনায় বসুমান অগ্নির উদ্দেশে হবি দিতে হবে। যুদ্ধ জয় করে অন্ন লাভের ইচ্ছা থাকলে বাজসৃৎ অগ্নির যাগ করবে। উদ্ধৃতাগ্নির বিনাশের জন্য জ্যোতিষ্মান অগ্নির যাগ করতে হবে। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেদ্বারুণং চরুং দধিক্রাব্ণে চরুমভিশস্যমানো যদ্বৈশ্বানরো দ্বাদশকপালো ভবতি সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরেণৈবৈনং স্বদয়ত্যপ পাপং বর্ণং হতে বারুণেনৈবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি দধিক্রাব্ণা পুনাতি হিরণ্যং দক্ষিণা পবিত্রং বৈ হিরণ্যং পুনাত্যেবৈনমাদ্যমস্যান্নং ভবত্যেতামেব নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ সম্বৎসরঃ বা এতস্যাশান্তো যোনিং প্রজায়ৈ পশূনাং নির্দ্দহতি যোঽলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দতে যদ্বৈশ্বানরো দ্বাদশকপালো ভবতি সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরমেব ভাগধেয়েন শময়তি সোঽস্মৈ শান্তঃ স্বাদ্যোনেঃ প্রজাং প্র জনয়তি বারুণেনৈবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি দধিক্রাব্ণা পুনাতি হিরণ্যং দক্ষিণা পবিত্রং বৈ হিরণ্যং পুনাত্যেবৈনম্ বিন্দতে প্রজাং বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে যদষ্টাকপালো ভবতি গায়ত্রিয়ৈবৈনং ব্রহ্মবর্চ্চসেন পুনাতি যন্নবকপালস্ত্রিবৃতৈবাস্মিন্তেজো দধাতি যদ্দশকপালো বিরাজৈবাস্মিন্নন্নাদ্যং দধাতি যদেকাদশকপালস্ত্রিষ্টুভৈবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাতি যদ্দ্বাদশকপালো জগত্যৈবাস্মিন্ পশূন্দ ..তি যস্মিঞ্জাত এতামিষ্টিং নির্ব্বপতি পূতঃ এব তেজস্ব্যন্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবত্যব বা এষ সুবর্গাল্লোকাচ্ছিদ্যতে যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদয়তি সুবর্গায় হি লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেদমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদ্য সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপদধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ অথো দেবতা এবান্বারভ্য সুবর্গম্ লোকমেতি বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে ন বা

এতস্য ব্রাহ্মণা ঋতাবর্বঃ পুরোহম্নমক্ষম্যাগ্নেরষ্টাকপালং নির্বপেদ্বৈশ্বানরং দ্বাদশ-কপালমগ্নিমুদ্বাসয়িষ্যন্যদষ্টাকপালো ভবত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রোঽগ্নির্যাবানে-বাগ্নিস্তস্মা আতিথ্যং করোত্যথো যথা জনং যতেঽবসং করোতি তাদৃক্ এব তদ্-দ্বাদশকপালো বৈশ্বানরো ভবতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ খলু বা অগ্নে-র্যোনিঃ স্বামেবৈনং যোনিং গময়ত্যাদ্যমস্যান্নং ভবতি বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেন্মারুতং সপ্তকপালং গ্রামকাম আহবনীয়ে বৈশ্বানরমধি শ্রয়তি গার্হপত্যে মারুতং পাপবস্যসস্য বিধৃত্যৈ দ্বাদশকপালো বৈশ্বানরো ভবতি দ্বাদশঃ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরেণৈবাস্মৈ সজাতাংশ্চ্যাবয়তি মারুতো বৈ ভবতি মরুতো দেবানাং বিশো দেববিশেনৈবাস্মৈ মনুষ্যবিশমব রুন্ধে সপ্তকপালো ভবতি সপ্তগণা বৈ মরুতো গণশ এবাস্মৈ সজাতানব রুন্ধেঽনূচ্যমান আ সাদয়তি বিশমেবাস্মা অনুবর্ত্মানং করোতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—পুত্র যাগ থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রগুলির অর্থ 'যস্মা স্থদা'—ইত্যাদি মন্ত্র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অপবাদ ক্ষালনের জন্য বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ, বরুণের উদ্দেশে চরু ও দধিক্রাবণের উদ্দেশে চরু দিতে হবে। প্রজ্ঞাকাম ব্যক্তি ত্রিহবিষ্ক যাগ করবে। পুত্র জাত হলে তার মঙ্গলের জন্য বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে একটি যাগ করবে। গ্রামার্থী বৈশ্বানর অগ্নি ও মরুতের উদ্দেশে যাগ করবে। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ আদিত্যং চরুং নির্বপেৎ সঙ্গ্রামমুপপ্রয়াস্যন্নিয়ং বা অদিতিরস্যামেব পূর্বে প্রতিতিষ্ঠন্তি বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেদায়তনং গত্বা সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরঃ খলু বৈ দেবানামায়তনমেতস্মাদ্বা আয়তনাদ্দেবা অসুরানজয়ন্যদ্বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপতি দেবানামেবাঽয়তনে যততে জয়তি তং সঙ্গ্রামমেতস্মিন্বা এতৌ মৃজাতে যো বিদ্বিষাণয়োরন্নমত্তি বৈশ্বানরং দ্বাদশ কপালং নির্বপেদ্বিদ্বিষাণয়োরন্নং জগ্ধ্বা সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসর-স্বদিতমেবাত্তি নাস্মিন্মৃজাতে সম্বৎসরায় বা এতৌ সমমাতে যৌ সমমাতে তয়োর্যঃ পূর্বোঽভিদ্রুহ্যতি তং বরুণো গৃহ্ণাতি বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ সমমা-নয়োঃ পূর্বোঽভিদ্রুহ্য সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরমেবাঽপ্ত্বা নির্বরুণং পরস্তাদভি দ্রুহ্যতি নৈনং বরুণো গৃহ্ণাত্যাব্যং বা এষ প্রতি গৃহ্ণাতি যোঽবিং প্রতি-গৃহ্ণাতি বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেদবিং প্রতিগৃহ্য সম্বৎসরো বা অগ্নি-র্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরস্বদিতামেব প্রতি গৃহ্ণাতি নাঽব্যং প্রতি গৃহ্ণাত্যাত্মনো বা এষ মাত্রামাপ্নোতি য উভয়াদৎ প্রতিগৃহ্ণাত্যশ্বং বা পুরুষং বা বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেদুভয়াদৎ প্রতিগৃহ্য সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসরস্বদিতমেব প্রতিগৃহ্ণাতি নাঽত্মনো মাত্রামাপ্নোতি বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ সনি-মেষ্যন্ৎসম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরো যদা খলু বৈ সম্বৎসরং জনতায়াং চরত্যথ স ধনার্ঘো ভবতি যদ্বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপতি সম্বৎসরসাতামেব সনিমভি প্রচ্যবতে দানকামা অস্মৈ প্রজা ভবন্তি যো বৈ সম্বৎসরং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চত্য-প্রতিষ্ঠানো বৈ স ভবত্যেতমেব বৈশ্বানরং পুনরাগত্য নির্বপেদামেব প্রযুঙ্ক্তে তং ভাগধেয়েন বিমুঞ্চতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ যয়া রজ্জ্বোত্তমাং গামাজেত্তাং ভ্রাতৃব্যায় প্রহিণুয়ান্নি-র্ঋতিমেবাস্মৈ প্রহিণোতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—যুদ্ধে জয় করবার ইচ্ছা থাকলে আদিত্যের উদ্দেশে চরু দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বৈশ্বানরের উদ্দেশে হবি দিবে। মারবার জন্য উদ্যত হয়ে অন্ন পাক করে বৈশ্বানরের উদ্দেশে হবি দিতে হবে। পূর্বে

শপথ করে যে তা পালন করে নি, সেও বৈশ্বানরের যাগ করবে। এ ষষ্ঠ অনুবাকে আদিত্য চরু প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ৬ ॥

মন্ত্র ঃ ঐন্দ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ পশুকাম ঐন্দ্রা বৈ পাশব ইন্দ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মৈ পশূন্ প্র যচ্ছতি পশুমানেব ভবতি চরুর্ভবতি স্বাদেবাস্মৈ যোনেঃ পশূন্ প্র জনয়তীন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পশুকাম ইন্দ্রিয়ং বৈ পশব ইন্দ্রমেবেন্দ্রিয়াবন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি সঃ এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং পশূন্ প্র যচ্ছতি পশুমানেব ভবতীন্দ্রায় ঘর্ম্মবতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ব্রহ্মবর্চসকামো ব্রহ্মবর্চসং বৈ ঘর্ম্ম ইন্দ্রমেব ঘর্ম্মবন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্‌ব্রহ্মবর্চসং দধাতি ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতীন্দ্রায়ার্কবতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদন্নকামোঽর্কো বৈ দেবানামন্নমিন্দ্রমেবার্কবন্তং স্বেন ভাগধেয়েন উপ ধাবতি স এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছত্যন্নাদ এব ভবতীন্দ্রায় ঘর্ম্মবতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবত ইন্দ্রায়ার্কবতে ভূতিকামো যদিন্দ্রায় ঘর্মবতে নির্ব্বপতি শির এবাস্য তেন করোতি যদিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবত আত্মানমেবাস্য তেন করোতি যদিন্দ্রায়ার্কবতে ভূত এবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠতি ভবত্যেবেন্দ্রায় অংহোমুচে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্যঃ পাপ্মনা গৃহীতঃ স্যাৎ পাপ্মা বা অংহ ইন্দ্রমেবাংহোমুচং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং পাপ্মনোঽংহসো মুঞ্চতীন্দ্রায় বৈমৃধায় পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্যং মৃধোঽভি প্রবেপেরন্ রাষ্ট্রাণি বাঽভি সমিয়ুরিন্দ্রমেব বৈমৃধং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মান্মৃধঃ অপ হন্তীন্দ্রায় ত্রাত্রে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্বদ্ধো বা পরিযত্তো বেন্দ্রমেব ত্রাতারং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ত্রায়ত ইন্দ্রায়র্কাশ্বমেধবতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্যম্ মহাযজ্ঞো নোপনমেদেতে বৈ মহাযজ্ঞস্যান্ত্যে তনূ যদর্কাশ্বমেধাবিন্দ্রমেবার্কাশ্বমেধবন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মা অন্ততো মহাযজ্ঞং চ্যাবয়ত্যুপৈনং মহাযজ্ঞো নমতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে পশুকামী ইন্দ্রের উদ্দেশে চরু দিবে। ব্রহ্মতেজ কামনা করে ঘর্মবান আদিত্যের উদ্দেশে পুরোডাশ দিবে। অন্নার্থী ও ঐশ্বর্য-কামী অর্ক ও ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনবার হবি দিবে। পাপ থেকে মুক্তিলাভ ও অপরের কাছ থেকে পীড়িত বা বন্ধ হয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ করবে। মহাযজ্ঞ করতে ইচ্ছা করলে অশ্বমেধাদি যাগ করবে। এ অনুবাকে ইন্দ্রাদির উদ্দেশে চরু দেবার কথা বলা হল। ৭ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রায়াণ্বৃজবে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ গ্রামকাম ইন্দ্রমেবাণ্বৃজং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ সজাতাননুকান্ করোতি গ্রাম্যেব ভবতীন্দ্রাণ্যৈ চরুং নির্ব্বপেদ্যস্য সেনাঽসংশিতেব স্যাদিন্দ্রাণী বৈ সেনায়ৈ দেবতেন্দ্রাণীমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি সৈবাস্য সেনাং সংশ্যতি বল্বজানপি ইধ্মে সং নহ্যেদ্গৌর্যত্রাধিষ্কন্না ন্যমেহত্ততো বল্বজা উদতিষ্ঠন্ গবামেবৈনং ন্যায়মপিনীয় গা বেদয়তীন্দ্রায় মন্যুমতে মনস্বতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ সংগ্রামে সংযত্ত ইন্দ্রিয়েণ বৈ মন্যুনা মনসা সংগ্রামং জয়তীন্দ্রমেব মন্যুমন্তং মনস্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং মন্যুং মনো দধাতি জয়তি তং সংগ্রামমেতামেব নির্ব্বপেদ্যো হতমনাঃ স্বয়ংপাপ ইব স্যাদেতানি হি বা এতস্মাদপক্রান্তান্যথৈষ হতমনাঃ স্বয়ংপাপ ইন্দ্রমেব মন্যুমন্তং মনস্বন্তং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং মন্যুং মনো দধাতি ন হতমনাঃ স্বয়ম্ পাপো ভবতীন্দ্রায় দাত্রে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ যঃ কাময়েত দানকামা মে প্রজাঃ

স্যুঃ ইতীন্দ্রমেব দাতারং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ দানকামাঃ প্রজাঃ করোতি দানকামা অস্মৈ প্রজা ভবন্তীন্দ্রায় প্রদাত্রে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্যস্মৈ প্রত্তমিব সন্ন প্রদীয়েতেন্দ্রমেব প্রদাতারং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ প্র দাপয়তীন্দ্রায় সুত্রামণে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদপরুদ্ধো বা অপরুধ্যমানো বেন্দ্রমেব সুত্রামাণং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ত্রায়তেঽনপরুধ্যো ভবতীন্দ্রো বৈ সদৃঙ্ দেবতাভিরাসীৎ স ন ব্যাবৃতমগচ্ছৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতমৈন্দ্রমেকাদশকপালং নিরবপত্তেনৈবাস্মিন্নিন্দ্রিয়মদধাচ্ছক্করী যাজ্যানুবাক্যে অকরোদ্বজ্রো বৈ শক্করী স এনং বজ্রো ভূত্যা ঐন্ধ সোঽভবৎ সোঽবিভেদ্ভূতঃ প্র মা ধক্ষ্যতীতি স প্রজাপতিং পুনরুপাধাবৎ স প্রজাপতিঃ শক্বর্য্যা অধি রেবতীং নিরমিমীত শান্ত্যা অপ্রদাহায় যোঽলং শ্রিয়ৈ সনৎসদৃঙ্ সমানৈঃ স্যাত্তস্মা এতমৈন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাতি রেবতী পুরোনুবাক্যা ভবতি শান্ত্যা অপ্রদাহায় শক্বরী যাজ্যা বজ্রো বৈ শক্বরী স এনং বজ্রো ভূত্যা ইন্ধে ভবত্যেব ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—গ্রামার্থী ঋজুদেবতার, সেনা লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রাণীর, যুদ্ধার্থী হয়ে বা ধৈর্যচ্যুত হলে ক্রোধযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ করবে। অপরের কাছ থেকে দান ইচ্ছা করলে, ঋণ দেবার ইচ্ছা থাকলে, রাজ্যভ্রষ্ট হলে সুরক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে হবি অর্পণ করবে। অপরের সমান সম্পৎ কামনা করে সম্পদযুক্ত ইন্দ্রের যাগ করবে। এ অনুবাকে ঋজু প্রমুখ দেবতাদের যাদের কথা বলা হল। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদভিচরন্ৎসরস্বত্যাজ্যভাগা স্যাদ্বার্হস্পত্যশ্চরুর্যদাগ্নাবৈষ্ণব একাদশকপালো ভবত্যগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাভিশ্চৈবৈনং যজ্ঞেন চাভি চরতি সরস্বত্যাজ্যভাগা ভবতি বাগ্বৈ সরস্বতী বাচৈবৈনমভি চরতি বার্হস্পত্যশ্চরুর্ভবতি ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনমভি চরতি প্রতি বৈ পরস্তাদভিচরন্তমভি চরন্তি দ্বেদ্বে পুরোনুবাক্যে কুর্য্যাদতিপ্রযুক্ত্যা এতয়ৈব যজেতাভিচর্যমাণো দেবতাভিরেব দেবতাঃ প্রতিচরতি যজ্ঞেন যজ্ঞং বাচা বাচং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম স দেবতাশ্চৈব যজ্ঞং চ মধ্যতো ব্যবসর্পতি তস্য ন কুতশ্চনোপাব্যাধো ভবতি নৈনমভিচরন্ৎস্তৃণুত আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদং যজ্ঞো ন উপনমেদগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞোঽগ্নিং চৈব বিষ্ণুং চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ যজ্ঞং প্র যচ্ছত উপৈনং যজ্ঞো নমত্যাগ্নাবৈষ্ণবং ঘৃতে চরুং নির্ব্বপেচ্চক্ষুষ্কামোঽগ্নেবৈ চক্ষুষা মনুষ্যা বি পশ্যন্তি যজ্ঞস্য দেবা অগ্নিং চৈব বিষ্ণুং চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি অস্মিংশ্চক্ষুর্ধত্তশ্চক্ষুষ্মানেব ভবতি ধেন্বৈ বা এতদ্রেতো যদাজ্যমনডুহস্তণ্ডুলা মিথুনাদেবাস্মৈ চক্ষুঃ প্র জনয়তি ঘৃতে ভবতি তেজো বৈ ঘৃতং তেজশ্চক্ষুস্তেজসৈবাস্মৈ তেজশ্চক্ষুরব রুন্ধ ইন্দ্রিয়ং বৈ বীর্যং বৃঙ্ক্তে ভ্রাতৃব্যো যজমানোঽযজমানস্যাধ্বরকল্পাং প্রতি নির্ব্বপেদ্ ভ্রাতৃব্যে যজমানে নাস্যেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং বৃঙ্ক্তে পুরা বাচঃ প্রবদিতোর্নির্ব্বপেদ্যাবত্যেব বাক্তামপ্রোদিতাং ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্তে তামস্য বাচং প্রবদন্তীমন্যা বাচোঽনু প্র বদন্তি তা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং যজমানে দধত্যাগ্নাবৈষ্ণবমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ প্রাতঃ সবনস্যাঽকালে সরস্বত্যাজ্যভাগা স্যাদ্বার্হস্পত্যশ্চরুর্যদষ্টাকপালো ভবত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং প্রাতঃসবনমেব তেনাপ্নোতি আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেন্মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যাঽকালে সরস্বত্যাজ্যভাগা স্যাদ্বার্হস্পত্যশ্চরুর্যদেকাদশকপালো ভবত্যেকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং মাধ্যন্দিনমেব সবনং তেনাপ্নোত্যাগ্নাবৈষ্ণবং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেত্তৃতীয়সবনস্যাঽ-

কালে সরস্বত্যাজ্যভাগা স্যাদ্বার্হস্পত্যশ্চরুর্যদষ্টাকপালো ভবতি দ্বাদশাক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তৃতীয়সবনমেব তেনাপ্নোতি দেবতাভিরেব দেবতাঃ প্রতিচরতি যজ্ঞেন যজ্ঞং বাচা বাচং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম কপালৈরেব ছন্দাংস্যাপ্নোতি পুরোডাশৈঃ সবনানি মৈত্রাবরুণমেককপালম্ নির্ব্বপেদ্বশায়ৈ কালে যৈবাসৌ ভ্রাতৃব্যস্য বশাহনূবন্ধ্যা সো এবৈবৈতস্যৈককপালো ভবতি ন হি কপালৈঃ পশুমর্হত্যাপ্তুম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : নবম অনুবাকে—অগ্নি, বিষ্ণু ও সরস্বতীর জন্য হবি অর্পণ করতে হবে। আভিচারিক কার্য করতে ইচ্ছা করে বৃহস্পতির জন্য তিনবার চরু দিবে, প্রত্যাভিচারিকও সেরূপ করবে। অন্যের আভিচারিক কাজে পীড়িত হয়ে তার শান্তির জন্য সেরূপ যাগ করবে। যে যাগাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, অথচ আবার যজ্ঞ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে যাগ করবে। দৃষ্টি-শক্তি লাভের জন্য অধ্বরে হবি দিবে। অন্যের অনুবন্ধ্যাকালে মিত্র ও বরুণের জন্য যাগ করবে। এ নবম অনুবাকে আভিচারিক ক্রিয়ার কথা বলা হল। ৯ ॥

মন্ত্র : অসাবাদিত্যো ন ব্যরোচত তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্মা এতং সোমারৌদ্রং চরুং নিরবপংস্তেনৈবাস্মিন্ রুচমদধুর্যো ব্রহ্মবর্চসকামঃ স্যাত্তস্মা এতং সোমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ সোমং চৈব রুদ্রং চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং ধত্তো ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি তিষ্যাপূর্ণমাসে নির্ব্বপেদ্রুদ্রঃ বৈ তিষ্যঃ সোমঃ পূর্ণমাসঃ সাক্ষাদেব ব্রহ্মবর্চসমব রুন্ধে পরিশ্রিতে যাজয়তি ব্রহ্মবর্চসস্য পরিগৃহীত্যৈ শ্বেতায়ৈ শ্বেতবৎসায়ৈ দুগ্ধম্ মথিতমাজ্যং ভবত্যাজ্যং প্রোক্ষণমাজ্যেন মার্জয়ন্তে যাবদেব ব্রহ্মবর্চসং তৎ সর্ব্বং করোত্যতি ব্রহ্মবর্চসং ক্রিয়ত ইত্যাহুরীশ্বরো দুশ্চর্ম্মা ভবিতোরিতি মানবী ঋচৌ ধায্যে কুর্যাদ্ যদ্বৈ কিং চ মনুরবদত্তদ্ভেষজং ভেষজমেবাস্মৈ করোতি যদি বিভীয়াদ্দুশ্চর্ম্মা ভবিষ্যামীতি সোমাপৌষ্ণং চরুং নির্ব্বপেৎ সৌম্যো বৈ দেবতয়া পুরুষঃ পৌষ্ণাঃ পশবঃ স্বয়ৈবাস্মৈ দেবতয়া পশুভিস্ত্বচং করোতি ন দুশ্চর্ম্মা ভবতি সোমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ সোমো বৈ রেতোধা অগ্নি প্রজানাং প্রজনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাত্যগ্নিঃ প্রজাং প্র জনয়তি বিন্দতে প্রজাং সোমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেদভিচরনংসৌম্যো বৈ দেবতয়া পুরুষ এষ রুদ্রো যদগ্নিঃ স্বায়া এবৈনং দেবতায়ৈ নিষ্ক্রীয় রুদ্রয়াপি দধাতি তাজগার্তিমার্চ্ছতি সোমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেজ্জ্যোগামযাবী সোমং বা এতস্য রসো গচ্ছত্যগ্নিং শরীরং যস্য জ্যোগাময়তি সোমাদেবাস্য রসং নিষ্ক্রীণাত্যগ্নেঃ শরীরমুত যদি ইতাসুর্ভবতি জীবত্যেব সোমারুদ্রয়োর্ব্বা এতং গ্রসিতং হোতা নিষ্খিদতি স ঈশ্বর আর্তিমার্তোরনড্বান্ হোত্রা দেয়ো বহ্নির্ব্বা অনড্বান্বহ্নির্হোতা বহ্নিনৈব বহ্নিমাত্মানং স্পৃণোতি সোমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত স্বেহস্মা আয়তনে ভ্রাতৃব্যং জনয়েয়মিতি বেদিং পরিগৃহ্যার্দ্ধমুদ্ধন্যাদর্ধ নার্ধং বর্হিষঃ স্তৃণীয়াদর্ধং নার্ধমিধ্মস্যাভ্যাদধ্যাদর্ধং ন স্ব এবাস্মা আয়তনে ভ্রাতৃব্যং জনয়তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : দশম অনুবাকে—ব্রহ্মবর্চ-কামী সোম ও রুদ্রদেবের উদ্দেশে চরু দিবে। চর্মরোগ থেকে ভীত ব্যক্তি সোম ও রুদ্রদেবতার যাগ করবে। সেরূপ প্রজাকামী, আভিচারিক কার্য করতে ইচ্ছুক, দীর্ঘকাল রোগ ভোগকারী, অপরের শত্রুতা আচরণকারী ব্যক্তি সোম ও রুদ্রদেবতার যাগ করবে। এ দশম অনুবাকে সোম ও রুদ্রদেবের যাগের কথা বলা হল। ১০ ॥

মন্ত্র : ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেন্মারুতং সপ্তকপালং গ্রামকাম ইন্দ্রম্ চৈব মরুতশ্চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব

ভবত্যাহবনীয় ঐন্দ্রমধি শ্রয়তি গার্হপত্যে মারুতং পাপবস্যসস্য বিধৃত্যৈ সপ্তকপালো মারুতো ভবতি সপ্তগণা বৈ মরুতো গণশ এবাস্মৈ সজাতানব রুন্ধেঽনূচ্যমান আ সাদয়তি বিশমেব অস্মা অনুবর্ত্মানং করোত্যেতামেব নির্বপেদ্ যঃ কাময়েত ক্ষত্রায় চ বিশে চ সমদং দধ্যামিত্যৈন্দ্রস্যাবদ্যন্ ব্রূয়াদিন্দ্রায়ানু ব্রূহীত্যাশ্রাব্য ব্রূয়াম্মরুতো যজেতি মারুতস্যাবদ্যন্ ব্রূয়ান্মরুদ্ভ্যোঽনু ব্রূহ্যাশ্রাব্য ব্রূয়াদিন্দ্রং যজেতি স্ব এবৈভ্যো ভাগধেয়ে সমদং দধাতি বিতৃংহাণাস্তিষ্ঠন্ত্যেতামেব নির্বপেদ্ যঃ কাময়েত কল্পেরন্নিতি যথাদেবতমবদায় যথাদেবতং যজেদ্ভাগধেয়েনৈবৈনান্যথায়থং কল্পয়তি কল্পন্ত এবৈন্দ্রমেকাদশকপালং নির্বপেদ্বৈশ্বদেবং দ্বাদশকপালং গ্রামকাম ইন্দ্রং চৈব বিশ্বাংশ্চ দেবান্ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব ভবত্যৈন্দ্রস্যাবাদায় বৈশ্বদেবস্যাব দ্যেদথৈন্দ্রস্য উপরিষ্টাদিন্দ্রিয়েণৈবাস্মা উভয়তঃ সজাতান্ পরি গৃহ্ণাত্যুপাধায্যপূর্বয়ং বাসো দক্ষিণা সজাতানামুপহিত্যৈ পৃশ্নিয়ৈ দুগ্ধে প্রৈয়ংগবং চরুং নির্বপেন্মরুদ্ভ্যো গ্রামকামঃ পৃশ্নিয়ৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতাঃ পৃশ্নিয়ৈ প্রিয়ংগবো মারুতাঃ খলু বৈ দেবতয়া সজাতা মরুত এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব ভবতি প্রিয়বতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ প্রিয়মেবৈনং সমানানাং করোতি দ্বিপদা পুরোনুবাক্যা ভবতি দ্বিপদ এবাব রুন্ধে চতুষ্পদা যাজ্যা চতুষ্পদ এব পশূনব রুন্ধে। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তে ঽন্যোঽন্যস্মৈ জ্যৈষ্ঠ্যায়াতিষ্ঠমানা-শ্চতুর্ধা ব্যক্রামন্নগ্নির্বসুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্দ্রো মরুদ্ভির্বরুণ আদিত্যৈঃ স ইন্দ্র প্রজাপতিমুপাধাবত্তম্ এতয়া সংজ্ঞান্যাঽযাজয়দগ্নয়ে বসুতে পুরোডাশমষ্টা-কপালং নিরবপৎ সোমায় রুদ্রবতে চরুমিন্দ্রায় মরুত্বতে পুরোডাশমেকাদশকপালং বরুণায়াঽদিত্যবতে চরুং ততো বা ইন্দ্রম্ দেবা জ্যৈষ্ঠ্যায়াভি সমজানত যঃ সমানৈ-র্মিথো বিপ্রিয়ঃ স্যাত্তমেতয়া সংজ্ঞান্যা যজয়েদগ্নয়ে বসুমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেৎ সোমায় রুদ্রবতে চরুমিন্দ্রায় মরুত্বতে পুরোডাশমেকাদশকপালং বরুণায়াঽ-দিত্যবতে চরুমিন্দ্রমেবৈনং ভূতং জ্যৈষ্ঠ্যায় সমানা অভি সং জানতে বসিষ্ঠঃ সমানানাং ভবতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—অগ্নি ও বিষ্ণুর যাগের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম লাভের কামনা করে ইন্দ্র ও মরুতের দুটি হবি-যাগ করতে হবে। কলহ করতে বা কলহের সমাধান করতে ইচ্ছা করলে, ইন্দ্র ও মরুতে যাগ করতে হবে। গ্রামের আধিপত্য করার ইচ্ছা হলে ইন্দ্র ও বৈশ্বদেবের উদ্দেশে হবি অর্পণ করতে হবে। গ্রামকামী ব্যক্তি মরুদ্গণের উদ্দেশে চরু দিবে। তুল্য ব্যক্তির মধ্যে অপ্রীতি হলে সংজ্ঞানী যাগ করবে। এ অনুবাকে ইন্দ্রাদির যাগের কথা বলা হল। ১১ ॥

মন্ত্র ঃ হিরণ্যগর্ভ আপো হ যৎ প্রজাপতে। স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সূনুর্ভুবৎ সাভুবৎ পুনর্মঘঃ। স দ্যামৌর্ণোদন্তরিক্ষং স সুবঃ স বিশ্বা ভুবো অভবৎ স আঽভবৎ। উদু ত্যং চিত্রম্। স প্রত্নবন্নবীয়সাঽগ্নে দ্যুম্নেন সংযতা। বৃহত্তত্ন্থ ভানুনা। নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানঃ নর্য্যা পুরুণি। অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা। হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্। বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বো দিবে-দিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ। বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম। বড়িত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি। প্র যা ভূমি প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ। প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি। ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয় যো মা ন রিষ্যেদ্ধর্য্যশ্চ পীতঃ। অয়ং যঃ সোমো ন্যধায্যস্মে তস্মা ইন্দ্রং প্রতিরমেম্যচ্ছ। আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ

শিমীব্যাহুষমাং ঋজীষী। সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্ব্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ। প্র সুবানঃ সোম ঋতয়ুশ্চিকেতেন্দ্রায় ব্রহ্ম জমদগ্নিরর্চন্। বৃষ বস্তাহসি শবসস্তুরস্যান্তর্যচ্ছ গৃণতে ধর্ত্রং দৃংহ। সবাধস্তে মদং চ শুষ্ময়ং চ ব্রহ্ম নরো ব্রহ্মকৃতঃ সপর্যন্। অর্কো বা যত্তুরতে সোমচক্ষাস্তদ্রেদিন্দ্রো দধহে পৃৎসু তুর্যাম্। বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্। বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ম্ পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্য্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্। তং ত্বা গৃণামি তবসমতবীয়ান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে। কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎ প্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি। মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ। অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্ শিশীহি নঃ সূনুমতঃ। দা নো অগ্নে শতিনো দাঃ সহস্রিণো দুরো ন বাজং শ্রুত্যা অপাবৃধি। প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি সুবর্ণ শুক্রমুষসো বি দিদ্যুতঃ। অগ্নির্দা দ্রবিণং বীরপেশা অগ্নির্ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি। অগ্নির্দিবি হব্যমা ততানাগ্নের্ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা। মা নো মর্ধীরা তূ ভর। ঘৃতং ন পূতং তনূররেপাঃ শুচি হিরণ্যম্। তত্তে রুক্মো ন রোচত স্বধাবঃ। উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি। উতো ন উৎপুপূর্য্যা উকথেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর। বায়ো শতং হরীণাং যুবস্ব পোষ্যাণাম্। উত বা তে সহস্রিণো রথ আ যাতু পাজসা। প্র যাভিঃ যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নিযুদ্ভির্বায়বিষ্টয়ে দুরোণে। নি নো রয়িং সুভোজসং যুবেহ নি বীরবদ্গব্যমশ্বিয়ং চ রাধঃ। রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম। রেবাং ইদ্রেবতঃ স্তোতা স্যাত্তাবতো মঘোনঃ। প্রেদু হরিবঃ শ্রুতস্য ॥ প্রজাপতিস্তাঃ সৃষ্টা অগ্নয়ে পথিকৃতেহগ্নয়ে কামায়াগ্নয়েহন্নবতে বৈশ্বানরমাদিত্যং চরুমৈন্দ্রং চরুমিন্দ্রায়ান্ বৃজেব আগ্নাবৈষ্ণবমসৌ সোমারৌদ্রমৈন্দ্রমেকাদশকপালং হিরণ্যগর্ভো দ্বাদশ। প্রজাপতিরগ্নয়ে কামায়াভি সং ভবতো যো বিম্বাণযোরিধ্মে সং নহ্যেদাগ্নাবৈষ্ণবমুপরিষ্টাদ্যাসি দাশ্বাংসমেকসপ্ততিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বাদশ অনুবাকে—কাম্যযাগের কথা বলা হয়েছে। ১২ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ আদিত্যেভ্যো ভুবদ্বদ্ভ্যশ্চরুং নির্ব্বপেদ্ভূতিকাম আদিত্যা বা এতং ভূত্যৈ প্রতি নুদন্তে যোহলং ভূত্যৈ সন্ ভূতিং ন প্রাপ্নোত্যাদিত্যানেব ভুবদ্বতঃ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবৈনম্ ভূতিং গময়ন্তি ভবত্যেবহদিত্যেভ্যো ধারয়দ্বদ্ভ্যশ্চরুং নির্ব্বপেদপরুদ্ধো বাহপরুধ্যমানো বাহদিত্যা ব অপরোদ্ধার আদিত্যা অবগময়িতার আদিত্যানেব ধারয়দ্বতঃ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবৈনং বিশি দাধ্রত্যনপরুধ্যো ভবত্যদিতেহনু মন্য স্বেত্যপরুধ্যমানোহস্য পদমা দদীতেয়ং বা অদিতিরিয়মেবাস্মৈ রাজ্যমনু মন্যতে সত্যাশীরিত্যাহ সত্যামেবাহশিষং কুরুত ইহ মন ইত্যাহ প্রজা এবাস্মৈ সমনসঃ করোত্যুপ প্রেত মরুতঃ সুদানব এনা বিশ্পতিনাহভ্যমুং রাজানমিত্যাহ মারুতী বৈ বিড্জ্যেষ্ঠো বিশ্পতির্বিশৈবৈনং রাষ্ট্রেণ সমর্ধয়তি যঃ পরস্তাদ্ গ্রাম্যবাদী স্যাত্তস্য গৃহাদ্ব্রীহীনা হরেচ্ছুক্লাংশ্চ কৃষ্ণাংশ্চ বি চিনুয়াদ্যে শুক্লাঃ স্যুস্তমাদিত্যং চরুং নির্ব্বপেদাদিত্যা বৈ দেবতয়া বিড্বিশমেবাব গচ্ছতি অবগতাহস্য বিডনবগতং রাষ্ট্র মিত্যাহুর্যে কৃষ্ণাঃ স্যুস্তং বারুণং চরুং নির্ব্বপেদ্বারুণং বৈ রাষ্ট্রমুভে এব বিশং চ রাষ্ট্রং চাব গচ্ছতি যদি নাবগচ্ছেদিম-

মহমাদিত্যেভ্যো ভাগং নির্ব্বপাম্যাহমমুষ্মাদমুষ্যৈ বিশোঽবগন্তোরিতি নির্ব্বপেদাদিত্যা এবৈনং ভাগধেয়ং প্রেপ্সন্তো বিশমব গময়ন্তি যদি নাবগচ্ছেদাশ্বত্থান্ময়ূখান্‌ৎ সপ্ত মধ্যমেষায়ামুপ হন্যাদিদমহমাদিত্যান্বধ্নাম্যাহমমুষ্মাদমুষ্যৈ বিশোঽবগন্তোরিত্যাদিত্যা এবৈনং বধ্বীরা বিশমব গময়ন্তি যদি নাবগচ্ছেদেতমেবাঽদিত্যং চরুং নির্ব্বপেদি-ধ্মেঽপি ময়ূখান্‌ৎসং নহ্যেদনপরুধ্যমেবাব গচ্ছত্যাশ্বত্থা ভবন্তি মরুতাং বা এতদোজো যদশ্বত্থ ওজসৈব বিশমব গচ্ছতি সপ্ত ভবন্তি সপ্তগণা বৈ মরুতো গণশ এব বিশমব গচ্ছতি ॥ ১ ॥

[তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাকের বিষয় বস্তুর নির্দ্দেশ দেয়া হল। এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব পূর্ব অনুবাকে করা হয়েছে জন্য ভাষ্যকার করেন নি, আমরা পুনরুক্তির ভয়ে তা থেকে বিরত হলাম]

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—ঐশ্বর্যকামী আদিত্যের উদ্দেশে চরু দিবে। বন্ধন প্রাপ্ত ব্যক্তি বরুণের উদ্দেশে চরু দিবে। আদিত্যের উদ্দেশে শুক্ল ব্রীহির দ্বারা এবং বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণ ব্রীহির দ্বারা চরু দিতে হবে। যে বন্ধ হতে চলেছে, সে ময়ূখ স্তোত্র পাঠ করবে এবং বন্ধ হলে আদিত্যের উদ্দেশে চরু দিবে এ প্রথম অনুবাকে এগুলির কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র : দেবা বৈ মৃত্যোরবিভয়ুস্তে প্রজাপতিমুপাধাবন্তেভ্য এতাং প্রাজাপত্যাং শতকৃষ্ণলাং নিরবপত্তয়ৈবৈষ্বমৃতমদধাদ্যো মৃত্যো র্বিভীয়াত্তস্মা এতাং প্রাজাপত্যাং শতকৃষ্ণলাং নির্ব্বপেৎ প্রজাপতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্নায়ুর্দ্দধাতি সর্ব্বমায়ুরেতি শতকৃষ্ণলা ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি। ঘৃতে ভবত্যাযুর্বৈ ঘৃতমমৃতং হিরণ্যমায়ুশ্চৈবাস্মা অমৃতং চ সমীচী দধাতি চত্বারি চত্বারি কৃষ্ণলান্যব দ্যতি চতুরবত্তস্যাঽপ্ত্যা একধা ব্রহ্মণ উপ হরত্যেকধৈব যজমান আয়ুর্দ্দধাত্যসাবাদিত্যো ন ব্যচরোত তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্তস্মা এতং সৌর্য্যং চরুং নিরবপন্তেনৈবাস্মিন্‌ রুচমদধুর্যো ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ স্যাত্তস্মা এতং সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদমুমেবাঽদিত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্‌ ব্রহ্মবর্চ্চসং দধাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যেব ভবত্যুভয়তো রুক্নৌ ভবত উভয়ত এবাস্মিন্‌ রুচং দধাতি প্রযাজেপ্রযাজে কৃষ্ণলং জুহোতি দিগ্‌ভ্য এবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধ আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সাবিত্রং দ্বাদশকপালং ভূম্যৈ চরুং যঃ কাময়েত হিরণ্যং বিন্দের হিরণ্যং মোপ নমেদিতি যদাগ্নেয়ো ভবত্যাগ্নেয়ং বৈ হিরণ্যং যস্যৈব হিরণ্যং তেনৈবৈনাদ্বিন্দতে সাবিত্রো ভবতি সবিতৃপ্রসূত এবৈন-দ্বিন্দতে ভূম্যৈ চরুর্ভবত্যস্যামেবৈনাদ্বিন্দত উপৈনং হিরণ্যং নমতি বি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণর্দ্ধ্যতে যো হিরণ্যং বিন্দত এতাম্‌ এব নির্ব্বপেদ্ধিরণ্যং বিত্ত্বা নেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ ব্যৃধ্যত এতামেব নির্ব্বপেদ্যস্য হিরণ্যং নশ্যেদ্যদাগ্নেয়ো ভবত্যা-গ্নেয়ং বৈ হিরণ্যং যস্যৈব হিরণ্যং তেনৈবৈনাদ্বিন্দতি সাবিত্রো ভবতি সবিতৃপ্রসূত এবৈনাদ্বিন্দতি ভূম্যৈ চরুর্ভবত্যস্যাং বা এতন্নশ্যতি যন্নশ্যত্যস্যামেবৈনাদ্বিন্দতীন্দ্রঃ ত্বষ্টুঃ সোমমভীষহাঽপিবৎ স বিষ্বঙ্ব্যার্চ্ছৎ স ইন্দ্রিয়েণ সোমপীথেন ব্যার্দ্ধ্যত স যদূর্দ্ধ্বমুদবমীত্তে শ্যামাকা অভবন্‌ৎস প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং সোমেন্দ্রং শ্যামাকং চরু নিরবপত্তেনৈবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং সোমপীথমদধাদ্বি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ সোমপীথেনর্দ্ধ্যতে যঃ সোমং বমিতি যঃ সোমবামী স্যাত্তস্মৈ এতং সোমেন্দ্রং শ্যামাকং চরুং নির্ব্বপেৎ সোমং চৈবেন্দ্রং চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মি-ন্নিন্দ্রিয়ং সোমপীথং ধত্তো নেন্দ্রিয়েণ সোমপীথেন ব্যৃধ্যতে যৎ সৌম্যো ভবতি সোমপীথমেবাব রুন্ধে যদৈন্দ্রো ভবতীন্দ্রিয়ং বৈ সোমপীথ ইন্দ্রিয়মেব সোমপীথমব

রূন্ধে শ্যামাকো ভবতে্যষ বাব স্‌সোমঃ সাক্ষাদেব সোমপীথমব রূন্ধেঽগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং বিব্বপেদিন্দ্রায় প্রদাত্রে পুরোডাশমেকাদশকপালং পশুকামোঽগ্নিরেবাস্মৈ পশূন্ প্রজনয়তি বৃদ্ধানিন্দ্রঃ প্র যচ্ছতি দধি মধু ঘৃতমাপো ধানা ভবন্ত্যেতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈব পশূনব রূন্ধে পঞ্চ গৃহীতং ভবতি পাঙ্‌ক্তা হি পশবো বহুরূপং ভবতি বহুরূপা হি পশবঃ সমৃদ্ধ্যৈ প্রাজাপত্যং ভবতি প্রাজাপত্যা বৈ পশবঃ প্রজাপতিরেবাস্মৈ পশূন্ প্র জনয়ত্যাত্মা বৈ পুরুষস্য মধু যন্মধ্বগ্নৌ জুহোত্যাত্মানমেব তদ্যজমানোঽগ্নৌ প্র দধাতি পঙ্‌ক্তো যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তাঃ পশব আত্মানমেব মৃত্যোর্নিষ্ক্রীয় পশূনব রূন্ধে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে—'ইন্দ্রং বো বিশ্বা'—ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মৃত্যু ভয়ে ভীত ব্যক্তি আয়ু লাভের জন্য শতকৃষ্ণলা যাগ করবে। ব্রহ্মতেজ কামী সূর্যকে চরু দিবে। হিরণ্যকামী অগ্নির উদ্দেশে তিনবার হবি দিবে। হিরণ্য লাভ ও যশে ও সেরূপ করবে। সোমকামী সোমদেব ও ইন্দ্রের উদ্দেশে চরু দিবে। পশু কামনা করে দাতার অগ্নির উদ্দেশে তিনবার হবি দিতে হবে। দ্বিতীয় অনুবাকে এগুলি বর্ণিত হয়েছে। এদের ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ'—ইত্যাদি মন্ত্রে করা হয়েছে।

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ সত্রমাসতর্দ্ধিপরিমিতং যশস্কামাস্তেষাং সোমং রাজানং যশ আচ্ছৎ স গিরিমুদৈত্তমগ্নিরনুদৈত্তাবগ্নাষোমৌ সমভবতাং তাবিন্দ্রো যজ্ঞবিভ্রষ্টোঽনু পরৈত্তাবব্রবীদ্যাজয়তং মেতি তস্মা এতামিষ্টিং নৈববপতমাগ্নেয়মষ্টাকপালমৈন্দ্রমেকাদশকপালং সৌম্যং চরুং তয়ৈবাস্মিন্তেজঃ ইন্দ্রিয়ং ব্রহ্মবর্চসমধত্তাং যো যজ্ঞবিভ্রষ্টঃ স্যাত্তস্মা এতামিষ্টিং নির্ব্বপেদাগ্নেয়মষ্টাকপালমৈন্দ্রামকাদশকপালং সৌম্যং চরুং যদাগ্নেয়ো ভবতি তেজ এবাস্মিন্তেন দধাতি যদৈন্দ্রো ভবতীন্দ্রিয়মেবাস্মিন্তেন দধাতি যৎ সৌম্যো ব্রহ্মবর্চসং তেনাঽগ্নেয়স্য চ সোমস্য চৈন্দ্রে সমাশ্লেষয়েত্তেজশ্চৈবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং চ সমীচী দধাত্যগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালম্ নির্ব্বপেদ্যং কামো নোপনমেদাগ্নেযো বৈ ব্রাহ্মণঃ স সোমম্ পিবতি স্বামেব দেবতাং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি সৈবৈনম্ কামেন সমর্দ্ধয়ত্যুপৈনং কামো নমত্যগ্নীষোমীয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপেদব্রহ্মবর্চসকামোঽগ্নীষোমাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসং ধত্তো ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি যদষ্টাকপালস্তেনাঽগ্নেয়ো যচ্ছয়ামাকস্তেন সৌম্যঃ সমৃদ্ধ্যৈ সোমায় বাজিনে শ্যামাকং চরুং নির্ব্বপেদ্যঃ ক্লৈব্যাদ্বিতীয়দ্রেতো হ বা এতস্মাদ্বাজিনমপক্রামত্যথৈষ ক্লৈব্যাদ্বিভায় সোমমেব বাজিনং স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মিন্ রেতো বাজিনং দধাতি ন ক্লীবো ভবতি ব্রাহ্মণস্পত্যমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্গ্রাম কামঃ ব্রহ্মণস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছতি গ্রাম্যেব ভবতি গণবতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ সজাতৈরেবৈনং গণবন্তং করোত্যেতামেব নির্ব্বপেদ্যঃ কাময়েত ব্রহ্মন্বিশং বি নাশয়েয়মিতি মারুতী যাজ্যানুবাক্যে কুর্য্যাদব্রহ্মন্নেব বিশং বি নাশয়তি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে যজ্ঞ থেকে যারা বিভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের জন্য যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ দেবগণ যশ কামনা করে সহস্র যাগ করেছিল। তাতে দেবতাদের মধ্যে সোমদেব যশ লাভ করেছিল। অন্যের যশ না হোক—এ মনে করে সোমদেব কোন দুর্গম পর্বতে আরোহণ করে। অগ্নিও হঠাৎ তার পেছনে সেখানে যায়; তারা দুজন পরস্পর একমত হয়। তারপর ফলরহিত ইন্দ্র অনেক পরে গিয়ে

তাদের বলে—আমাকে ফলের ভাগ দাও। তারা ইন্দ্রের জন্য তিনটি হবিষ্কাম যাগ দেয়। অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপাল, ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি এবং সোমের উদ্দেশে চরু—এর দ্বারা তিনি তেজ, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য ও ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। যে ব্যক্তি যোগভ্রষ্ট, সে অগ্নির জন্য অষ্ট কপাল, ইন্দ্রের জন্য একাদশ কপাল হবি ও সোমের জন্য চরু দিবে। তা হলে অগ্নি তার তেজ, ইন্দ্র তার সামর্থ্য এবং সোমদেব তার ব্রহ্মতেজ তাকে দিয়ে থাকে। অগ্নির, সোমের ও ইন্দ্রের তেজ একত্র হওয়ায় এ যজমানে আজ্ঞা, শক্তি ও বেদাধ্যয়ন সম্পত্তি স্থাপিত হয়। কামনা পূরণের জন্য অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি দেবে। মুখ থেকে সহজাত জন্য অগ্নি এবং সোমপান করা হয় জন্য সোম—এ উভয় ব্রাহ্মণের দেবতা। যে এর ভাগ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়, তারা তার কামনা পূর্ণ করে। ব্রহ্মতেজকামী ব্যক্তি অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে অষ্ট কপাল হবি অর্পণ করবে। অগ্নি ও সোমের ভাগ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা তাকে ব্রহ্মতেজ দেয়, সে ব্রহ্মবর্চসী হয়। এর মধ্যে অষ্ট কপাল হবি অগ্নির এবং শ্যামাক ধান্যের পুরোডাশ সোমের জন্য দিলে তা সমৃদ্ধির কারণ হয়। ক্লীবত্ব পরিহারের জন্য অন্নরসযুক্ত সোমদেবের উদ্দেশে শ্যামক চরু অর্পণ করবে। যে ব্যক্তি ক্লৈব্য থেকে ভয় পেয়ে অন্নরসযুক্ত সোমদেবের ভাগ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়, সে তাকে রেত-রূপ অন্নরস দেয়, সে ব্যক্তি আর ক্লীব হয় না। যে গ্রাম-স্বামী হবার কামনা করে, সে ব্রহ্মণস্পতির উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি অর্পণ করবে। ব্রহ্মণস্পতির কাছে যে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, সে তাকে আত্মীয় স্বজন দেয়, সে ব্যক্তি গ্রামের অধিপতি হয়। 'গণ-গণের তুমি অধিপতি'—ইত্যাদি দুটি ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা যাগ করলে সে তাকে গণ-নায়ক করে। কোন বৈশ্যজাতি ধনগর্বে যদি কোন ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করতে চায়, তবে 'হে মরুদ্‌গণ, তোমরা দ্যুলোক থেকে আমাদের আহ্বান শোন'—ইত্যাদি দুটি ঋক্‌মন্ত্রে যাগ করলে তাকে অধীন করতে পারে। ৩।১০ ॥

মন্ত্র ঃ অর্যম্ণে চরুং নির্বপেৎ সুবর্গকামোঽসৌ বা আদিত্যোঽর্যমার্যমণ-মেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং সুবর্গং লোকম্ গময়ত্যর্যম্ণে চরুং নির্বপেদ্যঃ কাময়েত দানকামা মে প্রজাঃ স্যুরিত্যসৌ বা আদিত্যোঽর্যমা যঃ খলু বৈ দদাতি সোঽর্যমাঽর্যমণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এব অস্মৈ দান-কামাঃ প্রজাঃ করোতি দানকামা অস্মৈ প্রজা ভবন্ত্যর্যম্ণে চরুং নির্বপেদ্যঃ কাম-য়েত স্বস্তি জনতামিয়ামিত্যসৌ বা আদিত্যোঽর্যমাঽর্যমণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনম্ তদ্গময়তি যত্র জিগমিষতীন্দ্রো বৈ দেবানামানুজাবর আসীৎ স প্রজাপতিমুপধাবত্তস্মা এতমৈন্দ্রমানুষুকামেকাদশকপালং নিঃ অবপত্তেনৈবৈনমগ্রং দেবতানাং পর্য্যণয়দবুধ্নবতী অগ্রবতী যাজ্যানুবাক্যে অকরোদবুধ্নাদেবৈনমগ্রং পর্য্য-ণয়দ্যো রাজন্য আনুজাবরঃ স্যাত্তস্মা এতমৈন্দ্রমানুষুকমেকাদশকপালং নির্বপেদিন্দ্র-মেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমগ্রং সমানানাম্ পরি ণয়তি বুধ্নবতী অগ্র-বতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতো বুধ্নাদেবৈনমগ্রম্ পরি ণয়ত্যানুষুকো ভবত্যেবা হ্যেতস্য দেবতা য আনুজাবরঃ সমৃদ্ধ্যৈ যো ব্রাহ্মণ আনুজাবরঃ স্যাত্তস্মা এতং বার্হস্পত্যমানু-ষুকং চরুং নির্বপেদ্ বৃহস্পতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনমগ্রং সমানানাং পরি ণয়তি বুধ্নবতী অগ্রবতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতো বুধ্নাদেবৈনমগ্রং পরি ণয়ত্যানুষুকো ভবত্যেষা হ্যেতস্য দেবতা য আনুজাবরঃ সমৃদ্ধ্যৈ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে স্বর্গকামী, দানকামী প্রভৃতিদের জন্য যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ স্বর্গকামনায় অর্যমার উদ্দেশে চরু অর্পণ করবে। যে ব্যক্তি অর্যমা

আদিত্যের কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, সে আদিত্য একে স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়। 'আমার পুত্রাদি দানকামী হোক'—এরূপ ইচ্ছা করে অর্যমার উদ্দেশে চরু অর্পণ করবে। এ জগতে যে কিছু দান করে, সে সূর্যের মত কীর্তিমান হয়, এজন্য অর্যমা আদিত্যের কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে, সে আদিত্য তার পুত্রদের দান পাবার উপযুক্ত করে। যে নির্বিঘ্নে সভা জয় করতে চায়, সে অর্যমার উদ্দেশে চরু অর্পণ করবে। আদিত্যের কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে, সে তাকে সভায় জয়ী করে। ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ছিল, সে প্রজাপতির উদ্দেশে একাদশ কপাল স্বিফলরূপ ব্রীহির (আনুষক) হবি 'বৃধ ও উগ্র' শব্দ যুক্ত ঋক-মন্ত্রে অর্পণ করে। তার দ্বারা প্রজাপতি তাকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে। যে ক্ষত্রিয় রাজা নিকৃষ্ট, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ যাগ করলে, ইন্দ্র তাকে শ্রেষ্ঠ করে। যে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট, সে বৃহস্পতির উদ্দেশে এরূপ যাগ করলে বৃহস্পতি তাকে শ্রেষ্ঠ করে। ৪।৬ ॥

মন্ত্রঃ প্রজাপতেস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দুহিতর আসন্তাঃ সোমায় রাজ্ঞেঽদদাত্তাসাম্ রোহিণীমুপৈত্তা ঈর্ষ্যন্তীঃ পুনরগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত তা অস্মৈ ন পুনর-দদাৎ সোঽব্রবীদৃতমমীষ্ব যথা সমাবচ্ছ উপৈষ্যামথৈ তে পুনর্দ্দাস্যামীতি স ঋতমা-মীত্তা অস্মৈ পুনরদদাত্তাসাং রোহিণীমেবোপৈত্তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম আরদিতি তদ্রাজযক্ষ্মস্য জন্ম যৎপাপীয়ানভবত্তৎ পাপযক্ষ্মস্য যজ্জায়াভ্যোঽবিন্দত্ত-জ্জায়েন্যস্য য এবমেতেষাং যক্ষ্মাণাং জন্ম বেদ নৈনমেতে যক্ষ্মা বিন্দন্তি স এতা এব নমস্যন্নুপাধাবত্তা অব্রুবন্বরং বৃণামহৈ সমাবচ্ছ এব ন উপায় ইতি তস্মা এতম্ আদিত্যং চরুম্ নিরবপংস্তেনৈবৈনং পাপাৎ স্রামাদমুঞ্চন্যঃ পাপযক্ষ্মগৃহীতঃ স্যাত্তস্মা এতমাদিত্যং চরুং নির্ব্বপেদাদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবৈনং পাপাৎ স্রামান্মুঞ্চন্তি আমাবাস্যায়াং নির্ব্বপেদমুমে বৈনমাপ্যায়মানমন্বা প্যায়য়তি নবো-নবো ভবতি জায়মান ইতি পুরোনুবাক্যা ভবং ায়ুরেবাস্মিন্তয়া দধাতি যমাদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ন্তীতি যাজ্যৈবৈনমেতয়া প্যায়য়তি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে রাজযক্ষ্মা-গ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদঃ প্রজাপতির তেত্রিশটা কন্যা ছিল. তাদের রাজা সোমের হাতে সমর্পণ করেন। তাদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি সোম অত্যন্ত অনুরক্ত হয়। তাতে অপর কন্যারা পিতার নিকট ফিরে আসে। সোম তাদের নেবার জন্য এলে প্রজাপতি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। সোম তা স্বীকার করে তাদের নিয়ে যায়, কিন্তু পূর্বের মত রোহিণীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাদের অবহেলা করে তারা আবার পিতার নিকট ফিরে আসে। তারপর প্রজাপতির কোপে সোমের যক্ষ্মারোগ হয়। রাজা সোমকে প্রথম আক্রমণ করে সেজন্য তার রাজযক্ষ্মা, পাপী সোমকে প্রথম আক্রমণ করে সেজন্য পাপযক্ষ্মা এবং জায়া নিমিত্ত করে এর উৎপত্তির জন্য জায়েন্য নামে তিন প্রকার যক্ষ্মা রোগ। যারা যক্ষ্মার এ জন্ম বৃত্তান্ত জানে, এই রোগ তাদের কাছ থেকে চলে যায়। সোমের দ্বারা সেবিত এ ব্যাধি পরিহারের জন্য আদিত্যের উদ্দেশে চরু অর্পণ করবে, তাতে এ প্রবল রোগ থেকে মুক্ত হবে। যে পাপযক্ষ্মার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, সে আদিত্যের উদ্দেশে চরু দিবে। আদিত্যের কাছে তার ভাগ নিয়ে যে উপস্থিত হয়, আদিত্য তাকে এ প্রবল রোগ থেকে মুক্ত করে। অমাবস্যাতে এ যাগ করতে হবে। কারণ শুক্ল প্রতিপৎ থেকে চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিতে এর বৃদ্ধি হয়। 'জাতমাত্র নূতন নূতন হয়'—ইত্যাদি ঋক্-মন্ত্রের শেষে দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করা হয়েছে. তা পাঠে আয়ু প্রাপ্তি হয়। ৫।৪ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং ব্যাদিশৎ • সোঽব্রবীদ্যাদিমাল্লোঁকানভ্যতি-রিচ্যাতৈ তন্মমাসদিতি তদিমাল্লোঁকানভ্যত্যরিচ্যতেন্দ্রং রাজানমিন্দ্রমধিরাজমিন্দ্রং স্বরাজানং ততো বৈ স ইমাল্লোঁকাংস্ত্রেধাঽদুগ্ধত্রিধাতোস্ত্রিধাতুত্বং যং কাময়েতান্নাদঃ স্যাদিতি তস্মা এতং ত্রিধাতুং নির্বপেদিন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালমিন্দ্রা-য়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞেঽয়ং বা ইন্দ্রো রাজাঽয়মিন্দ্রোঽধিরাজোঽসাবিন্দ্রঃ স্বরা-ডিমানেব লোকান্‌ৎস্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছন্ত্যন্নাদ এব ভবতি যথা বৎসেন প্রত্তাং গাং দুহ এবমেবেমাল্লোঁকান্ প্রত্তান্ কামমন্নাদ্যং দুহ উত্তানেষু কপালেষ্বধি শ্রয়ত্যযাতয়ামত্বায় ত্রয়ঃ পুরোডাশা ভবন্তি ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামাপ্ত্যা উত্তরউত্তরো জ্যায়ান্ ভবত্যেবমিব হীমে লোকাঃ সমৃদ্ধ্যৈ সর্বেষামভিগময়ন্নব দ্যত্যচ্ছম্বট্‌কারং ব্যত্যাসমন্বাহানির্দাহায় ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে অন্নভক্ষণকারীর ত্রিধাতু যাগের কথা বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি দেবতাদের মধ্যে অন্ন ভাগ করে দিয়ে বলেন—এ তিন লোকের মধ্যে ভাগ করে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তার ভাগ। তিন লোকে ভাগ করে অবশিষ্ট ছিল। এ তিন লোক হচ্ছে—ইন্দ্ররাজ, ইন্দ্র অধিরাজ ও ইন্দ্র স্বরাট্ শব্দ যে লোকে আছে অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক। প্রজাপতি এ তিন লোক থেকে দোহন করে তিন প্রকার সার গ্রহণ করেন। এ সার প্রজাপতি নিজের ভাগ বলে গ্রহণ করেন। তিন লোক থেকে তিন ভাগ গ্রহণ করা হয়েছে যে যাগে, তার নাম হলো ত্রিধাতু যাগ। যে যজমানের জন্য অধ্বর্যু কামনা করে এ যজমান অন্নভক্ষক হোক, তার জন্য এ ত্রিধাতু যাগ করবে। এ ভূলোকের অধিপতি ইন্দ্র রাজা, এ অন্তরিক্ষের অধিপতি ইন্দ্র অধিরাজ এবং স্বর্গ-লোকের অধিপতি ইন্দ্র স্বরাট বলে কথিত। এ তিন লোকের অধিপতির কাছে যে তাদের ভাগ একাদশ কপাল হবি নিয়ে উপস্থিত হয়, তারা এ যজমানকে অন্ন দেয়, তাতে এ যজমান অন্নভক্ষক হয়। যেরূপ এ জগতে বাছুরের দ্বারা চোষণের পরে লোকে গরুর দুধ দোয়, সেরূপ দেবতাদের দ্বারা বর্ধিত এ তিন লোকে অভীষ্ট অন্ন পাওয়া যায়। কপালগুলির মুখ উপর দিকে রেখে পুরোডাশ দিতে হবে। তিন লোক প্রাপ্তির জন্য তিনটি পুরোডাশ হবে। এগুলির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ ভূলোক থেকে অন্তরিক্ষ লোকের, তা থেকে স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠতা, এ লোক গুলি সমৃদ্ধির কারণ। একটি পুরোডাশের যাতে বৈয়র্থ্য না হয়, সে ভাবে লাভ করতে হবে। ৬।৭ ॥

মন্ত্র ঃ দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তান্দেবানসুরা অজয়ন্তে দেবাঃ পরাজিগ্যানা অসুরাণাং বৈশ্যমুপাঽয়ংস্তেভ্য ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমপাক্রামত্তদিন্দ্রোঽচায়ত্তদন্বপাক্রামত্তদব রুধং নাশক্নোত্তদস্মাভ্যর্দ্ধোঽচরৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তমেতয়া সর্বপৃষ্ঠয়াঽযাজয়ত্ত-য়ৈবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্যমদধাদ্য ইন্দ্রিয়কামঃ বীর্যকামঃ স্যাত্তমেতয়া সর্বপৃষ্ঠয়া যাজয়েদেতা এব দেবতাঃ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তা এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ম্ বীর্যং দধতি যদিন্দ্রায় রাথন্তরায় নির্বপতি যদেবাগ্নেস্তেজস্তদেবাব রুন্ধে যদিন্দ্রায় বার্হতায় যদেবেন্দ্রস্য তেজস্তদেবাব রুন্ধে যদিন্দ্রায় বৈরূপায় যদেব সবিতুস্তেজস্তৎ এবাব রুন্ধে যদিন্দ্রায় বৈরাজায় যদেব ধাতুস্তেজস্তদেবাব রুন্ধে যদিন্দ্রায় শাক্বরায় যদেব মরুতাং তেজস্তদেবাব রুন্ধে যদিন্দ্রায় রৈবতায় যদেব বৃহস্পতেস্তেজস্তদেবাব রুন্ধে এতাবন্তি বৈ তেজাংসি তান্যেবাব রুন্ধ উত্তানেষু কপালেষ্বধি শ্রয়ত্যযাত-য়ামত্বায় দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি বৈশ্বদেবত্বায় সমন্তং পর্য্যবদ্যতি সমন্ত-মেবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ যজমানে দধাতি ব্যত্যাসমন্বাহানির্দাহায়ারাম্ব ঋষভো বৃষ্ণির্বদ্ধঃ

সা দক্ষিণা বৃষভায়ৈতয়ৈব যজ্ঞেত্যভিশস্যমান এতাশ্চেম্বা অস্য দেবতা অন্নমদন্ত্যদন্ত্যে-বেবাস্য মনুষ্যাঃ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে ইন্দ্রিয় ও শারীরিক সামর্থ্য লাভের জন্য যাগের কথা বলা হচ্ছে।

অনুবাদ ঃ দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাতে দেবতাদের অসুরেরা জয় করে। দেবতারা পরাজিত হয়ে অসুরদের অধীনে সেবকের মত কাজ করে। তাতে তাদের ইন্দ্রিয় ও শারীরিক সামর্থ্য উভয়ই চলে যায়। ইন্দ্র তা জেনে সে সামর্থ্য ফেরাতে চেষ্টা করেও পারে না। তখন তিনি অর্ধেকটা পেয়েছিলেন, আর অর্ধেক পাবার জন্য প্রজাপতির নিকট গিয়ে তাকে সর্বপৃষ্ঠ যাগের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করেন। (সর্বপৃষ্ঠ হচ্ছে—রথান্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর, রৈবত নামক সকল সাম পৃষ্ঠস্তোত্র, তাদের দ্বারা যুক্ত ইন্দ্র এখানে দেবতা। এ জন্য এ যাগের নাম সর্বপৃষ্ঠ। এখানে স্তোত্র পাঠ নেই, কিন্তু স্তোত্রাভিজ্ঞত্বের উল্লেখ আছে দেবতার বিশেষণ রূপে)। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও বীর্য কামনা করে, সে এ সর্বপৃষ্ঠের দ্বারা যাগ করবে। এ দেবগণের কাছে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে তারা তাকে ইন্দ্রিয় ও বীর্য দেয়। রথন্তরাভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগ করলে, অগ্নির যে তেজ তা লাভ করা যায়। বৃহৎ সামে অভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগে ইন্দ্রের তেজ, বৈরূপাভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগে সবিতার তেজ, বৈরাজ সামে অভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগে বিধাতার তেজ, শাক্বর সামে অভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগে মরুদ্গণের তেজ, রৈবত সামাভিজ্ঞ ইন্দ্রের যাগে বৃহস্পতির তেজ লাভ করা যায়। এ সবগুলির তেজ সে লাভ করে। উপরের দিকে মুখ করে কপালগুলি স্থাপন করতে হবে। বৈশ্বদেবের জন্য দ্বাদশ কপাল দিতে হবে। সর্বদিক থেকে ইন্দ্রিয় ও বীর্য যজমানে স্থাপিত হয়। অশ্ব, বৃষ, পুরুষ অবি ও অজ দক্ষিণা দিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ যে যে পুরোডাশরূপ হবি গ্রহণ করে, মানুষেরা সেরূপ ভক্ষণ করে থাকে। ব্যবহার বিষয়ে সন্দেহ হলে যেরূপ শিষ্টজনের আচার গ্রহণীয়, সেরূপ দেবগণের আচরণও শিক্ষণীয়। ৭।১০ ॥

মন্ত্র ঃ রজনো বৈ কৌণেয়ঃ ক্রতুজিতং জানকিং চক্ষুর্বন্যময়াত্তস্মা এতামিষ্টিং নিরবপদগ্নয়ে ভ্রাজস্বতে পুরোডাশমষ্টাকপালং সৌর্যম্ চরুমগ্নয়ে ভ্রাজস্বতে পুরোডাশমষ্টাকপালং তয়ৈবাস্মিঞ্চক্ষুরদধাদ্যশ্চক্ষুষ্কামঃ স্যাত্তস্মা এতামিষ্টিং নির্ব-পেদগ্নয়ে ভ্রাজস্বতে পুরোডাশমষ্টাকপালং সৌর্যং চরুমগ্নয়ে ভ্রাজস্বতে পুরো-ডাশমষ্টাকপালমগ্নের্বৈ চক্ষুষা মনুষ্যা বিপশ্যন্তি সূর্যস্য দেবা অগ্নিং চৈব সূর্যং চ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মিঞ্চক্ষুর্ধত্তশ্চক্ষুষ্মানেব ভবতি যদাগ্নেয়ৌ ভবতশ্চক্ষুষী এবাস্মিন্‌ৎ প্রতি দধাতি যৎ সৌর্যো নাসিকাং তেনাভিতঃ সৌর্যমাগ্নেয়ৌ ভবতস্তস্মাদভিতো নাসিকাং চক্ষুষী তস্মান্নাসিকয়া চক্ষুষী বিধৃতে সমানী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ সমানং হি চক্ষুঃ সমৃধ্যা উদু ত্যং জাতবেদসং সপ্ত ত্বা হরিতো রথে চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি পিণ্ডান্ প্র যচ্ছতি চক্ষুরেবাস্মৈ প্র যচ্ছতি যদেব তস্য তৎ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে চক্ষুষ্কাম ব্যক্তির জন্য তিনটি যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ রজন নামক কোন পুরুষ ক্রতুজিৎ নামক কোন পুরুষের কাছে গিয়েছিল। রজন হচ্ছে কুণির পুত্র, আর ক্রতুজিৎ জনকের পুত্র। ক্রতুজিৎ চোখের রোগ সারাতে পারত। এ জন্য রজন চোখের পটুতার জন্য ক্রতুজিতের কাছে গিয়ে ত্রি-হবিষ্ক যাগের দ্বারা চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল। যে ব্যক্তি চোখের আরোগ্য চায় সে এ যাগ করবে। দীপ্ত অগ্নির জন্য দুটি

করে অষ্টাদশ কপাল এবং সূর্যের জন্য চরু দিতে হবে। মানুষেরা অগ্নির চোখে দেখে, আর দেবতারা সূর্যের চোখে। (উন্মেষ ও নিমেষ যুক্ত মানুষের চক্ষু অনিত্য, অগ্নি ও কখনও জ্বলে, কখনও নিভে, এজন্য মানুষের দৃষ্টির সাথে অগ্নির সাম্য। দেবতাদের চক্ষু নিমেষরহিত বলে সূর্যপ্রকাশের মত নিত্য—সূর্যের সাথে তাদের চোখের সম্বন্ধ।) অগ্নি ও সূর্যের কাছে যে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, তারা দুজনে এতে চক্ষুস্থাপন করে এবং সে চক্ষুষ্মান হয়। অগ্নি সম্বন্ধীয় দুটি চক্ষু, সূর্য-সম্বন্ধীয় নাসিকা। নাসিকা দু চক্ষু ধরে রেখেছে, যাতে পরস্পরের মিশ্রণ না হয়। সমান চক্ষু সমৃদ্ধির কারণ হয়। এখানে 'উদুত্যং জাতবেদসম্'—ইত্যাদি তিন মন্ত্র পাঠ করতে হবে। (এদের ব্যাখ্যা প্রথম কাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠকে দেয়া হয়েছে।) এর ফলে যজমানে রোগ উৎপত্তির পূর্বে যেরূপ চক্ষুর পটুতা ছিল। পিণ্ডদানের দ্বারা সেরূপ হয়। ৮।৬ ॥

মন্ত্র ঃ ধ্রুবোঽসি ধ্রুবোঽহং সজাতেষু ভূয়াসং ধীরশ্চেত্তা বসুবিদ্ ধ্রুবোঽসি ধ্রুবোঽহং সজাতেষু ভূয়াসমুগ্রশ্চেত্তা বসুবিদ্ ধ্রুবোঽসি ধ্রুবোঽহং সজাতেষু ভূয়াসমভিভূশ্চেত্তা বসুবিদামনমস্যামনস্য দেবা যে সজাতাঃ কুমারাঃ সমনসস্তানহং কাময়ে হৃদা তে মাম্ কাময়ন্তাং হৃদা তান্ম আমনসঃ কৃধি স্বাহাঽমনমস্যামনস্য দেবা যাঃ স্ত্রিয়ঃ সমনসস্তা অহং কাময়ে হৃদা তা মাং কাময়ন্তাং হৃদা তা ম আমনসঃ কৃধি স্বাহা বৈশ্বদেবীং সাংগ্রহণীং নির্ব্বপেদ্ গ্রামকামো বৈশ্বদেবা বৈ সজাতা বিশ্বানেব দেবান্ত্স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মৈ সজাতান্ প্র যচ্ছন্তি গ্রাম্যেব ভবতি সাংগ্রহণী ভবতি মনোগ্রহণং বৈ সংগ্রহণং মন এব সজাতানাম্ গৃহ্ণাতি ধ্রুবোঽসি ধ্রুবোঽহম্ সজাতেষু ভূয়াসমিতি পরিধীন্ পরিদধাত্যাশিষমেবৈতামা শাস্তেঽথো এতদেব সর্ব্বং সজাতেষ্বধি ভবতি যস্যৈবং বিদুষ এতে পরিধয়ঃ পরিধীয়ন্ত আমনমস্যামনস্য দেবা ইতি তিস্র আহুতীর্জুহোত্যেতাবন্তো বৈ সজাতা যে মহান্তো যে ক্ষুল্লকা যাঃ স্ত্রিয়স্তানেবাব রুন্ধে ত এনমবরুদ্ধা উপ তিষ্ঠন্তে ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে সাংগ্রহণী ইষ্টির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে মধ্যম পরিধি, তুমি স্থির, তোমার স্থাপনে আমিও জ্ঞাতিদের মধ্যে স্থির হবো। তুমি ধীর, অভিজ্ঞ ও ধনবান, আমিও ধীর, অভিজ্ঞ ও ধনবান হবো। তুমি উগ্র, অভিজ্ঞ ধীর ও ধনবান, আমিও ধীর, অভিজ্ঞ, ধনবান ও জাতিদের মধ্যে প্রতিকূল আচরণকারীর পরাভব করব। হে দেবগণ, সজাতির মধ্যে যারা আমার অনুকূল, সে স্ত্রী ও পুরুষদের আমি কামনা করি, তারাও আমার কামনা করুক, তাদের মন আমার প্রতি অনুকূল করে দাও, স্বাহা মন্ত্রে এ হবি আহুতি দেয়া হচ্ছে। পরস্পর একমত হয়ে মনে মনে স্বীকার করাকে সংগ্রহ বলে, তা যে ইষ্টিতে আছে, তাকে সাংগ্রহণী বলে। গ্রামের আধিপত্যের কামনায় বৈশ্বদেবের উদ্দেশে সাংগ্রহণী যাগ করতে হবে। বৈশ্বদেব হচ্ছে সজাতীয়, সকল দেবগণের কাছে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে তারা যজমানকে সজাতীয় ভাবাপন্ন লোকদের দেয়, তাতে সে যজমান গ্রামের অধিপতি হয়। জ্ঞাতিদের মনকে নিজের অধীনরূপে গ্রহণ করাকে সংগ্রহণ বলে, এ সাংগ্রহণী যাগের দ্বারা জ্ঞাতিদের মন নিজের অধীন করা যায়। তুমি স্থির, জ্ঞাতিদের মধ্যে আমি স্থির হবো—ইত্যাদি মন্ত্রে আশা পোষণ করা হয়েছে। এ জেনে তিনটি মন্ত্রে প্রার্থনা করলে অধিক ফলদায়ক হয়। স্বকুল, স্বজাতি ও স্বগ্রামে যারা মহান পুরুষ, যারা প্রৌঢ়, যারা যারা ক্ষুদ্র বালিকা, যারা পত্নী, ভগ্নী ও মাতৃস্থানীয়া তারা সজাতি—এ যাগের দ্বারা তারা যজমানে অধীন হয়ে সেবা করে থাকে। ৯।৬ ॥

মন্ত্র ঃ যন্নবমৈত্তন্নবনীতমভবদ্‌, যদসর্পত্তৎসর্পিরভবদ্‌, যদধ্রিয়ত তদ্‌ঘৃতমভবদ-শ্বিনোঃ প্রাণোঽসি তস্য তে দত্তাং যয়োঃ প্রাণোঽসি স্বাহেন্দ্রস্য প্রাণোঽসি তস্য তে দদাতু যস্য প্রাণোঽসি স্বাহা মিত্রাবরুণয়োঃ প্রাণোঽসি তস্য তে দত্তাং যয়োঃ প্রাণোঽসি স্বাহা বিশ্বেষাং দেবানাং প্রাণোঽসি তস্য তে দদাতু যেষাং প্রাণোঽসি স্বাহা ঘৃতস্য ধারামমৃতস্য পন্থামিন্দ্রেণ দত্তাং প্রযতাং মরুদ্ভিঃ। ত্বত্বা বিষ্ণুঃ পর্য্যপশ্যত্তম্বেড়া গব্যৈরয়ৎ। পাবমানেন ত্বা স্তোমেন গায়ত্রস্য বর্ত্তন্যোপাং শোর্বীর্য্যেণ দেবস্ত্বা সবিতোৎসৃজতু জীবাতবে জীবনস্যায়ৈ বৃহদ্রথন্তরয়োস্ত্বা স্তোমেন ত্রিষ্টুভো বর্ত্তন্যা শুক্রস্য বীর্য্যেণ দেবস্ত্বা সবিতোৎ সৃজতু জীবাতবে জীবনস্যায়া অগ্নেস্ত্বা মাত্রয়া জগত্যৈ বর্ত্তন্যাঽগ্রয়ণস্য বীর্য্যেণ দেবস্ত্বা সবিতোৎসৃজতু। জীবাতবে জীবনস্যায়া ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চ্চষে কৃধি প্রিয়ং রেতো বরুণ সোম রাজন্‌। মাতেবাস্মা অদিতে শর্ম্ম যচ্ছ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাঽসৎ। অগ্নিরায়ুষ্মান্‌ৎস বনস্পতিভিরায়ুষ্মাস্তেন ত্বাঽয়ুষাঽয়ুষ্মন্তং করোমি সোম আয়ুষ্মান্‌ৎস ওষধীভির্যজ্ঞ আয়ুষ্মান্‌ৎস দক্ষিণাভির্ব্রহ্মাঽয়ুষ্মত্তদ্‌ব্রাহ্মণৈরায়ুষ্মদ্দেবা আয়ুষ্মন্তস্তেঽমৃতেন পিতর আয়ুষ্মন্তস্তে স্বধয়াঽয়ুষ্মন্তস্তেন ত্বাঽয়ুষাঽয়ুষ্মন্তং করোমি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে আয়ুষ্কামেষ্টির মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দধি থেকে নূতন নূতন রূপ পেয়ে সারাপিণ্ডের নবনীত নাম, অগ্নির সম্পর্কে গলে যায় জন্য সর্পি এবং শীতল পাত্রে রাখলে আবার ঘনীভূত হয় জন্য ঘৃত নাম। হে যজমান, তুমি অশ্বিদ্বয়ের প্রাণের মত প্রিয়, এজন্য তারা তাদের প্রিয় তোমার প্রাণ দিয়েছে, তাদের জন্য এ আজ্য আহুতি দেয়া হোক। তুমি ইন্দ্রের প্রাণতুল্য প্রিয়, এজন্য ইন্দ্র তোমাকে আয়ু দিয়েছে, তার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দেয়া হচ্ছে। তুমি মিত্র বরুণের প্রাণসদৃশ প্রিয়, সে জন্য তারা দুজন তোমার প্রাণ দিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আজ্যাহুতি প্রদত্ত হয়েছে। সকল দেবতার তুমি প্রাণের মত প্রিয়, এজন্য তারা সকলে তোমাকে আয়ু দিক, তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দেয়া হচ্ছে। ঘৃতের ধারা দেখ, যা কর্মফলের সাধনরূপ পথ, বৃষ্টি তৃণাদি উৎপত্তির দ্বারা ইন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত ও মরুদ্গণরূপ বৈশ্যের দ্বারা স সযত্নে ধৃত। হে ঘৃত, সেরূপ তোমাকে বিষ্ণু সদৃশ যজমান দেখছে। পশুর অভিমানী দেবতা ইড়া তোমাকে গাভীগণে স্থাপন করেছে। হে যজমান, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য তোমাকে দেব সবিতা রোগ থেকে মুক্ত করুক, পবমান ত্রিবৃদাদি স্তোত্রের দ্বারা, গায়ত্রী ছন্দের যে পথ, সোম আহরণরূপ যজ্ঞাঙ্গ সম্পন্ন করে এবং উপাংশু গ্রহ হোম সাধন করে। বৃহদ্‌রথান্তর স্তোম দিয়ে, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের পথে যজ্ঞ সম্পন্ন করে এবং শুক্রের সামর্থ্যের দ্বারা দীর্ঘ জীবনের জন্য দেব সবিতা তোমাকে রোগ মুক্ত করুক। অগ্নির নীতির দ্বারা, জগতী-ছন্দের পথে যজ্ঞ সম্পন্ন করে এবং অগ্রয়ণের শক্তির দ্বারা দেব সবিতা দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য তোমাকে দীর্ঘরোগ থেকে মুক্ত করুক। হে অগ্নি, এ যজমানের দীর্ঘ আয়ু ও সামর্থ্য দাও। হে বরুণ, হে রাজা সোম, এ যজমানের পুত্রোৎপাদক শক্তি দাও। হে পৃথিবী, মায়ের মত এ যজমানের সুখ দাও। হে সকল দেবগণ, এ যজমান যাতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আয়ু লাভ করে তা কর। কাষ্ঠের দ্বারা যেমন অগ্নি আয়ুষ্মান হয়, সেরূপ বর্ধিত অগ্নির আয়ুর দ্বারা তোমাকে আয়ুষ্মান করছি। এরূপ ওষধির দ্বারা সোমরস বর্ধিত হয়, দক্ষিণার দ্বারা বশীকৃত ঋত্বিকদের দ্বারা যজ্ঞ বর্ধিত হয়, ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের দ্বারা বেদ অবিচ্ছিন্নরূপ বর্ধিত হয়, দেবগণ হবিরূপ অমৃতের দ্বারা এবং পিতৃগণ স্বধাযুক্ত পিণ্ডাদির দ্বারা জীবন লাভ করে। তাদের আয়ুর দ্বারা তোমাকে আয়ুষ্মান করছি। ১০।১৬ ॥

মন্ত্র : অগ্নিং বা এতস্য শরীরং গচ্ছতি সোমং রসো বরুণ এনং বরুণ-পাশেন গৃহ্ণাতি সরস্বতীং বাগগ্নাবিষ্ণূ আত্মা যস্য জ্যোগাময়তি যো জ্যোগাময়াবী স্যাদ্যো কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়ামিতি তস্মা এতামিষ্টিং নির্ব্বপেদাগ্নেয়মষ্টাকপালং সৌম্যং চরুং বারুণম্ দশকপালং সারস্বতং চরুমাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালমগ্নেরোবাস্য শরীরং নিষ্ক্রীণাতি সোমাদ্রসম্ বারুণেনৈবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি সারস্বতেন বাচং দধাত্যগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাভিশ্চৈবৈনং যজ্ঞেন চ ভিষজ্যত্যুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব যন্নবমৈত্তন্নবনীতমভবদিত্যাজ্যমবেক্ষতে রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টেঽশ্বিনোঃ প্রাণোঽসীত্যাহাশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ তাভ্যামেবাস্মৈ ভেষজং করোতীন্দ্রস্য প্রাণোঽসীত্যাহেন্দ্রিয়মেবাস্মিন্নেতেন দধাতি মিত্রাবরুণয়োঃ প্রাণোঽসীত্যাহ প্রাণাপানাবেবাস্মিন্নেতেন দধাতি বিশ্বেষাং দেবানাং প্রাণোঽসীত্যাহ বীর্য্যমেবাস্মিন্নেতেন দধাতি ঘৃতস্য ধারামমৃতস্য পন্থামিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ পাবমানেন ত্বা স্তোমেনেত্যাহ প্রাণমেবাস্মিন্নেতেন দধাতি বৃহদ্রথন্তরয়োস্ত্বা স্তোমেনেত্যাহৌজ এবাস্মিন্নেতেন দধাত্যগ্নেস্ত্বা মাত্রয়েত্যাহাত্মানমেবাস্মিন্নেতেন দধাত্যৃত্বিজঃ পর্য্যাহুর্যাবন্ত এবর্ত্বিজস্ত এনং ভিষজ্যন্তি ব্রহ্মণো হস্তমন্বারভ্য পর্য্যাহুরেকধৈব যজমান আয়ুর্দ্দধাতি যদেব তস্য তন্দ্বিরণ্যাং ঘৃতং নিষ্পিবত্যায়ুর্ব্বৈ ঘৃতমমৃতং হিরণ্যমমৃতাদেবাঽয়ুর্নিষ্পিবতি শতমানং ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতিতিষ্ঠত্যথো খলু যাবতীঃ সমা এষ্যন্মন্যেত তাবন্মানং স্যাৎসমৃধ্যা ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চ্চসে কৃধীত্যাহাঽয়ুরেবাস্মিন্বর্চ্চো দধাতি বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাঽসদিত্যাহ জরদষ্টিমেবৈনং করোত্যগ্নিরায়ুষ্মানিতি হস্তং গৃহ্ণাত্যেতে বৈ দেবা আয়ুষ্মন্তস্ত এবাস্মিন্নায়ুর্দ্দধতি সর্ব্বমায়ুরেতি ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে আয়ুষ্কাম যজ্ঞের কথা হয়েছে।]

অনুবাদ : যাকে দীর্ঘ ব্যাধি পীড়িত করেছে, অগ্নি তার শরীরে প্রবেশ করে তাকে কৃশ করে, সোম রস গ্রহণ করায় তার বলক্ষয় হয়। বরুণ তাকে তার পাশে গ্রহণ করায় এর উদরাদির ব্যথা হয়, সরস্বতী এর বাক্য গ্রহণ করায় সে কথা বলতে পারে না এবং অগ্নি ও বিষ্ণু এর জীবাত্মা গ্রহণ করায় সে ব্যক্তি মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। যে দীর্ঘরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে চায়, যে অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে থাকতে চায়, সে এদের উদ্দেশে এ যাগ করবে। অগ্নির উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি, সোমের উদ্দেশে চরু, বরুণের উদ্দেশে দশ কপাল হবি, সরস্বতীর উদ্দেশে চরু এবং অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি অর্পণ করলে অগ্নি এর শরীর থেকে চলে যায়, সোম আর রস গ্রহণ করে না, বরুণ তার পাশ থেকে মুক্ত করে, সরস্বতী তাকে বাক্য ফিরিয়ে দেয়, অগ্নি ও যজ্ঞরূপ বিষ্ণু সকল দেবতার সাথে এ যজ্ঞের দ্বারা তার চিকিৎসা করে, সে যজমান মরণোন্মুখ হলেও জীবিত হয়। মন্ত্রোক্ত নবনীত, সর্পি, ঘৃত শব্দের দ্বারা আজ্যের মহিমা বলা হয়েছে। অশ্বিদ্বয়ের প্রাণতুল্য প্রিয় তুমি, অশ্বিদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক, তারা এর চিকিৎসা করছে। ইন্দ্রের প্রাণসদৃশ তুমি, সে ইন্দ্র একে সামর্থ্য দিচ্ছে। মিত্র ও বরুণের প্রাণসদৃশ প্রিয় তুমি, তারা এ যজমানে প্রাণ ও অপান স্থাপন করছে। সকল দেবতার প্রাণের মত প্রিয় তুমি, সে দেবগণ এ মন্ত্রে এ যজমানে বীর্য ধারণ করছে। 'ঘৃতের ধারা অমৃতের পথ' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমান আজ্য অবেক্ষণ করবে। ঋত্বিকরা 'পবমান বৃহৎ স্তোত্রের দ্বারা তোমাকে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজমানের প্রাণ স্থাপন করবে, 'বৃহৎ রথান্তর স্তোমের দ্বারা তোমাকে' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানে বল এবং 'অগ্নির মাত্রা দ্বারা তোমাকে' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানে আত্মা স্থাপন করবে। এ ভাবে সকল ঋত্বিকরা এক মত হয়ে যজমানের শত বছর পূর্ণ

হবে যতটা আয়ু প্রয়োজন তা স্থাপন করে থাকে। হে অগ্নি, এ যজমানে আয়ু ও বল দাও, হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা একে জরা ব্যাপ্তি পর্যন্ত আয়ু দাও। অগ্নি আয়ুষ্মান, ইত্যাদি মন্ত্রে হস্ত গ্রহণ করে, 'দেবগণ আয়ুষ্মন্ত, তারা এ যজমানে আয়ু দিক' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমান আয়ু লাভ করে। ১১।১২ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্বরুণায়াশ্বমনয়ৎ স স্বাং দেবতামার্চ্ছৎ স পর্যদীর্যত স এতং বারুণং চতুষ্কপালমপশ্যত্তং নিরবপত্ততো বৈ স বরুণপাশাদমুচ্যত বরুণো বা এতং গৃহ্ণাতি যোঽশ্বং প্রতিগৃহ্ণাতি যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াত্তাবতো বারুণাঞ্চতুষ্কপালান্নির্বপেদ্বরুণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং বারুণপাশান্মুঞ্চতি চতুষ্কপালা ভবন্তি চতুষ্পাদ্ধ্যশ্বঃ সমৃদ্ধ্যা একমতিরিক্তং নির্বপেদ্যমেব প্রতি গ্রাহী ভবতি যং বা নাধ্যেতি তস্মাদেব বরুণপাশান্মুচ্যতে যদ্যপরং প্রতিগ্রাহী স্যাৎ সৌর্যমেককপালমনু নির্বপেদমুমেবাদিত্যমুচ্চারং কুরুতেঽপোঽবভৃথমবৈত্যপ্সু বৈ বরুণঃ সাক্ষাদেব বরুণমব যজতেঽপোনপ্‌ত্রীয়ং চরুং পুনরেত্য নির্বপেদপ্সুযোনির্বা অশ্বঃ স্বামেবৈনং যোনিং গময়তি স এনং শান্ত উপতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বাদানকারীর যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি বরুণকে অশ্ব দিয়েছিল। প্রজাপতি ছিল অশ্বের দেবতা। বরুণকে অশ্ব দেবার জন্য দুঃখিত প্রজাপতি দীর্ঘরোগ গ্রস্ত হয়। তিনি বরুণের উদ্দেশে চতুষ্কপাল হবি অর্পণ করে যাগ করেন, তাতে বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হন। যে অশ্ব দেয়, বরুণ তা গ্রহণ করে। যতগুলি অশ্ব দেয়া হয়, বরুণের উদ্দেশে ততটা চতুষ্কপাল হবি দিতে হবে। বরুণের নিকট তার ভাগ নিয়ে যে উপস্থিত হয়, বরুণ তাকে তার পাশ থেকে মুক্ত করে। চারটি অশ্বের জন্য চতুষ্কপাল হবি দিতে হয় তা সমৃদ্ধির কারণ। অশ্ব সংখ্যার অধিক পুরোডাশ দিতে হয়। কারণ যখন যা দেয়া হয় তার বেশী অশ্ব দিতে হলে অথবা কোনটা দিতে ভুল হলে একটা অধিক পুরোডাশ দিবে। তা হলে বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যদি দানের পরে যজ্ঞ শেষ না হয়, তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আরও অশ্ব দিতে হয়। অশ্বের সংখ্যা অনুযায়ী পুরোডাশ দিয়ে সূর্যের উদ্দেশে এক কপাল পুরোডাশ দিতে হবে। তাতে সূর্য বিলম্বের জন্য যে দোষ হয়েছে, তা ক্ষালন করে। যজ্ঞের পরে অবভৃথ স্নান করতে হবে. তাতে বরুণ নিরাকৃত হয়। অবভৃথ স্নান থেকে যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে জলের পৌত্রের উদ্দেশে চরু দিবে। জলে জন্ম যার, এরূপ অশ্বকে জলে পাঠিয়ে দিলে, সে অশ্ব শান্ত হয়ে যজমানকে নীরোগ করে। ১২।১৭ ॥

মন্ত্রঃ যা বামিন্দ্রাবরুণা যতব্যা তনূস্তয়েমমংহসো মুঞ্চতং যা বামিন্দ্রাবরুণা সহস্যা রক্ষস্যা তনূস্তয়েমমংহসো মুঞ্চতং যো বামিন্দ্রাবরুণাবগ্নৌ স্রামস্তং বামেতেনাব যজে যো বামিন্দ্রাবরুণা দ্বিপাৎসু পশুষু চতুষ্পাৎসু গোষ্ঠে গৃহেষ্বপ্স্বোষধীষু বনস্পতিষু স্রামস্তং বামেতেনাব যজ ইন্দ্রো বা এতস্য ইন্দ্রিয়েণোপ ক্রামতি বরুণ এনং বরুণপাশেন গৃহ্ণাতি যঃ পাপ্মনা গৃহীতো ভবতি যঃ পাপ্মনা গৃহীতঃ স্যাত্তস্মা এতামৈন্দ্রাবরুণীং পয়স্যাং নির্বপেদিন্দ্র এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাতি বরুণ এনং বরুণপাশান্মুঞ্চতি পয়স্যা ভবতি পয়ো হি বা এতস্মাদপক্রামত্যথৈষ পাপ্মনা গৃহীতো যৎ পয়স্যা ভবতি পয় এবাস্মিন্তয়া দধাতি পয়স্যায়াং পুরোডাশমব দধাত্যাত্মন্বন্তমেবৈনং করোত্যথো আয়তনবন্তমেব চতুর্ধা ব্যূহতি দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি পুনঃ

সমহৃতি দিগ্‌ভ্য এবাস্মৈ ভেষজম্ করোতি সমহ্যার্ব দ্যতি যথাহবিশ্বং নিষ্কৃন্ততি তাদ্‌গেব তদ্যো বামিন্দ্রাবরুণাবগ্নৌ স্রামস্তং বামেতেনাব যজ ইত্যাহ দুরিষ্ট্যা এবৈনং পাতি যো বামিন্দ্রাবরুণা দ্বিপাৎসু পশুষু স্রামস্তম্ বামেতনাব যজ ইত্যাহৈতা-বতীর্বা আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ প্রজাঃ পশব উপজীবনীয়াস্তা এবাস্মৈ বরুণপাশান্মুঞ্চতি ॥ ১৩ ॥

[এ অনুবাকে পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য যে যাগ করা হয়, তার মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের যে পাপমুক্ত তনু আছে তা দিয়ে যজমানকে পাপ থেকে মুক্ত কর। তোমাদের বলকারক, রক্ষাকর ও তেজ-যুক্ত তনু আছে, তা দিয়ে যজমানকে পাপ থেকে মুক্ত কর। হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের যাগ করতে গিয়ে অগ্নির কাছে যজমান যে অপরাধ করেছে, তা তোমাদের যাগের দ্বারা আমি বিনাশ করছি। হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমার যজমান মানুষের কাছে এবং পশু, গোষ্ঠ, গৃহ, ওষধি ও বনস্পতির কাছে যে পাপ করেছে, এ যজ্ঞের দ্বারা আমি তা বিনাশ করছি। যে পাপের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, ইন্দ্র তার সামর্থ্য নিয়ে নিয়েছে এবং বরুণ তাকে তার পাশ দিয়ে বন্ধ করেছে। পাপগৃহীত ব্যক্তি ইন্দ্র ও বরুণের উদ্দেশে আমিক্ষা (ছানা-জাতীয়) অর্পণ করলে ইন্দ্র তাকে সামর্থ্য দেয় এবং বরুণ তাকে তার পাপ থেকে মুক্ত করে। দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক আহাররূপ পুণ্য থেকে যে বিচ্যুত হয়, সে পাপ গৃহীত হয়, এ হবি অর্পণের দ্বারা সে পুণ্য সে লাভ করে। পুরোডাশ অর্পণের দ্বারা যজমানের শরীর দৃঢ় হয় এবং এ আমিক্ষা অর্পণের দ্বারা সে গৃহাদি আবার লাভ করে। প্রথম মন্ত্রের দ্বারা হবির চার ভাগে বিভাগ করতে হয়, পরে আবার সেগুলি মিশিয়ে দিক্ সকলের উদ্দেশে দিলে আরোগ্য লাভ হয়। লোকে যেমন বাণবিদ্ধ ব্যক্তির শরীর থেকে বাণ তুলে ফেলে সেরূপ মিশ্রিত পুরোডাশ ও আমিক্ষার পৃথক করে দান করতে হয়। হোমাংারে অগ্নির কাছে যে অপরাধ করা হয়, 'হে মিত্র ও বরুণ, তোমার যাগের দ্বারা যজমানের সে অপরাধ বিনাশ করছি। হে মিত্রাবরুণ, মানুষের কাছে, পশুর কাছে যে অপরাধ, তা তোমাদের এ যাগের দ্বারা বিনাশ করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা প্রাণীর জীবনধারণের যোগ্য জল, ওষধি, বনস্পতি, মানুষ, পশু সকলে যজমানকে বরুণের পাশ থেকে মুক্ত করে। ১৩।১২ ॥

মন্ত্র ঃ স প্রত্নবন্নি কাব্যেন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি ইন্দ্রং নরঃ। ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেত্ত্ববতঃ সখা। যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্ব্বতে-ষ্বোষধীষ্বপ্সু। তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেড়ন্ রাজন্‌ৎসোম প্রতি হব্যা গৃভায়। অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সংদেবত্রা বভূবথুঃ। যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তম্। যুবম্ সিন্ধূঁর-ভিশস্তেরবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্। অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবম্। প্রতি সূক্তানি হর্যতম্ ভবতং দাশুষে ময়ঃ। আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ। অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্। অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতম্ হর্যতম্ বৃষণা জুষেথাম্। সুশর্ম্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ। আ প্যায়স্ব সং তে। গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্। স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ। দেবানাং যঃ পিতরমাবি-বাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মণস্পতিম্। স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ

ফলিগং ব্রবেণ। বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ। মরুতো যদ্ধ বো দিবা যা বঃ শর্ম। অর্যমাহুরাত বৃষভস্তুবিষ্মান্দাতা বসূনাম্ পুরুহূতো অর্হন্। সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্বজ্রবাহুরস্মাসু দেবো দ্রাবিণং দধাতু। যে তেহর্যমন্বগবো দেবাযানাঃ পন্থানঃ রাজন্দিব আচরন্তি। তেভির্নো দেব মহি শর্ম যচ্ছ শং ন এধি দ্বিপদে শং চতুষ্পদ। বৃধ্যাদগ্রমঙ্গিরোভির্গৃণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ। রুজদ্রোধাংসি কৃত্রিমাণ্যেষাং সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার। বৃধ্যাদ গ্রণ বি মিত্রায় মানৈম্ব ক্ষেণ খানাতৃপ্নাম্। বৃথাহসজৎ পথিভির্দীর্ঘয়াথৈঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার প্র যো জজ্ঞে বিদ্বান্ অস্য বন্ধুং বিশ্বানি দেবো জনিমা বিবক্ত। ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচাদুচ্চা স্বধয়াহভি প্র তস্থৌ। মহান্মহী অস্তভায়দ্বি জাতো দ্যাং সদ্ম পার্থিবং চ রজঃ। স বৃধ্যাদাষ্ট জনুষাহভ্যগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা যস্য সম্রাট্। বৃধ্যাদ্যো অগ্রমভ্যর্ত্যোজসা বৃহস্পতিমা বিবাসন্তি দেবাঃ। ভিনদ্বলং বি পুরো দর্দরীতি কনিক্রদৎ সুবরপো জিগায় ॥ আদিত্যেভ্যো দেবা বৈ মৃত্যোর্দেবা বৈ সত্রমাসতার্যমণে প্রজাপতেস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রজাপতির্দেবেভ্যোহন্নাদ্যং দেবাসুরাঃ সন্তানজনো ধ্রুবোহসি যন্নঃ মৈদশ্নিং বৈ প্রজাপতিস্বর্বৃণর যা বামিন্দ্রা বৃণা স প্রত্নঃ চতুর্দশ ॥ আদিত্যেভ্যস্ত্বষ্টুরস্মৈ দানকামা এবাব রুন্ধেহগ্নিং বৈ স প্রত্নবৎ চতুঃপঞ্চাশৎ ॥ ১৪ ॥

[এ অনুবাকে কাম্য যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সকলের মঙ্গলের জন্য জগতের উপরে স্থিত ইন্দ্রের আমরা আহ্বান করছি, সে পুরাতন ধনিকের মত আমাদের ঐশ্বর্য দিক। আমাদের উপদ্রবকারী রিপুশত্রু থেকে হে রাজা সোম, তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে রাজা সোম, দ্যুলোক, ভূলোক, পর্বত, ওষধি, জল প্রভৃতিতে তোমার যে স্থান আছে তাদের দ্বারা যুক্ত হয়ে, সুমনা তুমি ক্রোধরহিত হয়ে আমাদের হব্য গ্রহণ কর অর্থাৎ তুমি যেখানে থাক, সেখান থেকে এসে আমাদের হবি স্বীকার কর। হে অগ্নি ও সোম, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর। তোমরা সমান জ্ঞানযুক্ত, সমান আহ্বানযুক্ত, দেবতাদের মধ্যে তোমরা দুজন কখনও বিযুক্ত হও না। হে সোম, তুমি ও অগ্নি তোমরা দুজন সমান সংকল্প করে আকাশে এ নক্ষত্রগুলি স্থাপন করেছ, পঙ্কাদি দোষরূপ অপবাদ থেকে নদীদের মুক্ত করেছ। হে অগ্নি ও সোম, কামবর্ষক তোমরা আমাদের আহ্বান শোন, তা মন দিয়ে গ্রহণ কর হবি-দানকারী যজমানের সুখ দাও। মাতরিশ্বা বায়ু তোমাদের মধ্যে অগ্নিকে দ্যুলোক থেকে এনেছে এবং শ্যেনরূপ গায়ত্রী পর্বতের মত উন্নত দ্যুলোকের উপর থেকে রাক্ষসদের পরাজিত করে সোমকে এনেছে। হে অগ্নি ও সোম, তোমরা কামনাসকলের বর্ষক, প্রদত্ত হবির সার লাভ কর, গ্রহণ কর ও সেবা কর, তোমরা সুখী সুরক্ষক হও। তারপর যজমানকে সুখ ও পুত্রাদির সাথে মিলন করিয়ে দাও। হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি সকল দেবগণের স্বামী, তোমাকে আমরা আহ্বান করছি। তুমি কবিদের কবি, সকলগুণের উপমানসদৃশ তোমার কীর্তি, শ্রেষ্ঠ রাজা তুমি আমাদের রক্ষার জন্য এ কর্মে অবস্থান কর। সে যজমান ভৃত্যাদির সাথে অন্নযুক্ত হয়, সে বীর প্রজাদের সাথে, ব্রাহ্মণ, পুত্র ও বান্ধবের সাথে ধন লাভ করে, যে শ্রদ্ধালু হয়ে দেবগণের পালক ব্রহ্মণস্পতিকে হবির দ্বারা পরিচর্যা করে। সে দেবতা সাম ও ঋক্-মন্ত্রে স্তুত হয়ে যজমানের শত্রুর প্রতিবন্ধক দূর করে। গাভী যেমন হাম্বারবে বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, সেরূপ হবির ভোক্তা বৃহস্পতি স্বাদুতম হবি এ বলে তার গৃহের প্রতি যাচ্ছে। মরুদ্গণ দ্যুলোক থেকে তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। কাম-বর্ষক, মহাবলশালী, ধনদাতা, বহুযজ্ঞে আহূত, স্বর্গপ্রাপক, সহস্রাক্ষ, গোত্রভিৎ,

বজ্রবাহু দেব অর্যমা আমাদের ধন দিক। (এখানে ইন্দ্রের সাথে অভেদরূপে আদিত্যের বর্ণনা করা হয়েছে।) হে রাজা অর্যমা, দেবতাদের স্বর্গ পর্যন্ত যাবার যে বহু পথ আছে, তার দ্বারা আমাদের মহৎ সুখ দাও। হে দেব, আমাদের মানুষদের ও গবাদি পশুদের সুখকর হও। কর্মের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্গিরা তুল্য ঋত্বিকদের দ্বারা স্তুত ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হয়ে অপরের কৃত অবরোধগুলি স্তব্ধ করে পর্বতের মত সকলের আশ্রয় রাজার প্রতি অন্যের কৃত দ্রোহ নিবারণ করেছিল। ইন্দ্র মূল থেকে অগ্র পর্যন্ত নিশ্চয় করে জলপ্রবাহ-নিরোধক পর্বতগুলি বজ্রের দ্বারা ছিন্ন করেছেন। লোকে যেমন নখের দ্বারা তৃণাদি ছেদন করে, সেরূপ সোমপানে মত্ত ইন্দ্রের পক্ষে একাজ অনায়াস-সাধ্য। সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি এ ব্রাহ্মণ যজমানের অনুকূলে বন্ধুদের জানে। সে দেব সকল প্রাণীর সকল জন্মের কথা বারবার বলে থাকে। অভিজ্ঞ বৃহস্পতি বেদের মধ্যম ও উত্তম ভাগ থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম উদ্ধার করে অমৃতের সাথে এ যজমানের কাছে এসেছে। মহান্ বৃহস্পতি জাতমাত্র পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, মানুষের গৃহ, পৃথিবীর ধূলিকণা সব কিছু নিজ নিজ ব্যাপারযোগ্য করেছে। যে যজমানের সাম্রাজ্য বৃহস্পতি লাভ করে, সে যজমান অনুষ্ঠীয়মান কর্মের মূল থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তার করে। যে বৃহস্পতি নিজ বলে কর্মের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত লাভ করে, অন্য দেবতারা এসে সাদরে তার সেবা করে। বৃহস্পতির বল যজমানের প্রাতিকূল্য নিবারণ করে ও তাদের জন্য জল ক্ষেত্রাদি সম্পন্ন করে। ১৪।২৫ ॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্র : দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তেঽন্যত আসন্নসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তেঽন্যতস্তেষাং দেবানামুত যদল্পং লোহিতমকুর্বন্তদ্রক্ষাংসি রাত্রীভিরসুভ্নন্তান্ৎসুব্ধা-ন্মৃতানভি ব্যৌচ্ছত্তে দেবা অবিদুর্যো বৈ নোঽয়ং ম্রিয়তে রক্ষাংসি বা ইমং ঘ্নন্তীতি তে রক্ষাংস্যুপামন্ত্রয়ন্ত তান্যব্রুবন্বরং বৃণামহৈ যদসুরাঞ্জয়াম তন্নঃ সহাসদিতি ততো বৈ দেবা অসুরানজয়ন্তেঽসুরাঞ্জিত্বা রক্ষাংস্যপানুদন্ত তানি রক্ষাংস্যনৃতমকর্তেতি সমন্তং দেবান্ পর্য্যবিশন্তে দেবা অগ্নাবনাথন্ত তেঽগ্নয়ে প্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপন্নগ্নয়ে বিবাধবতেঽগ্নয়ে প্রতীকবতে যদগ্নয়ে প্রবতে নিরবপন্যান্যেব পুরস্তাদ্রক্ষাংসি আসন্তানি তেন প্রাণুদন্ত যদগ্নয়ে বিবাধবতে যান্যেবাভিতো রক্ষাংস্যাসন্তানি তেন ব্যবাধন্ত যদগ্নয়ে প্রতীকবতে যান্যেব পশ্চাদ্রক্ষাংস্যাসন্তানি তেনাপানুদন্ত ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যো ভ্রাতৃব্যবান্ৎস্যাৎ স স্পর্ধমান এতয়েষ্ট্যা যজেতাগ্নয়ে প্রবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেদগ্নয়ে বিবাধবতেঽগ্নয়ে প্রতীকবতে যদগ্নয়ে প্রবতে নির্বপতি য এবাস্মাচ্ছ্রেয়ান্ ভ্রাতৃব্যস্তং তেন প্র ণুদতে যদগ্নয়ে বিবাধবতে য এবৈনেন সদৃঙ্তং তেন বাধতে যদগ্নয়ে প্রতীকবতে এবাস্মাৎ পাপীয়ান্তং তেনাপ নুদতে প্র শ্রেয়াংসং ভ্রাতৃব্যং নুদতেঽতি সদৃশং ক্রামতি নৈনং পাপীয়ানাপ্নোতি য এবং বিদ্বানেতয়েষ্ট্যা যজতে ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে শত্রু বিনাশের জন্য তিনটি কাম্য যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : দেবতা ও অসুরগণ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছিল। একদিকে, মনুষ্য ও পিতৃগণ, অপরদিকে অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ। অসুরেরা

ছিল রাক্ষসদের অবান্তর জাতি। সে যুদ্ধে সামান্য প্রহারে দেবগণের শরীরে যে ক্ষত হয়, প্রতিদিন রাতে এসে অসুররা গোপনে সে ক্ষতস্থানে বিষাদি প্রয়োগ করে যেত। ফলে দেবতারা মারা যেত। রাত পোয়ালে তা দেখে দেবতারা বুঝল, এ অসুরদের কাজ। তারপর দেবতারা রাক্ষসদের উৎকচ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের অধীন করে। রাক্ষসরা বিজয়ের ভাগ চেয়ে যুদ্ধের সময় সসৈন্যে দেবতাদের সাথে যুক্ত হলো। তারপর দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের জয় করে রাক্ষসদেরও তাড়িয়ে দিল। 'দেবতারা মিথ্যা কাজ করেছে'—এ বলে রাক্ষসরা তাদের ঘিরে ফেলে। তখন দেবগণ অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করে। অগ্নির উদ্দেশে তারা ত্রিহবিষ্কা যাগ করে। প্রথম হবির দেবতা প্রবান অগ্নি, দ্বিতীয়ের বিবাধবান অগ্নি এবং তৃতীয়ের প্রতীকবান অগ্নি। প্রবান অগ্নিকে একাদশ কপাল হবি দিয়ে যাগ করলে সে অগ্নি পূর্বদিক থেকে রাক্ষসদের তাড়িয়ে দেয়, দ্বিতীয় বিবাধবান অগ্নির যাগের ফলে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বের রাক্ষসরা বিতাড়িত হয় এবং তৃতীয় প্রতীকবান অগ্নির যাগের ফলে পশ্চিমদিকের রাক্ষসরা বিতাড়িত হয়। তারপর দেবগণ বিজয়ী হয় এবং অসুররা পরাজিত হয়। যারা শত্রুদের সাথে স্পর্ধা করে জয়ী হতে ইচ্ছা করে তারা প্রবান অগ্নির উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি অর্পণ করে যাগ করবে এবং বিবাধবান ও প্রতীকবান অগ্নির উদ্দেশে যাগ করলে শত্রুরা বিতাড়িত হবে। শত্রু তিন প্রকার—প্রবল, সমানবল এবং হীনবল। তিন প্রকার অগ্নির যাগে তিন প্রকার শত্রু পরাভূত হয়। প্রবল শত্রুরা বিতাড়িত হয়, সমান শত্রুরা আক্রান্ত হয় এবং হীনবল শত্রুরা এর কাছে আসতে পারে না। ১৩ ॥

মন্ত্র : দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা অব্রুবন্যো নো বীর্য্যাবত্তমস্তমনু সমারভামহা ইতি ত ইন্দ্রমব্রুবন্ত্বং বৈ নো বীর্য্যাবত্তমোহসি ত্বমনু সমারভামহা ইতি সোহব্রবীত্তিস্রো ম ইমাস্তনুবো বীর্য্যাবতীস্তাঃ প্রীণীতাথাসুরানভি ভবিষ্যথেতি তা বৈ ব্রূহীত্যব্রবীদিয়মংহোমুগিয়ং বিমৃধেয়মিন্দ্রিয়াবতী ইত্যব্রবীত্ত ইন্দ্রায় হোমুচে পুরোডাশমেকাদশকপালং নিরবপন্নিন্দ্রায় বৈমৃধায়েন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবতে যদিন্দ্রায়াংহোমুচে নিরবপন্নংহস এব তেনামুচ্যন্ত যদিন্দ্রায় বৈমৃধায় মৃধ এব তেনাপাঘ্নত যদিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবত ইন্দ্রিয়মেব তেনাহত্মন্নদধত ত্রয়স্ত্রিংশৎকপালং পুরোডাশং নিরবয়ন্ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবতাস্তা ইন্দ্র আত্মন্নন্‌ সমারভয়ত ভূত্যৈ তাং বাব দেবা বিজিতিমুত্তমামসুরৈর্ব্যজয়ন্ত যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ৎ স্যাৎ স স্পর্ধমান এতয়েষ্ট্যা যজেতেন্দ্রায়াংহোমুচে পুরোডাশমেকাদশকপালম্‌ নির্ব্বপেদিন্দ্রায় বৈমৃধায়েন্দ্রিয়াবতেহংহসা বা এষ গৃহীতো যস্মাচ্ছ্রেয়ান্‌ ভ্রাতৃব্যো যদিন্দ্রায়ংহোমুচে নির্ব্বপত্যংহস এব তেন মুচ্যতে মৃধা বা এষোহভিষণ্ণো যস্মাৎ সমানেষ্বন্যঃ শ্রেয়ানুতাভ্রাতৃব্যো যদিন্দ্রায় বৈমৃধায় মৃধ এব তেনাপ হতে যদিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াবত ইন্দ্রিয়মেব তেনাহত্মন্ধত্তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কপালং পুরোডাশম্‌ নির্ব্বপতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবতাস্তা এব যজমান আত্মন্নন্‌ সমারভয়তে ভূত্যৈ সা বা এষা বিজিতি-র্নামেষ্টির্ষ এবং বিদ্বানেতয়েষ্ট্যা যজত উত্তমামেব বিজিতিং ভ্রাতৃব্যেণ বি জয়তে ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে বিজিত নামক যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হলে দেবতারা মিলিত হয়ে বললেন আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী তার অনুসরণ করে আমরা যুদ্ধ করব। তারা ইন্দ্রকে বললেন—তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, আমরা তোমার অনুসরণ করব। ইন্দ্র বললেন—আমার যে তিনটি তনু আছে, তার উদ্দেশে যাগ

কর। তারা হবির দ্বারা ক্রমে পাপ-বিমোক, বৈরি-বিনাশক ও সামর্থ-ধারক তিনটি ইন্দ্রের তনুর উদ্দেশে একাদশ কপাল করে তেত্রিশ কপাল হবি অর্পণ করে। তার ফলে তেত্রিশ দেবতাকে ইন্দ্র নিজের অধীন করে। তারপর অসুরদের সাথে যুদ্ধে দেবতারা বিজয় লাভ করে। যে শত্রুদের পরাজিত করতে চায়, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ তিনটি যাগ করবে, তাতে সে বিজয়ী হবে। এ হচ্ছে বিজিত নামক ইষ্টি, এ জেনে যে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে, সে উত্তম জয় লাভ করে। ২।৩ ॥

মন্ত্র ঃ দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তেষাং গায়ত্র্যোজো বলমিন্দ্রিয়ং বীর্যম্ প্রজাং পশূন্ৎসংগৃহ্যাহদায়াপক্রম্যাতিষ্ঠত্তেঽমন্যন্ত যতরান্বা ইয়মুপাবৎর্স্যতি ত ইদং ভবিষ্যন্তীতি তাং ব্যহ্বয়ন্ত বিশ্বকর্মন্নিতি দেবা দাভীত্যসুরাঃ সা নান্যত-রাংশ্চনোপাবর্ত্তত তে দেবা এতদ্যজুরপশ্যন্নোজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরিতি বাব দেবা অসুরাণামোজো বলমিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং প্রজাং পশূনবৃঞ্জত যদ্গায়ত্র্যপক্রম্যাতিষ্ঠত্তস্মা-দেতাং গায়ত্রীতীষ্টিমাহুঃ সম্বৎসরো বৈ গায়ত্রী সম্বৎসরো বৈ তদপক্রম্যাতিষ্ঠদ্য-দেতয়া দেবা অসুরাণামোজো বলমিন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ প্রজাং পশূনবৃঞ্জত তস্মাদেতাং সংবর্গ ইতীষ্টিমাহুর্যো ভ্রাতৃব্যবান্ৎস্যাৎ স স্পর্দ্ধমান এতয়েষ্ট্যা যজেতাগ্নয়ে সংবর্গায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেত্তং শৃতমাসন্নমেতেন যজুষাঽভি মৃশেদোজ এব বলমিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং প্রজাং পশূন্ ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্তে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি ॥ ৩ ।

[এ অনুবাকে সংবর্গ নামক যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে, তাদের ওজ, বল ইন্দ্রিয়, বীর্য, প্রজা ও পশু—এ ছটি সংগ্রহ করে গায়ত্রী তাদের উভয়ের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করছিল। তা দেখে দেবতা ও অসুরগণ মনে করল—আমাদের উভয়ের মধ্যে যারা গায়ত্রীকে পাবে, তারা এ সকল ঐশ্বর্য লাভ করবে। তখন তারা চিৎকার করে গায়ত্রীকে ডাকতে লাগল। দেবতারা বিশ্বকর্মা বলে এবং অসুররা দাভী (বিরোধীদের বিনাশক) বলে ডেকেছিল। কিন্তু গায়ত্রী কারো কাছেই এলো না। তখন দেবতারা তাকে পাবার উপায়স্বরূপ এ যজু দেখেছিল। 'তুমি ওজ, বল, ধৈর্য্য, দীপ্তি দেবগণের স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি নামস্বরূপ, তুমি অচেতন সকল জগৎ, তুমি অন্নযুক্ত, সকল চেতন জগৎ এবং তুমি সর্বায়ু'—এ যজু-মন্ত্রের দ্বারা সর্বাত্মকরূপে গায়ত্রীর স্তুতি করা হয়েছে। এ স্তুতি মন্ত্র দেবতারা গায়ত্রীকে প্রসন্ন করে তার অনুগ্রহে অসুরদের ওজ প্রভৃতি বিনাশ করে নিজেরা তা লাভ করেছিল। এ যাগের গায়ত্রী ও সংবর্গ দুটি নাম। যেহেতু গায়ত্রী সব কিছু নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার মন্ত্রের দ্বারা স্তুত হয়ে সব এনে দিয়েছিল, এজন্য এ মন্ত্রের দ্বারা ক্রিয়মাণ যাগকে গায়ত্রী বলে। সংবৎসর হচ্ছে গায়ত্রী, অর্ধেক মাসের হিসাবে বছরে যে চব্বিশ সংখ্যা হয়—তা গায়ত্রীর অক্ষরের সমান বলে গায়ত্রী সংবৎসর-স্বরূপ। যেহেতু এ যাগের দ্বারা দেবতারা অসুরদের তেজ প্রভৃতি বিনাশ করেছিল, এজন্য একে সংবর্গ নামক যাগ বলা হয়। যে শত্রুদের জয় করতে ইচ্ছা করে, সে এ যাগের দ্বারা সংবর্গ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাদশ কপাল পুরোডাশ অর্পণ করবে। পুরোডাশ পাক করে বেদিতে রেখে এ যজু মন্ত্র পাঠ করলে শত্রুর ওজ, বল, ইন্দ্রিয়, বীর্য, প্রজা ও পশু বিনষ্ট হয় এবং নিজে বিজয়ী হয়। ৩।৬ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা অস্মাৎ সৃষ্টাঃ পরাচীরায়ন্তা যত্রাব-সন্ততো গর্মুদুদতিষ্ঠত্তা বৃহস্পতিশ্চান্বৈতাং সোঽব্রবীদ্ বৃহস্পতিরনয়া ত্বা প্র-

তিষ্ঠানাথ ত্বা প্রজা উপাবৎস্যন্তীতি তং প্রাতিষ্ঠত্ততো বৈ প্রজাপতিং প্রজা উপাবর্ত্তন্ত যঃ প্রজাকামঃ স্যাত্তস্মা এতং প্রজাপত্যং গার্ম্মুতং চরুং নির্ব্বপেৎ প্রজাপতিমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ প্রজাং প্র জনয়তি প্রজাপতিঃ পশূনসৃজত তেহস্মাৎ সৃষ্টাঃ পরাঞ্চ আয়ন্তে যত্রাবসন্ততো গর্ম্মুদুদতিষ্ঠত্তান্ পূষা চান্বৈতাং সোহব্রবীৎ পূষাহনয়া মা প্র তিষ্ঠাথ ত্বা পশব উপাবৎস্যন্তীতি মাং প্র তিষ্ঠেতি সোমোহব্রবীম্মম বৈ অকৃষ্টপচ্যমিত্যুভৌ বাং প্র তিষ্ঠানীত্যব্রবীত্তৌ প্রাতিষ্ঠত্ততো বৈ প্রজাপতিং পশব উপাবর্ত্তন্ত যঃ পশুকামঃ স্যাত্তস্মা এতং সোমাপৌষ্ণং গার্ম্মুতং চরুং নির্ব্বপেৎ সোমাপূষণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ পশূন্ প্র জনয়তঃ সোমো বৈ রেতোধাঃ পূষা পশূনাং প্রজনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাতি পূষা পশূন্ প্র জনয়তি ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে প্রজাকাম ব্যক্তির গার্ম্মুত চরু দানের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন, তারা তার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যেখানে অবস্থান করে সেখানে গার্ম্মুত নামক অরণ্যে মুগরূপ ধান্য ছিল। বৃহস্পতি ও প্রজাপতি তাদের অনুগমন করেছিল। তখন বৃহস্পতি প্রজাপতিকে বললেন—তোমাকে এ গার্ম্মুত ধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করছি. তাহলে ধান্যযুক্ত তোমার কাছে প্রজারা আসবে। এ বলে বৃহস্পতির প্রজাপতিকে ধান্যযুক্ত করে। তারপর ধান্যযুক্ত প্রজাপতির কাছে ধান্যের জন্য প্রজারা এসেছিল। যে ব্যক্তি প্রজা কামনা করে, সে প্রজাপতির উদ্দেশে গার্ম্মুত ধান্যযুক্ত চরু অর্পণ করবে। প্রজাপতির কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে প্রজাপতি তাকে প্রজা দিয়ে থাকে। প্রজাপতি পশু সৃষ্টি করলে তারা তার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যেখানে অবস্থান করছিল, সেখানে গার্ম্মুত ধান্য ছিল। পূষা ও প্রজাপতি তাদের অনুগমন করলে পূষা প্রজাপতিকে বলল—এ ধান্যের দ্বারা তুমি সমৃদ্ধ হও, তা হলে পশুরা তোমার কাছে আসবে। সোম বলল—আমার প্রতিষ্ঠা কর। তখন প্রজাপতি সে গার্ম্মুত ধান্যের দ্বারা পূষা ও সোমের প্রতিষ্ঠা করে পশু লাভ করেছিল। যে পশু কামনা করে, সে সোম ও পূষার উদ্দেশে গার্ম্মুত চরু অর্পণ করবে। সোম ও পূষার কাছে যে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়, তারা তাকে পশু দেয়। সোম হচ্ছে রেতের ধারক ও পূষা পশুদের উৎপাদক। সোম রেত দে . ও পূষা পশু উৎপন্ন করে। ৪।৪॥

মন্ত্র ঃ অগ্নে গোভির্ন আ গহীন্দো পুষ্ট্যা জুষস্ব নঃ। ইন্দ্রো ধর্ত্তা গৃহেষু নঃ। সবিতা যঃ সহস্রিয়ঃ স নো গৃহেষু রারণৎ। আ পূষা এত্বা বসু। ধাতা দদাতু নো রয়িমীশানো জগতস্পতিঃ। স নঃ পূর্ণেন বাবনৎ। ত্বষ্টা যো বৃষভো বৃষা স নো গৃহেষু রারণৎ। সহস্রেণাযুতেন চ। যেন দেবা অমৃতমু দীর্ঘং শ্রবো দিব্যৈরয়ন্ত। রায়স্পোষ ত্বমস্মভ্যং গবাং কুল্মিং জীবস আ যুবস্ব। অগ্নির্গৃহপতিঃ সোমো বিশ্ববনিঃ সবিতা সুমেধাঃ স্বাহা। অগ্নে গৃহপতে যস্তে ঘৃত্যো ভাগস্তেন সহ ওজ আক্রমমাণায় ধেহি শ্রৈষ্ঠ্যাৎ পথো মা যোষং মূর্ধা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে চিত্রা যাগের মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, গাভীদের সাথে তুমি আমাদের কাছে এস। হে ইন্দু, পশুপুষ্টির দ্বারা আমাদের প্রীত কর। ইন্দ্র আমাদের গৃহে পশুদের ধারক হোক। সহস্র পশুযুক্ত সবিতা আমাদের গৃহে আনন্দ লাভ করুক। পশুর পোষক পূষাদেব ও ধন আসুক। সকলের বিধাতা জগতের পালক ঈশ্বর

আমাদের ধন দিক। সে ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ ধনের দ্বারা রক্ষা করুক। যিনি শ্রেষ্ঠ কামনাসকলের বর্ষক, সে ত্বষ্টাদেব আমাদের গৃহে সহস্র ও অযুত পশুর সাথে আনন্দ অনুভব করুক। হে ধনপোষক দেবতা, যে তুমি দেবতাদের অমৃতরূপ অন্ন স্থাপন করেছ, সে তুমি আমাদের বাঁচার জন্য গাভীসংঘ এনে যুক্ত কর। অগ্নি আমাদের গৃহের অধিপতি, সোম সকলের সেবা করে, সবিতা শোভন মেধাযুক্ত—এদের উদ্দেশে এ আহুতি প্রদত্ত হচ্ছে। হে গৃহপতি অগ্নি, ঘৃতযোগ্য তোমার যে ভাগ আছে, তা দিয়ে অনুষ্ঠানকারী যজমানের দেহে ওজ-শক্তি স্থাপন কর। যজমান আমি যেন শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান-পথ থেকে বিমুক্ত না হই, যজমানদের মধ্যে আমি যেন মস্তকের মত উত্তম হই। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এ আহুতি দিচ্ছি। ৫।৭।

মন্ত্র ঃ চিত্রয়া যজেত পশুকাম ইয়ং বৈ চিত্রা যদ্বা অস্যাং বিশ্বং ভূতমধি প্রজায়তে তেনেয়ং চিত্রা য এবং বিদ্বাংশ্চিত্রয়া পশুকামো যজতে প্র প্রজয়া পশুভি-র্মিথুনৈর্জায়তে প্রৈবাহগ্নেয়েন বাপয়ন্তি রেতঃ সৌম্যেন দধাতি রেত এব হিতং ত্বষ্টা রূপাণি বি করোতি সারস্বতৌ ভবত এতদ্বৈ দৈব্যং মিথুনং দৈব্যমেবাস্মৈ মিথুনং মধ্যতো দধাতি পুষ্ট্যৈ প্রজননায় সিনীবাল্যৈ চরুর্ভবতি বাগ্বৈ সিনীবালী পুষ্টিঃ খলু বৈ বাক্ পুষ্টিমেব বাচমুপৈত্যৈন্দ্র উত্তমা ভবতি তেনৈব তন্মিথুনং সপ্তৈতানি হবীংষি ভবন্তি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশব সপ্তারণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাংস্যুভয়স্যা-বরুদ্ধ্যৈ অথৈতা আহুতীর্জুহোত্যেতে বৈ দেবাঃ পুষ্টিপতয়স্ত এবাস্মিন্ পুষ্টিম্ দধাতি পুষ্যতি প্রজয়া পশুভিরথো যদেতা আহুতীর্জুহোতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে চিত্রা যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পশুকাম ব্যক্তি চিত্রা নামক যাগ করবে। চিত্রা হচ্ছে ভূমিস্বরূপ। যেহেতু এ ভূমিতে বিচিত্র প্রাণী উৎপন্ন হয়, এজন্য এ ভূমি চিত্রা। সেরূপ বিচিত্র প্রজা, পশুর জন্য যে যাগ, তাকে চিত্রা বলে। এ জেনে যে পশুকাম ব্যক্তি চিত্রার দ্বারা যাগ করে, সে প্রজা ও পশু লাভ করে।

চিত্রার স্বরূপভূত সাতটি যাগের বিধান ক্রমে বলা হচ্ছে—অগ্নির উদ্দেশে হবির দ্বারা পশুর উৎপত্তির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সোমের উদ্দেশে হবির দ্বারা পোষক রেত ধারণ করা হয়। তৃতীয় হবির দেবতা ত্বষ্টা তা নানারূপে আকার করে। সরস্বতী হচ্ছে দেবতাদের মিথুনস্বরূপ, হবির মধ্যে অনুষ্ঠানের দ্বারা যজমানের জন্য দৈব মিথুন গৃহমধ্যে সম্পন্ন হয়। তা উৎপন্ন প্রজা ও পশুদের পুষ্টি ও উৎপত্তির কারণ হয়। তারপর সিনীবালীর উদ্দেশে চরু অর্পণ করতে হবে। বাক্য হচ্ছে সিনীবালী, এ চরুর দ্বারা পুষ্টির কারণ বাক্য লাভ করা যায়। শেষ যাগ ইন্দ্রের উদ্দেশে করতে হবে। এতে সাতটি হবি দিতে হয়, তাতে সপ্ত গবাদি পশু, সপ্ত দ্বিখুর, শ্বাপদ প্রভৃতি পশু ও সপ্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পশু লাভ হয়। 'অগ্নি, তুমি গাভীর সাথে এস'—ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে। তাতে পুষ্টিপোষক দেবগণ প্রজা ও পশুর সাথে পুষ্টি ও পোষণ দেয়, এ আহুতিগুলি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হয়। ৬।৪।

মন্ত্র ঃ মারুতমসি মরুতামোজোঽপাং ধারাং ভিন্ধি রময়ত মরুতঃ শ্যেনমায়িনং মনোজবসং বৃষণং সুবৃক্তিম্। যেন শর্ধ উগ্রমবসৃষ্টমেতি তদশ্বিনা পরি ধত্তং স্বস্তি। পুরোবাতো বর্ষঞ্জিন্বরাবৃৎ স্বাহা বাতাবদ্বর্ষন্নুগ্ররাবৃৎ স্বাহা স্তনয়ন্বর্ষন্ ভীম-রাবৃৎ স্বাহাঽনশন্যবস্ফূর্জন্দিদ্যুদ্বর্ষন্ত্বেষরাবৃৎ স্বাহাঽতিরাত্রং বর্ষন্ পূর্তিরাবৃৎ স্বাহা বহু হায়মবৃষাদিতিশ্রুতরাবৃৎ স্বাহাঽতপতি বর্ষন্বিরাড়াবৃৎ স্বাহাঽবস্ফূ-

জীন্দদ্বৃষ্বর্ষন্ ভূতরাবৃৎ স্বাহা মান্দা বাশাঃ শৃন্ধ্যূরজিরাঃ। জ্যোতিষ্মতীস্তমস্বরীরুন্দতীঃ সুফেনাঃ। মিত্রভৃতঃ ক্ষত্রভৃতঃ সুরাষ্ট্রা ইহ মাহ্বত। বৃষ্ণো অশ্বস্য সন্দানমসি বৃষ্ট্যৈ ত্বোপ নহ্যামি ॥ ৭ ॥

[সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চারটি অনুবাকে কারীরী যাগের বিষয় বলা হয়েছে। তাঁর কিছু মন্ত্র এ অনুবাকে বলা হচ্ছে।]

তুমি মরুতের সম্বন্ধযুক্ত, মরুদ্গণের বলস্বরূপ ও জলের ধারার উদ্দেশে প্রতিবন্ধরূপ মেঘ ভিন্ন কর। হে মরুদ্গণ, তোমরা শ্যেনের মত প্রবল গতিযুক্ত পুরোবাতের সাথে ক্রীড়া কর, যা মনের মত বেগশালী, জলের বর্ষক, পেছনের বায়ুর বর্জনকারী, যে পুরোবাতের দ্বারা মেঘমুক্ত জল তীব্র ধারায় শীর্ণতা লাভ করছে। হে অশ্বিদ্বয়, সে জল যাতে মঙ্গলকর হয়, সেরূপে ধারণ কর। যে পুরোবাত বর্ষণের দ্বারা প্রজাদের তুষ্ট করে ঘুরে বেড়ায়, তার উদ্দেশে আহুতি দেয়া হচ্ছে। এরূপ ঝড়ের সাথে যুক্ত হয়ে তীব্র ধারাযুক্ত যা ভীষণ গর্জন করে ভয়ঙ্কররূপ, যা প্রাণঘাতক বজ্রের মত শব্দকারী, যা বিদ্যুৎ প্রকাশের সাথে যুক্ত, যা বর্ষধারায় শস্যক্ষেত্রাদির দীপক, যা দিনরাত পৃথিবীর পূর্ণকারী, যা প্রচুর বর্ষণকারী বলে প্রসিদ্ধ, যা সূর্য থাকাকালীন বিশেষরূপে শোভিত, যা গর্জনকারী ও বিদ্যুৎযুক্ত—এরূপ বায়ুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে মান্দ, শৃন্দ্, অজির, জ্যোতিষ্মান্, তমস্বরী, উন্দতী, সুফেনা, মিত্রভৃতে, ক্ষত্রভৃত, সুরাষ্ট্রনামক জলগণ, তোমরা এ কর্মে আমাকে রক্ষা কর। হে রজ্জু, তুমি বর্ষণকারী অশ্বের দৃঢ় বন্ধনকারক, বৃষ্টিসিদ্ধির জন্য তোমার বন্ধন করছি। ৭।১২ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বসব্যা অগ্নে সোম সূর্য। দেবাঃ শর্মণ্যা মিত্রাবরুণাহর্যমন্। দেবাঃ সপীতয়োহপাং নপাদাশুহেমন্। উদ্নো দত্তোদধিং ভিন্ত দিবঃ পর্জন্যাদন্তরিক্ষাৎ পৃথিব্যাস্ততো নো বৃষ্ট্যাহবত। দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন। পৃথিবীং যদ্‌ব্যুন্দন্তি। আ যং নরঃ সুদানবো দদাশুষে দিবঃ কোশমচুচ্যবুঃ। বি পর্জন্যাঃ সৃজন্তি রোদসী অনু ধন্বনা যন্তি বৃষ্টয়ঃ। উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ। ন বো দস্রা উপ দস্যন্তি ধেনবঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত। সৃজা বৃষ্টিং দিব আদ্ভিঃ সমুদ্রং পৃণ। অব্জা অসি প্রথমজা বলমসি সমুদ্রিয়ম্। উন্নম্ভয় পৃথিবীং ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ। উদ্নো দিব্যস্য নো দেহীশানো বি সৃজা দৃতিম্। যে দেবা দিবিভাগা যেহন্তরিক্ষভাগা যে পৃথিবিভাগাঃ। ত ইমং যজ্ঞমবন্তু ত ইদং ক্ষেত্রমা বিশন্তু ত ইদং ক্ষেত্রমনু বি বিশন্তু ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে অবশিষ্ট মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে প্রজাপালক অগ্নি, সোম, সূর্যদেব, হে সুখদায়ক মিত্র, বরুণ, অর্যমা, হে জলের অবিনাশক শীঘ্রগামী সোমপানকারী দেবগণ, তোমরা দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীর জন্য মেঘ বিদীর্ণ করে জল দিয়ে আমাদের রক্ষা কর। যখন দেবগণ পৃথিবী সিক্ত করে, তখন জলবাহী মেঘ দিনেও অন্ধকার করে দেয়, রাতের কথা কি বলব? ঋত্বিক্‌গণ হবির দাতা যজমানের জন্য দ্যুলোক থেকে জলের ধারক মেঘকে প্রসারিত করে। সে মেঘ বহু মেঘরূপে দ্যুলোক ও পৃথিবীতে বহু বর্ষণ করে, কিন্তু মরুভূমি জলরহিত থাকে। হে মরুদ্গণ, তোমরা সমুদ্রসদৃশ মেঘ থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন কর, তারপর পাংশুযুক্ত ভূপ্রদেশ প্লাবিত কর। হে ভূমির শোষণবন্ধকারী মরুদ্গণ, জগতের মঙ্গলকারী তোমাদের ধেনুসদৃশ মেঘগুলি কখনও উপেক্ষার নয়। তোমাদের রথের পেছনে পেছনে

অপর দেবগণও বৃষ্টি দেবার জন্য রথে আরোহণ করে আমাদের এ কর্মে আসুক। হে মরুৎ-সন্থ দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি কর আতপ-তাপে শুষ্ক সমুদ্রসদৃশ এ কুম্ভ পূর্ণ কর। হে মেঘ, তুমি জল থেকে প্রথম জাত, সমুদ্র সম্বন্ধীয় বৃষ্টির উৎপাদনে সামর্থযুক্ত। হে বর্ষা, পৃথিবী সিক্ত কর, তার জন্য আকাশে ব্যাপ্ত মেঘ বিদীর্ণ কর, তারপর দ্যুলোকের জল আমাদের বর্ষণ কর। হে ওষধির উৎপাদক দেব, তুমি বর্ষণের জন্য মেঘ পাঠিয়ে দাও। দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ভূলোকের দেবগণ এ যজ্ঞে এসে শস্যনিষ্পাদক ক্ষেত্র ও তারপর প্রতিক্ষেত্রে প্রবেশ করুক। ৮ ১০ ॥

মন্ত্র : মারুতমাসি মরুতামোজ ইতি কৃষ্ণং বাসঃ কৃষ্ণতূষং পরি ধত্ত এতদ্বৈ বৃষ্ট্যৈ রূপং সরূপ এব ভূত্বা পর্জন্যং বর্ষয়তি রময়ত মরুতঃ শ্যেনমায়িনমিতি পশ্চাদ্বাতং প্রতি মীবতি পুরোবাতমেব জনয়তি বর্ষস্যাবরুদ্ধ্যৈ বাতনামানি জুহোতি বায়ুর্বৈ বৃষ্ট্যা ঈশে বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মৈ পর্জন্যং বর্ষয়ত্যষ্টৌ জুহোতি চতস্রো বৈ দিশশ্চতস্রোঽবান্তরদিশা দিগ্‌ভ্য এব বৃষ্টিং সং প্র চ্যাবয়তি কৃষ্ণাজিনে সং যৌতি হবিরেবাকোঽন্ততঃ বর্হি সং যৌত্যবরুদ্ধ্যৈ যতীনামদ্যমানানাং শীর্ষাণি পরাঽপতন্তে খর্জূরা অভবন্তেষাং রস ঊর্ধ্বোঽপতত্তানি করীরাণ্যভবন্‌ৎ সৌম্যানি বৈ করীরাণি সৌম্যা খলু বা আহুতির্দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তি যৎকরীরাণি ভবন্তি সৌম্যয়ৈবাহুত্যা দিবো বৃষ্টিমব রুন্ধে মধুষা সং যৌত্যপাং বা এষ ওষধীনাং রসো যন্মধ্বদ্ভ্য এবৌষধীভ্যো বর্ষত্যথো অদ্ভ্য এবৌষধীভ্যো বৃষ্টিং নি নয়তি মান্দা বাশা ইতি সং যৌতি নামধেয়ৈরেবৈনা অচ্ছৈত্যথো যথা ব্রূয়াদসাবেহীত্যেবমেবৈনা নামধেয়ৈরা চ্যাবয়তি বৃষ্ণো অশ্বস্য সন্দানমসি বৃষ্ট্যৈ ত্বোপ নহ্যামীত্যাহ বৃষা বা অশ্বো বৃষা পর্জন্যঃ কৃষ্ণ ইব খলু বৈ ভূত্বা বর্ষতি রূপেণৈবৈনম্ সমর্ধয়তি বর্ষস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : 'তুমি মরুদ্‌গণের বলস্বরূপ' ইত্যাদি মন্ত্রে কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানের কথা বলা হয়েছে। জলপূর্ণ মেঘের দ্বারা সূর্যপ্রকাশ হলে বৃষ্টির স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ হয়। সেরূপ যজমান ও কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত থাকায় বৃষ্টির সমান রূপ হয়ে মেঘ বর্ষণে সমর্থ হয়। 'মরুদ্‌গণ শ্যেনের মত শীঘ্রগমনশীল পুরোবাতের সাথে ক্রীড়া করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে পেছনের বাতাস রুদ্ধ করে সামনের বাতাস বর্ষণের জন্য উৎপন্ন হয়। 'বর্ষণকারী পুরোবাতের উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুর নাম করে আহুতি দেয়া হয়েছে। বায়ু হচ্ছে বৃষ্টির প্রভু বায়ুর কাছে তার ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে বায়ু তাকে বৃষ্টি দেয়। 'মান্দ, বাশ' ইত্যাদি মন্ত্রে তার আধারের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণাজিনের উপর হবি-স্বরূপ ব্রীহি পেষণ করা হয়। বেদির মধ্যে হবি মিশাতে হবে। পারমহংসরূপ চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত যে যতিদের মুখে ব্রহ্মাত্ম প্রতিপাদক বেদান্ত শব্দ নেই, ইন্দ্র তাদের আরণ্য পশুর মুখে নিক্ষেপ করে। শাল বৃকের দ্বারা ভক্ষিত যতিদের কপালের যে অস্থিগুলি মাটিতে পড়ে থাকে, সেগুলি তাল বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, এজন্য তাল ফলগুলি মানুষের মস্তকের মত দেখায়। তাদের রস উপর থেকে ভূমিতে পড়ে সোম লতার তুল্য অঙ্কুররূপে পরিণত হয়। তাদের বলে করীর। এজন্য করীর সোমাঙ্কুরের মত সৌম্য। তাদের আহুতি দিলে দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি পতিত হয়। মক্ষিকা নানবিধ পুষ্প থেকে রস নিয়ে মধু তৈরী করে। তাদের রস ওষধি থেকে উৎপন্ন এবং তা বৃষ্টি থেকে ওষধি লাভ করেছে। ওষধি-উৎপন্ন ও দ্রবত্ব বলে এতে উভয়ের সার আছে। 'মান্দা, বাশা'

ইত্যাদি মন্ত্রে মান্দ প্রভৃতি জলের নাম ধরে তাদের ডাকা হয়েছে। 'হে রুজ্জু, তুমি বর্ধক অশ্বের বন্ধন-স্বরূপ'—ইত্যাদি মন্ত্রে যেমন অশ্ব সেচনসমর্থ, সেরূপ মেঘও সেচনসমর্থ জলে পূর্ণ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে পরে বর্ষণ করে। অতএব রুজ্জু-রূপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বর্ষণের কারণ হয়। ৯।১১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বসব্যা দেবাঃ শর্ম্মণ্যা দেবাঃ সপীতয় ইত্যা বধ্নাতি দেবাতাভি-রেবান্বহং বৃষ্টিমিচ্ছতি যদি বর্ষেত্তাবত্যেব হোতব্যং যদি ন বর্ষেচ্ছ্বো ভূতে হবির্নির্ব্বপেদহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণাবহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জ্জন্যো বর্ষতি নক্তং বা হি দিবা বা বর্ষতি মিত্রাবরুণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাবেবাস্মৈ অহোরাত্রাভ্যাং পর্জ্জন্যং বর্ষয়তোহগ্নয়ে ধামচ্ছদে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপে-ন্মারুতং সপ্তকপালং সৌর্য্যমেককপালমগ্নির্বা ইতো বৃষ্টিমুদীরয়তি মরুতঃ সৃষ্টাং নয়ন্তি যদা খলু বা অসাবাদিত্যো ন্যঙ্রশ্মিভিঃ পর্য্যাবর্ত্ততেহথ বর্ষতি ধামচ্ছদিব খলু বৈ ভূত্বা বর্ষত্যেতা বৈ দেবতা বৃষ্ট্যা ঈশতে তা এব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি তাঃ এবাস্মৈ পর্জ্জন্যং বর্ষয়ন্ত্যুতাবর্ষিষ্যন্বর্ষত্যেব সৃজা বৃষ্টিং দিব আদ্ভিঃ সমুদ্রং পৃণেত্যাহেমাশ্চৈবামূশ্চাপঃ সমর্দ্ধয়ত্যথো আভিরেবামূরচ্ছে-ত্যব্জা অসি প্রথমজা বলমসি সমুদ্রিয়মিত্যাহ যথাযজুরেবৈতদুন্নভয় পৃথিবীমিতি বর্ষাহবাং জুহোত্যেষা বা ওষধীনাং বৃষ্টিবনিস্তয়ৈব বৃষ্টিমা চ্যাবয়তি যে দেবা দিবি-ভাগা ইতি কৃষ্ণাজিনমব ধূনোতীম এবাস্মৈ লোকাঃ প্রীতা অভীষ্টা ভবন্তি। ১০ ।

[এ অনুবাকে অষ্টম অনুবাকের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ 'মানুষের পালক দেবগণ, সুখদায়ক দেবগণ ও সোমপানকারী দেবগণ' ইত্যাদি মন্ত্রে সে সে দেবতার অনুগ্রহে যজমান প্রতিদিন বৃষ্টি ইচ্ছা করছে। যদি বৃষ্টি হয়, তবে প্রথম দিন পিণ্ডদ্বয়ে হোমের দ্বারা কর্মের সমাপ্তি হবে। সেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে। তিন দিনেও যদি বৃষ্টি না হয়, তবে চতুর্থ দিনে পুরোডাশ অর্পণ করতে হবে। সূর্য প্রকাশযুক্ত বলে দিনের দেবতা মিত্র, আর অন্ধকারে লীন বলে রাতের দেবতা বরুণ। দিন বা রাত ছাড়া মেঘ বর্ষণ করতে পারে না, যেহেতু অন্য কাল নেই। রাত বা দিন কখন বর্ষণ হবে —এ জানা যায় না জন্য নিরন্তর বন্ধন করতে হবে। মিত্র ও বরুণের কাছে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে, তাতে তুষ্ট হয়ে তারা বর্ষণ করে। স্থানের আচ্ছাদক অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপাল পুরোডাশ, মরুতের উদ্দেশে সপ্ত কপাল এবং সোমের উদ্দেশে এক কপাল পুরোডাশ দিতে হবে। অগ্নি আদিত্যের দ্বারা বৃষ্টি প্রেরণ করে, মরুৎগণ তাকে এদিকে সেদিকে নিয়ে যায়। যখন আদিত্য তীব্র রশ্মির দ্বারা অতিরিক্ত সন্তাপ দেয়, তখন মেঘের দ্বারা সে বর্ষণ করায়। গৃহগুলি আচ্ছন্ন করেই যেন বহুল মেঘযুক্ত হয়ে বর্ষণ করে। অগ্নি, মরুৎ ও আদিত্য—এরা হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা। এদের কাছে তাদের ভাগ নিয়ে উপস্থিত হলে তুষ্ট হয়ে তারা যজমানের জন্য বর্ষণ করে। দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন করে তার জল দিয়ে সমুদ্র পূর্ণ কর' ইত্যাদি মন্ত্রে জলের দ্বারা পূর্ণ কর অর্থে এ ভূলোকস্থ জলের বৃদ্ধি করছে এবং বৃষ্টি উৎপন্ন কর বলতে স্বর্গস্থ জলের বর্ধন করছে, আর ভূলোকস্থ জল দিয়ে স্বর্গস্থ জ পাবার জন্য যাচ্ছে এ অর্থ বলা হয়েছে। 'তুমি জল থেকে উৎপন্ন, সমুদ্রের বল স্বরূপ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাশ্রুত যজুই তার অর্থ। 'পৃথিবী পূর্ণ কর' এর দ্বারা বর্ষার আহ্বান করে হোম করার কথা বলা হয়েছে। বর্ষাকালে ওষধির মধ্যে পুনর্নবা অধিক বৃষ্টি গ্রহণ করে। 'দ্যুলোকস্থ যে দেবগণ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবী-লোকস্থ দেবগণ তুষ্ট হয়ে যজমানের অভীষ্টপ্রদ হয় এ অর্থ করা হয়েছে। ১০।৭ ॥

মন্ত্র ঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যেতস্যামিষ্ট্যামনূচ্যানীত্যাহুস্ত্রিষ্টুভো বা এতদ্বীর্য্যং যৎককুদুষ্ণিহা জগত্যৈ যদুষ্ণিহককুভাবন্বাহ তেনৈব সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যাব রুন্ধে গায়ত্রী বা এষা যদুষ্ণিহা যানি চত্বার্য্যধ্যক্ষরাণি চতুষ্পাদ এব তে পশবো যথা পুরোডাশে পুরোডাশোঽধ্যেবমেব তদ্যদৃচ্যাধ্যক্ষরাণি যজ্জগত্যা পরিদধ্যাদন্তং যজ্ঞং গময়েত্ত্রিষ্টুভা পরি দধাতীন্দ্রিয়ং বৈ বীর্য্যং ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয় এব বীর্য্যে যজ্ঞং প্রতি ষ্ঠাপয়তি নান্তং গময়ত্যগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থেতি ত্রিবত্যা পরি দধাতি সরূপত্বায় সর্ব্বো বা এষ যজ্ঞো যৎত্রৈধাতবীয়ং কামায়কামায় প্র যুজ্যতে সর্ব্বেভ্যো হি কামেভ্যো যজ্ঞঃ প্রযুজ্যতে ত্রৈধাতবীয়েন যজেতাভিচরন্‌ৎ সর্ব্বো বৈ এষ যজ্ঞো যৎত্রৈধাতবীয়ং সর্ব্বেণৈবৈনং যজ্ঞেনাভি চরতি স্তৃণুত এবৈনমেতয়ৈব যজেতাভিচর্য্যমাণঃ সর্ব্বো বা এষ যজ্ঞো যৎত্রৈধাতবীয়ম্ সর্ব্বেণৈব যজ্ঞেন যজতে নৈনমভিচরন্‌ৎস্তৃণুত এতয়ৈব যজেত সহস্রেণ যক্ষ্যমাণঃ প্রজাতমেবৈনদ্দদাত্যেতয়ৈব যজেত সহস্রেণে- জানোঽন্তং বা এষ পশূনাং গচ্ছতি যঃ সহস্রেণ যজতে প্রজাপতিঃ খলু বৈ পশূনসৃজত তাংস্ত্রৈধাতবীয়েনৈবাসৃজত য এবং বিদ্বাংস্ত্রৈধাতবীয়েন পশুকামো যজতে যস্মাদেব যোনেঃ প্রজাপতিঃ পশূনসৃজত তস্মাদেবৈনান্‌ৎ সৃজত উপৈনমুত্তরং সহস্রং নমতি দেবতাভ্যো বা এষ আ বৃশ্চ্যতে যো যক্ষ্য ইত্যুক্ত্বা ন যজতে ত্রৈধাত- বীয়েন যজেত সর্ব্বো বা এষ যজ্ঞো যৎত্রৈধাতবীয়ম্ সর্ব্বেণৈব যজ্ঞেন যজতে ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়শ্চতুষ্কপালাস্ত্রিষ- মৃদ্ধত্বায় ত্রয়ঃ পুরোডাশা ভবন্তি ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামাপ্ত্যা উত্তর উত্তরো জ্যায়ান্ ভবত্যেবমিব হীমে লোকা যবময়ো মধ্য এতদ্বা অন্তরিক্ষস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ সর্ব্বেষামভিগময়ন্নব দ্যত্যচ্ছম্বট্কারম্ হিরণ্যং দদাতি তেজ এবাব রুন্ধে তার্প্যং দদাতি পশূনেবাব রুন্ধে ধেনুং দদাত্যাশিষ এবাব রুন্ধে সাম্নো বা এষ বর্ণো যদ্ধিরণ্যং যজুষাং তার্প্যমুক্থামদানাং ধেনুরেতানেব সর্ব্বান্বর্ণানব রুন্ধে ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে ত্রৈধাতবীয় যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ এ ত্রৈধাতবীয় যাগে সমস্ত ছন্দগুলি বলতে হবে—অভিজ্ঞেরা এ কথা বলে। তা কি করে সম্ভব—এ জন্য বলা হচ্ছে—ককুৎ ছন্দ ত্রিষ্টুভের সার এবং উষ্ণিক্ ছন্দ জগতীর সার। এ উভয়ের উচ্চারণে সকল ছন্দের কথা বলা হয়। এর দ্বারা ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের লাভ হলেও গায়ত্রী ছন্দ কি করে পাওয়া যায়, এজন্য বলছেন—উষ্ণিক্ ছন্দ অষ্টাবিংশতি অক্ষর, চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রী এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যে চারটি অক্ষর অধিক তা চতুষ্পদ পশু- স্বরূপ। যেমন পুরোডাশের উপর পুরোডাশ স্থাপনের বিধি আছে, সেরূপ উষ্ণিক্-ছন্দ যুক্ত ঋকে গায়ত্রী ছন্দের অক্ষর সংখ্যার অধিক চারটি অক্ষর বুঝতে হবে। ত্রিষ্টুভের দ্বারা সামধেনী যজ্ঞ সম্পন্ন করবে। ত্রিষ্টুপ্ ইন্দ্রিয় সামর্থ্য যুক্ত বলে এর দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ হয়। তাতে যজ্ঞ নষ্ট হয় না। যে ঋকে ত্রি-শব্দ আছে, ত্রিধাতবীয় কর্মেও ত্রি শব্দ থাকায় উভয়ের সাম্য আছে। সকল যজ্ঞে যে ছন্দগুলি প্রযুক্ত হয়, তা উষ্ণিক ও ককুদ এর দ্বারা ব্যাপ্ত। সকল কামনার জন্যই যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। বিশেষতঃ আভিচারিক ক্রিয়ায় এ ত্রৈধাতবীয় যাগের বিধান আছে। যে সহস্র দক্ষিণা দ্বারা যাগ করতে সমর্থ, সে এ ইষ্টির দ্বারা যাগ করে পরে বহুসহস্র দান করতে সমর্থ হয়। যে গাভীসহস্র দান করে যাগ করে, সে গাভী শূন্য হয় বলে পরবর্তী যাগ করতে পারে না। প্রজাপতি পশুদের সৃষ্টি কর্তা, সেজন্য পশু কামনায় প্রজাপতির যাগের দ্বারা প্রভূত পশু লাভ করে পরবর্তী যাগ করতে পারা যায়। দেবতার উদ্দেশে যাগ করব বলে যে করে না, সংকল্প-ভ্রষ্ট সে ব্যক্তি এ ত্রৈধতাবীয় যাগ করলে তার সে দোষ নষ্ট হয় ও দেবতার দ্রোহ করা

হয় না। এ যাগে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ দিতে হয় এবং তা সমৃদ্ধির জন্য হয়। চার কপাল পুরোডাশ তিন বারে দিতে হয়। তিনটি পুরোডাশ তিন লোক প্রাপ্তির জন্য হয়। ভূলোকের মানুষেরা স্বর্গের সূর্য চন্দ্রাদি স্পষ্ট দেখে, কিন্তু অন্তরিক্ষ লোকের যক্ষ গন্ধর্বাদি দেখে না। যব হচ্ছে অন্তরিক্ষ লোকের স্বরূপ, তা দিয়ে যাগ করলে সমৃদ্ধির কারণ হয়। তিন প্রকার দক্ষিণা দেখা যায়—হিরণ্য, ঘৃতাক্ত বস্ত্র ও ধেনু। তার মধ্যে হিরণ্য দানে তেজ লাভ হয়, ঘৃতাক্ত বস্ত্র দানে পশু লাভ হয় এবং ধেনুদানে কামনা লাভ হয়। ৷১১৷১৬ ॥

মন্ত্র : ত্বষ্টা হতপুত্রো বীন্দ্রং সোমমাহরত্তস্মিন্নিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত তং নোপাহ্বয়ত পুত্রং মেঽবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবত্তস্য যদত্যশিষ্যত তত্ত্বষ্টাহহবনীয়মুপ প্রাবর্তয়ৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেতি। স যাবদূর্ধ্বঃ পরাবিধ্যতি তাবতি স্বয়মেব ব্যরমত যদি বা তাবৎ প্রবণমাসীদ্যদি বা তাবদধ্যগ্নেরাসীৎ স সম্ভবন্নগ্নীষোমাবভি সমাভবৎ স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙ্ঙবর্ধত স ইমাঁল্লোকানবৃণোদ্ যদিমাঁল্লোকানবৃণোত্তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বং তস্মাদিন্দ্রাদবিভেদপি ত্বষ্টা। তস্মৈ ত্বষ্টা বজ্রমসিঞ্চত্তপো বৈ স বজ্র আসীত্তমুদ্যন্তুং নাশক্নোদথ বৈ তর্হি বিষ্ণুরন্যা দেবতাসীৎ সোঽব্রবীদ্বিষ্ণবেহীদমা হরিষ্যাবো যেনায়মিদমিতি স বিষ্ণুস্ত্রেধাত্মানং বি ন্যধত্ত পৃথিব্যাং তৃতীয়মন্তরিক্ষে তৃতীয়ং দিবি তৃতীয়মভিপর্যাবর্তাদ্ধ্যবিভেৎ যৎ পৃথিব্যাং তৃতীয়মাসীত্তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছদ্বিষ্ণ্বনুস্থিতঃ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তদস্মৈ প্রাযচ্ছত্তৎ প্রত্যগৃহ্ণাদধা মেতি তদ্বিষ্ণবেঽতি প্রাযচ্ছত্তদ্বিষ্ণুঃ প্রত্যগৃহ্ণাদস্মাস্বিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বিতি। যদন্তরিক্ষে তৃতীয়মাসীত্তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছদ্বিষ্ণ্বনুস্থিতঃ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তদস্মৈ প্রাযচ্ছত্তৎ প্রত্যগৃহ্ণাদ্দ্বির্মাঽধা ইতি তদ্বিষ্ণবেঽতি প্রাযচ্ছত্তদ্বিষ্ণুঃ প্রত্যগৃহ্ণাদস্মাস্বিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বিতি। যদ্দিবি তৃতীয়মাসীত্তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছদ্বিষ্ণ্বনুস্থিতঃ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হার্যোঽনাহমিদমস্মি তত্তে প্র দাস্যামীতি স্ত্রী ইত্যব্রবীৎ সন্ধাং তু সং দধাবহৈ ত্বামেব প্র বিশানীতি যন্মাং প্রবিশেঃ কিং মা ভুঞ্জ্যা ইত্যব্রবীত্ত্বামেবেন্ধীয় তব ভোগায় ত্বাং প্র বিশেয়মিত্যব্রবীত্তং বৃত্রঃ প্রাবিশদুদরং বৈ। বৃত্রঃ ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যো য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং তদস্মৈ প্রাযচ্ছত্তৎ প্রত্যগৃহ্ণাত্ত্রির্মাঽধা ইতি তদ্বিষ্ণবেঽতি প্রাযচ্ছত্তদ্বিষ্ণুঃ প্রত্যগৃহ্ণাদস্মাস্বিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বিতি যত্ত্রিঃ প্রাযচ্ছত্ত্রিঃ প্রত্যগৃহ্ণাত্তত্ত্রিধাতোস্ত্রিধাতুত্বং যদ্বিষ্ণুরন্বতিষ্ঠত বিষ্ণবেঽতি প্রাযচ্ছত্তস্মাদৈন্দ্রাবৈষ্ণবং হবির্ভবতি যদ্বা ইদং কিং চ তদস্মৈ তৎ প্রাযচ্ছদৃচঃ সামানি যজূংষি সহস্রং বা অস্মৈ তৎ প্রাযচ্ছত্তস্মাৎ সহস্রদক্ষিণম্ ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে ত্রৈধাতবীয় যাগের দেবতার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিল। এজন্য হতপুত্র ত্বষ্টা কোপে ইন্দ্রহীন সোমযাগ করতে আরম্ভ করে। সে যাগে ইন্দ্র তাকে আহ্বান করতে বললে ত্বষ্টা বলে—না, তুমি আমার পুত্রকে বধ করেছ। এজন্য তিনি ইন্দ্রকে আহ্বান করেন নি। কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞের বিঘ্ন করে বলপূর্বক সোম পান করেছিল। তারপর যা অবশিষ্ট অল্প সোমরস ছিল, তা নিয়ে ত্বষ্টা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে শত্রু উৎপন্নের জন্য হোমাগ্নিতে আহুতি দেয়। তার উচ্চারিত মন্ত্র হচ্ছে—'স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' অর্থাৎ হে অগ্নি, তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, ইন্দ্রের বিনাশক পুরুষ হয়ে তুমি বর্ধিত হও। কিন্তু উচ্চারণের পার্থক্যে স্বরের অপরাধে অগ্নি নিম্নমুখী হলো। তাতে এক পুরুষ উৎপন্ন হয়ে অগ্নি ও সোম

উভয়কেই দন্তপংক্তির দ্বারা আঘাত করল। সে প্রতিদিন ইষুপাতন স্থান পর্যন্ত বর্ধিত হতে হতে সকল দিক আচ্ছন্ন করে যথার্থ বৃত্র নাম ধারণ করল। সে বৃত্র ত্রিলোক আবৃত করায় ইন্দ্র ও ত্বষ্টা উভয়ে ভয় পেল। তখন ত্বষ্টা নিজেই ইন্দ্রের সাথে মিত্রতা করে বৃত্রের বধের জন্য ইন্দ্রের বজ্র অভিমন্ত্রিত করলেন। মন্ত্রপূত জলের দ্বারা বজ্র প্রক্ষালন করায় বজ্র তপোরূপ হয়ে উঠল। কিন্তু ইন্দ্রের তখন বজ্র তোলবার সামর্থ ছিল না, সে নিকটবর্তী বিষ্ণুকে বলল—এস আমার সহকারী হও, যাতে আমরা এ বৃত্রের বীর্য কেড়ে নিতে পারি। তখন বিষ্ণু তিনটি মূর্ত্তি উৎপন্ন করে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে স্থাপন করলেন। তারপর ইন্দ্র পৃথিবীতে যে রূপ ছিল তার সাথে বিষ্ণুর পেছনে থেকে বজ্র গ্রহণ করল। তখন বৃত্র ভয় পেয়ে বলল—ইন্দ্র, আমার শরীরে প্রহার করো না, আমি তোমাকে পৃথিবীর ব্যাপনক্ষম শক্তি দিচ্ছি। এ বলে বৃত্র তা ইন্দ্রকে দিল। ইন্দ্র তা নিয়ে বিষ্ণুকে দিল। বিষ্ণু 'আমাদের মধ্যে ইন্দ্র বীর্য ধারণ করুক'—এ অভিপ্রায়ে তা গ্রহণ করলেন। এরূপভাবে বৃত্র অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের আবরণ শক্তিও ইন্দ্রকে দিয়ে দিল। তবে দ্যুলোকের শক্তি দেবার আগে সে বলল—ইন্দ্র, তোমাকে সকল শক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তোমার সাথে একটা চুক্তি করব। হে ইন্দ্র, আমি তোমাতে প্রবেশ করতে চাই। ইন্দ্র বলল—সে কি, তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে? বৃত্র বলল—না, আমি তোমাকে খাব না, কিন্তু তোমার উদরাগ্নি বৃদ্ধি করে তোমাকে দীপ্ত করব, তা হলে তুমি বহুবিধ অন্ন ভোগ করতে পারবে. এজন্য তোমাতে প্রবেশ করব। এ বলে বৃত্র ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করে তার উদরস্বরূপ হলো। লোকে মানুষের উদরে বর্তমান ক্ষুধা হচ্ছে সহজাত শত্রু, যে এ জানে, সে ক্ষুধাকে বিনাশ করবে। বৃত্র ইন্দ্রকে তিনবার তার শক্তি দিয়েছে. ইন্দ্র তা বিষ্ণুকে দিয়েছে, আবার বিষ্ণু তা ইন্দ্রে স্থাপন করেছে। বৃত্রের তিনবার দেয়া ও ইন্দ্রের তিনবার নেয়া—এর দ্বারা শক্তিরূপ পুরোডাশ হবির তিনবার নেয়ার জন্য ত্রিধাতু নাম হয়েছে। একেক বারে চতুষ্কপাল করে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ দিতে হয় বলে এ যাগের নাম ত্রিধাতু। যেহেতু বিষ্ণুর অনুকূলে থেকে ইন্দ্র তাকে সাদরে দিয়েছিল, অতএব এ যজ্ঞে বিষ্ণু ও ইন্দ্র দেবতা। তিনবারের প্রদত্ত হবি হচ্ছে ঋক্, যজু ও সাম। এ যাগে সহস্র দক্ষিণা দেবার কথা বলা হয়েছে ॥ ১২।১৫

টীকা: ইন্দ্রশত্রুঃ—ইন্দ্রের শাতয়িতা এ অর্থে তৎপুরুষ সমাসে অন্ত্য স্বরের উদাত্ত হবার কথা। তা ভুল করে আদি স্বরের উদাত্ত উচ্চারণ হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হয়ে অর্থ হলো ইন্দ্র যার শাতয়িতা। এ হলো মন্ত্রগত স্বরের অপরাধ। অপরাধ না হলে অগ্নি উন্নত জ্বালাবিশিষ্ট হয়ে যজমানের কার্যসিদ্ধি করে। অপরাধ হলে অগ্নির জ্বালা অবনত হয়, তাতে যজমানের কার্য সিদ্ধ হয় না।

মন্ত্র: দেবা বৈ রাজন্যাজ্জায়মানাদবিভয়ুস্তমন্তরেব সন্তং দাম্নাঽপৌম্ভন্ৎস বা এষোঽপোম্ভো জায়তে যদ্রাজন্যো যদ্বা এষোঽনপোম্ভো জায়েত বৃত্রান্ ঘ্নংশ্চরেদ্যং কাময়েত রাজন্যমনপোম্ভো জায়েত বৃত্রান্ ঘ্নংশ্চরেদিতি তস্মা এতমৈন্দ্রাবার্হস্পত্যং চরুং নির্বপেদৈন্দ্রো বৈ রাজন্যো ব্রহ্ম বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনং দাম্নোঽপোম্ভনান্মুঞ্চতি হিরণ্ময়ং দাম দক্ষিণা সাক্ষাদেবৈনম্ দাম্নোঽপোম্ভনান্ মুঞ্চতি ॥ ১৩ ॥

[এ অনুবাকে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির চরু দেবার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: দেবতারা রাজন্য থেকে ভীত হয়ে রজ্জুর দ্বারা গর্ভাবস্থায় তার শক্তি প্রতিবন্ধ করেছে। তা না হলে জন্ম মাত্রে ক্ষত্রিয়েরা শত্রুদের বিনাশ করে বেড়াত। যে অধ্বর্যু রাজন্যের এ বন্ধন মুক্ত করতে চায়, সে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু অর্পণ করবে। ইন্দ্র হচ্ছে ক্ষত্রিয় এবং বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ স্বরূপ।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির যাগ করলে ইন্দ্র বৃহস্পতির সামর্থ্যে দৈব প্রতিবন্ধক থেকে রাজন্যকে মুক্ত করে। এ যাগে হিরণ্য রজ্জু দক্ষিণা দিতে হয়। ১।৭।৩ ॥

মন্ত্র ঃ নবোনবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রে। ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতি দীর্ঘমায়ুঃ। যমাদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি যমক্ষিতমক্ষিতয়ঃ পিবন্তি। তেন নো রাজা বরুণো বৃহস্পতিরা প্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ। প্রাচ্যাং দিশি ত্বমিন্দ্রাসি রাজোতোদীচ্যাং বৃত্রহন্ বৃত্রহাসি। যত্র যন্তি স্রোত্যাস্তজ্জিতং তে দক্ষিণতো বৃষভ এধি হব্যঃ। ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অ ধরাজো রাজসু রাজয়াতি। বিশ্বা হি ভূয়াঃ পৃতনা অভিষ্টীরুপ-সদ্যো নমস্যো যথাঽসৎ। অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবঃ পৃথিব্যাঃ পর্যন্ত-রিক্ষাৎ। স্বরাড়িন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়। অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ সুবর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ। ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ। ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ। যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ। ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্য্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী। পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্য্যশ্বাদ্রিঃ! সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্ব্বা। রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম। উদগ্নে শুচয়স্তব বি জ্যোতি-ষোদু ত্যং জাতবেদসং সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আঽপ্রা দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধ ঋতুভির্হবন-শ্রুতঃ। জুষন্তাং যুজ্যং পয়ঃ। বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবি ষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়-ধ্বম্। দেবা মনুষ্যা দেবাসুরা অব্রুবন্দেবাসুরাস্তেষাং গায়ত্রী প্রজাপতিস্তা যত্রাগ্নে গোভি শ্চিত্রয়া মারুতং দেবা বসব্যা অগ্নে মারুতং দেবা বসব্যা দেবাঃ শর্ম্মণ্যাঃ সর্ব্বাণি ষষ্টা হতপুত্রো দেবা বৈ রাজন্যান্নবোনবশ্চতুর্দশ ॥ দেবা মনুষ্যাঃ প্রজাং পশূন্দেবা বসব্যাঃ পরিদধ্যাদিদমস্ম্যষ্টাচত্বারিংশৎ ॥ ১৪ ॥

[এ অনুবাকে আদিত্যের উদ্দেশে চরু দেবার কথা বলা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ আদিত্য চন্দ্রের দীপ্তির কারণ বলে চন্দ্রের সাথে অভিন্নরূপে এখানে আদিত্যের স্তুতি করা হচ্ছে। চন্দ্র প্রতিদিন উদয় লাভ করে নতুন নতুন হয়। প্রতিপৎ থেকে কলা বৃদ্ধিতে চন্দ্রের নূতনত্ব এবং দক্ষিণ উত্তর গতিতে সূর্যের নূতনত্ব। ঊষার আরম্ভে পূর্বদিকে এর উদয়ে দিনের চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং সকাল বেলা অগ্নিহোত্রাদি কার্য আরম্ভ হলে দেবতাদের ভাগ দেয়া হয়। চন্দ্রকলার ক্ষয়বৃদ্ধির কারণ আদিত্য এ কর্মে এসে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুক। শুক্লপক্ষে আদিত্যগণ এক এক কলা প্রদান করে যে চন্দ্রের বর্ধন করে, আবার কৃষ্ণ-পক্ষে ক্ষয়রহিত বহ্নি প্রভৃতিদেবগণ যার এক এক কলা পান করে, সে অমৃতের দ্বারা দীপ্যমান আদিত্য, বরুণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ভুবনপালক দেবগণ রোগগ্রস্ত আমাদের রোগ দূর করে বর্ধন করুক। হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বদিকের অধিপতি। হে বৃত্রহা, তুমি উত্তর দিকে বৃত্রের নাশক। যেখানে যেখানে নদী গিয়েছে, সে সব দিক তুমি জয় করেছ। তুমি কামবর্ষক, হোমযোগ্য হয়ে আহবনীয়ের দক্ষিণদিকে অবস্থান কর। ইন্দ্র সব স্থানে জয় লাভ করে, কোথাও পরাজিত হয় না। সকল রাজার অধিরাজা ইন্দ্র সকলের উপর রাজত্ব করে। সকলের শরণ্য ও নমস্কারের পাত্র ইন্দ্র সকল শত্রুসেনার পরাভব করতে সমর্থ হোক। এই ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক অতিক্রম করে আছে। ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠিয়ে

থাকে। সে ইন্দ্র স্বরাট, সবসময় উদ্যতায়ুধ, শত্রুসেনার উপর গমনশীল এবং অন্নদানে ক্ষুধারূপ রোগের ত্রাণকর্তা। দুগ্ধহীন ধেনুগণ যেমন বৎসের প্রতি সাদরে হম্বারব করে, হে বীর ইন্দ্র, সেরূপ আমরা বারবার তোমার স্তুতি করছি। তুমি এ স্থাবর জঙ্গমের ঈশ্বর ও স্বর্গের প্রদর্শক। হে ইন্দ্র, অনুষ্ঠানবর্তী আমরা অন্ন দেবার জন্য তোমার আহ্বান করছি। শত্রুরা এলে সম্মার্গের পালক তোমার আহ্বান করি। মানুষ আমরা সকল দিকে শত্রুসেনার অশ্ব দেখে তোমাকে ডাকি, তুমি শক্তি দিয়ে আমাদের পালন কর। হে ইন্দ্র, যদি দ্যুলোক শতসংখ্যক হয় এবং ভূলোকও শতসংখ্যক হয়, তবুও দ্যাবাপৃথিবী ঐশ্বর্যের দ্বারা তোমার অনুকরণ করতে পারবে না, সেরূপ যদি সূর্য সংস্রসংখ্যক হয়, হে বজ্রী, তবুও তেজের দ্বারা তোমার অনুকরণ করতে সমর্থ হবে না। হে ইন্দ্র, হে হর্যশ্ব, ঋত্বিকদের সংযত হস্ত দ্বারা পাষাণে অভিষুত সোম পান কর, সে সোম তোমার আনন্দদায়ক হোক। ধনবান, আমাদের সাথে হর্ষযুক্ত বহু অন্নযুক্ত জলদেবীগণ আমাদের সুখের জন্য আমাদের প্রভু ইন্দ্রের সাথে যাক। সে জলের সাথে আমরা ইন্দ্রের স্তুতি করে তৃপ্ত হবো। হে অগ্নি, তোমার শুদ্ধ জ্যোতির সাথে তুমি প্রকাশিত হচ্ছো। রশ্মিগুলি জাতবেদা অগ্নি-সদৃশ সূর্যকে ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করছে। হে বিচক্ষণ সূর্যদেব, সপ্ত অশ্ব দীপ্যমান কেশস্থানীয় রশ্মিযুক্ত তোমাকে রথে বহন করছে। বিচিত্র বর্ণের সৈন্যসদৃশ রশ্মি-মণ্ডল উদিত হচ্ছে। সে সূর্য মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি সকলের চক্ষু-স্থানীয়। সে সূর্য স্থাবর জঙ্গমের আত্মারূপে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ করছে। সত্যবর্ধক, প্রতিঋতুর প্রতি কর্মে আহ্বান শ্রবণকারী সকল দেবগণ যোগ্য হবির সেবা করুক। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা আমার আহ্বান শোন, যাঁরা অন্তরিক্ষলোকে আছ, যারা আমাদের নিকটবর্তী পৃথিবীতে আছ, যারা স্বর্গ-লোকে আছ, যারা অগ্নির দ্বারা হবির গ্রহণকারী, যারা যাগযোগ্য, সে তোমরা সকলে এ দর্ভাসনে উপবেশন করে হৃষ্ট হয়ে যজমানের আনন্দবর্ধন কর। ১৪।১৭ ॥

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়োঽসুরাণাং তস্য ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসন্ৎ সোমপানং সুরাপানমন্নাদনং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ সর্ব্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃঙ্বৈ রাষ্ট্রং বি পর্য্যাবর্তয়তীতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্যৎ সোমপানমাসীৎ স কপিঞ্জলোঽভবদ্যৎ সুরাপানং স কলবিঙ্কো যদন্নাদনং স তিত্তিরিস্তস্যাঞ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্ণাত্তাং সম্বৎসরমবিভস্তং ভূতান্যভ্যক্রোশন্ ব্রহ্মহন্নিতি স পৃথিবীমুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহাণেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ খাতাৎ পরাভবিষ্যন্তী মন্যে ততো মা পরা ভূবমিতি পুরা তে সম্বৎসরাদপি রোহাদিত্যব্রবীত্তস্মাৎ পুরা সম্বৎসরাৎ পৃথিব্যৈ খাতমপি রোহতি বারেবৃতং হ্যস্যৈ তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎ স্বকৃতমিরিণমভবত্তস্মা-দাহিতাগ্নিঃ শ্রদ্ধাদেবঃ স্বকৃত ইরিণে নাব স্যেদ্ ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ বর্ণঃ স বনস্পতীনু-পাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্ণীতেতি তেঽব্রুবন্বরং বৃণামহৈ বৃক্নাৎ পরাভবিষ্যন্তো মন্যামহে ততো মা পরা ভূমেত্যাব্রশ্চনাদ্বো ভূয়াংস উত্তিষ্ঠানিত্য-ব্রবীত্তস্মাদাব্রশ্চনাদ্ বৃক্ষাণাং ভূয়াংস উত্তিষ্ঠন্তি বারেবৃতং হ্যেষাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্ৎস নির্য্যাসোঽভবত্তস্মান্নির্য্যাসস্য নাশ্যং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ

বর্ণোঽথো খলু য এব লোহিতো যো বাঽব্রশ্চনান্নির্যেষতি তস্যা নাঽশ্যং কামমন্যস্ম স স্ত্রীষং সাদমুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নীতেতি তা অব্রুবন্বরং বৃণামহা ঋত্বিয়াৎ প্রজাং বিন্দামহৈ কামমা বিজনিতোঃ সং ভবামেতি তস্মাদৃত্বিয়াৎ স্ত্রিয়ঃ প্রজাং বিন্দন্তে কামমা বিজনিতোঃ সং ভবন্তি বারেবৃতং হ্যাসাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্নন্ৎসা মলবদ্বাসা অভবত্তস্মান্ মলবদ্বাসসা ন সং বদেত ন সহাঽসীত নাস্যা অন্নমদ্যাদ্ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষা বর্ণং প্রতিমুচ্যাঽস্তেঽথো খলাহুরভ্যঞ্জনং বাব স্ত্রিয়া অন্নমভ্যঞ্জনমেব ন প্রতিগৃহ্যং কামমন্যদিতি যাং মলবদ্বাসসং সম্ভবন্তি যস্ততো জায়তে সোঽভিশস্তো যামরণ্যে তস্যৈ স্তেনো যাং পরাচীং তস্যৈ হ্রীতমুখ্য-পগলভো যা স্নাতি তস্যা অপ্সু মারুকো যা অভ্যঙ্ক্তে তস্যৈ দুশ্চর্মা যা প্রলিখতে তস্যৈ খলতিরপমারী যাঽঙ্‌ক্তে তস্যৈ কাণো যা দতো ধাবতে তস্যৈ শ্যাবদন্যা নখানি নিকৃন্ততে তস্যৈ কুনখী যা কৃণত্তি তস্যৈ ক্লীবো যা রজ্জুং সৃজতি তস্যা উদ্বন্ধুকো যা পর্ণেন পিবতি তস্যা উন্মাদুকো যা খর্বেণ পিবতি তস্যৈ খর্বস্তিস্রো রাত্রীর্ব্রতং চরেদঞ্জলিনা বা পিবেদখর্ব্বেণ বা পাত্রেণ প্রজায়ৈ গোপীথায় ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপ বধের আখ্যান বর্ণনা করা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছিল দেবতাদের পুরোহিত এবং অসুরদের ভাগিনেয়। তাঃ ছিল তিনটি মাথা, এক মুখ দিয়ে সোমপান, এক মুখ দিয়ে সুরাপান ও অপর মুখ দিয়ে অন্ন গ্রহণ করত। সে প্রত্যক্ষভাবে হবির ভাগ দেবতাদের এবং পরোক্ষভাবে তা অসুরদের দিতে বলতো। লোকে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষে গোপন কথায় লোকে বেশী বিশ্বাস করে। এজন্য ইন্দ্র এ জেনে ভয় পেলো—এতে রাষ্ট্রে বিপর্যয় দেখা দেবে। সেজন্য ইন্দ্র তার বজ্র দিয়ে তার মাথাগুলি কেটে ফেলল, তা থেকে তিনটি পক্ষীর জন্ম হয়। যে মুখে সোমপান করত, তা হলো কপিঞ্জল পক্ষী, সুরাপান করত যেমুখ তা কলবিঙ্ক এবং যা অন্নপান করত, তা হল তিত্তির পক্ষী। ইন্দ্র এ ব্রহ্মহত্যা অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করলে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ বলে পাপ তাকে স্পর্শ না করলেও লোকে তাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলে নিন্দা করতে লাগল। ইন্দ্র এ দোষ পরিহারের জন্য পৃথিবীর কাছে গিয়ে বলল—আমার পাপের তৃতীয় ভাগ নাও। পৃথিবী বলল—আমার খাত যাতে পূর্ণ হয় তা কর। ইন্দ্র বলল—বৎসরের মধ্যে তোমার খাত পূর্ণ হবে। ইন্দ্র এরূপ বললে পৃথিবী সে ব্রহ্মহত্যা পাপের তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করল। ঊষর ক্ষেত্র হচ্ছে সে ব্রহ্মহত্যা পাপের রূপ, যেখানে শ্রাদ্ধদেব অগ্নি কখন অবস্থান করে না। তার-পর ইন্দ্র অপর তৃতীয় ভাগের জন্য বৃক্ষকে বললে বৃক্ষ তাঃ খাত পূরণের বর পেয়ে ব্রহ্মহত্যা পাপের তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করে। বৃক্ষের ত্বগাদি ছিন্ন হলে যদি লোহিত বর্ণের নির্যাস নির্গত হয়, তা হচ্ছে ব্রহ্মহত্যা পাপের রূপ, তা অভক্ষণীয়। তারপর ইন্দ্র অপর তৃতীয় ভাগের জন্য স্ত্রীলোকদের বললে তারা গর্ভের উপদ্রব ব্যতীত পুরুষ-সঙ্গ লাভের বর প্রার্থনা করে। ইন্দ্র সে বর দিলে স্ত্রীগণ ব্রহ্মহত্যা পাপের তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করে। স্ত্রীলোকেরা রজস্বলাকালীন সে পাপের প্রকাশ পায়, সে সময় তারা তৈলাদি গ্রহণ বা শরীরের অভ্যঞ্জন প্রভৃতি করবে না, তৎস্পৃষ্ট অন্নাদি কেউ গ্রহণ করবে না। প্রসঙ্গক্রমে রজস্বলার ব্রত বলছেন—যে মলবাসযুক্ত রমণীর সম্ভাষণ করবে, সে মিথ্যা অপবাদযুক্ত, সভাতে লজ্জিত, মরণশীল, কুষ্ঠরোগযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে নারী ভিত্তি প্রভৃতিতে চিত্রাদি করে, সে কেশশূন্য, দুর্মরণযুক্ত, কাণা ও মলিন দন্ত হয়। তৃণাদি ছেদন করলে কুনখী, রজ্জু তৈরী করলে উদ্বন্ধনে মারা যায়, যে পর্ণে পান করে সে উন্মাদ ও যে বহিপক্ব শরাবাদিতে পান করে, সে

খর্ব হয়। এ দোষগুলি পরিহারের জন্য সম্ভবাদিস্বর্জন রূপ নিয়মগুলি পালন করা উচিত। তিন রাত এ ব্রত পালনের দ্বারা পুত্রের কল্যাণ হয়। ১।

মন্ত্র : ত্বষ্টা হতপুত্রো বীন্দ্রং সোমমাহরত্তস্মিন্নিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত তং নোপাহ্বয়ত পুত্রং মেঽবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবত্তস্য যদত্যশিষ্যত তত্ত্বষ্টাঽহবনীয়মুপ প্রাবর্তয়ৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেতি যদবর্তয়ত্তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বং যদব্রবীৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেতি তস্মাদস্য ইন্দ্রঃ শত্রুরভবৎ স সম্ভবন্নগ্নীষোমাবভি সমভবৎ স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙঙবর্ধত স ইমাল্লোঁকান-বৃণোদ্যদিমাল্লোঁকানবৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বং তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেৎ স প্রজাপতিমুপা-ধাবচ্ছত্রুর্মেঽজনীতি তস্মৈ বজ্রং সিক্ত্বা প্রায়চ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত তাব-ব্রুতামগ্নীষোমৌ মা প্র হারাবমন্তঃ স্ব ইতি মম বৈ যুবং স্থ ইত্যব্রবীন্মামভ্যেতমিতি তৌ ভাগধেয়মৈচ্ছেতাং তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে প্রায়চ্ছত্তাবব্রু-তামভি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শক্নুব ঐতুমিতি স ইন্দ্র আত্মনঃ শীতরুরাবজনয়ত্ত-চ্ছীতরুরয়োর্জন্ম। য এবং শীতরুরয়োর্জন্ম বেদ নৈনং শীতরুরৌ হতস্তাভ্যা-মেনমভ্যনয়ত্তস্মাজ্জঞ্জভ্যমানাদগ্নীষোমৌ নিরক্রামতাং প্রাণাপানৌ বা এনং তদ-জহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোঽপানঃ ক্রতুস্তস্মাজ্জঞ্জভ্যমানো ব্রূয়ান্ময়ি দক্ষক্রতূ ইতি প্রাণাপানাবেবাত্মন্ধত্তে সর্বমায়ুরেতি স দেবতা বৃত্রান্নির্হূয় বার্ত্রঘ্নং হবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদ্ঘ্নন্তি বা এনং পূর্ণমাস আঽমাবাস্যায়াং প্যায়য়ন্তি তস্মাদ্বার্ত্রঘ্নী পূর্ণমাসেঽনূচ্যেতে বৃধন্বতী অমাবাস্যায়াং তৎসংস্থাপ্য বার্ত্রঘ্নং হবি-র্বজ্রমাদায় পুনরভ্যায়ত তে অব্রুতাং দ্যাবাপৃথিবী মা প্র হারাবয়োর্বৈ শ্রিত ইতি তে অব্রুতাং বরং বৃণাবহৈ নক্ষত্রবিহিতাঽহমসানীত্যসাবব্রবীচ্চিত্রবিহিতাঽ-হমিতীয়ং তস্মান্নক্ষত্রবিহিতাঽসৌ চিত্রবিহিতেয়ং য এবং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বরং বেদৈনং বরো গচ্ছতি স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তে দেবা বৃত্রং হত্বাঽগ্নী-ষোমাবব্রুবন্ হব্যং নো বহতমিতি তাবব্রুতামপতেজসৌ বৈ ত্যৌ বৃত্রে বৈ ত্যয়োস্তেজ ইতি তেঽব্রুবন্ ক ইদমচ্ছেতীতি গৌরিত্যব্রুবন্ গৌর্বাব সর্বস্য মিত্রমিতি সাঽব্রবীৎ বরং বৃণৈ ময্যেব সতোভয়েন ভুনজাধ্বা ইতি তদ্গৌরাঽ-হরত্তস্মাদ্গবি সতোভয়েন ভুঞ্জত এতদ্বা অগ্নেস্তেজো যদ্ঘৃতমেতৎ সোমস্য যৎ পয়ো য এবমগ্নীষোময়োস্তেজো বেদ তেজস্ব্যেব ভবতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যং পৌর্ণমাসমিতি প্রাজাপত্যমিতি ব্রূয়াত্তেনেন্দ্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিরবাসায়-য়দিতি তস্মাজ্জ্যেষ্ঠং পুত্রম্ ধনেন নিরবসায়য়ন্তি। ২।

[এ অনুবাকে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধ বর্ণনা করে পূর্ণিমাতে অগ্নি-সোম যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হতপুত্র ত্বষ্টা ইন্দ্রহীন সোমযাগ করতে আরম্ভ করে; তাতে ইন্দ্র এসে সোম আহুতি প্রার্থনা করলে ত্বষ্টা পুত্রহন্তা বলে তাকে আহ্বান করে নি। ইন্দ্র বলপূর্বক সোম পান করে, ত্বষ্টা তার অবশিষ্ট সোম গ্রহণ করে 'ইন্দ্রশত্রু বর্ধিত হোক'—এ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করে। কিন্তু স্বরের ব্যতিক্রম ঘটায় 'ইন্দ্র যার ঘাতক',—এ অর্থ থেকে বৃত্রের জন্ম হয়। সে বৃত্র ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে এ লোক আচ্ছন্ন করে, তাতে ভীত হয়ে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে গিয়ে বলে —আমার শত্রু জন্মেছে। প্রজাপতি তার বজ্র অভিমন্ত্রিত করে তা দিয়ে বৃত্র বধ করতে বলে। ইন্দ্র তা নিয়ে বৃত্রবধের জন্য যায়। [অবশিষ্ট মন্ত্রার্থ পূর্ব-প্রপাঠকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।] ইন্দ্র বৃত্রবধ করতে উদ্যত হলে অগ্নি ও সোম তাকে বলে—'হে ইন্দ্র, তুমি বৃত্রকে আঘাত করো না, আমরা এর মধ্যে অবস্থান

করছি'। ইন্দ্র বললে—'তোমরা আমার ছিলে, অতএব আমার দিকে চলে এস'। তারা জিজ্ঞাসা করে 'তোমার দিকে গেলে আমাদের কি ভাগ ?' ইন্দ্র পূর্ণমাসীতে অগ্নিষোমীয় পুরোডাশ তাদের ভাগ দেয়। এ জন্য পূর্ণিমা তিথিতে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ দিতে হয়। তারপর অগ্নি ও সোম বলল—আমরা বৃত্রের দন্তপংক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারছি না। ইন্দ্র শীতজ্বর ও সন্তাপ সৃষ্টি করল। যারা জ্বর ও তাপের জন্ম জানে তারা শীত ও তাপে মারা যায় না। তারপর ইন্দ্র শীতজ্বর ও সন্তাপরূপ অস্ত্র বৃত্রের দিকে নিক্ষেপ করল। এর ফলে বৃত্র মুখ খুললে অগ্নি ও সোম নির্গত হলো। অগ্নি ও সোম বার হয়ে এলে প্রাণ ও অপান বৃত্রকে ত্যাগ করল। প্রাণ ও অপানের যথাক্রমে দক্ষ ও ক্রতু এ দুটি নাম। এজন্য যাগকালে যজমান মুখবিদারণ করলে 'আমাতে দক্ষক্রতু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে, তাতে প্রাণ ও অপান স্থির হয়ে থাকে; আর অপমৃত্যু পরিহার করে আয়ু লাভ করে থাকে। সে ইন্দ্র অগ্নি সোম প্রমুখ সকল দেবতাকে বৃত্রের কাছ থেকে বার করে বৃত্রবধের জন্য হবি পূর্ণমাসীতে অর্পণ করল। এ লোকেও অন্ধকারে আচ্ছন্ন শত্রুকে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বিনাশ করে থাকে। অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার অভাবে অন্ধকার বৃদ্ধি পায়। এজন্য বৃত্রবধ যুক্ত ঋকের সাথে আজ্যভাগ পূর্ণিমাতে দিতে হয় এবং বৃধ শব্দ যুক্ত ঋকের সাথে অমাবস্যায় হবি দিতে হয়। তারপর ইন্দ্র হবি সম্পূর্ণ করে বজ্র নিয়ে আবার বৃত্রকে বধ করতে এলে দ্যাবাপৃথিবী তাকে বলল—এ বৃত্র ভূমি থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত আছে অতএব একে প্রহার করো না। ইন্দ্র তা স্বীকার না করে প্রহারে উদ্যত হলে তারা বর চেয়ে নিলেন। আকাশে নক্ষত্ররূপে অলংকৃত হয়ে থাকব—এ দ্যুলোকের বর এবং মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বিবিধ রূপে অলংকৃত থাকব—এ পৃথিবীর বর। ইন্দ্রের বরে তারা সেরূপ হলো। যারা এ বর প্রাপ্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা নিজেদের অভীষ্ট বর লাভ করে। তারপর ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীর অনুমতিতে বৃত্রকে বধ করল। বৃত্রবধের পর দেবতারা অগ্নি ও সোমকে বলল—আমাদের জন্য হব্য বহন কর। তারা বলল বৃত্র দীর্ঘকাল দংশন করায় তাদের তেজ চলে গেছে, তা এখন বৃত্রে আছে। বৃত্রের কাছ থেকে তেজ কে আনতে যাবে এ চিন্তা করে তারা স্থির করল—গাভী কারো শত্রু নয়, কাজেই গাভী গিয়ে বৃত্রের কাছ থেকে তেজ আনুক। গাভী বলল—আমাকে বর দাও, সে তেজ আমাতে থাকবে, তা হলে তোমরা ভোজন করতে পারবে। এ বর লাভ করে সে তেজ গাভী এনেছিল। এজন্য এ লোকে গাভীর ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা ভোজন সম্পন্ন হয়। ঘৃত হচ্ছে অগ্নির তেজ আর দুগ্ধ হচ্ছে সোমের—এ যারা জানে তারা তেজস্বী হয়। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—পৌর্ণমাসী যজ্ঞের দেবতা প্রজাপতি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রকে পৌর্ণমাস কর্মের দ্বারা সমস্ত বিত্ত দিয়ে স্থির করেছে। যেমন প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করেছে, সেরূপ ইন্দ্রও বৃত্র থেকে অগ্নি ও সোম বার করে পুরোডাশ দিয়েছে—এজন্য প্রজাপতি ও ইন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। এ নে প্রজাপতি যেমন ইন্দ্রকে সকল ধন দিয়েছিলেন, সেরূপ এ জগতে লোকে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দিয়ে যায়। ২।১ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রং বৃত্রং জঘিনবাংসং মৃধোঽভি প্রাবেপন্ত স এতং বৈমৃধং পূর্ণমাসেঽনুনির্বাপ্যমপশ্যত্তং নিরবপত্তেন বৈ স মৃধোঽপাহত যদ্বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্বাপ্যো ভবতি মৃধ এব তেন যজমানোঽপ হত ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা দেবতাভিশ্চেন্দ্রিয়েণ চ ব্যার্ধ্যত স এতমাগ্নেয়মষ্টাকপালমমাবাস্যায়ামপশ্যদৈন্দ্রং দধি তং নিরব-

পত্তেন বৈ স দেবতাভ্যশ্চেন্দ্রিয়ং চাবারুন্ধ যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবত্যৈন্দ্রং দধি দেবতাশ্চৈব তেনেন্দ্রিয়ং চ যজমানোঽব রুন্ধ ইন্দ্রস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্যং পৃথিবীমনু ব্যার্চ্ছত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভবন্‌ৎস প্রজাপতিমুপাধাবদ্‌বৃত্রং মে জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্যং পৃথিবীমনু ব্যারত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভূবন্নিতি স প্রজাপতিঃ পশূনব্রবীদেতদস্মৈ সং নয়তেতি তৎ পশব ওষধীভ্যোঽধ্যাত্মন্‌ৎসমনয়ন্তৎ প্রত্যদুহন্যাৎ সমনয়ংতৎ সান্নায্যস্য সান্নায্যত্বং যৎ প্রত্যদুহস্তৎ প্রতিধুষঃ প্রতিধুক্ত্বং সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষন্ন তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদস্মৈ শৃতং কুরুতেত্যব্রবীত্তদস্মৈ শৃতমকুর্বন্নিন্দ্রিয়ং বাবাস্মিন্‌ বীর্যং তদশ্রয়ন্তচ্ছৃতস্য শৃতত্বং সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষ-শৃতমক্রন্ন তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদস্মৈ দধি কুরুতেত্যব্রবীত্তদস্মৈ দধ্যকুর্বন্তদেন-মধিনোত্তদ্দধ্নো দধিত্বং ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দধ্নঃ পূর্বস্যাবদেয়ং দধি হি পূর্বং ক্রিয়ত ইত্যনাদৃত্য তচ্ছৃতস্যৈব পূর্বস্যাব দ্যেদিন্দ্রিয়মেবাস্মিন্‌ বীর্যং শ্রিত্বা দধ্না-পরিষ্টাদ্ধিনোতি যথাপূর্বমুপৈতি যৎ পূতীকৈর্বা পর্ণবল্কৈর্বাঽতঞ্চ্যাৎ সৌম্যং তদ্যৎ কর্ল রাক্ষসং তদ্যত্তণ্ডুলৈর্বৈশ্বদেবং তদ্যদাতঞ্চনেন মানুষং তদ্যদ্দধ্না তৎ সেন্দ্রং দধ্না-ঽতনক্তি সেন্দ্রত্বায়াগ্নিহোত্রোচ্ছেষণমভ্যাতনক্তি যজ্ঞস্য সন্তত্যা। ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদপারাধমিতি মন্যমানস্তং দেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্‌ৎ সোঽব্রবীৎ প্রজাপতির্যঃ প্রথমোঽনুবিন্দতি তস্য প্রথমম্‌ ভাগধেয়মিতি তং পিতরোঽন্ববিন্দন্তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্বেদ্যুঃ ক্রিয়তে সোঽমাবাস্যাং প্রত্যাঽগচ্ছত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা বৈ নঃ অদ্য বসু বসতীতীন্দ্রো হি দেবানাং বসু তদমাবাস্যায়া অমাবাস্যত্বং ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যং সান্নায্যমিতি বৈশ্বদেবমিতি ব্রূয়াদ্বিশ্বে হি তদ্দেবা ভাগধেয়-মভি সমগচ্ছন্তেত্যথো খল্বৈন্দ্রমিত্যেব ব্রূয়াদিন্দ্রং বাব তে তদ্ভিষজ্যন্তোঽভি সমগচ্ছন্তেতি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অমাবস্যায় সান্নায্য যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : পূর্ণিমাতে বৈমৃধ যাগের জন্য বলছে—ইন্দ্র বৃত্রবধ করলে বৃত্রপক্ষপাতী শত্রুগণ ইন্দ্রের কাছে এসে ভয় দেখিয়েছিল। যে শত্রুকে বিনাশ করে তাকে বলে বিমৃৎ, তার যিনি দেবতা তাকে বলে বৈমৃধ, এ বৈমৃধ যাগে একাদশ কপাল পুরোডাশ পূর্ণিমা যাগের প্রধান কর্মের পরে দিতে হয়। তার দ্বারা যজমান বিনাশ পায় না। ইন্দ্র বৃত্রবধ করে ভয়ে পলায়ন করার জন্য দেবতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অগ্নির উদ্দেশে অমাবস্যায় অষ্টকপাল পুরোডাশ ও ইন্দ্রের জন্য দধি দিলে আবার দেবতাদের সাথে ইন্দ্রের যোগ হয়। অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল হবি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে দধি দিয়ে অমাবস্যাতে সান্নায্য যাগ করলে যজমান তার সামর্থ্য ফিরে পায়। বৃত্রবধকারী ইন্দ্র পৃথিবীর কাছ থেকে দুভাবে ইন্দ্রিয়সামর্থ্য লাভ করে। ওষধি ও লতাগুল্মাদিতে ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য আছে—এ কথা ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে বলেছিল। প্রজাপতি এ ইন্দ্রিয় সামর্থ্য আনবার জন্য পশুদের বলেন। তারা সে সামর্থ্য ওষধির কাছ থেকে এনে নিজ শরীরে স্থাপন করে। তারপর দুগ্ধাদি রূপে সে সামর্থ্য ইন্দ্রকে দেয়। পশুগণ এনে সম্পন্ন করেছে জন্য এর নাম সান্নায্য এবং ইন্দ্রের প্রতি প্রতিদিন দোহন করা হয় যে দুগ্ধ তার নাম প্রতিধুক্‌। তারপর ইন্দ্র প্রজাপতিকে বলেন তোমার আদেশে পশুগণ যে ক্ষীররূপ সামর্থ্য এনেছে, তা আমার উদরে জীর্ণ হচ্ছে না। তারপর প্রজাপতি পশুদের তা পাক করে দিতে বলে সেরূপ করা হলে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য পক্ক দুগ্ধাদি ইন্দ্রের উদরে আশ্রয় করে। পাক করা হয়েছে জন্য এর নাম শৃত। আনয়ন করা, দুধ দোহা, জ্বাল দেয়া হলেও ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ হলো না। তাতে প্রজাপতি দধি করতে

বলল। সে দধি ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ হলো। এজন্য ইন্দ্রকে দধি দেবার কথা হয়েছে। ব্রহ্মবাদিগণ বলে থাকে—যেহেতু দধি পূর্বদিন রাতে তৈরী করতে হয়, সে জন্য দধি পূর্বে দেয়া উচিত। এর উত্তরে বলা হয়েছে—আগে দধি দেয়া ঠিক নয়, দুগ্ধ আগে দেয়া উচিত। তা হলে যজমান ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষীর লাভ করে পরে দধির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন করে। আগে দুধ ও পরে দই দিতে হবে—এ হচ্ছে নিয়ম। সোমবল্লীর লতা খণ্ড পূতীকা ও পলাশ বৃক্ষের অংশ পর্ণবল্কা—এ দুটির সাথে দধি যুক্ত করলে তা সোমদেবের প্রিয় হয়। এরূপ কুলের সাথে দধিযুক্ত করলে রাক্ষসদের, তণ্ডুলের সাথে দধি বিশ্বদেবগণের, ঘোল মানুষের এবং দধি ইন্দ্রের প্রিয় হয়। এজন্য ইন্দ্রের প্রীতির জন্য দধি দিতে হয়। দর্শযাগের অগ্নিহোত্রের সাথে অবিচ্ছেদের জন্য দধি দিতে হবে। ইন্দ্র বৃত্রবধ করে অসুরদের কাছে অপরাধী মনে করে পলায়ন করেছিল। দেবতারা তাকে খুঁজতে চেয়েছিল। প্রজাপতি তাদের বলে—দেবতাদের মধ্যে যে প্রথম ইন্দ্রকে খুঁজে বার করবে, তাকে প্রথম ভাগ দেওয়া হবে। তাতে পিতৃগণ ইন্দ্রকে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল। এজন্য পূর্বদিন পিতৃগণের যাগ করতে হয়। দর্শযাগ দেবতাদের অমাবস্যায় আরম্ভ এবং প্রতিপদে তার ভাগ। কিন্তু পিতৃগণের জন্য অমাবস্যায় পিণ্ডদান করতে হয়। পিতৃগণ অন্বেষণ করে অমাবস্যায় ইন্দ্রকে লাভ করে এবং ইন্দ্র ফিরে আসে। পরে ইন্দ্রকে পেয়ে দেবতারা বলে—আজ আমরা শ্রেষ্ঠ ধনের সাথে বাস করছি। ইন্দ্র হচ্ছে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ধন, সে থাকলে তারা তাদের প্রভু লাভ করে। সাথে বাস করার অর্থে অমাবস্যা নাম হয়েছে। পিতৃগণ কর্তৃক আনীত ইন্দ্রের সামনে সকল দেবগণ মিলিত হলো। ব্রহ্মবাদিগণ জিজ্ঞাসা করলেন সান্নায্য যাগের দেবতা কে হবে। তাতে কেউ কেউ বলল—বিশ্বদেব। অন্যে বলল—ভীত অন্যদেশগত ইন্দ্রকে ভয় নিবারণের জন্য এনে দেবগণ মিলিত হয়েছে, অতএব ইন্দ্র সান্নায্য যাগের দেবতা—এ বুদ্ধিমানদের অভিমত। ৩।১৩ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ যজেত য এনৌ সেন্দ্রৌ যজেতেতি বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্বাপ্যো ভবতি তেন পূর্ণমাঃ সেন্দ্র ঐন্দ্রং দধ্যমাবাস্যায়াং তেনামাবাস্যা সেন্দ্রা য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে সেন্দ্রাবেবৈনৌ যজতে শ্বঃ শ্বোঽস্মা ঈজানায় বসীয়ো ভবতি দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা এতাম্ ইষ্টিমপশ্যন্নাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং সরস্বত্যৈ চরুং সরস্বতে চরুং তাং পৌর্ণমাসং সংস্থাপ্যানু নিরবপন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ৎস্যাৎ স পৌর্ণমাসং সংস্থাপ্যৈতামিষ্টিমনু নির্বপেৎ পৌর্ণমাসেনৈব বজ্রম্ ভ্রাতৃব্যায় প্রহৃত্যাঽগ্নাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে মিথুনান্ পশূন্‌ৎসারস্বতাভ্যাং যাবদেবাস্যাস্তি তৎ সর্বম্ বৃঙ্‌ক্তে পৌর্ণমাসীমেব যজেত ভ্রাতৃব্যবান্নামাবাস্যাং হত্বা ভ্রাতৃব্যং নাঽপ্যায়য়তি সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামো যস্মৈ বা অল্পেনাঽহরন্তি নাঽত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতি যস্মৈ মহতা তৃপ্যত্যাত্মনা দদাত্যন্যস্মৈ মহতা পূর্ণং হোতব্যং তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি দারুপাত্রেণ জুহোতি ন হি মৃন্ময়ম্ আহুতিমানশ ঔদুম্বরম্ ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর উর্ক্ পশব ঊর্জৈবাস্মা ঊর্জং পশূনব রুন্ধে। নাগতশ্রীর্মহেন্দ্রং যজেত ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যস্তেষাং মহেন্দ্রো দেবতা যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি সম্বৎসরমিন্দ্রং যজেত সম্বৎসরং হি ব্রতং নাতি স্বা এবৈনং দেবতেজ্যমানা ভূত্যা ইন্দ্ধে বসীয়ান্ ভবতি সম্বৎসরস্য পরস্তাদগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং

নির্ব্বপেৎ সম্বৎসরমেবৈনং বৃত্রং জঘিন্বাং সমগ্নির্ব্রতপাতির্ব্রতমা লম্ভয়তি ততোঽধি কামং যজেত ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নি ও বিষ্ণু যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ ইন্দ্রের সাথে করে, সে দর্শপূর্ণমাস-যাজী হয়, অপর কেউ নয়। সে দুটি যাগ ইন্দ্রের সাথে বৈমৃধ ও সান্নায্য যাগের দ্বারা করতে হয়। এরূপ যারা জানে, ইন্দ্রের সাথে যাগের ফলে তাদের উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি হয়। দেবতাদের যাগ দেখে সেরূপ অসুরেরা যাগ করত তাতে তারা দেবতাদের মত বিজয় লাভ করত দেখে দেবগণ তাদের বঞ্চনা করবার জন্য অপর একটি যাগ করে—তা হচ্ছে, অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে একাদশ কপাল হবি, সরস্বতীর উদ্দেশে চরু দিতে হয়। সরস্বতীর চরু পৌর্ণমাসীতে স্থাপন করে যাগ করে দেবগণ বিজয়লাভ করে এবং অসুরগণ পরাভূত হয়। যে শত্রুজয় করতে চায়, সে পৌর্ণমাসীতে এ যাগ করবে। এতে প্রধান যাগে বজ্রপ্রহার হয়। অগ্নি সকল দেবতার স্বরূপ এবং বিষ্ণু যজ্ঞস্বরূপ, এ জন্য তাদের যাগের ফলে শত্রুদের দেবতা ও যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। এর দ্বারা শত্রু পরাজিত হয়। পূর্ণিমা তিথিতেই শত্রুনাশক এ যাগ করতে হবে, অমাবস্যায় পিতৃযজ্ঞ হয় বলে, তাতে শত্রুর বিনাশ হয় না। পশুকামনায় সাকম্প্রস্থায়ীয় যাগ করতে হয়। ব্রাহ্মণের দ্বারা আনীত দধিক্ষীরপূর্ণ চারটি কুম্ভের সাথে অধ্বর্যু হোমস্থানে প্রস্থান করে যে যাগে, তাকে সাকম্প্রস্থায়ীয় যাগ বলে। সে যাগে ক্ষীরদ্রব্যের সাথে পূর্ণ হবি দিতে হবে। লোকে যেমন রাজাকে সামান্য কর দিলে, রাজা তুষ্ট হয় না বা তা অপরকে দিতে পারে না, কিন্তু রাজাকে প্রচুর ধন দিলে রাজা যেমন তুষ্ট হয় এবং অপরকে তা দান করতে পারে, সেরূপ যজ্ঞে প্রচুর দ্রব্যের দ্বারা যাগ করলে ইন্দ্র নিজে তৃপ্ত হয় এবং যজমানকে পশুদানে তৃপ্ত করে। দারুপাত্রে যাগ করতে হবে, মৃন্ময় পাত্রে নয়। [এ মন্ত্র প্রথম প্রপাঠকে ঔদুম্বর যূপ হয়—ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।] অধিকারী ভেদে সান্নায্য যাগের দেবতার কথা বলা হচ্ছে—বেদত্রয়ে অভিজ্ঞ, গ্রামাধ্যক্ষ ও রাজপুত্র এ তিন জন ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাদের দেবতা মহেন্দ্র। এ ছাড়া অন্যে নিজ দেবতা পরিত্যাগ করে যদি অপর দেবতার যাগ করে, তবে নিজ দেবতা কিম্বা পরদেবতা কাউকেই লাভ করতে পারে না, বরং সে দেবতার অভিশাপে পাপী ও দরিদ্র হয়। যারা ঐশ্বর্য লাভ করে নি, তারা সম্বৎসর ইন্দ্রের যাগ করবে। তাতে সে ধনলাভ করবে। সম্বৎসরের পরে ব্রতপতি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ দিতে হবে। তা হলে ব্রতপালক অগ্নি যজমানকে মহেন্দ্র যাগ অনুষ্ঠানের ফল দিয়ে থাকে। তারপর যজমান ইচ্ছা অনুসারে মহেন্দ্র বা ইন্দ্রের যাগ করতে পারে। ৪।৯ ॥

মন্ত্র : নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্য পয়ো যোঽসোমযাজী যদ-সোমযাজী সং নয়েৎ পরিমোষ এব সোঽনৃতং করোত্যথো পরৈব সিচ্যতে সোমযাজ্যেব সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায্যং পয়সৈব পয় আত্মন্ধত্তে বি বা এতং প্রজয়া পশুভির্ন্ধয়তি বর্দ্ধয়ত্যস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমাঃ অভ্যুদেতি ত্রেধা তণ্ডুলান্বি ভজেদ্যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টা-কপালং কুর্য্যাদ্যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং যেঽণিষ্ঠাস্তান্বিষ্ণবে শিপি-বিষ্টায় শৃতে চরুমগ্নিরেবাস্মৈ প্রজাং প্রজনয়তি বৃদ্ধামিন্দ্রঃ প্র যচ্ছতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতি তিষ্ঠতি ন দ্বে যজেত যৎপূর্ব্বয়া সম্প্রতি যজেতোত্তরয়া ছম্বট্ কুর্য্যাদ্যদুত্তরয়া সম্প্রতি যজেত পূর্ব্বয়া ছম্বট্ কুর্য্যান্নেষ্টি-

ভর্বতি ন যজ্ঞজ্জদনু হূীতমুখ্যপগলভো জায়ত একামেব যজেত প্রগলভোঽস্য জায়তেঽনাদৃত্যো তদ্দেবে এক যজেত যজ্ঞমুখমেব পূর্ব্বয়াঽলভতে যজত উত্তরয়া দেবতা এব পূর্ব্বয়াঽবরুন্ধ ইন্দ্রিয়মুত্তরয়া দেবলোকমেব পূর্ব্বয়াঽভিজয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরয়া ভূয়সো যজ্ঞক্রতুনুপৈত্যেষা বৈ সুমনা নামেষ্টির্যমদ্যে- জানং পশ্চাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেত্যস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি দাক্ষায়ণ যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজেত পূর্ণমাসে সং নয়েন্মৈত্রাবরুণ্যাঽমিক্ষয়াঽমাবাস্যায়াং যজেত পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং সুতস্তেষামেতমর্দ্ধমাসং প্রসুতস্তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাঽমাবাস্যায়ামনুবন্ধ্যা যৎ পূর্ব্বেদ্যুর্যজতে বেদিমেব যৎ করোতি যদ্বৎসান- পাকরোতি সদোহবির্দ্ধানে এব সং মিনোতি যদ্যজতে দেবৈরেব সুত্যাং সং পাদয়তি স এতমর্দ্ধমাসং সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবতি যন্মৈত্রাবরুণ্যাঽমিক্ষয়াঽমা- বাস্যায়াং যজতে যৈবাসৌ দেবানাং বশাঽনুবন্ধ্যা সো এবৈষৈতস্য সাক্ষাদ্বা এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং যজ্ঞম্ অভ্যারোহতি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যারূঢ়ঃ কাময়তে তথা করোতি যদ্যববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃঙ্ব্যাবৃৎকাম এতেন যজ্ঞেন যজেত ক্ষুরপবিহ্যেষ যজ্ঞস্তাজক্ পূণ্যো বা ভবতি প্র বা মীয়তে তস্যৈতদ্ব্রতং নানৃতং বদেন্ন মাংসমশ্নীয়ান্ন স্ত্রিয়মুপেয়ান্নাস্য পল্পূলনেন বাসঃ পল্পূলয়েয়ুরেতদ্ধি দেবাঃ সর্ব্বং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে অভ্যুদয়েষ্টি প্রভৃতির কথা বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ সোমযাগের পূর্বে দর্শযাগ ও সান্নায্য যাগ করবে না। অসোম- যাজী সোমরূপ রস লাভ করে না। যদি সোমযাগ না করে সান্নায্য যাগ করে তা হলে সে তস্কর হয় এবং অন্যায় কার্য করে, আর অগ্নিতে দেয় সান্নায্য অন্যায় বলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব সোমযাজী সান্নায্য যাগ করবে। সোম ওষধিরস বলে পয়োরূপ, সান্নায্যও সেরূপ, এ-জন্য সোমযাজী সোমরূপ রসের দ্বারা সান্নায্যরূপ রস নিজেতে ধারণ করে। যে যজমানের রাতে তণ্ডুল পর্যন্ত হবি সম্পন্ন হয়, তারপর প্রতীক্ষ্যমান চন্দ্র পূর্বদিকে ওঠে, চন্দ্র এ যজমানের প্রজা ও পশুদের সাথে বর্ধন করে এবং এর শত্রুরও বর্ধন করে। অতএব অভ্যুদয়ের জন্য তণ্ডুলকে তিনভাগ করতে হবে। মধ্যম ভাগ দাতা অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরো- ডাশ দেবে, স্থূলভাগ প্রদাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে দধি-চরু দেবে এবং কনিষ্ঠ ভাগ বিষ্ণুর উদ্দেশে পক্ব চরু দেবে। অগ্নি এ যজমানের প্রজা উৎপন্ন করে ও ইন্দ্র তার বর্ধন করে। যজ্ঞ হচ্ছে বিষ্ণুস্বরূপ, যজ্ঞ পশুগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দুটি পৌর্ণমাসী ও দুটি অমাবস্যা যাগ করবে একথা যারা বলে—তাদের উত্তরে বলা হচ্ছে—না, দুটি করে যাগ ঠিক না। কারণ যদি পূর্বের পৌর্ণমাসীর যাগ এখন করা হয়, তবে পরের ব্যর্থ হয়, আর যদি পরেরটা করা হয় পূর্বেরটা বৃথা হয়ে যায়। দু'বার অনুষ্ঠিত হলে, তা ইষ্টি হয় না, কারণ ইষ্টিতে অধিক আবৃত্তির বিধান নেই, কিম্বা যজ্ঞও হয় না, কারণ অধিক প্রয়োগ হওয়ার জন্য তাতে প্রাতঃ- সবনাদি হবে না। দুটোই নষ্ট হওয়ার জন্য সভায় লজ্জিত হতে হবে, সে কখন প্রগলভ হতে পারে না। অতএব সমৃদ্ধ কামনায় আবৃত্তি পরিত্যাগ করে একটা পৌর্ণমাসী ও একটা অমাবস্যা যাগ করতে হবে তা হলে যজমানের পুত্রও সভায় প্রগলভ হবে, আর যজমানে কি কথা। এ পক্ষ অনাদর করে বলছেন—দুটি যাগ করতে হবে। পূর্বের ইষ্টি অনুষ্ঠিত হলে যজ্ঞের উপক্রম লাভ, দেবতাদের অবরোধ ও দেবলোক জয়—এ তিনটি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। পরেরটা অনুষ্ঠিত হলে প্রকৃত যজ্ঞের পূর্ণতা, সামর্থ্য লাভ ও মনুষ্যলোক জয়—এ তিনটি প্রয়োজন- সম্পন্ন হবে। তা হলে একটারও ব্যর্থতা হয় না। এখানে ইষ্টি ও যজ্ঞের অভাব

নেই, প্রত্যেকটা ইষ্টি বলে মিলিতভাবে প্রৌঢ়যজ্ঞ হয়। এর অনুষ্ঠানের দ্বারা বহু যজ্ঞ, ক্রতু লাভ করে। আর দ্বিতীয়াতে যজ্ঞকারী যজমানের নিকট চন্দ্র উদিত হয়, তার এ ইষ্টিকে সুমনা বলে। চন্দ্রোদয় শোভন ধনের কারণ বলে ইহলোকে তার ধনবৃদ্ধি হয়। স্বর্গকামনায় দাক্ষায়ণ যজ্ঞের দ্বারা যাগ করবে। সেখানে ইন্দ্রের উদ্দেশে যে দধি দেওয়া হয়, তার দ্বারা পৌর্ণমাসীতে দেবগণের জন্য সোম অভিষুত হয়। সে দেবতাদের পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত অর্ধমাস সোম অভিষুত হয়। অমাবস্যাতে বিহিত আমিক্ষার প্রশংসা করা হচ্ছে—মিত্র ও বরুণের জন্য অমাবস্যা তিথিতে যে আমিক্ষা (ছানা জাতীয়) দেয়া হয়, তা দেবগণের বন্ধনের কারণ হয়। পূর্বদিন শুক্ল প্রতিপদে যাগ করতে—এ বিধিতে বেদি তৈরী করা হয়। যেদিন বৎসগণকে মুক্ত করবে—এ বিধানে দুটি মণ্ডপ করা হয়। সে প্রকার যজমান শুক্লপক্ষের এ অর্ধমাস দেবগণের সাথে সানন্দে সোম পান করে। তারপর অমাবস্যার দ্বিতীয়াতে মিত্র ও বরুণের জন্য যাগ করবে— এজন্য এ আমিক্ষা যজমানের বলার কাজ করে। সোমযাগের শেষে দেবতাদের জন্য যে বলার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এ আমিক্ষা। যে যজমান এ বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের যজ্ঞ করে, সে সাক্ষাৎ সে দেবতাদের লাভ করে। এ জগতে যেমন উচ্চ রাজা অমাত্য প্রভৃতি পদ পেয়ে লোকে নিজ ভৃত্যাদির প্রতি তার ভোগ্যাদি আনবার কামনা করে, সেরূপ এ যজমান বারবার যাগ করে বারবার ফললাভ করে। যজ্ঞে যদি কোন বৈকল্য হয়, তা হলে সে পাপী হয় অর্থাৎ অন্য যজমান থেকে নিকৃষ্ট হয়। যদি বৈকল্য (অঙ্গহানি) না হয়, তবে অপর যজমানের সমান হয়, কিন্তু তাদের থেকে অধিক হয় না। উৎকৃষ্ট হবার কামনা করলে এ দাক্ষায়ণ যজ্ঞের দ্বারা যাগ করবে। যেহেতু এ যজ্ঞ ক্ষুরের মত, বজ্রের মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সেজন্য এর অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের দ্বারা যজমান উত্তম হয়, এবং বৈকল্য থেকে মুক্ত হয়। বৈকল্য পরিহারের জন্য ব্রতবিশেষ পালন করতে হবে—যেহেতু পূজ্য দেবগণ সত্যের আচরণ করে, অতএব যজমান মিথ্যা বলবে না, মাংস খাবে না, স্ত্রী-সহযোগ করবে না ও ক্ষারাদি দ্বারা বস্ত্রশুদ্ধি করবে না ॥ ৫ । ১২ ॥

মন্ত্র : এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজতে রথস্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামব স্যত্যেতানি বা অঙ্গাপরূংষি সম্বৎসরস্য যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতেঽঙ্গাপরূংষ্যেব সম্বৎসরস্য প্রতি দধাত্যেতে বৈ সম্বৎসরস্য চক্ষুষী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবম্ বিদ্বান্দর্শ-পূর্ণমাসৌ যজতে তাভ্যামেব সুবর্গং লোকমনু পশ্যতি। এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে দেবানামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমত, এষ বৈ দেবযানঃ পন্থা যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শ-পূর্ণমাসৌ যজতে য এব দেবযানঃ পন্থাস্তং সমারোহত্যেতৌ বৈ দেবানাং হরী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে যাবেব দেবানাং হরী তাভ্যাম্ এবৈভ্যো হব্যং বহত্যেতন্বৈ দেবানামাস্যং যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শ-পূর্ণমাসৌ যজতে সাক্ষাদেব দেবানামাস্যে জুহোত্যেষ বৈ হবির্ধানী যো দর্শপূর্ণ-মাসযাজী সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রং জুহোতি যজতে দর্শপূর্ণমাসাবহরহর্হবির্ধানিনাং সুতো য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে হবির্ধান্যস্মীতি সর্বমেবাস্য বর্হিষ্যং দত্তং ভবতি দেবা বা অহঃ যজ্ঞিয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসা-বপুনন্তৌ বা এতৌ পূতৌ মেধ্যৌ যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শ-পূর্ণমাসৌ যজতে পূতাবেবৈনৌ মেধ্যৌ যজতে নামাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ স্ত্রিয়মুপেয়াদ্যদুপেয়ান্নিরিন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সোমস্য বৈ রাজ্ঞোঽর্ধমাসস্য রাত্রয়ঃ পত্নয়

আসন্তাসামমাবাস্যাং চ পৌর্ণমাসীং চ নোপৈৎ তে এনমভি সমনহ্যেতাং তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম আরদিতি তদ্রাজযক্ষ্মস্য জন্ম যৎ পাপীয়ান-ভবত্তৎ পাপযক্ষ্মস্য যজ্জায়াভ্যামবিন্দত্তজ্জায়েন্যস্য য এতমেতেষাং যক্ষ্মাণাং জন্ম বেদ নৈনমেতে যক্ষ্মা বিন্দন্তি স এতে এব নমস্যন্নুপাধাবত্তে অব্রূতাং বরং বৃণাবহা আবং দেবানাং ভাগধে অসাব। আবদধি দেবা ইজ্যান্তা ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাং রাত্রীণামমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ দেবা ইজ্যন্ত এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অস্মৈ মনুষ্যা ভবন্তি য এবং বেদ ভূতানি ক্ষুধমঘ্নন্‌ৎ সদ্যো মনুষ্যা অর্দ্ধমাসে দেবা মাসি পিতরঃ সংবৎসরে বনস্পতয়স্তস্মাদহরহর্মনুষ্যা অশনমিচ্ছন্তেঽর্ধমাসে দেবা ইজ্যন্তে মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে সম্বৎসরে বনস্পতয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভাতৃব্যম্‌ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাসের সাথে সোমযাগের পৌর্বাপর্য বিধান করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দর্শপূর্ণমাস হচ্ছে দেবগণের রথসদৃশ। এজন্য প্রথমে দর্শপূর্ণমাস যাগ করে সোমযাগ করলে খুব সুবিধা হয়। যেমন রথাদি সঞ্চরণের দ্বারা পথের কণ্টক পাষাণ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ায় গ্রাম্য পথে সহজে বিচরণ করা যায়, সেরূপ দেবগণের দর্শপূর্ণমাসরূপ রথের দ্বারা চিহ্নিত শ্রেষ্ঠ পথে যজমান সহজে সোমের দ্বারা যাগ করতে পারে। দর্শপূর্ণমাস হচ্ছে সংবৎসরের অঙ্গসদৃশ। মানুষের যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ ও মণিবন্ধ, কক্ষ, সন্ধিস্থলরূপ পর্ব আছে, সেরূপ সংবৎসরের দ্বাদশটি দর্শ হচ্ছে অঙ্গ এবং দ্বাদশটি পূর্ণিমা হচ্ছে পর্বতুল্য—এ জেনে দর্শপূর্ণমাস যাগ করলে উভয়ের সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করা হয়। দর্শপূর্ণমাস এ দুটি হচ্ছে সংবৎসরের চক্ষু-সদৃশ, এ জেনে যে যাগ করে, সে স্বর্গলোক দেখতে পায়। এ হচ্ছে দেবগণের বিক্রমসদৃশ—এ জেনে যে দর্শপূর্ণমাস যাগ করে সে দেবগণের মত বিক্রম লাভ করে। এ হচ্ছে দেবযান (দেবতাদের গমনযোগ্য) পথ, এ জেনে যে দর্শপূর্ণমাস যাগ করে, সে দেবযান পথে গমন করে। এ হচ্ছে দেবগণের অশ্বসদৃশ, এ জেনে যে দর্শপূর্ণমাস যাগ করে, সে দেবগণের উদ্দেশে এর দ্বারা হবি বহন করে। এ হচ্ছে দেবগণের মুখসদৃশ, এ জেনে যে দর্শপূর্ণমাস যাগ করে, সে সাক্ষাৎ দে তাদের মুখে হবি প্রদান করে। যে মণ্ডপে সোমগ্রহরূপ হবি রাখা হয়, তাকে বলে হবির্ধান, তা যার আছে সে হচ্ছে হবির্ধানী অর্থাৎ সোমযাজী। দর্শপূর্ণমাস-যাজী হচ্ছে সোমযাজীস্বরূপ। এ যাগে আধানের পর প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র যাগ করা হয় এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ করা হয়। উভয় যাগেই সোমদেবের প্রতিদিন সোম অভিষুত হয়। সোম অভিষবে দেবগণে যে প্রীতি, তা এখানে সম্পন্ন হয়। এরূপ দেবগণের ভবিষ্যৎ সোমযাগ বিষয়ে প্রীতি জেনে আমি সোমযাজী হবো এ বুদ্ধিতে যে যজমান দর্শপূর্ণমাস যাগ করে, তার সোমযাগে বর্হিতে দাতব্য যা করণীয় থাকে, সে সকল এখানে দেয়া হয়ে যায়। দর্শ ও পূর্ণমাস শব্দ তিথিপর, কর্মপর নয়। দেবগণ এ দুটি তিথির শুদ্ধি করেছে এ জেনে যে যজমান এ দুটি ক করে, যাগযোগ্য তিথিবিশেষের দ্বারা সে শোধিত হয়ে কৃতকৃত্য হয়। প্রসঙ্গক্রমে পুরুষার্থ লাভের জন্য নিয়ম বলছেন—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে স্ত্রী-সহবাস করবে না, করলে সামর্থ্যহীন হবে। রাজা সোম অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গবশতঃ যেমন যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত হয়েছিল, সেরূপ হয়ে থাকে। [আখ্যান অংশের ব্যাখ্যা 'প্রজাপতির তেত্রিশটা কন্যা ছিল'—এ মন্ত্রে পূর্বে করা হচ্ছে।] দুটি তিথি দেবতাদের ভাগ, এতে দেবতাদের

যাগ করা হয়। এ যে জানে সে সকল ভাগ লাভ করে। মনুষ্যাদি প্রাণিগণ প্রতিদিন ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, সেরূপ দেবগণ অর্ধমাসে, পিতৃগণ এক মাসে, বনস্পতিগণ এক বছরে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। তাদের ফলধারণ হচ্ছে ক্ষুধা নিবৃত্তি। এ যে জানে সে, সে অন্নসমৃদ্ধ হয়ে ক্ষুধারূপ শত্রু বিনাশ করে। ৬।১২ ॥

মন্ত্র : দেবা বৈ নর্চি ন যজুষ্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত হিং করোতি সামৈবাকর্হিং করোতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র যুঙ্‌ক্তে হিং করোতি বাচ এবৈষ যোগো হিং করোতি প্রজা এব তদ্ যজমানঃ সৃজতে। ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাং যজ্ঞস্যৈব তন্বর্সম্ নহ্যত্যপ্রস্রংসায় সন্ততমন্বাহ প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্যৈ রাথন্তরীং প্রথমামন্বাহ রাথন্তরো বা অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি ত্রির্বি গৃহ্ণাতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি বার্হতীমুত্তমামন্বাহ বার্হতো বা অসৌ লোকোঽমুমেব লোকমভি জয়তি প্র বঃ বাজা ইত্যানিরুক্তাং প্রাজাপত্যামন্বাহ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞমেব প্রজাপতি-মারভতে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব রুন্ধে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তেঽগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে প্র বো বাজাঃ ইত্যন্বাহ মাসা বৈ বাজা অর্ধমাসা অভিদ্যবো দেবা হবিষ্মন্তো গৌর্ঘৃতাচী যজ্ঞো দেবাঞ্জিগাতি যজমানঃ সুম্নয়ুরিদমসীদ-মসীত্যেব যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামাব রুন্ধে যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি প্র বো বাজা ইতি তস্যানূচ্যাগ্ন আ যাহি বীতয় ইতি সন্ততমুত্তরমর্ধর্চমা লভেত প্রাণেনৈবাস্যাপানং দাধার সর্ব্বমায়ুরেতি যো বা অরত্নিং সামিধেনীনাং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যম্ কুরুতেঽর্ধর্চৌ সং দধাত্যেষ বা অরত্নিঃ সামিধেনীনাং য এবং বেদারত্না-বেব ভ্রাতৃব্যং কুরুত ঋষেঋষের্ব্বা এতা নির্ম্মিতা যৎ সামিধেন্যস্তা যদসংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রজয়া পশুভির্যজমানস্য বি তিষ্ঠেরন্নর্ধর্চৌ সং দধাতি সং যুনক্ত্যেবৈনাস্তা অস্মৈ সংযুক্তা অবরুন্ধাঃ সর্ব্বামাশিষং দুহ্রে ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে সামিধেনী মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : দেবগণ পূর্বে না ঋক্-মন্ত্রে, না যজু-মন্ত্রে তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সাম মন্ত্রে তারা তুষ্ট হলেন। তারপর হিং-শব্দ উচ্চারণ করা হয়, সামের দ্বারা তারা কৃতকৃত্য হয়। সামের দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হয় জন্য হোতা হিং-শব্দ উচ্চারণ করে তাদের তুষ্টিবিধান করে। হিং-শব্দের প্রথম উচ্চারণের দ্বারা সাম স্বীকার করা হয়, দ্বিতীয় উচ্চারণের দ্বারা সামাশ্রয়ভূত ঋক্‌রূপ বাক্যের সম্বন্ধ সম্পন্ন হয়, তৃতীয় উচ্চারণের দ্বারা যজমান প্রজা সৃষ্টি করে। সামের প্রথম ও উত্তমের তিনবার উচ্চারণের দ্বারা যজ্ঞের অন্তভাগের বন্ধন করা হয়, লোকে কাপড়ে করে গমাদি বেঁধে নিতে যেমন কাপড়ের শেষ দুভাগ বেঁধে নেয় সেরূপ। এ বন্ধনের দ্বারা ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ অবিচ্ছেদ-ভাবে উচ্চারণের ফলে যজমানের প্রাণ ও ভোজ্যবস্তুর অবিচ্ছিন্নতা হয় এবং রাক্ষসগণ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চলে যায়। প্রথমে রথন্তর সামের গান করা হয়, তাতে এ লোক জয় করা যায়। তৃতীয় সামধেনীর প্রথম পাদ উচ্চারণ করে একবার বিগ্রহ, অর্ধ ঋক্ উচ্চারণ করে দ্বিতীয় বিগ্রহ এবং উত্তরার্ধে উপরিতন মন্ত্রের পূর্বার্ধ যোজনা করে তারপর তৃতীয় বিগ্রহ দিতে হয়। এর ফলে তিন লোক জয় করা যায়। যে ঋকে বৃহৎ, যবিষ্ঠ ইত্যাদি শব্দ আছে, তাকে বার্হতী বলে, সে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করা যায়। এ মন্ত্রযুক্ত কর্মের

দ্বারা সাধ্য বলে স্বর্গলোকের নাম বার্হত। কোন দেববিশেষের নামবিশেষ যেখানে বলা হয়নি, সে ঋক্ অনিরুক্তা বলে অভিহিত। সৃষ্টির পূর্বে রূপ-বিশেষের অভাব ছিল বলে প্রজাপতিকে অনিরুক্ত বলে। অতএব এ ঋক্ প্রজাপতির। প্রজাপতি-সৃষ্ট বলে যজ্ঞ প্রজাপতি-স্বরূপ। অতএব প্রাজাপত্য মন্ত্র প্রথম পাঠের দ্বারা যজ্ঞরূপ প্রজাপতির আরম্ভ করা হয়। (প্রবো বাজা) এ মন্ত্রে বাজ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা অন্ন লাভ হয়। প্র শব্দ উচ্চারণের দ্বারা রেত ধারণ করা হয়। 'হে অগ্নি তুমি এস'—ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণে সদৃশ প্রজা লাভ করা যায়। এ মন্ত্রে যায়, ক্রমে প্রবর্তিত হয় এ অর্থে বাজ শব্দে চৈত্রাদি মাসকে বুঝান হয়েছে। এ মন্ত্রের দ্বারা যজমান সুখকামী হয়। 'হে অগ্নি, তুমি মাস-স্বরূপ, অর্ধমাস-স্বরূপ, দেব স্বরূপ'—এ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের প্রিয় ধান আহুতি স্থানে ইধ্যমান অগ্নিস্বরূপ সম্পন্ন করা হয়। যে যজমানের উদ্দেশে হোতা কামনা করে—এ যজমান মৃত্যুরহিত হয়ে সকল পরমায়ু লাভ করুক, সে যজমানের আয়ু-প্রাপ্তির জন্য প্রথম সামিধেনী মন্ত্র অবিচ্ছেদরূপে উচ্চারণ করতে হয়, তারপর উত্তর মন্ত্রের প্রথম অর্ধ ঋক্ উচ্চারণ করতে হবে। এর ফলে বাহিরে গমনকামী প্রাণ বায়ুর সাথে অপান বায়ুকে ধারণ করা হয়। সে ধারণের দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ুলাভ হয়। উভয় সামধেনীর মধ্যে হস্তের অরত্নির মত অবিচ্ছেদভাব আছে। যে হোতা এ অবিচ্ছিন্নতা জেনে অনুষ্ঠান করে, সে শত্রুকে যজমানের অরত্নির মধ্যে স্থাপন করতে পারে। অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষি ঈশ্বরানুগ্রহে একটি সামধেনী মন্ত্র দেখে ঋষি-পরম্পরায় তা প্রকাশ করে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা প্রবর্তিত সামধেনী মন্ত্র অসংযুক্ত হওয়ায় যজমানের প্রজা ও পশু এর দ্বারা যুক্ত হয় না। এ জন্য পূর্ব সামধেনীর সাথে উত্তরার্ধের এবং উত্তরের সামধেনীর সাথে পূর্বার্ধের যোগ করতে হয়। এরূপভাবে সংযুক্ত সামিধেনী মন্ত্রগুলি যজমানের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে ॥ ৭।১৪ ॥

মন্ত্র ঃ অযজ্ঞো বা এষ যোঽসামাঽগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথন্তরমেবৈষ বর্ণমস্তং ত্বা সামিন্ধিরঙ্গির ইত্যাহ বামদেব্যমেবৈষ বর্ণো বৃহদগ্নে সুবীর্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণো যদেতং তৃচমন্বাহ যজ্ঞমেব তৎ সামন্বন্তং করোত্যগ্নিরমুষ্মিল্লোক আসীদাদিত্যোঽস্মিন্তাবিমৌ লোকাবশান্তৌ আস্তাং তে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ বি পর্যূহামেত্যগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যস্মিল্লোকেঽগ্নিমদধুর্বৃহদগ্নে সুবীর্যমিত্যমুষ্মিল্লোক আদিত্যং ততো বা ইমৌ লোকাবশাম্যতাং যদেবমন্বাহানয়োর্লোকয়োঃ শান্ত্যৈ শাম্যতোঽস্মা ইমৌ লোকৌ য এবং বেদ পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহ পঞ্চদশ বা অর্ধমাসস্য রাত্রয়োঽর্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে তাসাং ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চাক্ষরাণি তাবতীঃ সম্বৎসরস্য রাত্রয়োঽক্ষরশ এব সম্বৎসরমাপ্নোতি নৃমেধশ্চ পরুচ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাদ্যমবদেতামস্মিন্দারাবার্দ্রেঽগ্নিং জনয়াব যতরো নৌ ব্রহ্মীয়ানিতি নৃমেধোঽভ্যবদৎ স ধূমমজনয়ৎ পরুচ্ছেপোঽভ্যবদৎ সোঽগ্নিমজনয়দৃষ ইত্যব্রবীৎ যৎ সমাবদ্বিদ্ব কথা ত্বমগ্নিমজীজনো নাহমিতি সামিধেনীনামেবাহং বর্ণং বেদেত্যব্রবীদ্ যদ্ঘৃতবৎ পদমনূচ্যতে স আসাং বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীষ্বেব তজ্জ্যোতির্জনয়তি স্ত্রিয়স্তেন যদৃচঃ স্ত্রিয়স্তেন গায়ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়স্তেন যৎসামিধেন্যো বৃষণ্বতীমন্বাহ তেন পুংস্বতীস্তেন সেন্দ্রাস্তেন মিথুনা অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদুশনা কাব্যোঽসুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং স প্রজাপতিরগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যভি পর্য্যাবর্ত্তত ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যন্বাহ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যধ্বরবতীমন্বাহ ভ্রাতৃব্যমেবৈতয়া ধ্বরতি শোচিষ্কেশস্তমীমহ ইত্যাহ পবিত্রমেবৈতদ্ যজমানমেবৈতয়া পবয়তি

সমিধ্যো অগ্ন আহুতেত্যাহ পরিধিমেবৈতং পরি দধাত্যস্কন্দায় যদত ঊর্ধ্বমভ্যাদধ্যাদ্-যথা বহিঃপরিধি স্কন্দতি তাদৃগেব তত্রয়ো অগ্নয়ে হব্যবাহনে দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সহরক্ষা অসুরাণাং ত এতর্হ্যা শংসন্তে মাং বরিষ্যতে মাম্ ইতি বৃণীধ্বং হব্যবাহনমিত্যাহ য এব দেবানাং তং বৃণীত আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরেব নৈত্যথো সন্তত্যৈ পরস্তাদর্বাচো বৃণীতে তস্মাৎ পরস্তাদর্বাঞ্চো মনুষ্যান্ পিতরোঽনু প্র পিপতে ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে সামিধেনীর অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সামিধেনীর প্রথম মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় সামিধেনী হচ্ছে—হে অগ্নি, যজমানের হবি দেবার জন্য, দেবগণের হবিভক্ষণের জন্য, যজমান দেবতাদের হবি দেবে, তোমরা ভক্ষণ কর এ কথা বলতে বলতে এস। এসে তুমি আহ্বাতা হয়ে এ যজ্ঞে বস। তৃতীয় সামিধেনী হচ্ছে—হে অঙ্গির অগ্নি, সেরূপ দেবগণের আহ্বাতা তোমাকে আমরা সমিধ ও ঘৃতের দ্বারা বর্ধন করছি। হে যুবতম, বৃহৎ জ্বালা-বিশিষ্ট হয়ে তুমি দীপ্ত হও। চতুর্থ সামিধেনী হচ্ছে—হে দেব অগ্নি, তুমি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ শ্রবণযোগ্য কর্মের অভিমুখে বৃহৎ ও সুবীর্য হয়ে প্রকাশ লাভ কর। পঞ্চম সামিধেনী হচ্ছে—এ অগ্নি সম্যক্ দীপ্ত হচ্ছে, যে অগ্নি স্তুতিযোগ্য, নমস্য, অন্ধকার দূর করে পদার্থের দর্শক ও আকাঙ্ক্ষার বর্ষণকারী। ষষ্ঠ সামিধেনী হচ্ছে—এ অগ্নি দীপ্তি পাচ্ছে, যে অগ্নি কামনার পূরক, দেবতার বহনযোগ্য অশ্বের মত হবির বাহক। সে অগ্নিকে হবিষ্মান্ যজমানেরা স্তুতি করে থাকে। সপ্তম সামিধেনী হচ্ছে—হে কামবর্ষক অগ্নি, আকাঙ্ক্ষার পূরক তোমাকে আমরা আহুতি বৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করব। তুমি বৃহৎ জ্বালাবিশিষ্ট হয়ে দীপ্যমান হও। অষ্টম সামিধেনী হচ্ছে—এ অগ্নির আমরা প্রার্থনা করছি। যে অগ্নি দেবতাদের দূত, তাদের আহ্বানকারী, সকল দেবগণের জ্ঞাতা ও এ যজ্ঞে শোভনকর্মা। নবম সামিধেনী হচ্ছে—যে অগ্নি এ কর্মে দীপ্ত, পাবক, স্তুত্য, কেশস্থানীয় জ্বালাযুক্ত, সে অগ্নির আমরা প্রার্থন করছি। দশম সামিধেনী হচ্ছে—হে আহুতির দ্বারা আরাধিত অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হয়ে দেবগণের যাগ কর। হে সুষ্ঠু যাগ-নিষ্পন্নকারী, তুমি হব্যবাহক হয়ে যাগ কর। একাদশ সামিধেনী হচ্ছে—হে যজমানগণ, এ অগ্নিকে আহুতির দ্বারা তৃপ্ত কর, পরিচর্যা কর। এ অধ্বরে বর্তমান অগ্নির প্রার্থনা কর। সামিধেনীর পরিসমাপ্য বলে এ ঋক্ পরিধানীয়া। এর বিকল্প মন্ত্র হচ্ছে—অগ্নি, তুমি অনিষ্টনিবারক বলে বরুণ এবং ইষ্টপ্রাপক বলে তুমি মিত্র। বসিষ্ঠগোত্রীয় আমরা স্তুতির দ্বারা তোমার বর্ধন করছি। তোমাতে ধন ও দাতব্য হবি থাকুক। তোমরা আমাদের মঙ্গলের সর্বদা রক্ষা কর। দর্শপূর্ণমাসে সাম নেই জন্য এ মুখ্য যজ্ঞ নয়। তথাপি সামত্রয়-স্বরূপ এ স্তুতি পাঠের দ্বারা দর্শ ও পূর্ণমাস যজ্ঞ সামসদৃশ হয়। পূর্বে স্বর্গলোকে অগ্নি ও ভূলোকে আদিত্য ছিল। তার ফলে উভয় লোক ছিল অশান্তিক্ষুব্ধ। স্বর্গে অমৃতসেবী দেবতাদের পাকের কোন অপেক্ষা নেই, তাদের দরকার কেবল প্রকাশের। আর ভূলোক বাসীদের পাকের মুখ্য প্রয়োজন। এ জন্য উভয় লোকের ছিল ক্ষোভ। সে ক্ষোভ দেখে দেবতারা বলল—আমরা এর বিপর্যয় করব। এ জন্য 'হে অগ্নি, তুমি এস, এ বর্হিতে উপবেশন কর'—ইত্যাদি ঋক্মন্ত্রে অগ্নিকে এ লোকে স্থাপন করা হয়েছে। আদিত্য উপরিলোকে থেকে প্রকাশ দিচ্ছে। এ বিপর্যয়ের দ্বারা উভয় লোক নিজ নিজ কার্য সিদ্ধি করে শান্তি করছে। অতএব এ ক্রমপাঠ লোকদ্বয়ের শান্তির কারণ। এ যারা জানে, তাদের

উভয়লোকে শান্তি হয়। সামিধেনী পঞ্চদশ, তার মধ্যে একাদশ মন্ত্র বলে একটি বিকল্প মন্ত্রের দ্বারা দ্বাদশটি বলা হয়েছে। আর প্রথম ও উত্তম মন্ত্রে তিনবার আবৃত্তি করে পঞ্চদশ মন্ত্র সম্পূর্ণ করা হয়। অর্ধমাস করে রাত্রিগুলির চতুর্বিংশতিবার আবৃত্তির দ্বারা সংবৎসর লাভ হয়। পঞ্চদশ সংখ্যক সামিধেনীর গায়ত্রী-ছন্দের একেকটি করে চতুর্বিংশতি অক্ষর। এর অক্ষর সংখ্যা সংবৎসরের রাত্রি-সংখ্যার সমান। এক সময় নৃমেধ ও পরুচ্ছেপ নামে দুজন ব্রহ্মবাদী ঋষি পরস্পর নিজেদের মন্ত্রের সামর্থ্য বিষয়ে বিবাদ করে। তারা বলে—আমাদের যে ব্রহ্মবাদী ও সামিধেনী মন্ত্রে কুশল তা নির্ণয়ের জন্য এ আদ্র কাষ্ঠ থেকে মন্থনের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে দেখাতে হবে। প্রথমে নৃমেধ ঋষি আদ্রকাষ্ঠের উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করল, তাতে কেবল ধূম উৎপন্ন হল। এবার পরুচ্ছেপ নামক ঋষি মন্ত্র পাঠ করে অগ্নি প্রজ্বালিত করল। তখন নৃমেধ ঋষি পরুচ্ছেপকে সম্বোধন করে বলল—হে অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষি আমরা উভয়ে সামিধেনী মন্ত্র বিষয়ে সমান হলেও তুমি কি করে অগ্নি উৎপন্ন করলে? তাতে পরুচ্ছেপ উত্তর করল—যদিও আমরা দুজন সামিধেনী পাঠ ও তার অর্থজ্ঞানে সমান, তথাপি আমি সেগুলির বর্ণ রহস্য ও তেজ জানি, তুমি জান না। তা হচ্ছে ঘৃতশব্দযুক্ত অনুচ্যমান পাদ, যা সামিধেনীর বর্ণ ও সারভূত তেজ। 'হে অঙ্গির অগ্নি, তোমাকে সমিধ ও ঘৃতের দ্বারা বর্ধন করছি'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের দ্বারা জ্যোতি উৎপন্ন হয়। সে মন্ত্র তুমি পাঠ করলেও তার মহিমা জান না, কিন্তু আমি জানি। অতএব আদ্রকাষ্ঠে আমি অগ্নি উৎপন্ন করেছি। ঋক্, গায়ত্রী ও সামিধেনী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক, এ জন্য পুংলিঙ্গ বাচক বৃষনশব্দ যুক্ত ঋক্ মন্ত্র বলতে হবে। তা পাঠের দ্বারা পুরুষযুক্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত স্ত্রী পুরুষ মিথুনরূপ উৎপন্ন হয়। দেবগণ নিজ-কার্যের জন্য অগ্নিকে দূতরূপে প্রেরণ করেছিল, আর অসুরেরা কবিপুত্র উশনাকে। তারা দুজন প্রজাপতির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমাদের মধ্যে সন্ধি বিগ্রহাদি কার্যে কার দৌত্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা কর। তখন প্রজাপতি অগ্নিকে দূতরূপে বরণ করেছিল। তাতে দেবগণের জয় ও অসুরদের পরাজয় ঘটে। এ যে জানে, সে যজমানের এ মন্ত্রের দ্বারা নিজের জয় ও শত্রুর পরাজয় হয়। 'সমিধ্যমান অগ্নি, তুমি এ যজ্ঞে এস, ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শত্রুনাশের কথা বলা হয়েছে। 'হে অগ্নি শোচিষ্কেশ', ইত্যাদি মন্ত্রে পাবক শব্দে পবিত্রের কথা এবং শোচি-শব্দে শুচির কারণ রশ্মিসকলের উক্তির দ্বারা পবিত্রের কথা বলা হয়েছে। অতএব এ ঋকে যজমানের শোধন হয়ে থাকে। 'সমিদ্ধ অগ্নি আহুত হচ্ছে' ইত্যাদি মন্ত্র সমাপ্তি সূচক পরিধিরূপে স্থাপিত হয়েছে। যেমন আজ্য পুরোডাশাদি হবি পরিধির বাইরে পড়ে বিনষ্ট না হয়, সেরূপ বুঝতে হবে। 'আজুহোত' ইত্যাদি মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি দ্বারা তিনটি সমিধ দিতে হয়। দেবতাদের হব্যবাহন, পিতৃদেব কব্যবাহন, অসুরদের সহায়ক অগ্নি আমাকে বরণ করবে। হে দেবগণ, তাদৃশ গুণযুক্ত হব্যবাহন অগ্নির প্রার্থনা কর। ঋষি-সম্বন্ধীয় অগ্নির বরণের দ্বারা পুত্রাদির বৃদ্ধি হয়। হোতা যেমন পূর্ব পূর্ব পিতৃপুরুষ থেকে ক্রমে ক্রমে বর্তমান পুত্রাদির গ্রহণ করে, সেরূপ এ জগতে পূর্ব পূর্ব পিতৃপুরুষ থেকে পরবর্তী পুত্রাদির পালন করা হয়। ৮।২৬।

মন্ত্র ঃ অগ্নে মহান্ অসীত্যাহ মহান্ হ্যেষ যদগ্নির্ব্রাহ্মণেত্যাহ ব্রাহ্মণো হ্যেষ ভারতেত্যাহৈষ হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি দেবেদ্ধ ইত্যাহ দেবা হ্যেতমৈন্ধত মন্বিদ্ধ ইত্যাহ মনুর্হ্যেতমুত্তরো দেবেভ্য ঐন্ধর্ষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো হ্যেতমস্তুবন্বিপ্রানুমদিত ইত্যাহ বিপ্রা হ্যেতে যচ্ছুশ্রুবাংসঃ কবিশস্ত ইত্যাহ কবয়ো হ্যেতে যচ্ছুশ্রুবাংসো

ব্রহ্মসংশিত ইত্যাহ ব্রহ্মসংশিতো হ্যেষ ঘৃতাহবন ইত্যাহ ঘৃতাহুতির্হ্যস্য প্রিয়তমা প্রণীর্যজ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হ্যেষ যজ্ঞানাং রথীরধ্বরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথোঽতূর্তো হোতেত্যাহ ন হ্যেতং কশ্চন তরতি তূর্ণির্হব্যবাড়িত্যাহ সর্ব্বং হ্যেষ তরত্যাস্পাত্রং জুহূর্দ্দেবানামিত্যাহ জুহূর্হ্যেষ দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ চমসো হ্যেষ দেবপানোঽরাং ইবাগ্নে নেমির্দ্দেবাংস্ত্বং পরিভূরসীত্যাহ দেবান্ হ্যেষ পরিভূর্যদ্-ব্রুয়াদা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায়েতি ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদা বহ দেবান্ যজমানায়েত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্ধয়ত্যগ্নিমগ্ন আ বহ সোমমা বহেত্যাহ দেবতা এব তদ্যথাপূর্ব্বমুপ হ্বয়ত আ চাগ্নে দেবান্বহ সুযজা চ যজ জাতবেদ ইত্যাহাগ্নিমেব তৎ সংশ্যতি সোঽস্য সংশিতো দেবেভ্যো হব্যং বহত্যগ্নির্হোতা ইত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা য এব দেবানাং হোতা তং বৃণীতে স্মো বয়মিত্যাহাত্মানমেব সত্ত্বং গময়তি সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহাশিষমেবৈতামা শাস্তে যদ্‌ব্রুয়াদ্যোঽগ্নিং হোতারমবৃথা ইত্যগ্নিনোভয়তো যজমানং পরি গৃহ্নীয়াৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্ যজমান-দেবত্যা বৈ জুহূর্ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ যদ্দ্বে ইব ব্রুয়াদ্ ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদ্ ঘৃতবতীমধ্বর্য্যো স্রুচমাস্যস্বেত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্ধয়তি দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হ্যেষাঽবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বং হ্যেষাঽবতীড়ামহৈ দেবাং ঈড়েন্যান্নমস্যাম নমস্যান্ যজাম যজ্ঞিয়ানিত্যাহ মনুষ্যা বা ঈড়েন্যাঃ পিতরো নমস্যা দেবা যজ্ঞিয়া দেবতা এব তদ্‌যথাভাগং যজতি ॥ ৯ ॥

[এ নবম অনুবাকে প্রবর মন্ত্রের ও স্রুগাদান রূপ নিগদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা মন্ত্রকাণ্ড বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ 'হে অগ্নি, তুমি মহান, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি ভারত, তুমি দেবগণের হব্য বহন কর'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি সকল আহুতির আধার হেতু তাকে মহান বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ অভিমানী হওয়ায় ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবগণের জন্য হব্য ধারণ করে বলে ভারত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মন্ত্রে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের নাম নির্দ্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু দেবতারা নিজ নিজ যাগে এ অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সেজন্য 'দেবেদ্ধ' বলা হয়েছে। শ্রুতাধ্যায়ন-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বিদ্বানগণ এ অগ্নির স্তুতি করে; মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ন করে ও ঘৃতের দ্বারা আহুতি দিয়ে থাকে। অগ্নি যজ্ঞের নেতা বলে প্রসিদ্ধ। দেবগণের হবি-বহনের জন্য যজ্ঞের রথ-সদৃশ এ অগ্নি। যেহেতু অগ্নি আহ্বাতা, সেজন্য কোন দেবতা এ অগ্নিকে অতিক্রম করতে পারে না, এজন্য অগ্নিকে 'অনতিক্রমণীয় হোতা' বলা হয়। এ অগ্নি দেবগণের লোহ পাত্রের মত দৃঢ় জুহু-সদৃশ। মানুষের সোম-পানের চমসের মত এ অগ্নি দেবতাদের চমস-সদৃশ। হে অগ্নি, তুমি চক্রনেমির মত দেবতাদের ব্যাপক। এ যজমানের জন্য দেবতাদের আহ্বান কর ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের বৃদ্ধি-সাধন করা হয়। হে আহুতির আধারস্বরূপ অগ্নি, প্রথম আজ্যভাগ-প্রাপক দেবতা অগ্নির বহন কর। দ্বিতীয় আজ্যভাগপ্রাপক দেবতা সোমের বহন কর। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় প্রথম পুরোডাশ-প্রাপক দেবতা অগ্নির বহন কর। পূর্ণিমাতে উপাংশুযাগের দেবতা প্রজাপতির বহন কর। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, তুমি দেবতাদের নিয়ে এস ও শোভন যজ্ঞের দ্বারা অর্চনা কর। সে অগ্নি অপ্রমত্ত হয়ে যজমানের হব্য দেবতাদের কাছে ক্রমে বহন করে। এ অগ্নি হোমের কর্তা, অতএব হোমক্রম জানুক। যাতে ফলদানরূপ আমাদের রক্ষণ কার্য আছে, সেরূপ হোমানুষ্ঠান জানুক। মনুষ্য হোতা আমরা ও হোমক্রম জানব। হে যজমান, তোমার হবি-গ্রহণকারী দেবতা সাধুফল দিক। হে অধ্বর্যু, ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ গ্রহণ কর। তা হচ্ছে দেবতাদের যজ্ঞকারী, সকল রাক্ষস-কৃত বিঘ্ন-

নিবারক। স্তুতিপ্রিয় মানুষদের আমরা স্তুতি করছি, নমস্কারপ্রিয় পিতৃপুরুষদের আমরা নমস্কার করছি ও যজ্ঞপ্রিয় দেবতাদের আমরা যাগ করছি। দেবতার হোতা অগ্নির সাহায্যের জন্য মানুষ হোতার সম্ভাব। হে যজমান, যেহেতু তুমি হোতা অগ্নিকে হোতৃ-পদে বরণ করেছ, সেজন্য সে অগ্নি তোমাকে সাধুফল দিক। (এখানে শাখান্তরের পাঠের দোষ দেখিয়ে পরিহার করতে বলা হয়েছে।) যদিও জুহূ ও উপভৃৎ—এ দুটি গ্রহণ করা হয়, তবুও জুহূর প্রাধান্য বলার জন্য 'প্রচম্' এই একবচনান্ত ব্যবহার করা হয়েছে। যদি জুহূ ও উপভৃতের সমান প্রাধান্য বলা যায়, তবে যজমানের মত শত্রুদেরও বর্ধন করবে। জুহূর প্রাধান্যের দ্বারা যজমানের বর্ধন হয়ে থাকে। কখনই জুহূর মত উপভৃতের কোথাও হোম-সাধনত্ব নেই। দেব-মিশ্রণের দ্বারা দেবতার রক্ষা এবং বিঘ্ন-নিবারণের দ্বারা সকলের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। মানুষের স্তুতি, পিতৃপুরুষদের নমস্কার ও দেবতাদের যাগের কথা বলায় যার যা ভাগ তা দিয়ে তার অনুষ্ঠান করতে হবে— এ বুঝান হয়েছে। ৯।১৮।

মন্ত্র : ত্রীংস্তৃচাননু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য ত্রয়ো বা অন্যে রাজন্যাৎ পুরুষা ব্রাহ্মণো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তানেবাস্মা অনুকান্ করোতি পঞ্চদশাননু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য পঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ স্ব এ'নং স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়কামঃ খলু বৈ রাজন্যো যজতে ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়ং পরি গৃহ্নাতি যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্চ্চসনাস্ত্বিতি গায়ত্রিয়া পরি দধ্যাদ্ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসমেব ভবতি সপ্তদশাননু ব্রূয়াদ্বৈশ্যস্য সপ্তদশো বৈ বৈশ্যঃ স্ব এবৈনং স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি জগত্যা পরি দধ্যাজ্জাগতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খলু বৈ বৈশ্যো যজতে জগত্যৈবাস্মৈ পশূন্ পরি গৃহ্নাত্যেকবিংশতিমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ চতুর্বিংশতিমনু ব্রূয়াদ্ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধে ত্রিংশতমনু ব্রূয়াদন্নকামস্য ত্রিংশদক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্ বিরাজৈবাস্মা অন্নাদ্যমব রুন্ধে দ্বাত্রিংশতমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য দ্বাত্রিংশদক্ষরাহনুষ্টুগনুষ্টুপ্ ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ ষট্‌ত্রিংশতমনু ব্রূয়াৎ পশুকামস্য ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈবাস্মৈ পশূন্ অব রুন্ধে চতুশ্চত্বারিংশতমনু ব্রূয়াদিন্দ্রিয়কামস্য চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়মব রুন্ধেঽষ্টাচত্বারিংশতমনু ব্রূয়াৎ পশুকামস্যাষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতাঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনেব রুন্ধে সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যনু ব্রূয়াদ্বহুযাজিনঃ সর্ব্বাণি বা এতস্য ছন্দাংস্যবরুদ্ধানি যো বহুযাজ্যপরিমিতমনু ব্রূয়াদপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ। ১০।

[এ দশম অনুবাকে নৈমিত্তিক ও কাম্য সামিধেনী মন্ত্র বলা হয়েছে]

অনুবাদ : তিনটা ঋকের আবৃত্তির দ্বারা রাজন্য ব্যতীত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র রাজন্যের আনুকূল্য করবে। প্রজাপতির উরু ও বাহু থেকে পঞ্চদশ স্তোম ও রাজন্যের উৎপত্তির জন্য এ স্তোম রাজন্যের নিজের। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রের সাথে উৎপন্ন বলে তার ইন্দ্রিয়রূপ। যুযুৎসু রাজন্য ইন্দ্রিয়সামর্থ্যকামনায় ত্রিষ্টুভের দ্বারা যাগ করবে। যদি ব্রহ্মতেজের কামনা থাকে তবে গায়ত্রী গ্রহণ করতে হবে, গায়ত্রী উপদেশের দ্বারা ব্রহ্মতেজ নিষ্পন্ন হয় বলে ব্রহ্মতেজের গায়ত্রীরূপত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রজাপতি মধ্যদেশ থেকে সপ্তদশ স্তোম ও বৈশ্য উৎপন্ন বলে, সপ্তদশ স্তোম বৈশ্যের স্বকীয়। ক্ষীর দধি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য বৈশ্যগণ পশুকামনা করে জগতী ছন্দের অনুষ্ঠান করবে। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি একবিংশতি স্তোম উচ্চারণ করবে, একবিংশ স্তোম স্তোমসকলের প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মবর্চ-কাম ব্যক্তি চব্বিশ অক্ষর যুক্ত গায়ত্রীর উচ্চারণ করবে। গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্ম-তেজ লাভ করা যায়। অন্নকাম ব্যক্তি ত্রিশ অক্ষরযুক্ত বিরাট ছন্দের অনুষ্ঠান করলে অন্ন লাভ করবে। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি বত্রিশ অক্ষরযুক্ত অনুষ্টুপ্ ছন্দের অনুষ্ঠান করলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পশুকাম ব্যক্তি ছত্রিশ অক্ষর যুক্ত বৃহতী ছন্দের অনুষ্ঠান করে পশুলাভ করবে। সামর্থ্যকামনায় চুয়াল্লিশ অক্ষর যুক্ত ত্রিষ্টুপ ছন্দের অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রিয় সামর্থ্য লাভ করবে। পশু কামনা করে আটচল্লিশ অক্ষরযুক্ত জগতী ছন্দের অনুষ্ঠানের দ্বারা পশুলাভ করা যায়। বহু যাগ করতে ইচ্ছা করে বহুযাজী সকল ছন্দের অনুষ্ঠান করবে। এ বহু-যাজীর সবনত্রয়ে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, জগতী রূপ সকল ছন্দ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অপরিমিত কালের আকাঙ্ক্ষা করলে অপরিমিত ছন্দের অনুষ্ঠান করতে হবে, তাতে কোন নিয়ম নেই। ১০।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ ব্যয়তে দেবলক্ষমেব তৎ কুরুতে তিষ্ঠন্নন্বাহ তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রুততরং বদতি তিষ্ঠন্নন্বাহ সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যা আসীনো যজত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি যং ক্রৌঞ্চ-মন্বাহাহসুরং তদ্যাম্মন্দ্রং মানুষং তদ্যদন্তরা তৎসদেবমন্তরাহনূচ্যং সদেবত্বায় বিশ্বাংসো বৈ পুরা হোতারোহভূবন্তস্মাদ্বিধৃতা অধ্বানোহভূবন্ন পন্থানঃ সমরুন্ধন-ন্তর্বেদ্যন্যঃ পাদো ভবতি বহির্বেদ্যন্যোহথান্বাহাধ্বনাং বিধৃত্যৈ পথামসংরোহায়াথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রুন্ধেহথো পরিমিতম্ চৈবাপরিমিতং চাব রুন্ধেহথো গ্রাম্যাং-শ্চৈব পশূনারণ্যাংশ্চাব রুন্ধেহথো দেবলোকং চৈব মনুষ্যলোকং চাভি জয়তি। দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারমাহ ঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্যানুখ্যাত্যা অথো সামিধেনীরেবাভ্যনক্ত্য-লুক্ষো ভবতি য এবং বেদাথো তর্পয়ত্যেবৈনাস্তৃপ্যাতি প্রজয়া পশুভিঃ য এবং বেদ যদেকয়াহঘারয়েদেকাং প্রীণীয়াদ্যদ্দ্বাভ্যাং দ্বে প্রীণীয়াদ্যত্তিসৃভিরতি তদ্রেচয়েন্মনসা-হঘারয়তি মনসা হ্যনাপ্তমাপ্যতে তির্যঞ্চমা ঘারয়ত্যচ্ছম্বট্কারং বাক্ চ মনশ্চাহর্ত্তী-য়েতামহং দেবেভ্যো হব্যং বহামীতি বাগব্রবীদহং দেবেভ্য ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং সোহব্রবীৎ প্রজাপতিদ্দূতীরেব ত্বং মনসোহসি যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতীতি তৎ খলু তুভ্যং ন বাচা জুহবন্নিত্যব্রবীত্তস্মান্মনসা প্রজাপতয়ে জুহবতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ পরিধীন্ৎসং মার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনান্ ত্রির্মধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানেবাভি জয়তি ত্রির্দক্ষিণার্ধ্যং ত্রয়ঃ ইমে লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি ত্রিরুত্তরার্ধ্যং ত্রয়ো বৈ দেবযানাঃ পন্থানস্তানেবাভি জয়তি ত্রিরুপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানেবাভি জয়তি দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপ দধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যা আঘারমা ঘারয়তি তির ইব বৈ সুবর্গো লোকঃ সুবর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়ত্যৃজুমা ঘারয়ত্যৃজুরিব হি প্রাণঃ সন্ততমা ঘারয়তি প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্যৈ যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিতি জিহ্ম তস্যাহঘারয়েৎ প্রাণ-মেবাস্মাজ্জিহ্মং নয়তি তাজক্ প্র মীয়তে শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা ধ্রুবা আঘারমাঘার্যাং ধ্রুবাং সমনক্ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাত্যগ্নির্দেবানাং দূত আসীদ্দৈব্যোহসুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতং স প্রজাপতির্ব্রাহ্মণমব্রবীদেতদ্বি ব্রূহীত্যা শ্রাবয়েতীদং দেবাঃ শৃণুতেতি বাব তদব্রবীদগ্নির্দেবো হোতেতি য এব দেবানাং তমবৃণীত ততো দেবাঃ অভবন্ পরাহসুরা যস্যৈবং বিদুষঃ প্রবরং প্রবৃণতে ভবত্যাত্মনা পরাহস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাহ্মণায়াধি ব্রূয়াদ্যদ্ব্রাহ্মণায়াধ্যাহাহত্মনেহধ্যাহ যদ্ব্রাহ্মণং পরাহাহত্মানং পরাহহ তস্মাদ্ব্রাহ্মণো ন পরোচ্যঃ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে হোতা ও অধ্বর্যুর নিয়মবিশেষ বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : প্রথমে যাগকর্তার উপবীত ধারণ সম্বন্ধে নিয়ম বলা হচ্ছে—মনুষ্যগণের কার্যে নিবীত প্রশস্ত, এ জন্য নিবীতযুক্ত হয়ে ঋষিতর্পণ করতে হয়। প্রাচীনাবীত হয়ে পিতৃগণের কার্য করতে হয়, এজন্য প্রাচীনাবীতযুক্ত হয়ে পিণ্ডদান-করা হয়। উপবীত ধারণে দেবগণের কার্য করতে হয়। এজন্য স্বাধ্যায়াদি কার্যও উপবীতযুক্ত হয়ে করা হয়। উপবীতের দ্বারা দেবচিহ্ন করা হয়। উপবেশন না করে দাঁড়িয়ে যাতে শুনা যায় সেভাবে মন্ত্রাদির উচ্চারণ করবে। স্বর্গলোকের লাভের জন্য আসন থেকে উঠে বলতে হবে। যাগাদি কর্ম আসনে উপবেশন করে করবে, তাতে লোকে প্রতিষ্ঠা হবে। অতি উচ্চ ও অতি নীচ ধ্বনি না করে মধ্যম ধ্বনি করতে হবে। ক্রৌঞ্চাদি পক্ষীর মত উচ্চধ্বনি করলে তা আসুর হয়। মানুষেরা যেরূপ উপবেশন করে নিম্নস্বরে কথা বলে, তাও পরিহার করতে হবে। মধ্যম ধ্বনি দেবতাদের প্রিয় হওয়ায় মধ্যম ধ্বনিতে মন্ত্রাদির উচ্চারণ করতে হবে। পুরাতন বিদ্বান্ হোতার মত দক্ষিণ পদ বেদির মধ্যে এবং বামপদ বাহিরে স্থাপন করতে হবে। তারপর মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে হবে। তা হলে পথ বিস্তীর্ণ হয় এবং পথ বিষয়ে কোন মোহ জন্মে না। পরস্পর বিলক্ষণ পাদবিন্যাসের প্রশংসা করা হয়েছে। 'অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চ'—ইত্যাদি মন্ত্রে চারটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথমে ভেতরের পায়ের প্রশংসা এবং দ্বিতীয় বাইরের পায়ের প্রশংসা করা হয়েছে। এর-পর অধ্বর্যুর আচার-বিধি বলছে—কেবল পরবর্তী যজ্ঞের কর্তব্য নির্ণয় আচারের প্রয়োজন তা নয়, কিন্তু বহ্নিতে প্রক্ষিপ্ত সামিধেনী কাষ্ঠের ঘৃতাদির দ্বারা সিক্ত করাও প্রয়োজন। এ যে জানে সে নিজে অরুক্ষ হবে। এর দ্বারা সামিধেনী দেবতার তর্পণ করতে হয়। এ যে জানে, সে প্রজা ও পশুর দ্বারা তৃপ্ত হয়। মনের দ্বারা প্রজাপতির ধ্যানের বিষয় বলা হচ্ছে—একটি ঋক্ মন্ত্র পড়ে আঘার করলে একটি সামিধেনী তৃপ্ত হয়। দুটি ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা দুটি সামিধেনী তৃপ্ত হয়। তিনটি ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা আঘার করা হলে সকল কার্যের অতিরিক্ততা হয়। এ দোষ পরিহারের জন্য মনের দ্বারা আঘার করতে বলা হয়েছে। মনের অপ্রতিহত গতির জন্য যা যাগাদির দ্বারা পাওয়া যায় না, তা মনের দ্বারা লাভ করা যায়। দক্ষিণদিক থেকে আরম্ভ করে উত্তরদিকে শেষ করলে, তা তির্যক্ হয়। তির্যক্-ভাবে সকল সমিধের সংস্পর্শের ব্যর্থতা হয় না। 'আমি দেব দেবের উদ্দেশে হব্য বহন করব'—এ বাক্যে বাক্ ও মন—এ দুজনের মধ্যে কে হবি-বহনকারী এ নির্ণয় করতে তারা প্রজাপতির কাছে গেল। প্রজাপতি বললেন—হে বাক্, তুমি মনের দূতী, স্বতন্ত্র নও। এ জগতে যেমন লোকে আগে মনে চিন্তা করে, তারপর কথায় প্রকাশ করে এতে বাক্য হচ্ছে মনের দূতীর মত। এতে বাক্ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—যদি আমি দূতী হই, তা হলে কেউ যেন তোমাকে বাক্যের দ্বারা হোম না করে। সেজন্য মনের দ্বারা প্রজাপতির হোম করতে হবে। মন-সংকল্পের দ্বারা যেরূপ কার্যসিদ্ধ হয়, সেরূপ মনের দ্বারা প্রজাপতি লাভ হয়। ক্রমে এক একটি পরিধির সংমার্জন করতে হয়। প্রাণ, অপান ও ব্যান—এ তিনটি প্রাণ, দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ—এ তিনটি লোক, স্বর্গলোক, যমলোক ও ব্রহ্মলোক—এ তিনটি পথ—এদের জয় করতে হয়। যমলোক-বিষয়ের পরিহার করা হচ্ছে জয়, অপর দুটির প্রাপ্তি জয়। এভাবে তিন দেবলোকের জয় করতে হয়। সংবৎসরকাল যজমান যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করলে সংবৎসরের অভিমানী দেবতা প্রীত হন এবং যজমানের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যজমান পূর্বমুখ হয়ে তাকালে স্বর্গলোক তির্যক ভাবে প্রতীয়মান হয়। এজন্য তির্যকভাবে আঘারের দ্বারা যজমানের

স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। দক্ষিণদিক থেকে আরম্ভ করে উত্তরদিক পর্যন্ত আঘারধারা যাতে বক্র বা বিচ্ছিন্ন না হয়, সেরূপ করতে হবে। প্রাণবায়ু হৃদয় থেকে আরম্ভ করে মুখ দিয়ে বাইরে আসবার সময় বাম বা দক্ষিণ দিকে প্রবেশ না করে সোজা ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আসে। তাতে প্রাণ ও অঙ্গের নৈরন্তর্য থাকে; কিন্তু রাক্ষসদের কোন অবকাশ থাকে না, তারা বিনষ্ট হয়। যে যজমানের উদ্দেশে মরণ কামনা করা হবে, তার বক্রভাবে আঘারের প্রয়োগ করতে হবে। তাতে যজমানের প্রাণ বামাদি পার্শ্বনাড়ীতে প্রবেশ করে বক্র হয় এবং শ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে তখুনি যজমানের মৃত্যু হয়। আত্মস্থানীয় ধ্রুবাতে যজ্ঞশির-স্থানীয় আঘারের প্রক্ষেপ করা হলে নিজেতে যজ্ঞশির স্থাপিত হয়। পরিধি-সংমার্জন প্রভৃতি পৌরডাশিক কণ্ডিকায় বলা হলেও এখানে তার অনুবাদের দ্বারা ঋজুত্ব প্রভৃতি গুণের বিধান করা হয়েছে। যজমানের ঋষি-প্রবর অনুসারে তাদের নাম উল্লেখ করে অধ্বর্যু হোতার বরণ করবে। সামিধেনী প্রস্তাবে ঋষিদের বরণ ছিল হোতা কর্তৃক অগ্নির বরণ। তাদের মধ্যে বিশেষ হলো—অধ্বর্যু নীচ থেকে ক্রম অনুসারে ঊর্ধ্বের বরণ করবে। কিন্তু হোতা উত্তম থেকে অধস্তন পর্যন্ত বরণ করবে। মানুষ ও দৈব ভেদে অগ্নি দু-প্রকার। ভূলোকে বর্তমান হোমসাধনরূপ মানুষ অগ্নি, সে হচ্ছে দেবতাদের হবি-বহনের জন্য তাদের দূত। আর দ্যুলোকে বর্তমান দৈব অগ্নি অসুরদের হিত আচরণ করে বলে তাদের দূত। তারা দুজনে 'আমাদের কার দৌত্য করা উচিত'—এ প্রশ্ন প্রজাপতির নিকট করেছিল। তার মধ্যে এই যে মানুষ অগ্নি, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বেদবিহিত কর্ম সাধন করতে প্রবৃত্ত—এজন্য। কিন্তু দৈব অগ্নি অসুরদের কর্ম সাধন করে জন্য আসুর, ব্রাহ্মণ নয়। তাদের দুজনের মধ্যে ব্রাহ্মণ অগ্নিকে প্রজাপতি বললেন—হে মানুষ অগ্নি, তুমিই দূত-কার্যের অধিকারী। অতএব তুমি যাগে বক্তব্য সকল বিষয় বল। তা হচ্ছে, হোতাকে অধ্বর্যু শোনাবেন—'হে দেবগণ, যজমান সম্বন্ধীয় হবির দান তোমরা শুন। অতএব তুমি যাজ্যাপাঠের দ্বারা দেবতারা যাতে শুনতে পায়, সেরূপভাবে হোতার এ সকল বল। যেহেতু প্রজাপতি ব্রাহ্মণ অগ্নিকে বরণ করেছিলেন, এজন্য দেবগণ উৎকৃষ্ট হলেন এবং অসুরেরা পরাভূত হল। এ জগতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে বিবাদ করে কোন অভিজ্ঞ লোকের কাছে গেলে, সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে, তবে তার নিজের আধিক্য হয়। ব্রাহ্মণের পরাভব হলে, তারও পরাভব হয়। অতএব কখনও ব্রাহ্মণের পরাভব করা উচিত নয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে পুরুষার্থ বিধির কথা বলা হল ॥ ১১ । ২৫

মন্ত্র ঃ আয়ুষ্টে রায়ুর্দা অগ্ন আ প্যায়স্ব সং তেহব তে হেড় উদুত্তমম্ প্রণো দেব্যা নো দিবে হগ্নাবিষ্ণূ অগ্নাবিষ্ণু ইমং মে বরুণ তত্বা যামি দ্যুং চিত্রম্। অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মানামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ। তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তীর্হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি যহ্বীঃ। সম্ অন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্যঃ পৃণন্তি। তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থুরাপঃ। তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরি যন্ত্যাপঃ। স শুক্রেণ শিক্বনা রেবদগ্নির্দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু। ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃড়াত ঈদৃশে। ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নঃ বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্। দীর্ঘপ্রযজ্যুমতি যো বনুষ্যতি বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ। নো মিত্রাবরুণা প্র বাহবা। ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্দেবস্য হেড়োহব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ। স ত্বং নো অগ্নেহবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ৬

অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি। প্রপ্রায়মগ্নিৰ্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎ সূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ। অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দীদায় দৈব্যো অতিথিঃ শিবো নঃ। প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু। ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পূরবে প্রত্ন রাজন্। বি পাজসা বি জ্যোতিষা। স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধানাঃ। উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ। তং সুপ্রতীকং সুদৃশং স্বঞ্চমবিদ্বাংসো বিদুষ্টরং সপেম। স যক্ষ দ্বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ প্র হব্যমগ্নিরমৃতেষু বোচৎ। অংহোমুচে বিবেষ যন্মা বি ন ইন্দ্রেন্দ্র ক্ষত্রমিন্দ্রিয়াণি শতক্রতোহনু তে দায়ি ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে কাম্য ইষ্টির মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, আমাকে আয়ু দাও। আমাদের হবি গ্রহণ কর। হে ঘৃত অগ্নি, তুমি আমাদের দ্যুলোকে নিয়ে যাও। অগ্নি ও বিষ্ণু অজ্ঞান অন্ধকার রূপ বরুণের পাশ থেকে আমাদের মুক্ত করুন। [এ মন্ত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রথম কাণ্ডের অষ্টম প্রপাঠকের শেষ অনুবাক এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের শেষ অনুবাকে দেয়া হয়েছে।] জলের অবিনাশকারী অপাং নপাৎ নামক কোন দেবতা নিজ আসনে অবস্থান করছে। সে দেবতা আবর্ত-রূপে জলের উপরে বর্তমান এবং মেঘমণ্ডলের উপরে বিদ্যুৎ হচ্ছে তার বস্ত্র। হিরণ্যবর্ণ মহতী জলদেবীগণ তার প্রশস্ত মহিমা কীর্তন করে তাকে ব্যেপে আছে। অন্য জলদেবীগণ পরস্পর মিলিত হয়ে প্রবাহরূপে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ প্রবাহরূপে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। যে সমুদ্র বড়বাগ্নির আধার, নদীর জলের দ্বারা যার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নেই, সে সমুদ্রকে নদীগণ প্রবেশ করে তৃপ্ত করছে। তাকে শুদ্ধ জলদেবীগণ চারদিক থেকে ব্যেপে আছে। সে সমুদ্র হচ্ছে পবিত্রকারক, বড়বাগ্নির উৎপাদক বলে দীপ্যমান এবং জলের অবিনাশক। সে যুবা অপাং নপাৎকে জলদেবীগণ ঘিরে আছে। জলদেবীগণ হচ্ছে যুবতী এবং তার সংস্পর্শে পবিত্র। অপাং নপাৎ হচ্ছে অগ্নি, যে অগ্নি কাষ্ঠরহিত হয়েও দীপ্যমান, শুদ্ধ প্রকাশের দ্বারা যুক্ত, ধনবান ও নিঃশেষে ঘৃতের শোধক। মাক্ দীপ্যমান ইন্দ্র ও বরুণের রক্ষণ আমরা প্রার্থনা করছি। তারা আমাদের দ্বারা বৃত হয়ে আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রজার সমৃদ্ধি ও পরিজনদের জন্য সুখ দিক। হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা আমাদের আপৎ নিবারকরূপ সুখ দাও। যে পাপ আমাদের দীর্ঘকাল ধরে পীড়া দিচ্ছে, তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অপীড়িত হয়ে সে পাপকে জয় করব। হে অগ্নি, তুমি আমাদের ভক্তি জেনে আমাদের প্রতি বরুণদেবের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি যাগনিষ্পাদক, দেবতাদের জন্য হবির বাহক, অত্যন্ত দীপ্যমান ; বিরোধিকৃত সকল বিদ্বেষ আমাদের কাছ থেকে দূর কর। হে অগ্নি, তুমি আমাদের রক্ষক হও, আজ উষার প্রভাতে আমাদের কাছে এসে বরুণের কৃত অভিষ্ট-নিবারক পাপাদি নাশ কর। তুষ্ট হয়ে সুখসাধন আমাদের হবি ভক্ষণ কর। তারপর সুখে আমাদের আহ্বানযোগ্য হও। এ অগ্নি হবি-ভক্ষণকারী যজমানের আহ্বান ভালভাবে শুনুক। এ অগ্নি সূর্যের মত উজ্জ্বল দীপ্ত পাচ্ছে। যে অগ্নি সংগ্রামে জয়দান করে, সে দেবতাদের মঙ্গলরূপ অগ্নি অতিথির মত আমাদের কাছে আসুক। হে অগ্নি, তোমার জন্য আমরা যাগ করছি, তোমার মানস অনুগ্রহ যেন আমরা লাভ করি। হে পুরাতন দীপ্যমান অগ্নি, তোমার যাগ করতে ইচ্ছুক, হবির দাতা যজমানের প্রিয় বস্তু দেওয়ার জন্য তাদের কাছে তুমি মরুভূমির শীতলপানীয়স্থান-বিশেষ হও। হে অগ্নি, তুমি কর্মের আরম্ভে

বিস্তীর্ণ যাগগৃহে দীপ্ত হয়ে রাক্ষস জাতিদের দগ্ধ কর। আমরা সে অগ্নির সাথে মিলিত হবো, যে অগ্নি শোভন উপক্রম যুক্ত, আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপকারী, আমাদের কর্মে আগমনকারী ও ভক্তচিত্তের জ্ঞাতা। মূঢ় আমরা যদিও তার মহিমা জানি না তবুও আমরা তাকে পাব। সে অগ্নি যাগ করতে ইচ্ছুক পুরুষদের সকল অভিপ্রায় জেনে অবস্থান করে। অতএব সে অগ্নি আমাদের হব্যের কথা বলুক। [অপর ছ-টি মন্ত্রের ব্যাখ্যা ১ম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের শেষ অনুবাকে করা হয়েছে।]। ১২।৩৫ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠক

মন্ত্র : সমিধো যজতি বসন্তমেবর্তূনামব রুন্ধে তনূনপাতং যজতি গ্রীষ্মমেবাব রুন্ধ ইড়ো যজতি এবাব রুন্ধে বর্হির্যজতি শরদমেবাব রুন্ধে স্বাহাকারং যজতি হেমন্তমেবাব রুন্ধে তস্মাৎ স্বাহাকৃতা হেমন্ পশবোঽব সীদন্তি সমিধো যজত্যুষস এব দেবতানামব রুন্ধে তনূনপাতং যজতি যজ্ঞমেবাব রুন্ধে ইড়ো যজতি পশূনেবাব রুন্ধে বর্হির্যজতি প্রজামেবাব রুন্ধে সমানয়ত উপভৃতস্তেজো বা আজ্যং প্রজা বর্হিঃ প্রজাস্বেব তেজো দধাতি স্বাহাকারং যজতি বাচমেবাব রুন্ধে দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড় বিরৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে সমিধো যজত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি তনূনপাতং যজতি যজ্ঞ এবান্তরিক্ষে প্রতি তিষ্ঠতীড়ো যজতি পশুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি বর্হির্যজতি য এব দেবযানাঃ পন্থানস্তেষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি স্বাহাকারং যজতি সুবর্গ এব লোকে প্রতি তিষ্ঠত্যেতাবন্তো বৈ দেবলোকাস্তেষ্বেব যথাপূর্বং প্রতি তিষ্ঠতি। দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে দেবাঃ প্রযাজৈরেভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদন্ত তৎ প্রযাজানাং প্রযাজত্বং যস্যৈবং বিদুষঃ প্রযাজা ইজ্যন্তে প্রৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যান্নুদতেঽভি ক্রামং জুহোত্যভিজিত্যৈ যো বৈ প্রযাজানাং মিথুনং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়তে সমিধো বহ্বীরিব যজতি তনূনপাতমেকমিব মিথুনং তদিড়ো বহ্বীরিব যজতি বর্হিরেকমিব মিথুনং তদেতদ্বৈ প্রযাজানাং মিথুনং য এবং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়তে দেবানাং বা অনিষ্টা দেবতা আসন্নথাসুরা যজ্ঞমজিঘাংসন্তে দেবা গায়ত্রীং ব্যৌহন্ পঞ্চাক্ষরাণি প্রাচীনানি ত্রীণি প্রতীচীনানি ততো বর্ম যজ্ঞায়াভবদ্বর্ম যজমানায় যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্মৈব তদ্‌যজ্ঞায় ক্রিয়তে বর্ম যজমানায় ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ তস্মাদ্বরূথং পুরস্তাদ্বর্ষীয়ঃ পশ্চাদ্হ্রসীয়ো দেবা বৈ পুরা রক্ষোভ্যঃ ইতি স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু যজ্ঞং সংস্থাপ্যমপশ্যন্তং স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু সমস্থাপয়ন্বি বা এতদ যজ্ঞং ছিন্দন্তি যৎ স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু সংস্থাপয়ন্তি প্রযাজানিষ্ট্বা হবীংষ্যভি ঘারয়তি যজ্ঞস্য সন্তত্যা অথো হবিরেবাকরথো যথাপূর্বমুপৈতি বৈ প্রযাজাঃ প্রজাহনূযাজা যৎ প্রযাজানিষ্ট্বা হবীংষ্যভিঘারয়তি পিতৈব তৎ পুত্রেণ সাধারণং কুরুতে তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন কথা পুত্রস্য কেবলং কথা সাধারণং পিতুরিত্যস্কন্নমেব তদ্‌যৎ প্রযাজেষ্বিষ্টেষু স্কন্দেতি গায়ত্র্যেব তেন গর্ভং ধত্তে সা প্রজাং পশূন্ যজমানায় প্র জনয়তি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে মন্ত্রকাণ্ডোক্ত পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রগুলির যাগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : এখানে সমিৎ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যাগবিশেষের নামের উল্লেখ করা হয়েছে। ঋতুগুলি হচ্ছে প্রযাজ, ঋতুরূপে স্তুতি করার জন্য ক্রম

অনুসারে বসন্তাদির প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। সমিৎ যাগের দ্বারা বসন্ত ঋতু, তনূনপাতের দ্বারা গ্রীষ্ম, ইড়ার দ্বারা বর্ষা, বর্হির দ্বারা শরৎ এবং স্বাহাকারের দ্বারা হেমন্ত ঋতুর লাভ হয়। হেমন্তে মানুষ পশু সকলে কষ্ট পায়। যেমন স্বাহাকারের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত সমিধ দাহের দ্বারা পীড়া লাভ করে, সেরূপ হেমন্তকালে সকলে পীড়া অনুভব করে। এরূপ উগ্র হেমন্ত ঋতুও এ যাগের অধীন এ বলে যাগের স্তুতি করা হয়েছে। আবার অন্য বিধানের দ্বারা যাগের প্রশংসা করা হচ্ছে—সমিৎ যাগের দ্বারা প্রাতঃকালে দেবতাদের পাওয়া যায়, তনূনপাতের দ্বারা যজ্ঞ, ইটের দ্বারা পশু এবং বর্হির দ্বারা প্রজা লাভ হয়। এখানে সমিৎ শব্দে সমিৎ-স্তুতি সূচনা করায় উষার, তনূনপাৎ শব্দের দ্বারা বিনাশ সূচনা করায় সকল যজ্ঞের, ইট্-শব্দের ক্ষীরাদির সূচনা করায় পশুলাভ এবং বর্হি শব্দে বর্হিযাগের দ্বারা প্রজা লাভের কথা বলা হয়েছে। উপভৃৎ থেকে আজ্য গ্রহণ করবে। বর্হিযাগ প্রজারূপ জন্য আজ্যের তেজ প্রজাতে স্থাপিত হয়। স্বাহাকার যাগের দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের লাভ হয়। দশাক্ষর হচ্ছে বিরাট্, তা অন্নরূপ, এজন্য বিরাট্ যাগের দ্বারা অন্ন লাভ হয়। সমিৎযাগের দ্বারা এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, এরূপ তনূনপাৎ যাগের দ্বারা অন্তরিক্ষলোকের, ইট-যাগের দ্বারা পশুর, বর্হিযাগের দ্বারা দেবযান পথের, স্বাহাকারের দ্বারা স্বর্গ-লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ভূলোক থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত দেবতাদের স্থান, এ সকল স্থানে যথাক্রমে পূর্বোক্ত যাগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর স্বর্গাদি লোক আমাদের হোক বলে স্পর্ধা করত। প্রযাজ-যাগের দ্বারা স্বর্গাদি সকল লোক থেকে অসুরদের বিতাড়িত করে। যে যাগের দ্বারা বিরোধীদের দূর করে দেয়া হয়, তার নাম প্রযাজ। যারা এ জেনে প্রযাজ যাগ করে, তারা এ লোক থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করতে পারে। দূরে থেকে প্রথম আহুতি দিয়ে সামনে পা রেখে দ্বিতীয় আহুতি দিতে হবে। যে প্রযাজ যাগের মিথুন জানে, সে মিথুন প্রজা ও পশু লাভ করে। সমিৎ যাগের দ্বারা বহু যাগ করবে, তনূনপাতের দ্বারা একটি মিথুন, ইট্-যাগের দ্বারা বহু মিথুনে, বর্হি-যাগের দ্বারা একটি মিথুন যাগ করতে হবে। এরূপ যে জানে স মিথুন প্রজা ও পশু লাভ করে। পূর্বকালে কোন এক সময় দেবতারা যাগ আরম্ভ করেছিলেন, তাতে আজ্যভাগের অধিকারী দেবগণ ছিল অনিষ্ট। এ অবসরে অসুরেরা এসে যজ্ঞ নষ্ট করতে চাইল। তার প্রতিকারের জন্য দেবতারা অষ্টাক্ষরের গায়ত্রীর দুটি ব্যূহ রচনা করেন। তার মধ্যে পঞ্চ অক্ষরের ব্যূহ পূর্বের এবং তিন অক্ষরের ব্যূহ পরের। ব্যূহদ্বয় হচ্ছে যজ্ঞের ও যজমানের কবচতুল্য। এ জন্য পঞ্চ অক্ষররূপ পাঁচটি প্রযাজ আগে করতে হয় এবং তিন অক্ষররূপ অনূযাজ পরে করতে হয়। এ উভয় কবচ যজমানকে উভয় দিক থেকে রক্ষা করে। এ রক্ষার দ্বারা যজমানের শত্রু-নাশ হয়। এখানে যেমন পূর্বে বহু অক্ষর ও পরে অল্প অক্ষর থাকে, সেরূপ যুদ্ধ গমনের সময় সামনে বহু লোক ও পেছনে অল্প লোক রাখতে হয়। এতে শত্রুর সেনা ভয় পেয়ে থাকে। কোন এক সময় যাগ করতে আরম্ভ করে দেবতারা যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরদের আসবার পূর্বে স্বাহাকার নামক পঞ্চম প্রযাজ যজ্ঞ শেষ করে। তাতে যজ্ঞ-বিচ্ছেদ হয় জন্য তা যুক্তিযুক্ত নয়। এজন্য প্রযাজের পরে অবশিষ্ট হবির দ্বারা যাগ করা হলে যজ্ঞের বিস্তার হয়ে থাকে। তারপর পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হয়। এর ফলে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। প্রযাজ হচ্ছে পিতার মত, আর অনূযাজ পুত্রের মত। অনূযাজের জন্য হবি উপভৃতে রাখা থাকে। পুরোডাশাদি হবির অভিঘারণ সময়ে

প্রযাজের শেষে উপভৃতে রাখা হবিও দিতে হয়।" তা হলে পিতৃ-স্থানীয় প্রযাজের যা অবশিষ্ট আজ্য দ্রব্য, তা হচ্ছে পুত্র-স্থানীয় অনুযাজের সাধারণ দ্রব্য। লোকে বাল্য বয়সে পুত্র যা উপার্জন করে, তা পরবর্তীকালের জন্য রেখে দেয়া হয়, তা পিতা বা ভ্রাতা কাউকে দেয়া হয় না। কিন্তু পিতা যা উপার্জন করে তা পুত্রাদি সকলের জন্য। সেরূপ প্রযাজ হচ্ছে সাধারণ, তার শেষ ভাগের দ্বারা অন্য হোম করা হয় জন্য। আর অনুযাজ হচ্ছে অসাধারণ, তার শেষ নিয়ে আর হোম করা হয় না। যাগার্থ দ্রব্যের যাগের পূর্বে অন্যত্র পতন হলে, তা বিনষ্ট হয়। এজন্য প্রযাজ যাগের পর অন্যত্র হবির শেষ প্রক্ষেপ করতে হ। তাতে বিনষ্ট দোষের পরিহার হয়। একদিকে গায়ত্রীর পঞ্চ অক্ষররূপ প্রযাজ, অপরদিকে গায়ত্রী তিন অক্ষররূপ অনুযাজ। মধ্যে যে অভিঘারণ করা হয়, তার দ্বারা গায়ত্রী গর্ভ-ধারণ করে। এর ফলে যজমানের জন্য সে গায়ত্রী প্রজা ও পশু উৎপন্ন করে থাকে। ১।১৪ ॥

মন্ত্র ঃ চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্যভাগৌ যদাজ্যভাগৌ যজতি চক্ষুষী এব তদ্‌যজ্ঞস্য প্রতি দধাতি পূর্বার্ধে জুহোতি তস্মাৎ পূর্বার্ধে চক্ষুষী প্রবাহুগ্‌-জুহোতি তস্মাৎ প্রবাহুক্‌ চক্ষুষী দেবলোকং বা অগ্নিনা যজমানোহনু পশ্যতি পিতৃলোকং সোমেনোত্তরার্ধেহগ্নয়ে জুহোতি দক্ষিণার্ধে সোমায়েবমিব হীমৌ লোকাবনয়োর্লোকয়োরনুখ্যাত্যৈ রাজানৌ বা এতৌ দেবতানাং যদগ্নীষোমাবন্তরা দেবতা ইজ্যেতে দেবতানাং বিধৃত্যৈ তস্মাদ্রাজ্ঞা মনুষ্যা বিধৃতা ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্‌যজ্ঞে যজমানঃ কুরুতে যেনান্যতোদতশ্চ পশূন্দাধারোভয়তোদতশ্চেত্যৃ-চমনূচ্যাহজ্যভাগস্য জুষাণেন যজতি তেনান্যতোদতো। দাধারর্চমনূচ্য হবিষঃ ঋচা যজতি তেনোভয়তোদতো দাধার। মূর্ধন্বতী পুরোনুবাক্যা ভবতি মূর্ধান-মেবৈনং সমানানাং করোতি নিযুত্বত্যা যজতি ভ্রাতৃব্যস্যৈব পশূন্নি যুবতে কেশিনং হ দার্ভ্যং কেশী সাত্যকামিরুবাচ সপ্তপদাং তে শক্বরীং শ্বো যজ্ঞে প্রযোক্তাসে যস্যৈ বীর্যেণ প্র জাতান্‌ ভ্রাতৃব্যান্নুদতে প্রতি জনিষ্যমাণান্যস্যৈ বীর্যেণোভয়োর্লোকয়ো-র্জ্যোতির্ধত্তে যস্যৈ বীর্যেণ পূর্বার্ধে নানড্‌বান্‌ ভুনক্তি জঘনার্ধেন ধেনুরিতি পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবতি জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্‌ প্র নুদত উপরিষ্টাল্লক্ষ্মা যাজ্যা জনিষ্যমাণানেব প্রতি নুদতে পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবত্যস্মিন্নেব লোকে জ্যোতির্ধত্ত উপরিষ্টাল্লক্ষ্মা যাজ্যাহমুষ্মিন্নেব লোকে জ্যোতির্ধত্তে জ্যোতিষ্মন্তাবস্মা ইমৌ লোকৌ ভবতো য এবং বেদ পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবতি তস্মাৎ পূর্বার্ধে নানড্‌বান্‌ ভুনক্ত্যুপরিষ্টাল্লক্ষ্মা যাজ্যা তস্মাজ্জঘনার্ধেন ধেনুর্য এবং বেদ ভুঙ্‌ক্ত এনমেতৌ বজ্র আজ্যং বজ্র আজ্যভাগৌ বজ্রো বষট্‌কার-স্ত্রিবৃতমেব বজ্রং সংভৃত্য ভ্রাতৃব্যায় প্র হরত্যচ্ছম্বট্‌কারমপগুর্য বষট্‌করোতি স্তৃত্যৈ গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রিষ্টুগ্‌যাজ্যা ব্রহ্মন্নেব ক্ষত্রমন্বারম্ভয়তি তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণো মুখ্যো মুখ্যো ভবতি য এবং বেদ প্রৈবৈনং পুরোনুবাক্যয়াহহ প্র ণয়তি যাজ্যয়া গময়তি বষট্‌কারেণৈবৈনং পুরোনুবাক্যয়া দত্তে প্র যচ্ছতি যাজ্যয়া প্রতি বষট্‌কারেণ স্থাপয়তি ত্রিপদা পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রয় ইমে লোকা এষ্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠতি চতুষ্পদা যাজ্যা চতুষ্পদ এব পশূনব রুন্ধে দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কারো দ্বিপাদ্‌-যজমানঃ পশুষ্বেবোপরিষ্টাৎ প্রতি তিষ্ঠতি গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রিষ্টুগ্‌-যাজ্যৈষা বৈ সপ্তপদা শক্বরী যদ্বা এতয়া দেবা অশিক্ষন্তদশক্নুবন্য এবম্‌ বেদ শক্নোত্যেব যচ্ছিক্ষতি ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে দুটি আজ্যভাগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি আমাদের অনুগ্রহ কর। তুমি আমাদের

কর্মানুষ্ঠান নিবারকরূপ পাপ বিনাশ করে থাক, আমাদের স্তুতির দ্বারা আমাদের জন্য ধন ইচ্ছা করে সমিদ্ধ হও। আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে প্রীত এ অগ্নি আজ্য ভক্ষণ করুক। হে সোম, তুমি সজ্জনের অনুষ্ঠিত কর্মের পালক, তুমি দীপ্তিমান রাজা, পাপঘাতী, তুমি ফলপ্রদ, মঙ্গলরূপ ও যজ্ঞনিষ্পাদক। সে সোম এ হবি ভক্ষণ করুক। এ অগ্নি পুরাতন জন্মের দ্বারা নিজের তনু শোধন করে। এ অগ্নি কবি, পরের অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা, ঋত্বিকের স্তুতি জেনে বৃদ্ধি লাভ করে। আমাদের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে অগ্নি হবি ভক্ষণ করুক। হে সোম, বাক্যের তাৎপর্যাভিজ্ঞ আমরা স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা তোমার বর্ধন করছি। তুমি তুষ্ট হয়ে আমাদের কাছে এস, আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ কর। এ আজ্যভাগ দুটি (অগ্নি ও সোমের এ মন্ত্র-দুটি) যজ্ঞের চক্ষু-স্বরূপ। যারা এ আজ্যভাগের দ্বারা যাগ করে তারা যজ্ঞে চক্ষুদান করে। লোকের যেমন মস্তকের সামনের দিকে চক্ষু থাকে, পিছনে নয়, সেরূপ পূর্বার্ধে এ চক্ষুস্বরূপ আজ্যভাগের যাগ করতে হবে। লোকের উভয় হাত যেমন সমান, সেরূপ উভয় আহুতি পংক্তি-রূপ সমান হবে। উত্তর দিক হচ্ছে দেবলোক এবং দক্ষিণ দিক পিতৃলোক। সেরূপে হোমের দ্বারা যজমান দেবলোক ও পিতৃলোক দেখে থাকে। অগ্নি ও সোম দেবতাদের রাজার মত, তাদের মধ্যে প্রধান দেবতাদের যাগ করা হয়। রাজা যেমন সকলকে ধরে রাখে, সেরূপ তারা সকল দেবতাদের পোষক। এরূপে আজ্যভাগের নিরূপণ করে তাদের যাজ্যা ও অনুবাক্যের কথা বলছেন। ব্রহ্মবাদী কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে থাকেন—যার দ্বারা নিম্নভাগে দন্তবিশিষ্ট গবাদি পশু লাভ হয়, সে যজ্ঞাঙ্গ কিরূপ এবং যার দ্বারা উভয়ভাগে দন্তবিশিষ্ট অশ্বাদি পশু লাভ হয়, সে যজ্ঞাঙ্গ কিরূপ? এর উত্তরে বিজ্ঞজন বলেন—আজ্যভাগের হোমকালে পুরোনুবাক্যারূপ কোন ঋক্ পাঠ করে যাজ্যারূপে 'জুষাণ' ইত্যাদি মন্ত্রে যাগ করতে হবে। তা হলে অর্ধ-ভাগের সম্পূর্ণ ঋক পাঠের দ্বারা নিম্নভাগে দন্তবিশিষ্ট পশু লাভ হবে। আর প্রধান অগ্নিহোমে পুরোনুবাক্য ঋক্ পাঠ করে যাজ্যা ঋকের দ্বারাও যাগ করতে হয়। তাতে উভয় ঋক সম্পূর্ণ হওয়ায় উভয় ভাগে দন্তবিশিষ্ট পশু লাভ হয়। [ঋক-মন্ত্র দুটির ব্যাখ্যা প্রথমে করা হয়েছে।] আগ্নেয় যাগের যাজ্যা অনুবাক্যা সামান্যরূপে বলে বিশেষ বলছেন—মূর্ধ-শব্দ যুক্ত ঋকের দ্বারা যজমান সমান জাতীয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে, আর নিযুৎ-শব্দ যুক্ত ঋকের দ্বারা শত্রুদের পশুদের বিযুক্ত করে। কেশী নামে দু-জন ঋষি ছিল—একজন দর্ভের পুত্র, অপরজন সত্যকামের পুত্র। সত্যকামের পুত্র কেশী দর্ভের পুত্র কেশীকে বলল—হে দর্ভপুত্র, আগামী কাল তোমার যাগে সপ্তপদ-যুক্ত শক্বরী-ছন্দের প্রয়োগ কর। সে ঋক্ অভ্রান্ত শক্তিশালী। সে শক্বরীর সামর্থ্যে উৎপন্ন শত্রু বিনষ্ট হয়, আর জনিষ্যমাণ শত্রুর উৎপত্তি হয় না। আর সে ছন্দের শক্তিতে পুরুষ ভূলোক ও স্বর্গলোকের উৎকর্ষ লাভ করে। তার শক্তিতে বলীবর্দ ও গাভী পালন করে। যাজ্যা ও অনুবাক্যার লক্ষণ বলছেন—যে ঋকে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতার নাম আগে থাকে, তা পুরোনুবাক্যা এবং দেবতার নাম পরে থাকলে তা যাজ্যা। যেমন—'অগ্নিমূর্ধা'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিদেবতার নাম পূর্বার্ধে উল্লেখ থাকায় উহা পুরোনুবাক্যা। 'জিহ্বামগ্নে চকৃষে'—ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরার্ধে দেবতার নামের উল্লেখ থাকায় উহা যাজ্যা। এখানে 'লক্ষ্ম'—শব্দে মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতার নাম বোঝাচ্ছে। পুরোনুবাক্যার দ্বারা এ লোকের উপরিভাগে বর্তমান স্বর্গলোকের জ্যোতি এবং যাজ্যার দ্বারা এ লোকের জ্যোতি লাভ করা যায়। এ যারা জানে তারা উভয় লোক লাভ করে

এবং বলীবর্দ ও গাভী শকটাদি বাহন ও দুগ্ধাদির দ্বারা এর উপকার করে। আজ্য, আজ্যভাগ এবং বষট্‌কার—এ তিনটি বজ্র নামে অভিহিত। আজ্যভাগ নামক কর্মে এ তিনটি মিলে ত্রিগুণ বজ্র হয়। তার দ্বারা শত্রুর প্রহার করা হলে বষট্‌কারের বৈয়র্থ্য হয়। সে জন্য বলছেন—উচ্চধ্বনি করবার জন্য হচ্ছে বষট্‌কার। এ বষট্‌কারের ধ্বনি শত্রুর হিংসা কার্যে প্রযুক্ত হয়। গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা ব্রাহ্মণের সাথে উৎপন্ন বলে ব্রাহ্মণ-স্বরূপ এবং ত্রিষ্টুপ্‌ যাজ্যা ক্ষত্রিয়ের সাথে উৎপন্ন বলে ক্ষত্রিয়-রূপ। ব্রাহ্মণের পরে ক্ষত্রিয় প্রবর্তিত বলে ব্রাহ্মণ মুখ্য। যে এরূপ জানে সে মুখ্য হয়। পুরোনুবাক্যা পাঠের দ্বারা হবির দাতা দেবতার সামনে উক্ত হয়। যাজ্যার দ্বারা তাকে পথ দিয়ে নিয়ে যায় এবং বষট্‌কারের দ্বারা দেবতার প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এ তিনটি মন্ত্রে ক্রমে যজমানকে গ্রহণ করে দেবতার কাছে নিয়ে গিয়ে উপবেশন করিয়ে দেয়। ত্রিপদা পুরোনুবাক্যা হয়, তাতে এ তিন লোকে যজমান প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুষ্পদা যাজ্যা হয়, তাতে যজমান চতুষ্পদ পশু লাভ করে। দু-অক্ষর বিশিষ্ট বষট্‌কার, তাতে যজমান পশু লাভ করে দু পায়ে অবস্থান করে। গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা, ত্রিষ্টুপ যাজ্যা আর এ সপ্তপদী হচ্ছে শক্বরী। এ শক্বরীর দ্বারা অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ হয়। ২।২১॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ ব্যাদিশৎ স আত্মন্নাজ্যমধত্ত তং দেবা অব্রুবন্নেষ বাব যজ্ঞো যদাজ্যমপ্যেব নোঽত্রাস্ত্বিতি সোঽব্রবীদ্‌যজান্ব আজ্যভাগাবুপ স্তৃণানভি ঘারয়ানিতি তস্মাদ্‌যজন্ত্যাজ্যভাগাবুপ স্তৃণন্ত্যভি ঘারয়ন্তি। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্ যাতযামান্যন্যানি হবীংষ্যযাতযামমাজ্যমিতি প্রাজাপত্যম্ ইতি ব্রূয়াদযাতযামা হি দেবানাং প্রজাপতিরিতি ছন্দাংসি দেবেভ্যোঽপাক্রামন্ন বোঽভাগানি হব্যং বক্ষ্যাম ইতি তেভ্য এতচ্চতুরবত্তমধারয়ন্ পুরোনুবাক্যায়ৈ যাজ্যায়ৈ দেবতায়ৈ বষট্‌কারায় যচ্চতুরবত্তং জুহোতি ছন্দাংস্যেব তৎ প্রীণাতি তান্যস্য প্রীতানি দেবেভ্যো হব্যং বহন্ত্যঙ্গিরসো বা ইত উত্তমাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তদৃষয়ো যজ্ঞবাস্ত্বভ্যবায়ন্তে অপশ্যন্ পুরোডাশং কূর্মং ভূতং সর্পন্তং তমব্রুবন্নিন্দ্রায় ধ্রিয়স্ব বৃহস্পতয়ে ধ্রিয়স্ব বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো ধ্রিয়স্বেতি স নাধ্রিয়ত তমব্রুবন্নগ্নয়ে ধ্রিয়স্বেতি সোঽগ্নয়েঽধ্রিয়ত যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ তমব্রুবন্ কথাঽহাস্থা ইত্যনুপাক্তোঽভূবমিত্যব্রবীদ্ যথাঽক্ষোঽনুপাক্তঃ অবার্চ্ছত্যেবমবাঽরমিত্যুপরিষ্টা-দভ্যজ্যাধস্তাদুপানক্তি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ সর্বাণি কপালান্যভি প্রথয়তি তাবতঃ পুরোডাশানমুষ্মিঁল্লোকেঽভি জয়তি যো বিদগ্ধঃ স নৈর্ঋতো যোঽশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা শৃতংকৃত্যঃ সদেবত্বায় ভস্মনাঽভি বাসয়তি তস্মান্মাংসেনাস্থি ছন্নং বেদেনাভি বাসয়তি তস্মাৎ কেশৈঃ শিরশ্ছন্নং প্রচ্যুতং বা এতদস্মাল্লোকাদাগতং দেবলোকং যচ্ছৃতং হবিরনভিঘারিতমভিঘার্যো-দ্বাসয়তি দেবত্রৈবৈনদ্গময়তি যদ্যেকং কপালং নশ্যেদেকো মাসঃ সম্বৎসরস্যানবেতঃ স্যাদথ যজমানঃ প্র মীয়েত যদ্দ্বে নশ্যেতাং দ্বৌ মাসৌ সম্বৎসরস্যানবেতৌ স্যাতামথ যজমানঃ প্র মীয়েত সংখ্যায়োদ্বাসয়তি যজমানস্য গোপীথায় যদি নশ্যেদাশ্বিনং দ্বিকপালং নির্বপেদ্ দ্যাবাপৃথিব্যমেককপালমশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ তাভ্যামেবাস্মৈ ভেষজং করোতি দ্যাবাপৃথিব্য এককপালো ভবত্যনয়োর্বা এতন্নশ্যতি যন্নশ্যত্যনয়োরেবৈনাদ্বিন্দতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে প্রধান আগ্নেয় পুরোডাশের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞীয় দ্রব্য ভাগ করে নিজের জন্য

আজ্য রেখে দিলেন। তাতে দেবতারা তাকে বলল—আজ্য হচ্ছে যজ্ঞ, সকল যজ্ঞিয় দ্রব্যের ভেতর ঘৃত সার বস্তু। আমাদের এ আজ্যের মধ্যে কিছু ভাগ দিন। তখন প্রজাপতি দেবতাদের বললেন—হে দেবগণ, তোমাদের উদ্দেশে যাজ্ঞিকেরা আজ্যভাগ-দ্বয়ের যাগ করুক এবং প্রধান হবি-দানের পর অভিঘারণ করুক। আজ্যভাগের যাগ আজ্যের দ্বারা করতে হয়। পুরোডাশ, চরু প্রভৃতি হবি দু-তিন দিনে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আজ্য ঠিক থাকে, তার সার ও স্বাদ কিছুই নষ্ট হয় না। এর কারণ ব্রহ্মবাদীরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করলে একজন বললেন—আজ্য প্রজাপতির, এ জন্য এ বস্তু ঠিক থাকে। ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ কল্পে কল্পে বিনাশ পায়, কিন্তু জগদীশ্বর প্রজাপতি তাদের উৎপত্তি বিনাশ সাধন করে নিজে পূর্বের মত অবিনশ্বর থাকেন, এজন্য তার আজ্য সব সময় সারযুক্ত হয়। পুরোনুবাক্যাদি মন্ত্রগত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ হবির্ভাগী দেবতাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে 'আমরা ভাগরহিত, অতএব তোমাদের হব্য বহন করব না'—এ বলে চলে যাচ্ছিল। এখানে ছন্দ শব্দে তাদের অভিমানী দেবতা। তারপর হবির্ভাগী দেবগণ সে ছন্দ অভিমানী দেবতাদের ভাগ দেয়। এখানে পুরোনুবাক্যাদি শব্দে অভিহিত হয়েছে ছন্দের অভিমানী দেবতা, আর আহুতির সাধনভূত অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। অতএব ছন্দ অভিমানী দেবতাদের প্রীতির জন্য যাগ করতে হবে। তাতে ছন্দের অভিমানী দেবগণ প্রীত হয়ে হবির্ভাগী দেবতাদের কাছে হবি বহন করবে। অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ ভূলোক থেকে স্বর্গে যান। সেখানে যজ্ঞভূমিতে গিয়ে দেখেন পুরোডাশ অভিমানী দেবতা কূর্ম শরীর ধারণ করে পালাচ্ছে। তাকে দেখে ঋষিগণ বললেন—ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে তোমাকে দেবো। তাতেও পুরোডাশ থাকল না। অগ্নির জন্য দেব—এ কথা বলায় থাকল। এজন্য দু-দিনে অষ্ট কপাল পুরোডাশ অগ্নির উদ্দেশে দিতে হয়। এতে স্বর্গ জয় হয়। ঋষিরা সে পুরোডাশকে জিজ্ঞাসা করল—কেন তুমি যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ করছ? তাতে পুরোডাশ উত্তর করল—আমি অঞ্জনের দ্বারা অলংকৃত হই নি জন্য ত্যাগ করে যাচ্ছি। লোকে যেমন গাড়ীর চাকায় তৈলাদি না দিলে তা নষ্ট হয়, সেরূপ আমি বিনষ্ট হচ্ছি। এজন্য পুরোডাশের উপরে ও নীচে ঘৃতসিক্ত করতে হয়. তা স্বর্গলোকের ব্যাপ্তির জন্য হয়ে থাকে। যতগুলি কপাল স্থাপন করা হবে, তার সংখ্যা অনুসারে পুরোডাশ দিলে, তা স্বর্গসুখ বিস্তারের জন্য হয়। অর্ধেক দগ্ধ ও পক্ব দ্রব্য রাক্ষসের প্রিয়, যা পাক করা হয় না, তা রুদ্রের প্রিয় এবং যা সুপক্ব, তা দেবতাদের প্রিয়। এজন্য সুপক্ব পুরোডাশ দেবতাদের প্রিয় হয়। পক্ব কঠিন পুরোডাশের উপরে ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদন করা হলে তা মাংসাচ্ছাদনের মত হয়। আচ্ছাদনকালে বেদগত দর্ভনাড়ীর সংস্পর্শে কেশচ্ছন্ন মস্তকের মত দেখায়। মন্ত্রের দ্বারা হবির পাক করা হলে এ লোক থেকে প্রচ্যুতি ঘটে এবং অভিঘারণের অভাবে শাস্ত্রসম্মত হয় না জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। অতএব শাস্ত্র অনুসারে আজ্যের দ্বারা অভিঘার করে পরে উদ্বাসন করতে হয়, তা হলে তা দেবতার ভোগ্য হয়। একটি বা দুটি কপাল নষ্ট হলে যজমানের মৃত্যু হয়, এজন্য যজমানের রক্ষার জন্য কপালের গণনা করতে হবে। ভুলবশত নষ্ট হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অশ্বিদ্বয়ের জন্য দুটি কপাল ও দ্যাবাপৃথিবীর জন্য একটি কপাল দিতে হবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় হচ্ছে দেবতাদের চিকিৎসক, তারা তার চিকিৎসা করে। এর ফলে কপাল নষ্ট জনিত দোষের ক্ষালন হয় এবং যজমান প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩।১১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্ফ্যমাদত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ শতভৃষ্টিরসি বানস্পত্যো দ্বিষতো বধ ইত্যাহ বজ্রমেব তৎ সংশ্যতি ভ্রাতৃব্যায় প্রহরিষ্যন্তম্বস্তম্ববজুর্হরত্যেতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিস্তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজতি তস্মান্নাভাগং নির্ভজন্তি ত্রির্হরতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যো নির্ভজতি তূষ্ণীং চতুর্থং হরত্যপরিমিতাদেবৈনং নির্ভজত্যুদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপহন্ত্যুদ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি মূলং ছিনত্তি ভ্রাতৃব্যস্যৈব মূলং ছিনত্তি পিতৃদেবত্যাহতিখাতেয়তীং খনতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতামা প্রতিষ্ঠায়ৈ খনতি যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি দেবযজনস্যৈব রূপমকঃ পুরীষবতীং করোতি প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষম্ প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ পুরীষবন্তং করোত্যুত্তরং পরিগ্রাহং পরি গৃহ্ণাত্যেতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিস্তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজ্যাত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরি গৃহ্ণাতি ক্রূরমিব বৈ এতৎ করোতি যদ্বেদিং করোতি ধা অসি স্বধা অসীতি যোযুপ্যতে শান্ত্যৈ প্রোক্ষণীরা সাদয়ত্যাপো বৈ রক্ষোঘ্নী রক্ষসামপহত্যৈ স্ফ্যস্য বর্ত্মন্ৎ সাদয়তি যজ্ঞস্য সংতত্যৈ যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে বেদি তৈরীর কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ 'সবিতাদেবের প্রেরণায়' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্ফ্য (ম টি খোঁড়ার শাবলের মত) গ্রহণ করতে হবে । তারপর 'অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা' এবং 'পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা' ইত্যাদি মন্ত্র বলতে হবে । অশ্বিদ্বয় হচ্ছে দেবতাদের অধ্বর্যু । তারপর নিম্ন মন্ত্র বলতে হবে—হে স্ফ্য, তুমি শত সংখ্যক শত্রুর সন্তাপক) বনস্পতির বিকার, বিদ্বেষকারী শত্রুর বধের হেতু-স্বরূপ । এ মন্ত্রের দ্বারা শত্রুর প্রতি বজ্র নিক্ষেপের জন্য অস্ত্র তীক্ষ্ণ করতে হয় । তারপর 'স্তম্ব যজুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বেদিস্থানে স্থাপিত দর্ভ ছেদন করে পাংসুর সাথে নিক্ষেপ করতে হবে । এর দ্বারা শত্রুর নিক্ষেপ করা হয় । এর তিনবার আবৃত্তির দ্বারা তিন লোক থেকে শত্রুদের দূর করা হয় । তারপর বেদির উপরের মৃত্তিকার অপসারণ করতে হবে, যেহেতু উহা উচ্ছিষ্টাদি সংস্পর্শের দ্বারা অমেধ্য হতে পারে । এর দ্বারা তৃণাদিও বিনষ্ট হয় । এরপর ওষধির যে মূলগুলি আবার পুঁতবার জন্য মাটিতে রাখা আছে, তাদের ছেদন করতে হবে । তাতে শত্রুর মূলচ্ছেদ হবে । যজমানের চিবুক থেকে মুখ পর্যন্ত যে পরিমাণ, ততটা খনন করতে হবে । যতটা খুঁড়লে ভূমি দৃঢ় হবে, সে পর্যন্ত খননের দ্বারা যজমানের প্রতিষ্ঠা হয় । দক্ষিণদিক উঁচু করলে দেব-যজনের রূপ হয়, নীচু করলে পিতৃযাগের মত হবে । যে ভূমিতে প্রজা পতির সঞ্চারণ আছে তা পুরীষ তুল্য হয় । বেদি নির্মাণের পূর্বে 'বসবস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বেদির সীমা নির্দেশ করতে হবে । নির্মাণের পর 'অমৃতমসি' —ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উত্তর পরিগ্রহ করতে হবে । তারপর বেদি সমান করতে হবে । উঁচু নীচু হলে বেদি ক্রূর হয়, সমান হলে শান্তির কারণ হয় । তারপর 'হে বেদি, তুমি ধারক, তোমার উপর কুশ প্রভৃতি রাখা হবে ।' তারপর জলাদির দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে, তাতে রাক্ষসদের অপসারণ ও যজ্ঞের বিস্তার হবে । ৪।১৪ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যদ্ভির্হবীংষি প্রৌক্ষীঃ কেনাপ ইতি ব্রহ্মণেতি ব্রূয়াদদ্ভির্হ্যেব হবীংষি প্রোক্ষতি ব্রহ্মণাহপ ইধ্মাবর্হি প্রোক্ষতি মেধ্যমেবৈনৎ করোতি বেদিং প্রোক্ষত্যৃক্ষা বা এষাহলোমকাহমেধ্যা যদ্বেদির্মেধ্যামেবৈনাং করোতি দিবেত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি বর্হিরাসাদ্য প্র উক্ষত্যেভ্য এবৈনল্লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি

ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যৎ খনত্যপো নি নয়তি শান্ত্যৈ পুরস্তাৎ প্রস্তরং গৃহ্ণাতি মুখ্যমেবৈনং করোতীয়ন্তং গৃহ্ণাতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতং বর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হিঃ পৃথিবী বেদিঃ প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়ত্যনতিদৃশ্নং স্তৃণাতি প্রজয়ৈবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্নং করোতি উত্তরং বর্হিষঃ প্রস্তরং সাদয়তি প্রজা বৈ বর্হির্যজমানঃ প্রস্তরো যজমানমেবাযজমানাদুত্তরং করোতি তস্মাদ্‌যজমানোঽযজমানাদুত্তরোঽন্তর্দধাতি ব্যাবৃত্ত্যা অনক্তি হবিষ্কৃতমেবৈনং সুবর্গং লোকং গময়তি ত্রেধাঽনক্তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোঽনক্তি ন প্রতি শৃণাতি যৎপ্রতিশৃণীয়াদনূর্ধ্বং ভাবুকং যজমানস্য স্যাদুপরীব প্র হরতি উপরীব হি সুবর্গো লোকো নিযচ্ছতি বৃষ্টিমেবাস্মৈ নি যচ্ছতি নাত্যগ্রং প্রহরেদ্‌ যদত্যগ্রং প্রহরেদত্যাসারিণ্যধ্বর্যোর্নাশুকা স্যান্ন পুরস্তাৎ প্রত্যস্যেদ্যৎ পুরস্তাৎ প্রত্যস্যেৎ সুবর্গাল্লোকাদ্‌ যজমানং প্রতিনুদেৎ প্রাঞ্চং প্র হরতি যজমানমেব সুবর্গং লোকং গময়তি ন বিষ্বঞ্চং বি যুযাদ্যদ্বিষ্বঞ্চং বিযুযাৎ স্ত্র্যস্য জায়েতোর্ধ্বমুদ্যৌত্যূর্ধ্বমিব হি পুংসঃ পুমানেবাস্য জায়তে যৎস্ফ্যেন বোপবেষেণ বা যোযুপ্যেত স্তৃতিরেবাস্য সা হস্তেন যোযুপ্যতে যজমানস্য গোপীথায় ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং যজ্ঞস্য যজমান ইতি প্রস্তর ইতি তস্য ক্ব সুবর্গো লোক ইত্যাহবনীয় ইতি ব্রূয়াদ্‌ যৎ প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি যজমানমেব সুবর্গং লোকং গময়তি বি বা এতদ্‌যজমানো লিশতে যৎ প্রস্তরং যোযুপ্যন্তে বর্হিরনু প্র হরতি শান্ত্যা অনারম্ভণ ইব বা এতর্হ্যধ্বর্যুঃ স ঈশ্বরো বেপনো ভবিতো ধ্রুবাঽসীতীমামভি মৃশতীয়ং বৈ ধ্রুবাঽস্যামেব প্রতিতিষ্ঠতি ন বেপনো ভবত্যগাঽনগ্নীদিত্যাহ যদ্‌ব্রূয়াদগন্নগ্নীরিত্যগ্নাবগ্নিং গময়েন্নির্যজমানং সুবর্গাল্লোকাদ্‌গচ্ছেদগন্নিত্যেব ব্রূয়াদ্‌যজমানমেব সুবর্গং লোকং গময়তি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে বেদির উপরের দ্রব্যাদির বিষয় বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : ব্রহ্মবাদীরা অধ্বর্যুকে জিজ্ঞাসা করল—হে অধ্বর্যু, তুমি জল দিয়ে হবি প্রোক্ষণ কর, কিন্তু কি দিয়ে জল শোধন কর ? তাতে অধ্বর্যু বলল—মন্ত্রের দ্বারা। অতএব জলের দ্বারা হবি এবং মন্ত্রের দ্বারা জল শুদ্ধি করতে হবে। কাঠ, কুশ প্রভৃতির প্রোক্ষণের পর বেদির প্রোক্ষণ করতে হবে। 'দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ভূলোকের জন্য তোমাকে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা কুশ নিয়ে প্রোক্ষণ করতে হবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা মন্ত্রকাণ্ডে করা হয়েছে।] বেদির পূর্বভাগে ব্রহ্মা কিম্বা যজমান প্রস্তর ধারণ করবে। কুশ বিস্তার করে বেদির আস্তরণ করতে হবে। প্রজা হচ্ছে বর্হি-সদৃশ, পৃথিবী হচ্ছে বেদিসদৃশ। এর দ্বারা প্রজা পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে। যাতে ভূমি দেখা না যায়, সেভাবে বেদির আস্তরণ করতে হবে, তাহলে প্রজা ও পশুদের দ্বারা চারদিকে ঘিরে থাকায় যজমানকে স্পষ্ট দেখা যাবে না। আস্তীর্ণ কুশের উপর প্রস্তর স্থাপন করতে হবে। প্রজা হচ্ছে বর্হি-সদৃশ আর যজমান প্রস্তরতুল্য। আস্তীর্ণ কুশ নীচে থাকে জন্য প্রজাতুল্য এবং প্রস্তরের প্রাধান্য বলে যজমানত্ব। মাঝে তির্যকভাবে দুটি কুশ বিস্তৃত করতে হবে। তারপর প্রস্তরকে ঘৃত-সিক্ত করতে হবে, তাতে স্বর্গে যাবার যোগ্য হয়। তিনবার ঘৃতের দ্বারা প্রস্তর সিক্ত করতে হবে। উপরের দিক থেকে অগ্নির উপর প্রস্তরের আঘাত করতে হবে, তাতে যজমানের স্বর্গলোকের উপর স্থান হয়। প্রস্তরযুক্ত হাত নীচের দিকে রাখতে হবে। তার ফলে যজমানের জন্য নীচে বৃষ্টি পতিত হবে। প্রস্তরের দ্বারা অধিক প্রহার করবে না, তাতে অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি এবং অধ্বর্যুর বিনাশের সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমদিকে মুখ করে প্রস্তরের প্রহার করলে যজমান স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হবে। সেজন্য পূর্বদিকে মুখ করে প্রহার করতে হবে, যাতে যজমানের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

প্রস্তরস্থ দর্ভের অগ্রভাগ নানাদিকে পৃথক করবে না, তাতে যজমানের কন্যা সন্তান জন্মে। দর্ভের অগ্রভাগগুলি একসঙ্গে যুক্ত করতে হবে, তাতে যজমানের পুত্র-সন্তান জন্মে। হাত দিয়ে দর্ভগুলি একত্র করতে হবে, স্ফ্যা দিয়ে একত্র করলে যজমানের হিংসা করা হবে, হাত দিয়ে একত্র করলে যজমানের রক্ষার নিমিত্ত হবে। যজমান যজ্ঞের কি জাতীয় অঙ্গ—ব্রহ্মবাদীগণ একথা জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর দেবে—প্রস্তর-স্থানীয়। আহবনীয়ে প্রস্তরের প্রহার করা হয় জন্য তা যজমানের স্বর্গলোক প্রাপ্তির কারণ হয়। [এ মন্ত্রগুলি যাজ্ঞিক ব্যাপার জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হলো না।]। ৫।২৩ ॥

মন্ত্র : অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসো ভ্রাতর আসংস্তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ প্রামীয়ন্ত সোঽগ্নিরবিভেদিত্থং বাব স্য আর্তিমারিষ্যতীতি স নিলায়ত সোঽপঃ প্রাবিশত্তং দেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্তং মৎস্যঃ প্রাব্রবীত্তমশপদ্ধিয়াধিয়া ত্বা বধ্যাসুর্যো মা প্রাবোচ ইতি তস্মান্মৎস্যং ধিয়াধিয়া ঘ্নন্তি শপ্তো হি তমন্ববিন্দংস্তমব্রুবন্নুপ ন আ বর্তস্ব হব্যং নো বহেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ যদেব গৃহীতস্যাহুতস্য বাহিঃপরিধি স্কন্দাত্তন্মে ভ্রাতৃণাং ভাগধেয়মসদিতি তস্মাদ্যদ্গৃহীতস্যাহুতস্য বহিঃপরিধি স্কন্দতি তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি পরিধীন্ পরি দধাতি রক্ষসামপহত্যৈ সংস্পর্শ-য়তি রক্ষসামনন্ববচারায় ন পুরস্তাৎ পরি দধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্রক্ষাং-স্যপহন্ত্যূর্ধ্বে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষাংস্যপ হন্তি যজুষান্যাং তূষ্ণী-মন্যাং মিথুনত্বায় দ্বে আ দধাতি দ্বিপাদ্ যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ যজেত যো যজ্ঞস্যার্ত্যা বসীয়ান্ তস্যাদিতি ভুপতয়ে স্বাহা ভুবনপতয়ে স্বাহা ভূতানাং পতয়ে স্বাহেতি স্কন্নমনু মন্ত্রয়েত যজ্ঞস্যৈব তদার্ত্যা যজমানো বসীয়ান্ ভবতী ভূয়সীর্হি দেবতাঃ প্রীণাতি জামি বা এতদ্যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদন্বঞ্চৌ পুরোডাশাবুপাংশুযাজমন্তরা যজত্যজামিত্বায়াথো মিথুনত্বায়াগ্নিরমুস্মিংল্লোক আসীদ্যমোঽস্মিন্তে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ বি পর্যূহামেত্যন্নাদ্যেন দেবা অগ্নিমু-উপামন্ত্রয়ন্ত রাজ্যেন পিতরো যমং তস্মাদগ্নিরন্নাদো যমঃ পিতৃণাং রাজা য এবং বেদ প্র রাজ্যমন্নাদ্যমাপ্নোতি তস্মা এতদ্ভাগধেয়ং প্রাযচ্ছন্ যদগ্নয়ে স্বিষ্ট-কৃতেঽবদ্যন্তি যদগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতেঽবদ্যতি ভাগধেয়েনৈব তদ্রুদ্রং সমর্ধয়তি সকৃৎ-সকৃদব দ্যতি সকৃদিব হি রুদ্র উত্তরার্ধাদবদ্যত্যেষা বৈ রুদ্রস্য দিক্স্বায়ামেব দিশি রুদ্রং নিরবদয়তে দ্বিরভি ঘারয়তি চতুরবত্তস্যাপ্ত্যৈ পশবো বৈ পূর্বা আহুতয় এষ রুদ্রো যদগ্নির্যৎপূর্বা আহুতীরভি জুহুয়াদ্রুদ্রায় পশূনপি দধ্যাদপশুর্যজমানঃ স্যাদতিহায় পূর্বা আহুতীর্জুহোতি পশূনাং গোপীথায় ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে উপাংশু ও স্বিষ্টকৃৎ যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : অগ্নির তিনটি বড় ভাই ছিল, তারা দেবতাদের জন্য হবি বহন করে মারা গেল। তাতে অগ্নি ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। দেবতারা অগ্নির খোঁজ করতে থাকলে মৎস্য জলস্থিত অগ্নির কথা দেবতাদের বলে দেয়। সেজন্য অগ্নি মৎস্যকে অভিশাপ দিল—হে মৎস্য, তুমি যেমন খলতা করে আমার কথা দেবতাদের কাছে বলে দিলে, সেরূপ কৈবর্তগণ বুদ্ধির দ্বারা অন্বেষণ করে জালাদির দ্বারা তোমাকে বধ করবে। তারপর মৎস্যের কাছে জেনে দেবতারা অগ্নির নিকট গিয়ে বলল—হে অগ্নি, তুমি আমাদের কাছে এস এবং হবি বহন কর। তাতে অগ্নি তাদের কাছে বর প্রার্থনা করে—হোমের পূর্বে স্রুক্ থেকে যে হবি পরিধির বাইরে পড়বে, তা আমার ভাইদের ভাগ হোক। দেবতারা তাকে সে বর দেয়। তার ফলে পতিত হবির দ্বারা যজমান অগ্নির ভাইদের প্রীত করে। অগ্নির চারদিকে পরিধি স্থাপন করতে হয়। পরিধির বাইরে অগ্নির ভাইদের স্থান,

এটা রাক্ষসদের বিনাশের কারণ হয়। পশ্চিম দিকে স্থাপিত মধ্য পরিধির দক্ষিণ ও উত্তর পরিধির দ্বারা স্পর্শ করতে হবে, তাতে রাক্ষসেরা প্রবেশ করবার ছিদ্র না পেয়ে অগ্নির সমীপে সঞ্চরণ করবে না। পূর্ব দিকে পরিধির দরকার নেই, কারণ সে-দিকে আদিত্য উদয়ের দ্বারাই রাক্ষসদের বিতাড়ন করে। দক্ষিণ উত্তর পরিধির অগ্রভাগে দুটি সমিধ স্থাপন করতে হবে, তাতে ঊর্ধ্ব দিক থেকে রাক্ষসদের অপঘাত হবে। দক্ষিণে সমিধ স্থাপনের সময় 'বীতিহোত্রং ত্বা কবে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। হবি পতিত হলে যজ্ঞের বিনাশের দ্বারা যজমান বিনাশোন্মুখ হয়, তা পরিহার করে যজমান কিভাবে অধিক ধনশালী হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—'ভূপতয়ে স্বাহা' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ভূ-পতি প্রভৃতি অগ্নির ভ্রাতা তাদের উদ্দেশে অর্পণ করার জন্য অগ্নির আর্তিনাশ হয়, ফলে যজমানের ধনপ্রাপ্তি ঘটে। আলস্য পরিহারের জন্য অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পুরোডাশের মধ্যে উপাংশু যাগ করতে হয়। পুরোডাশ দ্রব্যের একটি যাগ, আর আজ্য দ্রব্যের অপর যাগ, এ দুটোর মিথুনত্ব হয়। এর পর স্বিষ্টকৃতের কথা বলা হয়েছে—পূর্বে কোন এক সময় অগ্নি স্বর্গে ছিল, আর যম ছিল ভূলোকে। এর ফলে মানুষদের পাকাদি কার্য হতো না, আর পিতৃগণের রাজা হওয়া হতো না। এর পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করে দেবতারা তাদের ডেকে উৎকোচ দানে প্রলুব্ধ করল। অন্নাদির দ্বারা অগ্নিকে ভূলোকে যাবার এবং রাজ্যের জন্য যমকে স্বর্গে যাবার প্রলোভন দেখাল। এর ফলে দেবতাদের মধ্যে অগ্নি বহু অন্নের ভক্ষক হল, আর যম পিতৃগণের রাজা হল। এ উভয় যে জানে, সে প্রকৃষ্ট রাজ্য ও অন্ন লাভ করে। তারপর দেবতারা অগ্নিকে যজ্ঞের ভাগ দিল। যজমান—স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে যে হবি দেয়, তা হচ্ছে অগ্নির ভাগ। এর দ্বারা ক্রুর অগ্নিকে সমৃদ্ধ করা হয়। ঈশান দিক হচ্ছে রুদ্রের দিক, এজন্য উত্তরার্ধ থেকে হবি দিলে রুদ্রের তুষ্টিবিধান করা হয়। পূর্বে পুরোডাশ প্রভৃতি আহুতিগুলি পশুস্বরূপ ছিল। অগ্নি ক্রুর বলে রুদ্র-স্বরূপ। যদি পূর্বে আহুতি তাদের উদ্দেশে দেয়া হয়, তা সকল পশু বিনাশক রুদ্রের হয়ে যেত। তার ফলে যজমান পশুহীন হতো। এজন্য পূর্বের আহুতি পরিত্যাগ করে হোম করতে হয়, এরূপ হোম পশুদের রক্ষার নিমিত্ত হয়ে থাকে। ৬।১১ ॥

মন্ত্র ঃ মনুঃ পৃথিব্যা যজ্ঞিয়মৈচ্ছৎ স ঘৃতং নিষিক্তমবিন্দৎ সোঽব্রবীৎ কোঽস্যেশ্বরো যজ্ঞেঽপি কর্তোরিতি তাবব্রূতাং মিত্রাবরুণৌ গোরেবাবমীশ্বরৌ কর্তোঃ স্ব ইতি তৌ ততো গাং সমৈরয়তাং সা যত্র যত্র ন্যক্রামত্ততো ঘৃতমপীড্যত তস্মাদ্ ঘৃতপদুচ্যতে তদস্যৈ জন্মোপহূতং রথন্তরং সহ পৃথিব্যেত্যাহ ইয়ং বৈ রথন্তরমিমামেব সহান্নাদ্যেনোপ হ্বয়ত উপহূতং বামদেব্যং সহান্তরিক্ষেণেত্যাহ পশবো বৈ বামদেব্যং পশূনেব সহান্তরিক্ষেণোপ হ্বয়ত উপহূতং বৃহৎসহ দিবেত্যাহৈরং বৈ বৃহদিরামেব সহ দিবোপ হ্বয়ত উপহূতাঃ সপ্ত হোত্রা ইত্যাহ হোত্রা এবোপ হ্বয়ত উপহূতা ধেনুঃ সহর্ষভেত্যাহ মিথুনমেবোপ হ্বয়ত। উপহূতো ভক্ষঃ সখেত্যাহ সোমপীথমেবোপ হ্বয়ত উপহূতাং হো ইত্যাহাঽত্মান মেবোপ হ্বয়ত আত্মা হ্যুপহূতানাং বসিষ্ঠ ইড়ামুপ হ্বয়ত পশবো বা ইড়া পশূনেবোপ হ্বয়তে চতুরুপ হ্বয়তে চতুষ্পাদো হি পশবো মানবীত্যাহ মনুর্হ্যেতাম্ অগ্রেঽপশ্যদ্ ঘৃতপদীত্যাহ যদেবাস্যৈ পদাদ্ ঘৃতমপীড্যত তস্মাদেবমাহ মৈত্রা-বরুণীত্যাহ মিত্রাবরুণৌ হ্যেনাং সমৈরয়তাং ব্রহ্ম দেবকৃতমপহূতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবোপ হ্বয়তে দৈব্যা অধ্বর্যব উপহূতা উপহূতা মনুষ্যা ইত্যাহ যেদমনুষ্যান্যেবোপ

হ্বয়তে য ইমং যজ্ঞমবানো যজ্ঞপতিং বর্ধানিত্যাহ যজ্ঞায় চৈব যজমানায় চাংশিষমা শাস্ত উপহূতে দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাহ দ্যাবাপৃথিবী এবোপ হ্বয়তে পূর্বজে ঋতাবরী ইত্যাহ পূর্বজে হ্যেতে ঋতাবরী দেবী দেবপুত্রে ইত্যাহ দেবী হ্যেতে দেবপুত্রে উপহূতোঽয়ম্ যজমান ইত্যাহ যজমানমেবোপ হ্বয়ত উত্তরস্যাং দেবযজ্যায়ামুপহূতো ভূয়সি হবিষ্করণ উপহূত দিব্যে ধামন্নুপহূত ইত্যাহ প্রজা বা উত্তরা দেবযজ্যা পশবো ভূয়ো হবিষ্করণং সুবর্গো লোকো দিব্যং ধামেদমসীদমসী ত্যাহ যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামোপ হ্বয়তে বিশ্বমস্য প্রিয়মুপহূতমিত্যাহ ছম্বটকারমেবোপ হ্বয়তে ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে ইড়ার আহ্বান বিধি ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে কোন এক সময় মনু পৃথিবীর উপর যজ্ঞের জন্য কি দ্রব্য আছে, তা অন্বেষণ করতে করতে গো-পাদাঙ্কিত ভূপ্রদেশে নিষিক্ত ঘৃত পেয়েছিল। তা নিয়ে দেবতাদের সে বলল—এ গোপাদে স্থিত ঘৃতের স্বরূপ লৌকিক পাত্রের উপযুক্ত কে করতে পারে। তা শুনে সেখানে স্থিত বরুণদ্বয় বলল—গাভীর কার্যরূপ ঘৃতের কি প্রয়োজন, তার কারণরূপ গাভীকেই যজ্ঞের উপযুক্ত করে দিতে পারি। এ বলে তারা দু-জন ইড়ারূপ গাভীকে নিয়ে এল। সে গাভী পৃথিবীতে যেখানে যেখানে পাদ নিক্ষেপ করত, সে গো-পদাঙ্কিত ভূমিতে ঘৃত নিষ্পীড়িত হত। তার পা থেকে ঘৃত নির্গত হত জন্য, এ ভূমি 'ঘৃতপদী' বলে প্রসিদ্ধ হল। এরূপে ইড়ার যজ্ঞভূমিতে জন্ম হয়। পৃথিবীর সাথে রথন্তর সামের আমার কাছে থাকার জন্য আহ্বান করেছি। এ মন্ত্রগত রথন্তর শব্দে ভূমি বোঝাচ্ছে। যেমন ছটি পৃষ্ঠস্তোত্রের মধ্যে রথন্তর আদি, সেরূপ তিন লোকের মধ্যে ভূমি আদি। মন্ত্রে পৃথিবী শব্দে তার কার্য অন্নাদিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। অতএব অন্নাদির সাথে ভূমিকে আহ্বান করছি—এ অর্থ বুঝতে হবে। 'অন্তরিক্ষের সাথে বামদেব্যকে আহ্বান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে সামবিশেষ-বাচী বামদেব্য শব্দের দ্বারা সে সাম-সাধ্য পশুকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'দিবলোকের সাথে বৃহৎ ইরাকে আহ্বান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইরা শব্দ বৃষ্টিকে বলা হয়েছে। বৃহৎ সাম থেকে বৃষ্টি হয় জন্য তার সম্বন্ধী বৃহৎসামকে ইরা শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সপ্ত হোতাকে আহ্বান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রের সাত জন হোতা হচ্ছে—হোতা, প্রশাস্তা, ব্রহ্মণচ্ছংসী পোতা, নেষ্ট, অগ্নীধ্র ও অচ্ছবাক্। 'ঋষভের সাথে ধেনুকে ডাকছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে মিথুনের আহ্বান করা হয়েছে। 'ভক্ষঃ সখা'—ইত্যাদি মন্ত্রে সখা শব্দ উপকারক সোমপানকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'উপশৃত হো'—ইত্যাদি মন্ত্রে হো শব্দের দ্বারা নিজেকে আহ্বান করা হয়েছে। আত্মার আহ্বান কর্তব্য। 'ইড়ার আহ্বান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইড়া শব্দে গো-শরীর-ধারী দেবতাকে বলা হয়েছে। তার আহ্বান 'ইড়া উপহূতা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা করতে হবে। ইড়া পশু-রূপ জন্য তার আহ্বানের দ্বারা পশু-প্রাপ্তি হয়ে থাকে। পশুদের চার পা জন্য চার বার আহ্বান করতে হবে। 'মনু পৃথিবী থেকে যজ্ঞিয় দ্রব্য অন্বেষণ করেছিলেন'—ইত্যাদি আখ্যানে মিত্র ও বরুণ ইড়াকে এনেছিল তা বলা হয়েছে। দেবতাদের দ্বারা আহূত ইড়ার আহ্বানরূপ কর্মের দ্বারা ব্রহ্মার আহ্বান করা হয়েছে। অশ্বিনীদ্বয় হচ্ছে দেবতাদের অধ্বর্যু, তাদের আহ্বানের দ্বারা এ জগতের মানুষ অধ্বর্যুকেও আহ্বান করা হয়েছে। দৈব ও মনুষ্য অধ্বর্যুগণ সকলে এ যজ্ঞ রক্ষা করুক, যজ্ঞপতির বর্ধন করুক ইত্যাদির দ্বারা যজমানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। 'উপহূতে দ্যাবাপৃথিবী'—ইত্যাদি মন্ত্রে দ্যুলোক ও ভূলোকের

আহ্বান করা হয়েছে। দেব, তির্যক, মনুষ্য ইত্যাদির উৎপত্তির পূর্বে দ্যাবা-পৃথিবীর উৎপত্তি। ঋত শব্দের দ্বারা যজ্ঞকে লক্ষ্য করা হয়েছে, সে যজ্ঞ এই দুটি লোক হয় জন্য তাদের ঋতাবরী বলা হয়েছে। 'দেবপুত্রে'—এ বিশেষণের দ্বারা দেবতাগণ যে দুটি লোকের পুত্র—এ অর্থ বুঝান হয়েছে। 'উপহূতো যজমানঃ'—ইত্যাদি মন্ত্র যজমানকেই বলা হয়েছে, প্রস্তর প্রভৃতি এর লক্ষ্য নয়। 'উত্তরস্যাং দেবযজ্যায়াম্'—ইত্যাদি মন্ত্রে সোম যাগাদি রূপ উত্তর দেবযজ্যার প্রজাহেতুত্ব জন্য প্রজত্ব এবং এ যজ্ঞ বহু হবির দ্বারা সম্পন্ন হয়। 'দেবগণ আমার এ হবি ভক্ষণ করুক'—ইত্যাদি মন্ত্রে সোম যাগরূপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে যজমান যজ্ঞের প্রিয় স্থানকে আহ্বান করেছে। 'বিশ্বমস্য প্রিয়ম্'—ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞ যাতে বৈয়র্থ্য না হয়, তার জন্য যজমানের প্রিয় সকল বস্তুর আহ্বান কর হয়েছে। ৭।২২ ॥

মন্ত্র ঃ পশবো বা ইড়া স্বয়মা কামমেবাহস্বনা পশুনামা দত্তে ন হ্যন্যঃ কামং পশুনো প্রযচ্ছতি বাচস্পতয়ে ত্বা হুতং প্রাশ্নামীত্যাহ বাচমেব ভাগধেয়েন প্রীণাতি সদসস্পতয়ে ত্বা হুতং প্রাশ্নামীত্যাহ স্বগ কৃত্যৈ চতুরবত্তং ভবতি হবির্বৈ চতুরবত্তং পশবশ্চতুরবত্তং যদ্ধোতা প্রাশ্নীয়াদ্ধোতা আর্তিমার্চ্ছেদ্ যদগ্নৌ জুহুয়া দ্রুদ্রায় পশূনপি দধ্যাদপশুর্যজমানঃ স্যাদ্বাচস্পতয়ে ত্বা হুতং প্রাশ্নামীত্যাহ পরোক্ষমেবৈনজ্জুহোতি সদসস্পতয়ে ত্বা হুতং প্রাশ্নামীত্যাহ স্বর্গাকৃত্যৈ প্রাশ্নন্তি তীর্থ এব প্রাশ্নন্তি দক্ষিণাং দদাতি তীর্থ এব দক্ষিণাং দদাতি বি বা এতদ্যজ্ঞম্ ছিন্দন্তি যন্মধ্যতঃ প্রাশ্নন্ত্যদ্ভির্মার্জয়ন্ত আপো বৈ সর্বা দেবতা দেবতাভিরেব যজ্ঞং সং তন্বন্তি দেবা বৈ যজ্ঞাদ্রুদ্রমন্তরায়ন্তস যজ্ঞমবিধ্যত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্ত কল্পতাং ন ইদমিতি তেহব্রবন্তস্বিষ্টং বৈ ন ইদং ভবিষ্যতি যদিমং রাধয়িষ্যাম ইতি তৎস্বিষ্টকৃত স্বিষ্টকৃত্ত্বং তস্যাহবিদ্ধং নিঃ অকৃন্তন্যবেন সংমিতং তস্মাদ্যবমাত্রমব দ্যেদ্যজ্জ্যায়োহবদ্যেদ্রোপয়েত্তদ্যজ্ঞস্য যদুপ চ স্তৃণীয়াদভি চ ঘারয়েদুভয়তঃ সংস্বায়ি কুর্যা দবদায়াভি ঘারয়তি দ্বিঃ সং পদ্যতে দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ যত্তিরশ্চীনমতিহরেদনাভিবিদ্ধং যজ্ঞস্যাভি বিধ্যেদ গ্রণ পরি হরতি তীর্থেনৈব পরি হরতি তৎপূষ্ণে পর্যাহরন্তৎ পূষা প্রাশ্য দন্তোহরুণত্তস্মাৎ পূষা প্রাপিষ্টভাগোহদন্তকো হি তং দেবা অব্রুবন্বি বা অয়মার্ধ্যপ্রাশিত্রিয়ো বা অয়মভূদিতি তদ্বৃহস্পতয়ে পর্যাহরন্তসোহবিভেদ্ বৃহস্পতিরিত্থং বাব স্য আর্তিমাহরিষ্যতীতি স এতং মন্ত্রম পশ্যৎ সূর্যস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতি পশ্যামীত্যব্রবীন্ন হি সূর্যস্য চক্ষুঃ কিং চন হিনস্তি সোহবিভেৎ প্রতিগৃহ্নন্তং মা হিংসিষ্যতীতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতি গৃহ্ণামীত্যব্রবীৎ সবিতৃপ্রসূত এবৈনদ্ব্রহ্মণা দেবতাভিঃ প্রত্যগৃহ্ণৎ সোহবিভেৎ প্রাশ্নন্তং মা হিংসিষ্যতীত্যগ্নেস্ত্বাস্যেন প্রাশ্নামীত্যব্রবীন্ন হ্যগ্নেরাস্যং কিং চন হিনস্তি সোহবিভেৎ প্রাশিতং মা হিংসিষ্যতীতি ব্রাহ্মণস্যোদরেণেত্যব্রবীন্ন হি ব্রাহ্মণস্যোদরং কিং চন হিনস্তি বৃহস্পতের্ব্রহ্মণেতি স হি ব্রহ্মিষ্ঠোহপ বা এতস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি যঃ প্রাশিত্রং প্রাশ্নাত্যদ্ভির্মার্জয়িত্বা প্রাণান্‌ৎ সং মৃশতেহমৃতং বৈ প্রাণা অমৃতমাপঃ প্রাণানেব যথাস্থানমুপ হ্বয়তে ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে ইড়া ও প্রাশিত্রভক্ষণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হোতা গাভীরূপ ইড়ার আকাঙ্ক্ষা করায়, ইড়া পশুরূপ জন্য তার পশুর আকাঙ্ক্ষা করা হল। হোতা ছাড়া অন্য কেউ ইড়ারূপ পশু কামনা পূর্ণ করতে পারবে না। 'বাচস্পতয়ে ত্বা'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইড়ার আহ্বানরূপ যে বাক্য,

তার পতি হচ্ছে হোতার জীবাত্মা ; তার উদ্দেশে আহূত হে পুরোডাশ, তোমাকে ভক্ষণ করছি। এ মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা ভাগ দিয়ে বাক্যের দেবতাকে প্রীত করা হয়। যজ্ঞসভার পতি যে হোতা, তার জীবাত্মার উদ্দেশে আহূত পুরোডাশ আমি ভক্ষণ করছি। এর দ্বারা পুরোডাশের ভক্ষণ বলা হয়েছে। পশু চতুষ্পদ জন্য এ মন্ত্রেরও চার বার আবৃত্তি করতে হবে। দেবতারূপ ইড়ার ভক্ষণের দ্বারা যজমানের মরণ হয় এবং রুদ্রকে সমর্পণ করার জন্য যজমান পশুরহিত হয়। এ জন্য 'বাচস্পতয়ে স্বা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে পুরোডাশ ভক্ষণ করলে সাক্ষাৎ অগ্নিতে হুত হয় না এবং রুদ্রকেও পশুসমর্পণ করা হয় না। এখানে বাচস্পতি ব্যবধান থাকায় পরোক্ষ আহুতি হল। তার ফলে সাক্ষাৎ ইড়ার ভক্ষণ হলো না জন্য যজমানের মরণদোষ হবে না। ঋত্বিকদের ভক্ষণের ফলে দক্ষিণাও দেয়া হল। জল হচ্ছে সর্ব দেবতার স্বরূপ, এজন্য তার দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করতে হবে। পূর্বে দেবতারা প্রথমে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিরূপ রুদ্রকে সরিয়ে দিয়েছিল, তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র তাদের যজ্ঞ নিষ্ফল করে। তারপর দেবতারা রুদ্রের কাছে গিয়ে তাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানায়। তাদের মধ্যে কোন দেবতা বলে—যদি আমরা হবি প্রদান করে রুদ্রের আরাধনা করি, তা হলে আমাদের কর্ম সফল হবে। হবি সমর্পণের দ্বারা তাদের কর্ম সফল করার জন্য অগ্নির স্বিষ্টকৃৎ নাম পূর্ণ হল। তারপর দেবতারা তার আরাধনা করে যব-পরিমাণ পুরোডাশের অংশ ছিন্ন করে তাকে দেয়। এ জন্য যবপরিমাণ প্রাশিত্র ভাগ অর্পণ করতে হবে। এর বেশী দিলে যজ্ঞ প্রয়োগে ভ্রান্তি উৎপন্ন হবে। অবদানের পূর্বে উপস্তরণ ও অভিঘারণ করলে পুরোডাশের উভয় দিকে সংশয়ি রোগ হয়। এ জন্য একবার অবদান ও অভিঘারণ করতে হবে, তাতে যজমানের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্বে কোন এক সময় দেবতারা সে প্রাশিত্র পূষাকে দিয়েছিল। পূষা মন্ত্র ছাড়া তা দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছিল, ফলে তার সব দাঁত পড়ে যায়। এ জন্য তারপর থেকে সব সময় পূষাকে চরুর পিষ্ট ভাগ দেয়া হয়। তারপর দেবতারা পূষা প্রাশিত্র ভক্ষণ করতে পারে না দেখে, তা বৃহস্পতিকে অর্পণ করে। বৃহস্পতি মনে মনে মনে ভাবল—পূষা যখন প্রাশিত্র ভক্ষণ করে কষ্ট পেয়েছে, তবে অন্যেও কষ্ট পাবে। তখন বৃহস্পতি 'সূর্যস্য স্বা চক্ষুষা' ইত্যাদি মন্ত্র দেখলেন। মানুষেরা চক্ষুরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু সূর্যের চক্ষু কখন রোগাক্রান্ত হয় না। তখন বৃহস্পতি ভীত না হয়ে 'সবিতা দেবতার প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা, পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি' ইত্যাদি মন্ত্রে তা গ্রহণ করলেন। এ মন্ত্র দ্বারা দেবতারা তা গ্রহণ করলে তাদের কোন ক্ষতি হয় নি। অতএব এ মন্ত্রের দ্বারা প্রাশিত্র গ্রহণ করতে হবে। দাবাগ্নি সমগ্র বনভূমি ভক্ষণ করলেও শুষ্ক কাঠ বা কণ্টক তার মুখের কোন ক্ষতি করতে পারে না। শ্রাদ্ধাদিতে পরান্নভোজী ব্রাহ্মণের উদর কোন প্রত্যবায় লাভ করে না। যেহেতু বৃহস্পতি মন্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব 'বৃহস্পতে ব্রাহ্মণ'—ইত্যাদি মন্ত্রভাগ পাঠ করতে হয়। তারপর 'জল এর প্রাণকে রক্ষা করবে, যে প্রাশিত্র ভক্ষণ করবে' ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জনা করে প্রাণ রক্ষা করতে হবে। অমৃত হচ্ছে প্রাণ, অমৃত জল, তা প্রাণকে যথাস্থানে আহ্বান করে। ৮।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নীধ আ দধাত্যগ্নিমুখানেবর্ত্তূন প্রীণাতি সমিধমা দধাত্যুত্তরাসামাহুতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যা অথো সমিদ্বত্যেব জুহোতি পরিধীনৎসং মার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনানৎসকৃৎসকৃৎ সং মার্ষ্টি পরাঙিব হোতার্হি যজ্ঞশ্চতুঃ সংপদ্যতে চতুষ্পাদঃ পশবঃ

পশ্‌নেবাব রুন্ধে রক্ষন্ প্র স্থাস্যাম ইত্যাহাত্র বা এতর্হি যজ্ঞঃ শ্রিতঃ যত্র ব্রহ্মা যত্রৈব যজ্ঞঃ শ্রিতস্তত এবৈনমা রভতে যদ্ধস্তেন প্রমীবেদ্বেপনঃ স্যাদ্যচ্ছীর্ষ্ণা শীর্ষক্তিনাস্ত্-স্যাদ্যত্তূষ্ণীমাসীতাসংপ্রত্তো যজ্ঞঃ স্যাৎ প্রতিষ্ঠেত্যেব ব্রূয়াদ্বাচি বৈ যজ্ঞ শ্রিতো যত্রৈব যজ্ঞঃ শ্রিতস্তত এবৈনং সং প্র যচ্ছতি দেব সবিতরেতত্তে প্র আহেত্যাহ প্রসূত্যৈ বৃহস্পতিব্রহ্মেত্যাহ স হি ব্রহ্মিষ্ঠঃ স যজ্ঞং পাহি স যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহীত্যাহ যজ্ঞায় যজমানায়াত্মনে তেভ্য এবাহশিষমা শাস্তেহনার্ত্যা আশ্রাব্যাহহ দেবান্ যজেতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীষ্টা দেবতা অথ কতম এতে দেবা ইতি ছন্দাংসীতি ব্রূয়াদ্গায়ত্রীং ত্রিষ্টুভম্ অগতীমিত্যথো খল্বাহুর্ব্রাহ্মণা বৈ ছন্দাংসীতি তানেব তদ্যজতি দেবানাং বা ইষ্টা দেবতা আসন্নথাগ্নির্নোদজ্বলত্তং দেবা আহুতীভিরনূযাজেষ্বন্ববিন্দন্ যদনূ-যাজান্ যজত্যগ্নিমেব তৎসমিন্ধ এতদ্বৈ নামাহসুর আসীৎ স এতর্হি যজ্ঞস্যাহ শিষবৃঙ্‌ক্ত যদ্ব্রূয়াদেতৎ উ দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যেতদ্মেবাহসুরং যজ্ঞস্যাহশিষং গময়েদিদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যেব ব্রূয়াদ্ যজমানমেব যজ্ঞস্যাহশিষং গময়ত্যার্ধ্ন সূক্তবাকমুত নমোবাকমত্যাহেদমরাৎস্মেতি বাবৈতদাহোপশ্রিতো দিবঃ পৃথিব্যোরিত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উপশ্রিত ওমন্বতী তেঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমান দ্যাবাপৃথিবী স্তামিত্যাহাহশিষমেবৈতামাশাস্তে যদ্ব্রূয়াৎ সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চেতি প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদ্ যদা হি প্রমীয়তেঽথেমামুপাবস্যতি সূপচরণা চ স্বধিচরণা চেত্যেব ব্রূয়াদ্বরীয়সীমেবাস্মৈ গব্যূতিমা শাস্তে ন প্রমায়ুকো ভবতি তয়োরাবিদ্যগ্নিরিদং হাবরজুষতেত্যাহ যা অযাক্ষ্ম দেবতাস্তা অরীরধামেতি বাবৈতদাহ যন্ন নির্দিশেৎ—প্রতিবেশং যজ্ঞস্যাহশীর্গচ্ছেদা শাস্তেয়ং যজমানোঽসাবিত্যাহ নির্দিশ্যৈবৈনং সুবর্গং লোকং গময়ত্যায়ুরা শাস্তে সুপ্রজাস্ত্বমা শাস্ত ইত্যাহাহশিষমেবৈতামা শাস্তে সজাত-বনস্যামা শাস্ত ইত্যাহ প্রাণা বৈ সজাতাঃ প্রাণানেব নান্তেরতি তদগ্নির্দেবো দেবেভ্যো বনতে বয়মগ্নের্মানুষা ইত্যাহাগ্নির্দেবেভ্যো বনুতে বয়ং মনুষ্যেভ্য ইতি বাবৈত-দাহেহ গতির্বামস্যেদং চ নমো দেবেভ্য ইত্যাহ যাশ্চৈব দেবতা যজতি যাশ্চ ন তাভ্য এবোভয়ীভ্যো নমস্করোত্যাত্মনোঽনার্ত্যৈ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে অনুযাজ ও সূক্তবাকের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রথমে আগ্নীধ্রভাগ প্রদান করতে হয়। পৌরডাশিক কাণ্ডে আগ্নীধ্রভাগ প্রথম দেবার কথা। আগ্নীধ্র হচ্ছে ইধ্যমান অগ্নির মুখ। সমিধ-যুক্ত হয়ে অগ্নিতে যাগ করতে হবে। তখন পরিধির সংমার্জন করতে হবে।··· আহবনীয়ের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মা থাকে, যজ্ঞ তখন তাকে আশ্রয় করে থাকে। এজন্য ব্রহ্মার অনুজ্ঞা নিয়ে যজ্ঞ যে দিক আশ্রয় করে আছে, সেদিক থেকে যজ্ঞ আরম্ভ করতে হয়। ব্রহ্মা হস্তাগ্র সঞ্চালন করে অনুজ্ঞা দেবে, কিম্বা মাথা নেড়ে অথবা নিঃশব্দে কিম্বা বাক্যের দ্বারা—এ প্রশ্ন বলা হয়েছে, হস্তাগ্র সঞ্চলনে বাতাদি কম্পরোগ হবে, মাথা নেড়ে দিলে শিরোরোগ হবে। চুপ করে থাকলে যজ্ঞ সম্যক্-রূপে প্রবৃত্ত হবে না. অতএব বাক্যের দ্বারা অনুজ্ঞা দেবে। 'প্রতিষ্ঠিত' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অনুজ্ঞা দেবে। যজ্ঞ মন্ত্ররূপ বাক্য আশ্রয় করে থাকে জন্য তার ফলে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠ হবে। 'হে সবিতা দেব' ইত্যাদি মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করা হয়, তার উত্তরে অধ্বর্যু 'তুমি যাগ কর' ইত্যাদি বলবে। বৃহস্পতি এখানে ব্রহ্মা। হে বৃহস্পতি, তুমি এ যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ও মনুষ্য ব্রহ্মরূপ আমাকে রক্ষা কর। হে অধ্বর্যু, তুমি যা বলেছ, তা হোক অর্থাৎ যজ্ঞ করতে গমন কর। অন্যাক শুনারে 'দেবতাদের যাগ কর' ইত্যাদি বলতে হবে। ব্রহ্মবাদী জিজ্ঞাসা করে—অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি যে দেবতাদের পুরোডাশাদির দ্বারা যাগ করতে হবে, তারা ক-জন দেবতা? তার উত্তরে কেউ বলে—অধ্বর্যু, যাদের যাগ করতে আরম্ভ করেছে,

কোন দেবতা অবশিষ্ট নেই। অপরে বলে—ছন্দগুলি অবশিষ্ট আছে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ ও জগতীর যাগ করতে হবে। এর মধ্যে বিশেষ হচ্ছে—ব্রাহ্মণ ছন্দ পাঠ করে জন্য ব্রাহ্মণ হচ্ছে ছন্দ-রূপ। অতএব ব্রাহ্মণজাতি অভিমানী এ অগ্নির যাগ করতে হবে, সে অগ্নি হচ্ছে এ অনুযাজের দেবতা। পূর্বে দেবতারা যাগ করতে আরম্ভ করেছিল, তাতে অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা তাদের ইষ্ট ছিল। তখন আহুতির আধারভূত অগ্নি প্রজ্বলিত হল না। তারপর দেবতারা অনুযাজের মধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নিকে অন্বেষণ করে আহুতির দ্বারা লাভ করেছিল। অতএব অনুযাজের দ্বারা যাগ করবে, তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে। [অনুযাজের মন্ত্রগুলি মন্ত্রকাণ্ডে বলা হয়েছে।] এতদু নামে কোন অসুর কোন যজ্ঞে সূক্তবাক-কালে উপস্থিত হয়ে যজমানের আয়ু, সুপ্রজা ইত্যাদি প্রার্থনা করে। তখন যদি হোতা 'দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে, তবে তার আশীর্বাদ অসুর পাবে, এজন্য 'দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রম্'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তাহলে যজ্ঞের ফল যজমান পাবে। সূক্তবাক ও নমোবাক শব্দ দু-টি ক্রিয়াবিশেষণ, এ দু-টি যেমন হবে, সেরূপ সমৃদ্ধি লাভ করে মন্ত্রবাক্য বলতে হবে। যজ্ঞ অগ্নিরূপে পৃথিবীতে এবং ফলরূপে স্বর্গলোক আশ্রয় করে থাকে। শাখান্তরে পঠিত অবসান শব্দের দোষ দেখান হয়েছে—মৃত্যুকালে লোককে পালঙ্ক থেকে নামিয়ে মাটিতে শয়ন করান হয়, তখন তার অবসান হয়। অবসান শব্দে মৃত্যুর সূচনা করে জন্য 'স্বধিচরণ' শব্দ প্রয়োগ করতে হবে, তাতে প্রচুর গোচারণ ভূমির কামনা আছে। সূক্তবাকের দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে—আজ্যভাগী দেবতা অগ্নি প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করে যজমানের বর্ধন করে থাকে। সে যজমানকে অধিক তেজস্বী করে। সূক্তবাকের মধ্যভাগে অভীষ্ট দেবতার বৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে। হোমাদি কার্যে মন্ত্রগত 'অসৌ' পদের দ্বারা যজমানের নাম উল্লেখ করতে হবে। যদি যজমানের নাম উল্লেখ না করা হয়, তবে যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট পার্শ্ববর্তী অপর কোন লোক যজ্ঞের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। এজন্য যজমানের নাম উল্লেখ করতে হবে। তাতে যজমানের আয়ু, সুপ্রজা প্রভৃতি আশীর্বাদ লাভ হবে। দেবতার কাছ থেকে ও মানুষের কাছ থেকে যজ্ঞের ফল হোতা অগ্নির নিকট থাকে। দেবতা অগ্নি দেবতার কাছ দৈব ভোগ এবং মানুষ অগ্নি মানুষের কাছ থেকে মানুষ ভোগ্য দিয়ে থাকে। এ যজ্ঞ কর্মে হবির দ্বারা যে দেবতাদের সংকার না করা হবে, তাদের নমস্কারের দ্বারা সংকার করতে হবে ॥ ৯।২৩

মন্ত্র : দেবা বৈ যজ্ঞস্য স্বগাকর্তারং নাবিন্দন্তে শংযুং বার্হস্পত্যমব্রুবন্নিমং নো যজ্ঞং স্বগা কুর্ব্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ যদেবাব্রাহ্মণোক্তোঽশ্রদ্দধানো যজাতৈ সা মে যজ্ঞস্যাঽশীরসদিতি তস্মাদ্যদব্রাহ্মণোক্তোঽশ্রদ্দধানো যজতে শংযুমেব তস্য বার্হস্পত্যং যজ্ঞস্যাঽশীর্গচ্ছত্যেতন্মমেত্যব্রবীৎ কিং মে প্রজায়াঃ ইতি যোঽপগুরাতৈ শতেন যাতযাদ্যো নিহনৎ সহস্রেণ যাতযাদ্যো লোহিতং করবদ্যাবতঃ প্রস্কদ্য পাংসূন্তসংগৃহ্লাত্তাবতঃ সম্বৎসরান্ পিতৃলোকং ন প্র জানাদিতি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণায় নাপ গুরেত ন হি হন্যান্ন লোহিতং কুর্যাদেতাবতা হৈনসা ভবতি তচ্ছংযোরা বৃণীমহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তৎ স্বগা করোতি তৎ শংযোরা বৃণীমহ ইত্যাহ শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন সমর্দ্ধয়তি গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপতয় ইত্যাহাঽশিষমে-বৈতামা শাস্তে সোমং যজতি রেত এব তদ্দধাতি ত্বষ্টারং যজতি রেত এব হিতং ত্বষ্টা রূপাণি বি করোতি দেবানাং পত্নীর্যজতি মিথুনত্বায়াগ্নিং গৃহপতিং যজতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ জামি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদাজ্যেন প্রযাজা ইজ্যন্ত আজ্যেন পত্নী-সংযাজা ঋচমনূচ্য পত্নীসংযাজানামৃচা যজত্যজামিত্বায়াথো মিথুনত্বায় পঙ্‌ক্তিপ্রায়ণো

বৈ যজ্ঞঃ পঙ্‌ক্ত্যুদয়নঃ পঞ্চ প্রযাজা ইজ্যন্তে চত্বারঃ পত্নীসংযাজাঃ সমিষ্টযজুঃ পঞ্চমং পঙ্‌ক্তিমেবানু প্রযন্তি পঙ্‌ক্তিমনূদ্যন্তি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে সংযুবাক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও পত্নীসংযাজের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে দেবতার জন্য যে হবি দেয়া হবে, তা অপরের সাথে যুক্ত না করে সে দেবতার নিজস্ব ভাগ করার জন্য দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র শংযুকে বলেছিল। তাতে শংযু বলল—যদি কোন কামনা না করে কেউ স্বেচ্ছাক্রমে যজ্ঞ করে অথবা অশ্রদ্ধায় যজ্ঞ করে, তবে সে যজ্ঞের ফল আমার হোক। দেবতারা তা স্বীকার করলে, তখন থেকে সেরূপ যজ্ঞের ফল শংযু লাভ করে থাকে। তারপর শংযু বলল—আমার পুত্র পৌত্রাদির জন্য কি দিচ্ছ? দেবতারা বলল—তাড়নাদির উদ্যোগ করলে তার ফল তোমার পুত্র পৌত্রাদি লাভ করবে। যে ব্রাহ্মণের তাড়নার উদ্যোগ করে, সে শত নিষ্ক দণ্ডে ক্লেশ পায়, যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করে তাড়না করে, তার সহস্র নিষ্ক দণ্ড, যে ব্রাহ্মণের শরীরে রক্তপাত করে, সে রক্তবিন্দু পৃথিবীর যত পরমাণু ব্যেপে থাকবে, তত বছর আঘাতকারী পিতৃলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে যমযাতনা ভোগ করবে—এ সমস্ত তোমার পুত্রাদির অধীন হোক। অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা করবে না, তা হলে উক্ত পাপে লিপ্ত হতে হবে। এরূপ প্রশস্ত ফল বৃহস্পতিপুত্র শংযুর কাছে আমরা প্রার্থনা করছি। যজ্ঞের ফল দেবতার কাছে যাক। যজমান দেবতাদের কাছে যাক। আমাদের দৈব ও মনুষ্য-কৃত বিঘ্নের উপশম হোক। সকল পাপের এ ঔষধ নির্বিঘ্নে সমাপ্তি লাভ করুক। আমাদের মানুষ ও পশুদের মঙ্গল হোক। 'শংযুর কাছে প্রার্থনা করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠে যজ্ঞের ফল দেবতারা স্বতন্ত্রভাবে লাভ করে। শংযু তার অভীষ্ট ভাগ পেয়ে তুষ্ট হয়। 'গাতুং যজ্ঞায়' ইত্যাদি মন্ত্রে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। তারপর চারটি মন্ত্রে পত্নী-সংযাজের কথা বলা হয়েছে। সোমের যাগ করলে সে রেত দেয়, ত্বষ্টার যাগ করলে ত্বষ্টা রেত বিকৃত করে বিবিধ রূপ দিয়ে থাকে, দেবপত্নীদের যাগের ফলে মিথুনত্ব লাভ হয় এবং গৃহপতি অগ্নির যাগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। প্রযাজ ও পত্নীসংযাজের দ্রব্যগত কোন বৈষম্য নেই, কিন্তু মন্ত্রগত বৈষম্য আছে। যজু-মন্ত্রের দ্বারা প্রযাজ যাগ করতে হয় এবং ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা-পত্নী-সংযাজ যাগ করতে হয়। [এখানকার যাজ্যা ও অনুবাক্যের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে করা আছে।] সমিষ্ট-যজুর বিধি অর্থবাদের দ্বারা বলা হচ্ছে—পঞ্চাক্ষরা পংক্তি, অতএব পংক্তি শব্দে পঞ্চ সংখ্যা বোঝাচ্ছে। এ পংক্তি আরম্ভে যার, তা পংক্তি-প্রায়ণ যাগ। পংক্তি সমাপ্তিতে যার, তা হচ্ছে পংক্ত্যুদয়ন যাগ। দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রারম্ভে পঞ্চ প্রযাজের দ্বারা এবং সমাপ্তিতে চারটি পত্নীসংযাগ ও পঞ্চম সমিষ্টযাগ করতে হয়। তা হলে আরম্ভে ও শেষ পংক্তির দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। অতএব সমিষ্ট-যজুর দ্বারা যাগ হবে। 'দেবা গাতুবিদঃ'—ইত্যাদি মন্ত্র যজ্ঞের পূর্ণতা সূচনা করে, তাকে সমষ্টি-যজু বলা হয়। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অধ্বর্যুকাণ্ডে বলা হয়েছে।] । ১০।১১ ॥

মন্ত্র ঃ যদ্বক্ষা হি দেবহূতমান্ অশ্বান্ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ। উত নো দেব দেবান্ অচ্ছা বোচো বিদুষ্টরঃ। শ্রদ্বিশ্বা বার্য্যা কৃধি। ত্বং হ যদ্যবিষ্ঠ্য সহসঃ সূনবাহুত। ঋতাবা যজ্ঞিয়ো ভুবঃ। অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্। তং নেমিমৃভবো যথাহনমস্ব সহূতিভিঃ। নেদীয়ো যজ্ঞম্ অঙ্গিরঃ। তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ

নিত্যয়া। বৃকে চোদস্ব সুষ্টুতিম্। কমু ষ্বিদস্য সেনয়াহগ্নেরপাকচক্ষসঃ। পণিং গোষু স্তরামহে। মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্নাতীরিবোস্রাঃ। কৃশং ন হাসুরঘ্নিয়াঃ। মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অংহিতঃ। ঊর্মির্ন নাবমা বধীৎ। নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈঃ অমিত্রমর্দ্দয়। কুবিৎসু নো গবিষ্টয়েহগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি। মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্‌যথা। সংবর্গং সংরয়িং জয়। অন্যমস্মদ্ভিয়া ইয়মগ্নে সিষক্তু দুচ্ছুনা। বর্ধা নো অমবচ্ছবঃ। যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমামদুর্মখস্য বা। তং ঘেদগ্নিবৃধাহবতি। পরস্যা অধি সম্বতোহবরাং অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাং অব। বিদ্মা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্যথাহবসঃ। অধা তে সুম্নমীমহে। য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ। সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে। বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপ্ত্রে সহস্বতে। সং সমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ। ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর। প্রজাপতে স বেদ সোমাপূষণেমৌ দেবৌ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে সংবর্গেষ্টির হোত্রমন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, এ কর্মে তুমি আহ্বানযোগ্য দেবতাদের যুক্ত কর, যেমন রথস্বামী রথে অশ্বযোজনা করে। তুমি পুরাতন যজ্ঞ-সম্পাদক হয়ে এ যাগ-স্থানে বস। হে দেবাগ্নি, তুমি আমাদের অভিপ্রায় জেনে দেবতাদের কাছে গিয়ে বল—এ যজমান হবি দান করবে। আমাদের অভিপ্রায় যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তা কর। হে যুবতম, বল-পুত্র, দেবতাদের আহ্বাতা অগ্নি, যেহেতু তুমি সত্য-রূপ, অতএব যজ্ঞ-সাধন হও। এ দীপ্ত অগ্নি সহস্র ও শতসংখ্যক অন্নের পালক, মস্তকের মত উন্নত, বিদ্বান ও ধনদাতা হোক। হে অঙ্গির অগ্নি, সমান আহ্বাতা ঋত্বিকদের দ্বারা আহূত হয়ে এ যজ্ঞে আমাদের কাছে দেবতাদের নিয়ে এস, যেমন দেবতক্ষা (ছুতোরেরা) রথচক্রের নেমিগুলি এনে পরিভ্রমণ যোগ্য করে। হে বিবিধরূপযুক্ত অগ্নি, সর্বতোভাবে দ্যোতমান, কামবর্ষী, যজনীয় দেবতার নিকট বৈদিক মন্ত্রে ক্রিয়মাণ আমাদের স্তুতি প্রেরণ কর। সর্বজ্ঞ অগ্নির পরিচারক জনের সাথে গবাদি দ্রব্যবিষয়ে কোন ব্যবহার গোপন করতে পারব না। তার অনুগ্রহে সকল ব্যবহার করব। দুগ্ধবতী গাভী যেমন তার শিশু বৎসদের ত্যাগ করে না, সেরূপ দেবতার বণিক্ প্রজারা যেন আমাদের পরিত্যাগ না করে। তরঙ্গ যেমন নদীতে গমনকারী নৌকার বিনাশ করে না, সেরূপ শত্রুকৃত দ্রোহ যেন আমাদের বিনাশ না করে। হে অগ্নিদেব, মানুষেরা তোমার বলের জন্য তোমাকে নমস্কার করে। রোগাদির দ্বারা আমাদের শত্রুদের তুমি বিনাশ কর। হে অগ্নি, তুমি আমাদের প্রভূত ধনের বিস্তার কর এবং গাভীযুক্ত যজ্ঞের জন্য আমাদের কর্মফল বিস্তৃত কর। তোমার প্রদত্ত এ ধনের যেন বিনাশ করো না, যেমন ভারবাহী বলীবর্দ দ্রব্যাদির বিনাশ করে না। তোমার দেয় ধনরাশিতে বার বার প্রভূত ধন এনে তার বৃদ্ধি কর। হে অগ্নি, আমাদের শত্রুদের দারিদ্র্যরূপ পীড়া বৃদ্ধি কর, যাতে তারা ভয়ে পলায়ন করে। শত্রুদের রোগ বৃদ্ধি কর এবং আমাদের বল বৃদ্ধি কর। অগ্নি সম্যক্ যাগানুষ্ঠানকারী যজমানের সুখরূপ আহুতির সেবা করে এবং নমস্কার-কারী যজমানকে ধনবৃদ্ধির দ্বারা রক্ষা করে। এ ভজনীয় কার্যে (সংবৎ) নিকৃষ্ট আমাদের নিকট এসে আমাদের দুঃখ দূর কর এবং আমাদের যারা বন্ধু, তাদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, লোকে যেমন পিতার রক্ষা জানে, সেরূপ তোমার রক্ষা আমরা পূর্বেই জেনেছি। সে জন্য তোমার দত্তসুখ আমরা লাভ করব।

হে অগ্নি, তুমি ক্রূর রাজার মত শত্রুদের হন্তা, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মৃগের মত বনে গমন কর ও দাবাগ্নির মত বনে অবস্থান কর। সে তুমি শত্রুদের নগর ধ্বংস কর। হে ঋত্বিক ও যজমান, তোমরা পরস্পর সখ্যভাবে তোমাদের অভীষ্ট সম্পন্ন কর এবং নিবাসহেতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলের নপ্তা, অতিশয় বলশালী অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র সম্পাদন কর। হে কামবর্ষী অগ্নি, ঈশ্বর তুমি সকল ফল সম্পন্ন করে যজমানের সাথে যুক্ত কর, পৃথিবীরূপ বেদীতে দীপ্ত হও এবং আমাদের জন্য ধন এনে দাও। [প্রজাপতে ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]। ১১।২০ ॥

মন্ত্র ঃ উশন্তস্ত্বা হবামহ উশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ। ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্ব্বে কর্ম্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ। বন্বন্নবাতঃ পরিধীংরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভব নঃ। ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ। তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ। অত্তা হবীংষি প্রয়তানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ব্ববীরং দধাতন। বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্ব্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্। ত আ গতাবসা শন্তমেনাথাস্মভ্যম্ শং যোররপো দধাত। আঽহং পিতৄন্ৎ সুবিদত্রাং অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ। বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাঽগমিষ্ঠাঃ। উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু। ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্। উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ। অসুম্ য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু। ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্ব্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ। যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু। অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ। শুচীদয়ন্দীধিতিমুক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্। যদগ্নে কব্যবাহন পিতৄন্ যক্ষ্যৃতাবৃধঃ। প্র চ হব্যানি বক্ষ্যসি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ। ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বা। প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রযতা হবীংষি। মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিব্বৃহস্পতির্ঋক্কভির্ব্বাবৃধানঃ। যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ৎ স্বাহাঽন্যে স্বধয়াঽন্যে মদন্তি। ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ। আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব। অঙ্গিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব। বিবস্বন্তম্ হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য। অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে পিতৃযজ্ঞে হবি-দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, আমরা পিতৃপুরুষদের কামনা করে তোমাকে আহবান করছি ও দীপ্ত করছি। তুমিও হবি-ভক্ষণের জন্য যজমানের পিতৃগণের আহবান কর। হে সোমদেব, তুমি বুদ্ধির দ্বারা জেনে অন্নজল লাভের পথ পাইয়ে দাও। হে ইন্দু, তোমার পরিচর্যায় আমাদের পিতৃগণ দেবতাদের মধ্যে থেকে ধীর হয়ে রমণীয় হবির সেবা করেছে। হে পবমান সোম, তোমার অনুগ্রহে আমাদের পিতৃগণ কর্ম করে, তাদের জন্ম স্মরণ করে ধীর হয়ে অবস্থান করছে। তুমি

বায়ুর অপেক্ষা না করে প্রজ্বলিত আমাদের হবি ভক্ষণ করে তোমার যুদ্ধকুশল দ্বারা পরিধির মত সর্বত্র স্থিত আমাদের প্রতিবন্ধক দূর কর এবং আমাদের জন্য ধনবান হও। হে সোম, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে দ্যাবা-পৃথিবী ব্যেপে আছ। হে ইন্দু, সেরূপ তোমাকে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। তোমার প্রসাদে আমরা ধনের পতি হবো। হে অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ, আমাদের পরিচর্যা লাভ করে তোমরা এ কর্মে এসে নিজ নিজ স্থান লাভ কর। এ যজ্ঞে সাদরে সম্পাদিত হবি ভক্ষণ কর। তারপর বৈদিক কর্মে নিপুণ পুত্রকে ধন দাও। হে বর্হিষদ পিতৃগণ, অর্বাচীন আমাদের রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের জন্য প্রদত্ত এ হবি ভক্ষণ কর। হবি ভক্ষণ করে তোমরা আমাদের রক্ষা ও সুখ দেবার জন্য এস। তারপর আমাদের সুখ দাও ও পাপ থেকে মুক্ত কর। আমার ভক্তির জ্ঞাতা পিতৃগণকে আমি (যজমান) লাভ করেছি এবং ব্যাপক যজ্ঞের অবিনশ্বর প্রবৃত্তি জেনেছি। যে বর্হিষদ পিতৃগণ এ যজ্ঞে এসেছে, তারা সাদরে এসে সোমসদৃশ হবির আস্বাদ লাভ করে তৃপ্ত হোক। আমাদের অনুগ্রহকারী সোম্য পিতৃগণ যাগযোগ্য তৃপ্তিকর নিধিসদৃশ হবির জন্য আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে এ কর্মে এসে আমাদের স্তুতি শুনুক। শুনে এ যজমান সাধু —এ কথা বলুক এবং আমাদের রক্ষা করুক। পিতৃপুরুষগণ তিন প্রকার —উত্তম, মধ্যম ও অধম। যারা শ্রৌত-কর্মের অনুষ্ঠান করে পিতৃলোকে গিয়েছে, তারা উত্তম, যারা স্মার্ত-কর্মের অনুষ্ঠান করে পিতৃলোকে গিয়েছে, তারা মধ্যম এবং যারা সংস্কারহীন, তারা অধম। সে সকল পিতৃগণ আমাদের অনুগ্রহ করুক। যে পিতৃগণ আরণ্য অশ্বের মত আমাদের হিংসা করে না, যারা আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ জেনে আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে এসেছে, সে পিতৃগণ আমাদের আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুক। যারা আমাদের জন্মের পূর্বে পিতৃলোকে গিয়েছে, যারা আমাদের জন্মের পরে পিতৃলোকে গিয়েছে, যারা এ পার্থিব রজোগুণের কার্যে আনীত হবি গ্রহণের জন্য এসে বসেছে, অপর যে বন্ধুবর্গ ধনসমৃদ্ধ পুত্রদের শ্রাদ্ধ গ্রহণের জন্য এসে বসেছে, তাদের সকলের উদ্দেশে আজ এ কর্মে আহুতি প্রদান পূর্বক নমস্কার করছি। হে অগ্নি, অতীত কালে আমাদের পিতৃগণ যজ্ঞ করে যেরূপ শুদ্ধ লোক প্রাপ্ত হয়েছে, দীপ্যমান পিতৃদেবতার উক্থ-শস্ত্র পাঠ করে সেরূপ উচ্চ স্থান আমরা লাভ করব। সে পিতৃগণ, আমাদের থেকে উৎকৃষ্ট পিতা পিতামহ এবং তাদেরও পূর্বপুরুষ; তারা এ হবির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করে দেবত্ব লাভ করে আমাদের ফল প্রতিবন্ধক পাপ দূর করুক। হে কব্যবাহন অগ্নি, যেহেতু তুমি যজ্ঞবর্ধক পিতৃদের যাগ কর, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে আমাদের হবি বারবার বহন কর। হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি যজমানের দ্বারা স্তুত হয়ে তাদের হব্য সুরভিত করে বহন কর ও পিতৃগণের উদ্দেশে অর্পণ কর। সে পিতৃগণ স্বধাকারের দ্বারা প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করুক। হে দেব, তুমি প্রযত্নে সম্পাদিত হবি ভক্ষণ কর। সারথি মাতলির সাথে ইন্দ্র কব্যভাগী পিতৃগণের সাথে বর্ধিত হয়। যম অঙ্গিরস পিতৃগণের সাথে এবং বৃহস্পতি ঋক্-প্রতিপাদ্য পিতৃগণের সাথে বৃদ্ধি লাভ করে। যে কব্যভাগী পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ধন করে, তাদের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতা স্বাহাকারের দ্বারা তৃপ্ত হয় এবং অপর পিতৃগণ স্বধাকারের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে। হে যম, অঙ্গিরস নামক পিতৃগণের সাথে একমত হয়ে এ যজ্ঞে এসে বস; তারপর বিদ্বান্ ঋত্বিক্‌দের প্রযুক্ত মন্ত্র তোমাকে আহ্বান করুক। হে রাজা, এ হবির দ্বারা তুষ্ট হয়ে যজমানের আনন্দ বর্ধন কর। হে যম, বিবিধ

রূপে যজ্ঞ যাগযোগ্য অঙ্গিরাগণের সাথে এসে যজমানের প্রীতিবিধান কর। এ যজ্ঞে তোমার পিতা বিবস্বানকে আহ্বান করছি। তিনিও এ যজ্ঞে এসে যজমানের আনন্দ বর্ধন করুন। অঙ্গিরা, অথর্ব, ভৃগু নামক আমাদের পিতৃগণ নূতনের মত প্রীতিজনক হোক। তারা সোম লাভের যোগ্য, যজ্ঞিয় তাদের সুমতি, শোভন মন ও কল্যাণ ফল আমরা লাভ করব। ১২।১৭ ॥

তৃতীয় কান্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র : প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি স তপোঽতপ্যত স সর্পানসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি স দ্বিতীয়মতপ্যত স বয়াংস্যসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি স তৃতীয়মতপ্যত স এতং দীক্ষিতবাদমপশ্যত্তমবদত্ততো বৈ স প্রজা অসৃজত যত্তপস্তপ্‌স্বা দীক্ষিতবাদং বদতি প্রজা এব তদ্‌যজমানঃ সৃজতে যদ্বৈ দীক্ষিতোঽমেধ্যং পশ্যত্যপাস্মাদ্দীক্ষা ক্রামতি নীলমস্য হরো ব্যেত্যবন্ধং মনো দরিদ্রং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হাসীরিত্যাহ নাস্মাদ্দীক্ষাঽপ ক্রামতি নাস্য নীলং ন হরো ব্যেতি যদ্বৈ দীক্ষিতমভিবর্ষতি দিব্যা আপোঽশান্তা ওজো বলং দীক্ষাম্। তপোঽস্য নির্ঘ্নন্ত্যুন্দতীর্বলং ধত্তৌজো ধত্ত বলং ধত্ত মা মে দীক্ষং মা তপো নির্বধিষ্টেত্যাহৈতদেব সর্বমাত্মন্ধত্তে নাস্যৌজো বলং ন দীক্ষাম্ ন তপো নির্ঘ্নন্ত্যগ্নির্বৈ দীক্ষিতস্য দেবতা সোঽস্মাদেতর্হি তির ইব যর্হি যাতি তমীশ্বরং রক্ষাংসি হন্তোঃ ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্ত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিস্তমেবান্বারভতে স এনং সং পারয়ত্যেদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজনং হ্যেষ পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব ইত্যাহ বিশ্বে হ্যেতদ্দেবা জোষয়ন্তে যদ্‌ব্রাহ্মণা ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহর্ক্‌সামাভ্যাং হ্যেষ যজুষা সন্তরতি যো যজতে রায়স্পোষেণ সমিষা মদেমেত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে দীক্ষার আবশ্যকতা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : পূর্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করবার ইচ্ছা করে তপস্যা করেন। তাতে প্রথমে সর্প ও দ্বিতীয়বারে পক্ষী সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি দীক্ষিতবাদ দেখতে পান। অগ্নিষ্টোম হচ্ছে প্রজাপতির তপস্যা। তার ফলে তিনি উৎকৃষ্ট মনুষ্য সৃষ্টি করেন। যিনি নিয়ম বিশেষ অবলম্বন করে দীক্ষিতবাদ বলেন, সে যজমান প্রজা সৃষ্টি করে। এখানে তপস্যা বলতে স্নান, দান, অনশন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি বুঝতে হবে। দীক্ষিতবাদ হচ্ছে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা পঠিত মন্ত্র। যে দীক্ষিত হয়ে অমেধ্য দেখে, সে দীক্ষার ফল থেকে বিচ্যুত হয়, পাপে লিপ্ত হয়, তার তেজ চলে যায় ও তার শরীর বিকৃত হয়। তখন সে 'অবন্ধম্' ইত্যাদি মন্ত্র মনে ধ্যান করে বলে। তা হচ্ছে—আমার মন অসংযত এবং চক্ষুও কৃপণ, দর্শনের হেতুভূত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্য আমার চক্ষুর দোষ ক্ষালন করবে। অতএব হে দীক্ষা, আমি অপরাধী, আমাকে তুমি পরিত্যাগ করো না। এ মন্ত্র পাঠে দীক্ষা তার কাছ থেকে চলে যায় না, সে

পাপে লিপ্ত হয় না বা তার তেজ অপগত হয় না।, বৃষ্টির জল ওজ, বল, দীক্ষা, তপস্যা নষ্ট করে এজন্য 'উন্দতী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। হে জল, তোমরা আমার শারীরিক বল দাও, আমাতে ওজ স্থাপন কর, ইন্দ্রিয়ের শক্তি দাও এবং আমার দীক্ষা ও তপস্যা নষ্ট করো না। এ মন্ত্র পাঠে ওজ,বল, দীক্ষা ও তপস্যা নষ্ট হয় না। অগ্নি হচ্ছে দীক্ষিত ব্যক্তির দেবতা। যখন দীক্ষিত ব্যক্তি গৃহ থেকে যায়, তখন অগ্নি রুষ্ট হয় : সে ব্যক্তি রক্ষকহীন হওয়ায় পথে রাক্ষসরা তার অনিষ্ট করতে পারে। এজন্য 'ভদ্রাদভি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে রথ, আমার গৃহ থেকে অতি প্রশস্ত দেবযজন স্থানে যাও। তোমার সামনে বৃহস্পতি যাচ্ছে। দেবতাদের মধ্যে বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ বলে তিনি রাক্ষসদের অভিশাপ দিতে সমর্থ। সে বৃহস্পতির সঙ্গে যজমান যাচ্ছে জন্য, তিনি যজমানকে পার করে নিয়ে যাবেন। তারপর যে যাগ করবে সে 'এতদগ্ম'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করবে। তার অর্থ হলো—আমি পার্থিব দেবযজন স্থানে এসেছি। সকল দেবগণ তুষ্ট হয়েছে। ঋক, সাম ও যজু মন্ত্রের দ্বারা যাগের পারে যাব এবং ধনপুষ্টি লাভ করব। ১।১০ ॥

মন্ত্র ঃ এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেষ তে ত্রৈষ্টুভো জাগতো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাচ্ছন্দোমানাং সাম্রাজ্যং গচ্ছেতি মে সোমায় ব্রূতাদ্যো বৈ সোমম্ রাজানং সাম্রাজ্যং লোকং গময়িত্বা ক্রীণাতি গচ্ছতি স্বানাং সাম্রাজ্যং ছন্দাংসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞঃ সাম্রাজ্যো লোকঃ পুরস্তাৎ সোমস্য ক্রয়াদেবমভি মন্ত্রয়েত সাম্রাজ্যমেব এনং লোকং গময়িত্বা ক্রীণাতি গচ্ছতি স্বানাং সাম্রাজ্যং যো বৈ তানূনপত্রস্য প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ন প্রাশ্নন্তি ন জুহ্বত্যথ ক্ব তানূনপত্রম্ প্রতি তিষ্ঠতীতি প্রজাপতৌ মনসীতি ব্রূয়াজ্জিঘ্রেৎ প্রজাপতৌ ত্বা মনসি জুহোমীত্যেষা বৈ তানূনপত্রস্য প্রতিষ্ঠা য এবং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যঃ বা অধ্বর্যোঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যতো মন্যেতান-ভিক্রম্য হোষ্যামীতি তত্তিষ্ঠন্না শ্রাবয়েদেষা বা অধ্বর্যোঃ প্রতিষ্ঠা য এবং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যদভিক্রম্য জুহুয়াৎ প্রতিষ্ঠায়া ইয়াত্তস্মাৎ সমানত্র তিষ্ঠতা হোতব্যং প্রতিষ্ঠিত্যৈ যো বা অধ্বর্যোঃ স্বং বেদ স্ববানেব ভবতি স্রুগ্বা অস্য স্বম্ বায়ব্যমস্য স্বং চমসোঽস্য স্বং যদ্বায়ব্যং বা চমসং বাঽনন্বারভ্যাঽশ্রাবয়েৎ স্বাদিয়াত্তস্মাদন্বা-রভ্যাঽশ্রাব্যং স্বাদেব নৈতি যো বৈ সোমমপ্রতিষ্ঠাপ্য স্তোত্রমুপাকরোত্যপ্রতিষ্ঠিতঃ সোমো ভবত্যপ্রতিষ্ঠিতঃ স্তোমোঽপ্রতিষ্ঠিতান্যুক্‌থান্যপ্রতিষ্ঠিতো যজমানোঽপ্রতি-ষ্ঠিতোঽধ্বর্যুর্বায়ব্যং বৈ সোমস্য প্রতিষ্ঠা চমসোঽস্য প্রতিষ্ঠা সোমঃ স্তোমস স্তোম উক্‌থানাং গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকুর্যাৎ প্রত্যেব সোমং স্থাপয়তি প্রতি স্তোমং প্রত্যুক্‌থানি প্রতি যজমানস্তিষ্ঠতি প্রত্যধ্বর্যুঃ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে সোমোপস্থাপনের মন্ত্র বলা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ হে রাজা সোমদেব, সামনে দৃশ্যমান ক্রয়যোগ্য বল্লীরূপ তোমার ভাগ প্রাতঃসবনে গায়ত্রীছন্দে সংস্কৃত হয়েছে—একথা আমার (যজমানের) গায়ত্রী দেবতা সোমকে বলুক। সেরূপ ত্রিষ্টুপ ছন্দে মাধ্যন্দিন সবনে এবং জগতী ছন্দে তৃতীয় সবনে সোম সংস্কৃত হয়েছে—একথা বলুক। যে যজমান সোমরাজের সাম্রাজ্যরূপ স্থান দিয়ে পরে বল্লীরূপ সোম ক্রয় করে, সে নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য লাভ করে। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দোময় লোক হচ্ছে সোমরাজের সাম্রাজ্য। সোমাভিমন্ত্রণে পূর্বোক্ত চারটি মন্ত্র বলতে হবে। তারপর 'তনূনপাৎ, তোমাকে গ্রহণ করছি' ইত্যাদি মন্ত্রে চমস পাত্রে যে আজ্য গ্রহণ করা হয়, তাতে

অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয় না। সোমরস বহ্নিতে আহুত হলে, ঋত্বিকেরা পান করলে, তার প্রতিষ্ঠা হয়। তনূনপাতের কোথায় প্রতিষ্ঠা এ জিজ্ঞাসা করা হলে বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী উত্তর দেবেন—মনের দ্বারা প্রজাপতিতে স্থাপন করলে তার প্রতিষ্ঠা হবে। 'প্রজাপতৌ ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অবঘ্রাণ করতে হবে। 'হে তনূনপাৎ, তোমাকে প্রজাপতির উদ্দেশে অর্পণ করছি,' ইত্যাদি মন্ত্র মনে স্মরণ করছি। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা 'অগ্নেরাতিথ্যমসি' ইত্যাদি অনুবাকে করা হয়েছে।] আশ্রাবণ থেকে আরম্ভ করে হোম পর্যন্ত একত্র অবস্থান হচ্ছে অধ্বর্যুর প্রতিষ্ঠা। আহবনীয় হোম প্রদেশ থেকে অন্যত্র না গিয়ে আমি হোম করব—এরূপ মনে করে সেখানে অবস্থান করা হচ্ছে আশ্রাবণ। যে অধ্বর্যু এ জানে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখান থেকে অন্যত্র গেলে তার নিন্দা হয়। সে সময় অধ্বর্যু হোমসাধন দ্রব্য হস্তে ধারণ করে থাকবে। স্রুক, জুহূ প্রভৃতি বস্তু হচ্ছে বায়ব্য, এ পাত্রগুলি মরুদ্দেবতার। তারপর প্রাতঃসবনাদি স্তোত্রের কালবিশেষে গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে—যে সোম প্রতিষ্ঠা না করে স্তোত্র পাঠ করে, তার সোম, স্তোম, উক্থ্য, যজমান, অধ্বর্যু সকলে অপ্রতিষ্ঠ হয়। মরুদ্দেবতার দ্রব্যগুলি হচ্ছে সোমের প্রতিষ্ঠা। চমস সোমের প্রতিষ্ঠা, এ জন্য স্তোম, উক্থ গ্রহ, চমস এ-গুলি গ্রহণ করে স্তোত্র পাঠ করলে যজমান, অধ্বর্যু সকলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ॥ ২।১১ ॥

মন্ত্র ঃ যজ্ঞং বা এতৎ সং ভরন্তি যৎ সোমক্রয়ণ্যৈ পদং যজ্ঞমুখং হবির্ধানে যর্হি হবির্ধানে প্রাচী প্রবর্তয়েয়ুস্তর্হি তেনাক্ষমুপাঞ্জ্যাদ্যজ্ঞমুখ এব যজ্ঞমনু সং তনোতি প্রাঞ্চমগ্নিং প্র হরন্ত্যুৎ পত্নীমা নয়ন্ত্যন্বনাংসি প্র বর্তয়ন্ত্যথ বা অস্যৈষ ধিষ্ণিয়ো হীয়তে সোহনু ধ্যায়তি স ঈশ্বরো রুদ্রো ভূত্বা প্রজাং পশূন্যজমানস্য শময়িতোর্যর্হি পশুমাপ্রীতমুদঞ্চং নয়ন্তি তর্হি তস্য পশুশ্রপণং হরেত্তেনৈবৈনং ভাগিনং করোতি যজমানো বা আহবনীয়ো যজমানং বা এতদ্বি কর্ষন্তে যদাহবনীয়াৎ পশুশ্রপণং হরন্তি স বৈব স্যান্নির্মন্থ্যং বা কুর্যাদ্যজমানস্য সাত্মত্বায় যদি পশোরবদানং নশ্যেদাজ্যস্য প্রত্যাখ্যায়মব দ্যেৎ সৈব ততঃ প্রায়শ্চিত্তির্যে পশুং বিমথ্নীরন্যস্তান্ কাময়েতার্তিমার্চ্ছেয়ুরিতি কুবিদঙ্গেতি নমোবৃক্তিবত্যর্চাগ্নীধ্রে জুহুয়ান্নমোবৃক্তিমেবৈষাং বৃঙ্ক্তে তাজগার্তিমার্চ্ছন্তি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে সোমক্রয়ণীর অঞ্জনাদির বিধান বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ যজ্ঞ সোমক্রয়ণীর পদ পূরণ করে। যখন গার্হপত্যের নিকট পূর্বদিকে দুটি শকট রাখা হয়, তখন তাদের ধুর ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করতে হয়। তা হলে হবির্ধানাত্মক যজ্ঞমুখে যজ্ঞ বিস্তার লাভ করে। তারপর প্রাচীন-বংশের পশ্চিম দেশস্থিত পূর্ব গার্হপত্য থেকে অগ্নি আনতে হবে। পশ্চিম দিকে পত্নীশালায় অবস্থিত পত্নীকে পূর্ব আহবনীয় স্থানে আনতে হবে। পূর্বের গার্হপত্যের নিকটস্থ শকটগুলিরও অনুক্রমে পূর্বদিকে আনতে হবে। এর ফলে গার্হপত্যের স্থান শূন্য হওয়ায় অগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে যজমানের প্রজা ও পশুর বিনাশ করতে পারে। তার প্রতিকারের জন্য আপ্রীসংজ্ঞক প্রযাজ যাজ্যার দ্বারা তুষ্ট পশুকে যখন উত্তর দিকে নেয়া হয়, তখন প্রাচীন গার্হপত্যের অগ্নির গ্রহণ করতে হয়। তাতে অগ্নি ভাগযুক্ত হয়ে প্রজাদির বিনাশ করে না। আহবনীয় অগ্নির বিকর্ষণের ফলে যজমানের অপকর্ষ হয়। এ জন্য অন্য কোন অগ্নি উৎপন্ন করলে যজমান বিকর্ষরহিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গণনা করে যতগুলি পশু অবদান নষ্ট হয়,

ততটা আজ্য দিতে হবে, তা হলে এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত হবে। যদি শত্রুরা পশু হরণ করে তাতে দুঃখিত যজমান 'কুবিদঙ্গ' ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রে হোম করবে। তাতে শত্রু পরাভূত হবে। [এ অনুবাকের সবগুলিই যাজ্ঞিক ব্যাপার জন্য একটা সাধারণ অর্থ দেয়া হল।]। ৩।৭ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতের্জায়মানাঃ প্রজা জাতাশ্চ যা ইমাঃ। তস্মৈ প্রতি প্র বেদয় চিকিত্বাং অনু মন্যতাম্। ইমং পশুং পশুপতে তে অদ্য বধ্নাম্যগ্নে সুকৃতস্য মধ্যে। অনু মনস্ব সুযজা যজাম জুষ্টং দেবানামিদমস্তু হব্যম্। প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্ণন্তি পূর্বে প্রাণমঙ্গেভ্যঃ পর্য্যাচরন্তম্। সুবর্গং যাহি পথিভির্দেবযানৈরোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ। যেষামীশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত চ দ্বিপদাম্। নিষ্ক্রীতোঽয়ং যাজ্ঞিয়ং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানস্য সন্তু। যে বধ্যমানমনু বধ্যমানা অভ্যৈক্ষন্ত মনসা চক্ষুষা চ। অগ্নিষ্টাং অগ্রে প্র মুমোক্তু দেবঃ প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদানঃ। য আরণ্যাঃ পশবো বিশ্বরূপা বিরূপাঃ সন্তো বহুধৈকরূপাঃ। বায়ুষ্টাং অগ্রে প্র মুমোক্তু দেবঃ প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদানঃ। প্রমুঞ্চমানাঃ ভুবনস্য রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবাঃ। উপাকৃতং শশমানং যদস্থাজ্জীবং দেবানামপ্যেতু পাথঃ। নানা প্রাণো যজমানস্য পশুনা যজ্ঞো দেবেভিঃ সহ দেবযানঃ। জীবং দেবানামপ্যেতু পাথঃ সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। যৎ পশুর্মায়ুমকৃতোরো বা পদ্ভিরাহতে। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ। শমিতার উপেতন যজ্ঞং দেবেভিরিন্বিতম্। পাশাৎ পশুং প্র মুঞ্চত বন্ধাদ্যজ্ঞপতিং পরি। অদিতিঃ পাশং প্র মুমোক্ত্বেতং নমঃ পশুভ্যঃ পশুপতয়ে করোমি। অরাতীয়ন্তমধরং কৃণোমি যং দ্বিষ্মস্তস্মিন্ প্রতি মুঞ্চামি পাশম্। ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহং শৃতঙ্কর্ত্তারমুত যজ্ঞিয়ং চ। অগ্নে সদক্ষঃ সতনুর্হি ভূত্বাঽথ হব্যা জাতবেদো জুষস্ব। জাতবেদো বপয়া গচ্ছ দেবান্ত্বং হি হোতা প্রথমো বভূথ। ঘৃতেন ত্বং তনুবো বর্ধয়স্ব স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে পশুর অপাকরণ মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে প্রজা এখন উৎপন্ন হচ্ছে এবং পূর্বে যারা জন্মেছে, তারা সকলেই প্রজাপতির সৃষ্ট। এজন্য প্রত্যেক পশুর কাছে গিয়ে বলতে হবে যে প্রজাপতি তার স্বর্গগমন অনুমোদন করুন। হে পশুপতি অগ্নি, আজ এ অগ্নিষ্টোম কার্যে এ পশুকে বন্ধন করছি, তুমি অনুমোদন কর। আমরা শোভন যাগ করব। এ হব্য দেবতাদের প্রীতিপ্রদ হোক। হে পশু, পূর্বে দেবগণ তোমার বৃত্তান্ত জেনে তোমার প্রাণ গ্রহণ করেছে। এখন তুমি আমাদের অধীন হয়েছ—এ তারা অনুমোদন করেছে। তুমি দেবযান পথে স্বর্গে যাও। প্রাণরূপে স্বর্গে গিয়ে অবশিষ্ট শরীরের অবয়বের দ্বারা পুরোডাশাদির মত হবিরূপ হও। পশুস্বামী রুদ্র দ্বিপদ ও চতুষ্পদ যে পশুদের অধিপতি, তাদের মধ্যে আমাদের ক্রীত এ পশু যাগযোগ্য হোক এবং যজমান ধনপুষ্টি লাভ করুক। এ পশুর পিতা মাতা ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন, যারা এর প্রতি স্নেহবশত বধ্যমান এ পশুকে দেখছে, অগ্নি তাদের আগেই মুক্ত করুক। তারপর প্রজাপতিদেব নিজের প্রজার সাথে একমত হয়ে সে পশুদের মুক্ত করুক। আরণ্য পশুগণ জাতি, বর্ণ, উচ্চ, নীচ ভেদে বহু হলেও পশুত্ব-রূপে একরূপ। বায়ুদেব আগে তাদের মুক্ত করুক, তারপর প্রজাপতিদেব নিজের প্রজার সাথে একমত হয়ে তাদের মুক্ত করুক। হে দেবগণ, যাগদ্বারা উৎপন্নের কারণ এপশুকে মুক্ত

করে যজমানের স্বর্গলোক প্রাপ্তি করাও। উপাকরণ ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত এ পশুর অঙ্গজাত হবি দেবগণের জীবিকা হোক ও যজমান স্বর্গলাভ করুক। যজমানের প্রাণ পশুর থেকে পৃথক হোক। এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞ পশুর প্রাণের সাথে দেবতাদের কাছে যাক। পশুরূপ অন্ন দেবতাদের জীবনহেতু হোক। তাতে যজমানের কামনা পূর্ণ হোক। মৃত্যুর সময় এ পশু যে দুঃখজনক শব্দ করেছে অথবা হাত পায়ের তাড়না করেছে, তার পাপ থেকে অগ্নি আমাকে মুক্ত করুক এবং এর বন্ধনাদির জন্য উৎপন্ন সকল পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করুক। হে ছেদনকারীগণ, দেবতাদের দ্বারা ব্যাপ্ত যজ্ঞ আরম্ভ কর। এ পশুকে পাশবন্ধন রজ্জু থেকে মুক্ত কর এবং যজ্ঞপতিকে বন্ধনজনিত দোষ থেকে মুক্ত কর। এ মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্যু ও যজমান বপাশ্রপণ হেতু কাষ্ঠ নির্মিত শূলযুক্ত হয়ে শামিত্রপ্রদেশে আসবে। অদিতি (পৃথিবী) পশুর এ পাশ মুক্ত করুক। আমি পশু ও পশুপতির উদ্দেশে নমস্কার করছি। যে পুরুষ আমাদের শত্রুতা করতে চায় তাকে আমরা অধম করছি। যারা এখন শত্রুতা করছে ও পরে শত্রুতা করবার সম্ভাবনা আছে, তাদের আমরা দ্বেষ করি। সে পুরুষে এ পাশ বদ্ধ হোক, এ রশনার দ্বারা তাকে বদ্ধ করছি। হে অগ্নি, দেবগণ তোমাকে কার্যকারণত্ব রূপে গ্রহণ করেছে। তুমি হব্যবাহ, দেবতাদের প্রতি হবির বহনকর্তা, আদ্র হবির পাক কর্তা এবং যজ্ঞ সম্পাদক। হে জাতবেদা, তুমি দৃঢ়াঙ্গ ও সুদক্ষ, অতএব আমাদের হবি বহন করছে প্রীতিযুক্ত হও। হে জাতবেদা অগ্নি, বপার সাথে দেবতাদের কাছে যাও। যেহেতু তুমি প্রথম হোতা, অতএব ঘৃতের দ্বারা দেবতাদের তনুবর্ধন কর। সে দেবগণ স্বাহাকারের দ্বারা সমর্পিত এ হবি ভক্ষণ করুক। যে দেবগণ পূর্বে স্বাহা মন্ত্রে আহূত হয়েছে, তাদের উদ্দেশে এ আজ্য বপাহোমের পূর্বে স্বাহাকৃত হোক। যে দেবগণ পরে আহূত হবেন, তাদের উদ্দেশে বপাহোমের পর এ আজ্য আহূত হোক। ৪।১৬ ॥

মন্ত্র ঃ প্রাজাপত্যা বৈ পশবস্তেষাং রুদ্রোঽধিপতির্যদেতাভ্যামুপাকরোতি তাভ্যামেবৈনং প্রতিপ্রোচ্যাঽলভত আত্মনোঽনাব্রস্কায় দ্বাভ্যামুপাকরোতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যা উপাকৃত্য পঞ্চ জুহোতি পাঙ্‌ক্তাঃ পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধে মৃত্যবে বা এষ নীয়তে যৎ পশুস্তং যদন্বারভেত প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যান্নানা প্রাণো যজমানস্য পশুনেত্যাহ ব্যাবৃত্ত্যৈ যৎ পশুর্মায়ুমকৃতেতি জুহোতি শান্ত্যৈ শমিতার উপেতনে ত্যাহ যদাযজুরেবৈতদ্বপায়াং বা আহ্রিয়মাণায়ামগ্নের্মেধোঽপ ক্রামতি ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহমিতি বপামভি জুহোত্যগ্নেরেব মেধমব রুন্ধেঽথো শৃতত্বায় পুরস্তাৎ স্বাহাকৃতয়ো বা অন্যে দেবা উপরিষ্টাৎ স্বাহাকৃতয়োঽন্যে স্বাহা দেবেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহেত্যভিতো বপাং জুহোতি তানেবোভয়ান্ প্রীণাতি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে পূর্ব মন্ত্রগুলির ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি পশুদের জনক এবং রুদ্রাভিধেয় অগ্নি হচ্ছে তাদের অধিপতি। 'প্রজাপতি-সৃষ্ট এ পশুকে' ইত্যাদি মন্ত্রে সে পশুকে যজ্ঞের উদ্দেশে বধ করলে যজমানের কোন অপরাধ হবে না। তারপর 'প্রজানন্তঃ' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে হোম করতে হবে। পুচ্ছ ও চার পা এ নিয়ে পাঁচ সংখ্যা জন্য পশুকে পাঙ্‌ক্ত বলা হয়। বলির জন্য যখন পশুকে আনা হয়, অধ্বর্যু পশুর পিঠে হাত দিয়ে নানা মন্ত্র পড়ে। তারফলে যজমানের প্রাণ ম্রিয়মাণ পশু থেকে ব্যাবৃত্ত হয়। 'পাপ থেকে মুক্ত কর' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনার দ্বারা পাপের

শান্তি হয়। 'হে ছেদনকর্তা, যজ্ঞ আরম্ভ কর' ইত্যাদি মন্ত্রে অধ্বর্যু ও যজমান বপাশ্রপণীর ব্যবধানে পশু লাভ করে। যখন হোম করবার জন্য বপা আনা হয়, তখন অগ্নির কাছ থেকে যজ্ঞ চলে যায়। এজন্য বপার উপর হোমের বিধান করা হয়েছে। সে হোমের ফলে যজ্ঞের যাওয়া নিবারিত হয়। 'অগ্নি যজ্ঞের ধারক ও পাক কর্তা' ইত্যাদি মন্ত্রে বপা পাকের জন্য হোম করা হয়। বপা হোমের সময় 'স্বাহা দেবেভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বপার সামীপ্য যারা চায় এবং স্বাহাকারের ব্যবধান থেকে যারা ভয় পায়—এ উভয়বিধ দেবতাদের প্রীতির উদ্দেশে বপার সামীপ্য অবিচ্ছেদের জন্য পূর্বে ও শেষে স্বাহা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। ৫।৬ ॥

মন্ত্র ঃ যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরত্যা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে পাপীয়ান্ ভবতি যো যথাদেবতং ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে বসীয়ান্ ভবত্যাগ্নেয্যর্চাহগ্নীধ্রমভি মৃশেদ্বৈষ্ণব্যা হবির্ধানমাগ্নেয্যা স্রুচো বায়ব্যয়া বায়ব্যান্যৈন্দ্রিয়া সদো যথাদেবতমেব যজ্ঞমুপ চরতি ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে বসীয়ান্ ভবতি যুনজ্মি তে পৃথিবীং জ্যোতিষা সহ যুনজ্মি বায়ুমন্তরিক্ষেণ তে সহ যুনজ্মি বাচং সহ সূর্যেণ তে যুনজ্মি তিস্রো বিপৃচঃ সূর্যস্য তে। অগ্নির্দেবতা গায়ত্রী ছন্দ উপাংশোঃ পাত্রমসি সোমো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহন্তর্যামস্য পাত্রমসীন্দ্রো দেবতা জগতী ছন্দ ইন্দ্রবায়ুবোঃ পাত্রমসি বৃহস্পতির্দেবতাহনুষ্টুপ্ছন্দো মিত্রাবরুণয়োঃ পাত্রমস্যশ্বিনৌ দেবতা পঙ্ক্তিশ্ছন্দোহশ্বিনোঃ পাত্রমসি সূর্যো দেবতা বৃহতী ছন্দঃ শুক্রস্য পাত্রমসি চন্দ্রমা দেবতা সতো বৃহতী ছন্দো মন্থিনঃ পাত্রমসি বিশ্বে দেবা দেবতোষ্ণিহা ছন্দ আগ্রয়ণস্য পাত্রমসীন্দ্রো দেবতা ককুচ্ছন্দ উক্থানাং পাত্রমসি পৃথিবী দেবতা বিরাট্ছন্দো ধ্রুবস্য পাত্রমসি ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে অভিমর্শন বিধি ও মন্ত্রবিশেষ বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ আগ্নীধ্র হবির্ধান প্রভৃতির মধ্যে যার যে দেবতা তাকে অতিক্রম করে যাগ করলে যজমানের দেবতা লাভ হয় না এবং সে যজমান দরিদ্র হয়। এজন্য সেই সেই দেবতার প্রতিপাদক মন্ত্রের দ্বারাই তাদের যাগ করতে হবে; তা হলে উক্ত দোষ হবে না। তাদের মন্ত্রবিশেষ বলা হচ্ছে—'অগ্নে নয়' ইত্যাদি মন্ত্রে আগ্নীধ্র, 'বিষ্ণু বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে হবির্ধান, 'শুচ আ বায়ো' ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুদেবতার এবং 'ঐন্দ্রিয়া সদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযোগ্য দেবতাদের যাগ করতে হবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রথম কাণ্ডে করা হয়েছে।] হে দ্রোণকলস, তোমার স্বরূপভূত পৃথিবীকে এ অগ্নির সাথে এখানে স্থাপন করছি। হে আহবনীয়, তোমার স্বরূপভূত বায়ুকে তার আধার অন্তরিক্ষের সাথে এখানে যুক্ত করছি। হে পূতভৃৎ, তোমার স্বরূপভূত নানাবিধ মন্ত্র দ্যুলোকস্থ সূর্যের সাথে এখানে যুক্ত করছি। জুহু, উপভৃত ও ধ্রুব নামক তিনটি স্রুক্ যাতে পরস্পর সম্পর্করহিত হয়, সেজন্য সূর্যের প্রকাশে তা পরীক্ষা করে যুক্ত করছি। তারপর 'অগ্নি দেবতা' ইত্যাদি দশটি মন্ত্রে যাগ করতে হবে। হে ঊর্ধ্বপাত্র, অগ্নিদেবতা তোমাকে রক্ষা করুক, গায়ত্রী ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি উপাংশু নামক সোমরসের পাত্র। এরূপ ইন্দ্র দেবতা ও গায়ত্রী ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার পাত্র। বৃহস্পতি দেবতা ও অনুষ্টুপ্ ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি মিত্র ও বরুণের পাত্র। অশ্বিদ্বয় দেবতা ও পংক্তি ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি অশ্বিদ্বয়ের পাত্র। সূর্য দেবতা ও বৃহতী ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি শুক্রের পাত্র। চন্দ্র দেবতা ও সতোবৃহতী ছন্দ

তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি মন্থী-দেবতার পাত্র, বিশ্বে দেবা ও উষ্ণিক্ ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি আগ্রয়ণের পাত্র। ইন্দ্র দেবতা ও ককুভ্ ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি উকথের পাত্র। পৃথিবী দেবতা ও বিরাট ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি ধ্রুবের পাত্র হও। ৬।২১ ॥

মন্ত্র : ইষ্টর্গো বা অধ্বর্য্যুর্যজমানস্যেষ্টর্গঃ খলু বৈ পূর্ব্বোহর্ষ্টুঃ ক্ষীয়ত আসন্যান্মা মন্ত্রাৎ পাহি কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি পুরা প্রাতরনুবাকাজ্জুহুয়াদাত্মন এব তদধ্বর্য্যুঃ পুরস্তাচ্ছর্ম্ম নহ্যতেঽনাৰ্ত্ত্যৈ সংবেশায় ত্বা গায়ত্রিয়াস্ত্রিষ্টুভো জগত্যা অভিভূত্যৈ স্বাহা প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাতং প্রাণাপানৌ মা মা হাসিষ্টং দেবতাসু বা এতে প্রাণাপানয়োঃ ব্যাযচ্ছন্তে যেষাং সোমঃ সমৃচ্ছতে সম্বেশায় ত্বোপবেশায় ত্বেত্যাহ ছন্দাংসি বৈ সম্বেশ উপবেশশ্ছন্দোভিরেবাস্য ছন্দাংসি বৃঙ্‌ক্তে প্রেতিবন্ত্যাজ্যানি ভবন্ত্যভিজিত্যৈ মরুত্বতীঃ প্রতিপদো বিজিত্যা উভে বৃহদ্রথন্তরে ভবত ইয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেবৈনমন্তরেত্যদ্য বাব রথন্তরং শ্বো বৃহদদ্যাশ্বাদেবৈনন্তরেতি ভূতম্ বাব রথন্তরং ভবিষ্যদ্ বৃহদ্ ভূতাচ্চৈবৈনং ভবিষ্যতশ্চান্তরেতি পরিমিতং বাব রথন্তরমপরিমিতং বৃহৎপরিমিতাচ্চৈবৈনম-পরিমিতাচ্চান্তরেতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী বসিষ্ঠেনাস্পর্দ্ধেতাং স এতজ্জমদগ্নি-র্বিহব্যমপশ্যত্তেন বৈ স বসিষ্ঠস্যেন্দ্রিয়ং বীর্য্যমবৃঙ্‌ক্ত যদ্বিহব্যং শস্যত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্য্যম্ যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে যস্য ভূয়াংসো যজ্ঞক্রতব ইত্যাহুঃ স দেবতা বৃঙ্‌ক্ত ইতি যদ্যগ্নিষ্টোমঃ সোমঃ পরস্তাৎ স্যাদুক্‌থ্যং কুর্ব্বীত যদ্যুক্‌থ্যঃ স্যাদ-তিরাত্রং কুর্ব্বীত যজ্ঞক্রতুভিরেবাস্য দেবতা বৃঙ্‌ক্তে বসীয়ান্ ভবতি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে পরস্পর মাৎসর্যযুক্ত দু-জন যজমানের মধ্যে কোন নৈমিত্তিক প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : যাগবিধানে প্রমাদ আলস্য প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞনাশে যজমানের আর্তির পূর্বে অধ্বর্যু নিজের বিনাশ রক্ষা করবার জন্য প্রাতরনুবাক পাঠের পূর্বে 'আসন্যাদ্' ইত্যাদি মন্ত্রে যাগ করবে। তাতে অধ্বর্যু প্রথমে নিজে সুখী হবে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে দেব, বৈরির মুখোচ্চারিত আভিচারিক মন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা কর। সকল অপবাদ থেকে আমাকে রক্ষা কর। মাৎসর্যবশত সোম যাগকারী দু-জন যজমানের জন্য অন্য পাঁচটি মন্ত্রে যাগ করতে হবে। আমার শয়ন আসন উভয়বিধ সিদ্ধি ও গায়ত্রী কর্তৃক শত্রুর অভিভবের জন্য হে অগ্নি, তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। এরূপ ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী কর্তৃক শত্রুর অভিভবের জন্য তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। হে প্রাণ ও অপান মৃত্যুর মুখে আমাকে নিক্ষেপ করো না, তোমরা কখন আমাকে ত্যাগ করো না। আমি স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। যে যজমানেরা মাৎসর্যবশত সোমযাগ করতে প্রবৃত্ত হয়, তাদের দেবতা ও প্রাণ অপান বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। একজন ভাবে এ দেবতা প্রভৃতি আমার কাছে থাক, অন্যের কাছে না যাক। অপরজনও এরূপ ভাবে। এ বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য 'শয়ন আসন' প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা প্রাতরনুবাকের পূর্বে অগ্নীধ্রে যাগ করতে হবে। তা হলে দেবতা ও প্রাণ অপান তার অধীনে থাকবে। তারপর উদ্গাতার কর্তব্য বিষয়ে বলা হয়েছে—যে সকল আজ্য স্তোত্রের প্রকৃষ্ট গতি আছে, উদ্গাতা সেরূপ আজ্য স্তোত্রের অনুষ্ঠান করবে। সাধারণ-ভাবে 'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে, কিন্তু মাৎসর্যে প্রবৃত্ত হলে 'অস্মিন্ সংসবে প্র বো রাজা' ইত্যাদি আজ্যস্তোত্র পাঠ করতে হবে। এ কার্যে বৃহৎ ও রথন্তর সামের প্রয়োগ করতে হবে। এ উভয় মন্ত্রের প্রয়োগে ভূলোক ও

দ্যুলোক থেকে প্রতিস্পর্ধীর বিচ্যুতি ঘটে। জমদগ্নি যেরূপ বসিষ্ঠের সামর্থ্য হরণ করেছিল, সেরূপ প্রতিস্পর্ধীর সামর্থ্য হরণ করতে হলে 'মমাগ্নে বর্চো বিহবেষু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। প্রতিস্পর্ধী দু-জন যজমানের মধ্যে যে যজমানের যজ্ঞ ও ক্রতু অঙ্গ উপাঙ্গের সাথে অধিক হবে, সে অপরকে জয় করবে এবং প্রতিস্পর্ধীর দেবতা বিনাশ-করে নিজে অধিক ধনশালী হবে। ৭।৯॥

মন্ত্র: নিগ্রাভ্যাঃ স্থ দেবশ্রুত আয়ুর্মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়তাপানং মে তর্পয়ত ব্যানং মে তর্পয়ত চক্ষুর্মে তর্পয়ত শ্রোত্রং মে তর্পয়ত মনো মে তর্পয়ত বাচং মে তর্পয়তাহত্মানং মে তর্পয়তাঙ্গানি মে তর্পয়ত প্রজাং মে তর্পয়ত পশূন্ মে তর্পয়ত গৃহান্মে তর্পয়ত গণান্মে তর্পয়ত সর্ব্বগণং মা তর্পয়ত মা গণা মে মা বি তৃষন্নোষধয়ো বৈ সোমস্য বিশো বিশঃ খলু বৈ রাজ্ঞঃ প্রদাতোরীশ্বরা ঐন্দ্রঃ সোমোঽবীবৃধং বো মনসা সুজাতা ঋতপ্রজাতা ভগ ইম্বঃ স্যাম। ইন্দ্রেণ দেবীর্বীরুধঃ সম্বিদানা অনু মন্যন্তাং সবনায় সোমমিত্যাহৌষধীভ্য এবৈনং স্বায়ৈ বিশঃ স্বায়ৈ দেবতায়ৈ নির্যাচ্যাভি ষুণোতি যো বৈ সোমস্যাভিষূয়মাণস্য প্রথমোঽংশুঃ স্কন্দতি স ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং প্রজাং পশূন্যজমানস্য নির্হন্তোস্তমভি মন্ত্রয়েতাঽমাঽস্কানৎ সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেন্দ্রিয়ং মে বীর্যং মা নির্ব্বধীরিত্যা-শিষমেবৈতামা শাস্ত ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য প্রজায়ৈ পশূনামনির্ঘাতায় দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্ব্বঃ। তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে উপাংশু গ্রহের আপেক্ষিক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: 'হবিষ্মতীরিমা আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভে যে জল রাখা হয় তাকে 'নিগ্রাভ্য' বলে। হে জলসকল, তোমরা দেবতাদের শ্রুতিগোচর হও। আমার আয়ুর তৃপ্তিসাধন কর। এরূপ আমার প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য, আত্মা, অঙ্গ, প্রজা, পশু, গৃহ ও আত্মীয় স্বজন সকলের তৃপ্তি বিধান কর। তারা তৃষ্ণারহিত হোক। ওষধিগুলি সোমরাজের প্রজাস্থানীয়, তারা আমাদের জন্য সোমরাজকে দিতে পারে। সোম হচ্ছে চন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধীয়। এজন্য 'ওষধীন্দ্রবিষয়েন অবীবৃধম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সোমের অভিমন্ত্রণ করতে হবে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে সকলজনের উপকারক, শোভনজন্মা, যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন ওষধিসকল, আমরা মনে মনে তোমাদের বর্ধন করছি। আমরা সব সময় তোমাদের সেবা করব। দৈব বীরুধগুলি ইন্দ্রের সাথে একমত হয়ে প্রাতঃসবন কর্মে সোমের অনুমোদন করুক। ওষধি হচ্ছে সোমের নিজ প্রজা এবং ইন্দ্র হচ্ছে সোমের দেবতা, এ মন্ত্র পাঠের দ্বারা প্রজা ও দেবতার কাছ থেকে সোম চেয়ে নিয়ে অভিষব করতে হয়। সোম অভিষবণ কালে প্রস্তর থেকে সোমের সামান্য অংশ ভূমিতে পতিত হলে, তা যজমানের বিনাশের কারণ হয়। এজন্য 'আ মাঽস্কান্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে ভূমিতে পতিত অংশ, তুমি প্রজা ও ধনসমৃদ্ধির সাথে আবার আমার কাছে এসেছ। অতএব আমার ইন্দ্রিয় সামর্থ্য নষ্ট করো না। এ অভিমন্ত্রণের ফলে প্রজাদির বিনাশ হবে না, এ প্রার্থনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে পতিত সোমরসের বিন্দু আহূত হয়ে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ লোক ও ভূলোকে পরিব্যাপ্ত হয়। যে দিকে সোমবিন্দু পতিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য শত দিকে অনুক্রমে তার যাগ করছি, যাতে এ সোমবিন্দু তিনলোকে সঞ্চারিত হয়ে উপকার করে। ৮।৪॥

মন্ত্র: যো বৈ দেবান্দেবয়শসেনার্পয়তি মনুষ্যান্মনুষ্যযশসেন দেবযশস্যেব দেবেষু ভবতি মনুষ্যযশসী মনুষ্যেষু যান্ প্রাচীনমাগ্রয়ণাদ্ গ্রহান্ গৃহ্নীয়াত্তা-

নুপাংশু গৃহ্নীয়াদন্তানুর্ধ্বাংস্তানুপান্দমতো দেবানেব তদেবযশসেনার্পয়তি মনুষ্যান্মনুষ্যয়শসেন দেবযশস্যেব দেবেষু ভবতি মনুষ্যযশসী মনুষ্যেম্বগ্নিঃ প্রাতঃসবনে পাত্বস্মান্বৈশ্বানরো মহিনা বিশ্বশম্ভুঃ । স নঃ পাবকো দ্রবিণং দধাতু আয়ুষ্মন্তঃ সহভক্ষাঃ স্যাম । বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অস্মানস্মিন্দ্বিতীয়ে সবনে ন জহ্যুঃ । আয়ুষ্মন্তঃ প্রিয়মেষাং বদন্তো বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম । ইদং তৃতীয়ং সবনং কবীনামৃতেন যে চমসমৈরয়ন্ত । তে সৌধন্বনাঃ সুবরানশানাঃ স্বিষ্টিং নো অভি বসীয়ো নয়ন্তু । আয়তনবতীর্ব্বা অন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তেহনায়তনা অন্যা যা আঘারবতীস্তা আয়তনবতীযাঃ সৌম্যাস্তা অনায়তনা ঐন্দ্রবায়বমাদায়াঽঘারমা ঘারয়েদধ্বরো যজ্ঞোঽয়মস্তু দেবা ওষধীভ্যঃ পশবে নো জনায় বিশ্বস্মৈ ভূতায়াধ্বরোঽসি স পিন্বস্ব ঘৃতবন্দেব সোমেতি সৌম্যা এব তদাহুতীরায়তনবতীঃ করোত্যায়তনবান্ ভবতি য এবং বেদাথো দ্যাবাপৃথিবী এব ঘৃতেন ব্যুনত্তি তে ব্যুত্তে উপজীবনীয়ে ভবত উপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদৈষ তে রুদ্র ভাগো যং নিরযাচথাস্তং জুষস্ব বিদেগৌপত্যং রায়স্পোষং সুবীর্য্যং সম্বৎসরীণাং স্বস্তিম্ । মনুঃ পুত্রেভ্যো দায়ং ব্যভজৎ স নাভানেদিষ্ঠম্ ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং নিরভজৎ স আঽগচ্ছৎ সোঽব্রবীৎ কথা মা নিরভাগিতি ন ত্বা নিরভাক্ষমিত্যব্রবীদঙ্গিরস ইমে সত্রমাসতে তে সুবর্গং লোকং ন প্র জানন্তি তেভ্য ইদং ব্রাহ্মণং ব্রূহি তে সুবর্গং লোকং যন্তো য এষাং পশবস্তাংস্তে দাস্যন্তীতি তদেভ্যোঽব্রবীত্তে সুবর্গং লোকং যন্তো য এষাং পশব আসন্তানস্মা অদদুস্তং পশুভিশ্চরন্তং যজ্ঞবাস্তৌ রুদ্র আঽগচ্ছৎ সোঽব্রবীন্মম বা ইমে পশব ইত্যাদুর্বৈ মহ্যমিমানিত্যব্রবীন্ন বৈ তস্য ত ঈশত ইত্যব্রবীদ্যদ্যজ্ঞবাস্তৌ হীয়তে মম বৈ তদিতি তস্মাদ্যজ্ঞবাস্তু নাভ্যবেত্যং সোঽব্রবীদ্যজ্ঞে মাঽভজাথ তে পশুন্নাভি মংস্য ইতি তস্মা এতং মন্থিনঃ সংস্রাবমজুহোত্ততো বৈ তস্য রুদ্রঃ পশুন্নাভ্যমন্যত যত্রৈতমেবং বিদ্বান্মন্থিনঃ সংস্রাবং জুহোতি ন তত্র রুদ্রঃ পশুনভি মন্যতে ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে সবন আহুতির মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ যে যজমান দেবতাদের যশ অর্পণ করে, সে দেবলোকে দেবযশস্বী হয় এবং মনুষ্যদের যশ অর্পণ করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যযশ লাভ করে। এ দুটি সিদ্ধির উপায় বলছেন—আগ্রয়ণ গ্রহের পূর্বে অন্তর্যামী, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি যে উপাংশু যাগ করা হয়, তাতে দেবলোকে যশস্বী হওয়া যায় এবং ঈষৎ উচ্চারণ করে ঐ যাগ করলে মনুষ্যলোকে যশস্বী হওয়া যায়। তার ফলে যজমান উভয়লোকে কীর্তি লাভ করে। আমাদের অনুষ্ঠিত প্রাতঃসবন যজ্ঞে এ অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক। নিজ মহিমার দ্বারা বিশ্বের সুখপ্রাপক বৈশ্বানর অগ্নি আমাদের ধন দিক, সে পাবক অগ্নি আমাদের শোধন করুক, আমরা দীর্ঘায়ু লাভ করে সহভক্ষণকারীদের সাথে অবস্থান করব। এ হচ্ছে প্রাতঃসবন সমাপ্তির হোম মন্ত্র। মরুদ্গণ, ইন্দ্র ও সকল দেবতারা এ দ্বিতীয় মাধ্যন্দিন সবনে আমাদের যেন পরিত্যাগ না করে। আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করে যে দেবতাদের স্তোত্রাদি বলব, তাদের যেন অনুগ্রহ লাভ করি। এ হচ্ছে মাধ্যন্দিন সবন সমাপ্তির হোমমন্ত্র। চমসগণের প্রেরক, ইন্দ্রের ঋভু-নামক দেবগণ, যারা স্বর্গলাভ করেছিল, তারা বিদ্বান ঋত্বিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আমাদের এ তৃতীয় সবন শোভন যাগে ধনযুক্ত করে আসুক। এ হচ্ছে তৃতীয় সবন সমাপ্তির হোম মন্ত্র। এরপর আঘার মন্ত্র পাঠ করতে হয়, মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে দেবগণ, ওষধি, পশু ও সকল লোকের জন্য আমাদের যজ্ঞ হিংসারহিত ও ঘৃতের মত সিক্ত কর। তাতে সৌম্য ইন্দ্র বায়ুর গ্রহাদি বিস্তৃত হবে। যে এরূপ জানে সে বিস্তার লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ঘৃতের দ্বারা সিক্ত হোক, তা হবে সকল প্রাণীর উপজীব্য। যে এরূপ জানে সে জীবিকা লাভ করে। হে রুদ্র,

দেবতাদের কাছ থেকে প্রার্থিত এ সংস্রাব তোমার ভাগ, তা তুমি ভোগ কর। গাভীগণের পালন, ধনের পুষ্টি, শোভনপুত্র ও সংবৎসর-নিষ্পাদ্য ওষধিদের রক্ষা তুমি জান। এগুলি আমাদের জন্য সম্পন্ন কর। সংস্রাব হোমের বিধানের জন্য একটি আখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। মনুর বহু পুত্র ছিল, তার মধ্যে কনিষ্ঠ নাভানেদিষ্ঠ বেদ অধ্যয়ন করতে গিয়েছিল। তখন মনু তার জ্যেষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে নিজের সমস্ত ধন ভাগ করে দিল। নাভা ফিরে এসে তার ভাগ চাইলে মনু বলল—তোমাকে ভাগহীন করিনি। এ যে অঙ্গিরা মহর্ষিগণ স্বর্গকামনা করে যাগ করছে, তাতে নাভানেদিষ্ঠ নামক শস্ত্রাদি তারা জানে না জন্য স্বর্গে যেতে পারবে না। তুমি তাদের যজ্ঞে গিয়ে শস্ত্রাদি প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ পাঠ কর। তা হলে স্বর্গে যাবার সময় তারা তোমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট সকল পশু দিয়ে যাবে। এ হচ্ছে তোমার ভাগপ্রাপ্তির উপায়। নাভানেদিষ্ট পিতার কথায় তাদের যজ্ঞে গিয়ে শস্ত্রাদি মন্ত্র পাঠ করল, তারা স্বর্গে যাবার সময় তাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট সকল পশু দিয়ে যান। যখন সে পশুগুলি নিয়ে নাভা গৃহে ফিরছে, এমন সময় রুদ্র এসে বাধা দিয়ে বলল—এ আমার ভাগ, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে নিচ্ছ কেন? তাতে নাভানেদিষ্ট বলল—অঙ্গিরা ঋষিগণ আমাকে পশুগুলি দিয়ে গিয়েছেন। রুদ্র বলল—অঙ্গিরা ঋষিগণ এগুলি তোমাকে দিয়ে যায় নি, এতে তোমরা কোন অধিকার নেই। কারণ যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞ সমাপ্তির পর যা অবশিষ্ট থাকে, সে সমস্ত আমার। সেজন্য আমার অনুজ্ঞা ছাড়া কেউ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে পারে না। তোমার যদি পশুর দরকার থাকে, তা হলে আমাকে যজ্ঞে ভাগ দাও, তাতে তোমার এ পশু আমি বিনাশ করব না। তখন নাভানেদিষ্ট সে রুদ্রের উদ্দেশে মন্থি সংস্রাব যাগ করেছিল। তাতে রুদ্র তুষ্ট হয়ে তাকে সমস্ত পশু দিয়ে দেন। এ জেনে যে মন্থি সংস্রাব যাগ করে, রুদ্র তার পশু বিনাশ করে না ॥ ৯।১১

মন্ত্র: জুষ্টো বাচো ভূয়াসং জুষ্টো বাচস্পতয়ে দেবি বাক্। যদ্বাচো মধুমত্তস্মিন্মা ধাঃ স্বাহা সরস্বত্যৈ। ঋচা স্তোমং সমর্ধয় গায়ত্রেণ রথন্তরম্। বৃহদ্‌গায়ত্রবর্ত্তনি। যত্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি যত্তে অংশুর্বাহুচ্যুতো ধিষণয়োরুপস্থাৎ। অধ্বর্যোর্বা পরি যত্তে পবিত্রাৎ স্বাহাকৃতমিন্দ্রায় তং জুহোমি। যো দ্রপ্সো অংশুঃ পতিতঃ পৃথিব্যাং পরিবাপাৎ পুরোডাশাৎ করম্ভাৎ। ধানাসোমান্মন্থিন ইন্দ্র শুক্রাৎ স্বাহ কৃতমিন্দ্রায় তং জুহোমি। যস্তে দ্রপ্সো মধুমাং ইন্দ্রিয়াবান্‌ৎ স্বাহাকৃতঃ পুনরপ্যেতি দেবান্। দিবঃ পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্তরিক্ষৎ স্বাহাকৃতমিন্দ্রায় তং জুহেমি। অধ্বর্যুর্বা ঋত্বিজাং প্রথমো যুজ্যতে তেন স্তোমো যোক্তব্য ইত্যাহুর্বাগগ্রেগা অগ্র এত্বজুগা দেবেভ্যো যশো ময়ি দধতী প্রাণান্ পশুষু প্রজাং ময়ি চ যজমানে চেত্যাহ বাচমেব তদ্যজ্ঞমুখে যুনক্তি বাস্তু বা এতদ্যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদ্‌গ্রহান্ গৃহীত্বা বহিষ্পবমানং সর্পন্তি পরাঞ্চো হি যন্তি পরাচীভিঃ স্তুবতে বৈষ্ণব্যর্চা পুনরেত্যোপ তিষ্ঠতে যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞমেবাকর্বিষ্ণো ত্বং নো অন্তমঃ শর্ম্ম যচ্ছ সহন্ত্য। প্র তে ধারা মধুশ্চুত উৎসং দুহ্রতে অক্ষিতমিত্যাহ যদেবাস্য শয়ানস্যোপশুষ্যতি তদেবাস্যৈতেনাপ্যায়য়তি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে প্রবৃত হোমাদির মন্ত্র বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ: আমি বাগ্দেবতার প্রিয় হবো, সেরূপ বাক্যের পালক যিনি, সে বাচস্পতির প্রিয় হবো। হে বাগ্দেবি, শব্দরূপ বাক্যের যে মধুর পদ, তা আমাতে স্থাপন কর। সে সরস্বতীর উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছি। হে বাগ্দেবি, ঋকের দ্বারা স্তোমের (সামাবৃত্তির) বর্ধন কর, সেরূপ গায়ত্রীর সাথে রথন্তর সামের এবং

গায়ত্রীবর্তনীর দ্বারা বৃহৎসামের বর্ধন কর অর্থাৎ এ কর্মানুষ্ঠানে ঋত্বিকদের ঋক্‌-সামাদিগত যে বৈকল্য, তা পরিহার করে তার বৃদ্ধি কর। হে সোম, তোমার যে রসবিন্দু প্রস্তর ফলক থেকে ভূমিতে পড়েছে অথবা অধ্বর্যুর বাহুচ্যুত হয়েছে অথবা পবিত্র থেকে ভূমিতে পড়েছে, সে বিন্দু নিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহামন্ত্রে যাগ করছি। হে ইন্দ্র, যে রস লাজ, পুরোডাশ, সক্তু, ধান, সোম ও রশ্মী থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়েছে, সে রসবিন্দু তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করছি। হে সোম, তোমার যে রসবিন্দু মধুযুক্ত ও ইন্দ্রিয়বৃদ্ধিকারী, যা আমার দ্বারা স্বাহাকৃত হয়ে দ্যুলোক, ভূলোক বা অন্তরিক্ষ লোকে পতিত হয়ে আবার দেবতাদের কাছে যাচ্ছে সে বিন্দু আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করছি। বহিষ্পবমানের জন্য গমনকারী ঋত্বিকদের মধ্যে অধ্বর্যু আগে যায়, সে অধ্বর্যু স্তোম যুক্ত করবে। বহিষ্পবমান স্তোত্র প্রস্তোত্রাদিতে যুক্ত করতে হয়—এ কথা অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন। তা যুক্ত করার জন্য 'বাগগ্রেগা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। অগ্রে গমন করতে সমর্থ বাগ্দেবতা ঋত্বিকদের আগে যাক, সে বাক দেবতাদের প্রাপ্তির জন্য ঋজুগামী, আমার (অধ্বর্যুর) যশ দানকারী, গবাদি পশুর প্রাণদায়ক, আমার ও যজমানের পুত্রাদিরূপ প্রজা দিয়ে থাকে। এ মন্ত্রপাঠ করে অধ্বর্যু যজ্ঞমুখে বহিষ্পবমানের আরম্ভে বাক্যকে যুক্ত করে। বহিষ্পবমানের কাল নির্দেশ করা হচ্ছে—ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতির পূর্বকৃত গ্রহগুলি (পাত্রগুলি) গ্রহণ করে ঋত্বিকগণ বহিষ্পবমানে যায়। এর দ্বারা যজ্ঞের গৃহরূপ স্থান করা হল। অতএব সেই গ্রহের পূর্বে ঋত্বিকরা যাবে। পুনরাবৃত্তিরহিত ঋত্বিকরা বহিষ্পবমানের দিকে যায়, সামগানকারীরা ঋকমন্ত্রে স্তব করে এবং যজ্ঞবিঘ্ন যাতে না হয় সেজন্য সোমের নিকট এসে যজমানের কাছে অবস্থান করে। ব্যাপক বলে বিষ্ণু যজ্ঞস্বরূপ, এজন্য বৈষ্ণব মন্ত্রে আবার যজ্ঞ আরম্ভ করা হয়। হে বিষ্ণু, তুমি আমাদের নিকটতম হও, হে আমাদের অপরাধসহিষ্ণু, তুমি আমাদের সুখ দান কর। তোমার সোমরসের ধারা মধুক্ষরণ করে অক্ষয়রূপে প্রবাহিত হোক। এ মন্ত্র পাঠের দ্বারা পূর্ব গৃহীত সোম চির অবস্থানেও শুষ্ক না হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১০।৭ ॥

মন্ত্র : অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্। গোমান্ অগ্নেঽবিমান্ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ। ইড়াবান্ এষো অসুর প্রজাবান্দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্। আ প্যায়স্ব সং তে। ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ। তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব। যতো বীরঃ কর্ম্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ। শিবস্ত্বষ্টরিহাগহি বিভুঃ পোষ উত ত্মনা যজ্ঞেযজ্ঞে ন উদব। পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধাঃ শ্রুষ্টী বীরো জায়তে দেবকামঃ। প্রজাং ত্বষ্টা বি ষ্যতু নাভিমস্মে অথা দেবানামপ্যেতু পাথঃ। প্র ণো দেব্যা নো দিবঃ। পীপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ। ধুক্ষীমহি প্রজা মিষম্। যে তে সরস্ব ঊর্ম্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেষাং তে সুম্নমীমহে। যস্য ব্রতং পশবো যন্তি সর্বে যস্য ব্রতমুপতিষ্ঠন্ত আপঃ। যস্য ব্রতে পুষ্টিপতির্নিবিষ্টস্তং সরস্বন্তমবসে হুবেম। দিব্যং সুপর্ণং বয়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং বৃষভমোষধীনাম্। অভীপতো বৃষ্ট্যা তর্পয়ন্তং তং সরস্বন্তমবসে হুবেম। সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা। জুষস্ব হব্যম্ আহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ। যা সুপাণিঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষুমা বহুসুবরী। তস্যৈ বিশ্পত্নিয়ৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন। ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীন্দ্রং নরঃ। অসিতবর্ণা হরয়ঃ সুপর্ণা মিহো বসানা দিবমুৎ-

পতন্তি। ত আহুববত্রেন্ সদনানি কৃত্বাহদিৎ পৃথিবী ঘৃতৈর্ব্যুদ্যতে। হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেহহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্। শুচিভ্রাজা উষসঃ নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ। আ তে সুপর্ণা অমিনন্ত এবৈঃ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্। শিবাভির্ন স্ময়মানাভিরাহগাৎ পতন্তি মিহঃ স্তনয়ন্ত্যভ্রা। বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি। পর্বতশ্চিন্মহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্চিৎ সানু রেজত স্বনে বঃ। যৎ ক্রীড়থ মরুতঃ ঋষ্টিমন্ত আপ ইব সধ্রিয়ঞ্চো ধবধ্বে। অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্ভমা ধা উদন্বতা পরি দীয়া রথেন। দৃতিং সু কর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং সমা ভবন্তূদ্বতা নিপাদাঃ। ত্বং ত্যা চিদচ্যুতাগ্নে পশুর্ন যবসে। ধামা হ যত্তে অজর বনা বৃশ্চন্তি শিক্বসঃ। অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোহমৃতস্য ধাম। যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব ত্বে পূর্বীঃ সন্দধুঃ পৃষ্টবন্ধো। দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিন্বত বৃষ্ণো অশ্বস্য ধারাঃ। অর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহ্যপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ। পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো ঘৃতবদ্বিদথেষ্বাভুবঃ। অত্যং ন মিহে বি নয়ন্তি বাজিনমুৎসং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতম্। উদপ্রুতো মরুতস্তাং ইয়র্ত বৃষ্টিম্ যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি। ক্রোশাতি গর্দা কন্যেব তুন্না পেরুং তুঞ্জানা পত্যেব জায়া। ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী মধুনা সমুক্ষত পয়স্বতীঃ কৃণুতাহপ ওষধীঃ। ঊর্জং চ তত্র সুমতিং চ পিন্বথ যত্রা নরো মরুতঃ সিঞ্চথা মধু। উদু ত্যং চিত্রম্। ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিঃ সমুদ্রবাসসম্। আ সবং সবিতুর্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্। হুবে বাতস্বনং কবিং পর্জন্যক্রন্দ্যং সহঃ। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে কতগুলি পুরোনুবাক্য মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ অগ্নির দ্বারা সকল লোক ধন লাভ করে এবং প্রতিদিন ধনপুষ্টি লাভ করে; যে পুষ্টি কীর্তিকর ও আমাদের পুত্রাদির প্রাপ্য। হে অগ্নি, বার বার আবর্তনের জন্য আমাদের যজ্ঞ বহু গাভীযুক্ত, ছাগাদি যুক্ত, ঋত্বিক্গণের সাথে দেবযুক্ত, অপরাভূত, অন্নবান, অপত্যযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন, বহু ধনযুক্ত, বৈকল্যরহিত ও বিস্বৎ-সভাযুক্ত হোক। হে প্রাণবান অগ্নি, বারবার প্রার্থিত আমাদের যজ্ঞ পূর্বোক্তরূপ হোক। তুমি আমাদের যজ্ঞের বর্ধন কর। আমি এ যজ্ঞে সকলের মধ্যে বিশ্বরূপ ত্বষ্টাদেবের আহ্বান করছি। তিনি আমাদের পালক হোন। হে ত্বষ্টাদেব, তুমি আমাদের সেরূপ ধন দাও, যা শীঘ্রপ্রাপক, পুষ্টিকারক, দানশীল। যে ধন থেকে আমরা বৈদিক ও লৌকিক কর্মে কুশল, উৎসাহী, সোমযাগের অনুষ্ঠাতা ও দেবসেবক পুত্র লাভ করি। হে ত্বষ্টা, তুমি সুখকর হয়ে এ কর্মে এস। আমাদের পালন বিষয়ে তুমি নিজে সমর্থ, অতএব এ যজ্ঞে আমাদের উৎকর্ষের সাথে পালন কর। যে ত্বষ্টার প্রসাদে ত্রিবর্গের সেবনকারী, সুষ্ঠু পোষক, চিরজীবী, সত্যবাদী ও দেবসেবক পুত্র জন্ম লাভ করে, সে ত্বষ্টা নাভিচক্রের মত আমাদের পুত্রপৌত্রাদি দিন। তারপর দেবতাদের লাভ করুন। দেবী সরস্বতী দ্যুলোক থেকে আমাদের কাছে আসুন। সরস্বান্ নামক দেবতার যে স্তন শিশুর ক্ষুধিত বালকেরও পালক, সেরূপ স্তন থেকে আমরা যজ্ঞবর্ধক অন্নের দোহন করছি। যেরূপ গাভী থেকে দুগ্ধ দোহন করা হয়, সেরূপ দেবতাদের যাগ করে আমরা পুত্রাদি লাভ করেছি। হে সমুদ্র, তোমার যে তরঙ্গগুলি ঘৃতের মত জল ক্ষরণ করছে, সে তরঙ্গের সুখ আমরা লাভ করবো। যে সরস্বান্ দেবের কর্ম দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ পশুগণ লাভ করে, বৃষ্টিরূপ জলগুলি যার ব্রত পালন করে, যার ব্রতে ধনপুষ্টি লাভ হয়, আমাদের রক্ষার জন্য সে সরস্বান্ দেবের আমরা

আহ্বান করছি। দিব্য, শোভন পক্ষযুক্ত পক্ষীসদৃশ, মহান, জলবর্ষক, ওষধির গর্ভসঞ্চারক, বৃষ্টিরূপে, সকলের তৃপ্তিদায়ক সে সরস্বান্ দেবের আমরা আহ্বান করছি। হে মহাদ্ভুত সিনীবালি, তুমি দেবতাদের ভগিনী, আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ কর। হে দেবি, তুমি আমাদের প্রজাবৃদ্ধি কর। হে ঋত্বিক ও যজমান, তোমরা শোভন পাণি ও অঙ্গুলিযুক্ত, সুপ্রসাবত্রী, বহুযজ্ঞের প্রেরক, প্রজাপালক সিনীবালীর উদ্দেশে হবি প্রদান কর। হে মনুষ্যগণ, সকলের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের আহ্বান কর। অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে করীর সন্তুপিণ্ড থেকে নির্গত, কৃষ্ণবর্ণ, মেঘনিষ্পাদনের জন্য রস-সংগ্রাহক, প্রসারিত পক্ষ-তুল্য, মেঘের মত সূর্যমণ্ডলের আচ্ছাদক ধূমগুলি আকাশে উঠছে। তারা উদরে জল গ্রহণ করে বর্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হয়ে ঘৃততুল্য জলের ক্ষরণের দ্বারা পৃথিবী সিক্ত করছে। হিরণ্যকেশযুক্ত ধূম মেঘরূপে আকাশে বিস্তার লাভ করছে। বায়ুর মত শীঘ্র গতিশীল, মেঘরূপে পরিণত এ ধূম বিদ্যুৎ-রূপ দীপ্তির সাথে যুক্ত হচ্ছে। এ ধূম আমাদের জন্য বৃষ্টি উৎপন্ন করুক। প্রভাতের সূর্য যাতে না দেখা যায়, সেরূপ মেঘ সমৃদ্ধি হোক, জল ইচ্ছাকারী ভূমি শস্য উৎপন্ন করে কীর্তি লাভ করুক। এদের অনুগ্রহে আবার নতুন ধূম বৃষ্টি উৎপন্ন করুক। দুগ্ধবতী গাভী যেমন বৎসের উদ্দেশে হাম্বারব করে, সেরূপ এ বিদ্যুৎ বায়ুর উদ্দেশে গর্জন করছে। হে মরুদ্গণ, তোমরা বজ্রায়ুধ নিয়ে যখন ক্রীড়া কর, তখন তোমাদের গর্জনে মহান দ্যুলোক-স্পর্শী পর্বতও ভীত হয়। তোমাদের গর্জনে প্রৌঢ় পর্বতসানুও কম্পিত হয়। তোমরা জলের মত ব্যাপক হয়ে ক্রীড়া করতে করতে ধাবিত হচ্ছ। এরূপ মরুদ্গণের সাথে যুক্ত পুনর্ণবা-ধূম বৃষ্টি উৎপন্ন করুক। হে অশ্ব, তুমি মেঘগর্জনের মত শব্দ কর, মেঘের উদরে জলরূপ গর্ভ ধারণ কর এবং রথসদৃশ জলপূর্ণ মেঘের সাথে চারদিকে যাও। চর্মময় জলাধার-তুল্য মেঘের আকর্ষণ কর। নিম্নদেশ জলপূর্ণ হয়ে উন্নত স্থলের সমান হোক। হে অজর অগ্নি, গবাদি পশু যেমন তৃণ ভক্ষণ করে ক্ষীরাদি প্রদান করে, সেরূপ যে জলগুলি তোমার স্থান বিনাশ করেছে, তুমি সে জলগুলি বিনাশ-রহিত কর। হে জাতবেদা, অন্নযুক্ত অগ্নিদেব, তোমার বহুস্থান আছে। তুমি ঐন্দ্রজালিকের মত প্রভূত বৃষ্টি সম্পন্ন কর হে মরুদ্গণ, তুমি আমাদের জন্য দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি ক্ষরণ কর, ব্যাপক বর্ষণশীল ইন্দ্রের জলধারা বর্ষণ কর। হে বর্ষণশীল, তুমি গর্জনকারী মেঘের সাথে আমাদের দিকে এস। তুমি আমাদের প্রাণপ্রদ পিতার মত পালক। ঋত্বিক ও যজমান যেমন যজ্ঞভূমিতে ঘৃত সিঞ্চন করে, সেরূপ জলদাতা মরুদ্গণ জলসিঞ্চন করছে। বুভুক্ষিত পীড়িত কন্যা যেমন মাতা পিতার কাছে খাদ্য চায়, সেরূপ ঋত্বিক্ ও যজমান মরুদ্গণের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুক। মাতা পিতা যেমন কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করে, সেরূপ মরুদ্গণ, ঋত্বিক ও যজমানকে অনুগ্রহ করুক। হে মরুদ্গণ, তোমরা ঘৃতসদৃশ মধুর জলের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সিক্ত কর, ভূমিতে পতিত জলের দ্বারা ওষধিগুলি সারযুক্ত কর। হে জলের আনয়নকর্তা মরুদ্গণ, যে দেশে তোমরা মধুর জলসিঞ্চন করছ, সেখানে সারযুক্ত অন্ন ও শোভনবুদ্ধি-যুক্ত প্রজা উৎপন্ন কর। [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রথমকাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠকে করা হয়েছে।]। ১১।৩৫ ॥

মন্ত্র ঃ যো বৈ পবমানানামন্বারোহাঁন্বিদ্বান্ যজতেঽনু পবমানানা রোহতি ন পবমানেভ্যোঽব চ্ছিদ্যতে শ্যেনোঽসি গায়ত্রচ্ছন্দা অনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সং পারয় সুপর্ণোঽসি ত্রিষ্টুপ্ছন্দা অনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সং পারয় সঘাঽসি জগতীছন্দা অনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সং পারয়েত্যাহৈতে বৈ পবমানানামন্বারোহাস্তান্য এবং বিদ্বান্যজতেঽনু পবমানানা রোহতি ন পবমানেভ্যোঽব চ্ছিদ্যতে যো বৈ পবমানস্য সন্ততিং বেদ সর্ব্বমায়ুরেতি ন পুরাঽয়ুষঃ প্র মীয়ত পশুমান্ ভবতি বিন্দতে প্রজাং পবমানস্য গ্রহা গৃহ্যন্তেঽথ বা অস্যৈতেঽগৃহীতা দ্রোণকলশ আধবনীয়ঃ পূতভৃত্তান্যদগৃহীত্বোপাকুর্য্যাৎ পবমানং বি চ্ছিন্দ্যাত্তং বিচ্ছিদ্যমান মধ্বর্য্যোঃ প্রাণোঽনু বি চ্ছিদ্যেতোপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বেতি দ্রোণকলশমভি মৃশেদিন্দ্রায় ত্বেত্যাধবনীয়ং বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইতি পূতভৃতং পবমানমেব তৎ সং তনোতি সর্ব্বমায়ুরেতি ন পুরাঽয়ুষঃ প্র মীয়তে পশুমান্ ভবতি বিন্দতে প্রজাম্ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে পবমান গ্রহের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ সামবেদের তিনটি পবমান স্তোত্র যে যজমান পাঠ করে, সে কখনও পবমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে বহিষ্পবমান, তুমি শ্যেনের মত শীঘ্রগতি ও গায়ত্রী ছন্দযুক্ত। তোমাকে অনুক্রমে আমি গ্রহণ করছি, তুমি নির্বিঘ্নে আমাকে পার কর। হে মাধ্যন্দিন পবমান, তুমি সুপর্ণের মত পতনশীল ও ত্রিষ্টুভ্ ছন্দযুক্ত, তোমাকে আমি আশ্রয় করছি, তুমি আমাকে পার কর। হে আর্ত্তব পবমান, তুমি ভাস পক্ষীর মত গমনশীল ও জগতী ছন্দযুক্ত। তোমাকে আমি গ্রহণ করছি, তুমি নির্বিঘ্নে আমাকে পার কর। যে যজমান অবিচ্ছিন্ন ভাবে এ তিনটি পবমান স্তোত্র জানে, সে সম্পূর্ণ আয়ুলাভ করে, তার অপমৃত্যু হয় না এবং সে যজমান প্রজা ও পশুসমৃদ্ধ হয়। দ্রোণকলশ প্রভৃতি নামে তিনটি গ্রহ ঐন্দ্র বায়বাদি গ্রহের মত মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। তা হলে সে পূর্ণ আয়ু থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। হে সোমরস, তুমি পার্থিব কলশে গৃহীত হয়েছ। তোমাকে প্রজাপতির জন্য গ্রহণ করছি। এ মন্ত্র পাঠ করে দ্রোণকলশ স্পর্শ করতে হবে। এরূপ ইন্দ্রের জন্য ও সকল দেবতাদের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। এভাবে তিনটি পাত্র স্পর্শ করতে হবে, তাতে পবমান স্তোত্র অবিচ্ছিন্ন হবে। ১৬ ।

মন্ত্র ঃ ত্রীণি বাব সবনান্যথ তৃতীয়ং সবনমব লুম্পন্ত্যনংশু কুর্বন্ত উপাংশুং হুত্বোপাংশুপাত্রেঽংশুমবাস্য তং তৃতীয়সবনেঽপিসৃজ্যাভি ষুণুয়াদ্যদাপ্যায়য়তি তেনাংশুমদ্যদভিষুণোতি তেনর্জীষি সর্ব্বাণ্যেব তৎ সবনান্যংশুমন্তি শুক্রবন্তি সমাবদ্বীর্য্যাণি করোতি দ্বৌ সমুদ্রৌ বিততাবজূর্য্যৌ পর্য্যাবর্ত্তেতে জঠরেব পাদাঃ। তয়োঃ পশ্যন্তো অতি যন্ত্যন্যমপশ্যন্তঃ সেতুনাঽতি যন্ত্যন্যম্। দ্বে দ্রধসী সততী বস্ত একঃ কেশী বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্। তিরোধায়েত্যসিতং বসানঃ শুক্রমা দত্তে অনুহায় জার্য্যৈ। দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা এতং মহাযজ্ঞমপশ্যন্ত-মতন্বতাগ্নিহোত্রং ব্রতমকুর্বত তস্মাদদ্বিব্রতঃ স্যাদদ্বির্হ্যগ্নিহোত্রং জুহ্বতি পৌর্ণমাসং যজ্ঞমগ্নীষোমীয়ম্ পশুমকুর্বত দার্শং যজমানেনয়ং পশুমকুর্বত বৈশ্বদেবম্

প্রাতঃসবনমকুর্ব্বত বরুণপ্রঘাসান্মাধ্যন্দিনং সবনং সাকমেধান্ পিতৃযজ্ঞং ত্র্যম্বকাং-স্তৃতীয়সবনমকুর্ব্বত তমেষামসুরা যজ্ঞমন্ববাজিগাং সন্তং নান্ববায়ংস্তেঽব্রুন্নধ্ব-র্ত্তব্যা বা ইমে দেবা অভূবান্নিতি তদধ্বরস্যাধ্বরত্বং ততো দেবা অভবন্। পরাঽসুরা য এবং বিদ্বান্ৎ সোমেন যজতে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে সোমযাগের বিধি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন—এ তিনটি সবন আছে। তার মধ্যে প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিন সবনে সোম অভিষুত হয়, কিন্তু তৃতীয় সবনে হয় না। সেখানে তার অংশ অভিষুত হয়। তা হলে সোমাংশু-রহিত তৃতীয় সবনের অনুষ্ঠান করে যজমান সে সবনের বিনাশ করে। কারণ সবন শব্দের অর্থ হচ্ছে যেখানে সোম অভিষুত হয়, তৃতীয় সবনে তার সম্ভাবনা নেই, কাজেই কি করে উহা সবনপদ বাচ্য হয়? এজন্য বলা হয়েছে —সে উপাংশু পাত্রে কিছু অনভিষুত সোমের অংশ নিক্ষেপ করে তৃতীয় সবন পর্যন্ত তার অভিষব করতে হবে। সে অংশকে বসতীবরী জলের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে অন্যান্য সবনের মত এ সোমাংশু যুক্ত হবে। তা হলে তৃতীয় সবনের সাথে সমস্ত সবনগুলি সোমের অংশযুক্ত হবার জন্য সমান শক্তিশালী হয়। তারপর দুটি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। প্রথম মন্ত্রে সমুদ্রদ্বয়ের ও অহোরাত্রদ্বয়ের আরোপ করে পূতভৃৎ ও আধবনীয়ের স্তুতি করা হয়েছে। দুটি যেন বিস্তীর্ণ সমুদ্র, যা কখনও শুকিয়ে যায় না। সেরূপ এ দুটি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। সমুদ্রের মধ্যে যেমন একটি তরঙ্গের পর আর একটি তরঙ্গ পর্যায়ক্রমে আসে, সেরূপ পূতভৃৎ ও আধবনীয় পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সেরূপ দিন রাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দিনে লোকেরা দেখতে পায় জন্য উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু রাতে সেতুরূপ নৌকার দ্বারা উত্তীর্ণ হয়। তারপর দ্রোণকলশের আদিত্য রূপে স্তুতি করা হয়েছে। এক আদিত্য যেন দিন ও রাত্রিরূপ দুটি বস্ত্রে নিজেকে আচ্ছন্ন করেছে। তারা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, দিন ও রাতের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই। এক আদিত্য সমান রশ্মিযুক্ত হয়ে সকল লোক নিজ কিরণের দ্বারা প্রকাশ করছে। উভয় দুটি বস্ত্রের মধ্যে রাত্রিরূপ বস্ত্র মালিন্যযুক্ত এবং দিনরূপ বস্ত্র শুভ্র। যখন সূর্য রাত্রিরূপ মলিন বসন পরে, তখন নিজের স্বরূপ আচ্ছন্ন করে থাকে। আর রাতের শেষে দিনে সে মলিন বসন পরিত্যাগ করে দিনরূপ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। যেরূপ এ আদিত্য কখন তিরোহিত হয়, কখন আবির্ভূত হয়, সেরূপ দ্রোণকলশও হবির্ধানের শেষে তিরোহিত থাকে। পূর্বে দেবতারা অসুরজয়ের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করলে, অসুরেরাও সেরূপ যজ্ঞ করত। তারপর দেবতারা বিচার করে সোমযাগরূপ মহাযজ্ঞ করার স্থির করল। সে যজ্ঞ যাতে অসুরেরা না জানতে পারে, সেরূপ গোপনে তারা অনুষ্ঠান করতে লাগল। বাইরে অগ্নিহোত্র যাগ করছি বলে গোপনে দীক্ষাব্রতের অনুষ্ঠান করত। অগ্নিহোত্রের সন্ধ্যা ও সকালে দুবার যাগ করে মধ্যে ক্ষীরপানাদি ব্রত করত। বাইরে পৌর্ণমাস যজ্ঞের প্রসার করে মধ্যে অগ্নীষোমীয় যাগ করত। সেরূপ বাইরে দর্শপূর্ণ মাসের অনুষ্ঠান করে থাকে আগ্নেয় সবনের যাগ করত। এরূপ চাতুর্মাস্য বৈশ্বদেবের যাগ বাইরে বিস্তৃত করে মধ্যে প্রাতঃসবন করত। বরুণ-প্রঘাসের বাইরে অনুষ্ঠান করে মধ্যে মাধ্যন্দিন সবনের যাগ করত। সেরূপ পিতৃযজ্ঞ ত্র্যম্বকের অনুষ্ঠান বাইরে করে, ভেতরে তৃতীয় সবনের অনুষ্ঠান করত। এর ফলে অসুরেরা দেবতাদের যজ্ঞের ক্রম জানতে চেয়ে বাইরের অগ্নিহোত্রাদির

অনুষ্ঠান দেখে বিভ্রান্ত হয়ে সোমযাগের অনুক্রম বুঝতে পারল না। তখন তারা পরস্পর বলল—এ দেবতারা আমাদের হিংসার বাইরে। অতএব যে যাগে হিংসা করা হয় না এ অর্থে অধ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এ সোমযাগের অনুষ্ঠান করে দেবতারা বিজয়ী হল ও অসুররা পরাভূত হল। যে এরূপ জেনে সোমের দ্বারা যাগ করবে, সে শত্রুদের পরাভূত করতে পারবে। ২।৩ ॥

মন্ত্র ঃ পরিভূরগ্নিং পরিভূরিন্দ্রং পভিূর্বিশ্বান্দেবান্ পরিভূর্মাং সহ ব্রহ্মবর্চ্চসেন স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্ব্বতে শং রাজন্নোষধীভ্যোঽচ্ছিন্নস্য তে রয়িপতে সুবীর্য্যস্য রায়স্পোষস্য দদিতারঃ স্যাম। তস্য মে রাস্ব তস্য তে ভক্ষীয় তস্য ত ইদমুন্মৃজে প্রাণায় মে বর্চ্চোদা বর্চ্চসে পবস্বাপানায় ব্যানায় বাচে দক্ষক্রতুভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্চ্চোদৌ বর্চ্চসে পবেথাং শ্রোত্রায়াঽত্মনেঽঙ্গেভ্য আয়ুষে বীর্য্যায় বিষ্ণোরিন্দ্রস্য বিশ্বেষং দেবানাং জঠরমসি বর্চ্চোদা মে বর্চ্চসে পবস্ব। কোঽসি কো নাম কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা যং ত্বা সোমেনাতীতৃপং যং ত্বা সোমেনামীমদং সুপ্রজাঃ প্রজয়া ভূয়াসং সুবীরো বীরৈঃ সুবর্চ্চা বর্চ্চসা সুপোষঃ পোষৈর্বিশ্বেভ্যো মে রূপেভ্যো বর্চ্চোদাঃ বর্চ্চসে পবস্ব তস্য মে রাস্ব তস্য তে ভক্ষীয় তস্য ত ইদমুন্মৃজে। বুভূষন্নবেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞ প্রজাপতিস্তমেব তর্পয়তি স এনং তৃপ্তো ভূত্যাঽভি পবতে ব্রহ্মবর্চ্চসকামোঽবেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ প্রজাপতিস্তমেব তর্পয়তি স এনং তৃপ্তো ব্রহ্মবর্চ্চসেনাভি পবত আময়াবী অবেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ প্রজাপতিস্তমেব তর্পয়তি স এনং তৃপ্ত আয়ুষাঽভি পবতেঽভিচরন্নবেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ প্রজাপতিস্তমেব তর্পয়তি স এনং তৃপ্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং বাচো দক্ষক্রতুভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং শ্রোত্রাভ্যামাত্মনোঽঙ্গেভ্য আয়ুষোঽন্তরেতি তাজক্ প্র ধন্বতি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে সোমের অবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে সোম, তুমি অগ্নিকে ব্যেপে আছ, সেরূপ ইন্দ্র ও সকল দেবতাদের ব্যেপে আছ। আমাকে ব্রহ্মতেজের সাথে ব্যেপে আছ। তুমি আমাদের শোধন কর। হে রাজা সোম, তুমি আমাদের গাভী, অশ্ব ও ওষধির সুখ দাও। হে ধনপতি, তোমার প্রসাদে আমরা অবিচ্ছিন্ন শোভনপুত্রযুক্ত ধনের দাতা হব। ধনপ্রার্থী আমাকে ধন দাও। যথাকালে তোমার রস পান করছি। তার ফলে উৎকর্ষ লাভ করব। এ মন্ত্রের দ্বারা রাজার বিশেষ ভাবে সোমের অবেক্ষণ করতে হয়। হে উপাংশুপাত্র, তুমি বলপ্রদ, অতএব আমার প্রাণ ও বল শোধন কর। সেরূপ আমার অপান, ব্যান, বাক্, প্রাণ, অপান (দক্ষক্রতু), চক্ষু, শ্রোত্র, আত্মা, অঙ্গ, আয়ু ও বীর্যের শোধন কর। হে দ্রোণকলশ, তুমি বিষ্ণুর জঠরসদৃশ, বলপ্রদ তুমি বলের জন্য আমাকে শোধন কর। হে আহবনীয়, তুমি প্রজাপতিরূপ, প্রজাপতির সুখের জন্য তোমাকে দেখছি। তোমাকে সোমের দ্বারা তৃপ্ত করছি, সোমের দ্বারা তোমার আনন্দবর্ধন করছি। তোমার প্রসাদে শোভন ভৃত্যযুক্ত হব, পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা শোভন পুত্রাদি যুক্ত হব, বলের দ্বারা শোভন বলযুক্ত হব, ধনাদি পুষ্টির দ্বারা শোভন পুষ্টিযুক্ত হব। হে সোম, পূর্বোক্ত প্রাণাদি সবকিছু লাভের জন্য বলদাতা তুমি আমাকে বলের জন্য শোধন কর। এরপর 'বুভূষন্' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আভিচারিক ক্রিয়ার জন্য সোমের অবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ঐশ্বর্যকামনা করে অবেক্ষণ করবে। পাত্রে অবস্থিত সোম প্রজাপতিস্বরূপ। এর দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ ও প্রজাপতিরূপ। এ অবেক্ষণের দ্বারা সে প্রজাপতির তর্পণ করা হয়। সে প্রজাপতি তৃপ্ত হয়ে যজমানকে ঐশ্বর্যাদির দ্বারা শোধন করে। যজ্ঞাত্মা প্রজাপতি শত্রুদের প্রাণ থেকে বিযুক্ত করে। ॥ ৩।১৭

মন্ত্র ঃ স্ফ্যঃ স্বস্তির্ঘনঃ স্বস্তিঃ পর্শুর্বেদিঃ পরশুর্নঃ স্বস্তিঃ। যজ্ঞিয়া যজ্ঞকৃতঃ স্থ তে মাহস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ধ্বমুপ মা দ্যাবাপৃথিবী হ্বয়েতামুপাহস্তাবঃ কলশঃ সোমো অগ্নিরুপ দেবা উপ যজ্ঞ উপ মা হোত্রা উপহবে হ্বয়ন্তাং নমোঽগ্নয়ে মখঘ্নে মখস্যাঽমা যশোহর্ষ্যাদিত্যাহবনীয়মুপ তিষ্ঠতে যজ্ঞো বৈ মখঃ যজ্ঞং বাব স তদহন্তস্মা এব নমস্কৃত্য সদঃ প্র সর্পত্যাত্মনোঽনার্ত্যৈ নমো রুদ্রায় মখঘ্নে নমস্কৃত্যা মা পাহীত্যাগ্নীধ্রং তস্মা এব নমস্কৃত্য সদঃ প্র সর্পত্যাত্মনোঽনার্ত্যৈ নম ইন্দ্রায় মখঘ্ন ইন্দ্রিয়ং মে বীর্যং মা নির্বধীরিতি হোত্রীয়—মাশিষমবৈতামা শাস্ত ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্যানির্ঘাতায় যা বৈ দেবতাঃ সদস্যার্তিমার্পয়ন্তি যস্তা বিদ্বান্ প্রসর্পতি ন সদস্যার্তিমাচ্ছতি নমোঽগ্নয়ে মখঘ্ন ইত্যাহৈতা বৈ দেবতাঃ সদস্যার্তিমাহর্পয়ন্তি তা য এবং বিদ্বান্ প্রসর্পতি ন সদস্যার্তিমাচ্ছতি দৃঢ়ে স্থঃ শিথিরে সমীচী মাহংহসস্পাতং সূর্য্যো মা দেবো দিব্যাদংহসস্পাতু বায়ুরন্তরিক্ষাৎ অগ্নিঃ পৃথিব্যা যমঃ পিতৃভ্যঃ সরস্বতী মনুষ্যেভ্যো দেবী দ্বারৌ মা মা সং তাপ্তং নমঃ সদসে নমঃ সদসস্পতয়ে নমঃ সখীনাং পুরোগাণাং চক্ষুষে নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ যোঽস্মৎপাকতর উন্নিবত উদুদ্বতশ্চ গেষং পাতং মা দ্যাবাপৃথিবী অদ্যাহ্নঃ সদো বৈ প্রসর্পন্তম্ পিতরোঽনু প্র সর্পন্তি ত এনমীশ্বরা হিংসিতোঃ সদঃ প্রসৃপ্য দক্ষিণার্ধং পরেক্ষেতাহগন্ত পিতরঃ পিতৃমানহং যুষ্মাভি-র্ভূয়াসং সুপ্রজসো ময়া যূয়ং ভূয়াস্তেতি তেভ্য এব নমস্কৃত্য সদঃ প্র সর্পত্যাত্মনোঽনার্ত্যৈ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে স্ফ্য প্রভৃতির উপস্থান মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ স্ফ্য, বিবন, পর্শু, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রগুলি আমাদের অবিনাশের নিমিত্ত হোক। সেরূপ এগুলির দ্বারা নিষ্পন্ন বেদি আমাদের মঙ্গলের কারণ হোক। হে স্ফ্যা প্রভৃতি অস্ত্র, যাগযোগ্য তোমরা আমাদের যজ্ঞ-সম্পাদক হও। তোমরা এ যজ্ঞে আমার অনুমোদন কর। এ দ্যাবাপৃথিবী আমাকে জানুক। এ বহিষ্পব-মান দেশ আমাকে জানুক। এরূপ কলশ, সোম, অগ্নি, দেবগণ, যজ্ঞ, হোতাগণ আমার অনুমোদন করুন। যজ্ঞের বিনাশক অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার করছি। তার প্রসাদে আমি যেন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যশ লাভ করি। এ মন্ত্রে মখ শব্দে যজ্ঞকে বুঝান হয়েছে। নমস্কার করা না হলে অগ্নি যজ্ঞ বি[নাশ] করে। অতএব সে অগ্নিকে নমস্কার করলে যজমানের শারীরিক ক্লেশ হয় না। আগ্নীধ্রীয়ে অবস্থিত অগ্নি যজ্ঞবিনাশক রুদ্ররূপ, সে রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার করছি। হে রুদ্র, আমাকে রক্ষা কর—এ মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির সেবা করলে যজমানের শারীরিক ক্লেশ হয় না। পরম ঐশ্বর্য যোগে হোত্রীয় অগ্নি যজ্ঞনাশক ইন্দ্ররূপ, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে নমস্কার করছি। হে ইন্দ্র, আমার ইন্দ্রিয় ও বীর্য তুমি বিনাশ করো না—এ মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি স্থাপন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তা ইন্দ্রিয় ও বীর্যের অবিনাশের কারণ হয়। অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি যে দেবগণ যজ্ঞস্থানে অবস্থিত যজমানাদির আর্তি প্রদান করে, এ জেনে যে যজমান তাদের নমস্কারের দ্বারা সেবা করে, তারা আর যজ্ঞস্থলে কোন ক্লেশ পায় না। এজন্য 'অগ্নিকে নমস্কার' ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করবে। হে দ্যাবাপৃথিবী, উ[প]স্থানরহিতের প্রতি শিথিল হলেও তোমরা উপস্থাতার প্রতি অনুকূল হয়ে দৃঢ় হও। অতএব উপস্থাতা আমাকে প্রতিবন্ধকরূপ পাপ থেকে রক্ষা কর। সূর্যদেব আমার দ্যুলোক-বিষয়ক পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুক। বায়ু অন্তরিক্ষলোকের, অগ্নি পৃথিবীলোকের, যম পিতৃলোকের, সরস্বতী মনুষ্যলোকের পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুক। হে দ্বারদেবীদ্বয়, উপস্থাতা আমাকে তোমরা তাপ দিওনা। সদ, সদস্পতি, অভিজ্ঞ ঋত্বিক, দ্যুলোক ও পৃথিবী-

লোকের উদ্দেশে নমস্কার করছি। হে তৃণ, এ যজ্ঞস্থল থেকে উঠ এবং আমাদের অপকারী পুরুষদের স্থানে যাও। যে পুরুষ আমা অপেক্ষা অধম বা উন্নত, আমি তাদের উল্লঙ্ঘন করে অবস্থান করব। আজ এ অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠানে, হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমাকে রক্ষা কর, যাতে কোন বৈকল্য না ঘটে। যজ্ঞসভায় গমনকারী যজমানের পিতৃপুরুষগণও আসেন, তাদের নমস্কার না করলে তারা হিংসা করতে পারে। এজন্য সভার দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করে 'অগন্ত্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। হে পিতৃগণ, তোমরা আমার যজ্ঞসভায় এস। তোমরা এলে আমি পিতৃমান হবো, তোমরাও আমার দ্বারা শোভন পুত্রযুক্ত হবে। এ মন্ত্রের দ্বারা নমস্কার করলে যজমানের কোন ক্লেশ হয় না ॥ ৪।২০

মন্ত্র ঃ ভক্ষেহি মাঽবিশ দীর্ঘায়ুত্বায় শন্তনুত্বায় রায়স্পোষায় বর্চ্চসে সুপ্রজাস্ত্বায়েহি বসো পুরোবসো প্রিয়ো মে হৃদোঽস্যশ্বিনোস্ত্বা বাহুভ্যাং সঘ্যাসং নৃচক্ষসং ত্বা দেব সোম সুচক্ষা অব খ্যেষং মন্দ্রাঽভিভূতিঃ কেতুর্যজ্ঞানাং বাগ্‌জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু মন্দ্রা স্বর্বাচ্যদিতিরনাহতশীর্ষ্ণী বাগ্‌জুষাণা সোমস্য তৃপ্যত্বেহি বিশ্বচর্ষণে শম্ভূর্ময়োভূঃ স্বস্তি মা হরিবর্ণ প্র চর ক্রত্বে দক্ষায় রায়স্পোষায় সুবীরতায়ৈ মা মা রাজন্বি বীভিষো মা মে হার্দ্দি ত্বিষা বধীঃ। বৃষণে শুষ্মায়ায়ুষে বর্চ্চসে। বসুমদ্‌গণস্য সোম দেব তে মতিবিদঃ প্রাতঃসবনস্য গায়ত্রচ্ছন্দস ইন্দ্রপীতস্য নারশংসপীতস্য পিতৃপীতস্য মধুমত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি রুদ্রবদ্গণস্য সোম দেব তে মতিবিদো মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস ইন্দ্রপীতস্য নরাশংসপীতস্য পিতৃপীতস্য মধুমত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়াম্যাদিত্যবদ্‌গণস্য সোম দেব তে মতিবিদস্তৃতীয়স্য সবনস্য জগতীছন্দস ইন্দ্রপীতস্য নরাশংসপীতস্য পিতৃপীতস্য মধুমত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি। আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণিয়ম্। ভবা রাজস্য সঙ্গথে। হিন্ব মে গাত্রা হরিবো গণান্মে মা বি তীতৃষঃ। শিবো মে সপ্তর্ষীনুপ তিষ্ঠস্ব মেঽবাঙ্‌নাভিমতি গাঃ। অপাম সোমমমৃতা অভূমাদর্ম্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিম্তু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য। যন্ম আত্মনো মিন্দাঽভূদগ্নিস্তৎ পুনরাহাঽর্জাতবেদা বিচর্ষণিঃ। পুনরগ্নিশ্চক্ষুরদাৎ পুনরিন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। পুনর্মে অশ্বিনা যুবং চক্ষুরা ধত্তমক্ষ্যোঃ। ইষ্টযজুষস্তে দেব সোম স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্‌থস্য হরিবত ইন্দ্রপীতস্য মধুমত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি। আপূর্য্যাঃ স্থাঽমা পূরয়ত প্রজয়া চ ধনেন চ। এতত্তে তত যে চ ত্বামন্বেতত্তে পিতামহ প্রপিতামহ যে চ ত্বামন্বত্র পিতরো যথাভাগং মন্দধ্বং। নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ জীবায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরো ঘোরায় পিতরো নমো বো। য এতস্মিঁল্লোকে স্থ যুষ্মাংস্তেঽনু যেঽস্মিঁল্লোকে মাং তেঽনু য এতস্মিঁল্লোকে স্থ যূয়ং তেষাং বসিষ্ঠা ভূয়াস্ত যেঽস্মিঁল্লোকেঽহং তেষাং বসিষ্ঠো ভূয়াসম্। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমস্যপ্সু ধৌতস্য সোম দেব তে নৃভিঃ সুতস্যেষ্টযজুষঃ স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্‌থস্য যো ভক্ষো অশ্বসনির্যো গোসনিস্তস্য তে পিতৃভির্ভক্ষংকৃতস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে ভক্ষ মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে ভক্ষযোগ্য সোমরস, দীর্ঘায়ু, শারীরিক সুখ, ধনপুষ্টি,

তেজ ও শোভন পুত্রাদির জন্য তুমি আমার কাছে এস। হে বসু, নিবাসের কারণ, তুমি আমার বাসের জন্য এস। হে পুরোবসু, তুমি আমার চিত্তের প্রিয় হও। হে ভক্ষ, অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। হে সোমদেব, মানুষের দ্রষ্টা তোমাকে আমি যেন দেখতে পাই। মুখস্থিত বাগ্দেবতা সোম পান করে তৃপ্ত হোক। সে বাক্ আনন্দের কারণ, বিঘ্নের নাশক, যজ্ঞসকলের হেতু, অখণ্ডনীয় এবং যার আরম্ভ কখন প্রতিহত হয় না। হে সোম, তুমি শান্তিকারক ও সুখদায়ক, তুমি আমার কাছে এস। হে হরিদ্বর্ণ, আমাদের যাতে বিনাশ না হয় সে ভাবে প্রবেশ কর। আমাদের প্রাণ, অপান, উৎসাহ, ধনপুষ্টি ও শোভন পুত্রাদি দানের জন্য তুমি এস। হে রাজা, আমাকে উপদ্রবাদির ভয় দেখিয়ো না, মনের দীপ্তির দ্বারা আমাকে হিংসা করো না। আমাদের ইন্দ্রিয়, বল, দীর্ঘায়ু ও কান্তি দাও। হে সোমদেব, বসুগণযুক্ত, যজমানের মতির বেত্তা তোমার অনুমতিক্রমে গায়ত্রী ছন্দযুক্ত, ইন্দ্র ও নরাশংস পিতৃগণের দ্বারা পীত প্রাতঃসবনে আহূত হয়ে আমি ভক্ষণ করব। সেরূপ রুদ্রগণযুক্ত, যজমানের অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা তোমার আজ্ঞায় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দযুক্ত, ইন্দ্র ও নরাশংস পিতৃগণের দ্বারা পীত মাধ্যন্দিন সবনে আহূত হয়ে আমি ভক্ষণ করব। আর আদিত্যগণ যুক্ত, যজমানের মতির জ্ঞাতা তোমার আদেশে জগতীছন্দযুক্ত, ইন্দ্র ও নরাশংস পিতৃগণের দ্বারা পীত তৃতীয় সবনে আহূত হয়ে আমি ভক্ষণ করব। হে সোম, তুমি সব দিক দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করো, তোমার বীর্য সর্বত্র বিস্তৃত হোক, তুমিও অন্ন লাভের কারণ হও। হে হরিতবর্ণ সোম, আমার অঙ্গ-গুলি তৃপ্ত কর, আমার পুত্রাদির সোমপানে বিতৃষ্ণ করো না। তুমি কল্যাণকর হয়ে আমার মস্তকাদি সপ্তস্থানে স্থিত প্রাণের তৃপ্তিবিধান কর, অধোদ্বার দিয়ে চলে যেয়ো না। আমরা সকলে সোমপান করে অমর হবো, জ্যোতি দর্শন করে ইন্দ্রাদি দেবতাদের লাভ করব। তাহলে পাপরূপ শত্রু আমাদের কি করবে? মরণশীল মানুষের হিংসা, অমর আমাদের কি করতে পারে? হে ঋত্বিক্‌গণ, আমার যে অঙ্গবৈকল্য হবে, জাতবেদা বিচক্ষণ অগ্নি সে অঙ্গ পূর্ণ করুক। যজ্ঞের অঙ্গ পূর্ণ করার জন্য অগ্নি আমাকে চক্ষু দেবে। সেরূপ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যজ্ঞাঙ্গ পূর্ণ করার জন্য আমাকে চক্ষু দিক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার চক্ষুর দর্শনসামর্থ্য দাও। হে দেব সোম, তোমার অনুজ্ঞায় তোমার রস আমি পান করব। তুমি যাগসাধন যজু-যুক্ত, সাম স্তোত্রের দ্বারা স্তুত, উক্থ-শস্ত্রের দ্বারা আহূত, হরিতবর্ণযুক্ত, ইন্দ্রের দ্বারা পীত, মাধুর্যযুক্ত ও অন্যের দ্বারা অনুজ্ঞাত। হে সোমশেষ ধানসকল, তোমরা সর্বতোভাবে পূর্ণ হও এবং আমাকে ধন ও প্রজার দ্বারা পূর্ণ কর। হে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ (পিতৃপুরুষগণ), তোমরা সকল এ যজ্ঞে যথাযোগ্য ভাগ লাভে তুষ্ট হও। হে পিতৃপুরুষগণ, তোমাদের যে রস, তার উদ্দেশে নমস্কার করছি। সে রূপ তোমাদের বল, জীবাত্মা, স্বধা, ক্রোধ ও উগ্রকার্যের উদ্দেশে নমস্কার করছি। তোমাদেরও নমস্কার করছি। পিতৃলোকে তোমরা যাদের সাথে আছ, তারা তোমাদের অনুবর্তন করুক, যারা এ লোকে আছ তারা আমার অনুবর্তন কর, পিতৃলোকে অপর যারা আছে, তাদের তোমরা আচ্ছাদক হও, এ লোকে যারা আমার সাথে আছে, আমি যেন তাদের আচ্ছাদক হই। হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া অপর কেউ এ সৃষ্ট বিশ্বের পরাভব করতে পারে না। যে উদ্দেশে তোমার যাগ করছি, সে ফল যেন আমরা লাভ করি, আমরা যেন ধনের পালক হই। দেবতার প্রতি কৃত পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর, মানুষের প্রতি কৃত পাপ

থেকে আমাদের মুক্ত কর এবং পিতৃপুরুষদের প্রতি কৃত পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। হে সোমদেব, জলে ধৌত, মানুষের দ্বারা অভিষুত, যজুঃ, সাম ও উক্থ-মন্ত্রে স্তুত তোমার যে অশ্বপ্রদ, গাভীপ্রদ, পিতৃপুরুষের দ্বারা স্বীকৃত, অপরের দ্বারা অনুমোদিত ভক্ষভাগ আছে, তা আমি আঘ্রাণের দ্বারা ভক্ষণ করছি। ৫।২২ ॥

মন্ত্র: মহীনাং পয়োঽসি বিশ্বেষাং দেবানাং তনূর্ঋধ্যাসমদ্য পৃষতীনাং গ্রহঃ পৃষতীনাং গ্রহোঽসি বিষ্ণোর্হৃদয়মস্যেকমিষ বিষ্ণুস্ত্বানু বি চক্রমে ভূতির্দধ্না ঘৃতেন বর্ধতাং তস্য মেষ্টস্য পীতস্য দ্রবিণমা গম্যাজ্জ্যোতিরসি বৈশ্বানরং পৃশ্নিয়ৈ দুগ্ধং যাবতী দ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা যাবচ্চ সপ্ত সিন্ধবো বিতস্থুঃ। তাবন্তমিন্দ্র তে গ্রহং সহোর্জা গৃহ্ণাম্যস্তৃতম্। সংস্কন্নশকুনঃ পৃষদাজ্যমবমৃশেচ্ছুদ্রা অস্য প্রমায়ুকাঃ স্যুর্যচ্ছবাঽবমৃশেচ্চতুষ্পাদোঽস্য পশবঃ প্রমায়ুকাঃ স্যুর্যৎস্কন্দেদ্যজমানঃ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ পশবো বৈ পৃশদাজ্যং পশবো বা এতস্য স্কন্দন্তি যস্য পৃষদাজ্যং স্কন্দতি যৎপৃষদাজ্যং পুনর্গৃহ্ণাতি পশূনেবাস্মৈ পুনর্গৃহ্ণাতি প্রাণো বৈ পৃষদাজ্যং প্রাণো বৈ এতস্য স্কন্দতি যস্য পৃষদাজ্যং স্কন্দতি যৎপৃষদাজ্যং পুনর্গৃহ্ণাতি প্রাণমেবাস্মৈ পুনর্গৃহ্ণাতি হিরণ্যমবধায় গৃহ্ণাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যং প্রাণঃ পৃষদাজ্যমমৃতমেবাস্য প্রাণে দধাতি শতমানং ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যে-বেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠত্যশ্বমব ঘ্রাপয়তি প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ প্রাজাপত্যঃ প্রাণং স্বাদেবাস্মৈ যোনেঃ প্রাণং নির্ম্মিমীতে বি বা এতস্য যজ্ঞশ্ছিদ্যতে যস্য পৃষ-দাজ্যং স্কন্দতি বৈষ্ণব্যর্চা পুনর্গৃহ্ণাতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং সং তনোতি ॥ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে পৃষদাজ্যের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে পৃষদাজ্য, তুমি গাভীগণের দুগ্ধ-স্বরূপ ও সকলদেবতাদের শরীর-স্থানীয়। পৃষতী হচ্ছে মরুদ্গণের অশ্ব। তুমি পৃষতীদের গ্রহস্থানীয়। আজ তোমার বর্ধন করছি। তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞের) প্রিয়। হে সকলের কাম্য, যজ্ঞ তোমাকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করেছে। এখানের ঘৃত ও দধির সাথে তোমার মহিমা বর্ধিত হোক। দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত ও দেবগণের দ্বারা ভক্ষিত সে আজ্যের ফল যেন আমি লাভ করি। তুমি সকল মানুষের হিতকারক জ্যোতি-স্বরূপ ও শ্বেতবর্ণ গাভীর ক্ষীররূপ। হে ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবীর যে মহিমা এবং ক্ষীরোদধি প্রভৃতি সপ্তসিন্ধু যতকাল থাকবে, ততদিন সকল দেশে ও সবসময় তোমার গৃহ অবিনাশিত ভাবে আমি গ্রহণ করব। পৃষদাজ্য হচ্ছে দধিবিন্দুর সাথে মিশ্রিত আজ্য, তা পাখী ও কুকুরের স্পর্শে কিম্বা ভূমিপতনের দ্বারা নষ্ট হলে আবার গ্রহণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাতে পশুদের বিনাশ হয় না। পশুবিনাশের দোষ পরিহার করে প্রাণবিনাশ দোষ পরিহারের জন্য 'প্রাণ হচ্ছে পৃষদাজ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। হিরণ্যপাত্রে গ্রহণ করলে তা অমৃততুল্য হয়, পৃষদাজ্য প্রাণ-স্বরূপ, তা গ্রহণ করলে পুরুষ শতায়ু হয়। গৃহীত পৃষদাজ্য অশ্বের মুখে স্পর্শ করতে হয়। প্রজাপতির অক্ষি থেকে অশ্বের উৎপত্তি জন্য এবং প্রাণ ও প্রজাপতির সৃষ্ট জন্য স্বকীয় যোনিরূপ অশ্ব থেকে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। আবার পৃষদাজ্যের গ্রহণ করে 'বিষ্ণো ত্বং নো অন্তম' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। (এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা 'জুষ্টো বাচঃ' ইত্যাদি অনুবাকে করা হয়েছে।)। ৬।৮ ॥

মন্ত্র: দেব সবিতরেতত্তে প্রাহহ তৎ প্র চ সুব প্র চ যজ বৃহস্পতির্ব্রহ্ম-আয়ুষ্মত্যা ঋচো মা গাত তনূপাৎ সাম্নঃ সত্যা ব আশিষঃ সন্তু সত্যা আকূতয় ঋতং

চ সত্যং চ বদত স্তুত দেবস্য সবিতুঃ প্রসবে স্তুতস্য স্তুতমস্যূর্জং মহ্যং স্তুতং দুহামা মা স্তুতস্য স্তুতং গম্যাচ্ছস্ত্রস্য শস্ত্রম্ অস্যূর্জম্ মহ্যং শস্ত্রং দুহামা মা শস্ত্রস্য শস্ত্রং গম্যাদিন্দ্রিয়াবন্তো বনামহে ধুক্ষীমহি প্রজামিষম্। সা মে সত্যাশীর্দেবেষু ভূয়াদ্ব্রহ্মবর্চসং মাঽগম্যাৎ। যজ্ঞো বভূব স আ বভূব স প্র জজ্ঞে স বাবৃধে। স দেবানামধিপতির্বভূব সো অস্মান্ অধিপতীন্ করোতু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। যজ্ঞো বা বৈ যজ্ঞপতিং দুহে যজ্ঞপতির্বা যজ্ঞং দুহে স যঃ স্তুতশস্ত্রয়োর্দোহমবিদ্বান্যজতে তং যজ্ঞো দুহে স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি য এনয়োর্দোহং বিদ্বান্যজতে স যজ্ঞং দুহে স ইষ্ট্বা বসীয়ান্ ভবতি স্তুতস্য স্তুতমস্যূর্জং মহ্যং স্তুতং দুহামা মা স্তুতস্য স্তুতং গম্যাচ্ছস্ত্রস্য শস্ত্রমস্যূর্জং মহ্যং শস্ত্রং দুহামা মা শস্ত্রস্য শস্ত্রং গম্যাদিত্যাহৈষ বৈ স্তুতশস্ত্রয়োর্দোহস্তং য এবং বিদ্বান্যজতে দুহ এব যজ্ঞমিষ্ট্বা বসীয়ান্ ভবতি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে স্তুতি ও শস্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে সবিতা দেব, এ উদ্গাতা স্তুতি করব বলে যে কথা তোমাকে বলেছে, তা তুমি অনুমোদন কর ও যজ্ঞ সম্পাদন কর। হে উদ্গাতা, আমি বৃহস্পতিই ব্রহ্মা, কেবল মনুষ্যমাত্র নই, সে আমি তোমাকে বলছি। আয়ুষ্মতী ঋকের উচ্চারণ বিষয়ে সাবধান হও, তদনন্তর সামের প্রকাশে অপ্রমত্ত হও। তোমাদের সামগানে যজমান-বিষয়ক আশীষ সত্য হোক, তোমাদের সংকল্প সত্য হোক। তোমরা যথার্থ চিন্তা কর ও সত্য বল। সবিতাদেবের অনুজ্ঞায় সত্য স্তোত্র পাঠ কর। উদ্গাতার গীয়মান হে স্তোত্র, তুমি স্তোত্রের স্তোত্র। স্তোত্ররূপ তোমা থেকে আমার জন্য সার গ্রহণ করছি। উত্তম স্তোত্র আমার কাছে আসুক। হোতার দ্বারা শস্যমান হে শস্ত্র, তুমি শস্ত্রের শস্ত্র, শস্ত্ররূপ তোমার নিকট থেকে সার গ্রহণ করছি। উত্তম শস্ত্র আমার কাছে আসুক। তোমাদের প্রসাদে আমি বৈকল্যহীন ফল লাভ করব, পুত্রাদি ও অন্নযুক্ত হবো। আমি দেবতার যাগ করব—এ আশা সত্য হোক। যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ব্রহ্মতেজ আমার কাছে আসুক, উত্তরোত্তর বর্ধিত হোক। এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোক। এ যজ্ঞ বার বার আসুক। সে যজ্ঞ আমাদের আহূত দেবতাদের পালক হোক, আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের পালক করুক, আমরা যেন যজ্ঞপুরুষের প্রসাদে যজ্ঞসাধন ধনের পালক হই। বৈদিক পরিভাষায় এ অনুমন্ত্রণকে স্তুতি ও শস্ত্রের দোহন বলে, তার বিধান করা হচ্ছে—যজ্ঞ যজ্ঞপতির দোহন করে, যজ্ঞপতি যজ্ঞের দোহন করে। যে যজমান স্তুতি ও শস্ত্রের দোহ না জেনে যাগ করে, যজ্ঞ তাকে দোহন করে, সে পাপী হয়। আর যে জেনে যজ্ঞের দোহন করে, সে ইষ্ট লাভ করে। এ অভিমন্ত্রণ না জেনে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ তাকে রিক্ত করে, সে দরিদ্র হয়। অভিমন্ত্রণ জেনে যজ্ঞ করলে, সে উন্নত হয়। ৭।৩ ॥

মন্ত্র : শ্যেনায় পত্বনে স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নমো বিষ্টম্ভায় ধর্মণে স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নমো পরিধয়ে জনপ্রথনায় স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নম ঊর্জে হোত্রাণাং স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নমঃ পয়সে হোত্রাণাং স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নমঃ প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নম ঋতমৃতপাঃ সুবর্বাট্‌ স্বাহা বট্‌ স্বয়মভিগূর্তায় নমস্তৃম্পন্তাং হোত্রা মধোর্ঘৃতস্য যজ্ঞপতিমৃষয় এনসা আহুঃ। প্রজা নির্ভক্তা অনুতপ্যমানা মধব্যৌ স্তোকাবপ তৌ ররাধ। সং নস্তাভ্যাং সৃজতু বিশ্বকর্মা ঘোরা ঋষয়ো নমো অস্ত্বেভ্যঃ। চক্ষুষ এষাং মনসশ্চ সন্ধৌ বৃহস্পতয়ে মহি ষদ্দ্যুমন্নমঃ। নমো বিশ্বকর্মণে স উ পাত্বস্মা-

নমন্যান্ত সোমপাশ্মমাম নঃ। প্রাণস্য বিদ্বান্তসমরেন ধীর এনশ্চকৃবাম্মহি বদ্ধ এষাম্। তং বিশ্বকর্ম্মন্ প্র মুঞ্চা স্বস্তয়ে যে ভক্ষয়ন্তো ন বসূন্যানুহুঃ। যানগ্নয়োঽন্বতপ্যন্ত ধিষ্ণিয়া ইয়ম্ তেষামবয়া দুরিষ্ট্যৈ স্বিষ্টিং নস্তাং কৃণোতু বিশ্বকর্ম্মা। নমঃ পিতৃভ্যো অভি যে নো অখ্যন্যজ্ঞকৃতো যজ্ঞকামাঃ সুদেবা অকামা বো দক্ষিণাং ন নীনিম মা নস্তস্মাদেনসঃ পাপয়িষ্ট। যাবন্তো বৈ সদস্যাস্তে সর্ব্বে দক্ষিণ্যাস্তেভ্যো যো দক্ষিণাং ন নয়েদৈভ্যো বৃশ্চ্যেত যদ্বৈশ্বকর্ম্মণানি জুহোতি সদস্যানেব তৎপ্রীণাত্যস্মে দেবাসো বপুষে চিকিৎসত যমাশিরা দম্পতী বামমশ্নুতঃ। পুমান্ পুত্রো জায়তে বিন্দতে বস্বথ বিশ্বে অরপা এধতে গৃহঃ। আশীর্দায়া দম্পতী বামমশ্নুতামরিষ্টো রায়ঃ সচতাং সমোকসা। য আহসিচৎ সন্দুগ্ধং কুম্ভ্যা সহেষ্টেন যামন্নমতিং জহাতু সঃ। সর্পির্গ্রীবী পীবর্যস্য জায়া পীবানঃ পুত্রা অকৃশাসো অস্য। সহজানির্যঃ সুমখস্যমান ইন্দ্রায়াঽশিরং সহ কুম্ভ্যাঽদাৎ। আশীর্ম্ম ঊর্জমুত সুপ্রজাস্ত্বমিষং দধাতু দ্রবিণং সবর্চ্চসম্। সংজয়ন্ ক্ষেত্রাণি সহসাঽহমিন্দ্র কৃণ্বানো অন্যাং অধরান্তসপত্নান্। ভূতমসি ভূতে মা ধা মুখমসি মুখং ভূয়াসং দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিগৃহ্ণামি বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরাঃ প্র চ্যাবয়ন্তু দিবি দেবান্ দৃংহান্তরিক্ষে বয়াংসি পৃথিব্যাং পার্থিবান্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাঽব সোমং নয়ামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদয়ক্ষ্মং সুমনা অসৎ। যথা ন ইন্দ্র ইদ্বিশঃ কেবলীঃ সর্ব্বাঃ সমনসঃ করৎ। যথা নঃ সর্ব্বা ইদ্দিশোঽস্মাকং কেবলীরসন্ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে তৃতীয় ও মাধ্যান্দিন সবনগত মন্ত্রবিশেষ বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: শ্যেনরূপ পতনশীল 'ইন্দ্র ঋভুভিঃ' ইত্যাদি যাজ্যার প্রতিপাদ্য দেবের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সোমপার্শ্বে যাবার উদ্যত স্বয়ং অভিগুর্ত্তের উদ্দেশে নমস্কার করছি। শত্রুর বিনাশক আমাদের ধারক ইন্দ্র বরুণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ধারক জনগণের প্রখ্যাত ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। এরূপ অন্নপ্রদ, ক্ষীরপ্রদ হোমকর্তার প্রতিপাদ্য দেবতার উদ্দেশে ও প্রজাপতি মনুর উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে সত্যপালক, হে স্বর্গপ্রাপক, আমাদের যজ্ঞ পালন কর, তোমাকে স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হোতা কর্তৃক মধুর ঘৃতের দ্বারা আহূত দেবগণ তৃপ্ত হোক। যখন প্রজারা অন্নরহিত হয়ে অনুতপ্ত হয়, তখন যজ্ঞপতির অপরাধে তা হয়েছে এ কথা ঋষিরা বলে থাকেন। যজ্ঞপতির অপরাধে অনাবৃষ্টির ফলে অন্নের অভাবে প্রজারা কষ্ট পায়। যজ্ঞপতির অপরাধ হচ্ছে চৈত্র-বৈশাখমাসদ্বয় সম্বন্ধী অনুষ্ঠান না করা। এ অপরাধে যজ্ঞপতি যজমান পাপী হয়। অতএব বিশ্বকর্মা যজমান যাতে সে মাসদ্বয়ে অনুষ্ঠান করে, সেরূপ প্রেরণ করুক। যে উগ্র ঋষিগণ আমাদের অপরাধ অন্বেষণ করে জনগণের সামনে নিন্দা করেন, সে ঋষিদের নমস্কার করছি, যাতে তারা শান্ত হয়ে আমাদের নিন্দা না করেন। এ ঋষিরা যাতে আমাদের অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দেখেন, সে জন্য বৃহস্পতির উদ্দেশে নমস্কার করছি। বিশ্বকর্মা প্রজাপতির উদ্দেশে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি॥ হে বিশ্বকর্মা, তুমি ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই জেনে আমাদের সোমপানের যোগ্য কর, যুদ্ধক্ষেত্রে ধীর পুরুষ যেমন প্রাণভয়ে ভীত জনগণের প্রতি করুণা করে। এ যজমান প্রমাদ আলস্যাদিতে তমোগুণে আবৃত হয়ে ঋষিদের কাছে অপরাধ করেছে, সে অপরাধীকে তার মঙ্গলের জন্য সে অপরাধ থেকে মুক্ত কর। যারা যজ্ঞের জন্য ভিক্ষা করে ধন অর্জন করে যজ্ঞ না করে ভোগের জন্য সংগ্রহ করেছে, অগ্নি যাদের জন্য খেদ করে, তাদের যজ্ঞ না করার অপরাধ

মোচনের জন্য এ যাগ বৃহস্পতি সফল করুক। যজ্ঞসভায় যাগ দেখবার জন্য আগত ব্রাহ্মণেরা সকলে দক্ষিণার যোগ্য, তাদের দান না দিলে যে পাপ হয়, তা নিবারণের জন্য এ বৈশ্বকর্মের যাগ করতে হয়। তা হলে যজমান পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সদস্যরা তুষ্ট হয়। হে দেবগণ, আমাদের শরীর যাতে পাপরহিত হয়, সেরূপ কর। দোহন পাত্রস্থ ক্ষীরাদি পানে যজমান-দম্পতী পুত্র ও ধনলাভ করে, এদের সম্বন্ধে তোমরা জান এবং এদের গৃহের বর্ধন হোক। সেরূপ একগৃহবাসী দম্পতী কল্যাণ লাভ করুক। পত্নীযুক্ত যজমান ধনলাভ করুক। যে যজমান প্রীতিযুক্ত হয়ে কুম্ভে ক্ষীর সিক্ত করে, সে যজমান নীরোগ হোক। এ যজমানের জায়া স্নিগ্ধকণ্ঠা ও সর্ব অবয়বযুক্ত হোক। যজমানের পুত্রগণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হোক। যে যজমান সুখকামনা করে ইন্দ্রের উদ্দেশে পূর্ণ কুম্ভ দেয়, সে যজমানের জায়াদি পূর্বোক্তরূপ হোক। সে যজমান পত্নীর সাথে অবস্থান করুক। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এ আশীর্বাদ প্রদান কর। শোভন পুত্রযুক্ত অন্ন ও বলের সাথে ধন আমাদের দাও। আমি তোমার প্রসাদে সবলে শত্রুদের পরাভূত করে তাদের যেন আমাদের আজ্ঞাবহ করতে পারি। হে ধ্রুব, তুমি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, নিত্য স্বর্গাদিতে আমাকে স্থাপন কর। তুমি সকল গ্রহের মুখ্য, তোমার প্রসাদে আমিও সকলের মুখ্য হবো। দ্যাবাপৃথিবী-সদৃশ অঞ্জলির দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি। সকলের হিতকারী দেবগণ তোমাকে স্বস্থান থেকে চালনা করুক। তুমি দ্যুলোকে দেবতাদের দৃঢ় কর, অন্তরিক্ষে পক্ষীদের দৃঢ় কর এবং পৃথিবীতে পর্বতাদি দৃঢ় কর, কিন্তু তোমার চলনে সকল জগৎ যেন বিচলিত না হয়। আমরা ধ্রুবস্থালীগত সোমরসের দ্বারা পূর্বে হোতার চমসে স্থিত সোমের উপর তোমাকে সিক্ত করছি। আমাদের গবাদি পশু অরোগ ও সুমনা হোক, আমাদের সকল প্রজা রোগরহিত হোক ও অনুকূল হোক—ইন্দ্র এ কাজ করুক। আর আমরা যাতে অসাধারণ রূপে থাকতে পারি, তা সিদ্ধ হোক। ৮।৩৮ ॥

মন্ত্র : যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্যুমভ্যাহ্বয়তে ব্রজমেনমভি প্র বর্ত্তয়ত্যুক্থশা ইত্যাহ প্রাতঃসবনং প্রতিগীর্য্য ত্রীণ্যেতান্যক্ষরাণি ত্রিপদা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং গায়ত্রিয়ৈব প্রাতঃসবনে বজ্রমন্তর্ধত্ত উক্থং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনং সবনং প্রতিগীর্য্য চত্বার্য্যেতান্যক্ষরাণি চতুষ্পদা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং ত্রিষ্টুভৈব মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রমন্তর্ধত্তে উক্থং বাচীন্দ্রায়েত্যাহ তৃতীয়সবনং প্রতিগীর্য্য সপ্তৈতান্যক্ষরাণি সপ্তপদা শক্বরী শাক্বরো বজ্রো বজ্রেণৈব তৃতীয়সবনে বজ্রমন্তর্ধত্তে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বা অধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্যো যথাসবনং প্রতিগরে ছন্দাংসি সম্পাদয়েত্তেজঃ প্রাতঃ-সবন আত্মন্দধীতেন্দ্রিয়ং মাধ্যন্দিনে সবনে পশূংস্তৃতীয়সবন ইত্যুক্থশা ইত্যাহ প্রাতঃসবনং প্রতিগীর্য্য ত্রীণ্যেতান্যক্ষরাণি ত্রিপদা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং প্রাতঃ-সবন এব প্রতিগরে ছন্দাংসি সং পাদয়ত্যথো তেজো বৈ গায়ত্রী তেজঃ প্রাতঃসবনং তেজ এব প্রাতঃসবন আত্মন্ধত্ত উক্থং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনং সবনং প্রতিগীর্য্য চত্বার্য্যে-তান্যক্ষরাণি চতুষ্পদা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনম্ সবনং মাধ্যন্দিন এব সবনে প্রতিগরে ছন্দাংসি সং পাদয়ত্যথো ইন্দ্রিয়ং মাধ্যন্দিনং সবনম্ ইন্দ্রিয়মেব মাধ্যন্দিনে সবন আত্মন্ধত্ত উক্থং বাচীন্দ্রায়েত্যাহ তৃতীয়সবনং প্রতিগীর্য্য সপ্তৈতান্যক্ষরাণি সপ্তপদা শক্বরী শাক্বরাঃ পশবো জাগতং তৃতীয়সবনং তৃতীয়সবন এব প্রতিগরে ছন্দাংসি সং পাদয়ত্যথো পশবো বৈ জগতী পশবস্তৃতীয়সবনং পশূনেব তৃতীয়সবন আত্মন্ধত্তে। যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্য্যুমভ্যাহ্বয়ত আব্যমস্মিন্দধাতি তদ্যন্ন অপহনীত পুরাঽস্য সম্বৎসরাদ্ গৃহ আ বেবীরন্ঽশোংসা মোদ ইবেতি প্রত্যাহ্বয়তে তেনৈব তদপ

হস্তে যথা বা আয়তাং প্রতীক্ষত এবমধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতীক্ষতে যদভিপ্রতিগৃণীয়া-দ্যথাঽয়তয়া সমৃচ্ছতে তাদৃগেব তদ্যদর্ধর্চাল্লুপ্যেত যথা ধাবদ্ভ্যো হীয়তে তাদৃগেব তৎ প্রবাহুগ্বা ঋত্বিজামুদ্গীথা উদ্গীথ এবোদ্গাতৃণাম্ ঋচঃ প্রণব উক্থশংসিনাং প্রতিগরোঽধ্বর্যূণাং য এবং বিদ্বান্ প্রতিগৃণাত্যন্নাদ এব ভবত্যাঽস্য প্রজায়াং বাজী জায়ত ইয়ম্ বৈ হোতাঽসাবধ্বর্যুর্যদাসীনঃ শংসত্যস্যা এব তদ্ধোতা নৈত্যাস্ত ইব হীয়মথো ইমামেব তেন যজমানো দুহে যত্তিষ্ঠন্ প্রতিগৃণাত্যমুষ্যা এব তদধ্বর্যু-র্নৈতি তিষ্ঠতীব হ্যসাবথো অমুমেব তেন যজমানো দুহে যদাসীনঃ শংসতি তস্মাদিতঃপ্রদানং দেবা উপ জীবন্তি যত্তিষ্ঠন্ প্রতিগৃণাতি তস্মাদমুতঃ প্রদানং মনুষ্যা উপ জীবন্তি যৎ প্রাঙাসীনঃ শংসতি প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্ প্রতিগৃণাতি তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তে প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্যুমভ্যাহ্বয়তে বজ্র-মেনমভি প্র বর্তয়তি পরাঙা বর্ততে বজ্রমেব তন্নি করোতি ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে শংস মন্ত্রের উৎসাহের পরবর্তী মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যখন হোতা অধ্বর্যুকে আহ্বান করে বলে—'হে অধ্বর্যু, আমার শস্ত্রপাঠকালে তুমি সাবধান হও,' তখন হোতার এ আহ্বান অধ্বর্যুর কাছে বজ্রতুল্য মনে হয়। এর সমাধানের জন্য প্রাতঃসবনের প্রতিগরের পর উক্থশস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা হোতার স্তব করতে হয়। হে হোতা, তুমি আনন্দিত হও। ঋক্‌সমাপ্তির শেষে প্রণবাদি পাঠ করতে হয়। তা হোক—এ হচ্ছে এখানের প্রণবের অর্থ। প্রত্যুত্তর কথন হচ্ছে প্রতিগর শব্দের অর্থ। প্রাতঃসবনে যতগুলি শস্ত্র আছে, তাদের প্রতিকার বলে 'ত্র্যক্ষরমুক্থশা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। এখানে প্রাতঃসবনে ত্রিপদা গায়ত্রীর স্মরণ করতে হয়, তা হলে হোতার প্রযুক্ত বজ্রবাক্য অন্তর্হিত হয়। এরূপ মাধ্যন্দিনসবনে ত্রিষ্টুপ্ এবং তৃতীয় সবনে সপ্তপদা শক্করীর দ্বারা হোতার প্রযুক্ত বজ্রবাক্য অন্তর্হিত হয়। এবিষয়ে ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—যে পুরুষ সবনানুরূপ ছন্দের প্রয়োগ জানে, সে প্রাতঃসবনে গায়ত্রী, মাধ্যন্দিনসবনে ত্রিষ্টুপ্ এবং তৃতীয় সবনে জগতীছন্দের প্রয়োগ করে। এ সম্পাদনে যে সমর্থ, সে মুখ্য অধ্বর্যু। অপর ব্রহ্মবাদী বলেন—প্রাতঃসবনের সমাপ্তির পর আত্মাতে যে তেজ ধারণ করে, মাধ্যন্দিন সবনের পর যে ইন্দ্রিয় ধারণ করে এবং তৃতীয় সবনের পর পশু ধারণ করে, সে হচ্ছে মুখ্য অধ্বর্যু। প্রাতঃসবনগত স্তোত্রশস্ত্র গায়ত্রী ছন্দের। গায়ত্রী উপদেশের দ্বারা ব্রাহ্মণের সম্পূর্তি হয়, যেহেতু গায়ত্রী তেজোরূপ। প্রাতঃসবন বহিষ্পবমানগত। মাধ্যন্দিন সবন ত্রিষ্টুপ্ ছন্দগত, প্রজাপতির উরু ও বাহু থেকে ইন্দ্রের সাথে উৎপন্ন হয়েছে বলে ইন্দ্রসৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের ত্রিষ্টুপত্ব। এরূপ তৃতীয় সবনে শক্করী ও জগতী ছন্দ পশুপ্রাপ্তির কারণ বলে সবনগত স্তোত্রশস্ত্র জগতী ছন্দের হয়। যখন হোতা অধ্বর্যুকে সাবধান হতে বলে, তখন অধ্বর্যুর মনে একটা চিত্তক্লেশরূপ রোগ হয়, এর প্রতিকারের জন্য অধ্বর্যু 'হে হোতা, তুমি আনন্দিত হও'—ইত্যাদি মন্ত্র বলে থাকে। লোকে যেমন রাজসেবকাদি রাজার কথার উত্তর দেবার জন্য সাবধান হয়, সেরূপ অধ্বর্যু হোতার কথার উত্তর দেবার জন্য সাবধান হবে। ঋত্বিক্, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু—এরা সকলে সমান, উদ্গাতা উদ্গীথ সামগান করে, কিন্তু অপরে প্রণবের উচ্চারণের দ্বারা উদ্গীথের কার্য করে থাকে। [এখানের মন্ত্রগুলি শুধু যাজ্ঞিক নির্দেশ জন্য সংক্ষেপ করা হল।] । ৯৭ ॥

মন্ত্র ঃ উপযামগৃহীতোঽসি বাক্ষসদসি বাক্‌পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্য যজ্ঞস্য ধ্রুবস্যাধ্যক্ষাভ্যাং গৃহ্ণাম্যুপযামগৃহীতোঽস্যৃতসদসি চক্ষুষ্পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্য

যজ্ঞস্য ধ্রুবস্যাধ্যক্ষাভ্যাং গৃহ্ণাম্যুপযামগৃহীতোঽসি শ্রুতসদসি শ্রোত্রপাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্য যজ্ঞস্য ধ্রুবস্যাধ্যক্ষাভ্যাং গৃহ্ণামি দেবেভ্যস্ত্বা বিশ্বদেবেভ্যস্ত্বা বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যো বিষ্ণবুরুক্রমৈষ তে সোমস্তং রক্ষস্ব তং তে দুশ্চক্ষা মাঽঽব খ্যন্ময়ি বসুঃ পুরোবসুর্ব্বাক্‌পা বাচম্ মে পাহি ময়ি বসুর্ব্বিদ্বসুশ্চক্ষুষ্পাশ্চক্ষুর্মে পাহি ময়ি বসুঃ সংযদ্বসুঃ শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাহি ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মীনাম্ প্রাণপাঃ প্রাণং মে পাহি ধূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মীনামপানপা অপানং মে পাহি যো ন ইন্দ্রবায়ূ মিত্রাবরুণাবশ্বিনাবভিদাসতি ভ্রাতৃব্য উৎপিপীতে শুভস্পতী ইদমহং তমধরং পাদয়ামি যথেন্দ্রাহমুত্তমশ্চেতানি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে প্রতিনির্গ্রাহ্য মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে প্রতিনির্গ্রাহ্য, তুমি পার্থিব পাত্রে গৃহীত হয়েছ, বাগিন্দ্রিয় সেখানে অবস্থিত আছে। বাক্য ও যজ্ঞের পালক, অবিনাশী যজ্ঞের অধ্যক্ষ ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। প্রতিনির্গ্রাহ্য নামক গ্রহগুলি ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ ও অশ্বিদ্বয়ের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। ইন্দ্র ও বায়ুর পাত্রের কথা বলে অপরের কথা বলা হচ্ছে। চক্ষুর পালক মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে এবং শ্রোত্রের পালক অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করছি। সকলের হিতকারী সকল দেবতার উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করছি। হে উরুক্রম বিষ্ণু, এ সোম তোমার অধীন, তা তুমি রক্ষা কর। পাপদৃষ্ট-সম্পন্ন পুরুষ যেন তোমার সোম না দেখে। প্রাণাদির পোষক ধনরূপ সোম আমার আছে। তুমি বাক্যের পালক, অতএব আমার বাক্য পালন কর। এ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র ও বায়ুর পাত্র হোতাকে দেয়া হল, অপর দুটি মন্ত্রের দ্বারা মিত্র, বরুণ ও অশ্বিদ্বয়ের পাত্র দেয়া হয়েছে। হে হস্তস্থ সোম, তুমি সুখের কারণ, সুখপ্রকাশক বস্তুর মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রাণের ফলদায়ী, আমার প্রাণ রক্ষা কর। হে মিত্র ও বরুণের গ্রহ, তুমি দুঃখবিনাশক, আমার অপান রক্ষা কর। হে ইন্দ্র ও বায়ু, যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, আমাদের অতিক্রম করে সোম পান করতে চায়, হে শুভকর্মের পালক, সে শত্রুকে আমি নিম্নে নিক্ষেপ করছি। হে ইন্দ্র, আমি যাতে শত্রুদের চেয়ে উত্তম হয়ে ইহলোক ও পরলোকের জ্ঞান লাভ করতে পারি, সেরূপ তুমি অনুগ্রহ কর। ১০।১৫ ॥

মন্ত্র ঃ প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ। যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ। প্র হোত্রে পূর্ব্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ। বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে। অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্ব্বীঃ। তিস্র উ তে তনুবো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্। সং বাং কর্ম্মণা সমিষা হিনোমীন্দ্রাবিষ্ণূ অপসস্পারে অস্য। জুষেথাং যজ্ঞং দ্রবিণং চ ধত্তমরিষ্টৈর্নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা। উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ। ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্। ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে। তাভির্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথ ভব যজমানায় শং যোঃ। অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ। স ত্রীংরেকাদশাং ইহ। যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূতঃ পরিষ্কৃতঃ। নভন্তামন্যকে সমে। ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্। শতং বর্চ্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্। উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ। অথাব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্‌ৎ সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে ত্রিধাতবীয় ইষ্টির বিষয় বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে অগ্নি, যে যজমানকে তুমি সখার মত পালন কর, সে যজমান শোভন পুত্রাদিযুক্ত অন্ননিমিত্ত কর্মরূপ তোমার পালনের দ্বারা সংসার ক্লেশ অতিক্রম করে। হে ঋত্বিক্, তোমরা হোম সম্পাদক, আমাদের হিতবিধায়ক অগ্নির উদ্দেশে পূর্বতন ঋষিদের দ্বারা পঠিত আমাদের পালনাত্মক স্তুতিরূপ বাক্য বল। হে অগ্নি, তোমার তিনটি পুরোডাশরূপ অন্ন আছে ও আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নিরূপ তিনটি বাসস্থান আছে। হে ঋতজাত, তোমার পূর্বসিদ্ধ তিনটি জিহ্বা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস রূপ—ইষ্টপ্রাপ্তি, অনিষ্ট পরিহার ও আভিচারিক কাজের জন্য। আর দেবতারা পূর্বে যে তিনটি তনু লাভ করেছে—সে অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্যরূপ তনুর দ্বারা দোষ ত্রুটি পরিহার করে আমাদের রক্ষা কর। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, এ কাজের দ্বারা ও হবিরূপ অন্নের দ্বারা তোমাদের তুষ্ট করছি। আমাদের এ যজ্ঞের সেবা কর এবং আমাদের জন্য ধন দাও। বিনাশরহিত অনুষ্ঠানের পথে আমাদের কর্মের পারে নিয়ে চল। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমাদের উভয়ের কেউ কখনও পরাজিত হও নাই, তোমরা যখন উভয়ের মধ্যে স্পর্ধা করেছিলে, তখন দক্ষিণারূপে দেয় সহস্র গাভী তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলে। [এ ভাগ সপ্তম কাণ্ডে বলা হয়েছে।] হে জাতবেদা, তোমার আয়ুবর্ধক সোম, সান্নায্য ও পুরোডাশরূপ তিনটি হবি। হে অগ্নি, উষাকালের আবির্ভাবরূপ আহবনীয়াদি তিন স্থানে ত্রিবিধ জ্বালার দ্বারা দেবতাদের রক্ষা-কারক হবির দ্বারা যাগ কর। তুমি যজমানের সুখপ্রদ ও দুঃখবিনাশক হও। কবি, বিদ্বান এ অগ্নি যজ্ঞে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ তিন প্রকার হবি লাভ করে। সে অগ্নি এ কর্মে একাদশ দেবতার সাথে যুক্ত হয়ে তিন গণের তর্পণ করুক। দেবতাদের দূতরূপ ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী এ অগ্নি আমাদের প্রীতিবিধান করুক। দূতত্ব চিহ্নের দ্বারা অলংকৃত এ অগ্নি আমাদের কুৎসিত শত্রুদের বিনাশ করুক। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, শম্বর নামক অসুরের সুদৃঢ় নিরানব্বইটি নগরী তোমরা ধ্বংস করেছ। সে অসুর দীপ্ত শত সহস্র বীরদের পক্ষহীন করে বিনাশ করেছ। ইন্দ্রদেবের মাতা মহান ইন্দ্রকে জানিয়েছিল—হে পুত্র ইন্দ্র, শত্রু বিনাশ করে তুমি নিস্তব্ধ থাকলে, দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। সে কথা শুনে ইন্দ্র বৃত্র বধের জন্য উদ্যত হয়ে বিষ্ণুকে বলেছিল—হে সখা বিষ্ণু, তোমার বিক্রম প্রকাশ কর, শীঘ্র বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা দুজন আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ কর। ১১।১০ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র : অগ্নে তেজস্বিন্তেজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়াস্তেজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু দীক্ষায়ৈ চ ত্বা তপসশ্চ তেজসে জুহোমি -তেজোবিদসি তেজো মা মা হাসীন্মাহং তেজো হাসিষং মা মাং তেজো হাসাদিন্দ্রৌজস্বিন্নোজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ওজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু ব্রহ্মণশ্চ ত্বা ক্ষত্রস্য চ ওজসে জুহোম্যোজোবিদস্যোজো মা মা হাসীন্মাহমোজো হাসিষং মা মামোজো হাসীৎ সূর্য ভ্রাজিষ্ঠন্ ভ্রাজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ভ্রাজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু বায়োশ্চাপাং চ ভ্রাজসে জুহোমি সুবর্বিদসি সুবর্মা

মা হাসীশ্মাহংহং সুবর্হাসিষং মা মাং সুবর্হাসীশ্ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে পূর্ব প্রপাঠকের অবশিষ্ট অতিগ্রাহ্য মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে তেজস্বী অগ্নি, তুমি দেবতাদের মধ্যে কান্তিযুক্ত। দীক্ষা ও তপস্যার তেজ লাভের জন্য হে আগ্নের অতিগ্রাহ্য, তোমার যাগ করছি। এ হোমের দ্বারা আমার দীক্ষানিয়ম ও তপস্যা নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হোক। হে অগ্নি, তেজোবিষয়ে অভিজ্ঞ, তোমার প্রসাদে তেজ আমাকে যেন ত্যাগ না করে। আমি কখনও তেজ ত্যাগ করব না, অতএব তেজ যেন আমাকে ত্যাগ না করে। হে ওজস্বী ইন্দ্র, তুমি দেবতাদের মধ্যে বলকারক ওজ-যুক্ত। হে ইন্দ্রসম্বন্ধীয় অতি-গ্রাহ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির যে বলের কারণ, তার জন্য তোমার হোম করছি। হে ইন্দ্র, তুমি ওজ-শক্তির জ্ঞাতা, ওজ (বলকারক অষ্টম ধাতু) যেন আমাকে ত্যাগ না করে। আমি কখন ওজ ত্যাগ করব না, অতএব ওজ যেন আমাকে ত্যাগ না করে। হে দীপ্তিমান সূর্য, তুমি দেবগণের মধ্যে রশ্মিরূপ কান্তিযুক্ত। হে সূর্য-সম্বন্ধীয় অতিগ্রাহ্য, বায়ু ও জলের যে দীপ্তি, তার জন্য তোমার হোম করছি। হে সূর্য, তুমি স্বর্গলোকের অভিজ্ঞ স্বর্গলোক যেন আমাকে ত্যাগ না করে, আমিও যেন স্বর্গলোক ত্যাগ না করি। অতএব স্বর্গলোক আমাকে ত্যাগ না করুক। হে অগ্নি, আমাতে মেধা, প্রজা ও তোমার তেজ স্থাপন কর। হে ইন্দ্র, আমাতে মেধা, প্রজা ও তোমার ইন্দ্রিয় স্থাপন কর। হে সূর্য, আমাতে মেধা, প্রজা ও তোমার দীপ্তি স্থাপন কর। (মেধা হচ্ছে মন্ত্র ও তার অর্থের ধারণ-সামর্থ্য।)। ১২৭ ॥

মন্ত্র ঃ বায়ুর্হিংকর্ত্তাহগ্নিঃ প্রস্তোতা প্রজাপতিঃ সাম বৃহস্পতিরুদ্গাতা বিশ্বে দেবা উপগাতারো মরুতঃ প্রতিহর্ত্তার ইন্দ্রো নিধনং তে দেবাঃ প্রাণভৃতঃ প্রাণং ময়ি দধত্বেতদ্বৈ সর্ব্বমধ্বর্য্যুরুপাকুর্ব্বন্নুদ্গাতৃভ্য উপাকরোতি তে দেবাঃ প্রাণভৃতঃ প্রাণং ময়ি দধত্বিত্যাহৈতদেব সর্ব্বমাত্মন্ধত্ত ইড়া দেবহূর্মনুর্যজ্ঞনী-র্বৃহস্পতিরুক্থামদানি শংসিষদ্বিশ্বে দেবাঃ সূক্তবাচঃ পৃথিবি মাতর্মা মা হিংসী-র্মধু মনিষ্যে মধু জনিষ্যে মধু বক্ষ্যামি মধু বদিষ্যামি মধুমতীং দেবেভ্যো বাচমুদ্যাসং শুশ্রূষেণ্যাম্ মনুষ্যেভ্যস্তং মা দেবা অবন্তু শোভায়ৈ পিতরোহনু মদন্তু ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে স্তোত্রপাঠের অনুজ্ঞা ও জপের মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সামগানের পাঁচটি ভাগ আছে—হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন। তার মধ্যে হিংকার ও নিধন অর্থাৎ প্রথম ও শেষ ভাগ সকলে পাঠ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাব ভাগ প্রস্তোতা গান করে। তৃতীয় উদ্গীথ ভাগ উদ্গাতা গান করে। চতুর্থ প্রতিহার ভাগ প্রতিহর্তা গান করে। এরা গান করলে অধ্বর্যু ছাড়া সকল ঋত্বিকরা ওম্'—এই গান করে। কিন্তু যজমান 'হো'—এই শব্দ গান করবে। এগুলি বায়ু প্রভৃতি দেবতারূপে মন্ত্রে বলা হচ্ছে—হিংকর্তা বায়ু, অগ্নি প্রস্তোতা, প্রজাপতি সাম, বৃহস্পতি উদ্গাতা, বিশ্বে দেবগণ উপগাতা, মরুদ্গণ প্রতিহর্তা এবং ইন্দ্র নিধন। এখানে সকল দেবতার জনক বলে প্রজাপতিকে সমষ্টিরূপে সমগ্র সামরূপে বলা হয়েছে। বায়ু থেকে ইন্দ্র পর্যন্ত দেবগণ প্রাণের পোষক, তারা আমাতে প্রাণ স্থাপন করুক। যখন অধ্বর্যু

উদ্গাতাদের মন্ত্র পাঠের অনুমতি দেয়, তখন বায়ু ইত্যাদিরূপ হিংকর্তারা তার অনুজ্ঞা লাভ করে। এ মন্ত্রে 'সে দেবগণ আমাতে প্রাণ স্থাপন করুক' এ অংশ অধ্বর্যু বলবেন। যিনি ইড়া দেবতাদের গাভীরূপ, তিনি এখানে দেবতাদের আহ্বানকর্ত্রী। এখানে যিনি মনু, তিনি যজ্ঞের প্রবর্তক। এখানে যিনি বৃহস্পতি, তিনি উকথশস্ত্র মন্ত্রে আনন্দপ্রদায়ক। এখানে যারা বিশ্বদেবগণ, তারা সূক্তবাক্যের বক্তা। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে মাতৃরূপা পৃথিবি, ইড়াদি দেবতার অনুগ্রহে অপরাধরহিত আমার হিংসা করো না। তোমার অনুগ্রহে আমি মধুর মত প্রিয় কার্য চিন্তা করব, সেরূপ মধুর মত প্রিয় কর্মফল উৎপন্ন করব, মধুর মত প্রিয় হবি দেবতাদের কাছে বহন করব, মধুর মত প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করব। দেবতাদের কাছে মধুর মত প্রিয় ও হোতা প্রভৃতি মানুষের শ্রোতব্য বাক্য আমি বলছি। আমার কথায় যাতে ভুলত্রুটি না হয়, সেজন্য দেবতারা আমাকে রক্ষা করুন এবং পিতৃগণ সে বাক্য অনুমোদন করুন। ২।৩ ॥

মন্ত্র: বসবস্ত্বা প্র বৃহন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঽগ্নেঃ প্রিয়ং পাথ উপেহি রুদ্রাস্ত্বা প্র বৃহন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসেন্দ্রস্য প্রিয়ং পাথ উপেহ্যাদিত্যাস্ত্বা প্র বৃহন্তু জাগতেন ছন্দসা বিশ্বেষাং দেবানাং প্রিয়ং পাথ উপেহি মান্দাসু তে শুক্র শুক্রমা ধূনোমি ভন্দনাসু কোতনাসু নূতনাসু রেশীষু মেষীষু বাশীষু বিশ্বভৃৎসু মাধ্বীষু ককুহাসু শক্বরীষু শুক্রাসু তে শুক্র শুক্রমা ধূনোমি শুক্রং তে শুক্রেণ গৃহ্ণাম্যহ্নো রূপেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। আঽস্মিন্নুগ্রা অচুচ্যবুর্দিবো ধারা অসশ্চত। ককুহং রূপং বৃষভস্য রোচতে বৃহৎসোমঃ সোমস্য পুরোগাঃ শুক্রঃ শুক্রস্য পুরোগাঃ। যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহোশিক্ত্বং দেব সোম গায়ত্রেণ ছন্দসাঽগ্নেঃ প্রিয়ং পাথো অপীহি বশী ত্বং দেব সোম ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসেন্দ্রস্য প্রিয়ং পাথো অপীহ্যস্মৎসখা ত্বং দেব সোম জাগতেন ছন্দসা বিশ্বেষাং দেবানাং প্রিয়পাথো অপীহ্যা নঃ প্রাণ এতু পরাবত আঽন্তরিক্ষাদ্দিবস্পরি। আয়ুঃ পৃথিব্যা অধ্যমৃতমাস প্রাণায় ত্বা। ইন্দ্রাগ্নী মে বর্চ্চঃ কৃণুতাং বর্চ্চঃ সোমো বৃহস্পতিঃ বর্চ্চো মে বিশ্বে দেবা বর্চ্চো মে ধত্তমশ্বিনা। দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ব্রহ্মাণি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অংশুগ্রহের মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে সোমাংশু, বসুনামক দেবতারা গায়ত্রী ছন্দে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সোমলতাসমূহ থেকে তোমাকে পৃথক করুক। তুমি অগ্নির প্রিয় অন্নরূপ হও। সেরূপ রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে পৃথক করুক, তুমি ইন্দ্রের প্রিয় অন্নরূপ হও। আদিত্যগণ জগতী ছন্দে তোমাকে পৃথক করুক, তুমি বিশ্বদেবগণের প্রিয় অন্নরূপ হও। হোতার চমসে বসতীবরী নামক জলের কিছুটা নিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি মন্ত্রে সোমাংশু দ্বারা 'মান্দাসু' ইত্যাদি মন্ত্রে সে চমস-স্থিত জলের কম্পন করতে হয়। মান্দ প্রভৃতি বারটি জলের গোপন নাম। তারা হচ্ছে—মান্দ, ভন্দন, কেতন, নূতন রেশী, মেষী, বাশী, বিশ্বভৃৎ, মাধ্বী, কুকুহ, শক্বরী ও শুক্র। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে দীপ্যমান সোম, তোমার দীপ্যমান সার অংশ আমি মান্দ প্রভৃতি জলে কম্পন করছি। হে দধিদ্রব্য, তোমার সার সোমাদিরূপ সারের সাথে সূর্যরশ্মিরূপ দিবসের রসের দ্বারা গ্রহণ করছি। এ পাত্রে উগ্র সোমরসের ধারা পতিত হয়ে মিলিত হচ্ছে। বর্ষণকারী ইন্দ্রের বৃষ্টিরূপ প্রধান স্বরূপ শোভা পাচ্ছে। এ শুক্লরূপ সোম রাজা সোমদেবের প্রথম দীপ্যমান রস,

তা দীপ্যমান ইন্দ্রের সামনে যাচ্ছে। হে সোম, তোমার যে সদা জাগরণশীল নাম আছে, তোমার সে সোম-নামের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে দেব সোম, তোমার যে কমনীয় অংশরূপ অগ্নির প্রিয় অন্নের জন্য সোমসমূহ থেকে গায়ত্রী ছন্দে পৃথক করা হয়েছিল, তা আবার সোমসমূহে যাক্। এরূপ ইন্দ্রের প্রিয় অন্নের জন্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে যা পৃথক করা হয়েছিল এবং বিশ্বদেবগণের জন্য জগতী ছন্দে যা পৃথক করা হয়েছিল, সেগুলি আবার সোমসমূহে যাক্। দূরদেশ থেকে প্রাণ আমাদের কাছে আসুক, এরূপ অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্গলোক থেকে প্রাণ আমাদের কাছে আসুক। হে হিরণ্য, পৃথিবীর উপর তুমি আয়ু ও অমৃতের কারণ, সেরূপ তোমাকে প্রাণস্থিতির জন্য নিক্ষেপ করছি। এ ইন্দ্র ও অগ্নি আমাকে বল প্রদান করুক, সেরূপ সোম ও বৃহস্পতি আমাকে বল দিক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাতে বলস্থাপন কর। বেদোক্ত কোন মন্ত্র আমি বিস্মৃত হই নি, বাক্যসদৃশ স্পষ্ট অভিহিত সকল অঙ্গগুলি আমি স্মরণ করছি। রথের চক্র যেমন তার নেমির চারদিক ব্যেপে থাকে, সেরূপ এ যজ্ঞ পরিব্যাপ্ত হোক। আমি প্রজাপতির উদ্দেশে যাগ করছি। ৩।২৫ ॥

মন্ত্র ঃ এতদ্বা অপাং নামধেয়ং গুহ্যং যদাধাবা মান্দাসু তে শুক্র শুক্রমা ধূনোমীত্যাহাপামেব নামধেয়েন গুহ্যেন দিবো বৃষ্টিমব রুন্ধে শুক্রং তে শুক্রেণ গৃহ্ণামীত্যাহৈতদ্বা অহ্নো রূপং যদ্রাত্রিঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো বৃষ্ট্যা ঈশতেঽহ্ন এব রূপেণ সূর্যস্য রশ্মিভির্দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়ত্যাহস্মিন্নুগ্রাঃ অচুচ্যবুরিত্যাহ যথা-যজুরেবৈতৎ ককুহং রূপং বৃষভস্য রোচতে বৃহদিত্যাহৈতদ্বা অস্য ককুহং রূপং যদ্বৃষ্টী রূপেণৈব বৃষ্টিমব রুন্ধে যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবীত্যাহৈষ হ বৈ হবিষা হবির্যজতি যোঽদাভ্যং গৃহীত্বা সোমায় জুহোতি পরা বা এতস্যাহয়ুঃ প্রাণ এতি যোঽংশুং গৃহ্ণাত্যা নঃ প্রাণ এতু পরাবত ইত্যাহায়ুরেব প্রাণমাত্মন্ধত্তেঽ-মৃতমসি প্রাণায় ত্বেতি হিরণ্যমভি ব্যনিত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমায়ুঃ প্রাণোঽমৃতেনৈবাহ-য়ুরাত্মন্ধত্তে শতমানং ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠত্যপ উপ স্পৃশতি ভেষজং বা আপো ভেষজমেব কুরুতে ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে পূর্ব অনুবাকের ব্যাখ্যারূপ ব্রাহ্মণমন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ 'মান্দা' প্রভৃতি মন্ত্রে মান্দ প্রভৃতি শব্দ জল-বাচক; জলের এ নামগুলি লৌকিকে অপ্রসিদ্ধ, কেবল বৈদিক মন্ত্রে দেখা যায় জন্য গোপ্য বলা হয়েছে। 'আধাবা' শব্দের অর্থ যা কাঁপান হয়। জল অভিমানী দেবতাদের প্রীতির জন্য মান্দাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। অতি গুহ্য নামের দ্বারা দেবতারা তুষ্ট হবে দ্যুলোক থেকে বৃষ্টি সম্পন্ন করবে। গ্রহণ মন্ত্রে সূর্যরশ্মির দ্বারা দিনের রূপের প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। রাত্রি ও সূর্যরশ্মি হচ্ছে বৃষ্টির প্রভুস্বরূপ। রাত্রিরূপ ও সূর্যরশ্মিযুক্ত কাল ছাড়া বৃষ্টির আর অন্য কোন কাল নেই। অতএব এ মন্ত্র পাঠ করে দিন ও রাত আকাশ থেকে ভূমিতে বৃষ্টিপাত করান হয়। হরণ মন্ত্রে মুখ্যরূপ বাচী ককুহ ও রূপ এ দুটি পদে বৃষ্টিকে বলা হয়েছে। হোম মন্ত্রে 'সোমায়' এ পদে দেবতার উদ্দেশে দধি দেবার কথা বুঝান হয়েছে। যে যজমান অদাভ্য নামক দধিগ্রহ গ্রহণ করে সোমদেবের উদ্দেশে যাগ করে, সে যজমান হবি-স্বরূপ দেবতার উদ্দেশে হোম করে থাকে। হিরণ্যের উপরে ইত্যাদি শ্বাসমন্ত্রে প্রাণশব্দের দ্বারা আয়ুকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'যে যজমান অংশুনামক সোমরস পাত্রে গ্রহণ করে' ইত্যাদির দ্বারা আয়ুপ্রদ প্রাণের আত্মাতে স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। 'অমৃতমসি প্রাণায় ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বাসবায়ুর

বাইরে পরিত্যাগকে প্রাণ, ভেতরে আকর্ষণকে অপান এবং মধ্যে ধারণকে ব্যান বলা হয়েছে। হিরণ্যের উপর ধারণ এ কথার দ্বারা আত্মাতে আয়ুর ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা লোকে শতায়ু হয়। 'ইন্দ্রাগ্নী' ইত্যাদি মন্ত্রে যে জলস্পর্শের কথা হয়েছে, সে জল হচ্ছে ঔষধরূপ। ৪।৭।

মন্ত্র ঃ বায়ুরসি প্রাণো নাম সবিতুরাধিপত্যেঽপানং মে দাশ্চক্ষুরসি শ্রোত্রং নাম ধাতুরাধিপত্য আয়ুর্মে দা রূপমসি বর্ণো নাম বৃহস্পতেরাধিপত্যে প্রজাং মে দা ঋতমসি সত্যং নামেন্দ্রস্যাধিপত্যে ক্ষত্রং মে দা ভূতমসি ভব্যং নাম পিতৃণামাধিপত্যেঽপামোষধীনাং গর্ভং ধা ঋতস্য ত্বা ব্যোমন ঋতস্য ত্বা বিভূমন ঋতস্য ত্বা বিধর্মণ ঋতস্য ত্বা সত্যায়র্ত্তস্য ত্বা জ্যোতিষে প্রজাপতির্বিরাজমপশ্যত্তয়া ভূতং চ ভব্যং চাসৃজত তামৃষিভ্যস্তিরোঽদধাত্তাং জমদগ্নিস্তপসাঽপশ্যত্তয়া বৈ স পৃশ্নীন্ কামানসৃজত তৎ পৃশ্নীনাং পৃশ্নিত্বং যৎ পৃশ্নয়ো গৃহ্যন্তে পৃশ্নীনেব তৈঃ কামান্যজমানোঽব রুন্ধে। বায়ুরসি প্রাণঃ নামেত্যাহ প্রাণাপানাবেবাব রুন্ধে চক্ষুরসি শ্রোত্রং নামেত্যাহায়ুরেবাব রুন্ধে। রূপমসি বর্ণো নামেত্যাহ প্রজামেবাব রুন্ধ ঋতমসি সত্যং নামেত্যাহ ক্ষত্রমেবাব রুন্ধে ভূতমসি ভব্যং নামেত্যাহ পশবো বা অপামোষধীনাং গর্ভঃ পশূনেব অব রুন্ধ এতাবদ্বৈ পুরুষং পরিতস্তদেবাব রুন্ধ ঋতস্য ত্বা ব্যোমন ইত্যাহেয়ং বা ঋতস্য ব্যোমেমামেবাভি জয়ত্যৃতস্য ত্বা বিভূমন ইত্যাহান্তরিক্ষং বা ঋতস্য বিভূমান্তরিক্ষমেবাভি জয়ত্যৃতস্য ত্বা বিধর্মণ ইত্যাহ দ্যৌর্বা ঋতস্য বিধর্ম দিবমেবাভি জয়ত্যৃতস্য ত্বা সত্যায়েত্যাহ দিশো বা ঋতস্য সত্যং দিশ এবাভি জয়ত্যৃতস্য ত্বা জ্যোতিষ ইত্যাহ সুবর্গো বৈ লোক ঋতস্য জ্যোতিঃ সুবর্গমেব লোকমভি জয়ত্যেতাবন্তো বৈ দেবলোকাস্তানেবাভি জয়তি দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজ্যেবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে পৃশ্নিগ্রহণ মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে সোম, তুমি যজমানের দ্বারা পীত হয়ে শরীরমধ্যে ধারণাদির দ্বারা বায়ুর আপ্যায়নকারী জন্য তুমি বায়ুরূপ, আবার বিশেষরূপে তুমি প্রাণ নামে অভিহিত হও। বাইরে গমনশীল তুমি উচ্ছ্বাসরূপ। তুমি পরমেশ্বরের আধিপত্যে থেকে আমার অপান বায়ু দাও। তুমি চক্ষু ও শ্রোত্ররূপ, তুমি দেহেন্দ্রিয়াদির স্রষ্টা। বিধাতার আধিপত্যে থেকে আমাকে আয়ু দাও। তুমি কান্তি ও বর্ণবিশিষ্ট, বৃহস্পতির আধিপত্যে থেকে আমাকে পুত্রপৌত্রাদি দাও। তুমি মানসিক ও বাচিক সত্যরূপ, ইন্দ্রের আধিপত্যে থেকে আমাকে বল দাও। শরীরমধ্যে পূর্বসিদ্ধ ধাতুবৈষম্য ও পরে যা হবে, এ উভয়রূপ তুমি, পিতৃগণের আধিপত্যে থেকে ওষধীর পশুরূপ গর্ভ সম্পন্ন কর। হে সোম, সত্যের রক্ষণ, তার বিস্তার, ধারণ, সত্যত্ব ও প্রকাশের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। এ দশটি মন্ত্রে সোমের উন্মানরূপ পৃশ্নিগ্রহ-সাধনের জন্য বলা হচ্ছে— প্রজাপতি চিন্তা করে সৃষ্টির সাধনভূত বিরাট্‌কে দেখেছিলেন। 'বায়ুরসি' ইত্যাদি মন্ত্র দশাক্ষরযুক্ত ছন্দসাম্যে বিরাট্ বলা হয়েছে। তার দ্বারা প্রজাপতি ভূত ও ভবিষ্যৎ জগৎ সৃষ্টি করেন। সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে ভূত ও ভবিষ্যৎ রূপে দুটি ভাগ করেন। এ বিরাট্ তিনি ঋষিগণের কাছে প্রকাশ করেন নি। জমদগ্নি তপস্যা করে প্রজাপতির অনুগ্রহে সে বিরাট্‌কে দেখতে পান। সে বিরাটের দ্বারা প্রজাপতি পৃশ্নি অর্থাৎ ধেনুস্বরূপ ভোগ সৃষ্টি করেন। পৃশ্নি হচ্ছে কামধেনু, যে মন্ত্রের দ্বারা কামধেনু সৃষ্ট হয়, উপরোক্ত সে মন্ত্র-

গুলিকে পৃশ্নি বলা হয়। পৃশ্নিশব্দাভিধেয় 'বায়ুর্রসি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণীয় সোমভাগ পৃশ্নিরূপ, তা ধারণ করতে হবে। তা গ্রহণের দ্বারা যজমান কামধেনুসদৃশ ভোগ লাভ করে। প্রথম মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ অপানের পোষণ-রূপ কাম লাভের কথা বলা হয়েছে। এরূপে ক্রমে চক্ষু কর্ণের স্থিরতার কারণ প্রাণ, সৌষ্ঠব কান্তিযুক্ত প্রজাসম্পত্তি, মানসিক ও বাচিক সত্য সম্পত্তি, ভূত ভবিষ্যৎ সম্বান্ধ্য পরিহার পূর্বক পশুপ্রাপ্তি ও অন্যান্য সকল ফল লাভের কথা বলা হয়েছে। শেষ পাঁচটি মন্ত্রে তিন লোক, দিক্‌সকল ও স্বর্গজয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে ঋত শব্দ সত্যবাচী। এ দশাক্ষর বিরাট্ মন্ত্রে সকল লোক জয় করা যায়। ৫।১০ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্‌যজ্ঞেন নাবারুন্ধত তৎ পরৈরবারুন্ধত তৎ পরাণাং পরত্বং যৎ পরে গৃহ্যন্তে যদেব যজ্ঞেন নাবরুন্ধে তস্যাবরুদ্ধ্যৈ যং প্রথমং গৃহ্ণাতীমমেব তেন লোকমভি জয়তি যং দ্বিতীয়মান্তরিক্ষং তেন যং তৃতীয়-মমুমেব তেন লোকমভি জয়তি যদেতে গৃহ্যন্ত এষাং লোকানামভিজিত্যৈ উত্তরেষ্বহঃ স্বমুতোঽর্বাঞ্চো গৃহ্যন্তেঽভিজিত্যৈবেমাল্লোঁকান্ পুনরিমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি যৎ পূর্বেষ্বহঃস্বিতঃ পরাঞ্চো গৃহ্যন্তে তস্মাদিতঃ পরাঞ্চ ইমে লোকা যদুত্তরেষ্বহঃস্বমুতোঽর্বাঞ্চো গৃহ্যন্তে তস্মাদমুতোঽর্বাঞ্চ ইমে লোকা-স্তস্মাদযাতযাম্নো লোকাম্মনুষ্যা উপ জীবন্তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদন্ত্যা ওষধয়ঃ সম্ ভবন্ত্যোষধয়ঃ মনুষ্যাণামন্নং প্রজাপতিং প্রজা অনু প্র জায়ন্ত ইতি পরানন্বিতি ব্রূয়াদ্যদ্‌গৃহ্নাত্যাপ্‌ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো গৃহ্নামীতি তস্মাদন্ত্যা ওষধয়ঃ সং ভবন্তি যদ্ গৃহ্নীত্যোষধীভ্যস্ত্বা প্রজাভ্যো গৃহ্নমীতি তস্মাদোষধয়ো মনুষ্যাণামন্নং যদ্ গৃহ্নাতি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজাপতয়ে গৃহ্নামীতি তস্মাৎ প্রজাপতিং প্রজা অনু প্র জায়তে ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে গবাময়নিকা অতিগ্রাহ্যের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ গবাময়ন নামে একটি সংবৎসর সত্র আছে. তার প্রথম ছয় মাস ও পরের ছয়মাস রূপে দুটি ভাগ আছে, তার মধ্যে বিষুব নামক একটি প্রধান দিন আছে। সে দিনের পূর্বের তিনদিনকে পরঃ সাম বলা হয়, যা পূর্ব ছয় মাসের শেষ তিন দিন। সেরূপ বিষুব দিনের পরবর্তী তিন দিনকে অর্বাক্ সাম বলে, যা শেষ ছ মাসের প্রথম তিন দিন। তার মধ্যে পরঃ সাম নামক তিন দিনে ক্রমোক্ত তিন মন্ত্রের দ্বারা তিনটি অতিগ্রাহ্য নামক সোমরস গ্রহণ করতে হয়। আর অর্বাক্-সাম নামক তিন দিনে সে মন্ত্রগুলির বিপরীত ক্রমে তিনটি অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করতে হয়। বিষুব নামক মুখ্য দিনে উভয় ক্রমে ছয়টি অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করতে হয়। পূর্বে দেবগণ যজ্ঞ আরম্ভ করেছিল, কিন্তু অতিগ্রাহ্যরহিত যজ্ঞের কোন ফল তারা পাননি। পরে পরাখ্য গ্রহের দ্বারা তা লাভ করেন। যা অভীষ্ট লাভ হয়, তা হচ্ছে পরা। প্রথম গ্রহের দ্বারা এ লোক, দ্বিতীয়ের দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং তৃতীয় গ্রহের দ্বারা দ্যুলোক লাভ হয়। বিষুব দিনের পরবর্তী দিনগুলিতে বিপরীত ক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক জয় করে আবার দ্যুলোক থেকে ভূলোকে আসতে হবে। বিষুব দিনের পূর্ব দিনগুলিতে প্রথম অতিগ্রাহ্য থেকে ক্রমে পরাঞ্চ গ্রহণ করতে হয়। প্রথম গ্রহণ করে দ্বিতীয় অতিগ্রাহ্য, দ্বিতীয়ের পর তৃতীয় অতিগ্রাহ্য—এগুলি পরাঞ্চ। এজন্য ভূলোক থেকে তিনটি লোককে পরাঞ্চ বলা হয়। বিষুব দিনের পরবর্তী তিন দিন থেকে তৃতীয় গ্রহ থেকে

আরম্ভ করে অর্বাঙ গ্রহ গ্রহণ করতে হয়। প্রথমে তৃতীয় গ্রহ, দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় গ্রহ এবং তৃতীয় দিনে প্রথম গ্রহ গ্রহণ করতে হবে। এগুলি হচ্ছে অর্বাঙ। দ্যুলোক থেকে অন্তরিক্ষ, অন্তরিক্ষ থেকে ভূলোক—এগুলি অর্বাঙ। এর ফলে মানুষেরা নূতন স্থান লাভ করে। জল থেকে ওষধি উৎপন্ন হয়, ওষধি হচ্ছে মানুষের অন্নরূপ, প্রজাপতি থেকে প্রজা উৎপন্ন হয়—এগুলির মূল কারণ কি জিজ্ঞাসা করা হলে ব্রহ্মবাদী বলেন—পর হচ্ছে এর কারণ। অতিগ্রাহ্য গ্রহণ মন্ত্র উৎকৃষ্ট বলে পর শব্দে অভিহিত হয়েছে। হে প্রথম অতিগ্রাহ্য-ওষধির উৎপত্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি—এ মন্ত্রে প্রথমটি গ্রহণ করলে জল থেকে ওষধির উৎপত্তি হয়। এরূপ হে দ্বিতীয় গ্রহ, প্রজাগণের জীবনের জন্য ওষধি থেকে তোমাকে গ্রহণ করছি, এ মন্ত্রে দ্বিতীয় গ্রহণ করলে ওষধি-গুলি মানুষের অন্নরূপ হয়। হে তৃতীয় অতিগ্রাহ্য, সকল প্রজা প্রজাপতির কাছ থেকে উৎপন্ন, এ অভিপ্রায়ে তোমাকে গ্রহণ করছি। ৬।৯ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্দেবাসুরানসৃজত তদনু যজ্ঞোহসৃজ্যত যজ্ঞং ছন্দাংসি তে বিষ্বঞ্চো ব্যক্রামন্ৎ সোঽসুরাননু যজ্ঞোহপাক্রামদ্ যজ্ঞং ছন্দাংসি তে দেবা অমন্যন্তামী বা ইদমভূবন্যদ্বয়ং স্ম ইতি তে প্রজাপতিমুপাধাবন্ৎ সোঽব্রবীৎ প্রজাপতিশ্ছন্দসাং বীর্যমাদায় তদ্বঃ প্র দাস্যামীতি। স ছন্দসাং বীর্যম্ আদায় তদেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তদনু ছন্দাংস্যপাক্রামন্। ছন্দাংসি যজ্ঞস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা য এবং ছন্দসাং বীর্যং বেদাঽশ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড্যজ যে যজামহে বষট্কারো ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মৈ কমধ্বর্যুরা শ্রাবয়তীতি ছন্দসাং বীর্যায়েতি ব্রূয়াদেতদ্বৈ ছন্দসাং বীর্যমা শ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড্যজ যে যজামহে বষট্কারো য এবং বেদ সবীর্যৈরেব ছন্দোভিরর্চতি যৎ কিং চার্চতি যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্নমেধ্যং তদ্যদ্যতীনপাবপদমেধ্যং তদথ কস্মাদিন্দ্রো যজ্ঞ আ সংস্থাতোরিত্যাহুরিন্দ্রস্য বা এষা যজ্ঞিয়া তনূর্যদ্ যজ্ঞস্তামেব তদ্যজন্তি য এবং বেদোপৈনং যজ্ঞো নমতি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে সোমাঙ্গরূপে আশ্রাবণাদি মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে প্রজাপতি দেবতা ও অসুরদের সৃষ্টি করলেন, তারপর ছন্দ এবং তারপর যজ্ঞ সৃষ্টি করলেন। তখন দেবতাদের মধ্যে একতা ছিল না, তারা বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দেশে চলে গেল। তারপর যজ্ঞ অসুরদের অনুসরণ করায় দেবতাদের কাছ থেকে সরে গেল। ছন্দও যজ্ঞের অনুসরণ করে দেবতাদের নিকট থেকে দূরে চলে গেল। তারপর দেবতারা একত্র হয়ে বিচার করল—আমরা যে ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম, সে সকল এখন অসুরেরা লাভ করেছে। তারা এ পরাভব সহ্য করতে না পেরে প্রজাপতির কাছে গেল। তারপর তাদের দ্বারা উপাসিত হয়ে প্রজাপতি বললেন—ছন্দরূপ বৈদিকমন্ত্রের মধ্যে বীর্য স্থাপন করে তোমাদের দিচ্ছি। এ বলে তিনি তাই করলেন। তার ফলে ছন্দগুলি অসুরদের কাছ থেকে দেবতাদের কাছে এল। তাকে অনুসরণ করে যজ্ঞও অসুরদের ছেড়ে দেবতাদের কাছে এল। তাতে দেবতারা বিজয়ী হল, আর অসুরেরা পরাভূত হল। যে এ ছন্দের বীর্য জানে, সে বিজয়ী হয় এবং তার শত্রুরা পরাজিত হয়। অতএব বীর্য জেনে ছন্দ প্রয়োগ করবে। 'আশ্রাবয়' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র হচ্ছে ছন্দের বীর্য। (এ মন্ত্র-গুলির অর্থ ১ম কাণ্ডে ৬ প্রপাঠকে ১১ অনুবাকে বলা হয়েছে।) কি প্রয়োজনে অধ্বর্যু আশ্রাবণ মন্ত্র পাঠ করে ? ব্রহ্মবাদিদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—ছন্দের বীর্য (সার) লাভের জন্য অধ্বর্যু এ মন্ত্র শ্রবণ করান। এ যজ্ঞে অথবা লৌকিক ব্যবহারে বীর্যবেদী যে কোন দেবাদির পূজা করে, সে সকল বীর্যযুক্ত ছন্দের দ্বারাই পূজিত হয়। ইন্দ্র বৃত্রবধ করেছিল, সে বধরূপ অমেধ্য কর্ম

অযজ্ঞিয়। আর ইন্দ্র যে যতিদের সাল-বৃকাদির মুখে দিয়েছিল, তাও পাপরূপ অযজ্ঞিয়। অতএব কি কারণে এ যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত ইন্দ্রের নিমিত্ত সম্পন্ন হয়? ব্রহ্মবাদীদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—ইন্দ্রের দুটি তনু—এক অযজ্ঞিয়, অপর যজ্ঞিয়। রাজ্য পালন করে ক্ষত্রিয়াদির হিংসা করে—তা হচ্ছে অযজ্ঞিয় তনু, যা রাজসিক। আর ইন্দ্রের যাগযোগ্য তনু হচ্ছে সাত্ত্বিকী। যজ্ঞে হবির দ্বারা পূজনীয় যজ্ঞাঙ্গদেবতারূপ সাত্ত্বিক বিগ্রহ। অতএব যজ্ঞে যজমান সে সাত্ত্বিক যাগযোগ্য তনুর যাগ করে থাকে। যে এরূপ জানে, তার কাছে যজ্ঞ নেমে আসে। ৭।৫ ॥

মন্ত্র ঃ আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমম্। আ বৃশ্চ্যতে বা এতদ্য-জমানোঽগ্নিভ্যাং যদেনয়োঃ শৃতম্—কৃত্যাথান্যত্রাবভৃথমবৈত্যায়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষাণ ইত্যবভৃথমবৈষ্যঞ্জুহুয়াদাহুত্যৈবৈনৌ শময়তি নার্তিমার্চ্ছতি যজমানো যৎ কুসীদম্ অপ্রতীত্তং ময়ি যেন যমস্য বলিনা চরামি। ইহৈব সন্নিরবদয়ে তদেতত্তদগ্নে অনৃণো ভবামি। বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য ত্বাঽসঞ্জুহোম্যগ্ধাদেকোঽহুতাদেকঃ সমসনাদেকঃ। তে নঃ কৃণ্বন্তু ভেষজং সদঃ সহো বরেণ্যম্। অয়ং নো নভসা পুরঃ সংস্ফানো অভি রক্ষতু। গৃহাণামসমর্ত্যৈ বহবো নো গৃহা অসন্। স ত্বং নঃ নভসস্পত ঊর্জং নো ধেহি ভদ্রয়া। পুনর্নো নষ্টমা কৃধি পুনর্নো রয়িমা কৃধি। দেব সংস্ফান সহস্রপোষস্যেশিষে স নো রাস্বাজ্যানিং রায়স্পোষম্ সুবীর্য্যং সম্বৎসরীণাং স্বস্তিম্। অগ্নির্ব্বাব যম ইয়ং যমী কুসীদং বা এতদ্যমস্য যজমান আ দত্তে যদোষধীভির্বেদিং স্তৃণাতি যদনুপোষ্য প্রয়ায়াদ্গ্রীববধমেনং অমুষ্মিল্লোঁকে নেনীয়েরন্যৎ কুসীদমপ্রতীত্তং ময়ীত্যুপোষতীহৈব সনযমং কুসীদং নিরবদায়ানৃণঃ সুবর্গং লোকমেতি যদি মিশ্রমিব চরেদঞ্জলিনা সক্তূন্ প্রদাব্যে জুহুয়াদেষ বা অগ্নি-র্বৈশ্বানরো যৎ প্রদাব্যঃ স এবৈনং স্বদয়ত্যহ্নাং বিধান্যামেকাষ্টকায়ামপূপং চতুঃশরাবং পক্ত্বা প্রাতরেতেন কক্ষমুপোষেদ্যদি দহতি পুণ্যসমং ভবতি যদি ন দহতি পাপসমমেতেন হ স্ম বা ঋষয়ঃ পুরা বিজ্ঞানেন দীর্ঘসত্রমুপ যন্তি যো বা উপদ্রষ্টারমুপশ্রোতারমনুখ্যাতারং বিদ্বানযজতে সমমুষ্মিল্লোঁক ইষ্টাপূর্ত্তেন গচ্ছতে-ঽগ্নির্ব্বা উপদ্রষ্টা বায়ুরুপশ্রোতাঽদিত্যোঽনুখ্যাতা তান্য এবং বিদ্বানযজতে সমমু-ষ্মিল্লোঁক ইষ্টাপূর্ত্তেন গচ্ছতেঽয়ং নো নভসা ··· ঃ ইত্যাহাগ্নির্ব্বৈ নভসা পুরোঽগ্নিমেব তদাহৈতস্ম গোপায়েতি স ত্বং নো নভসস্পত ইত্যাহ বায়ুর্ব্বৈ নভসস্পতির্ব্বায়ুমেব তদাহৈতস্মৈ গোপায়েতি দেব সংস্ফানেত্যাহাসৌ বা আদিত্যো দেবঃ সংস্ফান আদিত্যমেব তদাহৈতস্মৈ গোপায়েতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে অবভৃথাঙ্গের হোমাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, এ যজমানের আয়ুষ্প্রদ হও। তুমি হবি সেবা করে ঘৃতপ্রতীক হয়েছ, তুমি ঘৃতযোনি, ঘৃতই তোমার শিখার উৎপত্তির কারণ। তাদৃশ তুমি স্বাদুতম নির্মল গব্য ঘৃত পান করে, পিতা যেমন পুত্রকে পালন করে সেরূপ যজমানের রক্ষা কর। আহবনীয় ও গার্হপত্যের জন্য ঘৃত পাক করে বরুণের পুরোডাশরূপ অবভৃথ হবির হোম না করে অবভৃথ কর্মের জন্য জলের নিকট গেলে যজমানের অপরাধ হয়, তার ফলে আহবনীয় ও গার্হপত্য অগ্নির কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়। অতএব অবভৃথ স্নানের জন্য যাবার ইচ্ছা থাকলে 'আয়ুর্দা অগ্ন' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আজ্যহোম করতে হবে। এ আহুতির ফলে আহবনীয় ও গার্হপত্য অগ্নি শান্ত হবে। তার ফলে যজমান কোন ক্লেশ পাবে না। কারও যদি ঋণ না শোধ করে থাকি, হে অগ্নি, তোমার

কাছে এ আহুতির দ্বারা যমরূপ উত্তমর্ণের কাছে আমি অঋণী হচ্ছি। যজমানের কোন সঙ্কীর্ণতা থাকলে, সে দোষ পরিহারের জন্য বেদির অগ্নিতে অঞ্জলি দ্বারা সক্তু নিম্ন মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। হে সকল পাপ-বিনাশক সক্তুর অঞ্জলি, সকল পাপ দহনকারী দাবাগ্নির মুখে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। এ হোমের দ্বারা অগ্নিত্রয় তুষ্ট হয়ে আমাদের অরোগ করুক, ক্ষুধা দূর করে দিক, আমাদের নিবাসস্থান, বল ও বরণীয় ধনাদি দিক। আমাদের সামনে বর্তমান তেজের দ্বারা বর্ধিত এ অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক। তার রক্ষণের দ্বারা আমরা বিনাশরহিত বহু গৃহ লাভ করব। হে আকাশের পালক বায়ু, তুমি আমাদের অনুগ্রহের সাথে অন্নাদিরস দাও, আমাদের নষ্ট অন্ন এনে দাও এবং আমাদের জন্য অপেক্ষিত ধন দাও। হে সম্যক্ বৃষ্টিযুক্ত আদিত্যদেব, তুমি সহস্রসংখ্যক ধন ও পশু প্রভৃতির পালক। তুমি আমাদের দারিদ্র্যাভাব, ধনপুষ্টি, শোভন পুত্রাদি, সারা বছরের মঙ্গল ও সম্পদ দাও। 'যমস্য বলিনা চ্যামি'—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিধীয়মান যম হচ্ছে অগ্নি, হোমাধারে নিয়ত থাকে বলে, আর এ বেদীরূপ ভূমি যমী। যজমান বেদিদাহ না করে ভূমি থেকে চলে গেলে যমের ভৃত্যগণ গলায় দড়ি বেঁধে তাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যায়। আর যে এ জন্মেই যজ্ঞপ্রদেশে থেকেই দাহের দ্বারা অঋণী হয়, সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে অঙ্গ মিশ্রিত করে যজমান অনুষ্ঠান করে, সে সঙ্কীর্ণ দোষক্ষালনের জন্য দাবাগ্নিতে অঞ্জলির দ্বারা সক্তু দিতে হয়। এ অগ্নি বৈশ্বানর, সকল পুরুষের সম্বন্ধযুক্ত। এ অগ্নি সক্তুহোমের দ্বারা তুষ্ট হয়ে মিশ্রাচারী যজমানকে মিশ্রণদোষ থেকে মুক্ত করে। এরপর বেদিদাহ প্রসঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক অন্য দাহের কথা বলা হচ্ছে—মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিকে একাষ্টকা বলে, সে হচ্ছে প্রতিপদাদি তিথির প্রবর্তয়িত্রী এবং সংবৎসর নামক পুরুষের পত্নী। সে তিথিতে চারটি শরাবে অপূপ পাক করে অত্যক্ত সে অপূপের দ্বারা পরদিন প্রাতঃকালে অরণ্যে কক্ষ দগ্ধ করতে হয়। অপূপের উপরে জীর্ণ তৃণ নিক্ষেপ করতে হবে। এ সমস্ত কক্ষমধ্যে করতে হয়। তাতে যদি এ অপূপের অগ্নিতে সমগ্র কক্ষটি দগ্ধ হয়, তা হলে যে কার্যের উদ্দেশে এ দাহ করা হল, তা পুণ্যসম হয়, কিন্তু দগ্ধ না করলে সে কার্য পাপতুল্য হবে। এ কক্ষদাহের দ্বারা কার্য নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে এ জ্ঞানে পূর্বের মহর্ষিরা সংবৎসরব্যাপী সত্রাদি বৃহৎ কর্ম আরম্ভ করতেন। অগ্নি উপদ্রষ্টা, বায়ু উপশ্রোতা, আদিত্য অনুখ্যাতা—এ জেনে যে যাগ করে, সে ইষ্ট (শ্রৌত-কর্ম) ও পূর্ত (স্মার্ত কর্ম) কর্মের ফল লাভ করে। সামনে দৃশ্যমান জ্বালা-যুক্ত এ অগ্নি আমার কর্মফল রক্ষা করুক, এরূপ আকাশে সঞ্চরমাণ বায়ু এবং রশ্মির দ্বারা বর্ধমান আদিত্যদেব আমার কর্মফল রক্ষা করুক—এ প্রার্থনা করছি। ৮।৬ ॥

মন্ত্র ঃ এতং যুবানং পরি বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরত প্রিয়েণ। মা নঃ শাপ্ত জনুষা সুভাগা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম। নমো মহিম্ন উত চক্ষুসে তে মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামি। অনু মন্যস্ব সুযজা যজাম জুষ্টং দেবানামিদমস্তু হব্যম্। দেবানামেষ উপনাহ আসীদপাং গর্ভ ওষধীষু ন্যক্তঃ। সোমস্য দ্রপ্সমবৃণীত পূষা বৃহন্নদ্রিরভবত্তদেষাম্। পিতা বৎসানাং পতিরঘ্নিয়ানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাম্। বৎসো জরায়ু প্রতিধুক্ পীযূষ আমিক্ষা মস্তু ঘৃতমস্য রেতঃ। ত্বাং গাবোঽবৃণত রাজ্যায় ত্বাং হবন্ত মরুতঃ স্বর্কাঃ। বর্ষ্মন্ ক্ষত্রস্য ককুভি শিশ্রিয়াণস্ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি। ব্যৃদ্ধেন বা এষ পশুনা যজতে যস্যৈতানি ন ক্রিয়ন্ত এষ হ ত্বৈ সমৃদ্ধেন যজতে যস্যৈতানি ক্রিয়ন্তে ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে বৃষালম্ভনরূপ কর্মের কথা বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ হে গাভীগণ, তোমাদের জন্য এ যুবা বৃষকে দিচ্ছি, প্রীতির সাথে ক্রীড়া করে তার সাথে বিচরণ কর । আমাদের অভিশাপ দিও না । তোমরা জন্ম থেকে ভাগ্যবতী, অতএব আমাদের অভিশাপ দেয়া তোমাদের উচিত নয়, বরং তরুণ বৃষ দিচ্ছি জন্য অনুগ্রহ করা উচিত । তোমাদের প্রসাদে আমরা ধনপুষ্টি ও অন্নের দ্বারা তুষ্ট হবো । হে দেবগণের জনক প্রজাপতি, তোমার সৃষ্টির মহিমাকে নমস্কার করছি, তোমার সর্বগোচর জ্ঞানের উদ্দেশে নমস্কার করছি । আমাদের বক্তব্য বিষয় তুমি অনুমোদন কর। শোভন যজ্ঞ সাধনের দ্বারা আমরা যাগ করব, এ বৃষভরূপ হব্য দেবতাদের প্রিয় হোক । এ বৃষভ দেবতাদের অতি প্রিয় ছিল । সে বৃষ আহূত হয়ে মেঘের বৃষ্টিধারা রূপে ওষধিতে পতিত হয়েছে । পূষা সোমের রস বরণ করেছিল, আদিত্য সলিলরূপ চন্দ্রের রস রশ্মির দ্বারা গ্রহণ করেছিল। সে রসরূপ জল থেকে পর্বতসদৃশ মেঘের সৃষ্টি হয়েছে । এ বৃষভ বালবৎসদের পিতা, গাভীদের পতি, বৃহৎ গর্গর নামক বৃষভদেরও পিতা । দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, নবনীত, ঘৃতাদি সব কিছুই এ বৃষের সারভূত রসের পরিণাম । হে বৃষভ, গাভীগণ তোমাকে রাজা বলে বরণ করেছিল । অর্চনীয় দেবগণ তোমাকে হবিরূপে আহ্বান করে । ক্ষত্রিয় জাতির শরীরে বলরূপে তুমি অবস্থান কর । রাজসদৃশ তুমি আমাদের জন্য শত্রুদের ধন ভাগ করে দাও । যে যজমানের জন্য এ অঙ্গগুলি করা হচ্ছে, সে যজমান সর্বাঙ্গ-সমৃদ্ধ পশুর দ্বারা যাগ করছে । ৯।৫ ॥

মন্ত্র ঃ সূর্যো দেবো দিবিষদ্ভ্যো ধাতা ক্ষত্রায় বায়ুঃ । প্রজাভ্যঃ । বৃহস্পতিস্ত্বা প্রজাপতয়ে জ্যোতিষ্মতীং জুহোতু । যস্যাস্তে হরিতো গর্ভোহথো যোনির্হিরণ্যয়ী । অঙ্গান্যহ্রুতা যস্যৈ তাং দেবৈঃ সমজীগমম্ । আ বর্ত্তন বর্ত্তয় নি নিবর্ত্তন বর্ত্তয়েন্দ্র নর্দবুদ । ভূম্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশস্তাভিরা বর্ত্তয়া পুনঃ । বি তে ভিনদ্মি তকরীং বি যোনিং বি গবীন্যৌ । বি মাতরং চ পুত্রং চ বি গর্ভং চ জরায়ু চ । বহিস্তে অস্তু বালিতি । উরুদ্রপ্সো বিশ্বরূপ ইন্দুঃ পবমানো ধীর আনঞ্জ গর্ভম্ । একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী পঞ্চপদী ষট্পদী সপ্তপদ্যষ্টাপদী ভুবনাহনু প্রথতাং স্বাহা । মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্ । পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে পশু-প্রায়শ্চিত্ত বিশেষের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ সূর্যদেব দ্যুলোকবাসিদের বৃদ্ধির জন্য, ধাতা ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধির জন্য, বায়ুদেব প্রজাগণের বৃদ্ধির জন্য, বৃহস্পতি প্রজাপতি-প্রাপ্তির জন্য জ্যোতিষ্মতী তোমাকে আহুতি দিক । তোমার গর্ভ হরিতবর্ণ, যোনি হরিতবর্ণ, অঙ্গগুলি কুটিল, তোমাকে দেবতাদের সাথে যুক্ত করছি । হে গর্ভের প্রবর্তক দেব, গর্ভকে আবর্তিত কর । হে গর্ভের নির্গমনকারী দেবতা, গর্ভের নির্গমন কর । হে ইন্দ্র, তুমি গর্ভকে সকল দিকে ব্যাপ্ত কর । হে বশে, তোমার সন্তানকে গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন করছি । তোমার প্রাণবৃত্তিরূপ আত্মা বাইরে সর্বব্যাপী হোক । বহু সারযুক্ত নানারূপ শুদ্ধ শুক্র গর্ভে গমন করুন । এ বশা একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, ষট্পদী সপ্ত ও অষ্টপদী রূপ হয়ে সকল প্রাণীতে বিস্তার লাভ করুক । মহান দ্যুলোক ও পৃথিবী এ যজ্ঞ সিক্ত করুক এবং আমাদের পালন করুক । ১০।৮ ॥

মন্ত্র ঃ ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী । উক্থং মদশ্চ শস্যতে । অয়ং বাং পরি ষিচ্যতে সোম ইন্দ্রাবৃহস্পতী । চারুর্মদায় পীতয়ে । অস্মে

ইন্দ্রাবৃহস্পতী রয়িং ধত্তং শতগ্বিনম্। অশ্বাবন্তম্ সহস্রিণম্। বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ। ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু। বি তে বিষ্বাগ্বাতজূতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি। তুবিম্রক্ষাসো দিব্যা নবগ্বা বনা বনন্তি ধৃষতা রুজন্তঃ। ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিং রত্নধাতমম্। গুহা সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতং তুবিষ্মণসং সুযজং ঘৃতশ্রিয়ম্। ধাতা দদাতু নো রয়িমীশানো জগতস্পতিঃ। সং নঃ পূর্ণেন বাবনৎ। ধাতা প্রজায়া উত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বভুবনং জজান। ধাতা পুত্রং যজমানায় দাতা তস্মা উ হব্যং ঘৃতবদ্বিধেম। ধাতা দদাতু নো রয়িং প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাং। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং সত্যরাধসঃ। ধাতা দদাতু দাশুষে বসূনি প্রজাকামায় মীঢ়ুষে দুরোণে। তস্মৈ দেবা অমৃতাঃ সং ব্যয়ন্তাং বিশ্বে দেবাসো অদিতিঃ সজোষাঃ। অনু নোঽদ্যানুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্। অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতাং দাশুষে ময়ঃ। অন্বিদনুমতে ত্বম্ মন্যাসৈ শং চ নঃ কৃধি। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু প্র ণ আয়ূংষি তারিষঃ। অনু মন্যতামনুমন্যমানা প্রজাবন্তং রয়িমক্ষীয়মাণম্। তস্যৈ বয়ং হেড়সি মাঽপি ভূম সা নো দেবী সুহবা শর্ম্ম যচ্ছতু। যস্যামিদং প্রদিশি যদ্বিরোচতেঽনুমতিং প্রতি ভূষন্ত্যায়বঃ। যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নো দেবী সুহবা শর্ম্ম যচ্ছতু রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাঽচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্। যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষম্ সুভগে ররাণা। সিনীবালি যা সুপাণিঃ। কুহূমহং সুভগাং বিদ্মনাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি। সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৃণাং তস্যাস্তে দেবি হবিষা বিধেম। কুহূর্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্যা নো অস্য হবিষশ্চিকেতু। সং দাশুষে কিরতু ভূরি বামং রায়স্পোষং চিকিতুষে দধাতু॥ ১১॥

[এ অনুবাকে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির স্তুতিমন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, এ হবি তোমাদের মুখে প্রিয় হোক। উক্থ-শস্ত্র ও আনন্দজনক প্রতিবাক্য তোমাদের কাছে যাক। এ হবিরূপ সোম তোমাদের জন্য পরিত্যাগ করছি। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, এ সুন্দর বস্তু তোমাদের পানের জন্য ও তৃপ্তির জন্য প্রদান করছি। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, তোমরা আমাদের জন্য শত অশ্ব ও সহস্র ধন দাও। বৃহস্পতি পেছন ও নিম্নের দিকে হিংসকের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুক এবং ইন্দ্র সামনে ও মধ্য থেকে রক্ষা করুক। সখা যেমন সখার সুখবিধান করে, সেরূপ বৃহস্পতি ও ইন্দ্র আমাদের সুখ দিক। হে অগ্নি, তোমার দীপ্তিসকল চারদিকে বিচরণ করছে। তারা বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে অন্য অগ্নির মিলনে ক্রুদ্ধ হয়ে বহু কিছুর শোধন করে দ্যুলোকে নিত্য অভিনবরূপে অবস্থান করছে। তোমার সেরূপ দীপ্তিগুলি আমাদের বননীয় হবি ভক্ষণ করুক। হে সৌভাগ্যযুক্ত অগ্নি, মনুষ্য প্রজা তোমার স্তুতি করছে। তুমি হোমবিশেষে অভিজ্ঞ, মিশ্রিত অগ্নির পার্থক্যকারী, রত্নাদির ধারক, গুপ্তভাবে অবস্থিত, বিশ্বের প্রদর্শক, প্রবৃদ্ধমনা, শোভন যাগকারী ও ঘৃতসেবী। বিশ্বের ধারক, জগতের পালক পরমেশ্বর আমাদের ধন দিন। সে পরমেশ্বর আমাদের পূর্ণ সমৃদ্ধ পরম ধনের সাথে যুক্ত করুন। এ বিধাতা পুত্রাদি ও ধনের অধিপতি। তিনি এ ভুবনের সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি যজমানকে পুত্র দেবেন। সে দেবতার উদ্দেশে এ হব্য ঘৃতযুক্ত করছি। সে ধাতা আমাদের জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত ধন দিন। সত্যের আরাধক আমরা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। সে বিধাতা হবি-দানকারী, পুত্রকামী,

নিজগৃহে দেবতাদের যাগকারী যজমানকে ধন দিন। অমর দেবগণ ও প্রীতিযুক্ত অদিতি সে যজমানের গৃহে মিলিত হয়ে অবস্থান করুক। আজ দেবগণ এ যজ্ঞের অনুমোদন করুক এবং হব্যবাহন অগ্নিদেব হবি দানকারী যজমানের জন্য সুখরূপ হোক। হে অনুমতি, তুমি আমাদের অনুমোদন কর ও সুখী কর। আমাদের সম্মুখ যাগে প্রীত হও। আমাদের দীর্ঘায়ু কর। সে অনুমতি দেবী আমাদের পুত্রাদিযুক্ত ও অক্ষয় ধনের পোষণ অনুমোদন করুক। আমরা যেন সে অনুমতি দেবীর কোপদৃষ্টিতে না পড়ি, তার অনুগ্রহ যেন লাভ করি। সুষ্ঠু আহ্বানযোগ্য সে দেবী আমাদের সুখ দিক। যে অনুমতি দেবীর আজ্ঞায় এ জগৎ বিবিধরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, তার কাছে গমনশীল যজমানগণ হবি প্রদান করে। যার শরীরের একদেশে এ মহৎ আকাশ অবস্থান করছে, সে অনুমতি দেবী আমাদের সুখ দিক। সহজে আহ্বানযোগ্য রাকাদেবীর আমি শোভন স্তুতির দ্বারা আহ্বান করছি। সৌভাগ্যযুক্ত সে দেবী আমাদের আহ্বান শুনুক, শুনে আমাদের অভিপ্রায় বুঝুক। অবিচ্ছিন্ন অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমাদের কর্ম নির্দোষ করুক। আমাদের বহু ধন ও উক্থশস্ত্রাদির সাথে পুত্র দিক। হে রাকাদেবী, তোমার শোভন ক্রিয়াযুক্ত যে সুমতি আছে, যার দ্বারা তুমি দানশীল যজমানদের ধন দাও, সে অনুগ্রহরূপ সুমতির দ্বারা এ যজ্ঞে আমাদের অনুগ্রহ কর। হে সৌভাগ্যবতী দেবী, সহস্র-সংখ্যাযুক্ত ধনপুষ্টি আমাদের দাও। বহুস্তুত সুপাণি সিনীবালীকে আহ্বান করছি। কুহূ নামক দেবতাকে এ যজ্ঞে আহ্বান করছি। সৌভাগ্যযুক্ত সে দেবী সুখে আহ্বানযোগ্যা। সে কুহূদেবী আমাদের পিতৃপুরুষদের শুনবার মত যশ আমাদের দিক। হে দেবি, হবির দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করছি। এ কুহূ দেবী আমাদের হবির সার জানুক। কুহূদেবী দেবতাদের দর্শপূর্ণমাসাদি হবির পালয়িত্রী ও আহ্বানযোগ্যা। সে দেবী দানশীল যজমানকে প্রচুর পারলৌকিক ফল দিক এবং তার মহিমার জ্ঞাতা যজমানকে ধনপুষ্টিসম্পন্ন করুক। ১১।৩০ ॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ বি বা এতস্য যজ্ঞ ঋধ্যতে যস্য হবিরতিরিচ্যতে সূর্য্যো দেবো দিবিষদ্ভ্য ইত্যাহ বৃহস্পতিনা চৈবাস্য প্রজাপতিনা চ যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধমপি বপতি রক্ষাংসি বা এতৎ পশুং সচন্তে যদেকদেবত্য আলব্ধো ভূয়ান্ ভবতি যস্যাস্তে হরিতো গর্ভ ইত্যাহ দেবত্রৈবৈনাং গময়তি রক্ষসামপহত্যা আ বর্ত্তন বর্ত্তয়েত্যাহ ব্রহ্মণৈবৈনমা বর্ত্তয়তি বি তে ভিনদ্মি তকরীমিত্যাহ যথাযজু রেবৈতদুরুদ্রপ্সো বিশ্বরূপ ইন্দুরিত্যাহ প্রজা বৈ পশব ইন্দুঃ প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি দিবং বৈ যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধম্ গচ্ছতি পৃথিবীমতিরিক্তং তদ্যন্ন শময়েদার্ত্তিমার্চ্ছেদ্যজমানো মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইতি আহ দ্যাবাপৃথিবীভ্যামেব যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধং চাতিরিক্তং চ শময়তি নার্ত্তিমার্চ্ছতি যজমানো ভস্মনাভি সমূহতি স্বগাকৃত্যা অথো অনয়োর্ব্বা এষ গর্ভোহনয়োরেবৈনং দধাতি যদবদ্যেদতি তদ্রেচয়েদ্যন্নাবদ্যেৎ পশোরালব্ধস্য নাব দ্যেৎ পুরস্তান্নাভ্যা অন্যদবদ্যেদু-পরিষ্টাদন্যৎ পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যৈ প্রাণ উপরিষ্টাদপানো যাবানেব পশুস্তস্যাব দ্যতি বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় জুহোতি যদ্বৈ যজ্ঞস্যাতিরিচ্যতে যঃ পশোর্ভূমা যা পুষ্টিস্তদ্বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্টোহতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাত্যতিরিক্তস্য শান্ত্যা অষ্টাপ্রু-ড্ঢিরণ্যং দক্ষিণাহষ্টাপদী হোষাত্মা নবমঃ পশোরাপ্ত্যা অন্তরকোশ উষ্ণীষেণাহ বিষ্টিতং ভবত্যেবমিব হি পশুরুল্বমিব চর্ম্মেব মাংসমিবাস্থীব যাবানেব পশুস্তমা-প্যাহব রুন্ধে যস্যৈষা যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তিঃ ক্রিয়ত ইষ্ট্বা বসীয়ান্ ভবতি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে বশাগর্ভের পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ : বশার একটি শরীর হবিরূপে সংকল্প করা হয়েছে, তাতে পশু গর্ভস্থ হলে বপার আধিক্য হবে। এর ফলে যজমানের হবির আধিক্য হয় এবং যজ্ঞের বৈগুণ্য ঘটে। এ দোষ ক্ষালনের জন্য 'সূর্যো দেব' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করতে হবে। তা হলে সূর্যদেব মন্ত্রোক্ত বৃহস্পতি ও প্রজাপতির দ্বারা এ বৈগুণ্যের সমাধান করেন। এক দেবতার উদ্দেশে একটি পশু আলব্ধ হয়, তাতে পশু গর্ভ ধারণ করলে অধিক হবে, এ বৈকল্যে রাক্ষসরা তা গ্রহণ করবে। এ দোষ পরিহারের জন্য 'যস্যাস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে সে দেবতার উদ্দেশে বশা অর্পণ করতে হয়, তাতে রাক্ষসরা বিনষ্ট হয়। লৌকিক গর্ভের আবর্তন নিষেধ করে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা এর আবর্তন করবে। উল্ব ছেদনের মন্ত্র বলা হয়েছে 'বি তে ভিনদ্মি' ইত্যাদি। রস ধারণের জন্য পাত্রের উপোহন মন্ত্রগত ইন্দু শব্দের তাৎপর্য দেখান হয়েছে 'উরুদ্রপ্সো' ইত্যাদি মন্ত্রে। পরম ঐশ্বর্যবাচক ইদি ধাতু থেকে ইন্দুশব্দ উৎপন্ন হয়েছে। প্রজা ও পশুদের ঐশ্বর্যরূপত্বকে বলে ইন্দুত্ব। অতএব ইন্দুশব্দ প্রয়োগে প্রজাদির দ্বারা এ রস সমৃদ্ধ করা হয়েছে—এ বুঝান হচ্ছে অভি-সমূহন মন্ত্রে দ্যু-শব্দ এবং পৃথিবী শব্দের তাৎপর্য দেখানহচ্ছে—'দিবং বৈ যজ্ঞস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে। যজ্ঞের যে অঙ্গ ন্যূন হবে তা স্বর্গে যায় আর অতিরিক্ত হলে পৃথিবীতে যায়। তা হয়ে যদি উভয়ের শান্তি না হয়, তা হলে যজমান ক্লেশ পায়। এজন্য মন্ত্রে 'দ্যৌঃ পৃথিবী' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা উভয়ের শান্তির কথা বলা হয়েছে, তার ফলে যজমান আর্তি লাভ করে না। দ্যাবাপৃথিবী কি করে গর্ভ আত্মসাৎ করতে পারে—এ বিচারে বলা হয়েছে—ভস্মের দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদন করবে। এ গর্ভ দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব 'ভস্মনা অভি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ভস্মের দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদন করা হলে দ্যাবাপৃথিবীতে গর্ভ স্থাপন করা হয়। যদি গর্ভস্থ পশুর হৃদয়াদি কোন অঙ্গ ছেদ করা হয়, তা হলে পশুর হৃদয় অপেক্ষা হবির আধিক্য হবে। যদি সে দোষ পরিহারের জন্য ছেদ না করা হয়, তবে পশু অবদান করা হল না। এ উভয় দোষ পরিহারের জন্য নাভির সামানের কোন অঙ্গ এবং তার উপরের কিছুটা ছেদন করতে হবে, তাতে যতগুলি পশু, সবগুলির ছেদন করা হবে। তা কি করে সম্ভব—এজন্য বলা হচ্ছে—তির্যক্ জাতির নাভির সামনে প্রাণ মুখে সঞ্চারিত হয় এবং অপান পুচ্ছদেশে সঞ্চার করে। অতএব উভয় ছেদনের দ্বারা সকল অবদান সিদ্ধ হলো। 'বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায়'—ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হচ্ছে যজ্ঞ বিষ্ণু-স্বরূপ এবং পশুগণ শিপি, এ শ্রুতি থেকে জানা যাচ্ছে পশুস্বামী যজ্ঞদেব শিপিবিষ্ট নামে এক বিষ্ণু আছে, তার উদ্দেশে যাগ করতে হবে। যজ্ঞের যে অঙ্গ অতিরিক্ত হবে, পশুর বহুত্ব, হবির আধিক্যের কারণ ও পশুর শরীরে যে পুষ্টি আধিক্যের কারণ—এ সমস্ত শিপিবিষ্ট বিষ্ণুর অধীনে। অতএব বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করা হলে অতিরিক্ত দোষের শান্তি হবে। এরপর দেয় দক্ষিণার কথা বলা হচ্ছে—অষ্ট বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত হলে অষ্টপ্রুট্ হিরণ্য দিতে হবে। যদি এ বশা গর্ভযুক্ত হয়, তা হলে অষ্টপাদ অধিক দিতে হবে। যেহেতু আত্মা পশুর দেহ থেকে অতিরিক্ত নবম, অতএব বিন্দুর দ্বারা যুক্ত হিরণ্য অষ্টপাদের সাথে পশুর সমান হবে, তা হলে পশুপ্রাপ্তি সম্পন্ন হবে। বাহ্য কোণ থেকে আরম্ভ করে আভ্যন্তর তৃতীয় কোণে হিরণ্য উষ্ণীষের দ্বারা বেষ্টন করতে হবে। যেরূপ সে হিরণ্য চারবার বেষ্টিত হবে, গর্ভরূপ পশুও চারবার বেষ্টিত হবে। তা কি করে হয়—এ জন্য বলা হয়েছে, উল্ব হচ্ছে বাইরের বেষ্টন, তার অভ্যন্তরে

চর্ম, তার অভ্যন্তরে মাংস, তার অভ্যন্তরে অস্থি, তার অভ্যন্তরে পশুর জীবন। এ ভাবে হিরণ্য পশুসাদৃশ্য হলে, তা দানের দ্বারা সম্পূর্ণ পশুলাভ হবে। যে যজমানের যজ্ঞে বশাগর্ভ অপরাধের জন্য যথোক্ত হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হল, সে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রকৃত যাগ করলে অধিক ধনশালী হয়। ১।১১ ॥

মন্ত্র ঃ আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার। উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্ব্বপেয়ম্। আকূত্যৈ ত্বা কামায় ত্বা সমৃধে ত্বা কিক্কিটা তে মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা কিক্কিটা তে প্রাণং বায়বে স্বাহা কিক্কিটা তে চক্ষুঃ সূর্য্যায় স্বাহা কিক্কিটা তে শ্রোত্রং দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্ স্বাহা কিক্কিটা তে বাচং সরস্বত্যৈ স্বাহা। ত্বং তুরীয়া বশিনী বশাঽসি সকৃদ্যত্বা মনসা গর্ভ আশয়ৎ। বশা ত্বং বশিনী গচ্ছ দেবান্ৎ সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। অজাঽসি রয়িষ্ঠা পৃথিব্যাং সীদোর্দ্ধ্বাঽন্তরিক্ষমুপ তিষ্ঠস্ব দিবি তে বৃহদ্ভাঃ। তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্। অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্। মনসো হবিরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণো গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়াস্ম ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে ঐশ্বর্যকামী বশালম্ভনের মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে বায়ু, তুমি এসে পশুকে অলংকৃত কর। হে শুদ্ধ হবির পালক, তুমি আমাদের কাছে এস। হে বিশ্বব্যাপক, তোমার সহস্র নিযুত নামক অশ্ব আছে। পশুরূপ অন্ন তোমার আনন্দদায়ক, এজন্য তোমার কাছে এসেছি। অতএব হে দেব, যে পশুসম্বন্ধীয় হবি সোম সদৃশ মনে করছ, তা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। হে পশু, আমার সংকল্পসিদ্ধি, অভীষ্ট পালন ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য কিক্কিটাকারপূর্বক তোমার মন তুষ্ট করে এ আজ্যদ্রব্য প্রজাপতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। কিক্কিট হচ্ছে অনুকরণ ধ্বনি। এরূপ বায়ুর উদ্দেশে প্রাণ, সূর্যের উদ্দেশে চক্ষু, দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে শ্রোত্র এবং সরস্বতীর উদ্দেশে তোমার বাক্য কিক্কিটাকারপূর্বক প্রিয় আজ্যদ্রব্য স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে বশা, তুমি চতুর্থ বশিনী। তুমি বন্ধ্যা, পুরুষের অভিলাষযুক্ত মনে একবার গর্ভ তোমার উদরে শয়ন করেছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষের সংযোগের আকাঙ্ক্ষা কর নি। তোমার দ্বিতীয় অপত্য নেই, অতএব তুমি বশা। সেরূপ তুমি হবিরূপে দেবতাদের কাছে যাও, তা হলে যজমানের কামনা সিদ্ধ হবে। হে পশু, তুমি জাতিতে ছাগী, হবিরূপে দেবতাদের ধনরূপ হয়েছ। তুমি আগে পৃথিবীতে উপবেশন কর, তারপর উন্নত হয়ে অন্তরিক্ষলোকে যাও। দ্যুলোকে তোমার তেজ গমন করছে। এভাবে তিন লোকে তুমি অবস্থান কর। হে পশু, রজ আত্মক হবির বিস্তার করে তুমি আদিত্যলোকে যাও, আর প্রজ্ঞার দ্বারা সম্পন্ন প্রকাশমান আমাদের স্বর্গপথ রক্ষা কর। হে হৃদয় প্রভৃতি পশুর অঙ্গসকল, নির্বিঘ্নে সমাপ্তির জন্য আমাদের কর্মগুলি অনতিরিক্ত কর। হে পশু, তুমি মনুর মত উৎপাদক হও। এ যজমান জন্মান্তরে যাতে দেবতার জন হয়, সেরূপ কর। হে পশু, তুমি মনরূপ দেবতার হবি এবং প্রজাপতির বর্ণস্বরূপ হও। তোমার অঙ্গের ভক্ষণে আমরা পুষ্টাঙ্গ হবো। ২।১১ ॥

মন্ত্র ঃ ইমে বৈ সহাঽস্তাং তে বায়ুর্ব্ব্যবাত্তে গর্ভমদধাতাং তং সোমঃ প্রাজনয়-দগ্নিরগ্রসত স এতং প্রজাপতিরাগ্নেয়মষ্টাকপালমপশ্যত্তং নিরবপত্তেনৈবৈনামগ্নেরধি নিরক্রীণাত্তস্মাদপ্যন্যদেবত্যামালভমান আগ্নেয়মষ্টাকপালং পূর্ব্বমুন্নির্ব্বপেদগ্নের-

বৈনামধি নিষ্ক্রীয়াহলভতে যৎ বায়ুর্বায়ব্যাস্তস্মাদ্বায়ব্যা যদিমে গর্ভমদধাতাং তস্মাদ্‌ দ্যাবাপৃথিব্যা যৎ সোমঃ প্রাজনয়দগ্নিরগ্রসত তস্মাদগ্নীষোমীয়া যদনয়োর্বিয়ত্যো-র্বাগবদত্তস্মাৎ সারস্বতী যৎ প্রজাপতিরগ্নেরধি নিষক্রীণাত্তস্মাৎ প্রাজাপত্যা সা বা এষা সর্বদেবত্যা যদজা বশা বায়ব্যামা লভেত ভূতিকামো বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবৈনং ভূতং গময়তি দ্যাবাপৃথিব্যামা লভেত কৃষমাণঃ প্রতিষ্ঠাকামো দিব এবাস্মৈ পর্জন্যো বর্ষতি ব্যস্যামোষধয়ো রোহন্তি সমর্ধুকমস্য সস্যং ভবত্যগ্নীষোমীয়ামা লভেত যঃ কাময়েতান্নবানন্নাদঃ স্যামিত্যগ্নিনৈবান্নমব রুন্ধে সোমেনান্নাদ্যমন্নবা নবান্নাদো ভবতি সারস্বতীমা লভেত যঃ ঈশ্বরো বাচো বদিতোঃ সন্বাচং ন বদেদ্বাগ্বৈ সরস্বতী সরস্বতীমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি সৈবাস্মিন্‌ বাচং দধাতি। প্রাজাপত্যামা লভেত যঃ কাময়েতানভিজিতমভি জয়েয়মিতি প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতা দেবতাভিরবানভি-জিতমভি জয়তি বায়ব্যয়োপাকরোতি বায়োরেবৈনামবরুধ্যাহলভত আকূত্যৈ ত্বা কামায় ত্বা ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ কিক্কিটাকারং জুহোতি কিক্কিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো রমন্তে প্রারণ্যাঃ পতন্তি যৎ কিক্কিটাকারং জুহোতি গ্রাম্যাণাং পশূনাং ধৃত্যৈ পর্যগ্নৌ ক্রিয়মাণে জুহোতি জীবন্তীমেবৈনাং সুবর্গং লোকং গময়তি ত্বং তুরীয়া বশিনী বশাহসীত্যাহ দেবত্রৈবৈনাং গময়তি সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামা ইত্যাহৈষ বৈ কামঃ যজমানস্য যদনার্ত উদৃচং গচ্ছতি তস্মাদেবমাহাজাহসি রয়িষ্ঠেত্যাহেষ্বেবৈনাং লোকেষু প্রতি ষ্ঠাপয়তি দিবি তে বৃহদ্ভা ইত্যাহ সুবর্গ এবাস্মৈ লোকে জ্যোতির্দধাতি তন্তুং তন্বন্‌ রজসো ভানুমন্বিহীত্যাহেমানেবাস্মৈ লোকাঞ্জ্যোতিষ্মতঃ করোত্যনুল্বণং বয়ত জোগুবামপ ইতি আহ যদেব যজ্ঞ উল্বণং ক্রিয়তে তস্যৈবৈষা শান্তির্মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনমিত্যাহ মানব্যো বৈ প্রজাস্তা এবাহদ্যাঃ কুরুতে মনসা হবিরসীত্যাহ স্বগাকৃত্যৈ গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়াস্মে-ত্যাহাহশিষমেবৈতামা শাস্তে তস্যৈ বা এতস্যা একমেবাদেবযজনং যদালব্ধায়ামভ্রং ভবতি যদালব্ধায়ামভ্রঃ স্যাদপ্সু বা প্রবেশয়েৎ সর্বাং বা প্রাশ্নীয়াদ্যদপ্সু প্রবেশয়ে-দ্যজ্ঞবেশসং কুর্যাৎ সর্বামেব প্রাশ্নীয়াদিন্দ্রিয়মেবাহত্মন্ধত্তে সা বা এষা ত্রয়াণামে-বাবরুদ্ধা সংবৎসরসদঃ সহস্রযাজিনো গৃহমেধিনস্ত এবৈতয়া যজেরংস্তেষামে-বৈষাহপ্তা ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে কাম্য পশুর বিধি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পশু আলভমানের পূর্বে অষ্টাদশ কপাল পুরোডাশের বিধানের জন্য বলা হচ্ছে—এ দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক পূর্বে একত্র অবিযুক্ত হয়েছিল। এ দুটিকে বায়ু পৃথক্‌ করেছে। তারা বায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে বশারূপ গর্ভ ধারণ করেছিল। সোম উৎকর্ষের জন্য সে গর্ভ উৎপন্ন করেছিল। উৎপন্ন গর্ভকে অগ্নি গ্রাস করেছিল। তারপর প্রজাপতি অগ্নিকে উৎকোচরূপ পুরোডাশ দিয়ে সে অগ্নি থেকে এ বশাকে বার করে। যেহেতু প্রজাপতি অগ্নির কাছ থেকে বশা পৃথক করে নিয়েছিল, এজন্য অন্য দেবতার উদ্দেশে আলভন করতে হলেও অগ্নিকে পুরোডাশ দিতে হবে। সে পুরোডাশের দ্বারা অগ্নির কাছ থেকে বশা ক্রয় করে অন্যের আলভনে প্রবৃত্ত হবে। বায়ু, দ্যাবাপৃথিবী, অগ্নি, সোম, সরস্বতী ও প্রজাপতি—এদের সকলের এ বন্ধ্যা অজার প্রতি আধিপত্য আছে। তথাপি কার্যবিশেষে দেবতাবিশেষের কথা বলা হচ্ছে—ঐশ্বর্য কামনায় বায়ুকে অর্পণ করতে হবে, বায়ু ক্ষেপণকারী দেবতা, যে বায়ুর কাছে তার ভাগ নিয়ে যায়, সে ঐশ্বর্য লাভ করে। কৃষিকার্যের দ্বারা শস্যসমৃদ্ধি লাভ করতে হলে দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে অর্পণ করতে হবে। আকাশ থেকে মেঘ বারি বর্ষণ করে,

তাতে ওষধিগুলি উৎপন্ন হয়।* এর দ্বারা যজমান শস্যশালী হয়। অন্ন সমৃদ্ধি ও তার ভোগের জন্য অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে এ পশু অর্পণ করতে হবে, তাহলে যজমান অন্নভক্ষণ সামর্থ্য লাভ করবে। বেদশাস্ত্র-পারঙ্গম হলেও যে সভাদিতে ভয়ে কম্পিত হয়, সে ব্যক্তি সভায় মনোরঞ্জন বাক্য বলার জন্য সরস্বতীর উদ্দেশে এ পশু অর্পণ করবে, তাতে সরস্বতী নিজের ভাগ পেয়ে তাকে বাক্য দিয়ে থাকে। যে ফল অন্য উপায়ে লাভ করা যায় না, তা সম্পাদনের জন্য প্রজাপতির উদ্দেশে এ পশু অর্পণ করতে হবে। তাতে প্রজাপতি সে সকল দেবতার দ্বারা সে ফল প্রদান করান। 'আকূত্যৈ ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে জিহ্বার অগ্রে ধ্বনি করে পশু অর্পণ করতে হবে। এ ধ্বনির দ্বারা গ্রাম্য পশুগুলি আনন্দিত হয়, কিন্তু বন্য মৃগাদি পলায়ন করে। এজন্য গ্রাম্য গবাদি পশুর বেলায় এ ধ্বনি করতে হয়। উন্মুকের দ্বারা পশুর প্রদক্ষিণাবৃত্তিকে পর্যগ্নিকরণ বলে, সে সময় এ পশুর যাগ করতে হবে; তাতে জীবিত অবস্থায় পশু স্বর্গে গমন করে। মন্ত্রে মন প্রভৃতির প্রজাপতি প্রভৃতির দেবতার উদ্দেশে সমর্পণের কথা আছে। নীয়মান পশুর অনুমন্ত্রণ মন্ত্রে 'দেবতাদের কাছে যাও' ইত্যাদি মন্ত্রের অভিপ্রায় বলা হচ্ছে—যজমান যাতে বিঘ্নরহিত হয়ে কর্ম সমাপ্ত করে ফল লাভ করে তার জন্য অধ্বর্যু 'কামনাগুলি সত্য হোক' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে। হন্যমানের অনুমন্ত্রন মন্ত্রে 'পৃথিবীতে অবস্থান কর' ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য বলা হয়েছে—'হে অজা, তুমি দেবতাদের প্রিয় বস্তু; সেই সেই লোকে গমন কর' ইত্যাদি মন্ত্রে অজাদির সেই সেই লোক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বপাহোম মন্ত্রে 'পথ' শব্দে আদিত্যাদি লোকের কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রের শেষে 'এ যজমানের জন্য স্বর্গলোক প্রকাশ কর' ইত্যাদি বলা হয়েছে। হবির হোম মন্ত্রে 'অনুল্বণ' শব্দের তাৎপর্য বলা হচ্ছে—বিধি অতিক্রম করে অনুষ্ঠিত অঙ্গকে উল্বণ বলে। 'অনুল্বণ-শব্দ' উচ্চারণের দ্বারা তার শান্তির কথা বুঝান হয়েছে। মন্ত্রের শেষ ভাগে 'মনু' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য বলছেন—স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপতি-রূপ, প্রজাপতির সৃষ্ট সকল জনই তার প্রজা-স্বরূপ। হবি-শেষ ভক্ষণের মন্ত্রে হবির শেষ উদরগত করার জন্য মন-শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে—'তুমি মন-দেবতার হবি-রূপ' ইত্যাদি। সে মন্ত্রের শেষভাগে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে—'তোমার অঙ্গ ভক্ষণ করে আমরা (যজমানেরা) পুষ্টাঙ্গ হব, যজমানের কামনা সফল হোক'। বশা আলম্ভনে বর্জনীয় দিনের কথা বলছেন—যেদিন এ বশার আলম্ভন হবে, সেদিন যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্নে দুর্দিন হয়, তবে সেদিন এ বশা যাগের অযোগ্য। অতএব যেদিন মেঘ করবে না এটা মনে নিশ্চয় হবে, সেদিন এ বশার আলম্ভন করতে হবে। আরম্ভ করলে যদি মেঘ দেখা যায়, তবে যজমান জলপান করবে। তার ফলে যজমান সামর্থ্য লাভ করবে। এ বশার মুখ্য অধিকারীর কথা বলা হচ্ছে—তিনটি কার্যে এ বশা আলম্ভনে অধিকার। গবাময়নাদি-রূপ সংবাৎসরিক সত্র যেখানে আরম্ভ হয়, সে সংবাৎসরিক কার্যের যিনি অনুষ্ঠানকারী, দ্বিতীয় যিনি সহস্রযাজী—সহস্র দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা যিনি যাগ করেন, তৃতীয় যিনি গৃহমেধী অর্থাৎ গবাময়নাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা অন্য যজ্ঞও যদি গৃহপতিত্ব-রূপে দীক্ষিত হন, তিনি। এ তিন জনই এ বশার দ্বারা যজ্ঞ করবার অধিকারী। ৩।২৫

মন্ত্র : চিত্তং চ চিত্তিশ্চাকূতং চাকূতিশ্চ বিজ্ঞাতং চ বিজ্ঞানং চ মনশ্চ শক্বরীশ্চ দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ বৃহচ্চ রথন্তরং চ প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রায়চ্ছদুগ্রঃ পৃতনাজ্যেষু তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যো বভূব দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসনং স ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতাঞ্জয়ান্

প্রাবচ্ছংস্তানজুহোত্ততো বৈ দেবা অসুরানজয়ন্যদজয়ংস্তজ্জয়ানাং জয়ত্বং স্পর্ধমানেনৈতে হোতব্যা জয়ত্যেব তাং পৃতনাম্ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে জয়াখ্য মন্ত্রের হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রথমে জয় নামক তেরটি মন্ত্র পাঠ করা হয়েছে—'চিত্তং চ চিত্তিশ্চ' ইত্যাদি। সামান্যাকার নির্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা প্রতীত বস্তু চিত্ত। এ চিত্ত আমার হোক এ হল বাক্যার্থ। এরূপ অন্যত্র বুঝতে হবে। চিত্তি হচ্ছে নির্বিকল্পক জ্ঞান। আকূত অর্থ সংকল্পিত বস্তু। আকূতি সংকল্প, বিজ্ঞাত বিশেষ আকারে নিশ্চিত বস্তু। বিজ্ঞান তদ্বিষয়ে নিশ্চয়, মন হচ্ছে জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণ। শক্বরী শব্দে চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে বুঝাচ্ছে। দর্শ ও পূর্ণমাস দুটি যাগ বিশেষ। বৃহৎ ও রথন্তর দুটি সাম। সংগ্রামের অভিমুখে উগ্র প্রজাপতি বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে জয়ের হেতু-স্বরূপ এ মন্ত্রগুলি দিয়েছিলেন। সকল প্রজাগণ সে ইন্দ্রের অধীন হয়েছিল এবং ইন্দ্র প্রজাদের শিক্ষক হয়েছিলেন। যেহেতু সে ইন্দ্র হোমযোগ্য, অতএব সে ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির অনুগ্রহ যুক্তিযুক্ত। তারপর এ মন্ত্রগুলির দ্বারা হোম করবার কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—দেবতা ও অসুররা যুদ্ধ করবার জন্য মিলিত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে এ জয়াখ্য মন্ত্রগুলি দিয়েছিলেন। তারপর দেবতারা অসুরদের জয় করেছিল। যে মন্ত্রগুলির দ্বারা জয় করা হয়, তা হচ্ছে 'জয়' নামক মন্ত্র। শত্রুসৈন্য জয় করার জন্য এ জয়াখ্য মন্ত্রে যাগ করতে হবে। ৪।২ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মাঽবত্বিন্দ্রো জ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষস্য সূর্যো দিবশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণো মিত্রঃ সত্যানাং বরুণোঽপাং সমুদ্রঃ স্রোত্যানামন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতি তন্মাঽবতু সোম ওষধীনাং সবিতা প্রসবানাং রুদ্রঃ পশূনাং ত্বষ্টা রূপাণাং বিষ্ণুঃ পর্বতানাং মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাঽবন্তু পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাঽবত। অস্মিন্ব্রহ্মন্নস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাম্ পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মন্নস্যাং দেবহূত্যাম্ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে অভ্যাতন নামক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ অগ্নি প্রাণিগণের অধিপতি, সে অগ্নি আমাকে রক্ষা করুক। এরূপ বৃদ্ধতম লোকপালদের অধিপতি ইন্দ্র, পৃথিবীর অধিপতি যম (অগ্নিবিশেষ), অন্তরিক্ষের অধিপতি বায়ু, দ্যুলোকের অধিপতি সূর্য, নক্ষত্রদের অধিপতি চন্দ্র, ব্রাহ্মণদের অধিপতি বৃহস্পতি, সত্যবাক্যের অধিপতি মিত্র, কূপাদিগত স্থির জলের অধিপতি বরুণ, নদীপ্রবাহের অধিপতি সমুদ্র, সার্বভৌম রাজভোগ্য দ্রব্যের অধিপতি অন্ন, ওষধির অধিপতি সোম, প্রসবের অধিপতি সবিতা, পশুদের অধিপতি রুদ্র, রূপের অধিপতি ত্বষ্টা, পর্বতের অধিপতি বিষ্ণু, আদিত্য বসু প্রভৃতি গণদেবতাদের অধিপতি মরুদ্গণ আমাকে রক্ষা করুক। এরূপ পিতৃগণ, পিতামহগণ এবং অপর পরলোকগত পিতৃপুরুষেরা আমাদের রক্ষা করুন। হে পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ জাতির, ক্ষত্রিয় জাতির প্রজা পশুরূপ ফলে, পুরস্করণরূপ এ অনুষ্ঠান বিশেষে, দেবতার প্রতি আমাদের আহ্বান বিষয়ে তোমরা আমাকে রক্ষা কর।৫।২ ।

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা এতানভ্যাতানানপশ্যংস্তানভ্যাতন্বত যদ্দেবানাং কর্মাসীদার্ধ্যত তদ্যদসুরাণাং ন তদার্ধ্যত

যেন কর্ম্মণেৎসেত্তত্র হোতব্যা ঋধ্নোত্যেব তেন কর্ম্মণা যদ্বিশ্বে দেবাঃ সমভরস্ত-স্মাদভ্যাতানা বৈশ্বদেবা যৎ প্রজাপতির্জ্জয়ান্ প্রায়চ্ছত্তস্মাজ্জয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ যদ্রাষ্ট্রভৃদ্ভী রাষ্ট্রমাহ্দদত তদ্রাষ্ট্রভৃতাং রাষ্ট্রভৃত্ত্বং তে দেবা অভ্যাতানৈরসুরান-ভ্যাতম্বত জয়ৈরজয়ন্ রাষ্ট্রভৃদ্ভী রাষ্ট্রমাহ্দদত যদ্দেবা অভ্যাতানৈরসুরানভ্যাতম্বত তদভ্যাতানানামভ্যাতানত্বং যজ্জয়ৈরজয়ন্তজ্জয়ানাং জয়ত্বং যদ্রাষ্ট্রভৃদ্ভী রাষ্ট্রমাহ্দদত তদ্রাষ্ট্রভৃতাং রাষ্ট্রভৃত্ত্বং ততো দেবা অভবন্ পরাহসুরা যো ভ্রাতৃব্যবান্ৎ স্যাৎ স এতাঞ্জুহুয়াদভ্যাতানৈরেব ভ্রাতৃব্যানভ্যাতনুতে জয়ৈর্জ্জয়তি রাষ্ট্রভৃদ্ভী রাষ্ট্রমা দত্তে ভবত্যাত্মনা পরাহস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে অভ্যাতন মন্ত্রে হোমবিধি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ অভ্যাতনাখ্য মন্ত্রগুলি কর্মসমৃদ্ধির হেতু এ জেনে দেবগণ সে-সকল মন্ত্রে যাগ করেছিল, তাতে দেবতাদের কর্ম সমৃদ্ধ হয়েছিল। সে হোম না করার জন্য অসুরদের কর্ম সমৃদ্ধ হয় নি। যে কর্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করবে, তাতে যাগ করতে হবে। তা হলে সমৃদ্ধি লাভ হয়। যেহেতু সকল দেবতারা পূর্বোক্ত প্রকারে অভ্যাতন মন্ত্র আরম্ভ করেছিল, এজন্য এদের বৈশ্বদেব বলা হয়। প্রজাপতি ইন্দ্রকে 'জয়' নামক মন্ত্র দিয়েছিল জন্য দেবতাদের প্রাজাপত্য বলা হয়। পূর্বোক্ত 'রাষ্ট্রভৃৎ' নামক মন্ত্রের দ্বারা দেবতারা অসুরদের রাষ্ট্র লাভ করেছিল জন্য দেবতাদের রাষ্ট্রভৃৎ বলা হয়। দেবতাগণ প্রথমে অভ্যাতন মন্ত্রে অসুরদের বশীভূত করে, জয় মন্ত্রে তাদের ঐশ্বর্য বিনষ্ট করে, রাষ্ট্রভৃৎ মন্ত্রে তাদের নিবাসস্থান অধিকার করে। অভ্যাতন শব্দের অর্থ হচ্ছে যার দ্বারা বিস্তার লাভ করা যায়। যার দ্বারা জয় করা যায় তা জয় এবং যার দ্বারা রাষ্ট্র ধারণ করা যায় তা রাষ্ট্রভৃৎ। একত্রভাবে এ তিনটি হোমের দ্বারা দেবগণ বিজয়ী হয়েছিল, অসুররা পরাভূত হয়েছিল। যে শত্রুদের বশীভূত করতে ইচ্ছা করে, যে অপরের ঐশ্বর্য নষ্ট করতে চায়, যে অপরের রাষ্ট্র গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এ তিন প্রকার ফল সিদ্ধির জন্য মিলিতভাবে এ তিনটি যাগ করবে, তাতে নিজে বিজয়ী হবে এবং শত্রুরা পরাভূত হবে। ৬।৪ ॥

মন্ত্র ঃ ঋতাষাড়ৃতধামাহগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োহপ্সরস ঊর্জ্জো নাম স ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তা ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পান্তু তস্মৈ স্বাহা তাভ্যঃ স্বাহা সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তস্য মরীচয়োহপ্সরস আয়ুবঃ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্র্যণ্যপ্সরসো বেকুরয়ো ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরসঃ স্তবাঃ প্রজাপতির্বিশ্বকর্ম্মা মনঃ গন্ধর্ব্বস্তস্য ঋক্সামান্যপ্সরসো বহ্নয় ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বস্তস্যাহপোহপ্সরসো মুদা ভুবনস্য পতে যস্য ত উপরি গৃহা ইহ চ। স নো রাস্বাজ্যানিং রায়স্পোষং সুবীর্য্যম্ সম্বৎসরীণাং স্বস্তিম্। পরমেষ্ঠ্যধিপতি মৃত্যুর্গন্ধর্ব্বস্তস্য বিশ্বমপ্সরসো ভুবঃ সুক্ষিতিঃ সুভূতির্ভদ্রকৃৎ সুবর্ব্বান্ পর্জ্জন্যো গন্ধর্ব্বস্তস্য বিদ্যুতোহপ্সরসো রুচো দূরেহেতিরমৃড়য়ঃ মৃত্যুর্গন্ধর্ব্বস্তস্য প্রজা অপ্সরসো ভীরুবশ্চারুঃ কৃপণকাশী কামো গন্ধর্ব্বস্তস্যাহ-ধয়োহপ্সরসঃ শোচয়ন্তীর্নাম স ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তা ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পান্তু তস্মৈ স্বাহা তাভ্যঃ স্বাহা। স নো ভুবনস্য পতে যস্য ত উপরি গৃহা ইহ চ। উরু ব্রহ্মণেহস্মৈ ক্ষত্রায় মহি শর্ম্ম যচ্ছ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে রাষ্ট্রভৃৎ নামক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ মিথ্যার পরাভবকারী ঋতধাম অগ্নি নামক কোন গন্ধর্ব এ বৃহৎ কর্ম রক্ষা করুক। ঊর্জ নামে ওষধিদেবতা অপ্সরাগণ তার ভার্য্যা, তারাও এ

কর্ম রক্ষা করুক। সে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সকলের অনুসন্ধানকারী বিশ্বসামা সূর্যনামক কোন গন্ধর্ব ও আয়ুব নামক তার প্রিয় ভার্য্যাগণ এ কর্ম রক্ষা করুক। তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। পরম সুখী সূর্যরশ্মিসদৃশ চন্দ্রমা নামক কোন গন্ধর্ব ও তার নক্ষত্রতুল্য বেকুরি নামক ভার্য্যাগণ এ কর্ম রক্ষা করুক। তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। বিশ্বপালক পক্ষীর মত আকাশগামী যজ্ঞ নামক কোন গন্ধর্ব ও তার দক্ষিণারূপা স্তবা নামক ভার্যাগণ এ কর্ম রক্ষা করুক। তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। প্রজাগণের পালক সকল কর্মে দক্ষ মনো নামক কোন গন্ধর্ব ও তার বহ্নি নামক ভার্য্যাগণ এ কর্ম রক্ষা করুক। স্বাহা মন্ত্রে তাদের আহুতি দিচ্ছি। অভিলষিত বস্তুর সম্পাদক, সর্বত্র গমনশীল বাত নামক কোন গন্ধর্ব ও তার মুদা নামক ভার্য্যাগণ এ কর্ম রক্ষা করুক। তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে ভুবনপতি, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও পৃথিবীতে তোমার গৃহ আছে। তুমি আমাদের জন্য বয়স, ধনপুষ্টি, শোভন পুত্র ও সারাজীবনের সমৃদ্ধি দাও। উত্তম স্থানে অবস্থানকারী, অধিক ফলের অধিপতি মৃত্যু নামক কোন গন্ধর্ব ও বিশ্বাভিমানিনী ভুব নামক তার ভার্য্যাগণ আমার এ কর্ম রক্ষা করুক। যথাস্থানে বাসকারী, শোভন ঐশ্বর্যযুক্ত, যজমানের হিতকারী, সুবর্বান পর্জন্য নামক কোন গন্ধর্ব ও বিদ্যুৎদেবতা রুচ নামক তার ভার্য্যাগণ আমার এ কর্ম রক্ষা করুক। দূরে থেকেও প্রহার করবার অস্ত্রধারী, শ্রবণমাত্রে সুখনিবর্তক মৃত্যু নামক কোন গন্ধর্ব ও প্রজাভিমানী দেবতা ভীরু নামক তার পত্নীগণ আমার এ কর্ম রক্ষা করুক। রমণীয় শরীর; ইন্দ্রিয়ার্থে অভিলাষী কাম নামক কোন গন্ধর্ব ও বিষয়াভিলাষের জন্য চিত্তের ক্লেশ অভিমানী দেবতা, শোচয়ন্তী নামক তার ভার্য্যাগণ আমার এ কর্ম রক্ষা করুক, তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে ভুবনপতি, ত্রিভুবনে তোমার গৃহ আছে। তুমি আমাদের বিহ্বল সুখ দাও। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অধিক সুখ দাও। ৭।২২ ॥

মন্ত্র : রাষ্ট্রকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রেণৈবাস্মৈ রাষ্ট্রমব রুন্ধে রাষ্ট্রমেব ভবত্যাত্মনে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রং প্রজা রাষ্ট্রং পশবো রাষ্ট্রং যচ্ছ্রেষ্ঠো ভবতি রাষ্ট্রেণৈব রাষ্ট্রমব রুন্ধে বসিষ্ঠঃ সমানানাং ভবতি গ্রামকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রং সজাতা রাষ্ট্রেণৈবাস্মৈ রাষ্ট্রং সজাতানব রুন্ধে গ্রামী এব ভবত্যধিদেবনে জুহোত্যধিদেবন এবাস্মৈ সজাতানব রুন্ধে ত এনমবরুদ্ধা উপ তিষ্ঠন্তে রথমুখ ওজস্কামস্য হোতব্যা ওজো বৈ রাষ্ট্রভৃত ওজো রথ ওজসৈবাস্মা ওজোঽব রুন্ধ ওজস্ব্যেব ভবতি। যো রাষ্ট্রাদপভূতঃ স্যাত্তস্মৈ হোতব্যা যাবন্তোঽস্য রথাঃ স্যুস্তান্ ব্রূয়াদ্যুঙ্ধ্বমিতি রাষ্ট্রমেবাস্মৈ যুনক্তি আহুতয়ো বা এতস্যাক্লৃপ্তা যস্য রাষ্ট্রং ন কল্পতে স্বরথস্য দক্ষিণং চক্রং প্রবৃহ্য নাড়ী-মভি জুহুয়াদাহুতীরেবাস্য কল্পয়তি তা অস্য কল্পমানা রাষ্ট্রমনু কল্পতে সঙ্গ্রামে সংযত্তে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রে খলু বা এতে ব্যায়চ্ছন্তে যে সঙ্গ্রামং সংযন্তি যস্য পূর্বস্য জুহ্বতি স এব ভবতি জয়তি তং সঙ্গ্রামং মান্ধুক ইধ্মঃ ভবত্যঙ্গারা এব প্রতিবেষ্টনামা অমিত্রাণামস্য সেনাং প্রতি বেষ্টয়ন্তি য উন্মাদ্যেত্তস্মৈ হোতব্যা গন্ধর্বাপ্সরসো বা এতমুন্মাদয়ন্তি য উন্মাদ্যত্যেতে খলু বৈ গন্ধর্বা-প্সরসো যদ্রাষ্ট্রভৃতস্তস্মৈ স্বাহা তাভ্যঃ স্বাহেতি জুহোতি তেনৈবৈনাঞ্ছময়তি। নৈয়গ্রোধ ঔদুম্বর আশ্বত্থঃ প্লাক্ষ ইতীধ্মো ভবত্যেতে বৈ গন্ধর্বাপ্সরসাং গৃহাঃ স্ব এবৈনান্ আয়তনে শময়ত্যভিচরতা প্রতিলোমং হোতব্যাঃ প্রাণানেবাস্য প্রতীচঃ প্রতি যৌতি তং

ততো যেন কেন চ স্তৃণুতে স্বকৃত ইরিণে জুহোতি প্রদরে বৈতস্বা অস্যৈ নির্ঋতিগৃহীতং নির্ঋতিগৃহীত এবৈনং নির্ঋত্যা গ্রাহয়তি যদ্বাচঃ ক্রূরং তেন বষট্করোতি বাচ এবৈনং ক্রূরেণ প্র বৃশ্চতি তাজগার্তিমার্চ্ছতি যস্য কাময়েতান্নাদ্যম্ আ দদীয়েতি তস্য সভায়ামুত্তানো নিপদ্য ভুবনস্য পত ইতি তৃণানি সং গৃহ্ণীয়াৎ প্রজাপতির্বৈ ভুবনস্য পতিঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমা দত্ত ইদমহমমুষ্যামুষ্যায়ণস্যান্নাদ্যং হরামীত্যাহান্নাদ্যমেবাস্য হরতি ষড়্‌ভির্হরতি ষড্বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমাদায়র্ত্তবোহস্মৈ অনু প্র যচ্ছন্তি যো জ্যেষ্ঠবন্ধুরপভূতঃ স্যাত্তং স্থলেহবসায্য ব্রহ্মৌদনং চতুঃশরাবং পক্ত্বা তস্মৈ হোতব্যা বর্ষ্ম বৈ রাষ্ট্রভৃতো বর্ষ্ম স্থলং বর্ষ্মণৈবৈনং সমানানা গময়তি চতুঃশরাবো ভবতি দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি ক্ষীরে ভবতি রুচমেবাস্মিন্দধাত্যুদ্ধরতি শৃতত্বায় সর্পিষ্বান্ ভবতি মেধ্যত্বায় চত্বার আর্ষেয়াঃ প্রাশ্নন্তি দিশামেব জ্যোতিষি জুহোতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে রাষ্ট্রাদি কাম্যযাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যজমানের রাষ্ট্রপ্রাপ্তির কামনায় অধ্বর্যু পূর্বোক্ত রাষ্ট্রভৃত নামক মন্ত্রে যাগ করবে। প্রজা, পশু ও নিজের উৎকর্ষের জন্য রাষ্ট্রভৃত মন্ত্রে যাগ করবে। তা হলে যজমান রাষ্ট্রাদি লাভ করবে। এরূপ গ্রামের আধিপত্য ও দেশের আধিপত্যের জন্য এ রাষ্ট্রভৃৎ মন্ত্রে হোম করবে। যজমানের বল লাভের জন্য রথের চাকার অগ্রভাগ অগ্নির উপর রেখে রাষ্ট্রভৃৎ মন্ত্রের দ্বারা যাগ করতে হবে ; তাতে যজমান বল লাভ করবে। ভ্রষ্টরাজ্য প্রাপ্তির জন্য রথগুলি লোকের দ্বারা একত্র করে প্রেষ হোম করতে হবে, তা হলে ভ্রষ্টরাজ্য ফিরে পাবে। রাজ্যলাভ করেও তা ভোগ না করতে পারলে তার জন্য বিশেষ যাগের কথা বলা হয়েছে। নিজের রথের দক্ষিণ চক্র অগ্নির উপর রেখে চক্রের ছিদ্র লক্ষ্য করে হোম করতে হবে। সে আহুতির দ্বারা রাষ্ট্রভোগের সামর্থ্য হবে। রাষ্ট্র নিয়ে কলহ করে যুদ্ধ উপস্থিত হলে যে প্রথম যে এ রাষ্ট্রভৃৎ হোমে প্রবৃত্ত হবে, সে যুদ্ধ জয় করবে। ইধ্ম কাষ্ঠের দ্বারা শ্রৌতাগ্নি প্রজ্বালিত করতে হবে। সে কাষ্ঠের অঙ্গার যজমানের বিরোধী পক্ষের সেনাদের বেষ্টন করে। ফলে শত্রুর শিবিরে অগ্নিভয় ও তাদের সৈন্যদের জ্বরাদি সন্তাপ দেখা দেবে। উন্মাদ রোগের পরিহারের জন্য এ রাষ্ট্রভৃত মন্ত্রে হোম করতে হবে। গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ লোককে উন্মত্ত করায়। রাষ্ট্রভৃৎ মন্ত্রের দ্বারা তাদের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। তাতে শান্তি লাভ হয়। এখানে ন্যগ্রোধ, ঔদুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ—এ সমস্ত কাঠ দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে। আভিচারিক ক্রিয়ায় প্রতিলোম ক্রমে অর্থাৎ শেষ থেকে এ রাষ্ট্রভৃত মন্ত্রের দ্বারা হোম করতে হবে। তাতে প্রতিপক্ষ অনায়াসে বিনষ্ট হবে। আভিচারিক দেবতার স্বস্থানে ঊষর ভূমিতে নির্ঋতি দেবতার সাথে বষট্কারের দ্বারা হোম করলে প্রতিপক্ষ সহজে ক্লেশ লাভ করে। শত্রুর অন্নাদি ভক্ষণের শক্তি নষ্ট করবার ইচ্ছা থাকলে তার সভা থেকে তৃণাদি গ্রহণ করে 'হে ভুবনের পতি' ইত্যাদি পাঠ করতে হবে। ছয় ঋতুতে প্রজাপতি অন্ন দেন জন্য ছয় বার 'হে ভুবনের পতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। শত্রুর ভয় পরিহারের জন্য বিশেষ যাগের কথা বলা হচ্ছে—কোন উচ্চ প্রদেশে উপবেশন করে চারটি শরাব পাক করে রাষ্ট্রভৃৎ মন্ত্রের দ্বারা হোম করতে হবে। চারদিকের জন্য চারটি শরাবে দুগ্ধের দ্বারা সুমিষ্ট চরু পাক করতে হবে। তা যাতে সুপক্ক হয় এ-জন্য দর্বীর দ্বারা তুলে দেখতে হবে এবং তাতে ঘৃত দিতে হবে। চারদিকে বহ্নি-স্থানীয় চারজন ব্রাহ্মণ উহার হুত-শেষ—ভক্ষণ করবে ॥ ৮।২৯

অন্বয়ঃ দেবিকা নির্ব্বপেৎ প্রজাকামশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসীব খলু বৈ প্রজাশ্ছন্দোভিরেবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি প্রথমম্ ধাতারং করোতি মিথুনী এব তেন করোত্যন্বেবাস্মা অনুমতির্ম্মন্যতে রাতে রাকা প্র সিনীবালী জনয়তি প্রজাস্বেব প্রজাতাসু কুহ্বা বাচং দধাত্যেতা এব নির্ব্বপেৎ পশুকামশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসি ইব খলু বৈ পশবশ্ছন্দোভিরেবাস্মৈ পশূন্ প্র জনয়তি প্রথমং ধাতারং করোতি প্রৈব তেন বাপয়ত্যন্বেবাস্মা অনুমতির্ম্মন্যতে রাতে রাকা প্র সিনীবালী জনয়তি পশূনেব প্রজাতান্ কুহ্বা প্রতি ষ্ঠাপয়ত্যেতা এব নির্ব্বপেদ্‌গ্রামকামশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসীব খলু বৈ গ্রামশ্ছন্দোভিরেবাস্মৈ গ্রামম্ অব রুন্ধে। মধ্যতো ধাতারং করোতি মধ্যত এবৈনং গ্রামস্য দধাত্যেতা এব নির্ব্বপেজ্জ্যোগাময়াবী ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসি খলু বা এতমভি মন্যন্তে যস্য জ্যোগাময়তি ছন্দোভিরেবৈনমগদং করোতি মধ্যতো ধাতারং করোতি মধ্যতো বা এতস্যাক্লৃপ্তং যস্য জ্যোগাময়তি মধ্যত এবাস্য তেন কল্পয়ত্যেতা এব নিঃ বপেদ্যং যজ্ঞো নোপনমেচ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসি খলু বা এতং নোপ নমন্তি। যং যজ্ঞো নোপনমতি প্রথমং ধাতারং করোতি মুখত এবাস্মৈ ছন্দাংসি দধাত্যুপৈনং যজ্ঞো নমত্যেতা এব নির্ব্বপেদীজানশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকা যাতযামানীব খলু বা এতস্য ছন্দাংসি য ঈজান উত্তমং ধাতারং করোতি উপরিষ্টা-দেবাস্মৈ ছন্দাংস্যযাতযামান্যব রুন্ধ উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যেতা এব নির্ব্বপেদ্। যং মেধা নোপনমেচ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসি খলু বা এতং নোপ নমন্তি, যং মেধা নোপনমতি প্রথমং ধাতারং করোতি মুখত এবাস্মৈ ছন্দাংসি দধাত্যুপৈনং মেধা নমত্যেতা এব নির্ব্বপেৎ। রুক্কামশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসীব খলু বৈ রুক্‌ছন্দো-ভিরেবাস্মিন্ রুচ দধাতি ক্ষীরে ভবন্তি রুচমেবাস্মিন্দধাতি মধ্যতো ধাতারং করোতি মধ্যত এবৈনং রুচো দধাতি গায়ত্রী বা অনুমতিস্ত্রিষ্টুগ্রাকা জগতী সিনীবাল্যনুষ্টুপ্ কুহূর্ধাতা বষট্‌কারঃ পূর্ব্বপক্ষো রাকাঽপরপক্ষঃ কুহূরমাবাস্যা সিনীবালী পৌর্ণ-মাস্যনুমতিশ্চন্দ্রমা ধাতাঽষ্টৌ বসবোঽষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যেকাদশ রুদ্রা একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্‌দ্বাদশাঽদিত্যা দ্বাদশাক্ষরা জগতী প্রজাপতিরনুষ্টুব্‌ধাতা বষট্‌কার এতদ্বৈ দেবিকাঃ সর্ব্বাণি চ ছন্দাংসি সর্ব্বাশ্চ দেবতা বষট্‌কারস্তা যৎ সহ সর্ব্বা নির্ব্বপে-দীশ্বরা এনং প্রদহো দ্বে প্রথমে নিরুপ্য ধাতুস্তৃতীয়ং নির্ব্বপেত্তথো এবোত্তরে নির্ব্বপেত্তথৈনং ন প্র দহন্ত্যথো যস্মৈ কামায় নিরুপ্যন্তে তমেবাঽভিরুপা-হ্নোতি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে রাজসূয়প্রকরণের দেবিকাখ্য হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ অপেক্ষিত ফলবিশেষ প্রকাশ করে জন্য ধাত্রাদি পঞ্চ যজ্ঞকে দেবিকা বলে। অনুমতি প্রভৃতি স্ত্রীজাতীয় দেবতা এ যজ্ঞের দেবতা জন্য এর দেবিকা নাম হয়েছে। গায়ত্রী এখানে অনুমতি প্রভৃতি ছন্দ-রূপ, সেজন্য দেবিকাও ছন্দ-রূপ। যেমন ছন্দগুলি ফলপ্রদান করে জন্য সুখকর, যেরূপ প্রজারা সুখলাভ করে জন্য ছন্দের সমান। এজন্য দেবিকারূপ ছন্দের দ্বারা যজমানের জন্য প্রজা উৎপন্ন করতে হবে। পাঁচজন দেবতার মধ্যে প্রথমে ধাতার যাগ করতে হয়, কারণ ধাতা যজমানের নিজ পত্নীর সাথে সংযোগ ঘটায়ে দেয়। অনুমতি তাদের মিথুন কর্মে অনুমতি দেয়। রাকা প্রজা দেয়। সিনীবালী গর্ভস্থ সন্তান উৎপন্ন করে। প্রজা উৎপন্ন হলে কুহূদেবতা সম্ভাষণের অভ্যাস করায়। পশু কামনা করে এ দেবিকা ছন্দে হোম করতে হবে। তাতে ধাতা বীজ স্থাপন করে। জাত পশুদের তৃণজল প্রভৃতি দিয়ে কুহূ পোষণ করে থাকে। অন্যগুলি পূর্ব্বের মত। গ্রামের আধিপত্য লাভের কামনা থাকলে প্রথমে অনুমতি ও রাকা, তারপর সিনীবালী ও কুহূর মধ্যে ধাতাকে স্থাপন করলে যজমান গ্রামের আধিপত্য লাভ করে। কোন

পুরুষের রোগ নিরাময় করতে হলে পূর্বের মত ধাতাকে মধ্যে রেখে এ দেবিকাছন্দে যাগ করতে হবে। ধাতার মধ্যে স্থাপনের ফলে যজমানের উদরমধ্যের ব্যাধি চলে যাবে। এরপর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। কোন বিঘ্নের দ্বারা যার যজ্ঞ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেখানে প্রথমে ধাতার স্থাপনের ফলে ছন্দগুলি তার আনুকূল্য করে। ছন্দ অনুকূল হলে যজ্ঞ সে যজমানকে লাভ করে। যে পুরুষ পূর্বে যজ্ঞ করেছে, ছন্দগুলি সেখানে নিযুক্ত হওয়ায় ছন্দের সার চলে গিয়েছে। এজন্য শেষে ধাতার স্থাপন করলে করিষ্যমাণ পরবর্তী যজ্ঞে সারযুক্ত ছন্দ উৎপন্ন হয়। সে যজ্ঞে যজমান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মেধা প্রাপ্তির জন্য এ ছন্দগুলির দ্বারা যাগ করতে হবে। কান্তি লাভের জন্য ক্ষীরের দ্বারা চারটি চরু পাক করে ধাতাকে মধ্যে স্থাপন করে যাগ করলে যজমান কান্তি লাভ করবে। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ যেমন অভীষ্ট প্রদান করে, সেরূপ অনুমতি প্রভৃতিও অভীষ্ট প্রদান করে। কারণ অনুমতি গায়ত্রীরূপ, রাকা ত্রিষ্টুপ্‌রূপ, সিনীবালী জগতীরূপ, কুহূ অনুষ্টুপ্‌রূপ এবং ধাতা হচ্ছে বষট্‌কার। পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলযুক্ত বলে রাকা শুক্লপক্ষ-রূপ, কুহূ কৃষ্ণপক্ষরূপ। চতুর্দশী মিশ্রিত অমাবস্যা সিনীবালী এবং চতুর্দশী মিশ্রিত পূর্ণিমা হচ্ছে অনুমতি। উভয় পক্ষের এ তিথিগুলির চন্দ্রমাকে ধাতা-রূপে বলা হয়েছে। আবার বসু প্রভৃতি রূপে এদের প্রশংসা করা হয়েছে। আট জন বসু, গায়ত্রীও অষ্টাক্ষরা। একাদশ রুদ্র একাদশ অক্ষরবিশিষ্ট ত্রিষ্টুপ্‌। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ অক্ষরবিশিষ্ট জগতী। কুহূ অনুষ্টুপ্‌-রূপে নিরূপিত, সে এখানে প্রজাপতিরূপ। বষট্‌কার হচ্ছে ধাতা। মুখ্য জন্য ধাতার বষট্‌কার-রূপত্ব। অনুমতি প্রভৃতি গায়ত্রী প্রভৃতির রূপ জন্য দেবিকাদের ছন্দ-রূপত্ব ও বষট্‌কার-রূপত্ব সিদ্ধ হয়েছে। এ পাঁচটির মধ্যে তিনটি নির্বপন করতে হবে জন্য বলা হচ্ছে—পাঁচটি দেবিকার একসঙ্গে নির্বপন করলে যজমানকে দগ্ধ করতে পারে। এজন্য অনুমতি ও রাকার দুটি চরু নিরূপণ করে, তৃতীয়ের দ্বারা ধাতার পুরো-ডাশ নির্বপন করতে হবে। তারপর সিনীবালী ও কুহূর দুটি চরু দিতে হবে। তা হলে দেবিকা যজমানকে দগ্ধ করে না। যে কামনার জন্য এ যাগ করা হয়, এ দেবতারা তা পূর্ণ করে॥ ৯।১৪

মন্ত্র : বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্‌ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শং ন এধি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। বাস্তোষ্পতে শগ্মরা সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা। আবঃ ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। যৎ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রং জুহোত্যাহুতীষ্টকা এব তা উপ ধত্তে যজমানোঽহোরাত্রাণি বা এতস্যেষ্টকা য আহিতাগ্নের্যৎ সায়ম্প্রাতর্জু-হোত্যহোরাত্রাণ্যেবাহপ্তেষ্টকাঃ কৃত্বোপ ধত্তে দশ সমানত্র জুহোতি দশাক্ষরা বিরাড্বি-রাজমেবাহপ্তেষ্টকাং কৃত্বোপ ধত্তেঽথো বিরাজ্যেব যজ্ঞমাপ্নোতি চিত্যশ্চিত্যোঽস্য ভবতি তস্মাদ্যত্র দশোষিত্বা প্রযাতি তদ্যজ্ঞবাস্ত্ববাস্ত্বেব তদ্যত্ততোঽর্বাচীনম্‌ রুদ্রঃ খলু বৈ বাস্তোষ্পতির্যদহুত্বা বাস্তোষ্পতীয়ং প্রয়ায়াদ্‌ রুদ্র এনং ভূত্বাঽগ্নি-রনূত্থায় হন্যাদ্বাস্তোষ্পতীয়ং জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনং শময়তি নার্তিমার্চ্ছতি যজমানো যদ্যুক্তে জুহুয়াদ্যথা প্রযাতে বস্তাবাহুতিং জুহোতি তাদৃগেব তদ্যদযুক্তে জুহুয়াদ্যথা ক্ষেম আহুতিং জুহোতি তাদৃগেব তদহুতমস্য বাস্তোষ্পতীয়ং স্যাৎ দক্ষিণো যুক্তো ভবতি সব্যোঽযুক্তোঽথ বাস্তোষ্পতীয়ং জুহোত্যুভয়মেবাকর-পরিবর্গমেবৈনং শময়তি যদেকয়া জুহুয়াদ্দর্বিহোমম্‌ কুর্য্যাৎ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতি সদেবত্বায় যদ্ধুতে আদধ্যাদ্‌ রুদ্রং গৃহানন্বারোহয়েদ্যদবক্ষাণান্য-সম্প্রক্ষাপ্য প্রয়ায়াদ্যথা যজ্ঞবেশসং বাঽদহনং বা তাদৃগেব তদয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়

ইত্যরণ্যোঃ সমারোহয়তি এষ বা অগ্নের্যোনিঃ স্ব এবৈনং যোনৌ সমারোহয়ত্যথো খল্বাহুর্যদরণ্যোঃ সমারূঢ়ো নশ্যেদুদস্যাগ্নিঃ সীদেৎ পুনরাধেয়ঃ স্যাদিতি যা তে অগ্নে যজ্ঞিয়া তনুস্তয়েহ্যা রোহেত্যাত্মনুৎ সমারোহয়তে যজমানো বা অগ্নের্যোনিঃ স্বায়ামেবৈনং যোন্যাং সমারোহয়তে ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে বাস্তোষ্পতিযুক্ত হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অগ্নিহোত্রীর গার্হপত্য অগ্নি হচ্ছে গৃহস্থানীয়। প্রবাসে যাবার সময় সে অগ্নিহোত্রী পত্নীর সাথে পরবর্তী মন্ত্রের দ্বারা হোম করার জন্য এ পুরোনুবাক্য বলবে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে গৃহপালক গার্হপত্য অগ্নি, আমরা গ্রামান্তরে যাচ্ছি, এ তুমি জান। তুমি সেখানে আমাদের সুখে অবস্থানকর্তা ও রোগনিবারক হও। যে কার্যের জন্য আমরা যাচ্ছি, তা সিদ্ধির জন্য তোমার প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদের মনুষ্য ও পশুদের সুখকর হও। হে গার্হপত্য অগ্নি, আমরা যেন তোমার সর্বার্থসাধক সর্বজ্ঞানযুক্ত সভায় যুক্ত হতে পারি। তুমি আমাদের যোগক্ষেম সাধন কর। নানাবিধ মঙ্গলের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। অগ্নিহোত্রী সকাল সন্ধ্যা এ দু সময়ে অগ্নিহোত্র যাগ করে, তাতে সকল আহুতি-রূপ ইষ্টক যজমান লাভ করে। সে পুরুষ আহিতাগ্নি হয়, অহোরাত্রি তার ইষ্টক রূপে সম্পন্ন হয়। যদি সকাল সন্ধ্যায় নিয়মপূর্বক যাগ করে, তবে সে অনুষ্ঠানের দ্বারা অহোরাত্রি তার প্রাপ্তকালরূপ ইষ্টকরূপে উপধান হয়। যদি একসঙ্গে দশদিন অগ্নিহোত্র হোম করা হয়, তা হলে দশ সংখ্যার অনুরূপ বিরাট্ ছন্দ সম্পন্ন হয়, অগ্নিহোত্রী বিরাট্ লাভ করে। সে বিরাট্ ছন্দকে ইষ্টক করে উপধান করতে হয়। বিরাট্ লাভ করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ লাভ হয়। দশ দিন হোমের দ্বারা বিরাট্‌রূপ সম্পত্তি লাভ হয়, সেজন্য দশদিন বাস করে তারপর অগ্নিহোত্রী গমন করবে। তা হলে সে দেশ যজ্ঞভূমি হয়। হোমের জন্য দশ দিন একত্র বাস করতে হয়। সে হোমের দেবতা রুদ্র শব্দাভিধেয় গার্হপত্য অগ্নি। যদি বাস্তোষ্পতীয় হোম না করে গমন করে তা হলে গার্হপত্য অগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে যজমানের বিনাশ করে। তা পরিহারের জন্য গ্রামান্তরে গমনকালে বাস্তোষ্পতীয় হোম করবে। সে হোমে অগ্নি শান্ত হয় এবং যজমান বিনষ্ট হয় না। যাত্রার জন্য শকটের দক্ষিণ দিকের বলীবর্দ যুক্ত করা হলে বাম দিকের বলীবর্দ যুক্ত করার পূর্বেই এ বাস্তোষ্পতীয় হোম করতে হবে। 'হে গার্হপত্য অগ্নি তুমি জান' এবং 'তুমি আমাদের মঙ্গল কর'—এ দুটি মন্ত্রেই যাগ করতে হবে। ১০।৪ ॥

মন্ত্র ঃ ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো দধাসি দেব দাশুষে। কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্য-বাড়গ্নিরজরঃ পিতা নো বিভুর্বিভাবা সুদৃশীকো অস্মে। সুগার্হপত্যাঃ সমিষো দিদীহ্যস্মদ্রিয়ক্সং মিমীহি শ্রবাংসি। ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ। ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্। আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে। সত্যসবং সবিতারম্। আ সত্যেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাঽদেবো যাতি ভুবনা বিপশ্যন্। যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্। মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তো নমসা বিধেম তে। উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ। গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদন্তো বৃহস্পতি-মভ্যর্কা অনাবন্। হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।

বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাং অগায়ৎ। এন্দ্র সানসিং রয়িম্ সজিত্বানং সদাসহম্। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর। প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূঞ্জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু। ইন্দ্রাহভর দক্ষিণেনা বসূনি পতিঃ সিন্ধুনামসি রেবতীনাম্। ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো। ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ। ভুবো নৃংশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ ভরো জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রঃ বিশ্বচর্ষণে। মিত্রস্য চর্ষণীধৃতঃ শ্রবো দেবস্য সানসিম্। সত্যং চিত্রশ্রবস্তমম্। মিত্রো জনান্যাতয়াতি প্রজানন্মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্। মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাহভি চষ্টে সত্যায় হব্যং ঘৃতবদ্বিধেম। প্র স মিত্র মর্ত্তো অস্তু প্রয়স্বানযস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন। ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ। যৎ চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতম্। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি। যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি। অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ। কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম। সর্ব্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবাথা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে রাজসূয় যজ্ঞের কতগুলি মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে দেব অগ্নি, তুমি হবি-দানকারী যজমানের দীর্ঘায়ু দিয়ে থাক। তুমি বিদ্বান্, গৃহের পালক ও নিত্যতরুণ। এ অগ্নি হব্য-বহনকারী, জরারহিত, পিতার মত আমাদের পালক, সর্বব্যাপক, বিশেষরূপে প্রকাশমান ও সুখদর্শন। হে অগ্নি, তুমি আমাদের গৃহপালনের জন্য অনুযুক্ত কর এবং আমাদের যশ সম্পন্ন কর। স্তুতিপ্রিয়, বনের পালক হে সোম, তুমি আমাদের জীবন কামনা কর, তোমার প্রসাদে আমরা যেন না মরি। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানের মধ্যে পদবাক্য প্রমাণে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে শক্তির আধিক্যে মহিষ শ্রেষ্ঠ, পক্ষীদের মধ্যে শ্যেন শ্রেষ্ঠ, বনের মধ্যে সুদৃঢ় কান্তিযুক্ত বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, এরূপ স্তূয়মান সোম কুশাদি অতিক্রম করে অবস্থান করছে। আজ এ কর্মে ফল-সাধনের জন্য শোভন বাক্য সবিতাদেবের বরণ করছি। সে সবিতাদেব সকল দেবতাকে বশীভূত করেছে, তিনি সজ্জনের পালক এবং তার অনুজ্ঞা সফল। উজ্জ্বল মণ্ডলে ভ্রমণ করে, দেবতা ও মানুষদের নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত করে, সকল ভুবন দেখতে দেখতে আদিত্যদেব তার হিরন্ময় রথে আরোহণ করে প্রতিদিন পূর্ব-দিকে উদিত হন। অখণ্ডনীয় রুদ্রদেব যেমন পশু, মানুষ, গাভী ও পুত্রাদির রক্ষণ করে, সেরূপ আমরা তাকে এ হবির দ্বারা আরাধনা করছি। হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের পুত্রপৌত্রাদির প্রতি হিংসা করো না, সেরূপ আমাদের আয়ু, গাভী, অশ্ব ও ভৃত্যদের প্রতি হিংসা করো না। আমরা হবিযুক্ত হয়ে নমস্কারের দ্বারা তোমরা পরিচর্যা করছি। তুমি প্লাবনকারী মেঘগর্জনের মত, পর্বতস্পর্শী নদীতরঙ্গের মত মহিমা-প্রকাশক আমাদের স্তুতিগুলি বৃহস্পতির আনন্দদায়ক হোক। এ বৃহস্পতি আমাদের হবি স্বীকার করে তুষ্ট হয়ে উচ্চ ধ্বনির সাথে বাক্য উচ্চারণ করেছে, আমাদের পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে গান করেছে এবং চতুর্থাশ্রমী পরমহংসের দ্বারা স্তুত হয়ে পরমেশ্বর যেমন পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক দূর করে, সেরূপ ঋত্বিকদের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে বৃহস্পতি পাষাণময় দ্বারের দ্বারা আবদ্ধ ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক-সদৃশ দুরিতগুলি দূর করেছে। হে পুরুহূত, তুমি শত্রুদের সর্বদা পরাভব কর, তোমার বল প্রশস্ত, আমাদের এ কর্মে তুমি ফলদায়ক হও। হে ইন্দ্র, তোমার দক্ষিণ হস্তে তুমি ধন আনয়ন কর, সমুদ্রসমান প্রজাদের তুমি পালক। হে শোভনকর্মা ইন্দ্র, অভিষুত সোমের পানের জন্য তুমি সদ্য প্রবৃদ্ধ

হও, এ জন্য সকল দেবতাদের মধ্যে তুমি জ্যেষ্ঠ। হে, তুমি স্তুতিরূপ বেদবাক্যের দ্বারা অভিবৃদ্ধ হয়েছ, প্রাতঃসবনাদি সকল যজ্ঞে তুমি যাগযোগ্য হয়েছ, প্রতিকূল শত্রুদের বিনাশ করে করে তুমি অবস্থান কর। হে সকল মানুষের অধিপতি, সকল যাগে তুমি মননীয় ও প্রশস্ত। সকল মানুষের ধারক মিত্রদেবের শ্রবণযোগ্য মহৎ যশ আছে। ফলদানশীল, সত্যবাদী, শ্রুতকীর্তি সে মিত্রদেবের আমরা যাগ করছি। ইনি ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করেছেন এবং মানুষ ও দেবতাদের দেখে থাকেন। অমোঘ ফলযুক্ত যে মিত্রদেবের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য প্রদান করছি। যে যজমান তোমার ব্রতানুষ্ঠান করতে চায়, হে মিত্র, সে মনুষ্য কর্মফলযুক্ত হোক। তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে সে যজমান কখন রোগাদির দ্বারা পীড়িত হয় না, কিম্বা শত্রুর দ্বারা অভিভূত হয় না। তোমার দ্বারা রক্ষিত এ যজমানের নিকটে বা দূরে পাপ স্পর্শ করে না। হে বরুণদেব, লোকে যেমন নিজ নিজ কর্মের আলোচনা করে, সেরূপ আমরা প্রতিদিন তোমার বিচিত্র কর্মের আলোচনা করে তোমার পরিচর্যা করছি। হে বরুণদেব, মানুষ আমরা অজ্ঞানে দেবলোকবাসীর প্রতি অল্প বা অধিক দ্রোহ আচরণ করেছি, কিংবা তোমার কোন কর্ম বিনাশ করেছি. হে দেব, আমাদের সে পাপ ও কর্মনাশের জন্য তুমি হিংসা করো না। ধূর্তসমান স্বার্থসাধনপর ঋত্বিক্‌গণ যদি কোন কর্মাঙ্গ দেবতার উদ্দেশে ব্যবহার না করে থাকে, অথবা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঋত্বিক্‌দের দ্বারা যজ্ঞাঙ্গ নাশরূপ কোন পাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা শিথিলভাবে তুমি বিনাশ কর। তারপর হে বরুণদেব, তোমার আমরা প্রিয় হবো। ১১।২০ ॥

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র: পূর্ণা পশ্চাদুত পূর্ণা পুরস্তাদুন্মধ্যতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়। তস্যাম্ দেবা অধি সংবসন্ত উত্তমে নাক ইহ মাদয়ন্তাম্। যত্তে দেবা অদধুর্ভাগ-ধেয়মমাবাস্যে সংবসন্তো মহিত্বা। সা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্। নিবেশনী সঙ্গমনী বসূনাং বিশ্বা রূপাণি বসূন্যা-বেশয়ন্তী। সহস্রপোষং সুভগা ররাণা সা ন আ গন্বর্চসা সংবিদানা। অগ্নী-ষোমৌ প্রথমৌ বীর্যেণ বসূন্ রুদ্রানাদিত্যানিহ জিন্বতম্। মাধ্যং হি পৌর্ণমাসং জুষেথাং ব্রহ্মণা বৃদ্ধৌ সুকৃতেন সাতাবথাস্মভ্যং সহবীরাং রয়িং নি যচ্ছতম্। আদিত্যাশ্চাঙ্গিরসশ্চাগ্নীনাহদধত তে দর্শপূর্ণমাসৌ প্রৈপ্সন্তেষামঙ্গিরসাং নিরুপ্তং হবিরাসীদথাহদিত্যা এতৌ হোমাবপশ্যন্তাবজুহবুস্ততো বৈ তে দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ব আহলভন্ত দর্শপূর্ণমাসাবালভমান এতৌ হোমৌ পুরস্তাজ্জুহুয়াৎ সাক্ষাদেব দর্শপূর্ণমাসাবা লভেত ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসাবা লভেত য এনয়োরনুলোমং চ প্রতিলোমং চ বিদ্যাদিত্যমাবাস্যায় ঊর্ধ্বং তদনুলোমং পৌর্ণ-মাস্যৈ প্রতীচীনং তৎপ্রতিলোমং যৎপৌর্ণমাসীং পূর্বমালভেত প্রতিলোমমেনাবা লভেতামুমপক্ষীয়মাণমন্বপ ক্ষীয়েত সারস্বতৌ হোমৌ পুরস্তাজ্জুহুয়াদমাবাস্যা বৈ সরস্বত্যনুলোমমেবৈনাবা লভতেহমুমাপ্যায়মানমন্বা প্যায়ত আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশ-কপালং পুরস্তান্নির্বপেৎ সরস্বত্যৈ চরুং সরস্বতে দ্বাদশকপালং যদগ্নেয়ো ভবত্য-গ্নির্বৈ যজ্ঞমুখং যজ্ঞমুখমেবার্ধ্বং পুরস্তাদ্ধত্তে যদ্বৈষ্ণবো ভবতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞমেবাহরভ্য প্র তনুতে সরস্বত্যৈ চরুর্ভবতি সরস্বতে দ্বাদশকপালোহ-মাবাস্যা বৈ সরস্বতী পূর্ণমাসঃ সরস্বাস্তাবের সাক্ষাদা রভত ঋধ্নোত্যাভ্যাং দ্বাদশ-কপালঃ সরস্বতে ভবতি মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ মিথুনৌ গাবৌ দক্ষিণা সমৃদ্ধ্যৈ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাসের আরম্ভনীয়েষ্টির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্ণিমায় অভিমানী দেবতা পশ্চিম, পূর্ব ও তার মধ্যদেশে জয় লাভ করেছিল। সে পূর্ণিমায় এ যজ্ঞে সকল দেবগণ স্বর্গে আমাদের আনন্দ-বর্ধন করুক। হে অমাবস্যা, যেহেতু দেবগণ তোমার মহিমায় হবির্ভাগ লাভ করেছে, অতএব হে সকল অনিষ্টনিবারক অমাবস্যার অভিমানী দেবতা, তুমি আমাদের ধন ও শোভন পুত্র দাও। সে দেবতা আমাদের কাছে আসুক, যিনি সৌভাগ্যবতী, আমাদের গৃহে মণিমুক্তাদি প্রবেশ করান এবং আমাদের বল ও ধনপুষ্টি দেন। হে অগ্নি ও সোম, দেবতাদের মধ্যে তোমরা—মুখ্য, তোমাদের সামর্থ্যে এ যজ্ঞে তোমরা বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের প্রীত করাও। মধ্যে, সামনে ও পিছনে পৌর্ণমাসী দেবতার দ্বারা রক্ষিত এ যজ্ঞে তোমরা হবি ভক্ষণ কর। তোমরা স্তুতিরূপ মন্ত্রে তুষ্ট হয়ে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের ফল দাও এবং হবি ভক্ষণের পর আমাদের পুত্রের সাথে ধন দাও। আদিত্য দেবগণ ও অঙ্গিরস ঋষিগণ এ দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ আরম্ভ করেছিল। তাদের মধ্যে অঙ্গিরস ঋষিগণ স্বারস্বত হোম না জানায় অন্বারম্ভীয় ইষ্টির জন্য হবি প্রদান করে। তারপর আদিত্য দেবগণ এ যজ্ঞের অঙ্গরূপ সারস্বত হোম কর্তব্য বলে যাগ করে ; তাতে তারা অঙ্গিরস ঋষিগণের পূর্বেই দর্শপূর্ণ মাস লাভ করেছিল। যে পুরুষ দর্শপূর্ণমাস আরম্ভ করতে চায়, সে আরম্ভনীয় ইষ্টির উপক্রমে 'পূর্ণা পশ্চাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে যাগ করবে, তারপর শীঘ্র দর্শপূর্ণ মাস আরম্ভ করবার যোগ্য হবে। ব্রহ্ম-বাদিগণ বলেন—পৌর্ণমাসী ও আমাবস্যার মধ্যে কোনটি অনুলোম ও প্রতিলোম ভাবে আরম্ভ করা হবে ? অন্যে বলেন—যে যজমান এদের কাল সম্বন্ধে অনুলোম ও প্রতিলোম জানে, সে এ যজ্ঞের অধিকারী। কেউ বলেন—অনুলোম ও প্রতিলোম ভাব এরূপ। অমাবস্যার পর শুক্ল প্রতিপদ্ থেকে অনুলোম ক্রমে প্রতিদিন চন্দ্রের বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ প্রতিপদ্ থেকে প্রতিলোম ক্রমে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। এরূপ হলে পূর্ণিমাকে সামনে রেখে প্রতিলোম ক্রমে যদি দর্শপূর্ণমাস যাগ আরম্ভ করা যায়, তা হলে আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ক্ষয় আরম্ভ হবে। ফলে যজমানেরও ক্ষয় হবে। এ প্রতিলোম দোষ পরিহারের জন্য দেবতাবিশেষের বিধান করছেন। আরম্ভনীয়েষ্টির পূর্বে দুটি সারস্বত হোম করতে হবে। সরস্বতী ও সরস্বান—এ দুজন যে হোমের দেবতা তাকে সারস্বত হোম বলে। এদের হোমের দ্বারা প্রতিলোম দোষের পরিহার করে অনুলোম ক্রমে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে। তাতে চন্দ্রের বর্ধনে যজমানেরও বর্ধন হবে। অগ্নি ও বিষ্ণুর জন্য একাদশ কপাল এবং সরস্বতী ও সরস্বানের জন্য দ্বাদশ কপাল চরু দিতে হবে। অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ নিষ্পত্তি হয় না, অগ্নিই যজ্ঞের মুখ্য, এজন্য আগ্নেয় হোমের দ্বারা যজ্ঞমুখের উদ্দেশে প্রথমতঃ সমৃদ্ধিসম্পন্ন করা হয়। যজ্ঞের সর্বাঙ্গব্যাপিত্ব জন্য যজ্ঞ বিষ্ণু-স্বরূপ, অতএব বৈষ্ণব হোমের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করলে যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার লাভ করে। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ করায় অমাবস্যার সরস্বতীত্ব এবং পুংলিঙ্গ নির্দেশ করায় পূর্ণমাস হচ্ছে সরস্বান্। তা হলে এ দুজন দেবতার দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করলে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ অব্যবধানে আরম্ভ হয় এবং এ দুজন দেবতার দ্বারা যজমান সমৃদ্ধি লাভ করে। একজন স্ত্রী-দেবতা ও একজন পুরুষ দেবতার নির্দেশ করায় যজমানের মিথুনত্ব সম্পন্ন হওয়ায় পুত্র লাভ হবে। এ যজ্ঞের দক্ষিণা হবে মিথুন গাভী। ১।৪।

মন্ত্র ঃ ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং নাপশ্যন্তং বসিষ্ঠঃ প্রত্যক্ষমপশ্যৎ সোঽব্রবীদ্ব্রাহ্মণং তে বক্ষ্যামি যথা ত্বৎপুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজনিষ্যন্তেঽথ

মেতরেভ্য ঋষিভ্যো মা প্র বোচ ইতি তস্মা এতানৎ স্তোমভাগানব্রবীত্ততো বসিষ্ঠ-পুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রাজায়ন্ত তস্মাদ্বাসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্য্যঃ প্রৈব জায়তে রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিন্বেতি আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মং জিন্বেত্যাহ মনুষ্যা বৈ ধর্ম্মা মনুষ্যেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহান্বিতিরসি দিবে ত্বা দিবং জিন্বেত্যাহৈভ্য এব লোকেভ্যো যজ্ঞং প্রাহ বিষ্টম্ভোঽসি বৃষ্ট্যৈ ত্বা বৃষ্টিং জিন্বেত্যাহ বৃষ্টিমেবাব রুন্ধে প্রবাঽস্যনু-বাঽসীত্যাহ মিথুনত্বায়োশিগসি বসুভ্যস্ত্বা বসূঞ্জিন্বেত্যাহাষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাঽদিত্যা এতাবন্তো বৈ দেবাস্তেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহৌজোঽসি পিতৃভ্যস্ত্বা পিতৃঞ্জিন্বেত্যাহ দেবানেব পিতৃননু সং তনোতি তন্তুরসি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজা জিন্ব ইত্যাহ পিতৃনেব প্রজা অনু সং তনোতি পৃতনাষাডসি পশুভ্যস্ত্বা পশূঞ্জিন্বেত্যাহ প্রজা এব পশূননু সং তনোতি রেবদস্যোষধীভ্যস্ত্বৌষধীর্জিন্বেত্যাহৌষধীষ্বেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়ত্যভিজিদসি যুক্তগ্রাবেন্দ্রায় ত্বেন্দ্রং জিন্বেত্যাহাভিজিত্যা অধিপতিরসি প্রাণায় ত্বা প্রাণং জিন্বেত্যাহ প্রজাস্বেব প্রাণান্দধাতি ত্রিবৃদসি প্রবৃদসীত্যাহ মিথুনত্বায় সংরোহোঽসি নীরোহোঽসীত্যাহ প্রজাত্যৈ বসুকোঽসি বেষশ্রিরসি বস্যষ্টিরসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে সৌমিক-ব্রহ্মত্ব-বিধি বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কোন এক সময় মন্ত্রবিশেষ জানবার জন্য ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিল। তখন ইন্দ্র অনধিকারীকে মন্ত্র বলা উচিত নয় জন্য অন্তর্হিত হয়েছিল। ঋষিগণ ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু যোগসামর্থ্যে বশিষ্ঠ দিব্যচক্ষুর দ্বারা ইন্দ্রকে দেখেন। তখন ইন্দ্র বশিষ্ঠকে বলেন—সৌমিক ব্রহ্মত্বের উপযোগী মন্ত্রসকল যাতে আছে, সে ব্রাহ্মণ আমি তোমাকে বলব। তুমি মন্ত্রের উপদেষ্টা হয়ে যাদের বলবে, তারা এ ব্রাহ্মণ জানতে পারবে। তুমি অনধিকারীকে বলবে না। এ বলে ইন্দ্র বশিষ্ঠকে 'রশ্মিরসি' ইত্যাদি স্তোমভাগ নামক মন্ত্র বলেন। স্তোম বহিষ্পবমানাদি স্তোত্রসকল, তা যারা লাভ করে তারা স্তোমভাগ। এ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে ব্রহ্মা স্তোত্রগুলি জেনেছিল জন্য একে স্তোমভাগ বলা হয়। ইন্দ্রের প্রসাদে সকল প্রজাগণ বশিষ্ঠকে পুরোহিত অর্থাৎ গুরু বলে স্বীকার করল। যেহেতু ইন্দ্র বশিষ্ঠকে ব্রহ্মত্বের উপযোগী সব কিছু বলেছিল, এজন্য সোমযাগ যে করতে চায়, সে বশিষ্ঠগোত্রোৎপন্ন স্তোমভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যজ্ঞের ব্রহ্মা রূপে বরণ করে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে আদিত্য, তুমি রশ্মিযুক্ত, দেবসংঘের প্রীতির জন্য তোমাকে স্মরণ করছি। তুমি দেবতাদের তুষ্ট কর। (এ মন্ত্রে ক্ষয় শব্দের অর্থ দেবতা)। হে ধর্মাভিমানী দেব, প্রাণিগণের উপকারের জন্য তোমার গতি, তুমি ধর্মানুষ্ঠাতা পুরুষের প্রীতিবিধান কর। হে দ্যুলোকের অভিমানী দেবতা, দ্যুলোকের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি। তুমি দ্যুলোকের প্রীতিবিধান কর। হে বৃষ্টির অভিমানী দেবতা, তুমি জলের ধারক। বৃষ্টির জন্য তোমাকে স্মরণ করছি। তুমি বৃষ্টি দিয়ে আমাদের তুষ্ট কর। হে দিনের অভিমানী দেবতা, তুমি জগতের প্রবর্তক। হে রাত্রির অভিমানী দেবতা, তুমি নিদ্রাদি ব্যবহারের অনুকূল রূপে গমন করে থাক। হে বসুগণের পালক, তুমি আমাদের বাঞ্ছনীয়। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এ সকল দেবতাদের এ যজ্ঞে আহ্বান কর। হে পিতৃপালক দেবতা, তুমি বলরূপ, পিতৃপুরুষদের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি, তুমি তাদের তুষ্ট কর। হে প্রজাভিমানী দেবতা, তুমি পুত্রপৌত্রাদি বিস্তারের হেতু, প্রজাদের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি, তুমি তাদের প্রীতিবিধান কর। হে পশুপালক দেবতা, তুমি আমাদের পশু অপহরণকারী শত্রু-

সেনাদের বিনাশক, পশুদের মঙ্গলের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি, তুমি তাদের তুষ্ট কর। হে ওষধিপালক, তুমি ধনবান, ওষধির জন্য তোমায় স্মরণ করছি। তুমি ওষধির বর্ধন কর, তা হলে আমাদের পশুগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। হে বজ্র, তুমি পাষাণের মত দৃঢ় ও জয়শীল। ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি। তুমি জয়ের জন্য ইন্দ্রের প্রীতিবিধান কর। হে প্রাণাভিমানী দেব, তুমি অধিপতি, প্রাণসকলের পালক। প্রাণের জন্য তোমাকে স্মরণ করছি। তুমি প্রাণের তুষ্টি বিধান কর ও আমাদের পুত্রদের প্রাণ রক্ষা কর। হে মিথুনীভাব দেবতা, তুমি ত্রিগুণরূপ ও প্রবর্তক। হে প্রজননব্যাপার, তুমি সংরোহ ও নীরোহ। হে উৎপন্ন প্রজাভিমানী দেবতা, তুমি নিবাসযোগ্য স্থান দাতা। এ স্তোমভাগের দ্বারা প্রজাদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ২।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিনা দেবেন পৃতনা জয়ামি গায়ত্রেণ ছন্দসা ত্রিবৃতা স্তোমেন রথন্তরেণ সাম্না বষট্‌কারেণ বজ্রেণ পূর্ব্বজান্ ভ্রাতৃব্যানধরান্ পাদয়াম্যবৈনান্বাধে প্রত্যেনান্নুদেঽস্মিন্ ক্ষয়েঽস্মিন্ ভূমিলোকে যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমেণাত্যেনান্ ক্রামামীন্দ্রেণ দেবেন পৃতনা জয়ামি ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা পঞ্চদশেন স্তোমেন বৃহতা সাম্না বষট্‌কারেণ বজ্রেণ সহজান্বিশ্বেভির্দেবেভিঃ পৃতনা জয়ামি জাগতেন ছন্দসা সপ্তদশেন স্তোমেন বামদেব্যেন সাম্না বষট্‌কারেণ বজ্রেণাপরজানিন্দ্রেণ সযুজো বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ। ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যপ্রতি। যত্তে অগ্নে তেজস্তেনাহম্ তেজস্বী ভূয়াসং যত্তে অগ্নে বর্চ্চস্তেনাহং বর্চ্চস্বী ভূয়াসং যত্তে অগ্নে হরস্তেনাহং হরস্বী ভূয়াসম্ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে বিষ্ণুর অতিক্রম মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ, ত্রিবৃৎ স্তোম, রথন্তর সাম ও বষট্‌কার বজ্রের দ্বারা আমাদের পূর্বজ শত্রুদের আমি পদদলিত করছি। এ গৃহে বন্ধনাদির দ্বারা অথবা বাইরে, যে আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের বিষ্ণুর বিক্রমে অতিক্রম করছি। দেবতা, ছন্দ, স্তোম, সাম ও বজ্র—এগুলি হচ্ছে পরকীয় সৈন্যদের পরাভব করার সাধন। সৈন্যদের জয় করে শত্রুদের পদদলিত করা। তিন প্রকার শত্রু - পূর্বজ, সহজ ও অপরজ : পিতৃ-পিতামহ থেকে অনুবর্তমান হচ্ছে পূর্বজ শত্রু, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা - সহজ শত্রু এবং নিজকার্যের বিঘাতক বর্তমান শত্রুরা হচ্ছে অপরজ। সে সকল শত্রুদের আমি অগ্নি প্রভৃতির সাহায্যে অবদলিত করব। এরূপ ইন্দ্র দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম ও বষট্‌কাররূপ বজ্রের দ্বারা আমার সহজ শত্রুদের জয় করব। বিশ্ব-দেবগণ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বামদেব্য সাম ও বষট্‌কাররূপ বজ্রের দ্বারা অপরজ শত্রুদের বিনাশ করব। ইন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে শত্রুসেনাদের আমরা বিনাশ করব ও প্রতিকূল শত্রুদের বধ করব। হে অগ্নি, তোমার তেজে আমি কান্তিযুক্ত হব, তোমার বল ও রশ্মিরূপ তেজ আমি লাভ করব। ৩।৪ ॥

মন্ত্র ঃ যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষঃ পৃথিব্যামধ্যাসতে। অগ্নির্মা তেভ্যো রক্ষতু গচ্ছেম সুকৃতো বয়ম্। আঽগন্ম মিত্রাবরুণা বরেণ্যা রাত্রীণাং ভাগো যুবয়োর্যো অস্তি। নাকং গৃহ্ণানাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ। যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষোঽন্তরিক্ষেঽধ্যাসতে। বায়ুর্মা তেভ্যো রক্ষতু গচ্ছেম সুকৃতো বয়ম্। যাস্তে রাত্রীঃ সবিতঃ দেবযানীরন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিয়ন্তি। গৃহৈশ্চ সর্বৈঃ প্রজয়া ন্বগ্রে সুবো রুহাণাস্তরতা রজাংসি। যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষো দিব্যধ্যাসতে। সূর্য্যো মা তেভ্যো রক্ষতু গচ্ছেম সুকৃতো

বয়ম্। যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন হবিষা জাতবেদঃ। তেনাগ্নে ত্বমুত বর্ধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য আ ধেহ্যেনম্। যজ্ঞহনো বৈ দেবা যজ্ঞমুষঃ সন্তি ত এষু লোকেষ্বাসত আদদানা বিমথ্নানা যো দদাতি যো যজতে তস্য। যে দেবা যজ্ঞহনঃ পৃথিব্যামধ্যাসতে যে অন্তরিক্ষে যে দিবীত্যাহেমানেব লোকাংস্তীর্ত্বা সগৃহঃ সপশুঃ সুবর্গং লোকমেত্যপ বৈ সোমে নেজানাদ্দেবতাশ্চ যজ্ঞ ক্রামন্ত্যাগ্নেয়ং পঞ্চকপালমুদবসানীয়ং নির্বপেদগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো দেবতাশ্চৈব যজ্ঞং চাব রুন্ধে গায়ত্রো বা অগ্নির্গায়ত্রছন্দাস্তং ছন্দসা ব্যর্ধয়তি যৎ পঞ্চকপালং করোত্যষ্টাকপালঃ কার্যোঽষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রোঽগ্নির্গায়ত্রছন্দাঃ স্বেনৈবৈনং ছন্দসা সমর্ধয়তি পঙ্‌ক্ত্যৌ যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞস্তেনৈব যজ্ঞান্নৈতি ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে যজ্ঞবিঘ্নকারী দেবতাদের হাত থেকের মুক্তির মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা যজ্ঞভাগ পেয়েও অসন্তুষ্ট হয়ে সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞ বিনাশ করে, আবার কেউ কেউ যজ্ঞের দ্রব্যাদি চুরি করে অন্যত্র চলে যায়। তার মধ্যে যজ্ঞবিঘাতক যে দেবতারা পৃথিবীর কোন স্থানে লুকিয়ে আছে, তাদের হাত থেকে অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক। আমরা যজ্ঞ সম্পন্ন করে যজ্ঞের ফল যেন লাভ করি। সেরূপ যজ্ঞের দ্রব্যাদি যারা অপহরণ করে, সে দেবতাদের হাত থেকে অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক, আমরা যজ্ঞ সম্পন্ন করে যেন যজ্ঞের ফল লাভ করি। হে বরেণ্য মিত্র ও বরুণ, তোমাদের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় রাত্রির যে ভাগ আছে, তার দ্বারা আমরা স্বর্গসুখ লাভ করব। তা যজ্ঞের তৃতীয় লোকে ভাসমান স্বর্গের উপরে অবস্থান করছে। যে যজ্ঞ-বিঘাতক ও যজ্ঞদ্রব্য অপহরণকারী যে দেবগণ অন্তরিক্ষলোকে আছে, তাদের কাছ থেকে বায়ু আমাদের রক্ষা করুক, আমরা সুকৃত লোকে যাব। হে সবিতা দেব, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানযোগ্য তোমার যে রাত্রিগুলি আছে, যা দৈব কর্মের উপযুক্ত, সে রাত্রিগুলিতে আমরা কর্মানুষ্ঠান করে পুত্রাদির সাথে স্বর্গসুখ লাভ করব। যজ্ঞবিঘাতক ও যজ্ঞদ্রব্যের অপহারক যে দেবগণ দ্যুলোকে অবস্থান করছে, তাদের হাত থেকে সূর্য আমাদের রক্ষা করুক, আমরা সুকৃত লোকে যাব। হে জাতবেদা, যে উত্তম হবিরূপ ক্ষীররসের মত সুমিষ্ট সোমরস ইন্দ্রের জন্য সংগৃহীত হয়েছে, সে হবির দ্বারা হে অগ্নি, তুমি এ যজমানের বর্ধন কর, এ যজমানকে শ্রেষ্ঠ কর। কপটরূপধারী কোন কোন দেবতা যজ্ঞভাগরহিত হয়ে যজ্ঞশালার দাহাদির দ্বারা যজ্ঞের বিনাশ করে, আবার কেউ কেউ যজ্ঞে গবাদি দক্ষিণাদ্রব্য ও চমস প্রভৃতি ভগ্ন করে এ তিন লোকে অবস্থান করছে। পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে ও দ্যুলোকে যে যজ্ঞ-বিঘাতক দেবতারা আছে, এ মন্ত্রের দ্বারা তাদের অতিক্রম করে স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতির সাথে যজমান স্বর্গলোক লাভ করে। সোমাভিলাষী যজমানের যজ্ঞ থেকে দেবতারা চলে যেতে চায়, এজন্য অগ্নিদেবতার উদ্দেশে পঞ্চকপাল পুরোডাশের দ্বারা উদবাসনীয় কর্ম করতে হবে, অগ্নি ও গায়ত্রী প্রজাপতির মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে জন্য গায়ত্রী অগ্নিরূপ। পঞ্চ কপাল দিলে অগ্নি বাদ পড়ে জন্য অষ্টকপাল পুরোডাশ দিয়ে অষ্টাক্ষরযুক্ত গায়ত্রীর সমৃদ্ধি করতে হয়। তারপর পাঙ্‌ক্ত মন্ত্র পাঠের দ্বারা পাঙ্‌ক্ত যজ্ঞ করতে হবে। ৪।১১ ॥

মন্ত্র : সূর্যো মা দেবো দেবেভ্যঃ পাতু বায়ুরন্তরিক্ষাদ্যজমানোঽগ্নির্মা পাতু চক্ষুষঃ। সক্ষ শূষ সবিতর্বিশ্বচর্ষণ এতেভিঃ সোম নামভির্বিধেম তে তেভিঃ সোম নামভির্বিধেম তে। অহং পরস্তাদহমবস্তাদহং জ্যোতিষা বি তমো

বযার। যদন্তরিক্ষং তদ্ মে •পিতাঽভূদহং সূর্য্যমুভয়তো দদর্শাহং ভূয়াসমুত্তমঃ সমানানাম্ আ সমুদ্রাদাঽন্তরিক্ষাৎ প্রজাপতিরুদধিং চ্যাবয়াতীন্দ্রঃ প্র স্নোতু মরুতো বর্ষয়ন্তন্নম্ভয় পৃথিবীং ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ। উদ্নো দিব্যস্য নো দেহীশানো বি সৃজা দৃতিম্। পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোষধীঃ প্রাস্যাগ্নাবাদিত্যং জুহোতি রুদ্রাদেব পশূনন্তর্দধাত্যথো ওষধীষ্বেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়তি কবির্যজ্ঞস্য বি তনোতি পন্থাং নাকস্য পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ। যেন হব্যং বহসি যাসি দূত ইতঃ প্রচেতা অমুতঃ সনীয়ান্। যাস্তে বিশ্বাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বর্হিষি সূর্যে যাঃ। তাস্তে গচ্ছন্ত্বাহুতিং ঘৃতস্য দেবায়তে যজমানায় শর্ম্ম। আশাসানঃ সুবীর্য়ং রায়স্পোষং স্বশ্বিয়ম্। বৃহস্পতিনা রায়া স্বগাকৃতো মহ্যং যজমানায় তিষ্ঠ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে আদিত্যগ্রহ মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ আদিত্যগ্রহ সূর্য, বায়ু ও অগ্নিরূপ। তার মধ্যে এ সূর্যরূপ দেব যজ্ঞ-বিঘাতকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুক। সেরূপ বায়ু বিঘ্নকারী দেবযুক্ত অন্তরিক্ষ লোক থেকে আমাকে রক্ষা করুক। অগ্নি বিরোধীদেবতাদের দৃষ্টি থেকে আমাকে রক্ষা করুক। হে সোম, তোমার যে সক্ষ, শুষ, সবিতা ও বিশ্বচর্ষণ নাম আছে, তার দ্বারা এ দেবতাদের সাথে তোমার পরিচর্যা করব। আমি উর্ধ্ব ও অধোভাগে গ্রহের পরিচর্যা করব। আদিত্য গ্রহের জ্যোতিতে অন্ধকার দূর করেছি। উপর ও নিম্নভাগের মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ লোক পিতার মত আমার পালক হয়েছিল। আমি উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে আদিত্যগ্রহ দেখেছি। অতএব আমি যজমানদের মধ্যে উত্তম হবো। প্রজাপতি দর্ভের দ্বারা চার দিক, উর্ধ্ব, অধ, অন্তরিক্ষ, সমুদ্র পর্যন্ত এ আদিত্যগ্রহের বিস্তার করুক। ইন্দ্র গাভীর উধের (বাঁটের) মত এ গ্রহ দোহন করুক। মরুদ্গণ মেঘের মত এ গ্রহ থেকে সততধারা বর্ষণ করুক। হে আদিত্য, তুমি পৃথিবী সিক্ত কর দ্যুলোকস্থ আকাশবর্তী মেঘের মত এ গ্রহ ছিন্ন কর। দ্যুলোকের উদক-সমৃদ্ধি আমাদের দাও। তুমি সমর্থ, জল-বিধারক মেঘ পরিত্যাগ কর। আদিত্যগ্রহ পশুপ্রাপ্তির কারণ। ক্রুর দেবতাদের ক্রুরতা দূর করার জন্য অগ্নিতে ওষধি নিক্ষেপ করে আদিত্যগ্রহের যাগ করতে হয়। তা হলে ওষধির মধ্যে আদিত্যগ্রহরূপ পশু প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্বান এ আদিত্যগ্রহ দ্যুলোকের উপর স্বর্গের পথ বিস্তৃত করছে। হে অগ্নি, কর্মের অনুষ্ঠান জেনে দেবতাদের দূত হয়ে তুমি যে পথে যাও, সে পথ বিস্তৃত কর। তুমি স্বর্গলোকের ফলদাতা। হে অগ্নি, ভূলোকে, যজ্ঞদেশে ও সূর্যে তোমার যে দীপ্যমান জ্বালা আছে, তারা ঘৃতের আহুতি লাভ করুক। দেবতার অভিলাষী যজমানকে সুখ দাও। তুমি যজমান আমার জন্য শোভন ভোগ সামর্থযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধনের পুষ্টির আকাঙ্ক্ষা কর। তুমি বৃহস্পতি দেবের দ্বারা অনেক ধনের নিমিত্ত যজমানের অধীন করে সৃষ্ট হয়েছ। ৫।৭ ॥

মন্ত্র ঃ সং ত্বা নহ্যামি পয়সা ঘৃতেন সং ত্বা নহ্যাম্যপ ওষধীভিঃ। সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়াঽহমদ্য সা দীক্ষিতা সনবো বাজমস্মে। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ণেন সীদতু। অথাহমনুকামিনী স্বে লোকে বিশা ইহ। সুপ্রজসস্ত্বা বয়ং সুপত্নীরূপ সেদিম্। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্। ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশম্ যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি। প্রেহুদেহ্যৃতস্য বামীরন্বগ্নিস্তেঽগ্রং নয়ত্বদিতির্ম্মধ্যং দদতাং রুদ্রাবসৃষ্টাঽসি যুবা নাম মা মা হিংসীর্বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো

বিশ্বেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পন্নেজনীর্গৃহ্ণামি যজ্ঞায় বঃ পন্নেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্য তে বিশ্বাবতো বৃষ্ণিয়াবতঃ তবাগ্নে বামীরনু সংদৃশি বিশ্বা রেতাংসি ধিষীয়াগন্দেবান্যজ্ঞো নি দেবীর্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিষন্নস্মিনৎ সুন্বতি যজমান আশিষঃ স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতানু। বাতস্য পত্মন্নিড় ঈড়িতাঃ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে পত্নীবিষয়ক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে পত্নী, তোমাকে দুগ্ধ ও ঘৃতের জন্য বন্ধন করছি। ওষধির সাথে জলের উদ্দেশে তোমাকে বন্ধন করছি। প্রজার নিমিত্ত আমি (অধ্বর্যু) এ কর্মে তোমাকে বন্ধন করছি। আমাদের অন্ন দেবার জন্য পত্নী দীক্ষিত হোক। ব্রাহ্মণের (যজমানের) পত্নী পত্নীশালা থেকে বার হয়ে বেদির কাছে যাক। আমি (যজমান-পত্নী) যজমানের আনুকূল্যে কামনা করে স্বস্থানে উপবেশন করছি। হে অগ্নি, শোভনপুত্রযুক্ত ধর্মপত্নী আমরা কারো দ্বারা নির্যাতিত না হয়ে বৈরিনাশক; অন্যের অতিরস্কৃত তোমার কাছে উপবেশন করছি। শোভনজ্ঞানযুক্ত প্রেরক অন্তর্যামী যে বরুণের পাশ পূর্বে বন্ধন করেছিল, তা আমি মুক্ত করছি। তারপর সুকৃত লোকে পরমেশ্বরের স্থানে পতির সাথে সুখ লাভ করব। হে পত্নী, যজ্ঞশালা থেকে জল আনবার জন্য শীঘ্র যাও। যজ্ঞের প্রেরক এ অগ্নি তোমার গমন অনুমোদন করে তোমাকে সামনে পাঠিয়ে দিক। অদিতি (ভূমি) তোমার উভয় পার্শ্ব থেকে পথ দিক। ক্রূরের উপদ্রব থেকে তুমি বিমুক্ত হয়েছ। তোমাকে এরূপ আদেশ করার জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হয়ো না। হে জল, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও সকল দেবতার জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি এবং যজ্ঞের জন্যও তোমাকে গ্রহণ করছি। হে অগ্নি, বিশ্বাত্মক তোমার কটাক্ষবীক্ষণে এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তক আমি পত্নীতে বীর্য স্থাপন করব। এ যজ্ঞ দেবতাদের কাছে পৌঁছেছে। দ্যোতমানা জলদেবীগণ আমাদের এ যজ্ঞের কথা দেবতাদের বলেছে— যজমান সোম অভিষব করলে স্বাহাকারের দ্বারা সম্পাদিত সমুদ্রতুল্য স্বর্গে অবস্থিত ফলবিশেষ গন্ধর্বের মত প্রিয় যজমানের কাছে থাক। যজ্ঞের প্রবর্তক বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঋত্বিকদের দ্বারা প্রযুক্ত ফলসাধক স্তোত্রবিশেষ যজমান লাভ করুক। ৬।১০ ॥

মন্ত্র ঃ বট্‌টকারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোঽচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাঽপতৎ স পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোঽভবদ্যস্য খাদিরঃ স্রুবো ভবতি ছন্দসামেব রসেনাব দ্যতি সরসা অস্যাহুতয়ো ভবন্তি তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরত্তস্য পর্ণমচ্ছিদ্যত তৎপর্ণোঽভবত্তৎপর্ণস্য পর্ণত্বং যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি সৌম্যা অস্যাহুতয়ো ভবন্তি জুষন্তেঽস্য দেবা আহুতীর্দেবা বৈ ব্রহ্মন্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ সুশ্রবা বৈ নাম যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি ব্রহ্ম বৈ পর্ণো বিস্মরুতোঽন্নং বিস্মারুতোঽশ্বত্থো যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যশ্বত্থ্যপভৃদ্‌ব্রহ্মণৈবান্নমব রুন্ধেঽথো ব্রহ্ম এব বিশ্যধ্যূহতি রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিড়শ্বত্থো যৎপর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যাশ্বথুপভৃদ্রাষ্টমেব বিশ্যধ্যূহতি প্রজাপতির্ব্বা অজুহোৎ সা যত্রাহুতিঃ প্রত্যতিষ্ঠত্ততো বিকংকত উর্দতিষ্ঠত্ততঃ প্রজা অসৃজত যস্য বৈকংকতী ধ্রুবা ভবতি প্রত্যেবাস্যাহুতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়ত এতস্বৈ স্রুচাং রূপং যস্যৈবংরূপাঃ স্রুচো ভবন্তি সর্ব্বাণ্যেবৈনং রূপাণি পশূনামুপ তিষ্ঠন্তে নাস্যাপরূপমাত্মন্নায়তে ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গভূত স্রুকের বৃক্ষবিশেষের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ বষট্‌কারাভিমানী দেবতা কোন বিরোধের জন্য গায়ত্রীর মস্তক ছিন্ন

করেছিল। তখন গায়ত্রীর ছিন্ন প্রদেশ থেকে জল ভূমিতে পতিত হয়ে খদির (খয়ের) বৃক্ষ হল। এজন্য স্রুক্ খদির বৃক্ষের দ্বারা করতে হয়। সে খদির কাঠের স্রুকের দ্বারা যা যা দেয়া হয়, সে সকল ছন্দরস যুক্ত হয়। তা হলে এ যজমানের আহুতিগুলি সরস হয়। এ ভূলোক থেকে গণনা করে তৃতীয় দ্যুলোকে পূর্বে সোম ছিল। গায়ত্রী তাকে গ্রহণ করে আনে। আনবার সময় সোমের এক পাতা মাটিতে পড়ে পলাশ বৃক্ষ হল। পর্ণ (পাতা) থেকে জন্মেছে বলে এ বৃক্ষের নাম হল পর্ণ। সে পর্ণ বৃক্ষের দ্বারা জুহূ নিষ্পন্ন করতে হবে। সেরূপ জুহূর দ্বারা প্রদত্ত আহুতিগুলি সোমসম্বন্ধ যুক্ত হয় এবং দেবগণ সে আহুতিগুলি প্রীতির সাথে সেবা করে। কোন এক সময় দেবগণ পর্ণ গাছের ছায়ায় বসে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। তখন পর্ণবৃক্ষাভিমানী দেবতা দেবতাদের সে আলাপ শুনেছিল। এজন্য তার নাম হয় 'সুশ্রবা'। যেহেতু এ বৃক্ষ সুশ্রবা, অতএব এর কাঠ দিয়ে জুহূ তৈরী করলে, যজমান সব সময় শোভন স্তুতিরূপ বাক্য শোনে, কখনও নিন্দাবচন শোনে না। দেবতাদের দ্বারা কথিত ব্রহ্মতত্ত্ব শুনে পর্ণবৃক্ষ ব্রাহ্মণ অভিমানী, বৈশ্যজাতির অভিমানে মরুদ্গণ সৃষ্টি জন্য মরুদ্গণ বৈশ্য। কৃষি প্রভৃতি কর্মের দ্বারা বৈশ্য জাতির দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় বলে অন্ন হল মরুতের রূপ। 'মরুদ্গণের ওজ হচ্ছে অশ্বত্থ'—এ শ্রুতি বাক্য থেকে অশ্বত্থ বৃক্ষের মারুতত্ব সিদ্ধ। তা হলে যে যজমান পর্ণময়ী জুহূ তৈরী করে, সে অশ্বত্থের দ্বারা উপভৃৎ তৈরী করবে। এ উভয়ের দ্বারা যজমান জুহূরূপ ব্রাহ্মণের দ্বারা অশ্বত্থস্বামী বৈশ্য অভিমানী মরুদ্গণের দ্বারা অন্ন লাভ করবে। ব্রাহ্মণ জাতি বৈশ্যগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থিত। পর্ণ বৃক্ষ স্বামী ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থান বলে রাষ্ট্রও পর্ণস্বরূপ। মরুদ্দেবতার দ্বারা অশ্বত্থের বৈশ্যরূপত্ব। পূর্বরীতি অনুসারে উভয় বৃক্ষ দ্বারা জুহূ ও উপভৃৎ নির্মিত হলে ব্রাহ্মণরূপ রাষ্ট্র অশ্বত্থরূপ বৈশ্য থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। প্রজাপতি পূর্বে যেখান থেকে আহুতি দিয়েছিলেন, সেখানে 'বিকঙ্কত' নামে এক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সে যজ্ঞসাধনরূপ বিকঙ্কত থেকে প্রজা সৃষ্ট হয়েছিল। এজন্য বিকঙ্কত বৃক্ষের দ্বারা ধ্রুবা তৈরী করতে হয়। তা হলে যজমানে আহুতিগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যজমান প্রজা উৎপন্ন করে। খদির, পর্ণ, অশ্বত্থ ও বিকঙ্কত বৃক্ষ থেকে যথাক্রমে স্রুক্, জুহূ, উপভৃৎ ও ধ্রুবা তৈরী হয়েছে। যে যজমানের স্রুক্গুলি এরূপ হয়, সে যজমান গাভী, অশ্ব প্রভৃতি লাভ করে। সে যজমানের কুরূপ পুত্র হয় না, সুরূপ পুত্র হয়। ৭।৭ ॥

মন্ত্র ঃ উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তম্ গৃহ্ণামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোঽগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্তায়ুভ্য ইন্দ্রজ্যেষ্ঠেভ্যো বরুণ-রাজভ্যো বাতাপিভ্যঃ পর্জন্যাত্মভ্যো দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বাঽপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো জহ্যপ যো নোঽরাতীয়তি তং জহি প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাঽসতে ত্বাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অক্খিদ্রা অজায়ন্ত তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাম্নে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে দধিগ্রহের মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে দধিগ্রহ, তুমি পার্থিবপাত্রে গৃহীত হয়েছ, জ্যোতিষ্মান্ প্রজাপতির উদ্দেশে জ্যোতিষ্মান্ তোমাকে গ্রহণ করছি। পূর্বে প্রজাপতি কর্ম-

কুশল তোমাকে দেবতাদের কাছে দান করেছিল। সে দেবগণ অগ্নিজিহ্বা, সত্যকামী। ইন্দ্র তাদের জ্যেষ্ঠ, বরুণ তাদের রাজা, বায়ু তাদের আহার, পর্জন্য তাদের আত্মা। এরূপ দেবতাদের কাছে প্রদত্ত তোমাকে আমি গ্রহণ করছি। দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোক প্রাপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। তিন প্রকার শত্রু দেখা যায়—স্পিট্, জিঘাংসু ও অরাতি। তাদের মধ্যে যজমানের দ্রব্যাদি যে বিনাশ করে সে স্পিট্, যে দ্রব্যাদি অপহরণ করে ও যজমানের প্রাণহানি করতে চায় সে জিঘাংসু এবং দেয় বস্তু যে দেয় না সে হচ্ছে অরাতি। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের স্পিট্ রূপ শত্রুর মন জয় কর, জিঘাংসুদের মন জয় কর এবং আমাদের অরাতিদের জয় কর। হে দধিগ্রহ, প্রাণের প্রীতির জন্য তোমার হোম করছি। এরূপ অপান, ব্যান, অসৎ, ওষধি ও সকল প্রাণীর প্রীতির জন্য তোমার হোম করছি। যেহেতু প্রজাপতি খেদরহিত প্রজা সৃষ্টি করে প্রভূত ঐশ্বর্য দিয়েছে, সে সর্বপ্রকাশময় প্রজাপতির উদ্দেশে জ্যোতিষ্মান্ তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৮।৩ ॥

মন্ত্র ঃ যাং বা অধ্বর্য্যুশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্যা আ বৃশ্চ্যেতে প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতা দেবতাভ্য এব নি হ্নুবাতে জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং যস্যৈষ গৃহ্যতে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সর্ব্বাসাং বা এতদ্দেবতানাং রূপং যদেষ গ্রহো যস্যৈষ গৃহ্যতে সর্ব্বাণ্যেবৈনং রূপাণি পশূনামুপ তিষ্ঠন্ত উপযামগৃহীতঃ। অসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্ণামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনং সমানানাং করোত্যগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্তায়ুভ্য ইত্যাহৈতাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্ব্বাভ্যো গৃহ্নাত্যপেন্দ্র দ্বিষতো মন ইত্যাহ ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বেত্যাহ প্রাণানেব যজমানে দধাতি তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্নে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ইত্যাহ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোত্যাজ্যগ্রহং গৃহ্নীয়াত্তেজস্কামস্য তেজো বা আজ্যং তেজস্ব্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহ্নীয়াদ্ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ সোমো ব্রহ্মবর্চ্চস্যেব ভবতি দধিগ্রহং গৃহ্নীয়াৎ পশুকামস্যোর্গ্বৈ দধ্যূর্ক্পশব উর্জ্জৈবাস্মা উর্জ্জং পশূনব রুন্ধে ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে পূর্ব অনুবাকের দধিগ্রহ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সোমযাগে দেবতাদের বাহুল্য থাকায় অধ্বর্যু ও যজমানের প্রসাদে যে দেবতার অন্তরায় ঘটবে, তা থেকে এ দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরাধী হয়। এ অপরাধ ক্ষালনের জন্য প্রজাপতির উদ্দেশে দধিগ্রহ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। সকল দেবতাই প্রজাপতির সৃষ্ট বলে, প্রজাপতিকে গ্রহ দিলে সকল দেবতা অন্ন লাভ করবে। এ কথা বলায় দেবতারা দ্বেষ পরিত্যাগ করে। গ্রহগুলির (পাত্রগুলির) মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথম উৎপন্ন, তাকে প্রথমে গ্রহণ করতে হবে। যে যজমান এ জ্যেষ্ঠ গ্রহ প্রথম গ্রহণ করে, সে সকল যজমানের মধ্যে মুখ্য হয়। প্রজাপতি সর্বদেবতাত্মক জন্য তার উদ্দেশে গ্রহ দিলে যজমান গাভী, অশ্ব প্রভৃতি সকল পশু লাভ করে। 'প্রজাপতির উদ্দেশে জ্যোতিষ্মান তোমাকে গ্রহণ করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করলে যজমান অন্যান্য যজমানদের মধ্যে তেজোযুক্ত হয়। 'ইন্দ্র শত্রুদের মন জয় করুক' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিলে শত্রু বিনষ্ট হয়। 'প্রাণ অপান প্রভৃতি তোমাকে গ্রহণ করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজমানে প্রাণাদি স্থাপিত হয়। 'প্রভূত দানকারী জ্যোতিষ্মান প্রজাপতির উদ্দেশে জ্যোতিষ্মান তোমাকে গ্রহণ করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে দধিগ্রহ গ্রহণ করতে

হয়। তেজের কামনায় আজ্য গ্রহ ব্রহ্মবর্চের কামনায় সোমগ্রহ, পশু কামনায় দধিগ্রহ গ্রহণ করলে তেজ, ব্রহ্মবর্চ ও পশু লাভ করা যায়। ৯।৮ ॥

মন্ত্র : যে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দেবাসো নির্ভূবন্তৃগ্মাঃ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমত উ ষু মধু মধুনাঽভি যোধি। উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা। জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিঃ প্রজাপতয়ে ত্বা। প্রাণগ্রহান্ গৃহ্নাত্যেতাবদ্বা অস্তি যাবদেতে গ্রহাঃ স্তোমাশ্ছন্দাংসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবাস্তি তৎ অবরুন্ধে জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামক্রস্তস্মাত্তেষাং সর্বা দিশোঽভিজিতা অভূবন্যস্যৈতে গৃহ্যন্তে জৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছত্যভি দিশো জয়তি পঞ্চ গৃহ্যন্তে পঞ্চ দিশঃ সর্বাস্বেব দিক্ষৃধ্নুবন্তি নবনব গৃহ্যন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধাতি প্রায়ণীয়ে চোদনীয়ে চ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি প্রাণৈরুদ্যন্তি দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণেভ্যঃ খলু বা এতৎ প্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে দশমেঽহ-ন্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে যদ্দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণেভ্য এব তৎ প্রজা ন যন্তি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে অতিগ্রাহ্য প্রাণ নামক গ্রহের কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : হে অতিগ্রাহ্য, তোমাতে ঋত্বিকগণ যজ্ঞের সমাপন করে। অন্য পঞ্চ পাত্র থেকে রস গ্রহণ করে তোমাতে রাখা হয় জন্য তোমাতে ক্রতুর সমাপন যুক্তিযুক্ত। তুমি স্বাদু থেকে স্বাদুতম হয়ে মধুর ভাগের দ্বারা যুক্ত হও। এ মধুরস পাত্রে গৃহীত হয়েছে, প্রজাপতির প্রিয় তোমাকে অন্য পাত্র থেকে এনে মধ্যপাত্রে স্থাপন করছি। এ খরপ্রদেশ তোমার স্থান, প্রজাপতির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এ মন্ত্রে গবাময়নরূপ সংবৎসর সত্রের শেষ দিনে মহাব্রতাখ্য এ অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করতে হয়। চতুর্থ কাণ্ডোক্ত পৃশ্নিগ্রহে 'তুমি প্রাণনামক বায়ু' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সোমোত্থান বিশেষ গ্রহণ করতে হবে। 'জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সকল দিকের জেতা হব' ইত্যাদি মন্ত্রে এ গ্রহগুলি গ্রহণ করলে জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় এবং নানাদিকের পুরুষেরা অধীন হয়। সকল দিকে পঞ্চবিধ গ্রহণের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ হয়। মস্তকাদিতে অবস্থিত সাতটি ছিদ্র এবং নিম্নভাগে অবস্থিত দুটি—এ নয়টি স্থানে প্রাণ সঞ্চার করে। এ জন্য নয়টি উপাংশু গ্রহণের দ্বারা যজমানে প্রাণ স্থাপিত হয়। সংবৎসর সত্রের প্রথম দিন প্রায়ণীয় এবং একেবারে শেষ দিনকে উদয়নীয় বলে। এ উভয় দিনে গ্রহগুলি গ্রহণ করতে হবে। তা হলে গ্রহসকল প্রাণরূপ বলে প্রাণের দ্বারা সংবৎসর আরম্ভ এবং প্রাণের দ্বারা সমাপ্তি হয়। অপর কালের কথা বলা হচ্ছে—সংবৎসর সত্রের দশম দিনে প্রাণগ্রহ গ্রহণ করতে হবে। বামদেবাখ্য সামের 'কয়া নশ্চিত্র' ইত্যাদি মন্ত্র তার স্থান। দশম দিনে সে স্থান পরিত্যাগ করে অন্য ঋকের দ্বারা সামগান করতে হবে। তা হলে বামদেব্যের স্বস্থান থেকে বিচ্যুতির ফলে প্রজার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা। এজন্য প্রাণস্বরূপ প্রাণগ্রহের দশম দিনে গ্রহণ করলে প্রজা প্রাণ থেকে বিচ্যুত হয় না। ১০।৭ ॥

মন্ত্র : প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো বক্ষদানুষক্ ॥ অয়মু ষ্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে ॥ রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা। অয়মগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ইডায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি। জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥ অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্।

কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ॥ সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ৎ সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ। দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্‌যজমানে বয়ো ধাঃ। নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাং অসদৎ সুদক্ষঃ। অদব্ধব্রত প্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ ॥ ত্বং দূতস্ত্বম্ উ নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা। অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ ॥ অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাম্। সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্ ॥ তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণেরণে ॥ উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি ধনঞ্জয়ো রণেরণে। আ যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥ প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু ॥ আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্ ॥ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্‌-জুহ্বাস্যঃ। ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্‌ৎসতা সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ তং মর্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরোযাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকম্ মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ পূর্ণর্ষয়োঽগ্নিনা দেবেন যে দেবাঃ সূর্য্যঃ সং ত্বা বষট্‌কারঃ স খদির উপযামগৃহীতোঽসি যাং বৈ যে ক্রতুং প্র দেবমেকাদশ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে পাশুক হোত্রের অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, জাতবেদা (জগতের বেত্তা) দেবের প্রকাশরূপ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পোষণ কর। সে জাতবেদা সাদরে আমাদের হবি বহন করুক। এ অগ্নি যজ্ঞের জন্য উত্তর বেদির দিকে নীত হচ্ছে। এ অগ্নি দেবতাদের কামনাকারী, হোম-নিষ্পাদক ; রথ যেমন তাতে আরূঢ় পুরুষকে ভূমি থেকে পৃথক করে গ্রামে নিয়ে যায়, সেরূপ এ হবি তাতে আহুত হবি অন্য হবি থেকে পৃথক করে দেবতাদের কাছে নিয়ে যায়। যজমানের দ্বারা স্বীকৃত, রশ্মিযুক্ত এ অগ্নি নিজেই যজমানের ভক্তি জানে। অমৃত পানে যেরূপ মরণ-রহিত হয়ে প্রবর্তিত হয়, সেরূপ এ অগ্নি জাতমাত্র প্রবৃদ্ধ হতে ইচ্ছা করে। এ অগ্নিদেব জীবন ও ওষধির জন্য বলবান থেকে অতিপ্রবল হয়েছে। এ প্রবল অগ্নি নিজে বিনাশরহিত হয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদনের দ্বারা যজমানকে জীবিত করে। হে জাতবেদা অগ্নি, হবি বহনের জন্য পৃথিবীর উপরে গোষ্পদ-তুল্য ঘৃতযুক্ত নাভি-সদৃশ আহবনীয় স্থানে তোমাকে স্থাপন করছি। হে অগ্নি, তোমার সেনারূপ সকল দেবতাদের মধ্যে তুমি, তোমার স্থান লাভ কর, সে স্থান কম্বলের আস্তরণের মত মৃদু, পক্ষীর নীড়ের মত নির্মিত ও ঘৃতাহুতির আধাররূপ। এখানে থেকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজমানের যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে অভিজ্ঞ হোম-নিষ্পাদক, উত্তরবেদি-রূপ তোমার নিজ স্থানে উপবেশন কর এবং পুণ্যকর্মের যোগ্যস্থানে এ যজ্ঞ স্থাপন কর। তুমি দেবতাদের প্রিয়, হবির দ্বারা তাদের পূজা কর। হে অগ্নি, তুমি যজমানকে দীর্ঘায়ু কর। হোম-নিষ্পাদকের যোগ্য স্থান উত্তরবেদিতে এ অগ্নি বসে আছে। এ অগ্নি দেবতাদের আহ্বাতা, জ্ঞানাভিজ্ঞ, দীপ্তিমান, দেবতাদের হবির দাতা, সুদক্ষ, অহিংসক কর্মে ব্রতযুক্ত, অভিশয় নিবাসপ্রদ, সহস্র হবির পোষক ও হোমযোগ্য শুদ্ধজিহ্বাযুক্ত। হে অগ্নি, তুমি দেবতাদের দূত, আমাদের পালক, এ কর্মে তুমি নিবাসযোগ্য। হে

দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি এসে যজ্ঞ প্রবর্তন কর, তুমি হবির দাতা, পালক, আমাদের অপত্যদের শরীররক্ষায় অপ্রমত্ত হও। রক্ষক, সকলের প্রেরক, হে পরমেশ্বর, বিঘ্ন নিবারণে সমর্থ তোমাকে পাবার জন্য ভজনীয় অগ্নির সেবা করছি। মহান দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাদের এ যজ্ঞ আজ্যাদি হোমদ্রব্যের দ্বারা সিক্ত করুক এবং পালনের দ্বারা আমাদের পূর্ণ করুক। হে অগ্নি, অথর্বা নামক ঋষি মস্তকের মত প্রশস্ত, জগতের ধারক পদ্মপত্রের উপর তোমাকে মন্থন করেছে। হে অগ্নি, অথর্বার পুত্র দধ্যঙ্ নামক ঋষি তোমাকে প্রজ্জ্বালিত করেছে। তুমি বৈরিনাশক ও রুদ্র রূপে শত্রুনগরীর বিদারক। হে অগ্নি, পাথ্য নামক কোন শ্রেষ্ঠ ঋষি তোমাকে প্রজ্জ্বালিত করেছে। তুমি তস্করদের হন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনের জেতা। এ জন্য প্রাণিগণ বলে থাকে—শত্রুঘাতী, ধনঞ্জয় অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। হস্তের মত কোন পাত্রে সদ্যজাত শিশুর মত হবিভক্ষক যে অগ্নিকে ঋত্বিকেরা ধারণ করে থাকে, আমাদের সামনে সে অগ্নিকে দেখছি। হে ঋত্বিকগণ, দেবতাদের হবি ভক্ষণের জন্য হবি-রূপ বনের অভিজ্ঞ দীপ্ত অগ্নির তোমরা পোষণ কর। সে অগ্নিদেব এসে পূর্বাগ্নিরূপ নিজস্থানের কাছে প্রবিষ্ট হোক। হে ঋত্বিকগণ, সদ্যজাত গৃহপতি, অতিথিরূপ এ অগ্নিকে পূর্বস্থিত সুখরূপ জাতবেদার কাছে শয়ন করিয়ে দাও। পূর্বসিদ্ধ অগ্নির সাথে এখনকার আনীত অগ্নি প্রজ্বলিত হোক। এ অগ্নি কবি, গৃহপতি, নিত্যতরুণ, হব্যবাহক ও জুহূরূপ মুখযুক্ত (জুহ্বাস্য)। হে ঋত্বিকগণ, এ মথিত অগ্নির শোধন কর। এ অগ্নি যজ্ঞনিষ্পাদক, সংগ্রামে পুরোগামী এবং যজমানের নিজগৃহে অন্ন-সম্পন্নকারী। দেবত্ব লাভের ইচ্ছা করে যজমানেরা যজ্ঞ-সাধন নূতন অগ্নির সাথে পুরাতন অগ্নির পূজা করছে। তাদের মিলিত (অগ্নিদ্বয়-সাধ্য) সুকৃত কর্মগুলি মুখ্যস্থান লাভ করেছিল। মহান যজমানেরা সে স্বর্গলোকের সেবা করছে, যে স্বর্গে পূর্বের যজমানগণ ও সাধ্যফলযুক্ত দেবগণ দেবত্বলাভ করে অবস্থান করছে। ১১।২১ ॥

চতুর্থ কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ। অগ্নিং জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাহভরৎ। যুক্ত্বায় মনসা দেবান্‌ৎ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্। বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্র সুবাতি তান্। যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। সুবর্গেয়ায় শক্ত্যৈ। যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইৎ মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ। যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ। শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। যস্য প্রয়াণমন্বন্য ইদ্ যয়ুর্দেবা দেবস্য মহিমান-মর্চতঃ। যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা। দেব সবিতঃ প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্বঃ। কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচমদ্য স্বদাতি নঃ। ইমং নো দেব সবিতর্যজ্ঞং প্র সুব দেবায়ুবং সখিবিদং সত্রাজিতম্ ধনাজিতং সুবর্জিতম্। ঋচা স্তোমং সমর্ধয় গায়ত্রেণ রথন্তরম্। বৃহদ্গায়ত্রবর্তনি। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং

গায়ত্রেণ ছন্দসাহঙ্গিরস্বদাভ্রিরসি নারিঃ অসি পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদাভর ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসাহঙ্গিরস্বদ্বভ্রিরসি নারিরসি ত্বয়া বয়ং সধস্থ আগ্নিং শকেম খনিতুং পুরীষ্যং জাগতেন ত্বা ছন্দসাহঙ্গিরস্বদ্ধস্ত আধায় সবিতা বিভ্রদভ্রিং হিরণ্যয়ীম্। তয়া জ্যোতিরজস্রমিদগ্নিং খাত্বী ন আ ভরানুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসাহঙ্গিরস্বৎ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে অভ্রি গ্রহণের হোমমন্ত্রগুলি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : পরমেশ্বর প্রথমে অগ্নিচয়নকার্যে মন স্থির করে সকল কর্মের প্রকাশ বিষয়ে সাধনরূপ এ নিশ্চয় করে অগ্নি পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। তারপর উখারূপ পৃথিবীতে এ হোম করছি। সবিতাদেব স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় চীয়মান অগ্নিকে ইষ্টকাদি-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করার জন্য উদ্যত চঞ্চল ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করে প্রেরণ করছেন। সে সবিতাদেবের প্রেরণায় বিষয় থেকে মন সংযত করে স্বর্গলোকে গীয়মান অগ্নির সম্পাদনের জন্য আমরা সমর্থ হব। মহান তত্ত্বদর্শী বিপ্রগণের অনুগ্রহে মন ও চিত্তবৃত্তি নির্মল হয়ে পরমাত্মায় যুক্ত হয়। সৎকর্মের সাধক তাদের অনুগ্রহে মন ও বুদ্ধি 'সর্বসাক্ষী অন্তর্যামী ভগবান এক অদ্বিতীয়'—এ তত্ত্ব জানে। সবিতাদেবের মহতী স্তুতি স্বাহা মন্ত্রে সম্পন্ন হচ্ছে। হে যজমানদম্পতী, তোমাদের রথে পূর্বতন মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত অগ্নিচয়ন কর্ম নমস্কারপূর্বক সম্পন্ন করছি। তা হলে অন্তরিক্ষে প্রসারিত সূর্যরশ্মির মত তোমাদের কীর্তি পৃথিবীতে বিস্তৃত হবে। দ্যুলোক থেকে অমৃতের পুত্রগণ (দেবগণ) যজমানের সে কীর্তিকথা শুনবে। যে সবিতাদেব (প্রেরক পরমেশ্বর) পৃথিবীর অণুপরমাণু গণনা করেছেন, যার মহিমা সবকিছু ব্যেপে আছে, তার মহিমার অর্চনা করে অপর দেবগণ তার অনুগমন করে। হে সবিতাদেব, তুমি সৌভাগ্যের জন্য যজ্ঞের প্রবর্তন কর, যজমানকে প্রেরণ কর। অপরের চিত্তশোধক গন্ধর্ব ভ্রান্তি পরিহার করে আমাদের জ্ঞানের শোধন করুক। বাচস্পতি আজ এ কর্মে আমাদের বাক্যের আস্বাদন করুক। হে সবিতাদেব, আমাদের এ যজ্ঞের প্রবর্তন কর, যে যজ্ঞ দেবতার সাথে যুক্ত হবে, যা যজমানের বেত্তা, যা দ্বাদশাহ সত্র ব্যেপে আছে, যা ফলরূপ ধনসম্পাদক ও স্বর্গপ্রাপক। হে অগ্নি, ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা স্তোত্র সমৃদ্ধ কর, গায়ত্রী সামের সাথে রথন্তর সাম সমৃদ্ধ কর, গায়ত্রীসাম যার পথ সে বৃহৎসামের বর্ধন কর। হে অভ্রি, সবিতাদেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা অঙ্গিরা ঋষিগণের মত গায়ত্রীছন্দে তোমাকে গ্রহণ করছি। তুমি অভ্রি (খননহেতু কাষ্ঠবিশেষ), তোমার কোন শত্রু নেই। হে শত্রুরহিত অভ্রি, পৃথিবীর ক্রোড় থেকে শুষ্ক মৃত্তিকারূপ অগ্নি আহরণ কর। [এ মন্ত্রে সর্বত্র মৃত্তিকার সাথে অভেদরূপে অগ্নির বর্ণনা করা হয়েছে।] হে অভ্রি, তুমি মৃৎ-সম্পাদনে কুশল, তোমার কোন শত্রু নেই। অঙ্গিরা ঋষিদের মত আমরা তোমাকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে গ্রহণ করছি। তোমার সাথে যুক্ত হয়ে আমরা পৃথিবীর ক্রোড় থেকে শুষ্ক মৃত্তিকারূপ অগ্নি আহরণ করতে সমর্থ হবো। সেরূপ জগতী ছন্দে তোমাকে গ্রহণ করছি। সবিতাদেব (প্রেরক পরমেশ্বর) সুবর্ণনির্মিত অভ্রি হস্তে ধারণ করেন। সে অভ্রির সাথে যুক্ত হয়ে তুমি সবসময় প্রকাশমান অগ্নি খনন করে থাক। অগ্নিরূপ মৃত্তিকা খনন করে আমাদের জন্য আন। সেরূপ অনুষ্টুপ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিদের মত তোমাকে আমরা গ্রহণ করছি ॥ ১।১৩

মন্ত্র : ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য পূর্ব আয়ুষি বিদথেষু কব্যা। তয়া দেবাঃ সুতমা বভূবুর্ঋতস্য সামন্ৎসরমারপন্তী॥ প্রত্নূর্তং বাজিন্না দ্রব বরিষ্ঠামনু

সম্বতম্ । দিবি তে জন্ম পরমমন্তরিক্ষে নাভিঃ পৃথিব্যামধি যোনিঃ ॥ যুঞ্জাথাং রাসভং যুবমস্মিন্যামে বৃষণ্বসূ । অগ্নিং ভরন্তমস্মযুম্ ॥ যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে । সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ প্রতূর্বন্ এহ্যবক্রামন্নশস্তী রুদ্রস্য গাণপত্যান্ময়োভূরেহি । উর্বন্তরিক্ষমন্বিহি স্বস্তিগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ । পূষ্ণা সযুজা সহ । পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদচ্ছেহ্যগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদচ্ছেমোঽগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভরিষ্যামোঽগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভরামঃ ॥ অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ । অনু সূর্যস্য পুরুত্রা চ রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ ততান ॥ আগত্য বাজ্যধ্বনঃ সর্বা মৃধো বি ধূনুতে ॥ অগ্নিং সধস্থে মহতি চক্ষুষা নি চিকীষতে ॥ আক্রম্য বাজিন্ পৃথিবীমগ্নিমিচ্ছ রুচা ত্বম্ । ভূম্যা বৃত্বায় নো ব্রূহি যতঃ খনাম তং বয়ম্ ॥ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী সধস্থমাত্মান্তরিক্ষং সমুদ্রস্তে যোনিঃ । বিখ্যায় চক্ষুষা ত্বমভি তিষ্ঠ পৃতন্যতঃ ॥ উৎক্রাম মহতে সৌভগায়াস্মাদাস্থানাদ্ দ্রবিণোদা বাজিন্ । বয়ং স্যাম সুমতৌ পৃথিব্যা অগ্নিং খনিষ্যন্ত উপস্থে অস্যাঃ । উদক্রমীদ্দ্রবিণোদা বাজ্যর্বাঽকঃ স লোকং সুকৃতং পৃথিব্যাঃ । ততঃ খনেম সুপ্রতীকমগ্নিং সুবো রুহাণা অধি নাক উত্তমে ॥ অপো দেবীরুপ সৃজ মধুমতীরযক্ষ্মায় প্রজাভ্যঃ । তাসাং স্থানাদুজ্জিহতামোষধয়ঃ সুপিপ্পলাঃ ॥ জিঘর্ম্যগ্নিম্ মনসা ঘৃতেন প্রতিক্ষ্যন্তং ভুবনানি বিশ্বা । পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠমন্নং রভসং বিদানম্ ॥ আ ত্বা জিঘর্মি বচসা ঘৃতেনারক্ষসা মনসা তজ্জুষস্ব । মর্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে তনুবা জর্ভুরাণঃ ॥ পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ । দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি । ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে ভেত্তারং ভঙ্গুরাবতঃ । ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি । ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ ॥০২ ॥

[এ অনুবাকে মৃত্তিকার আক্রমণের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে মহর্ষিগণ অশ্ব বন্ধনের জন্য এ রশনা গ্রহণ করেছিল । যে রশনা যজ্ঞের পরিসমাপ্তির জন্য ঋত্বিক্ ও যজমানের প্রবৃত্তির কথা জানিয়ে দেয়, সে রশনার দ্বারা পূর্বে দেবগণ সোমযাগ লাভ করেছিল । (মৃৎখনন স্থানে রশনার দ্বারা বদ্ধ অশ্ব এনে তার আক্রমণে মৃত্তিকার দ্বারা নিষ্পন্ন উখাতে অগ্নি উৎপন্ন করে ইষ্টকাচিত দেশে ঋত্বিক্গণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকে ।) যজ্ঞে মন্ত্ররহিত যে কাজ সম্পন্ন হয়, তার জন্য এ মন্ত্র উচ্চারণ করে রশনা গ্রহণ করতে হয়, তা হলে যজ্ঞ সমৃদ্ধ হবে । হে অশ্ব, পাষাণাদি রহিত অতি প্রশস্ত ভূমি অতিক্রম করার জন্য তুমি এস । দ্যুলোকে রোহিতাদি দেবাশ্ব-রূপে তোমার জন্ম, অন্তরিক্ষলোকে নিবৎ নামক বায়ুর অশ্বরূপে তুমি বিচরণ কর, আর এ পৃথিবীর উপর তোমার নিবাস স্থান, অতএব তুমি শীঘ্র এস । এ মন্ত্রের দ্বারা অশ্বের মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে । হে যজমান-দম্পতী, যাগ নিষ্পাদনের জন্য ধন বর্ষণকারী তোমরা, আমাদের হিতকারী অগ্নিরূপ মৃত্তিকা বহনের জন্য এ গর্দভকে রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ কর । প্রতি কর্মে ইন্দ্রিয়ের রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য পরস্পর মিত্র আমরা (ঋত্বিক যজমানেরা) বলবান অশ্বের আহ্বান করছি । হে অশ্ব, শত্রুদের অপকীর্তি দূর করে, ক্রূরদেবতা রুদ্রের গাণপত্য থেকে আমাদের সুখবিধান করে, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লক্ষ্য করে, ব্যাঘ্রাদি হতে গাভীগণের ভয় পরিহার করে তুমি এস । হে অশ্ব, পূষাদেবের সাথে পৃথিবীর ক্রোড় থেকে শুদ্ধ মৃত্তিকারূপ অগ্নি আহরণের জন্য তুমি এস । অঙ্গিরা ঋষিদের মত আমরা তোমাকে আহ্বান করছি । [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে ।] ॥ ২।২১

মন্ত্র : দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বৎ খনামি। জ্যোতিষ্মন্তং ত্বাগ্নে সুপ্রতীকমজস্রেণ ভানুনা দীদ্যানম্। শিবং প্রজাভ্যোঽহিংসন্তং পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বৎ খনামি। অপাং পৃষ্ঠমসি সপ্রথা উর্ব্বগ্নিং ভরিষ্যদপরাবাপিষ্ঠম্। বর্দ্ধমানং মহ আ চ পুষ্করং দিবো মাত্রয়া বরিণা প্রথস্ব। শর্ম্ম চ স্থঃ বর্ম্ম চ স্থো অচ্ছিদ্রে বহুলে উভে। ব্যচস্বতী সং বসাথাং ভর্ত্তমগ্নিং পুরীষ্যম্। সং বসাথাং সুবর্বিদা সমীচী উরসা ত্মনা। অগ্নিমন্তর্ভরিষ্যন্তী জ্যোতিষ্মন্তমজস্রমিৎ। পুরীষ্যোঽসি বিশ্বভরাঃ। অথর্ব্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্নে। ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ। তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্। তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণেরণে। সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বানৎ সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ। দেবাবীর্দ্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্যজমানে বয়ো ধাঃ। নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাং অসদৎ সুদক্ষঃ। অদব্ধব্রতপ্রমতি র্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ। সং সীদস্ব মহান্ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ। বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্। জনিষ্বা হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং হিতো হিতেষ্বরুষো বনেষু। দমেদমে সপ্ত রত্না দধানোঽগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ান্ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে খননকার্যের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : সবিতাদেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের দ্বারা পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা অঙ্গিরা ঋষির মত পৃথিবীর ক্রোড় থেকে অগ্নিস্বরূপ শুষ্ক মৃত্তিকা খনন করছি। হে অগ্নি, পৃথিবীর উপরিভাগে পাংসুযোগ্য তোমাকে অঙ্গিরা ঋষির মত খনন করছি। সে অগ্নি জ্যোতিষ্মান, সুমুখ, নিরন্তর রশ্মির দ্বারা প্রকাশমান, প্রজাগণের মঙ্গলকর এবং অহিংসক। হে পদ্মপত্র, তুমি জলের উপর বর্ত্তমান, তুমি বিস্তৃত; অগ্নিসাধন মৃত্তিকা পূর্ণ করতে সমর্থ, বিনাশরহিত, প্রতিদিন বৃদ্ধিযুক্ত, নির্লেপহেতু পূজ্য, পুষ্টিকর, তুমি আকাশের মত বিস্তৃত হও। হে কৃষ্ণাজিন ও পদ্মপত্র, তোমরা দুজন সুখকর হও ও কবচের মত রক্ষক হও। তোমরা ছিদ্রহীন আবরণতুল্য, অতএব পাংসুযোগ্য অগ্নিকে আচ্ছাদন কর। তোমরা অন্যনিরপেক্ষ, বক্ষ-সদৃশ তোমাদের শরীর দিয়ে আচ্ছাদন কর। তোমরা স্বর্গলাভের উপায়-স্বরূপ, মৃত্তিকা বন্ধনের অনুকূল এবং নিরন্তর অন্তরে অগ্নি ধারণ করে আছ। হে খননপ্রদেশ, তুমি প্রচুর পাংসুর যোগ্য, সকল উখামুখ তুমি পূর্ণ কর। হে অগ্নি, অথর্বা নামক ঋষি সকলের প্রথমে তোমাকে মন্থন করেছিল। হে অগ্নি, অথর্বা ঋষি পদ্মপত্রের উপর তোমাকে মন্থন করেছিল, যে পদ্মপত্র মস্তকের মত প্রশস্ত এবং জগতের বাহক। হে অগ্নি, অথর্বাঋষির পুত্র দধ্যঙ্ নামক ঋষি তোমাকে প্রজ্বালিত করেছিল। তুমি শত্রুনাশক ও রুদ্ররূপে অসুরপুরীর বিদারক। হে অগ্নি, পাথ্য নামক শ্রেষ্ঠ ঋষি তোমাকে প্রজ্বালিত করেছিল। তুমি তস্করদের হন্তা ও প্রতি সংগ্রামে ধনের জেতা। হে হোম-নিষ্পাদক অগ্নি, অভিজ্ঞ তুমি, তোমার উত্তরবেদিরূপ নিজস্থানে উপবেশন কর ও আমাদের এ যজ্ঞ সুকৃত লোকে স্থাপন কর। তুমি দেবতাদের প্রিয়, হবির দ্বারা দেবতাদের যাগ কর। হে অগ্নি, যজমানকে দীর্ঘায়ু কর। হোমনিষ্পাদকের যোগ্যস্থান উত্তরবেদিতে অগ্নি উপবিষ্ট হয়েছে। সে অগ্নি দেবতাদের আহ্বায়ক, স্থানাভিজ্ঞ, দীপ্তিমান, দেবতাদের হবির দাতা ও সুদক্ষ। অবিনাশিত কর্মে তার মতি, অতিশয় বাসপ্রদানকারী, সহস্র হবির পোষক ও হোমযোগ্য জ্বালাযুক্ত। হে অগ্নি, তুমি এ পদ্মপত্রে সম্যক্ উপবেশন কর। অনেক যজ্ঞের কারণ যজ্ঞ

তুমি মহান, দেবতার কাছে গমনকারী, সেরূপ তুমি দীপ্ত হও। হে উৎকৃষ্ট অগ্নি, তুমি শান্ত ধূম সৃষ্টি কর। হে অগ্নি, তুমি প্রভাতকালে উৎপন্ন হও, তুমি জয়শীল। দেবতা ও মানুষেরা (ঋত্বিক ও যজমানেরা) তোমার হিত করে, এজন্য তুমিও তাদের হিতকারী। নানাবিধ ফলযুক্ত বনে তুমি কোপরহিত হও, দাবাগ্নিরূপে সে বন দগ্ধ কর না। এ অগ্নি যজমানদের প্রতিগৃহে উপবিষ্ট, সে অগ্নি সপ্তরত্নের ধারক ও সপ্তজিহ্ব। (আথর্বণিকেরা বলেন—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূমবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী নামক অগ্নির সপ্ত জিহ্বা।) সে অগ্নি দেবতাদের আহ্বানকারী। ৩।১২ ॥

মন্ত্র ঃ সং তে বায়ুর্মাতরিশ্বা দধাতূত্তানায়ৈ হৃদয়ং যদ্বিলিষ্টম্। দেবানাং যশ্চরতি প্রাণথেন তস্মৈ চ দেবি বষড়স্তু তুভ্যম্। সুজাতো জ্যোতিষা সহ শর্ম্ম বরূথমাসদঃ সুবঃ। বাসো অগ্নে বিশ্বরূপং সং ব্যয়স্ব বিভাবসো। উদু তিষ্ঠ স্বধ্বরাবা নো দেব্যা কৃপা। দৃশে চ ভাসা বৃহতা সুশুক্বনিরাগ্নে যাহি সুশস্তিভিঃ উর্ধ্বা উ ষু ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভি-র্বিহ্বয়ামহে। স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু। চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তঃ প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদগাঃ। স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ। শিবো ভব প্রজাভ্যো মানুষীভ্যস্ত্বমঙ্গিরঃ। মা দ্যাবাপৃথিবী অভি শূশুচো মান্তরিক্ষং মা বনস্পতীন্। প্রৈতু বাজী কনিক্রদন্নানদদ্রাসভঃ পত্বা। ভরন্নগ্নিং পুরীষ্যং মা পাদ্যায়ুষঃ পুরা। রাসভো বাং কনিক্রদৎ সুযুক্তো বৃষণা রথে। স বামগ্নিং পুরীষ্যমাশুর্দূতো বহাদিতঃ। বৃষাগ্নিং বৃষণং ভরন্নপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ম্। অগ্ন আ যাহি বীতয় ঋতং সত্যম্। ওষধয়ঃ প্রতি গৃহ্ণীতাগ্নিমেতং শিবমায়ন্তমভ্যত্র যুষ্মান্। ব্যস্যন্বিশ্বা অমতীররাতীর্নিষীদন্নো অপ দুর্মতিং হনৎ। ওষধয়ঃ প্রতি মোদধ্বমেনং পুষ্পাবতীঃ সুপিপ্পলাঃ। অয়ং বো গর্ভ ঋত্বিয়ঃ প্রত্নং সধস্থমাসদৎ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে মৃত্তিকা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে পৃথিবী, তোমার যে স্থান খনন করা হয়েছে, তোমার হৃদয়সদৃশ সেস্থান বায়ু পূর্ণ করুক। অন্তরিক্ষস্থ সে বায়ু দেবতাদের প্রাণরূপে বিচরণ করছে। হে পৃথিবী দেবী, তোমার ও বায়ুর উদ্দেশে তৃণের সাথে জল আহুতি দিচ্ছি। মৃত্তিকা খননের ব্যথা অপনোদনের জন্য শীতল জলের দ্বারা সে স্থান সিক্ত করতে হবে, তা হলে পৃথিবীর খননজনিত শোক দূর হবে। বায়ু দেবতাদের প্রাণরূপ জন্য তার দ্বারা পৃথিবীর প্রাণসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি আনে জন্য এখানে বায়ুর কথা বলা হয়েছে। হে সুজাত অগ্নি, তোমার জ্যোতির সাথে স্বর্গসদৃশ কৃষ্ণাজিননির্মিত গৃহে অবস্থান কর। হে বিভাবসু (দীপ্তি যার ধন) অগ্নি, বহুপ্রকার (কৃষ্ণাজিনরূপ) বস্ত্র তুমি পরিধান কর। হে যাগনির্বাহক অগ্নি, তুমি উঠ, উঠে আমাদের ক্রীড়াপর দৃষ্টিতে পালন কর। হে অগ্নি, তোমার উজ্জ্বল তেজে প্রকাশিত হও ও শোভন কীর্তির সাথে সকল প্রাণীর দৃষ্টিগোচর হয়ে তুমি এস। হে অগ্নি, তুমি দ্যাবাপৃথিবীর গর্ভ থেকে জাত হয়েছ। তুমি পূজনীয় ও তুমি জঠরাগ্নিরূপ ভুক্ত ওষধির পোষক। তুমি নানা বর্ণে বিচিত্ররূপ ও সদ্য উৎপন্ন বলে শিশু, তবুও অন্ধকার দূর করছ। শিশু যেমন মার জন্য কেঁদে নিজ গৃহে যায়, সেরূপ তুমি মাতৃসদৃশ ওষধির জন্য কেঁদে কেঁদে যাচ্ছ। অগ্নির হেতুভূত পুরীষের বহনকারী হে

গমনশীল গর্দভ, তুমি স্থির, দৃঢ়কায়, বেগবান ও জয়ের কারণ* এবং তোমার বিস্তীর্ণ পৃষ্ঠে অগ্নির সুখাসন হও। হে অঙ্গির অগ্নি, তুমি মানুষ প্রজার জন্য শান্ত হও, দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও বনস্পতিদের সন্তাপ দিও না। এ অশ্ব হ্রেষারব করতে করতে গমন করুক। এ গর্দভ শব্দ করতে করতে যাচ্ছে, দাহক অগ্নির বহন করে যেন তার অপমৃত্যু না হয়। হে সেচনসমর্থ অশ্ব ও গর্দভ, (তোমাদের মধ্যে গর্দভ) ভীষণ শব্দ করতে করতে রথসদৃশ মৃত্তিকার ভার বহন কর ও রাজপ্রেরিত দূতের মত শীঘ্র গমনশালী হয়ে এ স্থান থেকে পাংসু মৃত্তিকারূপ অগ্নিকে বহন কর। সেচনসমর্থ গর্দভ ফল অভিবর্ষণে সমর্থ অগ্নিকে বহন করে গমন করুক, যে অগ্নি মেঘস্থ জলের মধ্যে বিদ্যুৎরূপে ও সমুদ্রে বড়বাগ্নিরূপে জাত। হে অগ্নি, শস্যাদি উৎপন্ন করার জন্য দ্যাবাপৃথিবীর প্রতি এস। (এখানে ঋত ও সত্য শব্দে দ্যাবাপৃথিবী বলা হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী কৃষ্যাদি ফলের হেতু জন্য পৃথিবীর ঋতত্ব এবং অবশ্যম্ভাবী কর্মফলের হেতু জন্য স্বর্গের সত্যত্ব।) হে ওষধিসকল, এখানে তোমাদের দিকে আগত শান্ত অগ্নিকে গ্রহণ কর। এ অগ্নি তোমাদের ভেতর থেকে আমাদের প্রমাদ আলস্যাদি দুর্মতি দূর করুক ও শত্রুতুল্য রোগাদি সকল বাধা অপসারিত করুক। ফল ও পুষ্পে সুশোভিত হে ওষধিসকল, এ অগ্নির প্রতি তোমরা হৃষ্ট হও। এ অগ্নি তোমাদের ঋতুকালীন গর্ভরূপ হয়ে পুরাতন গর্ভযোগ্য স্থান লাভ করেছে। ৪।১২ ॥

মন্ত্র : বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ। সুশর্ম্মণো বৃহতঃ শর্ম্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। মিত্রঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং ভূমিং চ জ্যোতিষা সহ। সুজাতং জাতবেদসমগ্নিং বৈশ্বানরং বিভুম্। অযক্ষ্মায় ত্বা সং সৃজামি প্রজাভ্যঃ। বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরাঃ সং সৃজন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বৎ। রুদ্রাঃ সম্ভৃত্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে। তেষাং ভানুরজস্র ইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে। সংসৃষ্টাং বসুভী রুদ্রৈর্ধীরৈঃ কর্ম্মণ্যাং মৃদম্। হস্তাভ্যাম্ মৃদ্বীং কৃত্বা সিনীবালী করোতু তাম্। সিনীবালী সুকপর্দ্দা সুকুরীরা স্বৌপশা। সা তুভ্যমদিতে মহ ওখাং দধাতু হস্তয়োঃ। উখাং করোতু শক্ত্যা বাহুভ্যামদিতির্ধিয়া। মাতা পুত্রং যথোপস্থে সাগ্নিং বিভর্ত্তু গর্ভ আ। মখস্য শিরোঽসি যজ্ঞস্য পদে স্থঃ। বসবস্ত্বা কৃণ্বন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঙ্গিরস্বৎ পৃথিব্যসি রুদ্রাস্ত্বা কৃণ্বন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদন্তরিক্ষমসি আদিত্যাস্ত্বা কৃণ্বন্তু জাগতেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্দ্যৌরসি বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরাঃ কৃণ্বন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্দিশোঽসি ধ্রুবাঽসি ধারয়া ময়ি প্রজাং রায়স্পোষং গৌপত্যং সুবীর্য্যম্ সজাতান্ যজমানায়াদিত্যৈ রাস্নাঽস্যদিতিস্তে বিলং গৃহ্ণাতু পাঙ্‌ক্তেন ছন্দসাঙ্গিরস্বৎ। কৃত্বায় সা মহীমুখাং মৃন্ময়ীম্ যোনিমগ্নয়ে। তাং পুত্রেভ্যঃ সং প্রাযচ্ছদদিতিঃ শ্রপয়ানিতি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে উখা-নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে অগ্নি, বিস্তৃতরূপে দীপ্ত হয়ে তুমি রাক্ষসদের ও রোগসকলের বিনাশ কর। আমি সুখরূপ মহান আহ্বানযোগ্য অগ্নির পরিচর্যা করে সুখে অবস্থান করব। হে জলদেবীগণ, স্নান পানাদির কারণ বলে তোমরা আমাদের সুখের উৎপাদক হও। তোমাদের রস আমাদের অনুভব করাও এবং আমাদের পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্য কর। মা যেমন শিশুদের স্তন্যরস পান করায়, সে-

রূপ তোমাদের যে সুখকর রস আছে, এ কর্মে আমাদের তা দাও। যে রসের নিবাসের জন্য তোমরা প্রীত হয়েছ, সে রসের জন্য যেন আমরা তোমাদের লাভ করি। হে আপ, তোমরা আমাদের প্রজার উৎপাদক কর। মিত্র নামক সকলের প্রিয় দেবতা পৃথিবী, ভূমি ও জলের দ্বারা কপালাদি সৃষ্টি করে অগ্নিরূপ উখা সৃষ্টি করেছে। এ জাতবেদা অগ্নি সকলের উপকারক রূপে সকল যজমানের গৃহে ব্যাপ্ত হয়েছে। হে অগ্নি, প্রজাদের অরোগের জন্য তোমাকে যুক্ত করছি। সকল পুরুষের উপকারক দেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে তোমাদের যুক্ত করুক, অঙ্গিরা ঋষিগণ পূর্বে যেরূপ তোমাদের যুক্ত করেছিল। রুদ্র নামক দেবগণ উখানিষ্পাদক মৃত্তিকা গ্রহণ করে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছে। রুদ্রদের সে অগ্নি নিরন্তর দীপ্তিযুক্ত হয়ে দেবতাদের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। বৃদ্ধিমান বসু ও রুদ্রগণ উখার তৈরীর জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছে, সিনীবালী দেবী তাকে মৃদু করে উখা নিষ্পন্ন করুক। হে ভূমিদেবী, সুন্দর কবরীযুক্ত সিনীবালী তোমার হাতে উখা স্থাপন করুক। এ ভূমি বুদ্ধি ও হস্তকৌশলে সে উখা নির্মাণ করুক। মা যেমন নিজের ছেলেকে কোলে করে রাখে, সেরূপ এ ভূমিদেবী কর্মসমাপ্তি পর্যন্ত এ অগ্নিকে তার ক্রোড়ে ধারণ করুক। হে মৃৎপিন্ড, তুমি যজ্ঞের মস্তকসদৃশ হও। হে উখা, তুমি পৃথিবীরূপ, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত বসুগণ তোমাকে গায়ত্রী ছন্দে নির্মাণ করুক। তুমি অন্তরিক্ষরূপ, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত রুদ্রগণ তোমাকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে উৎপন্ন করুক। সেরূপ তুমি দ্যুলোকসদৃশ, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত আদিত্য দেবগণ তোমাকে জগতী ছন্দে উৎপন্ন করুক। তুমি দিক্‌রূপ, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত মানুষের হিতকারক সকল দেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে উৎপন্ন করুক। হে উখা, তুমি দৃঢ় হও, অথর্বা আমার ও অন্য উখানির্মাতার প্রজাদের ধারণ কর, যজমানের জন্য প্রজা, ধনপুষ্টি, আধিপত্য, সুবীর্য ও আত্মীয়স্বজন দাও। হে রেখা, তুমি ভূমিরূপ উখার কাঞ্চী-স্থানীয় রশনা। ভূমি তোমাকে পংক্তিছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত ছিদ্রযুক্ত করুক। সে অদিতি অগ্নির কারণস্বরূপ মহতী উখা নির্মাণ করে নিজপুত্র দেবতাদের দিয়ে বলেছিল—তোমরা পাক কর। ৫।২১ ॥

মন্ত্র ঃ বসবস্ত্বা ধূপয়ন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদ্রুদ্রাস্ত্বা ধূপয়ন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদাদিত্যাস্ত্বা ধূপয়ন্তু জাগতেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদ্বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরা ধূপয়ন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদিন্দ্রস্ত্বা ধূপয়ত্বঙ্গিরস্বদ্বিষ্ণুস্ত্বা ধূপয়ত্বঙ্গিরস্বদ্বরুণস্ত্বা ধূপয়ত্বঙ্গিরস্বদদিতিস্ত্বা দেবী বিশ্বদেব্যাবতী পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽঙ্গিরস্বৎ খনত্ববট দেবানাং ত্বা পত্নীঃ। দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতী পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽঙ্গিরস্বদ্দধতূখে ধিষণাস্ত্বা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽঙ্গিরস্বদভীন্ধতা মুখে গ্নাস্ত্বা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যাঃ সধস্থেঽঙ্গিরস্বচ্ছ্রপয়ন্তূখে বরূত্রয়ো জনয়স্ত্বা দেবীর্বিশ্বদেব্যাবতীঃ পৃথিব্যা সধস্থেঽঙ্গিরস্বৎ পচন্তূখে। মিত্রৈতামুখাং পচৈষা মা ভেদি। এতাং তে পরি দদাম্যভিত্ত্যৈ। অভীমাম্ মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ। উত শ্রবসা পৃথিবীম্। মিত্রস্য চর্ষণীধৃতঃ শ্রবো দেবস্য সানসিম্। দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্। দেবস্ত্বা সবিতোদ্বপতু সুপাণিঃ স্বঙ্গুরিঃ। সুবাহুরুত শক্ত্যা। অপদ্যমানা পৃথিব্যাশা দিশ আ পৃণ। উত্তিষ্ঠ বৃহতী ভবোর্ধ্বা তিষ্ঠ ধ্রুবা ত্বম্। বসবস্ত্বাঽচ্ছৃন্দন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদ্রুদ্রাস্ত্বাঽচ্ছৃন্দন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদাদিত্যাস্ত্বাঽচ্ছৃন্দন্তু জাগতেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বদ্বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরা আ চ্ছৃন্দন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে উখার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ হে উখা, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত বসুগণ গায়ত্রীছন্দে ধূমের দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। এরূপ রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে, আদিত্যগণ জগতী ছন্দে, বিশ্বদেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত ধূমের দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। সে রকম ইন্দ্র, বিষ্ণু ও বরুণ অঙ্গিরা ঋষিগণের মত ধূমের দ্বারা তোমার সংস্কার করুক। সকল দেবগণের পালিকা অদিতি দেবী পৃথিবীর ক্রোড়ে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত তোমার খনন করুক। সকল দেবগণের পরিচর্যার যোগ্য দেবপত্নীগণ পৃথিবীর ক্রোড়ে অঙ্গিরা ঋষিগণের মত, তোমাকে স্থাপন করুক। হে উখা, দেবগণ চারদিকে তোমাকে প্রজ্বলিত করুক। ছন্দ-অভিমানী দেবগণ তোমার পাক সম্পাদন করুক। হোতা প্রশাস্ত্র প্রভৃতি অভিমানী দেবগণ তোমার পাক পরীক্ষা করুক। হে সকল প্রাণীর হিতকারী মিত্রদেব, তুমি এ উখার পাক কর। এ উখা ভগ্ন না হোক; তার রক্ষার জন্য তোমাকে দিচ্ছি। কীর্তিমান মিত্রদেব দ্যুলোক ও পৃথিবীসদৃশ এ উখাকে লাভ করেছে। মানুষের ধারক মহৎকীর্তিযুক্ত মিত্রদেব দ্রবিণপ্রদ এ উখার পাক করুক। হে উখা, শোভন পাণি, অঙ্গুলি ও বাহুযুক্ত সবিতাদেব তোমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে আসুক। হে উখা, পৃথিবীতে এসে ভগ্ন না হয়ে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ কর। বাইরে এসে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্থির হও। হে উখা, অঙ্গিরা ঋষিগণের মত বসুগণ গায়ত্রী ছন্দে, রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে, আদিত্যগণ জগতী ছন্দে ও বিশ্বের হিতকারক সকল দেবগণ অনুষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে সিক্ত করুক। ৬।২২॥

মন্ত্রঃ সমাস্ত্বাহগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্তু সম্বৎসরা ঋষয়ো যানি সত্যা। সং দিব্যেন দীদিহি রোচনেন বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশঃ পৃথিব্যাঃ। সং চেধ্যস্বাগ্নে প্র চ বোধয়ৈনমুচ্চ তিষ্ঠ মহতে সৌভগায়। মা চ রিষদুপসত্তা তে অগ্নে ব্রহ্মাণস্তে যশসঃ সন্তু মাহন্যে। ত্বামগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে শিবো অগ্নে। সম্বরণে ভবা নঃ। সপত্নহা নো অভিমাতিজিচ্চ স্বে গয়ে জাগৃহ্যপ্রযুচ্ছন্। ইহৈবাগ্নে অধি ধারয়া রয়িং মা ত্বা নি ক্রন্ পূর্বচিতো নিকারিণঃ। ক্ষত্রমগ্নে সুযমমস্তু তুভ্যমুপসত্তা বর্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ। ক্ষত্রেণাগ্নে স্বায়ুঃ সং রভস্ব মিত্রেণাগ্নে মিত্রধেয়ে যতস্ব। সজাতানাং মধ্যমস্থা এধি রাজ্ঞামগ্নে বিহব্যো দীদিহীহ। অতি নিহো অতি স্রিধোঽত্যচিত্তিমত্যরাতিমগ্নে। বিশ্বা হ্যগ্নে দুরিতা সহস্বাথাস্মভ্যং সহবীরাং রয়িং দাঃ। অনাধৃষ্যো জাতবেদা অনিষ্টৃতো বিরাডগ্নে ক্ষত্রভৃদ্দীদিহীহ। বিশ্বা আশাঃ প্রমুঞ্চন্মানুষীর্ভিয়ঃ শিবাভিরদ্য পরি পাহি নো বৃধে। বৃহস্পতে সবিতর্বোধয়ৈনং সংশিতং চিৎ সন্তরাং সং শিশাধি। বর্ধয়ৈনং মহতে সৌভগায় বিশ্ব এনমনু মদন্তু দেবাঃ। অমুত্র ভূয়াদধ যদ্যমস্য বৃহস্পতে অভিশস্তেরমুঞ্চঃ। প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মাদ্দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ। উদ্বয়ং তমসস্পরি পশ্যন্তো জ্যোতিরুত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

(এ অনুবাকে অগ্নিচয়নের অঙ্গভূত পশুর সামিধেনী মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।)

অনুবাদঃ হে অগ্নি, সংবৎসর, ঋতু, মাস, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ও তাদের সত্যবাক্যগুলি তোমার বর্ধন করুক। তাদের দ্বারা বর্ধিত হয়ে দ্যুলোকের তেজে তুমি দীপ্ত হও এবং তোমার তেজে পৃথিবীর দিক্ বিদিক্ আলোকিত কর। হে অগ্নি, তুমি নিজেও দীপ্ত হও, এ যজমানকে কর্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ কর এবং এ যজমানের মহান সৌভাগ্যের জন্য তুমি উদ্যত হও। হে অগ্নি, তোমার

পরিচারকদের হিংসা করো না। তোমার ঋত্বিক ও যজমান যশস্বী হোক এবং তোমার যারা পরিচর্যাবিমুখ, তারা যশস্বী না হোক। হে অগ্নি, এ ঋত্বিক ও যজমান তোমার আরাধনা করছে। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য শান্ত হও। তুমি শত্রুনাশক ও পাপজয়কারী হয়ে নিজগৃহে অপ্রমত্ত হয়ে থাক। হে অগ্নি, এ গৃহে ধন স্থাপন কর। আমাদের পূর্বে যারা অগ্নি চয়ন করেছে, তারা আমাদের চীয়মান অগ্নির নিরাকরণ না করুক। হে অগ্নি, ক্ষত্রিয়বল তোমাতে থাকুক, তোমার পরিচারকগণ অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে বর্ধিত হোক। হে অগ্নি, তোমার ক্ষত্রিয়বলে আমাদের আয়ুরক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হও। তোমার মিত্র আমাদের প্রতি অনুগ্রহ চিত্ত প্রকাশ করুক। প্রজাপতির মুখ থেকে উৎপন্ন বলে ব্রাহ্মণেরা তোমার সজাতি, তাদের মধ্যে তুমি সব সময় অবস্থিত হও। হে অগ্নি, তুমি এ স্থানে রাজাদের বিবিধ যজ্ঞপ্রবর্তক হয়ে দীপ্ত হও। হে অগ্নি, নিকৃষ্ট-যোনি-প্রাপক পাপ, রোগাদি, কর্মানুষ্ঠান বিষয়ক অজ্ঞান, কর্ম-বিঘ্নকারী শত্রুদের এবং আমাদের অনিষ্টকারক অন্য সব কিছু তুমি বিনাশ কর। তারপর পুত্রাদির সাথে ধন দাও। হে অগ্নি, তুমি এ কর্মে দীপ্ত হও। কেউ তোমাকে ধর্ষণ করতে পারে না, জাত সকল প্রাণীবিষয়ে তুমি অভিজ্ঞ, এর পূর্বেও কারও হিংসিত না হয়ে তুমি দীপ্ত হয়ে ক্ষত্রবল ধারণ করেছ। তোমার সে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে নির্বিঘ্নাচরণ বিষয়ে সকল তৃষ্ণা ও ব্যাধি প্রভৃতির ভয় থেকে এ কর্মে আমাদের পালন কর। বৃহস্পতি ও সবিতাতুল্য হে অগ্নি, এ যজমানকে কর্ম-বিষয়ে বুদ্ধি দাও, স্থির বুদ্ধি হলেও একে তুমি বিশেষরূপে শাসন কর। এ যজমানের সৌভাগ্য বর্ধন কর। সকল দেবগণ এ যজমানের প্রতি তুষ্ট হোক। হে বৃহস্পতি-তুল্য অগ্নি, স্বর্গে চির অবস্থানের জন্য যমের হিংসারূপ পাপ থেকে তুমি আমাদের মুক্ত করেছ জন্য আমাদের পরলোকের কোন চিন্তা নেই। হে অগ্নি, দেব-চিকিৎসক অশ্বিদ্বয় তাদের শক্তিতে অপমৃত্যু থেকে যজমানের রক্ষা করুক। অন্ধকারের বিনাশক অগ্নি ও দেবতাদের মধ্যে অবস্থিত সূর্যদেবকে দেখে আমরা জ্যোতিস্বরূপ (ব্রহ্ম) লাভ করব। ৭।১০ ॥

মন্ত্র : ঊর্ধ্বা অস্য সমিধো ভবন্ত্যূর্ধ্বা শুক্রা শোচীংষ্যগ্নেঃ। দ্যুমত্তমা সুপ্রতীকস্য সূনোঃ। তনূনপাদসুরো বিশ্ববেদা দেবো দেবেষু দেবঃ। পথ আনক্তি মধ্বা ঘৃতেন। মধ্বা যজ্ঞং নক্ষসে প্রীণানো নরাশংসো অগ্নে। সুকৃদ্দেবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ। অচ্ছায়মেতি শবসা ঘৃতেনেড়ানো বহ্নির্নমসা। অগ্নিং স্রুচো অধ্বরেষু প্রযৎসু। স যক্ষদস্য মহিমানমগ্নেঃ সঃ ঈং মন্দ্রাসু প্রয়সঃ। বসুশ্চেতিষ্ঠো বসুধাতমশ্চ। দ্বারো দেবীরন্বস্য বিশ্বে ব্রতা দদন্তে অগ্নেঃ। উরুব্যচসো ধাম্না পত্যমানাঃ। তে অস্য যোষণে দিব্যে ন যোনাবুষা-সানক্তা। ইমং যজ্ঞমবতামধ্বরং নঃ। দৈব্যা হোতারাবূর্ধ্বমধ্বরং নোঽগ্নের্জি-হ্বামভি গৃণীতম্। কৃণুতং নঃ স্বিষ্টিম্। তিস্রো দেবীর্বহিরেদং সদন্ত্বিড়া সরস্বতী ভারতী। মহী গৃণানা। তন্নস্তুরীপমদ্ভুতম্ পুরুক্ষু ত্বষ্টা সুবীরম্ রায়স্পোষং বি ষ্যতু নাভিমস্মে। বনস্পতেঽব সৃজা ররাণস্তনা দেবেষু। অগ্নির্হব্যং শমিতা সূদয়াতি। অগ্নে স্বাহা কৃণুহি জাতবেদ ইন্দ্রায় হব্যম্। বিশ্বে দেবা হবিরিদং জুষন্তাম্। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্ উতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়

হবিষা বিধেম। যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহ আহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধি সূর উদিতৌ ব্যেতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়ে যেন সুব স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। আপো হ যন্মহতীর্বিশ্বং আয়ন্দক্ষম্ দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্। ততো দেবানাং নিরবর্ত-তাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জয়নন্তীরগ্নিম্। যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে আপ্রীনামক প্রযাজ যাজ্যার কথা বলা হয়েছে। এখানে সমিৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি দ্বাদশ অগ্নির নাম পাওয়া যাচ্ছে।]

অনুবাদ: সকল প্রযাজের দেবতা অগ্নিবিশেষ। প্রথম প্রযাজ-দেবতার নাম সমিৎ অর্থাৎ যে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। অগ্নির স্বরূপবিশেষ সমিৎ নামক দেবতা আমাদের মঙ্গলের জন্য উদ্যত হোক। সুপ্রতীক (শোভন মুখ-বিশিষ্ট) পুত্রের মত হিতকারী এ অগ্নির ভাস্বর দীপ্তিমান জ্বালাগুলি উর্ধ্ব-মুখী হোক। প্রাণপ্রদ, বিশ্বের জ্ঞাতা, মানুষ ও দেবতাদের পূজ্য তনূনপাৎ (শরীর পালক) নামক অগ্নি সুমিষ্ট ঘৃতের দ্বারা স্বর্গসাধনের পথগুলি সিক্ত করুক। সকল বৈকল্যের পরিহারকারী, দ্যোতনাত্মক, কর্মের প্রেরক, পাপ-নাশক হে অগ্নি, তুমি নরাশংস (মানুষের প্রশংসনীয়) নামক, তুমি সুমিষ্ট ঘৃতের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে এ যজ্ঞ নির্বাহ কর। ঈড়ান (স্তুতিপ্রিয়) নামক অগ্নি বলের সাথে যুক্ত হয়ে এ যজ্ঞ লাভ করুক। যজ্ঞ আরম্ভ হলে স্রুকের ঘৃতের সাথে নমস্কারের দ্বারা আমরা তার পরিচর্যা করব। বর্হি নামক অগ্নি এ সামান্য অগ্নির মহিমা বিস্তার করুক। সে অগ্নি হর্ষজনক স্তুতিমন্ত্রে প্রয়াসী। এ অগ্নি প্রাণীদের নিবাসপ্রদ, অভিজ্ঞ ও যজমানের দ্রব্যাদির ধারক। বিস্তীর্ণ গতিবিশিষ্টা, তেজস্বিনী দ্বারদেবী (স্ত্রী-মূর্তিধারী অগ্নি) নামক অগ্নি প্রথমে তার ব্রত আচরণ করেছিল, তারপর সকল যজমান অগ্নির কর্মগুলি গ্রহণ করে অর্থাৎ হবি প্রদান করে। দ্যুলোকে স্থিত ভাসমান দুটি মূর্তির মত পরস্পর মিশ্রিত উষাসানক্তা (উষাকাল ও রাত্রিরূপ অগ্নির দুটি মূর্তি) নামক অগ্নি আমাদের এ যজ্ঞ হিংসারহিত (অধ্বর) করুক। হে দৈব হোতৃদ্বয় (দুজন হোতা নামক অগ্নি) অগ্নির জ্বালা লক্ষ্য করে আমাদের এ যজ্ঞের বিস্তার কর এবং তা বৈগুণ্যরহিত ও শোভন কর। মহতী, যজ্ঞের প্রখ্যাপিকা ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী তিন দেবীগণ (অগ্নির তিনটি দেবীমূর্তি) এ যজ্ঞ লাভ করুক। ত্বষ্টা (অগ্নিবিশেষ) আমাদের সেরূপ ঐশ্বর্য দিক, যা শীঘ্রপ্রাপক, গাভী অশ্বাদির বাহুল্যে আশ্চর্যরূপ, বহুজনের স্তুত, শোভনপুত্রযুক্ত, ধনের পোষক ও চক্রের নাভির মত বন্ধনের কারণস্বরূপ। হে বনস্পতি (তন্নামক অগ্নি-বিশেষ), তুমি জ্ঞানশীল হয়ে যজ্ঞে প্রদত্ত আমাদের হবি দেবতাদের কাছে স্থাপন কর। আমাদের প্রার্থিত এ অগ্নি অনিষ্ট নিবারণ করে আমাদের হবি দেবতাদের আস্বাদন করাক। হে স্বাহা (স্বাহাকার নামক কোন অগ্নি), জাতবেদা অগ্নি, ইন্দ্রের জন্য প্রদত্ত আমাদের এ হবির আস্বাদন কর। তা হলে সকল দেবতারা আমার এ হবির আস্বাদন করবে। (একাদশ প্রযাজ হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের পুরুষভেদে ব্যবস্থিত হওয়ায় দ্বাদশ সংখ্যক মন্ত্র।) হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি সকল প্রাণীর উৎপত্তির পূর্বে স্বয়ং শরীরধারী ছিলেন। তিনি

জাতমাত্র ভাবী সকল জগতের পতি। তিনি ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক ধারণ করে আছেন। সে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। যে প্রজাপতি একাই নিজ মহিমার দ্বারা শ্বাস ও নিমেষযুক্ত সকল জগতের রাজা। যিনি মনুষ্যাদি দ্বিপদ ও গবাদি চতুষ্পদ প্রাণিসকলের নিয়ামক, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। যে প্রজাপতি শরীরে জীবরূপে আত্মপ্রদ ও বলপ্রদ, মানুষ ও দেবতারা যার আদেশ বহন করে, মোক্ষ যার ছায়ার মত এবং প্রাণিগণের মরণও যার অধীন, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। হিমালয় প্রমুখ পর্বতগুলি যার মহিমা, ভূমির সাথে সমুদ্র ও এ দৃশ্যমান পূর্বাদি দিক্‌সকল যার অধীন, ধর্ম ও অধর্ম যার বাহুদ্বয়, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। যে প্রজাপতির ক্রন্দন থেকে উৎপন্ন হয়ে দ্যাবাপৃথিবী মনে মনে যার রক্ষণের আশা করে, দেবতা ও মানুষের অবস্থানের জন্য দ্যাবাপৃথিবী স্থির ও দীপ্যমান, যে প্রজাপতিকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় লাভ করে, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করব। পুণ্যরহিত প্রাণিগণের দুষ্প্রাপ্য দ্যুলোক ও পৃথিবী যিনি দৃঢ় করেছেন, যিনি পুণ্যবানদের জন্য স্বর্গসুখ নির্ধারণ করেছেন, জ্ঞানিগণের জন্য দুঃখরহিত মোক্ষ যিনি স্থির করেছেন, অন্তরিক্ষলোকে রাজসিক যক্ষ গন্ধর্বদের যিনি নির্মাতা, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। যে প্রজাপতির অনুগ্রহে মহৎ জলসকল বিশ্বের আকার প্রাপ্ত হয়েছে, যে জলসকল অগ্নিচয়নে কুশল যজমান ও চেতব্য অগ্নি উৎপন্ন করেছে, যে প্রজাপতির দ্বারা দেবতাদের প্রাণ নিষ্পন্ন হয়েছে, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। যে প্রজাপতি নিজ মহিমায় বিশ্বের আকারে পরিণত ও অগ্নির উৎপাদক জলসকলের সেরূপ সামর্থ্য দেবার জন্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন, যিনি দেবগণের অধিদেব, সে প্রজাপতির উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৮।২০ ॥

মন্ত্র ঃ আকূতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা মনো মেধামগ্নিং প্রযুজং স্বাহা চিত্তং বিজ্ঞাতমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা বাচো বিধৃতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহাঽগ্নয়ে বৈশ্বানরায় স্বাহা বিশ্বে দেবস্য নেতুর্মর্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা মা সু ভিত্থা মা সু রিষো দৃংহস্ব বীড়য়স্ব সু। অম্ব ধৃষ্ণু বীরয়স্ব অগ্নিশ্চেদং করিষ্যথঃ। দৃংহস্ব দেবি পৃথিবি স্বস্তয় আসুরী মায়া স্বধয়া কৃতাঽসি। জুষ্টং দেবানামিদমস্তু হব্যমরিষ্টা ত্বমুদিহি যজ্ঞে অস্মিন্ মিত্রৈতামুখাং তপৈষা মা ভেদি। এতাং তে পরি দদাম্যভিত্ত্যৈ। দ্রুন্নঃ সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ। সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ। পরস্যা অধি সম্বতোঽবরাং অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাং অব। পরমস্যাঃ পরাবতো রোহিদশ্ব ইহাঽগহি। পুরীষ্যঃ পুরুপ্রিয়োঽগ্নে ত্বম্ তরা মৃধঃ। সীদ ত্বং মাতুরস্যা উপস্থে বিশ্বান্যগ্নে বয়ুনানি বিদ্বান্। মৈনামর্চিষা মা তপসাঽভি শূশুচোঽন্তরস্যাং শুক্র জ্যোতির্বি ভাহি। অন্তরগ্নে রুচা ত্বমুখায়ৈ সদনে স্বে। তস্যাস্ত্বং হরসা তপঞ্জাতবেদঃ শিবো ভব। শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নেঽথো সীদ শিবস্ত্বম্। শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বাং যোনিমিহাঽসদঃ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নির উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ আমাদের সংকল্পের প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্র আহুতি

দিচ্ছি। আমাদের মন ও মেধার প্রেরক অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সেরূপ যিনি মানুষের জনক প্রজাপতি, যিনি বিশ্বের অনুগ্রাহক, সে বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। যজমান জগতের নির্বাহক যে দেবতার যাচ্ঞা করে এবং স্তুতির দ্বারা যজ্ঞের পুষ্টির জন্য বিঘ্নাত্মক যার প্রার্থনা করে, সে অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে উখা, তুমি ভিন্ন হয়েও অভিন্ন থাক। স্ফুটিত হয়ে হিংসা করো না। তুমি দৃঢ় হও ও তোমার অঙ্গুলি দৃঢ় কর। হে ধৈর্যশীল মাতৃ-সদৃশ উখা, তুমি বীরের মত আচরণ কর। অগ্নি ও তুমি মিলিত হয়ে আমাদের এ কর্ম সম্পন্ন কর। হে পৃথিবী দেবীরূপ উখা, তুমি যজমানের কল্যাণের জন্য দৃঢ় হও। তুমি আসুরী মায়ার মত কব্যপ্রদানবাচী স্বধা-শব্দের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন কর। আসুরী মায়া যেমন অচিন্ত্য বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হয়, সেরূপ তুমি স্তনম্বয়াদি রচনাযুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয়েছ। তোমা থেকে উৎপন্ন এ হব্য দেবতাদের প্রীতিকর হোক। কারো দ্বারা হিংসিত না হয়ে তুমিও এ যজ্ঞে এস। হে মিত্র, এ উখাকে তপ্ত কর। এ উখা যাতে ভেঙ্গে না যায়, এ জন্য তোমার হাতে দিচ্ছি। এ অগ্নি পুরাতন, দেবগণের আহ্বাতা, বলের পুত্র ও আশ্চর্যরূপ। বৃক্ষ হচ্ছে এ অগ্নির খাদ্য এবং তাতে ঘৃত আহুতি দেয়া হয়। হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান, তুমি এসে নিরুক্ত আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার কর এবং আমাদের বন্ধুদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি দূর দেশ থেকে আমাদের এ যজ্ঞে এস। তুমি লোহিত-বর্ণ অশ্বযুক্ত ও উখার হেতু-রূপ পাংসু-মৃত্তিকা লাভ করে থাক। যজমানের প্রিয় তুমি শত্রুদের অতিক্রম কর। হে অগ্নি, তুমি মাতৃতুল্য এ উখার ক্রোড়ে উপবেশন কর, সকল উপায় জেনে তোমার তাপে এ উখাকে অত্যন্ত তপ্ত করো না, এর ভেতর তোমার নির্মল প্রকাশে তুমি দীপ্ত হও। হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার নিজস্থান এ উখার মধ্যে তেজে তুমি দীপ্ত হও। হে অগ্নি, আমার ও সকলের জন্য শান্ত হয়ে এখানে উপবেশন কর। তারপর সকল দিক শান্ত করে তোমার নিজ স্থান এ উখাতে এসে বস। ৯।১৬॥

মন্ত্র: যদগ্নে যানি কানি চাহুতে দারূণি দধ্মসি। তদস্তু তুভ্যমিদ্ ঘৃতং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য। যদত্ত্যুপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য। রাত্রিং রাত্রিমপ্রয়াবং ভরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমস্মৈ। রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তোঽগ্নে মা তে প্রতিবেশা রিষাম। নাভা পৃথিব্যাঃ সমিধানমগ্নিং রায়স্পোষায় বৃহতে হবামহে। ইরম্মদং বৃহদুক্থং যজত্রং জেতারমগ্নিং পৃতনাসু সাসহিম্। যাঃ সেনা অভীত্বরীরাব্যাধিনীরুগণা উত। যে স্তেনা যে চ তস্করাস্তাংস্তে অগ্নেঽপি দধাম্যাস্যে। দংষ্ট্রাভ্যাং মলিম্লূঞ্জম্ভ্যৈস্তস্করাং উত। হনুভ্যাম্ স্তেনান্ ভগবস্তাংস্ত্বং খাদ সুখাদিতান্। যে জনেষু মলিম্লবঃ স্তেনাসস্তস্করা বনে। যে কক্ষেষ্বঘায়বস্তাংস্তে দধামি জম্ভয়োঃ। যো অস্মভ্যমরাতীয়াদ্যশ্চ নো দ্বেষতে জনঃ। নিন্দাদ্যো অস্মান্ দিপ্সাচ্চ সর্বং তং মস্মসা কুরু। সংশিতং মে ব্রহ্ম সংশিতম্ বীর্যং বলম্। সংশিতং ক্ষত্রং জিষ্ণু যস্যাহমস্মি পুরোহিতঃ। উদেষাং বাহূ অতিরমুদ্বর্চো উদূ বলম্। ক্ষিণোমি ব্রহ্মণাঽমিত্রানুন্নয়ামি স্বাং অহম্। দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ। বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে। বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যোঽনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি। নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবা ক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাঃ। সুপর্ণোঽসি গরু-

স্বাশ্বিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুঃ স্তোম আত্মা সাম তে তনূর্বামদেব্যং বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ছন্দাংস্যঙ্গানি ধিষ্ণিয়াঃ শফা যজূংষি নাম। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবং গচ্ছ সুবঃ পত ॥ ১০ ॥

০ [এ অনুবাকে অগ্নি ধারণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, অরণ্যে পতিত যত কাষ্ঠই তোমাকে দিই, তা তোমার ঘৃতের মত প্রিয় হোক। হে যুবতম, সে দারু তুমি ভক্ষণ কর। আমাদের আনীত কাষ্ঠের মধ্যে দাবাগ্নি যাকে ঈষৎ দগ্ধ করেছে, পিপীলিকা-সদৃশ সে কাষ্ঠকে তুমি ভক্ষণ কর। সেগুলি তোমার ঘৃতের মত প্রিয় হোক। অশ্বশালায় বদ্ধ অশ্বকে যেমন প্রতিদিন ঘাস দিতে হয়, সেরূপ আমরা প্রতিদিন তোমাকে সমিধ-রূপ অন্ন দিয়ে থাকি। অতএব হে অগ্নি, তোমার নিকটবর্তী আমরা যেন তোমার হিংসার পাত্র না হই। প্রভূত ধনের জন্য আমরা সে অগ্নির আহ্বান করছি, যে অগ্নি পৃথিবীর নাভিরূপ উখার মধ্যে দীপ্যমান, সমিধ-রূপ অন্নে হৃষ্ট, প্রশংসনীয়, যাগের কারণ-রূপ, রাক্ষসদের জয়কারী, সংগ্রামে অগ্রগামী ও আমাদের অপরাধের সহ্যকারী। যে শত্রুসেনা পীড়া দেবার জন্য সগণে আমাদের দিকে আসছে, যারা গুপ্তচোর ও প্রকট চোর, তাদের সকলকে অগ্নির মুখে নিক্ষেপ করছি। হে পূজ্য অগ্নি, মলিন চোরদের দাঁতে, তস্করদের জম্ভায় ও স্তেনদের হনুতে পীড়ন করে তুমি ভক্ষণ কর। যে চোরেরা গ্রামে, পথে অথবা বনে লোকদের প্রতি হিংসা করে, তাদের সকলকে তোমার জম্ভায় অর্পণ করছি। যে শত্রুরা আমাদের প্রাপ্য ধন দেয় না, যারা আমাদের দ্বেষ ও নিন্দা করে এবং যারা আমাদের হিংসা করতে চায়, হে অগ্নি, তুমি তাদের চূর্ণ কর। আমি আমার ব্রাহ্মণ্য তেজ, বীর্য ও বল তীক্ষ্ম করেছি, আমি যে রাজার পুরোহিত, আমার সে ক্ষাত্রিয় তেজ জয়শীল হোক। আমার ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রিয়গণের মধ্যে একের বাহু, কান্তি ও বলের দ্বারা বর্ধন করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা শত্রুদের ক্ষীণ করছি এবং নিজ জনের উৎকর্ষসাধন করছি। পরাভবহীন জীবন লাভের ইচ্ছা করে দর্শনীয়রূপ রুক্ম (স্বর্ণনির্মিত আভরণ) যেমন শোভা পায়, সেরূপ এ অগ্নি দেবগণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে অন্নরূপ হবি লাভ করে অমর হয়েছে। (এখানে অগ্নিধারণের অঙ্গ বলে রুক্মের অগ্নিত্ব আরোপিত হয়েছে।) কবি, বরেণ্য সবিতাদেব সমস্ত জগৎ আলোকিত করে, মানুষ ও পশুদের নিজ নিজ কর্মে প্রেরণ করে, দ্যুলোকের প্রকাশ করে উষার শেষে উদয় লাভ করছে। দুজন মা যেমন এক শিশুর পালন করে, তেমনি দিন ও রাত বিভিন্ন রূপ (কৃষ্ণ ও শুক্ল)-হয়েও পরস্পর একমত হয়ে শিশুরূপ অগ্নির ধারণ করছে (যজমানের দ্বারা অগ্নি-ধারণ কর্ম সম্পন্ন করছে।) এ অগ্নি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোকে প্রকাশ পাচ্ছে। দেবগণ যজ্ঞে যেমন ধনরূপ ফল দেয়, সেরূপ যজমানের প্রাণ অগ্নিকে ধারণ করছে। হে অগ্নি, তুমি পক্ষিরাজ গরুড়ের মত। ত্রিবৃৎস্তোম তোমার মস্তক-স্থানীয়, গায়ত্রী তোমার চক্ষু, পঞ্চদশ স্তোম তোমার প্রাণ, বামদেব্য সাম তোমার শরীর, বৃহৎ ও রথন্তর সাম তোমার দুটি পক্ষ ও যজ্ঞিয়াখ্য সাম তোমার পুচ্ছ-স্থানীয়। সৌমিক বেদিতে হোত্রিয়াদি তোমার খুর-স্থানীয় এবং যজুগুলি তোমার নাম ॥ ১০।১৫

মন্ত্র ঃ অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব। অগ্নির্মূর্ধা ভুবঃ। ত্বং নঃ সোম যাতে ধামানি। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। অচিত্তী যচ্চকৃমা দৈব্যে জনে দীনৈর্দক্ষৈঃ প্রভূতী

পুরুষত্বতা দেবেষু চ সবিতর্মানুষেষু চ ত্বং নো অত্র সুবতাদনাগসঃ। চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী। পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ। গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যংসৎ। পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ। শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যৎ। বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু। তেঽবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনাঽনাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ। বিষ্ণুর্যদ্ধাঽবদ্বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সাদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে। প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায় মারুতায় স্বতবসে ভরধ্বম্। যে সহাংসি সহসা সহন্তে রেজতে অগ্নে পৃথিবী মখেভ্যঃ। বিশ্বে দেবা বিশ্বে দেবাঃ। দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্। যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্। প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীভির্গীর্ভিঃ কৃণুধ্বং সদনে ঋতস্য। আ নো দ্যাবাপৃথিবী দৈব্যেন জনেন যাতং মহি বাং বরূথম্। অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্। হব্যা দেবেষু নো দধৎ। স হব্যবাডমর্ত্য উশিগ্দূতশ্চনোহিতঃ। অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি। শং নো ভবন্তু বাজেবাজে ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে বৈশ্বদেবাখ্যে বিহিত হবির যাজ্যানুবাক্যা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে অগ্নি, তুমি যে হিংসারহিত যজ্ঞ (অধ্বর) ব্যেপে থাক, তা দেবতার কাছে যায়। হে সোম, যজমানের জন্য তোমার যে সুখকর রক্ষণ আছে, তা দিয়ে আমাদের রক্ষক হও। অগ্নি যজ্ঞের মস্তকসদৃশ শ্রেষ্ঠ। হে সোম, তোমার যে সুখকর স্থান আছে, তা আমাদের হোক। যে সবিতাদেব আমাদের বুদ্ধির প্রেরক, সে সবিতা দেবের বরণীয় তেজের আমরা ধ্যান করি। দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করে বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতা ও মানুষের প্রতি যে পাপ আমরা করেছি, হে সবিতা দেব, যাতে আমরা পাপরহিত হই, সেভাবে আমাদের প্রেরণ কর। প্রিয়বাক্যের প্রেরয়িত্রী সরস্বতী সুমতি-সম্পন্ন আমাদের কৃত্য জেনে এ যজ্ঞ ধারণ করেছেন। সরস্বতী আমাদের এ কর্মে অপ্রমত্ত বুদ্ধি দিন। পালক ও বীরদের উৎপাদিকা, কমনীয়া, বিচিত্র জীবনযুক্তা, বীরদের পালিকা ও ছন্দোযুক্তা সরস্বতী প্রীত হয়ে স্তুতিকারী যজমানকে পরাভবহীন অবিচ্ছিন্ন সুখ দিন। এ পূষাদেব আমাদের গাভী রক্ষার জন্য পৃষ্ঠভাগে গমন করুক, আমাদের অশ্বের রক্ষা করুক ও আমাদের অন্ন সম্পন্ন করুক। হে পূষা, তোমার শুদ্ধস্বরূপ অনেক প্রকার—উদয়কালে রক্তবর্ণ, মধ্যাহ্নে শ্বেতবর্ণ। তোমার পূজনও অন্য—প্রাতঃকালে 'মিত্রস্য চর্ষণীধৃত' এবং মধ্যাহ্নে 'ত্বা সত্যেন' ইত্যাদি মন্ত্রে তোমার পূজা হয়। তোমার নিষ্পন্ন দিন ও রাত নানারূপ—দিনে প্রকাশযুক্ত এবং রাতে অন্ধকারযুক্ত। তুমি বিচিত্ররূপ হয়েও আকাশের মত, আকাশ যেমন একরূপ, তুমিও সেরূপ একরূপ। হে স্বধাদি অন্নযুক্ত, তুমি অপরের চিত্তবৃত্তি রক্ষা কর। হে পূষা, তোমার ফলপ্রদান সমীচীন হোক। স্বাধীন বলযুক্ত মরুদ্গণ নিজমহিমায় বর্ধিত হয়ে স্বর্গে গিয়ে যজমানের জন্য স্থান করে দেয়। কামবর্ষক, প্রীতিদায়ক, বিষ্ণুর পালিত বর্হিতে সন্ধ্যাকালে বৃক্ষে অবস্থিত পক্ষীর ন্যায় মরুদ্গণ অবস্থান করছে। হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, হবি দেবার জন্য বিবিধ অর্চনাযুক্ত, শীঘ্রগামী, স্বাধীনবল, শত্রুর দ্বারা অপরাজিত মরুদ্গণের উদ্দেশে পূজা কর। হে অগ্নি, তুমি দেখ—এ মারুতযজ্ঞ কেমন করে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে তা ভেবে পৃথিবী কাঁপছে। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা শোন। দ্যুলোক ও ভূলোকের দেবতা আমাদের যজ্ঞসাধক; দ্যুলোক-স্পর্শী এ যজ্ঞ

দেবতাদের অর্পণ করুক। প্রথমোৎপন্ন দ্যুলোক পিতার মত এবং ভূলোক মাতার মত। হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, এ যজ্ঞ-স্থলে নূতন মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা সে দ্যাবাপৃথিবীর স্তুতি কর। হে দ্যাবাপৃথিবী, দেবতার সাথে আমাদের কাছে এস, তোমাদের সম্বন্ধীয় এ যজ্ঞগৃহ পূজ্য হবে। হে যজমান, তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করে অমর স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে স্তুতির দ্বারা তুষ্ট করে জানিয়ে দাও—আমাদের হব্য দেবতাদের কাছে স্থাপন করুক। সে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি করুণাযুক্ত চিত্তে এখানে আসুক। সে অগ্নি হব্যবহনকারী, মরণরহিত, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের কামনাকারী, দেবতাদের দূত এবং মানুষ যজমানদের অভীষ্টপূরক। প্রতি যজ্ঞে তোমরা সকলে আমাদের মঙ্গলকর হও। ১১।২২ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহা গায়ত্রং ছন্দ আ রোহ পৃথিবীমনু বি ক্রমস্ব নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিশস্তিহা ত্রৈষ্টুভং ছন্দ আ রোহান্তরিক্ষমনু বি ক্রমস্ব নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যরাতীয়তো হন্তা জাগতং ছন্দ আ রোহ দিবমনু ক্রমস্ব নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি শত্রূয়তো হন্তাঽনুষ্টুভং ছন্দ আ রোহ দিশোঽনু বি ক্রমস্ব নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মঃ।- অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ। অগ্নেঽভ্যাবর্তিন্নভি ন আ বর্তস্বাঽয়ুষা বর্চসা সন্যা মেধয়া প্রজয়া ধনেন। অগ্নে অঙ্গিরঃ শতং তে সন্ত্বাবৃতঃ সহস্রং ত উপাবৃতঃ। তাসাং পোষস্য পোষেণ পুনর্নো নষ্টমা কৃধি পুনর্নো রয়িমা কৃধি পুনরূর্জা নি বর্তস্ব পুনরগ্ন ইষাঽয়ুষা। পুনর্নঃ পাহি বিশ্বতঃ। সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্নিয়া বিশ্বতস্পরি। উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম। আ ত্বাঽহার্ষমন্তরভূর্ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ। বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্ত্বস্মিন্ রাষ্ট্রমধি শ্রয়। অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো অস্থান্নির্জগন্বান্ তমসো জ্যোতিষাঽগাৎ। অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ। সীদ ত্বং মাতুরস্যাঃ উপস্থে বিশ্বান্যগ্নে বয়ুনানি বিদ্বান্। মৈনামর্চিষা মা তপসাঽভি শূশুচোঽন্তরস্যাং শুক্রজ্যোতির্বি ভাহি অন্তরন্নে রুচা ত্বমুখায়ৈ সদনে স্বে। তস্যাস্ত্বং হরসা তপঞ্জাতবেদঃ শিবো ভব। শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নেঽথো সীদ শিবস্ত্বম্। শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বাং যোনিমিহাঽসদঃ। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে উখাতে বহ্নি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে প্রথম পাদবিন্যাস, তুমি বিষ্ণুর পাপঘাতী ক্রম-রূপ, গায়ত্রী ছন্দ গ্রহণ করে এ পৃথিবীতে এস, যাকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে এ স্থান থেকে অপসারিত হোক। সেরূপ তুমি বিষ্ণুর মিথ্যাপবাদ-নাশক ক্রম-রূপ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে অন্তরিক্ষলোক লাভ কর, যাকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে এ স্থান থেকে চলে যাক। তুমি বিষ্ণুর অরাতি-নাশক ক্রম-রূপ, জগতী ছন্দে দ্যুলোক লাভ কর, যাকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে এ স্থান থেকে নিঃসারিত হোক। তুমি বিষ্ণুর

শত্রুনাশক ক্রম-রূপ, অনুষ্টুপ্ ছন্দে সকল দিক্ লাভ কর, যাকে আমরা বিদ্বেষ করি, সে এ প্রদেশ থেকে অপসারিত হোক। দ্যুলোকস্থ মেঘ যেমন তাপ দূর করে বৃক্ষলতাদির পুষ্পফলে সমৃদ্ধ করার জন্য গর্জন করে, সেরূপ এ অগ্নি আমাদের অনিষ্ট নিবারণের জন্য গর্জন করুক। এ অগ্নি সদ্য উৎপন্ন হয়ে দ্যাবাপৃথিবীর অন্তর প্রকাশিত করে। হে অগ্নি, আয়ু, বল, মেধা, পুত্রাদি ও ধন দেবার জন্য তুমি আমাদের কাছে এস। হে অগ্নি, তোমার শতসংখ্যক আবর্তন ও সহস্রসংখ্যক উপাবৃত্তি শক্তি হোক। স্নেহবশতঃ তুমি বারবার এস এবং তোমার পুরুষ ও দ্রব্য বারবার আসুক। তোমার পোষণের দ্বারা আমাদের নষ্ট ধন ফিরে আসুক এবং আমাদের অলব্ধ ধন দাও। হে অগ্নি, ক্ষীরাদি রসের সাথে আবার তুমি এখানে এস, অন্নের সাথে আবার এস এবং বারবার সকল অপরাধ থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, ধনের সাথে তুমি এস। সকলের পের বৃষ্টিধারা তৃণধান্য লতা ও বৃক্ষাদির উপর সেচন কর। হে বরুণ, মস্তকে স্থাপিত তোমার পাশ আকর্ষণ করে বিনাশ কর, পাদদেশে স্থাপিত তোমার পাশ টেনে নামিয়ে দাও এবং মধ্যদেশে স্থাপিত তোমার পাশ ছিন্ন কর। হে সূর্যসদৃশ বরুণ, তা হলে আমরা পাপরহিত হয়ে তোমার কর্মে অখণ্ডিতরূপে যোগ্য হবো। হে অগ্নি, তুমি আহৃত হয়েছ, উখার ভেতর স্থির হয়ে অবস্থান কর। সকল প্রজা তোমাকে চায়, তুমি যজমানকে রাষ্ট্রের আধিপত্যে স্থাপন কর। এ অগ্নি উষাকালে অগ্নি-হোত্রাদিতে উত্থিত হয়ে নিজ-তেজে অন্ধকার থেকে বাইরে আসছে। অগ্নি অন্ধকারের হিংসক রশ্মির দ্বারা শোভন শরীর বিশিষ্ট এবং জাতমাত্র নিজ-তেজে সকল স্থান পূর্ণ করেছে। হে অগ্নি, তুমি মাতৃ-সদৃশ এ উখার ক্রোড়ে উপবেশন কর। তুমি সকল উপায় জান, তোমার দীপ্তিতে এ উখাকে অধিক তাপ দিও না, এ উখার ভেতর নির্মল প্রকাশে তুমি দীপ্ত হও। হে অগ্নি, তোমার নিজ স্থান এ উখার ভেতর দীপ্ত কর। হে জাতবেদা, তোমার তেজে দীপ্ত হয়ে এ উখার সুখপ্রদ হও। হে অগ্নি, আমার জন্য শান্ত হয়ে সকলের প্রতি শান্ত হয়ে উপবেশন কর। সকল দিক শান্ত করে তোমার নিজ স্থান উখাতে এসে বস। বৈরিনাশক এ অগ্নি পবিত্র যজনদেশে যজমানকে স্থাপন করে যজ্ঞ সম্পন্ন করুক। এ অগ্নি ধূমজ্বালারূপে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থান করে, দেবতাদের আহ্বানকারী, যজ্ঞবেদিতে স্থিত, অতিথির মত যজমানের গৃহে, জঠরাগ্নিরূপে প্রতি মানুষে, শ্রোত্রিয়গৃহে যজ্ঞ, নিষ্পাদকরূপে সূর্যরূপে আকাশে, বিদ্যুৎরূপে বৃষ্টিধারায়, জ্বালারূপে ঘৃতে, যজ্ঞের জন্য জাত, পর্বতে দাবানলরূপে অবস্থান করে। ১।১৬ ॥

মন্ত্র : দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ। তৃতীয়-মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ। বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে সদ্ম বিভৃতং পুরুত্রা। বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ। সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন ঊধন্। তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমৃতস্য যোনৌ মহিষা অহিন্বন্। অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ। উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি। ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষং। বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ। বীডুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিময়জন্ত পঞ্চ। শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ। বসোঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ। যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচে-ঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে। প্র তং নয় প্রতরাং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং

যবিষ্ঠ। আ তং ভজ সৌশ্রবসেম্বগ্ন উকথউকথ আ ভজ শস্যমানে। প্রিয়ঃ সূর্যে। প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদুজ্জনিত্বৈঃ। ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্বিশ্বা বসূনি দধিরে বার্য্যাণি ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ। দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে। রুচানঃ। অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নির উপস্থাপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অগ্নি প্রথমে দ্যুলোকের উপর সূর্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে, আমাদের এ মনুষ্যলোকে বহ্নিরূপে তার দ্বিতীয় জন্ম এবং বড়বানলরূপে সমুদ্রে তৃতীয় জন্ম। যজমানের অনুগ্রাহক এ অগ্নির পুরোডাশাদির দ্বারা দীপ্ত করে জরা পর্যন্ত পরিচর্যা করা হয়। হে অগ্নি, তোমার তিনটি রূপ (আদিত্য, অগ্নি ও বড়বানল) আমরা জানতে ইচ্ছা করি। তোমার নানা স্থানে (গার্হপত্য, আহবনীয়, অন্বাহার্য, পচন, আগ্নীধ্র, শামিত্র প্রভৃতি) অবস্থান আমরা জানতে চাই। তোমার যে গোপনীয় উৎকৃষ্ট নাম আছে, তা জানতে চাই এবং বৈদ্যুৎরূপে আগত তোমার উৎসও জানতে চাই। হে অগ্নি, কর্মানুষ্ঠান-পর ঋত্বিকদের মনের অনুসন্ধানকারী, বেদপারঙ্গম মানুষের মধ্যে মন্ত্রাদির শব্দ উচ্চারণকারী আমি (যজমান) তোমাকে দীপ্ত করছি। তুমি বড়বানলরূপে সমুদ্রে, বিদ্যুৎরূপে বৃষ্টিধারার মধ্যে ও দ্যুলোকের ঊর্ধ-স্থানীয় তেজোমণ্ডলে (সূর্যমণ্ডলে) অবস্থিত। মহান যজমানেরা যজ্ঞের বেদিতে তোমাকে তুষ্ট করে। বৃক্ষলতাদির শুষ্ক হবার ভয় দূর করে দ্যুলোকস্থ মেঘ যেমন গর্জন করে, তেমনি আমাদের অনিষ্ট নিবারণের জন্য এ অগ্নি গর্জন করুক। এ অগ্নি সদ্যজাত হয়ে দ্যাবাপৃথিবী নিজ তেজে আলোকিত করছে। আমাদের অনুগ্রাহক, শোধক, যাগরহিতদের অপ্রিয়, সেবকের অভিপ্রায়জ্ঞ, অমর অগ্নি মনুষ্যলোকে নিহিত হয়েছে। এ অগ্নি উর্ধ্বে ধূম বিস্তার করে নির্মল প্রভায় দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেছে। জগতের জ্ঞাতা, ভুবনের গর্ভরূপ অগ্নি জাতমাত্র নিজতেজে দ্যাব্যাপৃথিবী পূর্ণ করছে। যজমানের সাথে পঞ্চ ঋত্বিক যখন অগ্নির যাগ করে, তখন এ অগ্নি আহুতিরূপে আদিত্যলোকে যাবার জন্য পর্বতসমান মেঘমণ্ডল ভেদ করে। গবাদি সম্পদের উৎকর্ষসাধক, ধনের ধারক, মনীষীদের স্বর্গাদিপ্রাপক, সোমযাগের রক্ষক, নিবাসের হেতু, বলের পুত্র, বৃষ্টিরূপ জলে বিদ্যুৎরূপে দীপ্যমান অগ্নি প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রীদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে শোভা পাচ্ছে। হে কল্যাণদীপ্ত অগ্নিদেব, তোমার জন্য আজ যজমান ঘৃতযুক্ত পুরোডাশ তৈরী করছে। হে যুবতম অগ্নি, দেবভক্ত সে যজমানের প্রতি প্রকৃষ্ট নিবাসের কারণরূপ অভিমত ধন প্রেরণ কর। হে অগ্নি, শোভন কর্মে ও উকথ-শস্ত্রে এ দেবভক্ত যজমানকে প্রেরণ কর। এ যজমান সূর্য ও অগ্নির প্রিয় হোক এবং জাত পুত্র ও জনিষ্যমাণ পৌত্রাদির দ্বারা এ যজমান বৃদ্ধি লাভ করুক। হে অগ্নি, সকল যজমান প্রতিদিন তোমার অনুগমন করে বরণীয় প্রভূত ধন লাভ করে। তোমার সাথে অবস্থিত যজমানেরা অধিক ধন আকাঙ্ক্ষা করে বহু গাভীযুক্ত গোষ্ঠ অবলম্বন করেছে। অন্যের অতিরস্কৃত আয়ু দেবার জন্য দর্শনীয় স্বর্ণসদৃশ অগ্নি মহান দীপ্তিতে শোভা পাচ্ছে। দেবতার দ্বারা উৎপন্ন হয়ে এ অগ্নি অমর হয়েছে। ২।১১ ॥

মন্ত্র ঃ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে। উদু ত্বা বিশ্বে দেবা অগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিঃ। স নো ভব শিবতমঃ সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ। প্রেদগ্নে জ্যোতি-

আন্যাহি শিবেভিরর্চিভিস্তম্। বৃহদ্ভির্ভানুভির্ভাসন্মা হিংসীস্তনুবা প্রজাঃ ৮ সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আ অস্মিন্‌হব্যা জুহোতেন। প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎসূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ। অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দীদায় দৈব্যো অতিথিঃ শিবো নঃ। আপো দেবীঃ প্রতি গৃহ্নীত ভস্মৈতৎ স্যোনে কৃণুধ্বং সুরভাবু লোকে। তস্মৈ নমন্তাং জনয়ঃ সুপত্নীর্মাতেব পুত্রং বিভৃতা স্বেনম্। অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সজ্জায়সে পুনঃ। গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্। গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি। প্রসদ্য ভস্মনা যোনিমপশ্চ পৃথিবীমগ্নে। সংসৃজ্য মাতৃভিস্ত্বং জ্যোতিষ্মান্ পুনরাসদঃ। পুনরাসদ্য সদনমপশ্চ পৃথিবী-মগ্নে। শেষে মাতুর্যথোপস্থেঽন্তরস্যাং শিবতমঃ। পুনরূর্জা নি বর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহি বিশ্বতঃ। সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপ্স্নিয়া বিশ্বতস্পরি। পুনস্ত্বাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সমিন্ধতাং পুনর্ব্রহ্মাণো বসুনীথ যজ্ঞৈঃ। ঘৃতেন ত্বং তনুবো বর্ধয় সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। বোধা নো অস্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠস্য প্রভৃতস্য স্বধাবঃ। পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি বন্দারুস্তে তনুবং বন্দে অগ্নে। স বোধি সূরির্মঘবা বসুদাবা বসুপতিঃ যুয়োধ্যস্মদ্দ্বেষাংসি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে চয়নদেশে বহ্নির আনয়ন বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অন্নপতি অগ্নি, রোগরহিত বলকারক অন্ন আমাদের দাও। হবি-দাতা যজমানকে পাপ থেকে মুক্ত কর। আমাদের মানুষ ও পশুদের বল দাও। হে অগ্নি, সকল প্রাণরূপ দেবগণ কুশল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তোমাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করুক। তুমি আমাদের কাছে শান্ত, সুমুখ ও বিভাবসুরূপ হও। হে অগ্নি, তোমার শান্ত জ্বালার সাথে প্রকাশিত হয়ে আজ তুমি দেবযজন প্রদেশে যাও। উজ্জ্বল রশ্মিতে প্রকাশিত হয়ে তোমার দাহক শরীরের দ্বারা প্রজাদের হিংসা করো না। হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, ঘৃতসিক্ত সমিধের দ্বারা এ অগ্নির পরিচর্যা কর। ঘৃতের দ্বারা অতিথির মত এ অগ্নি দীপ্ত কর, এ অগ্নিতে হবির যাগ কর। এ অগ্নি হবির পোষক যজমানের আহ্বান শুনুক। এ অগ্নি সূর্যের মত ভাসমান হয়ে দীপ্ত হচ্ছে। যে অগ্নি সংগ্রামে জয়লাভ করে, সে অগ্নি অতিথির মত আমাদের কাছে আসুক। সে অগ্নি দেবতাদের হিতকারী ও পরম মঙ্গলরূপ। হে জলদেবীগণ, অগ্নির উপর সঞ্চিত ভস্ম গ্রহণ কর এবং তা সুখকর সুগন্ধযুক্ত স্থানে স্থাপন কর। বরুণের পত্নী ও অগ্নির জননী তোমরা, সাবধানে এ অগ্নির পালন কর। হে অগ্নি, মায়ের মত এ অগ্নিকে পোষণ কর ৮ হে অগ্নি, তোমার ভস্মরূপ বল জলে আছে, জঠরাগ্নিরূপে ব্রীহি যবাদি ওষধিতে তুমি আছ এবং অরণ্যগর্ভ থেকে আবার উৎপন্ন হবে। ভেষজ-রূপ ওষধি থেকে উৎপন্ন বলে তুমি ওষধির গর্ভরূপ ও অরণী-জাত বলে তুমি বনস্পতির গর্ভ-রূপ। হে অগ্নি, জঠরাগ্নিরূপে সমস্ত প্রাণীর এবং বড়বা ও বিদ্যুৎরূপে তুমি জলের গর্ভরূপ। হে অগ্নি, ভস্মের সাথে তোমার কারণরূপ পৃথিবী ও জলের সাথে মিলিত হয়ে জ্যোতিষ্মান হও এবং পরে তোমার নিজ স্থান উখাতে উপবেশন কর। হে অগ্নি, শিশু যেমন মায়ের ক্রোড়ে সুখে শুয়ে থাকে, সেরূপ তুমি তোমার কারণরূপ জল ও পৃথিবী লাভ করে উখার মধ্যে শান্ত হয়ে শুয়ে আছ। হে অগ্নি, ক্ষীরাদি রসের সাথে আবার এস, আয়ুর সাথে আবার এস এবং আমাদের সকল অপরাধ থেকে আবার রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি ধনের সাথে এস ও সকলের পেয় বৃষ্টিধারা সকল তৃণ শস্য লতার উপর সেচন কর। হে অগ্নি, তোমাকে

আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ আবার সন্দীপ্ত করুক। হে ধনপ্রাপক, ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের জন্য তোমাকে আবার দীপ্ত করুক। তুমি ঘৃতের দ্বারা তুষ্ট হয়ে আমাদের শরীরের বর্ধন কর, তুমি তুষ্ট হলে যজমানের কামনা সত্য হবে। হে স্বধারূপ অন্নযুক্ত যুবতম অগ্নি, তুমি অভিবৃদ্ধিহেতু সাদর সম্পাদিত আমাদের স্তুতির তাৎপর্য উপলব্ধি কর। তোমার স্তুতিকারীর মধ্যে কেউ তোমার অতি প্রশংসা ও নিন্দা করে, আর কেউ যথার্থ বলে, তুমি আমাদের অভিপ্রায় জান। স্তুতিকারী আমি হে অগ্নি, তোমার শরীরের বন্দনা করি। হে অগ্নি, তুমি আমাদের অভিপ্রায় বুঝ। তুমি বিদ্বান, অন্নযুক্ত বসুপ্রদ ও ধনপালক। তুমি শত্রুর কৃত দ্বেষ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৩।১৫ ॥

মন্ত্র : অপেত বীত বি চ সর্পতাতো যেঽত্র স্থ পুরাণা যে চ নূতনাঃ। অদাদিদং যমোঽবসানং পৃথিব্যা অক্রন্নিমং পিতরো লোকমস্মৈঃ। অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি সংজ্ঞানমসি কামধরণং ময়ি তে কামধরণং ভূয়াৎ। সং যা বঃ প্রিয়াস্তনুবঃ সং প্রিয়া হৃদয়ানি বঃ। আত্মা বো অস্তু সংপ্রিয়ঃ সংপ্রিয়াস্তনুবো মম। অয়ং সো অগ্নির্যস্মিনৎ সোমমিন্দ্রঃ সুতম্ দধে জঠরে বাবশানঃ। সহস্রিয়ং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্‌ৎসন্‌ৎ স্তূয়সে জাতবেদঃ। অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জগাস্যচ্ছা দেবাং ঊচিষে ধিষ্ণিয়া যে। যাঃ পরস্তাদ্রোচনে সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ। অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষু অপ্সু বা যজত্র। যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ। পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ প্রাবণেভিঃ সজোষসঃ। জুষন্তাং হব্যমাহুতমনমীবা ইষো মহীঃ। ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গো শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ। স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতিভূর্ত্বস্মে। অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্ অগ্ন আ রোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্। চিদসি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ পরিচিদসি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ লোকং পৃণ ছিদ্রং পৃণাথো সীদ শিবা ত্বম্। ইন্দ্রাগ্নী ত্বা বৃহস্পতিরস্মিন্যোনাবসীষদন্। তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে গার্হপত্য অগ্নিচয়নের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে যমভৃত্যগণ, এ দেবযজনস্থানে পুরাতন ও নূতন তোমরা যারা আছ, তারা এ স্থান থেকে চলে যাও। পৃথিবীর এ স্থান যম আমাদের দিয়েছে। পিতৃগণ যজমানের জন্য এ অগ্নিচয়নস্থান নির্দিষ্ট করেছে। হে সিকতাস্বরূপ, তুমি অগ্নির প্রকাশক। (বায়ুতে অগ্নি অধিক তপ্ত হয়।) অগ্নির অবস্থানের জন্য তুমি পাংসুরূপ হয়েছ। হে উষ-স্বরূপ, তুমি পশুদের জ্ঞানের কারণ। (পশুরা আঘ্রাণের দ্বারা জেনে উষর প্রদেশ লেহন করে।) তুমি যজ্ঞ-দ্বারা কামনার ধারক-রূপ, অতএব তোমার কামধারণ-সামর্থ আমাদের হোক। হে সিকতা ও উষরপ্রদেশ, তোমাদের প্রিয় তনু পরস্পর মিলিত হোক, তোমাদের প্রিয় হৃদয় পরস্পর মিলিত হোক এবং তোমাদের প্রিয় আত্মা পরস্পর মিলিত হোক, তা হলে আমার শরীরও প্রিয় হবে। হে ইষ্টকারূপ অগ্নি, তুমি দ্যুলোক থেকে জলের দিকে যাচ্ছ, দেবতাদের হবি গ্রহণ করতে বল। তুমি আহ্বান করলে দেবতারা এসে হবি গ্রহণ করবে। দীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বপ্রদেশে ও অধোভাগে যে জলদেবীগণ আছে, তারা তোমার দ্বারা আহূত হলে এখানে আসবে। হে যাগনিষ্পাদক অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্যরূপে, পৃথিবীতে বহ্নিজ্বালা-

রূপে, ওষধিতে ফল পরিপাকরূপে ; জলে বড়বানল-রূপে এবং বিদ্যুৎরূপে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে তোমার যে তেজ প্রকাশ পেয়েছে, সে সমুদ্ররূপ বিস্তীর্ণ তেজ-সকল মানুষের প্রখ্যাপক। সে তেজোরূপ ইষ্টকা আমি ধারণ করছি। ইষ্টকারূপ অগ্নি আহুত হব্য ভক্ষণ করুক। সে অগ্নি পাংসুরূপ মৃত্তিকাতে উৎপন্ন, সমান প্রীতিযুক্ত, রোগরহিত ও অভীষ্টপ্রাপক। সে ইষ্টকারূপ অগ্নিকে আমি ধারণ করছি। হে অগ্নি, যাগ করতে প্রবৃত্ত যজমানকে সকলের প্রশংসনীয় অবিচ্ছিন্ন গবাদি পশুর দাতা কর। তোমার প্রসাদে আমরা পুত্রের উৎপাদক হবো। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার সুমতি হোক। হে অগ্নি, এ ইষ্টকা তোমার যোনি-রূপ, এ থেকে উৎপন্ন হয়ে তুমি দীপ্ত হও—এ জেনে তুমি এস এবং আমাদের ধন বর্ধন কর। হে ইষ্টকা, তুমি চিদ্রূপ, অঙ্গিরা ঋষিদের মত দেবতার দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে তুমি স্থির হয়ে অবস্থান কর। তুমি পরিচিত সকলস্থানে ভোগ সম্পন্ন করে থাক। (অঙ্গিরা ঋষিদের মত ইত্যাদি পূর্ববৎ।) হে ইষ্টকা, ইষ্টকাদ্বয়ের মধ্যে ছিদ্র তুমি পূর্ণ করে শান্ত হয়ে অবস্থান কর। ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি এ স্থানে তোমাকে স্থাপন করেছিল। স্বর্গের প্রকাশক, যজমানের জন্মের কারণ, দেবতাদের প্রজারূপ গাভীসদৃশ অন্নের দোহয়িত্রী ইষ্টকা সোম পাক করছে। প্রাতঃসবনাদি তিনটি সবনে সোম পাকের কারণ এ ইষ্টকা। ৪।১৪ ॥

মন্ত্র : সমিতং সং কল্পেথাং সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। ইষমূর্জ-মভি সম্বসানৌ সং বাং মনাংসি সং ব্রতা সমু, চিত্তান্যাংকরম্। অগ্নে পুরীষ্যাধিপা ভবা ত্বং নঃ। ইষমূর্জং যজমানায় ধেহি। পুরীষ্যস্ত্বমগ্নে রয়িমান্ পুষ্টিমান্ অসি। শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্ব্বাঃ স্বাং যোনিমিহাংসদঃ। ভবতং নঃ সমনসৌ সমোকসৌ অরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ। মাতেব পুত্রং পৃথিবী পুরীষ্যমগ্নিং স্বে যোনাবভারুখা। তাং বিশ্বৈর্দেবৈর্ঋতুভিঃ সম্বিদানঃ প্রজাপতির্বিশ্বকর্ম্মা বি মুঞ্চতু। যদস্য পারে রজসঃ শুক্রং জ্যোতিরজায়ত। তন্নঃ পর্ষদতি দ্বিষোঽগ্নে বৈশ্বানর স্বাহা। নমঃ সু তে নির্ঋতে বিশ্বরূপে অয়স্ময়ং বি চৃতা বন্ধমেতম্। যমেন ত্বং যম্যা সম্বিদানোত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্। যত্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ দাম গ্রীবাস্ববিচর্ত্ত্যম্। ইদং তে তদ্বি ষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথা জীবঃ পিতুমদ্ধি প্রমুক্তঃ। যস্যাস্তে অস্যাঃ ক্রূর আসঞ্জুহোম্যেষাং বন্ধানামবসর্জনায়। ভূমিরিতি ত্বা জনা বিদুর্নির্ঋতিঃ ইতি ত্বাঽহং পরি বেদ বিশ্বতঃ। অসুন্বন্তম—যজমানমিচ্ছ স্তেনস্যেত্যাং তস্করস্যান্বেষি। অন্যমস্মদিচ্ছ সা ত ইত্যা নমো দেবী নির্ঋতে তুভ্যমস্তু। দেবীমহং নির্ঋতিং বন্দমানঃ পিতেব পুত্রং দসয়ে বচোভিঃ। বিশ্বস্য যা জায়মানস্য বেদ শিরঃ শিরঃ প্রতি সূরী বি চষ্টে। নিবেশনঃ সঙ্গমনো বসূনাং বিশ্বা রূপাঽভি চষ্টে শচীভিঃ। দেব ইব সবিতা সত্যধর্ম্মেন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে পথীনাম্। সং বরত্রা দধাতন নিরাহাবান্ কৃণোতন। সিঞ্চামহা অবটমুদ্রিণং বয়ং বিশ্বাহাঽদস্তমক্ষিতম্। নিষ্কৃতাহাবমবটং সুবরত্রং সুষেচনম্। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতম্। সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া। যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্। গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যা পক্বমাঽয়ৎ। লাঙ্গলং পবীরবং সুশেবং সুমতিৎসরু। উদিৎ কৃষতি গামবিং প্রফর্ব্যং চ পীবরীম্। প্রস্থাবদ্রথবাহনম্। শুনং নঃ ফালা বি তুদন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহান্। শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা

শুনমস্মাসু যজ্ঞম্। কামং কামদুঘে ধুক্ষ্ব মিত্রায় বরুণায় চ। ইন্দ্রায়াগ্নয়ে পূষ্ণ ওষধীভ্যঃ প্রজাভ্যঃ। ঘৃতেন সীতা মধুনা সমক্তা বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ। ঊর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানাঽস্মানৎ সীতে পয়সাঽভ্যাববৃৎস্ব ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ গার্হপত্য চিতিতে দুটি অগ্নি স্থাপন করা হয়—একটি পূর্বসিদ্ধ, অপর দ্বিতীয় সিদ্ধ। এ উভয়বিধ অগ্নির সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—হে অগ্নিদ্বয়, তোমরা দুজনে মিলিত হও। তোমরা পরস্পর প্রীতিযুক্ত, দীপ্যমান ও সমানমনস্ক হয়ে এ অন্ন ও রস সম্পন্ন কর। তোমাদের মনোগত সংকল্প, কর্ম ও কর্মবিষয়ক জ্ঞান আমি সম্পন্ন করব। হে পাংসুযুক্ত অগ্নি, তোমরা মিলিত হয়ে আমাদের পালক হও এবং যজমানের অন্ন ও রস সম্পন্ন কর। হে অগ্নিদ্বয়, তোমরা পাংসু-যোগ্য, ধনবান ও পুষ্টিমান। সকল দিক শান্ত করে তোমার নিজ স্থান এ চিতিতে অবস্থান কর। তোমরা দুজন আমাদের প্রতি সমানচিত্ত. একত্রস্থিত ও পাপারহিত হও এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞপতির হিংসা করো না। হে জাতবেদদ্বয়, আজ এ কর্মে তোমরা শান্ত হও। মা যেমন পুত্রকে পালন করে, সেরূপ পৃথিবীরূপ এ উখা নিজ গর্ভে এ পুরীষ্য অগ্নিকে ধারণ করছে। বিশ্বদেব ও ঋতুদের সাথে একমত হয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি দিকপাল থেকে সে উখাকে মুক্ত করুক। ধূমের শেষে অগ্নির নির্মল জ্যোতি বিদ্বেষকারীদের অতিক্রম করে আমাদের তুষ্ট করুক। হে বৈশ্বানর অগ্নি, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। হে দিগাভিমানী দেবতা নির্ঋতি, বিবিধরূপ-যুক্ত তোমাকে নমস্কার করছি। লৌহনির্মিত শৃংখলার মত হয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকরূপ এ পাপ বিনাশ কর। তুমি অগ্নি ও পৃথিবীর (যম ও যমী) সাথে এক মত হয়ে সকল সুখরূপ স্বর্গে স্থাপন কর। হে যজমান, তোমার গ্রীবাদেশে নির্ঋতিদেবী যে অবিনাশক দৃঢ় পাশ বন্ধন করেছে, তা আমি মুক্ত করছি। তা হলে তুমি চিরজীবী, সকল প্রতিবন্ধক রহিত হয়ে অন্ন ভক্ষণ করবে। হে নির্ঋতি, তোমার ক্রূর জিহ্বায় আহুতির মত ইষ্টকা স্থাপন করছি। তা হবে যজমানের পরলোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক পাপের বিনাশের কারণ। তোমার মুখে এ ইষ্টকা স্থাপনকে সাধারণ জনে ভূমি বলে জানে, কিন্তু শাস্ত্রাভিজ্ঞ আমি তোমাকে নির্ঋতি দেবী বলে জানি। হে নির্ঋতি, যে সোমযাগ করে না ও যে হবি-যাগ করে না, তাকে তুমি গ্রহণ কর। যারা প্রচ্ছন্ন ও প্রকট চোর, তাদের গতি অনুসরণ করে তাদের গ্রহণ কর। সোমযাগকারী ও হবি-যাগকারী আমাদের ছাড়া অন্যকে গ্রহণ কর। হে নির্ঋতি দেবী, তোমাকে নমস্কার। পিতা যেমন দুঃশীল বালককে মিষ্টবাক্যে নিজের অধীন করে, সেরূপ স্তুতিকারী আমি স্তুতিবাক্যে নির্ঋতি দেবীকে অধীন করছি। সকল চোরদের মস্তক হাত দিয়ে ধরে আমি তোমাদের অপরাধ জানি—এ কথা যে বলে, সে নির্ঋতি দেবীকে স্তুতিবাক্যে অধীন করে আমি নমস্কার করছি। এ অগ্নি যজমানদের নিবাসপ্রদ ও গবাদি পশুর প্রাপক। সূর্য যেমন সবকিছু প্রকাশ করে, সেরূপ এ অগ্নি নিজ শক্তিকে সবকিছু প্রকাশ করছে। এ অগ্নি সত্যধর্মা, পরম ঐশ্বর্যবান, সংগ্রামে শত্রুদের পুরোগামী হয়, কিন্তু অগ্নির নাম শুনে শত্রুরা পলায়ন করে। হে কৃষকগণ, চর্মময় রজ্জু স্থাপন কর ও বলীবর্দের জলপানের দ্রোণী তৈরী কর। অহিংসিত, অশোষক, পঙ্কোদ্ধারণে সমর্থ ও বহু জল যুক্ত অবটের সেচন করছি। কাষ্ঠ পাষাণ নির্মিত দ্রোণীর মাঝখানে যে ফাক থাকে, সেটা হচ্ছে অবট. সেখানে জল নিক্ষেপ করছি। সে অবটে

কোন ছিদ্র নেই, এবং তা কূপ থেকে জল তোলার জন্য চর্মময় রজ্জুর সাথে বহু পাত্রযুক্ত। কৃষকেরা লাঙ্গল ঠিক করুক ও একটি একটি করে তিন বা ছটি যুগ বিস্তার করুক। সে কৃষকেরা অনলস ও দেবতাবিশেষের কাছ থেকে সুখের ইচ্ছা করে। হে কৃষকেরা, লাঙ্গল যোজনা কর, যুগগুলির বিস্তার কর। কর্ষণ করা হলে এস্থানে বীজ বপণ কর, সে বীজ• আশীর্বাদ-রূপ মঙ্গলবাক্যের দ্বারা যুক্ত। আমাদের শস্যাদি সুফলা হোক, পক্ব ফল দা দিয়ে ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে আসুক। বজ্রের মত তীক্ষ্ন লাঙ্গল ভূমি কর্ষণ করছে, তা তীক্ষ্ন হওয়ায় ভূমি কর্ষণে কৃষকদের কোন ক্লেশ নেই। এ কৃষি কাজে অধিক ফল হলে যজমান গবাদি পশু লাভ করে। সুখে লাঙ্গলের মুখগুলি ভূমি কর্ষণ করুক। কৃষকগণ বলীবর্দ্দের পেছনে যাক। মেঘ মধুর রসযুক্ত জল বর্ষণ করুক। বায়ু ও আদিত্য আমাদের সুখ দিক। হে কামবর্ষণকারী লাঙ্গলপদ্ধতি, তোমরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা, ওষধি ও প্রজাদের ভোগ সম্পাদন কর। এ লাঙ্গলপদ্ধতি সুমিষ্ট ঘৃতের দ্বারা সিক্ত হয়েছে, বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্গণ তা অঙ্গীকার করেছে এবং তা জলের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছে। হে লাঙ্গলপদ্ধতি (সীতা), তুমি জলের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে আমাদের দিকে ফিরে এস ॥ ৫।২০

মন্ত্র ঃ যা জাতা ওষধয়ো দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা। মন্দামি বভ্রূণামহম্ শতং ধামানি সপ্ত চ। শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহং। অথা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত। পুষ্পাবতীঃ প্রসূবতীঃ। ফলিনীরফলা উত। অশ্বা ইব সজিত্বরীর্বীরুধঃ পারয়িষ্ণবঃ। ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে। রপাংসি বিঘ্নতীরিত রপঃ চাতয়মানাঃ। অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিঃ কৃতা। গোভাজ ইৎ কিলাসথ যৎ সনবথ পুরুষম্। যদহং বাজয়ন্নিমা ওষধীর্হস্ত আদধে। আত্মা যক্ষস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা। যদোষধয়ঃ সঙ্গচ্ছন্তে রাজানঃ সমিতাবিব। বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহাঽমীবচাতনঃ। নিষ্কৃতির্নাম বো মাতাঽথা যূয়ং স্থ সংকৃতীঃ। সরাঃ পতত্রিণীঃ স্থন যদাময়তি নিষ্কৃত। অন্যা বো অন্যামবত্বন্যাঽন্যস্যা উপবত। তাঃ সর্ব্বা ওষধয়ঃ সম্বিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ। উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে। ধনং সনিষ্য-ন্তীনামাত্মানং তব পুরুষ। অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠাঃ স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ। ওষধয়ঃ প্রাচুচ্যবু র্যৎ কিং চ তনুবাং রপঃ॥ যাঃ ত আতস্থুরাত্মানং যা আবিবিশুঃ পরুঃ-পরুঃ। তাস্তে যক্ষ্মং বি বাধন্তামুগ্রো মধ্যমশীরিব। সাকং যক্ষ্ম প্র পত শ্যেনেন কিকিদীবিনা। সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া। অশ্বাবতীং সোম-বতীমূর্জয়ন্তীমুদোজসম্। আ বিৎসি সর্ব্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে। যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। যাঃ ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীঃ প্রবিষ্টাঃ পৃথিবীমনু। তাসাং ত্বমস্যুত্তমা প্র ণো জীবাতবে সুব। অবপতন্তীরবদন্দিব ওষধয়ঃ পরি। যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পুরুষঃ। যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ। ইহ সঙ্গত্য তাঃ সর্ব্বা অস্মৈ সং দত্ত ভেষজম্। মা বো রিষৎ খনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ। দ্বিপচ্চতুষ্পদস্মাকং সর্ব্বমস্ত্বনাতুরম্। ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ করোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে ওষধিগুলির বপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালের উদ্দেশে পূর্বে দেবতাদের কাছ থেকে

যে ওষধিগুলি উৎপন্ন হয়েছে, পরিপাকের দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ সে শত ও সাত প্রকার (গ্রাম্য ও আরণ্য ভেদে) ধানগুলি দেখে আমি হৃষ্ট হচ্ছি। হে মাতৃ-স্থানীয় ওষধিগুলি, তোমাদের জাতিভেদে শত ক্ষেত্র ও সহস্র অংকুর আছে। (এখানে শত সহস্র শব্দগুলি অসংখ্য-বাচক) সেরূপ তোমরা এ যজমানকে ক্ষুধা, পিপাসা ও রোগরহিত কর। কোন কোন ওষধি কেবল পুষ্পবতী, কোনটা বা পুষ্প ও ফলবতী, কোনটা বা পুষ্প ছাড়া ফলবতী আবার কোনটা অফলা। লতা-রূপ ওষধিগুলি যুদ্ধে জয়শীল শীঘ্রগামী অশ্বের মত উৎপন্ন হয়েই বিস্তৃত হচ্ছে। হে মাতৃসদৃশ দেবীগণ, তোমরা ওষধি (ফল পাক পর্যন্ত অবস্থান কর) বলে তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি—বিঘ্ন ও ফলপাক দুঃখ বিনাশ করে এখানে এস। হে ওষধিদেবতা, অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমাদের অবস্থান ও পলাশ বৃক্ষে তোমাদের গৃহ। (লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের দ্বারা পূজা করে এবং পলাশ বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম করে।) মানুষদের অন্নাদির দ্বারা পোষণ করবার জন্য তোমরা স্থাবররূপে ভূমি অবলম্বন করে আছ। যেমন ব্যাধেরা শশকদের ধরবার পূর্বে শশকরা চোখ কান বুজে মাটিতে মৃতের মত পড়ে থাকে, সেরূপ অন্নাদির ইচ্ছায় যখন আমি ওষধিগুলি হাতে গ্রহণ করি, তখন ভোজনের পূর্বেই আমার ক্ষুধাদি রোগের আত্মা বিনষ্টপ্রায় হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সৈন্য জয় করার জন্য যেমন পরস্পর অনুকূল রাজারা মিলিত হয়, সেরূপ ওষধিগুলি ফল দেবার জন্য মিলিত হয়েছে। ওষধিগুলির বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষ চিকিৎসক-সদৃশ, তারা পক্ব ওষধির দ্বারা পুরোডাশ তৈরী করে রাক্ষসদের উপদ্রব-রূপ রোগ নাশ করে। হে ওষধিগুলি, ক্ষুধাদি নিবারণের জন্যই তোমাদের উৎপত্তি, অতএব তোমরা নিজকার্যে সক্ষম হও, ক্ষুধাদি রোগ বিনাশ কর। হে ওষধিগুলি, তোমরা পরস্পরকে রক্ষা করে থাক, তোমরা একমত হয়ে আমার প্রার্থনা রক্ষা কর। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠ থেকে বনে যায়, তেমন ওষধিগুলি উপভোগের জন্য বলবিশেষ ধারণ করছে। হে যজমান, ধনের মত তোমাদের শরীর দেবার জন্য ওষধিরা বল ধারণ করছে। রাতে গুপ্ত চোররা গরু চুরি করবার জন্য যেমন সাবধানে গোশালায় প্রবেশ করে, তেমনি ওষধিগুলি দেহের রোগ বিনাশ করবার জন্য উদরের মধ্যে প্রবেশ করছে। নিরপেক্ষ রাজা যেমন দুষ্টদের প্রতি উগ্র হয়ে তাদের বিনাশ করে, হে যজমান, সেরূপ ওষধিগুলি তোমার দেহে রসরূপে প্রবেশ করে তোমার রোগ বিনাশ করুক। হে রাজযক্ষ্মাদি রোগ, তুমি পিত্তজন্য, শ্লেষ্মাজন্য রোগের সাথে ও বাতরোগের সাথে বিনষ্ট হও। যার পীড়ায় আমি কষ্ট পেয়ে চিৎকার করছি, সে রোগের সাথে তুমি নষ্ট হও। যাদের দ্বারা অশ্ব লাভ করা যায়, যাদের দ্বারা সোম যাগ করা যায়। যাদের দ্বারা প্রাণ ও ওজ লাভ করা যায়, আমার অনিষ্ট বিনাশের জন্য সেরূপ ওষধিগুলি আমি লাভ করেছি। ফলযুক্ত, ফলরহিত, অপুষ্প ও পুষ্পরহিত ওষধিগুলি বৃহস্পতির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। সোমরাজের যে ওষধিগুলি এ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, হে ওষধি, তুমি তাদের মধ্যে উত্তম জীবনসদৃশ ওষধি লাভের জন্য আমাদের প্রেরণ কর। স্বর্গলোকের উপরিভাগ থেকে ওষধিগুলি ভূমিতে পড়ে বলেছিল—আমরা যে পুরুষে ব্যাপ্ত হয়ে থাকি, সে বিনষ্ট হয় না। যে ওষধি-দেবতা আমার প্রার্থনা শুনেছে, যারা দূর থেকে কিছুটা শুনেছে, সে ওষধি-দেবতারা আমার এ কর্মে মিলিত হয়ে যজমানের ক্ষুধাদি রোগের চিকিৎসা করুক। হে ওষধিসকল, চিকিৎসার জন্য যারা তোমার মূল খনন করছে, তারা বিনষ্ট না হোক, যে রুগ্ন লোকের চিকিৎসার জন্য আমি তোমার মূল খনন করছি, সে

রোগী বিনষ্ট না হোক এবং আমাদের মানুষ ও পশুরা, যারা তোমাদের অবলম্বন করে বেঁচে থাকে, তারা রোগমুক্ত হোক। ওষধিদেবীগণ তাদের স্বামী সোমরাজের সাথে আলাপ করেছিল—ব্রাহ্মণ আমাদের মূলে দিয়ে যে রোগীর চিকিৎসা করে, আমরা তাকে ব্যাধিমুক্ত করি। ৬।২০ ॥

মন্ত্র ঃ মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অভ্যাবর্ত্তস্ব পৃথিবি যজ্ঞেন পয়সা সহ। বপাং তে অগ্নিরিষিতোঽব সর্পতু। অগ্নে যত্তে শুক্রং যচ্চন্দ্রং যৎ পূতং যদ্‌যজ্ঞিয়ম্‌। তদ্দেবেভ্যো ভরামসি। ইষমূর্জ্জমহমিত আ দদ ঋতস্য ধাম্নো অমৃতস্য যোনেঃ। আ নো গোষু বিশত্বোষধীষু জহামি সেদিমনিরামমীবাম্‌। অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্ত্যর্চ্চয়ো বিভাবসো। বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্‌থ্যং দধাসি দাশুষে কবে। ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্ত্য। স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং রয়িম্‌। ঊর্জ্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্ম্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ। ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিরেতসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ। পাবকবর্চ্চাঃ শুক্রবর্চ্চা অনূনবর্চ্চা উদিয়র্ষি ভানুনা। পুত্রঃ পিতরা বিচরন্নুপাবস্যুভে পৃণক্ষি রোদসী। ঋতাবানং মহিষং বিশ্বচর্ষণিমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ। শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা। নিষ্কর্ত্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসে মহে। রাতিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুং পৃণক্ষি সানসিম্‌ রয়িম্‌। চিতঃ স্থ পরিচিত ঊর্দ্ধ্বচিতঃ শ্রয়ধ্বং তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্‌ধ্রুবাঃ সীদত। আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণিয়ম্‌। ভবা বাজস্য সঙ্গথে। সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণিয়ান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে লোষ্ট্রক্ষেপণাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে প্রজাপতি পৃথিবীর উৎপাদক, সত্যধর্মা যিনি দ্যুলোক ও আনন্দপ্রদ জল সৃষ্টি করেছেন, সে প্রজাপতি যেন আমাদের হিংসা না করেন। সে প্রজাপতির উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। হে পৃথিবি, যজ্ঞানুষ্ঠানের জলের সাথে আমাদের অভিমুখে এস। কামনাকারী অগ্নি তোমার বপাসদৃশ এ প্রদেশ লাভ করুক। হে অগ্নি, তোমার যে অঙ্গ দীপ্তিমান, যে অঙ্গ শুদ্ধ এবং যা যাগযোগ্য, লোষ্ট্ররূপ সেগুলি দেবতাদের জন্য সম্পন্ন করছি। অমৃতের কারণরূপ এ যজ্ঞস্থান থেকে অন্ন ও রসরূপ লোষ্ট্র গ্রহণ করছি। (কর্ষণের ফলে যে ঢিলগুলি পরিমিত ক্ষেত্র থেকে বাইরে পড়ে, এ মন্ত্রের দ্বারা তাদের আবার ভেতরে নিক্ষেপ করতে হবে।) হে অগ্নি, তোমার শ্রবণযোগ্য বহু ধন আছে। হে বিভাবসু, তোমার শিখাগুলি দীপ্ত পাচ্ছে, তুমি বৃহদ্ভানু ও কবি। হে অগ্নি, তুমি তোমার বলের দ্বারা হবি-দানকারী যজমানকে উক্‌থ্য-যুক্ত যাগের জন্য অন্ন দিয়ে থাক। হে অমর অগ্নি, পুরোডাশাদি হবি-প্রদ প্রাণিগণের দ্বারা দীপ্ত হয়ে আমাদের ধন বিস্তার কর। তুমি দর্শনীয় চিত্যগ্নিরূপ শরীরের মধ্যে বিরাজ করছ, আমাদের জন্য বহুদানযোগ্য ধন পূর্ণ কর। অন্নের অবিনাশক হে জাতবেদা, তুমি দীপ্ত হয়ে শোভন স্তুতির দ্বারা হৃষ্ট হও। তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে সম্বংশজাত যজমানগণ তোমার জন্য অন্নরূপ আহুতিগুলি সম্পাদন করছে। শোধক, নির্মল ও সম্পূর্ণ দীপ্তিতে তুমি উৎকর্ষ লাভ করেছ। শাস্ত্রজ্ঞ পুত্র যেমন পিতার পরিচর্যা করে, সেরূপ তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে বিচরণ করে তাদের

রক্ষা ও পূর্ণতাবিধান করছ। মানুষ ঋত্বিক্ যজমানেরা পূর্বে সুখের জন্য স্তুতি-বাক্যের দ্বারা অগ্নিকে এখানে স্থাপন করেছিল। সে অগ্নি সত্যরূপ, মহান, মানুষেরা তার পরিচর্যা করে, কাণে শুনামাত্র তা সম্পন্ন করে এবং অতিশয় কীর্তিযুক্ত। সেরূপ অগ্নিকে দেবতাদের হিতের জন্য যজমানেরা ধারণ করেছিল। হে অগ্নি, তুমি যজমানের ধন পূর্ণ কর। সে যজমান যজ্ঞের নিষ্পাদক, শ্রদ্ধালু, বহু হবি দেবার জন্য এখানে অবস্থানকারী, দাতা, তপস্বীদের মধ্যে অত্যন্ত তপোযুক্ত এবং বিদ্বানের মত কর্মের অনুষ্ঠানকারী। হে ধূলিকণা, তোমরা ভূমিতে, চারদিকে ও উর্ধ্বদিকে প্রক্ষিপ্ত হও। অঙ্গিরা ঋষিদের চয়নে যেমন স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতাদের সাথে এ চিতির সেবা করে এখানে স্থির হয়ে থাক। হে সোম, তুমি সব দিক দিয়ে বর্ধিত হও। সকল আহার থেকে তুমি রেত লাভ কর। অন্নের সাথে মিলনের তুমি কারণ হও। হে সোম, তোমার পেয় ক্ষীরাদি ও অন্নগুলি রেত সংযুক্ত হোক। তুমি পাপের তিরস্কারী, যজমানের দেবত্ব লাভের জন্য দ্যুলোকে শ্রুতিযোগ্য - উত্তম অন্ন সম্পন্ন কর। ৭।১৩ ॥

মন্ত্র : অভ্যস্থাদ্বিশাঃ পৃতনা অরাতীস্তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ। বৃহস্পতিঃ সবিতা তন্ম আহ পূষা মাহধাৎ সুকৃতস্য লোকে। যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ৎ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহু উপস্তুতং জনিম তত্তে অর্বন্। অপাং পৃষ্ঠমসি যোনিরগ্নেঃ সমুদ্রমভিতঃ পিন্বমানম্। বর্ধমানং মহঃ আ চ পুষ্করং দিবো মাত্রয়া বরিণা প্রথস্ব। ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্নিয়া উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ। তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ। নমো অস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। যেঽদো রোচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু যেষামপ্সু সদঃ কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীংরনু। যে বাঽবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে রুক্মাদির উপধান ও অশ্বের পাদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : এ অশ্ব প্রতিপক্ষ সেনাদের পা দিয়ে আক্রমণ করুক। অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি ও সবিতাদেব তা অনুমোদন করুক। পূষাদেব সুকৃতলোকে আমাকে স্থাপন করুক। হে অশ্ব, যেখান থেকে জন্মে তুমি প্রথম ক্রন্দন করেছিলে, তোমার সে জন্ম সমীচীন বলে সকলে স্তুতি করেছে। সমুদ্র থেকে অথবা পুরুষ-শক্তি-সম্পন্ন অশ্ব থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ। শ্যেনপক্ষীর পক্ষের মত, হরিণের পায়ের মত তোমার জন্ম উৎকৃষ্ট বলে লোকে স্তুতি করেছে। হে পদ্মপত্র, তুমি জলের পৃষ্ঠসদৃশ অর্থাৎ জলের উপরে তুমি আছ, তুমি অগ্নির যোনিস্থানীয়, সমুদ্রতুল্য তড়াগজলের প্রীতিকর, জলে উৎপন্ন হয়ে প্রতিদিন বৃদ্ধিকর, নির্লিপ্ত বলে তুমি পূজ্য এবং অগ্নিনিষ্পাদনের দ্বারা পুষ্টিযুক্ত। আকাশ অপেক্ষা অধিকরূপে তুমি বিস্তৃত হও। প্রথম উৎপন্ন এ রুক্ম অতি মহৎ। এখানে রুক্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে সূর্যের কথা বলা হচ্ছে—পূর্ব দিকে এ কমনীয় সূর্য তার শোভন রশ্মিসকল বিস্তার করছে, পৃথিবীতে রুক্মরূপে অবস্থান করছে এবং পৃথিবীর ঘটপটাদি মনুষ্য সব কিছু প্রকাশ করছে। সূর্যের মত এ রুক্মও প্রকাশ পাচ্ছে। হিরণ্য-

গর্ভ প্রজাপতি প্রাণিগণের উৎপত্তির পূর্বে শরীরধারী ছিলেন। তিনি জাতমাত্র সকল জগতের অধিপতি ছিলেন। তিনি ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক ধারণ করেছেন। সে প্রজাপতির হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। সে হিরণ্ময় পুরুষের অবয়বলেশ এ পৃথিবীতে পতিত হয়েছে, তা আহূত হয়ে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ভূলোকে সঞ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে যে সর্পগণ আছে, সে সর্পদের উদ্দেশে নমস্কার, যক্ষ গন্ধর্বাদি অন্তরিক্ষলোকে যে সর্পগণ আছে এবং দ্যুলোকে রাহু প্রভৃতি যে সর্পগণ আছে, তাদের উদ্দেশে নমস্কার। সে সর্প-জাতি রাক্ষসদের বাণরূপে বর্তমান, যারা চন্দনাদি বৃক্ষ বেষ্টন করে আছে, যারা গর্তে শয়ন করে আছে, সে সর্পদের উদ্দেশে নমস্কার। ৮।৯ ॥

মন্ত্র ঃ ধ্রুবাঽসি ধরুণাঽস্তৃতা বিশ্বকর্ম্মণা সুকৃতা। মা ত্বা সমুদ্র উদ্বধীন্মা সুপর্ণো ব্যথমানা পৃথিবীং দৃংহ। প্রজাপতিস্ত্বা সাদয়তু পৃথিব্যাঃ পৃষ্ঠে ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীং প্রথোঽসি পৃথিব্যসি ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসী-র্বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায়াগ্নিস্ত্বাঽভি পাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদ। কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্র তনু সহস্রেণ শতেন চ। যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি। তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্। আষাঢ়াঽসি সহমানা সহস্বারাতীঃ সহস্বারাতীয়তঃ সহস্ব পৃতনাঃ সহস্ব পৃতন্যতঃ। সহস্রবীর্য্যা অসি সা মা জিন্ব। মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী-র্গাবো ভবন্তু নঃ। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ধ্রুবাঽসি পৃথিবি সহস্ব পৃতন্যতঃ। স্যূতা দেবেভির-মৃতেনাঽগাঃ। যাস্তে অগ্নে সূর্য্যে রুচ উদ্যতো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি। যা বো দেবাঃ সূর্য্যে রুচো গোষ্বশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্ব্বাভী রুচং নো ধত্ত বৃহস্পতে। বিরাট্ জ্যোতিরধারয়ৎ সম্রাড্জ্যোতিরধারয়ৎ স্বরাড্জ্যোতিরধারয়ৎ। অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ। যুক্ষ্বা হি দেবহূতমান্ অশ্বানং অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্ব্যঃ সদঃ। দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিম্ চ যোনিমনু যশ্চ পূর্ব্বঃ। তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ। অভূদিদং বিশ্বস্য ভুবনস্য বাজিনমগ্নের্বৈশ্বানরস্য চ। অগ্নি-র্জ্জ্যোতিষা জ্যোতিষ্মান্ রুক্মো বর্চ্চসা বর্চ্চস্বান্। ঋচে ত্বা রুচে ত্বা সমিৎ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনাঃ। অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ। ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি। হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্য আসাম্। তস্মিন্ৎ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাঽসতে হরয় সপ্ত তীরে স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে স্বয়ং আতৃণ্ণাদি ইষ্টকোপধানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে স্বয়মাতৃণ্ণে, তুমি স্থির, ভূমিরূপে বিশ্বের ধারক, অন্যের দ্বারা অহিংসিত এবং জগৎকর্তা বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত হয়েছ। সমুদ্র তোমাকে নিজ উদরে নিমজ্জিত না করুক এবং সুপর্ণ তোমাকে বিনাশ না

করুক। তুমি ব্যথা ও ভয়রহিত হয়ে এ পৃথিবী দৃঢ় কর। প্রজাপতি তোমাকে এ পৃথিবীর উপর স্থাপন করুক। তুমি বিস্তারযুক্ত, স্থূল এবং এ চিতির বিস্তাররূপ। পৃথিবীতে উৎপন্ন বলে তুমি পৃথিবীরূপা, সুখসম্পাদিকা, পৃথিবীর অভিমানী ভূমি দেবতা এবং অখণ্ডনীয়া। তুমি বিশ্বের পোষক ও সকল লোকের ধারক। তুমি পৃথিবীকে স্থির কর, তাকে দৃঢ় কর এবং পৃথিবীর হিংসা করো না। সকল প্রাণীর প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান বায়ুর বৃত্তিলাভের জন্য, নিজ নিজ গৃহে স্থিতিলাভের জন্য ও শাস্ত্রীয় আচরণ লাভের জন্য অগ্নি তার মহৎ যোগক্ষেম সম্পত্তি ও সুখকর দীপ্তির দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুক। অঙ্গিরা ঋষিগণের চয়ন অনুষ্ঠানে তুমি যেরূপ স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে তুমি স্থির হয়ে এখানে উপবেশন কর। হে দূর্বা, তুমি তোমার প্রতিকাণ্ড ও পর্ব থেকে যেমন উৎপন্ন হও, সেরূপ আমাদের জন্য শত সহস্র সংখ্যায় তোমার স্বরূপ বিস্তার কর। হে দূর্বা, তুমি শতসংখ্যায় বিস্তার লাভ কর এবং সহস্র সংখ্যায় নানারূপে উৎপন্ন হয়ে থাক। হে ইষ্টকাদেবী, হবির দ্বারা তোমার আমরা পরিচর্যা করছি। হে ইষ্টকা, তুমি অষাঢ়া। উখা-নির্মাণ কালে যে ইষ্টকা নির্মিত হয়, তাকে অষাঢ়া বলে। অপরের দ্বারা অনভিভূত হয়ে তুমি বিরোধীদের পরাভব কর। যারা আমাদের প্রাপ্য বস্তু দেয় না, সে শত্রুদের পরাভব কর, আমাদের ভাবী শত্রুদেরও পরাভব কর। শত্রুসেনার পরাভব কর, সেনা ইচ্ছা করছে যে শত্রুরা, তাদেরও পরাভব কর। তুমি সহস্রবীর্য্য, সেরূপে আমার তুষ্টি বিধান কর। যজ্ঞ করবার ইচ্ছুক যজমানের জন্য বায়ুগণ মধু ক্ষরণ করছে, সমুদ্র মধু বর্ষণ করছে; ওষধিগুলি আমাদের জন্য মধুর রসযুক্ত হোক। রাত ও সকাল আমাদের মধুময় হোক, পার্থিব রজ মধুযুক্ত হোক, আমাদের পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক মধুযুক্ত হোক। বনস্পতি আমাদের জন্য মাধুর্য রসযুক্ত হোক, সূর্য সন্তাপ-রহিত হয়ে মধুমান হোক এবং গাভীগণ আমাদের জন্য মধুর ক্ষীরযুক্ত হোক। এ দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এ যজ্ঞ ফলবৃষ্টির দ্বারা সিক্ত করুক এবং পোষণ শক্তির দ্বারা আমাদের পূর্ণ করুক। নিরাবরণ আকাশে চক্ষুর মত ব্যাপ্ত বিষ্ণুর পরম স্থান বেদজ্ঞ বিদ্বানগণ সবসময় দেখে থাকে। হে পৃথিবীর কার্যরূপ উখা, তুমি স্থির, সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক শত্রুদের অভিভূত কর। দেবতাদের সাথে অমৃততুল্য ঘৃতে পূর্ণ হয়ে তুমি এস। হে অগ্নি, সূর্য-মণ্ডলে উদিত হয়ে যে রশ্মির দ্বারা দ্যুলোক আচ্ছন্ন করেছ, সে সকল দীপ্তির দ্বারা যজমানের প্রকাশ কর। হে দেবগণ, সূর্যমণ্ডলে তোমাদের যে দীপ্তি আছে, গাভীতে ও অশ্বে যে দীপ্তি আছে, হে ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতি, তোমরা তিনজন তা দিয়ে আমাদের প্রকাশ কর। বিরাট্, সম্রাট্ ও স্বরাট্ নামক ইষ্টকাগণ আমাদের জন্য জ্যোতি ধারণ করেছিল। হে অগ্নিদেব, তোমার যে দমনীয়, শীঘ্রগামী, শোভন বহনকারী অশ্বগণ আছে, সে অশ্বদের যুক্ত কর। হে অগ্নি, রথস্বামী যেমন অশ্বযোজনা করে, সেরূপ দেবতাদের আহ্বান-কারী অশ্বদের যুক্ত কর। তুমি পূর্বতন হোতা, এ যজ্ঞস্থলে উপবেশন কর। দ্রব্যান্তরের সংঘটনে যে হিরণ্যখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়েছে, তা আহূত হয়ে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ভূলোকে সঞ্চারিত হচ্ছে। সে তিন স্থানে সঞ্চরমাণ হিরণ্যের আমি মনে মনে আহুতি দিচ্ছি। যে স্থানে পতিত হয়েছে, তা বাদ দিয়ে হোমযোগ্য যে সাতদিক আছে, সেখানে অনুক্রমে যাগ করছি, যাতে এ হিরণ্যখণ্ড আহূত হয়ে আদিত্যাদি তিন স্থানে সঞ্চারিত হয়, তা

ভাবনা করছি। এ হিরণ্য বিশ্বের প্রাণিসকলের অন্নরূপ এবং সকলের হিতকারী অগ্নিরও অন্নরূপ। এ অগ্নি হিরণ্যের জ্যোতিতে নিজেও জ্যোতিষ্মান। রোচমান অগ্নি হিরণ্যের কান্তিতে নিজেও কান্তিমান। (এখানে বাহ্য প্রভাকে জ্যোতি এবং শরীরের কান্তিকে বর্চ বলা হয়েছে।) হে হিরণ্যখণ্ড, এ স্তোত্ররূপ ঋকের জন্য দক্ষিণ অক্ষিগোলকে এবং দীপ্তি লাভের জন্য বাম অক্ষিগোলকে স্থাপন করছি। নদীর প্রবাহের ন্যায় পানযোগ্য দধি মধুর অবয়বগুলি প্রবাহিত হচ্ছে। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়—পুণ্ডরীকবর্তী অন্তঃ-করণের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে দধি মধুর অবয়বগুলি ঘৃতের ধারারূপে সম্পন্ন হচ্ছে, সে ধারাগুলি আমি অনুভব করছি। জলপ্রবাহের মধ্যে বেতসবৃক্ষের মত এ ঘৃতধারার মধ্যে সুবর্ণময় তেজোরূপ পুরুষের মস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। বেতসস্থানীয় সে পুরুষের মস্তকে কোন মধুকর আছে। সে শোভন পক্ষ-বিশিষ্ট ও মধুকরের স্থানযুক্ত (কুলায়ী)। সে দেবতাদের জন্য মধু সংগ্রহ করছে। সে পুরুষ মস্তকের নিকট মধু আহরণশীল সাতজন মধুকর আছে। তারা স্বধাকাররূপ ভোজ্য বস্তুতে মধু ক্ষরণ করছে ॥ ৯।২৫

মন্ত্র: আদিত্যং গর্ভং পয়সা সমঙ্গ্‌ধি সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্। পরিবৃঙ্‌গ্ধি হরসা মাঽভি মৃক্ষঃ শতায়ুষং কৃণুহি চীয়মানঃ। ইমম্ মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশূনাং সহস্রাক্ষ মেধ আ চীয়মানঃ। ময়ুমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তনুবো নিষীদ। বাতস্য ধ্রাজিং বরুণস্য নাভিমশ্বং জজ্ঞানং সরিরস্য মধ্যে। শিশুং নদীনাং হরিমদ্রিবুধ্নমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। ইমং মা হিংসীরেকশফং পশূনাং কনিক্রদং বাজিনং বাজিনেষু। গৌরারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তনুবো নি ষীদ। অজস্রমিন্দুমরুষং ভুরণ্যুমগ্নিমীড়ে পূর্বচিত্তৌ নমোভিঃ। স পর্বভির্ঋতুশঃ কল্পমানো গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্। ইমম্ সমুদ্রং শতধারমুৎসং ব্যচ্যমানং ভুবনস্য মধ্যে। ঘৃতং দুহানা-মদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। গবয়মারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তনুবো নি ষীদ। বরূত্রিং ত্বষ্টুর্বরুণস্য নাভিমবিং জজ্ঞানাং রজসঃ পরস্মাৎ। মহীং সাহস্রীমসুরস্য মায়ামগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। ইমামূর্ণায়ুং বরুণস্য মায়াং ত্বচং পশূনাং দ্বিপাদং চতুষ্পাদাম্। ত্বষ্টুঃ প্রজানাং প্রথমং জনিত্রমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্। উষ্ট্রমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তনুবো নি ষীদ যে অগ্নিরগ্নেরস্তপসোঽধি জাতঃ শোচাৎ পৃথিব্যা উত বা দিবস্পরি। যেন প্রজা বিশ্বকর্মা ব্যানট্ তমগ্নে হেড়ঃ পরি তে বৃণক্তু। অজা হ্যগ্নেরজনিষ্ট গর্ভাৎ সা বা অপশ্যজ্জনিতারমগ্রে। তয়া রোহমায়ন্নুপ মেধ্যাস। তয়া দেবা দেবতামগ্র আয়ন্। শরভমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তনুবো নি ষীদ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে পশুশীর্ষের উপধান বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে অগ্নি, তুমি চীয়মান হয়ে অদিতির কার্যরূপ গর্ভসদৃশ এ পুরুষশীর্ষকে পরিত্যাগ কর, একে তোমার জ্বালার দ্বারা স্পর্শ করো না। তোমার জ্বালার সবকিছু দগ্ধ করলেও এ পুরুষশীর্ষকে দগ্ধ করো না। এর দ্বারা তুমি যজমানকে শতায়ু কর। এ গর্ভ সহস্র পশুসদৃশ। হে সহস্র জ্বালারূপ চক্ষুবিশিষ্ট যজ্ঞনিষ্পাদক অগ্নি, তুমি চীয়মান হয়ে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুর মধ্যে এ পুরুষশীর্ষকে দাহের দ্বারা হিংসা করো না। তোমার খাবার প্রয়োজন বলে রুরুমৃগ তোমাকে দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনুর

পুষ্টি করে এখানে উপবেশন কর। হে অগ্নি, তোমার জ্বালার দ্বারা এ অশ্বের হিংসা করো না। অশ্বের সহস্র রোগ থাকে, তা থেকে একে এমন ভাবে রক্ষা কর যাতে কোন উপদ্রব না হয়, পরম ব্যোমে এ অশ্বকে স্থাপন কর। এ অশ্ব বায়ুর মত শীঘ্রগামী, বরুণের নাভি-সদৃশ, সমুদ্রজলে বড়বারূপে উৎপন্ন, নদীদের শিশুরূপ ও আরূঢ় পুরুষের বাহক। এর খুরের দ্বারা ক্ষুদ্র পাষাণ চূর্ণ হয় বলে, তা দেখে জানা যায় সে পথে এ অশ্ব গিয়েছে। হে অগ্নি, চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে এক খুর বিশিষ্ট এ অশ্বকে হিংসা করো না। এ হ্রেষা শব্দ করতে করতে ক্রন্দন করছে এবং শীঘ্র গতিশীল প্রাণীর মধ্যে অতিশীঘ্র এর গতি। তোমার খাবার ইচ্ছা হলে তোমাকে সিংহ দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনুর পুষ্টিসাধন করে এখানে উপবেশন কর। পূর্বতন মহর্ষিদের ধ্যেয় এ অগ্নিকে নমস্কারের দ্বারা আমি স্তুতি করছি। এ অগ্নি নিরন্তর ঐশ্বর্যযুক্ত ও শত্রুগণ যাতে মর্মচ্ছেদ না করে সেভাবে যজমানের পালক। এ অগ্নি আদিত্য-রূপে অমাবস্যাদি প্রতি পর্বে কর্ম সম্পাদন করে। হে অগ্নি, অখণ্ডনীয়, বিশেষ রূপে শোভমান এ ঋষভশ্রেষ্ঠ গরুকে তুমি হিংসা করো না। হে অগ্নি, যজমানের জন্য এ ঋষভশ্রেষ্ঠের তুমি হিংসা করো না, বিবিধ রক্ষার দ্বারা একে পরম ব্যোমে স্থাপন কর। এ ঋষভ অতি উন্নত, সজাতীয় ধেনুর দ্বারা শতসংখ্যক ক্ষীর-ধারাযুক্ত, জলের প্রবাহ-সদৃশ, ভুবনের মধ্যে বিরাজমান, সজাতীয় ধেনুর ক্ষীরাদির দ্বারা ঘৃতদোহন যুক্ত এবং অখণ্ডনীয়। তোমার খাবার দরকার হলে গবয়কে দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনুর পুষ্টিবিধান করে এ স্থানে উপবেশন কর। হে অগ্নি, এ অবিকে হিংসা করো না, বরং রক্ষা কর। এ ত্বষ্টার অনুগ্রহে বরণীয় রূপযুক্ত, অনিষ্ট নিবারক বরুণের নাভি সদৃশ, প্রজাপতির উরু থেকে উৎপন্ন, মহান্, সহস্রমুখ বিশিষ্ট ও সর্বর্ভানু অসুরের দ্বারা নির্মিত। হে অগ্নি, বৃষ্টি-শিরোরূপ এ অবিকে হিংসা করো না। এ অবি অনিষ্ট নিবারক বরুণের দ্বারা নির্মিত, মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে ত্বক্‌-সদৃশ, প্রজাপতির প্রথম সৃষ্ট প্রজ্ঞা এবং বীর্যযুক্ত। তোমার খাবার প্রয়োজন হলে আরণ্য উষ্ট্র দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনুর পুষ্টি বিধান করে এ স্থানে উপবেশন কর। হে অগ্নি, তুমি প্রজাপতির সৃষ্টি সংকল্পরূপ তপস্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছ। তুমি পৃথিবী ও দ্যুলোকে শোভা পাচ্ছ। তোমার দ্বারা জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি বিবিধ প্রজার বিস্তার করেছে। প্রজাপতি তোমার কোপ সৃষ্টি করেছে, তা দিয়ে তুমি বিনাশ করো না। হে অগ্নি প্রজাপতির গর্ভ থেকে উৎপন্ন এ অজাকে হিংসা করো না। এ অজা উৎপত্তির পর নিজের উৎপাদক প্রজাপতিকে দেখেছিল। এ শ্রেষ্ঠ দৈব অজা যাগযোগ্য, যজমানের স্বর্গের প্রাপক। পূর্ব জন্মে এ অজার দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করে দেবতারা দেবত্ব লাভ করেছে। হে অগ্নি, তুমি এ অজাকে রক্ষা কর। তোমার খাবার দরকার হলে শরভকে দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার জ্বালারূপ তনুর পুষ্টি বিধান করে এ স্থানে উপবেশন কর। ১০।১০ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ। তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্। শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা যো অগ্নি সহুরী সপর্যাৎ। ইরজ্যন্তা বসব্যস্য ভূরেঃ সহস্তমা সহসা বাজয়ন্তা। প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনা হবেষু প্র পৃথিব্যা রিরচাথে দিবশ্চ। প্র সিন্ধুভ্যঃ প্র গিরিভ্যো মহিত্বা প্রেন্দ্রাগ্নী বিশ্বা ভুবনাহ্যত্যন্যা। মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ। যজ্ঞৈর্বা যজ্ঞবাহসো বিপ্রস্য বা মতীনাম্। মরুতঃ শৃণুতা হবম্। শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ।

তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ। অব তে হেড় উদুত্তমম্। কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্। আসান্নিষূন্ হৃৎস্বসো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ। অগ্নে নয়াহ্ দেবানাং শং নো ভবন্তু বাজেবাজে। অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ। বৃষা সোম দ্যুমাং অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্ম্মাণি দধিষে। ইমং মে বরুণ তত্ত্বা যামি ত্বং নো অগ্নে স ত্বং নো অগ্নে ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে দ্যুলোকের প্রকাশক ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা হবিরূপ অন্নের ভাগ লাভ কর। এজন্য সকলে তোমাদের সামর্থ্য জানে। যে যজমান সমান আহ্বানযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করে, সে শত্রু বিনাশ করে, সকলকে অন্ন দেয়, প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করে, নিজ বলের দ্বারা শত্রুসৈন্য পরাভূত করে এবং অন্নের আকাঙ্ক্ষা করে। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, সংগ্রামে ও হবিগ্রহণের জন্য আহ্বানে সকল মানুষদের অতিক্রম করে তোমরা অবস্থান করছ। সেরূপ পৃথিবী, দ্যুলোক, সাগর, পর্বত অধিক কি সকল বিশ্বকে নিজ মহিমায় অতিক্রম করে তোমরা অবস্থান করছ। হে মরুদ্গণ, মহান তেজোবিশিষ্ট তোমরা দ্যুলোক থেকে এসে যে যজমানের গৃহ রক্ষা করছ, সে যজমান অতিশয় রক্ষক হোক। যজ্ঞের বাহক হে মরুদ্গণ, যজ্ঞের জন্য তোমরা আমাদের আহ্বান শোন অথবা যজমানের চিত্তবৃত্তির অনুগ্রহের জন্য আমাদের আহ্বান শোন। যে পুরোবাত-রূপ মরুদ্গণ প্রাণিদের আশ্রয়ের জন্য সূর্যরশ্মির সাথে মেঘবৃষ্টির দ্বারা ভূমি সেচন করতে ইচ্ছা করছে, সে মরুদ্গণ ঋক্‌মন্ত্রে স্তুত হয়ে হবি ভক্ষণ করে উৎসাহজনক শব্দ করে নিজ গৃহে গিয়েছে। স্বকার্য নিপন্ন হওয়ায় বিঘ্নকারী অসুরদের থেকে ভয়রহিত হয়ে মরুতের প্রিয় স্থান তারা লাভ করেছে। ('অব তে হেড় উদুত্তমম্'—এর ব্যাখ্যা পূর্বে 'বৈশ্বানরো ন উত্ত' ইত্যাদি অনুবাকে করা হয়েছে।) প্রজাপতির রক্ষণের দ্বারা বিচিত্র এ যজ্ঞ আমাদের কাছে এসেছে। সে যজ্ঞ সদা বর্ধমান ও সখার মত প্রিয়। সে যজ্ঞ প্রজাপতির শক্তিতে যুক্ত। আজ এ যজ্ঞের প্রবৃত্তিকালে প্রজাপতি আমাদের স্তুতিরূপ বাক্য নিজচিত্তে যুক্ত করেছেন। সে বাক্য কর্মযোগ্য, স্বার্থপ্রকাশক, দুঃখনাশক আমাদের মুখনিঃসৃত এবং সুখদায়ক। যে যজমান এ সকল বাক্যের দ্বারা বার বার স্তুতি করে, সে চিরজীবী হয়। হে অগ্নি, তুমি সুপথে দেবতার কাছে আমাদের নিয়ে চল। তুমি আমাদের প্রতি যজ্ঞে প্রতি অন্নে মঙ্গলকারী হও। (এগুলির ব্যাখ্যা 'দেবস্যাহং সবিতুঃ' এ অনুবাকে করা হয়েছে।) হে অগ্নি, জলে তোমার বল আছে, ব্রীহি যবাদিতে জঠরাগ্নিরূপে সে বল প্রেরণ করেছ। অরণির গর্ভ থেকে আবার তুমি উৎপন্ন হচ্ছ। হে সোম, তুমি কামবর্ষক ও দীপ্তিমান। হে দেব, তুমি বর্ষণকারী বলে বর্ষণ করা তোমার ব্রত, সেজন্য তুমি পুণ্য কর্ম করে থাক। হে সোম, তুমি ধারক। হে বরুণ, তুমি আমাদের স্তুতি শোন, তোমার পাশ থেকে আমাদের মুক্ত কর। হে অগ্নি, তুমি আমাদের রক্ষক হও। (এ গুলির ব্যাখ্যা পূর্বে 'আয়ুর্দা আয়ুর্দা অগ্নে' ইত্যাদি অনুবাকে করা হয়েছে।) ১১।২০ ॥

মন্ত্র ঃ অপাং ত্বেমন্ৎসাদয়াম্যপাং ত্বোদ্মন্ৎসাদয়াম্যপাং ত্বা ভস্মন্ৎসাদয়াম্যপাং ত্বা জ্যোতিষি সাদয়াম্যপাং ত্বাঽয়নে সাদয়াম্যর্ণবে সদনে সীদ সমুদ্রে সদনে সীদ সলিলে সদনে সীদাপাং ক্ষয়ে সীদাপাং সধিষি সীদাপাং ত্বা সদনে সাদয়াম্যপাং ত্বা সধস্থে সাদয়াম্যপাং ত্বা পুরীষে সাদয়াম্যপাং ত্বা যোনৌ সাদয়াম্যপাং ত্বা পাথসি সাদয়ামি গায়ত্রী ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো জগতী ছন্দোঽনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে প্রথম চিতিগত অপস্যা নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকা, তোমাকে জলের প্রবাহে স্থাপন করছি। এরূপ তরঙ্গে, শুক্লরূপ নির্মল প্রকাশে, নদীকূপাদির আধারে তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, সমুদ্রসদৃশ জলাশয়ে তুমি উপবেশন কর। এরূপ সমুদ্রে, জলাধারে, শুষ্ক তটে এবং শিলাবৃষ্টিতে তুমি উপবেশন কর। হে ইষ্টকা, তোমাকে নদী প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করছি। এরূপ বিদ্যুৎযুক্ত মেঘে, নদীর বালুকায়, জলের কারণরূপ অগ্নিতে এবং সমুদ্রে তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, তুমি গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী, অনুষ্টুপ্‌ ও পংক্তি ছন্দোরূপা। ১।২০ ॥

মন্ত্র ঃ অয়ং পুরো ভুবস্তস্য প্রাণো ভৌবায়নো বসন্তঃ প্রাণায়নো গায়ত্রী বাসন্তী গায়ত্রিয়ৈ গায়ত্রং গায়ত্রাদুপাংশুরুপাংশোস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃতো রথন্তরং রথন্তরাদ্বসিষ্ঠ ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া প্রাণং গৃহ্ণামি প্রজাভ্যোঽয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্ম্মা তস্য মনো বৈশ্বকর্ম্মণং গ্রীষ্মো মানসস্ত্রিষ্টুগ্‌গ্রৈষ্মী ত্রিষ্টুভ ঐড়মৈড়াদন্তর্য্যামোঽন্তর্য্যামাৎ পঞ্চদশঃ পঞ্চদশাদ্‌ বৃহদ্‌ বৃহতো ভরদ্বাজ ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া মনঃ গৃহ্ণামি প্রজাভ্যোঽয়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচাস্তস্য চক্ষুর্বৈশ্বব্যচসং বর্ষাণি চাক্ষুষাণি জগতী বার্ষী জগত্যা ঋক্ষমমৃক্ষমাচ্ছুক্রঃ শুক্রাৎ সপ্তদশঃ সপ্তদশাদ্বৈরূপং বৈরূপাদ্বিশ্বামিত্র ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া চক্ষুর্গৃহ্ণামি প্রজাভ্য ইদমুত্তরাৎ সুবস্তস্য শ্রোত্রং সৌবং শরচ্ছ্রৌত্র্যনুষ্টুপ্‌ছারদ্যনুষ্টুভঃ স্বারং স্বারাম্মন্থী মন্থিন একবিংশ একবিংশাদ্বৈরাজং বৈরাজাজ্জমদগ্নির্ঋষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া শ্রোত্রং গৃহ্ণামি প্রজাভ্য ইয়মুপরি মতিস্তস্যৈ বাঙ্মাতী হেমন্তো বাচ্যায়নঃ পঙ্‌ক্তির্হৈমন্তী পঙ্‌ক্ত্যৈ নিধনবন্নিধনবত আগ্রয়ণ আগ্রয়ণাত্ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশাভ্যাং শাক্বররৈবতে শাক্বররৈবতাভ্যাং বিশ্বকর্মর্ষিঃ প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া বাচং গৃহ্ণামি প্রজাভ্যঃ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে প্রাণধারণকারী ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকা, সকল প্রাণীর প্রাণলাভের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। তুমি পূর্ব দিকে বর্তমান প্রজাপতির প্রাণরূপ। এখানে ভুব শব্দে প্রজাপতিকে এবং তার পুত্র অর্থে ভৌবায়নকে বলা হয়েছে। সে প্রাণের অপত্যরূপে উপচারিত প্রাণায়ণ বসন্ত ঋতু। তার সম্বন্ধিনী বাসন্তী গায়ত্রী। ছন্দোরূপ গায়ত্রীর সম্বন্ধীয় গায়ত্র সাম। সে গায়ত্র সাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে উপাংশু গ্রহ। এরূপ উপাংশু গ্রহ থেকে ত্রিবৃৎস্তোম, তা থেকে রথন্তর সাম, তা থেকে বসিষ্ঠ ঋষি উৎপন্ন হয়েছে। হে ইষ্টকা, এ প্রজাপতি প্রভৃতির দ্বারা তুমি গৃহীত হয়েছ। দক্ষিণ দিকে জগতের সকল কর্মের কর্তা (বিশ্বকর্মা) যে প্রজাপতি

আছেন, হে ইষ্টকা, তুমি তার মনরূপ। তার মন থেকে গ্রীষ্ম, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, ঐড় সাম; অন্তর্যাম, পঞ্চদশ বৃহৎ ও ভরদ্বাজ ঋষি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে। তুমি তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছ, প্রজাদের মন লাভের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। পশ্চিম দিকে সর্বজগৎ ব্যেপে যে প্রজাপতি আছেন, হে ইষ্টকা, তুমি তার চক্ষুরূপ। সে প্রজাপতি থেকে চক্ষু, বর্ষাঋতু, জগতী ছন্দ, ঋক্ সাম, শুক্র, সপ্তদশ বৈরূপ ও বিশ্বামিত্র ঋষি পরম্পরা ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে। হে ইষ্টকা, তুমি তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছ, প্রজাদের চক্ষু লাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। উত্তর দিকে সকল জগতের প্রেরক যে প্রজাপতি আছেন, হে ইষ্টকা, তুমি তার শরীর রূপ। সে প্রজাপতি থেকে শ্রোত্র, শরৎ ঋতু, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, স্বার সাম, মন্থী, একবিংশ বৈরাজ ও জমদগ্নি ঋষি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে। হে ইষ্টকা, তুমি তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছ, প্রজাদের শ্রোত্র লাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ঊর্ধ্বদিকে সকল জগতের জ্ঞাতা মতিনামক যে প্রজাপতি আছেন, হে ইষ্টকা, তুমি তার তনুরূপ। সে মতি থেকে বাক্, বাচায়ন, পংক্তি ছন্দ, হেমন্ত ঋতু, নিধনবৎ সাম, আগ্রয়ণ, ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশ, শাক্বর রৈবত ও বিশ্বকর্মা ঋষি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে। হে ইষ্টকা, তুমি তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছ, প্রজাদের বাক্ লাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করছি। ২।৫০॥

মন্ত্র : প্রাচী দিশাং বসন্ত ঋতূনামগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম দ্রবিণং ত্রিবৃৎস্তোমঃ স উ পঞ্চদশবর্তনিস্ত্র্যবির্বয়ঃ কৃতময়ানাং পুরোবাতো বাতঃ সানগ ঋষির্দক্ষিণা দিশাং গ্রীষ্ম ঋতূনামিন্দ্রো দেবতা ক্ষত্রং দ্রবিণং পঞ্চদশঃ স্তোমঃ স উ সপ্তদশ-বর্তনির্দিত্যবাড্ বয়স্ত্রেতায়ানাং দক্ষিণাদ্বাতো বাতঃ সনাতন ঋষিঃ প্রতীচী দিশাং বর্ষা ঋতূনাং বিশ্বে দেবা দেবতা বিট্ দ্রবিণং সপ্তদশঃ স্তোমঃ স উবেক-বিংশবর্তনিস্ত্রিবৎসো বয়ো দ্বাপরোঽয়ানাং পশ্চাদ্বাতো বাতোঽহভূন ঋষিরুদীচী দিশাং শরদৃতূনাং মিত্রাবরুণৌ দেবতা পুষ্টং দ্রবিণমেকবিংশঃ স্তোমঃ স উ ত্রিণববর্তনিস্তুর্যবাড্ বয় আস্কন্দোঽয়ানামুত্তরাদ্বাতো বাতঃ প্রত্ন ঋষিরূর্ধ্বা দিশাং হেমন্তশিশিরাবৃতূনাং বৃহস্পতির্দেবতা বর্চো দ্রবিণং ত্রিণবঃ স্তোমঃ স উ ত্রয়স্ত্রিংশবর্তনিঃ পষ্ঠবাদ্বয়োঽভিভূরয়ানাং বিশ্বাবাতো বাতঃ সুপর্ণ ঋষঃ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মন্নস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামা-শিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্। কর্মন্নস্যাং দেবহূত্যাম্ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অপান ধারণকারী ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, দিকের মধ্যে তুমি পূর্ব দিক। এরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত, দেবতার মধ্যে অগ্নি, ধনের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, স্তোমের মধ্যে পঞ্চদশ স্তোমের প্রবর্তক ত্রিবৃৎ, বয়সের মধ্যে দেড় বছর, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, বায়ুর মধ্যে পুরোবাত এবং ঋষিদের মধ্যে সানগা নামক ঋষিরূপে তুমি বর্তমান। হে ইষ্টকা, দিকের মধ্যে তুমি দক্ষিণ দিক। এরূপ ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ধনের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব, স্তোমের মধ্যে সপ্তদশ স্তোমের প্রবর্তক পঞ্চদশ স্তোম, বয়সের মধ্যে দু-বছর, যুগের মধ্যে ত্রেতাযুগ, বায়ুর মধ্যে দক্ষিণ বায়ু এবং ঋষিদের মধ্যে সনাতন নামক ঋষিরূপে তুমি বর্তমান। হে ইষ্টকা, দিকের মধ্যে তুমি পশ্চিম দিক। এরূপ ঋতুর মধ্যে বর্ষা, দেবতাদের মধ্যে বিশ্বে দেবা, ধনের মধ্যে বৈশ্যত্ব, স্তোমের মধ্যে একবিংশ স্তোমের প্রবর্তক সপ্তদশ স্তোম, বয়সের মধ্যে তিন বছর, যুগের মধ্যে দ্বাপর যুগ, বায়ুর মধ্যে পশ্চিম বায়ু এবং ঋষিদের মধ্যে অহভূন নামক ঋষিরূপে তুমি বর্তমান। হে ইষ্টকা, দিকের মধ্যে তুমি উত্তর দিক।

এরূপ ঋতুর মধ্যে শরৎ, দেবতাদের মধ্যে মিত্রাবরুণ, ধনের মধ্যে পরিচর্যাপরায়ণ শূদ্রত্ব, স্তোমের মধ্যে ত্রিণবপ্রবর্তক একবিংশ স্তোম, বয়সের মধ্যে সাড়ে তিন বছর, যুগের মধ্যে কলিকাল, বায়ুর মধ্যে উত্তর বায়ু এবং ঋষিদের মধ্যে প্রত্ন নামক ঋষিরূপে তুমি বর্তমান। হে ইষ্টকা, দিকের মধ্যে তুমি ঊর্ধ্ব দিক; এরূপ ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ও শিশির, দেবতাদের মধ্যে বৃহস্পতি, ধনের মধ্যে বর্চ-রূপ; স্তোমের মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবর্তক ত্রিণব স্তোম, বয়সের মধ্যে চার বছর, যুগের মধ্যে কলিযুগের অবসানকাল, বায়ুর মধ্যে বিশ্বস্বায়ু এবং ঋষিদের মধ্যে সুপর্ণ নামক ঋষিরূপে তুমি বর্তমান। হে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ভ্রাতা ও পুত্রাদি, তোমরা কর্মানুষ্ঠানের জন্য আমাদের রক্ষা কর। এ ব্রাহ্মণ জাতিতে, ক্ষত্রিয় জাতিতে, কামনায়, রাজপুরোহিতে, এ অগ্নিচয়ন কর্মে ও দেবতাদের আহ্বানরূপ ক্রিয়ায় হে ইষ্টকা, তোমাকে গ্রহণ করছি। ৩।৫০ ॥

মন্ত্র ঃ ধ্রুবক্ষিতির্ধ্রুবযোনির্ধ্রুবাহসি ধ্রুবাং যোনিমা সীদ সাধ্যা। উখ্যস্য কেতুং প্রথমং পুরস্তাদশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। স্বে দক্ষে দক্ষপিতেহ সীদ দেবত্রা পৃথিবী বৃহতী ররাণা। স্বাসস্থা তনুবা সং বিশস্ব পিতেবৈধি সূনব আ সুশেবাশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। কুলায়িনী বসুমতী বয়োধা রয়িং নো বর্ধ বহুলং সুবীরম্ অপামতিং দুর্মতিং বাধমানা রায়স্পোষে যজ্ঞপতিমা-ভজন্তী সুবর্ধেহি যজমানায় পোষমশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। অগ্নেঃ পুরীষমসি দেবযানী তাং ত্বা বিশ্বে অভি গৃণন্তু দেবাঃ। স্তোমপৃষ্ঠা ঘৃতবতীহ সীদ প্রজাবদস্মে দ্রবিণাহ যজস্বাশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। দিবো মূর্ধাহসি পৃথিব্যা নাভির্বিষ্টম্ভনী দিশামধিপত্নী ভুবনানাম্। ঊর্মির্দ্রপ্সো অপামসি বিশ্বকর্মা ত ঋষিরশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। সজূঃ ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূর্বসুভিঃ সজূ রুদ্রৈঃ সজূরাদিত্যৈঃ সজূর্বিশ্বৈর্দেবৈঃ সজূর্দেবৈঃ সজূর্দেবৈ-র্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা বৈশ্বানরায়াশ্বিনাধ্বর্যূ সাদয়তামিহ ত্বা। প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্ম উর্ব্যা বি ভাহি শ্রোত্রং মে শ্লোকয়া-পস্পিন্ব ঔষধীর্জিন্ব দ্বিপাৎ পাহি চতুষ্পাদব দিবো বৃষ্টিমেরয় ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে দ্বিতীয় চিতিতে আশ্বিনা নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে ভূমিতে ইষ্টকা স্থাপন করা হয় তা স্থির, যার উৎপত্তির কারণ বিনাশরহিত, হে ইষ্টকা, তুমিও স্বরূপতঃ ধ্রুব। আমাদের দ্বারা স্থাপিত হয়ে স্থির অগ্নি ক্ষেত্ররূপ স্থানে এসে বস। সে স্থান উখাতে স্থিত অগ্নির জ্ঞাপক, যা প্রথম ইষ্টকা স্থাপনের পূর্বে নিষ্পন্ন হয়েছে। হে ইষ্টকা, এ অগ্নিক্ষেত্রের পূর্বদিকে দেবতাদের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে স্থাপন করুক। ব্যবহার-কুশল পুত্রের গৃহে পিতা যেমন বসেন, হে ইষ্টকা, সেরূপ তুমি স্বস্থানে দেবতাদের মধ্যে স্বশরীরে সম্যক্ অবস্থিত হও। মৃত্তিকারূপ পৃথিবী উপদ্রবরহিত হয়ে সুখকর স্থানে রয়েছে। পুত্রের জন্য পিতা যেমন সুখ সেব্য হয়, সেরূপ হে ইষ্টকা, তুমিও সুখসেব্য হও। দেবতাদের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এ স্থানে স্থাপন করুক। হে ইষ্টকা, তোমার নিবাসস্থানে থেকে তুমি ধনপ্রদা ও দীর্ঘায়ু-সম্পাদিকা হয়ে আমাদের জন্য প্রভূত ধন ও শোভন পুত্র সম্পাদন কর। অল্প-বুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি বিনাশ করে ধনপুষ্টি বিষয়ে যজ্ঞপতিকে লাভ কর এবং স্বর্গলোক যজমানের জন্য পুষ্টিবিধান কর। দেবতাদের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। হে ইষ্টকা, দেবতাদের লাভ করে তুমি চিত্য অগ্নির পূরক হও। সকল দেবগণ তোমার কীর্তন করুক। তুমি সকল স্তোম-যুক্ত এ ঘৃতলিপ্ত হয়ে এ স্থানে অবস্থান কর এবং আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন

দাও। দেবতাদের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। হে ইষ্টকা, তুমি সর্বাত্মক। তুমি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয় আদিত্য, পৃথিবীর নাভিস্থানীয় মেরু, পূর্বাদি দিকসকলের ব্যবস্থাপক, সকল ভুবনের পালক, জলের ঊর্মি ও রসরূপ এবং প্রজাপতি তোমার দ্রষ্টা ঋষি। দেবতাদের অধ্বর্যু অশ্বিদ্বয় তোমাকে এখানে স্থাপন করুক। এ চীয়মান অগ্নির কোন অঙ্গ অনুষ্ঠিত হল, কোন অঙ্গ অনুষ্ঠিত হল না, তা কে জানতে পারে? যে অঙ্গ অপূর্ণ হবে, তার দোষ পরিহারের জন্য অশ্বিদ্বয় ইষ্টকা স্থাপন করুক। তাহলে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় যজ্ঞের চিকিৎসা করবে। হে ইষ্টকা, তুমি বসন্তাদির সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হও। সেরূপ জগতের পোষক ব্রহ্মাদির সাথে, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্ব দেবতাদের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হও। আয়ুপ্রদ সে দেবতাদের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত তোমাকে সকলের হিতকারী অগ্নির উদ্দেশে স্থাপন করছি। দেবতাদের অধ্বর্যু তোমাকে এ স্থানে স্থাপন করুক। হে ইষ্টকা, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। সেরূপ আমার ব্যান ও চক্ষু রক্ষা কর। বিশালদৃষ্টিতে তুমি প্রকাশ লাভ কর অর্থাৎ আমার দর্শন সামর্থ্য দাও এবং বেদশাস্ত্রাদি শ্রবণে সামর্থ্য দাও। হে ইষ্টকা, তুমি জল ও ওষধির তুষ্টিবিধান কর, মানুষ ও পশুদের শরীর রক্ষা কর এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ কর। ৪।২০ ॥

মন্ত্র : ত্র্যবির্বয়স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দিত্যবাড্‌বয়ো বিরাট্‌ছন্দঃ পঞ্চাবির্বয়ো গায়ত্রী ছন্দস্ত্রিবৎসো বয় উষ্ণিহা ছন্দস্তুর্যবাড্‌বয়োঽনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পষ্ঠবাদ্বয়ো বৃহতী ছন্দ উক্ষা বয়ঃ সতোবৃহতী ছন্দ ঋষভো বয়ঃ ককুচ্ছন্দো ধেনুর্বয়ো জগতী ছন্দোঽনড্বান্বয়ঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বস্তো বয়ো বিবলং ছন্দো বৃষ্ণির্বয়ো বিশালং ছন্দঃ পুরুষো বয়স্তন্দ্রং ছন্দো ব্যাঘ্রো বায়োঽনাধৃষ্টং ছন্দঃ সিংহো বয়শ্ছদিশ্ছন্দো বিষ্টম্ভো বয়োঽধিপতিশ্ছন্দঃ ক্ষত্রং বয়ো ময়ন্দং ছন্দো বিশ্বকর্মা বয়ঃ পরমেষ্ঠী ছন্দো মূর্ধা বয়ঃ প্রজাপতিশ্ছন্দঃ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে বয়স্যা নামক ইষ্টকার কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, তুমি নানাবিধ বয়স ও ছন্দোরূপ। দেড় বছর বয়স ও (৪৪ অক্ষর বিশিষ্ট) ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দোরূপ তুমি। এরূপ দু-বছর বয়স ও বিরাট্‌ ছন্দ, আড়াই বছর বয়স ও গায়ত্রী ছন্দ, তিন বছর বয়স ও উষ্ণিক্‌ ছন্দ, সাড়ে তিন বছর বয়স ও অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ, চার বছর বয়স ও বৃহতী ছন্দ, সাড়ে চার বছর বয়স ও সতোবৃহতী ছন্দরূপ তুমি। এরূপ ঋষভের বয়স ককুৎ ছন্দ, ধেনুর বয়স জগতী ছন্দ, অনড্বানের বয়স পংক্তি ছন্দ, বস্ত বয়স বিবল ছন্দ, বৃষ্ণি বয়স বিশাল ছন্দ, পুরুষের বয়স তন্দ্র ছন্দ, ব্যাঘ্রের বয়স অনাধৃষ্ট ছন্দ, সিংহের বয়স ছদি ছন্দ, বিষ্টম্ভ বয়স অধিপতি ছন্দ, ক্ষত্রিয়ের বয়স ময়ন্দ ছন্দ, প্রজাপতির বয়স পরমেষ্ঠী ছন্দ এবং দ্যুলোকের যত কাল তত বয়স ও প্রজাপতির ছন্দ রূপ তুমি। ৫।১৯ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রাগ্নী অব্যথমানামিষ্টকাং দৃংহতং যুবম্‌। পৃষ্ঠেন দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং চ বি বাধতাম্‌ বিশ্বকর্মা ত্বা সাদয়ত্বন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠে ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীং ভাস্বতীং সূরিমতীমা যা দ্যাং ভাস্যা পৃথিবীমোর্বান্তরিক্ষমন্তরিক্ষং যচ্ছান্তরিক্ষং দৃংহান্তরিক্ষং মা হিংসীর্বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায় বায়ুস্ত্বাঽভি পাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ। রাজ্ঞ্যসি প্রাচী দিগ্বিরাডসি দক্ষিণা দিক্‌সম্রাডসি প্রতীচী দিক্‌স্বরাডস্যুদীচী দিগধিপত্ন্যসি বৃহতী দিগায়ুর্মে পাহি প্রাণং

মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্মে পাহি শ্রোত্রং মে পাহি মনো মে জিন্ব বাচং মে পিন্বাত্মানং মে পাহি জ্যোতির্মে যচ্ছ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে তৃতীয় চিতির স্বয়মাতৃন্ন ইষ্টকার কথা বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজন ভঙ্গরহিত স্বয়মাতৃন্ন নামক ইষ্টকা দৃঢ় কর। এ ইষ্টকা নিজের উপরিভাগে তিন লোক ব্যাপ্ত করুক। হে ইষ্টকা, প্রজাপতি তোমাকে অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠে স্থাপন করুক। তুমি প্রকাশমান, বিস্তারযুক্তা, দীপ্তিমতি ও বিস্বান ঋত্বিকদের দ্বারা সেবিতা। তুমি দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক প্রকাশ করেছ। তুমি গন্ধর্ব অপ্সরাদির ধারকরূপে অন্তরিক্ষলোক সংযত কর, উপদ্রবরহিত করে তাকে দৃঢ় কর এবং তাকে হিংসা করো না। সকল প্রাণীর প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়ুর বৃত্তি লাভের জন্য, স্বগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য, শাস্ত্রীয় আচরণের জন্য, বায়ু তোমাকে যোগক্ষেম সম্পত্তি ও সুখকর দীপ্তির দ্বারা রক্ষা করুক। অঙ্গিরা ঋষিদের চয়ন অনুষ্ঠানে যেমন স্থির ছিলে, সেরূপ দেবতার দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে এখানে বস। হে ইষ্টকা, তুমি রাজ্ঞীরূপে পূর্বদিক, বিরাট্‌রূপে দক্ষিণ দিক, সম্রাট রূপে পশ্চিম দিক, স্বরাট্ রূপে উত্তর দিক ও অধিপত্নী রূপে ঊর্ধ্বদিক। হে ইষ্টকা, আমার আয়ু রক্ষা কর। সেরূপ আমার প্রাণ, অপান, ব্যান চক্ষু ও শ্রোত্র রক্ষা কর, আমার মন ও বাক্যের তুষ্টিবিধান কর এবং আমার আত্মাকে রক্ষা কর ও আমাকে জ্যোতি দাও। ৬।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ মা ছন্দঃ প্রমা ছন্দঃ প্রতিমা ছন্দোঽস্রীবিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উষ্ণিহা ছন্দো বৃহতী ছন্দোঽনুষ্টুপ্‌ছন্দো বিরাট্‌ছন্দো গায়ত্রী ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো জগতী ছন্দঃ পৃথিবী ছন্দোঽন্তরিক্ষং ছন্দো দ্যৌশ্ছন্দঃ সমাশ্ছন্দো নক্ষত্রাণি ছন্দো মনশ্ছন্দো বাক্‌ছন্দঃ কৃষিশ্ছন্দো হিরণ্যং ছন্দো গৌশ্ছন্দোঽজা ছন্দোঽশ্বশ্ছন্দঃ। অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সূর্যো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রা দেবতাঽদিত্যা দেবতা বিশ্বে দেবা দেবতা মরুতো দেবতা বৃহস্পতির্দেবতেন্দ্রো দেবতা বরুণো দেবতা মূর্ধাঽসি রাড্‌ধ্রুবাঽসি ধরুণা যন্ত্র্যসি যমিত্রীষে ত্বোর্জে ত্বা কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা যন্ত্রী রাড্‌ধ্রুবাঽসি ধরণী ধর্ত্র্যসি ধরিত্র্যায়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বৌজসে ত্বা বলায় ত্বা ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে বৃহতী নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকা, তুমি মা, প্রমা, প্রতিমা প্রভৃতি ছন্দোরূপে এবং অগ্নি বায়ু, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারূপে। (মন্ত্রে অন্যান্য ছন্দ ও দেবতার নামগুলি এভাবে যোজনা করতে হবে।) হে ইষ্টকা, তুমি মস্তকের মত শোভিত, তুমি স্থির ও ধারণের হেতু, তুমি নিজে সংযত হয়ে সকলের নিয়ামক। হে ইষ্টকা, অন্নের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এরূপ বল, কৃষিকার্য, প্রাপ্ত ধনের রক্ষার জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, তুমি নিয়মযুক্তা ও প্রকাশিকা, তুমি স্থির ও ধারণের হেতু, তুমি ধারক ও ভূমিরূপা। আয়ুবৃদ্ধির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। সেরূপ কান্তি, ওজ ও বলের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। ৭।৫০ ॥

মন্ত্র ঃ আশুস্ত্রিবৃদ্ভান্তঃ পঞ্চদশো ব্যোম সপ্তদশঃ প্রতূর্তিরষ্টাদশস্তপো নবদশোঽভিবর্তঃ সবিংশো ধরুণ একবিংশো বর্চো দ্বাবিংশঃ সম্ভরণস্ত্রয়োবিংশো যোনিশ্চতুর্বিংশো গর্ভাঃ পঞ্চবিংশ ওজস্ত্রিণবঃ ক্রতুরেকত্রিংশঃ প্রতিষ্ঠা ত্রয়স্ত্রিংশো ব্রধ্নস্য বিষ্টপং চতুস্ত্রিংশো নাকঃ ষট্‌ত্রিংশো বিবর্তোঽষ্টাচত্বারিংশো ধর্ত্রশ্চতুষ্টোমঃ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে চতুর্থ চিতির অক্ষয়াস্তোমীয় নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, তুমি শীঘ্রগুণ-যুক্ত ত্রিবৃৎ স্তোমরূপ। এরূপ ভাসমান পঞ্চদশ স্তোমরূপ, আকাশের মত গুণযুক্ত সপ্তদশ স্তোমরূপ ইত্যাদি। (সামের আবৃত্তি ভেদে স্তোম নিষ্পন্ন হয়। এখানে ত্রিবৃৎ থেকে চতুষ্টোম পর্যন্ত আঠার সংখ্যক স্তোম বিশেষের কথা বলা হয়েছে। আশু, ভান্ত প্রভৃতি শব্দ স্তোমের বিশেষণ। তাদের মধ্যে কতকগুলি গুণবাচক এবং কতকগুলি দ্রব্য-বাচক। এখানে গুণ বা দ্রব্যের তাদাত্ম্যভাবে স্তোমে উপচার করা হয়েছে এবং সে সে স্তোমরূপ ইষ্টকার প্রশংসা করা হয়েছে।)। ৮।১৮ ॥

মন্ত্র : অগ্নের্ভাগোঽসি দীক্ষায়া আধিপত্যং ব্রহ্ম স্পৃতং ত্রিবৃৎস্তোম ইন্দ্রস্য ভাগোঽসি বিষ্ণোরাধিপত্যং ক্ষত্রং স্পৃতং পঞ্চদশঃ স্তোমো নৃচক্ষসাং ভাগোঽসি ধাতুরাধিপত্যং জনিত্রম্ স্পৃতং সপ্তদশঃ স্তোমো মিত্রস্য ভাগোঽসি বরুণস্যাঽধিপত্যং দিবো বৃষ্টির্বাতাঃ স্পৃতা একবিংশঃ স্তোমোঽদিত্যৈ ভাগোঽসি পূষ্ণ আধিপত্য-মোজঃ স্পৃতং ত্রিণবঃ স্তোমো বসূনাং ভাগোঽসি রুদ্রাণামাধিপত্যং চতুষ্পাৎ স্পৃতম্ চতুর্বিংশঃ স্তোম আদিত্যানাং ভাগোঽসি মরুতামাধিপত্যং গর্ভাঃ স্পৃতাঃ পঞ্চবিংশঃ স্তোমো দেবস্য সবিতুর্ভাগোঽসি বৃহস্পতেরাধিপত্যং সমীচীর্দিশঃ স্পৃতাশ্চতুষ্টোমঃ স্তোমো যাবানাং ভাগোঽস্যযাবানামাধিপত্যং প্রজাঃ স্পৃতাশ্চতু-শ্চত্বারিংশঃ স্তোম ঋভূণাং ভাগোঽসি বিশ্বেষাং দেবানামাধিপত্যং ভূতং নিশান্তং স্পৃতং ত্রয়স্ত্রিংশঃ স্তোমঃ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে অবশিষ্ট অক্ষয়াস্তোমীয় ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, অগ্নির হবি-রূপ ভাগ, দীক্ষা দেবতার আধিপত্য, দেবতাদের প্রীতিকর মন্ত্রসকল অথবা ব্রাহ্মণ জাতি ও ত্রিবৃৎ স্তোম—এ সকল তুমি। হে ইষ্টকা, ইন্দ্রের হবিরূপ ভাগ, পরমেশ্বর বিষ্ণুর আধিপত্য, প্রীতিহেতু ক্ষত্রিয় বল বা ক্ষত্রিয় জাতি ও পঞ্চদশ স্তোম—এ সকল তুমি। এরূপ ঋত্বিকদের দক্ষিণা, প্রজাপতির আধিপত্য, প্রীতিকর জননশীল অন্ন, সপ্তদশ স্তোম—এ সকল তুমি। মিত্রের ভাগ, বরুণের আধিপত্য, প্রীতির কারণ বায়ুগণ ও আকাশ থেকে আগত বৃষ্টি এবং একবিংশ স্তোম—এ সকল তুমি। অদিতির ভাগ, পূষার আধিপত্য, প্রীতিকর ওজ এবং ত্রিণব স্তোম—এ সকল তুমি। বসুগণের ভাগ, রুদ্রগণের আধিপত্য, প্রীতিহেতু গবাদি পশু এবং চতুর্বিংশ স্তোম—এ সকল তুমি। আদিত্যের ভাগ, মরুদ্গণের আধিপত্য, মানুষ ও পশুদের উদরগত প্রীতি এবং পঞ্চবিংশস্তোম—এ সকল তুমি। সবিতা দেবের ভাগ, বৃহস্পতির আধিপত্য, প্রাণীদের অনুকূল দিক্‌সকল এবং চতুষ্টোম স্তোম—এ সকল তুমি। হে ইষ্টকা, মাস-সকলের ভাগ, অর্ধ মাসের আধিপত্য, প্রীতহেতু প্রজাগণ ও চতুশ্চত্বারিংশ স্তোম—এ সকল তুমি। ঋভু নামক দেবতাদের ভাগ, বিশ্ব দেবগণের আধিপত্য, প্রীতিহেতু নিষ্পন্ন গৃহ ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম—এ সকল তুমি। (এ সব মন্ত্রের দ্বারা অক্ষয়াস্তোমীয় ইষ্টকাদের স্থাপন করতে হয়।)। ৯।১০ ॥

মন্ত্র : একয়াঽস্তুবত প্রজা অধীয়ন্ত প্রজাপতিরধিপতিরাসীত্তিসৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ পঞ্চভিরস্তুবত ভূতান্যসৃজ্যন্ত ভূতানাং পতি-রধিপতিরাসীৎ সপ্তভিরস্তুবত সপ্তর্ষয়োঽসৃজ্যন্ত ধাতাঽধিপতিরাসীন্নবভিরস্তুবত পিতরোঽসৃজ্যন্তাদিতি - রধিপত্ন্যাসীদেকাদশভিরস্তুবতর্তবোঽসৃজ্যন্তাঽর্তবোঽধি-পতিরাসীৎ ত্রয়োদশভিরস্তুবত মাসা অসৃজ্যন্ত সম্বৎসরোঽধিপতিঃ আসীৎ পঞ্চদশ-ভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যতেন্দ্রোঽধিপতিরাসীৎ সপ্তদশভিরস্তুবত পশবোঽসৃজ্যন্ত

বৃহস্পতিরধিপতিরাসীন্নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তামেকাবিংশত্যাঽস্তুবতৈকশফাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত বরুণোঽধিপতিরাসীত্ত্রয়োবিংশত্যাঽস্তুবত ক্ষুদ্রাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত পূষাঽধিপতিরাসীৎ পঞ্চবিংশত্যাঽস্তুবতাঽরণ্যাঃ পশবোঽসৃজ্যন্ত বায়ুরধিপতিরাসীৎ সপ্তবিংশত্যাঽস্তুবত দ্যাবাপৃথিবী বি ঐতাং বসবো রুদ্রা আদিত্যা অনু ব্যায়ন্তেষামাধিপত্যমাসীন্নবিংশত্যাঽস্তুবত বনস্পতয়োঽসৃজ্যন্ত সোমোঽধিপতিরাসীদেকত্রিংশতাঽস্তুবত প্রজা অসৃজ্যন্ত যাবানাং চাযাবানাং চাঽধিপত্যমাসীত্ত্রয়স্ত্রিংশতাঽস্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ ॥ ১০ ॥

(এ অনুবাকে সৃষ্টিনামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।)

অনুবাদ ঃ কোন সময় মহর্ষিগণ যাগকালে একটি জ্যোতির্ময় ঋকের দ্বারা স্তুতি করেছিলেন, তার ফলে প্রজাগণ উৎপন্ন হল, তখন প্রজাপতি তাদের (প্রজাদের) অধিপতি ছিলেন। তারপর কোন সময় তাঁরা তিনটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করলেন, ত তে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হল, ব্রহ্মণস্পতি তাদের অধিপতি ছিলেন। এরূপ পাঁচটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, প্রাণিগণের সৃষ্টি হয় এবং ভূত-পতি (ভূতানাং পতিঃ—কোন দেবতাবিশেষ) তাদের অধিপতি। সপ্ত ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, সপ্তর্ষিগণ উৎপন্ন হয় এবং ধাতা (জগতের স্রষ্টা) তাদের অধিপতি। ন-টি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, পিতৃগণ সৃষ্ট হন এবং অদিতি (ভূমি) তাদের অধিপতি। এগার ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, ঋতুসকল সৃষ্ট হয়, ঋতুপালক দেবতা তাদের অধিপতি। তেরটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, মাসগুলি সৃষ্ট হয়, সংবৎসর তাদের অধিপতি। পনেরটি দ্বারা স্তুতি করেন, ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়, ইন্দ্র তাদের অধিপতি। সতেরটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, পশুগণ সৃষ্ট হয়, বৃহস্পতি তাদের দেবতা। উনিশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, শূদ্র ও বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়, অহোরাত্র দেবতা তাদের অধিপতি। একুশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, একশফবিশিষ্ট পশুগণ উৎপন্ন হয়, বরুণ তাদের দেবতা। তেইশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র পশুগণের সৃষ্টি হয়, পূষা তাদের অধিপতি। পঁচিশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, আরণ্য পশুগণ উৎপন্ন হয়, বায়ু তাদের অধিপতি। সাতাশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, দ্যাবা-পৃথিবী বিযুক্ত হয়, বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ তাদের অধিপতি। উনত্রিশ-টি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, বনস্পতিগণ সৃষ্ট হয়, সোমদেব তাদের অধিপতি। একত্রিশ-টি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, প্রজাগণ সৃষ্ট হয়, মাস ও অর্ধ মাসের দেবতা তাদের অধিপতি। তেত্রিশটি ঋকের দ্বারা স্তুতি করেন, অশান্ত প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়, পরমেষ্ঠী (সত্যলোকে স্থিত) প্রজাপতি তাদের অধিপতি। ১০।১৭ ॥

মন্ত্র ঃ ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদন্তরস্যাং চরতি প্রবিষ্টা। বধূর্জজান নবগজ্জনিত্রী ত্রয় এনাং মহিমানঃ সচন্তে। ছন্দস্বতী উষসা পেপিশানে সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী। সূর্যপত্নী বি চরতঃ প্রজানতী কেতুং কৃন্বানে অজরে ভূরিরেতসা। ঋতস্য পন্থামনু তিস্র আঽগুস্ত্রয়ো ঘর্মাসো অনু জ্যোতিষাঽগুঃ। প্রজামেকা রক্ষত্যূর্জমেকা ব্রতমেকা রক্ষতি দেবয়ূনাম্। চতুষ্টোমো অভবদ্যা তুরীয়া যজ্ঞস্য পক্ষাবৃষয়ো ভবন্তী। গায়ত্রীং ত্রিষ্টুভং জগতীমনুষ্টুভং বৃহদর্কং যুঞ্জানাঃ সুবরাঽভরন্নিদম্। পঞ্চভির্ধাতা বি দধাবিদং যত্তাসাং স্বসৃরজনয়ৎ পঞ্চপঞ্চ। তাসামু যন্তি প্রযবেণ পঞ্চ নানা রূপাণি ক্রতবো বসানাঃ ত্রিংশৎ স্বসার উপ যন্তি নিষ্কৃতং সমানং কেতুং প্রতিমুঞ্চমানাঃ। ঋতূংস্তন্বতে কবয়ঃ প্রজানতী-

ঘর্মো্যেহন্দসঃ পরি যন্তি ভাস্বতীঃ। জ্যোতিষ্মতী প্রতি মুঞ্চতে নভো রাত্রী দেবী সূর্য্যস্য ব্রতানি। বি পশ্যন্তি পশবো জায়মানা নানারূপা মাতুরস্যা উপস্থে। একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্। তেন দস্যূন্ ব্যসহন্ত দেবা হন্তাঽসুরাণামভবচ্ছচীভিঃ। অনানুজামনুজাং মামকর্ত্ত সত্যং বদন্ত্যন্বিচ্ছ এতৎ। ভূয়াসম্ অস্য সুমতৌ যথা যূয়মন্যা বো অন্যামতি মা প্র যুক্ত। অভূন্মম সুমতৌ বিশ্ববেদা আষ্ট প্রতিষ্ঠামবিদদ্ধি গাধম্। ভূয়াসমস্য সুমতৌ যথা যূয়মন্যা বো অন্যামতি মা প্র যুক্ত। পঞ্চ ব্যুষ্টীরনু পঞ্চ দোহা গাং পঞ্চনাম্নীমৃতবোঽনু পঞ্চ। পঞ্চ দিশঃ পঞ্চদশেন ক্লৃপ্তাঃ সমানমূর্ধ্নীরভি লোকমেকম্। ঋতস্য গর্ভঃ প্রথমা ব্যূষুষ্যপামেকা মহিমানং বিভর্ত্তি। সূর্য্যস্যৈকা চরতি নিষ্কৃতেষু ঘর্মস্যৈকা সবিতৈকাং নি যচ্ছতি। যা প্রথমা ব্যৌচ্ছৎ সা ধেনুরভবদ্যমে। সা নঃ পয়স্বতী ধুক্ষ্বোত্তরামুত্তরাং সমাম্; শুক্রর্ষভা নভসা জ্যোতিষাঽগাদ্ বিশ্বরূপা শবলীরগ্নিকেতুঃ। সমানমর্থং স্বপস্যমানা বিভ্রতী জরামজর উষ আঽগাঃ। ঋতূনাং পত্নী প্রথমেয়মাঽগাদহ্নাং নেত্রী জনিত্রী প্রজানাম্। একা সতী বহুধোষো ব্যুচ্ছস্যজীর্ণা ত্বং জরয়সি সর্ব্বমন্যৎ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে ব্যুষ্টি নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : সৃষ্টির প্রথম যে প্রভাতকাল, এ ইষ্টকা তদ্রূপা। আদিত্যের সাথে অনুপ্রবিষ্ট সৃষ্টিকালীন প্রথম উষা এ পৃথিবীর দৈনন্দিন প্রভাতরূপে বিচরণ করছে। নবপরিণীতা বধূ যেমন ভবিষ্যৎ সন্তানের জননী, সেরূপ এ ব্যুষ্টি (প্রভাত কাল) উত্তরোত্তর প্রভাতের নিষ্পাদিকা। অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র—এ তিন দেবতা এ ব্যুষ্টির বিস্তার করেছে। এ তিন দেবতার প্রকাশের অনুগ্রহে এর প্রভাতরূপত্ব। এরূপ ব্যুষ্টিরূপ ইষ্টকা আমি স্থাপন করছি। সৃষ্টির প্রথম উষা ও প্রতিদিনের সঞ্চারিণী উষা—এ দুয়ে মিলে বিবিধরূপে বিচরণ করছে। রাত্রিকাল প্রলয়কালের মত যাতে জগৎ আচ্ছন্ন হয়, আর আবির্ভাবরূপ সৃষ্টি হচ্ছে দিবসের মত। এ দুটি উষার মধ্যে একটার ব্যুষ্টিতে বিচরণ, অপরটার রাতের অন্ধকার দূর করা কাজ। সে দুটি উষা, ছন্দোযুক্তা, অতিশয় প্রকাশমান, কাল-সামান্যে উভয়ের প্রকাশস্থান এক, তারা দুজন সূর্যের পত্নী, নিজেদের দেবতাজ্ঞান আছে, প্রকাশ প্রদানে প্রাণীদের রূপজ্ঞানের জনক, জরারহিত ও বহুব্যাপারের কারণস্বরূপ। তিনটি উষা যজ্ঞের রক্ষকরূপে প্রকাশিত হয়েছে, অগ্নি, চন্দ্র ও আদিত্যের প্রকাশদানে যজ্ঞের পথ লাভ করেছে। তিনজন উষাদেবীর মধ্যে একজন যজমানের প্রজা রক্ষা করে, একজন বল রক্ষা করে এবং অপর জন দেবকামী যজমানের কর্মানুষ্ঠান রক্ষা করে। যদিও একটিই উষা, তথাপি জগতের রক্ষণের জন্য যোগৈশ্বর্যাদির দ্বারা অনেক শরীর স্বীকার করে বহু উষারূপে প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে যে চতুর্থ উষা, সে স্তোমচতুষ্টয় যুক্ত অগ্নিষ্টোমরূপ। সে দুটি পক্ষের মত যজ্ঞের পূর্ব পশ্চিমরূপ দুটি অঙ্গ উৎপন্ন করছে, সেরূপ যজ্ঞনিষ্পাদক ঋত্বিকদের উৎপন্ন করেছে এবং অর্চনরূপ স্তোত্র সম্পন্ন করেছে। গায়ত্রী প্রভৃতি চারজন দেবতা স্বর্গ ও তার কর্ম সম্পন্ন করেছে। স্রষ্টা প্রজাপতি পাঁচ উষাদেবীর দ্বারা এ জগৎ নির্ম্মাণ করেছেন। সে পাঁচ উষা প্রত্যেকে পাঁচটি করে ভগ্নী সৃষ্টি করেছে। প্রথম পাঁচজন জ্যেষ্ঠ উষা এবং তাদের পঁচিশ জন ভগিনী—এরা এক মাসের প্রতিপদ আদি তিথিরূপে—তিরিশ উষারূপে প্রকাশ পেয়েছে। সে উষাদের মিশ্রণে মুখ্য পাঁচ উষা ক্রতু নিষ্পন্ন করে, তারা যজ্ঞের বহুবিধ রূপ লাভ করেছে। তাদের মধ্যে একজন দৈনন্দিন অগ্নিহোত্র নিষ্পন্ন করছে, অন্য দুজন দর্শ ও পূর্ণমাস, অপর দুজন উপবসথ্য ও সুত্যা দিনরূপা

সম্পন্ন করে। মাসগত তিথিরূপে তিরিশ জন ভগিনীরূপ উষাদেবীগণ নিরন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম লাভ করছে। তারা সমান প্রকাশরূপ চিহ্ন ধারণ করেছে। তারা বিদ্বানের মত সে সে দিনের সম্পাদনীয় জেনে নিজেরা বার বার আবর্তিত হয়ে বসন্তাদি ঋতু সম্পন্ন করছে এবং সূর্যের পার্শ্বে প্রকাশমানা হয়ে অবস্থান করছে। এ উষা নক্ষত্রযুক্ত বলে জ্যোতিষ্মতী, সূর্যোদয়ের পূর্বে থাকে বলে রাত্রিরূপা এবং দীপ্যমানা। এ উষা নভস্থ সূর্যের রশ্মিজাল কম্বুমের মত ধারণ করছে। এ উষাকালে নানারূপ গো-মহিষাদি পশুগণ ঘুম থেকে জেগে মাতৃরূপ পৃথিবীর ক্রোড়ে অরণ্যগমনাদি বিবিধ ব্যবহার দেখছে। একাষ্টকা (মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী) নামে একটি অষ্টকা পুত্রের জন্য তপস্যা করে নিজ গর্ভে মহিমাযুক্ত ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছে। সে ইন্দ্রের দ্বারা সকল দেবতারা দস্যু তস্কররূপ রাক্ষসদের পরাভূত করেছে। সে ইন্দ্র নিজ শক্তিতে অসুরদের হন্তা। একাষ্টকা দেবীগণ আমাকে (যজমানকে) অনুষ্ঠানযুক্ত করেছে। তারা যজমানকে সত্য ধর্ম জানিয়ে দেয়। হে একাষ্টকা দেবীগণ, তোমাদের প্রসাদে আমি সৎপথে থেকে এ প্রার্থনা করছি—তোমরা যেমন ইন্দ্রের কল্যাণ বৃদ্ধিতে থাক, সেরূপ আমি যেন ইন্দ্রের অনুগ্রহ চিত্ত লাভ করি। তোমাদের মধ্যে যেমন একে অপরকে অতিক্রম করে কোন কাজ করে না, সকলে পরস্পরের অনুকূলে কাজ করে, সেরূপ আমি যেন ঋত্বিকদের অনুকূলে ব্যবহার করি। যজমান আমার ভক্তিতে সকল জগতের অভিজ্ঞ এ উষা এসেছিল অবং আমার প্রতি অনুগ্রহে স্থির হয়েছিল। হে একাষ্টকা দেবীগণ, তোমাদের মধ্যে যেমন একে অপরকে লঙ্ঘন করে না- সেরূপ আমি যেন ঋত্বিকদের অনুকূলে কার্য করি। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস, অবসথ্য ও সত্য নামক কর্মনিষ্পাদক যে পাঁচ মুখ্য উষার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে পঞ্চাত্মক এ সব উৎপন্ন হয়েছে। তা হতে পঞ্চ দেহ উৎপন্ন হয়েছে। অন্ধকার, জ্যোৎস্না সন্ধ্যাদ্বয় ও দিবস—এ পাঁচটি দোহ। এ পঞ্চ দোহ পঞ্চ বৃষ্টি উৎপন্ন করেছে। পঞ্চবিধ নামযুক্ত এ পৃথিবী পঞ্চ বৃষ্টি উৎপন্ন করেছে। পাঁচটি নাম হচ্ছে—বসন্তঋতুতে পুষ্পবতী, গ্রীষ্মে তাপবতী, বর্ষাঋতুতে বৃষ্টিমতী, শরৎকালে জল নির্মলকারিণী, হেমন্ত ও শিশিরে শৈত্যবতী। এ পাঁচটি নামে পৃথিবী বৃষ্টি উৎপত্তি করেছে। হেমন্ত ও শিশিরের ঐক্যে পাঁচটি ঋতুর কথা বলা হয়েছে। সেরূপ পূর্বাদি পাঁচ দিক বৃষ্টি থেকে উৎপন্ন, উর্ধ্বের সাথে পাঁচ দিকের কথা বলা হয়েছে। সেরূপ পঞ্চদশ নামক স্তোমের দ্বারা নিষ্পন্ন পাঁচটি স্তোত্রে বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এ পাঁচটি বৃষ্টি মুখ্য প্রকাশরূপ স্বভাব লাভ করেছে। এর দ্বারা বৃষ্টিরূপ ইষ্টকার স্তুতি করা হয়েছে। পূর্বোক্ত মুখ্য পাঁচটি উষার মধ্যে যেটা প্রথম উষাকাল, সত্যের গর্ভসদৃশ তা আদিত্যের সাথে থাকে। কোন উষা রশ্মির সহকারিণী হয়ে জলে মহিমা বিস্তার করছে। গ্রীষ্মকালে রশ্মির দ্বারা জল এনে মেঘের উদরে গর্ভরূপ মহিমা প্রকাশ করছে। অন্য কোন উষা সূর্যের সংস্কৃত প্রদেশে বিচরণ করছে। অপর কেউ দীপ্ত অগ্নির প্রকাশ করছে। কোন উষাকে সবিতা তার দৈনন্দিন প্রকাশে যুক্ত করেছে। মুখ্য পাঁচটি উষার মধ্যে যেটা প্রথম উষা, তা অন্ধকার দূর করছে। সে উষা যমের আধিপত্যে এ লোকে প্রকাশ দেয়ায় ধেনুর মত প্রীতিকর। হে উষা, ধেনু যেমন ক্ষীর প্রদান করে, সেরূপ তুমি বৃষ্টিজলপূর্ণ হয়ে সারা বছর আমাদের জন্য দোহন কর। যে উষা প্রকাশরূপ নক্ষত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে আকাশবর্তী প্রকাশের সাথে যুক্ত হয়ে এখানে এসেছে। সে উষা সকল রূপ প্রকাশ করে বলে বিশ্বরূপা, সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকারের লেশযুক্ত বলে মিশ্রবর্ণা, অগ্নিহোত্রীর

দ্বারা উষাকালে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় বলে, তা অগ্নির ধ্বজারূপ (অগ্নিকেতু)। সূর্যের সাথে অন্ধকার নিবারণরূপ সমান প্রয়োজন সাধন করে জন্য এ উষা শোভন কর্ম ইচ্ছা করে। হে অজর উষা, বলীপলিতাদিরূপ জরারহিত হয়েও সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে চিরকাল অবস্থানরূপ জরা লাভ করেছ। সে উষারূপ এ ইষ্টকাকে আমি স্থাপন করছি। সে প্রথম উষা এ কর্মস্থলে এসেছে। সে উষা বার বার নিজের আবৃত্তির দ্বারা বসন্তাদি ঋতুর পালিকা. প্রকাশ দান করে দিবসের নিষ্পাদিকা এবং প্রজাগণের উৎপাদয়িত্রী। হে উষা, তুমি স্বরূপে এক হয়েও বহুপ্রকারে অন্ধকার দূর কর এবং তুমি অজীর্ণা হয়েও সকল মানুষের শরীর জীর্ণ করে থাক ॥ ১১।১৫ ॥

মন্ত্র : অগ্নে জাতান্ প্র ণুদা নঃ সপত্নান্ প্রত্যজাতাঞ্জাতবেদো নুদস্ব। অস্মে দীদিহি সুমনা অহেড়ন্তব স্যাং শর্মন্ত্রিবরূথ উদ্ভিৎ। সহসা জাতান্ প্র ণুদা নঃ সপত্নান্ প্রত্যজাতাঞ্জাতবেদো নুদস্ব অধি নো ব্রূহি সুমনস্যমানো বয়ং স্যাম প্র ণুদা নঃ সপত্নান্। চতুশ্চত্বারিংশঃ স্তোমো বর্চো দ্রবিণং ষোড়শঃ স্তোম ওজো দ্রবিণং পৃথিব্যাঃ পুরীষমসি অপ্সো নাম। এবশ্ছন্দো বরিবশ্ছন্দঃ শম্ভূশ্ছন্দঃ পরিভূশ্ছন্দ আচ্ছচ্ছন্দো মনশ্ছন্দো ব্যচশ্ছন্দঃ সিন্ধুশ্ছন্দঃ সমুদ্রং ছন্দঃ সলিলং ছন্দঃ সংযচ্ছন্দো বিযচ্ছন্দো বৃহচ্ছন্দো রথন্তরং ছন্দো নিকায়শ্ছন্দো বিবধশ্ছন্দো গিরশ্ছন্দো ভ্রজশ্ছন্দঃ ষষ্টুপ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ছন্দঃ ককুচ্ছন্দস্ত্রিককুচ্ছন্দঃ কাব্যং ছন্দোঽঙ্কুপং ছন্দঃ পদপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বিষ্টারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরো ভৃজ্বান্ ছন্দঃ প্রচ্ছচ্ছন্দঃ পক্ষশ্ছন্দ এবশ্ছন্দো বরিবশ্ছন্দো বয়শ্ছন্দো বয়স্কৃচ্ছন্দো বিশালং ছন্দো বিষ্পর্ধাশ্ছন্দশ্ছদিশ্ছন্দো দূরোহণং ছন্দস্তন্দ্রং ছন্দোঽঙ্কাঙ্কং ছন্দঃ ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে পঞ্চম চিতিতে অসপত্নাদি ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে অগ্নি, আমাদের পূর্বে উৎপন্ন শত্রুদের বিনাশ কর। হে জাতবেদা, অজাত শত্রুদের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের নষ্ট কর। সানুগ্রহ চিত্তে অক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিবরূথ, প্রাগ্বংশ ও হবির্ধানরূপ গৃহে অনুষ্ঠেয় কর্মের উৎপাদক হয়ে আমাদের প্রকাশ কর। তোমার প্রসাদে আমি যেন সুখী হই। হে অগ্নি, বলের সাথে আমাদের জাত শত্রুদের বিনাশ কর এবং অজাত শত্রুদের উৎপত্তির বাধা সৃষ্টি করে নষ্ট কর। শোভন মন নিয়ে আমাদের অধিক বল, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন অধিক হই। তুমি আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। যে স্তোম চত্বারিংশৎ আবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং যা বলরূপ, হে ইষ্টকা, সে উভয়রূপ তুমি। সেরূপ ষোড়শ স্তোম ও ওজ-স্বরূপ তুমি। হে ইষ্টকা, তুমি চিতিরূপ পৃথিবীর পূরক এবং অবিনাশক। হে ইষ্টকা, তুমি এব, বরিব, শম্ভু প্রভৃতি ছন্দ-রূপ। (এখানে সমস্ত স্বর্গলোকবর্তী ছন্দের নাম বলা হয়েছে।)। ১২।৪১ ॥

মন্ত্র : অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ। ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ। ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সন্দৃগ্ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ। ন যত্তে শোচিস্তমসা বরন্ত ন ধ্বস্মানস্তনুবিরেপ আ ধুঃ। ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ননীকমুপাক আ রোচতে সূর্যস্য। রুশদ্দৃশে দদৃশে নক্তয়া চিদরূক্ষিতং দৃশ আ রূপে অন্নম্। সৈনাঽনীকেন সুবিদত্রো অস্মে যষ্টা দেবাম্ আযজিষ্ঠঃ স্বস্তি। অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পা অগ্নে দ্যুমদুত রেবদ্দিদীহি। স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা বিশ্বায়ুর্ধেহি যজথায় দেব। যৎ সীমহি দিবিজাত প্রশস্তং তদস্মাসু দ্রবিণং

স্বধাহি চিত্রম্।" যথা হোতর্মনুষঃ দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সূনো সহসো যজাসি। এবা নো অদ্য সমনা সমানানুশন্নগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্। বৃষা সোম দ্যুমান্ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্ম্মাণি দধিষে। সান্তপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন। যুষ্মাকোতী রিশাদসঃ। যো নো মর্ত্তো বসবো দুর্হৃণায়ুস্তিঃ সত্যানি মরুতঃ জিঘাংস্যাৎ। দ্রুহঃ পাশং প্রতি স মুচীষ্ট তপিষ্ঠেন তপসা হন্তনা তম্। সম্বৎসরীণা মরুতঃ স্বর্কা উরুক্ষয়াঃ সগণা মানুষেষু। তেহস্মৎপাশান্ প্র মুঞ্চন্ত্বংহসঃ সান্তপনা মদিরা মাদয়িষ্ণবঃ। পিপ্রীহি দেবাং উশতো যবিষ্ঠ বিদ্বান্ ঋতূংর্ ঋতুপতে যজেহ। যে দৈব্যা ঋত্বিজস্তেভিরগ্নে ত্বং হোতৃণামস্যায়জিষ্ঠঃ। অগ্নে যদদ্য বিশো অধ্বরস্য হোতঃ পাবক শোচে বেষ্টবং হি যজ্বা। ঋতা যজাসি মহিনা বি যদভূর্হব্যা বহ যবিষ্ঠ যা তে অদ্য। অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে-দিবে। যশসং বীরবত্তমম্। গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব। গৃহমেধাস আ গত মরুতো মাহপ ভূতন। প্রমুঞ্চন্তো নো অংহসঃ। পূর্বীভির্হি দদাশিম শরদ্ভির্ম রুতো বয়ম্। মহোভিঃ চর্ষণীনাম্। প্র বুধিয়া ঈরতে বো মহাংসি প্র ণামানি প্রযজ্যবস্তিরধ্বম্। সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ম্ মরুতো জুষধ্বম্। উপ যমেতি যুবতিঃ সুদক্ষং দোষা বস্তোর্হবিষ্মতী ঘৃতাচী। উপ স্বৈনমরমতির্বসূয়ুঃ। ইমো অগ্নে বীততমানি হব্যাহজস্রো বক্ষি দেবতাতি-মচ্ছ। প্রতি ন ঈং সুরভীণি বিযন্তু। ক্রীড়ং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণম্। রথেশুভম্। কণ্বা অভি প্র গায়ত। অত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বঞ্চো যক্ষদৃশো ন শুভয়ন্ত মর্যাঃ। তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো ন প্রক্রীড়িনঃ পয়োধাঃ। প্রৈষামজেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জত শুভে। তে ক্রীড়য়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ। উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যয়িং বয় ইব মরুতঃ কেন চিৎ পথা। শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চ্চতে। অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিম্ হব্যবাহং পুরু-প্রিয়ম্। তং হি শশ্বন্ত ঈড়তে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা। অগ্নিং হব্যায় বোঢ়বে। ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ শ্নথদ্বৃত্রমিন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীন্দ্রং নরো বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানো বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বর্দ্ধনেন ॥ ১৩॥

[এ অনুবাকে যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে আমাদের কর্মানুষ্ঠান-নিবারক পাপ বিনাশ করেছে, যে আমাদের স্তুতিতে ধন দিতে ইচ্ছা করে, যে সম্যক্ প্রজ্বালিত, প্রকাশক ও হবির দ্বারা আহূত হয়েছে, সে অগ্নি আমাদের অনুগ্রহ করুক। হে সোম, তুমি অনুষ্ঠিত কর্মের পালক, দীপ্তিমান, পাপঘাতী, মঙ্গলপ্রদ এবং যজ্ঞ-নিষ্পাদক বলে যজ্ঞ-রূপ। হে শোভন সৈন্যযুক্ত অগ্নি, তোমার চরিত্র মঙ্গলময়। তুমি যজমানদের দ্রষ্টা ও উগ্র জ্বালারূপে সর্বত্র বিচরণশীল অর্থাৎ আমাদের অনিষ্টনিবারক জ্বালা-সমূহের প্রবর্তক। তোমার প্রকাশ কখন আবৃত হয় না এবং ধ্বংসকারক রাক্ষসরা তোমার শরীরে আঘাত করতে পারে না। হে বলযুক্ত অগ্নি, সুর্বসদৃশ তোমার কল্যাণকর জ্বালারূপ সৈন্য নিকটে দীপ্ত পাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকারযুক্ত রাতেও তোমার জ্বালারূপ সৈন্যদের প্রাণীরা দেখে থাকে। পথে সর্পাদি দেখার জন্য ও ভোজনকালে মক্ষিকাদির উপদ্রবরহিত অন্ন দেখার জন্য লোক তোমার জ্বালা দেখে থাকে। হে অগ্নি, তুমি দীপ্যমান ও বহু ধনযুক্ত গৃহক্ষেত্রাদি প্রকাশ কর। তুমি জ্বালাসমূহের দ্বারা জ্ঞাপক, আমাদের জন্য দেবতার উদ্দেশে যাগ নিষ্পাদক, নির্বিঘ্নে যাগ-সমাপ্তকারী, অপরের দ্বারা অহিংসিত, যজ্ঞের রক্ষক ও আমাদের

পালক। হে অগ্নি, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য দ্যুলোকে বা ভূলোকে যেখানে থাকি, আমাদের নির্বিঘ্ন সম্পূর্ণ আয়ু দাও। হে স্বর্গসম্পন্ন অগ্নিদেব, আমিরা যে ধনের সেবা করি, সে শ্রেষ্ঠ মণি-মুক্তাদি ধন আমাদের দাও। হে মন্থনরূপ বলের পুত্র, দেবতাদের আহ্বানকারী অগ্নি, তুমি মানুষদের যেমন অনুগ্রহে পালন কর, সেরূপ দেবতাদের যজ্ঞের দ্বারা পূজা কর। হে অগ্নি, আজ আমাদের এ যজ্ঞে দেবতাদের সাথে সমানমনস্ক ও আস্থাযুক্ত তুমি তোমার তুল্য ও তোমাতে প্রীতিযুক্ত দেবতাদের যাগ কর। এ অগ্নির আমি স্তুতি করি, যে অগ্নি আহবনীয়ের পূর্বভাগ স্থাপিত, অনুষ্ঠীয়মান কর্মের নিষ্পাদক, দ্যোতমান, দেবতাদের আহ্বাতা ও মণিমুক্তাদি রত্নের সম্পাদক। সে সোম, তুমি কামবর্ষক ও দীপ্তিমান। হে দেব, তুমি বর্ষক জন্য তার কর্ম ও পুণ্য ধারণ করে থাক। হে শত্রুসন্তাপক, হিংসকদের খাদক মরুদ্গণ, তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমাদের প্রদত্ত হবিঃ ভক্ষণ কর। হে নিবাসের কারণ মরুদ্গণ, যে মানুষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের হত্যা করতে ইচ্ছা করে, সে দ্রোহীকে তোমার রজ্জুর দ্বারা বন্ধন এবং সন্তাপের দ্বারা মার। হে মরুদ্গণ, তোমার নির্বন্ধনহেতু বন্ধন রজ্জু আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিরোধীজনের গলায় বন্ধন কর। সে মরুদ্গণ একবার যাগে আরাধিত হলে সারা বছর রক্ষক হয়, তারা সহজে অর্চনীয়, তাদের বিস্তীর্ণ গৃহ, সপ্তগণের সাথে যুক্ত, শত্রুদের তাপদায়ক এবং নিজেরা হৃষ্ট হয়ে আমাদের আনন্দদারক হয়। হে যুবতম অগ্নি, অভিপ্রেত দেবতার প্রীতি কর। হে ঋতুপতে, সূর্যরূপে কালের পরিপালক তুমি সময় জেনে যথোচিত কালে এখানে যাগ কর। দৈব ও মানুষ ঋত্বিকদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ যাগকারী। হে হোতা, শোধক, দীপ্যমান স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি, এ অনুষ্ঠিত অধ্বরের (হিংসারহিত যজ্ঞের) যে হবিঃ আছে, তা তুমি ভক্ষণ কর। তুমি যাগের কর্তা. আমাদের যজ্ঞ নিজ মহিমায় যাগ কর। হে যুবতম, আজ আমাদের প্রদত্ত হবি তুমি গ্রহণ কর। এ অগ্নির দ্বারা সকলে ধন ও তার পুষ্টি লাভ করে। সে ধন পুষ্টিকর, কীর্তিকর ও পুত্রাদি যুক্ত। হে সোম, তুমি আমাদের গৃহবর্ধক, রোগনাশক, ধনপ্রাপক, গবাদি পশুর পুষ্টিবর্ধক ও সুমিত্র হও। হে গৃহমেধা মরুদ্গণ, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে এ কর্মে এস, কখন চলে যেয়ো না। হে মরুদ্গণ, পূর্বকাল হতে ব্রীহি প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ সংবৎসরে মানুষ ঋত্বিকদের মধ্য থেকে আমরা তোমাকে হবি দিচ্ছি, তোমরা এখানে এস। হে মরুদ্গণ, অনাদিকাল থেকে তোমাদের তেজ প্রবৃত্ত হয়েছে। প্রকৃষ্ট যাগযুক্ত গৃহমেধী বলে তোমরা লোকে বিখ্যাত। সহস্র গৃহযাগকারী তোমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত এ পুরোডাশের ভাগ গ্রহণ কর। মন্ত্রের সাথে মিশ্রিত হবিযুক্ত ঘৃতপূষ্ট আহুতি দিনরাত কুশল স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে লাভ করুক। ধনকামী যজমান নিরন্তর হবির দ্বারা এ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির সেবা করে। হে অগ্নি, অতিশয় কান্তিযুক্ত এ হবি দেবতার উদ্দেশে সব সময় বহন কর এবং আমাদের সুগন্ধ হবি প্রত্যেক দেবতা ভক্ষণ করুক। হে কণ্ব প্রভৃতি বেদাচার্যগণ, তোমরা বলের উদ্দেশে বৈদিক স্তোত্রের দ্বারা ধ্যান কর। যে বল তোমাদের ক্রীড়ার হেতু, মরুদ্গণের সম্বন্ধীয়, শত্রুদের দ্বারা অতিরস্কৃত এবং রথ প্রেরণে সমর্থ যে মরুদ্গণ নিজ সঞ্চারের দ্বারা জগৎ অলংকৃত করছে, তারা আমাদের অনুগ্রহ করুক। সে মরুদ্গণ শীঘ্রগামী অশ্বের মত, যাগ দর্শনার্থী মর্তের মত এখানে আসুক। প্রাসাদে আরূঢ় রাজপুত্রগণের মত পর্বতে শুভ্র মরুদ্গণ সঞ্চরণ করছে। অত্যন্ত বালবৎসগণ যেরূপ এদিক সেদিক পলায়ন করে খেলা করে, সেরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মরুদ্গণ

মেঘ সৃষ্টি করে তাতে জল ধারণ করছে। ভর্তৃহীন রমণীর মত মরুদ্গণের গমনে তুমি কম্পিত হচ্ছে। যে মরুদ্গণ জলের নিয়ামক মেঘে জল সঞ্চার করে, তারা নিজের মহিমা নিজেই কীর্তন করছে। সে মরুদ্গণ, ক্রীড়াশীল কম্পনযুক্ত, উজ্জ্বল বিদ্যুৎরূপ দৃষ্টিবিশিষ্ট ও শত্রুদের কম্পনের হেতু। হে মরুদ্গণ, যখন তোমরা পক্ষীর মত এসে জলপূর্ণ মেঘের উপর আস্ফালন কর। তখন ধনপূর্ণ গৃহসদৃশ জলপূর্ণ মেঘগুলি তোমাদের রথের কাছে এসে জল বর্ষণ করে। তোমরাও অর্চনাকারী যজমানের জন্য মধুর রসযুক্ত ঘৃতের মত জলসেচন কর। প্রতি যাগে যজমানেরা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির আহ্বান করে থাকে। সে অগ্নি প্রজাগণের পালক, দেবতার প্রতি হবির বাহক এবং বহু যজমানের প্রীতির কারণ। কারণ অনুষ্ঠান-পর ঋত্বিক্‌গণ হবি বহনের জন্য ঘৃত-ক্ষরিত স্রুকের দ্বারা অগ্নিদেবের স্তুতি করছে। (ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে।) ১৩।৩৩॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিন্ব প্রেতিরসি ধর্মায় ত্বা ধর্মং জিন্বান্বিতিরসি দিবে ত্বা দিবং জিন্ব সন্ধিরস্যান্তরিক্ষায় ত্বাঽন্তরিক্ষং জিন্ব প্রতিধিরসি পৃথিব্যৈ ত্বা পৃথিবীং জিন্ব বিষ্টম্ভোঽসি বৃষ্ট্যৈ ত্বা বৃষ্টিং জিন্ব প্রবাস্যহ্নে ত্বাঽহর্জিন্বানুবাঽসি রাত্রিয়ৈ ত্বা রাত্রিং জিন্বোশিগসি বসুভ্যস্ত্বা বসূঞ্জিন্ব প্রকেতোঽসি রুদ্রেভ্যস্ত্বা রুদ্রাঞ্জিন্ব সুদীতিরস্যাদিতেভ্যস্ত্বাঽদিত্যাঞ্জিন্বৌজোঽসি পিতৃভ্যস্ত্বা পিতৃঞ্জিন্ব তন্তুরসি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজা জিন্ব পৃতনাষাডসি পশুভ্যস্ত্বা পশূঞ্জিন্ব রেবদস্যোষধীভ্যস্ত্বৌষধীর্জিন্বাভিজিদসি যুক্তগ্রাবেন্দ্রায় ত্বেন্দ্রং জিন্বাধিপতিরসি প্রাণায় ত্বা প্রাণং জিন্ব যন্তাঽস্যপনায় ত্বাঽপানং জিন্ব সংসর্পোঽসি চক্ষুষে ত্বা চক্ষুর্জিন্ব বয়োধা অসি শ্রোত্রায় ত্বা শ্রোত্রং জিন্ব ত্রিবৃদসি প্রবৃদসি সম্বৃদসি বিবৃদসি সংরোহোঽসি নারোহোঽসি প্ররোহোঽস্যানুরোহোঽসি বসুকোঽসি বেষশ্রিরসি বস্যষ্টিরসি॥ ১॥

[এ অনুবাকে স্তোমভাগ নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকা, তুমি আদিত্যের রশ্মিরূপ, নিবাস সিদ্ধির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তুমি আমাদের বাসস্থান সম্পন্ন কর। তুমি প্রকৃষ্ট গতিশীল, বিহিত কর্মানুষ্ঠানের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের কর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন কর। তুমি অনুকূলগতি যুক্ত, দ্যুলোকের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের দ্যুলোকে যাবার পথ প্রশস্ত কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যবর্তী সন্ধিস্থল রূপ অন্তরিক্ষ লোকের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের অন্তরিক্ষে যাবার পথ সিদ্ধ কর। তুমি ভূলোক-স্বরূপ, ভূলোক স্থানের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের ভূলোকস্থান সম্পন্ন কর। তুমি মেঘ-স্বরূপ, বৃষ্টির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের বৃষ্টি সম্পন্ন কর। তুমি প্রবর্তক উষাকাল-রূপ দিবসের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের দিবস সফল কর। হে ইষ্টকা, তুমি সায়ং সন্ধ্যা রূপ, রাত্রির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের রাত্রি সম্পন্ন কর। তুমি কামরূপ, বসুদেবের প্রীতির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, আমাদের ধন সম্পন্ন কর। তুমি রুদ্রের ধ্বজা স্বরূপ, রুদ্রদের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, রুদ্রদের প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি শোধন দীপ্তিরূপ, আদিত্যগণের উদ্দেশে তোমাকে স্থাপন করছি, তুমি তাদের প্রীত কর। তুমি ওজ-রূপ, পিতৃগণের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তুমি তাদের তুষ্ট কর। তুমি বিস্তৃতিরূপ, পুত্র পৌত্রাদির

জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তাদের তুমি প্রীত কর। তুমি পশু অপহরণকারী শত্রুসেনার পরাভবকারী, পশুদের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তাদের তুমি তুষ্ট কর। তুমি ওষধিসাধ্য জীবনরূপ, ওষধিদের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তা তুমি সম্পন্ন কর। তুমি শত্রুর পরাভবকারী পাষাণসদৃশ, বজ্রহস্ত ইন্দ্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রকে তুষ্ট কর। তুমি শ্বাসরূপ বায়ুর অধিপতি রূপ, প্রাণের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তাকে তুমি তুষ্ট করে। তুমি শ্বাস বায়ুর অন্ত প্রবেশের নিয়ামক স্বরূপ, অপানের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তাকে তুমি তুষ্ট কর। তুমি প্রসর্পণ রূপ দৃষ্টির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তাকে তুমি তুষ্ট কর। তুমি পক্ষীর মত ধারণকারী, শ্রোত্রের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি, তুমি তাকে তুষ্ট কর। তুমি স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম-রূপা। এরূপ তুমি প্রবৃৎ, সংবৃৎ, বিবৃৎ, রোহ, নীরোগ, প্ররোহ ও অনুরোহ রূপা। হে ইষ্টকা, তুমি পুত্রের মত ধনরূপ, প্রাপ্ত বস্তুর অভিবৃদ্ধিকারী ও অভিবৃদ্ধ ধনের ভোজনরূপ। যে ধন অর্জন করে, তা বৃদ্ধি করে, তার দ্বারা জীবন ধারণ করে, তুমি তার মত। ১৩০ ॥

মন্ত্র: রাজ্ঞ্যসি প্রাচী দিগ্‌বসবস্তে দেবা অধিপতয়োঽগ্নির্হেতীনাং প্রতিধর্ত্তা ত্রিবৃত্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়ত্বাজ্যমুক্থমব্যথয়ৎ স্তভ্নাতু রথন্তরং সাম প্রতিষ্ঠিত্যৈ। বিরাডসি দক্ষিণা দিগ্‌রুদ্রাস্তে দেবা অধিপতয় ইন্দ্রো হেতীনাং প্রতিধর্ত্তা পঞ্চদশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়তু প্রউগমুক্থমব্যথয়ৎ স্তভ্নাতু বৃহৎসাম প্রতিষ্ঠিত্যৈ। সম্রাডসি প্রতীচি দিক্‌ আদিত্যাস্তে দেবা অধিপতয়ঃ সোমো হেতীনাং প্রতিধর্ত্তা সপ্তদশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাম্‌ শ্রয়তু মরুত্বতীয়মুক্থমব্যথয়ৎ স্তভ্নাতু বৈরূপং সাম প্রতিষ্ঠিত্যৈ। স্বরাডস্যুদীচী দিগ্বিশ্বে তে দেবা অধিপতয়ো বরুণো হেতীনাম্‌ প্রতিধর্ত্তৈকবিংশস্ত্বা স্তোমঃ পৃথিব্যাং শ্রয়তু নিষ্কেবল্যমুক্থমব্যথয়ৎ স্তভ্নাতু বৈরাজং সাম প্রতিষ্ঠিত্যৈ। অধিপত্ন্যসি বৃহতী দিঙ্‌মরুতস্তে দেবা অধিপতয়ঃ বৃহস্পতির্হেতীনাম্‌। প্রতিধর্ত্তা ত্রিনবত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্বা স্তোমৌ পৃথিব্যাং শ্রয়তাম্‌ বৈশ্বদেবাগ্নিমারুতে উক্‌থে অব্যথয়ন্তী স্তভ্নীতাং শাক্বরৈবতে সামনী প্রতিষ্ঠিত্যৈ। অন্তরিক্ষায়র্ষয়স্ত্বা প্রথমজা দেবেষু দিবো মাত্রয়া বরিণা প্রথন্তু বিধর্ত্তা চায়মধিপতিশ্চ তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে সুবর্গে লোকে যজমানং চ সাদয়ন্তু। ২।

[এ অনুবাকে নাকসদাখ্য ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: হে ইষ্টকা, তুমি প্রকাশমান পূর্বদিক রূপ, অষ্ট বসুগণ তোমার অধিপতি এবং অগ্নি তোমার উপদ্রবকারী শত্রুর আয়ুধের নিরাকর্তা, ত্রিবৃৎ নামক স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক, আজ্য নামক উক্‌থ্য শস্ত্র তোমাকে ব্যথারহিত করে দৃঢ় করুক এবং রথন্তর সাম তোমার চিরকাল অবস্থানের জন্য হোক। এরূপ তুমি বিরাট দক্ষিণ দিক্‌ রূপ। দেবগণ তোমার পালক, ইন্দ্র শত্রুর অস্ত্র থেকে তোমার নিরাকর্তা, পঞ্চদশ স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক, প্রউগ উক্‌থ্য তোমার ব্যথা দূর করে তোমাকে দৃঢ় করুক, এবং বৃহৎসাম তোমার চিরকাল স্থিতির জন্য হোক। তুমি সম্রাট্‌ পশ্চিম দিক্‌রূপ, আদিত্যগণ তোমার অধিপতি, সোম তোমার শত্রুদের অস্ত্রের নিরাকর্তা, সপ্তদশ স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক, মরুত্বতীয় উক্‌থ্য তোমার ব্যথা অপনোদন করে তোমাকে দৃঢ় করুক এবং বৈরূপ সাম তোমাকে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত করুক। তুমি স্বরাট্‌ উত্তরদিকরূপ, দেবগণ তোমার পালক, বরুণ শত্রুর অস্ত্র থেকে তোমার নিরাকর্তা, একবিংশ স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক। নিষ্কেবল্য

উক্থ্য তোমার ব্যথা দূর করে তোমাকে দৃঢ় করুক এবং বৈরাজ সাম তোমার চিরকাল অবস্থিতির জন্য হোক। তুমি পংক্তিছন্দা ঊর্ধ্বদিক্‌রূপ, মরুদ্‌গণ তোমার অধিপতি, বৃহস্পতি শত্রুর অস্ত্র থেকে তোমার রক্ষক, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম তোমাকে পৃথিবীতে স্থাপন করুক, বৈশ্বদেব ও অগ্নিমরুত নামক উক্থ্যদ্বয় তোমার ব্যথা দূর করে দৃঢ় করুক, শক্বর ও রৈবত নামক সামদ্বয় তোমার চিরাবস্থিতির জন্য হোক। দেবগণের মধ্যে প্রথমজাত নারদাদি মহর্ষিগণ অন্তরিক্ষ লোকে ব্যাপ্তির জন্য বরণীয় আকাশের পরিমাণে তোমাকে বিস্তৃত করুক। ইষ্টকাদের যারা সম্পাদক ও পালক তারাও তোমাকে বিস্তৃত করুক। সে মহর্ষিগণ, সম্পাদক ও পালকগণ পরস্পর একমত হয়ে স্বর্গসদৃশ এ ক্ষেত্রের উপর তোমাকে স্থাপন করুক এবং যজমানকে স্বর্গলোকে স্থাপন করুক। ২।৫ ॥

মন্ত্র ঃ অয়ং পুরো হরিকেশঃ সূর্যরশ্মিস্তস্য রথগৃৎসশ্চ রথৌজাশ্চ সেনানিগ্রামণ্যৌ পুঞ্জিকস্থলা চ কৃতস্থলা চাপ্সরসৌ যাতুধানা হেতী রক্ষাংসি প্রহেতিরয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মা তস্য রথস্বনশ্চ রথেচিত্রশ্চ সেনানিগ্রামণ্যৌ মেনকা চ সহজন্যা চাপ্সরসৌ দঙ্‌ক্ষ্ণবঃ পশবো হেতিঃ পৌরুষেয়ো বধঃ প্রহেতিরয়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচাস্তস্য রথপ্রোতশ্চাসমরথশ্চ সেনানিগ্রামণ্যৌ প্রম্লোচন্তী চ অনুম্লোচন্তী চাপ্সরসৌ সর্পা হেতির্ব্যাঘ্রাঃ প্রহেতিরয়মুত্তরাৎ সংযদ্বসুস্তস্য সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ সেনানিগ্রামণ্যৌ বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চাপ্সরসাবাপো হেতির্বাতঃ প্রহেতিরয়মুপর্যর্বাগ্বসুস্তস্য তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানিগ্রামণ্যাবুর্বশী চ পূর্বচিত্তিশ্চাপ্সরসৌ বিদ্যুদ্ধেতিরবস্ফূর্জন্ প্রহেতিস্তেভ্যো নমস্তে নো মৃডয়ন্তু তে যম্ দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বো জম্ভে দধাম্যায়োস্ত্বা সদনে সাদয়াম্যবতশ্ছায়ায়াং নমঃ সমুদ্রায় নমঃ সমুদ্রস্য চক্ষসে পরমেষ্ঠী ত্বা সাদয়তু দিবঃ পৃষ্ঠে ব্যচস্বতীং প্রথস্বতীং বিভূমতীং প্রভূমতীম্ পরিভূমতীং দিবং যচ্ছ দিবং দৃংহ দিবং মা হিংসীর্বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায়োদানায় প্রতিষ্ঠায়ৈ চরিত্রায় সূর্যস্ত্বাঽভি পাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা শন্তমেন তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদ। প্রোথদশ্বো ন যবসে অবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ব্যস্থাৎ। আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি। ৩ ॥

(এ অনুবাকে চোড়া প্রভৃতি ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।)

অনুবাদ ঃ এ পূর্বদিকস্থ অগ্নি হিরণ্যবর্ণ কেশরূপ জ্বালাবিশিষ্ট সূর্যরশ্মিসদৃশ। এ অগ্নির রথগৃৎস ও রথৌজ নামক দু-জন পরিচারক আছে, তার মধ্যে রথগৃৎস হচ্ছে সেনানী ; সে রথে চড়ে শত্রুর সেনা পররাজ্যে নিয়ে যায় এবং রথৌজ গ্রামণী, রথে তার বলাধিক্য, সে স্বরাজ্যে গ্রাম রক্ষা করে। এ ছাড়া পুঞ্জিকস্থলা ও কৃতস্থলা নামক দু-জন অপ্সরা তার পরিচারিকা। যাতুধান ও রাক্ষস হচ্ছে এ অগ্নির হেতি ও প্রহেতি রূপ অস্ত্রদ্বয়। হে ইষ্টকা, তুমি এ অগ্নি-স্বরূপ। বিশ্বকর্মা নামক অগ্নি দক্ষিণ দিকে অবস্থান করছ। তার দুজন পরিচারক—রথস্বন সেনানী এবং রথেচিত্র গ্রামণী। মেনকা ও সহজন্যা নামক দুজন অপ্সরা তার পরিচারিকা। দংশনশীল ব্যাঘ্র প্রভৃতি তার হেতি এবং সংগ্রামে পুরুষদের বধ-রূপ তার প্রহেতি। হে ইষ্টকা, তুমি সে অগ্নিরূপা। পশ্চিম দিকে বিশ্বব্যচা নামক অগ্নি আছে। তার দুজন পরিচারক—রথপ্রোত সেনানী এবং সমরথ গ্রামণী। প্রম্লোচন্তী ও অনুম্লোচন্তী নামক দুজন অপ্সরা তার পরিচারিকা। সর্পগণ তার হেতি এবং ব্যাঘ্রগণ তার প্রহেতি। হে ইষ্টকা, তুমি সে অগ্নিরূপা। উত্তর দিকে সংযদ্বসু নামক অগ্নি আছে।

তার দুজন পরিচারক—সেনাজিৎ সেনানী এবং সুষেণ গ্রামণী। বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী নামক দুজন অপ্সরা তার পরিচারিকা। জল হচ্ছে তার হেতি এবং বাত (ঝড়) হচ্ছে তার প্রহেতি। হে ইষ্টকা, তুমি সে অগ্নিরূপা। ঊর্ধ্বদিকে অর্বাগ্বসু নামক অগ্নি আছে। তার দুজন পরিচারক—তার্ক্ষ্য সেনানী এবং অরিষ্টনেমি গ্রামণী। উর্বশী ও পূর্বচিত্তি নামক দুজন অপ্সরা তার পরিচারিকা, বিদ্যুৎ হচ্ছে তার হেতি এবং মারক বজ্র-সদৃশ অবস্ফূর্জ তার প্রহেতি। হে ইষ্টকা, তুমি সে অগ্নিস্বরূপা। এ অগ্নির সেনানী, গ্রামণী অপ্সরাদ্বয় ও অস্ত্রদ্বয় সকলের উদ্দেশে নমস্কার করছি। তারা সকলে আমাদের সুখী করুক। যারা আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি, তাদের আমি তোমাদের বিস্তৃত মুখে নিক্ষেপ করছি। হে ইষ্টকা সকল জগতের রক্ষক আদিত্যের ছায়াতে তোমাকে স্থাপন করছি। সমুদ্রসদৃশ আদিত্যের উদ্দেশে নমস্কার করছি, সমুদ্রের প্রকাশক আদিত্যকে নমস্কার করছি। হে ইষ্টকা, সত্যলোকে স্থিত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তোমাকে স্বর্গের পৃষ্ঠে স্থাপন করুক। তুমি প্রকাশিকা, বিস্তারবতী, বিবিধ নূতন উৎপাদনশক্তিমতী, প্রভুত্বশক্তিযুক্তা ও পরসৈন্যের পরাভবকারিণী, তুমি নিয়ত যজমানকে স্বর্গভোগ করাও, দ্যুলোকে তার ভোগ দৃঢ় কর এবং দ্যুলোকের ভোগ নষ্ট করো না। সকল প্রাণীর প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান বায়ুর বৃত্তি লাভের জন্য স্বগৃহে স্থিতি লাভের জন্য, শাস্ত্রীয় আচরণের জন্য মহান যশ সোম সম্পত্তি ও সুখকর দীপ্তির দ্বারা সূর্য তোমাকে রক্ষা করুক। তোমার স্বামী রূপ দেবতার অনুগ্রহে অঙ্গিরা ঋষিদের চয়নানুষ্ঠানের মত এখানে তুমি স্থির হয়ে অবস্থান কর। অশ্বশালা থেকে অরণ্যে ঘাস খেতে যাবার সময় অশ্ব যেমন শব্দ করে, সেরূপ জাজ্বল্যমান এ অগ্নি শব্দ করছে। শব্দের পরে অগ্নির দীপ্তি অনুসরণ করে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নিজ্বালার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু প্রবৃত্ত হয় জন্য অগ্নিকে লোকে বায়ুসখ৽বলে। হে অগ্নি, তোমার জ্বালার সাথে বায়ুসংযোগের পর অরণ্য-গমন স্থান (দাহের দ্বারা) কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। ৩।৮ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি। ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ। অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্। ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ। দিবি মূর্ধানং দধিষে সুবর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্। অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাম্ প্রতি ধেনুমিবা-য়তীমুষাসম্। যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ। অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু বৃষভায় বৃষ্ণে। গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুর্ব্যঞ্চমশ্রেৎ। জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে। ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ। ত্বামগ্নে অঙ্গিরসঃ গুহা হিতমন্ববিন্দন্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে। স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ। যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিত-মগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমিন্ধতে। ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথম্ স বর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ। ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ। শোচিষ্কেশং পুরু-প্রিয়াগ্নে হব্যায় বোঢ়বে। সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষম্। স্তোমং চাগ্নয়ে। বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপ্ত্রে সহস্বতে। সং সমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ। ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর। এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে। প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্। স যোজতে অরুষো বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ। সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং

ন্নাথো জনানাম্। উগ্রস্য শোচিরদ্ব্যাদাজুহ্বানস্য মীঢ়ুষঃ। উভ্যমাসো অরুষাসো দিবিস্পৃশঃ সমগ্নিমিন্ধতে নরঃ। অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ। স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীড়েন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি। ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাহগ্নেবস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি। আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তম্ দেবাজরম্। যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষম্ স্তোতৃভ্য আ ভর। আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য জ্যোতিষস্পতে। সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্বতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর। উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্ব্বী শ্রীণীষ আসনি। উতো ন উৎপুপূর্য্যাঃ উকথেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর। অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ। অধা হ্যগ্নে ক্রতো-র্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ। রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথ। আভিষ্টে অদ্য গীর্ভি-র্গৃণন্তোহগ্নে দাশেম। প্র তে দিবো ন স্তনয়ন্তি শুষ্মাঃ। এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্ব্বাঙ্ সুবর্ন জ্যোতিঃ। অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ। অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসম্। বিপ্রং ন জাতবেদ-সম্। য উর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ। অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ। উত ত্রাতা শিবো ভব বরূথ্যঃ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ। সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবাঃ। অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে ছন্দ নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ অগ্নি আদিত্যরূপে দ্যুলোকের শিরস্থানীয়, দাহ পাকাদিরূপে পৃথিবীর পালক এবং জঠরাগ্নিরূপে স্থাবর জঙ্গমের প্রীতিবিধায়ক। হে অগ্নি, অথর্বা নামক ঋষি পদ্মপত্রের উপর তোমাকে মন্থন করেছে, সে পদ্মপত্র মস্তকতুল্য প্রশস্ত এবং সকল জগতের বাহক। এ সমিধ্যমান অগ্নি, সহস্র ও শতসংখ্যক অন্নের পালক, মস্তকের মত উত্তম ও কবি ; সে অগ্নি আমাদের ধনদাতা হোক। এ অগ্নি ভূলোকে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের প্রবর্তক ও গুণের নির্বাহক। হে অগ্নি, যে দ্যুলোকে সূর্যরূপ হয়ে তুমি নিযুৎ নামক অশ্বের সাথে মিলিত হও, স্বর্গতুল্য সে দ্যুলোক মস্তকের মত উন্নত কর। হে অগ্নি, এ যজ্ঞে তুমি হবিপ্রাপক জিহবা বিস্তার করছ। উষাকালে দোহনের জন্য শয়ন থেকে যেমন গাভীকে উঠান হয়, সেরূপ ঋত্বিক্গণ সমিধের দ্বারা এ অগ্নিকে জাগারিত করেছে। পক্ষীর মধ্যে মহান পক্ষিগণ যেমন উর্ধ্বদিকে যায়, সেরূপ প্রজ্বলিত এ অগ্নির শিখাগুলি স্বর্গলাভের জন্য উর্ধ্বে প্রসারিত হচ্ছে। কবি, যাগযোগ্য, শ্রেষ্ঠ, কামবর্ষক ও ভূমিতে স্থির অগ্নির উদ্দেশে আমরা নমস্কারযুক্ত স্তুতিরূপ বাক্য বলব। দ্যুলোকে রোচমান বিস্তীর্ণগতি আদিত্যকে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যে ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত বাক্য যেমন আশ্রয় করে, সেরূপ আমাদের বাক্য বহ্নিকে আশ্রয় করুক। সুদীপ্ত স্তুতিযুক্ত কর্মসিদ্ধির জন্য এ অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। জনগণের রক্ষক, সুদক্ষ, সদা জাগরণশীল ; ঘৃতমুখ এ অগ্নি বিস্তৃত দ্যুলোকস্পর্শী জ্বালার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে ভরণকুশল যজমানের জন্য বিশেষরূপে শোভিত হচ্ছে। হে অগ্নি, অঙ্গিরা ঋষিগণ তোমাকে অন্বেষণ করে পেয়েছিল। তুমি অরণির ভেতর গোপনে ছিলে, বনে বনে দাবাগ্নিরূপে ছিলে এবং মহৎ বলে বিমথিত হয়ে তুমি উৎপন্ন হয়েছ। হে অঙ্গির অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত অগ্নি, তোমাকে বলের পুত্র বলে লোকে বলে। যজ্ঞের আত্মা, যাগের উপক্রমে সম্পন্ন ও পুরোদেশবর্তী—এ তিন রূপে স্থিত অগ্নিকে ঋত্বিক্গণ দীপ্ত করে। শোভন ক্রতুর নিষ্পাদক সে অগ্নি

যাগ সিদ্ধির জন্য দেবতাদের আহ্বাতা হয়ে ইন্দ্র ও দেবগণের সাথে রথযুক্ত অগ্নি এ যজ্ঞে উপবিষ্ট হয়েছে। হে প্রভূতকীর্তি, যজমানপ্রিয় অগ্নি, হবি বহনের জন্য প্রজাগণের মধ্যে মানুষেরা কেশস্থানীয় জ্বালাযুক্ত (শোচিষ্কেশ) তোমাকে আহ্বান করছে। হে পরস্পর সখ্যভাবযুক্ত ঋত্বিক ও যজমানেরা, তোমরা তোমাদের অভীষ্ট অন্ন সম্পন্ন কর ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি কর। সে অগ্নি রক্ষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলের অবিনাশক ও অতিশয় বলযুক্ত। হে কামবর্ষক অগ্নি, সকল ফল সম্পন্ন করে তুমি যজমানে যুক্ত কর। ঈশ্বর তুমি, এ পৃথিবীরূপ বেদিস্থানে এসে সমিদ্ধ হও। সে তুমি আমাদের জন্য ধন এনে দাও। হে ঋত্বিক্ ও যজমানেরা, তোমাদের অগ্নিকে আমি নমস্কারের সাথে আহ্বান করছি। সে অগ্নি অন্নের অবিনাশক, যজমানের প্রীতিকর, অতিশয় জ্ঞাতা, সব সময় উদ্যুক্ত শোভন ক্রতুর নিষ্পাদক, জগতের দূতের মত কার্যকারী ও মরণরহিত। সে অগ্নি প্রস্তুত কর্মের যোজনা করে, ক্রোধরহিত, যজমানের প্রতি স্নিগ্ধ, বিশ্বের দাহক ও প্রাণিদের ব্যবহারযোগ্য অন্নের সম্পাদক। সে অগ্নি ঋত্বিক্‌দের দ্বারা আহূত, শোভন মন্ত্রযুক্ত, যজনীয় এবং পাপবিনাশক। এ অগ্নির দীপ্তি ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছে। এ অগ্নি হোমনিষ্পাদক, আহুতির দ্বারা বৃষ্টির সেচনকারী, চক্ষুর উপদ্রব না করে এর আকাশস্পর্শী ধূম উঠছে; এজন্য ঋত্বিক ও যজমানেরা অগ্নি প্রজ্বালিত করছে। হে বলের পুত্র জাতবেদা অগ্নি, গাভীযুক্ত অন্নের সম্পাদক তুমি আমাদের মহান কীর্তি দাও। হে বহুসৈন্যযুক্ত অগ্নি, তুমি আমাদের ধনযুক্ত গৃহে ক্ষেত্রাদি দাও। তুমি দীপ্যমান, নিবাসের কারণ, বিদ্বান, অগ্রণী, প্রথম যজ্ঞপ্রবর্তক এবং মন্ত্ররূপ বাক্যের স্তুতিযোগ্য। হে অগ্নি, দিন ও উষাকালে রাক্ষসদের বিনাশ কর। হে দীপ্যমান অগ্নি, কেবল তোমার সেনার দ্বারা নয়, তুমি নিজেও রাক্ষসদের বিনাশ কর। হে তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি রাক্ষসদের দগ্ধ কর। হে অগ্নিদেব, অজর দীপ্তিমান তোমাকে আমরা প্রজ্বালিত করছি। অচেতন সমিধ প্রতিদিন তোমার প্রকাশ করে, আর চেতনবান আমরা তোমাকে দীপ্ত করব—এ আর কি বলব। হে অগ্নি, তুমি ঋত্বিক্‌দের জন্য অন্ন সম্পাদন কর। শুদ্ধ জ্যোতির পালক, সুষ্ঠু আহ্লাদকারী, পাপনাশক, প্রজাপালক, হবির বাহক অগ্নি, ঋক্‌মন্ত্রে তুমি হবির দ্বারা আহূত হচ্ছ। তুমি ঋত্বিক্‌দের জন্য অন্ন সম্পাদন কর। হে সুষ্ঠু আহ্লাদকর অগ্নি, তুমি হনু পূর্ণ করে হবি ভক্ষণ করছ। হে বলের অধিপতি, উক্‌থ যুক্ত যজ্ঞে আমাদের উৎকর্ষ সাধন কর, স্তোতা যজমানের জন্য অন্ন সম্পন্ন কর। হে অগ্নি, ঘাসাদি প্রদানে অশ্বের মত, সকল যাগানুষ্ঠানের দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদির মত, আমাদের অন্তরের প্রিয় তোমাকে আজ এ কর্মে স্তুতির দ্বারা সমৃদ্ধ করব। হে অগ্নি, তুমি স্তুতির পর আমাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্মের নির্বাহক হয়েছিলে। সে কর্ম কল্যাণরূপ, স্বফল-প্রদানে সমর্থ, রশ্মির দ্বারা সাধ্য, সত্য ও মহান। হে অগ্নি, আজ এ কর্মে মন্ত্রের দ্বারা স্তুত তোমাকে আমরা হবি দিচ্ছি। আকাশের মেঘের মত তোমার প্রবল জ্বালা শব্দ করছে। হে অগ্নি, তোমার সকল সৈন্যের সাথে শোভন মন নিয়ে আমাদের দ্বারা অর্চিত হয়ে স্বর্গলোক-প্রকাশক আদিত্যের মত আমাদের কাছে এস। এ অগ্নিকে দেবতাদের আহ্বাতা বলে মনে করি। এ অগ্নি ধনদাতা, বলের পুত্র এবং কুলীন ব্রাহ্মণের মত উৎপন্ন জগতের বিষয়ে অভিজ্ঞ। যে অগ্নিদেব তার উন্নত দেবতার প্রতি গমনকারী জ্বালার দ্বারা যাগনিষ্পাদক হয়, সে অগ্নি শুদ্ধ দীপ্তিযুক্ত, হূয়মান, সর্পণশীল ঘৃতের দীপ্তির দ্বারা দীপ্ত হচ্ছে। হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটতম হও, আমাদের ত্রাতা ও মঙ্গলপ্রদ হও এবং

আমাদের গৃহে নিত্য সন্নিহিত হও। হে শুদ্ধতম দীপ্যমান অগ্নি, তোমার অর্থ-সদৃশ আমাদের সুখের জন্য তোমাকে আমরা লাভ করব। বসুমান্, রুদ্রাদি দেবতার সাদরে শ্রূয়মাণ হে অগ্নি, আমাদের অভিমুখী হও ও শ্রেষ্ঠ ধন দাও। ৪।২৯॥

মন্ত্র : ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ত্বা সযুজা যুজা যুনজ্ম্যাঘারাভ্যাং তেজসা বর্চ্চসোক্-থেভিঃ স্তোমেভিশ্ছন্দোভী রয্যৈ পোষায় সজাতানাম্ মধ্যমস্থেয়ায় ময়া ত্বা সযুজা যুজা যুনজ্ম্যম্বা দুলা নিতত্নি রভ্রয়ন্তী মেঘয়ন্তী বর্ষয়ন্তী চুপুণীকা নামাসি প্রজাপতিনা ত্বা বিশ্বাভির্ধীভিরুপ দধামি পৃথিব্যুদপুরমন্নেন বিষ্টা মনুষ্যাস্তে গোপ্তারোঽগ্নির্বিয়ত্তোঽস্যাং তামহং প্র পদ্যে সা মে শর্ম্ম চ বর্ম্ম চাস্ত্বধিদ্যো-রন্তরিক্ষং ব্রহ্মণা বিষ্টা মরুতস্তে গোপ্তারো বায়ুর্বিয়ত্তোঽস্যাং তামহং প্র পদ্যে সা মে শর্ম্ম চ বর্ম্ম চাস্তু দ্যৌরপরাজিতাঽমৃতেন বিষ্টাঽদিত্যাস্তে গোপ্তারঃ সূর্য্যো বিয়ত্তোঽস্যাং তামহং প্র পদ্যে সা মে শর্ম্ম চ বর্ম্ম চাস্তু ॥ ৫।

[এ অনুবাকে সযুজাদি ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, ইন্দ্র ও অগ্নির সাথে তোমার যে যোজক সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের দ্বারা তোমাকে এ ক্ষেত্রে যুক্ত করছি। এরূপ আহুতি, কান্তি, ধন, উক্‌থ, স্তোত্র ও ছন্দের সাথে যোজক সম্বন্ধে তোমাকে যুক্ত করছি। হে ইষ্টকা, ধনপুষ্টির জন্য জ্ঞাতিদের মধ্যে মুখ্যরূপে অবস্থানের জন্য যোজক সম্বন্ধে তোমাকে এ ক্ষেত্রে যুক্ত করছি। হে ইষ্টকা, তুমি কৃত্তিকাদেবীর অম্বাদি নামরূপা, প্রজাপতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি তোমাকে সাবধানে স্থাপন করছি। (এখানে অম্বা, দুলা প্রভৃতি সাতটি শব্দ কৃত্তিকা দেবীর নাম।) অন্নের দ্বারা সম্পূর্ণ যে পৃথিবী, হে ইষ্টকা, সে পৃথিবী জলপূর্ণা। মানুষেরা তোমার রক্ষক, এ পৃথিবীতে অগ্নি রক্ষার জন্য যত্নশীল। সে পৃথিবীরূপ তোমাকে আমি লাভ করছি। সে ইষ্টকা আমার (যজমানের) গৃহস্থান রূপ ও রক্ষার জন্য কবচ স্থানীয় হোক। প্রৌঢ় জনের দ্বারা যুক্ত দ্যুলোকের অধোভাগে যে অন্তরিক্ষ লোক, হে ইষ্টকা, তা তোমার পুরী, মরুদ্গণ তোমার রক্ষক, এ অন্তরিক্ষ থেকে বায়ু তোমার রক্ষার জন্য যত্নশীল। সে অন্তরিক্ষরূপ তোমাকে আমি লাভ করছি। সে ইষ্টকা আমার গৃহস্থানরূপ ও রক্ষাকবচ স্থানীয় হোক। হে ইষ্টকা, অমৃতের দ্বারা পূর্ণ অন্যের পরাজিত দ্যুলোক তোমার পুরী, আদিত্যরা তোমার রক্ষক, সূর্য এ দ্যুলোক রক্ষার জন্য যত্নশীল। সে দ্যুলোক রূপ তোমাকে আমি লাভ করছি। সে ইষ্টকা আমার গৃহস্থানরূপ ও রক্ষাকবচ-স্থানীয় হোক। ৫।১৮॥

মন্ত্র : বৃহস্পতিস্ত্বা সাদয়তু পৃথিব্যাঃ পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীং বিশ্বস্মৈ প্রাণায়া-পানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছাগ্নিস্তেঽধিপতির্বিশ্বকর্ম্মা ত্বা সাদয়ত্বন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীং বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ বায়ুস্তেঽধিপতিঃ প্রজা-পতিস্ত্বা সাদয়তু দিবঃ পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীং বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ পরমেষ্ঠী তেঽধিপতিঃ পুরোবাতসনিরস্যভ্রসনিরসি বিদ্যুৎসনিঃ অসি স্তনয়িত্নু-সনিরসি বৃষ্টিসনিরগ্নের্যান্যসি দেবানামগ্নের্যান্যসি বায়োর্যান্যসি দেবান্যাং বায়োর্যান্যস্যন্তরিক্ষস্য যান্যসি দেবানামন্তরিক্ষযান্যস্যন্তরিক্ষ-মস্যন্তরিক্ষায় ত্বা সলিলায় ত্বা সর্ণীকায় ত্বা সতীকায় ত্বা কেতায় ত্বা প্রচেতসে ত্বা বিবস্বতে ত্বা দিবস্ত্বা জ্যোতিষ আদিত্যেভ্যস্ত্বর্চে ত্বা রুচে ত্বা দ্যুতে ত্বা ভাসে ত্বা জ্যোতিষে ত্বা যশোদাং ত্বা যশসি তেজোদাং ত্বা তেজসি পয়োদাম্ ত্বা পয়সি দ্রবিণোদাং ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামি তেনার্ষিণা তেন ব্রহ্মণা তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবা সীদ ॥ ৬।

[এ অনুবাকে বিশ্বজ্যোতি প্রভৃতি ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, জ্যোতিষ্মতী তোমাকে সকল প্রাণীর প্রাণ ও অপান বৃত্তিলাভের জন্য বৃহস্পতি পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থাপন করুক। তুমি সকল স্বর্গ-প্রকাশক জ্যোতি সংযত কর। অগ্নি তোমার পালক। এরূপ বিশ্বকর্মা জ্যোতি-ষ্মতী তোমাকে সকল প্রাণীর প্রাণ ও অপানবৃত্তি লাভের জন্য অন্তরিক্ষের উপরে স্থাপন করুক। তুমি স্বর্গপ্রকাশক সকল জ্যোতি সংযত কর। বায়ু তোমার অধিপতি। প্রজাপতি জ্যোতিষ্মতী তোমার সকলের প্রাণ ও অপান বৃত্তি লাভের জন্য দ্যুলোকে পৃষ্ঠে স্থাপন করুক। তুমি স্বর্গপ্রকাশক সকল জ্যোতি সংযত কর। পরমেষ্ঠী তোমার রক্ষক। হে ইষ্টকা, তুমি ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, মেঘ ও বৃষ্টি দান করে থাক এবং তুমি সেরূপ। হে ইষ্টকা, যজমানের জন্য তুমি চীয়মান অগ্নির প্রাপিকা। এরূপ দেবতাদের জন্য তুমি বায়ু ও অন্তরিক্ষের প্রাপিকা। হে ইষ্টকা, তুমি অন্তরিক্ষরূপ, অন্তরিক্ষ লোকের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, বহুজল, প্রবাহরূপ জল ও স্থিরজলের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এরূপ জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান, নিবাসের কারণ সূর্যপ্রকাশ, দ্যুলোকের নক্ষত্রাদির প্রকাশ এবং আদিত্যগণের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, ঋক্‌মন্ত্রে স্তুতির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এরূপ আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি ও নক্ষত্রের দীপ্তির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, তুমি যশপ্রদা, যশপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। এরূপ কান্তি, দুগ্ধ, বল ও ধন প্রাপ্তির জন্য সে সে রূপ তোমাকে স্থাপন করছি। অঙ্গিরা ঋষিগণ যেরূপ তোমাকে স্থাপন করেছে, সেরূপ ঋষি, মন্ত্র ও দেবতার সাথে তোমাকে স্থাপন করছি। ৬।৩৪।

মন্ত্র : ভূয়স্কৃদসি বরিবস্কৃদসি প্রাচ্যস্যূর্ধ্বাঽস্যন্তরিক্ষসদস্যন্তরিক্ষে সীদাপ্সু-ষদসি শ্যেনসদসি গৃধ্রসদসি সুপর্ণসদসি নাকসদসি পৃথিব্যাস্ত্বা দ্রবিণে সাদয়াম্য-ন্তরিক্ষস্য ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামি দিবস্ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামি দিশাং ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামি দ্রবিণোদাম্ ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামি প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহ্যায়ুর্মে পাহি বিশ্বায়ুর্মে পাহি সর্বায়ুর্মে পাহ্যগ্নে যত্তে পরং হৃন্নাম তাবেহি সংরভাবহৈ পাঞ্চজন্যেষ্বপ্যেধ্যগ্নে যাবা অযাবা এবা ঊমাঃ সব্দঃ সগরঃ সুমেকঃ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে ভূয়স্কৃৎ প্রভৃতি ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকা, তুমি বাহুল্যকারী, ভূমির পূজক এবং পূর্ব, ঊর্ধ্ব ও অন্তরিক্ষরূপ তোমাকে অন্তরিক্ষে স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, যে অগ্নি জলে আছে, তুমি সেরূপ। এরূপ শ্যেন, গৃধ্র, সুপর্ণ ও আকাশ-স্থিত অগ্নিরূপা তুমি। পৃথিবীর যে ধন, তার উদ্দেশে তোমাকে স্থাপন করছি। এরূপ অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও দিক-সকলের যে ধন, তার জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। তুমি ধনপ্রদা, তোমাকে ধনের জন্য স্থাপন করছি। হে ইষ্টকা, তুমি আমার প্রাণবৃত্তির পালন কর। এরূপ আমার অপান, ব্যান, আয়ু ও পুত্রাদির আয়ু রক্ষা কর। হে অগ্নি, তোমার যে অনিষ্টনাশক নাম আছে, তার সাথে তুমি আমার কাছে এস ; আমরা উভয়ে মিলিত হবো। হে অগ্নি, এ পঞ্চ চিতির সকল স্থানে তুমি অবস্থিত হও। হে ইষ্টকা, তুমি বসন্তাদি ঋতু ও সংবৎসররূপ। (এখানে যাবা, অযাবা প্রভৃতি শব্দ বসন্তাদি ঋতুবাচক এবং সুমেক শব্দ সংবৎসরবাচক।)। ৭।২৯।

মন্ত্র : অগ্নিনা বিশ্বাষাট্ সূর্যেণ স্বরাট্ ক্রত্বা শচীপতির্ঋষভেণ ত্বষ্টা যজ্ঞেন মঘবান্ দক্ষিণয়া সুবর্গো মন্যুনা বৃত্রহা সৌহার্দ্যেন তনূধা অন্নেন গয়ঃ পৃথিব্যাঽ-সনোদৃগ্ভিরন্নাদো বষট্কারেণর্দ্ধঃ সাম্না তনূপা বিরাজা জ্যোতিষ্মান্ ব্রহ্মণা

সোমপা গোভির্ঘৃতং দাধার ক্ষত্রেণ মনুষ্যানশ্বেন চ রথেন চ বজ্র্যৃতুভিঃ প্রভুঃ সম্বৎসরেণ পরিভূস্তপসাহনাধৃষ্টঃ সূর্য্যঃ সন্তনূভিঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে ইষ্টকা, অগ্নির সাথে বিশ্বের পালনপ্রয়াসী ইন্দ্ররূপ তুমি। এরূপ সূর্য্য, ধর্ম, যজ্ঞ, দক্ষিণা, মনু, সৌহার্দ্য, অন্ন, পৃথিবী, ঋক্-মন্ত্র, বষট্কার, সাম, বিরাট্ছন্দ, ঋত্বিক, গাভী, ক্ষত্রিয় রাজা, অশ্ব ও রথ, বসন্তাদি ঋতু, সংবৎসর এবং তপস্যার সাথে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে সূর্যরূপ ইন্দ্র অবস্থান করে। হে ইষ্টকা, তুমিও তদ্রূপা। ৮।২২ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্ম্মনসাহশ্বোহচ্ছেতো ধাতা দীক্ষায়াং সবিতা ভৃত্যাং পূষা সোমক্রয়ণ্যাং বরুণ উপনদ্ধোহসুরঃ ক্রীয়মাণো মিত্রঃ ক্রীতঃ শিপিবিষ্ট আসাদিতো নরশিষঃ প্রোহ্যমাণোহধিপতিরাগতঃ প্রজাপতিঃ প্রণীয়মানোহগ্নিরাগ্নীধ্রে বৃহস্পতিরাগ্নীধ্রাৎ প্রণীয়মান ইন্দ্রো হবির্ধানেহদিতিরাসাদিতো বিষ্ণুরুপাবহ্রিয়মাণোহথর্ব্বোপোত্তো যমোহভিষুতোহপূতপা আধয়মানো বায়ুঃ পূয়মানো মিত্রঃ ক্ষীরশ্রীর্ম্মন্থী সক্তুশ্রীর্ব্বৈশ্বদেব উন্নীতো রুদ্র আহুতো বায়ুরাবৃত্তো নৃচক্ষাঃ প্রতিখ্যাতো ভক্ষ আগতঃ পিতৃণাং নারাশংসোহসুরাত্তঃ সিন্ধুরবভৃথমবপ্রয়নৎ সমুদ্রোহবগতঃ সলিলঃ প্রপ্লুতঃ সুবরুদৃচং গতঃ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে যজ্ঞতনু নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ ঃ সংকল্প থেকে আরম্ভ করে সমাপ্তি পর্যন্ত যে সোমযাগ, সেগুলি হচ্ছে যজ্ঞপুরুষের তনুবিশেষ। যে যজমান 'আমি যজ্ঞ করব'—এরূপ সংকল্প করে, সে হচ্ছে সংকল্প দশাযুক্ত প্রজাপতি নামক যজ্ঞের বিগ্রহ। হে ইষ্টকা, তুমি সেরূপ। দীক্ষাতে যজ্ঞের যে ধাতার মত বিগ্রহ আছে, হে ইষ্টকা, তুমি সেরূপ। যজ্ঞভিক্ষাতে সবিতার মত বিগ্রহ, একবছরের গাভীতে পূষার মত বিগ্রহ, বস্ত্রবদ্ধ সোমে বরুণের মত বিগ্রহ, ক্রীয়মান সোমে ইন্দ্রের মত বিগ্রহ, ক্রীত সোমে মিত্রের মত বিগ্রহ, যজমানের শকটে স্থাপিত সোমে বিষ্ণুর মত বিগ্রহ, প্রাগ্‌বংশে নীয়মান সোমে নরাশিষ অগ্নির মত বিগ্রহ, প্রাগ্‌বংশে সমাগত সোমে আহবনীয়ের মত বিগ্রহ, আগ্নীধ্রে নীয়মান সোমে প্রজাপতির মত বিগ্রহ, আগ্নীধ্রে অবস্থিত সোমে অগ্নির মত বিগ্রহ, হবির্ধানে নীয়মান সোমে বৃহস্পতির সমান বিগ্রহ, হবির্ধানে প্রবিষ্ট সোমে ইন্দ্রের মত যজ্ঞপুরুষের বিগ্রহ। হে ইষ্টকা তুমিও সেরূপ। (এ রকম অন্যান্য মন্ত্রে যোজনা করতে হবে।)। ৯।৩৩ ॥

মন্ত্র ঃ কৃত্তিকা নক্ষত্রমগ্নির্দ্দেবতাহগ্নে রুচঃ স্থ প্রজাপতের্ধাতুঃ সোমস্যর্চে ত্বা রুচে ত্বা দ্যুতে ত্বা ভাসে ত্বা জ্যোতিষে ত্বা রোহিণী নক্ষত্রং প্রজাপতির্দ্দেবতা মৃগশীর্ষং নক্ষত্রং সোমো দেবতাহর্দ্রা নক্ষত্রং রুদ্রো দেবতা পুনর্ব্বসূ নক্ষত্রমদিতির্দ্দেবতা তিষ্যো নক্ষত্রং বৃহস্পতির্দ্দেবতাহশ্রেষা নক্ষত্রং সর্পা দেবতা মঘা নক্ষত্রং পিতরো দেবতা ফল্গুনী নক্ষত্রম্ অর্যমা দেবতা ফল্গুনী নক্ষত্রং ভগো দেবতা হস্তো নক্ষত্রং সবিতা দেবতা চিত্রা নক্ষত্রমিন্দ্রো দেবতা স্বাতী নক্ষত্রং বায়ুর্দ্দেবতা বিশাখে নক্ষত্রমিন্দ্রাগ্নী দেবতাহনুরাধা নক্ষত্রং মিত্রো দেবতা রোহিণী নক্ষত্রমিন্দ্রো দেবতা বিচৃতৌ নক্ষত্রং পিতরো দেবতাহষাঢ়া নক্ষত্রমাপো দেবতাহষাঢ়া নক্ষত্রং বিশ্বে দেবা দেবতা শ্রোণা নক্ষত্রং বিষ্ণুর্দ্দেবতা শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রং বসবঃ দেবতা শতভিষঙ্নক্ষত্রমিন্দ্রো দেবতা প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রমজ একপাদ্দেবতা প্রোষ্ঠাপদা নক্ষত্রমহির্ব্বুধ্নিয়ো দেবতা রেবতী নক্ষত্রং পূষা দেবতাহশ্বযুজৌ নক্ষত্রমশ্বিনৌ দেবতাহপভরণীর্নক্ষত্রম্ যমো দেবতা পূর্ণা পশ্চাদ্যত্তে দেবা অদধুঃ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে নক্ষত্র নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ অম্বা, দুলা, নিতত্নি প্রভৃতি জ্যোতিরূপ যে দেবতা আকাশে প্রকাশ পায় তারা কৃত্তিকা। তাদের সমুদয় একটি নক্ষত্র, সে নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি। হে কৃত্তিকা, তোমরা প্রজাপতি, ধাতা ও সোমের দীপ্তিবিশেষ। হে সেই সেই দেবতা-রূপ ইষ্টকা, স্তুতিমন্ত্র সিদ্ধির জন্য, শরীরের কান্তি সিদ্ধির জন্য অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রের দীপ্তি সিদ্ধির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। (এ রকম পরবর্তী নক্ষত্রমন্ত্র-গুলির যোজনা করতে হবে।)। ১০।২৭ ॥

মন্ত্র ঃ মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতূ নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতূ ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতূ সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতূ তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতূ অগ্নেরন্তঃশ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধীঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্‌মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ। যেঽগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবা-পৃথিবী শৈশিরাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভি সং বিশন্তু সংযচ্চ প্রচেতা-শ্চাগ্নেঃ সোমস্য সূর্য্যস্যোগ্রা চ ভীমা চ পিতৃণাং যমস্যেন্দ্রস্য ধ্রুবা চ পৃথিবী চ দেবস্য সবিতুর্ম্মরুতাম্ বরুণস্য ধর্ত্রী চ ধরিত্রী চ মিত্রাবরুণয়োর্ম্মিত্রস্য ধাতুঃ প্রাচী চ প্রতীচী চ বসূনাং রুদ্রাণাম্ আদিত্যানাং তে তেঽধিপতয়স্তেভ্যো নমস্তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বো জম্ভে দধামি সহস্রস্য প্রমা অসি সহস্রস্য প্রতিমা অসি সহস্রস্য বিমা অসি সহস্রস্যোম্মা অসি সাহস্রোঽসি সহস্রায় ত্বেমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ শতং চ সহস্রং চাযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতম্ চার্ব্বুদং চ ন্যর্ব্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ পরার্দ্ধশ্চেমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্তু ষষ্টিঃ সহস্রমযুতমক্ষীয়মাণা ঋতস্থাঃ স্থর্তাবৃধো ঘৃতশ্চুতো মধুশ্চুত উর্জ্জস্বতীঃ স্বধাবিনীস্তা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্তু বিরাজো নাম কামদুঘা অমুত্রামুষ্মিল্লোঁকে ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে ঋতুনামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু, মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু। হে ঋতুবিশেষ, তুমি চীয়মান অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপ, দ্যাবাপৃথিবী যজমানের উৎকর্ষের জন্য নিজের উচিত উপকার করুক। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ১৩ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে দেখুন।] ॥ ১১।২৩

মন্ত্র ঃ সমিদ্দিশামাশয়া নঃ সুবর্বিন্মধোরতো মাধবঃ পাত্বস্মান্। অগ্নি-র্দ্দেবো দুষ্টরীতুরদাভ্য ইদং ক্ষত্রং রক্ষতু পাত্বস্মান্। রথন্তরং সামভিঃ পাত্বস্মান্ গায়ত্রী ছন্দসাং বিশ্বরূপা। ত্রিবৃন্নো বিষ্ঠয়া স্তোমো অহ্নাং সমুদ্রো বাত ইদমোজঃ পিপর্ত্তু। উগ্রা দিশামভিভূতির্ব্বয়োধাঃ শুচিঃ শুক্রে অহন্যো-জসীনা। ইন্দ্রাধিপতিঃ পিপৃতাদতো নো মহি ক্ষত্রং বিশ্বতো ধারয়েদম্। বৃহৎসাম ক্ষত্রভৃদ্বৃদ্ধবৃষ্ণিয়ং ত্রিষ্টুভৌজঃ শুভিতমুগ্রবীরম্। ইন্দ্র স্তোমেন পঞ্চদশেন মধ্যমিদং বাতেন সগরেণ রক্ষ। প্রাচী দিশাং সহযশা যশস্বতী বিশ্বে দেবাঃ প্রাবৃষাহ্নাং সুবর্ব্বতী। ইদং ক্ষত্রং দুষ্টরমস্ত্বোজোঽনাধৃষ্টং সহস্রিয়ম্ সহস্বৎ। বৈরূপে সামন্নিহ তচ্ছকেম জগত্যৈনং বিক্ষ্বা বেশয়ামঃ। বিশ্বে দেবাঃ সপ্তদশেন বর্চ্চ ইদং ক্ষত্রং সলিলবাতমুগ্রম্। ধর্ত্রী দিশাং ক্ষত্রমিদং দাধারোপস্থাঽশানাং মিত্রবদস্ত্বোজঃ। মিত্রাবরুণা শরদাহ্নাং চিকিত্নূ অস্মৈ রাষ্ট্রায় মহি শর্ম্ম যচ্ছতম্। বৈরাজে সামন্নধি মে মনীষানুষ্টুভা

সম্ভৃতম্ বীর্য্যং সহঃ। ইদং ক্ষত্রং মিত্রবদার্দ্রদানু মিত্রাবরুণা রক্ষতমাধিপত্যৈঃ। সম্রাড্ দিশাং সহসাম্না সহস্বত্যৃতুর্হেমন্তো বিষ্ঠয়া নঃ পিপর্ত্তু। অবস্যুবাতাঃ বৃহতীর্নু শক্করীরিমং যজ্ঞমবন্তু নো ঘৃতাচীঃ। সুবর্ব্বতী সুদুঘা নঃ পয়স্বতী দিশাম্ দেব্যবতু নো ঘৃতাচী। ত্বং গোপাঃ পুর এতোত পশ্চাদ্ বৃহস্পতে যাম্যাং যুঙ্গ্ধি বাচম্। ঊর্ধ্বা দিশাং রন্তিরাশৌষধীনাং সম্বৎসরেণ সবিতা নো অহাম্। রেবৎসামাতিচ্ছন্দা উ ছন্দোঽজাতশত্রুঃ স্যোনা নো অস্তু। স্তোমত্রয়স্ত্রিংশে ভুবনস্য পত্নি বিবস্বদ্বাতে অভি নঃ গৃণাহি। ঘৃতবতী সবিতরাধিপত্যৈঃ পয়স্বতী রন্তিরাশা নো অস্তু। ধ্রুবা দিশাম্ বিষ্ণুপত্ন্যঘোরাঽস্যেশানা সহসো যা মনোতা। বৃহস্পতির্মাতরিশ্বোত বায়ুঃ সন্ধুবানা বাতা অভি নো গৃণন্তু। বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা অস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী। বিশ্বব্যচা ইষয়ন্তী সুভূতিঃ শিবা নো অস্ত্বদিতিরুপস্থে। বৈশ্বানরো ন উত্যা পৃষ্টো দিব্যানু নোঽদ্যানুমতিরশ্বিদনুমতে ত্বং কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ কো অদ্য যুঙ্ক্তে। ১২।

[এ অনুবাকে যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দিক্-সকলের মধ্যে সূর্যোদয়ের স্থান বলে পূর্ব দিক সমিধ ইন্ধনের কারণ, সে দিক আমাদের আশা পূর্ণ করে আমাদের রক্ষা করুক। এরূপ চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ঋতু সমিধ ইন্ধনের কারণ, তার মধ্যে বৈশাখ মাস আমাদের সন্তাপভয় থেকে রক্ষা করুক। শত্রুদের হিংসার অযোগ্য অগ্নিদেব আমাদের বল ও আমাদের রক্ষা করুক। রথন্তর সাম অন্য সামের সাথে আমাদের রক্ষা করুক। ছন্দের মধ্যে বহুরূপা গায়ত্রী আমাদের রক্ষা করুক। একাহাদি দিবসে প্রযুক্ত ত্রিবৃৎ স্তোম আমাদের রক্ষা করুক। সমুদ্র নামক বায়ু আমাদের রক্ষা করুক। দিকের মধ্যে দক্ষিণদিক উগ্র, এ দিক পাপের অভিভবের কারণ, মৃত জনের আলোকে স্থাপনকারক এবং আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠের তীব্র উষ্ণতা থেকেও অতি তেজযুক্ত। হে ইন্দ্র, তুমি এ উগ্র দিকের অধিপতি, এ উভয় থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং সব থেকে মহৎ বল আমাদের দাও। বৃহৎ সাম ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সাথে আমাদের পালন করুক। সে সাম বলের ধারক, বলপ্রদ, শোভমান ও উগ্র পুত্রদায়ক। হে ইন্দ্র, পঞ্চদশাখ্য সোম ও সগর নামক বায়ুর সাথে অতীত ও অনাগতের মধ্যে অবস্থিত আমাদের শরীর রক্ষা কর। দিকের মধ্যে পশ্চিমদিক আমাদের যশের সাথে যশস্বতী, স্বর্গ-নিবাসিনী, সে দিক আমাদের পালন করুক। বিশ্বদেবগণ বর্ষাকালের দিনের সাথে আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের রক্ষক রাজার শরীর শত্রুর অলঙ্ঘনীয় হোক। আমাদের অপরের অতিরস্কৃত সহস্র বল হোক। বৈরূপ নামক সাম আশ্রয় করে আমরা কর্মের ফল লাভ করব। জগতী নামক ছন্দ-দেবতার অনুগ্রহে আমরা যজমানকে প্রজাপালক করব। হে বিশ্বদেবগণ, সপ্তদশ স্তোমের সাথে তোমাদের অনুগ্রহে আমাদের পালক রাজার শরীর তেজোযুক্ত, সলিল নামক বায়ুর অনুগ্রহীত ও শত্রুর অলঙ্ঘনীয় হোক। দিকের মধ্যে উত্তর দিক আমাদের পালক ক্ষত্রিয়-শরীর রক্ষা করেছে। সে দিক আমাদের ধনাদিবিষয়ে আশা পূরণের জন্য সেব্য, তার প্রসাদে আমাদের বল বহুমিত্রযুক্ত হোক। হে মিত্র ও বরুণ, শরৎ ঋতুর দিবসের জ্ঞাতা তোমরা আমাদের রাষ্ট্রের সুখ সম্পাদন কর। বৈরাজ নামক সামে আমাদের বুদ্ধি থাকুক এবং আমাদের বীর্য ও শত্রুর অলঙ্ঘনীয় বল অনুষ্টুপ্ছন্দ-দেবতার দ্বারা সম্পন্ন হোক। হে মিত্র ও বরুণ, বহুমিত্রযুক্ত এ রাজশরীর ক্ষেত্রপূর্ণ ক্ষেত্রাদির দাতারূপে সম্পন্ন কর।

দিকের মধ্যে ঊর্ধ্বদিক সামযুক্তা ও বলবতী হয়ে হেমন্ত ঋতুর সাথে আমাদের রক্ষা করুক। বৃহতী ছন্দযুক্ত শক্বর সামের কারণরূপ ঋক্‌গুলি ঘৃতাহুতি-যুক্ত হয়ে আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুক। দিক্‌সকলের অভিমানী দেবী স্বর্গপ্রদা, পয়স্বতী ও ঘৃতযুক্তা হয়ে আমাদের কাছে কামধেনুর মত দোহনশীলা হোক। হে বৃহস্পতি, তুমি এদের সামনে ও পেছনে রক্ষক হয়ে আমাদের বাক্য সংযত কর। দিকের মধ্যে বৃষ্টির দ্বারা ওষধির সম্পাদিকা ঊর্ধ্বদিক আমাদের সুখদা হোক; দিবসের সমূহরূপ সংবৎসরের সাথে সবিতাদেব আমাদের সুখপ্রদ হোক। রৈবত সাম ও অতিচ্ছন্দ যুক্ত ঋক্ আমাদের অজাতশত্রু করুক। হে প্রাণিমাত্রের পালয়িত্রী ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমযুক্ত ঊর্ধ্ব দিক্, বিবস্বান্ নামক বায়ুযুক্ত হয়ে আমাদের হিত উপদেশ কর। হে সবিতা, এ দিক্ আমাদের প্রতি ঘৃতবতী, অধিক পালন শক্তির যোজয়িত্রী, পয়স্বতী ও প্রীতিপ্রদা হোক। দিকের মধ্যে যা সমানরূপ দিক্, বৃহস্পতি, মাতরিশ্বা নামক বায়ু সকলে আমাদের হিত উপদেশ করুক। সে দিক স্থির, বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত, শান্তিরূপ, বলের নিয়ামক ও সকলের পূজিত। দিক্-সামান্যরূপা অদিতি তার ক্রোড়ে স্থিত আমাদের সুখকর হোক। সে অদিতি দ্যুলোকের আধারভূত, ভূমির ধারক, জগতের পালক, বিষ্ণু তার রক্ষক, বিশ্বব্যাপী; অন্ন ও ঐশ্বর্য-যুক্ত। [বৈশ্বানর প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা ৫ম প্রপাঠকের শেষ অনুবাকে করা হয়েছে।] ॥ ১২।২০

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। নমস্তে অস্তু ধন্বনে বাহুভ্যামুত তে নমঃ। যা ত ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ। শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য়। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি। যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ। শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীংশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ন্ৎ সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে। অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশন্নুদহার্য্যঃ উতৈনং বিশ্বা ভূতানি স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ। নমো অস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ। প্র মুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্নিয়োর্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ। অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব। বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবাম্ উত। অনেশন্নস্যেষব আভুরস্য নিষঙ্গথিঃ। যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ। তয়াঽস্মান্বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরি ব্ভুজ। নমস্তে অস্ত্বায়ুধায়া-নাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে। পরি তে ধন্বনো হেতির- স্মান্বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নি ধেহি তম্। ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে রুদ্রের স্তুতি করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে রুদ্র, তোমার কোপকে নমস্কার করি, তোমার বাণকে নমস্কার করি এবং তোমার ধনুর্বাণ যুক্ত বাহুযুগলকে নমস্কার করি। এগুলি শত্রুর প্রতি প্রবৃত্ত হোক, আমার প্রতি নয়। হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময় ইষু আছে, তোমার যে কল্যাণপ্রদ ধনু আছে, এবং যে শান্ত ইষুধি আছে, তাদের দ্বারা আমাদের সুখী কর। হে রুদ্র, তোমার অনুগ্রহকারিণী তনু, আমাদের প্রতি যেন ঘোর রূপ না হয়। হে গিরিশ, তোমার সুখকর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ কর। হে গিরিশ, যে বাণ শত্রুর প্রতি নিক্ষেপের জন্য হস্তে ধারণ করেছ, হে কৈলাস-গিরির পালক রুদ্র, তোমার সে বাণ আমাদের প্রতি শান্ত কর, তোমার বাণ আমাদের পুত্রাদি ও পশুদের যেন হিংসা না করে। হে গিরিশ, তোমাকে পাবার জন্য আমরা মঙ্গলকর স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করছি, যাতে সকল মানুষ ও গবাদি পশু রোগরহিত হয়ে শোভন মন লাভ করে। হে রুদ্র, সকলের ভেতর আমাকে অধিক বল। তুমি দেবতাদের মধ্যে মুখ্য ও তাদের পালনে সক্ষম। ধ্যান মাত্রে সকলের রোগের উপশম কর জন্য তুমি চিকিৎসক। তুমি সর্প, ব্যাঘ্র ও রাক্ষস জাতিদের বিনাশক। আদিত্যরূপ রুদ্র উদয়কালে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, উদয়ের পরে নানা বর্ণে অন্ধকারাদির নিবর্তক রূপে অত্যন্ত মঙ্গলরূপ রুদ্রের সহস্র সংখ্যক রশ্মি পূর্বাদি দিকে বিস্তৃত হয়েছে, সে রশ্মিরূপ রুদ্রগণের ক্রোধ-সদৃশ তীক্ষ্ণত্ব ভক্তি ও নমস্কারের দ্বারা আমরা নিবারণ করব। যে রুদ্র কালকূট বিষ ধারণে নীলগ্রীব ; সে রুদ্র লোহিত বর্ণরূপে মণ্ডলবর্তী হয়ে উদয় ও অস্ত সম্পন্ন করছেন, সে রুদ্রকে গোপগণ, জল আহরণকারিণী গ্রাম্য রমণীগণ এবং গো-মহিষাদি সকল প্রাণী দর্শন করে। সকলের দর্শন দেবার জন্য রুদ্রদেব আদিত্য মূর্তি ধারণ করেছেন, তার কৈলাসবর্তী রুদ্ররূপ বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞজন দেখে থাকে। সে রুদ্র আমাদের দর্শন দানে সুখী করুন। সে নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, বৃষ্টিকর্তা রুদ্রকে নমস্কার করছি। এ রুদ্রের যারা ভৃত্য তাদের সকলকে নমস্কার করছি। হে ভগবান রুদ্র, ধনুর্ধারী তোমার ধনুর জ্যা খুলে ফেল ও তোমার হাতের বাণ পরিত্যাগ কর। হে সহস্রাক্ষ রুদ্র, তোমার ধনুর জ্যা খুলে ফেলে ও তীক্ষ্ণ বাণের ফলাগুলি ইষুধির মধ্যে রেখে আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক শান্ত হও। [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন] ১ ॥

মন্ত্র ঃ নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমো। নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশুনাং পতয়ে নমো। নমঃ সস্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো নমো বভ্লুশায় বিব্যাধিনেঽন্নানাং পতয়ে নমো। নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টা-নাম্ পতয়ে নমো নমো ভবস্য হেত্যৈ জগতাং পতয়ে নমো। নমো রুদ্রায়াততাবিনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহন্ত্যায় বনানাং পতয়ে নমো। নমঃ রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো। নমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্ পতয়ে নমো নমঃ উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাং পতয়ে নমো নমঃ কৃৎস্নবীতায় ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমঃ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে রুদ্রদেবের জগন্নির্বাহক লীলা বিগ্রহের স্তুতি করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হিরণ্যবাহু, সংগ্রামে সেনানায়ক মূর্তিধারী রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। সকল দিক্‌পালক রুদ্রের উদ্দেশে আমরা প্রণতিজ্ঞাপন করছি। হরিত পর্ণ বিশিষ্ট বৃক্ষরূপী রুদ্রদের নমস্কার, পশুর পালকরূপী রুদ্রকে নমস্কার। [এরূপ তৃণাদি সর্বত্র রুদ্রদেবের প্রকাশ লক্ষ্য করে প্রণাম করা হয়েছে। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন।]। ২ ॥

মন্ত্র ঃ নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো নমঃ ককুভায় নিষঙ্গিণে স্তেনানাং পতয়ে নমো। নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমো। নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাম্ পতয়ে নমো নমঃ সৃকাবিভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাম্ পতয়ে নমো। নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তং চরদ্ভ্যঃ প্রকৃন্তানাম্ পতয়ে নমো নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো। নমঃ ইষুমদ্ভ্যো ধন্বাবিভ্যশ্চ বো নমো নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো। নম আযচ্ছদ্ভ্যো বিসৃজদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমোঽস্যদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নম আসীনেভ্যঃ শয়ানেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদভ্যশ্চ বো নমো নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো অশ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অদৃশ্য রুদ্রমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ বিরোধীরূপী ও তাদের বিধ্যকারক রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার এবং সেনার পালকরূপী রুদ্রকে নমস্কার। যিনি ককুভ-সদৃশ, যিনি, খড়্গহস্ত, সে রুদ্রকে নমস্কার। যিনি গুপ্তচোরদের পালক, যিনি লীলায় নটবেশধারী সে রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি। [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন।]। ৩ ॥

মন্ত্রঃ ঃ নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নম উগণাভ্যস্তৃম্‌হতীভ্যশ্চ বো নমো। নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো। নমো মহদ্ভ্যঃ ক্ষুল্লকেভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যোঽরথেভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথেভ্যঃ রথপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ পুঞ্জিষ্টেভ্যো নিষাদেভ্যশ্চ বো নমো। নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধন্বকৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমো মৃগয়ুভ্যঃ শ্বনিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে স্ত্রীরূপধারী রুদ্রের শক্তিদের উদ্দেশে স্তুতি করা হয়েছে।]

অনুবাদঃ সব দিকে ও বিশেষরূপে বিদ্ধ করতে সমর্থ আব্যাধিনী ও বিবিধ্যন্তী স্ত্রীমূর্তিধারিণী যে রুদ্রদেবের শক্তিগণ আছেন. তাদের উদ্দেশে নমস্কার। উৎকৃষ্ট গণরূপ (উগন) সপ্ত মাতৃকা ও দুর্গাদিরূপ উগ্রদেবতার উদ্দেশে নমস্কার। বিষয় লম্পট ও তাদের পালকরূপী রুদ্রদের উদ্দেশে নমস্কার। নানা জাতীয় সঙ্ঘ ও তাদের পালকরূপী রুদ্রদের উদ্দেশে নমস্কার। গণ ও গণপতি স্বরূপ রুদ্রদের নমস্কার। বিকৃতরূপ ও বিশ্বরূপ ধারী রুদ্রদেবের ভৃত্যদের উদ্দেশে নমস্কার। মহৎ ও ক্ষুদ্র রূপ ধারী রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি। [অন্য মন্ত্রগুলির অর্থ শুক্ল যজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন।]। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ। নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ। নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো গিরিশায় চ শিপিবিষ্টায় চ। নমো মীঢুষ্টমায় চেষুমতে চ নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সংবৃধ্বনে চ নমো অগ্রিয়ায় চ প্রথমায় চ। নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ শীঘ্রিয়ায় চ শীভ্যায় চ। নম ঊর্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ নমঃ স্রোতস্যায় চ দ্বীপ্যায় চ। ৫ ॥

[এ অনুবাক থেকে নবম অনুবাক পর্যন্ত রুদ্রদেবের বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশে স্তুতি করা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ ভব, রুদ্র, শার্ব, পশুপতি, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ, কপর্দী, ব্যুপ্তকেশ, সহস্রাক্ষ, শতধন্বা ও গিরিশের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করছি । [অন্য মন্ত্রগুলির অর্থ শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন ।] । ৫ ॥

মন্ত্র ঃ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধিয়ায় চ । নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ । নম উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ। নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ। নম আশুষেণায় চাশুরথায় চ নমঃ শূরায় চাবভিন্দতে চ । নমো বর্ম্মিণে চ বরূথিনে চ । নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বিদ্যা ঐশ্বর্যাদিতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠরূপে, জগতের আদিতে হিরণ্য গর্ভরূপে, অবসানকালে কালাগ্নিরূপে, মধ্যকালে দেবতির্যগ্‌রূপে, অপুষ্ট বালক রূপে, গবাদির বৎসরূপে, বৃক্ষাদির শাখারূপে, পাপ-পুণ্যের সাথে মনুষ্যলোকে নানারূপে প্রকটিত রুদ্রদেবের উদ্দেশে প্রণাম করছি । [অন্য মন্ত্রগুলির অর্থ শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন ।] । ৬ ॥

মন্ত্র ঃ নমো দুন্দুভ্যায় চ্যাহনন্যায় চ নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ । নমো দূতায় চ প্রহিতায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ । নমস্তীক্ষেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ । নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ । নমঃ সূদ্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদ্যায় চ বৈশন্তায় চ নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ । নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ । নমো মেধ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নম ঈধ্রিয়ায় চাতপ্যায় চ । নমো বাত্যায় চ রেষ্মিয়ায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ দুন্দুভি ও তার তাড়নের দণ্ডরূপে, পলায়নরহিত, পরসৈন্যের বৃত্তান্তের পরামর্শকরূপে, দূতরূপে, প্রভুর দ্বারা প্রেরিত পুরুষ রূপে, খড়্গধারী, ইষুধিধারী, তীক্ষ্ণ বাণ, আয়ুধ, ধনুর্ধারী রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি । [অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন ।] । ৭ ॥

মন্ত্র ঃ নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ । নমঃ শঙ্গায় চ পশুপতয়ে চ নম উগ্রায় চ ভীমায় চ । নমো অগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ। নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায় নমঃ শম্ভবে চ ময়োভবে চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ । নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ । নমঃ পার্য্যায় চাবার্য্যায় চ নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ । নম আতার্য্যায় চালাদ্যায় চ নমঃ শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ । নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ উমার সাথে বর্তমান যিনি, যিনি দুঃখের বিনাশক (রুদ্র), যিনি আদিত্যরূপে রক্তবর্ণ, যিনি অরুণবর্ণ, যিনি সুখপ্রাপক, যিনি পশুদের পালক, বিরোধীদের নাশের জন্য যিনি ক্রোধযুক্ত, যিনি বিরোধীদের নিকট ভীমরূপ, সামনে, দূরে ও অন্যত্র অবস্থিত বিরোধীদের যিনি বিনাশক, সে রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি । [অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন ।] ৮ ॥

মন্ত্র ঃ নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ । নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নমো গোষ্ঠ্যায় চ গৃহ্যায় চ । নমস্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ । নমো হ্রদয্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ নমঃ পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ। নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ নমো লোপ্যায় চোলপ্যায় চ । নম উর্ব্যায়

চ সূর্ম্যায় চ নমঃ পর্ণ্যায় চ পর্ণশদ্যায় চ। নমোঽপগুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ নম আক্খিদতে চ প্রক্খিদতে চ। নমো বঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিক্ষীণকেভ্যো নমো বিচিন্বৎকেভ্যো নম। আনির্হতেভ্যো নম আমীবৎকেভ্যঃ ॥ ৯।

অনুবাদ ঃ উষরক্ষেত্রে জাত, পথে জাত, কুৎসিত শিলায় জাত ও বাসযোগ্য স্থানে জাত রুদ্ররূপী ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করছি। যিনি জটাধারী, যিনি ভক্তর সামনে অবস্থিত, গোষ্ঠে যিনি থাকেন, গৃহে, শয্যায় ও প্রাসাদে যিনি উৎপন্ন হন, সে রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার করছি। দুর্গম অরণ্যে, পর্বত-গুহায়, অগাধ জলে, নিহার জলে অবস্থিত, সে রুদ্রকে নমস্কার করছি। যিনি পরমাণু, ধূলি, শুষ্ক কাষ্ঠ, আর্দ্র স্থান, তৃণাদিশূন্য কঠিন স্থান ও তৃণাদিতে জাত. সে রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার করছি। যিনি পৃথিবীতে, নদীর তরঙ্গে, পর্ণ ও শুষ্ক পর্ণে জাত, সে রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার করছি। যিনি উদ্যতায়ুধ, যিনি প্রহারকারী সে রুদ্রদেবের উদ্দেশে নমস্কার। [অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্ল-যজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখুন।]। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ দ্রাপে অন্ধসস্পতে দরিদ্রন্নীললোহিত। এষাং পুরুষাণামেষাম্ পশূনাং মা ভের্মাঽরো মে এষাং কিং চনাঽমমৎ। যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহভেষজী। শিবা রুদ্রস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে। ইমাং রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতিম্। যথা নঃ শমসদ্‌দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ অনাতুরম্। মৃড়া নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে। যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়জে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতৌ। মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং প্রিয়া মা নস্তনুবঃ রুদ্র রীরিষঃ। মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তো নমসা বিধেম তে। আরাত্তে গোঘ্ন উত পুরুষঘ্নে ক্ষয়দ্বীরায় সুম্নমস্মে তে অস্তু। রক্ষা চ নো অধি চ দেব ব্রূহ্যধা চ নঃ শর্ম্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ। স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্। মৃড়া জরিত্রে রুদ্র স্তবানো অন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ। পরি ণো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্ম্মতিরঘায়োঃ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড়য়। মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আ চর পিনাকম্ বিভ্রদা গহি। বিকিরিদ বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নি বপন্তু তাঃ। সহস্রাণি সহস্রধা বাহু-বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ১০ ॥

(এ অনুবাকে রুদ্রদেবের উদ্দেশে ঋক্-মন্ত্র বলা হয়েছে।)

অনুবাদ ঃ হে পাপিগণের ক্লেশদায়ী, ভক্তের পালক, অকিঞ্চন, নীললোহিত রুদ্র! আমাদের পুত্র পৌত্রাদি ও গবাদি পশুদের ভয় দেখিও না, তাদের বিনাশ করো না এবং তারা যেন রুগ্ন না হয়। হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময় তনু আছে, তা দিয়ে বাঁচবার জন্য আমাদের সুখী কর। সে তনু প্রতিদিন রোগাদির আরোগ্য ও দারিদ্র্যাদির বিনাশের কারণ বলে মঙ্গলকর। রুদ্রের প্রাপ্তির জন্য ঔষধরূপ জ্ঞান প্রদানে জন্ম-মরণাদি দুঃখ নিবারণ করায় সে বিগ্রহ মঙ্গলরূপ। যাতে আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি ও গবাদি পশুর সুখ হয়, যাতে এ গ্রামের সকল প্রাণী পুষ্ট ও উপদ্রবরহিত হয়, সেজন্য আমরা রুদ্রের উদ্দেশে পূজা ধ্যানাদি বুদ্ধি পোষণ করছি। সে রুদ্র বলযুক্ত, জটাধারী তপস্বীরূপ ও ক্ষীয়মাণ প্রতিপক্ষ পুরুষের পাপবিনাশের কারণ। হে রুদ্র, আমাদের ইহলোক ও

পরলোকে সুখ বিধান কর। আমাদের পাপবিনাশক তোমাকে আমরা নমস্কারের দ্বারা পরিচর্যা করছি। আমাদের পাপবিনাশের জন্য তোমাকে নমস্কার করছি। পালক প্রজাপতি আমাদের জন্য যে সুখ ও দুঃখাভাব সম্পন্ন করেছে, হে রুদ্র, সে সকল আমরা তোমার অনুগ্রহে লাভ করব। হে রুদ্র, আমাদের বৃদ্ধ পুরুষদের হিংসা করো না। সেরূপ আমাদের বালক, যুবা, পিতা, মাতা ও প্রিয় শরীরের হিংসা করো না। হে রুদ্র, আমাদের সন্তানের, বিশেষতঃ পুত্রের প্রতি হিংসা করো না। এরূপ আমাদের আয়ু, গাভী, অশ্বের হিংসা করো না। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ভৃত্যদের বধ করো না। আমরা হবি-যুক্ত হয়ে নমস্কারের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করছি। গোঘাতক, পুরুষ-ঘাতক ও ভৃত্যাদি-নাশক তোমার উগ্র রূপ দূরে থাকুক, তোমার সুখকর রূপ আমাদের কাছে আসুক। তোমার ঘোর ও শিব শরীরের মধ্যে ঘোর রূপ দূরে যাক, তোমার শিব শরীর এখানে আসুক। আমাদের তুমি পালন কর। হে দেব, সকল যজমান থেকে আমাদের উৎকর্ষ দেবগণের কাছে বল। দ্যুলোকের বর্ধক তুমি আমাদের সুখ দাও। হে আমার বাক্য, সে রুদ্রের স্তুতি কর, যে রুদ্র সর্বদা গুহারূপ হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থিত, যিনি নিত্যতরুণ এবং যিনি প্রলয়কালে জগতের সংহারের জন্য উগ্ররূপ ধারণ করেন। সে রুদ্র সিংহের মত ভয়ঙ্কর। হে রুদ্র, প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ আমাদের শরীরে সুখ দাও। তোমার সেনা আমাদের শত্রুদের বিনাশ করুক। রুদ্রের হেতি-রূপ আয়ুধ আমাদের বিদ্ধ না করুক, প্রহারের ইচ্ছায় রুদ্রের উগ্র বুদ্ধি আমাদের ত্যাগ করুক এবং বিরোধীনাশের জন্য রুদ্রের যে দুর্মতি আছে, তা হবিরূপ অন্নযুক্ত যজমানদের কাছ থেকে অপনীত হোক। হে কামবর্ষক রুদ্র, আমাদের পুত্র ও পৌত্রদের সুখী কর। হে কামপূরক শিবতম রুদ্র, আমাদের প্রতি শান্ত ও অনুগ্রহরূপ হও। তোমার ত্রিশূলাদি উচ্চ বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষে রেখে আমাদের কাছে কৃত্তিবাস হয়ে এস। বাণাদি পরিত্যাগ করে কেবল ভূষণের জন্য পিনাক পাণি হয়ে এখানে এস। ভক্তের কাছে ধনক্ষেপণকারী, শ্বেতবর্ণ, হে ভগবান রুদ্রদেব, তোমাকে নমস্কার। তোমার আয়ুধগুলি আমাদের ছাড়া অন্য বিরোধীদের বিনাশ করুক। হে রুদ্র, তোমার বাহুদ্বয়ে সহস্র প্রকার আয়ুধ আছে। হে ষড়বিধ ঐশ্বর্যযুক্ত, তুমি নিয়ামক, সে আয়ুধ-গুলির মুখ আমাদের কাছ থেকে পরাঙ্মুখ কর। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্‌। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি। অস্মিন্মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। যে বৃক্ষেষু সস্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ। যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ। যে অন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্‌। যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলবৃদা যব্যুধঃ। যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাবন্তো নিষঙ্গিণঃ। য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি। নমো রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেঽন্তরিক্ষে যে দিবি যেষামন্নং বাতো বর্ষমিষবস্তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাস্তেভ্যো নমস্তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বো জম্ভে দধামি ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে রুদ্রের উদ্দেশে কিছু ঋক্‌মন্ত্র ও কিছু যজু-মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ পৃথিবীতে রুদ্রদেবের যে সহস্র সহস্র মূর্তি ও তাদের অসংখ্য ভেদ আছে, তাদের সকলের ধনুগুলি আমি আমাদের কাছ থেকে সহস্র যোজন

দূরে স্থাপন করছি; এ পরিদৃশ্যমান মহাসমুদ্রতুল্য বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে রুদ্রদেবের যে মূর্তিবিশেষ বর্তমান, তাদের আমি আমাদের কাছ থেকে সহস্র যোজন দূরে স্থাপন করছি। ভূমির নীচে পাতাল তলে কোথাও নীলগ্রীব, কোথাও শিতিকণ্ঠ এবং কোথাও শর্বনামক রুদ্রমূর্তি বিরাজমান। দ্যুলোকে নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠ রুদ্রমূর্তি বর্তমান। বৃক্ষের উপর কোথাও সবুজ তৃণের মত, কোথায় নীলবর্ণ গ্রীবা যুক্ত, কোথাও রক্তবর্ণ রুদ্রমূর্তি বর্তমান; আমি তাদের সহস্র যোজন দূরে স্থাপন করছি। কোন মূর্তি মানুষের উপদ্রবকারী ভূতগণের অধিপতি, কোন মূর্তি মুণ্ডিত-মস্তক, কোন মূর্তি জটাবন্ধরূপে বিরাজমান। যে রুদ্র মানুষের অন্নে থেকে এবং তাদের পানীয় দ্রব্যে থেকে তাদের বাধা সৃষ্টি করে, সে রুদ্রদের আমি সহস্র যোজন দূরে স্থাপন করছি। যে রুদ্র লৌকিক বৈদিক সকল পথের রক্ষক, যে রুদ্র অন্নরক্ষক, যারা আমাদের অনিষ্টনিবারক, যারা তীর্থরক্ষার জন্য বিচরণ করে, যারা ছুরিকাদি অস্ত্রধারী, যারা খড়্গাদি যুক্ত, যাদের কথা এ মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, তা অপেক্ষাও সকল দিকে সহস্র সহস্র যে রুদ্রমূর্তি আছে, আমি তাদের আমাদের কাছ থেকে সহস্র যোজন দূরে স্থাপন করছি। পৃথিবী, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোকে যে রুদ্রমূর্তি আছে, যাদের অন্ন, বায়ু ও বৃষ্টি হচ্ছে অস্ত্রবিশেষ, যারা পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও উর্ধ্ব দিকে পরিব্যাপ্ত, সে রুদ্রদের নমস্কার করি, তারা আমাদের সুখবিধান করুন। আমরা যাদের দ্বেষ করি এবং যারা আমাদের বিদ্বেষ করে, তাদের উগ্ররূপ রুদ্রের মুখে নিক্ষেপ করছি। ১১॥

ষষ্ঠ প্রপাঠক

মন্ত্র: অশ্মন্নূর্জং পর্বতে শিশ্রিয়াণাং বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে। অদ্ভ্য ওষধীভ্যো বনস্পতিভ্যোঽধি সম্ভৃতাং তাং ইষমূর্জং যত্ত মরুতঃ সং ররাণাঃ। অশ্মংস্তে ক্ষুদমূং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মঃ। সমুদ্রস্য ত্বাঽবাকয়াঽগ্নে পরি ব্যয়ামসি। পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। হিমস্য ত্বা জরায়ুণাঽগ্নে পরি ব্যয়ামসি। পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। উপ জ্মন্নুপ বেতসেঽবতরং নদীষ্বা। অগ্নে পিত্তমপামসি। মণ্ডূকি তাভিরা গহি সেমং নো যজ্ঞম্। পাবকবর্ণং শিবং কৃধি। পাবক আ চিতয়ন্ত্যা কৃপা। ক্ষামন্রুরুচ উষসো ন ভানুনা। তূর্বন্ন যামন্নেতশস্য নূ রণ আ যো ঘৃণে। ন ততৃষাণো অজরঃ। অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ। স নঃ পাবক দীদিবো-ঽগ্নে দেবাং ইহাঽবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ। অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্। অন্যাং তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে। অন্যাং তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যম্ শিবো ভব। নৃষদে বট্ অপ্সুষদে বড্‌বনসদে বড্‌বর্হিষদে বট্সুবর্বিদে বট্। যে দেবা দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং সম্বৎসরীণমুপ ভাগমাসতে। অহুতাদো হবিষো যজ্ঞে অস্মিন্ৎ স্বয়ং জুহুধ্বং মধুনো ঘৃতস্য। যে দেবা দেবেষ্বধি দেবত্বমায়ন্যে ব্রহ্মণঃ পুরএতারো অস্য। যেভ্যো নর্তে পবতে ধাম কিং চন ন তে দিবো ন পৃথিব্যা অধি স্নুষু। প্রাণদা অপানদা ব্যানদাশ্চক্ষুর্দা বর্চোদা বরিবোদাঃ। অন্যাং তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যং সদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নির্নো

বংসতে রয়িম্‌। সেনাহনীকেন সুবিদত্রো অস্মে যণ্টা দেবাং আযজিষ্ঠঃ স্বস্তি। অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পা অগ্নে দ্যুমদুত রেবদ্দিদীহি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে পরিষেচন বিকর্ষণাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে মরুদ্গণ, তোমরা দানশীল, বলকারক অন্ন আমাদের জন্য সম্পন্ন কর। যে অন্ন পর্বতে, প্রচণ্ড বায়ুতে, বর্ষণক্ষম মেঘে, বরুণের বলে সাররূপ হয়েছে, যা জল, ওষধি, বনস্পতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং যা আমাদের বলের কারণ, সেরূপ অন্ন আমাদের দাও। হে পাষাণসদৃশ অগ্নি, তোমার যে ক্ষুধা ও সন্তাপ, তা আমরা যে শত্রুদের দ্বেষ করি তারা লাভ করুক। হে অগ্নি, সমুদ্রের শৈবাল প্রদেশে তোমাকে আকর্ষণ করছি। তুমি আমাদের শোধক ও শান্তিরূপ হও। হে অগ্নি, হিমের শৈবাল প্রদেশে তোমাকে স্থাপন করছি, তোমার ক্ষুধা ও সন্তাপ আমাদের শত্রুরা লাভ করুক। হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীর উপর, বেতসের উপর, নদীজলের উপর তাদের রক্ষকরূপে অবস্থান করছ। তুমি জলের তেজোরূপ। হে মণ্ডূকি, ঋক্‌ মন্ত্রের সাথে তুমি এস। তুমি আমাদের এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞ অগ্নির মত তেজস্ক ও ফলপ্রদরূপে শান্তি কর। এ চিতিতে অগ্নির সামর্থ্যে যুক্ত হয়ে তুমি এখানে এস। উষার প্রকাশে যেমন অন্য পদার্থ প্রকাশিত হয়, সেরূপ তুমি এলে এ অগ্নি পৃথিবীর উপর দীপ্ত হবে। শীঘ্র গমনশীল অশ্বকে বাম হস্তে সংযত করে শত্রুসেনাদের হিংসা করে মানুষ যেমন ক্লান্ত হয় না, সেরূপ এ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে কখন জীর্ণ হয় না বা তৃষ্ণাযুক্ত হয় না। হে শোধক দীপ্যমান অগ্নি, তোমার দীপ্ত জিহ্বায় দেবতাদের ডাক ও যাগ কর আমাদের জন্য দেবতাদের এ কর্মে আন এবং আমাদের এ যজ্ঞ ও হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দাও। এ চিত্যাগ্নি স্থান জলের প্রাপ্তিস্থান, এ সমুদ্রের গৃহস্থানীয়। হে অগ্নি, তোমার হেতিগুলি আমাদের ছাড়া অন্যদের ক্লেশ দিক, আমাদের জন্য তুমি শুদ্ধ ও শান্ত হও। হে অগ্নি, তোমার শোষণকারী তেজকে নমস্কার করছি। তোমার অন্য পদার্থ প্রকাশক তেজকে নমস্কার করছি। তোমার হেতি-গুলি আমাদের ছাড়া অন্য বিরোধী পুরুষকে ক্লেশ দিক, আমাদের জন্য শুদ্ধ ও শান্ত হও। যে অগ্নি মানুষের ভেতর জঠরাগ্নিরূপে, জলে বড়বাগ্নিরূপে, বনে দাবাগ্নিরূপে, যজ্ঞে আবহনীয় রূপে, স্বর্গে আদিত্যরূপে অবস্থান করছে, সে অগ্নির উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হচ্ছে। দু-প্রকার দেবতা —হবি-ভক্ষণকারী ইন্দ্র বরুণাদি এবং প্রাণ অপানাদি। এদের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতা যজ্ঞে পূজ্য বলে যজ্ঞিয় এবং প্রাণাদি পূজক বলে যজ্ঞিয়। তার মধ্যে যজ্ঞিয় ইন্দ্রাদি দেবগণ চিত্যাগ্নিতে স্বাহা মন্ত্রে অর্পিত যজ্ঞের ভাগ ভক্ষণ করে, প্রাণাদি অহুত হয়েও ভক্ষণ করে। হে প্রাণগণ, এ যজ্ঞে আহুত আমাদের হবির মধুর ভাগ তোমরা নিজে গ্রহণ কর। স্বাহাকার মন্ত্রে সমর্পিত না হলেও তোমরা তা স্বীকার কর। যে প্রাণসকল ইন্দ্রাদি দেবতার অধিষ্ঠাতৃরূপে দেবত্ব লাভ করেছে, যে প্রাণ চীয়মান অগ্নির সামনে কার্যাদির নির্বাহক, যাদের ছাড়া কোন স্থান শুদ্ধ হয় না, সে প্রাণরূপ দেবগণ স্বর্গে থাকে না বা ভূমিতেও থাকে না ; কিন্তু পর্বতের সানুপ্রদেশের মত শরীরগত চক্ষুরাদি গোলক আশ্রয় করে থাকে। হে অগ্নি, তুমি যজমানের প্রাণ, অপান, ব্যান, চক্ষু, বল ও পুত্রাদি দাও। তোমার হেতিগুলি আমাদের বিরোধীদের তাপ দিক, আমাদের জন্য তুমি শোধক ও মঙ্গলরূপ হও। এ চীয়মান অগ্নি তার তীক্ষ্ণ জ্বালার দ্বারা রাক্ষসাদি সকল বিরোধীদের দূর করে দিক এবং অনিষ্টকারীদের বিনাশ করুক। হে অগ্নি, তুমি দীপ্যমান, আমাদের বহুধনযুক্ত গৃহক্ষেত্রাদির প্রকাশ কর। তুমি জ্বালা-

সকলের জ্ঞাতা, আমাদের জন্য দেবতার উদ্দেশে যাগ-সম্পাদক, বিঘ্নরহিত হয়ে যাগসম্পাদনকারী, অন্যের দ্বারা অহিংসিত, মন্ত্রের রক্ষক ও আমাদের পালক। ১।২২ ॥

মন্ত্র : য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা নিষসাদা পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ পরমচ্ছদো বর আ বিবেশ। বিশ্বকর্ম্মা মনসা যদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্। তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্র সপ্তর্ষীন্ পর একমাহুঃ। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা যো নঃ সতো অভ্যা সজ্জজান। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা। ত আয়জন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্ব্বে জরিতারো ন ভূনা। অসূর্ত্তা সূর্ত্তা রজসো বিমানে যে ভূতানি সমকৃর্ন্বন্নিমানি। ন তং বিদাথ য ইদং জজানান্যদ্-যুষ্মাকমন্তরং ভবাতি। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্গুহা যৎ। কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্রআপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্নিদং বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতম্। বিশ্বকর্ম্মা হ্যজনিষ্ট দেব আদিদ্গন্ধর্ব্বো অভবদ্দ্বিতীয়ঃ। তৃতীয়ঃ পিতা জনিতৌষধীনাম্ অপাং গর্ভং ব্যদধাৎ পুরুত্রা। চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নন্নমানে। যদেদন্তা অদদৃংহন্ত পূর্ব্ব আদিদ্-দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাম্ নমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্দেব একঃ। কিম্ স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কিমাসীৎ। যদী ভূমিম্ জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ। কিম্ স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্য-তিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্। যা তে ধামানি পরমাণি যাহবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্ম-ন্নুতেমা। শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তনুবং জুষাণঃ। বাচস্পতিং বিশ্বকর্ম্মাণমূতয়ে। মনোযুজং বাজে অদ্যা হুবেম। স নো নেদিষ্ঠা হবনানি জোষতে বিশ্বশংভূরবসে সাধুকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব তনুবং জুষাণঃ। মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতঃ সপত্না ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু। বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বর্দ্ধনেন ত্রাতারমিন্দ্রমকৃণোরবধ্যম্। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত পূর্ব্বীরয়মুগ্রো বিহব্যো যথাহসৎ। সমুদ্রায় বয়ুনায় সিন্ধূনাং পতয়ে নমঃ। নদীনাং সর্ব্বাসাং পিত্রে জুহুতা বিশ্বকর্ম্মণে বিশ্বাহহা-ঽমর্ত্ত্যং হবিঃ ॥ ২ ।

[এ অনুবাকে দুটি সূক্তে বৈশ্বকর্ম হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : যে পরমেশ্বর প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক নিজেতে আহুতি প্রক্ষেপের মত সংহার করেছিলেন, আবার স্রষ্টারূপে সে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর নিজে একাই ছিলেন। সে পরমেশ্বর বহু হবার ইচ্ছা করে নিজে নিজের অদ্বিতীয় পরমার্থরূপ বিস্তার করে নিজ সৃষ্ট শরীর মধ্যে পুণ্ডরীক স্থানে জীবরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন। সংকল্প মাত্রে সে পরমেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন বলে তাকে ধাতা, পোষক ও সংহর্তা বলা হয়। তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বজ্ঞ। সে পরম ঈশ্বরের সাথে সপ্ত ঋষিগণকে একরূপ বলা হয় অর্থাৎ মরীচি অত্রি প্রভৃতি সপ্ত ঋষিগণ পৃথক হলেও সৃষ্টির পূর্বে তারা সকলে সে পরমেশ্বরে মিলিত হয়েছিলেন—এ কথা বেদান্তপারগগণ বলে থাকেন। সে

পরমেশ্বর ইচ্ছামাত্র সপ্তর্ষিগণের জন্য ইষ্ট স্থান সৃষ্টি করেন, তাতে মহর্ষিগণ হৃষ্ট হন। যে বিশ্বকর্মা আমাদের পালক, উৎপাদক, সকল জগতের উৎপাদক সে পরমেশ্বর সৃষ্ট আমাদের জন্য এ ভোগ্যজাত সৃষ্টি করেছেন। সে বিশ্বকর্মা নিজেই সকল দেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্র, মিত্র প্রভৃতি নাম ধারণ করেছেন। বহু দেবতার নাম ধারণ করলেও বস্তুতঃ তিনি একই। প্রলয়-কালে যখন সমস্ত কিছু সে পরমাত্মায় মিলিত হয়, তখন পার্থক্য করা যায় না বলে 'কে ঈশ্বর, কি বা সৃষ্ট ভুবন'—এ প্রশ্ন উঠে অর্থাৎ শ্রুতিতে অনভিজ্ঞ যারা, তারা তা জানতে পারে না। পরমেশ্বরের দ্বারা প্রথম উৎপন্ন যে সৃষ্টি কর্তাগণ এ জগতের জন্য ভোগ্যজাত সৃষ্টি করেছেন, সে ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা সর্বজ্ঞ, তারা স্বকীয় মহিমায় কখনও জীর্ণ হন না। সে সৃষ্ট প্রাণিগণ প্রাণযুক্ত হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রেরিত হয়েছে। যে বিশ্বকর্মা এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, হে জীব, তোমরা তাকে জান না। সে বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর তোমাদের অহং-প্রত্যয়গম্য জীবরূপ নহেন, কিন্তু তিনি তদতিরিক্ত সর্ববেদান্তবেদ্য ঈশ্বর তত্ত্ব। নীহারসদৃশ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত তোমরা কেবল তাঁকে জান না তা নয়, কিন্তু আমি দেব, আমি মনুষ্য, এটা আমার গৃহ ইত্যাদি মিথ্যা জল্পনাপরায়ণ হয়ে কোনরূপে প্রাণটুকু পোষণ করে তৃপ্ত হয়ে থাক, কিন্তু পরমেশ্বর তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হও না। কেবল এটুকু নয়, এ জগতের ভোগে তৃপ্ত না হয়ে পরলোকের ভোগের জন্য নানাবিধ যজ্ঞে উক্থশস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে থাক। সেরূপে তোমরা ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে সর্বদা প্রবৃত্ত হচ্ছ। অতএব অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের অধীন তোমাদের কোন তত্ত্বজ্ঞান হয়নি। যে ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়পুণ্ডরীক গুহায় অবস্থিত, তা দ্যুলোক থেকে দূরে, পৃথিবী থেকে দূরে, দেবতা ও অসুরদের থেকেও দূরে অবস্থিত। যে গর্ভে সকল দেবগণ মিলিত হয়ে থাকে, সে গর্ভ জল প্রথম ধারণ করেছিল। কিন্তু সে গর্ভ কোথায়, তা কেউ জানে না। এ স্থূল জগতের আধার যখন অজানা, তখন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব কি করে জানা যাবে? যে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে সকল দেবগণ একত্র যুক্ত হয়েছিল, সে গর্ভই জল প্রথম ধারণ করেছিল। জন্মরহিত পরমেশ্বর তত্ত্বের নাভিস্থানীয় স্বরূপমধ্যে এক বীজ স্থাপিত হয়েছিল, সে বীজের মধ্যে এ সকল ভুবন অর্পিত ছিল। সে অণ্ড [illegible] প্রথম দেব তির্যগাদি বিশ্বের ভেদকর্তা সত্যলোকনিবাসী চতুর্মুখ দেব উৎপন্ন হয়েছিল, তারপর দ্বিতীয় গন্ধর্ব উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর তৃতীয় ওষধির পালক উৎপাদক সোম উৎপন্ন হয়েছিল। এরূপে পরমেশ্বর জলের গর্ভরূপ ব্রহ্মাণ্ড বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। (এ পর্যন্ত হচ্ছে প্রথম সূক্ত)।

চক্ষুরাদি প্রাণসমূহের উৎপাদক ধীর পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় ঘৃতের মত প্রাণিদের উপভোগযোগ্য এ দ্যাবাপৃথিবী পরস্পরের আনুকূল্যে উৎপন্ন করেছেন। যখন পূর্বে চক্ষুরাদি প্রাণসকল দৃঢ় হয়েছিল, তখন দ্যাবাপৃথিবী বিস্তৃত হয়েছিল। চক্ষুরাদি প্রাণসকল ও দ্যাবাপৃথিবীর উৎপত্তির পর বিশ্বরূপধারী পরমেশ্বর এরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু অর্থাৎ তার সৃষ্ট প্রাণীদের দুটি করে চক্ষু বলে সব [illegible]াত্মক পরমেশ্বরের সর্বত্র চক্ষু সম্পন্ন হয়। এরূপ তিনি বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোহস্ত ও বিশ্বতস্পাৎ। সে এক দেব দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করে নিজবাহুরূপ ধর্ম অধর্মের দ্বারা সকল জগৎ তাঁর অধীন করেছেন। সেরূপ পতনশীল অনিত্য পঞ্চভূতরূপ উপাদান কারণের দ্বারা জগৎ নিজের অধীন করেছেন। জগতে দেখা যায় কুম্ভকার ঘট তৈরী করতে

কোন স্থানে বসে মৃত্তিকার দ্বারা দণ্ড-চক্রাদির সাহায্যে ঘটকার্য নিষ্পন্ন করে। এরূপ দ্যাবাপৃথিবীর উৎপত্তির বেলায় ঈশ্বরের কোন অধিষ্ঠান (নিবাসস্থান) ছিল? কিছুই না। কি উপাদান কারণ ছিল? কিছুই না। দণ্ড চক্রাদির মত কি নিমিত্ত ছিল? কিছুই না। বিশ্বের দ্রষ্টা বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর যে কালে ভূমি সৃষ্টি করেন, তখন নিজ মহিমায় সাধনান্তর ব্যতিরেকে দ্যুলোক সৃষ্টি করে দ্যাবাপৃথিবী আচ্ছন্ন করেন। এ পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট। লোকে দেখা যায় প্রাসাদ নির্মাণ করতে হলে বন থেকে বৃহৎ বৃক্ষ ছিন্ন করে সূত্রধারের দ্বারা কাষ্ঠাদি নির্মাণ করে অট্টালিকা সম্পন্ন করে। জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে পরমেশ্বর কোন বন থেকে বৃক্ষ নিয়ে দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সে বনের কি নাম? এমন কোন বন নেই। সেরূপ উচ্চ বৃক্ষ কোথায়, তাও সম্ভব নয়। হে মনীষিগণ, নিজের মনে বিচার করে জিজ্ঞাসা কর—ঈশ্বর ভুবন সৃষ্টি করতে গিয়ে কোন স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন? (এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সপ্তম প্রপাঠকে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম বন, ব্রহ্ম সে বৃক্ষ ইত্যাদি। স্বব্যতিরিক্ত বস্তুর নিরপেক্ষত্ব এর উত্তর)। হে বিশ্বকর্মা, তোমার যে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম স্থানগুলি রয়েছে, সেগুলি সখার মত প্রিয়-জনের কাছে হবিপ্রদানের জন্য উপদেশ কর। হে স্বধারূপ অন্নযুক্ত বিশ্বকর্মা, যজমানের শরীর অবলম্বন করে তুমি নিজে যাগ কর, তোমার অনুগ্রহ ছাড়া কে যজ্ঞ করতে পারে? আজকার দিনে বিশ্বকর্মা পরমেশ্বরকে অন্ন-ভক্ষণের আহ্বান করছি। তিনি মন্ত্ররূপ বাক্যের পালক ও এ কর্মে আমাদের মনের যোজক। সে বিশ্বকর্মা আমাদের রক্ষার জন্য অতি নিকটবর্তী হবি ও আহ্বান গ্রহণ করে থাকেন। তিনি সকল জগতে সুখকারক ও আমাদের অনুকূলে কার্যকারী। হে বিশ্বকর্মা, আমাদের হবির দ্বারা বর্ধিত হয়ে শরীর গ্রহণ করে নিজে এ যজ্ঞ কর, আমাদের শত্রুগণ এ কর্মে বিভ্রান্ত হোক। আমাদের অন্নযুক্ত বিদ্বান পুত্র হোক। হে বিশ্বকর্মা, আমাদের হবির দ্বারা বর্ধিত হয়ে এ যজমানকে অপরের রক্ষক, পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ও অন্যের হিংসার অযোগ্য কর। প্রজাগণ বর্ধিত হয়ে এ যজমানের অধীন হোক। এ যজমান তীব্র শক্তিযুক্ত হয়ে অপরের অপরাভূত হয়ে বিবিধ যাগযোগ্য হোক। যে বিশ্বকর্মা সমুদ্ররূপে অবতীর্ণ, সে সমুদ্রকে নমস্কার। সমুদ্ররূপ বিশ্বকর্মা নদীসকলের স্বামী, সে কান্ত সিন্ধুপতির উদ্দেশে নমস্কার। হে ঋত্বিক ও যজমানেরা, সে বিশ্বকর্মার উদ্দেশে নিরন্তর অবিনশ্বর হবি অর্পণ কর॥ ২। ৭॥

মন্ত্র ঃ উদেনমুত্তরাং নয়াগ্নে ঘৃতেনাহুত। রায়স্পোষেণ সং সৃজ প্রজয়া চ ধনেন চ। ইন্দ্রেমং প্রতরাং কৃধি সজাতানাম সদ্বশী। সমেনং বর্চসা সৃজ দেবেভ্যো ভাগধা অসৎ। যস্য কুর্মো হবির্গৃহে তমগ্নে বর্ধয়া ত্বম্। তস্মৈ দেবা অধি ব্রবন্নয়ং চ ব্রহ্মণস্পতিঃ। উদু ত্বা বিশ্বে দেবাঃ অগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিঃ। স নো ভব শিবতমঃ সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ। পঞ্চ দিশো দৈবীর্যজ্ঞমবন্তু দেবীরপামতিং দুর্মতিং বাধমানাঃ। রায়স্পোষে যজ্ঞপতিমাভজন্তীঃ। রায়স্পোষে অধি যজ্ঞো অস্থাৎ সমিদ্ধে অগ্নাবধি মামহানঃ। উকথপত্র ঈড্যো গৃভীতস্তপ্তং ঘর্মং পরিগৃহ্যায়জন্ত। উর্জা যদ্যজ্ঞমশমন্ত দেবা দৈব্যায় ধর্ত্রে জোষ্ট্রে। দেবশ্রীঃ শ্রীমণাঃ শতপয়াঃ পরিগৃহ্য দেবা যজ্ঞমায়ন্। সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াং অজস্রম্। তস্য পূষা প্রসবং যাতি দেবঃ সংপশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ। দেবা দেবেভ্যো অধ্বর্যন্তো অস্থুর্বীতম্ শমিত্রে শমিতা যজধ্যৈ। তুরীয়ো যজ্ঞো যত্র হব্যমেতি ততঃ পাবকা আশিষো

নো জুষন্তাম্ । " বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবন্ রোদসী অন্তরিক্ষম্ । স বিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ । উক্ষা সমুদ্রো অরুণঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরা বিবেশ । মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা বি চক্রমে রজসঃ পাত্যন্তৌ । ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ৎ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ । রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ । সুম্নহূর্যজ্ঞো দেবান্ আ চ বক্ষদ্যক্ষদগ্নির্দেবো দেবাং আ চ বক্ষৎ । বাজস্য মা প্রসবে নোদ্গ্রাভেণোদ গ্রভীৎ অথা সপত্নাং ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরান্ অকঃ উদ্গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্ অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ ব্যস্যতাম্ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ ঘৃতের দ্বারা আহুত হয়ে হে অগ্নি এ যজমানের পরম ঐশ্বর্য উৎকর্ষের সাথে সম্পন্ন কর । এ যজমানকে ধনপুষ্টির সাথে যুক্ত কর, পুত্র পৌত্রাদি ও গবাশ্বাদি ধনের সাথে একে যুক্ত কর । হে পরম ঐশ্বর্যযুক্ত (ইন্দ্র) অগ্নি, এ যজমানকে উন্নত কর । এ যজমান জ্ঞাতিদের নিয়ামক হোক, একে বলের দ্বারা যুক্ত কর, এ যজমান যজ্ঞে দেবতাদের ভাগপ্রদ হোক । আমরা ঋত্বিক্গণ যে যজমানের গৃহে হবি-দান করব, হে অগ্নি, তুমি সে যজমানকে বর্ধিত কর । এ যজমান সকলের থেকে অধিক—একথা দেবগণ বলুক এবং এ যজমান বৈদিক কর্মের পালক হোক । লোকে দূরদেশে যাবার সময় গমনকারী পুরুষকে যেমন পাথেয় দেয়, সেরূপ এ সমিধ গমনকারী অগ্নির উদ্দেশে হোক । হে অগ্নি, সকল প্রাণরূপ দেবগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা তোমাকে ধারণ করুক । তুমি আমাদের মঙ্গলময় শোভনমুখ প্রকাশক হও । পূর্বাদি পঞ্চদিক্-দেবীগণ আমাদের প্রজ্ঞামান্দ্য পাপবুদ্ধি বিনাশ করে ধন সমৃদ্ধির দ্বারা যজমানের সেবা করে এ যজ্ঞ রক্ষা করুক । এ যজ্ঞ ধনসমৃদ্ধির দ্বারা ধন পুষ্টি দিক । এ যজ্ঞ অগ্নি সমিদ্ধ হলে পূজ্য হয় এবং উক্থ শস্ত্রাদির বাহক রূপে ঋত্বিক ও যজমানের দ্বারা পরিগৃহীত হয় এবং তারা প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করে সর্বদা যাগ করে । ঋত্বিক ও যজমানেরা যখন অগ্নির উদ্দেশে হবিরূপ অন্নের দ্বারা যজ্ঞের তৃপ্তিবিধান করে, তখন দেবতাদের হিতের জন্য যাগের দ্বারা জগতের ধারক, আমাদের প্রদত্ত হবির ভক্ষণকারী অগ্নি হবি বহনের দ্বারা দেবতাদের আশ্রয় করে এবং যজ্ঞ নর প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধি-সম্পন্ন হয় । শত হবিযুক্ত সে অগ্নি গ্রহণ করে ঋত্বিক ও যজমানেরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকে । দারিদ্র্যনাশক হিরণ্যবর্ণ কেশস্থানীয় শিখাবিশিষ্ট সূর্যরশ্মিরূপে প্রাণিগণের প্রেরক জ্যোতির্মণ্ডলরূপ অগ্নি পূর্বদিকে প্রতিদিন উদয় লাভ করে । যার উদয়ে রক্ষক পূষাদেব সকল জগৎ অবলোকন করে জগতের প্রেরণা লাভ করে । পশুবন্ধরূপ যজ্ঞের চারটি ভাগ আছে—উপকরণ, শমিত্র দেশে স্থিতি, যাগের জন্য সংস্কার ও হবি প্রদান । ঋত্বিক ও যজমানদের দেবতার উদ্দেশে যাগ করার ইচ্ছা হচ্ছে যজ্ঞের উপাকরণ । সমিত্রদেশে পশুরূপ হবি আনয়ন, যাগের জন্য সংস্কার এবং চতুর্থ তার পরবর্তী কার্য যজ্ঞভাগ । যে ভাগচতুষ্টয়যুক্ত যজ্ঞে দেবতা হবি গ্রহণ করে, সে যজ্ঞ থেকে পাবক আহবনীয়াদি অগ্নি আমাদের যজ্ঞফলরূপ আশীর্বাদ প্রদান করুক । এ প্রস্তর বিবিধ জগৎ নির্মাণের জন্য আগ্নীধ্র-স্থানীয় আকাশের মধ্যে আছে । সে প্রস্তর দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোক পূর্ণ করেছে । (এখানে যদিও প্রস্তর জগৎ নির্মাণের কিছু করে না, তবুও পরমেশ্বরের গুণ আরোপ করা হয়েছে জন্য কোন বিরোধ নেই ।) সে প্রস্তর জায়মান হয়ে সর্বব্যাপী দিক্সকল প্রকাশ করছে. ঘৃত লাভের জন্য ধেনু প্রকাশ করছে এবং উদয় অস্তের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের পূর্বাপর দিকসকল চিহ্ন

করবার জন্য সূর্যকে প্রকাশ করছে। এ প্রস্তর মেঘরূপ, যাগের দ্বারা ফলাভিবর্ধক, বহু ফল প্রদান করে বলে সমুদ্রসদৃশ, সকল কিছু প্রকাশ করে জন্য সূর্যতুল্য। স্বর্গগমনের কারণ বলে পক্ষিসদৃশ, তাদৃশ প্রস্তর পালক পূর্বদিগ্‌বর্তী আহবনীয়ের কারণরূপ আগ্নীধ্রে প্রবেশ করছে। এ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর দ্যুলোকে স্থাপিত হয়ে পরমেশ্বর রূপে বিবিধ জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়রূপ কার্যের দ্বারা পালন করছে। সকল স্তুতিগুলি পরম ঐশ্বর্যযুক্ত অগ্নির বর্ধন করছে, সে অগ্নি সমুদ্রের মত ব্যাপক, রথিগণের মধ্যে রথীতম, অন্নের রক্ষক ও সম্মার্গবর্তী যজমানদের পালক। প্রজা ও পশুগণের সুখ-সম্পাদক যজ্ঞ ও অগ্নি দেবতাদের আহ্বান করুক। পরম ঐশ্বর্যযুক্ত অগ্নি অন্নের জন্য নিজ সামর্থ্যে যজমানের উৎকর্ষ স্থাপন করুক ও আমাদের শত্রুদের নিগৃহীত করুক। সকল দেবগণ আমাদের উৎকর্ষ ও শত্রুদের অপকর্ষ স্থাপন করেছে। এ ইন্দ্র ও অগ্নি সর্বত পলায়মান শত্রুদের বিনাশ করুক। ৩।১৩ ॥

মন্ত্র ঃ আশুঃ শিশানো বৃষভো ন যুধ্মো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ। সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা। যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎ সহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা। স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন। সংসৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যূর্ধ্বধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা। বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাং অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্ত-মোজসা ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়োঽনু সং রভধ্বম্। বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ। অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদায়ঃ বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাডযুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু। ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ। দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রে। ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্। মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ। অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু। অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মানু দেবা অবতা হবেষু। উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ সত্বনাং মামকানাং মহাংসি। উদ্বৃত্র-হন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তামেতু ঘোষঃ। উপ প্রেত জয়তা নরঃ স্থিরা বঃ সন্তু বাহবঃ। ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছত্বনাধৃষ্যা যথাঽসথ। অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতা। গচ্ছামিত্রান্ প্র বিশ মৈষাং কং চ নোচ্ছিষঃ। মর্মাণি তে বর্মভিশ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজাঽমৃতেনাভি বস্তাম্। উরোর্বরীয়ো বরিবস্তে অস্তু জয়ন্তং ত্বামনু মদন্তু দেবাঃ। যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব। ইন্দ্রো নস্তত্র বৃত্রহা বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে অপ্রতিরথ-সূক্ত বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র একবারের চেষ্টায় শত শত্রুসেনা জয় করেছে। এ ইন্দ্র শীঘ্রকারী ও অতি উগ্র। বৃষ যেমন অপর বৃষের সাথে যুদ্ধ করতে উৎসুক, সেরূপ ইন্দ্র শত্রুদের ঘাতক, শত্রুসেনার ক্ষোভকারক, শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য উচ্চ ধ্বনিযুক্ত, অত্যন্ত সাবধান ও অন্যনিরপেক্ষ হয়ে একাকী যুদ্ধ জয় করতে সমর্থ। হে যুদ্ধার্থী নরগণ, ইন্দ্রের অনুগ্রহে পরসৈন্য বশীভূত করে তাদের বিনাশ কর। সে ইন্দ্র উচ্চ ধ্বনিকারক, জয়শীল, যুদ্ধকারী,

অবিচলিত, নির্ভীক, বাণাদি আয়ুধযুক্ত ও কামবর্ষক। সে ইন্দ্র ধনুর্ধারী ও খড়্গধারী সৈন্যদের সাথে পরসৈন্য বশীভূত করে। যোদ্ধা ইন্দ্র হঠাৎ শত্রুসেনার মধ্যে গিয়ে তাদের জয় করে ও যজমানের যজ্ঞে সোম পান করে বাহুবলযুক্ত উদ্যতধনু ইন্দ্র বাণ নিক্ষেপে শত্রুদের বিনাশ করে। হে বাক্যের অধিপতি ইন্দ্র, রথে করে তুমি সকল দিকে যাও, তুমি রাক্ষসদের হন্তা, শত্রুসেনা অবরুদ্ধ করে তাদের ভগ্ন করে সর্বত্র জয় লাভ কর ও আমাদের রথের রক্ষক হও। হে জ্ঞাতিগণ, তোমরা এ ইন্দ্রের বীরত্ব অনুসরণ কর, ইন্দ্র আগে বীরত্ব প্রকাশ করুক, তারপর তোমরা বীরত্ব প্রকাশ কর, ইন্দ্র আগে যুদ্ধ আরম্ভ করুক, তারপর তোমরা যুদ্ধ আরম্ভ কর। এ ইন্দ্র পর্বতের পক্ষচ্ছেদনকারী, গাভীদের আনয়নকারী, বজ্রবাহু, শত্রুদের স্থানচ্যুত করে বিজয় লাভ করে ও তাদের সর্বতোভাবে বিনাশ করে। হে ইন্দ্র, তুমি জয়শীল রথে আরোহণ কর। তুমি পরকীয় সেনার সামর্থ্য জান, তুমি পুরাতন, অতিবীর, বলবান, অন্নবান, পরের পরাভবকারী, যুদ্ধে ক্রুর, বীর সৈন্য ও পরিচারক বেষ্টিত, অধিক বলশালী ও গাভী লাভকারী। এ ইন্দ্র যুদ্ধে আমাদের সেনাদের রক্ষা করুক। এ ইন্দ্র সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশকারী, বীর, শতমন্যু, অবিচলিত, পরকীয় সৈন্যের অভিভবকারী ও যুদ্ধে অপরের অসহনীয়। শত্রুর প্রতি গমনকারী আমাদের সৈন্যদের ইন্দ্র নেতা হোক। বৃহস্পতি, দক্ষিণা-দেবী, যজ্ঞ ও সোম এদের পূর্বে যাক। কামবর্ষী ইন্দ্রের রাজ্যকারক বরুণের বল যুদ্ধক্ষেত্রে অতি তীব্র হোক। যুদ্ধে স্থিরচিত্ত, শত্রুদের স্থানচ্যুত করতে সমর্থ, জয়শীল দেবতাদের শব্দ উত্থিত হোক। যুদ্ধের জন্য শত্রুসেনা এলে ইন্দ্র আমাদের রক্ষা করুক। তখন আমাদের বাণগুলি শত্রুসেনাদের বিদ্ধ করুক, আমাদের বীরেরা শত্রুসেনার চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক এবং দেবগণ আমাদের রক্ষা করুক। (এ দশটি ঋকে অপ্রতিরথ সূক্ত বলা হয়েছে।) হে মঘবন্, শত্রুসেনা থেকে উৎকৃষ্ট করে আমাদেরআনন্দিত কর এবং আমাদের প্রাণিদের উৎকৃষ্ট করে তাদের আনন্দ দাও। হে বৃত্রহন্, আমাদের অশ্বদের উৎকৃষ্ট করে আনন্দ দাও এবং বিজয় প্রাপ্ত আমাদের রথগুলির মহাধ্বনি উদ্গত হোক। হে আমাদের পুরুষেরা, তোমরা শত্রুসেনার কাছে গিয়ে বিজয় লাভ কর ও তোমাদের হস্তের আয়ুধ স্থির হোক। তোমরা যাতে অপরের দ্বারা পরাভূত না হও, এ ইন্দ্র তোমাদের সেরূপ সুখ দিক। হে শরব্য (হেতি নামক হিংসক অস্ত্র), মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত তুমি আমাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুসেনার মধ্যে পতিত হও, তারপর শত্রুর শরীরে প্রবেশ করে এমনভাবে তাদের বিনাশ কর যাতে শত্রুসেনার কেউ অবশিষ্ট না থাকে। হে যজমান, তোমার মর্মসকল কবচের দ্বারা আচ্ছন্ন করছি, রাজা সোম তোমাকে মরণনিবারক কবচের দ্বারা আচ্ছন্ন করুক। অন্যের চেয়ে তোমার ধন অন্যের থেকে অধিক হোক। বিজয় লাভকারী তোমাকে দেবগণ আনন্দ দিক। বিশীর্ণকেশ চঞ্চল বালকের মত যুদ্ধে শত্রুর বাণগুলি পতিত হচ্ছে, সে যুদ্ধে পরকীয় সকল প্রাণীর ঘাতক ইন্দ্র শত্রু বিনাশ করে আমাদের সুখ দিক। ৪।১৫ ॥

মন্ত্র : প্রাচীমনু প্রদিশং প্রেহি বিদ্বানগ্নেরগ্নে পুরো অগ্নির্ভবেহ। বিশ্বা আশা দীদ্যানো বি ভাহ্যূর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে। ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমুখ্যং হস্তেষু বিভ্রতঃ। দিবঃ পৃষ্ঠম্ সুবর্গত্বা মিশ্রা দেবেভিরাধ্বম্। পৃথিব্যা অহমুদন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্দিবমারুহম্। দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ সুবর্জ্যোতিরগাম্ অহম্। সুবর্যন্তো নাপেক্ষন্ত আ দ্যাং রোহন্তি রোদসী। যজ্ঞং যে বিশ্বতোধারং সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে। অগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবয়তাং চক্ষুর্দেবানামুত মর্ত্যানাম্। ইয়ক্ষমাণা ভৃগুভিঃ সজোষাঃ সুবর্যন্তু যজমানাঃ

স্বস্তি। নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবা ক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাঃ। অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধন্-ছতং তে প্রাণাঃ সংস্রমপানাঃ। ত্বং সহস্রস্য রায় ঈশিষে তস্মৈ তে বিধেম বাজায় স্বাহা। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ পৃথিব্যাং সীদ পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ ভাসাঽন্তরিক্ষমা পৃণ জ্যোতিষা দিবমুত্তভান তেজসা দিশ উদ্দৃংহ। আজুহ্বান সুপ্রতীকঃ পুরস্তাদগ্নে স্বাং যোনিমা সীদ সাধ্যা। অস্মিন্ৎসধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবাঃ যজমানশ্চ সীদত। প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ। ত্বাং শশ্বন্ত উপযন্তি বাজাঃ। বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে। যস্মাদ্যোনেরুদারিথা যজে তং প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে। তাং সবিতুর্বরেণ্যস্য চিত্রামাঽহং বৃণে সুমতিং বিশ্বজন্যাম্। যামস্য কণ্বো অদুহৎ প্রপীনাং সহস্রধারাম্ পয়সা মহীং গাম্। সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়াণি। সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্ত যোনীরা পৃণস্বা ঘৃতেন। ঈদৃঙ্চান্যাদৃঙ্চৈতাদৃঙ্ চ প্রতিদৃঙ্ চ মিতশ্চ সম্মিতশ্চ সভরাঃ। শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ সত্যশ্চর্তপাশ্চাত্যংহাঃ। ঋতজিচ্চ সত্যজিচ্চ সেনজিচ্চ সুষেণশ্চান্ত্যমিত্রশ্চ দূরে অমিত্রশ্চ গণঃ। ঋতশ্চ সত্যশ্চ ধ্রুবশ্চ ধরুণশ্চ ধর্ত্তা চ বিধর্ত্তা চ বিধারয়ঃ। ঈদৃক্ষাস এতাদৃক্ষাস ঊ ষু ণঃ সদৃক্ষাসঃ প্রতিসদৃক্ষাস এতন। মিতাসশ্চ সম্মিতাসশ্চ ন ঊতয়ে সভরসো মরুতো। যজ্ঞে অস্মিন্নিন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোঽনুবর্ত্মানো যথেন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোঽনুবর্ত্মান এবমিমং যজমানং দৈবীশ্চ বিশো মানুষীশ্চানুবর্ত্মানো ভবন্তু ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, পূর্বদিক জেনে তুমি অনুক্রমে প্রবেশ কর, ইণ্টকা নিষ্পাদিত চিতিরূপ অগ্নির মধ্যে তুমি মুখ্য। সকল দিক আলোকিত করে তুমি প্রকাশিত হও। আমাদের মানুষ ও পশুদের অন্ন দাও। হে ঋত্বিক্ ও যজমানেরা, স্বর্গসাধনযোগ্য, উখাতে স্থাপিত এ অগ্নি হাত দিয়ে ধরে পা দিয়ে নিক্ষেপ কর। তারপর দ্যুলোকের উপরে বর্ত্তমান স্বর্গলোকে গিয়ে দেবতাদের সাথে একসাথে উপবেশন কর। আমি (যজমান) পৃথিবী থেকে অন্তরিক্ষলোকে যাচ্ছি, তারপর অন্তরিক্ষ থেকে দ্যুলোকে যাব, তারপর দ্যুলোকের দুঃখরহিত প্রদেশের ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে আদিত্যরূপ জ্যোতির্মণ্ডল আমি লাভ করব। যে যজমানেরা কর্মের অনুষ্ঠান-প্রকার জেনে জগতের ধারক অগ্নির বিস্তার করে, তারা দ্যুলোকে যায়। তারপর দ্যাবাপৃথিবীর ঊর্ধ্বে স্বর্লোকে আদিত্যমণ্ডল লাভ করে, তাদের আর কোন স্থানের অপেক্ষা নেই। দেবতাকামী যজমানদের উপকারের জন্য হে অগ্নি, তুমি আগে যাও। তুমি দেবতা ও মানুষের চক্ষুস্থানীয়; লোকে গমনকারী পুরুষের চোখ আগে যায়। যাগ করতে ইচ্ছুক যজমানেরা অনুষ্ঠানপর ভৃগুনামক মুনিদের প্রিয় হয়ে কর্ম করে স্বর্গে যাক। কৃষ্ণবর্ণ রাত ও শুক্লবর্ণ দিন উভয়ে একমত হয়ে অগ্নিরূপ শিশুকে ধারণ করছে। দ্যুলোকস্থিত অগ্নি অন্তরিক্ষলোক আলোকিত করে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রাণরূপ দেবগণ যাগ দ্বারা যেমন ধনরূপ ফল প্রদান করে, সেরূপ যজমানের প্রাণ এ অগ্নিকে ধারণ করেছে। হে অগ্নি, তোমার সহস্র চক্ষু, মস্তক প্রাণ, অপান আছে। তুমি বহু ধনের পালক, অন্নসিদ্ধির জন্য তোমার পরিচর্যা করছি। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। হে অগ্নি, গরুড়ের মত পক্ষীরূপ। এ চিতিরূপ পৃথিবীতে উপবেশন কর। তোমার নিজ প্রকাশে অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ কর, তোমার সামর্থ্যে দ্যুলোক ব্যাপ্ত কর এবং সকল দিক উৎকর্ষে দৃঢ় কর।

হে অগ্নি, তুমি আহুত হয়ে শোভন মুখে পূর্বদিকে তোমার নিজ স্থান লাভ কর। হে বিশ্বদেবগণ ও যজমান, তোমরা অগ্নির সাথে পূর্ববর্তী উৎকৃষ্ট স্থানে উপবেশন কর। হে অগ্নি, পূর্বে দীপ্ত তুমি, আবার আমাদের সামনে নিরন্তর জ্বলন্ত লোহময় স্থূনারূপ জ্বালার সাথে দীপ্ত হও। হে যুবতম অগ্নি, অন্নসবল তোমাকে লাভ করছে। কণ্ব মুনি যেমন অগ্নির সুবুদ্ধিতে অভীষ্ট ফল লাভ করেছিল, সেরূপ সকলের বরণীয় প্রেরক অগ্নির সুমতি আমি প্রার্থনা করি। যে সুমতি বহুবিধ ফল প্রদানে ও জগতের উৎপাদনে সমর্থ। হে অগ্নি, তোমার সপ্ত সমিধ, সপ্ত জিহ্বা, সপ্ত মহর্ষি, সপ্ত প্রিয় ধাম, সপ্ত হোতা তোমাকে সপ্ত স্থানে যজ্ঞ করছে, তুমি আহবনীয়াদি উৎপত্তিস্থানগুলি ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ কর। [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে।] ৫।২১ ॥

মন্ত্র : জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে। অনাবিদ্ধয়া তনুবা জয় ত্বং স ত্বা বর্ম্মণো মহিমা পিপর্তু। ধন্বনা গা ধন্বনাঽজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম। বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা। যোষেব শিঙ্‌ক্তে বিততাঽধি ধন্বন্ জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী। তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে। অপ শত্রূন্ বিধ্যতাং সংবিদানে আর্ত্নী ইমে বিষ্ফুরন্তী অমিত্রান্। বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাঽবগত্য। ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্ব্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ। রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়েতে সুষারথিঃ। অভীশূনাং মহিমানম্ পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ। তীব্রান্ ঘোষান্ কৃন্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ। অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূংরনপব্যয়ন্তঃ। রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রাঽয়ুধং নিহিতমস্য বর্ম্ম। তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ। স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবন্তো গভীরাঃ। চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ। ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা। পূষা নঃ পাতু দুরিতা দৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত। সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা। যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যামিষবঃ শর্ম্ম যংসন্। ঋজীতে পরি বৃঙ্‌গ্ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনুঃ। সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম্ম যচ্ছতু। আ জঙ্ঘন্তি সান্বেষাম্ জঘনাং উপ জিঘ্নতে। অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ৎ সমৎসু চোদয়। অহিরিব ভোগৈঃ পর্য্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ। হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ। বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ। গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীড়য়স্বাঽস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি। দিবঃ পৃথিব্যাঃ পরি ওজ উদ্‌ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্য্যাভৃতং সহঃ। অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ। ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ। সেমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায়। উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ। স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাৎ দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্। আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ। অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনাং ইত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীড়য়স্ব। আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভির্ব্বাবদীতি। সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু। ৬ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বমেধ কর্তার কবচগ্রহণাদির কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : যখন কবচযুক্ত রাজা যুদ্ধের জন্য শত্রুদের কাছে যায়, তার তখন মেঘের মত মুখ হয় । উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য মিলিত হলে মেঘ যেমন অন্তরিক্ষলোক ব্যাপ্ত করে, সেরূপ ভূমি ব্যাপ্ত হয় । হে রাজা, তুমি শত্রুর প্রহার রহিত শরীরে বিজয় লাভ কর । এ কবচের মহিমা তুমি পালন কর । আমরা ধনুর দ্বারা শত্রুর গাভীদের নিয়ে আসব, ধনুর দ্বারা যুদ্ধ জয় করব, ধনুর দ্বারা মদমত্ত শত্রুসেনা জয় করব । এ ধনু শত্রুর আকাঙ্ক্ষা শূন্য করুক, এ ধনুর দ্বারা আমরা সকল দিক জয় করব ।

[অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল-যজুর্বেদের ২৯ অধ্যায়ের ৪০ থেকে ৫৭ মন্ত্রে দেখুন ।] । ৬।২০ ॥

মন্ত্র : যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্‌ৎ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ । শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্ব্বন্ । যমেন দত্তং ত্রিত এনমায়ুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যাতিষ্ঠৎ । গন্ধর্ব্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট । অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন । অসি সোমেন সময়া বিপৃক্তঃ আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি । ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃ সমুদ্রে । উতেব মে বরুণশ্ছন্ৎস্যর্ব্বন্যত্রা ত আহুঃ পরমং জনিত্রম্ । ইমা তে বাজিন্নবমার্জ্জনানীমা শফানাং সনিতুর্নিধানা । অত্রা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ । আত্মানং তে মনসাঽরাদজানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্ শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিররেণুভির্জেহমানং পতত্রি । অত্রা তে রূপমুত্তমমপশ্যং জিগীষমাণমিষ আ পদে গোঃ । যদা তে মর্ত্তো অনু ভোগমানড়াদিদ্ গ্রসিষ্ঠ ওষধীরজীগঃ । অনু ত্বা রথো অনু মর্য্যো অর্ব্বন্ননু গাবোঽনু ভগঃ কনীনাম্ । অনু ব্রাতাসস্তব সখ্যমীয়ুরনু দেবা মমিরে বীর্য্যম্ তে । হিরণ্যশৃঙ্গোঽয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ । দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্যো অর্ব্বন্তং প্রথমো অধ্যাতিষ্ঠৎ । ঈর্মান্তাসঃ সিলিকমধ্যমাসঃ সংশূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ । হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ । তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্ব্বন্তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্ । তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রাঽরণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি । উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্ব্বা দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ । অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্যানু পশ্চাৎ কবয়ো যন্তি রেভাঃ । উপ প্রাগাৎ পরমং যৎসধস্থমর্ব্বাম্ অচ্ছা পিতরং মাতরং চ । অদ্যা দেবান্ জুষ্টতমো হি গম্যা অথাঽশাস্তে দাশুষে বার্য্যাণি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বস্তোম প্রতিপাদক মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : হে অশ্ব, যে স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে অগ্নির সাধন বলে তুমি ক্রন্দন করেছিলে, সে তোমার উৎপত্তিস্থান মহৎ, সেজন্য তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য হয়েছ । সমুদ্র থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, অথবা লৌকিক দৃষ্টিতে মহান অশ্ব থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ । তোমার বাহুদুটি শ্যেনের পক্ষের মত, শ্যেন পাখীর পক্ষদুটি শীঘ্র উড়ার জন্য যেমন সকলের স্তুত্য, অথবা হরিণের পা-দুটি শীঘ্রগমনের জন্য যেমন সকলের স্তুতিযোগ্য, সেরূপ হে অশ্ব, তুমিও সকলের স্তবের বিষয় হয়েছ ।

[অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল-যজুর্বেদের ২৯ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ২৪ মন্ত্রে দেখুন ।] । ৭।১৩ ॥

মন্ত্র: মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্রং ঋভুক্ষা মরুতঃ পরি খ্যন্। যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্য্যাণি। যন্নির্ণিজা রেক্ণসা প্রাবৃতস্য রাতিং গৃভীতাং মুখতো নয়ন্তি। সুপ্রাঙজো মেম্যদ্বিশ্বরূপ ইন্দ্রপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ। এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনো পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ। অভিপ্রিয়ং যৎপুরোডাশমর্ব্বতা ত্বষ্টেৎ এনং সৌশ্রবসায় জিন্বতি। যদ্ধবিষ্যমৃতুশো দেবযানং ত্রির্মানুষাঃ পর্য্যশ্বং নয়ন্তি। অত্রা পূষ্ণঃ প্রথমো ভাগ এতি যজ্ঞং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজঃ। হোতাধ্বর্যুরাবয়া অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ। তেন যজ্ঞেন স্বরংকৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণা আ পৃণধ্বম্। যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে পচনং সম্ভরন্ত্যুতো তেষামভিগূর্ত্তির্ন ইন্বতু। উপ প্রাগাৎ সুমন্মে-ঽধায়ি মন্ম দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ। অন্বেনং বিপ্রা ঋষয়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকৃমা সুবন্ধুম্। যদ্বাজিনো দাম সন্দানমর্ব্বতো যা শীর্ষণ্যা রশনা রজ্জুরস্য। যদ্বা ঘাস্য প্রভৃতমাস্যে তৃণং সর্ব্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু। যদশ্বস্য ক্রবিষঃ মক্ষিকাঽশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি। যদ্ধস্তয়ো শমিতু-র্যন্নখেষু সর্ব্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু। যদূবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি। সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তুত মেধং শৃতপাকং পচন্তু। যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি। মা তদ্ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বস্তোত্রের কিছু মন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: এ যজ্ঞে আমরা অশ্বের সামর্থ্য কীর্তন করেছি জন্য মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মরুদ্গণ আমাদের নিন্দা না করুক, কারণ সে অশ্ব দেবতার জন্য উৎপন্ন হয়েছে। [অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৫ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ৩৪ মন্ত্রে দেখুন।] ৮॥১১ ॥

মন্ত্র: যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নিহরেতি। যে চার্ব্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্ত্তির্ন ইন্বতু। যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি। উষ্মণ্যাঽপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্। নিক্রমণং নিষদনং বিবর্ত্তনং যচ্চ পড্বীশমর্ব্বতঃ। যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাসিম্ জঘাস সর্ব্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু। মা ত্বাঽগ্নি-র্ধ্বনয়িদ্ধূমগন্ধির্মোখা ভ্রাজন্ত্যভি বিক্ত জঘ্রিঃ। ইষ্টং বীতমভিগূর্ত্তং বষট্কৃতং তং দেবাসঃ প্রতি গৃভ্ণন্ত্যশ্বম্। যদশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং যা হিরণ্যান্যস্মৈ। সন্দানমর্ব্বন্তং পড্বীশং প্রিয়া দেবেষ্বা যাময়ন্তি। যত্তে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ। স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্ব্বা তা তে ব্রহ্মণা সূদয়ামি। চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি। অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যা বি শস্ত। একস্ত্বষ্টুরশ্বস্যা বিশস্তা দ্বা যন্তারা ভবতস্তথর্তুঃ। যা তে গাত্রাণামৃতুথা কৃণোমি তাতা পিণ্ডানাং প্র জুহোম্যগ্নৌ। মা ত্বা তপৎ প্রিয় আত্মাপিয়ন্তং মা স্বধিতিস্তনুব আ তিষ্ঠিপত্তে। মা তে গৃধ্নুরবিশস্তাঽতিহায় ছিদ্রা গাত্রাণ্যসিনা মিথূ কঃ। ন বা উবেতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। হরী তে যুঞ্জা পৃষতী অভূতামু-পাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য। সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রান্ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্। অনাগাস্ত্বাং নো অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো অশ্বো বনতাং হবিষ্মান্ ॥ ৯।

[এ অনুবাকে অবশিষ্ট অশ্বের স্তোত্রমন্ত্র বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : যে এ অশ্বের পাক দেখেছে, এ অশ্ব সুগন্ধ, এ থেকে অন্ন আহরণ কর—এ কথা যে বলেছে, অথবা যারা অশ্বের মাংস ভিক্ষা করেছে, তাদের সকলের সংকল্প আমাদের মঙ্গলের জন্য হোক।

[অপর মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৫ অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৪৫ মন্ত্রে দেখুন।] ৮।১১ ॥

সপ্তম প্রপাঠক

মন্ত্র : অগ্নাবিষ্ণূ সজোষসেমা বর্ধন্তু বাং গিরঃ। দ্যুম্নৈর্বাজেভিরা গতম্। বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রযতিশ্চ মে প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ মে স্বরশ্চ মে শ্লোকশ্চ মে শ্রাবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ মে জ্যোতিশ্চ মে সুবশ্চ মে প্রাণশ্চ মেঽপানঃ চ মে ব্যানশ্চ মেঽসুশ্চ মে চিত্তং চ ম আধীতং চ মে বাক্ চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রং চ মে দক্ষশ্চ মে বলং চ ম ওজশ্চ মে সহশ্চ ম আয়ুশ্চ মে জরা চ ম আত্মা চ মে তনূশ্চ মে শর্ম চ মে বর্ম চ মেঽঙ্গানি চ মেঽস্থানি চ মে পরূংষি চ মে শরীরাণি চ মে ॥ ১ ॥

[এ অনুবাক থেকে একাদশ অনুবাক পর্যন্ত বসোর্ধারা হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা দুজন সমান প্রীতিযুক্ত হও। তোমাদের এ স্তুতিরূপ বাক্যগুলি বর্ধিত হোক। তোমরা ধন ও অন্নের সাথে এখানে এস। তোমরা আমার অন্ন সম্পন্ন কর। এরূপ আমার অন্নের অনুজ্ঞান, শুদ্ধি, অন্নবিষয়ে ঔৎসুক্য, অন্নধারণ, উদাত্তাদি মন্ত্রগত স্বর, স্তুতি, শোনানোর সামর্থ্য, শুনার সামর্থ্য, প্রকাশ, স্বর্গ, প্রাণ, অপান, ব্যান রূপ বায়ুর বৃত্তিবিশেষ, চিত্ত, জ্ঞানের দ্বারা স্বীকৃত দ্রব্য, বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়গত কৌশল, কর্মেন্দ্রিয়গত সামর্থ্য, বলের কারণ অষ্টম ধাতু ওজ, শত্রুকে পরাভব করার শক্তি, আয়ু, পূর্ণ আয়ুষ্কাল, পরমাত্মা, শোভন বপু, সুখ, শরীররক্ষক কবচাদি, সম্পূর্ণ অঙ্গ, অস্থি, অঙ্গুলির পর্ব এবং শরীরের অবয়বগুলি সম্পূর্ণ কর। ১ ॥

মন্ত্র : জ্যৈষ্ঠ্যং চ ম আধিপত্যং চ মে মন্যুশ্চ মে ভামশ্চ মেঽমশ্চ মেঽম্ভশ্চ মে জেমা চ মে মহিমা চ মে বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষ্মা চ মে দ্রাঘুয়া চ মে বৃদ্ধং চ মে বৃদ্ধিশ্চ মে সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বশশ্চ মে ত্বিষিশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে বিত্তং চ মে বেদ্যং চ মে ভূতং চ মে ভবিষ্যচ্চ মে সুগং চ মে সুপথং চ ম ঋদ্ধং চ ম ঋদ্ধিশ্চ মে কৢপ্তং চ মে কৢপ্তিশ্চ মে মতিশ্চ মে সুমতিশ্চ মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমার জ্যেষ্ঠত্ব সম্পন্ন কর। এরূপ আমার ক্রোধ, অন্তরের ক্ষোভ, অপ্রমেয়ত্ব, শৈত্য ও মাধুর্যযুক্ত জল, জয়সামর্থ্য, মহত্ব, পূজ্যত্ব, গৃহক্ষেত্রাদির বিস্তার, পুত্রপৌত্রাদির শরীর, অবিচ্ছিন্ন সন্ততি, প্রভূত অন্ন ও ধন, বিদ্যাদিগুণের উৎকর্ষ, যথার্থভাষণ, পরলোকে আস্তিক্য-বুদ্ধি, জঙ্গম জগৎ, সুবর্ণাদি, সবকিছুর স্বাধীনত্ব, শরীরের কান্তি, অক্ষদ্যূতাদি ক্রীড়া ও তার জন্য হর্ষ, জাত পুত্র, জনিষ্যমাণ পুত্র, ঋক্-সমূহ ও তার জন্য

অপূর্বত্ব, পূর্বলব্ধধন, পরে লব্ধব্য ধন, পূর্বসিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রাদি, গন্তব্য বন্ধুজনযুক্ত গ্রামাদি, চোরাদি রহিত মার্গ, বর্ধিত ধনাদি, অনুষ্ঠিত কর্মফল ও অনুষ্ঠাস্যমান যজ্ঞফল, স্বকার্যক্ষম দ্রব্য, স্বকীয় সামর্থ্য, পদার্থ মাত্র নিশ্চয় ও সুমতি—এগুলি তোমরা সম্পন্ন কর। ২ ॥

মন্ত্র ঃ শং চ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেঽনুকামশ্চ মে কামশ্চ মে সৌমনসশ্চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে বস্যশ্চ মে যশশ্চ মে ভগশ্চ মে দ্রাবিণং চ মে যন্তা চ মে ধর্ত্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে জ্ঞাত্রং চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরং চ মে লয়শ্চ ম ঋতং চ মেঽমৃতং চ মেঽযক্ষ্মং চ মেঽনাময়চ্চ মে জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ মেঽনমিত্রং চ মেঽভয়ম্ চ মে সুগং চ মে শয়নং চ মে সূষা চ মে সুদিনং চ মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমার ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখ সম্পন্ন কর। এরূপ আমাদের প্রিয় বস্তু, কাম্য পদার্থ, আমুষ্মিক স্বর্গাদি, মনের আনন্দ দায়ক বন্ধুবর্গ, এ লোকের রমণীয় কল্যাণ, পরলোকের শ্রেয় নিবাসযোগ্য গৃহাদি, যশ, সৌভাগ্য, ধন, আচার্যাদি নিয়ামক, পিত্রাদি পোষক, বিদ্যমান ধনের রক্ষণশক্তি, বিপদে ধৈর্য, সর্বজনের আনুকূল্য, পূজা, শাস্ত্রাদি বিজ্ঞান, জানানোর সামর্থ্য, পুত্রাদি প্রেরণের সামর্থ্য, ভৃত্যাদি প্রেরণের সামর্থ্য, লাঙ্গলাদি কৃষিকার্যের সম্পত্তি ও তার প্রতিবন্ধের নিবৃত্তি, যজ্ঞাদি কর্ম ও তার ফল অমৃতত্ব, রাজযক্ষ্মাদি ব্যাধিরাহিত্যে জ্বরাদি ব্যাধির অভাব, আরোগ্যের জন্য ঔষধ, দীর্ঘায়ু লাভ, শত্রুহীনতা, অভয়, সকলের স্বীকৃত আচরণ, শয্যাদি শয়ন সম্পত্তি, স্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি শোভন প্রাতঃকাল ও দানযজ্ঞ অধ্যয়নাদি যুক্ত সুদিন সম্পন্ন কর। ৩ ॥

মন্ত্র ঃ ঊর্ক্ মে সূনৃতা চ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে ঘৃতং চ মে মধু চ মে সগ্ধিশ্চ মে সপীতিশ্চ মে কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্ভিদ্যং চ মে রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টং চ মে পুষ্টিশ্চ মে বিভু চ মে প্রভু চ মে বহু চ মে ভূয়শ্চ মে পূর্ণং চ মে পূর্ণতরং চ মেঽক্ষিতিশ্চ মে কূয়বশ্চ মেঽন্নং চ মেঽক্ষুচ্চ মে ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদগাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেঽণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমার অন্ন সম্পন্ন কর। এরূপ আমার প্রিয়বাক্য, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, বন্ধুদের সাথে ভোজন, তাদের সাথে পান, অন্নের কারক কৃষি ও বৃষ্টি, জয়শীল সুক্ষেত্র, তরুগুল্ম লতাদির উৎপত্তি, সুবর্ণ, মণিমুক্তাদি, শরীরের পুষ্টি, ধান্যাদির বৃদ্ধি, ব্রীহি, যব, মাস, তিল, মুগ, গোধূম (গম), মসূর, প্রিয়ঙ্গব, সূক্ষ্মশালি, শ্যামাক গ্রাম্য ধান এবং নীবারাদি আরণ্য ধান সম্পন্ন কর। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্ব্বতাশ্চ মে সিকতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যং চ মেঽয়শ্চ মে সীসং চ মে ত্রপুশ্চ মে শ্যামং চ মে লোহং চ মেঽগ্নিশ্চ ম আপশ্চ মে বীরুধশ্চ ম ওষধয়শ্চ মে কৃষ্টপচ্যং চ মেঽকৃষ্টপচ্যং চ মে গ্রাম্যাশ্চ মে পশব আরণ্যাশ্চ যজ্ঞেন কল্পন্তাং বিত্তং চ মে বিত্তিশ্চ মে ভূতং চ মে ভূতিশ্চ মে বসু চ মে বসতিশ্চ মে কর্ম্ম চ মে শক্তিশ্চ মেঽর্থশ্চ ম এমশ্চ ম ইতিশ্চ মে গতিশ্চ মে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমার প্রস্তর সম্পন্ন কর। এরূপ আমার মৃত্তিকা, গিরি, পর্বত, সিকতা, বনস্পতি, হিরণ্য,

লোহ, সীসা, কাংস্য তাম্র, ত্রপু, অগ্নি, জল, বীরুধ, ওষধি, কৃষ্টপচ্য ও অকৃষ্টপচ্য ফলাদি সম্পন্ন কর। সেরূপ যজ্ঞের নিমিত্ত গ্রাম্য ও আরণ্য পশু সম্পন্ন হোক। এরূপ পূর্বে লব্ধ ধন ও ভবিষ্যৎ প্রাপ্য ধন, ঐশ্বর্যযুক্ত পুত্রাদি, স্বকীয় ঐশ্বর্যাদি, নিবাস সাধন গবাদি ধন, নিবাসযোগ্য গৃহাদি, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, অনুষ্ঠান সামর্থ্য, প্রয়োজন বিশেষ, প্রাপ্তব্য সুখ, ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় ও ইষ্টপ্রাপ্তি সম্পন্ন কর। ৫ ॥

মন্ত্র : অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সবিতা চ মে ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতী চ ম ইন্দ্রশ্চ মে পূষা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মিত্রশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ধাতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিষ্ণুশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মেঽশ্বিনৌ চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মরুতশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বে চ মে দেবা ইন্দ্রশ্চ মে পৃথিবী চ ম ইন্দ্রশ্চ মেঽন্তরিক্ষং চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মূর্ধা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে প্রজাপতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : সমান ভোগযুক্ত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সাথে ইন্দ্র আমাদের কার্য সম্পন্ন করুক। অগ্নির সাথে ইন্দ্র, সোমের সাথে ইন্দ্র, সবিতার সাথে ইন্দ্র, সরস্বতীর সাথে ইন্দ্র, পূষার সাথে ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাথে ইন্দ্র, মিত্রের সাথে ইন্দ্র, বরুণের সাথে ইন্দ্র, ত্বষ্টার সাথে ইন্দ্র, ধাতার সাথে ইন্দ্র, বিষ্ণুর সাথে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়ের সাথে ইন্দ্র, মরুদ্গণের সাথে ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণের সাথে ইন্দ্র, আমাদের কার্য সম্পন্ন করুক। এরূপ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের সাথে ইন্দ্র, পূর্বাদি চার দিক ও উর্ধ্ব দিকের সাথে ইন্দ্র এবং প্রজাপতির সাথে ইন্দ্র আমাদের কার্য সম্পন্ন করুক।

(মন্ত্রে মুখ্যত্ব অভিপ্রায়ে পৃথক পৃথক নামের উল্লেখ করা হয়েছে)। ৬ ॥

মন্ত্র : অংশুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মেঽদাভ্যশ্চ মেঽধিপতিশ্চ ম উপাংশুশ্চ মেঽন্তর্যামশ্চ ম ঐন্দ্রবায়বশ্চ মে মৈত্রাবরুণশ্চ ম আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে শুক্রশ্চ মে মন্থী চ ম আগ্রয়ণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম ঋতুগ্রহাশ্চ মেঽতিগ্রাহ্যাশ্চ ম ঐন্দ্রাগ্নশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে মরুত্বতীয়াশ্চ মে মাহেন্দ্রশ্চ ম আদিত্যশ্চ মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পৌষ্ণশ্চ মে পাত্নীবতশ্চ মে হারিযোজনশ্চ মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমাদের সোমের অংশু প্রভৃতি সম্পন্ন কর। [মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ১৮ অধ্যায়ের ১৯ ও ২০ মন্ত্র দেখুন।] ॥ ৭ ॥

মন্ত্র : ইধ্মশ্চ মে বর্হিশ্চ মে বেদিশ্চ মে ধিষ্ণিয়াশ্চ মে স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মে স্বরবশ্চ মে উপরবাশ্চ মেঽধিষবণে চ মে দ্রোণকলশশ্চ মে বায়ব্যানি চ মে পূতভৃচ্চ ম আধবনীয়শ্চ ম আগ্নীধ্রং চ মে হবির্ধানং চ মে গৃহাশ্চ মে সদশ্চ মে পুরোডাশাশ্চ মে পচতাশ্চ মেঽবভৃথশ্চ মে স্বগাকারশ্চ মে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমার কাষ্ঠ প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গদ্রব্য সম্পন্ন কর। আমার যজ্ঞের কাঠ, বর্হি বেদি, যজ্ঞস্থান, স্রুক্, চমস, গ্রাবাণ, স্বরব, উপরব, অধিষবণ, দ্রোণকলশ, বায়ব্য, পূতভৃৎ, আধবনীয়, আগ্নীধ্র, হবির্ধান, পত্নীশালাদি স্থান, পুরোডাশ, শামিত্রাদি,

অবভৃথ ও শংযুবাক্ সম্পন্ন কর। এ সকলের দ্বারা যথাযোগ্য দেবতাদের উদ্দেশে হবি অর্পণ করা হয়। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিশ্চ মে ঘর্মশ্চ মেঽর্কশ্চ মে সূর্যশ্চ মে প্রাণশ্চ মেঽশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবী চ মেঽদিতিশ্চ মে দিতিশ্চ মে দ্যৌশ্চ মে শক্বরীরঙ্গুলয়ো দিশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তামৃক্ মে সাম চ মে স্তোমশ্চ মে যজুশ্চ মে দীক্ষা চ মে তপশ্চ ম ঋতুশ্চ মে ব্রতং চ মেঽহোরাত্রয়োর্বৃষ্ট্যা বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন কল্পেতাম্ ॥ ৯॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমার চীয়মান অগ্নি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন কর। ['অগ্নিশ্চ মে' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৮ অধ্যায়ের ২২ মন্ত্রে দেখুন।] আমার ঋক্ ও সাম মন্ত্র, সামের আবৃত্তি-রূপ স্তোম, যজু-মন্ত্র, দীক্ষা (যজমানের সংস্কাররূপ), পাপক্ষয়ের জন্য অনশনাদি তপস্যা, যজ্ঞের অঙ্গভূত কাল, ব্রত, অহোরাত্রির বৃষ্টি ও তার দ্বারা শস্যাদি সম্পন্ন করুক। এরূপ বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় আমার যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হোক। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ গর্ভাশ্চ মে বৎসাশ্চ মে ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে তুর্যবাট্ চ মে তুর্যৌহী চ মে পষ্ঠবাচ্চ মে পষ্ঠৌহী চ ম উক্ষা চ মে বশা চ ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মেঽনডবাঞ্চ মে ধেনুশ্চ ম আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতামপানো যজ্ঞেন কল্পতাং ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতাং বাগ্যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি ও বিষ্ণু, তোমরা একমত হয়ে আমার গাভীর গর্ভ ও বৎসাদি সম্পন্ন কর। এরূপ দেড় বছরের পুরুষ গরু-বৎস, দু বছরের ঋষভ, আড়াই, তিন, চার, পাঁচ বছরের গাভী প্রভৃতি সম্পন্ন কর।

['আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৮ অধ্যায়ের ২৯ মন্ত্রে দেখুন]। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ একা চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে সপ্ত চ মে নব চ ম একাদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে সপ্তদশ চ মে নবদশ চ ম একবিংশতিশ্চ মে ত্রয়োবিংশতিশ্চ মে পঞ্চবিংশতিশ্চ মে সপ্তবিংশতিশ্চ মে নববিংশতিশ্চ ম একত্রিংশচ্চ মে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ মে চতস্রশ্চ মেঽষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোড়শ চ মে বিংশতিশ্চ মে চতুর্বিংশতিশ্চ মেঽষ্টাবিংশতিশ্চ মে দ্বাত্রিংশচ্চ মে ষট্‌ত্রিংশচ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মেঽষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে বাজশ্চ প্রসবশ্চাপিজশ্চ ক্রতুশ্চ সুবশ্চ মূর্ধা চ ব্যশ্নিয়শ্চাঽন্ত্যায়নশ্চান্ত্যশ্চ ভৌবনশ্চ ভুবনশ্চাধিপতিশ্চ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ এ মন্ত্রের একাদি শব্দ সংখ্যাপর, বাজ প্রভৃতি শব্দ অন্নপর। অন্ন প্রভৃতি আমার হোক এ অর্থ।

[এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ১৮ অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ মন্ত্রে দেখুন।] ১১ ॥

মন্ত্র ঃ বাজো নঃ সপ্ত প্রদিশশ্চতস্রো বা পরাবতঃ। বাজো নো বিশ্বৈর্দেবৈর্ধনসাতাবিহাবতু। বিশ্বে অদ্য মারুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ। বিশ্বে নো দেবা অবসাঽগমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে। বাজস্য প্রসবং দেবা রথৈর্যাতা হিরণ্যয়ৈঃ। অগ্নিরিন্দ্রো বৃহস্পতির্মরুতঃ সোমপীতয়ে। বাজেবাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত

মাদয়ধবং তৃপ্তা যত পথিভির্দেবযানৈঃ। বাজঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নো বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি। বাজস্য হি প্রসবো নন্নমীতি বিশ্বা আশা বাজপতির্ভবেয়ম্। পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়ো ধাম্। পয়স্বতীঃ প্রদিশঃ সন্তু মহ্যং। সম্ মা সৃজামি পয়সা ঘৃতেন সং মা সৃজাম্যপঃ ওষধীভিঃ। সোঽহং বাজং সনেয়মগ্নে। নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবা ক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাঃ। সমুদ্রোঽসি নভস্বানার্দ্রদানুঃ শম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা মারুতোসি মরুতাং গণঃ শম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহাঽবস্যুরসি দুবস্বাঞ্ছম্ভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে বাজপ্রসবীয় হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ আরণ্য বেণুধান্যের হোমের কথা বলা হচ্ছে—পূর্বাদি চার, ঊর্ধ্ব, অধ ও মধ্য এ সাত দিক সকল আমাদের অন্নপ্রদ হোক। অত্যন্ত দূরবর্তী আগ্নেয়াদি দিকসকল আমাদের অন্নপ্রদ হোক। সে অন্নগুলি ধনপ্রদেশ এ যজ্ঞস্থানে বিশ্বদেবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমাদের রক্ষা করুক। আজ সকল মরুদ্গণ ও দেবগণ আমাদের রক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হোক। সকল অগ্নি প্রজ্বলিত হোক। সকল দেবগণ আমাদের রক্ষার জন্য এখানে আসুক। সকল ধন আমাদের হোক। হে দেবগণ, আমাদের অন্নপ্রেরণের উদ্দেশে অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি দেবতা ও মরুদ্গণ সোমপানের জন্য হিরণ্ময় রথে করে আমাদের যজ্ঞস্থান লাভ করুক। হে অন্নসম্পাদক দেবগণ, অন্ন ও ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর। ব্রাহ্মণের মত শুদ্ধ, মরণরহিত, সত্য ও যজ্ঞের জ্ঞাতা হে দেবগণ, এ মধুর অন্ন ভক্ষণ করে তুষ্ট হও এবং দেবযান পথে নিজ নিজ স্থানে যাও। আমাদের প্রথম ও মধ্য বয়সে অন্ন হোক। এ অন্ন কালবিশেষ দেবতাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করে। অন্নের সমৃদ্ধিতে সকল দিক নত হয় অর্থাৎ সে সে দিকের প্রাণিগণ নিজের অধীন হয় এজন্য আমি যেন অন্নপতি হই। অন্ন সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবীতে জল স্থাপন করছি, এরূপ ওষধিতে, দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষলোকে জল স্থাপন করছি। সকল দিক আমাদের জন্য জলযুক্ত হোক। হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমি দুগ্ধ, ঘৃত ও ওষধির সাথে যুক্ত হয়ে তোমার প্রদত্ত অন্ন লাভ করব। বিরুদ্ধ রূপ যুক্ত রাত ও দিন পরস্পর একমত হয়ে শিশু অগ্নিরূপ যজমানের কর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করুক। দ্যুলোকে, পৃথিবীতে ও অন্তরিক্ষলোকে রোচমান এ অগ্নি বিশেষরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রাণরূপ দেবগণ যাগের দ্বারা ধনরূপ ফল প্রদান করছে। সেরূপ যজমানের প্রাণ এ অগ্নিকে ধারণ করেছে।

['সমুদ্রোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৮ অধ্যায়ের ৪৫ মন্ত্রে দেখুন]। ১২।১১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিং যুনজ্মি শবসা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং বয়সা বৃহন্তম্। তেন বয়ং পতেম ব্রধ্নস্য বিষ্টপং সুবো রুহাণা অধি নাক উত্তমে। ইমৌ তে পক্ষাবজরৌ পতত্রিণো যাভ্যাম্ রক্ষাংস্যপহংস্যগ্নে। তাভ্যাং পতেম সুকৃতামু লোকং যত্রর্ষয়ঃ প্রথমজা যে পুরাণাঃ। চিদসি সমুদ্রযোনিরিন্দুর্দক্ষঃ শ্যেন ঋতাবা। হিরণ্যপক্ষঃ শকুনো ভরণ্যুর্মহান্ৎসধস্থে ধ্রুবঃ আ নিষত্তঃ। নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীর্বিশ্বস্য মূর্ধন্নধি তিষ্ঠসি শ্রিতঃ। সমুদ্রে তে হৃদয়মন্তরায়ুর্দ্যাবাপৃথিবী ভুবনেষ্বর্পিতে। উদ্নো দত্তোদধিং ভিন্ত দিবঃ পর্জন্যাদন্তরিক্ষাৎ পৃথিব্যাস্ততো নো বৃষ্ট্যাঽবত। দিবো মূর্ধাঽসি পৃথিব্যা নাভিরূর্গপামোষধীনাম্। বিশ্বায়ুঃ

শর্ম সপ্রথা নমস্পথে। যেনর্ষয়স্তপসা সত্রম্ আসতেন্ধানা অগ্নিং স্বরাভরন্তঃ। তস্মিন্নহং নিং দধে নাকে অগ্নিমেতম্ যমাহুর্মনবঃ স্তীর্ণবর্হিষম্। তং পত্নীভিরনু গচ্ছেম দেবাঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরুত বা হিরণ্যৈঃ। নাকং গৃহ্ণানাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ। আ বাচো মধ্যমরুহদ্ভুরণ্যুরয়মগ্নিঃ সৎপতিশ্চেকিতানঃ। পৃষ্ঠে পৃথিব্যা নিহিতো দবিদ্যুতদধস্পদং কৃণুতে যে পৃতন্যবঃ। অয়মগ্নির্বীরতমো বয়োধাঃ সহস্রিয়ো দীপ্যতামপ্রযুচ্ছন্। বিভ্রাজমানঃ সরিরস্য মধ্য উপ প্র যাত দিব্যানি ধাম। সং প্র চ্যবধ্বমনু সং প্র যাতাগ্নে পথো দেবযানান্ কৃণুধ্বম্। অস্মিন্ৎ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত। যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ববেদসম্। তেনেমং যজ্ঞং নো বহ দেবযানো যঃ উত্তমঃ। উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহ্যেনমিষ্টাপূর্তে সংসৃজেথাময়ং চ। পুনঃ কৃণ্বংস্ত্বা পিতরং যুবানমন্বাতাংসীত্ত্বয়ি তন্তুমেতম্। অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আ রোহাথা নো বর্ধয়া রয়িম্॥ ১৩॥

[এ অনুবাকে অগ্নিযোগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : রথের সাথে অশ্বের মত এ চিত অগ্নিকে ঘৃতাদি দ্রব্যযুক্ত কর্মের দ্বারা যুক্ত করছি। সে অগ্নি দ্যোতমাত্মক, পক্ষীর মত আকৃতি-বিশিষ্ট ও চিরস্থায়ী। সে অগ্নির সাথে যজমান আমরা আদিত্যের তাপরহিত স্থান লাভ করব। আমরা উত্তম সুখপ্রাপক স্বর্গলোকে আরোহণ করতে ইচ্ছা করছি। পক্ষীর মত আকারবিশিষ্ট অগ্নির পক্ষ-দুটি কখন জীর্ণ হয় না। হে অগ্নি, যে পক্ষ দুটি দিয়ে তুমি রাক্ষসদের মার, তার দ্বারা আমরা পুণ্যকৃত পুরুষদের যোগ্য লোক লাভ করব, সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন পূর্বতন মহর্ষিগণ যে লোকে বাস করেন। হে অগ্নি, তুমি জগতের চেতয়িতা, সমুদ্র যেমন সকল জলগ্রহের স্থান, সেরূপ তুমিও সকল যজ্ঞের স্থানরূপ, তুমি পরম ঐশ্বর্যযুক্ত, কর্মনিষ্পাদনে কুশল, পক্ষীর আকার-বিশিষ্ট, সত্যবান, হিরণ্যপক্ষ, কামনাদি ভেদে কঙ্কাদি পক্ষীর আকার, পালনে সক্ষম, বহু ইষ্টকে চিত বলে প্রৌঢ়, আদিত্যের সাথে একত্র স্থিতিযোগ্য মণ্ডলে স্থির হয়ে অবস্থান করছ। হে অগ্নি, তোমাকে নমস্কার, তোমার যাগকারী আমাকে হিংসা করো না। তুমি সকল জগতের মস্তকসদৃশ চিতিপ্রদেশ আশ্রয় করে উত্তমরূপে অবস্থান করছ। তোমার হৃদয় সমুদ্রে আছে, তোমার চিত্ত-মধ্যে সকল প্রাণীর আয়ু অবস্থিত। সকল লোকের মধ্যে উপরে দ্যুলোক ও নীচে ভূলোক তুমি স্থাপন করেছ, এর মধ্যে সকল লোক থাকে—এরূপ তোমার অনুগ্রহ। হে অগ্নিসকল, জলগুলি প্রদান কর। (এখানে পূজার জন্য এক অগ্নিতে বহুত্ব আরোপ করে নির্দেশ করা হয়েছে।) অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিব্যাদি তিন লোকের জন্য জলপূর্ণ মেঘ বিদীর্ণ কর। তারপর বৃষ্টির দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি দ্যুলোকের মস্তকসদৃশ আদিত্যরূপ, পৃথিবীর নাভির মত মধ্যদেশে অবস্থান করছ। তুমি ওষধির রসরূপ, তোমার দ্বারা পাক করা হলে ওষধির রস উৎপন্ন হয়। তুমি সকল জগতের আয়ুপ্রদ, আশ্রয়রূপ ও বিস্তার-রূপ। পুণ্যলোকমার্গরূপ তোমাকে নমস্কার করছি।

['যেনর্ষয় তপসা', ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ১৫ অধ্যায়ের ৪৯ থেকে ৫৬ মন্ত্রে দেখুন।] । ১৩।২১॥

মন্ত্র : মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম। মহ্যম্ নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম। মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব

ইন্দ্রাবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ। মমান্তরিক্ষমুরু গোপমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্। ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং মহ্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ দৈব্যা। হোতারো বনিষন্ত পূর্বেহরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ। মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাহকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু। এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা মে। দেবীঃ ষড়ুর্বীরুরু ণঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বম্। মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্। অগ্নির্মন্যুং প্রতিনুদন্ পুরস্তাৎ অদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বম্। প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তেহমৈষাং চিত্তং প্রবুধা বি নেশৎ। ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং সবিতারমভিমাতিষাহম্। ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্যর্থাৎ। উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষু। স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃড়য়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ। যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্। অর্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যো গোজিদ্ধনজিদশ্বজিদ্যঃ। ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্বাস্য কুর্মো হরিবো মেদিনং ত্বা ॥ ১৪ ॥

[এ অনুবাকে বিহব্য নামক ইষ্টকার কথা বলা হচ্ছে ।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, যজ্ঞের যে ফল, তা আমার হোক। ঋত্বিক ও যজমান আমরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে তোমার শরীর পুষ্ট করছি। পূর্বাদি চার দিকের লোকেরা আমার অধীন হোক। অধ্যক্ষ তোমার সাথে আমরা বিরোধী সেনা জয় করব। ইন্দ্রযুক্ত মরুদ্গণ, বিষ্ণু ও অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবগণ আমার যজ্ঞে অবস্থান করুক। এ অন্তরিক্ষলোক আমার রক্ষক হোক। এ বায়ু আমাদের যজ্ঞফলের কামনা সাধন করুক। এ দেবগণ যজমান আমাকে ধন দিক। আমার ঈপ্সিত ফল সিদ্ধ হোক। দেবতাদের আহবান আমার সফল হোক। পূর্বতন দৈব ঋষিগণ এ যজ্ঞে অবস্থান করুক। আমরা শরীরের দ্বারা হিংসারহিত হয়ে শোভন পুত্রযুক্ত হব। আমার যত হব্য হবি আছে, দৈব ঋত্বিক্গণ আমার জন্য সে সবগুলির যাগ করুক। আমার মনের সংকল্প সিদ্ধ হোক। আমি যেন কোন পাপ না করি। হে বিশ্বদেবগণ, যজমানের মধ্যে অধিক একথা দেবতাদের কাছে বল। হে উর্বী নামক (ছয়) দেবীগণ, আমাদের এ কর্ম বিস্তৃত কর। হে বিশ্বদেবগণ, আমাদের এ কর্মের বিঘ্নগুলি দূর করে দাও। আমরা পুত্রাদি থেকে যেন বিচ্যুত না হই, আমাদের শরীর যেন পুষ্ট থাকে। হে রাজা সোম, আমাদের শত্রুদের যেন কার্যসিদ্ধি না হয়। এ অগ্নি শত্রুদের কোপ দূর করে আমাদের কাছে আসুক। হে অগ্নি, অন্যের দ্বারা অহিংসিত হয়ে রক্ষকরূপে আমাদের পালন কর। তুমি আমাদের রক্ষক হলে শত্রুরা বিমুখ হয়ে পলায়ন করবে। এ শত্রুদের অন্তঃকরণ জ্ঞানের সাথে বিনষ্ট হোক। যিনি জগতের কর্তা, দক্ষ প্রজাপতিদেরও স্রষ্টা ও ভুবনের পতি, অশ্বিদ্বয় ও বৃহস্পতি—এ সকল দেবগণ, তোমরা এ যজ্ঞ ও যজমানকে ফলবৈগুণ্যরূপ ব্যর্থতা থেকে রক্ষা কর। এ যজ্ঞ মন্ত্রাদি ব্যবহার যুক্ত, মহাফলজনক ও পাপাদির নাশক। পুরুহূত ইন্দ্র এ যজ্ঞে আমাদের সুখ দিক। সে ইন্দ্র বহুদেশের অধিপতি, মহান, শৌর্যাদিগুণযুক্ত, বহুমন্ত্রে স্তুত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত। হে ইন্দ্র, পুত্রাদি সিদ্ধির দ্বারা তুমি আমাদের সুখী কর, আমাদের হিংসা করো না ও তিরস্কার করো না। আমাদের যে শত্রুরা আছে, তারা চলে যাক। ইন্দ্র ও অগ্নির অনুগ্রহে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব। বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ আমাকে স্বর্গের মত উন্নত, শত্রুর পরাভবক্ষম, অভিজ্ঞাতা ও সকলের অধিপতি করুক। যে ইন্দ্র শত্রুদের

গাভী, ধন ও অশ্বের জেতা, আমাদের অভিমুখী করবার জন্য এ যজ্ঞে তাকে আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র, বহু আহ্বান থাকলেও আমাদের এ যজ্ঞের সেবা কর। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, এ যজমানের প্রতি তোমাকে স্নেহযুক্ত করব। ১৪।১০ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নের্মন্বে প্রথমস্য প্রচেতসো যং পাঞ্চজন্যং বহবঃ সমিন্ধতে। বিশ্বস্যাং বিশি প্রবিবিশিবাংসমীমহে স নো মুঞ্চত্বংহসঃ। যস্যেদং প্রাণন্নিমিষদ্যদেজতি যস্য জাতং জনমানং চ কেবলম্। স্তৌম্যগ্নিং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ। ইন্দ্রস্য মন্যে প্রথমস্য প্রচেতসো বৃত্রঘ্নঃ স্তোমা উপ মামুপাগুঃ। যো দাশুষঃ সুকৃতো হবমুপ গন্তা স নো মুঞ্চত্বংহসঃ। যঃ সঙ্গ্রামং নয়তি সং বশী যুধে যঃ পুষ্টানি সংসৃজতি ত্রয়াণি। স্তৌমীন্দ্রং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ। মন্বে বাং মিত্রাবরুণা তস্য বিত্তং সত্যৌজসা দৃংহণা যং নুদেথে। যা রাজানং সরথং যাথ উগ্রা তা নো মুঞ্চতমাগসঃ। যো বাং রথঋজু রশ্মিঃ সত্যধর্ম্মং মিথুশ্চরন্তমুপযাতি দূষয়ন্। স্তৌমি মিত্রাবরুণা নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমাগসঃ। বায়োঃ সবিতুর্ব্বিদথানি মন্মহে যাবাত্মন্বদ্বিভৃতো যৌ চ রক্ষতঃ। যৌ বিশ্বস্য পরিভূ বভূবতুস্তৌ নো মুঞ্চতমাগসঃ উপ শ্রেষ্ঠা ন আশিষো দেবয়োর্ধর্ম্মে অস্থিরন্। স্তৌমি বায়ুং সবিতারং নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমাগসঃ। রথীতমৌ রথীনামহ্ব উতয়ে শুভং গমিষ্ঠৌ সুযমেভিরশ্বৈঃ। যয়োঃ বাং দেবৌ দেবেষ্বনিশিতমোজস্তৌ নো মুঞ্চতমাগসাঃ। যদযাতং বহতুং সূর্য়াযাস্ত্রিচক্রেণ সংসদমিচ্ছমানৌ। স্তৌমি দেবাবশ্বিনৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমাগসঃ। মরুতাং মন্বে অধি নো ব্রুবন্তু প্রেমাং বাচং বিশ্বামবন্তু বিশ্বে। আশূন্ হুবে সুযমানূতয়ে তে নো মুঞ্চন্ত্বেনসঃ। তিগ্মমায়ুধং বীডিতং সহস্বদ্দিব্যং শর্ধঃ পৃতনাসু জিষ্ণু। স্তৌমি দেবান্মরুতো নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চন্ত্বেনসঃ। দেবানাং মন্বে অধি নো ব্রুবন্তু প্রেমাং বাচং বিশ্বামবন্তু বিশ্বে। আশূন্ হুবে সুযমানূতয়ে তে নো মুঞ্চন্ত্বেনসঃ। যদিদং মাহভিশোচতি পৌরুষেয়েণ দৈব্যেন। স্তৌমি বিশ্বান্দেবান্নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চন্ত্বেনসঃ। অনু নোহদ্যানুমতিরনু ইদনুমতে ত্বং বৈশ্বানরো ন উত্যা পৃষ্টো দিবি। যে অপ্রথেতামমিতেভিরোজোভির্যে প্রতিষ্ঠে অভবতাং বসূনাম্। স্তৌমি দ্যাবাপৃথিবী নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চতমংহসঃ। উর্ব্বী রোদসী বরিবঃ কৃণোতং ক্ষেত্রস্য পত্নী অধি নো ব্রূয়াতম্। স্তৌমি দ্যাবাপৃথিবী নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চতমংহসঃ। যত্তে বয়ং পুরুষত্রা যবিষ্ঠাবিদ্বাংসশ্চকৃমা কচ্চন আগঃ। কৃধী স্বস্মান্ অদিতেরনাগা ব্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে। যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্য্যং চিৎ পদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ। এবা ত্বমস্মৎ প্র মুঞ্চা ব্যংহঃ প্রাতার্য্যগ্নে প্রতরাং ন আয়ুঃ ॥ ১৫ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বমেধের যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ নিষাদের সাথে পঞ্চ বর্ণের মানুষের হিতকারী, সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন প্রচেতা সে অগ্নিমূর্ত্তির মনে মনে ধ্যান করছি। সকল মানুষের মধ্যে জঠরাগ্নিরূপে প্রবিষ্ট সে অগ্নিকে আমরা লাভ করব। সে অগ্নি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। প্রাণ ও শ্বাস যুক্ত এ জগৎ কম্পিত হচ্ছে। জাত ও জনিষ্যমাণ এ জগৎ যে অগ্নির অধীন. সে অগ্নিকে স্তুতি করছি। ফল কামনায় বারবার তার যাগ করছি, সে অগ্নি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন প্রজ্ঞাবান ইন্দ্রের আমি মনে মনে চিন্তা করছি।

শত্রুঘাতী ইন্দ্রের গুণপ্রকাশক স্তোত্রগুলি আমার জিহ্বার অধিষ্ঠান করুক। সে ইন্দ্র হবি দানকারী ও শোভন কর্মের অনুষ্ঠাতা যজমানের আহ্বান শ্রবণ করুক। সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। যে ইন্দ্র যুদ্ধ করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ সেনা লাভ করে, যে ইন্দ্র যজমানের গাভী, অশ্ব, পুরুষরূপ পুষ্টি দান করে, সে ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করছি, ফল কামনা করে বারবার তার যাগ করছি। সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের আমি মনে মনে ধ্যান করছি। তোমরা অকৃত্রিম বলযুক্ত হয়ে আমাদের যে শত্রুকে নিরাকৃত করতে চাও, তার দুষ্টবুদ্ধি জান। তোমরা লোকের উপকারের জন্য বৃষ্টি উৎপন্ন করতে রথযুক্ত দীপ্ত আদিত্যলোকে যাও। অনিষ্ট-নিবারণে অত্যন্ত উগ্র তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের যে রথ অকুটিল প্রগ্রহযুক্ত ও সত্যের ধারক তা মিথ্যা-চারী শত্রুর বাধকরূপে তার কাছে যায়। সে মিত্র ও বরুণকে আমি স্তুতি করছি, ফল কামনা করে বারবার তাদের যাগ করছি। সে মিত্র ও বরুণ পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করছে। বায়ু ও সবিতার অভিপ্রায় আমরা জানি। তারা নিজের শরীরের মত সমস্ত জগৎ ধারণ করে ও পালন করে। যারা দুজন সমস্ত বিশ্বের ব্যাপক, তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। আমাদের প্রশস্ত স্থল তাদের অধীন। সে বায়ু ও সবিতাকে আমি স্তুতি করছি, ফল কামনা করে বারবার তাদের যাগ করছি, পাপ থেকে তারা আমাদের মুক্ত করুক। রথিদের মধ্যে রথীতর, সংযত অশ্বে সমীচীন দেশে গমনকারী অশ্বি-দ্বয়ের আমরা আহ্বান করছি। হে দেব অশ্বিদ্বয়, দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল স্বভাবত তীক্ষ্ন। তোমরা দুজন পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। বিশ্বজননী সূর্যপত্নীর বহনের জন্য তারা দুজন ত্রি-চক্রযুক্ত রথে গিয়েছিল, এজন্য তাদের আমি স্তুতি করছি, ফল কামনা করে বারবার তাদের যাগ করছি, পাপ থেকে তারা আমাদের মুক্ত করুক। মরুৎ নামক দেবগণের মূর্তি আমি ধ্যান করছি মরুদ্গণ আমাদের অধিক বলুক, আমাদের এ প্রার্থনা রক্ষা করুক। আমাদের রক্ষার জন্য শীঘ্র গমনশীল নিয়ামক মরুদ্গণের আহ্বান করছি। তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। সে মরুদ্গণের আয়ুধ অতি তীক্ষ্ন, দৃঢ়, বলযুক্ত, শত্রুর পরাভবকারী ও যথোচিত ব্যবহারযোগ্য। সে মরুদ্দেবগণের স্তুতি করছি, ফল কামনায় বারবার তাদের যাগ করছি, পাপ থেকে তারা আমাদের মুক্ত করুক। বিশ্ব দেবগণের মূর্তি আমি মনে মনে চিন্তা করছি। তারা আমাদের অধিক বলুক, আমাদের এ প্রার্থনা রক্ষা করুক। আমাদের রক্ষার জন্য শীঘ্র গমনশীল নিয়ামক বিশ্বদেবগণের আহ্বান করছি। মানুষ ও দেবতার সম্পাদিত দুঃখ আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে। সে দুঃখ অপনো-দনের জন্য বিশ্বদেবগণের আমি স্তুতি করছি, ফল কামনা করে বারবার তাদের যাগ করছি, পাপ থেকে তারা আমাদের মুক্ত করুক। অনুমতি আমাদের এ যজ্ঞের অনুমোদন করুক। দ্যুলোকের পৃষ্ঠ থেকে সকলের হিতকর বৈশ্বানর অগ্নি আমাদের রক্ষা করুক। যে দ্যাবাপৃথিবী অপরিমিত বলের জন্য প্রসিদ্ধ ও ধনের অগ্রস্বরূপ, সে দ্যাবাপৃথিবীর স্তুতি করছি। ফল কামনা করে বারবার তাদের যাগ করছি, তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। হে বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা ধন সম্পন্ন কর। ক্ষেত্রের পত্নী (পালক) হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমাদের অধিক বল। সে দ্যাবাপৃথিবীর আমরা স্তুতি করছি, বারবার ফল কামনা করে তাদের যাগ করছি, তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক।

হে যুবতম অগ্নি, অদ্য আমরা তোমার পুরুষদের প্রতি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, অখণ্ডনীয় তুমি আমাদের পাপরহিত কর। হে অগ্নি, আমাদের পাপগুলি বিশেষরূপে বিনাশ কর। যাগযোগ্য বসুগণ অগ্নির সাথে পাশ-বন্ধন থেকে গৌরবর্ণ গাভীকে মুক্ত করেছিল। হে অগ্নি, যেরূপ তুমি সে বন্ধন মুক্ত করেছিলে, সেরূপ তুমি আমাদের কাছ থেকে বিবিধ পাপ মুক্ত কর। আমাদের আয়ু যাতে বৃদ্ধি হয়, সেরূপ কর ॥ ১৫।২২

পঞ্চম কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র : সাবিত্রাণি জুহোতি প্রসূত্যৈ চতুর্গৃহীতেন জুহোতি চতুষ্পাদঃ। পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধে চতস্রো দিশো দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি ছন্দাংসি দেবেভ্যো-ঽপাক্রামন্ন বোঽভাগানি হব্যং বক্ষ্যাম ইতি তেভ্য এতচ্চতুর্গৃহীতমধারয়ন্ পুরোনুবাক্যায়ৈ যাজ্যায়ৈ দেবতায়ৈ বষট্কারায় যচ্চতুর্গৃহীতং জুহোতি ছন্দাংস্যেব তৎপ্রীণাতি তান্যস্য প্রীতানি দেবেভ্যো হব্যং বহন্তি যং কাময়েত পাপীয়ান্তস্যা-দিত্যেকৈকং তস্য জুহুয়াদাহুতীভিরেবৈনমপ গৃহ্ণাতি পাপীয়ান্ ভবতি যং কাময়েত বসীয়ান্ত্স্যাদিতি সর্বাণি তস্যানুদ্রুত্য জুহুয়াদাহুত্যৈবৈনমভি ক্রময়তি বসীয়ান্ ভবত্যথো যজ্ঞস্যৈবৈষাঽভিক্রান্তিরেতি বা এষ যজ্ঞমুখাদৃদ্ধ্যা যোঽগ্নের্দেবতায়া এত্যষ্টা-বেতানি সাবিত্রাণি ভবন্ত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রঃ অগ্নিস্তেনৈব যজ্ঞমুখাদৃদ্ধ্যা অগ্নের্দে-বতায়ৈ নৈত্যষ্টৌ সাবিত্রাণি ভবন্ত্যাহুতির্নবমী ত্রিবৃতমেব যজ্ঞমুখে বি যাতয়তি যদি কাময়েত ছন্দাংসি যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিত্যৃচমন্তমাং কুর্যাচ্ছন্দাংস্যেব যজ্ঞযশসেনা-র্পয়তি যদি কাময়েত যজমানং যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিতি যজুরন্তমং কুর্যাদ্যজমানমেব যজ্ঞযশসেনার্পয়ত্যৃচা স্তোমং সমর্ধয়েতি আহ সমৃধ্যৈ চতুর্ভিরভ্রিমা দত্তে চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেব দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যা অগ্নির্দেবেভ্যো নিলা-য়ত স বেণুং প্রাবিশৎ স এতামূতিমনু সমচরদ্বেণোঃ সুষিরং সুষিরাঽভির্ভবতি সযোনিত্বায় স যত্রযত্রাবসৎ তৎকৃষ্ণমভবৎ কল্মাষী ভবতি রূপ সমৃদ্ধ্যা উভয়তঃ ক্ষু-র্ভবতীতশ্চামুতশ্চার্কস্যাবরুদ্ধ্যৈ ব্যামমাত্রী ভবত্যেতাবদ্বৈ পুরুষে বীর্যং বীর্য-সম্মিতাঽপরিমিতা ভবত্যপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ যো বনস্পতীনাং ফলগ্রহিঃ স এষাং বীর্য্যাবান্ ফলগ্রহিম্বেণুর্বৈণবী ভবতি বীর্য্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥ ১ ॥

[পঞ্চম কাণ্ডের ১ম হতে ৪র্থ প্রপাঠকের ব্যাখ্যা পূর্ব পূর্ব অনুবাকে করা হয়েছে জন্য ভাষ্যকার সায়ণাচার্য আর পৃথক ব্যাখ্যা করেন নি। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে আমরাও তাঁর অনুসরণ করে কেবল বিষয়সূচীর নির্দেশ দিলাম।]

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—সাবিত্রাহুতি ও অভ্রির স্বীকার বর্ণনা করা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র : ব্যৃদ্ধং বা এতৎ যজ্ঞস্য যদযজুষ্কেণ ক্রিয়ত ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য এত্যশ্বাভিধানীমা দত্তে যজুষ্কৃত্যৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধ্যৈ প্রত্যূর্তং বাজিন। দ্রবেত্যশ্ব-মভি দধাতি রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে যুঞ্জাথাং রাসভং যুবমিতি গর্দভম-সত্যেব গর্দভং প্রতি স্থাপয়তি তস্মাদশ্বাদ্ গর্দভোঽসত্তরো যোগেযোগে তবস্তর-মিত্যাহ যোগেযোগ এবৈনং যুংক্তে বাজেবাজে হবামহ ইত্যাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব

রুদ্ধে সখায় ইন্দ্রমুত্তয় ইত্যাহেন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধে অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত তং প্রজাপতি-রন্ববিন্দৎ প্রাজাপত্যোঽশ্বোঽশ্বেন সং ভরত্যনুবিত্ত্যৈ পাপবস্যসং বা এতৎ ক্রিয়তে যচ্ছ্রেয়সা চ পাপীয়সা চ সমানং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি পাপীয়ান্ হ্যশ্বাদ্ গর্দভোঽশ্বং পূর্ব্বং নয়ন্তি পাপবস্যসস্য ব্যাবৃত্ত্যৈ তস্মাচ্ছ্রেয়াংসং পাপীয়ান্ পশ্চাদন্বেতি বহুর্বৈ ভবতো ভ্রাতৃব্যো ভবতীব খলু বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতে বজ্রীশ্বঃ প্রতূর্ব্ব-ন্নেত্যোহ্যবক্রামন্নশস্তীরিত্যাহ বজ্রেণৈব পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যমব ক্রামতি রুদ্রস্য গাণপত্যাদিত্যাহ রৌদ্রা বৈ পশবো রুদ্রাদেব পশূন্ নির্য্যাচ্যাঽত্মনে কর্ম্ম কুরুতে পূষ্ণা সযুজা সহেত্যাহ পূষা বা অধ্বনাং সন্নেতা সমষ্ট্যৈ পুরীষায়তনো বা এষ যদগ্নিরঙ্গিরসো বা এতমগ্রে দেবতানাং সমভরন্ পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গি-রস্বদচ্ছেহীত্যাহ সায়তনমেবৈনং দেবতাভিঃ সং ভরত্যগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদচ্ছেম ইত্যাহ যেন সঙ্গচ্ছতে বাজমেবাস্য বৃঙ্‌ক্তে প্রজাপতয়ে প্রতি প্রোচ্যাগ্নিঃ সম্ভৃত্য ইত্যাহুরিয়ং বৈ প্রজাপতিস্তস্যা এতচ্ছ্রোত্রম্ যদ্বল্মীকোঽগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভ-রিষ্যাম ইতি বল্মীকবপামুপ তিষ্ঠতে সাক্ষাদেব প্রজাপতয়ে প্রতি প্রোচ্যাগ্নিং সং ভরত্যগ্নিং পুরীষ্যমঙ্গিরস্বদ্ভরাম ইত্যাহ যেন সঙ্গচ্ছতে বাজমেবাস্য বৃঙ্‌ক্তেঽ-ন্বগ্নিরুষসামগ্রম্ অখ্যাদিত্যাহানুখ্যাত্যৈ আগত্য বাজ্যধ্বন আক্রম্য বাজিন্ পৃথিবী-মিত্যাহ ইচ্ছত্যেবৈনং পূর্ব্বয়া বিন্দতি উত্তরয়া দ্বাভ্যামা ক্রময়তি প্রতিষ্ঠিত্যা অনুরূপাভ্যাম্ তস্মাদনুরূপাঃ পশবঃ প্র জায়ন্তে দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী সধস্থ-মিত্যাহৈভ্যো বা এতং লোকেভ্যঃ প্রজাপতিঃ সমৈরয়দ্রূপ মেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে বজ্রী বা এষ যদশ্বো দদ্ভিরন্যতোদদ্ভ্যো ভূয়াল্লোমভিরুভয়াদদ্ভ্য যং দ্বিষ্যাত্ত-মধস্পদম্ ধ্যায়েৎ বজ্রেণ এব এনং স্তৃণুতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাকে—মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে অশ্বের ভূমি অতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। ২॥

মন্ত্র : উৎক্রামোদক্রমীদিতি দ্বাভ্যামুৎক্রময়তি প্রতিষ্ঠিত্যা অনুরূপাভ্যাং তস্মাদনুরূপাঃ পশবঃ প্র জায়ন্তেঽপ উপ সৃজতি যত্র বা আপ উপগচ্ছন্তি তদোষধয় প্রতি তিষ্ঠন্ত্যোষধীঃ প্রতিতিষ্ঠন্তীঃ পশবোঽনু প্রতি তিষ্ঠন্তি পশূন্ যজ্ঞো যজ্ঞং যজমানো যজমানং প্রজাস্তস্মাদপ উপ সৃজতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ যদধ্বর্য্যুরনগ্না-বাহুতিং জুহুয়াদন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাংসি যজ্ঞং হন্যুর্হিরণ্যমুপাস্য জুহোত্যগ্নি-বত্যেব জুহোতি নান্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি জিঘর্ম্ম্যগ্নিং মনসা ঘৃতেনেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি প্রতিক্ষ্যন্তং ভুবনানি বিশ্বেত্যাহ সর্ব্বং হি এষ প্রত্যঙ্‌ক্ষেতি পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তমিত্যাহাল্পো হি এষ জাতো মহান্ ভবতি ব্যচিষ্ঠমন্নং রভসং বিদানমিত্যাহান্নমেবাস্মৈ স্বদয়তি সর্ব্বমস্মৈ স্বদতে য এবং বেদাঽহং ত্বা জিঘর্ম্মি বচসা ঘৃতেন ইত্যাহ তস্মাৎ যৎ পুরুষো মনসাঽভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদত্যরক্ষসেত্যাহ রক্ষসামপহত্যৈ মর্য্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নিঃ ইত্যাহাপচিতিং এবাস্মিন্ দধাতি অপচিতিমান্ ভবতি য এবম্ বেদ মনসা ত্বৈ তামাপ্তুমর্হতি যামধ্বর্য্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহোতি মনস্বতীভ্যাং জুহোতি আহুত্যোরাপ্ত্যৈ দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ যজ্ঞমুখে যজ্ঞমুখে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্ত্যেতর্হি খলু বা এতৎ যজ্ঞমুখং যর্হ্যেনদাহুতিরশ্নুতে পরি লিখতি রক্ষসামপহত্যৈ তিসৃভিঃ পরি লিখতি ত্রিবৃধ্বা অগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তস্মাদ্রক্ষাংস্যপ হন্তি গায়ত্রিয়া পরি লিখতি তেজো বৈ গায়ত্রী তেজসৈবেনং পরি গৃহ্ণাতি ত্রিষ্টুভা পরি লিখতীন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়েণ এবৈনং পরি গৃহ্ণাতি অনুষ্টুভা পরি লিখতি অনুষ্টুপ্ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি পরিভূঃ পর্য্যাপ্ত্যৈ মধ্যতোঽনুষ্টুভা বাগ্বা অনুষ্টুপ্তস্মান্ মধ্যতো বাচা বদামো গায়ত্রিয়া প্রথময়া পরি লিখতি অথানুষ্টুভাঽথ

ত্রিষ্টুভা তেজো বৈ গায়ত্রী যজ্ঞোঽনুষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্তেজসা চ এব ইন্দ্রিয়েণ চোভয়তো যজ্ঞং পরি গৃহ্ণাতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—অশ্বের উৎক্রমণ ও জলাদির দ্বারা ভূমির সংস্কার বর্ণনা করা হয়েছে। ৩ ॥

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি খনতি প্রসূত্যা অথো ধূমমেবৈতেন জনয়তি জ্যোতিষ্মন্তং ত্বাঽগ্নে সুপ্রতীকমিত্যাহ জ্যোতিরেবৈতেন জনয়তি সোঽগ্নির্জাতঃ প্রজাঃ শুচাঽর্পয়ত্তং দেবা অর্ধর্চেনাশময়ন্নিবং প্রজাভ্যোঽহিংসন্তমিত্যাহ প্রজাভ্য এবৈনং শময়তি দ্বাভ্যাং খনতি প্রতিষ্ঠিত্যা অপাং পৃষ্ঠমসীতি পুষ্করপর্ণমা হরত্যপাং বা এতৎপৃষ্ঠং যৎপুষ্করপর্ণং রূপেণৈবৈনা হরতি পুষ্করপর্ণেন সং ভরতি যোনির্বা অগ্নেঃ পুষ্করপর্ণং সযোনিমেবাগ্নিং সং ভরতি কৃষ্ণাজিনেন সং ভরতি যজ্ঞো বৈ কৃষ্ণাজিনং যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং সং ভরতি যদ্গ্রাম্যাণাং পশূনাং চর্মণা সংভরেদগ্রাম্যান্ পশূঞ্ছুচাঽর্পয়েৎ কৃষ্ণাজিনেন সং ভরত্যারণ্যানেব পশূন্ শুচাঽর্পয়তি তস্মাৎ সমাবৎ পশূনাং প্রজায়মানানামারণ্যাঃ পশবঃ কনীয়াংসঃ শুচা হ্যতা লোমতঃ সং ভরত্যতো হ্যস্য মেধ্যং কৃষ্ণাজিনং চ পুষ্করপর্ণং চ সং স্তৃণাতীয়ং বৈ কৃষ্ণাজিনমসৌ পুষ্করপর্ণমাভ্যামেবৈনমুভয়তঃ পরি গৃহ্ণাত্যগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত তমথর্বাঽন্ব পশ্যদথর্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্ন ইতি আহ য এবৈনমন্বপশ্যত্তেনৈবৈনং সং ভরতি ত্বামগ্নে পুষ্করাদধীত্যাহ পুষ্করপর্ণে হ্যেনমুপশ্রিতমবিন্দতমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিরিত্যাহ দধ্যঙ্ বা আথর্বণস্তেজস্বাসীত্তেজ এবাস্মিন্দধাতি তমু ত্বা পাথ্যো বৃষেত্যাহ পূর্বমেবোদিতমুত্তরেণাভি গৃণাতি চতসৃভিঃ সং ভরতি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেব গায়ত্রীভির্ব্রাহ্মণস্য গায়ত্রো হি ব্রাহ্মণস্ত্রিষ্টুগ্‌ভী রাজন্যস্য ত্রৈষ্টুভো হি রাজন্যো যং কাময়েত বসীয়ান্‌ৎস্যাদিত্যুভয়ীভিস্তস্য সং ভরেত্তেজশ্চৈবাস্মা ইন্দ্রিয়ং চ সমীচী দধাত্যষ্টাভিঃ সং ভরত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রোঽগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তং সং ভরতি সীদ হোতরিত্যাহ দেবতা এবাস্মৈ সমু সাদয়তি নি হোতেতি মনুষ্যান্‌ৎসং সীদস্বেতি বয়াংসি জনিষ্বা হি জেন্যো অগ্রে অহ্নামিত্যাহ দেবমনুষ্যানেবাস্মৈ সংসন্নান্ প্র জনয়তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—মৃত্তিকা খনন করে চর্মপাত্রে ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ ক্রূরমিব বা অস্যা এতৎ করোতি যৎ খনত্যপ উপ সৃজত্যাপো বৈ শান্তাঃ শান্তাভিরেবাস্যৈ শুচং শময়তি সং তে বায়ুর্মাতরিশ্বা দধাত্বিত্যাহ প্রাণো বৈ বায়ুঃ প্রাণেনৈবাস্যৈ প্রাণং সং দধাতি সং তে বায়ুরিত্যাহ তস্মাদ্বায়ুপ্রচ্যুতা দিবো বৃষ্টিরীতে তস্মৈ চ দেবি বষডস্তু তুভ্যমিত্যাহ ষড্বা ঋতব ঋতুষ্বেব বৃষ্টিং দধাতি তস্মাৎ সর্বানৃতূন্ বর্ষতি যদ্বষট্‌কুর্যাদ্যাতয়ামাঽস্য বষট্‌কারঃ স্যাদ্যন্ন বষট্‌কুর্যাৎ রক্ষাংসি যজ্ঞং হন্যুর্বডিত্যাহ পরোক্ষমেব বষট্‌করোতি নাস্য যাতয়ামা বষট্‌কারো ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি সুজাতো জ্যোতিষা সহেত্যনুষ্টুভোপ নহ্যত্যানুষ্টুপ্ সর্বাণি ছন্দাংসি খলু বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূঃ প্রিয়য়ৈবৈনং তনুবা পরি দধাতি বেদুকো বাসো ভবতি য এবম্ বেদ বারুণো বা অগ্নিরুপনদ্ধ উদু তিষ্ঠ স্বধ্বরোর্ধ্ব উ ষু ণ উতয় ইতি সাবিত্রীভ্যামুত্তিষ্ঠতি সবিতৃপ্রসূত এবাস্যোর্ধ্বাং বরুণমেনিমুৎসৃজতি দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরিত্যাহেমে বৈ রোদসী তয়োরেষ গর্ভো যদগ্নিস্তস্মাদেবমাহাগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষ্বিত্যাহ যদা হ্যেতং বিভরন্ত্যথ চারুতরো ভবতি প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদগা ইত্যাহৌষধয়ো বা অস্য মাতরস্তাভ্য এবৈনং প্র চ্যাবয়তি স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ ইতি

গর্দ্দভ আ সাদয়তি সং নহ্যত্যেবৈনমেতয়া হ্যেনেন গর্দ্দভেন কং ভরতি তস্মাদ্‌গর্দ্দভঃ পশূনাং ভারভারিতমো গর্দ্দভেন সং ভরতি তস্মাদ্গর্দ্দভোঽপশুনালেপেঽত্যন্যান্ পশূন্মেধত্যন্নং হ্যেনেনার্কম্ সম্ভরন্তি গর্দ্দভেন সং ভরতি তস্মাদ্গর্দ্দভো দ্বিরেতাঃ সন্ কনিষ্ঠং পশূনাং প্র জায়তেঽগ্নির্হ্যস্য যোনিং নির্দহতি প্রজাসু বা এষ এতর্হ্যারূঢ়ঃ স ঈশ্বরঃ প্রজাঃ শুচা প্রদহঃ শিবো ভব প্রজাভ্য ইত্যাহ প্রজাভ্য এবৈনং শময়তি মানুষীভ্যস্ত্বমঙ্গির ইত্যাহ মানব্যো হ প্রজা মা দ্যাবাপৃথিবী অভি শূশুচো মাঽন্তরিক্ষং মা বনস্পতীনিত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ শময়তি প্রৈতু বাজী কনিক্রদদিত্যাহ বাজী হ্যেষ নানদদ্রাসভঃ পত্বেতি আহ রাসভ ইতি হ্যেতমৃষয়োঽবদন্ ভরন্নগ্নিং পুরীষ্যমিত্যাহাগ্নিং হ্যেষ ভরতি মা পাদ্যায়ুষঃ পুরেত্যাহায়ুরেবাস্মিন্দধাতি তস্মাদ্গর্দ্দভঃ সর্ব্বমায়ুরেতি তস্মাদ্গর্দ্দভে পুরাঽয়ুষঃ প্রমীতে বিভ্যতি বৃষাঽগ্নিং বৃষণং ভরন্নিত্যাহ বৃষা হ্যেষ বৃষাঽগ্নিরপাং গর্ভম্ সমুদ্রিয়মিত্যাহাপাং হ্যেষ গর্ভো যদগ্নিরগ্ন আ যাহি বীতয় ইতি বা ইমৌ লোকৌ ব্যৈতামগ্ন আ যাহি বীতয় ইতি যদাহানয়োর্লোকয়োর্বীত্যৈ প্রচ্যুতো বা এষ আয়তনাদগতঃ প্রতিষ্ঠাং স এতর্হ্যধ্বর্য্যুং চ যজমানং চ ধ্যায়ত্যৃতং সত্যমিত্যাহেয়ং বা ঋতমসৌ সত্যমনয়োরেবৈনং প্রতি ষ্ঠাপয়তি নার্তিমার্চ্ছত্যধ্বর্য্যুর্ন যজমানো বরুণো বা এষ যজমানমভ্যৈতি যদগ্নিরুপনদ্ধ ওষধয়ঃ প্রতি গৃহ্নীতাগ্নিমেতমিত্যাহ শান্ত্যৈ ব্যস্যন্বিশ্বা অমতীররাতীরিত্যাহ রক্ষসামপহত্যৈ নিষীদন্নো অপ দুর্ম্মতিং হনদিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যা ওষধয়ঃ প্রতি মোদধ্বম্ এনমিত্যাহৌষধয়ো বা অগ্নের্ভাগধেয়ং তাভিরেবৈনং সমর্ধয়তি পুষ্পাবতীঃ সুপিপ্পলা ইত্যাহ তস্মাদোষধয়ঃ ফলং গৃহ্নন্ত্যয়ং বো গর্ভ ঋত্বিয়ঃ প্রত্নং সধস্থমাঽসদদিত্যাহ যাভ্য এবৈনং প্রচ্যাবয়তি তাস্বেবৈনম্ প্রতিষ্ঠাপয়তি দ্বাভ্যামুপাবহরতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : পঞ্চম অনুবাকে—যজ্ঞভূমিতে মৃত্তিকা আনয়নের কথা বলা হয়েছে। ৫ ॥

মন্ত্র : বারুণো বা অগ্নিরুপনদ্ধো বি পাজসেতি বি স্রংসয়তি সবিতৃপ্রসূত এবাস্য বিষূচীং বরুণমেনিং বি মৃজত্যপ উপ মৃজত্যাপো বৈ শান্তাঃ শান্তাভিরেবাস্য শুচং শময়তি তিসৃভিরুপমৃজতি ত্রিবৃদ্বা অগ্নির্যাবনেবাগ্নিস্তস্য শুচং শময়তি মিত্রঃ সংসৃজ্য পৃথিবীমিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং তেনৈব এনং সং সৃজতি শান্ত্যৈ যদ্গ্রাম্যাণাং পাত্রাণাং কপালৈঃ সংসৃজেদ্ গ্রাম্যাণি পাত্রাণি শুচাঽর্পয়েদর্ম্মকপালৈঃ সং সৃজত্যেতানি বা অনুপজীবনীয়ানি তান্যেব শুচাঽর্পয়তি শর্করাভিঃ সং সৃজতি ধৃত্যা অথো শংত্বায়াজলোমৈঃ সং সৃজত্যেষা বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূর্যদজা প্রিয়য়ৈবৈনং তনুবা সং সৃজত্যথো তেজসা কৃষ্ণাজিনস্য লোমভিঃ সম্ সৃজতি যজ্ঞো বৈ কৃষ্ণাজিনং যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং সং সৃজতি রুদ্রাঃ সংভৃত্য পৃথিবীমিত্যাহৈতা বা ক্রূরং দেবতা অগ্রে সমভরন্তাভিরেবৈনং সংভরতি মখস্য শিরোঽসীত্যাহ যজ্ঞো বৈ মখস্তস্যৈতচ্ছিরো যদুখা তস্মাদেব মাহ যজ্ঞস্য পদে স্থ ইত্যাহ যজ্ঞস্য হ্যেতে পদে অথো প্রতিষ্ঠিত্যৈ প্রাণ্যাভির্ষচ্ছত্যন্বৈন্ম্মস্ত্রয়তে মিথুনত্বায় ত্র্যুদ্ধিম্ করোতি ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ ছন্দোভিঃ করোতি বীর্যং বৈ ছন্দাংসি বীর্যেণৈবেনাং করোতি যজুষা বিলং করোতি ব্যবৃত্ত্যা ইয়তীং করোতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতাং দ্বিস্তনাং করোতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্দোহায় চতুস্তনাং করোতি পশূনাং দোহায়াষ্টাস্তনাং করোতি ছন্দসাং দোহায় নবাশ্রিমভিচরতঃ কুর্য্যাত্রিবৃতমেব বজ্রং সম্ভৃত্য ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যৈ কৃত্বায় সা মহীমুখামিতি নি দধাতি দেবতাস্বেবৈনাং প্রতি ষ্ঠাপয়তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : ষষ্ঠ অনুবাকে—উখা নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ৬।১ ॥

মন্ত্র ঃ সপ্তভিস্তন্‌পয়তি সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ শির এতদ্‌যজ্ঞস্য যদ্‌খা শীর্ষন্নেব যজ্ঞস্য প্রাণান্দধাতি তস্মাৎ সপ্ত শীর্ষন্‌ প্রাণা অশ্বশকেন ধূপয়তি প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ সযোনিত্বায়াদিতিস্ত্বেত্যাহেয়ং বা অদিতিরদিত্যৈবাদিত্যাং খনত্যস্যা অক্রূরংকারায় ন হি স্বঃ স্বং হিনস্তি দেবানাং ত্বা পত্নীরিত্যাহ দেবানাং বা এতাং পত্নীরগ্রেঽকুর্বংস্তাভিরেবৈনাং দধাতি ধিষণাস্ত্বেত্যাহ বিদ্যা বৈ ধিষণা বিদ্যাভিরেবৈনামভীন্ধে গ্নাস্ত্বেত্যাহ ছন্দাংসি বৈ গ্নাশ্ছন্দোভিরেবৈনাং শ্রপয়তি বরূত্রয়স্ত্বেত্যাহ হোত্রা বৈ বরূত্রয়ো হোত্রাভিরেবৈনং পচতি জনয়স্ত্বেত্যাহ দেবানাং বৈ পত্নীঃ জনয়স্তাভিরেবৈনাং পচতি ষড্‌ভিঃ পচতি ষড্‌বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনাং পচতি দ্বিঃ পচন্ত্বিত্যাহ তস্মাদ্‌দ্বিঃ সম্বৎসরস্য সস্যং পচ্যতে বারুণ্যুখাঽভীদ্ধা মৈত্রিয়োপৈতি শান্ত্যৈ দেবস্ত্বা সবিতোদ্বপত্বিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনাং ব্রহ্মণা দেবতাভিরুদ্বপত্যপদ্যমানা পৃথিব্যাশা দিশ আ পৃণ ইত্যাহ তস্মাদগ্নিঃ সর্বা দিশোঽনু বি ভাত্যুত্তিষ্ঠ বৃহতী ভবোর্ধ্বা তিষ্ঠ ধ্রুবা ত্বমিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যা অসুর্য্যং পাত্রমনাচ্ছৃণ্ণমা চ্ছৃণত্তি দেবত্রাঽকরজক্ষীরেণাঽচ্ছৃণত্তি পরমং বা এতৎ পয়ো যদজক্ষীরং পরমেণৈবৈনাং পয়সাঽচ্ছৃণত্তি যজুষা ব্যাবৃত্ত্যৈ ছন্দোভিরা চ্ছৃণত্তি ছন্দোভির্বা এষা ক্রিয়তে ছন্দোভিরেব ছন্দাংস্যা চ্ছৃণত্তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—উখার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। ৭।১ ॥

মন্ত্র ঃ একবিংশত্যা মাষৈঃ পুরুষশীর্ষমচ্ছৈত্যমেধ্যা বৈ মাষা অমেধ্যম্‌ পুরুষশীর্ষমমেধ্যৈরেবাস্যামেধ্যং নিরবদায় মেধ্যং কৃত্বাঽহরত্যেকবিংশতির্ভবন্ত্যে-কবিংশো বৈ পুরুষঃ পুরুষস্যাঽপ্ত্যৈ ব্যৃদ্ধং বা এতৎপ্রাণৈরমেধ্যং যৎপুরুষ-শীর্ষং সপ্তধা বিতৃণ্ণাং বল্মীকবপাং প্রতি নি দধাতি সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ প্রাণৈরেবৈনৎ সমর্ধয়তি মেধ্যত্বায় যাবন্তঃ বৈ মৃত্যুবন্ধবস্তেষাং যম আধিপত্যং পরীয়ায় যমগাথাভিঃ পরি গায়তি যমাদেবৈনদ্বৃঙ্‌ক্তে তিসৃভিঃ পরি গায়তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনল্লোকেভ্যো বৃঙ্‌ক্তে তস্মাদ্গায়তে ন দেয়ং গাথা হি তদ্বৃঙ্‌ক্তেঽগ্নিভ্যঃ পশূনা লভতে কামা বা অগ্নয়ঃ কামানেবাব রুন্ধে যৎ পশূন্না-লভেতানবরুদ্ধা অস্য পশবঃ স্যুর্যৎ পর্যগ্নিকৃতানুৎসৃজেদ্যজ্ঞবেশসং কুর্য্যাদ্যৎ সংস্থাপয়েদ্যাতযামানি শীর্ষাণি স্যুর্যৎ পশূনালভতে তেনৈব পশূনব রুন্ধে যৎ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজতি শীর্ষ্ণামযাতয়ামত্বায় প্রাজাপত্যেন সং স্থাপয়তি যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞ এব যজ্ঞং প্রতি ষ্ঠাপয়তি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত স রিরিচানো-ঽমন্যত স এতা আপ্রীরপশ্যত্তাভির্বৈ স মুখতঃ আত্মানমাঽপ্রীণীত যদেতা আপ্রিয়ো ভবন্তি যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞমেবৈতাভিমুর্খত আ প্রীণাত্যপরিমিতচ্ছন্দসো ভবন্ত্যপরিমিতঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা ঊনাতিরিক্তা মিথুনাঃ প্রজাত্যৈ লোমশং বৈ নামৈতচ্ছন্দঃ প্রজাপতেঃ পশবো লোমশাঃ পশূনেবাব রুন্ধে সর্বাণি বা এতা রূপাণি সর্বাণি রূপাণ্যগ্নৌ চিত্যৈ ক্রিয়ন্তে তস্মাদেতা অগ্নেশ্চিত্যস্য ভবন্ত্যেকবিংশতিং সামিধেনীরন্বাহ রুগ্বা একবিংশো রুচমেব গচ্ছত্যথো প্রতিষ্ঠামেব প্রতিষ্ঠা হ্যেকবিংশশ্চতুর্বিংশতিমন্বাহ চতুর্বিংশতিরর্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো-ঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ সাক্ষাদেব বৈশ্বানরমব রুন্ধে পরাচীরন্বাহ পরাঙিব হি সুবর্গো লোকঃ সমাস্ত্বাঽগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্ত্বিত্যাহ সমাভিরেবাগ্নিং বর্ধয়তি ঋতুভিঃ সম্বৎসরং বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশঃ পৃথিব্যা ইত্যাহ তস্মাদগ্নিঃ সর্বা দিশোঽনু বি ভাতি প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মাদিত্যাহ মৃত্যুমেবাস্মাদপ নুদত্যুদ্বয়ং তমস-স্পরীত্যাহ পাপ্মা বৈ তমঃ পাপ্মানমেবাস্মাদপ হন্ত্যগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতি ন সম্বৎসরস্তিষ্ঠতি নাস্য

প্রীষ্টিষ্ঠতি যস্যৈতাঃ ক্রিয়ন্তে জ্যোতিষ্মতীমনুবামন্বাহ জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টা-দ্দধাতি সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—হোমের জন্য পশুদের কথা বলা হয়েছে। ৮।১ ॥

মন্ত্র ঃ ষড়্ভির্দীক্ষয়তি ষড়্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং দীক্ষয়তি সপ্তভির্দীক্ষয়তি-সপ্ত ছন্দাংসি ছন্দোভিরেবৈনং দীক্ষয়তি বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যনুষ্টুভোত্তময়া জুহোতি বাগ্বা অনুষ্টুপ্তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমৈকস্মাদক্ষরাদনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদ্যদ্বাচোঽনাপ্তং তন্মনুষ্যা উপ জীবন্তি পূর্ণয়া জুহোতি পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত প্রজানাং সৃষ্ট্যৈ যদর্চিষি প্রবৃঞ্জ্যাদ্ভূতমব রুন্ধীত যদঙ্গারেষু ভবিষ্যদঙ্গারেষু প্র বৃণক্তি ভবিষ্যদেবাব রুন্ধে ভবিষ্যদ্ধি ভূয়ো ভূতাদ্দ্বাভ্যাং প্র বৃণক্তি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ব্রহ্মণা বা এষা যজুষা সম্ভৃতা যদুখা সা যদ্ভিদ্যেতার্তিমার্চ্ছেৎ যজমানো হন্যেতাস্য যজ্ঞো মিত্রৈতামুখাং তপেত্যাহ ব্রহ্ম বৈ মিত্রো ব্রহ্মন্নেবৈনাং প্রতি ষ্ঠাপয়তি নার্তিমার্চ্ছতি যজমানো নাস্য যজ্ঞো হন্যতে যদি ভিদ্যেত তৈরেব কপালৈঃ সং সৃজেৎ সৈব ততঃ প্রায়শ্চিত্তির্যো গতশ্রীঃ স্যান্মথিত্বা তস্যাব দধ্যাদ্ভূতো বা এষ স স্বাং দেবতামুপৈতি যো ভূতিকামঃ স্যাদ্য উখায়ৈ সম্ভবেৎ স এব তস্য স্যাদতো হ্যেষ সম্ভবত্যেষ বৈ স্বয়ম্ভূর্নাম ভবত্যেব যং কাময়েত ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েয়মিত্যন্যতস্তস্যাহৃত্যাব দধ্যাৎ সাক্ষাদেবাস্মৈ ভ্রাতৃব্যং জনয়ত্যম্ব-রীষাদন্নকামস্যাব দধ্যাদম্বরীষে বা অন্নং ভ্রিয়তে সযোন্যেবান্নম্ অব রুন্ধে মুঞ্জানব দধাত্যূর্গ্বৈ মুঞ্জা ঊর্জমেবাস্মা অপি দধাত্যগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত স ক্রুমুকং প্রাবিশৎ ক্রুমুকমব দধাতি যদেবাস্য তত্র ন্যক্তং তদেবাব রুন্ধ আজ্যেন সং যৌত্যেতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ম্ ধাম যদাজ্যং প্রিয়েণৈবৈনং ধাম্না সমর্ধয়ত্যথো তেজসা বৈকঙ্ক-তীমা দধাতি ভা এবাব রুন্ধে শমীময়ীমা দধাতি শান্ত্যৈ সীদ ত্বং মাতুরস্যা উপস্থ ইতি তিসৃভির্জাতমুপ তিষ্ঠতে ত্রয় ইমে লোকা এষ্বেব লোকেষ্বাবিদং গচ্ছ-ত্যথো প্রাণানেবাত্মন্ধত্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—উখায় বহ্নির উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। ৯।১ ॥

মন্ত্র ঃ ন হ স্ম বৈ পুরাগ্নিরপরশুবৃক্ণং দহতি তদস্মৈ প্রয়োগ এবর্ষিরস্ব-দয়দ্যদগ্নে যানি কানি চেতি সমিধমা দধাত্যপরশুবৃক্ণমেবাস্মৈ স্বদয়তি সর্বমস্মৈ স্বদতে য এবং বেদৌদুম্বরীমা দধাত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জমেবাস্মা অপি দধাতি প্রজা-পতিরগ্নিমসৃজত তং সৃষ্টং রক্ষাংসি অজিঘাংসন্ৎস এতদ্রাক্ষোঘ্নমপশ্যত্তেন বৈ স রক্ষাংস্যপাহত যদ্রাক্ষোঘ্নং ভবত্যগ্নেরেব তেন জাতাদ্রক্ষাংস্যপ হন্ত্যাশ্বত্থীমা দধাত্যশ্বত্থো বৈ বনস্পতীনাং সপত্নসাহো বিজিত্যৈ বৈকঙ্কতীমা দধাতি ভা এবাব রুন্ধে শমীময়ীমা দধাতি শান্ত্যৈ সংশিতং মে ব্রহ্মোদেষাং বাহূ অতিরমিত্যুত্তমে ঔদুম্বরী বাচয়তি ব্রহ্মণৈব ক্ষত্রং সংশ্যতি ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রাহ্মণো রাজন্যবানত্যন্যং ব্রাহ্মণং তস্মাদ্রাজন্যো ব্রাহ্মণবানত্যন্যং রাজন্যং মৃত্যুর্বা এষ যদগ্নিরমৃতং হিরণ্যং রুক্মমন্তরং প্রতি মুঞ্চতেঽমৃতমেব মৃত্যোরন্তর্ধত্ত একবিংশতি-নির্বাধো ভবত্যেক-বিংশতির্বৈ দেবলোকা দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্যঃ একবিংশ এতাবন্তো বৈ দেবলোকাস্তেভ্য এব ভ্রাতৃব্যমন্তরেতি নির্বাধৈর্বৈ দেবা অসুরান্নির্বাধেঽকুর্বত তন্নির্বাধানাং নির্বাধত্বং নির্বাধী ভবতি ভ্রাতৃব্যানেব নির্বাধে কুরুতে সাবিত্রিয়া প্রতি মুঞ্চতে প্রসূত্যৈ নক্তোষাসেত্যুত্ত-রয়াঽহোরাত্রা ভ্যামেবৈনমুদ্যচ্ছতে দেবাগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদা ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা দ্রবিণোদা অহোরাত্রাভ্যামেবৈনমুদ্যত্য প্রাণৈর্দাধারাঽসীনঃ প্রতি মুঞ্চতে তস্মাদা-

সীনাঃ প্রজাঃ প্র জায়ন্তে কৃষ্ণাজিনমুত্তরং তেজো বৈ হিরণ্যং ব্রহ্ম কৃষ্ণাজিনং তেজসা চৈবৈনং ব্রহ্মণা চোভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি ষড়ুদ্যামং শিক্যং ভবতি ষড্‌বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনমুদ্যচ্ছতে যদ্দ্বাদশোদ্যামং সম্বৎসরেণৈব মৌঞ্জং ভবত্যূর্বে মুঞ্জা উর্জৈবৈনং সমর্ধয়তি সুপর্ণোহসি গরুত্মানিত্যবেক্ষতে রূপমেবাস্যৈত-ন্মহিমানং ব্যাচষ্টে দিবং গচ্ছ সুবঃ পতেত্যাহ সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—উখাস্থিত অগ্নির কথা বলা হয়েছে। ১০।১ ॥

মন্ত্র ঃ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং মতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয়মা সধস্থম্। ঘৃতেনাঞ্জন্‌ৎসং পথো দেবযানান্ প্রজানন্বাজ্যপ্যেতু দেবান্। অনু ত্বা সপ্তে প্রদিশঃ সচন্তাং স্বধামস্মৈ যজমনায় ধেহি। ঈড্যশ্চাসি বন্দ্যশ্চ বাজিন্নাশুশ্চাসি মেধ্যশ্চ সপ্তে। অগ্নিষ্ট্বা দেবৈর্বসুভিঃ সজোষাঃ প্রীতং বহ্নিং বহতু জাতবেদাঃ। স্তীর্ণং বর্হিঃ সুষ্টরীমা জুষাণোরু পৃথু প্রথমানং পৃথিব্যাম্। দেবেভির্যুক্তমদিতিঃ সজোষাঃ স্যোনং কৃণ্বানা সুবিতে দধাতু। এতা উ বঃ সুভগা বিশ্বরূপা বি পক্ষোভিঃ শ্রয়মাণা উদাতৈঃ। ঋষ্বাঃ সতী কবষঃ শুম্ভমানা দ্বারো দেবীঃ সুপ্রায়ণা ভবন্তু। অন্তরা মিত্রাবরুণা চরন্তী মুখং যজ্ঞানামভি সম্বিদানে। উষাসা বাম্ সুহিরণ্যে সুশিল্পে ঋতস্য যোনাবিহ সাদয়ামি। প্রথমা বাং সরথিনা সুবর্ণা দেবৌ পশ্যন্তৌ ভুবনানি বিশ্বা। অপিপ্রয়ং চোদনা বাং মিমানা হোতারা জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা। আদিত্যৈর্নো ভারতী বষ্টু যজ্ঞং সরস্বতী সহ রুদ্রৈর্ণ আবীৎ। ইডোপহূতা বসুভিঃ সজোষা যজ্ঞং নো দেবীরমৃতেষু ধত্ত। ত্বষ্টা বীরং দেবকামম্ জজান ত্বষ্টুরর্বা জায়ত আসুরশ্বঃ ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোতঃ। অশ্বো ঘৃতেন ত্মন্যা সমক্ত উপ দেবান্ ঋতুশঃ পাথ এতু। বনস্পতি-র্দেবলোকং প্রজানন্নগ্নিনা হব্যা স্বদিতানি বক্ষৎ। প্রজাপতেস্তপসা বাবৃধানঃ সদ্যো জাতো দধিষে যজ্ঞমগ্নে। স্বাহাকৃতেন হবিষা পুরোগা যাহি সাধ্যা হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে আশ্বমেধিক যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে জাতবেদা অগ্নি, অশ্বকে দেবতার কাছে পৌঁছিয়ে দাও! প্রদীপ্ত ও অন্নসম্পাদক সে অগ্নি অভিজ্ঞদের স্তবকে প্রকাশ করছে, মধুর ঘৃতপান করছে, দেবতাদের জন্য হবি বহন করছে। সে অশ্ব দেবতাদের প্রীতির কারণ ও অন্য পশুদের সাথে স্থিত। এ অশ্ব ঘৃতের দ্বারা দেবযান পথ সিক্ত করে, ঘৃত-চিহ্নের দ্বারা পথ যাতে চেনা যায় সেরূপ করে দেবতাদের লাভ করুক। হে অশ্ব, সমস্ত দিক্ দেবতা প্রাপ্তির জন্য তোমার অনুকূল হোক। তুমি এ যজমানের স্বধা-যুক্ত অন্ন দাও। হে অশ্ব, তুমি আমাদের স্তুতিযোগ্য ও প্রণম্য। হে অশ্ব, তুমি শীঘ্রগামী ও যাগযোগ্য, জাতবেদা অগ্নি তোমাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাক। সে অগ্নি জগতের নিবাসের কারণ ও দেবগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত। সে অগ্নি প্রিয় বাহক তোমাকে দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিক। দর্ভ সেবনকারী ভূমিদেবী শোভন প্রাপ্তিযোগ্য স্থানে অশ্বকে স্থাপন করুক। সে দর্ভ অশ্বের শয়নের জন্য আস্তরণযোগ্য, পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন, অতি বিস্তৃত। এ ভূমি-দেবী সকল দেবতার সাথে প্রীতিযুক্ত ও যোগ্য সুখকর স্থানপ্রদ। এ দ্বারদেবীগণ এ অশ্বের প্রাপিকা হোক। সে দ্বারদেবীগণ ঋত্বিক ও যজমানের সৌভাগ্যপ্রদ, বিবিধরূপযুক্ত, পক্ষ-স্থানীয় উর্ধে গমনশীল কবাটের দ্বারা শোভমান। অর্থাৎ

দ্বারাভিমানী দেবীগণ কপটের নিকট শোভিত হচ্ছে। হে অহোরাত্রির অভি-মানিনী দেবীদ্বয়, তোমাদের স্থানে এ অশ্বকে স্থাপন করছি। তোমরা মিত্র ও বরুণরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বর্তমান, যজ্ঞের প্রারম্ভ লক্ষ্য করে পরস্পর একমত হয়ে শোভন হিরণ্যের মত সূর্য ও চন্দ্র প্রকাশ কর এবং সর্বদা ব্যবহারের কারণ বলে শোভন শিল্পের দ্বারা যুক্ত। হে যজমানদম্পতী, তোমাদের জন্য দৈবতাদের মধ্যে যে দুজন হোতা, তাদের প্রীতিবিধান করছি। তারা দু-জন মুখ্য, এক রথে অবস্থানকারী, শোভন বর্ণযুক্ত, দীপ্যমান, সকল ভুবনের দর্শক, তোমাদের বিহিত কর্মের পরিমাপকারী, এবং তারা সমস্ত দিকে নিজেদের প্রকাশ ছড়িয়ে দিয়েছে। ভারতী দেবী আদিত্যগণের সাথে আমাদের যজ্ঞের কামনা করুক। সরস্বতী-দেবী রুদ্রগণের সাথে আমাদের রক্ষা করুক। ইড়া নামক দেবী বসুগণের সাথে সমানপ্রীতিযুক্তা ও অনুজ্ঞাতা হয়ে আমাদের রক্ষা করুক। হে দেবী-গণ, আমাদের সকল যজ্ঞ মরণরহিত দেবতাদের কাছে স্থাপন কর। ত্বষ্টা-নামক দেব দেবকাম বীরপুত্র উৎপন্ন করেছিল। সে ত্বষ্টার কাছ থেকে এ শীঘ্র-গামী অশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। সে ত্বষ্টা এ সকল ভুবন সৃষ্টি করেছেন। হে হোতা, সে জগৎস্রষ্টার এ যজ্ঞে যাগ কর। এ অশ্ব ঘৃতাক্তের মত রুচিকর হয়ে নিজেই দেবতাদের অন্নরূপে যজ্ঞকালে দেবতাদের কাছে যাক। বনস্পতি দেব দেবলোক জেনে অগ্নির সাথে স্বাদু হব্য দেবতাদের কাছে নিয়ে যাক। হে অগ্নি, তুমি জগদীশ্বর প্রজাপতির তপস্যায় বর্ধিত হয়ে জাতমাত্র যজ্ঞ ধারণ করেছ। স্বাহা-কারের দ্বারা সমর্পিত হবির সাথে পুরোগামী হয়ে দেবতাদের লাভ কর। আমাদের পূজনীয় দেবগণ আমাদের সমর্পিত এ হবি ভক্ষণ করুক। ১১।১১॥

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র : বিক্রমধ্বা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাঁল্লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্যদ্বিক্রমান্ ক্রমতে বিক্রুরেব ভূত্বা যজমানশ্ছন্দোভিরিমাল্লোকাননপজয্যমভি জয়তি বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহেত্যাহ গায়ত্রী বৈ পৃথিবী ত্রৈষ্টুভমন্তরিক্ষং জাগতী দ্যৌরানু-ষ্টুভাদিশশ্ছন্দোভিরেবেমাল্লোকান্যথাপূর্ব্বমভি জয়তি প্রজাপতিরগ্নিমসৃজত সোঽস্মাৎ সৃষ্টঃ পরাঙৈত্তমেতয়াঽন্বৈদক্রন্দদিতি তয়া বৈ সোঽগ্নেঃ প্রিয়ং ধামাবারুন্ধ যদেতামন্বাহাগ্নেরেবৈতয়া প্রিয়ং ধামাবরুন্ধ ঈশ্বরো বা এষ পরাঙ্ প্রদঘো যো বিক্রমান্ ক্রমতে চতসৃভিরা বর্ত্ততে চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দাংসি খলু বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূঃ প্রিয়ামেবাস্য তনুবমভি পর্য্যাবর্ত্ততে দক্ষিণা পর্য্যাবর্ত্ততে স্বমেব বীর্যমনু পর্য্যাবর্ত্ততে তস্মাদ্দক্ষিণোঽর্দ্ধ আত্মনো বীর্য্যাবত্তরোঽথো আদিত্য-স্যৈবাঽবৃতমনু পর্য্যাবর্ত্ততে শুনঃশেপমাজীগর্ত্তিং বরুণোঽগৃহ্ণাৎ স এতাং বারুণীমপশ্যত্তয়া বৈ স আত্মানং বরুণপাশাদমুঞ্চদ্বরুণো বা এতং গৃহ্ণাতি য উখাং প্রতিমুঞ্চত উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদিত্যাহাঽঽত্মানমেবৈতয়া বরুণপাশান্মুঞ্চত্যা ত্বাঽহার্ষমিত্যাহাঽ হ্যেনং হরতি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিরিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্ত্বিত্যাহ বিশৈবৈনং সমর্দ্ধয়ত্যস্মিন্ রাষ্ট্রমধি শ্রয়েত্যাহ রাষ্ট্রমেবাস্মিন্ ধ্রুবমকর্ব্বং কাময়েত রাষ্ট্রং স্যাদিতি তং মনসা ধ্যায়েদ্রাষ্ট্রমেব ভবতি অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্দ্ধ্বো অস্থাদিত্যাহাগ্রমেবৈনং-সমানানাং করোতি নির্জ্জগ্মিবাস্তমস ইত্যাহ তম এবাস্মাদপ হন্তি জ্যোতিষাঽগাদিত্যাহ জ্যোতিরেবাস্মিন্দধাতি চতসৃভিঃ সাদয়তি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেবাতিচ্ছন্দসোত্তময়া বর্ম্ম বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা বর্ম্মৈবৈনং সমানানাং করোতি সদ্বতী ভবতি সত্যমেবৈনং গময়তি বাৎসপ্রেনোপ তিষ্ঠত

এতেন বৈ বৎসপ্রীর্ভালন্দনোঽগ্নেঃ প্রিয়ং ধামাবারুন্ধাগ্নেরেবৈতেন প্রিয়ং ধামাব রুন্ধ একাদশং ভবত্যেকধৈব যজমানে বীর্যং দধাতি স্তোমেন বৈ দেবা অস্মিল্লোক আর্ধ্নুবন্ছন্দোভিরমুস্মিন্ৎ স্তোমস্যেব খলু বা এতদ্রূপং যদ্বাৎসপ্রং যদ্বাৎসপ্রেণোপতিষ্ঠতে ইমমেব তেন লোকমভি জয়তি যদ্বিষ্ণুক্রমান্ ক্রমতেঽমুমেব তৈর্লোকমভি জয়তি পূর্বেদ্যুঃ প্র ক্রামত্যুত্তরেদ্যুরুপ তিষ্ঠতে তস্মাদ্যোগেঽন্যাসাং প্রজানাং মনঃ ক্ষেমেঽন্যাসাং তস্মাদ্যায়াবরঃ ক্ষেম্যস্যেশে তস্মাদ্যায়াবরঃ ক্ষেম্যমধ্যবস্যতি মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ প্রথম অনুবাকে—বৎসের উপস্থাপন বর্ণনা করা হয়েছে ॥ ১ ॥

মন্ত্র ঃ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবাস্মা অন্নং প্রযচ্ছত্যনমীবস্য শুষ্মিণ ইত্যাহাযক্ষ্মস্যেতি বাবৈতদাহ প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদ ইত্যাহাশিষমেবৈতামা শাস্ত উদু ত্বা বিশ্বে দেবা ইত্যাহ প্রাণা বৈ বিশ্বে দেবাঃ প্রাণৈরেবৈনমুদ্যচ্ছতেঽগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিরিত্যাহ যস্মা এবৈনং চিত্তায়োদ্যচ্ছতে তেনৈবৈনং সমর্ধয়তি চতসৃভিরা সাদয়তি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেবাতিচ্ছন্দসোত্তময়া বর্ষ্ম বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা বর্ষ্মৈবৈনং সমানানাং করোতি সদ্বতী ভবতি সত্ত্বমেবৈনং গময়তি প্রেদগ্নে জ্যোতিষ্মান্ যাহীত্যাহ জ্যোতিরেবাস্মিন্দধাতি তনুবা বা এষ হিনস্তি যং হিনস্তি মা হিংসীস্তনুবা প্রজা ইত্যাহ প্রজাভ্য এবৈনং শময়তি রক্ষাংসি বা এতদ্যজ্ঞং সচন্তে যদন উৎসর্জত্যক্রন্দাদত্যন্বাহ রক্ষসামপহত্যা অনসা বহন্ত্যপচিতিমেবাস্মিন্দধাতি তস্মাদনস্বী চ রথী চাতিথীনামপচিততমৌ অপচিতিমান্ ভবতি য এবং বেদ সমিধাগ্নিং দুবস্যতেতি ঘৃতানুষিক্তামবসিতে সমিধমা দধাতি যথাঽতিথয় আগতায় সর্পিষ্বদাতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব তদ্গায়ত্রিয়া ব্রাহ্মণস্য গায়ত্রো হি ব্রাহ্মণস্ত্রিষ্টুভা রাজন্যস্য ত্রৈষ্টুভো হি রাজন্যোঽপ্সু ভস্ম প্র বেশয়ত্যপ্সুযোনির্বা অগ্নিঃ স্বামেবৈনং যোনিং গময়তি তিসৃভিঃ প্র বেশয়তি ত্রিবৃদ্বৈ অগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তং প্রতিষ্ঠাং গময়তি পরা বা এষোঽগ্নিং বপতি যোঽপ্সু ভস্ম প্রবেশয়তি জ্যোতিষ্মতীভ্যামেব দধাতি জ্যোতিরেবাস্মিন্দধাতি দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ পরা বা এষ প্রজাং পশূন্বপতি যোঽপ্সু ভস্ম প্রবেশয়তি পুনরূর্জা সহ রয্যেতি পুনরুদৈতি প্রজামেব পশূনাত্মন্ধত্তে পুনস্ত্বাঽদিত্যাঃ রুদ্রা বসবঃ সমিন্ধতা মিত্যাহৈতা বা এতং দেবতা অগ্রে সমৈন্ধত তাভিরেবৈনং সমিন্ধে বোধা স বোধীত্যুপ তিষ্ঠতে বোধয়ত্যেবৈনং তস্মাৎ সুপ্ত্বা প্রজাঃ প্র বুধ্যন্তে যথাস্থানমুপ তিষ্ঠতে তস্মাদ্যথাস্থানং পশবঃ পুনরেত্যোপ তিষ্ঠন্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে—উখায় আনয়ন ও গার্হপত্য অগ্নিচয়নের কথা বলা হয়েছে । ২ ॥

মন্ত্র ঃ যাবতী বৈ পৃথিবী তস্যৈ যম আধিপত্যং পরীয়ায় যো বৈ যমং দেবযজনমস্যা অনির্যাচ্যাগ্নিং চিনুতে যমায়ৈনং স চিনুতেঽপেতেত্যধ্যবসায়য়তি যমমেব দেবযজনমস্যৈ নির্যাচ্যাত্মনেঽগ্নিম্ চিনুত ইষ্বগ্রেণ বা অস্যা অনামৃতমিচ্ছন্তো নাবিন্দন্তে দেবা এতদ্যজুরপশ্যন্নপেতেতি যদেতেনাধ্যবসায়য়তি অনামৃত এবাগ্নিং চিনুত উদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপ হন্ত্যপোঽবোক্ষতি শান্ত্যৈ সিকতা নি বপত্যেতদ্বা অগ্নের্বৈশ্বানরস্য রূপং রূপেনৈব বৈশ্বানরমব রুন্ধ ঊষান্নি বপতি পুষ্টির্বা এষা প্রজননং যদূষাঃ পুষ্ট্যামেব প্রজননেঽগ্নিং চিনুতেঽথো সংজ্ঞান এব সংজ্ঞানং হ্যেতৎ পশূনাং যদূষা দ্যাবাপৃথিবী সহাস্তাং তে বিযতী অব্রূতামস্ত্বেব নৌ সহ যজ্ঞিয়মিতি যদমুষ্যা যজ্ঞিয়মাসীত্তদস্যামদধাত্ত ঊষা অভবন্-

দস্যা বাজ্জয়মাসীত্তদম্বাস্যামদধাত্তদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণমুঝোন্নিবপমদো ধ্যায়েন্দ্যাবাপৃথিব্যোরেব বাজ্জয়েহগ্নিং চিনুতেঽয়ং সো অগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবত্যেতেন বৈ বিশ্বামিত্রোহগ্নেঃ প্রিয়ং ধামাবারুন্ধাগ্নেরেবৈতেন প্রিয়ং ধামাব রুন্ধে ছন্দোভির্বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্ চতস্রঃ প্রাচীরুপ দধাতি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেব তদ্যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি তেষাম্ সুবর্গং লোকং যতাং দিশঃ সমব্লীয়ন্ত তে দ্বে পরস্তাৎ সমীচী উপাদধত দ্বে পশ্চাৎ সমীচী তাভির্বৈ তে দিশৌঽদৃংহন্যদ্‌দ্বে পুরস্তাৎ সমীচী উপদধাতি দ্বে পশ্চাৎ সমীচী দিশাং বিধৃত্যা অথো পশবো বৈ ছন্দাংসি পশূনেবাস্মৈ সমীচো দধাত্যষ্টাবুপ দধাত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রোঽগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তং চিনুতেঽষ্টাবুপ দধাত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী সুবর্গং লোকমঞ্জসা বেদ সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ ত্রয়োদশ লোকম্পৃণা উপ দধাত্যেকবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে প্রতিষ্ঠা বা একবিংশঃ প্রতিষ্ঠা গার্হপত্য একবিংশস্যৈব প্রতিষ্ঠা গার্হপত্যমনু প্রতি তিষ্ঠতি প্রত্যগ্নিং চিক্যানস্তিষ্ঠতি য এবং বেদ পঞ্চচিতীকং চিন্বীত প্রথমং চিন্বানঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তাঃ পশবো যজ্ঞমেব পশূনব রুন্ধে ত্রিচিতীকং চিন্বীত দ্বিতীয়ং চিন্বানস্ত্রয় ইমে লোকা এষ্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠত্যেকচিতীকং চিন্বীত তৃতীয়ং চিন্বান একধা বৈ সুবর্গো লোক একবৃতৈব সুবর্গং লোকমেতি পুরীষেণাভ্যূহতি তস্মান্মাংসেনাস্থি ছন্নং ন দুশ্চর্মা ভবতি য এবং বেদ পঞ্চ চিতয়ো ভবন্তি পঞ্চভিঃ পুরীষৈরভ্যূহতি দশ সম্পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড বিরাজ্যেবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : তৃতীয় অনুবাকে—উখাস্থিত অগ্নির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ৩।১ ॥

মন্ত্র : বি বা এতৌ দ্বিষাতে যশ্চ পুরাঽগ্নির্যশ্চোখায়াং সমিতমিতি চতসৃভিঃ সং নি বপতি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দাংসি খলু বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনুঃ প্রিয়য়ৈবৈনৌ তনুবা সং শাস্তি সমিতমিত্যাহ তস্মাদ্ব্রহ্মণা ক্ষত্রং সমেতি যৎ সন্নুপ্য বিহরতি তস্মাদ্ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ব্যেত্যৃতুভিঃ বা এতং দীক্ষয়ন্তি স ঋতুভিরেব বিমুচ্যো মাতেব পুত্রং পৃথিবী পুরীষ্যমিত্যাহর্তুভিরেবৈনং দীক্ষয়িত্বর্তুভির্বি মুঞ্চতি বৈশ্বানর্যা শিক্যমা দত্তে স্বদয়ত্যেবৈনন্নৈর্ঋতীঃ কৃষ্ণাস্তিস্রস্তুষপকা ভবন্তি নির্ঋত্যৈ বা এতদ্ভাগধেয়ং যত্তুষা নির্ঋত্যৈ রূপং কৃষ্ণং রূপেণৈব নির্ঋতিং নিরবদয়ত ইমাং দিশং যন্ত্যেষা বৈ নির্ঋত্যৈ দিক্ স্বায়ামেব দিশি নির্ঋতিং নিরবদয়তে স্বকৃত ইরিণ উপ দধাতি প্রদরে বৈতদ্বৈ নির্ঋত্যা আয়তনং স্ব এবায়তনে নির্ঋতিং নিরবদয়তে শিক্যমভ্যুপ দধাতি নৈর্ঋতো বৈ পাশঃ সাক্ষাদেবৈনং নির্ঋতিপাশান্মুঞ্চতি তিস্র উপ দধাতি ত্রেধাবিহিতো বৈ পুরুষো যাবানেব পুরুষস্তস্মান্নির্ঋতিমব যজতে পরাচীরুপ দধাতি পরাচীমেবাস্মান্নির্ঋতিং প্র ণুদতেঽপ্রতীক্ষমা যন্তি নির্ঋত্যা অন্তর্হিত্যৈ মার্জয়িত্বোপ তিষ্ঠন্তে মেধ্যত্বায় গার্হপত্যমুপ তিষ্ঠন্তে নির্ঋতিলোক এব চরিত্বা পূতা দেবলোকমুপাবর্তন্ত একয়োপ তিষ্ঠন্ত একধৈব যজমানে বীর্যং দধতি নিবেশনঃ সঙ্গমনো বসূনামিত্যাহ প্রজা বৈ পশবো বসু প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ সমর্থয়ন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : চতুর্থ অনুবাকে—উখাস্থিত অগ্নির সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। ৪ ॥

মন্ত্র : পুরুষমাত্রেণ বি মিমীতে যজ্ঞেন বৈ পুরুষঃ সম্মিতো যজ্ঞপরুষৈবৈনং বি মিমীতে যাবান্ পুরুষ ঊর্ধ্ববাহুস্তাবান্ ভবত্যেতাবদ্বৈ পুরুষে বীর্যং বীর্যেণৈবৈনং বি মিমীতে পক্ষী ভবতি ন হ্যপক্ষঃ পতিতুমর্হত্যরত্নিনা পক্ষৌ

দ্রাঘীয়াংসো ভবতস্তস্মাৎ পক্ষপ্রবয়াংসি বয়াংসি ব্যামমাত্রো পক্ষৌ চ পুচ্ছং চ ভবত্যেতাবদ্বৈ পুরুষে বীর্য্যম্ বীর্য্যসম্মিতো বেণুনা বি মিমীত আগ্নেয়ো বৈ বেণুঃ সযোনিত্বায় যজুষা যুনক্তি যজুষা কৃষতি ব্যাবৃত্ত্যৈ ষড্গবেন কৃষতি ষড্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং কৃষতি যদ্দ্বাদশগবেন সম্বৎসরেণৈবেয়ং বা অগ্নেরতিদাহাদবিভেৎ সৈতদ্দ্বিগুণমপশ্যৎ কৃষ্টং চাকৃষ্টং চ ততো বা ইমাং নাত্যদহদ্যৎকৃষ্টং চাকৃষ্টং চ ভবত্যস্যা অনতিদাহায় দ্বিগুণং ত্বা অগ্নিমুদ্যন্তুমর্হতীত্যাহুর্যৎকৃষ্টং চাকৃষ্টং চ ভবত্যগ্নেরুদ্যত্যা এতাবন্তো বৈ পশবো দ্বিপাদশ্চ চতুষ্পাদশ্চ তান্যৎ প্রাচ উৎসৃজেদ্রুদ্রায়াপি দধ্যাদ্যদ্দক্ষিণা পিতৃভ্যো নি ধুবেদ্যৎপ্রতীচো রক্ষাংসি হন্যুরুদীচ উৎসৃজত্যেষা বৈ দেবমনুষ্যাণাং শান্তা দিক্ তামেবৈনাননূৎসৃজত্যথো খল্বিমাং দিশমুৎসৃজত্যসৌ বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণমেবৈনাননূৎসৃজতি দক্ষিণা পর্য্যাবর্ত্তন্তে স্বমেব বীর্য্যমনু পর্য্যাবর্তন্তে তস্মাদ্দক্ষিণোঽর্দ্ধ আত্মনো বীর্য্যাবত্তরোঽথো আদিত্যস্যৈবাহবৃতমনু পর্য্যাবর্ত্তন্তে তস্মাৎ পরাঞ্চঃ পশবো বি তিষ্ঠন্তে প্রত্যঞ্চ আ বর্ত্তন্তে তিস্রস্তিস্রঃ সীতাঃ কৃষতি ত্রিবৃতমেব যজ্ঞমুখে বি যাতয়ত্যোষধীর্বপতি ব্রহ্মণাঽন্নমব রুন্ধেঽর্কেঽর্কশ্চীয়তে চতুর্দ্দশভির্ব্বপতি সপ্ত গ্রাম্যা ওষধয়ঃ সপ্তাঽরণ্যা উভয়ীষামবরুদ্ধ্যা অন্নস্যান্নস্য বপত্যন্নস্যান্নস্যাবরুদ্ধ্যৈ কৃষ্টে বপতি কৃষ্টে হ্যোষধয়ঃ প্রতি তিষ্ঠন্ত্যনুসীতং বপতি প্রাজাত্যৈ দ্বাদশসু সীতাসু বপতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরেণৈবাস্মা অন্নং পচতি যদগ্নিচিৎ অনবরুদ্ধস্যাশ্নীয়াদবরুদ্ধেন ব্যৃধ্যেতে যে বনস্পতীনাং ফলগ্রহয়স্তানিধ্মেঽপি প্রোক্ষেদনবরুদ্ধস্যাবরুদ্ধ্যৈ দিগ্ভ্যো লোষ্টানুৎসমস্যতি দিশামেব বীর্য্যমবরুধ্য দিশাং বীর্যেঽগ্নিং চিনুতে যং দ্বিষ্যাদ্যত্র স স্যাত্তস্যৈ দিশো লোষ্টমা হরেদিষমূর্জ্জমহমিত আ দদ ইতীষমেবোর্জ্জং তস্যৈ দিশোঽবরুন্ধে ক্ষোধুকো ভবতি যস্তস্যাম্ দিশি ভবত্যুত্তরবেদিমুপ বপত্যুত্তরবেদ্যাং হ্যগ্নিশ্চীয়তেঽথো পশবো বা উত্তরবেদিঃ পশুনেবাব রুন্ধেঽথো যজ্ঞপরুষোঽনন্তরিত্যৈ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—কর্ষণের জন্য ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নে তব শ্রবো বয় ইতি সিকতা নি বপত্যেতদ্বা অগ্নের্বৈশ্বানরস্য সূক্তং সূক্তেনৈব বৈশ্বানরমব রুন্ধে ষড্ভির্নি বপতি ষড্বা ঋতবঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ সাক্ষাদেব বৈশ্বানরমব রুন্ধে সমুদ্রং বৈ নাম্নৈতচ্ছন্দঃ সমুদ্রমনু প্রজাঃ প্র জায়ন্তে যদেতেন সিকতা নি বপতি প্রজানাং প্রজননায়েন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ং রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ং যেঽন্তঃশরা অশীর্য্যন্ত তাঃ শর্করা অভবন্তচ্ছর্করাণাং শর্করত্বং বজ্রো বৈ শর্করাঃ পশুরগ্নির্যচ্ছর্করাভিরগ্নিং পরিমিনোতি বজ্রেণৈবাস্মৈ পশূন্ পরি গৃহ্ণাতি তস্মাদ্বজ্রেণ পশবঃ পরিগৃহীতাস্তস্মাৎ স্থেয়ানস্থেয়সো নোপ হরতে ত্রিসপ্তাভিঃ পশুকামস্য পরি মিনুয়াৎ সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ পশবঃ প্রাণৈরেবাস্মৈ পশূনেব রুন্ধে ত্রিণবাভির্ভ্রাতৃব্যবতস্ত্রিবৃতমেব বজ্রম্ সম্ভৃত্য ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যা অপারিমিতাভিঃ পরি মিনুয়াদপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যপরিমিত্য তস্য শর্করাঃ সিকতা ব্যূহেদপরিগৃহীত এবাস্য বিষূচীনং রেতঃ পরা সিঞ্চত্যপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্ৎ স্যাদিতি পরিমিত্য তস্য শর্করাঃ সিকতা ব্যূহেৎ পরিগৃহীত এবাস্মৈ সমীচীনং রেতঃ সিঞ্চতি পশুমানেব ভবতি সৌম্যা ব্যূহতি সোমো বৈ রেতোধা রেত এব তদ্দধাতি গায়ত্রিয়া ব্রাহ্মণস্য গায়ত্রো হি ব্রাহ্মণস্ত্রিষ্টুভা রাজন্যস্য ত্রৈষ্টুভো হি রাজন্য শংযুং বার্হস্পত্যং মেধো নোপানমৎ সোঽগ্নিং প্রাবিশৎ সোঽগ্নেঃ কৃষ্ণো রূপং কৃত্বোদায়ত সোঽশ্বং প্রাবিশৎ সোঽশ্বস্যাবান্তরশফোঽভবদ্যদশ্বমাক্রময়তি য এব মেধোঽশ্বং

প্রাবিশত্তমেবাব রুন্ধে প্রজাপতিনাঽগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাহুঃ প্রাজাপত্যোঽশ্বো যদশ্বমাক্রময়তি প্রজাপতিনৈবাগ্নিং চিনুতে পুষ্করপর্ণমুপ দধাতি যোনির্বা অগ্নেঃ পুষ্করপর্ণং সযোনিমেবাগ্নিং চিনুতেঽপাং পৃষ্ঠমসীত্যুপ দধাত্যপাং বা এতৎপৃষ্ঠং যৎপুষ্করপর্ণম্ রূপেণৈবৈনদুপ দধাতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—সিকতাদির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে ॥ ৬ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্ম জজ্ঞানমিতি রুক্মমুপ দধাতি ব্রহ্মমুখা বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত ব্রহ্মমুখা এব তৎ প্রজা যজমানঃ সৃজতে ব্রহ্ম জজ্ঞানমিত্যাহ তস্মাদ্ব্রাহ্মণো মুখ্যো মুখ্যা ভবতি য এবং বেদ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ন পৃথিব্যাং নান্তরিক্ষে ন দিব্যগ্নিশ্চেতব্য ইতি যৎ পৃথিব্যাং চিন্বীত পৃথিবীং শুচাঽর্পয়েন্নৌষধয়ো ন বনস্পতয়ঃ প্র জায়েরন্ যদন্তরিক্ষে চিন্বীতান্তরিক্ষং শুচাঽর্পয়েন্ন বয়াংসি প্র জায়েরন্ যদ্দিবি চিন্বীত দিবং শুচাঽর্পয়েন্ন পর্জন্যো বর্ষেদ্রুক্মমুপ দধাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমমৃত এবাগ্নিং চিনুতে প্রজাত্যৈ হিরন্ময়ং পুরুষমুপ দধাতি যজমানলোকস্য বিধৃত্যৈ যদিষ্টকায়া আতৃন্নমনুপদধ্যাৎ পশূনাং চ যজমানস্য প্রাণমপি দধ্যাদ্দক্ষিণতঃ প্রাঞ্চমুপ দধাতি দাধার যজমানলোকং ন পশূনাং চ যজমানস্য চ প্রাণমপি দধাত্যথো খল্বিষ্টকায়া আতৃন্নমনুপ দধাতি প্রাণা নামুৎসৃষ্ট্যৈ দ্রপ্সশ্চস্কন্দেত্যভি মৃশতি হোত্রাস্বেবৈনম্ প্রতিষ্ঠাপয়তি স্রুচাবুপ দধাত্যাজ্যস্য পূর্ণাং কার্ষ্মর্যময়ীং দধ্নঃ পূর্ণামৌদুম্বরীমিয়ং বৈ কার্ষ্মর্যময্যসাবৌদুম্বরীমে এবোপ ধত্তে তূষ্ণীমুপ দধাতি ন হীমে যজুষাঽঽপ্তুমর্হতি দক্ষিণাং কার্ষ্মর্যময়ীমুত্তরামৌদুম্বরী তস্মাদস্যা অসাবুত্তরাঽঽজ্যস্য পূর্ণাং কার্ষ্মর্যময়ীম্ বজ্রো বা আজ্যং বজ্রঃ কার্ষ্মর্যো বজ্রেণৈব যজ্ঞস্য দক্ষিণতো রক্ষাংস্যপ হন্তি দধ্নঃ পূর্ণামৌদুম্বরীং পশবো বৈ দধ্যূর্গুদুম্বরঃ পশুম্বেবোর্জং দধাতি পূর্ণে উপ দধাতি পূর্ণে এবৈনম্ অমুষ্মিল্লোঁক উপ তিষ্ঠতে বিরাজ্যগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাহুঃ স্রুবৈ বিরাজ্যং স্রুচাবুপদধাতি বিরাজ্যেবাগ্নিং চিনুতে যজ্ঞমুখে যজ্ঞমুখে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্তি যজ্ঞমুখং রুক্মো যদ্রুক্মং ব্যাঘারয়তি যজ্ঞমুখাদেব রক্ষাংস্যপ হন্তি পঞ্চভির্ব্যাঘারয়তি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যাবানেব যজ্ঞস্তস্মাদ্রক্ষাংস্যপ হন্ত্যক্ষ্ণয়া ব্যাঘারয়তি তস্মাদক্ষ্ণয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—রুক্মাদির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে । ৭ ॥

মন্ত্র ঃ স্বয়মাতৃণ্ণামুপ দধাতীয়ং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণেমামেবোপ ধত্তেঽশ্বমুপ ঘ্রাপয়তি প্রাণমেবাস্যাং দধাত্যথো প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ প্রজাপতিনৈবাগ্নিং চিনুতে প্রথমেষ্টকোপধীয়মানা পশূনাং চ যজমানস্য চ প্রাণমপি দধাতি স্বয়মাতৃণ্ণা ভবতি প্রাণানামুৎসৃষ্ট্যা অথো সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যা অগ্নাবগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাহুরেষ বৈ অগ্নির্বৈশ্বানরো যদ্‌ব্রাহ্মণস্তস্মৈ প্রথমামিষ্টকাং যজুষ্কৃতাং প্রযচ্ছেত্তাং ব্রাহ্মণশ্চোপদধ্যাতামগ্নাবেব তদগ্নিং চিনুত ঈশ্বরো বা এষ আর্তিমার্তোর্যোঽবিদ্বানিষ্টকামুপদধাতি ত্রীন্বরান্দদ্যাত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানাং স্পৃত্যৈ দ্বাবেব দেযৌ দ্বৌ হি প্রাণাবেক এব দেয় একো হি প্রাণঃ পশুঃ বা এষ যদগ্নির্ন খলু বৈ পশব আয়বসে রমন্তে দূর্বেষ্টকামুপ দধাতি পশূনাং ধৃত্যৈ দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ কাণ্ডাৎকাণ্ডাৎ প্ররোহন্তীত্যাহ কাণ্ডেন কাণ্ডেন হ্যেষা প্রতিতিষ্ঠত্যেবা নো দূর্বে প্র তনু সহস্রেণ শতেন চেত্যাহ সাহস্রঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ দেবলক্ষ্মং বৈ ত্র্যালিখিতা তামুত্তরলক্ষ্মাণং দেবা উপাদধতাধরলক্ষ্মাণমসুরা যম্ কাময়েত বসীয়ান্তস্যাদি ত্যুত্তরলক্ষ্মাণং তস্যোপ দধ্যাদ্বসীয়ানেব ভবতি যং কাময়েত পাপীয়ান্তস্যাদিত্যধরলক্ষ্মাণং তস্যোপ দধ্যাদসুরযোনিমেবৈনমনু পরা ভাবয়তি পাপীয়ান্ ভবতি ত্র্যালিখিতা ভবতীমে বৈ লোকাস্ত্র্যালিখিতা এব লোকেভ্য আতৃন্নমন্তরেত্যাঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যতঃ

পুরোডাশঃ কূর্ম্মো ভূত্বাহনু প্রাসর্পৎ যৎ কূর্ম্মং উপ দধাতি যথা ক্ষেত্রবিদঞ্জসা নয়ত্যেবমেবৈনং কূর্ম্মঃ সুবর্গং লোকমঞ্জসা নয়তি মেধো বা এষ পশূনাং যৎকূর্ম্মো যৎকূর্ম্মমুপদধাতি স্বমেব মেধং পশ্যন্তঃ পশব উপাতিষ্ঠন্তে শ্মশানং বা এতৎ ক্রিয়তে যন্মৃতানাং পশূনাং শীর্ষাণ্যুপধীয়ন্তে যজ্জীবন্তং কূর্ম্মমুপদধাতি তেনাশ্মশান-চিদ্বাস্তব্যো বা এষ যৎ কূর্ম্মো মধু বাতা ঋতায়ত ইতি দধ্না মধুমিশ্রেণাভ্যনক্তি স্বদয়ত্যেবৈনং গ্রাম্যং বা এতদন্নং যদ্দধ্যারণ্যং মধু যদ্দধ্না মধুমিশ্রেণাভ্যনক্ত্যু-ভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যাহাভ্যামেবৈনমুভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি প্রাঞ্চমুপ দধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমুপ দধাতি তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ পশবো মেধমুপ তিষ্ঠন্তে যো বা অপনাভিমগ্নিং চিনুতে যজমানস্য নাভিমনু প্র বিশতি স এনমীশ্বরো হিংসিতোরুলূখলমপ দধাত্যেষা বা অগ্নের্নাভিঃ সনাভিমেবাগ্নিং চিনুতেঽহিংসায়া ঔদুম্বরং ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জমেবাব রুন্ধে মধ্যত উপ দধাতি মধ্যত এবাস্মা ঊর্জং দধাতি তস্মান্মধ্যত ঊর্জা ভুঞ্জত ইয়দ্ভবতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতমব হন্তান্নমেবাকর্বৈষ্ণব্যর্চোপ দধাতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞো বৈষ্ণবা বনস্পতয়ো যজ্ঞ এব যজ্ঞং প্রেতি ষ্ঠাপয়তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—স্বয়মাতৃণ্ণা উখার কথা বলা হয়েছে। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ এষাং বা এতল্লোকানাং জ্যোতিঃ সংভৃতং যদুখা যদুখামুপদধাত্যেভ্য এব লোকেভ্যো জ্যোতিরব রুন্ধে মধ্যত উপ দধাতি মধ্যত এবাস্মৈ জ্যোতির্দধাতি তস্মান্মধ্যতো জ্যোতিরুপাস্মহে সিকতাভিঃ পূরয়ত্যেতদ্বা অগ্নের্বৈশ্বানরস্য রূপং রূপেণৈব বৈশ্বানরমব রুন্ধে যং কাময়েত ক্ষোধুকঃ স্যাদিত্যূনাং তস্যোপ দধ্যাৎক্ষোধুক এব ভবতি যং কাময়েতানুপদস্যদন্নমদ্যাদিতি পূর্ণাং তস্যোপ দধ্যাদনুপদস্যদেবান্নমত্তি সহস্রং বৈ প্রতি পুরুষঃ পশূনাং যচ্ছতি সহস্রমন্যে পশবো মধ্যে পুরুষশীর্ষমুপ দধাতি সবীর্যত্বায়োখায়ামপি দধাতি প্রতিষ্ঠামেবৈনদ্গময়তি ব্যৃদ্ধং বা এতৎ প্রাণৈরমেধ্যং যৎপুরুষশীর্ষমমৃতং খলু বৈ প্রাণাঃ অমৃতং হিরণ্যং প্রাণেষু হিরণ্যশল্কান্প্রত্যস্যতি প্রতিষ্ঠামেবৈনদ্গময়িত্বা প্রাণৈঃ সমর্ধয়তি দধ্না মধুমিশ্রেণ পূরয়তি মধব্যোঽসানীতি শৃতাতঙ্ক্যেন মেধ্যত্বায় গ্রাম্যং বা এতদন্নং যদ্দধ্যারণ্যং মধু যদ্দধ্না মধুমিশ্রেণ পূরয়ত্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ পশুশীর্ষাণ্যুপ দধাতি পশবো বৈ পশুশীর্ষাণি পশূনেবাব রুন্ধে যং কাময়েতা… পুঃ স্যাদিতি বিষূচীনানি তস্যোপ দধ্যাদ্বিষূচ এবাস্মাৎ পশূন্দধাত্যপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্ৎ-স্যাদিতি সচীচিনানি তস্যোপ দধ্যাৎ সমীচ এবাস্মৈ পশূন্দধাতি পশুমানেব ভবতি পুরস্তাৎ প্রতীচীনমশ্বস্যোপ দধাতি পশ্চাৎ প্রাচীনমৃষভস্যাপশবো বা অন্যে গোঅশ্বেভ্যঃ পশবো গোঅশ্বানেবাস্মৈ সমীচো দধাত্যেতাবন্তো বৈ পশবঃ দ্বিপাদশ্চ চতুষ্পাদশ্চ তান্বা এতদগ্নৌ প্র দধাতি যৎপশুশীর্ষাণ্যুপদধাত্যমারণ্যমনু তে দিশামীত্যাহ গ্রাম্যেভ্য এব পশুভ্য আরণ্যান্ পশূঞ্ছুচমনুৎসৃজতি তস্মাৎ সমাবৎ পশূনাং প্রজায়মানানামারণ্যাঃ পশবঃ কনীয়াংস শুচা হ্যতাঃ সর্পশীর্ষমুপ দধাতি যৈব সর্পে ত্বিষিস্তামেবাব রুন্ধে যৎ সমীচীনং পশুশীর্ষৈরুপদধ্যাদ্ গ্রাম্যান্ পশূন্দং-শুকাঃ স্যুর্যদ্বিষূচীনমারণ্যান্যজুরেব বদেদব তাং ত্বিষিং রুন্ধে যা সর্পে ন গ্রাম্যান্ পশূন্ হিনস্তি নাহরণ্যানথো খলূপধেয়মেব যদুপদধাতি তেন তাং ত্বিষিমব রুন্ধে যা সর্পে যদ্যজুর্বদতি তেন শমতম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—অপস্যা, প্রাণভৃৎ ও অপানভৃৎ উখার কথা বলা হয়েছে। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ পশুর্বা এষ যদগ্নির্যোনিঃ খলু বা এষা পশোর্বিক্রিয়তে যৎপ্রাচীন-

মৈষ্টকাদ্যজুঃ ক্রিয়তে রেতোঽপস্যা অপস্যা উপ দধাতি যোনাবেব রেতো দধাতি পঞ্চোপ দধাতি পাঙ্‌ক্তাঃ পশবঃ পশূনেবাস্মৈ প্র জনয়তি পঞ্চ দক্ষিণতো বজ্রো বা অপস্যা বজ্রেণৈব যজ্ঞস্য দক্ষিণতো রক্ষাংস্যপ হন্তি পঞ্চ পশ্চাৎ প্রাচীরুপ দধাতি পশ্চাদ্বৈ প্রাচীনং রেতো দধাতি পঞ্চ পুরস্তাৎ প্রতীচীরুপ দধাতি পঞ্চ পশ্চাৎ প্রাচীস্তস্মাৎপ্রাচীনং রেতো ধীয়তে প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে পঞ্চোত্তরতশ্ছন্দস্যাঃ পশবো বৈ ছন্দস্যাঃ পশূনেব প্রজাতান্ৎ স্বমায়তনমভি পর্য্যূহত ইয়ং বা অগ্নেরতিদাহাদবিভেৎ সৈতাঃ অপস্যা অপশ্যত্তা উপাধত্ত ততো বা ইমাং নাত্যদহদ্যদপস্যা উপদধাত্যস্যা অনতিদাহায়োবাচ হেয়মদদিৎ স ব্রহ্মণাঽন্নং যস্যৈতা উপধীয়ান্তৈ য উ চৈনা এবং বেদেদিতি প্রাণভৃত উপ দধাতি রেতস্যেব প্রাণান্দধাতি তস্মাদ্বদন্ প্রাণন্ পশ্যঞ্ছৃন্বন্ পশুর্জ্জায়তেঽয়ং পুরঃ ভুব ইতি পুরস্তাদুপ দধাতি প্রাণমেবৈতাভির্দ্দাধারায়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্ম্মেতি দক্ষিণতো মন এবৈতাভির্দ্দাধারায়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচা ইতি পশ্চাচ্চক্ষুরেবৈতাভির্দ্দাধারেদমুত্তরাৎ সুবরিত্যুত্তরতঃ শ্রোত্রমেবৈতাভির্দ্দাধারেয়মুপরি মতিরিত্যুপরিষ্টাদ্বাচমেবৈতাভির্দ্দাধার দশদশোপ দধাতি সবীর্য্যত্বায়াক্ষয়া উপ দধাতি তস্মাদক্ষয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ যাঃ প্রাচীস্তাভির্বসিষ্ঠ আর্ধ্নোদ্যা দক্ষিণা তাভির্ভরদ্বাজো যাঃ প্রতীচীস্তাভির্বিশ্বামিত্রো যা উদীচীস্তাভির্জমদগ্নির্যা ঊর্ধ্বাস্তাভির্বিশ্বকর্ম্মা য এবমেতাসামৃদ্ধিং বেদর্ধ্নোত্যেব য আসামেবং বন্ধুতাং বেদ বন্ধুমান্ ভবতি য আসামেবং কৢপ্তিং বেদ কল্পতে অস্মৈ য আসামেবমায়তনং বেদাঽয়তনবান্ ভবতি য আসামেবং প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি প্রাণভৃত উপধায় সংযত উপ দধাতি প্রাণানেবাস্মিন্ধিত্বা সংযদ্ভিঃ সং যচ্ছতি তৎসংযতাং সংযত্ত্বমথো প্রাণ এবাপানং দধাতি তস্মাৎ প্রাণাপানৌ সং চরতো বিষূচীরুপ দধাতি তস্মাদ্বিষ্বঞ্চৌ প্রাণাপানৌ যদ্বা অগ্নেরসংযতম্ অসুবর্গ্যমস্য তৎসুবর্গ্যোঽগ্নির্যৎসংযত উপদধাতি সমেবৈনং যচ্ছতি সুবর্গ্যমেবাকস্ত্র্যবির্বয়ঃ কৃতময়ানামিত্যাহ বয়োভিরেবান্নব রুন্ধেঽবৈর্বয়াংসি সর্ব্বতো বায়ুমতীর্ভবন্তি তস্মাদয়ং সর্ব্বতঃ পবতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—চিতিতে অপস্যার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ গায়ত্রী ত্রিষ্টুব্জগত্যনুষ্টুক্পঙ্‌ক্ত্যা সহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুৎসূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। দ্বিপদা যা চতুষ্পদা ত্রিপদা যা চ ষট্‌পদা। সছন্দা যা চ বিচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। মহানাম্নী রেবতয়ো বিশ্বা আশাঃ প্রসূবরীঃ। মেঘ্যা বিদ্যুতো বাচঃ সূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। রজতা হরিণীঃ সীসা যুজো যুজ্যন্ত কর্ম্মভিঃ। অশ্বস্য বাজিনস্ত্বচি সূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। নারীঃ তে পত্নয়ো লোম বি চিন্বন্তু মনীষয়া। দেবানাং পত্নীর্দ্দিশঃ সূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিযূয়। ইহেহৈষাং কৃণুত ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ ॥ ১১ ॥

[একাদশ অনুবাকে—আশ্বমেধিক অশ্বের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ; পংক্তি, বৃহতী, উষ্ণিক্ ও ককুৎ নামক ছন্দের অভিমানী দেবগণ, হে অশ্ব, তোমাকে সুবর্ণ সূচীর দ্বারা চিহ্নিত করুক। দ্বিপদা, চতুষ্পদা, ত্রিপদা, ষট্‌পদ, সছন্দা ও বিচ্ছন্দা নামক মন্ত্রের অভিমানী দেবতা তোমাকে সূচীর দ্বারা চিহ্নিত করুক। মহানাম্নী, রেবতী, বিশ্বা, প্রসূবরী (সকলের প্রসবের কারণরূপা), আশা (সকল দিক্-দেবীগণ), মেঘ্যা (মেঘে উৎপন্ন দেবীগণ), বিদ্যুৎ (বিদ্যুতের অভিমানী

দেবীগণ) ও বাক্ (গর্জনের অভিমানী দেবীগণ) নামক দেবীগণ, হে অশ্ব, তোমাকে রজত নির্মিত সূচীর দ্বারা চিহ্নত করুক। রৌপ্য, হিরণ্ময়, লোহময়, লেখনকর্মের যোগ্য সূচী সকল। অন্নের কারণ অশ্বের ত্বকে লেখনাদি ব্যাপারে যুক্ত হয়। হে অশ্ব, লেখনকুশল দেবগণ সে সকল সূচীর দ্বারা তোমাকে চিহ্নিত করুক। মহিষীগণ, রাজপত্নীগণ তাদের বুদ্ধির দ্বারা হে অশ্ব, তোমার লোম-গুলি পৃথক করুক। দেবপত্নীগণ ও দিগ্‌দেবতাগণ লোহময় শূচীর দ্বারা তোমাকে চিহ্নিত করুক। হে প্রিয় অশ্বমেধ হবির ভোক্তা দেবগণ, কৃষকগণ ধান্য ছেদন কালে যেরূপ পক্ক অপক্ক বেছে পক্ক ধান্য ছেদন করে, সেরূপ তোমরা নাস্তিক ও শ্রদ্ধালু এ বিবেচনা করে শ্রদ্ধালু যজমানের হবি গ্রহণ কর। ১১।৬ ॥

মন্ত্র ঃ কস্ত্বা ছ্যতি কস্ত্বা বি শাস্তি কস্তে গাত্রাণি শিম্যতি। ক উ তে শমিতা কবিঃ। ঋতবন্ত ঋতুধা পরুঃ শমিতারো বি শাসতু। সম্বৎসরস্য ধায়সা শিমীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা। দৈব্যা অধ্বর্য্যবস্ত্বা ছ্যন্তু বি চ শাসতু। গাত্রাণি পর্ব্বশস্তে শিমাঃ কৃন্বন্তু শিম্যন্তঃ। অর্দ্ধমাসাঃ পরূংষি তে মাসাশ্ছ্যন্তু শিম্যন্তঃ। অহোরাত্রাণি মরুতো বিলিষ্টম্ সূদয়ন্তু তে। পৃথিবী তেঽন্তরিক্ষেণ বায়ুশ্ছিদ্রং ভিষজ্যতু। দ্যৌস্তে নক্ষত্রৈঃ সহ রূপং' কৃণোতু সাধুয়া। শং তে পরেভ্যো গাত্রেভ্যঃ শমস্ত্ববরেভ্যঃ। শমস্থভ্যো মজ্জভ্যঃ শমু ত্বে তনুবে ভুবৎ ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে আশ্বমেধিক অশ্বের বিশসনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে অশ্ব প্রজাপতি তোমাকে ছেদন করছে, তারপর প্রজাপতি তোমার অবয়বগুলি পৃথক করছে, তারপর প্রজাপতি গাত্রের অবয়বগুলি সুরক্ষিত করছে। বিদ্বান, ছেদনকার্যে অভিজ্ঞ প্রজাপতি তোমার ছেদনকর্তা, অপর কোন সাধারণ মানুষ নয়।

[অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ২৩ অধ্যায়ের ৪০ থেকে ৪৪ মন্ত্রে দেখুন।] ১২।৬ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ উৎসন্নযজ্ঞো বা এষ যদগ্নিঃ কিং বাহৈতস্য ক্রিয়তে কিং বা ন যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রিয়মাণস্যান্তর্যন্তি পয়াত বা অস্য তদাশ্বিনীরূপ দধাত্যশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ তাভ্যামেবাস্মৈ ভেষজম্ করোতি পঞ্চোপ দধাতি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যাবানেব যজ্ঞস্তস্মৈ ভেষজং করোত্যৃতব্যা উপ দধাত্যেতনাং কৃপ্ত্যৈ পঞ্চোপ দধাতি পঞ্চ বা ঋতবো যাবন্ত এবর্ত্তবস্তান্ কল্পয়তি সমানপ্রভৃতয়ো ভবন্তি সমানোদর্কাস্তস্মাৎ সমানা ঋতব একেন পদেন ব্যাবর্ত্তন্তে তস্মাদৃতবো ব্যাবর্ত্তন্তে প্রাণভৃত উপ দধাত্যৃতুষ্বেব প্রাণান্দধাতি তস্মাৎ সমানাঃ সন্ত ঋতবো ন জীর্য্যন্ত্যথো প্র জনয়ত্যে-বৈনানেষ বৈ বায়ুর্যৎ প্রাণো যদৃতব্যা উপধায় প্রাণভৃতঃ উপদধাতি তস্মাৎ সর্ব্বা-নৃতূননু বায়ুরা বরীবর্ত্তি বৃষ্টিসনীরূপ দধাতি বৃষ্টিমেবাব রুন্দ্ধে যদেকধোপ-দধ্যাদেকমৃতুং বর্ষেদনুপরিহারং সাদয়তি তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্বর্ষতি যৎ প্রাণভৃত উপধায় বৃষ্টিসনীরুপদধাতি তস্মাদ্বায়ুপ্রচ্যুতা দিবো বৃষ্টিরীত্তে পশবো বৈ বয়স্যা নানামনসঃ খলু বৈ পশবো নানাব্রতাস্তেঽপ এবাভি সমনসঃ যং কাময়েতা-পশুঃ স্যাদিতি বয়স্যাস্তস্যোপধায়াপস্যা উপ দধ্যাদসংজ্ঞানমেবাস্মৈ পশুভিঃ করোত্যপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমানৎ স্যাদিত্যপস্যাস্তস্যোপধায় বয়স্যা উপ

দধ্যাৎ সংজ্ঞানমেবাস্মৈ পশুভিঃ করোতি পশুমানেব ভবতি চতস্রঃ পুরস্তাদুপ দধাতি তস্মাচ্চত্বারি চক্ষুষো রূপাণি দ্বে শুক্লে দ্বে কৃষ্ণে মূর্দ্ধন্বতীর্ভবন্তি তস্মাৎ পুরস্তান্মূর্ধা পঞ্চ দক্ষিণায়াং শ্রোণ্যামুপ দধাতি পঞ্চোত্তরস্যাং তস্মাৎ পশ্চাদ্বর্ষীয়ান্ পুরস্তাৎ প্রবণঃ পশুর্বস্তো বয় ইতি দক্ষিণেঽংস উপ দধাতি বৃষ্ণির্বয় ইত্যুত্তরেঽংসাবেব প্রতি দধাতি ব্যাঘ্রো বয় ইতি দক্ষিণে পক্ষ উপ দধাতি সিংহো বয় ইত্যুত্তরে পক্ষয়োরেব বীর্য্যং দধাতি পুরুষো বয় ইতি মধ্যে তস্মাৎ পুরুষ পশূনামধিপতিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ প্রথম অনুবাকে—আশ্বিন্য, ঋতব্য প্রাণভৃৎ, অপস্যা ও বয়স্যা নামক চিতির কথা বলা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রাগ্নী অব্যথমানামিতি স্বয়মাতৃন্নামুপ দধাতীন্দ্রাগ্নিভ্যাং বা ইমৌ লোকৌ বিধৃতাবনয়োর্লোকয়োর্বিধৃত্যো অধৃতেব বা এষা যন্মধ্যমা চিতিরন্তরিক্ষমিব বা এষেন্দ্রাগ্নী ইত্যাহেন্দ্রাগ্নী বৈ দেবানামোজোভৃতাবোজসৈবৈনামন্তরিক্ষে চিনুতে ধৃত্যৈ স্বয়মাতৃন্নামুপ দধাত্যন্তরিক্ষং বৈ স্বয়মাতৃন্নাঽরিক্ষমেবোপ ধত্তেঽশ্বমুপ ঘ্রাপয়তি প্রাণমেবাস্যাং দধাত্যথো প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ প্রজাপতিনৈবাগ্নিং চিনুতে স্বয়মাতৃন্না ভবতি প্রাণানামুৎসৃষ্ট্যা অথো সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ দেবানাং বৈ সুবর্গং লোকং যতাং দিশঃ সমব্রীয়ন্ত ত এতা দিশ্যা অপশ্যন্তা উপাদধত তাভির্বৈ তে দিশোঽদৃংহন্যদ্দিশ্যা উপদধাতি দিশাং বিধৃত্যৈ দশ প্রাণভৃতঃ পুরস্তাদুপ দধাতি নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমী প্রাণানেব পুরস্তাদ্ধত্তে তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রাণা জ্যোতিষ্মতীমুত্তমানুপ দধাতি তস্মাৎ প্রাণানাং বাগ্ জ্যোতিরুত্তমা দশোপ দধাতি দশাক্ষরা বিরাড্ বিরাট্ছন্দসাম্ জ্যোতির্জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্ধত্তে তস্মাৎ পুরস্তাজ্জ্যোতিরুপাঽস্মহে ছন্দাংসি পশুষ্বাজিময়ুস্তান্ বৃহত্যুদজয়ত্তস্মাদ্বার্হতাঃ পশব উচ্যন্তে মা ছন্দ ইতি দক্ষিণত উপ দধাতি তস্মাদ্দক্ষিণাবৃতো মাসাঃ পৃথিবী ছন্দ ইতি পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত্যা অগ্নির্দেবতে-ত্যুত্তরত ওজো বা অগ্নিরোজ এবোত্তরতো ধত্তে তস্মাদুত্তরতোভিপ্রয়ায়ী জয়তি ষট্ত্রিংশৎ সংপদ্যন্তে ষট্ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে বৃহতী ছন্দসাং স্বারাজ্যং পরীয়ায় যস্যৈতাঃ উপধীয়ন্তে গচ্ছতি স্বারাজ্যং সপ্ত বালখিল্যাঃ পুরস্তাদুপ দধাতি সপ্ত পশ্চাৎ সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ প্রাণানাং সবীর্য্যত্বায় মূর্ধাঽসি রাড়িতি পুরস্তাদুপ দধাতি যন্ত্রী রাডিতি পশ্চাৎ প্রাণানেবাস্মৈ সমীচো দধাতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে—স্বয়মাতৃন্না ও দিশ্য প্রাণভৃৎ চিতির কথা বলা বলা হয়েছে। ২।১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা এতা অক্ষয়া-স্তোমীয়া অপশ্যন্তা অন্যথাঽনূচ্যান্যথোপাদধত তদসুরা নান্ববায়ংস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যদক্ষয়াস্তোমীয়া অন্যথাঽনূচ্যান্যথোপদধাতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যাশুস্ত্রিবৃদিতি পুরস্তাদুপ দধাতি যজ্ঞমুখং বৈ ত্রিবৃৎ যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বি যাতয়তি ব্যোম সপ্তদশ ইতি দক্ষিণতোঽন্নং বৈ ব্যোমান্নং সপ্তদশোঽন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণেনান্নমদ্যতে ধরুণ একবিংশ ইতি পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা বা একবিংশঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ভান্তঃ পঞ্চদশ ইত্যুত্তরত ওজো বৈ ভান্তঃ ওজঃ পঞ্চদশ ওজ এবোত্তরতো ধত্তে তস্মাদুত্তরতোভিপ্রয়ায়ী জয়তি প্রতূর্ত্তিরষ্টাদশ ইতি পুরস্তাৎ উপ দধাতি দ্বৌ ত্রিবৃতাবভিপূর্বং যজ্ঞমুখে বি যাতয়ত্যভিবর্ত্তঃ সবিংশ ইতি দক্ষিণতোঽন্নং অভিবর্ত্তোঽন্নং সবিংশোঽন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণে-

নান্নমদ্যাত্তে বর্চ্চো দ্বাবিংশ ইতি পশ্চাদ্যাস্বিংশতিস্বর্ব তেন বিরাজো যদূখে প্রতিষ্ঠা তেন বিরাজোরেবাভিপূর্ব্বমন্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠতি তপো নবদশ ইত্যুত্তরতস্তস্মাৎ সব্যঃ হস্তয়োস্তপস্বিতরো যোনিশ্চতুর্ব্বিংশ ইতি পুরস্তাদুপ দধাতি চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী যজ্ঞমুখং যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বি যাতয়তি গর্ভাঃ পঞ্চবিংশ ইতি দক্ষিণতোহন্নং বৈ গর্ভা অন্নং পঞ্চবিংশোহন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণেনান্নমদ্যাত ওজস্ত্রিণব ইতি পশ্চাদিমে বৈ লোকাস্ত্রিণব এম্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠতি সম্ভরণস্ত্রয়োবিংশ ইতি উত্তরতস্তস্মাৎ সব্যো হস্তয়োঃ সম্ভার্য্যতরঃ ক্রতুরেক ত্রিংশ ইতি পুরস্তাদুপ দধাতি বাগ্বৈ ক্রতুর্যজ্ঞমুখং বাগ্‌যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বি যাতয়তি ব্রধ্নস্য বিষ্টপং চতুস্ত্রিংশ ইতি দক্ষিণতোঽসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নস্য বিষ্টপং ব্রহ্মবর্চ্চসমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণোহর্ধো ব্রহ্মবর্চ্চসিতরঃ প্রতিষ্ঠা ত্রয়স্ত্রিংশ ইতি পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত্যৈ নাকঃ ষট্‌ত্রিংশ ইত্যুত্তরতঃ সুবর্গো বৈ লোকা নাকঃ সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ ॥ ৩ ।

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—বৃহতী ও বালখিল্য চিতির কথা বলা হয়েছে ॥ ৩।১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নের্ভাগোঽসীতি পুরস্তাদুপ দধাতি যজ্ঞমুখং বা অগ্নির্যজ্ঞমুখং দীক্ষা যজ্ঞমুখং ব্রহ্ম যজ্ঞমুখং ত্রিবৃদ্যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বি যাতয়তি নৃচক্ষসাং ভাগোঽসীতি দক্ষিণতঃ শুশ্রুবাংসো বৈ নৃচক্ষসোঽন্নং ধাতা জাতায়ৈবাস্মা অন্নমপি দধাতি তস্মাজ্জাতোঽন্নমত্তি জনিত্রং স্পৃতং সপ্তদশঃ স্তোম ইত্যাহান্নং বৈ জনিত্রম্ অন্নং সপ্তদশোঽন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণেনান্নমদ্যাতে মিত্রস্য ভাগোঽসীতি পশ্চাৎ প্রাণো বৈ মিত্রোঽপানো বরুণঃ প্রাণাপানাবেবাস্মি দধাতি দিবো বৃষ্টির্বাতাঃ স্পৃতো একবিংশঃ স্তোম ইত্যাহ প্রতিষ্ঠা বা একবিংশঃ প্রতিষ্ঠিত্যা ইন্দ্রস্য ভাগোঽসীত্যুত্তরত ওজো বা ইন্দ্র ওজো বিষ্ণুরোজঃ ক্ষত্রমোজঃ পঞ্চদশ ওজ এবোত্তরতো ধত্তে তস্মাদুত্তরতোভিপ্রয়ায়ী জয়তি বসূনাং ভাগোঽসীতি পুরস্তাদুপ দধাতি যজ্ঞমুখং বৈ বসবো যজ্ঞমুখং রুদ্রা যজ্ঞমুখং চতুর্ব্বিংশো যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বি যাতয়ত্যাদিত্যানাং ভাগোঽসীতি দক্ষিণতোঽন্নং বা আদিত্যা অন্নং মরুতোঽন্নং গর্ভা অন্নং পঞ্চবিংশোঽন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণেনান্নমদ্যতেঽদিত্যৈ ভাগঃ অসীতি পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা বা অদিতিঃ প্রতিষ্ঠা পূষা প্রতিষ্ঠা ত্রিণবঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ দেবস্য সবিতুর্ভাগোঽসীত্যুত্তরতো ব্রহ্ম বৈ দেবঃ সবিতা ব্রহ্ম বৃহস্পতির্ব্রহ্ম চতুষ্টোমো ব্রহ্মবর্চ্চসমেবোত্তরতো ধত্তে তস্মাদুত্তরাহর্ধো ব্রহ্মবর্চ্চসিতরঃ সাবিত্রবতী ভবতি প্রাসূত্যৈ তস্মাদ্ব্রাহ্মণানামুদীচী সনিঃ প্রসূতা ধর্ত্রশ্চতুষ্টোম ইতি পুরস্তাদুপ দধাতি যজ্ঞমুখং বৈ ধর্ত্রং যজ্ঞ-মুখং চতুষ্টোমো যজ্ঞমুখমেব পুরস্তাদ্বিযাতয়তি যাবানাং ভাগোঽসীতি দক্ষিণতো মাসা বৈ যাবা অর্ধমাসা অযাবাস্তস্মাদ্দক্ষিণাবৃতো মাসা অন্নং বৈ যাবা অন্নং প্রজা অন্নমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণেনান্নমদ্যাত ঋভূণাং ভাগোঽসীতি পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত্যৈ বিবর্ত্তোঽষ্টাচত্বারিংশ ইত্যুত্তরতোঽনয়োর্লোকয়োঃ সবীর্য্যত্বায় তস্মাদিমৌ লোকৌ সমাবদ্বীর্য্যৌ যস্য মুখ্যবতীঃ পুরস্তাদুপধীয়ন্তে মুখ্য এব ভবত্যাঽস্য মুখ্যো জায়তে যস্যান্নবতীর্দক্ষিণতোঽত্ত্যন্নমাঽস্যান্নাদো জায়তে যস্য প্রতিষ্ঠাবতীঃ পশ্চাৎ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যস্যোজস্বতীরুত্তরত ওজস্ব্যেব ভবত্যাঽসোজস্বী জায়তেঽর্কো বা এষ যদগ্নিস্তস্যৈতদেব স্তোত্রমেতচ্ছস্ত্রং যদেষা বিধা বিধীয়তেঽর্ক এব তদর্ক্যমনু বি ধীয়তেঽত্ত্যন্নমাঽস্যান্নাদো জায়তে যস্যৈষা বিধা বিধীয়তে য উ চৈনামেবং বেদ সৃষ্টীরুপ দধাতি যথাসৃষ্টমেবাব রুন্ধে ন বা ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাবৃত্তং তে দেবা এতা ব্যুষ্টীরপশ্যন্তা উপাদধত ততো বা ইদং ব্যৌচ্ছদ্যস্যৈতা উপধীয়ন্তে ব্যেবাস্মা উচ্চত্যথো তম এবাপ হতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—স্তোমীয় ও ব্যুষ্টি চিতির কথা বলা হয়েছে। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নে জাতান্ প্র ণুদা নঃ সপত্নানিতি পুরস্তাদুপ দধাতি জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্র ণুদতে সহসা জাতানিতি পশ্চাজ্জনিষ্যমাণানেব প্রতি নুদতে চতুশ্চত্বারিংশঃ স্তোম ইতি দক্ষিণতো ব্রহ্মবর্চসং বৈ চতুশ্চত্বারিংশো ব্রহ্মবর্চসমেব দক্ষিণতো ধত্তে তস্মাদ্দক্ষিণোঽর্ধো ব্রহ্মবর্চসিতরঃ ষোড়শঃ স্তোম ইত্যুত্তরত ওজো বৈ ষোড়শ ওজ এবোত্তরতো ধত্তে তস্মাৎ উত্তরতোভিপ্রায়য়ী জয়তি বজ্রো বৈ চতুশ্চত্বারিংশো বজ্রঃ ষোড়শো যদেতে ইষ্টকে উপদধাতি জাতাংশ্চৈব জনিষ্যমাণাংশ্চ ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদ্য বজ্রমনু প্র হরতি স্তৃত্যৈ পুরীষবতীং মধ্য উপ দধাতি পুরীষং বৈ মধ্যামাত্মনঃ সাত্মানমেবাগ্নিং চিনুতে সাত্মাঽমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি য এবং বেদৈতা বা অসপত্না নামেষ্টকা যস্যৈতা উপধীয়ন্তে নাস্য সপত্নো ভবতি পশুর্বা এষ যদগ্নির্বিরাজ উত্তমায়াং চিত্যামুপ দধাতি বিরাজমেবোত্তমাং পশুষু দধাতি তস্মাৎ পশুমানুত্তমাং বাচং বদতি দশদশোপ দধাতি সবীর্যত্বায়াক্ষ্ণয়োপ দধাতি তস্মাদক্ষ্ণয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ যানি বৈ ছন্দাংসি সুবর্গ্যাণ্যাসন্তৈর্দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেনর্ষয়ঃ অশ্রাম্যন্তে তপোঽতপ্যন্ত তানি তপসাঽপশ্যন্তেভ্য এতা ইষ্টকা নিরমিমতেবশ্ছন্দো বরিবশ্ছন্দ ইতি তা উপাদধত তাভির্বৈ তে সুবর্গং লোকমায়ন্যদেতা ইষ্টকা উপদধাতি যান্যেব ছন্দাংসি সুবর্গ্যাণি তৈরেব যজমানঃ সুবর্গাং লোকমেতি যজ্ঞেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাঃ স্তোমভাগৈরেবাসৃজত যৎ স্তোমভাগা উপদধাতি প্রজা এব তদ্যজমানঃ সৃজতে বৃহস্পতির্বা এতদ্যজ্ঞস্য তেজঃ সমভরদ্যৎ স্তোমভাগা যৎ স্তোমভাগা উপদধাতি সতেজসমেবাগ্নিং চিনুতে বৃহস্পতির্বা এতাং যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠামপশ্যদ্যৎ স্তোমভাগা যৎ স্তোমভাগা উপদধাতি যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ সপ্তসপ্তোপ দধাতিসবীর্যত্বায় তিস্রো মধ্যে প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—অসপত্ন ও বিড়াট্ নামক চিতির কথা বলা হয়েছে। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ রশ্মিরিত্যেবাঽদিত্যমসৃজত প্রেতিরিতি ধর্মমন্বিতিরিতি দিবং সন্ধিরিত্যন্তরিক্ষং প্রতিধিরিতি পৃথিবীং বিষ্টম্ভ ইতি বৃষ্টিং প্রবেত্যহরনুবেতি রাত্রিমুশিগিতি বসূন্ প্রকেত ইতি রুদ্রান্ৎ সুদীতিরিত্যাদিত্যানোজ ইতি পিতৄংস্তন্তুরিতি প্রজাঃ পৃতনাষাডিতি পশূন্ রেবদিত্যোষধীরভিজিদসি যুক্তগ্রাবা ইন্দ্রায় ত্বেন্দ্রং জিন্বেত্যেব দক্ষিণতো বজ্রং পর্য্যোহদভিজিত্যৈ তা প্রজা অপপ্রাণা অসৃজত তাস্বধিপতিরসীত্যেব প্রাণমদধাদ্যন্তেত্যপানং সংসর্প ইতি চক্ষুর্বয়োধা ইতি শ্রোত্রং তাঃ প্রজাঃ প্রাণতীরপানতীঃ পশ্যন্তীঃ শৃণ্বতীর্ন মিথুনী অভবন্তাসু ত্রিবৃদসীত্যেব মিথুনমবধাত্তাঃ প্রজা মিথুনী ভবন্তীর্ন প্রাজায়ন্ত তাঃ সংরোহোঽসি নীরোহোঽসীত্যেব প্রাজনয়ত্তাঃ প্রজাঃ প্রজাতা ন প্রত্যতিষ্ঠন্তা বসুকোঽসি বেষশ্রিরসি বস্যষ্টিরসীত্যেবৈষু লোকেষু প্রত্যষ্ঠাপয়দ্যদাহ বসুকোঽসি বেষশ্রিরসি বস্যষ্টিরসীতি প্রজা এব প্রজাতা এষু লোকেষু প্রতি ষ্ঠাপয়তি সাত্মাঽন্তরিক্ষং রোহতি সপ্রাণোঽমুষ্মিল্লোঁকে প্রতি তিষ্ঠত্যব্যর্ধুকঃ প্রাণাপানাভ্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—স্তোম ভাগ ও নাক সংজ্ঞক চিতির কথা বলা হয়েছে। ৬ ॥

মন্ত্র ঃ নাকসদ্ভির্বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তন্নাকসদাং নাকসত্বং যন্নাকসদ উপদধাতি নাকসদ্ভিরেব তদ্যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি সুবর্গো বৈ লোকো

নাকো যস্যৈতা উপধীয়ন্তে নাস্মা অকং ভবতি যজমানায়তনং বৈ নাকসদো যন্নাকসদ উপদধাত্যায়তনমেব তদ্যজমানঃ কুরুতে পৃষ্ঠানাং বা এতত্তেজঃ সম্ভৃতং যন্নাকসদো৷ যন্নাকসদঃ উপদধাতি পৃষ্ঠানামেব তেজোঽব রুন্ধে পঞ্চচোড়া উপ দধাত্যপ্সরসঃ এবৈনমেতা ভূতা অমুষ্মিল্লোঁক উপ শেরেঽথো তনূপানীরেবৈতা যজমানস্য যং দ্বিষ্যাত্তমুপদধন্ধ্যায়েদেতাভ্য এবৈনং দেবতাভ্য তা বৃশ্চতি তাজগার্ত্তি মাচ্ছর্ত্যুত্তরা নাকসদ্ভ্য উপ দধাতি যথা জায়ামানীয় গৃহেষু নিষাদয়তি তাদৃগেব তৎ পশ্চাৎ প্রাচীমুত্তমামুপ দধাতি তস্মাৎ পশ্চাৎ প্রাচী পত্ন্যন্বাস্তে স্বয়মাতৃন্নাং চ বিকর্ণীং চোত্তমে উপ দধাতি প্রাণো বৈ স্বয়মাতৃন্নাহয়ুর্ব্বিকর্ণী প্রাণং চৈবাহয়ুশ্চ প্রাণানামুত্তমৌ ধত্তে তস্মাৎ প্রাণশ্চাহয়ুশ্চ প্রাণানামুত্তমৌ নান্যামুত্তরামিষ্টকামুপ দধ্যাদ্যদন্যামুত্তরামিষ্টকামুপদধ্যাৎ পশূনাং চ যজমানস্য চ প্রাণং চাহয়ুশ্চাপি দধ্যাত্তস্মান্নান্যোত্তরেষ্টকোপধেয়া স্বয়মাতৃন্নামুপ দধাত্যসৌ বৈ স্বয়মাতৃন্নাহমুমেবোপ ধত্তেঽশ্বমুপ ঘ্রাপয়তি প্রাণমেবাস্যাং দধাত্যথো প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ প্রজাপতি-নৈবাগ্নিং চিনুতে স্বয়মাতৃন্না ভবতি প্রাণানামুৎসৃষ্ট্যা অথো সুবর্গস্য লোকস্যা-নুখ্যাত্যা এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদ্বিকর্ণী যদ্বিকর্ণীমুপদধাতি দেবনামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমত উত্তরত উপ দধাতি তস্মাদুত্তরত উপচারোঽগ্নির্ব্বায়ুমতী ভবতি সমিদ্ধ্যৈ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—ছন্দোনামক চিতির কথা বলা হয়েছে। ৭ ॥

মন্ত্র ঃ ছন্দাংস্যুপ দধাতি পশবো বৈ ছন্দাংসি পশূনেবাব রুন্ধে ছন্দাংসি বৈ দেবানাং বামং পশবো বামমেব পশূনেব রুন্ধ এতাং হ বৈ যজ্ঞসেনশ্চৈত্রিয়ায়ণ-শ্চিতিং বিদাং চকার তয়া বৈ স পশূনবারুন্ধ যদেতামুপদধাতি পশূনেবাব রুন্ধে গায়ত্রীঃ পুরস্তাদুপ দধাতি তেজো বৈ গায়ত্রী তেজ এব মুখতো ধত্তে মূর্দ্ধন্বতীর্ভবন্তি মূর্দ্ধানমেবৈনং সমানানাং করোতি ত্রিষ্টুভ উপ দধ্যতীন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়মেব মধ্যতো ধত্তে জগতীরুপ দধাতি জাগতা বৈ পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধোঽনুষ্টুভ উপ দধাতি প্রাণা বা অনুষ্টুপ্ প্রাণানামুৎসৃষ্ট্যৈ বৃহতীরুষ্ণিহাঃ পঙ্‌ক্তীরক্ষরপঙ্‌ক্তীরিতি বিষুরূপাণি ছন্দাংস্যুপ দধাতি বিষুরূপা বৈ পশবঃ পশবঃ ছন্দাংসি বিষুরূপানেব পশূনেব রুন্ধে বিষুরূপমস্য গৃহে দৃশ্যতে যস্যৈতা উপধীয়ন্তে য উ চৈনামেবং বেদাতিচ্ছন্দসমুপ দধাত্যতিচ্ছন্দা বৈ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি সর্ব্বেভিরেবৈনং ছন্দোভিশ্চিনুতে বর্ম্ম বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দ-সমুপদধাতি বর্ম্মৈবৈনং সমানানাং করোতি দ্বিপদা উপ দধাতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—বিশ্বজ্যোতির মণ্ডল নামক চিতির কথা বলা হয়েছে। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ সর্ব্বাভ্যো বৈ দেবতাভ্যোঽগ্নিশ্চীয়তে যৎ সযুজো নোপদধ্যাদ্দেবতা অস্যাগ্নিং বৃঞ্জীরন্যৎ সযুজ উপদধাত্যাত্মনৈবৈনং সযুজং চিনুতে নাগ্নিনা ব্যৃধ্যতেঽথো যথা পুরুষঃ স্নাবভিঃ সন্তত এবমেবৈতাভিরগ্নি সন্ততোঽগ্নিনা বৈ দেবা সুবর্গং লোকমায়ন্তা অমূঃ কৃত্তিকা অভবন্যস্যৈতা উপধীয়ন্তে সুবর্গমেব লোকমেতি গচ্ছতি প্রকাশং চিত্রমেব ভবতি মণ্ডলেষ্টকা উপ দধাতীমে বৈ লোকা মণ্ডলেষ্টকা ইমে খলু বৈ লোকা দেবপুরা দেবপুরা এব প্র বিশতি নাঽর্ত্তিমাচ্ছর্ত্যগ্নিং চিক্যানো বিশ্বজ্যোতিষ উপ দধাতীমানেবৈতাভির্ল্লোকান্-জ্যোতিষ্মতঃ কুরুতেঽথো প্রাণানেবৈতা যজমানস্য দাধ্রত্যেতা বৈ দেবতাঃ সুবর্গ্যাস্তা এবান্বারভ্য সুবর্গং লোকমেতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—বৃষ্টিসনি ও সংখ্যসনি চিতির কথা বলা হয়েছে। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ বৃষ্টিসনীরুপ দধাতি বৃষ্টিমেবাব রুন্ধে যদেকয়োপদধ্যাদেকমৃতুং বর্ষেদনুপরিহারং সাদয়তি তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্বর্ষতি পুরোবাতসনিরসীত্যাহৈতদ্বৈ বৃষ্ট্যৈ রূপং রূপেণৈব বৃষ্টিমব রুন্ধে সংযানীভির্বৈ দেবা ইমাল্লোঁকানৎ সমযুস্তৎ সংযানীনাং সংযানিত্বং যৎসংযানীরুপদধাতি যথাঽপ্সু নাবা সংযাত্যেবম্ এবৈতাভির্যজমান ইমাল্লোঁকান্ৎ সং যাতি প্লবো বা এষোঽগ্নের্যৎসংযানীর্যৎসংযানীরুপদধাতি প্লবমেবৈতমগ্নয় উপ দধাত্যুত যস্যৈতাসুপহিতাস্বাপোঽগ্নিং হরন্ত্যহৃত এবাস্যাগ্নিরাদিত্যেষ্টকা উপ দধাত্যাদিত্যা বা এতং ভূত্যৈ প্রতি নুদন্তে যোঽলং ভূত্যৈ সন্ ভূতিং ন প্রাপ্নোত্যাদিত্যাঃ এবৈনং ভূতিং গময়ন্ত্যসৌ বা এতস্যাঽঽদিত্যো রুচমাদত্তে যোঽগ্নিং চিত্বা ন রোচতে যদাদিত্যেষ্টকা উপদধাত্যসাবেবাস্মিন্নাদিত্যো রুচং দধাতি যথাঽসৌ দেবানাং রোচত এবমেবৈষ মনুষ্যাণাং রোচতে ঘৃতেষ্টকা উপ দধাত্যেতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ঘৃতং প্রিয়েণৈবৈনং ধাম্না সমর্দ্ধয়তি অথো তেজস ইনুপরিহারং সাদয়ত্যপরিবর্গমেবাস্মিন্তেজো দধাতি প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত স যশসা ব্যার্দ্ধ্যত স এতা যশোদা অপশ্যত্তা উপাধত্ত তাভির্বৈ স যশ আত্মন্নধত্ত যদ্যশোদা উপদধাতি। যশ এব তাভির্যজমান আত্মন্ধত্তে পঞ্চোপ দধাতি পাঙ্ক্তঃ পুরুষো যাবানেব পুরুষস্তস্মিন্যশো দধাতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—আদিত্য, ঘৃত ও যশোদা নামক চিতির কথা বলা হয়েছে ॥ ১০ ॥

মন্ত্র ঃ দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ কনীয়াংসো দেবা আসন্ ভূয়াংসোঽসুরাস্তে দেবা এতা ইষ্টকা অপশ্যন্তা উপাদধত ভূয়স্কৃদসীত্যেব ভূয়াংসোঽভবন্বনস্পতিভিরোষধীভির্বরিবস্কৃদসীতীমামজয়ন্ প্রাচ্যসীতি প্রাচীং দিশমজয়ন্নূর্ধ্বাঽসীত্যমূমজয়ন্নন্তরিক্ষসদস্যন্তরিক্ষে সীদেত্যন্তরিক্ষমজয়ন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈতা উপধীয়ন্তে ভূয়ানেব ভবত্যভীমাল্লোঁকান্ জয়তি ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যপ্সুষদসি শ্যেনসদসীত্যাহৈতদ্বা অগ্নে রূপং রূপেণৈবাগ্নিমব রুন্ধে পৃথিব্যাস্ত্বা দ্রবিণে সাদয়ামীত্যাহেমানেবৈতাভির্ল্লোকান্দ্রবিণাবতঃ কুরুত আয়ুষ্যা উপ দধাত্যায়ুরেব অস্মিন্দধাত্যগ্নে যত্তে পরং হৃন্নামেত্যাহৈতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম প্রিয়মেবাস্য ধামোপাঽপ্নোতি তাবেহি সং রভাবহা ইত্যাহ ব্যেবৈনেন পরি ধত্তে পাঞ্চজন্যম্বপ্যেধ্যগ্ন ইত্যাহৈষ বা অগ্নিঃ পাঞ্চজন্যো যঃ পঞ্চচিতীকস্তস্মাদেবমাহর্ত্তব্যা উপ দধাত্যেতদ্বা ঋতূনাং প্রিয়ং ধাম যদৃতব্যা ঋতূনামেব প্রিয়ং ধামাব রুন্ধে সুমেক ইত্যাহ সম্বৎসরো বৈ সুমেকঃ সম্বৎসরস্যৈব প্রিয়ং ধামোপাঽপ্নোতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—ভূয়স্কৃদ অগ্নি, দ্রবিণোদা, আয়ুষ্যা, অগ্নি হৃদয় ও ঋতব্যা নামক চিতির কথা বলা হয়েছে। ১১ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতেরক্ষ্যশ্বয়ত্তৎ পরাঽপতত্তদশ্বোঽভবদ্যদশ্বয়ত্তদশ্বস্যাশ্বত্বং তদ্দেবা অশ্বমেধেনৈব প্রত্যদধুরেষ বৈ প্রজাপতিং সর্ব্বং করোতি যোঽশ্বমেধেন যজতে সর্ব্ব এব ভবতি সর্ব্বস্য বা এষা প্রায়শ্চিত্তিঃ সর্ব্বস্য ভেষজং সর্ব্বং বা এতেন পাপ্মানং অতরমপি বা এতেন ব্রহ্মহত্যামতরন্ৎ সর্ব্বং পাপ্মানম্ তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈবমেবং বেদোত্তরং বৈ তৎপ্রজাপতেরক্ষ্যশ্বয়ত্তস্মাদশ্বস্যোত্তরতেঽব দ্যন্তি দক্ষিণতোঽন্যেষাং পশূনাং বৈতসঃ কটো ভবত্যপ্সুযোনির্বা অশ্বোঽপ্সুজো বেতসঃ স্ব এবৈনং যোনৌ প্রতি ষ্ঠাপয়তি চতুষ্টোমঃ স্তোমো ভবতি

সরত্ত্বত বা অশ্বস্য সক্থ্যাহবৃহত্তদ্দেবাশ্চতুষ্টোমেনৈব প্রত্যদধুর্যচ্চতুষ্টোমঃ স্তোমো ভবত্যশ্বস্য সর্ব্বত্বায় ॥ ১২ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বমেধের বিধি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ চতুর্মুখ প্রজাপতির অক্ষিগোলক কোন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ফুলে পড়েছিল। তা ভূমিতে পতিত হয়ে অশ্বরূপে শোভা লাভ করল। প্রজাপতি থেকে দ্রুত পতিত হওয়ায় এর অশ্ব নাম। তারপর দেবগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রজাপতিকে চক্ষুযুক্ত করেন। শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে, তা হলে প্রজাপতির লাভের দ্বারা যজমান সর্বাত্মক হয়। এ অশ্বমেধ যজ্ঞ উপপাতক ও মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত। সকল ব্যাধিঃ পাপক্ষয়ের এ ঔষধ স্বরূপ। এজন্য দেবগণপূর্বজন্মে মানুষরূপে গোহত্যাদি উপপাতকের ও ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তরূপে এ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে পাপমুক্ত হন। যে লোক এ অশ্বমেধের যথাশাস্ত্র জেনে অনুষ্ঠান করে, সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়। প্রজাপতির উত্তরভাগবর্তী বাম চক্ষুর পতন হয়েছিল জন্য এ অশ্বমেধ যজ্ঞের হবিদান উত্তরদিকে করতে হবে। অশ্ব ছাড়া অন্য পশুর দক্ষিণদিকে করতে হয়। বেতস যেমন জলে জন্মে, সেরূপ এ অশ্ব বড়বানলরূপে জলে জন্মেছিল জন্য একে জলে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যে অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ ও একবিংশ এ চারটি স্তোম আছে তাকে চতুষ্টোম বলে। ত্রিসুত্যাত্মক অশ্বমেধের প্রথম দিনে চতুষ্টোমরূপ অগ্নিষ্টোম করতে হয়। এক সময় কোন কৃকলাস অশ্বের সক্থি প্রদেশে উঠে সক্থির মাংস খেয়েছিল। দেবগণ এ চতুষ্টোমের দ্বারা সে সক্থিরূপ বিকলাঙ্গ পূর্ণ করেন। সেজন্য এ চতুষ্টোম যাগ অশ্বের সম্পূর্তির জন্য হয়। ১২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ দেবসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে ন ব্যজয়ন্ত স এতা ইন্দ্রস্তনূরপশ্যত্তা উপাধত্ত তাভির্বৈ স তনুবর্মিন্দ্রিয়ং বীর্যমাত্মন্নধত্ত ততো দবা অভবন্ পরাহসুরা যদিন্দ্রতনূরুপদধাতি তনুবমেব তাভিরিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং যজমান আত্মন্ধত্তেহথো সেন্দ্রমেবাগ্নিং সতনুং চিনুতে ভবত্যাত্মনা পরাস্য ভ্রাতৃব্যঃ ভবতি যজ্ঞো দেবেভ্যোহপাক্রামত্তমবরুধং ন কৃবন্ত এতা যজ্ঞতনূরপশ্যন্তা উপাদধত তাভির্বৈ তে যজ্ঞমবারুন্ধত যদ্যজ্ঞতনূরপদধাতি যজ্ঞমেব তাভির্যজমানোহব রুন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশতমুপ দধাতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবতা দেবতা এবাব রুন্ধেহথো সাত্মানমেবাগ্নিং সতনুং চিনুতে সাত্মাহমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি য এবং বেদ জ্যোতিষ্মতীরুপ দধাতি জ্যোতিরেবাস্মিন্দধাত্যেতাভির্বা অগ্নিশ্চিতো জ্বলতি তাভিরেবৈনং সমিন্ধ উভয়োরস্মৈ লোকয়োর্জ্যোতির্ভবতি নক্ষত্রেষ্টকা উপ দধাত্যেতানি বৈ দিবো জ্যোতীংষি তান্যেবাব রুন্ধে সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণি তান্যেবাহপ্নোত্যথো অনুকাশমেবৈতানি জ্যোতীংষি কুরুতে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ যৎ সংস্পৃষ্টা উপদধ্যাদ্বৃষ্ট্যৈ লোকমপি দধ্যাদবর্ষুকঃ পর্জন্যঃ স্যাদসংস্পৃষ্টা উপ দধাতি বৃষ্ট্যা এব লোকং করোতি বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যো ভবতি পরস্তাদন্যাঃ প্রতীচীরুপ দধাতি পশ্চাদন্যাঃ প্রাচীস্তস্মাৎ প্রাচীনানি চ প্রতীচীনানি চ নক্ষত্রাণ্যা বর্ত্তন্তে। ১।

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—ইন্দ্রতনু, যজ্ঞতনু ও নক্ষত্র নামক ইষ্টকার কথা বলা হয়েছে ॥ ১ ;

মন্ত্র : ঋতব্যা উপ দধাত্যৃতূনাং ক্লৃপ্ত্যৈ স্বন্দমুপ দধাতি তস্মাদ্‌ স্কন্দমৃতবোঽধৃতেব বা এষা যন্মধ্যমা চিতিরন্তরিক্ষমিব বা এষা স্বন্দন্যাসু চিতীষুপ দধাতি চতস্রো মধ্যে ধৃত্যা অন্তঃশ্লেষণং বা এতাশ্চিতীনাং যদাতব্যা যদৃতব্যা উপদধাতি চিতীনাং বিধৃত্যা অবকামনুপদধাত্যেষা বা অগ্নের্যোনিং সযোনিম্‌ এবাগ্নিং চিনুত উবাচ হ বিশ্বামিত্রোঽদদিৎস ব্রহ্মণঽন্নং যস্যৈতা উপধীয়াস্তৈ য উ চৈনা এবং বেদীদিতি সম্বৎসরো বা এতং প্রতিষ্ঠায়ৈ নুদতে যোঽগ্নিং চিত্বা ন প্রতিতিষ্ঠতি পঞ্চ পূর্বাশ্চিতয়ো ভবন্ত্যথ ষষ্ঠীং চিতিং চিনুতে ষড্বা ঋতবঃ সম্বৎসর ঋতুষ্বেব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠত্যেতা বৈ অধিপত্নীর্ণামেষ্টকা যস্যৈতা উপধীয়ন্তেঽধিপতিরেব সমানানাং ভবতি যং দ্বিষ্যাত্তমুপদধদ্ধ্যায়েদেতাভ্য এবৈনং দেবতাভ্য আ বৃশ্চতি তাজগার্তিমাচ্ছর্ত্যঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তো যা যজ্ঞস্য নিষ্কৃতিরাসীত্তামৃষিভ্যঃ প্রত্যৌহন্তদ্ধিরণ্যমভবদ্যদ্ধিরণ্যশল্কৈঃ প্রোক্ষতি যজ্ঞস্য নিষ্কৃত্যা অথো ভেষজমেবাস্মৈ করোতি অথো রূপেণৈবৈনং সমর্ধয়ত্যথো হিরণ্যজ্যোতিষৈব সুবর্গং লোকমেতি সাহস্রবতা প্রোক্ষতি সাহস্রঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বিত্যাহ ধেনূরেবৈনাঃ কুরুতে তা এনং কামদুধা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোক উপতিষ্ঠন্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাকে—চিতির প্রোক্ষণরূপ সংস্কারের কথা বলা হয়েছে ॥ ২ ॥

মন্ত্র : রুদ্রো বা এষ যদগ্নিঃ স এতর্হি জাতো যর্হি সর্বশ্চিতঃ স যথা বৎসো জাতং স্তনং প্রেপ্সত্যেবং বা এষ এতর্হি ভাগধেয়ং প্রেপ্সতি তস্মৈ যদাহুতিং ন জুহুয়াদধ্বর্যুং চ যজমানং চ ধ্যায়েচ্ছতরুদ্রীয়ং জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনং শময়তি নাঽর্তিমাচ্ছর্ত্যধ্বর্যুর্ন যজমানো যদ্‌গ্রাম্যাণাং পশূনাং পয়সি জুহুয়াদ্‌গ্রাম্যান্‌ পশূঞ্ছুচাঽর্পয়েদ্যদারণ্যানামারণ্যান্‌ জর্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদ্গবীধুকযবাগ্বা-বা ন গ্রাম্যান্‌ পশূন্‌ হিনস্তি নাঽরণ্যানথো খল্বাহুরণাহুতির্বৈ জর্তিল্যশ্চ গবীধুকাশ্চেত্যজক্ষীরেণ জুহোত্যাগ্নেয়ী বা এষা যদজাঽহুত্যৈব জুহোতি ন গ্রাম্যান্‌ পশূন্‌ হিনস্তি নাঽরণ্যানঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তঃ অজায়াং ঘর্মং প্রাসিঞ্চন্ৎসা শোচন্তী পর্ণং পরাঽজিহীত সোঽর্কোঽভবত্তদর্কস্যার্কত্বমর্কপর্ণেন জুহোতি সযোনিত্বায়োদঙ্‌তিষ্ঠন্‌ জুহোত্যেষা বৈ রুদ্রস্য দিক্‌ স্বায়ামেব দিশি রুদ্রং নিরবদয়তে চরামায়ামিষ্টকায়াং জুহোত্যন্তত এব রুদ্রং নিরবদয়তে ত্রেধাবিভক্তং জুহোতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ৎ সমাবদ্বীর্যান্‌ করোতীয়ত্যগ্রে জুহোতি অথেয়ত্যথেয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ শময়তি তিস্র উত্তরা আহুতীর্জুহোতি ষট্‌ সং পদ্যন্তে ষড়্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং শময়তি যদনুপরিক্রামং জুহুয়াদন্তরবচারিণং রুদ্রং কুর্য্যাদথো খল্বাহুঃ কস্যাং বাঽহ বিশি রুদ্রঃ কস্যাং বেত্যনুপরিক্রামমেব হোতব্যমপরিবর্গমেবৈনং শময়তি এতা বৈ দেবতাঃ সুবর্গ্যা যা উত্তমাস্তা যজমানং বাচয়তি তাভিরেবৈনং সুবর্গং লোকং গময়তি যং দ্বিষ্যাত্তস্য সঞ্চরে পশূনাং ন্যস্যেদ্যঃ প্রথমঃ পশুরভিতিষ্ঠতি স আর্তিমাচ্ছর্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : তৃতীয় অনুবাকে—শতরুদ্রীয় হোমের কথা বলা হয়েছে ॥ ৩ ॥

মন্ত্র : অশ্মন্নূর্জমিতি পরি ষিঞ্চতি মার্জয়ত্যেবৈনমথো তর্পয়ত্যেব স এনং তৃপ্তোঽক্ষুধ্যন্নশোচন্নমুষ্মিঁল্লোক উপ তিষ্ঠতে তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভির্য এবং

বেদ তাং, ন ইষমূর্জং ধত্ত মরুত সংররাণা ইত্যাহান্নং বা উর্গন্নং মরুতোঽন্ন-মেবাব রুন্ধেঽশ্মংস্তে ক্ষুদমুং তে শুক্ ঋচ্ছতু যং দ্বিষ্ম ইত্যাহ যমেব দ্বেষ্টি তমস্য ক্ষুধা চ শুচা চার্পয়তি ত্রিঃ পরিষিঞ্চন্ পর্যেতি ত্রিবৃদ্বা অগ্নির্যাবা-নেবাগ্নিস্তস্য শুচং শময়তি ত্রিঃ পুনঃ পর্যেতি ষট্ সং পদ্যন্তে ষড্বা ঋতব ঋতুভিরেবাস্য শুচং শময়ত্যপাং বা এতৎপুষ্পং যদ্বেতসোঽপাম্ শরোঽবকা বেতসশাখয়া চাবকাভিশ্চ বি কর্ষত্যাপো বৈ শান্তাঃ শান্তাভিরেবাস্য শুচং শময়তি যো বা অগ্নিং চিতং প্রথমঃ পশুরধিক্রামতীশ্বরো বৈ তং শুচা প্রদহো মণ্ডূকেন বি কর্ষত্যেষ বৈ পশূনামনুপজীবনীয়ো ন বা এষ গ্রাম্যেষু পশুষু হিতো নাঽরণ্যেষু তমেব শুচাঽর্পয়ত্যষ্টাভির্বি কর্ষতি অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রোঽগ্নি-র্যাবানেবাগ্নিস্তস্য শুচং শময়তি পাবকবতীভিরন্নং বৈ পাবকোঽন্নেনৈবস্য শুচং শময়তি মৃত্যুর্বা এষ যদগ্নির্ব্রহ্মণ এতদ্রূপং যৎকৃষ্ণাজিনং কার্ষ্ণী উপানহাবুপ মুঞ্চতে ব্রহ্মণৈব মৃত্যোরন্তর্ধত্তেঽন্তর্মৃত্যোর্ধত্তেঽন্তরন্নাদ্যাদিত্যাহুরন্যামুপমুঞ্চ-তেঽন্যাং নান্তঃ এব মৃত্যোর্ধত্তেঽবান্নাদ্যং রুন্ধে নমস্তে হরসে শোচিষ ইত্যাহ নমস্কৃত্য হি বসীয়াংসমুপচরন্ত্যন্যং তে অস্মত্তপন্তু হেতয় ইত্যাহ যমেব দ্বেষ্টি তমস্য শুচাঽর্পয়তি পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভবেত্যাহান্নং বৈ পাবকোঽন্নমেবাব রুন্ধে দ্বাভ্যামধি ক্রামতি প্রতিষ্ঠিত্যা অপস্যবতীভ্যাং শান্ত্যৈ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : চতুর্থ অনুবাকে—চিতির পরিষেচন ও বিকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। ৪ ॥

মন্ত্র : নৃষদে বডিতি ব্যাঘারয়তি পঙ্‌ক্ত্যাঽহুত্যা যজ্ঞমুখমা রভতেঽক্ষ্ণয়া ব্যাঘারয়তি তস্মাদক্ষ্ণয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ যদ্বষট্কুর্যাদ্যাত-যামাঽস্য বষট্কারঃ স্যাদ্যন্ন বষট্কুর্যাদ্রক্ষাংসি যজ্ঞং হন্যুর্বডিত্যাহ পরোক্ষমেব বষট্করোতি নাস্য যাতযামা বষট্কারো ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি হুতাদো বা অন্যে দেবাঃ অহুতাদেঽন্যে তানগ্নিচিদেবোভয়ান্ প্রীণাতি যে দেবা দেবানামিতি দধ্না মধুমিশ্রেণাবোক্ষতি হুতাদশ্চৈব দেবানহুতাদশ্চ যজমানঃ প্রীণাতি তে যজমানং প্রীণন্তি দধ্নৈব হুতাদঃ প্রীণাতি মধুষাঽহুতাদো গ্রাম্যং বা এতদন্নং যদ্দধ্যারণ্যং মধু যদ্দধ্না মধুমিশ্রেণাবোক্ষত্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈঃ গ্রমুষ্টিনাঽবোক্ষতি প্রাজাপত্যঃ বৈ গ্রমুষ্টিঃ সযোনিত্বায় দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যা অনুপরিক্রামং যবোক্ষত্যপারিবর্গমেবৈনান্ প্রীণাতি বি বা এষ প্রাণৈঃ প্রজয়া পশুভির্ঋধ্যতে যোঽগ্নিং চিন্বন্নধিক্রামতি প্রাণদা অপানদা ইত্যাহ প্রাণানেবাঽত্মন্ধত্তে বর্চোদা বরিবোদা ইত্যাহ প্রজা বৈ বর্চঃ পশবো বরিবঃ প্রজামেব পশূনাত্মন্ধত্ত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তং বৃত্রঃ হতঃ ষোড়শভি-র্ভোগৈরসিনাৎ স এতামগ্নয়েঽনীকবত আহুতিমপশ্যত্তামজুহোত্তস্যাগ্নিরনী-কবান্ৎ স্বেন ভাগধেয়েন প্রীতঃ ষোড়শধা বৃত্রস্য ভোগানপ্যদহদ্বৈশ্বকর্ম্মণেন পাপ্মানো নিরমুচ্যত যদগ্নয়েঽনীকবত আহুতিং জুহোত্যগ্নিরেবাস্যানীকবানৎ স্বেন ভাগধেয়েন প্রীতঃ পাপ্মানমপি দহতি বৈশ্বকর্ম্মণেন পাপ্মনো নির্ম্মুচ্যতে যং কাময়েত চিরং পাপ্মনঃ নির্ম্মুচ্যেতেত্যেকৈকং তস্য জুহুয়াচ্চিরমেব পাপ্মনো নির্ম্মুচ্যতে যং কাময়েত তাজক্ পাপ্মনো নির্ম্মুচ্যেতেঽথো খলু নানৈব সূক্তাভ্যাং জুহোতি নানৈব সূক্তয়োর্বীর্যং দধাত্যথো প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : পঞ্চম অনুবাকে—বৈশ্বকর্ম্ম আহুতির কথা বলা হয়েছে। ৫ ॥

মন্ত্র : উদেনমুত্তরাং নয়েতি সমিধ আ দধাতি যথা জনং যতেঽবসং করোতি তাদৃগেব তত্তিস্র আ দধাতি ত্রিবৃদ্বা অগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তস্মৈ ভাগধেয়ং করোত্যো-দুম্বরীর্ভবন্ত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জমেবাস্মা অপি দধাত্যুদু ত্বা বিশ্বে দেবা ইত্যাহ

প্রাণা বৈ বিশ্বে দেবাঃ প্রাণৈঃ এবৈনমুদ্যচ্ছতেঽগ্নে ভরন্তু চিত্তিভিরিত্যাহ যস্মা এবৈনং চিত্তায়োদ্যচ্ছতে তেনৈবৈনং সমর্ধয়তি পঞ্চ দিশো দৈবীর্যজ্ঞমবন্তু দেবীরিত্যাহ দিশো হ্যেষোঽনু প্রচ্যবতেঽপামতিং দুর্মতিং বাধমানা ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যৈ রায়স্পোষে যজ্ঞপতিমাভজন্তীরিত্যাহ পশবো বৈ রায়স্পোষঃ পশূনেবাব রুন্ধে ষড্ভির্হরতি ষড্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং হরতি দ্বে পরিগৃহ্যবতী ভবতো রক্ষসামপহত্যৈ সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাদিত্যাহ প্রসূত্যৈ ততঃ পাবকা আশিষো নো জুষন্তামিত্যাহান্নং বৈ পাবকোঽন্নমেবাব রুন্ধে দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা এতদপ্রতিরথমপশ্যন্তেন বৈ তেঽপ্রতি অসুরানজয়ন্তদপ্রতিরথস্যাপ্রতিরথত্বং যদপ্রতিরথং দ্বিতীয়ো হোতাঽন্বাহাপ্রত্যেব তেন যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ জয়ত্যথো অনভিজিতমেবাভি জয়তি দশর্চং ভবতি দশাক্ষরা বিরাড্বিরাজেমৌ লোকৌ বিধৃতাবনয়োর্লোকয়োর্বিধৃত্যা অথো দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজ্যেবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠত্যসদিব বা অন্তরিক্ষ মন্তরিক্ষমিবাহ্নীধ্রমাগ্নীধ্রে অশ্মানং নি দধাতি সত্ত্বায় দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত ইত্যাহ ব্যেবৈতয়া মিমীতে মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মেত্যাহান্নং বৈ পৃশ্ন্যন্নমেবাব রুন্ধে চতসৃভিরা পুচ্ছাদেতি চত্বারি ছন্দাংসি ছন্দোভিরেবেন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিত্যাহ বৃধিমেবোপাবর্ত্ততে বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ইত্যাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব রুন্ধে সুম্নহূর্যজ্ঞো দেবা বর্ক্ষাদিত্যাহ প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নং প্রজামেব পশূনাত্মন্ধত্তে যক্ষদগ্নির্দেবো দেবাং আ চ বক্ষদিত্যাহ স্বগাকৃত্যৈ বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীদিত্যাহাসৌ বা আদিত্য উদ্যন্নুদ্‌গ্রাভ এষ নিম্রোচন্নিগ্রাভো ব্রহ্মণৈবাঽত্মান মুদ্গৃহ্নাতি ব্রহ্মণা ভ্রাতৃব্যং নি গৃহ্নাতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—সমিদাধান, অগ্নিপ্রণয়ন, হোতা, প্রতিরথ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। ৬ ॥

মন্ত্র ঃ প্রাচীমনু প্রদিশং প্রেহি বিদ্বানিত্যাহ দেবলোকমেবৈতয়োপাবর্ত্ততে ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমিত্যাহেমানেবৈতয়া লোকান্ ক্রমতে পৃথিব্যা অহমুদন্তরিক্ষমাহরুহমিত্যাহেমানেবৈতয়া লোকানং সমারোহতি সুবর্যন্তো নাপেক্ষন্ত ইত্যাহ সুবর্গমেবৈতয়া লোকমেত্যগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবয়তামিত্যাহোভয়েষ্বেবৈতয়া দেবমনুষ্যেষু চক্ষুর্দধাতি পঞ্চভিরধি ক্রামতি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যাবানেব যজ্ঞস্তেন সহ সুবর্গং লোকমেতি নক্তোষাসেতি পুরোনুবাক্যামন্বাহ প্রত্যা অগ্নে সহস্রাক্ষেত্যাহ সাহস্রঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ তস্মৈ তে বিধেম বাজায় স্বাহেত্যাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব রুন্ধে দধ্নঃ পূর্ণামৌদুম্বরীং স্বয়মাতৃণ্ণায়াং জুহোত্যূর্গ্বৈ দধ্যূর্গুদুম্বরোঽসৌ স্বয়মাতৃণ্ণাঽমুষ্যামেবোর্জং দধাতি তস্মাদমুতোঽর্বাচীমূর্জমুপ জীবামস্তিসৃভিঃ সাদয়তি ত্রিবৃদ্বা অগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তং প্রতিষ্ঠাং গময়তি প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো ন ইত্যৌদুম্বরীমা দধাত্যেষা বৈ সূর্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাংস্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যা অছম্বট্কারং বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্ন ইতি বৈকঙ্কতীমা দধাতি ভা এবাবা রুন্ধেতাং সবিতুর্বরেণ্যস্য চিত্রামিতি শমীময়ীং শান্ত্যা অগ্নির্বা হ বা অগ্নি চিতং দুহেঽগ্নিচিদ্বাঽগ্নিং দুহে তাম্ সবিতুর্বরেণ্যস্য চিত্রামিত্যাহৈষ বা অগ্নের্দোহস্তমস্য কণ্ব এব শ্রায়সোঽবেত্তেন হ স্মৈনং স দুহে যদেতয়া সমিধমাদধাত্যগ্নিচিদেব তদগ্নিং দুহে সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বা ইত্যাহ সপ্তৈবাস্য সপ্তানি প্রীণাতি পূর্ণয়া জুহোতি পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেঃ আপ্ত্যৈ ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত প্রজানাং

সৃষ্ট্যা অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত স দিশোঽনু প্রাবিশজ্জুহ্বন্মনসা দিশো ধ্যায়েদ্দিগ্ভ্য এবৈনমব রুন্ধে দধ্না পরস্তাজ্জুহোত্যাজ্যেনোপরিষ্টাত্তেজশ্চাস্মা ইন্দ্রিয়ং চ সমীচী দধাতি দ্বাদশকপালো বৈশ্বানরো ভবতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ সাক্ষাৎ এব বৈশ্বানরমব রুন্ধে যৎপ্রযাজানুযাজান্ কুর্য্যাদ্বিকস্তিঃ সা যজ্ঞস্য দার্ব্বিহোমং করোতি যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ রাষ্ট্রং বৈ বৈশ্বানরো বিশ্মরুতো বৈশ্বানরং হুত্বা মারুতান্ জুহোতি রাষ্ট্র এব বিশমনু বধ্নাত্যুচ্চৈর্বৈশ্বা নরস্যাঽশ্রাবয়ত্যুপাংশু মারুতান্ জুহোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রং বিশমতি বদতি মরুতা ভবন্তি মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশেনৈবাস্মৈ মনুষ্যবিবশম রুন্ধে সপ্ত ভবন্তি সপ্তগণা বৈ মরুতো গণনা এব বিশমব রুন্ধে গণেন গণমনুদ্রুত্য জুহোতি বিশমেবাস্মা অনুবর্ত্মানং করোতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : সপ্তম অনুবাকে—চিতিতে বহ্নি নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। ৭ ॥

মন্ত্র : বসোর্দ্ধারাং জুহোতি বসোর্মে ধারাঽসদিতি বা এষা হূয়তে ঘৃতস্য বা এনমেষা ধারাঽমুষ্মিল্লোঁকে পিন্বমানোপতিষ্ঠত আজ্যেন জুহোতি তেজো বা আজ্যং তেজো বসোর্দ্ধারা তেজসৈবাস্মৈ তেজোঽব রুন্ধেঽথো কামা বৈ বসোর্দ্ধারা কামানেবাব রুন্ধে যং কাময়েত প্রাণানস্যান্নাদ্যং বি ছিন্দ্যামিতি বিগ্রাহং তস্য জুহুয়াৎ প্রাণানেবাস্যান্নাদ্যং বি চ্ছিনত্তি যং কাময়েত প্রাণানস্যান্নাদ্যং সং তনুয়ামিতি সন্ততাং তস্য জুহুয়াৎ প্রাণানেবাস্যান্নাদ্যং সং তনোতি দ্বাদশ দ্বাদশানি জুহোতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসর সম্বৎসরেণৈবাস্মা অন্নমব রুন্ধোঽন্নং চ মেঽক্ষুচ্চ ম ইত্যাহৈতদ্বৈ অন্নস্য রূপং রূপেণৈবান্নমব রুন্ধেঽগ্নিশ্চ ম আপশ্চ ম ইত্যাহৈষা বা অন্নস্য যোনিঃ সযোন্যেবান্নমব রুন্ধেঽর্দ্ধেন্দ্রাণি জুহোতি দেবতা এবাব রুন্ধে যৎসর্ব্বেষা মর্দ্ধমিন্দ্রঃ প্রতি তস্মাদিন্দ্রো দেবতানাং ভূয়িষ্ঠভাক্তম ইন্দ্রমুত্তরমাহেন্দ্রিয়মেবাস্মিন্নুপরিষ্টাদ্দধাতি যজ্ঞায়ুধানি জুহোতি যজ্ঞঃ বৈ যজ্ঞায়ুধানি যজ্ঞমেবাব রুন্ধেঽথো এতদ্বৈ যজ্ঞস্য রূপং রূপেণৈব যজ্ঞমব রুন্ধেঽবভৃতশ্চ মে স্বগাকারশ্চ ম ইত্যাহ স্বগাকৃত্যা অগ্নিশ্চ মে ঘর্ম্মশ্চ ম ইত্যাহৈতদ্বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসস্য রূপং রূপেণৈব ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধ ঋক্ চ মে সাম চ ম ইত্যাহ এতদ্বৈ ছন্দসাং রূপং রূপেণৈব ছন্দাংস্যাব রুন্ধে গর্ভাশ্চ মে বৎসাশ্চ ম ইত্যাহৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈব পশূনেব রুন্ধে কল্পান্ জুহোত্যক্লৃপ্তস্য ক্লৃপ্ত্যৈ যুগ্মদযুজে জুহোতি মিথুনত্বায়োত্তরাবতী ভবত্যোরুভিক্রান্ত্যা একা চ মে তিস্রশ্চ ম ইত্যাহ দেবছন্দসং বা একা চ তিস্রশ্চ মনুষ্যছন্দসং চতস্রশ্চাষ্টৌ চ দেবছন্দসং চৈব মনুষ্যছন্দসং চাব রুন্ধ আ ত্রয়স্ত্রিংশতো জুহোতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবতা দেবতা এবাব রুন্ধ আঽষ্টাচত্বারিংশতো জুহোত্যষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জগতীঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনেব রুন্ধে বাজশ্চ প্রসবশ্চেতি দ্বাদশং জুহোতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ এব প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : অষ্টম অনুবাকে—বসোর্দ্ধারার কথা বলা হয়েছে। ৮ ॥

মন্ত্র : অগ্নির্দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্ভাগধেয়মিচ্ছমানস্তং দেবা অব্রুবন্নুপ ন আ বর্ত্তস্ব হব্যং নো বহেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যমেব বাজপ্রসবীয়ং জুহবান্নিতি তস্মাদগ্নয়ে বাজপ্রসবীয়ং জুহ্বতি যদ্বাজপ্রসবীয়ং জুহোত্যগ্নিমেব তদ্ভাগধেয়েন সমর্দ্ধয়ত্যথো অভিষেক এবাস্য স চতুর্দ্দশভির্জুহোতি সপ্ত গ্রাম্যা ওষধয়ঃ সপ্ত আরণ্যা উভয়ীষামবরুদ্ধ্যা অন্নস্যান্নস্য জুহোত্যন্নস্যান্নস্যাবরুদ্ধ্যা ঔদুম্বরেণ স্রুবেণ জুহোত্যূর্গ্বা উদুম্বর উর্গন্নমূর্জ্জৈবাস্মা ঊর্জমন্নমব রুন্ধেঽগ্নির্বৈ দেবানামভিষিক্তোঽগ্নিচিন্মনুষ্যাণাং তস্মাদগ্নিচিদ্বর্ষতি ন ধাবেদবরুদ্ধং হ্যস্যান্ন-

মন্নমিব খলু বৈ বর্ষং যন্থাবেদন্নাদ্যান্থাবেদুপাবৰ্ত্তেতামাদ্যমেবাভি উপাবৰ্ত্ততে নক্তোষাসেতি কৃষ্ণায়ৈ শ্বেতবৎসায়ৈ পয়সা জুহোত্যহ্বৈবাস্মৈ রাত্রিং প্র দাপয়তি রাত্রিয়াহহরহোরাত্রে এবাস্মৈ প্রত্তে কামমন্নাদ্যং জুহাতে রাষ্ট্রভৃতো জুহোতি রাষ্ট্র-মেবাব রুন্ধে ষড্ভিজ্জুর্হোতি ষড্বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি ভুবনস্য পত ইতি রথমুখে পঞ্চাহহুতীজ্জুর্হোতি বজ্রো বৈ রথো বজ্রেণৈব দিশঃ অভি জয়ত্যগ্নি-চিতং হ বা অমুষ্মিল্লোঁকে বাতোহভি পবতে বাতনামানি জুহোত্যভ্যেবৈনমমুষ্মি-ল্লোঁকে বাতঃ পবতে ত্রীণি জুহোতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এত লোকেভ্যো বাতমেব রুন্ধে সমুদ্রোহসি নভস্বানিত্যাহৈতদ্বৈ বাতস্য রূপং রূপেণৈব বাতমব রুন্ধে-হঞ্জলিনা জুহোতি ন হ্যেতেষামন্যথাহহুতিরবকল্পতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—বাজপ্রসবীয়ের কথা বলা হয়েছে। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ সুবর্গায় বৈ লোকায় দেবরথো যুজ্যতে যত্রাকূতায় মনুষ্যরথ এষ খলু বৈ দেবরথো যদগ্নিরগ্নিং যুনজ্মি শবসা ঘৃতেনেত্যাহ যুনক্ত্যেবৈনং স এনং যুক্তঃ সুবর্গং লোকমভি বহতি যৎ সর্ব্বাভিঃ পঞ্চভিযুর্ঞ্জ্যাদ্যুক্তোহস্যাগ্নিঃ প্রচ্যুতঃ স্যাদপ্রতিষ্ঠিতা আহুতয়ঃ স্যুরপ্রতিষ্ঠিতাঃ স্তোমা অপ্রতিষ্ঠিতান্যুক্থানি তিসৃভিঃ প্রাতঃসবনেহভি মৃশতি ত্রিবৃৎ বা অগ্নির্যাবানেবাগ্নিস্তং যুনক্তি যথাহনসি যুক্ত আধীয়ত এবমেব তৎপ্রত্যাহুতয়স্তিষ্ঠন্তি প্রতি স্তোমাঃ প্রত্যুক্থানি যজ্ঞাযজ্ঞিয়স্য স্তোত্রে দ্বাভ্যামভি মৃশত্যেতাবাস্বৈ যজ্ঞো যাবানগ্নিষ্টোমো ভূমা ত্বা অস্যাত ঊর্ধ্বং ক্রিয়তে যাবানেব যজ্ঞস্তমন্ততোহন্বারোহতি দ্বাভ্যাং প্রতিষ্ঠিত্যা একয়াহপ্রস্তুতং ভবত্যথ অভি মৃশত্যুপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যথো সন্তত্যৈ প্র বা এষোহস্মাল্লোকা-চ্চ্যবতে যোহগ্নিং চিনুতে ন বা এতস্যানিষ্টক আহুতিরব কল্পতে যাং বা এষো-হনিষ্টক আহুতিং জুহোতি স্রবতি বৈ সা তাং স্রবন্তীং যজ্ঞোহনু পরা ভবতি যজ্ঞং যজমানো যৎ নশ্চিতিং চিনুত আহুতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যৈ প্রত্যাহুতয়স্তিষ্ঠন্তি ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজমানোহষ্টাবুপ দধাত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রেণৈবৈনং ছন্দসা চিনুতে যদেকাদশ ত্রৈষ্ঠুভেন যদ্দ্বাদশ জাগতেন ছন্দোভিরেবৈনং চিনুতে নপাৎ কো বৈ নামৈষোহগ্নির্যৎ পুনশ্চিতির্য এবং বিদ্বান্ পুনশ্চিতিং চিনুত আ তৃতীয়াৎ পুরুষাদন্নমত্তি যথা বৈ পুনরাধেয় এবং পুনশ্চিতির্যোহগ্ন্যাধেয়েন ন ঋধ্নোতি স পুনরাধেয়মা ধত্তে যোহগ্নিং চিত্বা নর্ধ্নোতি স পুনশ্চিতিং চিনুতে যৎপুনশ্চিতিং চিনুত ঋদ্ধ্যা অথো খল্বাহুর্ন চেতব্যেতি রুদ্রো বা এষ যদগ্নির্যথা ব্যাঘ্রং সুপ্তং বোধয়তি তাদৃগেব তদথো খল্বাহুশ্চেতব্যেতি যথা বসীয়াংসং ভাগধেয়েন বোধয়তি তাদৃগেব তস্মনুরগ্নিমচিনুত তেন নাহর্ধ্নোৎ স এতাং পুনশ্চিতিমপশ্যত্তামচিনুত তয়া বৈ ন আর্ধ্নোদ্যৎ পুনশ্চিতিং চিনুত ঋদ্ধ্যৈ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—বহ্নিযোগ ও চিতির কথা বলা হয়েছে। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ ছন্দশ্চিতং চিন্বীত পশুকামঃ পশবো বৈ ছন্দাংসি পশুমানেব ভবতি শ্যেনচিতং চিন্বীত সুবর্গকামঃ শ্যেনো বৈ বয়সাং পতিষ্ঠঃ শ্যেন এব ভূত্বা সুবর্গং লোকং পততি কঙ্কচিতং চিন্বীত যঃ কাময়েত শীর্ষণ্বানমুষ্মিল্লোঁকে স্যামিতি শীর্ষণ্বানে বামুষ্মিল্লোঁকে ভবত্যলজচিতং চিন্বীত চতুঃসীতং প্রতিষ্ঠাকামশ্চতস্রো দিশো দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি প্রউগচিতং চিন্বীত ভ্রাতৃব্যবান্ প্র এব ভ্রাতৃব্যান্নুদত উভয়তঃ প্রউগং চিন্বীত যঃ কাময়েত প্রজাতান্ ভ্রাতৃব্যান্নুদেয় প্রতি জনিষ্যমানানিতি প্রৈব জাতান্ ভ্রাতৃব্যান্নুদতে প্রতি জনিষ্যমাণান্ রথচক্রচিতং চিন্বীত ভ্রাতৃব্যবান্বজ্রো বৈ রথো বজ্রমেব ভ্রাতৃব্যেভ্যঃ প্র হরতি দ্রোণচিতং চিন্বীতান্নকামো দ্রোণে বা অন্নং ভ্রিয়তে সযোন্যেবান্নমব রুন্ধে সমূহ্যং চিন্বীত পশুকামঃ পশুমানেব ভবতি

পরিচার্য্যং চিন্বীত গ্রামকামো গ্রাম্যেব ভবতি শ্মশানচিতং চিন্বীত যঃ কাময়েত পিতৃলোক ঋধ্নুয়ামিতি পিতৃলোক এবধ্নোতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী বসিষ্ঠেনা-স্পর্ধেতাং স এতা জমদগ্নির্বিহব্যা অপশ্যত্তা উপাধত্ত তাভির্বৈ স বসিষ্ঠস্যেন্দ্রিয়ং বীর্য্যমবৃঙ্ক্ত যদ্বিহব্যা উপদধাতীন্দ্রিয়মেব তাভির্বীর্য্যং যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে হোতুর্ধিষ্ণিয় উপ দধাতি যজমানায়তনং বৈ হোতা স্ব এবাস্মা আয়তন ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমব রুন্ধে দ্বাদশোপ দধাতি দ্বাদশাক্ষরা জগতী জাগতাঃ পশবো জগত্যৈ বাস্মৈ পশূনেব রুন্ধেহষ্টাবষ্টাবন্যেষু ধিষ্ণিয়েষূপ দধাত্যষ্টাশফাঃ পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধে ষণ্মার্জালীয়ে ঋতব ঋতবঃ খলু বৈ দেবাঃ পিতর ঋতূনেব দেবান্ পিতৄন্ প্রীণাতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—কাম্য ও বিহব্য যাগের কথা বলা হয়েছে। ১১ ॥

মন্ত্র ঃ পবস্ব বাজসাতয় ইত্যনুষ্টুক্ প্রতিপদ্ভবতি তিস্রোহনুষ্টুভশ্চতস্রো গায়ত্রিয়ো যত্তিস্রোহনুষ্টুভস্তস্মাদশ্বস্ত্রিভিস্তিষ্ঠংস্তিষ্ঠতি যচ্চতস্রো গায়ত্রিয়স্তস্মাৎ সর্ব্বাংশ্চতুরঃ পদঃ প্রতিদধৎ পলায়তে পরমা বা এষা ছন্দসাং যদনুষ্টুক্ পরমশ্চতুষ্টোমঃ স্তোমানাং পরমস্ত্রিরাত্রো যজ্ঞানাং পরমোহশ্বঃ পশূনাং পরমেণৈবৈনং পরমতাং গময়ত্যেকবিংশমহর্ভবতি যস্মিন্নশ্ব আলভ্যতে দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ এষ প্রজাপতিঃ প্রাজাপত্যোহশ্বস্তমেব সাক্ষা-দৃধ্নোতি শক্বরয়ঃ পৃষ্ঠং ভবন্ত্যন্যদন্যচ্ছন্দোহন্যেন্যে বা এতে পশব আ লভ্যন্ত উতেব গ্রাম্যা উতেবাহরণ্যা যচ্ছক্বরয়ঃ পৃষ্ঠং ভবন্ত্যশ্বস্য সর্ব্বত্বায় পার্থুরশ্মং ব্রহ্মসামং ভবতি রশ্মিনা বা অশ্বঃ য ঈশ্বরো বা অশ্বোহযতোহপ্রতিষ্ঠিতঃ পরাং পরাবতং গন্তোর্যৎ পার্থুরশ্মং ব্রহ্মসামং ভবত্যশ্বস্য যত্যৈ ধৃত্যৈ সংকৃত্যচ্ছাবাক-সামং ভবত্যুৎসন্নযজ্ঞো বা এষ যদশ্বমেধঃ কস্তদ্বেদেত্যাহুর্যদি সর্ব্বো বা ক্রিয়তে সর্ব্ব ইতিযৎ সংকৃত্যচ্ছাবাকসামং ভবত্যশ্বস্য সর্ব্বত্বায় পর্য্যাপ্ত্যা অনন্তরায়ায় সর্ব্বস্তোমো-হতিরাত্র উত্তমমহর্ভবতি সর্ব্বস্যাহপ্ত্যৈ সর্ব্বস্য জিত্যৈ সর্ব্বমেব তেনাহপ্নোতি সর্ব্বং জয়তি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বাদশ অনুবাকে—অশ্বমেধীয় স্তুতির কথা বলা হয়েছে। ঋক্, ছন্দ, স্তোম প্রভৃতির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে ॥ ১২ ॥

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ যদেকেন সংস্থাপয়তি যজ্ঞস্য সন্তত্যা অবিচ্ছেদায়ৈন্দ্রাঃ পশবো যে মুষ্করা যদৈন্দ্রাঃ সন্তোহগ্নিভ্য আ লভ্যন্তে দেবতাভ্যঃ সমদং দধাত্যাগ্নেয়ী-স্ত্রিষ্টুভো যাজ্যানুবাক্যাঃ কুর্য্যাদ্যদাগ্নেয়ীস্তেনাহগ্নেয়া যত্ত্রিষ্টুভস্তেনৈন্দ্রাঃ সমৃদ্ধ্যৈ ন দেবতাভ্যঃ সমদং দধাতি বায়বে নিযুত্বতে তূপরমা লভতে তেজোহগ্নের্বায়ু-স্তেজস এষ আ লভ্যতে তস্মাদ্যদ্ৰিয়ঙ্ বায়ুঃ বাতি তদ্রিয়ঙগ্নির্দহতি স্বমেব তত্তেজোহন্বেতি যন্ন নিযুত্বতে স উন্মাদ্যেদ্যমানো নিযুত্বতে ভবতি যজমানস্যা-নুন্মাদায় বায়ুমতী শ্বেতবতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ সতেজস্ত্বায় হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যাঘারমা ঘারয়তি প্রজাপতির্বৈ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতেরনুরূপত্বায় সর্ব্বাণি বা এস রূপাণি পশূনাং প্রত্যা লভ্যতে যচ্ছমশ্রুণস্তৎ পুরুষাণাং রূপং যত্তূপরস্তদশ্বানাং যদন্যতোদস্তদ্গবাং যদব্যা ইব শফাস্তদবীনাং যদজস্তদজানাং

বায়ুর্বৈ পশূনাং প্রিয়ং ধাম যদ্বায়ব্যো ভবত্যেতমেবৈনমভি সঞ্জানানাঃ পশব উপ তিষ্ঠন্তে বায়ব্যঃ কার্য্যঃ প্রজাপত্যাত ইত্যাহুর্যদ্বায়ব্যং কুর্য্যাৎ প্রজাপতেরিয়াদ্যৎ প্রাজাপত্যং কুর্য্যাদ্বায়োঃ ইয়াদ্যদ্বায়ব্যঃ পশুর্ভবতি তেন বায়োনৈতি যৎপ্রাজাপত্যঃ পুরোডাশো ভবতি তেন প্রজাপতেনৈতি যদ্দ্বাদশকপালস্তেন বৈশ্বানরাদাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপতি দীক্ষিষ্যমাণোঽগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাশ্চৈব যজ্ঞং চারভতেঽগ্নিরবমো দেবতানাং বিষ্ণুঃ পরমো যদাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপতি দেবতাঃ এবোভয়তঃ পরিগৃহ্য যজমানোঽব রুন্ধে পুরোডাশেন বৈ দেবা অমুষ্মিল্লোঁক আর্ধ্নুবন্ চরুণাঽস্মিন্যঃ কাময়েতামুষ্মিল্লোঁক ঋধ্নুয়ামিতি স পুরোডাশং কুর্ব্বীতামুষ্মিন্নেব লোক ঋধ্নোতি যদষ্টাকপালস্তেনাগ্নেয়ো যত্রিকপালস্তেন বৈষ্ণবঃ সমৃদ্ধ্যৈ যঃ কাময়েতাস্মিল্লোঁক ঋধ্নুয়ামিতি স চরুং কুর্ব্বীতাগ্নেঘৃতং বিষ্ণোস্তণ্ডুলাস্তস্মাৎ চরুঃ কার্য্যোঽস্মিন্নেব লোক ঋধ্নোত্যাদিত্যো ভবতী যং বা অদিতিরস্যামেব প্রতি তিষ্ঠত্যথো অস্যামেবাধি যজ্ঞং তনুতে যো বৈ সম্বৎসরমুখ্যমভৃত্বাঽগ্নিং চিনুতে যথা সামি গর্ভোঽবপদ্যতে তাদৃগেব তদার্ত্তিমার্চ্ছেদ্বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং পুরস্তান্নির্ব্বপেৎ সম্বৎসরো বা অগ্নির্বৈশ্বানরো যথা সম্বৎসরমাপ্ত্বা কাল আগতে বিজায়ত এবমেব সম্বৎসরমাপ্ত্বা কাল আগতেঽগ্নিং চিনুতে নাঽর্ত্তিমার্চ্ছত্যেষা বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূর্যদ্বৈশ্বানরঃ প্রিয়ামেবাস্য তনুবমব রুন্ধে ত্রীণ্যেতানি হবীংষি ভবন্তি ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানাং রোহায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—দীক্ষণীয়েষ্টি ও ত্রিহবি দানের কথা বলা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র : প্রজাপতি প্রজাঃ সৃষ্টবা প্রেণাঽনু প্রাবিশত্তাভ্যঃ পুনঃ সম্ভবিতুং নাশক্নোৎ সোঽব্রবীদৃধ্নবদিৎ স যো মেতঃ পুনঃ সঞ্চিনবদিতি তং দেবাঃ সমচিন্বন্ততো বৈ ত আর্ধ্নুবন্যৎ সমচিন্বন্তচ্চিত্যস্য চিত্যত্বং য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুত ঋধ্নোত্যেব কস্মৈ কমগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুরগ্নিবান্ অসানীতি বা অগ্নিশ্চীয়তেঽগ্নিবানেব ভবতি কস্মৈ কমগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুর্দেবা মা বেদন্নিতি বা অগ্নিশ্চীয়তে বিদুরেনং দেবাঃ কস্মৈ কমগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুর্গৃহ্যসানীতি বা অগ্নিশ্চীয়তে গৃহ্যেব ভবতি কস্মৈ কমগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুঃ পশুবানসানীতি বা অগ্নিঃ চীয়তে পশুমানেব ভবতি কস্মৈ কমগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুঃ সপ্ত মা পুরুষা উপ জীবানিতি বা অগ্নিশ্চীয়তে ত্রয়ঃ প্রাঞ্চস্ত্রয়ঃ প্রত্যঞ্চ আত্মা সপ্তম এতাবন্ত এবৈনমমুষ্মিল্লোঁক উপ জীবন্তি প্রজাপতিরগ্নিমচিকীষত তং পৃথিব্যব্রবীন্ন মযাগ্নিং চেষ্যসেঽতি মা ধক্ষ্যতি সা ত্বাঽতিদহ্যমানা বি ধাবিষ্যে স পাপীয়ান্ ভবিষ্যসীতি সোঽব্রবীত্তথা বা অহং করিষ্যামি যথা ত্বং নাতিধক্ষ্যতীতি স ইমামভ্যমৃশৎ প্রজাপতিস্ত্বা সাদয়তু তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদেতীমামেবেষ্টকাং কৃত্বোপাধত্তানতিদাহায় যৎ প্রত্যগ্নিং চিন্বীত তদভি মৃশেৎ প্রজাপতিস্ত্বা সাদয়তু তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদ ইতীমামেবেষ্টকাং কৃত্বোপ ধত্তেঽনতিদাহায় প্রজাপতিরকাময়ত প্র জায়েয়েতি স এতমুখ্যমপশ্যত্তং সম্বৎসরমবিভস্ততো বৈ স প্রাজায়ত তস্মাৎ সম্বৎসরং ভার্য্যঃ প্রৈব জায়তে তং বসবোঽব্রুবন্ প্র ত্বমজনিষ্ঠা বয়ং প্র জায়ামহা ইতি তং বসুভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তং ত্রীণ্যহান্যবিভরুস্তেন ত্রীণি চ শতান্যসৃজন্ত ত্রয়স্ত্রিংশতং চ তস্মাত্র্যহং ভার্য্যঃ প্রৈব জায়তে তান্ রুদ্রা অব্রুবন্ প্র যূয়মজনিঢ়্বং বয়ং প্র জায়ামহা ইতি তং রুদ্রেভ্যঃ প্রাযচ্ছন্তং ষড়হান্যবিভরুস্তেন ত্রীণি চ শতান্যসৃজন্ত ত্রয়স্ত্রিংশতং চ তস্মাৎ ষডহং ভার্য্যঃ প্রৈব জায়তে তানাদিত্যা অব্রুবন্ প্র যূয়মজনিঢ়্বং বয়ম্ প্র জায়ামহা ইতি তমাদিত্যেভ্যঃ প্রাযচ্ছন্তং দ্বাদশান্যবিভরুস্তেন ত্রীণি চ শতান্যসৃজন্ত ত্রয়স্ত্রিংশতং চ তস্মাদ্দ্বা-

দশাহং ভ্রাতৃব্যঃ প্রৈব জায়তে তেন বৈ তে সহস্রমসৃজন্তোখাং সহস্রতমীং য এবমুখ্যাং সাহস্রং বেদ প্র সহস্রং পশূনাপ্নোতি ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নি চয়ন ও তার ফল বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ কোন এক সময় প্রজাপতি সকল প্রজা সৃষ্টি করে প্রীতি বশত নিজে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু নিজের কোন রূপে তা থেকে উৎপন্ন হতে পারলেন না। তখন প্রজাপতি বললেন—এ প্রজাদের কাছ থেকে যে আমাকে চয়ন করে বার করতে পারবে, সে সমৃদ্ধ হবে। তা শুনে দেবতারা প্রজাপতিরূপ অগ্নিকে ইষ্টকার চয়ন করলেন। এর ফলে দেবতারা ঋদ্ধি লাভ করলেন। অগ্নিকে চয়ন করা হয়েছিল জন্য অগ্নির চিতি নাম। ব্রহ্মবাদীর মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন—কি কামনায় এ অগ্নি চয়ন করতে হয়। তার উত্তরে কোন ব্রহ্মবাদী বলেন—আমি শাস্ত্রীয় অগ্নিযুক্ত হব এ কামনা করে অগ্নি চয়ন করতে হয়। সেজন্য অগ্নি চয়ন করলে পরবর্তী ক্রতুযোগ্য শাস্ত্রীয় অগ্নি যুক্ত হয়। শাস্ত্রীয় সকল কর্মানুষ্ঠান সমর্থ গৃহস্থ হব, পশুসমৃদ্ধি লাভ করব ইত্যাদি কামনা করে অগ্নি চয়ন করতে হয়। পূর্ববর্তী তিনপুরুষ ও পরবর্তী তিন পুরুষ এবং নিজে এ সাত পুরুষের রক্ষক হব—কামনা করে অগ্নি চয়ন করলে স্বর্গ-লোকে রক্ষক হয়। কোন সময় প্রজাপতি পৃথিবীর উপর অগ্নি চয়ন করতে চাইলে পৃথিবী তাকে নিষেধ করে বলে—প্রজাপতি, আমার উপর অগ্নি চয়ন করলে আমি তপ্ত হয়ে দুঃখে লুণ্ঠিত হয়ে কাঁপব, তাতে তুমি পাপিষ্ঠ দরিদ্র হবে। তখন প্রজাপতি ভূমি স্পর্শ করে বললেন—আমার চীয়মান অগ্নি যাতে তোমাকে অধিক তাপ না দেয় সেরূপ করছি। হে ভূমি. অদ্য প্রজাপতিরূপ দেবতার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অঙ্গিরা ঋষিগণের অগ্নিচয়ণ কার্যে যেমন স্থির ছিলে, সেরূপ স্থির হয়ে বস : এ মন্ত্রের দ্বারা স্পর্শ করে ভূমিকে ইষ্টকারূপ করায় অগ্নি আর তার ভেতর প্রবেশ করে না। অগ্নি নিজে নিজেকে অত্যন্ত দগ্ধ করে না। এরূপ ইষ্টকাতে অগ্নি চয়ন করলে অতি তাপ হবে না। ২ ॥

মন্ত্র ঃ যজুষা বা এষা ক্রিয়তে যজুষা পচ্যতে যজুষা বি মুচ্যতে যদুখা সা বা এষৈতর্হি যাতযাম্নী সা ন পুনঃ প্রযুজ্যেত্যাহুরগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তব যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাং ইত্যুখায়াং জুহোতি তেন বৈনাং পুনঃ প্র যুঙ্ক্তে তেনাযাতযাম্নী যো বা অগ্নিং যোগ আগতে যুনক্তি যুঞ্জানেষ্বগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তব যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাং ইত্যাহৈষ বা অগ্নের্যোগস্তেনৈবৈনং যুনক্তি যুঙ্ক্তে যুঞ্জানেষু ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নাঙ্ভগ্নিশ্চেতব্যা উত্তানা ইতি বয়সাং বা এষ প্রতিময়া চীয়তে যদগ্নি-র্যন্ন্যঞ্চং চিনুযাৎ পৃষ্টিত এনমাহুতয় ঋচ্ছেয়ুর্যদুত্তানং ন পতিতুং শকুয়াদসু-বর্গ্যোঽস্য স্যাৎ প্রাচীনমুত্তানম্ পুরুষশীর্ষমুপ দধাতি মুখত এবৈনমাহুতয় ঋচ্ছন্তি নোত্তানং চিনুতে সুবর্গ্যোঽস্য ভবতি সৌর্য্যা জুহোতি চক্ষুরেবাস্মিন্ প্রতি দধাতি দ্বিস্জুহোতি দ্বে হি চক্ষুষী সমান্যা জুহোতি সমানং হি চক্ষুঃ সমৃদ্ধ্যৈ দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে বামং বসু সন্ন্যদধত তদ্দেবা বামভৃতাঽবৃঞ্জত তদ্বামভৃতো বামভৃত্বং যদ্বামভৃতমুপদধাতি বামমেব তয়া বসু যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্তে হিরণ্যমূর্ধ্নী ভবতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতির্বামং জ্যোতিষৈবাস্য জ্যোতির্বামং বৃঙ্ক্তে দ্বিজুর্ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে উখাহোমাদি বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ বহু যজু-মন্ত্রে অনুষ্ঠিত এ উখা নিঃসার হয়েছে। তাকে আবার সারযুক্ত করার জন্য 'অগ্নি, তুমি যাগ কর' ইত্যাদি দু-টি মন্ত্রে হোম করতে

হবে। সে হোমের দ্বারা উখা আবার প্রয়োগযোগ্য হয়। যে যজমান যোগকালে অপ্রমত্ত হয়ে অগ্নি যুক্ত করে, সে যজমান অগ্নি যাগানুষ্ঠাতা যজমানদের মধ্যে নিজেও একজন অগ্নি যাগানুষ্ঠানকারী বলে গণ্য হয়। 'হে অগ্নি, তুমি যুক্ত হও' ইত্যাদি অগ্নির যোগ সিদ্ধ হয়। চিত অগ্নি অধোমুখে থাকলে সকল আহুতি এ অগ্নিকে লাভ করে, উর্ধ্বমুখ হলে পক্ষের দ্বারা আকাশে যেতে পারে না। তাতে স্বর্গলোকের হিত হয় না ; এ দোষদ্বয়পরিহারের জন্য পুরুষশীর্ষের মত স্থাপন করতে হবে। মাথার চুল যেমন উপরে থাকে, গলার নীচে যায় না, সেরূপ এভাবে আহুতি দিলে মুখপ্রদেশে আহুতিগুলি অগ্নিকে পাবে, কিন্তু পেছন দিকে নয়। 'চিত্রং দেবানং' ইত্যাদি সূর্যমন্ত্রে হোম করতে হবে। সূর্য চক্ষুর অভিমানী দেবতা বলে এর দ্বারা পুরুষশীর্ষের চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পন্ন হয়। দেবতা ও অসুররা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলে উভয়ে তাদের ধন গোপন করে কোন স্থানে রেখেছিল। দেবতারা 'বাম্যভৃৎ' নামক ইষ্টকার দ্বারা অসুরদের ধন নষ্ট করে দেয়। যজমান এর উপাধানের দ্বারা শত্রুর ধন বিনাশ করে। ৩ ॥

মন্ত্রঃ আপো বরুণস্য পত্নয় আসন্তা অগ্নিরভ্যধ্যায়ত্তাং সমভবত্তস্য রেতঃ পরাহসতত্তদিয়মভবদ্যদ্দ্বিতীয়ং পরাহপতত্তদসাবভবদিয়ং বৈ বিরাডসৌ স্বরাড্ যদ্বিরাজাবুবদধাতীমে এবোপ ধত্তে যদ্বা অসৌ রেতঃ সিঞ্চতি তদস্যাং প্রতি তিষ্ঠতি তৎ প্র জায়তে তা ওষধয়ঃ বীরুধো ভবন্তি তা অগ্নিরত্তি য এবং বেদ প্রৈব জায়তেহন্নাদো ভবতি যো রেতস্বী স্যাৎ প্রথমায়াং তস্য চিত্যামুভে উপ-দধ্যাদিমে এবাস্মৈ সমীচী রেতঃ সিঞ্চতো যঃ সিক্তরেতাঃ স্যাৎ প্রথমায়াং তস্য চিত্যামন্যামুপ দধ্যাদুত্তমায়ামন্যাং রেত এবাস্য সিক্তমাভ্যামুভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি সম্বৎসরং ন কমু চন প্রত্যবরোহেন্ন হীমে কং চন প্রত্যবরোহতস্তদেনয়োর্ব্রতং যো বা অপশীর্ষাণমগ্নিং চিনুতেহপশীর্ষাহমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি যঃ সশীর্ষাণং চিনুতে সশীর্ষাহমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি চিত্তিং জুহোমি মনসা ঘৃতেন যথা দেবা ইহাহগমন্বীতিহোত্রা ঋতাবৃধঃ সমুদ্রস্য বয়ুনস্য পত্মন্ জুহোমি বিশ্বকর্মণে বিশ্বাহহাহমর্ত্যং হবিরিতি স্বয়মাতৃণ্ণামুপধায় জুহোতি এতদ্বা অগ্নেঃ শিরঃ সশীর্ষাণমেবাগ্নিং চিনুতে সশীর্ষাহমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি য এবং বেদ সুবর্গায় বা এষ লোকায় চীয়তে যদগ্নিস্তস্য যদযথাপূর্বং ক্রিয়তেহসুবর্গ্যমস্য তৎসুবর্গ্যোহগ্নিশ্চিতিমুপধায়াভি মৃশেচ্চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্বি বিদ্বান্ পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্তানুয়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্যেতি যথাপূর্বমেবৈনামুপ ধত্তে প্রাঞ্চমেনং চিনুতে সুবর্গ্যোহস্য ভবতি ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে রেতঃসিক্ নামক হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ বরুণপত্নী জলদেবীগণের বিষয়ে কামুক অগ্নি মনে মনে চিন্তা করার ফলে তার রেতঃস্খলন হয়। সে রেত পৃথিবীরূপ ধারণ করে, দ্বিতীয়-বারের পতিত রেত দ্যুলোক হয়। পৃথিবী বিবিধ প্রাণী ধারণ করে বিরাজ জন্য বিরাট্ এবং দ্যুলোক স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে জন্য স্বরাট্ নামে কথিত হয়। বিরাট্ ও স্বরাট্—এ শব্দযুক্ত দুটি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি স্থাপন করলে দ্যুলোক ও ভূমি লাভ হয়। দ্যুলোক যখন বৃষ্টিরূপ রেত সেচন করে, তখন তা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্রীহি যবাদি ওষধি ও নাগবল্লী প্রভৃতি বীরুধরূপে নানা আকারে উৎপন্ন হয়। জঠরাগ্নি তাদের ভক্ষণ করে। যে এরূপ জানে সে অন্ন ভক্ষণকারী হয়। রেতবান যুবা অগ্নিতে এ উভয় হোম করবে। অগ্নি চয়ন করে এক বৎসর ব্যাপী সমাগত কোন বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধের অভ্যু-

খানাদি করবে না। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে বিরাট্ বলে এর অনুষ্ঠানকারী কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের প্রতি অভ্যুত্থানাদির দ্বারা সম্মান দেখাবে না—এ হচ্ছে এ ব্রতের নিয়ম ॥ ৪ ॥

মন্ত্র ঃ। বিশ্বকর্ম্মা দিশাং পতিঃ স নঃ পশূন্ পাতু সোঽস্মান্ পাতু তস্মৈ নমঃ প্রজাপতী রুদ্রো বরুণোঽগ্নির্দ্দিশাং পতিঃ স নঃ পশূন্ পাতু সোঽস্মান্ পাতু তস্মৈ নম এতা বৈ দেবতা এতেষাং পশূনামধিপতয়স্তাভ্যো বা এষ আ বৃশ্চ্যতে যঃ পশুশীর্ষাণ্যুপদধাতি হিরণ্যেষ্টকা উপ দধাত্যেতাভ্য এব দেবতাভ্যো নমস্করোতি ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্ত্যগ্নৌ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্র দধাতি শুচাঽরণ্যানর্পয়তি কিং তত উচ্ছিংষতীতি যদ্ধিরণ্যেষ্টকা উপদধাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমমৃতেনৈব গ্রাম্যেভ্যঃ পশুভ্যো ভেষজং করোতি নৈনান্ হিনস্তি প্রাণো বৈ প্রথমা স্বয়মাতৃন্না ব্যানো দ্বিতীয়াঽপানস্তৃতীয়াঽনু প্রাণ্যাৎ প্রথমাং স্বয়মাতৃন্নামুপধায় প্রাণেনৈব প্রাণং সমর্দ্ধয়তি ব্যন্যাৎ দ্বিতীয়ামুপাধায় ব্যানেনৈব ব্যানং সমর্দ্ধ্যত্যপান্যাৎ তৃতীয়ামুপধায়াপানেনৈবাপানং সমর্দ্ধয়ত্যথো প্রাণৈরেবৈনং সমিন্ধে ভূর্ভুবঃ সুবরিতি স্বয়মাতৃন্না উপ দধাতীমে বৈ লোকাঃ স্বয়মাতৃন্না এতাভিঃ খলু বৈ ব্যাহৃতীভিঃ প্রজাপতিঃ প্রাজায়ত যদেতাভির্ব্যাহৃতীভিঃ স্বয়মাতৃন্না উপদধাতীমানেব লোকানুপধায়ৈষু লোকেষ্বধি প্র জায়তে প্রাণায় ব্যানায়াপানায় বাচে ত্বা চক্ষুষে ত্বা তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদাগ্নিনা বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমজিগাংসন্তেন পতিতুং নাশক্নুবংস্ত এতাশ্চতস্রঃ স্বয়মাতৃন্না অপশ্যন্তা দিক্ষূপাদধত তেন সর্ব্বতশ্চক্ষুষা সুবর্গং লোকমায়ন্যচ্চতস্রঃ স্বয়মাতৃন্না দিক্ষূপদধাতি সর্ব্বতশ্চক্ষুষৈব তদগ্নিনা যজমানঃ সবর্গং লোকমেতি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে হিরণ্যেষ্টকাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে বিশ্বকর্মা এ দিকসকলের পতি, তিনি আমাদের পশু ও আমাদের রক্ষা করুন। সে বিশ্বকর্মার উদ্দেশে নমস্কার। প্রজাপতি, রুদ্র, বরুণ ও অগ্নি—এরা দিক্সকলের পতি ; এঁরা আমাদের রক্ষা করুন, তাদের উদ্দেশে নমস্কার। পুষ, অশ্ব, ঋষভ, বৃষ্ণিব—এ পশুদের অধিপতি বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবগণ। পশুশীর্ষ উপাধানের দ্বারা এঁরা রুষ্ট হন, এজন্য হিরণ্যেষ্টকা স্থাপন করে তাদের নমস্কার করতে হয়। ব্রহ্মবাদগণ পরস্পর বলেন—অশ্বাদি গ্রাম্য পশুর যাগ করা হয়, আরণ্য পশুর অগ্নির শোকের দ্বারা যুক্ত করা হয়, এছাড়া আর কোন পশু অবশিষ্ট থাকল ? অতএব দেখা যাচ্ছে এ যজমানের ব্যাপার সকল কর্মের উপদ্রবস্বরূপ। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—না, এ কণ্টকর নয়, কারণ হিরণ্যেষ্টকা স্থাপন করলে এবং হিরণ্য অমৃতরূপ বলে গ্রাম্য ও আরণ্য পশুর—হিংসাদি দোষ থাকে না। তারপর প্রাণ, ব্যান ও অপানরূপ স্বয়মাতৃন্নাদি ইষ্টকা স্থাপন করলে অগ্নির প্রাণাদির সমৃদ্ধি হয়। তারপর ব্যাহৃতি হোম করবে। হে পূর্ব্বাদি দিগ্বর্তী স্বয়মাতৃন্ন, আমাদের প্রাণ, ব্যান, অপান, বাক্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সিদ্ধির জন্য তোমাকে স্থাপন করছি। তুমি তোমার অধিপতি দেবতার অনুগ্রহে অঙ্গিরা ঋষিদের অগ্নিচয়নকার্যের মত এ স্থানে স্থির হয়ে উপবেশন কর। কোন সময় দেবগণ চীয়মান অগ্নির সাহায্যে স্বর্গলাভের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু তার দ্বারা তারা স্বর্গে যেতে পারলেন না। তখন শক্তিসাধনরূপ স্বয়মাতৃন্নার স্থাপন করে তার সকল দিকস্থ চক্ষুর দ্বারা স্বর্গলাভ করেন। এজন্য তার মন্ত্রে 'চক্ষুর জন্য তোমাকে' ইত্যাদি মন্ত্র বলতে হবে। এ চারটি স্বয়মাতৃন্না ইষ্টকা চারদিকে স্থাপন করে চারদিকের চক্ষুর সাথে অগ্নির দ্বারা স্বর্গলাভ করে। ৫

মন্ত্র : অগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহাহ্বতৈবৈনমগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যাহ হুত্বৈবৈনং বৃণীতেঽগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যত ইত্যাহ সমিন্ধ এবৈনমগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদিত্যাহ সমিদ্ধ এবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাত্যগ্নেঃ স্তোমং মনামহ ইত্যাহ মনুত এবৈনমেতানি বা অহ্নাং রূপাণি অন্বহমেবৈনং চিনুতেঽবাহ্নাং রূপাণি রুন্ধে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্যাতযাম্নীরন্যা ইষ্টকা অযাতযাম্নী লোকম্পৃণেত্যৈন্দ্রাগ্নী হি বার্হস্পত্যেতি ব্রূয়াদিন্দ্রাগ্নী চ হি দেবানাং বৃহস্পতিশ্চাযাতযামানোঽনুচরবতী ভবত্যজামিত্বায়ানুষ্টুভাঽনু চরত্যাত্মা বৈ লোকম্পৃণা প্রাণোঽনুষ্টুপ্তস্মাৎ প্রাণঃ সর্বাণ্যঙ্গান্যনু চরতি তা অস্য সূদদোহসঃ ইত্যাহ তস্মাৎ পরুষি-পরুষি রসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয় ইত্যাহান্নং বৈ পৃশ্ন্যন্নমেবাব রুন্ধেঽর্কো বা অগ্নিরর্কোঽন্নমন্নমেবাব রুন্ধে জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিব ইত্যাহেমানেবাস্মৈ লোকান্ জ্যোতিষ্মতঃ করোতি যো বা ইষ্টকানাং প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদধ্রুবা সীদেত্যাহৈষা বা ইষ্টকানাং প্রতিষ্ঠা য এবং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে দিবসের রূপাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : 'অগ্নি, তুমি এস'—ইত্যাদি পাঁচ মন্ত্র হচেছ দিবসের রূপ। এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অগ্নির আহ্বান, বরণ, সমিন্ধন, শত্রুবধের সামর্থ্য ও মননের কথা বলা হয়েছে। পাঁচ দিনে চিতিতে ইষ্টক উপস্থাপন রূপ এ পাঁচটি মন্ত্র দিবসের রূপ। এর স্থাপনের দ্বারা প্রতিদিন অগ্নির চয়ন করা হয় এবং দিবসের স্বরূপ লাভ করে। ব্রহ্মবাদীগণ বলেন—একবার চিতিতে অগ্নিস্থাপন করলে তার সার চলে যায়, বারবার কেন স্থাপন করা হয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে 'ইন্দ্রাগ্নী ত্বা বৃহস্পতি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতিদেব তার সামর্থ্য দেয় জন্য কখন তার সার চলে যায় না। এক মন্ত্রের দ্বারা বার বার উপাধান করলে আলস্য হয়, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র পাঠে আলস্য হবে না। 'লোকং পৃণ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে, এ মন্ত্রে আত্মা শরীর, অনুষ্টুপ্ছন্দরূপ প্রাণ, এর ফলে প্রাণবায়ু সকল শরীরে সঞ্চারিত হবে। 'যো বা ইষ্টকানাং'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে ইষ্টকার প্রতিষ্ঠা হয়। ৬ ॥

মন্ত্র : সুবর্গায় বা এষ লোকায় চীয়তে যদগ্নিস্তস্য যদেকাদশিনী যদগ্নাবেকাদশিনীং মিনুয়াদ্বজ্রেণৈনং সুবর্গাল্লোকাদন্তর্দধ্যাদ্যন্ন মিনুয়াৎ স্বরুভিঃ পশূন্ব্যর্ধয়েদেকযূপং মিনোতি নৈনং বজ্রেণ সুবর্গাল্লোকাদন্তর্দধাতি ন স্বরুভিঃ পশূন্ ব্যর্ধয়তি বি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ বীর্যেণর্ধ্যতে যোঽগ্নিং চিন্বন্নধিক্রামত্যৈন্দ্রিয়া ঋচাঽক্রমণং প্রতীষ্টকামুপদধ্যান্নেন্দ্রিয়েণ বীর্যেণ ব্যধ্যতে রুদ্রো বা এষ যদগ্নিস্তস্য তিস্রঃ শরব্যাঃ প্রতীচী তিরশ্চ্যনূচী তাভ্যো বা এষ আ বৃশ্চ্যতে যোঽগ্নিং চিনুতেঽগ্নিং চিত্বাতিসৃধন্বমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্তাভ্য এব নমস্করোত্যথো তাভ্য এবাঽঽত্মানং নিষ্ক্রীণীতে যত্তে রুদ্র পুরঃ ধনুস্তদ্বাতো অনু বাতু তে তস্মৈ তে রুদ্র সম্বৎসরেণ নমস্করোমি যত্তে রুদ্র দক্ষিণা ধনুস্তদ্বাতো অনু বাতু তে তস্মৈ তে রুদ্র পরিবৎসরেণ নমস্করোমি যত্তে রুদ্র পশ্চাদ্ধনুস্তদ্বাতো অনু বাতু তে তস্মৈ তে রুদ্রেদাবৎসরেণ নমস্করোমি যত্তে রুদ্রোত্তরাদ্ধনুস্তদ্বাতো অনু বাতু তে তস্মৈ তে রুদ্রেদুবৎসরেণ নমস্করোমি যত্তে রুদ্রোপরি ধনুস্তদ্বাতো অনু বাতু তে তস্মৈ তে রুদ্র বৎসরেণ নমস্করোমি-রুদ্রো বা এষ যদগ্নিঃ স যথা ব্যাঘ্রঃ ক্রুদ্ধস্তিষ্ঠত্যেবং বা এষ এতর্হি সঞ্চিতমেতৈরুপ তিষ্ঠতে নমস্কারৈরেবৈনং শময়তি যেঽগ্নয়ঃ পুরীষ্যাঃ প্রবিষ্টাঃ পৃথিবীমনু। তেষাং ত্বমস্যুত্তমঃ প্র ণো জীবাতবে সুব। আপং ত্বাগ্নে

মনসাঽগ্নে স্বাহঽগ্নে তপসাঽগ্নে স্বাহঽগ্নে দীক্ষয়াঽগ্নে স্বাহঽগ্ন উপসদ্ভিরাগ্নে স্বাহঽগ্নে সত্যয়াঽগ্নে স্বাহঽগ্নে দক্ষিণাভিরাগ্নে স্বাহঽগ্নেঽবভৃথেনাঽগ্নে স্বাহঽগ্নে বশয়াঽগ্নে স্বাহঽগ্নে স্বগাকারেণেত্যাহৈষা বা অগ্নেরাপ্তিস্তয়ৈবৈনমাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে একযূপাদির বিধি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ স্বর্গলোকের জন্য যে অগ্নি চয়ন করা হয়, তা যূপৈকাদশিনী করতে হবে। এ বিষয়ে বিচার করা হয়েছে। উপাধান কর্তা চয়নকালে অগ্নির অতিক্রম করলে তার ইন্দ্রিয় সামর্থ্য নষ্ট হয়। অগ্নি ক্রুর রুদ্ররূপ জন্য তার ধনু দেবার কথা বলা হয়েছে। হে রুদ্র, পূর্ব দিকে তোমার যে ধনু আছে, তা অনুসরণ করে বায়ু প্রবাহিত হোক। হে রুদ্র, সারা বছর ব্যাপী তোমার ধনুকে নমস্কার করছি। এরূপ পরিবৎসর, উদাবৎসর প্রভৃতি সব সময় তোমাকে নমস্কার করছি। ৭ ॥

মন্ত্র ঃ গায়ত্রেণ পুরস্তাদুপ তিষ্ঠতে প্রাণমেবাস্মিন্দধাতি বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং পক্ষাবোজ এবাস্মিন্দধাত্যৃতুস্থাযজ্ঞাযজ্ঞিয়েন পুচ্ছমৃতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি পৃষ্ঠৈরুপ তিষ্ঠতে তেজো বৈ পৃষ্ঠানি তেজ এবাস্মিন্দধাতি প্রজাপতিরগ্নিমসৃজত সোঽস্মাৎ সৃষ্টঃ পরাঙৈত্তং বারবন্তীয়েনাবারয়ত তদ্বারবন্তীয়স্য বারবন্তীয়ত্বং শ্যৈতেন শ্যেতী অকুরুত তচ্ছ্যৈতস্য শ্যৈতত্বম্ যদ্বারবন্তীয়েনোপতিষ্ঠতে বারয়ত এবৈনং শ্যৈতেন শ্যেতী কুরুতে প্রজাপতের্হৃদয়েনাপিপক্ষং প্রত্যুপ তিষ্ঠতে প্রেমাণমেবাস্য গচ্ছতি প্রাচ্যা ত্বা দিশা সাদয়ামি গায়ত্রেণ ছন্দসাঽগ্নিনা দেবতয়াঽগ্নেঃ শীর্ষ্ণাঽগ্নেঃ শির উপ দধামি দক্ষিণয়া ত্বা দিশা সাদয়ামি ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসেন্দ্রেণ দেবতয়াঽগ্নেঃ পক্ষেণাগ্নেঃ পক্ষমুপ দধামি প্রতীচ্যা ত্বা দিশা সাদয়ামি জাগতেন ছন্দসা সবিত্রা দেবতয়াঽগ্নেঃ পুচ্ছেনাগ্নেঃ পুচ্ছমুপ দধামুদাচ্যা ত্বা দিশা সাদয়াম্যানুষ্টুভেন ছন্দসা মিত্রাবরুণাভ্যাং দেবতয়াঽগ্নেঃ পক্ষেণাগ্নেঃ পক্ষমুপ দধামূর্ধ্বয়া ত্বা দিশা সাদয়ামি পাঙ্‌ক্তেন ছন্দসা বৃহস্পতিনা দেবতয়াঽগ্নেঃ পৃষ্ঠেনাগ্নেঃ পৃষ্ঠমুপ দধামি যো বা অপাত্মানমগ্নিং চিনুতেঽপাত্মাঽমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি যঃ সাত্মানং চিনুতে সাত্মাঽমুষ্মিল্লোঁকে ভবত্যাত্মেষ্টকা উপ দধাত্যেষ বা অগ্নেরাত্মা সাত্মানমেবাগ্নিং চিনুতে সাত্মাঽমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে আত্মেষ্টকার উপস্থানের কথা [illegible] হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ গায়ত্রী প্রভৃতি সামবিশেষের নাম। 'সে সবিতাদেবের বরণীয় তেজের ধ্যান করছি'—ইত্যাদি ঋক্ গায়ত্রী, তার দ্বারা শিরোভাগের উপস্থান হলে অগ্নিতে প্রাণ স্থাপিত হয়। এরূপ বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি কথা বলা হয়েছে। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্ন উদধে যা ত ইষুর্যুবা নাম তয়া নো মৃড় তস্যাস্তে উপ জীবন্তো ভূয়াস্মাগ্নে দুধ্র গহ্য কিংশিল বন্য যা ত ইষুর্যুবা নাম তয়া নো মৃড় তস্যাস্তে নমস্তস্যাস্ত উপজীবন্তো ভূয়াস্ম পঞ্চ বা এতেঽগ্নয়ো যচ্চিতয় উদধিরেব নাম প্রথমো দুধ্রঃ দ্বিতীয়ো গহ্যস্তৃতীয়ঃ কিংশিলশ্চতুর্থো বন্যঃ পঞ্চমস্তেভ্যো যদাহুতীর্ন জুহুয়াদধ্বর্যুং চ যজমানং চ প্র দহেয়ুর্যদেতা আহুতীর্জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনাঞ্ছময়তি নার্তিমার্চ্ছত্যধ্বর্যুর্ন যজমানো বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণোঽক্ষ্যোশ্চক্ষুঃ কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং বাহ্বোর্বলমূরুবোরোজোঽরিষ্টা বিশ্বান্যঙ্গানি তনূঃ তনুবা মে সহ নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীরপ বা এতস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি যোঽগ্নিং চিন্বন্নধিক্রামতি বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণ ইত্যাহ প্রাণানেবাঽঽত্মন্ধত্তে যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অপ্সু য ওষধীষু যো রুদ্রো বিশ্বা ভুবনাঽবিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বাহুতি-

ভাগ্য বা অন্যে রুদ্রা হবির্ভাগাঃ অন্যো শতরুদ্রীয়ং হুত্বা গাবীধুকং চরুমেতেন যজুষা চরমায়ামিষ্টকায়াং নি দধ্যাদ্ভাগধেয়েনৈবৈনং শময়তি তস্য ত্বৈ শতরুদ্রীয়ং হুতমিত্যাহুর্যস্যৈতদগ্নৌ ক্রিয়ত ইতি বসবস্ত্বা রুদ্রৈঃ পুরস্তাৎ পান্তু পিতরস্ত্বা যমরাজানঃ পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পান্ত্বাদিত্যাস্ত্বা বিশ্বৈর্দেবৈঃ পশ্চাৎ পান্তু দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মরুদ্ভিরুত্তরতঃ পাতু দেবাস্ত্বেন্দ্রজ্যেষ্ঠা বরুণরাজানোঽধস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ পান্তু ন বা এতেন পূতো ন মেধ্যো ন প্রোক্ষিতো যদেনমতঃ প্রাচীনং প্রোক্ষতি যৎসঞ্চিতমাজ্যেন প্রোক্ষতি তেন পূতস্তেন মেধ্যস্তেন প্রোক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে আজ্যাহুতি ও প্রোক্ষণের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে উদধিনামক অগ্নি, তোমার যে যুবা (শত্রুর শরীরে মিশ্রিত হয় জন্য) নামক বাণ আছে, তা দিয়ে আমাদের সুখী কর । তোমার সে বাণের উদ্দেশে নমস্কার করছি । সে বাণের প্রসাদে আমরা সমীচীন জীবন লাভ করব । এখানে দুধ্র প্রভৃতি অগ্নিবিশেষের নাম । তাদের বাণ আমাদের সুখী করুক ইত্যাদি অর্থ বুঝতে হবে । ৯ ॥

মন্ত্র ঃ সমীচী নামাসি প্রাচী দিক্তস্যাস্তেঽগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতা যশ্চাধিপতির্যশ্চ গোপ্তা তাভ্যাং নমস্তৌ নো মৃড়য়তাং তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বাং জম্ভে দধাম্যোজস্বিনী নামাসি দক্ষিণা দিক্তস্যাস্ত ইন্দ্রোঽধিপতিঃ পৃদাকুঃ প্রাচী নামাসি প্রতীচী দিক্তস্যাস্তে সোমোঽধিপতিঃ স্বজোঽবস্থাবা নামাসুদীচী দিক্তস্যাস্তে বরুণোঽধিপতিস্তিরশ্চরাজিরধিপত্নী নামাসি বৃহতী দিক্তস্যাস্তে বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো বশিনী নামাসীয়ং দিক্তস্যাস্তে যমোঽধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা যশ্চাধিপতির্যশ্চ গোপ্তা তাভ্যাং নমস্তৌ নো মৃড়য়তাং তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বাং জম্ভে দধাম্যেতা বৈ দেবতা অগ্নিং চিতং রক্ষন্তি তাভ্যো যদাহুতীর্ন জুহুয়াদধ্বর্যুং চ যজমানং চ ধ্যায়েয়ুর্যদেতা আহুতীর্জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনাঞ্ছময়তি নার্তিমার্চ্ছত্যধ্বর্যুর্ন যজমানো হেতয়ো নাম স্থ তেষাং বঃ পুরো গৃহা অগ্নির্ব ইষবঃ সলিলো নিলিম্পা নাম স্থ তেষাং বো দক্ষিণা গৃহাঃ পিতরো ব ইষবঃ সগরো বজ্রিণো নাম স্থ তেষাং বঃ পশ্চাদ্গৃহাঃ স্বপ্নো ব ইষবো গহ্বরোঽবস্থাবানো নাম স্থ তেষাং ব উত্তরাদ্গৃহা আপো ব ইষবঃ সমুদ্রোঽধিপতয়ো নাম স্থ তেষাং ব উপরি গৃহা বর্ষং ব ইষবোঽবস্বান্ ক্রব্যা নাম স্থ পার্থিবাস্তেষাং ব ইহ গৃহাঃ অন্নং ব ইষবো নিমিষো বাতনামং তেভ্যো বো নমস্তে নো মৃড়য়ত তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তং বো জম্ভে দধামি হুতাদো বো অন্যে দেবা অহুতাদোঽন্যে তানগ্নিচিদেবোভয়ান্ প্রীণাতি দধ্না মধুমিশ্রেণৈতা আহুতীর্জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনান্ প্রীণাত্যথো খল্বাহুরিষ্টকা বৈ দেবা অহুতাদ ইতি অনুপরিক্রামং জুহোত্যপরিবর্গমেবৈনান্ প্রীণাতীমং স্তনমূর্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপ্যাতমগ্নে সরিরস্য মধ্যে । উৎ সংজুস্ব মধমন্তমূর্ব সমুদ্রিয়ং সদনমা বিশস্ব । যো বা অগ্নিং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চতি যথাঽশ্বো যুক্তোঽবিমুচ্যমানঃ ক্ষুধ্যন্ পরাভবত্যেবমস্যাগ্নিঃ পরা ভবতি তং পরাভবন্তং যজমানোঽনু পরা ভবতি সোঽগ্নিং চিত্বা লুক্ষঃ ভবতীমং স্তনমূর্জস্বন্তং ধরাপামিত্যাজ্যস্য পূর্ণাং স্রুচং জুহোত্যেষ বা অগ্নের্বিমোকো বিমুচ্যৈবাস্মা অন্নমপি দধাতি তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন সুধায়ং হ বৈ বাজী সুহিতো দধাতীত্যগ্নির্বাব বাজী তমেব তৎপ্রীণাতি স এনং প্রীতঃ প্রীণাতি বসীয়ান্ ভবতি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে সর্পাহুতির কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে পূর্বদিক, প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয় জন্য তোমার

নাম সমীচী। অগ্নি তোমার অধিপতি, কৃষ্ণসর্প তোমার রক্ষক। তোমার সে অধিপতি ও রক্ষকের উদ্দেশে নমস্কার, তারা দুজন আমাদের সুখী করুক। আমরা যাকে দ্বেষ করি, আমাদের যারা বিদ্বেষ করে, তাদের তোমার অধিপতি ও রক্ষকের বিস্তৃত মুখে স্থাপন করছি। এরূপ অন্যগুলির অর্থ বুঝতে হবে। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে সূকরো বরুণায় রাজ্ঞে কৃষ্ণো যমায় রাজ্ঞ ঋশ্য ঋষভায় রাজ্ঞে গবয়ঃ শার্দ্দূলায় রাজ্ঞে গৌরঃ পুরুষরাজায় মর্কটঃ ক্ষিপ্রশ্যেনস্য বর্ত্তিকা নীলঙ্গোঃ ক্রিমিঃ সোমস্য রাজ্ঞঃ কুলুঙ্গঃ সিন্ধোঃ শিংশুমারো হিমবতো হস্তী ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে অশ্বমেধের শেষ এগারটি পশুর আলভনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে বরাহ অর্পণ করবে। এরূপ জলদেবতা বরুণের উদ্দেশে কৃষ্ণমৃগ, ধর্মরাজ যমের উদ্দেশে ঋশ্য মৃগ অর্পণ করবে। গরুর রাজার উদ্দেশে গবয়, অরণ্যের রাজা শার্দ্দূলের উদ্দেশে গৌরমৃগ, পুরুষদের প্রধানের উদ্দেশে বানর, ক্ষিপ্রগতি শ্যেনের উদ্দেশে বর্তিকা (চটকা) পক্ষী, সর্পরাজ নীলপ্রভের উদ্দেশে ক্রিমি, ওষধিরাজ সোমের উদ্দেশে কুলুঙ্গ (চিত্রক, কটুকম্বর), সমুদ্রের উদ্দেশে শিংশুমার গ্রাহ এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের উদ্দেশে হস্তী অর্পণ করবে। ১১ ॥

মন্ত্র ঃ ময়ুঃ প্রাজাপত্য উলো হলীক্ষো বৃষদংশস্তে ধাতুঃ সরস্বত্যৈ শারিঃ শ্যেতা পুরুষবাক্ সরস্বতে শুকঃ শ্যেতঃ পুরুষবাগরণ্যোঽজো নকুলঃ শকা তে পৌষ্ণা বাচে ক্রৌঞ্চঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ প্রজাপতির উদ্দেশে ময়ু (কিম্পুরুষ অথবা অরণ্য ময়ূর অর্পণ করবে)। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ৩১ মন্ত্রে দেখুন।]। ১২ ॥

মন্ত্র ঃ অপাং নপত্রে জষো নাক্রো মকরঃ কুলীকয়স্তেঽকূপরিস্য বাচে পৈঙ্গরাজো ভগায় কুষীতক আতী বাহসো দর্ব্বিদা তে বায়ব্যা দিগভ্যশ্চক্রবাকঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ অপাং নপ্তা নামক দেবতার উদ্দেশে ম[illegible] অর্পণ করবে। এরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে জষ, নক্র, মকর, কুলীয়ক (মৎস্যবিশেষ), বাক্যের উদ্দেশে পৈঙ্গরাজ (সমুদ্রের তরঙ্গে বিচরণকারী মহান পক্ষীবিশেষ), ভগের উদ্দেশে কুষীতক (সমুদ্র-কাক), বায়ুর উদ্দেশে আতী (কুরঙ্গী), বাহস ও দর্বিদা (জলপক্ষী), এবং দিগ্‌দেবতাদের উদ্দেশে চক্রবাক অর্পণ করবে। ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ বলায়াজগর আখুঃ সৃজয়া শয়ণ্ডকস্তে মৈত্রা মৃত্যবেঽসিতো মন্যবে স্বজঃ কুম্ভীনসঃ পুষ্করসাদো লোহিতাহিস্তে ত্বাষ্ট্রাঃ প্রতিশ্রুৎকায়ৈ বাহসঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ বলনামক দেবতার উদ্দেশে অজগর সর্প, মিত্রের উদ্দেশে আখু, নীলমক্ষিকা ও কৃকলাস, মৃত্যুর উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণের সর্প, মন্যুর উদ্দেশে স্বজ (গর্তে যে সাপ নিজে জন্মে), ত্বষ্টার উদ্দেশে কুম্ভীনস, পুষ্করসদ ও শ্বেতলোহিত সর্প এবং প্রতিশ্রুতির উদ্দেশে কম্পপ্রম[illegible] সর্প অর্পণ করবে। ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ পুরুষমৃগশ্চন্দ্রমসে গোধা কালকা দার্ব্বাঘাটস্তে বনস্পতীনামেণ্যহ্নে কৃষ্ণো রাত্রিয়ৈ পিকঃ ক্ষিঙ্কা নীলশীর্ষ্ণী তেঽর্য্যম্ণে ধাতুঃ কৎকটঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ চন্দ্রের উদ্দেশে নরমুখ মৃগ অর্পণ করবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ৩৫ মন্ত্রে দেখুন।]। ১৫ ॥

মন্ত্র : সৌরী বলাকর্শ্যো ময়ূরঃ শ্যেনস্তে গন্ধর্বাণাং বসূনাং কপিঞ্জলো রুদ্রাণাং তিত্তিরী রোহিৎ কুন্ডৃঋণাচী গোলত্তিকা তা অপ্সরসামরণ্যায় সৃমরঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ : সূর্যের উদ্দেশে বলাকা অর্পণ করবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্লযজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ৩৩ মন্ত্রে দেখুন।]। ১৬ ॥

মন্ত্র : পৃষতো বৈশ্বদেবঃ পিত্বো ন্যঙ্কুঃ কশস্তেঽনুমত্যা অন্যবাপোঽর্ধমাসানাং মাসাং কশ্যপঃ ক্বয়িঃ কুটরুর্দাত্যৌহস্তে সিনীবাল্যৈ বৃহস্পতয়ে শিৎপুটঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ : বৈশ্বদেবের উদ্দেশে শ্বেতবিন্দু চিহ্নিত মৃগ অর্পণ করবে। এরূপ অনুমিতির উদ্দেশে ব্যাঘ্র, হরিণ, কশ হরিণ, অর্ধমাসের উদ্দেশে কাশ্যপ, ক্বয়ি, কুটরু মৃগ, সিনীবালীর উদ্দেশে দাত্যৌহ এবং বৃহস্পতির উদ্দেশে শিৎপুট (মার্জার-সদৃশ-জাতি) অর্পণ করবে। ১৭ ॥

মন্ত্র : শকা ভৌমী পান্ত্রঃ কশো মান্থীলবস্তে পিতৃণামৃতূনাং জহকা সম্বৎসরায় লোপা কপোত উলূকঃ শশস্তে নৈর্ঋতাঃ কৃকবাকুঃ সাবিত্রঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ : ভূমির উদ্দেশে মক্ষিকা, পিতৃগণের উদ্দেশে পান্ত্র, কশ (পক্ষী-বিশেষ) ও মান্থীলব (জলকুক্কুট), ঋতুদের উদ্দেশে জহক (গর্তবাসী শৃগাল), সংবৎসরের উদ্দেশে লোপ (শ্মশান-শকুনি) নৈর্ঋতের উদ্দেশে কপোত, উলূক ও শশক এবং সবিতার উদ্দেশে অরণ্যকুক্কুট অর্পণ করবে। ১৮ ॥

মন্ত্র : রুরু রৌদ্রঃ কৃকলাসঃ শকুনিঃ পিপ্পকা তে শরব্যায়ৈ হরিণো মারুতো ব্রহ্মণে শার্গস্তরক্ষুঃ কৃষ্ণঃ শ্বা চতুরক্ষা গর্দভস্ত ইতরজনানামগ্নয়ে ধূভক্ষা ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ : শরব্যার (বাণধারিণী দেবতা) উদ্দেশে রুরু (মৃগবিশেষ), কৃকলাস, শকুনি ও পিপ্পক অর্পণ করবে। এরূপ অন্যগুলি জানবে। ১৯ ॥

মন্ত্র : অলজ আন্তরিক্ষ উদ্রো মদ্গুঃ প্লবস্তেঽপামদিত্যৈ হংসসাচিরিন্দ্রাণ্যৈ কীর্শা গৃধ্রঃ শিতিকক্ষী বার্ধ্রাণসস্তে দিব্যা দ্যাবাপৃথিব্যা শ্বাবিৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : অন্তরিক্ষের উদ্দেশে ভাস, জলের উদ্দেশে ভদ্র (জলবিড়াল), মদ্গু ও প্লব, অদিতির উদ্দেশে সর্বশ্বেত হংস অর্পণ করবে। এরূপ অপর-গুলি বুঝতে হবে। ২০ ॥

মন্ত্র : সুপর্ণঃ পার্জন্যো হংসা বৃকো বৃষদংশস্ত ঐন্দ্রা অপামুদ্রোঽর্যমণে লোপাশঃ সিংহো নকুলো ব্যাঘ্রস্তে মহেন্দ্রায় কামায় পরস্বান্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ : মেঘের উদ্দেশে সুপর্ণ, ইন্দ্রের উদ্দেশে হংস, বৃক ও বৃষদংশ (মার্জার-সদৃশ), জলের উদ্দেশে উদ্র (জলবিড়াল), অর্যমার উদ্দেশে লোপশ (শৃগালবিশেষ), মহেন্দ্রের উদ্দেশে সিংহ, নকুল ও ব্যাঘ্র এবং কামের উদ্দেশে মহিষ অর্পণ করবে। ২১ ॥

মন্ত্র : আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ সারস্বতী মেষী বভ্রুঃ সৌম্যঃ পৌষ্ণঃ শ্যামঃ শিতিপৃষ্ঠো বার্হস্পত্যঃ শিল্পো বৈশ্বদেব ঐন্দ্রোঽরুণো মারুতঃ কল্মাষঃ ঐন্দ্রাগ্নঃ সংহিতোঽধোরামঃ সাবিত্রো বারুণঃ পেত্বঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ : অগ্নির উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীব ছাগ অর্পণ করবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ১৪ মন্ত্রে দেখুন।]। ২২ ॥

মন্ত্র ঃ অশ্বস্তূপরো গোমৃগস্তে প্রাজাপত্যা আগ্নেয়ো কৃষ্ণগ্রীবৌ ত্বাষ্ট্রৌ লোমশসক্থৌ শিতিপৃষ্ঠৌ বার্হস্পত্যৌ ধাত্রে পৃষোদরঃ সৌর্য্যো বলক্ষঃ পেত্বঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ প্রজাপতির উদ্দেশে অশ্ব, শৃঙ্গহীন ছাগ ও গোমৃগ অর্পণ করবে। [এ মন্ত্রগুলির, ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ১ মন্ত্রে দেখুন।] ২৩ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়েঽনীকবতে রোহিতাঞ্জিরনড্বানধোরামৌ সাবিত্রৌ পৌষ্ণৌ রজতনাভী বৈশ্বদেবৌ পিশঙ্গৌ তূপরৌ মারুতঃ কল্মাষ আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণোঽজঃ সারস্বতী মেষী বারুণঃ কৃষ্ণ একশিতিপাৎ পেত্বঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ সেনাগ্রণী অগ্নির উদ্দেশে লোহিতলিঙ্গ ছাগ অর্পণ করবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৪ অধ্যায়ের ১৬ মন্ত্রে দেখুন।] ২৪ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ। অগ্নিং যা গর্ভং দধিরে বিরূপাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু। যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু। যাসাং দেবা দিবি কৃন্বন্তি ভক্ষং যা অন্তরিক্ষে বহুধা ভবন্তি। যাঃ পৃথিবীং পয়সোন্দন্তি শুক্রাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু। শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাঽপঃ শিবয়া তনুবোপ স্পৃশত ত্বচং মে। সর্ব্বাং অগ্নীংরপ্সুষদো হুবে বো ময়ি বর্চ্চো বলমোজো নি ধত্ত। যদদঃ সম্প্রয়তীরহাবনদতা হতে। তস্মাদা নদ্যো নাম স্থ তা বো নামানি সিন্ধবঃ। যৎ প্রেষিতা বরুণেন তাঃ শীভং সমবল্গত। তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মাদাপো অনু স্থন। অপকামং স্যন্দমানা অবীবরত বো হিকম্। ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দ্দেবীস্তস্মাদ্বার্ণাম বো হিতম্। একো দেবো অপ্যাতিষ্ঠৎ স্যন্দমানা যথাবশম্। উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে। আপো ভদ্রা ঘৃতমিদাপ আসুরগ্নীষোমৌ বিভ্রত্যাপ ইত্তাঃ। তীব্রো রসো মধুপৃচাম্ অরঙ্গম আ মা প্রাণেন সহ বর্চ্চসা গন্। আদিৎ পশ্যামুত বা শৃণোম্যা মা ঘোষো গচ্ছতি বাঙ্ন আসাম্। মন্যে ভেজানো অমৃতস্য তর্হি হিরণ্যবর্ণা অতৃপং যদা বঃ। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ দিবি শ্রয়স্বান্তরিক্ষে যতস্ব পৃথিব্যা সম্ভব ব্রহ্মবর্চ্চসমসি ব্রহ্মবর্চ্চসায় ত্বা ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে কুম্ভেষ্টকা আমন্ত্রণের মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সে জলদেবীগণ আমাদের সুখবিধান করুক, যারা স্বর্ণের মত উজ্জ্বলবর্ণ, শুদ্ধ, পবিত্র, যা থেকে কশ্যপ প্রজাপতি ও ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছে এবং অগ্নিকে যারা গর্ভে ধারণ করেছে। অধিপতি বরুণ যাদের মধ্যে গূঢ়ভাবে সঞ্চরণ করে। সে বরুণ জনগণের স্নান-পানাদি যথাশাস্ত্র আচরণ লক্ষ্য করে। মধুর রস ক্ষরণকারী, শুদ্ধ, পবিত্র সে জলদেবীগণ আমাদের সুখ বিধান করুক। দ্যুলোকে দেবগণ যে জলের সার (অমৃত) নিজ ভোজ্য বলে গ্রহণ করেছে, অন্তরিক্ষলোকে বৃষ্টিধারারূপ যে জল বহুপ্রকার হয়, যে জল পৃথিবীকে আর্দ্র করে, সে নির্মল জল আমাদের সুখ বিধান করুক। হে জলদেবীগণ, তোমরা

শান্ত চক্ষুতে আমাকে দেখ, তোমাদের শান্ত শরীরে আমাকে স্পর্শ কর। আমি জলস্থ সমস্ত অগ্নিকে হোমের দ্বারা তর্পণ করছি। তোমাদের কান্তি, বল ও ওজ আমাতে স্থাপন কর। হে জলদেবীগণ, দ্যুলোক থেকে তোমরা গমন করে থাক, মেঘে আঘাত করে শব্দ (নাদ) কর জন্য সবস্থানে নদী নামে পরিচিত হও, হে স্যন্দনশীল (সিন্ধু) জলদেবীগণ, তোমাদের নির্বাচনযোগ্য বহু নাম আছে। হে জলদেবীগণ, বরুণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তোমরা যখন হর্ষে নৃত্য করেছিলে, তখন উৎসুক ইন্দ্র তোমাদের দেখতে পেয়েছিল জন্য তোমাদের নাম 'আপ' (আপ্যন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অপ ইতি নামধেয়ম্—সায়ণ)। তোমরা সকলের অনুকূল হও। হে জলদেবীগণ, স্বাভাবিকভাবে প্রবহমান তোমাদের দেখে তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তোমাদের বরণ করেছি। তোমাদের প্রবাহে অপর কোন শক্তির অপেক্ষা নেই, তোমাদের নিজ শক্তিতেই তোমরা প্রবাহিত হও। ইন্দ্রের দ্বারা বৃত হয়েছিলে জন্য তোমাদের 'বারি' নাম। স্বেচ্ছায় স্যন্দমান জলগুলিকে ইন্দ্র তার অধীন করেছিল। ইন্দ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে জলগুলি প্রভুতরূপে উৎকর্ষতা লাভ করেছে জন্য তারা উদক নামে প্রসিদ্ধ। এ কল্যাণরূপ জলগুলি গাভীদের শরীর থেকে ঘৃতরূপে পরিণত হয়েছে, তারা অগ্নি ও সোমকে ধারণ করেছে। মাধুর্যযুক্ত জলের রস সকলের পুষ্টিকর। সে রস প্রাণ ও বলের সাথে আমাকে লাভ করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত জলের রস অন্নাদিরূপে শরীরে থাকে ততক্ষণ প্রাণ চলে যায় না, বলও বিনষ্ট হয় না। যখন জলের রস আমার শরীরে আসে, চোখ দেখতে পারে ও কাণ শুনতে পারে। জলের শব্দই আমাদের শরীরে এসে বাক্য-রূপে প্রকাশ পায়। হে তেজস্বী জলসকল, যখন আমি তোমাদের সেবায় তৃপ্ত হই, তখন ভাবি আমি অমৃত পান করছি। হে জলদেবীগণ, তোমরা আমাদের সুখদাত্রী হও, তোমাদের রস আমাদের অনুভব করাও এবং রমণীয় দর্শনের জন্য (পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য) আমাদের যোগ্য কর। তোমাদের যে সুখকর রস আছে, তা আমাদের অনুভব করাও, স্নেহময়ী জননী যেমন শিশুকে স্তন্যরস পান করায়, সেরূপ। যে রসের নিবাসে তোমরা প্রীত হও, সে রস যেন আমরা প্রভুত লাভ করি। হে জলদেবীগণ, তোমরা আমাদের প্রজাগণের উৎপাদক কর। হে নৈবারচর, দ্যুলোকে আশ্রিত হও, অন্তরিক্ষে যত্নশীল হও এবং পৃথিবীতে মিলিত হও। তুমি ব্রহ্মতেজরূপ, তোমাকে ব্রহ্মতেজে আমি স্থাপন করছি। ১।১৪ ॥

মন্ত্র : অপাং গ্রহান্ গৃহ্নাত্যেতদ্বাব রাজসূয়ং যদেতে গ্রহাঃ সবোঽগ্নি-র্বরুণসবো রাজসূয়মগ্নিসবশ্চিত্যস্তাভ্যামেব সূয়তেঽথো উভাবেব লোকাবভি জয়তি যশ্চ রাজসূয়েনেজানস্য যশ্চাগ্নিচিত আপো ভবন্ত্যাপো বা অগ্নের্ভ্রাতৃব্যা যদপো-ঽগ্নেরধস্তাদুপদধাতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যমৃতম্ বা আপস্তস্মাদদ্ভিরবতান্তমভি ষিঞ্চন্তি নার্তিমার্চ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি যস্যৈতা উপধীয়ন্তে য উ চৈনা এবং বেদান্নং বা আপঃ পশব আপোঽন্নং পশবোঽন্নাদঃ পশুমান্ ভবতি যস্যৈতা উপধীয়ন্তে য উ চৈনা এবং বেদ দ্বাদশ ভবন্তি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরেণৈবাস্মৈ অন্নমব রুন্ধে পাত্রাণি ভবন্তি পাত্রে বা অন্নমদ্যতে সযোন্যেবান্নমব রুন্ধ আ দ্বাদশাৎ পুরুষাদন্নমত্ত্যথো পাত্রান্ন ছিদ্যতে যস্যৈতা উপধীয়ন্তে য উ চৈনা এবং বেদ কুম্ভাশ্চ কুম্ভীশ্চ মিথুনানি ভবন্তি মিথুনস্য প্রজাত্যৈ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জ্জায়তে যস্যৈতা উপধীয়ন্তে য উ চৈনা এবং বেদ শুগ্বা অগ্নিঃ সোঽধ্বর্য্যুং যজমানং প্রজাঃ শুচাঽর্পয়তি যদপ উপদধাতি শুচমেবাস্য শময়তি নার্তিমার্চ্ছত্যধ্বর্য্যুর্ন যজমানঃ শাম্যন্তি প্রজা যত্রৈতা উপধীয়ন্তেঽপাং বা এতানি হৃদয়ানি যদেতা আপো যদেতা অপ উপদধাতি

দিব্যাভিরেবৈনাঃ সং সৃজতি বর্ষুকঃ পর্জন্যঃ ভবতি যো বা এতাসামায়তনং ক্লৃপ্তিং বেদাহয়তনবান্ ভবতি কল্পতেহস্মা অনুসীতমুপ দধাত্যেতদ্বা আসামায়তনমেষা ক্লৃপ্তির্য এবং বেদাহয়তনবান্ ভবতি কল্পতেহস্মৈ দ্বন্দ্বমন্যা উপ দধাতি চতস্রো মধ্যে ধৃত্যা অন্নং বা ইষ্টকা এতৎ খলু বৈ সাক্ষাদন্নং যদেষ চরুর্যদেতং চরুমুপদধাতি সাক্ষাৎ এবাস্মা অন্নমব রুন্ধে মধ্যত উপ দধাতি মধ্যত অন্নং দধাতি তস্মান্মধ্যতোহন্নমদ্যতে বার্হস্পত্যো ভবতি ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মা অন্নমব রুন্ধে ব্রহ্মবর্চসমাস ব্রহ্মবর্চসায় ত্বেত্যাহ তেজস্বী ব্রহ্মবর্চসী ভবতি যস্যৈষ উপধীয়তে য উ চৈনমেবং বেদ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে ইষ্টকোপাধানের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ জল যাতে গ্রহণ করা হয় তাকে গ্রহ বলে অর্থাৎ যা জলাধার পাত্র কুম্ভ ও কুম্ভী। সেগুলি জলের দ্বারা পূর্ণ হয় জন্য জলের গ্রহ (পাত্র), কুম্ভ, কুম্ভীরূপ তাদের গ্রহণ করতে হবে। এ কুম্ভ কুম্ভীরূপ জলের পাত্রগুলি রাজসূয়স্বরূপ। চীয়মান অগ্নি হচ্ছে সব অর্থাৎ যেখানে অভিষেক করা হয়। যজমান এখানে অভিষিক্ত হয় জন্য যজ্ঞকে সব বলে, তৎসদৃশ অগ্নি। আর যে রাজসূয় কর্ম, তা 'বরুণসব'। বরুণ কখনও রাজসূয় করে অভিষিক্ত হয়েছিল। আর যা চিত্য, সে হচ্ছে এ অগ্নিসব, ঐ অগ্নিতেও অভিষেক আছে। অতএব কুম্ভীষ্টকা স্থাপন করলে বরুণ ও অগ্নির দ্বারা যজমান অনুষ্ঠানপর হয়। রাজসূয়ের দ্বারা এবং অগ্নিচয়নের যে লোক প্রাপ্তি হয়, ইষ্টকা উপাধানের দ্বারাও সে লোক প্রাপ্তি হয়। জলের দ্বারা অগ্নির শান্তি হয় জন্য উভয়ের শত্রুতা। অতএব চীয়মান অগ্নির নীচে ভূমিতে কুম্ভ, কুম্ভীগত জল রাখলে শত্রুরা পরাভূত হবে এবং যজমান ঐশ্বর্য লাভ করবে। এখানে জল হচ্ছে অমৃতরূপ, অমৃত উদক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেহেতু জল অমৃত-রূপ, অতএব মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য শীতল জল দিয়ে সিঞ্চন করতে হয়। এ জেনে যে ইষ্টকার উপাধান করে, সে কোন ক্লেশ পায় না, বরং পূর্ণ আয়ুষ্কাল লাভ করে। জল থেকে অন্ন উৎপন্ন হয় জন্য অন্ন হচ্ছে জল, জলের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে জন্য পশুগণ জলরূপ, দুগ্ধাদি অন্নের কারণ বলে পশুরাও অন্নরূপ। যে ইষ্টকার উপাধান করে বা যে এ জানে সে অন্ন ও পশুযুক্ত হয়। কাংস্য (কাঁসার) প্রভৃতির পাত্রে লোকে অন্ন ভক্ষণ করে এবং পাক করে। পাত্র অন্নের উৎপত্তি-স্থান বলে ইষ্টকার উপাধান কর্তা বা বেত্তা পাত্রের সাথে অন্ন লাভ করে এবং পাত্রের সংখ্যা অনুসারে দ্বাদশ পুরুষ পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয়। পাত্রাদি গৃহোপকরণ থেকেও বিচ্যুত হয় না। কুম্ভ পুরুষ-সদৃশ এবং কুম্ভী স্ত্রী-সদৃশ, এ মিথুন সম্পত্তির দ্বারা প্রজাদি লাভ হয়। অগ্নি সন্তাপের কারণ, অধ্বর্যু প্রভৃতি অগ্নির সন্তাপ ভোগ করে। জল স্থাপনের দ্বারা অগ্নির সন্তাপ দূর হয়। যে কর্মে এ ইষ্টকার উপাধান করা হয়, সেখানে অধ্বর্যু বা যজমান কারুর মৃত্যু হয় না, প্রজারাও সমৃদ্ধি লাভ করে। এ পাত্রগত জল অন্য দেবতার হৃদয়স্থানীয়। এ ইষ্টকার উপাধানকর্তা দিব্য জল লাভ করে এবং মেঘও বর্ষণশীল হয়। যে ইষ্টকাগুলির স্থান ও সামর্থ্য জানে, সে গৃহাদি আয়তন লাভ করে। ইষ্টকা অন্নের হেতু জন্য অন্যরূপ, চরু হচ্ছে সাক্ষাৎ অন্নরূপ, অতএব চরু স্থাপনের দ্বারা মুখ্য অন্ন লাভ করে। ইষ্টকার মধ্যে চরু স্থাপন করলে যজমানের উদরে অন্ন স্থাপিত হয় এবং মধ্য বয়সে প্রচুর অন্ন ভক্ষণকারী হয়। 'তুমি ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মতেজ লাভের জন্য তোমাকে স্থাপন করছি', ইত্যাদি মন্ত্রে তেজ হচ্ছে কান্তি এবং ব্রহ্মবর্চ হচ্ছে অধ্যয়নাদি সম্পত্তি। ২॥

মন্ত্র ঃ ভূতেষ্টকা উপ দধাত্যত্রাত্র বৈ মৃত্যুর্জায়তে যত্রযত্রৈব মৃত্যুর্জায়তে তত এবৈনমব যজতে তস্মাদগ্নিচিৎ সর্ব্বমায়ুরেতি সর্ব্বে হ্যস্য মৃত্যবোঽবেষ্টাস্তস্মাদগ্নিচিমাভিচরিতবৈ প্রত্যগেন মভিচারঃ স্তৃণুতে সুয়তে বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতে দেবসুবামেতানি হবীংষি ভবন্ত্যেতাবন্তো বৈ দেবানাং সবাস্ত এব অস্মৈ সবান্ প্র যচ্ছন্তি ত এনং সুবন্তে সবোঽগ্নির্ব্বরুণসবো রাজসুয়ং ব্রহ্মসবশ্চিত্যো দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসুত এবৈনং ব্রহ্মণা দেবতাভিরভি ষিঞ্চত্যন্নস্যান্নস্যাভিষিঞ্চত্যন্নস্যান্নস্যাবরুদধ্যৈ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমভিষিঞ্চতি পুরস্তাদ্ধি প্রতীচীনমন্নমদ্যতে শীর্ষতোঽভি ষিঞ্চতি শীর্ষতো হ্যন্নমদ্যত আ মুখাদন্ববস্রাবয়তি মুখত এবাস্মা অন্নাদ্যং দধাত্যগ্নেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহৈষ বা অগ্নেঃ সবস্তেনৈবৈনমভি ষিঞ্চতি বৃহস্পতেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনমভি ষিঞ্চতীন্দ্রস্য ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহেন্দ্রিয়মেবাস্মিন্নুপরিষ্টাদ্দধাত্যেতৎ বৈ রাজসুয়স্য রূপং য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুত উভাবেব লোকাবভি জয়তি যশ্চ রাজসুয়েনেজানস্য যশ্চাগ্নিচিত ইন্দ্রস্য সুষুবাণস্য দশধেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পরাঽপতত্তদ্দেবাঃ সৌত্রামণ্যা সমভরন্ৎসুয়তে বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতেঽগ্নিং চিত্বা সৌত্রামণ্যা যজেতেন্দ্রিয়মেব বার্য্যং সম্ভৃত্যাঽত্মন্ধত্তে ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে ভূতেষ্টকাদির কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ দেশ, কাল ও নিমিত্ত বশত অপমৃত্যু হয় । সর্প, ব্যাঘ্র ও চোর প্রভৃতি যুক্ত দেশ মৃত্যুর কারণ । সন্ধ্যা, মধ্যরাত্র প্রভৃতি যক্ষ রাক্ষসাদি প্রযুক্ত মৃত্যুকাল । দুষ্ট আহার ভোজনাদি মৃত্যুর নিমিত্ত । ভূতেষ্টকা উপাধানের দ্বারা দেশ, কাল ও নিমিত্ত প্রযুক্ত মৃত্যু থেকে যজমান রক্ষা লাভ করে । অতএব অগ্নিচয়নকারী পূর্ণায়ুঃ লাভ করে । অগ্নিচয়নকারী কোন আভিচারিক ক্রিয়ায় বিষয়ীভূত হয় না । যে মূর্খ অভিচার করে, সে কাজের দ্বারা সে মূর্খ বিনষ্ট হয় । যে যজমান অগ্নি চয়ন করে, সে দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হয় । 'অগ্নয়ে গৃহপতয়ে পুরোডাশম্'—ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ এ যজমানের প্রেরক । অভিষেকযুক্ত যাগের নাম 'সব' । তা দু-প্রকার—বরুণ-সব এবং ব্রহ্ম-সব । রাজা কর্তৃক রাজসূয় হচ্ছে বরুণ-সব, কারণ বরুণ রাজাভিমানী দেব । কিন্তু চিত্য অগ্নি ব্রাহ্মণের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হয় বলে তা ব্রহ্মসব, অগ্নি হচ্ছে ব্রাহ্মণাভিমানী দেবতা । অতএব এ দুটি 'সব'—অভিষেকের যোগ্য । 'সবিতাদেবের প্রেরণায়' ইত্যাদি মন্ত্রে সবিতাদি দেবতার দ্বারা অভিষেকের কথা বলা হয়েছে । এ অভিষেক চিত্য অগ্নির রাজসূয়ের স্বরূপ এ জেনে যে অগ্নি স্থাপন করে সে উভয় লোক জয় করে । ৩ ॥

মন্ত্র ঃ সজূরব্দোঽযাবভিঃ সজূরুষা অরুণীভিঃ সজূঃ সূর্য্য এতশেন সজোষাবশ্বিনা দংসোভিঃ সজূরগ্নির্বৈশ্বানর ইড়াভির্ঘৃতেন স্বাহা সম্বৎসরো বা অব্দো মাসা অযাবা উষা অরুণীঃ সূর্য্য এতশ ইমে অশ্বিনা সম্বৎসরোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ পশব ইড়া পশবো ঘৃতং সম্বৎসরং পশবোঽনু প্র জায়ন্তে সম্বৎসরেণৈবাস্মৈ পশূন্ প্র জনয়তি দর্ভস্তম্বে জুহোতি যৎ বা অস্যা অমৃতং যদ্বীর্য্যং তদ্দর্ভাস্তস্মিন্ জুহোতি প্রৈব জায়তেঽন্নাদো ভবতি যস্যৈবং জুহ্বত্যেতা বৈ দেবতা অগ্নেঃ পুরস্তাদ্ভাগাস্তা এব প্রীণাত্যথো চক্ষুরেবাগ্নেঃ পুরস্তাৎ প্রতি দধাত্যনন্ধো ভবতি য এবং বেদাঽপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ স প্রজাপতিঃ পুষ্করপর্ণে বাতো ভূতোঽলেলায়ৎ সঃ প্রতিষ্ঠাং নাবিন্দত স এতদপাং কুলায়মপশ্যত্তস্মিন্নগ্নিমচিনুত তদিয়মভবত্ততো বৈ স প্রত্যতিষ্ঠদ্যাং পুরস্তাদুপাদধাত্তচ্ছিরোঽভবৎ সা প্রাচী দিগ্যাং

দক্ষিণত উপাদধাৎ স দক্ষিণঃ পক্ষোঽভবৎ সা দক্ষিণা দিগ্যাং পশ্চাদুপাদধাত্তৎপুচ্ছম-ভবৎ সা প্রতীচী দিগ্যামুত্তরত উপাদধাৎ স উত্তরঃ পক্ষোঽভবৎ সোদীচী দিগ্যামু-পরিষ্টাদুপাদধাত্তৎপৃষ্ঠমভবৎ সোর্ধ্বা দিগিয়ং বা অগ্নিঃ পঞ্চেষ্টকস্তস্মাদ্যদস্যাং খনন্ত্যভীষ্টকাং তৃন্দন্ত্যভি শর্করাং সর্ব্বা বা ইয়ং বয়োভ্যো নক্তং দৃশে দীপ্যতে তস্মাদিমাং বয়াংসি নক্তং নাধ্যাসতে য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে প্রত্যেব তিষ্ঠত্যভি দিশো জয়ত্যাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণস্তস্মাদ্ব্রাহ্মণায় সর্ব্বাসু দিক্ষ্বর্ধুকং স্বামেব তদ্দিশমন্বেত্যপাং বা অগ্নিঃ কুলায়ং তস্মাদাপোঽগ্নিং হারুকাঃ স্বামেব তদ্যোনিং প্র বিশন্তি ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ মাসের সাথে সংবৎসের ঘৃতের দ্বারা যাগ করছি। এখানে সজু শব্দের অর্থ সমান প্রীতিযুক্ত। সমস্ত মন্ত্রে 'ঘৃতেন স্বাহা' এটা যোগ করতে হবে। [এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ১২ অধ্যায়ের ৭৪ মন্ত্রে দেখুন। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ সম্বৎসরমুখ্যং ভৃত্বা দ্বিতীয়ে সম্বৎসর আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপে-দৈন্দ্রমেকাদশকপালং বৈশ্বদেবং দ্বাদশকপালং বার্হস্পত্যং চরুং বৈষ্ণবং ত্রিকপালং তৃতীয়ে সম্বৎসরেঽভিজিতা যজেত যদষ্টাকপালো ভবত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যাগ্নেয়ং গায়ত্রং প্রাতঃসবনং প্রাতঃসবনমেব তেন দাধার গায়ত্রীং ছন্দো যদেকাদশকপালো ভবত্যেকা-দশাক্ষরা ত্রিষ্টুগৈন্দ্রং ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং মাধ্যন্দিনমেব সবনং তেন দাধার ত্রিষ্টুভং ছন্দো যদ্দ্বাদশকপালো ভবতি দ্বাদশাক্ষরা জগতী বৈশ্বদেবং জাগতং তৃতীয়সবনং তৃতীয়সবনমেব তেন দাধার জগতীং ছন্দো যদ্বার্হস্পত্যশ্চরুর্ভবতি ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মৈব তেন দাধার যদ্বৈষ্ণবস্ত্রিকপালো ভবতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞমেব তেন দাধার যত্তৃতীয়ে সম্বৎসরেঽভিজিতা যজতেঽভিজিত্যৈ যৎ-সম্বৎসরমুখ্যং বিভর্তীমমেব তেন লোকং স্পৃণোতি যদ্দ্বিতীয়ে সম্বৎসরেঽগ্নিং চিনুতেঽন্তরিক্ষমেব তেন স্পৃণোতি যত্তৃতীয়ে সম্বৎসরে যজতেঽমুমেব তেন লোকং স্পৃণোত্যেতং বৈ পর আট্ণারঃ কক্ষীবাং ঔশিজো বীতহব্যঃ শ্রায়সস্ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বত ততো বৈ তে সহস্রং সহস্রং পুত্রানবিন্দন্ত প্রথতে প্রজয়া পশুভিস্তাং মাত্রামাপ্নোতি যাং তেঽগচ্ছ য এবং বিদ্বানেতমগ্নিং চিনুতে ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে হবি-দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে প্রপাঠকে সংবৎসর, ত্র্যহ, ষড়হ ও দ্বাদশাহ যাগের কথা বলা হয়েছে। এখানে সংবৎসর সাধ্য সত্রের অঙ্গভূত চয়নে সংবৎসর ব্যাপী উখা ধারণ করতে হবে। সংবৎসর উখা ধারণ করে দ্বিতীয় সংবৎসরে অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপাল চরু, ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল, বৈশ্বদেবের উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল, বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে তিন কপাল হবি অর্পণ করতে হবে। [এ মন্ত্রগুলির অর্থ যথাশ্রুত এবং পূর্বে করা হয়েছে জন্য পুনরুক্তি করা হলো না।] ৫ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত স ক্ষুরপবির্ভূত্বাঽতিষ্ঠত্তং দেবা বিভ্যতো নোপাঽয়ন্তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপাঽয়ন্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং ব্রহ্ম বৈ ছন্দাংসি ব্রহ্মণ এতদ্রূপং যৎকৃষ্ণাজিনং কার্ষ্ণী উপানহাবুপমুঞ্চতে ছন্দোভিরেবাঽত্মানং ছাদয়িত্বাঽগ্নিমুপ চরত্যাত্মনোঽহিংসায়ৈ দেবনিধির্বা এষ নি ধীয়তে যদগ্নিঃ অন্যে বা বৈ নিধিমগুপ্তং বিন্দন্তি ন বা প্রতি প্র জানাত্যুখামা ক্রামত্যাত্মানমেবাধিপাং

ফুরুতে গুপ্ত্যো অথো খল্বাহুর্নাহক্রম্যেতি নৈর্ঋত্যথা যদাক্রামেন্নির্ঋত্যা আত্মানমপি দধ্যাত্তস্মান্নাহক্রম্যা পুরুষশীর্ষমুপদধাতি গুপ্ত্যো অথো যথা ব্রুয়াদেতন্মে গোপায়েতি তাদৃগেব তৎ প্রজাপতির্ব্বা অথর্ব্বাহগ্নিরেব দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তস্যেষ্টকা অস্থান্যেতং হ বাব তদৃষিরভ্যনূবাচেন্দ্রো দধীচো অস্থভিরিতি যদিষ্টকাভিরগ্নিং চিনোতি সাত্মানমেবাগ্নিং চিনুতে সাত্মাহমুষ্মিল্লোঁকে ভবতি য এবং বেদ শরীরং বা এতদ- গ্নের্যচ্চিত্য আত্মা বৈশ্বানরো যচ্চিতে বৈশ্বানরং জুহোতি শরীরমেব সংস্কৃত্য অভ্যারোহতি শরীরং বা এতদ্যজমানঃ সংস্কুরুতে যদগ্নিং চিনুতে যচ্চিতে বৈশ্বানরং জুহোতি শরীরমেব সংস্কৃত্যাহত্মনাহভ্যারোহতি তস্মাত্তস্য নাব দ্যন্তি জীবন্নেব দেবানপ্যেতি বৈশ্বানর্য্যর্চ্চা পুরীষমুপ দধাতীয়ং বা অগ্নির্বৈশ্বানরস্তস্যৈষা চিতির্যৎ- পুরীষমগ্নিমেব বৈশ্বানরং চিনুত এষা বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূর্যদ্বৈশানরঃ প্রিয়া- মেবাস্য তনুবমব রুন্ধে ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে পূর্বপ্রকরণের কোন কোন বিধির প্রশংসা করা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি অগ্নি চয়ন করলে অগ্নি বজ্রের মত হয়ে অবস্থান করল। তাকে দেখে সকল দেবতারা ভীত হয়ে তার কাছে যেতে সাহস করল না। তারপর তারা ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা নিজেদের শরীর আচ্ছাদন করে অর্থাৎ মন্ত্র জপের দ্বারা রক্ষাবিধান করে অগ্নির কাছে গেল। বেদে ছন্দ অন্তর্ভূত জন্য বেদ হচ্ছে ছন্দোরূপ। কৃষ্ণাজিন হচ্ছে বেদের স্বরূপ। এজন্য কৃষ্ণাজিনের নির্মিত পাদুকাগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ছন্দের দ্বারা নিজ শরীর আচ্ছাদন করে অগ্নির কাছে গেলে অগ্নি তার হিংসা করে না। ৬ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নের্বৈ দীক্ষয়া দেবা বিরাজমাপ্নুবন্তিস্রো রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাত্রিপদা বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি ষড্রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাৎ ষড্বা ঋতবঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি দশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাদ্দশাক্ষরা বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি দ্বাদশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাদ্দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি ত্রয়োদশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাত্ত্রয়োদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজ- মাপ্নোতি পঞ্চদশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাৎ পঞ্চদশ বা অর্ধমাসস্য রাত্রয়োহর্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি সপ্তদশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাদ্- দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ স সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি চতুর্বিংশতিং রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাচ্চতুর্বিংশতিরর্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজ- মাপ্নোতি ত্রিংশতং রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাৎ ত্রিংশদক্ষরা বিরাড্বিরাজমাপ্নোতি মাসং স্যাচ্চতুরো বা এতং মাসো বসবোহবিভরুস্তে মাপ্নোতিচতুরো মাসো দীক্ষিতঃ দীক্ষিতঃ স্যাদ্যো মাসঃ স সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো বিরাড্বিরাজ- পৃথিবীমাহজয়ন্ গায়ত্রীং ছন্দোহষ্টৌ রুদ্রাস্তেহন্তরিক্ষমাহজয়ন্ত্রিষ্টুভং ছন্দো দ্বাদশাহদিত্যাস্তে দিবমাহজয়ন্ জগতীং ছন্দস্ততো বৈ তে ব্যাবৃতমগচ্ছন্ শ্রৈষ্ঠ্যং দেবানাং তস্মাদ্দ্বাদশ মাসো ভৃত্বাহগ্নিং চিন্বীত দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরো- হগ্নিশ্চিত্যস্তস্যাহো- রাত্রাণীষ্টকা আপ্তেষ্টকমেনং চিনুতেহথো ব্যাবৃতমেব গচ্ছতি শ্রৈষ্ঠ্যং সমানানাম্ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে দীক্ষা কালের বিকল্প বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ চীয়মান অগ্নির দীক্ষার দ্বারা দেবগণ বিরাট্ লাভ করেছিল। বিরাট্ শব্দে প্রশস্ত ছন্দোবিশেষ বুঝায়, এজন্য বিশিষ্ট রাজ্য এ অর্থ উপলক্ষিত হয়েছে। তারা রাজ্য লাভ করেছিল এ অর্থ বুঝাচ্ছে। দশাক্ষর তিন পাদের দ্বারা যুক্ত বিরাট্ ছন্দ। তিন রাত্রি দীক্ষা নিয়মের দ্বারা বিরাট্ ছন্দ লাভ করেছিল। [এরূপ অন্যত্র যোজনা করতে হবে।] ৭ ॥

মন্ত্র : সুবর্গায় বা এষ লোকায় চীয়তে যদগ্নিস্তং যন্নান্বারোহেৎ সুবর্গাল্লোকাদ্যজমানো হীয়েত পৃথিবীমাহক্রমিষং প্রাণো মা মা হাসীদন্তরিক্ষমাহক্রমিষং প্রজা মা মা হাসীদ্দিবমাহক্রমিষং সুবরগন্মেত্যাহৈষ বা অগ্নেরন্বারোহস্তেনৈনমন্বারোহতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ যৎপক্ষসম্মিতাং মিনুয়াৎ কনীয়াংসং যজ্ঞক্রতুমুপেয়াৎ পাপীয়স্যস্যাত্মনঃ প্রজা স্যাদ্বেদিসম্মিতাং মিনোতি জ্যায়াংসমেব যজ্ঞক্রতুমুপৈতি নাস্যাত্মনঃ পাপীয়সী প্রজা ভবতি সাহস্রং চিন্বীত প্রথমং চিন্বানঃ সহস্রসম্মিতো বা অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি দ্বিষাহস্রং চিন্বীত দ্বিতীয়ং চিন্বানো দ্বিষাহস্রং বা অন্তরিক্ষমন্তরিক্ষমেবাভি জয়তি ত্রিষাহস্রং চিন্বীত তৃতীয়ং চিন্বানঃ ত্রিষাহস্রো বা অসৌ লোকোঽমুমেব লোকমভি জয়তি জানুদঘ্নং চিন্বীত প্রথমং চিন্বানো গায়ত্রিয়ৈবেমং লোকমভ্যারোহতি নাভিদঘ্নং চিন্বীত দ্বিতীয়ং চিন্বানস্ত্রিষ্টুভৈবান্তরিক্ষমভ্যারোহতি গ্রীবাদঘ্নং চিন্বীত তৃতীয়ং চিন্বানো জগত্যৈবামুং লোকমভ্যারোহতি নাগ্নিং চিত্বা রামামুপেয়াদযোনৌ রেতো ধাস্যামীতি ন দ্বিতীয়ং চিত্বাঽন্যস্য স্ত্রিয়মুপেয়ান্ন তৃতীয়ং চিত্বা কাং চনোপেয়াদ্রেতো বা এতন্নি ধত্তে যদগ্নিং চিনুতে যদুপেয়াদ্রেতসা ব্যৃধ্যেতাথো খল্বাহুরপ্রজস্যং তদ্যন্নোপেয়াদিতি যদ্রেতঃসিচাবুপদধাতি তে এব যজমানস্য রেতো বিভৃতস্তস্মাদুপেয়াদ্রেতসোঽস্কন্দায় ত্রীণি বাব রেতাংসি পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ যদ্দ্বে রেতঃসিচাবুপদধ্যাদ্রেতোঽস্য বিচ্ছিন্দ্যাত্তিস্র উপ দধাতি রেতসঃ সন্তত্যা ইয়ং বাব প্রথমা রেতঃসিগ্বাগ্বা ইয়ং তস্মাৎ পশ্যন্তীমাং পশ্যন্তি বাচং বদন্তমন্তরিক্ষং দ্বিতীয়া প্রাণো বা অন্তরিক্ষং তস্মান্নান্তরিক্ষং পশ্যন্তি ন প্রাণমসৌ তৃতীয়া চক্ষুর্বা অসৌ তস্মাৎ পশ্যন্ত্যমূং পশ্যন্তি চক্ষুর্যজুষেমাং চ অমূং চোপ দধাতি মনসা মধ্যমামেষাং লোকানাং কৢপ্ত্যা অথো প্রাণানামিষ্টো যজ্ঞো ভৃগুভিরাশীর্দা বসুভিস্তস্য ত ইষ্টস্য বীতস্য দ্রবিণেহ ভক্ষীয়েত্যাহ স্তুতশস্ত্রে এবৈতেন দুহে পিতা মাতরিশ্বাঽচ্ছিদ্রা পদা ধা অচ্ছিদ্রা উশিজঃ পদাঽনু তক্ষুঃ সোমো বিশ্ববিন্নেতা নেষদ্বৃহস্পতিরুক্থামদানি শংসিষদিত্যাহৈতদ্বা অগ্নেরুক্থং তেনৈবৈনমনু শংসতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে অন্বাহরণাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য অগ্নি চয়ন করতে হয়। তার অন্বারোহণের অভাবে স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হতে হয়। এজন্য পৃথিব্যাদিক্রমে আরোহণের কথা বলা হয়েছে। আমি যজমান, পদের দ্বারা পৃথিবী অতিক্রম করতে ইচ্ছা করছি, প্রাণ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে। অন্তরিক্ষ আক্রমণের দ্বারা পুত্রাদি আমাকে পরিত্যাগ না করুক। দ্যুলোক আক্রমণের দ্বারা আমি স্বর্গলোক পাব। এ মন্ত্রপাঠ হচ্ছে অগ্নির অনুরোহের কারণ, তার দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হবে ॥৮॥

মন্ত্রঃ সুয়তে বা এষোঽগ্নীনাং য উখায়াং ভ্রিয়তে যদধঃ সাদয়েদ্গর্ভাঃ প্রপাদুকাঃ স্যুরথো যথা সবাৎ প্রত্যবরোহতি তাদৃগেব তদাসন্দী সাদয়তি গর্ভাণাং ধৃত্যা অপ্রপাদায়াথো সবমেবৈনং করোতি গর্ভো বা এষ যদুখ্যো যোনিঃ শিক্যং যচ্ছিক্যাদুখাং নিরূহেদ্যোনের্গর্ভং নির্হণ্যাৎ ষড়ুদ্যামং শিক্যং ভবতি ষোঢাবিহিতো বৈ পুরুষ আত্মা চ শিরশ্চ চত্বার্যঙ্গান্যাত্মন্নেবৈনং বিভর্তি প্রজাপতির্বা এষ যদগ্নিস্তস্যোখা চোলূখলং চ স্তনৌ তাবস্য প্রজা উপ জীবন্তি যদুখাং চোলূখলং চোপদধাতি তাভ্যামেব যজমানোঽমুষ্মিঁল্লোকেঽগ্নিং দুহে সম্বৎসরো বা এষ যদগ্নিস্তস্য ত্রেধাবিহিতা ইষ্টকাঃ প্রাজাপত্যা বৈষ্ণবীঃ বৈশ্বকর্মণীরহোরাত্রাণ্যেবাস্য প্রাজাপত্যা যদুখ্যং বিভর্তি প্রাজাপত্যা এব তদুপ ধত্তে যৎসমিধ আদধাতি বৈষ্ণবা বৈ বনস্পতয়ো বৈষ্ণবীরেব তদুপ ধত্তে যদিষ্টকাভিরগ্নিং চিনোতীয়ং বৈ বিশ্বকর্মা বৈশ্বকর্মণীরেব তদুপ ধত্তে

তস্মাদাহুস্ত্রিবৃদগ্নিরিতি তং বা এতং যজমান এব চিন্বীত যদস্যান্যশ্চিনুয়া-দ্যত্তং দক্ষিণাভির্ন রাধয়েদগ্নিমস্য বৃঞ্জীত যোঽস্যাগ্নিং চিনুয়াত্তং দক্ষিণাভী রাধয়েদগ্নিমেব তং স্পৃণোতি ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে আসন্দীতে উখা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : যে অগ্নি উখাতে স্থাপন করা হয়, তা অন্যান্য অগ্নির মধ্যে অভিষিক্ত অধিপতি হয় । এ অগ্নিকে যদি ভূমিতে স্থাপন করা হয়, তা হলে প্রাণিদের গর্ভ ভূমিতে পতিত হয় । নিম্নে স্থাপন হচ্ছে ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া । অতএব মহান আসন্দীতে উখাতে অগ্নি স্থাপন করতে হবে, তাহলে প্রাণিদের গর্ভ-ধারণ হবে ও পতনরহিত হবে । [এ মন্ত্রগুলি সাদন-বিধিতে বলা হয়েছে ।] ॥৯।

মন্ত্র : প্রজাপতিরগ্নিমচিনুতর্তুভিঃ সম্বৎসরং বসন্তেনৈবোস্য পূর্ব্বার্দ্ধম চিনুত গ্রীষ্মেণ দক্ষিণং পক্ষং বর্ষাভিঃ পুচ্ছং শরদোত্তরং পক্ষং হেম ন্তেন মধ্যং ব্রহ্মণা বা অস্য তৎপূর্ব্বার্দ্ধমচিনুত ক্ষত্রেণ দক্ষিণং পক্ষং পশুভিঃ পুচ্ছং বিশোত্তরং পক্ষমাসয়া মধ্যং য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুত ঋতুভিরেবৈনং চিনুতেঽথো এতদেব সর্ব্বমব রুন্ধে শৃণ্বন্ত্যেনমগ্নিং চিক্যানমত্তান্নং রোচত ইয়ং বাব প্রথমা চিতিরোষধয়ো বনস্পতয়ঃ পুরীষমন্তরিক্ষং দ্বিতীয়া বয়াংসি পুরীষমসৌ তৃতীয়া নক্ষত্রাণি পুরীষং যজ্ঞশ্চ-তুর্থী দক্ষিণা পুরীষং যজমানঃ পঞ্চমী প্রজা পুরীষং যত্রিচিতীকং চিন্বীত যজ্ঞং দক্ষিণামাত্মানং প্রজামন্তরিয়াত্তস্মাৎ পঞ্চচিতীকশ্চেতব্য এতদেব সর্ব্বং স্পৃণোতি যত্তিস্রশ্চিতয়ঃ •ত্রিবৃদ্ধ্যগ্নির্যদ্দ্বে দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ পঞ্চ চিতয়ো ভবন্তি পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষ আত্মানমেব স্পৃণোতি পঞ্চ চিতয়ো ভবন্তি পঞ্চভিঃ পুরীষৈরভ্যূহতি দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরো বৈ পুরুষো যাবানেব পুরুষস্তং স্পণোত্যথো দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌ বিরাজ্যেবান্নাদ্যে প্রতিতিষ্ঠতি সম্বৎসরো বৈ ষষ্ঠী চিতিঋতবঃ পুরীষং ষট্‌চিতয়ো ভবন্তি ষট্‌পুরীষাণি দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসর এব প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে অগ্নিচয়নের প্রশংসা করা হয়েছে ।]

অনুবাদ : ঋতুর দ্বারা যেমন বৎসর হয়, সেরূপ প্রজাপতি ঋতুর দ্বারা অগ্নি চয়ন করেছিলেন । ঋতুময় এ যজ্ঞ—এ সংকল্প হচ্ছে চয়ন । বসন্ত ঋতু এর শিরোভাগ, গ্রীষ্ম দক্ষিণ পক্ষ, বর্ষা পুচ্ছ, শরৎ বাম পক্ষ ও হেমন্ত মধ্য দেশ । ব্রাহ্মণ এর ঊর্ধ্বভাগ, ক্ষত্রিয় দক্ষিণ পক্ষ, পশুগণ পুত্র, বৈশ্যগণ বাম পক্ষ এবং মানস তৃষ্ণাদি মধ্যভাগ চয়ন করেছিল । যে এ জেনে অগ্নি চয়ন করে, সে প্রজাপতির মত সে ঋতু ও ব্রাহ্মণাদি দ্বারা যুক্ত হয় । [এরূপ অন্যত্র যোজনা করতে হবে ।] ১০ ।

মন্ত্র : রোহিতো ধূম্ররোহিতিঃ কর্কন্ধুরোহিতস্তে প্রাজাপত্যা বভ্রুবরুণ বভ্রুঃ শুকবভ্রুস্তে রৌদ্রাঃ শ্যেতঃ শ্যেতাক্ষঃ শ্যেতগ্রীবস্তে পিতৃদেবত্যাস্তিস্রঃ কৃষ্ণা বশা বারুণ্যস্তিস্রঃ শ্বেতা বশাঃ সৌর্য্যো মৈত্রাবাহাস্পত্যা ধূম্রললামাস্তূপরাঃ ॥১১॥

মন্ত্র : পৃশ্নিস্তিরশ্চীনপৃশ্নিরূর্ধ্বপৃশ্নিস্তে মারুতাঃ ফল্গুর্লোহিতোর্ণী বলক্ষী তাঃ সারস্বত্যঃ পৃষতী স্থূলপৃষতী ক্ষুদ্রপৃষতীতা বৈশ্বদেব্যস্তিস্রঃ শ্যামা বশাঃ পৌষ্ণ্যস্তিস্রো রোহিণীর্বশা মৈত্রীয় ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যা অরুণললামাস্তূপরাঃ ॥১২॥

মন্ত্র : শিতিবাহুরন্যতঃশিতিবাহুঃ সমন্তশিতিবাহুস্ত ঐন্দ্রবায়বাঃ শিতির-ন্ধ্রোঽন্যতঃশিতিরন্ধ্রঃ সমন্তশিতিরন্ধ্রস্ত মৈত্রাবরুণাঃ শুদ্ধবালঃ সর্ব্বশুদ্ধবালো

মণিবালস্ত আশ্বিনাস্তিস্রঃ শিল্পা বশা বৈশ্বদেব্যাস্তিস্রঃ শ্যেনী পরমেষ্ঠিনে সোমপৌষ্ণাঃ শ্যামললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ উন্নত ঋষভো বা নস্ত ঐন্দ্রাবরুণাঃ শিতিককুচ্ছিতিপৃষ্ঠঃ শিতিভসত্ত ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যাঃ শিতিপাচ্ছিতোষ্ঠঃ শিতিভ্রুস্ত ঐন্দ্রাবৈষ্ণবাস্তিস্রঃ সিধ্মা বশা বৈশ্বকর্মণ্যাস্তিস্রো ধাত্রে পৃষোদরা ঐন্দ্রাপৌষ্ণাঃ শ্যেতললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ কর্ণাস্ত্রয়ো যামাঃ সৌম্যাস্ত্রয়ঃ শ্বিতিঙ্গা অগ্নয়ে যবিষ্ঠায় ত্রয়োনকুলাস্তিস্রো রোহিণীস্ত্র্যব্যস্তা বসূনাং তিস্রোঽরুণা দিত্যৌহ্যস্তা রুদ্রাণাং সোমৈন্দ্রা বভ্রুললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ শুন্ঠাস্ত্রয়ো বৈষ্ণবা অধীলোধকর্ণাস্ত্রয়ো বিষ্ণব উরুক্রমায় লপ্সুদিনস্ত্রয়ো বিষ্ণব উরুগায়ায় পঞ্চাবীস্তিস্র আদিত্যানাং ত্রিবৎসাস্তিস্রোঽঙ্গিরসামৈন্দ্রাবৈষ্ণবা গৌরললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে ত্রয়ঃ শিতিপৃষ্ঠা ইন্দ্রায়াধিরাজায় ত্রয়ঃ শিতিককুদ ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে ত্রয়ঃ শিতিভসদাস্তিস্রস্তুর্যৌহ্য সাধ্যানাং তিস্রঃ পষ্ঠৌহ্যো বিশ্বেষাং দেবানামাগ্নেন্দ্রাঃ কৃষ্ণললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র ঃ আদিত্যৈ ত্রয়ো রোহিতৈতা ইন্দ্রাণ্যৈ ত্রয়ঃ কৃষ্ণৈতাঃ কুহ্বৈ ত্রয়োঽরুণৈতাস্তিস্রো ধেনবো রাকায়ৈ ত্রয়োঽনড্বাহঃ সিনীবাল্যা আগ্নাবৈষ্ণবা রোহিতললামাস্তূপরাঃ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র ঃ সৌম্যাস্ত্রয়ঃ পিশঙ্গাঃ সোমায় রাজ্ঞে ত্রয়ঃ সারঙ্গাঃ পার্জন্যা নভোরূপাস্তিস্রোঽজা মলহা ইন্দ্রাণ্যৈ তিস্রো মেধ্য আদিত্যা দ্যাবাপৃথিব্যা মালঙ্গাস্তূপরাঃ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ বারুণাস্ত্রয়ঃ কৃষ্ণললামা বরুণায় রাজ্ঞে ত্রয়ো রোহিতললামা বরুণায় রিশাদসে ত্রয়োঽরুণললামাঃ শিল্পাস্ত্রয়ো বৈশ্বাদেবাস্ত্রয়ঃ পৃশ্নয়ঃ সর্ব্বদেবত্যা ঐন্দ্রাসূরাঃ শ্বেতললামাস্তূপরাঃ ॥ ২০ ॥

মন্ত্র ঃ সোমায় স্বরাজ্ঞেঽনোবাহাবনড্বাহাবিন্দ্রাগ্নিভ্যামোজোদাভ্যামুষ্টারাবিন্দ্রাগ্নিভ্যাং বলদাভ্যাং সীরবাহাববী দ্বে ধেনূ ভৌমী দিগ্ভ্যো বডবে দ্বে ধেনূ ভৌমী বৈরাজী পুরুষী দ্বে ধেনূ ভৌমী বায়ব আরোহণবাহাবনড্বাহৌ বারুণী কৃষ্ণে বশে অরাড্যৌ দিব্যাবৃষভৌ পরিমরৌ ॥ ২১ ॥

মন্ত্র ঃ একাদশ প্রাতর্গব্যাঃ পশব আ লভ্যন্তে ছগলঃ কল্মাষঃ কিকিদীবির্বিদীগয়স্তে ত্বাষ্ট্রাঃ সৌরীর্নব শ্বেতা বশা অনুবন্ধ্যা ভবন্ত্যাগ্নেয় ঐন্দ্রাগ্ন আশ্বিনস্তে বিশালযূপ আ লভ্যন্তে ॥ ২২ ॥

মন্ত্র ঃ পিশঙ্গাস্ত্রয়ো বাসন্তাঃ সারঙ্গাস্ত্রয়ো গ্রৈষ্মাঃ পৃষন্তস্ত্রয়ো বার্ষিকাঃ পৃশ্নয়স্ত্রয়ঃ শারদাঃ পৃশ্নিসকৃথাস্ত্রয়ো হৈমন্তিকা অবলিপ্তাস্ত্রয়ঃ শৈশিরাঃ সম্বৎসরায় নিবক্ষসঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ ১১ অনুবাক থেকে ২৩ অনুবাক পর্যন্ত আশ্বমেধিক পশুর কথা বলা হয়েছে। দেবতা ও পশুদের নাম মূল থেকে জানা যাবে। তা ছাড়া শুক্ল যজুর্বেদের ২৪ অধ্যায় দেখুন।

মন্ত্র ঃ যো বা অযথাদেবতমগ্নিং চিনুত আ দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে পাপীয়ান্ ভবতি যো যথাদেবতং ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে বসীয়ান্ ভবত্যাগ্নেয্যা গায়ত্রিয়া প্রথমাং চিতিমভি মৃশেত্রিষ্টুভা দ্বিতীয়াং জগত্যা তৃতীয়ামনুষ্টুভা চতুর্থীং পাঙ্ক্ত্যা পঞ্চমীং যথাদেবতমেবাগ্নিং চিনুতে ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে বসীয়ান্ ভবতীড়ায়ৈ বা এষা বিভক্তিঃ পশব ইড়া পশুভিরেনম্ চিনুতে যো বৈ প্রজাপতয়ে প্রতিপ্রো-চ্যাগ্নিং চিনোতি নার্তিমার্চ্ছত্যশ্বাবভিতস্তিষ্ঠেতাং কৃষ্ণ উত্তরতঃ শ্বেতো দক্ষিণস্তা-বালভ্যেষ্টকা উপ দধ্যাদেতদ্বৈ প্রজাপতে রূপং প্রাজাপত্যোঽশ্বঃ সাক্ষাদেব প্রজাপতয়ে প্রতিপ্রোচ্যাগ্নিং চিনোতি নার্তিমার্চ্ছতোতশ্বা অহ্নো রূপং যচ্ছ্বেতো-ঽশ্বো রাত্রিয়ৈ কৃষ্ণ এতদহ্নঃ রূপং যদিষ্টকা রাত্রিয়ৈ পুরীষমিষ্টকা উপধাস্যন্শ্বে-তমশ্বমভিমৃশেৎ পুরীষমুপধাস্যন্ কৃষ্ণমহোরাত্রাভ্যামেবৈনং চিনুতে হিরণ্যপাত্রং মধোঃ পূর্ণং দদাতি মধব্যোঽসানীতি সৌর্য্যা চিত্রবত্যাঽবেক্ষতে চিত্রমেব ভবতি মধ্যন্দিনেঽশ্বমব ঘ্রাপায়ত্যসৌ বা আদিত্য ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ প্রাজাপত্যোঽশ্বস্তমেব সাক্ষাদৃধ্নোতি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে কতগুলি চিতির মন্ত্রের স্পর্শের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যে চিতির যে দেবতা তাকে অতিক্রম করে অগ্নিচয়ন করা হচ্ছে অযথাদেবত এবং অতিক্রম না করে অগ্নিচয়ন করাকে যথাদেবত বলা হয়েছে। অতএব যার যা দেবতা সেভাবে তাদের গায়ত্রী প্রভৃতির সাথে চিতি স্পর্শ করতে হবে। তা না হলে দোষ হবে। যেমন 'অগ্নে দেবী ইহাবেহ'—ইত্যাদি আগ্নেয়ী গায়ত্রী। 'অগন্ম মহা মনসা যবিষ্ঠম্' ইত্যাদি ত্রিষ্টুপ্। [এ সকল মূল পাঠে জানা যাবে।] । ১ ॥

মন্ত্র ঃ ত্বামগ্নে বৃষভং চেকিতানং পুনর্যুবানং জনয়ন্নুপাগাম্। অষ্কৃরিণো গার্হপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নো ব্রহ্মণা সং শিশাধি। পশবো বা এর্তে যদিষ্টকা-শ্চিত্যাশ্চিত্যামৃষভমুপ দধাতি মিথুনমেবাস্য তদ্যজ্ঞে করোতি প্রজননায় তস্মাদ্যূথেযূথ ঋষভঃ। সম্বৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাসতে। প্রজাং সুবীরাং কৃত্বা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ। প্রাজাপত্যাম্ এতামুপ দধাতীয়ং বাবৈষৈকাষ্টকা যদেবৈকাষ্টকায়ামন্নং ক্রিয়তে তদেবৈতয়াঽব রুন্ধ এষা বৈ প্রজাপতেঃ কামদুঘা তয়ৈব যজমানোঽমুষ্মিল্লোঁকেঽগ্নিং দুহে যেন দেবা জ্যোতিষোর্ধ্বা উদায়ন্যে-নাঽদিত্যা বসবো যেন রুদ্রাঃ। যেনাঙ্গিরসো মহিমানমানশুস্তেনৈতু যজমানঃ স্বস্তি। সুবর্গায় বা এষ লোকায় চীয়তে যদগ্নির্যেন দেবা জ্যোতিষোর্ধ্বা উদায়নি-ত্যাখ্যং সমিন্ধ ইষ্টকা এবৈতা উপ ধত্তে বানস্পত্যাঃ সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ শতায়ুধায় শতবীর্য্যায় শতোতয়েঽভিমাতিষাহে। শতং যো নঃ শরদো অজীতানিন্দ্রো নেষদতি দুরিতানি বিশ্বা। যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিযন্তি। তেষাং যো অজ্যানিমজীতিমাবাহাত্তস্মৈ নো দেবাঃ পরি দত্তেহ সর্ব্বে। গ্রীষ্মো হেমন্ত উত নো বসন্তঃ শরদ্বর্ষাঃ সুবিতং নো অস্তু। তেষামৃতূনাং শতশারদানাং নিবাত এষামভয়ে স্যাম। ইদুবৎসরায় পরিবৎসরায় সম্বৎসরায় কৃণুতা বৃহন্নমঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাং জ্যোগজীতা অহতাঃ স্যাম। ভদ্রান্নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবাস্ত্বয়াঽবসেন সমশীমহি ত্বা। স নো ময়োভূঃ পিতো আ বিশস্ব শং তোকায় তনুবা স্যোনঃ। অজ্যানীরেতা উপ দধাত্যেতা বৈ দেবতা

অপরাজিতাস্তা এব প্র বিশতি নৈব জীয়তে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যদর্ধমাসা ঋতবঃ সম্বৎসর ওষধীঃ পচন্ত্যথ কস্মাদন্যাভ্যো দেবতাভ্য আগ্রয়ণং নিরূপ্যতে ইত্যেতা হি তদ্দেবতা উদজয়ন্যদৃতুভ্যো নির্ব্বপেদ্দেবতাভ্যঃ সমদং দধ্যাদাগ্রয়ণং নিরূপ্যৈতা আহুতীর্জুহোত্যর্ধমাসানেব মাসানৃতূনৃৎ সম্বৎসরং প্রীণাতি ন দেবতাভ্যঃ সমদং দধাতি ভদ্রান্নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবা ইত্যাহ হুতাদ্যায় যজমানস্যাপরাভাবায় ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে ঋষিভেষ্টিকাদির কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, কামবর্ষী, সর্বজ্ঞ, নিত্যতরুণ তোমাকে প্রজার উৎপাদকরূপে আমি বারবার লাভ করছি । আমাদের গার্হপত্য কর্মসকল সাররহিত হোক । উজ্জ্বল ব্রহ্মবর্চের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেও । এ ইষ্টকাগুলি গাভী-রূপ, তাদের মিথুন ভাবের জন্য ঋষভ নামক ইষ্টকার সাথে যুক্ত কর । হে একাষ্টকারূপ রাত্রি, যে তোমাকে প্রতিনিধিরূপে সকল যজমান উপাসনা করে, সে তোমাকে স্থাপন করে শোভন ভৃত্যাদির সাথে পুত্রাদি ও পূর্ণ আয়ুষ্কাল লাভ করুক । একাষ্টকা সংবৎসর রূপ প্রজাপতির পত্নী বলে ; এর অধিপতি প্রজাপতি, সেরূপে একে স্থাপন করবে । এ একাষ্টকা ভূমিরূপা, তা হলে ভূমিরূপ একাষ্টকাতে যে অন্ন সম্পন্ন হবে, তা লাভ করা যাবে । এ একাষ্টকা সংবৎসররূপ প্রজাপতির কামধেনু । এ জন্য তা দ্বারা যজমান পরলোকে অগ্নি থেকে অভিলষিত বস্তু লাভ করে । সকল দেবগণ যে অগ্নির দ্বারা ঊর্ধ্বলোকে উৎকর্ষ লাভ করেছে, আদিত্য বসু ও রুদ্রগণ যে অগ্নির দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেছে, অঙ্গিরা মহর্ষিগণ যে অগ্নির দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছে, সে অগ্নির দ্বারা এ যজমান মঙ্গল লাভ করুক । স্বর্গস্থ দেবতা প্রতিপাদক মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করে, যে সমিধ অর্পণ করতে হবে, সে সকল বানস্পত্য ইষ্টকার স্থাপন করবে । তা হবে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ । যিনি আমাদের সকল পাপ দূর করে শত বছর ব্যাধি তস্করাদির পীড়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে নমস্কার । সে ইন্দ্রের শত সংখ্যক আয়ুধ, যুদ্ধ বিজয় রূপ শত সংখ্যক বীর্য, শত সংখ্যক রক্ষণরূপ কার্য এবং যিনি পাপবিনাশক । দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক ও মনুষ্য লাক নামে যে চারটি পথে দেবগণ যাতায়াত করে, ইন্দ্র সে পথগুলি উপদ্রবহীন করেছে । হে দেবগণ, এ কর্মে আমাদের দাতা যজমান যাতে সকল পথে রক্ষণীয় হয়, সেজন্য আমাদের সে ইন্দ্রের কাছে অর্পণ কর । গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত, শরৎ ও বর্ষা ঋতু আমাদের স্বকালোচিত ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করুক । সে ঋতুদের অনুগ্রহে আমরা যেন শত বছর বাতাদির উপদ্রবরহিত ও নির্ভয় স্থানে সুখে অবস্থান করতে পারি । হে ঋত্বিক ও যজমানগণ, ইদ্বৎসর, পরিবৎসর, সংবৎসর রূপ কালের উদ্দেশে ভক্তিপূর্বক নমস্কার কর । যজ্ঞ-নিষ্পাদক সে বৎসরগুলির অনুগ্রহে আমরা যেন কারো বশীভূত না হয়ে পীড়া-রহিত হতে পারি । হে দেবগণ, এ কল্যাণরূপ কর্ম থেকে অধিক প্রশস্ত ফল আমাদের দাও । হে চিত্যাগ্নিতে হূয়মান সোম, তোমার রক্ষণের দ্বারা আমরা যেন ব্যাপ্ত হই, তুমি সুখকারক হয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ কর, আমাদের অপত্যদের সুখ দাও এবং আমাদের শরীর সুখপ্রদ কর । এ সকল মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবগণ সর্বত্র অপরাজেয়, যজমানও এ দেবতাদের লাভ করে শত্রুর পরাভূত হবে না । ব্রহ্মবাদি-গণ আলাপ করে থাকেন—অর্ধমাস, ঋতু ও সংবৎসর রূপ দেবগণ ওষধিদের পরিপাক সম্পন্ন করে, তবে এ দেবতাদের উপেক্ষা করে আগ্রয়ণাখ্য নূতন ধান্যরূপ হবি কিজন্য ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের দেয়া হয় । এর উত্তরে অভিজ্ঞেরা

বলেন—ইন্দ্রাদি দেবগণ অপর দেবতাদের সাথে একমত হয়ে ওষধি প্রভৃতির পরিষ্কার করান জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে হবি দিতে হবে। ২ ॥

মন্ত্র : ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নস্তনূপা নঃ প্রতিস্পশঃ। যো নঃ পুরস্তা-দ্দক্ষিণতঃ পশ্চাদুত্তরতোঽঘায়ুরভিদাসত্যেতং সোঽশ্মানমৃচ্ছতু। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তেঽসুরা দিগ্‌ভ্যো আহবাধন্ত তান্দেবা ইষ্বা চ বজ্রেণ চাপানুদন্ত যদ্বজ্রিণীরু-পদধাতীষ্বা চৈব তদ্বজ্রেণ চ যজমানো ভ্রাতৃব্যানপ নুদতে দিক্ষূপ দধাতি দেবপুরা এবৈতাস্তনূপানীঃ পর্য্যূহতেঽগ্নাবিষ্ণূ সজোষসে মা বর্ধন্তু বাং গিরঃ। দ্যুম্নৈর্বাজেভিরা গতম্। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যন্ন দেবতায়ৈ জুহ্বত্যথ কিংদেবত্যা বসোর্ধারেত্যগ্নির্বসুস্তস্যৈষা ধারা বিষ্ণুর্বসুস্তস্যৈষা ধারাঽগ্নাবৈষ্ণব্যর্চা বসো-র্ধারাং জুহোতি ভাগধেয়েনৈবৈনৌ সমর্ধয়ত্যথো এতাম্ এবাহুতিমায়তনবতীং করোতি যৎকাম এনাং জুহোতি তদেবাব রুন্ধে রুদ্রো বা এষ যদগ্নিস্তস্যৈতে তনুবৌ ঘোরাঽন্যা শিবাঽন্যা যচ্ছতরুদ্রীয়ং জুহোতি যৈবাস্য ঘোরা তনূস্তাং তেন শময়তি যদ্বসোর্ধারাং জুহোতি যৈবাস্য শিবা তনূস্তাং তেন প্রীণাতি যো বৈ বসোর্ধারায়ৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যদাজ্যমুচ্ছিষ্যেত তস্মিন্ব্রহ্মৌদনং পচেত্তং ব্রাহ্মণা-শ্চত্বারঃ প্রাশ্নীয়ুরেষ বা অগ্নির্বৈশ্বানরো যদ্ব্রাহ্মণ এষা খলু বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূর্যদ্বৈশ্বানরঃ প্রিয়ায়ামেবৈনাং তনুবাং প্রতি ষ্ঠাপয়তি চতস্রো ধেনূর্দদ্যাত্তা-ভিরেব যজমানোঽমুষ্মিঁল্লোকেঽগ্নিং দুহে ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে বজ্রসদৃশ ইষ্টকা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : হে ইষ্টকারূপ প্রস্তর, তুমি ইন্দ্রের বজ্রতুল্য। তুমি শত্রুঘাতী, আমাদের শরীরের পালক ও রোগাদি অনিষ্টের নিবারক। যে শত্রু আমাদের উপদ্রব করতে পূর্ব দিকে আসছে, এ পাষাণ তাকে বাধা দিক। এরূপ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আগত শত্রুদের বাধা দিক। দেবতা ও অসুররা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলে অসুররা চার দিক থেকে দেবতাদের আক্রমণ করে, তখন দেবতারা এ বজ্রসদৃশ পাষাণের দ্বারা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এজন্য যজমান শত্রুদের দূরে করবার জন্য বজ্রিণী ইষ্টকা স্থাপন করবে। এ বজ্রিণী ইষ্টকা ইন্দ্রাদি দেবতাদের নগরী-সদৃশ, আমাদের শরীরের পালক, অতএব চারদিকে এদের স্থাপন করবে। হে অগ্নি ও বিষ্ণু, আমাদের স্তুতিরূপ বাক্য তোমরা সাদরে শুনে পরিতুষ্ট হও। তোমরা ধন ও অন্নের সাথে এখানে এস। ব্রহ্মবাদীগণ বলে থাকেন—বসুধারা যে দেয়া হয়, তার দেবতা কে? উত্তরে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী বলেন—বসু শব্দের অর্থ অগ্নি, অতএব অগ্নিই এর দেবতা, সঙ্গে বিষ্ণুকেও যুক্ত করতে হবে। বসুধারার দ্বারা অগ্নি ও বিষ্ণুর তুষ্টিসাধন করতে হবে। যে কামনা করে এ বসুধারা যাগ করা হয়, যজমান তা লাভ করে। শতরুদ্রীয় হোমের দ্বারা রুদ্রদেবের উগ্র তনু শান্ত হলেও তার মঙ্গলময় তনুর প্রীতির জন্য এ বসুধারার হোম করতে হয়। যে যজমান বসুধারার প্রতিষ্ঠা প্রকার জানে, সে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়। হোমাবশিষ্ট আজ্যের দ্বারা ব্রহ্মের অন্ন পাক করে ব্রাহ্মণের ভোজন করান হচ্ছে বসুধারার প্রতিষ্ঠা। অগ্নি হচ্ছে বৈশ্বানর ; ব্রাহ্মণ অগ্নির প্রিয়শরীর, এজন্য সে প্রিয় শরীরে অগ্নির প্রতিষ্ঠা করতে হয়। (এখানে ঋত্বিক্ প্রভৃতি চারজন ব্রাহ্মণের ভোজন ও দক্ষিণাস্বরূপ ধেনু দিতে হয়।) চারটি ধেনু দানের ফলে যজমান পরলোকে অগ্নির দোহন করে থাকে। ৩ ॥

মন্ত্র : চিত্তিং জুহোমি মনসা ঘৃতেনেত্যাহাদাভ্যা বৈ নামৈষাহুতির্বৈশ্ব-কর্মণী নৈনং চিক্যানং ভ্রাতৃব্যো দভ্নোত্যথো দেবতা এবাব রুন্ধেঽগ্নে তমদ্যেতি

পঙ্‌ক্ত্যা জুহোতি পঙ্‌ক্ত্যাহুত্যা যজ্ঞমুখমা রভতে সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বা ইত্যাহ হোত্রা এবাব রুন্ধেঽগ্নির্দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্ভাগধেয়মিচ্ছমানস্তস্মা এতাদ্ভাগধেয়ং প্রাযচ্ছন্নেতদ্বা অগ্নেরগ্নিহোত্রমেতর্হি খলু বা এষ জাতো যর্হি সর্বশ্চিতো জাতায়ৈবাস্মা অন্নমপি দধাতি স এনং প্রীতঃ প্রীণাতি বসীয়ান্ ভবতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যদেষ গার্হপত্যশ্চীয়তেঽথ ক্বাস্যাহবনীয় ইত্যসাবাদিত্য ইতি ব্রূয়াদেতস্মিন্ হি সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বতি য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে সাক্ষাদেব দেবতা ঋধ্নোত্যগ্নে যশস্বিন্যশসেমমর্পয়েন্দ্রাবতীমপচিতীমিহাবহ। অয়ং মূর্ধা পরমেষ্ঠী সুবর্চাঃ সমানানামুত্তমশ্লোকো অস্তু। ভদ্রং পশ্যন্ত উপ সেদুরগ্রে তপো দীক্ষামৃষয়ঃ সুবর্বিদঃ। ততঃ ক্ষত্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা অভি সং নমন্তু। ধাতা বিধাতা পরমা উত সন্দৃক্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী বিরাজা। স্তোমাশ্ছন্দাংসি নিবিদো ম আহুরেতস্মৈ রাষ্ট্রমভি সং নমাম। অভ্যাবর্তধ্বমুপ মেত সাকময়ং শাস্তাঽধিপতির্বো অস্তু। অস্য বিজ্ঞানমনু সং রভধ্বমিমং পশ্চাদনু জীবাথ সর্বে। রাষ্ট্রভৃত এতা উপ দধাত্যেষা বা অগ্নেশ্চিতী রাষ্ট্রভৃত্তয়ৈবাস্মিন্রাষ্ট্রং দধাতি রাষ্ট্রমেব ভবতি নাস্মাদ্রাষ্ট্রং ভ্রংশতে ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে হোমবিশেষ ও রাষ্ট্রভৃৎ প্রভৃতি ইষ্টকাস্থাপনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ 'দেবগণ যাতে এ কর্মে আসেন, সেজন্য ভক্তিপূর্বক ঘৃতের দ্বারা তাদের চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করছি'—ইত্যাদি মন্ত্রে যে আহুতি দেয়া হয়, তা রাক্ষস প্রভৃতি কেউ বিনাশ করতে পারে না। সে আহুতির দেবতা বিশ্বকর্মা। এ আহুতি দিলে যজমানকে শত্রুরা হিংসা করে না, অতএব এ হোম করলে এবং যাগকারী পুরুষ দেবতাদের লাভ করে। 'অগ্নি, তোমাকে আজ পংক্তি ছন্দে আহুতি দিচ্ছি' ইত্যাদি মন্ত্রে পংক্তি ছন্দ দ্বারা আহুতি যজ্ঞের আরম্ভ সূচনা করে। [অন্য মন্ত্রগুলি চতুর্থ কান্ডে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।] ॥ ৪ ॥

মন্ত্র ঃ যথা বৈ পুত্রো জাতো ম্রিয়ত এবং বা এষ ম্রিয়তে যস্যাগ্নিরুখ্য উদ্বায়তি যন্নির্মন্থ্যং কুর্যাদ্বি চ্ছিন্দ্যাদ্ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েৎ স এব পুনঃ পরীধ্যঃ স্বাদেবৈনং যোনের্জনয়তি নাস্মৈ ভ্রাতৃব্যং জনয়তি তমো বা এতং গৃহ্ণাতি যস্যাগ্নিরুখ্য উদ্বায়তি মৃত্যুস্তমঃ কৃষ্ণং বাসঃ কৃষ্ণা ধেনুর্দক্ষিণা তমসা এব তমো মৃত্যুমপ হতে হিরণ্যং দদাতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিষৈব তমোঽপ হতেঽথো তেজো বৈ হিরণ্যং তেজ এবাত্মন্ধত্তে সুবর্ন ঘর্মঃ স্বাহা সুবর্নার্কঃ স্বাহা সুবর্ন শুক্রঃ স্বাহা সুবর্ন জ্যোতিঃ স্বাহা সুবর্ন সূর্যঃ স্বাহাঽর্কো বা এষ যদগ্নিরসাবাদিত্যঃ অশ্বমেধো যদেতা আহুতীর্জুহোত্যর্কাশ্বমেধয়োরেব জ্যোতীংষি সং দধাত্যেষ হ ত্বা অর্কাশ্বমেধীয়স্যৈতদগ্নৌ ক্রিয়ত আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ স এতাং প্রজাপতিঃ প্রথমাং চিতিমপশ্যত্তামুপাধত্ত তদিয়মভবত্তং বিশ্বকর্মাঽব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীতি অব্রবীৎ স এতাং দ্বিতীয়াং চিতিমপশ্যত্তামুপাধত্ত তদন্তরিক্ষমভবৎ স যজ্ঞঃ প্রজাপতিমব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীত্যব্রবীৎ স বিশ্বকর্মাণমব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি কেন নোপৈষ্যসীতি দিশ্যাভিরিত্যব্রবীত্তং দিশ্যাভিরুপৈৎ উপাধত্ত তা দিশঃ অভবন্ৎস পরমেষ্ঠী প্রজাপতিমব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীত্যব্রবীৎ স বিশ্বকর্মাণং চ যজ্ঞং চাব্রবীদুপ বামাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীত্যব্রূতাং স এতাং তৃতীয়াং চিতিমপশ্যত্তামুপাধত্ত তদসাবভবৎ স আদিত্যঃ প্রজাপতিমব্রবীদুপ ত্বা আঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীত্যব্রবীৎ স বিশ্বকর্মাণং চ যজ্ঞং চাব্রবীদুপ বামাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীত্যব্রূতাং স পরমেষ্ঠিনমব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি কেন মোপৈষ্যসীতি লোকম্পৃণ-

য়েত্যব্রবীত্তং লোকম্পৃণয়োপেত্তস্মাদযাতযাম্নী লোকম্পৃণাঽযাতযামা হ্যসৌ আদিত্য-স্তানৃষয়োঽব্রুবন্নুপ ব আঽযামেতি কেন ন উপৈষ্যথেতি ভূম্নেত্যব্রুবন্তাভ্যাং চিতীভ্যামুপায়ন্ৎস পঞ্চচিতীকঃ সমপদ্যত য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে ভূয়ানেব ভবত্যভীমাল্লোঁকঞ্জয়তি বিদুরেনং দেবা অথো এতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে পুনঃপরীন্ধনাদির বিধান করা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যে যজমানের উখার অগ্নি নিবে যায়, তার অগ্নিনাশে পুত্রের মরণতুল্য দুঃখ হয়। নির্মন্থন করে আবার অগ্নি প্রজ্বালিত করলে পূর্ব অগ্নি বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে যজমানের শত্রু উৎপন্ন হয়। সে দোষ পরিহারের জন্য গার্হপত্যনিষ্ঠ সে অগ্নিই আবার এনে চারদিকে কাঠ দিয়ে জ্বালতে হবে। নিজের কারণ (উৎপত্তি স্থান) থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে এ অগ্নি আর শত্রু বৃদ্ধি করে না। যে যজমানের অগ্নি নির্বাপিত হয়, তার কাছে অন্ধকার নেমে আসে, তা হচ্ছে তার মৃত্যুস্বরূপ। এ দোষ ক্ষালনের জন্য কৃষ্ণবর্ণ ধেনু দক্ষিণার সাথে কৃষ্ণবর্ণ একটা বস্ত্র দান করতে হবে। তা হলে দক্ষিণা তমোরূপ বলে তার মৃত্যুরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হবে। হিরণ্য দান করতে হবে, হিরণ্যরূপ জ্যোতির দ্বারা মৃত্যুরূপ অন্ধকারের বিনাশ যুক্তি-যুক্ত। হিরণ্যের তেজ আত্মাতে তেজ উৎপন্ন করে। [অপর মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা 'ব্রাহ্মণমগ্নিনর্দেবেভ্যঃ' ইত্যাদি অনুবাকের শেষে দ্রষ্টব্য।] ॥ ৫ ।

মন্ত্র ঃ বয়ো বা অগ্নির্যদগ্নিচিৎ পক্ষিণোঽশ্নীয়াত্তমেবাগ্নিমদ্যাদার্তিমার্চ্ছেৎ সম্বৎসরং ব্রতং চরেৎ সম্বৎসরং হি ব্রতং নাতি পশুর্বা এষ যদগ্নির্হিনস্তি খলু বৈ তং পশুর্য এনং পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমুপচরতি তস্মাৎ পশ্চাৎ প্রাঙুপচর্য্য আত্ম-নোঽহিংসায়ৈ তেজোঽসি তেজো মে যচ্ছ পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিব্যৈ মা পাহি জ্যোতিরসি জ্যোতির্মে যচ্ছান্তরিক্ষং যচ্ছান্তরিক্ষান্মা পাহি সুবরসি সুবর্মে যচ্ছ দিবং যচ্ছ দিবো মা পাহীত্যাহৈতাভির্বা ইমে লোকা বিধৃতা যদেতা উপদধাত্যেষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ স্বয়মাতৃণ্ণা উপধায় হিরণ্যেষ্টকা উপ দধাতীমে বৈ লোকাঃ স্বয়মাতৃণ্ণা জ্যোতির্হিরণ্যং যৎ স্বয়মাতৃণ্ণা উপধায় হিরণ্যেষ্টকা উপদধাতীমানেবৈতাভির্লোকা-ঞ্জ্যোতিষ্মতঃ কুরুতেঽথো এতাভিরেবাস্মা ইমে লোকাঃ প্র ভান্তি যাস্তে অগ্নে সূর্য্যে রুচ উদ্যতো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি। যা বো দেবাঃ সূর্য্যে রুচো গোষ্বশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্ব্বাভী রুচং নো ধত্ত বৃহস্পতে। রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু নস্কৃধি। রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্। দ্বেধা বা অগ্নিং চিক্যানস্য যশ ইন্দ্রিয়ং গচ্ছত্যগ্নিং বা চিতমীজানং বা যদেতা আহুতীর্জুহোত্যাত্মন্নেব যশ ইন্দ্রিয়ং ধত্ত ঈশ্বরো বা এষ আর্তিমার্তোর্যোঽগ্নিং চিন্বন্নধিক্রামতি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি বারুণ্যর্চা জুহুয়াচ্ছান্তিরেবৈষাঽগ্নেগুপ্তিরাত্মনো হবিষ্কৃতো বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতে যথা বৈ হবিঃ স্কন্দত্যেবং বা এষ স্কন্দতি যোঽগ্নিং চিত্বা স্ত্রিয়মুপৈতি মৈত্রাবরুণ্যাঽমিক্ষয়া যজেত মৈত্রাবরুণতামেবোপেত্যাত্মনোঽস্কন্দায় যো বা অগ্নিমৃতুস্থাং বেদর্তুর্ঋতুরস্মৈ কল্পমান এতি প্রত্যেব তিষ্ঠতি সম্বৎসরো বা অগ্নিঃ ঋতুস্থাস্তস্য বসন্তঃ শিরো গ্রীষ্মো দক্ষিণঃ পক্ষো বর্ষাঃ পুচ্ছং শরদুত্তরঃ পক্ষো হেমন্তো মধ্যাং পূর্ব্বপক্ষাশ্চিতয়োঽপরপক্ষাঃ পুরীষমহোরা-ত্রাণীষ্টকা এষ বা অগ্নির্ঋতুস্থা য এবং বেদর্তুর্ঋতুরস্মৈ কল্পমান এতি প্রত্যেব তিষ্ঠতি প্রজাপতির্বা এতং জ্যৈষ্ঠ্যকামো ন্যধত্ত ততো বৈ স জ্যৈষ্ঠ্যমগচ্ছদ্য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি ॥৬॥

[এ অনুবাকে ব্রত আচরণের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : এ চীয়মান অগ্নি হচ্ছে পক্ষীরূপ, এতে পক্ষীদের ভক্ষণ করলে অগ্নিকে ভক্ষণ করা হয়, তাতে যজমানের মৃত্যু হয় । এ দোষ ক্ষালনের জন্য এক বৎসর পর্যন্ত পক্ষীভক্ষণ বর্জনরূপ ব্রত আচরণ করতে হবে । [এ ব্রাহ্মণ মন্ত্রগুলিরব্যাখ্যা পূর্বে চিতি প্রশংসা রূপ ব্রাহ্মণের শেষে দ্রষ্টব্য ।] ৬ ॥

মন্ত্র : যদাকূতাৎ সমসুস্রোদ্ধৃদো বা মনসো বা সম্ভৃতং চক্ষুষো বা । তমনু প্রেহি সুকৃতস্য লোকং যত্রর্ষয়ঃ প্রথমজা যে পুরাণাঃ । এতং সধস্থ পরি তে দদামি যমাবহাচ্ছেবধিং জাতবেদাঃ । অন্বাগন্তা যজ্ঞপতির্বো অত্র তং স্ম জানীত পরমে ব্যোমন্ । জানীতাদেনং পরমে ব্যোমন্দেবাঃ সধস্থাবিদ রূপমস্য । যদাগচ্ছাৎ পথিভির্দেবযানৈরিষ্টাপূর্তে কৃণুতাদাবিরস্মৈ । সং প্র চ্যবধ্বমনু সং প্র যাতাগ্নে পথো দেবযানান্ কৃণুধ্বম্ । অস্মিনৎসধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত । প্রস্তরেণ পরিধিনা স্রুচা বেদ্যা চ বর্হিষা । সচেমং যজ্ঞং নো বহ সুবর্দেবেষু গন্তবে । যদিষ্টং যৎ পরাদানং যদ্দত্তং যা চ দক্ষিণা । তৎ অগ্নিবৈশ্বকর্ম্মণঃ সুবর্দেবেষু নো দধৎ । যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ব্ববেদসম্ । তেনেমং যজ্ঞং নো বহ সুবর্দেবেষু গন্তবে । যেনাগ্নে দক্ষিণা যুক্তা যজ্ঞং বহন্ত্যৃত্বিজঃ । তেনেমং যজ্ঞং নো বহ সুবর্দেবেষু গন্তবে । যেনাগ্নে সুকৃতঃ পথা মধোর্ধারা ব্যানশুঃ । তেনেমং যজ্ঞং নো বহ সুবর্দেবেষু গন্তবে । যত্র ধারা অনপেতা মধোর্ঘৃতস্য চ যাঃ । তদগ্নির্বৈশ্বকর্ম্মণঃ সুবর্দেবেষু নো দধৎ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে আকূতি-মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : আকূতাদির দ্বারা সম্পাদিত যে ফল পূর্ব পূর্ব যজমানেরা লাভ করেছে, হে যজমান, স্বর্গলোক রূপ সে কর্মের ফল তুমি ভোগ কর । আকূত হচ্ছে 'অক্ষয় সুখ লাভ করব'—এরূপ সংকল্প । চিত্ত, মন, চক্ষু প্রভৃতির দ্বারা কৃত তোমার সংকল্প সিদ্ধ হোক । যে সুকৃত লোকে প্রথম জাত স্বয়ম্ভু প্রভৃতি ঋষিগণ আছেন, যেখানে পূর্বতন যজমানগণ আছে, হে যজমান, তুমিও সেখানে গমন কর । আমাদের (ঋত্বিক, যজমান) সাথে যজ্ঞভূমিতে অবস্থিত হে অগ্নি, রক্ষার জন্য তোমার হাতে এ যজমানকে দিলাম । হে জাতবেদা অগ্নি, নিধির মত রক্ষণীয় এ যজমানকে তুমি অঙ্গীকার কর : হে দেবগণ, এ যজমান তোমাদের পেছনে পেছনে আসবে । তোমাদের রক্ষণযোগ্য উৎকৃষ্ট লোকে (পরম ব্যোমে) এ যজমানকে রক্ষণীয় বলে স্মরণ কর । হে দেবগণ, তোমাদের পরম স্থানে এ যজমানকে না ভুলে তার রক্ষার জন্য স্মরণ কর । যজমানের সাথে সে পুণ্যলোকে স্থিত হে দেবগণ, এ যজমানের অগ্নিচয়নাদি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ কর । তোমাদের গমনযোগ্য দেবযান পথে যখন এ যজমান আসবে, তখন তার ইষ্টাপূর্ত (শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফল) কর্মের ফল জানিয়ে দিও । হে অগ্নি, হে দেবগণ, তোমরা ভূলোক থেকে যজমানের সাথে একসঙ্গে যাও, যাবার সময় যজমানের জন্য দেবযান পথ অবলম্বন কর, অন্য নরকলোক বা মনুষ্যলোকের পথ নয় । এ যজ্ঞভূমিতে যেমন যজমানের সাথে একসঙ্গে আছ, সেরূপ স্বর্গলোকেও তোমরা ও যজমান এক সঙ্গে থাক । হে অগ্নি, প্রস্তরাদি যজ্ঞসাধনের সাথে আমাদের এ যজ্ঞ স্বর্গলোকে দেবতাদের দেখানোর জন্য নিয়ে যাও । দর্শপূর্ণমাসাদি যে ইষ্টকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, দীন, অন্ধ, দরিদ্রদের যে সামান্য দান করা হয়েছে, বেদিতে যে বহু দান করা হয়েছে এবং যজ্ঞমধ্যে গবাদি যা দক্ষিণা রূপে দেয়া

হয়েছে, আমাদের সে সমস্ত সকল কর্মের অধিপতি এ অগ্নি স্বর্গলোকবাসী দেবগণের মধ্যে স্থাপন করুক। হে অগ্নি, তুমি যে পথে সহস্রদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ এবং সর্বস্বদক্ষিণারূপ যজ্ঞ নিয়ে যাও, সে পথে আমাদের এ যজ্ঞ বহন কর। (স্বর্গলোকবাসী ইত্যাদি পূর্ববৎ)। হে অগ্নি, যোগ্য ঋত্বিকগণ যে শাস্ত্রীয় মার্গে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে, সে শাস্ত্রীয় পথে এ যজ্ঞ স্বর্গলোকে নিয়ে যাও। হে অগ্নি, পুণ্যকৃত যজমানগণ যে পথে গমন করে অমৃতধারা লাভ করেছে, সে পথে আমাদের এ যজ্ঞ স্বর্গলোকে বহন কর। যে লোকে মধুর ও ঘৃতের ধারা অনবচ্ছিন্ন রয়েছে, বিশ্বকর্মা অগ্নি, স্বর্গলোকে দেবতাদের মধ্যে আমাদের এ যজ্ঞ নিয়ে যাক। ৭ ॥

মন্ত্র ঃ যাস্তে অগ্নে সমিধো যানি ধাম যা জিহ্বা জাতবেদো যো অর্চিঃ। যে তে অগ্নে মেড়য়ো য ইন্দবস্তেভিরাত্মানং চিনুহি প্রজানন্। উৎসন্নযজ্ঞো বা এষ যদগ্নিঃ কিং বাহৈতস্য ক্রিয়তে কিং বা ন যদ্বা অধ্বর্যুরগ্নেশ্চিন্বন্নন্তরেত্যাত্মনো বৈ তদন্তরেতি যাস্তে অগ্নে সমিধো যানি ধামেত্যাহৈষা বা অগ্নেঃ স্বয়ঞ্চিতিরগ্নিরেব তদগ্নিং চিনোতি নাধ্বর্যুরাত্মনাহন্তরেতি চতস্র আশাঃ প্র চরন্ত্বগ্নয় ইমং নো যজ্ঞং নয়তু প্রজানন্। ঘৃতং পিন্বন্নজরং সুবীরং ব্রহ্ম সমিদ্ভবত্যাহুতীনাম্। সুবর্গায় বা এষ লোকায়োপ ধীয়তে যৎকূর্মশ্চতস্র আশাঃ প্র চরন্ত্বগ্নয় ইত্যাহ দিশ এবৈতেন প্র জানাতীমং নো যজ্ঞং নয়তু প্রজানন্নিত্যাহ সুবর্গস্য লোকস্যাভিনীত্যৈ ব্রহ্ম সমিদ্ভবত্যাহুতীনামিত্যাহ ব্রহ্মণা বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্যদ্ব্রহ্মণ্বত্যোপদধাতি ব্রহ্মণৈব তদ্যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি প্রজাপতির্বা এষ যদগ্নিস্তস্য প্রজাঃ পশবশ্ছন্দাংসি রূপং সর্বান্বর্ণানিষ্টকানাং কুর্যাদ্রূপেণৈব প্রজাং পশূন্ ছন্দাংস্যব রুন্ধেহথো প্রজাভ্য এবৈনং পশুভ্যশ্ছন্দোভ্যোহবরুধ্য চিনুতে ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে স্বয়ঞ্চিত্যাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার যে সমিন্ধন-ক্রিয়া আছে, তোমার যে গার্হপত্যাদি স্থান আছে, কালী, করালী ইত্যাদি যে জিহ্বা আছে, যে প্রকাশন সামর্থ্য আছে, তোমার যে চন্দ্রসদৃশ বিস্ফুলিঙ্গ আছে, সে সকলের দ্বারা, চয়ন-প্রকারে অভিজ্ঞ তুমি নিজেকে প্রকাশ কর। যজ্ঞের চয়নকালে কোন অঙ্গ অনুষ্ঠিত হল, কোন অঙ্গ হল না এ জানা যায়, কিংবা অধ্বর্যু যদি কোন অঙ্গ বাদ দেয়, সে সকল দোষ পরিহারের জন্য ক্ষেত্রাভিমর্শন কালে 'যাস্তে অগ্ন' ইত্যাদি ঋক্-মন্ত্র পাঠ করতে হবে। এ ঋক্ মন্ত্রকে 'স্বয়ঞ্চিতি' বলা হয় অর্থাৎ নিজেকে চয়ন কর এরূপ, নিজে নিজেকে চয়ন করা হয় জন্য স্বয়ঞ্চিতি নাম হয়েছে। এ মন্ত্রপাঠে অগ্নি নিজেই নিজেকে চয়ন করে, তা হলে অধ্বর্যুর দোষে কোন অঙ্গ দুষ্ট হয় না। (এগুলি পূর্বে 'অগ্নে তব শ্রবো বয়'—ইত্যাদি অনুবাকে বলা হয়েছে।) ॥ ৮

মন্ত্র ঃ ময়ি গৃহ্ণাম্যগ্রে অগ্নিং রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায়। ময়ি প্রজাং ময়ি বর্চো দধাম্যরিষ্টাঃ স্যাম তনুবা সুবীরাঃ। যো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্বন্তরমর্ত্যো মর্ত্যাং আবিবেশ। তমাত্মন্ পরি গৃহ্ণীমহে বয়ং মা সো অস্মান্ অবহায় পরা গাৎ। যদধ্বর্যুরাত্মন্নগ্নিমগৃহীত্বাহগ্নিং চিনুয়াদোহস্য স্বোহগ্নিস্তমপি যজমানায় চিনুয়াদগ্নিং খলু বৈ পশবোহনূপ তিষ্ঠন্তেহপক্রামুকা অস্মাৎ পশবঃ সুর্ময়ি গৃহ্ণাম্যগ্রে অগ্নিমিত্যাহাত্মন্নেব স্বমগ্নিং দাধার নাস্মাৎ পশবোহপ ক্রামন্তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যন্মৃচ্চাহপশ্চাগ্নেরনাদ্যমথ কস্মান্মৃদা চাদ্ভিশ্চাগ্নিশ্চীয়ত ইতি যদদ্ভিঃ সংযৌতি আপো বৈ সর্বা দেবতা দেবতাভিরেবৈনং সংসৃজতি যন্মৃদা চিনোতীয়ং বা অগ্নির্বৈশ্বানরোহগ্নিনৈব তদগ্নিং চিনোতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যন্মৃদা

চাগ্নিশ্চাগ্নিশ্চীয়তেঽথ কস্মাদগ্নিরুচ্যত ইতি যচ্ছন্দোভিশ্চিনোত্যগ্নয়ো বৈ ছন্দাংসি তস্মাদগ্নিরুচ্যতে ঽথো ইয়ং বা অগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ মৃদো চিনোতি তস্মাদগ্নিরুচ্যতে হিরণ্যেষ্টকা উপ দধাতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরেবাস্মিন্দ ধাত্যথো তেজো বৈ হিরণ্যং তেজ এবাঽত্মন্ধত্তে যো বা অগ্নিং সর্বতোমুখং চিনুতে সুর্ব্বাসু প্রজাস্বন্নমত্তি সর্ব্বা দিশোঽভি জয়তি গায়ত্রীং পুরস্তাদুপ দধাতি ত্রিষ্টুভং দক্ষিণতো জগতীং পশ্চাদনুষ্টুভমুত্তরতঃ পঙ্‌ক্তিং মধ্য এষ বা অগ্নিঃ সর্ব্বতোমুখস্তং য এবং বিদ্বাশ্চিনুতে সর্ব্বাসু প্রজাস্বন্নমত্তি সর্ব্বা দিশোঽভি জয়ত্যথো দিশ্যেব দিশং প্র বয়তি তস্মাদ্দিশি দিক্‌প্রোতা ॥৯॥

[এ অনুবাকে অগ্নি গ্রহণাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পরকীয় অগ্নি চয়নের পূর্বে নিজের পূর্ব সিদ্ধ অগ্নিকে আমি স্মরণ করছি। তার ফলে ধনপুষ্টি, শোভন অপত্য পুত্রাদি আমি লাভ করব এবং শারীরিক বল আমাতে স্থাপন করব। শোভন পুত্র ভৃত্যাদি যুক্ত আমরা আমাদের শরীরের সাথে হিংসাদিরহিত হবো। হে পালক আমাদের শরীরগত ভূতেন্দ্রিয়াদি, যে অগ্নি আমাদের অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত, তাকে আমরা আমাদের শরীরে স্থিরভাবে ধারণ করব। সে অগ্নি আমাদের ছেড়ে যেন অন্যত্র না যায়।

যদি অধ্বর্যু 'ময়ি গৃহ্ণামি' ইত্যাদি পূর্বোক্ত দুটি মন্ত্রের দ্বারা নিজের অগ্নি গ্রহণ না ক.র, পরের জন্য অগ্নি চয়ন করে তবে তার পূর্বচিত অগ্নিও যজমানের হয়ে যায় এবং তার পশুগুলি অগ্নির সেবা করে। তা পরিহারের জন্য 'ময়ি গৃহ্ণামি' এদুটি মন্ত্র বলতে হবে। তাহলে নিজের অগ্নি নিজেতে থাকে এবং পশুরাও চলে যায় না।

ব্রহ্মবাদীরা জিজ্ঞাসা করেন—ভক্ষ্য আজ্য পুরোডাশাদি পরিত্যাগ করে কি জন্য মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা ইষ্টকা রূপ অগ্নির চয়ন করা হয়? এর উত্তরে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী বলেন—যদিও জল অগ্নির ভক্ষ্য নয়, তথাপি জলের দ্বারা মৃত্তিকার মিশ্রণের ফলে দেবতাদের সাথে অগ্নিকে যুক্ত করা হয়। জল হচ্ছে সর্বদেবতাত্মক। বৃত্রবধাদি কালে ইন্দ্রের সহকারিরূপে সকল দেবতার উপকার করায় জলের সর্বদেবাত্মকত্ব। অতএব সর্বদেবতার সংযোগের ফলে জলের দ্বারা অগ্নির চয়ন যুক্তিযুক্ত। আর ভূমি হচ্ছে বৈশ্বা[illegible] অগ্নির রূপ, অতএব মৃত্তিকারূপ অগ্নির দ্বারা সে অগ্নির চয়ন যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ব্রহ্মবাদীদের আপার জিজ্ঞাসা—এ অগ্নিরূপ চিতি মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে, অঙ্গার বা জ্বালার (অগ্নিশিখা) দ্বারা নহে। তা হলে এর 'অগ্নি' নাম হলো কেন? এর উত্তরে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী বলেন—না, কেবল মৃত্তিকাও জলের দ্বারা চয়ন করা হয় নি, কিন্তু ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারাও। ছন্দ হচ্ছে অগ্নিস্বরূপ. 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রগত ছন্দের দ্বারা মন্থনের ফলে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। অতএব ছন্দের দ্বারা চিতির অগ্নি সিদ্ধ। আর ভূমির বৈশ্বানিত্য পূর্বে বলা হয়েছে, অতএব মৃত্তিকার কার্য বলে অগ্নিত্ব সিদ্ধ হল। (অন্য মন্ত্রগুলি নক্ষত্রেষ্টকার পূর্বে দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিরগ্নিমসৃজত সোঽস্মাৎ সৃষ্টঃ প্রাঙ্‌প্রাদ্রবত্তস্মা অশ্বং প্রত্যাস্যৎ স দক্ষিণাঽবর্ত্তত তস্মৈ বৃষ্ণিং প্রত্যাস্যৎ স প্রত্যঙ্‌ঙাঽবর্ত্তত তস্মা

ঋষভং প্রত্যাস্যং স উর্ধ্বোঽদ্রবত্তস্মৈ পুরুষং প্রত্যাস্যদ্যৎ পশুশীর্ষাণ্যুপদধাতি সর্ব্বত এবৈনম্ অবরুধ্য চিনুত এতা বৈ প্রাণভৃতশ্চক্ষুষ্মতীরিষ্টকা যৎপশুশীর্ষানি যৎপশুশীর্ষাণ্যুপদধাতি তাভিরেব যজমানোঽমুষ্মিল্লোঁকে প্রাণিত্যথো তাভিরেবাস্মা ইমে লোকাঃ প্র ভান্তি মৃদাঽভিলিপ্যোপ দধাতি মেধ্যত্বায় পশুর্বা এষ যদগ্নিরন্নং পশব এষ খলু বা অগ্নির্যৎপশুশীর্ষাণি যং কাময়েত কনীয়োঽস্যান্নম্ স্যাদিতি সন্তরাং তস্য পশুশীর্ষাণ্যুপ দধ্যাৎ কনীয় এবাস্যান্নং ভবতি যং কাময়েত সমাবদস্যান্নং স্যাদিতি মধ্যতস্তস্যোপ দধ্যাৎ সমাবদেবাস্যান্নং ভবতি যং কাময়েত ভূয়োঽস্যান্নং স্যাদিত্যন্তেষু তস্য ব্যুদুহ্যোপ দধ্যাদন্তত এবাস্মা অন্নমব রুন্ধে ভূয়োঽস্যান্নং ভবতি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে পশুশীর্ষের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতিসৃষ্ট অগ্নি পূর্বদিকে পলায়ন করলে তার নিবারণের জন্য ত্রর প্রতিকূলে অশ্বকে স্থাপন করা হয়। এরূপ দক্ষিণ দিকে বৃষ্কি, পশ্চিম দিকে ঋষভ ও উত্তরদিকে বস্ত এবং উর্ধ্ব দিকে পুরুষকে স্থাপন করা হয়। (এ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা দ্বিতীয় প্রপাঠকে দেখুন।) ॥ ১০ ।

মন্ত্র ঃ স্তেগান্দংষ্ট্রাভ্যাং মণ্ডূকান্ জম্ভ্যেভিরাদকাং খাদেনোর্জ্জং সংসূদেনারণ্যং জাম্বীলেন মৃদং বৎস্বৈর্ভিঃ শর্করাভিরবকামবকাভিঃ শর্করামুৎসাদেন জিহ্বামবক্রন্দেন তালুং সরস্বতীং জিহ্বাগ্রেণ ॥ ১১ ॥

মন্ত্র ঃ বাজং হনুভ্যামপ আস্যেনাঽদিত্যাঙ্গ্মশ্রুভিরুপযামমধেণোষ্ঠেন সদুত্তরেণান্তরেণানুকাশং প্রকাশেন বাহ্যং স্তনয়িত্নুং নির্ব্বাধেন সূর্যাগ্নী চক্ষুর্ভ্যাং বিদ্যুতৌ কনানকাভ্যামশনিং মস্তিষ্কেণ বলং মজ্জভিঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ঃ কূর্ম্মাঞ্ছফৈরচ্ছলাভিঃ কপিঞ্জলান্ৎসাম কুষ্ঠিকাভির্জ্জবং জঙ্ঘাভিরগদং জানুভ্যাং বীর্যং কুহাভ্যাং ভয়ং প্রচালাভ্যাং গুহোপপক্ষাভ্যামশ্বিনাবংসাভ্যামদিতিং শীর্ষ্ণা নির্ঋতিং নির্জ্জাল্মকেন শীর্ষ্ণা॥ ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ যোক্তং গৃধ্রাভির্যুগমানত্তেন চিত্তং মন্যাভিঃ সংক্রোশান্ প্রাণৈঃ প্রকাশেন ত্বচং পরাকাশেনান্তরাং মশকান্ কেশৈরিন্দ্রং স্বপসা বহেন বৃহস্পতিং শকুনিসাদেন রথমুষ্ণিহাভিঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ মিত্রাবরুণৌ শ্রোণীভ্যামিন্দ্রাগ্নী শিখণ্ডাভ্যামিন্দ্রাবৃহস্পতী উরুভ্যামিন্দ্রাবিষ্ণূ অষ্ঠীবদ্ভ্যাং সবিতারং পুচ্ছেন গন্ধর্ব্বাঞ্ছেপেনাপ্সরসো মুষ্কাভ্যাং পবমানং পায়ুনা পবিত্রং পোত্রাভ্যামাক্রমণং স্থূরাভ্যাং প্রতিক্রমণং কুষ্ঠাভ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রস্য ক্রোড়োঽদিত্যৈ পাজস্যং দিশাং জত্রবো জীমূতান্ হৃদয়োপশাভ্যামন্তরিক্ষং পুরিততা নভ উদর্য্যেণেন্দ্রাণী প্লীহা বল্মীকান্ ক্লোম্না গিরীন্ প্লাশিভিঃ সমুদ্রমুদরেণ বৈশ্বানরং ভস্মনা ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র ঃ পূষ্ণো বনিষ্ঠুরন্ধাহে স্থূরগুদা সর্পান্ গুদাভির্ঋতূন্ পৃষ্টীভির্দিবং পৃষ্ঠেন বসূনাং প্রথমা কীকসা রুদ্রাণাং দ্বিতীয়াঽদিত্যানাং তৃতীয়াঽঙ্গিরসাং চতুর্থী সাধ্যানাং পঞ্চমী বিশ্বেষাং দেবানাং ষষ্ঠী ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র ঃ ওজো গ্রাবাভির্নির্ঋতিমস্থভিরিন্দ্রং স্বপসা বহেন রুদ্রস্য বিচলঃ স্কন্ধোঽহোরাত্রয়ো দ্বিতীয়োঽর্ধমাসানাং তৃতীয়ো মাসাং চতুর্থ ঋতূনাং পঞ্চমঃ সম্বৎসরস্য ষষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র ঃ আনন্দং নন্দথুনা কামং প্রত্যাসাভ্যাং ভয়ং শিতীমভ্যাং প্রশিষং প্রাশাসাভ্যাং সূর্যাচন্দ্রমসৌ বৃক্কাভ্যাং শ্যামশবলৌ মতস্নাভ্যাং বুষ্টিং রূপেণ নিম্রুক্তিমরূপেণ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ অহর্মাংসেন রাত্রিং পীবসাঽপো যূষেণ ঘৃতং রসেন শ্যাং বসয়া দূষীকাভির্হ্রাদুনিমস্রুভিঃ পৃষ্বাং দিবং রূপেণ নক্ষত্রাণি প্রতিরূপেণ পৃথিবীং চর্ম্মণা ছবীং ছব্যোপাকৃতায় স্বাহাঽলব্ধায় স্বাহা হূতায় স্বাহা ॥ ২০ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নেঃ পক্ষতিঃ সরস্বত্যৈ নিপক্ষতিঃ সোমস্য তৃতীয়াঽপাং চতুর্থ্যোষধীনাং পঞ্চমী সম্বৎসরস্য ষষ্ঠী মরুতাং সপ্তমী বৃহস্পতেরষ্টমী মিত্রস্য নবমী বরুণস্য দশমীন্দ্রস্যৈকাদশী বিশ্বেষাং দেবানাং দ্বাদশ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পার্শ্বং যমস্য পাটূরঃ ॥ ২১ ॥

মন্ত্র ঃ বায়োঃ পক্ষতিঃ সরস্বতো নিপক্ষতিশ্চন্দ্রমসস্তৃতীয়া নক্ষত্রাণাং চতুর্থী সবিতুঃ পঞ্চমী রুদ্রস্য ষষ্ঠী সর্পাণাং সপ্তম্যর্যম্ণোঽষ্টমী ত্বষ্টুর্নবমী ধাতুর্দশমীন্দ্রাণ্যা একাদশ্যদিত্যৈ দ্বাদশী দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পার্শ্বং যম্যৈ পাটূরঃ ॥ ২২ ॥

মন্ত্র ঃ পন্থামনুবৃগ্‌ভ্যাং সন্ততিং স্নাবন্যাভ্যাং শুকান্ পিত্তেন হরিমাণং যক্না হলীক্ষ্নান্ পাপবাতেন কূশ্মাঞ্ছকৈভিঃ শবর্ত্তানুবধ্যেন শুনো বিশসনেন সর্পাল্লোহিতগন্ধেন বয়াংসি পক্কগন্ধেন পিপীলিকাঃ প্রশাদেন ॥ ২৩ ॥

মন্ত্র ঃ ক্রমৈরত্যক্রমীদ্বাজী বিশ্বৈর্দেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সম্বিদানঃ। স নো নয় সুকৃতস্য লোকং তস্য তে বয়ং স্বধয়া মদেম ॥ ২৪ ॥

মন্ত্র ঃ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী সধস্থমাত্মাঽন্তরিক্ষং সমুদ্রো যোনিঃ সূর্যস্তে চক্ষুর্বাতঃ প্রাণশ্চন্দ্রমাঃ শ্রোত্রং মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যৃতবোঽঙ্গানি সম্বৎসরো মহিমা ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাক থেকে ২৫ অনুবাক পর্যন্ত—অশ্বমেধের অঙ্গমন্ত্র বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয়ান্ত পদের দ্বারা দেবতা এবং তৃতীয়ান্ত পদের নির্দিষ্ট অশ্বের অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এ দেবতাকে এ অঙ্গের দ্বারা তুষ্ট করছি—এরূপ অর্থ করতে হবে। মূল দৃষ্টে এর অর্থবোধ হবে জন্য আর পৃথক ব্যাখ্যা করা হলো না। ১১-২৫ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন্নগ্নিঃ স তে লোকস্তং জেষ্যস্যথাব জিঘ্র বায়ুঃ পশুরাসীত্তেনাজান্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন্বায়ুঃ স তে লোকস্তস্মাত্বাঽন্তরেষ্যামি যদি নাবজিঘ্রস্যাদিত্যঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্যস্মিন্নাদিত্যঃ স তে লোকস্তং জেষ্যসি যদ্যাবজিঘ্রসি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ঃ হে অশ্ব, এ অগ্নিদেব পূর্বে কোন জন্যে অশ্বমেধ যাগের হেতু অশ্ব-নামক পশু ছিল। কোন যজমান সে অগ্নিরূপ পশুর দ্বারা যাগ করে। সে অগ্নিরূপ পশু দেবতা হয়ে এ লোক জয় করে। যে লোকে এখন সে অগ্নি আছে, তোমারও সে লোক হবে ; তুমিও সে লোক জয় করবে। তুমি উৎসুক হয়ে এ জল পান কর। (এরূপ বায়ু প্রভৃতি বাকে যোজনা করতে হবে)। ২৬ ॥

ষষ্ঠ কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দক্ষিণা পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রা যৎপ্রাচীনবংশং করোতি দেবলোকমেব তদ্যজমান উপা-

বর্ত্ততে পরি শ্রয়ত্যন্তর্হিতো হি দেবলোকো মনুষ্যলোকাদস্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিবে-ত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিল্লোকেঽস্তি বা ন বেতি দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতি উভয়োর্লোকয়োরভিজিত্যৈ কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নি কৃন্ততে মৃতা বা এষা ত্বগ-মেধ্যা যৎ কেশশ্মশ্রু মৃতামেব ত্বচমমেধ্যামপহত্য যজ্ঞিয়ো ভূত্বা মেধমুপৈত্যাঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তোঽপ্সু দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্নপ্সু স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী অব রুন্ধে তীর্থে স্নাতি তীর্থে হি তে তাং প্রাবেশয়ন্তীর্থে স্নাতি তীর্থমেব সমানানাং ভবত্যপোঽশ্নাত্যন্তরত এব মেধ্যো ভবতি বাসসা দীক্ষয়তি সৌম্যং বৈ ক্ষৌমং দেবতয়া সোমমেষ দেবতামুপৈতি যো দীক্ষতে সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহীত্যাহ স্বামেব দেবতামুপৈত্যথো আশিষমেবৈতামা শাস্তেঽগ্নেস্তূষাধানং বায়ো-র্বাতপানং পিতৄণাং নীবিরোষধীনাং প্রঘাতঃ আদিত্যানাং প্রাচীনতানো বিশ্বেষাং দেবানামোতুর্নক্ষত্রাণামতীকাশাস্তদ্বা এতৎ সর্ব্বদেবত্যং যদ্বাসো যদ্বাসসা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দীক্ষয়তি বহিঃপ্রাণো বৈ মনুষ্যস্তস্যাশনং প্রাণোঽশ্নাতি সপ্রাণ এব দীক্ষত আশিতো ভবতি যাবানেবাস্য প্রাণস্তেন সহ মেধমুপৈতি ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৄণাং নিষ্পক্বং মনুষ্যাণাং তদ্বৈ এতৎ সর্ব্বদেবত্যং যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যঙ্ক্তে সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি প্রচ্যুতো বা এষোঽস্মাল্লোকাদ-গতো দেবলোকং যো দীক্ষিতোঽন্তরেব নবনীতং তস্মান্নবনীতেনাভ্যঙ্ক্তেঽনুলোমং যজুষা ব্যাবৃত্ত্যা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তস্য কনীনিকা পরাঽপতত্তদাঞ্জনমভবদ্যদাঙ্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্তে দক্ষিণং পূর্ব্বমাঙ্ক্তে সব্যং হি পূর্ব্বং মনুষ্যা আঞ্জতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্যা ধাবন্তে পঞ্চকৃত্ব আঙ্ক্তে পঞ্চাক্ষরা পঙ্ক্তিঃ পাঙ্ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পরিমিতমাঙ্ক্তে পরিমিতং হি মনুষ্যা আঞ্জতে সতূলয়াঙ্-ক্তেঽপতূলয়া হি মনুষ্যা আঞ্জতে ব্যাবৃত্ত্যৈ যদপতুলয়াঞ্জীত বজ্র ইব স্যাৎসতূলয়া-ঙ্ক্তে মিত্রত্বায় ইন্দ্রো ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তমোঽপোঽভ্যম্রিয়ত তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবমাসীত্তদপোদক্রামত্তে দর্ভা অভবন্যদ্দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং পবয়তি দ্বাভ্যাং পবয়ত্যহোরাত্রাভ্যামেবৈনং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি পঞ্চভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙ্ক্তি পাঙ্ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞায়ৈবৈনং পবয়তি ষড়্ভিঃ পবয়তি ষড্বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দাংসি ছন্দোভিরেবৈনং পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেক-বিংশত্যা পবয়তি দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পদ্যা আত্মৈকবিংশো যাবানেব পুরুষস্তমপরিবর্গম্ পবয়তি চিৎপতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ মনো বৈ চিৎপতির্মনসৈবৈনং পবয়তি বাক্পতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ বাচৈবৈনং পবয়তি দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং পবয়তি তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণযস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে ॥ ১ ॥

[ভাষ্যকার শ্রীমৎ সায়ণাচার্য সমগ্র ষষ্ঠকাণ্ডের কোন ব্যাখ্যা করেন নি। কারণ-স্বরূপ তিনি বলেছেন—আদ্য কান্ডের দ্বিতীয়াদি প্রপাঠকে এগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে জন্য আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। নিম্নে কেবল বিষয়বস্তুর নির্দ্দেশ করা হল।]

অনুবাক ঃ প্রথম অনুবাকে—ক্ষুর কর্মাদির সংস্কার করে প্রাগ্বংশে প্রবেশ। ১ ॥

মন্ত্র ঃ যাবন্তো বৈ দেবা যজ্ঞায়াপুনত ত এবাভবন্য এবং বিদ্বান্যজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবয়িত্বান্তঃ প্র পাদয়তি মনুষ্যলোক এবৈনং পবয়িত্বা পূতং দেবলোকং প্র নয়ত্যদীক্ষিত একয়াহুত্যেত্যাহুঃ স্রুবেন চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতত্বায় স্রুচা পঞ্চমী পঞ্চাক্ষরা পঙ্ক্তি পাঙ্ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে

আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহাঽকূত্যা হি পুরুষো যজ্ঞমভি প্রযুঙ্‌ক্তে যজেয়েতি মেধায়ৈ মনসোঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষো যজ্ঞমভি-গচ্ছতি সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ বাগ্বৈ সরস্বতী পৃথিবী পূষা বাচৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্র যুঙ্‌ক্তে আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশং ইত্যাহ বা বৈ বর্ষ্যাস্তাঃ আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুবো যদেতদ্যজুর্ন ব্রূয়াদ্দিব্যা আপোঽশান্তা ইমং লোকমা গচ্ছেয়ুরাপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুব ইত্যাহাস্মা এবৈনা লোকায় শময়তি তস্মাচ্ছান্তা ইমং লোকমা গচ্ছন্তি দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উর্বন্তরিক্ষমিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞো বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ যজ্ঞমব রুন্ধে যদ্‌ব্রূয়াদ্বিধেরিতি যজ্ঞস্থানুমৃচ্ছে-দ্বৃধাত্বিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজ সোঽস্মাৎ সৃষ্টঃ পরাঙৈৎ স প্র যজুরব্লীনাৎ প্র সাম তমৃগুদয়চ্ছদ্যদৃগুদয়চ্ছত্তদৌদ্গ্রহণস্যৌদ্গ্রহণত্বমৃচা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্যত্যা অনুষ্টুপ্ছন্দসামুদয়চ্ছদিত্যাহুস্তস্মাদনুষ্টুভা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্যত্যৈ দ্বাদশ বাৎসবন্ধান্যুদযচ্ছন্নিত্যাহুস্তস্মাদ্দ্বাদশাভি র্বাৎসবন্ধবিদো দীক্ষ-য়ন্তি সা বা এষর্গনুষ্টুপ্বাগনুষ্টুগ্যদেতয়র্চা দীক্ষয়তী বাচৈবৈনং সর্ব্বয়া দীক্ষয়তি বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্ত্তো বৃণীত সখ্যম্ ইত্যাহ পিতৃদেব-ত্যেতেন বিশ্বে রায় ইষুধ্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যেতেন দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যস ইত্যাহ পৌষ্ণ্যেতেন সা বা এষর্ক্সর্ব্বদেবত্যা যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতা-ভির্দীক্ষয়তি সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ত্রীণি যানি ত্রীণি তান্যষ্টাবুপযন্তি যানি চত্বারি তান্যষ্টৌ যদষ্টাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ত্রিষ্টুপ্যদ্-দ্বাদশাক্ষরা তেন জগতী সা বা এষর্ক্সর্ব্বাণি ছন্দাংসি যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বৈভিরেবৈনং ছন্দোভির্দীক্ষয়তি সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদং সপ্তপদা শক্বরী পশবঃ শক্বরী পশূনেবাব রুন্ধ একস্মাদক্ষরাদনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদ্যদ্বাচোঽনাপ্তং তন্মনুষ্যা উপ জীবন্তি পূর্ণয়া জুহোতি পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতে-রাপ্ত্যৈ ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত প্রজানাং সৃষ্ট্যৈ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে—দীক্ষা আহুতি, কৃষ্ণাজিন বস্ত্রে দীক্ষা । ২ ॥

মন্ত্র ঃ ঋক্‌সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়াঽতিষ্ঠমানে কৃষ্ণো রূপং কৃত্বাঽপক্র-ম্যাতিষ্ঠতাং তেঽমন্যন্ত যং বা ইমে উপাবৎর্স্যতঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপা-মন্ত্রয়ন্ত তে অহোরাত্রয়োর্মহিমানমপানিধায় দেবানুপাবর্ত্ততামেষ বা ঋচো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ সাম্নো যং কৃষ্ণমৃক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থ ইত্যাহক্‌সামে এবাব রুন্ধ এষঃ বা অহ্নো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ রাত্রিয়া যৎকৃষ্ণং যদেবৈনয়োস্তত্র ন্যক্তং তদেবাব রুন্ধে কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্রূপং যৎকৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণৈবৈনং দীক্ষয়তীমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেবেত্যাহ যথাযজুরেবৈতদ্গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিত উল্বং বাসঃ প্রোর্ণুতে তস্মাৎ গর্ভাঃ প্রাবৃতা জায়ন্তে ন পুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বীত যৎপুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বিত গর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুঃ ক্রীতে সোমেঽপোর্ণুতে জায়ত এব তদথো যথা বসীয়াংসং প্রত্যপোর্ণুতে তাদৃগেব তদঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্ত ঊর্জং ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তে শরা অভবন্নূর্বৈ শরা যচ্ছরময়ী মেখলা ভবত্যূর্জমেবাব রুন্ধে মধ্যতঃ সং নহ্যতি মধ্যত এবাস্মা ঊর্জং দধাতি তস্মান্মধ্যত ঊর্জা ভুঞ্জত ঊর্ধ্বং বৈ পুরুষস্য নাভ্যৈ মেধ্যমবাচীনম-মেধ্যং যন্মধ্যতঃ সন্নহ্যতি মেধ্যং চৈবাস্যামেধ্যং চ ব্যাবর্ত্তয়তীন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ং রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ম্ যেঽন্তঃশরা অশীর্য্যন্ত তে শরা অভবংস্তচ্ছরাণাং শরত্বং বজ্রো বৈ শরাঃ ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতি বজ্রেণৈব সাক্ষাৎক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং মধ্যতোঽপ হতে ত্রিবৃদ্ভবতি

ত্রিবৃধে প্রাণাস্ত্রিবৃতমেব প্রাণং মধ্যতো যজমানে দধাতি পৃথ্বী ভবতি রজ্জূনাং ব্যাবৃত্ত্যৈ মেখলয়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীং মিথুনত্বায় যজ্ঞো দক্ষিণা-মভ্যধ্যায়ত্তাং সমভবত্তদিন্দ্রোঽচায়ৎ সোঽমন্যত যো বা ইতো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশত্তস্যা ইন্দ্র এবাজায়ত সোঽমন্যত যো বৈ মদিতোঽপরো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তস্যা অনুমৃশ্য যোনিমাঽচ্ছিনৎ সা সূতবশাঽ-ভবত্তৎসূতবশায়ৈ জন্ম তাং হস্তে ন্যবেষ্টয়ত তাং মৃগেষু ন্যদধাৎ সা কৃষ্ণবিষাণা-ঽভবদিন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিংসীরিতি কৃষ্ণবিষাণাং প্র যচ্ছতি সযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণাং সযোনিমিন্দ্রং সযোনিত্বায় কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়া ইত্যাহ তস্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইত্যাহ তস্মা দোষধয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি যদ্ধস্তেন কণ্ডূয়েত পামনম্ভাবুকাঃ প্রজাঃ স্যুর্যৎ স্ময়েত নগ্নম্ভাবুকাং কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তেঽপিগৃহ্য স্ময়তে প্রজানাং গোপীথায় ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামব চৃতেদ্যৎ পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামবচৃতেদ্যোনিঃ প্রজানাং পরাপাতুকা স্যান্নীতাসু দক্ষিণাসু চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি যোনির্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা যোনাবেব যোনিং দধাতি যজ্ঞস্য সযোনিত্বায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—মেখলার দ্বারা দীক্ষা। ৩ ॥

মন্ত্র ঃ বাগ্বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানা সা বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ সৈষা বাগ্বনস্পতিষু বদতি যা দুন্দুভৌ যা তূণবে যা বীণায়াং যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাব রুন্ধ ঔদুম্বরো ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জমেবাব রুন্ধে মুখেন সম্মিতো ভবতি মুখত এবাস্মা ঊর্জং দধাতি তস্মান্মুখত ঊর্জা ভুঞ্জতে ক্রীতে সোমে মৈত্রাব-রুণায় দণ্ডং প্র যচ্ছতি মৈত্রাবরুণো হি পুরস্তাদৃত্বিগ্ভ্যো বাচং বিভজতি তামৃত্বিজো যজমানে প্রতি ষ্ঠাপয়ন্তি স্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞঃ স্বাহোরো-রন্তরিক্ষাদিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইত্যাহায়ম্ বাব যঃ পবতে স যজ্ঞস্তমেব সাক্ষাদা রভতে মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যা অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণ ইতি ত্রিরুপাংশ্বাহ দেবেভ্য এবৈনং প্রাঽহ ত্রিরুচ্চৈরুভয়েভ্য এবৈনং দেবমনুষ্যেভ্যঃ প্রাঽহ ন পুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বি সৃজেদ্যৎপুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিসৃজেদ্যজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাৎ উদিতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণুতেতি বাচং বি সৃজতি যজ্ঞব্রতো বৈ দীক্ষিতো যজ্ঞমেবাভি বাচং বি সৃজতি যদি বিসৃজেদ্বৈষ্ণবীমৃচমনু ব্রূয়াদ্যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং সং তনোতি দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তন্মদয়তি সুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যুষ্টিমেবাব রুন্ধে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা ইন হোতব্যা৩মিতি হবির্বৈ দীক্ষিতো যজ্জু-হুয়াদ্যজমানস্যাবদায় জুহুয়াদ্যন্ন জুহুয়াদ্যজ্ঞপরুরন্তরিয়াদ্যে দেবা মনোজাতা মনোযুজ ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা মনোজাতা মনোযুজস্তেষ্বেব পরোক্ষং জুহোতি তন্নেব হুতং নেবাহুতং স্বপন্তং বৈ দীক্ষিতং রক্ষাংসি জিঘাংসন্ত্যগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহাঽগ্নে ত্বং সু জাগৃহি বয়ং সু মন্দিষীমহীত্যাহাগ্নিমেবাধিপাং কৃত্বা স্বপিতি রক্ষসামপহত্যা অব্রত্যমিব বা এষ করোতি যো দীক্ষিতঃ স্বপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমা লম্ভয়তি দেব আ মর্ত্যেষ্বেত্যাহ দেবঃ হ্যেষ সন্মর্ত্যেষু ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্য ইত্যাহৈতং হি যজ্ঞেষ্বীড়তেঽপ বৈ দীক্ষিতাৎ সুষুপুষ ইন্দ্রিয়ং দেবতাঃ ক্রামন্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্নিত্যাহেন্দ্রিয়েণৈবৈনং দেবতাভিঃ সং নয়তি যদেতদ্যজুর্ন ব্রূয়াদ্যাবত এব পশূনভি দীক্ষেত তাবন্তোঽস্য পশবঃ স্যু রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভরেত্যাহাপরিমিতানেব পশূনব রুন্ধে চন্দ্রমসি

মম ভোগায় ভবেত্যাহ যথাদেবতমেবৈনাঃ প্রতি গৃহ্ণাতি বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বেতি যদেবমেতা নানুদিশেদযথাদেবতং দক্ষিণা গময়েদা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যেত যদেবমেতা অনুদিশতি যথাদেবতমেব দক্ষিণা গময়তি ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহ যম্বো মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবং তম্বো মাঽব ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহাচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষমিত্যাহ সেতুমেব কৃত্বাঽত্যেতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—দণ্ডগ্রহণ, মুষ্টীকরণ ও দীক্ষার নিয়ম পালন ॥ ৪ ।

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্তেঽন্যোন্যমুপাধাবন্ত্বয়া প্র জানাম ত্বয়েতি তেঽদিত্যাং সমধ্রিয়ন্ত ত্বয়া প্র জানামেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মৎপ্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মদুদয়না অসন্নিতি তস্মাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়ঃ পঞ্চ দেবতা যজতি পঞ্চ দিশো দিশাং প্রজ্ঞাত্যৈ অথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পথ্যাং স্বস্তিমযজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্নগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীং সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্ধ্বাং পথ্যাং স্বস্তিং যজতি প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রজানাতি পথ্যাং স্বস্তিমিষ্ট্বাঽগ্নীষোমৌ যজতি চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদগ্নীষোমৌ তাভ্যামেবানু পশ্যতী অগ্নীষোমাবিষ্ট্বা সবিতারং যজতি সবিতৃপ্রসূত এবানু পশ্যতি সবিতারমিষ্ট্বাঽদিতিং যজতীয়ং বা অদিতিরস্যামেব প্রতিষ্ঠায়ানু পশ্যত্যদিতিমিষ্ট্বা মারুতীমৃচমন্বাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশং খলু বৈ কল্পমানং মনুষ্যবিশমনু কল্পতে যন্মারুতীমৃচমন্বাহ বিশাং ক্লৃপ্ত্যৈ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি প্রয়াজবদননূযাজং প্রায়ণীয়ং কার্য্যমনূযাজবৎ অপ্রয়াজনুদয়নীয়মিতী মে বৈ প্রযাজা অমী অনুযাজাঃ সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিস্তত্তথা ন কার্য্যমাত্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাঽনুযাজা যৎপ্রযাজনন্তরিয়াদাত্মানমন্তরিয়াদাদনূযাজানন্তরিয়াৎ প্রজামন্তরিয়াদ্যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞঃ পরা ভবতি যজ্ঞং পরাভবন্তং যজমানোঽনু পরা ভবতি প্রযাজবদেবানূযাজবৎ প্রায়ণীয়ং কার্য্যং প্রযাজবদনূযাজবদুদয়নীয়ং মাঽত্মানমন্তরেতি ন প্রজাং ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজমানঃ প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নীয়মভি নির্ব্বপতি সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততির্যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যা যত্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্যাৎ পরাঙমুং লোকমা রোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোনুবাক্যাস্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—প্রায়ণীয়া ॥ ৫ ।

মন্ত্র ঃ কদ্রূশ্চ বৈ সুপর্ণী চাঽত্মরূপয়োরস্পর্ধেতাং সা কদ্রূঃ সুপর্ণীমজয়ৎ সাঽব্রবীত্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমা হর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতীয়ং বৈ কদ্রূরসৌ সুপর্ণী ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াঃ সাঽব্রবীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্‌বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমা হর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্ব ইতি মা কদ্রূরবোচদিতি জগত্যুদপতচ্চতুর্দশাক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতাং সা পশুভি[illegible] দীক্ষয়া চাঽগচ্ছত্তস্মাজ্জগতী ছন্দসাং পশব্যতমা তস্মাৎ পশুমন্তং দীক্ষোপ নমতি ত্রিষ্টুগুদপতৎ ত্রয়োদশাক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতাং সা দক্ষিণাভিশ্চ তপসা চাঽগচ্ছত্তস্মাৎ ত্রিষ্টুভো লোকে মাধ্যন্দিনে সবনে দক্ষিণা নীয়ন্ত এতৎ খলু বাব তপ ইত্যাহুর্যঃ স্বং দদাতীতি গায়ত্র্যুদপতচ্চতুরক্ষরা সত্যজয়া জ্যোতিষা তমস্যা অজাঽভ্য রুন্ধ তদজায়া অজত্বং সা সোমং চাঽহরচ্চত্বারি চাক্ষরাণি সাঽষ্টাক্ষরা

সমপদ্যত ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্গায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসাং সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি যদেবাদঃ সোমমাহরত্তস্মাদযজ্ঞমুখং পর্যৈত্তস্মাত্তেজস্বিনীতমা পদ্ভ্যাং দ্বে সবনে সমগৃহ্ণান্মুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃহ্ণাত্তস্মাদ্দ্বে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যন্দিনং চ তস্মাত্তৃতীয়সবন ঋজীষমভি ষুণ্বন্তি ধীতমিব হি মন্যন্তে আশিরমব নয়তি স শুক্রত্বায়াথো সং ভরত্যেবৈনত্তং সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্বো বিশ্বাবসুঃ পর্যমুষ্ণাৎ স তিস্রো রাত্রীঃ পরিমুষিতোঽবাত্তস্মাত্তিস্রো রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো বসতি তে দেবা অব্রুবন্ত স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্বাঃ স্ত্রিয়া নিষ্ক্রীণামেতি তে বাচং স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃত্বা তয়া নিরক্রীণন্ত সা রোহিদ্রূপং কৃত্বা গন্ধর্বেভ্যঃ অপক্রম্যাতিষ্ঠত্তদ্রোহিতো জন্ম তে দেবা অব্রুবন্নপ যুষ্মদক্রমীন্নাস্মানুপাবর্ত্ততে বি হ্বয়ামহা ইতি ব্রহ্ম গন্ধর্বা অবদন্নগায়ন্দেবাঃ সা দেবান্ গায়ত উপাবর্ত্তত তস্মাদগায়ন্তংস্ত্রিয়ঃ কাময়ন্তে কামুকা এনং স্ত্রিয়ো ভবন্তি য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জন্যেষু ভবতি তেভ্য এব দদত্যুত যদ্বহুতয়াঃ ভবন্ত্যেকহায়ন্যা ক্রীণাতি বাচৈবৈনং সর্ব্বয়া-ক্রীণাতি তস্মাদেকহায়না মনুষ্যা বাচং বদন্ত্যকূটয়াঽকর্ণয়াকাণয়াঽশ্লোণয়াঽ-সপ্তশফয়া ক্রীণাতি সর্ব্বয়ৈবৈনং ক্রীণাতি যচ্ছ্বেতয়া ক্রীণীয়াদ্দুশ্চর্ম্মা যজমানঃ স্যাদ্যত্কৃষ্ণয়াঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদ্যদ্দিরূপয়া বার্ত্রঘ্নী স্যাৎ স বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়াদরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমস্য রূপং স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া ক্রীণাতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—অরুণার দ্বারা ক্রয় ॥ ৬ ॥

মন্ত্র ঃ তদ্ধিরণ্যমভবত্তস্মাদদ্ভ্যো হিরণ্যং পুনন্তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্রবীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জায়ন্ত ইতি যদ্ধিরণ্যং ঘৃতেঽবধায় জুহোতি তস্মাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জায়ন্ত এতদ্বা অগ্নে প্রিয়ং ধাম যদ্ঘৃতং তেজো হিরণ্যময়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ ইত্যাহ সতেজসা-মেবৈনং সতনুং করোত্যথো সংভরত্যেবৈনং যদবদ্ধমবদধ্যাদগর্ভাঃ প্রজানাং পরা-পাতুকাঃ স্যুর্বদ্ধমেব দধাতি গর্ভাণাং ধৃত্যৈ নিষ্টর্ক্যং বধ্নাতি প্রজানাং প্রজননায় বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী জূরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা জবতে তদ্বাচা বদতি ধৃতা মনসেত্যাহ মনসা হি বাগ্ধৃতা জুষ্টা বিষ্ণব ইত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞায়ে-বৈনাং জুষ্টাং করোতি তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূতামেব বাচমব রুন্ধে কাণ্ডে কাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্ত্যেষ খলু বা অরক্ষোহতঃ পন্থা যোঽগ্নেশ্চ সূর্যস্য চ সূর্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনি-কামিত্যাহ য এবারক্ষোহতঃ পন্থাস্তং সমারোহতি বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী চিদসি মনাঽসীত্যাহ শাস্ত্যেবৈনামেতত্তস্মাচ্ছিষ্টাঃ প্রজাঃ জায়ন্তে চিদসীত্যাহ যদ্ধি মনসা চেতয়তে তদ্বাচা বদতি মনাঽসীত্যাহ যদ্ধি মনসাঽভিগচ্ছতি তৎ করোতি ধীরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি দক্ষিণাঽসীত্যাহ দক্ষিণা হ্যেষা যজ্ঞিয়াঽসীত্যাহ যজ্ঞিয়ামেবৈনাং করোতি ক্ষত্রিয়াঽসীত্যাহ ক্ষত্রিয়া হ্যেষাঽদিতিরসুভয়তঃ শীর্ষ্ণীত্যাহ যদেবাঽদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়স্তস্মাদেবমাহ যদবদ্ধা স্যাদয়তা স্যাদ্যৎপদিবদ্ধাঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাৎ যৎকর্ণগৃহীতা বার্ত্রঘ্নী স্যাৎ স বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়ান্মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং তেনৈবৈনাং পদি বধ্নাতি পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পূষেমামেবাস্যা অধিপামকঃ সমষ্ট্যা ইন্দ্রায়াধ্যক্ষায়েত্যাহেন্দ্রমেবাস্যা অধ্যক্ষং করোতি অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতেত্যাহানুমতয়ৈবৈনয়া ক্রীণাতি সা দেবি দেব-মচ্ছেহীত্যাহ দেবী হ্যেষা দেবঃ সোম ইন্দ্রায় সোমমিত্যাহেন্দ্রায় হি সোম আহ্রিয়তে যদেতন্নাজুর্ন্ন রুয়াৎ পরাচ্যেব সোমক্রয়ণীয়াদ্রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়াত্বিত্যাহ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ

দেবানাং তমেবাস্যৈ পরস্তাদ্দধাত্যাবৃত্তো ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যদ্রুদ্রস্য কীর্ত্তয়তি মিত্রস্য পথেত্যাহ শান্ত্যৈ বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রয়ণ্যা স্বান্তু সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যেত্যাহ বা চৈব বিক্রীয় পনরাত্মন্বাচং ধত্তেঽনুপদাসু-কাঽস্য বাগ্‌ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—ক্রয়ের প্রকার ॥ ৭ ।

মন্ত্র ঃ ষট্‌পদাননুনিষ্ক্রামতি ষডহং বাঙ্‌নাতি বদত্যুত সম্বৎসরস্যায়নে যাবত্যেব বক্তামব রুন্ধে সপ্তমে পদে জুহোতি সপ্তপদা শক্করী পশবঃ শক্করী পশুনেবাব রুন্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাংস্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ বস্ব্যসি রুদ্রাঽসীত্যাহ রূপমেবাস্যা এতন্মহিমানম্ ব্যাচষ্টে বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রম্বত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে রুদ্রো বসুভিরা চিকেত্বিত্যা-হাঽবৃত্ত্যৈ পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্ধন্নাজিঘর্ম্মি দেবযজন ইত্যাহ পৃথিব্যা হ্যেষ মূর্ধা যদ্দেবযজনমিড়ায়াঃ পদ ইত্যাহেড়ায়ৈ হ্যেতৎপদং যৎসোমক্রয়ণ্যৈ ঘৃতবতি স্বাহা ইত্যাহ যদেবাস্যৈ পদাদ্ঘৃতমপীড্যত তস্মাদেবমাহ যদধ্বর্য্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহুয়া-দন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাংসি যজ্ঞং হন্যুর্হিরণ্যমুপাস্য জুহোত্যগ্নিবত্যেব জুহোতি নান্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্তি পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যৈ ইদমহং রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কৃন্ততি পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্যৈ পদং যাবত্তমূতং সম্বপতি পশূনেবাব রুন্ধেঽস্মে রায় ইতি সম্বপত্যাত্মানমেবাধ্বর্য্যুঃ পশুভ্যো নান্তরেতি ত্বে রায় ইতি যজমানায় প্র যচ্ছতি যজমান এব রয়িং দধাতি তোতে রায় ইতি পত্নিয়া অর্ধো বা এষ আত্মনো যৎপত্নী যথা গৃহেষু নিধত্তে তাদৃগেব তৎত্বষ্টীমতী তে সপেয়েত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাত্যস্মৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেঽ-মুষ্মা আহবনীয়ো যদ্গার্হপত্য উপবপেদস্মিল্লোঁকে পশুমানুৎস্যাদ্যদাহবনীয়েঽ-মুষ্মিল্লোঁকে পশুমানুৎস্যাদুভয়োরুপ বপত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—পদসংগ্রহ । ৮ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বিচিত্যঃ সোমা ন বিচিত্যা ইতি সোমো বা ওষধীনাং রাজা তস্মিন্যদাপন্নং গ্রথিতমেবাস্য তদ্যদ্বিচিনুয়াদ্যথাঽস্যাদ্‌গ্রসিতং নিষ্‌খিদতি তাদৃগেব তদ্যন্ন বিচিনুয়াদ্যথাঽক্ষন্নাপন্নং বিধাবতি তাদৃগেব তৎক্ষোধু-কোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাৎ ক্ষোধুকো যজমানঃ সোমবিক্রয়িন্‌ৎসোমং শোধয়েত্যেব ব্রূয়াদ্য-দীতরম্ যদীতরমুভয়েনৈব সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি তস্মাৎ সোমবিক্রয়ী ক্ষোধুকোঽরুণো হ স্মাঽহৌপবেশিঃ সোমক্রয়ণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুন্ধ ইতি পশূনাং চর্ম্মন্নি-মীতে পশূনেবাব রুন্ধে পশবো হি তৃতীয়ং সবনং যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদি-ত্যৃক্ষতস্তস্যমিতীতক্ষং বা অপশব্যমপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমানুৎস্যাৎ ইতি লোমতস্তস্য মিমীতৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে পশুমানেব ভবত্যপামন্তে ক্রীণাতি সরসমেবৈনং ক্রীণাত্যমাত্যোঽসীত্যাহামৈবৈনং কুরুতে শুক্রস্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্রো হ্যস্য গ্রহো ন সাঽচ্ছ যাতি মহিমানমেবাস্যাচ্ছ যাত্যনসা অচ্ছ যাতি তস্মাদনোবাহ্যং সমে জীবনং যত্র খলু বা এতৎ শীর্ষ্ণ হরন্তি তস্মাচ্ছীর্ষহার্য্যং গিরৌ জীবনমভি ত্যং দেবং সবিতারমিত্যাতিচ্ছন্দসর্চা মিমীতেঽতিচ্ছন্দা বৈ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি সর্ব্বৈভিরেবৈনং ছন্দোভির্মিমীতে বর্ষ্ম বা এষা ছন্দসাং

যদাতিচ্ছন্দা যদাতিচ্ছন্দসচর্চা মিমীতে বর্ষ্মৈবৈনং সমানানাং করোত্যেকয়ৈ-কয়োৎসর্গম্ মিমীতেঽযাতযাম্নিয়াহাতযাম্নিয়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীর্য্যা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বাস্বঙ্গুষ্ঠমুপ নি গৃহ্ণাতি তস্মাৎ সমাবদ্বীর্য্যোঽন্যাভিরঙ্গুলিভিস্তস্মাৎ-সর্ব্বা অনু সং চরতি যৎ সহ সর্ব্বাভির্মিমীত সংশ্লিষ্টা অঙ্গুলয়ো জায়েরন্নে-কয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তস্মাদ্বিভক্তা জায়ন্তে পঞ্চ কৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তূষ্ণীম্ দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে যদ্যজুষা মিমীতে ভূতমেবাব রুন্ধে যত্তূষ্ণীং ভবিষ্যদ্যদ্বৈ তাবানেব সোমঃ স্যাদ্যাবন্তং মিমীতে যজমানস্যৈব স্যান্নাপি সদস্যানাং প্রজাভ্যস্ত্বেত্যুপ সমূহতি সদস্যানেবাম্বাভজতি বাসসোপ নহ্যতি সর্ব্ব-দেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমর্দ্ধয়তি পশবো বৈ সোমঃ প্রাণায় ত্বেত্যুপ নহ্যতি প্রাণমেব পশুষু দধাতি ব্যানায় ত্বেত্যনু শৃন্থতি ব্যানমেব পশুষু দধাতি তস্মাৎ স্বপন্তং প্রাণা ন জহতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : নবম অনুবাকে—সোমোন্মান। ৯ ॥

মন্ত্র : যৎ কলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি পণেতাগোঅর্ঘং সোমং কুর্য্যদ-গোঅর্ঘং যজমানমগোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং গোস্তু মহিমানং নাব তিরেদ্‌গবা তে ক্রীণা-নীত্যেব ব্রূয়াদ্‌গোঅর্ঘমেব সোমং করোতি গোঅর্ঘং যজমানং গোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং ন গোর্মহিমানমব তিরত্যজয়া ক্রীণাতি সতপসেমেবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি সশুক্রমেব এনং ক্রীণাতি ধেন্বা ক্রীণাতি সাশিরমেবৈনং ক্রীণাত্যৃষভেণ ক্রীণাতি সেন্দ্র-মেবৈনং ক্রীণাত্যনডুহা ক্রীণাতি বহ্নির্বা অনডুান্বহ্নিনৈব বহ্নি যজ্ঞস্য ক্রীণাতি মিথুনাভ্যাং ক্রীণাতি মিথুনস্যাবরুদ্ধ্যৈ বাসসা ক্রীণাতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যঃ ক্রীণাতি দশ সম্পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরা-জৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধ্বর্য্যুর্নি হ্নুত আত্মানোঽনাব্রস্কায় গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশূনাপ্নোতি য এবং বেদ শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রণামীত্যাহ যথাযজুরেবৈতদ্দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণন্তদভবহা পুনরাঽদদত কো হি তেজসা বিক্রেষ্যত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণীয়াত্তদ-ভীষহা পুনরা দদীত তেজ এবাঽত্মন্ধত্তেঽস্মৈ জ্যোতিঃ সোমবিক্রয়িনি তম ইত্যাহ জ্যোতিরেব যজমানে দধাতি তমসা সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি যদনুপগ্রথ্য হন্যাদ্দন্দশূ-কাস্তাং সমাং সর্পাঃ স্যুরিদমহং সর্পানাং দন্দশূকানাং গ্রীবা উপ গ্রথ্নামীত্যাহাদন্দ-শূকাস্তাং সমাং সর্পা ভবন্তি তমসা সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি স্বান ভ্রাজেত্যাহৈতে বা অমুষ্মিন্নোকে সোমমরক্ষংস্তেভ্যোঽধি সোমমাঽহরন্যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান্নানুদিশে-দক্রীতোঽস্য সোমঃ স্যান্নাস্যৈতেঽমুষ্মিন্নোকে সোমং রক্ষেয়ুর্যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান-নুদিশতি ক্রীতোঽস্য সোমো ভবত্যেতেঽস্যামুষ্মিন্নোকে সোমং রক্ষন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : দশম অনুবাকে—অন্যবস্তুর দ্বারা সোমক্রয়। ১০ ॥

মন্ত্র : বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো মিত্রো ন এহি সুমিত্রাধা ইত্যাহ শান্ত্যা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণামিত্যাহ দেবা বৈ যং সোমক্রীণন্তমিন্দ্রস্যোরৌ দক্ষিণ আঽসাদয়ন্নেষ খলু বা এতর্হীন্দ্রো যো যজতে তস্মাদেবমাহোদায়ুষা স্বায়ু-ষেত্যাহ দেবতা এবান্বারভ্যোৎ তিষ্ঠত্যুর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহান্তরিক্ষ-দেবত্যো হ্যেতর্হি সোমোঽদিত্যাঃ সদোঽস্যঽস্যাদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যাহ যথাযজুরেবৈতদ্বি বা এনমেতদর্দ্ধয়তি যদ্বারুণং সন্তং মৈত্রং করোতি বারুণ্যর্চ্চাঽসাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া সমর্দ্ধয়তি বাসসা পর্য্যানহ্যতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেব এনং দেবতাভিঃ সমর্দ্ধয়ত্যথো রক্ষসামপহত্যৈ বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততানেত্যাহ বনেষু

হি ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎস্বিত্যাহ বাজং হ্যর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াস্বিত্যাহ পয়ো হ্যঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুমিত্যাহ হৃৎসু হি ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিমিত্যাহ বরুণো হি বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমু ইত্যাহ দিবি হি সূর্য্যং সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাণো বা অদ্রয়স্তেষু বা এষ সোমং দধাতি যো যজতে তস্মাদেবমাহোদু ত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্গ্র্চর্চা কৃষ্ণাজিনং প্রত্যানহ্যতি রক্ষসামপহত্যা উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইত্যাহ ভূতানাং হি এষ পতির্বিশ্বান্যভি ধামানীত্যাহ বিশ্বানি হ্যেষোঽভি ধামানি প্রচ্যবতে মা ত্বা পরিপরী বিদদিত্যাহ যদেবাদঃ সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাত্তস্মাদেবমাহাপরিমোষায় যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসীত্যাহ যজমানস্যৈবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ বরুণো বা এষ যজমানমভ্যেতি যৎ ক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষস ইত্যাহ শান্ত্যা আ সোমং বহন্ত্যগ্নিনা না প্রতি তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানমভি সম্ভবতঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াঽঽত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য স তস্মাত্তস্য নাশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণ ইব হ্যথো খল্বাহুরগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাশ্বাশ্যং বারণ্যচর্চা পরি চরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরি চরতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—ক্রীত সোমের শকটে আনয়ন। ১১ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ যদুভৌ বিমুচ্যাঽতিথ্যং গৃহ্নীয়াদ্যজ্ঞং বি চ্ছিন্দ্যাদ্যদুভাববিমুচ্য যথাঽনাগতায়াঽতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব তদ্বিমুক্তোঽন্যোঽনড্বান্ ভবত্যবিমুক্তোঽন্যোঽথাঽতিথ্যং গৃহ্নাতি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ পত্ন্যন্বারভতে পত্নী হি পারীণহ্যস্যেশে পত্নৈয়বানুমতং নির্ব্বপতি যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি মিথুনং তদথো পত্নিয়া এব এষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ যাবদ্ভির্বৈ রাজাঽনুচরৈরাগচ্ছতি সর্ব্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দাংসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞোঽনুচরাণ্যগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ ত্রিষ্টুভ এবৈতেন করোত্যতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ জগত্যৈ এবৈতেন করোত্যগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদাব্নে বিষ্ণবে ত্বেত্যাহানুষ্টুভ এবৈতেন করোতি শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি পঞ্চ কৃত্বো গৃহ্নাতি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্গায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ক্রিয়ত ইতি যদেবাদঃ সোমমা অহরত্তস্মাদ্গায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ক্রিয়তে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাতিথ্যং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তস্মান্নবধা শিরো বিষ্যূতং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা স্তোমেন সম্মিতাস্তেজস্ত্রিবৃত্তেজ এব যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা প্রাণেন সম্মিতাস্ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণস্ত্রিবৃতমেব প্রাণমভিপূর্ব্বং যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি প্রজাপতের্ব্বা এতানি পক্ষ্মাণি যদশ্ববালা ঐক্ষবী তিরশ্চী যদাশ্ববালঃ প্রস্তরো ভবত্যৈক্ষবী তিরশ্চী প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সম্ভরতি দেবা বৈ যা আহুতীরজুহবুস্তা অসুরা নিষ্কাবমাদন্তে দেবাঃ কার্ম্মর্যমপশ্যন্ কর্ম্মণ্যো বৈ কর্ম্মৈনেন কুর্ব্বীতেতি তে কার্ম্ম-

র্যময়ান্ পরিধীন্ অকুর্ব্বত তৈর্ব্বৈ তে রক্ষাংস্যপাঘ্নত যৎকার্ষ্মর্যময়াঃ পরিধয়ো ভবন্তি রক্ষসামপহত্যৈ সং স্পর্শয়তি রক্ষসামনন্ববচারায় ন পুরস্তাৎ পরি দধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্রক্ষাংস্যপহন্ত্যূর্ধ্বে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টদেব রক্ষাংস্যপ হন্তি যজুষান্যাং তূষ্ণীমন্যাং মিথুনত্বায় দ্বে আ দধাতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি অগ্নিশ্চ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোমায়াতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্নয় ইতি যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তেঽথো খল্বাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি যদ্ধবিরাসাদ্যাগ্নিং মন্থতি হব্যায়ৈবাসন্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়তি ॥ ১ ॥

[ষষ্ঠ কাণ্ডের ২য় প্রপাঠকের ১ম থেকে ১১ অনুবাকের বিষয়বস্তু ।]

অনুবাদ ঃ প্রথম অনুবাকে—আতিথ্যেষ্টি ॥ ১ ॥

মন্ত্র ঃ দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেঽন্যোঽন্যস্মৈ জৈষ্ঠ্যায়াতিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নগ্নির্বসুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্দ্রো মরুদ্ভির্ব্বরুণ আদিত্যৈর্ব্বৃহস্পতির্বিশ্বৈর্দেবৈস্তেঽমন্যন্তাসুরেভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যেভ্যো রধ্যামো যন্মিথো বিপ্রিয়াঃ স্মো যা ন ইমাঃ প্রিয়াস্তনুবস্তাঃ সমবদ্যামহৈ তাভ্যঃ স নির্ঋচ্ছাদ্যঃ নঃ প্রথমোঽন্যোন্যস্মৈ দ্রুহ্যাদিতি তস্মাদ্যঃ সতানূনপ্ত্রিণাং প্রথমো দ্রুহ্যতি স আর্ত্তিমার্চ্ছতি যত্তানূনপ্ত্রং সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি পঞ্চ কৃত্বোঽব দ্যতি পঞ্চধা হি তে তৎসমবাদ্যন্তাথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধ আপতয়ে ত্বা গৃহ্লামীত্যাহ প্রাণো বৈ আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতি পরিপতয় ইত্যাহ মনো বৈ পরিপতির্ম্মন এব প্রীণাতি তনূনপ্ত্র ইত্যাহ তনুবো হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শাক্বরায়েত্যাহ শক্ত্যৈ হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শক্মন্নোজিষ্ঠায়েত্যাহৌজিষ্ঠং হি তে তদাত্মনঃ সমবাদ্যন্তানাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যমিত্যাহানাধৃষ্টং হ্যেতদনাধৃষ্যং দেবানামোজঃ ইত্যাহ দেবানাং হ্যেতদোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যমিত্যাহ্যভিশস্তিপা হ্যেতদনভিশস্তেন্যমনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামিত্যাহ যথাযজুরেবৈতদঘৃতং বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্নন্তিকমিব খলু বা অস্যৈতচ্চরন্তি যত্তানূনপ্ত্রেণ প্রচরন্ত্যংশুরংশুষ্টে দেব সোমাঽপ্যায়তামিত্যাহ যৎ এবাস্যাপুবায়তে যন্মীয়তে তদেবাস্যৈতেনাঽপ্যায়য়ন্ত্যা তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেত্যাহোভাবেবেন্দ্রং চ সোমং চাঽপ্যায়য়ন্ত্যা প্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়েত্যাহর্ত্বিজো বা অস্য সখায়স্তানেবাঽপ্যায়য়তি স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয় ইত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে প্র বা এতেঽস্মাল্লোকাচ্চ্যবন্তে যে সোমমাপ্যায়য়ন্ত্যন্তরিক্ষদেবত্যো হি সোম আপ্যায়িত এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়েত্যাহ দ্যাবাপৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যাস্মিল্লোঁকে প্রতিতিষ্ঠন্তি দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি তে অগ্নিমেব বরূথং কৃত্বাঽসুরানভ্যভবন্নগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিশতি যোঽবান্তরদীক্ষামুপৈতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যাত্মানমেব দীক্ষয়া পাতি প্রজামবান্তরদীক্ষয়া সন্তরাং মেখলাং সমাযচ্ছতে প্রজা হ্যাত্মনোঽন্তরতরা তপ্তব্রতো ভবতি মদন্তীভির্ম্মার্জয়তে নির্হ্যগ্নিঃ শীতেন বায়তি সমিদ্ধ্যৈ যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূরিত্যাহ স্বয়ৈবৈনদ্দেবতয়া ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শান্ত্যৈ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে—তনূনপাৎ । ২ ॥

মন্ত্র ঃ তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়স্ময্যবমাঽথ রজতাঽথ হরিণী তা দেবা জেতুং নাশক্নুবন্তা উপসদৈবাজিগীষন্তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি ত ইষুং সমস্কুর্ব্বতাগ্নিমনীকং সোমং শল্যং বিষ্ণুং তেজনং

তেঽব্রুবন্ ক ইমামসিষ্যতীতি রুদ্র ইত্যব্রুবন্ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ সোঽস্যাস্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণা অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিস্তাং রুদ্রোঽবাসৃজৎ স তিস্রঃ পুরো ভিত্বৈভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদত যদুপসদ উপসদ্যন্তে ভ্রাতৃব্যপরাণুত্ত্যৈ নান্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদ্যদন্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াৎ অন্যন্মুখং কুর্য্যাৎ স্রুবেণাঽঘারমা ঘারয়তি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞাত্যৈ পরাঙতিক্রম্য জুহোতি পরাচ এবৈভ্যো লোকেভ্যো যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্র নুদতে পুনরত্যাক্রম্যোপসদং জুহোতি প্রণুদ্যৈবৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যাঞ্জিত্বা ভ্রাতৃব্যলোকমভ্যারোহতি দেবা বৈ যাঃ প্রাতরুপসদ উপাসীদন্নহ্নস্তাভিরসুরান্ প্রাণুদন্ত যাঃ সায়ং রাত্রিয়ৈ তাভির্যৎসায়ম্প্রাতরুপসদঃ উপসদ্যন্তেঽহোরাত্রাভ্যামেব তদ্যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্র ণুদতে যাঃ প্রাতর্যাজ্যাঃ স্যুস্তাঃ সায়ং পুরোনুবাক্যাঃ কুর্য্যাদযাতযামত্বায় তিস্র উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি ষট্সং পদ্যন্তে ষড়্বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাতি চতুর্ব্বিংশতিঃ সম্ পদ্যন্তে চতুর্ব্বিংশতিরর্দ্ধমাসা অর্দ্ধমাসানেব প্রীণাত্যারাগ্রামবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতাস্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিত্যেকমগ্রেঽথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এষা বা আরাগ্রাঽবান্তরদীক্ষাঽস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি পরোবরীয়সীমবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতামুষ্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিতি চতুরোঽগ্রেঽথ ত্রীনথ দ্বাবথৈকমেষা বৈ পরোবরীয়স্যবান্তরদীক্ষাঽমুষ্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—অবান্তর দীক্ষা । ৩ ॥

মন্ত্র ঃ সুবর্গং বা এতে লোকং যন্তি য উপসদ উপযন্তি তেষাং য উন্নয়তে হীয়ত এব স নোদনেষীতি সূন্নীয়মিব যো বৈ স্বাথেতাং যতাং শ্রান্তো হীয়ত উত স নিষ্ট্যায় সহ বসতি তস্মাৎ সকৃদুন্নীয় নাপরমুন্নয়েত দধ্নোন্নয়েতৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈব পশূনব রুন্ধে যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণূ রূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশত্তং দেবা হস্তান্তসংরভ্যৈ চ্ছন্তমিন্দ্র উপর্য্যুপর্য্যত্যক্রামৎসোঽব্রবীৎ কো মাঽয়মুপর্য্যুপর্য্যত্যক্রমাদিত্যহং দুর্গে হন্তেত্যথ কস্ত্বমিত্যহং দুর্গাদাহর্ত্তেতি সোঽব্রবীদ্দুর্গে বৈ হন্তাঽবোচথা বরাহোঽয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং গিরীনাং পরস্তাদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণাং বিভর্ত্তি তং জহি যদি দুর্গে হন্তাঽসীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্বৃহ্য সপ্ত গিরীন্ ভিত্বা তমহন্ত সোঽব্রবীদ্দুর্গাদ্বা আহর্ত্তাঽবোচথা এতমা হরেতি তমেভ্যো যজ্ঞ এব যজ্ঞমাহরদযত্তদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণামবিন্দন্ত তদেকং বেদ্যৈ বেদিত্বমসুরাণাম বা ইয়মগ্র আসীদ্যাবদাসীনঃ পরাপশ্যতি তাবদ্দেবানাং তে দেবা অব্রুবন্নস্ত্বেব নোঽস্যামপীতি কিয়দ্বো দাস্যাম ইতি যাবদিয়ং সলাবৃকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবন্নো দত্তেতি স ইন্দ্রঃ সলাবৃকী রূপং কৃত্বেমাং ত্রিঃ সর্ব্বতঃ পর্য্যক্রামত্তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বম্ সা বা ইয়ং সর্ব্বৈব বেদিরিয়তি শক্ষ্যামীতি ত্বা অবমায় যজন্তে ত্রিংশৎ পদানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ষট্ত্রিংশৎপ্রাচী চতুর্ব্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধ উদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপ হন্ত্যুদ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি বর্হিঃ স্তৃণাতি তস্মাদোষধয়ঃ পুনরা ভবন্ত্যুত্তরং বর্হিষ উত্তরবর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হির্যজমান উত্তরবর্হির্যজমানমেবাযজমানাদুত্তরং করোতি তস্মাদ্যজমানোঽযজমানাদুত্তরঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—বেদি । ৪ ॥

মন্ত্র ঃ যদ্বা অনীশানো ভারমাদত্তে বি বৈ স লিশতে যদ্দ্বাদশ সাহ্নস্যোপসদঃ স্যুস্তিস্রোঽহীনস্য যজ্ঞস্য বিলোম ক্রিয়েত তিস্র এব সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য

যজ্ঞস্য সবীর্য্যত্বায়াথো সলোম ক্রিয়তে বৎসস্যৈকঃ স্তনো ভাগী হি সোঽথৈকং স্তনং ব্রতমুপৈত্যাথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এতদ্বৈ ক্ষুরপবি নাম ব্রতং যেন প্র জাতান্ ভ্রাতৃব্যান্নুদতে প্রতি জনিষ্যমাণানথো কনীয়সৈব ভূয় উপৈতি চতুরোঽগ্রে স্তনান্ ব্রতমুপৈত্যাথ ত্রীনথ দ্বাবথৈকমেতদ্বৈ সুজঘনং নাম ব্রতং তপস্যং সুবর্গ্যমথো প্রৈব জায়তে প্রজয়া পশুভির্যবাগূ রাজন্যস্য ব্রতং ক্রূরেব বৈ যবাগূঃ ক্রূর ইব রাজন্যো বজ্রস্য রূপং সমৃদ্ধ্যা আমিক্ষা বৈশ্যস্য পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ পয়ো ব্রাহ্মণস্য তেজো বৈ ব্রাহ্মণস্তেজঃ পয়স্তেজসৈব তেজঃ পয় আত্মন্ধত্তেঽথো পয়সা বৈ গর্ভা বর্ধন্তে গর্ভ ইব খলু বা এষ যদ্দীক্ষিতো যদস্য পয়ো ব্রতং ভবত্যাত্মানমেব তদ্বর্ধয়তি ত্রিব্রতো বৈ মনুরাসীদ্দ্বিব্রতা অসুরা একব্রতাঃ দেবাঃ প্রাতর্মধ্যান্দিনে সায়ং তন্মনোর্ব্রতমাসীৎ পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ প্রাতশ্চ সায়ং চাসুরাণাং নির্মধ্যং ক্ষুধো রূপং ততস্তে পরাঽভবন্মধ্যান্দিনে মধ্যরাত্রে দেবানাং ততস্তেঽভবন্‌ৎসুবর্গং লোকমায়ন্যদস্য মধ্যন্দিনে মধ্যরাত্রে ব্রতং ভবতি মধ্যতো বা অন্নেন ভুঞ্জতে মধ্যত এব তদূর্জং ধত্তে ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিতো যোনির্দীক্ষিতবিমিতং যদ্দীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাৎ প্রবসেদ্যথা যোনের্গর্ভঃ স্কন্দতি তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়ৈষ বৈ ব্যাঘ্রঃ কুলগোপো যদগ্নিস্তস্মাদ্যদ্দীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোঽনূত্থায় হন্তোর্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গুপ্ত্যৈ দক্ষিণতঃ শয় এতদ্বৈ যজমানস্যাঽয়তনং স্ব এবাঽয়তনে শয়েঽগ্নিমভ্যাবৃত্য শয়ে দেবতা এব যজ্ঞমভ্যাবৃত্য শয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : পঞ্চম অনুবাকে—ব্রতনির্ণয় ॥ ৫ ॥

মন্ত্র : পুরোহবিষি দেবযজনে যাজয়েদ্যং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদভি সুবর্গং লোকং জয়েদিত্যেতদ্বৈ পুরোহবির্দেবযজনং যস্য হোতা প্রাতরনুবাকমনুব্রুবন্নগ্নিমপ আদিত্যমভি বিপশ্যত্যুপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যভি সুবর্গং লোকং জয়ত্যাপ্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ভ্রাতৃব্যবন্তং পন্থাং বাঽধিস্পর্শয়েৎ কর্তং বা যাবন্নানসে যাতবৈ ন রথায়ৈতদ্বা আপ্তং দেবযজনমাপ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং নৈনং ভ্রাতৃব্য আপ্নোত্যেকোন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ পশুকামমেকোন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ পশূনসৃজন্তান্তরা সদোহবির্ধানে উন্নতং স্যাদেতদ্বা একোন্নতং দেবযজনং পশুমানেব ভবতি ত্র্যুন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ সুবর্গকামং ত্র্যুন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকমায়ন্নন্তরাঽহবনীয়ং চ হবির্ধানং চ উন্নতং স্যাদন্তরা হবির্ধানং চ সদশ্চান্তরা সদশ্চ গার্হপত্যং চৈতদ্বৈ ত্র্যুন্নতং দেবযজনং সুবর্গমেব লোকমেতি প্রতিষ্ঠিতে দেবযজনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামমেতদ্বৈ প্রতিষ্ঠিতং দেবযজনং যৎসর্বতঃ সমং প্রত্যেব তিষ্ঠতি যত্রাস্যান্যা ওষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ স্যুস্তদ্যাজয়েৎ পশুকামমেতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে পশুমানেব ভবতি নির্ঋতিগৃহীতে দেবযজনে যাজয়েদ্যং কাময়েত নির্ঋত্যাঽস্য যজ্ঞং গ্রাহয়েয়মিত্যেতদ্বৈ নির্ঋতিগৃহীতং দেবযজনং যৎসদৃশ্যৈ সত্যা ঋক্ষং নির্ঋত্যৈবাস্য যজ্ঞং গ্রাহয়তি ব্যাবৃত্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ব্যাবৃৎকামং যং পাত্রে বা তল্পে বা মীমাংসেরন্ প্রাচীনমাহবনীয়াৎ প্রবণং স্যাৎ প্রতীচীনং গার্হপত্যাদেতদ্বৈ ব্যাবৃত্তং দেবযজনং বি পাপ্মানা ভ্রাতৃব্যেণাঽবর্ত্ততে নৈনং পাত্রে ন তল্পে মীমাংসন্তে কার্ত্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ভূতিকামঃ বৈ পুরুষো ভবত্যেব ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : ষষ্ঠ অনুবাকে—কাম্যা যাগভূমি । ৬ ॥

মন্ত্র : তেভ্য উত্তরবেদিঃ সিংহী রূপং কৃত্বোভয়ানন্তরাঽপক্রম্যাতিষ্ঠত্তে দেবা অমন্যন্ত যতরান্বা ইয়মুপবৎস্যতি ত ইদং ভবিষ্যন্তীতি তামুপামন্ত্রয়ন্ত সাঽব্র--

বীত্ত্বরং বৃণৈ সর্ব্বান্ময়া কামান্ ব্যশ্নবথ পূর্ব্বাং তু মাহগ্নেরাহুতিরশ্নবতা ইতি তস্মাদুত্তরবেদিং পূর্ব্বামগ্নের্ব্যাঘারয়ন্তি বারেবৃতং হ্যস্যৈ শম্যয়া পরি মিমীতে মাত্রৈবাস্যৈ সাহথো যুক্তেনৈব যজ্ঞমব রুন্ধে বিত্তায়নী মেহসীত্যাহ বিত্তা হ্যেনানা- বত্তিত্তায়নী মেহসীত্যাহ তিক্তান্ হ্যেনানাবদবতান্মা নাথিতমিত্যাহ নাথিতান্ হ্যেনানাবদবতান্মা ব্যথিতমিত্যাহ ব্যথিতান্ হ্যেনানাবন্বিদেরগ্নির্ভো নাম অগ্নে অঙ্গির ইতি ত্রিহর্রতি য এবৈষু লোকেষ্বগ্নয়স্তানেবাব রুন্ধে তূষ্ণীং চতুর্থং হরত্যনিরুক্তমেবাব রুন্ধে সিংহীরসি মহিষীরসীত্যাহ সিংহাহ্যেষা রূপং কৃত্বোভয়া- নন্তরাহপক্রম্যাতিষ্ঠদুরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি ধ্রুবা অসীতি সংহন্তি ধৃত্যৈ দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্বেত্যাব চোক্ষতি প্র চ কিরতি শুদ্ধ্যা ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাত্বিত্যাহ দিগ্‌ভ্যো এবৈনাং প্রোক্ষতি দেবাংশ্চেদুত্তরবেদিরুপাববর্ত্তীহৈব বি জয়ামহা ইত্যসুরা বজ্র- মুদ্যত্য দেবানভ্যায়ন্ত তানিন্দ্রঘোষো বসুভিঃ পুরস্তাদপ নুদত মনোজবাঃ পিতৃভির্দক্ষিণতঃ প্রচেতা রুদ্রৈঃ পশ্চাদ্বিশ্বকর্ম্মাহদিত্যৈরুত্তরতো যদেবমুত্তরবেদিং প্রোক্ষতি দিগ্‌ভ্য এব তদ্যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্র ণুদত ইন্দ্রো যতীন্ৎসালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তান্দক্ষিণত উত্তরবেদ্যা আদনৎ প্রোক্ষণীনামুচ্ছিষ্যেত তদ্দক্ষিণত উত্তরবেদ্যৈ নি নয়েদ্যদেব তত্র ক্রূরং তত্তেন শময়তি যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—উত্তরা বেদি। ৭ ॥

মন্ত্র ঃ সোত্তরবেদিরব্রবীৎ সর্ব্বান্ময়া কামান্ ব্যশ্নবথেতি তে দেবা অকা- ময়ন্তাসুরান্ ভ্রাতৃব্যানভি ভবেমেতি তেহজুহবুঃ সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহেতি তেহসুরান্ ভ্রাতৃব্যানভ্যভবন্তেহসুরান্ ভ্রাতৃব্যানভিভূয়াকাময়ন্ত প্রজাং বিন্দেমহীতি তেহজুহবুঃ সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহেতি তে প্রজামবিন্দন্ত তে প্রজাং বিত্ত্বা অকাময়ন্ত পশূন্বিন্দেমহীতি তেহজুহবুঃ সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহেতি তে পশূনবিন্দন্ত তে পশূন্বিত্ত্বাহকাময়ন্ত প্রতিষ্ঠাং বিন্দেমহীতি তেহজুহবুঃ সিংহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহেতি ত ইমাং প্রতিষ্ঠাং বিত্ত্বাহকাময়ন্ত দেবতা আশিষ উপেয়ামেতি তেহজুহবুঃ সিংহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহেতি তে দেবতা আশিষ উপাহয়ন্ পঞ্চ কৃত্বো ব্যাঘারয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধেহক্ষয়া ব্যাঘারয়তি তস্মাদক্ষয়া পশবোহঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ভূতেভ্যস্ত্বেতি স্রুচমুদ্‌গৃহ্ণাতি য এব দেবা ভূতাস্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি পৌতুদ্রবান্ পরিধীন্ পরি দধাত্যেষাম্ লোকানাং বিধৃত্যা অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসো ভ্রাতর আসন্তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ প্রামীয়ন্ত সোহগ্নিরবিভেদিত্থং বাব স্য আর্ত্তিমারিষ্যতীতি স নিলায়ত স যাং বনস্পতিষ্ববসত্তাং পূতুদ্রৌ যামোষধীষু তাং সুগন্ধিতেজনে যাং পশুষু তাং পেত্বস্যান্তরা শৃঙ্গে তং দেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্তমন্ববিন্দন্তমব্রুবন্ উপ ন আ বর্ত্তস্ব হব্যং নো বহেতি সোহব্রবীদ্বরং বৃণৈ যদেব গৃহীতস্যাহুতস্য বহিঃ পরিধি স্কন্দাত্তন্মে ভ্রাতৃণাং ভাগধেয়মসদিতি তস্মাদ্যদ্‌গৃহীতস্যাহুতস্য বহিঃ পরিধিস্কন্দতি তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি সোহমন্যতাস্থন্বন্তো মে পূর্ব্বে ভ্রাতরঃ প্রামেষতাস্থানি শাতয়া ইতি স যানি অস্থান্যশাতয়ত তৎপূতুদ্রবভবদ্যন্মাংসমুপমৃতং তদ্‌গুল্‌গুলু যদেতান্ৎসম্ভারান্ৎ- সম্ভরত্যগ্নিমেব তৎ সং ভবত্যগ্নেঃ পুরীষমসীত্যাহাগ্নের্হ্যেতৎপুরীষং যৎসম্ভারা অথো খল্বাহুরেতে বাবৈনং তে ভ্রাতরঃ পরি শেরে যৎপৌতুদ্রবাঃ পরিধয় ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—ব্যাঘারণ। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ বধ্নমব স্যতি বরুণপাশাদেবৈনে মুঞ্চতি প্র ণেনেক্তি মেধ্যে এবৈনে করোতি সাবিত্রিয়র্চ্চা হুত্বা হবির্ধানে প্র বর্ত্তয়তি সবিতৃপ্রসূত এবৈনে প্র বর্ত্তয়তি বরুণো

বা এষ দুর্ব্বাগভৃয়তো বধ্যো যদক্ষঃ স যদুৎসর্জ্জেদ্যজমানস্য গৃহানভ্যুৎসর্জেৎ সুবাপেব দুর্ষ্যাং আ বদেত্যাহ গৃহা বৈ দুর্য্যাঃ শান্ত্যৈ পত্নী উপানক্তি পত্নী হি সর্ব্বস্য মিত্রং মিত্রত্বায় যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি মিথুনং তদথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ বর্ত্মনা বা অন্বিত্য যজ্ঞং রক্ষাংসিজিঘাংসন্তি বৈষ্ণবীভ্যামৃগ্ভ্যাং বর্ত্মনোর্জ্জুহোতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞাদেব রক্ষাংস্যপ হন্তি যদধ্বর্য্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহুয়াদন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাংসি যজ্ঞং হন্যুঃ হিরণ্যমুপাস্য জুহোত্যগ্নিবত্যেব জুহোতি নান্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ইত্যাহ সুবর্গমেবৈনে লোকং গময়ত্যত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা ইত্যাহ বর্ষ্ম হ্যেতৎ পৃথিব্যা যদ্দেবযজনং শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং দিবো বা বিষ্ণবৃত বা পৃথিব্যাঃ ইত্যাশীর্পদয়র্চা দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য মেথীং নিহন্তি শীর্ষত এব যজ্ঞস্য ·জমান আশিষোঽব রুন্ধে দন্তো বা ঔপরস্তৃতীয়স্য হবির্দ্ধানস্য বষট্কারেণাক্ষমচ্ছিনদ্যত্তৃতীয়ং দ্দিহর্বির্দ্ধানয়োরুদাহ্রিয়তে তৃতীয়স্য হবির্দ্ধানস্যাবরুদ্ধ্যৈ শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং বিষ্ণো ররাটমসি বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসীত্যাহ তস্মাদেতাবদ্ধা শিরো বিষ্যুতং বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবমসীত্যাহ বৈষ্ণবং হি দেবতয়া হবির্দ্ধানং যং প্রথমং গ্রন্থিং গ্রন্থীয়াদ্যত্তং ন বিস্রংসয়েদমেহেনাধ্বর্য্যুঃ প্র মীয়েত তস্মাৎ স বিস্রস্যঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—হবির্ধান। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যভ্রিমা দত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ বজ্র ইব বা এষা যদভ্রিরভ্রিরসি নারিরসীত্যাহ শান্ত্যৈ কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্তি পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যৈ ইদমহং রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কৃন্ততি দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেত্যাহৈভ্য এবৈনাং লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি পরস্তাদর্ব্বাচীং প্রোক্ষতি তস্মাৎ পরস্তাদর্ব্বাচীং মনুষ্যা উর্জ্জমুপ জীবন্তি ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যৎ খনত্যপোঽব নয়তি শান্ত্যৈ যবমতীরব নয়ত্যূর্ব্বৈ যব উগ্দুম্বর উর্জ্জৈবোর্জ্জং সমর্দ্ধয়তি যজমানেন সম্মিতোদুম্বরী ভবতি যাবানেব যজমানস্তাবতীমেবাস্মিন্নূর্জ্জং দধাতি পিতৃণাং সদনমসী ত বর্হিরব স্তৃণাতি পিতৃদেবত্যাম্ হ্যেতদ্যন্নিখাতং যদ্বর্হিরনবস্তীর্য্য মিনুয়াৎ পিতৃদেবত্যা নিখাতা স্যাদ্বর্হিরবস্তীর্য্য মিনোত্যস্যামেবৈনাং মিনোত্যথো স্বারুহমেবৈনাং করোত্যুদ্দিবং স্তভানাঽন্তরিক্ষং পৃণেত্যাহৈষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোত্বিত্যাহ দ্যুতানো হ স্ম বৈ মারুতো দেবানামৌদুম্বরীং মিনোতি তেনৈব এনাং মিনোতি ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিমিত্যাহ যথাযজুরেবৈতদ্ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী আ পৃণেথামিত্যোদুম্বর্য্যাং জুহোতি দ্যাবাপৃথিবী এব রসেনানক্ত্যান্তমন্ববস্রাবয়ত্যান্তমেব যজমানং তেজসাঽনক্ত্যৈন্দ্রমসীতি ছদিরধি নি দধাত্যৈন্দ্রং হি দেবতয়া সদো বিশ্বজনস্য ছায়েত্যাহ বিশ্বজনস্য হ্যেষা ছায়া যৎসদো নবছদি তেজস্কামস্য মিনুয়াত্ত্রিবৃতা স্তোমেন সম্মিতং তেজস্ত্রিবৃত্তেজস্ব্যেব ভবত্যেকাদশছদীন্দ্রিয়কামস্যৈকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ংত্র ষ্টিুগিন্দ্রিয়াব্যেব ভবতি পঞ্চদশছদি ভ্রাতৃব্যবতঃ পঞ্চদশো বজ্রো ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ সপ্তদশছদি প্রজাকামস্য সপ্তদশঃ প্রজাপতিং প্রজাপতেরাপ্ত্যা একবিংশতিছদি প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যা উদরং বৈ সদ উগ্দুম্বরো মধ্যত ঔদুম্বরীং মিনোতি মধ্যত এব প্রজানামূর্জ্জং দধাতি তস্মাৎ মধ্যত উর্জ্জা ভুঞ্জতে যজমানলোকে বৈ দক্ষিণানি ছদীংষি ভ্রাতৃব্যলোক উত্তরাণি দক্ষিণান্যুত্তরাণি করোতি যজমানমেবা-

যজমানাদ্ভ্রং করোতি তস্মাদ্যমানোঽযজমানাদ্ভ্রোঽন্তর্বৰ্ত্তান্ করোতি ব্যাবৃত্ত্যৈ তস্মাদরণ্যং প্রজা উপ জীবন্তি পরি ত্বা গির্বণো গির ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতদিন্দ্রস্য স্যূরসীন্দ্রস্য ধ্রুবমসীত্যাহৈন্দ্রং হি দেবতয়া সদো যং প্রথমং গ্রন্থিং গ্রথ্নীয়াদ্যত্তং ন বিস্রঃ সয়েদমেহেনাধ্বর্য্যুঃ প্র মীয়তে তস্মাৎ স বিস্রস্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—সভা। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্ধানং প্রাণা উপরবা হবির্ধানে খায়ন্ত তস্মাচ্ছীর্ষন্ প্রাণা অধস্তাৎ খায়ন্তে তস্মাদধস্তাচ্ছীর্ষ্ণঃ প্রাণা রক্ষোহণো বলগহনো বৈষ্ণবান্ খনামীত্যাহ বৈষ্ণবা হি দেবতয়োপরবা অসুরা বৈ নির্যন্তো দেবানাং প্রাণেষু বলগান্ন্যখনন্তান্ বাহুমাত্রেঽন্ববিন্দন্তস্মাদ্বাহুমাত্রাঃ খায়ন্ত ইদমহং তং বলগমুদ্বপামি যং নঃ সমানো যমসমানো নিচখানেত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষো যশ্চৈব সমানো যশ্চাসমানো যমেবাস্মৈ তে বলগং নিখনতস্তামেবোদ্বপতি সংতৃণত্তি তস্মাৎ সংতৃণ্না অন্তরতঃ প্রাণা ন সং ভিনত্তি তস্মাদসংভিন্নাঃ প্রাণা অপোঽব নয়তি তস্মাদার্দ্রা অন্তরতঃ প্রাণা যবমতীরব নয়তি ঊর্গ্বৈ যবঃ প্রাণা উপরবাঃ প্রাণেষ্বেবোর্জং দধাতি বর্হিরব স্তৃণাতি তস্মাল্লোমশা অন্তরতঃ প্রাণা আজ্যেন ব্যাঘারয়তি তেজো বা আজ্যং প্রাণা উপারবাঃ প্রাণেষ্বেব তেজো দধাতি হনূ বা এতে যজ্ঞস্য যদধিষবণে ন সং তৃণত্ত্যসংতৃণ্নে হি হনূ অথো খলু দীর্ঘসোমে সংতৃদ্যে ধৃত্যৈ শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্ধানম্ প্রাণা উপরবা হনূ অধিষবণে জিহ্বা চর্ম গ্রাবাণো দন্তা মুখমাহবনীয়ো নাসিকোত্তরবেদিরুদরং সদো যদা খলু বৈ জিহ্বয়া দৎস্বধি খাদত্যথ মুখং গচ্ছতি যদা মুখং গচ্ছত্যথোদরং গচ্ছতি তস্মাদ্ধবির্ধানে চর্মন্নধি গ্রাবভিরভিষুত্যাহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তি যো বৈ বিরাজো যজ্ঞমুখে দোহং বেদ দুহ এবৈনামিয়ং বৈ বিরাট্তস্যৈ ত্বক্চর্মোধোঽধিষবণে স্তনা উপরবা গ্রাবাণো বৎসা ঋত্বিজো দুহন্তি সোমঃ পয়ো য এবং বেদ দুহ এবৈনাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—উপরব। ১১ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপ বপতি যোনির্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যজ্ঞস্য সযোনিত্বায় দেবা বৈ যজ্ঞং পরাঽজয়ন্ত তমাগ্নীধ্রাৎ পুনরপাজয়ন্নেতদ্বৈ যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্রং যদাগ্নীধ্রাদ্ধিষ্ণিয়ান্বিহরতি যদেব যজ্ঞস্যাপরাজিতং তত এবৈনং পুনস্তনুতে পরাজিত্যেব খলু বা এতে যন্তি যে বহিষ্পবমানং সর্পন্তি বহিষ্পবমানে স্তুতে আহাগ্নীদগ্নীন্বি হর বর্হিঃ স্তৃণাহি পুরোডাশাং অলং কুর্বিতি যজ্ঞমেবাপজিত্য পুনস্তন্বানা যন্ত্যাঙ্গা রৈদ্ধে সবনে বি হরতি শলাকাভিস্তৃতীয়ং সশুক্রত্বায়াথো সং ভরত্যেবৈনান্ধিষ্ণিয়া বা অমুষ্মিল্লোঁকে সোমমরক্ষন্তেভ্যোঽধি সোমমাহরন্তমন্ববায়ন্তং পর্য্যবিশন্য এবং বেদ বিন্দতে পরিবেষ্টারং তে সোমপীথেন ব্যার্ধ্যন্ত তে দেবেষু সোমপীথমৈচ্ছন্ত তান্দেবা অব্রুবন্দ্বে দ্বে নামনী কুরুধ্বমথ প্র বাঽপস্যাথ ন বেত্যগ্নয়ো বা অথ ধিষ্ণিয়াস্তস্মাদ্দ্বিনামা ব্রাহ্মণোঽর্দ্ধুকস্তেষাং যে নেদিষ্ঠং পর্য্যবিশন্তে সোমপীথং প্রাহ্ণনুবন্নাহবনীয় আগ্নীধ্রীয়ো হোত্রীয়ো মার্জালীয়স্তস্মাত্তেষু জুহ্বত্যতিহায় বষট্করোতি বি হি এতে সোমপীথেনাঽর্ধ্যন্ত দেবা বৈ যাঃ প্রাচীরাহুতীরজুহবুর্যে পুরস্তাদসুরা আসন্তাংস্তাভিঃ প্রাণুদন্ত যাঃ প্রতীচীর্যে পশ্চাদসুরা আসন্তাংস্তাভিরপানুদন্ত

প্রাচীরন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তে প্রত্যঙ্ঙাসীনো ধিষ্ণিয়ান্ ব্যাঘারয়তি পশ্চাচ্চৈব পুরস্তাচ্চ যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে তস্মাৎ পরাচীঃ প্রজাঃ প্র বীয়ন্তে প্রতীচীঃ জায়ন্তে প্রাণা বা এতে যদ্ধিষ্ণিয়া যদধ্বর্যুঃ প্রত্যঙ্ধিষ্ণিয়ানতিসর্পেৎ প্রাণানৎসং কার্য্যং প্রমায়ুকঃ স্যান্নাভির্ব্বা এষা যজ্ঞস্য যদ্ধোতোর্দ্ধ্বঃ খলু বৈ নাভ্যৈ প্রাণোঽবাঙ-পানো যদধ্বর্যুঃ প্রত্যঙ্হোতারমতিসর্পেদপানে প্রাণং দধ্যাৎ প্রমায়ুকঃ স্যান্নাধ্বর্যুরুপ গায়েদ্বাগ্বীর্য্যো বা অধ্বর্যু্যর্দধ্বর্যুরুপগায়েদুদ্গাত্রে বাচং সং প্র যচ্ছেদুপদাসুকা-ঽস্য বাক্ স্যাদ্ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নাসংস্থিতে সোমেঽধ্বর্যুঃ প্রত্যঙ্সদোঽতীয়াদথ কথা দাক্ষিণানি হোতুমেতি যামো হি স তেষাং কস্মা অহ দেবা যামং বাঽযামং বাঽনু জ্ঞাস্যন্তীত্যুত্তরেণাহ্ন্যাধ্নুং পরীত্য জুহোতি দাক্ষিণানি ন প্রাণানৎসরং কর্ষতি ন্যন্যে ধিষ্ণিয়া উপ্যন্তে নান্য যান্নিবপতি তেন তান্ প্রীণাতি যান্ন নিবপতি যদনুদিশতি তেন তান্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ প্রথম অনুবাকে সকল ধিষ্ণিয় ॥ ১।

মন্ত্র ঃ সুবর্গায় বা এতানি লোকায় হূয়ন্তে যদ্বৈসর্জ্জনানি দ্বাভ্যাং গার্হপত্যে জুহোতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যা আগ্নীধ্রে জুহোত্যন্তরিক্ষ এবাঽক্রমত আহবনীয়ে জুহোতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি দেবাশ্বৈ সুবর্গং লোকং যতো রক্ষাংস্য জিঘাংসন্তে সোমেন রাজ্ঞা রক্ষাংস্যপহত্যাপ্তুমাত্মানাং কৃত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্ রক্ষসামনুপলাভায়াঽহৃতঃ সোমো ভবত্যথ বৈসর্জ্জনানি জুহোতি রক্ষসামপহত্যৈ ত্বং সোম তনুকৃদ্ভ্য ইত্যাহ তনুকৃদ্ধ্যেষ দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য ইত্যাহান্যকৃতানি হি রক্ষাংস্যুরু যন্তাঽসি বরূথমিত্যাহোরু ণস্কৃধীতি বাবৈতদাহ জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেত্বিত্যাহাপ্তুমেব যজমানং কৃত্বা সুবর্গং লোকং গময়তি রক্ষসামনুপলাভায়াঽসোমং দদতে আ গ্রাবণ আ বায়ব্যান্যা দ্রোণকলশমুৎপত্নীমা নয়ন্ত্যন্বনাংসি প্র বর্ত্তয়ন্তি যাবদেবাস্যাস্তি তেন সহ সুবর্গং লোকমেতি নয়বত্য-র্চ্চাঽগ্নীধ্রে জুহোতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিনীত্যৈ গ্রাবণো বায়ব্যানি দ্রোণফলশমা-গ্নীধ্র উপ বাসয়তি বি হ্যেনং তৈগৃহ্নতে যৎসহোপবাসয়েদপুবায়েত সৌম্যর্চ্চা প্র পাদয়তি স্বয়া-এবৈনং দেবতয়া প্র পাদয়ত্যাদিত্যাঃ সদোঽস্যাদিত্যাঃ সদ আ সীদত্যাহ যথাযজুরেবৈতদ্যজমানো বা এতস্য পুরা গোপ্তা ভবত্যেষ বো দেব সবিতঃ সোম ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং দেবতাভ্যঃ সং প্র যচ্ছত্যেতত্ত্বং সোম দেবো দেবানুপাগা ইত্যাহ দেবো হ্যেষ সন্ দেবানুপৈতীদমহং মনুষ্যো মনুষ্যানিত্যাহ মনুষ্যো হ্যেষ সম্মনুষ্যানুপৈতি যদেতদ্যজুর্নব্রূয়াদপ্রজা অপশুর্যজমানঃ স্যাৎ সহ প্রজয়া সহ রায়স্পোষেণেত্যাহ প্রজয়ৈব পশুভিঃ সহেমং লোকমুপাবর্ত্ততে নমো দেবেভ্য ইত্যাহ নমস্কারো হি দেবানাং স্বধা পিতৃভ্য ইত্যাহ স্বধাকারো হি পিতৄণা-মিদমহং নির্ব্বরুণস্য পাশাদিত্যাহ বরুণপাশাদেব নির্ম্মুচ্যতেঽগ্নে ব্রতপত আত্মনঃ পূর্ব্বা তনুরাদেয়েত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্বসীয়ানৎস্বে বশে ভূতে পুনর্ব্ব দদাতি ন বেতি গ্রাবাণো বৈ সোমস্য রাজ্ঞো মলিম্লুসেনা য এবং বিদ্বান্ গ্রাবৃণ আগ্রীধ্র উপবাসয়তি নৈনং মলিম্লুসেনা বিন্দতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় অনুবাকে অগ্নীষোম-প্রণয়ন ॥ ২।

মন্ত্র ঃ বৈষ্ণব্যর্চ্চা হুত্বা যূপমচ্ছৈতি বৈষ্ণবো বৈ দেবতয়া যূপঃ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়াঽচ্ছৈত্যত্যন্যানগাং নান্যানুপাগামিত্যাহাতি হ্যন্যানেতি নান্যানুপৈত্যর্ব্বাক্ত্বা পরৈরবিদং পরোঽবরৈরিত্যাহার্ব্বাগ্ধ্যেনং পরৈর্ব্বিন্দতি পরোঽবরৈস্তং ত্বা জুষে বৈষ্ণবং দেবযজ্যায়া ইত্যাহ দেবযজ্যায়ৈ হ্যেনং জুষতে দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বাঽ-নক্তিত্যাহ তেজসৈবৈনমনক্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনং স্বধিতে মৈনং হিংসীরিত্যাহ বজ্রো

বৈ স্বধিতিঃ শান্ত্যৈ স্বধিতেবৃ্ক্ষস্য বিভ্যতঃ প্রথমেন শকলেন সহ তেজঃ পরা পততি যঃ প্রথমঃ শকলঃ পরাপতেত্তমপ্যা হরেৎ সতেজসম্ এবৈনমা হরতীমে বৈ লোকা যূপাৎ প্রয়তো বিভ্যতি দিবমগ্রেণ মা লেখীরন্তরিক্ষং মধ্যেন মা হিংসীরিত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ শময়তি বনস্পতে শতবল্শো বি রোহেত্যাব্রশ্চনে জুহোতি তস্মাদাব্রশ্চনাদ্বৃক্ষাণাং ভূয়াংস উত্তিষ্ঠন্তি সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেমেত্যাহাশিষমেবৈতামা শাস্তেহনক্ষসঙ্গম্ বৃশ্চেদ্যদক্ষসঙ্গং বৃশ্চেদধস্পদং যজমানস্য প্রমায়ুকং স্যাদ্যং কাময়েতাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাদিত্যারোহং তস্মৈ বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনামপ্রতিষ্ঠিতোঽপ্রতিষ্ঠিত এব ভবতি যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যপর্ণং তস্মৈ শুষ্কাগ্রং বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনামপশব্যোঽপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্ৎস্যাদিতি বহুপর্ণং তস্মৈ বহুশাখাং বৃশ্চেদেষ বৈ বনস্পতীনাং পশব্যঃ পশুমানেব ভবতি প্রতিষ্ঠিতং বৃশ্চেৎ প্রতিষ্ঠাকামস্যৈষ বৈ বনস্পতীনাং প্রতিষ্ঠিতো যঃ সমে ভূম্যৈ স্বাদ্যোনে রূঢ়ঃ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যঃ প্রত্যঙুপনতস্তং বৃশ্চেৎ স হি মেধমভ্যুপনতঃ পঞ্চারত্নিং তস্মৈ বৃশ্চেদ্যং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদিতি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞ উপৈনমুত্তরো যজ্ঞ নমতি ষড়রত্নিং প্রতিষ্ঠাকামস্য ষড়্বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি সপ্তারত্নিং পশুকামস্য সপ্তপদা শক্বরী পশবঃ শক্বরী পশূনেবাব রুন্ধে নবারত্নিং তেজস্কামস্য ত্রিবৃতা স্তোমেন সম্মিত তেজস্ত্রিবৃত্তেজস্ব্যেব ভবত্যেকাদশারত্নিমিন্দ্রিয়কামস্যৈকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়াব্যেব ভবতি পঞ্চদশারত্নিং ভ্রাতৃব্যতঃ পঞ্চদশো বজ্রো ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ সপ্তদশারত্নিং প্রজাকামস্য সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা একবিংশত্যরত্নিং প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যা অষ্টাশ্রির্ভবত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী তেজো গায়ত্রী গায়ত্রী যজ্ঞমুখং তেজসৈব গায়ত্রিয়া যজ্ঞমুখেন সম্মিতঃ ।৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—যূপ-খণ্ডন ॥ ৩ ।

মন্ত্র ঃ পৃথিব্যৈ ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বেত্যাহৈভ্য এবৈনং লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি পরাঞ্চং প্রোক্ষতি পরাঙিব হি সুবর্গো লোকঃ ক্রূরমিব বা এতৎকরোতি যৎখনত্যপোঽব নয়তি শান্ত্যৈ যবমতীরব নয়ত্যূর্গ্বৈ যবো যজমানেন যূপঃ সম্মিতো যাবানেব যজমানস্তাবতীমেবাস্মিন্নূর্জং দধাতি পিতৃণাং সদনমসী বর্হিরব স্তৃণাতি পিতৃদেবত্যাং হ্যেতদ্যন্নিখাতং যদ্বর্হিরনবস্তীর্য্য মিনুয়াৎ পিতৃদেবত্যো নিখাতঃ স্যাদ্বর্হিরবস্তীর্য্য মিনোত্যস্যামেবৈনং মিনোতি যূপশকলমবাস্যতি সতেজসমেবৈনং মিনোতি দেবস্ত্বা সবিতা মধ্বানক্তিত্যাহ তেজসৈবৈনমনক্তি সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইতি চষালং প্রতি মুঞ্চতি তস্মাচ্ছীর্ষত ওষধয়ঃ ফলং গৃহ্নন্ত্যনক্তি তেজো বা আজ্যং যজমানেনাগ্নিষ্ঠাশ্রিঃ সম্মিতা যদগ্নিষ্ঠামশ্রিমনক্তি যজমানমেব তেজসাঽনক্ত্যান্তমনক্ত্যান্তমেব যজমানং তেজসাঽনক্তি সর্বতঃ পরি মৃশত্যপরিবর্গমেবাস্মিন্তেজো দধাত্যুদ্দিবং স্তভানান্তরিক্ষং পৃণেত্যাহৈষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ বৈষ্ণব্যর্চা কল্পয়তি বৈষ্ণবো বৈ দেবতয়া যূপঃ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া কল্পয়তি দ্বাভ্যাং কল্পয়তি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ যং কাময়েত তেজসৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ ব্যর্ধয়েয়মিত্যগ্নিষ্ঠাং তস্যাশ্রিমাহবনীয়াদিত্থং বেত্থং বাতি নাবযেত্তেজসৈবৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ ব্যর্ধয়তি যং কাময়েত তেজসৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ সমর্ধয়েয়মিতি অগ্নিষ্ঠাং তস্যাশ্রিমাহবনীয়েন সম্মিনুয়াত্তেজসৈবৈনং দেবতাভিরিন্দ্রিয়েণ সমর্ধয়তি ব্রহ্মবনিং ত্বা ক্ষত্রবনিমিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ পরি ব্যয়ত্যূর্গ্বৈ রশনা যজমানেন যূপঃ সম্মিতো যজমানমেবোর্জা সমর্ধয়তি নাভিদঘ্নে পরি ব্যয়তি নাভিদঘ্ন একস্মা উর্জং দধাতি তস্মান্নাভিদঘ্ন ঊর্জা ভুঞ্জতে যং কাময়েতোর্জৈনম্ ব্যর্ধয়েয়মিত্যূর্ধ্বাং বা তস্যাবাচীং

বাহবোহেদূর্জৈবৈনং ব্যর্ধয়তি যদি কাময়েত বষূকঃ পর্জন্যঃ স্যাদিত্যবাচীমবোহে-দ্বৃষ্টিমেব নি যচ্ছতি যদি কাময়েতাবর্ষুকঃ স্যাদিত্যেূর্ধ্বমূদূহেদ্বৃষ্টিমেবোদ্যচ্ছতি পিতৃণাংনিখাতং মনুষ্যাণা মূর্ধ্বং নিখাতাদা রশনায়া ওষধীনাং বিশ্বেষাং রশনা দেবানা মূর্ধ্বং রশনায়া আ চষালাদিন্দ্রস্য চষালং সাধ্যানামতিরিক্তং স বা এষ সর্ব্বদেবত্যোবা যদ্যূপো যদ্যূপং মিনোতি সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেহমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তে যূপেন যোপয়িত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্তমৃষয়ো যূপেনৈবানু প্রজানন্তদ্যূপস্য যূপত্বম্ যদ্যূপং মিনোতি সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ পুরস্তান্মিনোতি পুরস্তাদ্ধি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞায়তে প্রজ্ঞাতং হি তদ্যদতি-পন্ন আহুরিদং কার্যমাসীদিতি সাধ্যা বৈ দেবা যজ্ঞমত্যমন্যন্ত তান্যজ্ঞো নাস্পৃশত্তা-ন্যদ্যজ্ঞস্যাতিরিক্তমাসীত্তদস্পৃশদতিরিক্তং বা এতদ্যজ্ঞস্য যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহর-ত্যতিরিক্তমেতৎ যূপস্য যদূর্ধ্বং চষালাত্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি দেবা বৈ সংস্থিতে সোমে প্র স্রুচোঽহরন্ প্র যূপং তেঽমন্যন্ত যজ্ঞবেশসং বা ইদং কুর্ম্ম ইতি তে প্রস্তরং স্রুচাং নিষ্ক্রয়ণমপশ্যান্ৎস্বরুং যূপস্য সংস্থিতে সোমে প্র প্রস্তরং হরতি জুহোতি স্বরুমযজ্ঞবেশসায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—যূপস্থাপন । ৪ ॥

মন্ত্র ঃ সাধ্যা বৈ দেবা অস্মিল্লোঁক আসন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষত্তেঽগ্নিমেবাগ্নয়ে মেধায়ালভন্ত ন হ্যন্যদালম্ভ্য মবিন্দন্ততো বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাজায়ন্ত যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতি প্রজানাং প্রজননায় রুদ্রো বা এষ যদগ্নির্যজমানঃ পশুর্যৎ পশুমাল-ভ্যাগ্নিং মন্থেদ্রুদ্রায় যজমানম্ অপি দধ্যাৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদথো খল্বাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা হবিরেতদ্যৎ পশুরিতি যৎ পশুমালভ্যাগ্নিং মন্থতি হব্যায়ৈবাসন্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়ত্যুপাকৃত্যৈব মন্থ্যস্তন্নেবালব্ধং নেবানালব্ধমগ্নের্জনিত্রমসীত্যাহাগ্নের্হ্যে-তজ্জনিত্রং বৃষণৌ স্থ ইত্যাহ বৃষণৌ হ্যেতাবুর্ব্বশ্যস্যায়ুরসীত্যাহ মিথুনত্বায় ঘৃতে-নাক্তে বৃষণং দধাথামিত্যাহ বৃষণং হ্যেতে দধাতে যে অগ্নিং গায়ত্রং ছন্দোঽনু প্র জায়-স্বেত্যাহ ছন্দোভিরেবৈনং প্র জনয়ত্যগ্নয়ে মথ্যমানায়ানু ব্রূহীত্যাহ সাবিত্রীমৃচমন্বাহ সবিতপ্রসূত এবৈনং মন্থতি জাতায়ানু ব্রূহি প্রহ্রিয়মাণানু ব্রূহীত্যাহ কাণ্ডকাণ্ড এবৈনং ক্রিয়মাণে সমর্ধয়তি গায়ত্রীঃ সর্ব্বা অন্বাহ গায়ত্রছন্দা বা অগ্নিঃ স্বেনৈবৈনং ছন্দসা সমর্ধয়ত্যগ্নিঃ পুরা ভবত্যগ্নিং মথিত্বা প্র হরতি তৌ সম্ভবন্তৌ যজমান-মভি সংভবতো ভবতং নঃ সমনসংবিত্যাহ শান্ত্যৈ প্রহৃত্য জুহোতি জাতায়ৈবাস্মা অন্ন-মপি দধাত্যাজ্যেন জুহোত্যতন্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম প্রিয়েণৈবৈনংযদাজ্যং ধাম্না সমর্ধয়ত্যথো তেজসা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—অগ্নি মন্থন । ৫ ॥

মন্ত্র ঃ ইষে ত্বেতি বর্হিরা দত্ত ইচ্ছত ইব হ্যেষ যো যজত উপবীরসীত্যাহোপ হ্যেনানাকরোত্যুপো দেবান্দেবীর্বিশঃ প্রাগুরিত্যাহ দৈবীর্হ্যেতা বিশঃ সতীর্দেবানু-পয়ন্তি বহ্নীরুশিজ ইত্যাহর্ত্বিজো বৈ বহ্নয় উশিজস্তস্মাদেবমাহ বৃহস্পতে ধারয়া বসূনীতি আহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ পশূনবরুন্ধে হব্যা তে স্বদন্তা-মিত্যাহ স্বদয়ত্যেবৈনান্দেব ত্বষ্টর্ব্বসু রণ্বেত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃদ্রূ-পমেব পশুষু দধাতি রেবতী রমধ্বমিত্যাহ পশবো বৈ রেবতীঃ পশূনেবাস্মৈ রময়তি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি রশনামা দত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যা ঋতস্য ত্বা দেবহবিঃ পাশে-নারভ ইত্যাহ সত্যং বা ঋতং সত্যেনৈবৈনমৃতেনারভতেঽক্ষ্ণয়া পরি হরতি বধ্যং হি প্রত্যঞ্চং প্রতিমুঞ্চন্তি ব্যাবৃত্ত্যৈ ধর্ষা মানুষানিতি নি যুনক্তি ধৃত্যা অদ্ভ্যঃ ত্বৌষ-

ধীভ্য প্রোক্ষামীত্যাহাদ্ভ্যো হ্যেষ ওষধীভ্যঃ সম্ভবতি যৎ পশুরপাং পেরুরসীত্যাহৈষ হ্যপাং পাতা যো মেধায়াহরভ্যতে স্বাত্তং চিৎ সদেবং হব্যমাপো দেবীঃ স্বদতৈনমিত্যাহ স্বদয়ত্যেবৈনমুপরিষ্টাৎ প্রোক্ষত্যুপরিষ্টাদেবৈনং মেধ্যং করোতি পায়য়ত্যন্তরত এবৈনং মেধ্যং করোত্যধস্তাদুপোক্ষতি সর্ব্বত এবৈনং মেধ্যং করোতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—পশু-সংযোগ । ৬ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিনা বৈ হোত্রা দেবা অসুরানভ্যভবন্নগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানু ব্রূহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ সপ্তদশ সামিধেনীরন্বাহ সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ সপ্তদশান্বাহ দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ স সম্বৎসরঃ সম্বৎসরং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে প্রজানাং প্রজননায় দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্যানুখ্যাত্যা অসুরেষু বৈ যজ্ঞ আসীত্তং দেবাস্তূষ্ণীং হোমেনাবৃঞ্জত যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি ভ্রাতৃব্যস্যৈব তদ্যজ্ঞং বৃঙ্‌ক্তে পরিধীন্ৎসং মার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনাস্ত্রিস্ত্রিঃ সং মার্ষ্টি ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞোঽথো রক্ষসামপহত্যৈ দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপ দধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাঘারোঽগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা যদাঘারমাঘারয়তি শীর্ষত এব যজ্ঞস্য যজমানঃ সর্ব্বা দেবতা অব রুন্ধে শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা পশুরাঘারমাঘার্য্য পশুং সমনক্ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাতি সং তে প্রাণো বায়ুনা গচ্ছতামিত্যাহ বায়ুদেবত্যো বৈ প্রাণো বায়াবেবাস্য প্রাণং জুহোতি সং যজত্রৈরঙ্গানি সং যজ্ঞপতিরাশিষেত্যাহ যজ্ঞপতিমেবাস্যাশিষং গময়তি বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্র উপরিষ্টাৎ পশুমভ্যবমীত্তস্মাদুপরিষ্টাৎ পশোর্নাব দ্যন্তি যদুপরিষ্টাৎ পশুং সমনক্তি মেধ্যমেব এনং করোত্যৃত্বিজো বৃণীতে ছন্দাংস্যেব বৃণীতে সপ্ত বৃণীতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যাঃসপ্ত ছন্দাংস্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যা একাদশ প্রয়াজান্যজতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তং প্র যজতি বপামেকং পরি শয় আত্মৈবাঽঽত্মানং পরি শয়ে বজ্রো বৈ স্বধিতির্বজ্রো যূপশকলো ঘৃতং খলু বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্ ঘৃতেনাক্তৌ পশুং ত্রায়েথামিত্যাহ বজ্রেণৈবৈনং বশে কৃত্বাঽঽলভতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—সামিধেনী ॥ ৭ ॥

মন্ত্র ঃ পর্য্যগ্নি করোতি সর্ব্বহুতমেবৈনং করোত্যস্কন্দায়াস্কন্নং হি তদ্যদ্‌হুতস্য স্কন্দতি ত্রিঃ পর্য্যগ্নি করোতি ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞোঽথো রক্ষসামপহত্যৈ ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যন্বারভ্যঃ পশুর্নান্বারভ্যা ইতি মৃত্যবে বা এষ নীয়তে যৎ পশুস্তং যদন্বারভেত প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদথো খল্বাহুঃ সুবর্গায় বা এষ লোকায় নীয়তে যৎ পশুরিতি যন্নান্বারভেত সুবর্গাল্লোকাদ্যজমানো হীয়েত বপাশ্রপণীভ্যামন্বারভতে তন্নেবান্বারব্ধং নেবানন্বারব্ধমুপ প্রেষ হোতর্হব্যা দেবেভ্য ইত্যাহেষিতং হি কর্ম্ম ক্রিয়তে রেবতীর্যজ্ঞপতিং প্রিয়ধাঽবিশতেত্যাহ যথা—যজুরেবৈতদগ্নিনা পুরস্তাদেতি রক্ষসামপহত্যৈ পৃথিব্যাঃ সম্পৃচঃ পাহীতি বর্হিঃ উপাস্যত্যস্কন্দায়াস্কন্নং হি তদ্যদ্বর্হিষ এব স্কন্দত্যথো বর্হিষদমেবৈনং করোতি পরাঙা বর্ত্ততেঽধ্বর্য্যুঃ পশোঃ সংজ্ঞপ্যমানাৎ পশুভ্য এব তন্নি হ্নুত আত্মানোঽনাব্রস্কায় গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশুনাপ্নোতি য এবং বেদ পশ্চাল্লোকা বা এষা প্রাচ্যুদানীয়তে যৎ পত্নী নমস্ত আতানেত্যাহাঽদিত্যস্য বৈ রশ্ময়ঃ আতানাস্তেভ্য এব নমস্করোত্যনর্ব্বা প্রেহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যো বা অর্ব্বা ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ ঘৃতস্য কুল্যামনু সহ প্রজয়া

সহ রায়স্পোষেণেত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্ত আপো দেবীঃ শুন্ধায়ুব ' ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—আধার ও প্রযাজ ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ পশবের্বা আলব্ধস্য প্রাণাঞ্ছুগৃচ্ছতি বস্তু আ প্যায়তাং প্রাণস্ত আ প্যায়তামিত্যাহ প্রাণেভ্য এবাস্য শুচং শময়তি সা প্রাণেভ্যোঽধি পৃথিবীং শুক্ প্র বিশতি শমহোভ্যামিতি নি নয়ত্যহোরাত্রাভ্যামেব পৃথিব্যৈ শুচং শময়ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনং স্বধিতে মৈনং হিংসীরিত্যাহ বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ শান্ত্যৈ পার্শ্বত আ চ্ছ্যতি মধ্যতো হি মনুষ্যা আ চ্ছ্যতি তিরশ্চীনমা চ্ছ্যত্যনূচীনং হি মনুষ্যা আচ্ছ্যন্তি ব্যাবৃত্ত্যৈ রক্ষসাং ভাগোঽসীতি স্থবিমতো বর্হিরক্ত্বাঽপাস্যত্যস্নৈব রক্ষাংসি নিরবদয়ত ইদমহং রক্ষোঽধমং তমো নয়ামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তাবুভাবধমং তমো নয়তীষে ত্বেতি বপামুৎখিদতীচ্ছত ইব হ্যেষ যো যজতে যদুপতৃন্দ্যাদ্রুদ্রোঽস্য পশূন্ঘাতুকঃ স্যাদ্যন্নোপতৃন্দ্যাদয়তা স্যাদন্যয়োপতৃণত্ত্যন্যয়া ন ধৃত্যৈ ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী প্রোর্ণ্বাথামিত্যাহ দ্যাবা পৃথিবী এব বসেনানক্ত্যচ্ছিন্নঃ রায়ঃ সুবীর ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যদ্বপামুৎখিদত্যুর্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহ শান্ত্যৈ প্র বা এষোঽস্মাল্লোকাচ্চ্যবতে যঃ পশুং মৃত্যবে নীয়মানমন্বরভতে বপাশ্রপণী পুনরন্বারভতেঽস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠত্যগ্নিনা পুরস্তা দেতি রক্ষসামপহত্যা অথো দেবতা এব হব্যেন অন্বেতি নান্তমমঙ্গারমতি হরেদ্যদন্তমমঙ্গারমতিহরেদ্দেবতা অতি মন্যেত বায়ো বীহি স্তোকানামিত্যাহ তস্মাদ্বিভক্তাঃ স্তোকা অব পদ্যন্তেঽগ্রং বা এতৎপশূনাং যদ্বপাঽগ্রমোষধীনাং বর্হির্বগ্রেণৈবাগ্রং সমর্ধয়ত্যথো ওষধীষ্বেব পশূন্প্রতি ষ্ঠাপয়তি স্বাহাকৃতীভ্যঃ প্রেষ্যেত্যাহ যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাং যৎপৃষদাজ্যমাত্মা বপা পৃষদাজ্যমভিঘার্য্য বপামভি ঘারয়ত্যাত্মন্নেব পশূনাং প্রাণাপানৌ দধাতি স্বাহোর্ধ্বনভসং মারুতং গচ্ছতমিত্যাহোর্ধ্বনভা হ স্ম বৈ মারুতো দেবানাং বপাশ্রপণী প্র হরতি তেনৈবৈনে প্র হরতি বিষ চী প্র হরতি তস্মাদ্বিষ্বঞ্চৌ প্রাণাপানৌ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—পশুর হিংসা ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ পশুমালভ্য পুরোডাশং নির্ব্বপতি সমেধমেবৈনমা লভতে বপয়া প্রচর্য্য পুরোডাশেন প্র চরত্যূর্ব্বে পুরোডাশ উর্জমেব পশূনাং মধ্যতো দধাত্যথো পশোরেব ছিদ্রমপি দধাতি পৃষদাজ্যস্যোপহত্য ত্রিঃ পৃচ্ছতি শৃতংহবীঃ শমিতরিতি ত্রিষত্যা হি দেবা যোঽশৃতং শৃতমাহ স এনসা প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাম্ যৎপৃষদাজ্যং পশোঃ খলু বা আলব্ধস্য হৃদয়মাত্মাঽভি সমেতি যৎপৃষদাজ্যেন হৃদয়মভিঘারয়ত্যাত্মন্নেব পশূনাং প্রাণাপানৌ দধাতি পশুনা বৈ দেবাঃ সুবর্গলোকমায়ন্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তস্য শিরশ্ছিত্বা মেধং প্রাক্ষারয়ন্ৎস প্রক্ষোঽভবত্তৎপ্রক্ষস্য প্রক্ষত্বং যৎপ্লক্ষশাখোত্তরবর্হির্ভবতি সমেধস্যৈব পশোরব দ্যতি পশুং বৈ হ্রিয়মাণং রক্ষাংস্যনু সচন্তেঽন্তরা যূপং চাঽহবনীয়ং চ হরতি রক্ষসামপহত্যৈ পশোর্বা আলব্ধস্য মনোঽপ ক্রামতি মনোতায়ৈ হবিষোঽবদীয়মানস্যানু ব্রূহীত্যাহ মন এবাস্যাব রুন্ধ একাদশাবদানান্যব দ্যতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তস্যাব দ্যতি হৃদয়স্যাগ্রেঽব দ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসো যদ্বৈ হৃদয়েনাভিগচ্ছতি তজ্জিহ্বয়া বদতি যজ্জিহ্বয়া বদতি তদুরসোঽধি নির্ব্বদত্যেতদ্বৈ পশোর্যথাপূর্ব্বং যস্যৈবমবদায় যথাকামমুত্তরেষামবদ্যতি যথাপূর্ব্বমেবাস্য পশোরবত্তং ভবতি মধ্যতো গুদস্যাব দ্যতি মধ্যতো হি প্রাণ

উত্তমস্যাব দ্যতি উত্তমো হি প্রাণো যদীতরং যদীতরমুভয়মেবাজাসি জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারিবাসী তদবদানৈরেবাব দয়তে তদবদানানামবদানত্বং দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা অগ্নিমব্রুবন্ত্বয়া বীরেণাসুরানভি ভবামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণে পশোরুদ্ধারমুদ্ধরা ইতি স এতমুদ্ধারমুদযরত দোঃ পূর্বার্ধস্য গুদং মধ্যতঃ শ্রোণিং জঘনার্ধস্য ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যত্ত্রাঙ্গাণাং সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যক্ষনয়াঽব দ্যতি তস্মাদক্ষয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : দশম অনুবাকে—বপাহোম। ১০ ॥

মন্ত্র : মেদসা স্রুচৌ প্রোর্ণোতি মেদোরূপা বৈ পশবো রূপমেব পশুষু দধাতি যূষন্নবধায় প্রোর্ণোতি রসো বা এষ পশূনাং যদ্যং রসমেব পশুষু দধাতি পার্শ্বেন বসাহোমং প্রযৌতি মধ্যং বা এতৎ পশূনাং যৎ পার্শ্বং রস এষ পশূনাং যদ্বসা যৎ পার্শ্বেনবসাহোমং প্রযৌতি মধ্যত এব পশূনাং রস্য দধাতি ঘ্নন্তি বা এতৎ পশুং যৎ সংজ্ঞপয়ন্ত্যৈন্দ্রঃ খলু বৈ দেবতয়া প্রাণ ঐন্দ্রোঽপান ঐন্দ্রঃ প্রাণো অঙ্গেঅঙ্গে নি দেধ্যদিত্যাহ প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাতি দেব ত্বষ্টর্ভূরি তে সং সমেত্বিত্যাহ ত্বাষ্ট্রা হি দেবতয়া পশবো বিষুরূপা যৎ সলক্ষ্মাণো ভবথেত্যাহ বিষুরূপা হ্যেতে সন্তঃ সলক্ষ্মাণ এতর্হি ভবন্তি দেবত্রা যন্তম্ অবসে সখায়োঽনু ত্বা মাতা পিতরো মদন্ত্বিত্যাহানুমতমেবৈনং মাত্রা পিত্রা সুবর্গং লোকং গময়ত্যর্ধর্চে বসাহোমং জহোত্যসৌ বা অর্ধর্চ ইয়মর্ধর্চ ইমে এব রসেনানক্তি দিশো জুহোতি দিশ এব রসেনানক্ত্যথো দিগ্ভ্য এবোর্জং রসমব রুন্ধে প্রাণাপানৌ বা এতৌ পশূনাং যৎ পৃষদাজ্যং বানস্পত্যাঃ খলু বৈ দেবতয়া পশবো যৎ পৃষদাজ্যস্যোপহত্যাহহ বনস্পতয়েঽনু ব্রূহি বনস্পতয়ে প্রেষ্যেতি প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাত্যন্যস্যান্যস্য সমমবত্তং সমবদ্যতি তস্মান্নানারূপাঃ পশবো যূষ্ণোপ সিঞ্চতি রসো বা এষ পশূনাং যদ্যূ রসমেব পশুষু দধাতীডামুপ হ্বয়তে পশবো বা ইডা পশূনেবোপ হ্বয়তে চতুরুপ চতুষ্পাদো হি পশবো যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যমেদস্কং তস্মা আ দধ্যান্মেদোরূপা বৈ পশবো রূপেণৈবৈনং পশুভ্যো নির্ভজত্যপশুরেব ভবতি যং কাময়েত [illegible]মাস্তস্যাদিতি মেদস্বত্তস্মা আ দধ্যান্মেদোরূপা বৈ পশবো রূপেণৈবাস্মৈ পশূন্ রুন্ধে পশুমানেব ভবতি প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত স আজ্যং পুরস্তাদসৃজত পশুং মধ্যতঃ পৃষদাজ্যং পশ্চাত্তস্মাদাজ্যেন প্রযাজা ইজ্যন্তে পশুনা মধ্যতঃ পৃষদাজ্যে নানুযাজাস্তস্মাদেতন্মিশ্রমিব পশ্চাৎসৃষ্টং হ্যেকাদশানুযাজান্ যজতি দশ বৈ পশোঃ প্রাণা আত্মৈকাদশো যাবানেব পশুস্তমনু যজতি ঘ্নন্তি বা এতৎপশুং যৎসংজ্ঞপয়ন্তি প্রাণাপানৌ খলু বা এতৌ পশূনাং যৎপৃষদাজ্যং যৎপৃষদাজ্যেনানুযাজান্যজতি প্রাণাপানাবেব পশুষু দধাতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ : একাদশ অনুবাকে—অনুযাজ। ১১ ॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্র : যজ্ঞেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা উপযড়্ভিরেবাসৃজত যদুপযজ উপযজতি প্রজা এব তদ্যজমানঃ সৃজতে জঘনার্ধাদব দ্যতি জঘনার্ধাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে স্থবিমতোঽব দ্যতি স্থবিমতো হি প্রজাঃ প্রজায়ন্তেঽসম্ভিন্দন্নব

দ্যতি প্রাণানামসম্ভেদায় ন পর্য্যাবর্ত্তয়েদুদাবর্ত্তঃ প্রজা গ্রাহুকঃ স্যাৎসমুদ্রং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ রেতঃ এব তদ্দধাত্যন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহেত্যাহান্তরিক্ষেণৈবাস্মৈ প্রজাঃ প্রজনয়ত্যন্তরিক্ষং হ্যনু প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দেবং সবিতারং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়ত্যহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহেত্যাহাহো রাত্রাভ্যামেবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়ত্যাহোরাত্রে হ্যনু প্রজাঃ প্রজায়ন্তে মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা ইত্যাহ প্রজাস্বেব প্রজাতাসু প্রাণাপণৌ দধাতি সোমং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ সৌম্যা হি দেবতয়া প্রজা যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব যজ্ঞিয়াঃ করোতি ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহেত্যাহ পশবো বৈ ছন্দাংসি পশূনেবাব রুন্ধে দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব প্রজাতা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামুভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি নভঃ দিব্যং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজাভ্য এব প্রজাতাভ্যো বৃষ্টিং নিযচ্ছত্যগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহেত্যাহ প্রজা এব প্রজাতা অস্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রাণানাং বা এযোঽব দ্যতি যোঽবদ্যতি গুদস্য মনো মে হার্দ্দি যচ্ছেত্যাহ প্রাণানেব যথাস্থানমুপহ্বয়তে পশোর্বা আলব্ধস্য হৃদয়ং শুগৃচ্ছতি সা হৃদয়শূলম্ অভি সমেতি যৎপৃথিব্যাং হৃদয়শূলমুদ্বাসয়েৎ পৃথিবীং শুচাঽর্পয়েদ্যদপ্স্বপঃ শুচাঽর্পয়েচ্ছুষ্কস্য চাঽর্দ্রস্য চ সন্ধাবুদ্বাসযত্যুভয়স্য শান্ত্যৈ যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—গুহ্য-যাগ ॥ ১ ।

মন্ত্র : দেবা বৈ যজ্ঞমাগ্নীধ্রে ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তদব্রুবন্বসতু নু ন ইদমিতি তদ্বসতীবরীণাং বসতীবরিত্বং তস্মিন্প্রাতর্ন সমশক্নুবন্তদপ্সু প্রাবেশয়ন্তা বসতীবরীরভবন্বসতীবরীর্গৃহ্ণাতি যজ্ঞো বৈ বসতীবরীর্যজ্ঞমেবাঽরভ্য গৃহীত্বোপ বসতি যস্যাগৃহীতা অভি নিম্রোচেদনারব্ধোঽস্য যজ্ঞঃ স্যাৎ যজ্ঞং বি চ্ছিন্দ্যাজ্জ্যোতিষ্যা বা গৃহ্ণীয়াদ্ধিরণ্যং বাঽবধায় সশুক্রাণামেব গৃহ্ণাতি যো বা ব্রাহ্মণো বহুযাজী তস্য কুম্ভ্যানাং গৃহ্ণীয়াৎ স হি গৃহীতবসতীবরীকো বসতীবরীর্গৃহ্ণাতি পশবো বৈ বসতীবরীঃ পশূনেবাঽরভ্য গৃহীত্বোপ বসতি যদন্বীপং তিষ্ঠন্গৃহ্ণীয়ান্নির্মার্গুকা অস্মাৎপশবঃ স্যুঃ প্রতীপং তিষ্ঠন্গৃহ্ণাতি প্রতিরুধ্যৈবাস্মৈ পশূন্গৃহ্ণাতীন্দ্রঃ বৃত্রমহন্ৎ সোঽপোঽভ্যম্রিয়ত তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবমাসীত্তদত্যমুচ্যত তা বহন্তীরভবন্বহন্তীনাং গৃহ্ণাতি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবাঃ আপস্তাসামেব গৃহ্ণাতি নান্তমা বহন্তীরতীয়াদ্যদন্তমা বহন্তীরতীয়াদ্যজ্ঞমতি মন্যেত ন স্থাবরাণাং গৃহ্ণীয়াদ্বরুণগৃহীতা বৈ স্থাবরা যৎস্থাবরাণাং গৃহ্ণীয়াৎ বরুণেনাস্য যজ্ঞং গ্রাহয়েদ্যচ্চৈব দিবা ভবত্যপো রাত্রিঃ প্র বিশতিতস্মাত্তাম্রা আপো দিবা দদৃশ্রে যন্নক্তং ভবত্যপোঽহঃ প্র বিশতি তস্মাচ্চন্দ্রা আপো নক্তং দদৃশ্রে ছায়ায়ৈ চাঽতপতশ্চ সন্ধৌ গৃহ্ণাত্যহোরাত্রয়োরেবাস্মৈ বর্ণং গৃহ্ণাতি হবিষ্মতীরিমা আপ ইত্যাহ হবিষ্কৃতানামেব গৃহ্ণাতি হবিষ্মাং অস্তু সূর্য ইত্যাহ সশুক্রাণামেব গৃহ্ণাত্যনুষ্টুভা গৃহ্ণাতি বাগ্বা অনুষ্টুব্বাচৈবৈনাঃ সর্বয়া গৃহ্ণাতি চতুষ্পদয়র্চা গৃহ্ণাতি ত্রিঃ সাদয়তি সপ্ত সং পদ্যন্তে সপ্তপদা শক্বরী পশবঃ শক্বরী পশূনেবাব রুন্ধেঽস্মৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেঽমুষ্মা আহবনীয়ো যদ্গার্হপত্য উপসাদয়েদস্মিল্লোঁকে পশুমান্ৎ স্যাদ্যদাহবনীয়েঽমুষ্মিন্ লোকে পশুমান্ৎস্যাদুভয়য়োরুপ সাদয়ত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি সর্বতঃ পরি হরতি রক্ষসামপহত্যা ইন্দ্রাগ্নিয়োর্ভাগধেয়ীঃ স্থেত্যাহ যথাযজুরেবৈতদাগ্নীধ্রে উপ বাসয়ত্যেতচ্চৈব যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্রং যদেব যজ্ঞস্যাপরাজিতং তদেবৈনা উপ বাসয়তি যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞং রক্ষাংস্যব চরন্তি যদ্বহন্তীনাং গৃহ্ণাতি ক্রিয়মাণমেব তদ্যজ্ঞস্য শয়ে রক্ষসামনন্ববচারায় ন হ্যেতা ঈলয়ন্ত্যা তৃতীয়সবনাৎ পরি শেরে যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাকে—বসতীবর্য ॥ ২ ।

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বা অধ্বর্য়্যুঃ স্যাদ্যঃ সোমমুপাবহরন্ত-সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্য উপাবহরেদিতি হৃদে ত্বেত্যাহ মনুষ্যেভ্য এবৈতেন করোতি মনসে ত্বেত্যাহ পিতৃভ্য এবৈতেন করোতি দিবে ত্বা সূর্য্যায় ত্বেত্যাহ দেবেভ্য এবৈতেন করোত্যেতাবতীর্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্ব্বাভ্য উপাবহরতি পুরা বাচঃ প্রবদিতোঃ প্রাতরনুবাকমুপাকরোতি যাবত্যেব বাক্তামব রুন্ধেঽপোঽগ্রেঽভিব্যাহরতি যজ্ঞো বা আপো যজ্ঞমেবাভি বাচং বি সৃজতি সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যন্বাহ পশবো বৈ ছন্দাংসি পশূনেবাব রুন্ধে গায়ত্রিয়া তেজস্কামস্য পরি দধ্যাত্রিষ্টুভেন্দ্রিয়কামস্য জগত্যা পশুকামস্যানুষ্টুভা প্রতিষ্ঠাকামস্য পঙ্‌ক্ত্যা যজ্ঞকামস্য বিরাজান্নকামস্য শৃণোত্বগ্নিঃ সমিধা হবম্ ম ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এব দেবতাভ্যো নিবেদ্যাপোঽচ্ছৈত্যপ ইষ্য হোতরিত্যাহেষিতং হি কর্ম্ম ক্রিয়তে মৈত্রাবরুণস্য চমসাধ্বর্য্যবা দ্রবেত্যাহ মিত্রাবরুণৌ বা অপাং নেতারৌ তাভ্যামেবৈনা আচ্ছৈতি দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহাঽহুত্যৈবৈনা নিষ্ক্রীয় গৃহ্ণাত্যথো হবিষ্কৃতানামেবাভিঘৃতানাং গৃহ্ণাতি কার্ষিরসীত্যাহ শমলমেবাঽসামপ প্লাবয়তি সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয় ইত্যাহ তস্মাদদ্যমানাঃ পীয়মানা আপো ন ক্ষীয়ন্তে যোনির্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যজ্ঞো বসতীবরীর্হোতৃচমসং চ মৈত্রাবরুণচমসং চ সংস্পর্শ্য বসতীবরীর্ব্যানয়তি যজ্ঞস্য সযোনিত্বায়াথো স্বাদেবৈনা যোনেঃ প্র জনয়ত্য-ধ্বর্য্যোঽবেরপা ইত্যাহোতেমননমুরুতেমাঃ পশ্যেতি বাবৈতদাহ যদ্যগ্নিষ্টোমো জুহোতি যদ্যুক্থ্যঃ পরিধৌ নি মার্ষ্টি যদ্যতিরাত্রো যজুর্বদন্ প্রপদ্যতে যজ্ঞক্রতূনাং ব্যাবৃত্ত্যৈ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ তৃতীয় অনুবাকে—সোম আহরণ ॥ ৩ ।

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি গ্রাবাণমা দত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনো-র্বাহুভ্যামিত্যাহাশ্বিনো হি দেবানামধ্বর্য়্যূ আস্তাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ পশবো বৈ সোমো ব্যান উপাংশুসবনো যদুপাংশুসবনমভি মিমীতে ব্যানমেব পশুষু দধাতীন্দ্রায় ত্বেন্দ্রায় ত্বেতি মিমীত ইন্দ্রায় হি সোম আহ্রিয়তে পঞ্চ কৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তূষ্ণীং দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুর ইত্যাহৈষ বা অপাং সোমপীথো য এবং বেদ নাপ্স্বার্ত্তিমাচ্ছর্তি যত্তে সোম দিবি জ্যোতিরিত্যাহৈভ্য এবৈনম্ লোকেভ্যঃ সং ভরতি সোমো বৈ রাজা দিশোঽভ্যধ্যায়ৎ স দিশোঽনু প্রাবিশৎ প্রাগপাগু-দগধরাগিত্যাহ দিগ্‌ভ্য এবৈনং সং ভরত্যথো দিশ এবাস্মা অব রুন্ধেঽম্ব নি ষ্বরেত্যাহ কামুকা এনং স্ত্রিয়ো ভবন্তি য এবং বেদ যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবীতি আহৈষ বৈ সোমস্য সোমপীথো য এবং বেদ ন সৌম্যামার্ত্তিমাচ্ছর্তি ঘ্নন্তি বা এতৎসোমং যদভিষুণ্বন্ত্যংশূনপ গৃহ্ণাতি ত্রায়ত এবৈনং প্রাণা বা অংশবঃ পশবঃ সোমোঽংশূন্ পুনরপি সৃজতি প্রাণানেব পশুষু দধাতি দ্বৌদ্বাবপি সৃজতি তস্মাদ্দ্বৌদ্বৌ প্রাণাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—সোমোন্মান ॥ ৪ ।

মন্ত্র ঃ প্রাণো বা এষ যদুপাং শুর্যদুপাংশ্বগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে প্রাণমেবানু প্র যন্ত্যরুণো হ স্মাঽহৌপবেশিঃ প্রাতঃসবন এবাহং যজ্ঞং সং স্থাপয়ামি তেন ততঃ সংস্থিতেন চরামীত্যষ্টৌ কৃত্বোঽগ্রেঽভি ষুণোত্যষ্টাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং প্রাতঃসবনমেব তেনাঽপ্নোত্যেকাদশ কৃত্বো দ্বিতীয়মেকাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং মাধ্যন্দিনমেব সবনং তেনাঽপ্নোতি দ্বাদশ কৃত্বস্তৃতীয়ং দ্বাদশাক্ষরা

জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তৃতীয়সবনমেব তেনাহংনোত্যেতাং হ বাব স যজ্ঞস্য সংস্থিতিমুবাচাস্কন্দায়াস্কন্নং হি তদ্যদ্যজ্ঞস্য সংস্থিতস্য স্কন্দত্যথো খল্বাহুর্গায়ত্রী বাব প্রাতঃসবনে নাতিবাদ ইত্যনতিবাদুক এনং ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ তস্মাদষ্টাবস্টৌ কৃত্বোঽভিষুত্য ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি পবিত্রবন্তোঽন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তে কিম্পবিত্র উপাংশুরিতি বাক্‌পবিত্র ইতি ব্রূয়াদ্বাচস্পতয়ে পবস্ব বাজিন্নিত্যাহ বাচৈবৈনং পবয়তি বৃষ্ণো অংশুভ্যামিত্যাহ বৃষ্ণো হ্যেতাবংশূ যৌ সোমস্য গভস্তিপূত ইত্যাহ গভস্তিনা হ্যেনং পবয়তি দেবো দেবানাং পবিত্রমসীত্যাহ দেবো হ্যেষঃ সন্দেবানাং পবিত্রং যেষাং ভাগোঽসি তেভ্যস্ত্বেত্যাহ যেষাং হ্যেষ ভাগস্তেভ্য এনং গৃহ্ণাতি স্বাঙ্কৃতোঽসীত্যাহ প্রাণমেব স্বমকৃত মধুমতীর্ন ইষস্কৃধীত্যাহ সর্ব্বমেবাস্মা ইদং স্বদয়তি বিশ্বেভ্যস্ত্বেন্দ্রিয়েভ্যো দিব্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্য ইত্যাহোভয়েষ্বেব দেবমনুষ্যেষু প্রাণান্দধাতি মনস্ত্বা অষ্টিবত্যাহ মন এবাশ্নুত উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহী-ত্যাহান্তরিক্ষদেবত্যো হি প্রাণঃ স্বাহা ত্বা সুভবঃ সূর্য্যায়েত্যাহ প্রাণা বৈ স্বভবসো দেবাস্তেষ্বেব পরোক্ষং জুহোতি দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্য ইত্যাহাঽদিত্যস্য বৈ রশ্ময়ো দেবা মরীচিপাস্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি যদি কাময়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিতি নীচা হস্তেন নি মৃজ্যাদ্বৃষ্টিমেব নি যচ্ছতি যদি কাময়েতাবর্ষুকঃ স্যাদিত্যুত্তানেন নি মৃজ্যাদ্বৃষ্টিমেবোদ্যচ্ছতি যদ্যভিচরেদমুং জহ্যথ ত্বা হোষ্যামীতি ব্রূয়াদাহুতিমেবৈনং প্রেপ্সন্ হন্তি যদি দূরে স্যাদা তমিতোস্তিষ্ঠেৎ প্রাণমেবাস্যানুগত্য হন্তি যদ্যভিচরেদমুষ্য ত্বা প্রাণে সাদয়ামীতি সাদয়েদসন্নো বৈ প্রাণঃ প্রাণমেবাস্য সাদয়তি ষড্‌ভিরংশুভিঃ পবয়তি ষড্‌বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি ত্রিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাত্রয়ঃ পশূনাং হস্তাদানা ইতি যত্রিরুপাংশুং হস্তেন বিগৃহ্ণাতি তস্মাত্রয়ঃ পশূনাং হস্তাদানাঃ পুরুষো হস্তী মর্কটঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা উপাংশৌ যজ্ঞং সংস্থাপ্যমপশ্যন্তমুপাংশৌ সমস্থাপয়ন্তেঽসুরা বজ্রমুদ্যত্য দেবানভ্যায়ন্ত তে দেবা বিভ্যত ইন্দ্রমুপাধাবন্তানিন্দ্রোঽন্তর্যামেণান্তরধত্ত তদন্তর্য্যামস্যান্তর্য্যামত্বং যদন্ত-র্য্যামো গৃহ্যতে ভ্রাতৃব্যানেব তদ্যজমানোঽন্তর্ধত্তেঽন্তস্তে দধামি দ্যাবাপৃথিবী অন্তরুর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যাহৈভিরেব লোকৈর্যজমানো ভ্রাতৃব্যানন্তর্ধত্তে তে দেবা অমন্যন্তেন্দ্রো বা ইদমভূদ্যদ্বয়ং স্ম ইতি তেঽব্রুবন্মঘবন্ননু ন আ ভজেতি সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চেত্যব্রবীদ্যে চৈব দেবাঃ পরে যে চাবরে তানুভয়ান্ অন্বাভজৎ সজোষা দেবৈরবরৈঃ পরৈশ্চেত্যাহ যে চৈব দেবাঃ পরে যে চাবরে তানুভয়ানন্বা-ভজত্যন্তর্য্যামে মঘবন্মাদয়স্বেত্যাহ যজ্ঞাদেব যজমানং নান্তরেত্যুপযামগৃহীতোঽ-সীত্যাহাপানস্য ধৃত্যৈ যদুভাবপবিত্রৌ গৃহ্যেয়াতাং প্রাণমপানোঽনু ন্যচ্ছেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ পবিত্রবানন্তর্য্যামো গৃহ্যতে প্রাণাপানয়োর্বিধৃত্যৈ প্রাণাপানৌ বা এতৌ যদুপাংশ্বন্তর্য্যামৌ ব্যান উপাংশুসবনো যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিত্য-সংস্পৃষ্টৌ তস্য সাদয়েদ্ ব্যানেনৈবাস্য প্রাণাপানৌ বি চ্ছিনত্তি তাজক্ প্র মীয়তে যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি সংস্পৃষ্টৌ তস্য সাদয়েদ্ ব্যানেনৈবাস্য প্রাণাপানৌ সং তনোতি সর্ব্বমায়ুরেতি ॥ ৬ ॥

মন্ত্র ঃ বাগ্বা এষা যদৈন্দ্রবায়বো যদৈন্দ্রবায়বাগ্র গ্রহা গৃহ্যন্তে বাচমেবানু প্র যন্তি বায়ুং দেবা অব্রুবন্‌ৎসোমং রাজানং হনামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মদগ্রা এব বো গ্রহা গৃহ্যান্তা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তে তমঘ্নন্‌ৎসোঽপূয়ত্তং দেবা নোপাধৃষ্ণুবন্তে বায়ুমব্রুবন্নিমং নঃ স্বদয় ইতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মদ্দেব-ত্যান্যেব বঃ পাত্রাণ্যুচ্যান্তা ইতি তস্মান্নানাদেবতানি সন্তি বায়ব্যানুচ্যন্তে তমেভ্যো

বায়ুরেবাস্বদয়ত্তস্মাৎ পূয়তি তৎ প্রবাতে বি যজন্তি বায়ুর্হি তস্য পবয়িতা স্বদয়িতা তস্য বিগ্রহণং নাবিন্দন্ৎসাঽদিতিরব্রবীদ্বরং বৃণা অথ ময়া বি গৃহ্ণীধ্বং মদ্দেবত্যা এব বঃ সোমাঃ সন্না অসন্নিত্যুপযামগৃহীতোঽসীত্যাহাদিতিদেবত্যাস্তেন যানি হি দারুময়াণি পাত্রাণ্যস্যৈতানি যোনেঃ সম্ভূতানি যানি মৃন্ময়ানি সাক্ষাত্তান্যস্যৈ তস্মাদেবমাহ বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃত্যাঽবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তস্মাৎ সকৃদিন্দ্রায় মধ্যতে গৃহ্যতো দ্বির্ব্বায়বে দ্বৌ হি স বরাববৃণীত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম থেকে সপ্তম অনুবাকে—উপাংশু থেকে আগ্রয়ণ পর্যন্ত গ্রহ। ৫—৭ ॥

মন্ত্র ঃ মিত্রং দেবা অব্রুবন্ৎসোমং রাজানং হনামেতি সোঽব্রবীন্নাহং সর্ব্বস্য বা অহং মিত্রমস্মীতি তমব্রুবন্ হনামৈবেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ পয়সৈব মে সোমং শ্রীণান্নিতি তস্মান্মৈত্রাবরুণং পয়সা শ্রীণন্তি তস্মাৎ পশবোঽপাক্রামন্মিত্রঃ সন্ ক্রূরম-করিতি ক্রূরমিব খলু বা এষঃ করোতি যঃ সোমেন যজতে তস্মাৎ পশবোঽপ ক্রামন্তি যন্মৈত্রাবরুণং পয়সা শ্রীণাতি পশুভিরেব তন্মিত্রং সমর্ধয়তি পশুভির্যজমানং পুরা খলু বাবৈবং মিত্রোঽবেদপ মৎ ক্রূরং চক্রুষঃ পশবঃ ক্রমিষ্যন্তীতি তস্মাদেবমবৃণীত বরুণ দেবা অব্রুবন্ত্বয়াংশভুবা সোমং রাজানং হনামেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চ এবৈষ মিত্রায় চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মান্মৈত্রাবরুণঃ সহ গৃহ্যত তস্মাদ্রাজ্ঞা রাজানমংশভুবা ঘ্নন্তি বৈশ্যেন বৈশ্যং শূদ্রেণ শূদ্রং ন বা ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাবৃত্তং তে দেবা মিত্রাবরুণাবব্রুবন্নিদং নো বি বাসয়তমিতি তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহা এক এবাঽবৎ পূর্ব্বো গ্রহো গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ পূর্ব্বো মৈত্রাবরুণাদ্ গৃহ্যতে প্রাণাপানৌ হ্যেতৌ যদুপাংশ্বন্তর্যামৌ মিত্রোঽহরজনয়-দ্বরুণো রাত্রিং ততো বা ইদং ব্যৌচ্ছদ্যন্মৈত্রাবরুণো গৃহ্যতে ব্যুষ্ট্যৈ ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ যজ্ঞস্য শিরোঽচ্ছিদ্যত তে দেবা অশ্বিনাবব্রুবন্ ভিষজৌ বৈ স্থ ইদং যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি ধত্তমিতি তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ গ্রহ এব নাবত্রাপি গৃহ্যতামিতি তাভ্যামেতমাশ্বিনমগৃহ্ণন্ততো বৈ তৌ যজ্ঞস্য শিরঃ প্রত্যধত্তাং যদাশ্বিনো গৃহ্যতে যজ্ঞস্য নিষ্কৃত্যৈ তৌ দেবা অব্রুবন্নপূতৌ বা ইমৌ মনুষ্য-চরৌ ভিষজাবিতি তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্যমপূতো হ্যেষোঽমেধ্যো যো ভিষক্তৌ বহিষ্পবমানেন পবয়িত্বা তাভ্যামেতমাশ্বিনমগৃহ্ণন্তস্মাদ্বহিষ্পবমানে স্তুত আশ্বিনো গৃহ্যতে তস্মাদেবং বিদুষা বহিষ্পবমান উপসদ্যঃ পবিত্রং বৈ বহিষ্পবমান আত্মানমেব পবয়তে তয়োস্ত্রেধা ভৈষজ্যং বি ন্যদধুরগ্নৌ তৃতীয়মপ্সু তৃতীয়ং ব্রাহ্মণে তৃতীয়ং তস্মা-দুদপাত্রম্ উপনিধায় ব্রাহ্মণং দক্ষিণতো নিষাদ্য ভেষাজং কুর্যাদ্যাবদেব ভেষজং তেন করোতি সমর্ধুকমস্য কৃতং ভবতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদেকপাত্রা দ্বিদেবত্যো গৃহ্যন্তে দ্বিপাত্রা হূয়ন্ত ইতি যদেকপাত্র গৃহ্যন্তে তস্মাদেকোঽন্তরতঃ প্রাণো দ্বিপাত্রা হূয়ন্তে তস্মাদ্দ্বৌদ্বৌ বহিষ্ঠাৎ প্রাণাঃ প্রাণা বা এতে যদ্দ্বিদেবত্যাঃ পশব ইড়া যদিড়াং পূর্ব্বাং দ্বিদেবত্যেভ্য উপহ্বয়েত পশুভিঃ প্রাণানন্তর্দধীত প্রমায়ুকঃ স্যাদ্দ্বিদে-ত্যান্ ভক্ষয়িত্বেড়ামুপ হ্বয়তে প্রাণানেবাঽত্মন্ধিত্বা পশূনুপ হ্বয়তে বাগ্বা ঐন্দ্রাবা-য়বশ্চক্ষুর্মৈত্রাবরুণঃ শ্রোত্রমাশ্বিনঃ পুরস্তাদৈন্দ্রবায়বং ভক্ষয়তি তস্মাৎ পুরস্তাদ্বাচা বদতি পুরস্তান্মৈত্রাবরুণং তস্মাৎ পুরস্তাচ্চক্ষুষা পশ্যতি সর্ব্বতঃ পরিহারমাশ্বিনং তস্মাৎ সর্ব্বতঃ শ্রোত্রেণ শৃণোতি প্রাণা বা এতে যদ্দ্বিদেবত্যাঃ অরিক্তানি পাত্রাণি সাদয়তি তস্মাদরিক্তা অন্তরতঃ প্রাণা যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞং রক্ষাংস্যব চরন্তি যদরিক্তানি পাত্রাণি সাদয়তি ক্রিয়মা-

ণমেব তদ্যজ্ঞস্য শয়ে রক্ষসামনন্ববচারায় দক্ষিণস্য হবির্ধানস্যোত্তরস্যাং বর্ত্তন্যাং সাদয়তি বাচ্যেব বাচং দধাত্যা তৃতীয়সবনাৎ পরি শেরে যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত আসীচ্ছণ্ডামর্কাবসুরাণাং ব্রহ্মন্বন্তো দেবা আসন্ব্রহ্মণ্বন্তোঽসুরাস্তেঽন্যোঽন্যং নাশক্নুবন্নভিভবিতুং তে দেবাঃ শণ্ডামর্কাবুপামন্ত্রয়ন্ত তাবব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ গ্রহাবেব নাবত্রাপি গৃহ্যেতামিতি তাভ্যামেতৌ শুক্রামন্থিনাবগৃহ্ণন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষঃ শুক্রামন্থিনৌ গৃহ্যেতে ভবত্যাত্মনা পরা অস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি তৌ দেবা অপনুদ্যাঽঽত্মন ইন্দ্রায়াজুহবুরপনুত্তৌ শণ্ডামর্কৌ সহামুনেতি ব্রূয়াদ্যং দ্বিষ্যাদ্যমেব দ্বেষ্টি তেনৈনৌ সহাপনুদতে স প্রথমঃ সংকৃতির্বিশ্বকর্মেত্যেবৈনাবাত্মন ইন্দ্রায়াজুহবুরিন্দ্রো হ্যেতানি রূপাণি করিক্রদচরদসৌ বা আদিত্যঃ শুক্রশ্চন্দ্রমা মন্থ্যপিগৃহ্য প্রাঞ্চৌ নিঃ ক্রামতস্তস্মাৎ প্রাঞ্চৌ যন্তৌ ন পশ্যন্তি প্রত্যঞ্চাবাবৃত্য জুহুতস্তস্মাৎ প্রত্যঞ্চৌ যন্তৌ পশ্যন্তি চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যচ্ছুক্রামন্থিনৌ নাসিকোত্তরবেদিরভিতঃ পরিক্রম্য জুহুতস্তস্মাদভিতো নাসিকাং চক্ষুষী তস্মান্নাসিকয়া চক্ষুষী বিধৃতে সর্বতঃ পরি ক্রামতো রক্ষসামপহত্যৈ দেবা বৈ যাঃ প্রাচীরাহুতীরজুহবুর্যে পুরস্তাদসুরা আসন্তাংস্তাভিঃ প্র অনুদন্ত যাঃ প্রতীচীর্যে পশ্চাদসুরা আসন্তাংস্তাভিরপানুদন্ত প্রাচীরন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তে প্রত্যঞ্চৌ শুক্রামন্থিনৌ পশ্চাচ্চৈব পুরস্তাচ্চ যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্র ণুদতে তস্মাৎ পরাচীঃ প্রজাঃ প্র বীয়ন্তে প্রতীচীর্জায়ন্তে শুক্রামন্থিনৌ বা অনু প্রজাঃ প্র জায়ন্তেঽত্রীশ্চাঽদ্যাশ্চ সুবীরাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি শুক্রঃ শুক্রশোচিষা সুপ্রজাঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্ পরীহি মন্থী মন্থিশোচিষেত্যাহৈতা বৈ সুবীরা যা অত্রীরেতাঃ সুপ্রজা যা আদ্যা য এবং বেদাত্র্যস্য প্রজা জায়তে নাঽদ্যা প্রজাপতেরক্ষ্যশ্বয়ত্তৎ পরাঽপতত্তদ্বিকঙ্কতং প্রাবিশত্তদ্বিকঙ্কতে নারমত তদ্যবং প্রাবিশত্তদ্যবেঽরমত তদ্যবস্য যবত্বং যদ্বৈকঙ্কতং মন্থিপাত্রং ভবতি সক্তুভিঃ শ্রীণাতি প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যান্মন্থিপাত্রং সদো নাশ্নুত ইত্যার্ত্তপাত্রং হীতি ব্রূয়াদ্যদশ্নুবীতান্ধোঽধ্বর্যুঃ স্যাদার্ত্তিমার্চ্ছেত্তস্মান্নাশ্নুতে ॥ ১০ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্বত তদসুরা অকুর্বত তে দেবা আগ্রয়ণাগ্রান্গ্রহানপশ্যন্তানগৃহ্ণত ততো বৈ তেঽগ্রং পর্যায়ন্যস্যৈবং বিদুষ আগ্রয়ণাগ্রা গ্রহা গৃহ্যন্তেঽগ্রমেব সমানানাং পর্যেতি রুগ্ণবত্যর্চা ভ্রাতৃব্যবতো গৃহ্ণীয়াদ্ভ্রাতৃব্যস্যৈব রুক্ত্বাঽগ্রং সমানানাং পর্যেতি যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থেত্যাহ এতাবতীর্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্বাভ্যো গৃহ্ণাত্যেষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইত্যাহ বৈশ্বদেবো হ্যেষ দেবতয়া বাগ্বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানা তে দেবা বাচ্যপক্রান্তায়াং তূষ্ণীং গ্রহানগৃহ্ণত সাঽমন্যত বাগন্তর্যন্তি বৈ মেতি সাঽগ্রয়ণং প্রত্যাগচ্ছত্তদাগ্রয়ণস্যাঽগ্রয়ণত্বম্ তস্মাদাগ্রয়ণে বাগ্বি সৃজ্যতে যত্তূষ্ণীং পূর্বে গ্রহা গৃহ্যন্তে যথা ৎসারীয়তি ম আখ্যেষ্যতি নাপ রাৎস্যামীত্যুপাবসৃজত্যেবমেব তদধ্বর্যুরাগ্রয়ণং গৃহীত্বা যজ্ঞমারভ্য বাচং বি সৃজতে ত্রির্হিং করোত্যুদ্গাতৄনেব তদ্বৃণীতে প্রজাপতির্বা এষ যদাগ্রয়ণো যদাগ্রয়ণং গৃহীত্বা হিং করোতি প্রজাপতিরেব তৎ প্রজা অভি জিঘ্রতি তস্মাদ্বৎসং জাতং গৌরভি জিঘ্রত্যাত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদাগ্রয়ণঃ সবনেসবনেঽভি গৃহ্ণাত্যাত্মন্নেব যজ্ঞং সং তনোত্যুপরিষ্টাদা নয়তি রেত এব তদ্দধাত্যধস্তাদুপ গৃহ্ণাতি প্র জনয়ত্যেব তদ্ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্গায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসাং সতী সর্বাণি সবনানি বহতীত্যেষ বৈ গায়ত্র্যৈ বৎসো যদাগ্রয়ণস্তমেব তদভিনিবর্ত্তং সর্বাণি সবনানি বহতি তস্মাদ্বৎসমপাকৃতং গৌরভি নিবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ : অষ্টম থেকে একাদশ অনুবাকে—শুক্র, মন্থিগ্রহ ও অবগ্রয়ণ গ্রহ। ৮—১১

পঞ্চম প্রপাঠক

মন্ত্র : ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ স বৃত্রো বজ্রাদুদ্যতাদবিভেৎ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যং প্রাযচ্ছত্তস্মৈ দ্বিতীয়মুদযচ্ছৎ সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যমেব প্রাযচ্ছত্তস্মৈ তৃতীয়মুদযচ্ছত্তং বিষ্ণুর-ন্বতিষ্ঠত জহাতি সোঽব্রবীন্মা মে প্র হারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্য্যং তত্তে প্র দাস্যামীতি তস্মা উক্থ্যমেব প্রাযচ্ছত্তং নির্ম্মায়ং ভূতমহন্যজ্ঞো হি তস্য মায়া-ঽসীদ্যদুক্থ্যো গৃহ্যত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্য্যং যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্ত ইন্দ্রায় ত্বা বৃহদ্বতে বয়স্বত ইত্যাহেন্দ্রায় হি স তং প্রাযচ্ছত্তস্মৈ ত্বা বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ যদেব বিষ্ণুরন্বতিষ্ঠত জহীতি তস্মাদ্বিষ্ণুমনাভজতি ত্রির্নির্গৃহ্ণাতি ত্রির্হি স তং তস্মৈ প্রাযচ্ছদেষ তে যোনিঃ পুনর্হবিরসীত্যাহ পুনঃপুনঃ হ্যস্মান্নির্গৃহ্ণাতি চক্ষুর্বা এতদ্যজ্ঞস্য যদুক্থ্যস্তস্মাদুক্থ্যং হুতং সোমা অন্বায়ন্তি তস্মাদাত্মা চক্ষুরন্বেতি তস্মাদেকং যন্তং বহবোঽনু যন্তি তস্মাদেকো বহূনাং ভদ্রো ভবতি তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দতে যদি কাময়েতাধ্বর্য্যুরাত্মানং যজ্ঞযশসেনার্প-য়েয়মিত্যন্তরাঽহবনীয়ং চ হবির্দ্ধানং চ তিষ্ঠন্নব নয়েৎ আত্মানমেব যজ্ঞযশ-সেনার্পয়তি যদি কাময়েত যজমানং যজ্ঞযশসেনার্পয়েয়মিত্যন্তরা সদোহবির্দ্ধানে তিষ্ঠন্নব নয়েদ্যজমানমেব যজ্ঞযশসেনার্পয়তি যদি কাময়েত সদস্যান্যজ্ঞযশসেনা-র্পয়েয়মিত্যসদ আলভ্যাব নয়েৎ সদস্যানেব যজ্ঞযশসেনার্পয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—উক্থ্যগ্রহ ॥ ১।

মন্ত্র : আয়ুর্ব্বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধ্রুব উত্তমো গ্রহাণাং গৃহ্যতে তস্মাদায়ুঃ প্রাণানামুত্তমং মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা ইত্যাহ মূর্দ্ধানমেবৈনং সমানানাং করোতি বৈশ্বানরমৃতায় জাতমগ্নিমিত্যাহ বৈশ্বানরং হি দেবতয়াঽয়ুরুভয়তো-বৈশ্বানরো গৃহ্যতে তস্মাদুভয়তঃ প্রাণা অধস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চার্দ্ধিনোঽন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তেঽর্দ্ধী ধ্রুবস্তস্মাৎ অর্দ্ধ্যবাঙ্ প্রাণোঽন্যেষাং প্রাণানামুপোপ্তেঽন্যে গ্রহাঃ সাদ্যন্তেঽনুপোপ্তে ধ্রুবস্তস্মাদস্থ্নাঽন্যাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি মাংসেনান্যা অসুরা বা উত্তরতঃ পৃথিবীং পর্য্যাচিকীর্ষংস্তাং দেবা ধ্রুবেণাদৃংহন্তদ্ধ্রুবস্য ধ্রুবত্বং যদ্ধ্রুব উত্তরতঃ সাদ্যতে ধৃত্যা আয়ুর্ব্বা এতদজ্ঞস্যং যদ্ধ্রুব আত্মা হোতা যদ্ধোতৃচমসে ধ্রুবমবনয়ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্য আয়ুর্দ্দধাতি পুরস্তাদুক্থস্যাবনীয় ইত্যাহুঃ পুরস্তাদধ্যায়ুষো ভুঙ্ক্তে মধ্যতোঽবনীয় ইত্যাহুর্ম্মধ্যমেন হ্যায়ুষো ভুঙ্ক্ত উত্তরার্দ্ধেঽবনীয় ইত্যাহুরুত্তমেন হ্যায়ুষো ভুঙ্ক্তে বৈশ্বদেব্যামৃচি শস্যমানায়ামব নয়তি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাঃ প্রজাস্বেবাঽয়ুর্দ্দধাতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাদে—ধ্রুব গ্রহ ॥ ২।

মন্ত্র : যজ্ঞেন বৈ দৈবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বা-ভবিষ্যন্তীতি তে সম্বৎসরেণ যোপয়িত্বা সুবর্গং লোকমায়ন্তমৃষয় ঋতুগ্রহৈ-রেবানু প্রাজানন্যদৃতুগ্রহা গৃহ্যন্তে সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাতৈ দ্বাদশ গৃহ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরস্য প্রজ্ঞাত্যৈ সহ প্রথমৌ গৃহ্যেতে সহোত্তমৌ তস্মাদ্দ্বৌদ্বাবৃতূ উভয়তোমুখমৃতুপাত্রং ভবতি কঃ হি তদ্বেদ যত ঋতূনাং

মুখমৃতুনা প্রেষ্যেতি ষট্কৃত্ব আহ ষড্বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাত্যৃতুভিরিতি চতুশ্চতুষ্পদ এব পশূন্ প্রীণাতি দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাহহ দ্বিপদ এব প্রীণাত্যৃতুনা প্রেষ্যেতি ষট্কৃত্ব আহর্তুভিরিতি চতুস্তস্মাচ্চতুষ্পাদঃ পশব ঋতূনুপ জীবন্তি দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাহহ তস্মাদ্দ্বিপাদশ্চতুষ্পদঃ পশূনুপ জীবন্ত্যৃতুনা প্রেষ্যেতি ষট্কৃত্ব আহর্তুভিরিতি চতুর্দ্বিঃ পুনর্ঋতুনাহহাক্রমণমেব তৎ সেতুং যজমানঃ কুরুতে সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ নান্যোঽন্যমনু প্রপদ্যেত যদন্যোঽন্যমনুপ্রপদ্যেতর্তুর্ঋতুমনু প্র পদ্যেতর্তবো মোহুকাঃ স্যুঃ প্রসিদ্ধমেবাধ্বর্যুর্দক্ষিণেন প্র পদ্যতে প্রসিদ্ধং প্রতিপ্রস্থাতোত্তরেণ তস্মাদাদিত্যঃ ষণ্মাসো দক্ষিণেনৈতি ষডুত্তরেণোপযামগৃহীতোঽসি সংসর্পোঽস্যংহস্পত্যায় ত্বেত্যাহাস্তি ত্রয়োদশো মাস ইত্যাহুস্তমেব তৎ প্রীণাতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : তৃতীয় অনুবাকে—ঋতু গ্রহ ॥ ৩ ।

মন্ত্র : সুবর্গায় বা এতে লোকায় গৃহ্যন্তে যদৃতুগ্রহা জ্যোতিরিন্দ্রাগ্নী যদৈন্দ্রাগ্নমৃতুপাত্রেণ গৃহ্ণাতি জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টাদ্দধাতি সুবর্গস্য লোকস্যানু-খ্যাত্যা ওজোভৃতৌ বা এতৌ দেবানাং যদিন্দ্রাগ্নী যদৈন্দ্রাগ্নো গৃহ্যত ওজ এবাব রুন্ধে বৈশ্বদেবং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্ণাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজা অসাবাদিত্যঃ শুক্রো যদ্বৈশ্বদেবং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্ণাতি তস্মাদশাবাদিত্যঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রত্যঙ্ঙু-দেতি তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি বৈশ্বদেবং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্ণাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাস্তেজঃ শুক্রো যদ্বৈশ্বদেবং শুক্রপাত্রেণ গৃহ্ণাতি প্রজাস্বেব তেজো দধাতি ॥ ৪ ॥

অনবাদ : চতুর্থ অনুবাকে—ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ ॥ ৪ ।

মন্ত্র : ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সম্বিদ্যেন মাধ্যন্দিনে সবনে বৃত্রমহন্যন্মাধ্যন্দিনে সবনে মরুত্বতীয়া গৃহ্যন্তে বার্ত্রঘ্না এব তে যজমানস্য গৃহ্যন্তে তস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ঋতবোঽমুহ্যন্ৎস ঋতুপাত্রেণ মরুত্বতীয়ানগৃহ্ণাত্ততো বৈ স ঋতূন্ প্রাজানাদ্যদৃতু-পাত্রেণ মরুত্বতীয়া গৃহ্যন্ত ঋতূনাং প্রজ্ঞাত্যৈ বজ্রং বা এতং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি যন্মরুত্বতীয়া উদেব প্রথমেন যচ্ছতি প্র হরতি দ্বিতীয়েন স্তৃণুতে তৃতীয়েনাহয়ুধং বা এতদ্যজমানঃ সং স্কুরুতে যন্মরুত্বতীয়া ধনুরেব প্রথমো জ্যা দ্বিতীয় ইষুস্তৃতীয়ঃ প্রত্যেব প্রথমেন ধত্তে বি সৃজতি দ্বিতীয়েন বিধ্যতি তৃতীয়েনেন্দ্রো বৃত্রং হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদপরাধমিতি মন্যমানঃ স হরিতোঽ-ভবৎ স এতান্মরুত্বতীয়ানাত্মস্পরণানপশ্যত্তানগৃহ্ণীত প্রাণমেব প্রথমেনস্পৃণুতাপানং দ্বিতীয়েনাহত্মানং তৃতীয়েনাহত্মস্মরণা বা এতে যজমানস্য গৃহ্যন্তে যন্মরুত্বতীয় প্রাণামেব প্রথমেন স্পৃণুতেঽপানং দ্বিতীয়েনাহত্মানং তৃতীয়েনেন্দ্রো বৃত্রমহন্তং দেবা অব্রুবন্মহান্বা অয়মভূদ্যো বৃত্রমবধীদিতি তন্মহেন্দ্রস্য মহেন্দ্রত্বং স এতং মাহেন্দ্র-মুদ্ধারমুদহরত বৃত্রং হত্বাঽন্যাসু দেবতাস্বধি যন্মাহেন্দ্রো গৃহ্যত উদ্ধারমেব তং যজমান উদ্ধরতেঽন্যাসু প্রজাস্বধি শুক্রপাত্রেণ গৃহ্ণাতি যজমানদেবত্যো বৈ মাহেন্দ্রস্তেজঃ শুক্রো যন্মাহেন্দ্রং শুক্রাত্রেণ গৃহ্ণাতি যজমান এব তেজো দধাতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : পঞ্চম অনুবাকে—মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র গ্রহ ॥ ৫ ।

মন্ত্র : অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচত্তস্যা উচ্ছেষণমদদুস্তৎ প্রাশ্নাৎ সা রেতোঽধত্ত তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত সা দ্বিতীয়মপচৎ সাঽমন্য-তোচ্ছেষণান্ম ইমেঽজ্ঞত যদগ্রে প্রাশিষ্যামীতো মে বসীয়াংসো জনিষ্যন্ত ইতি সাঽগ্রে প্রাশ্নাৎ সা রেতোঽধত্ত তস্যৈ ব্যৃদ্ধমাণ্ডমজায়ত সাঽদিত্যেভ্য এব তৃতীয়মপ-চদ্ভোগায় ম ইদং শ্রান্তমস্ত্বিতি তেঽব্রুবন্বরং বৃণামহৈ যোঽতো জায়াতা অস্মাকং স একোঽসদ্যোঽস্য প্রজায়ামৃধ্যাতা অস্মাকং ভোগায় ভবাদিতি ততো বিবস্বানা-দিত্যোঽজায়ত তস্য বা ইয়ং প্রজা যন্মনুষ্যাস্তাস্বেক এবর্ধো যো যজতে স দেবানাং

ভোগায় ভবতি দেবা বৈ যজ্ঞাৎ রুদ্রমন্তরায়ন্‌ৎস আদিত্যানন্বাক্রমন্ত তে দ্বিদেবত্যান প্রাপদ্যন্ত তান্ন প্রতি প্রাযচ্ছন্তস্মাদপি বধ্যং প্রপন্নং ন প্রতি প্র যচ্ছন্তি তস্মাদ্দ্বিদেবত্যেভ্য আদিত্যো নিগৃহ্যতে যদুচ্ছেষণাদজায়ন্ত তস্মাদুচ্ছেষণাদ্‌গৃহ্যতে তিসৃভির্ঋগ্‌ভির্গৃহ্ণাতি মাতা পিতা পুত্রস্তদেব তন্মিথুনমুল্বং গর্ভো জরায়ু তদেব তং মিথুনং পশবো বা এতে যদাদিত্য ঊর্ধ্ধি দধ্না মধ্যতঃ শ্রীণাত্যূর্গ্বেব পশুনাং মধ্যতো দধাতি শৃতাতঙ্কোন মেধ্যত্বায় তস্মাদামা পক্বং দুহে পশবো বা এতে যদাদিত্যঃ পরিশ্রিত্য গৃহ্ণাতি প্রতিরুদ্ধ্যৈবাস্মৈ পশূন্‌ গৃহ্ণাতি পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিঃ পরিশ্রিত্য গৃহ্ণাতি রুদ্রাদেব পশূনন্তর্দধাতি এষ বৈ বিবস্বানাদিত্যো যদুপাংশুসবনঃ স এতমেব সোমপীথং পরি শয় আ তৃতীয়সবনাদ্বিবস্ব আদিত্যৈষ তে সোমপীথ ইত্যাহ বিবস্বন্তমেবাহদিত্যং সোমপীথেন সমর্ধয়তি যা দিব্যা বৃষ্টিস্তয়া ত্বা শ্রীণামীতি বৃষ্টিকামস্য শ্রীণীয়াদ্বৃষ্টিমেবাব রুন্ধে যদি তাজক্‌ প্রস্কন্দেদ্বর্ষুকঃ পর্জন্যঃ স্যাদ্যদি চিরমবর্ষুকো ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে নানু বষট্‌করোতি যদনুবষট্‌কুর্য্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেন্ন হুত্বাহন্বীক্ষেত যদন্বীক্ষেত চক্ষুরস্য প্রমায়ুকং স্যাত্তস্মান্নান্বীক্ষ্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : ষষ্ঠ অনুবাকে—আদিত্য গ্রহ । ৬ ॥

মন্ত্র : অন্তর্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্‌গৃহ্ণাতি প্রজাপতির্বা এষ যদাগ্রয়ণঃ প্রজানাং প্রজননায় ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে নানু বষট্‌করোতি যদনুবষট্‌কুর্য্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেদেষ বৈ গায়ত্রো দেবানাং যৎ সবিতৈষ গায়ত্রিয়ৈ লোকে গৃহ্যতে যদাগ্রয়ণো যদন্তর্য্যামপাত্রেণ সাবিত্রমাগ্রয়ণাদ্‌গৃহ্ণাতি স্বাদেবৈনং যোনের্নির্গৃহ্ণাতি বিশ্বে দেবাস্তৃতীয়ং সবনং নোদযচ্ছন্তে সবিতারং প্রাতঃসবনভাগং সন্তং তৃতীয়সবনমভি পর্য্যণয়ন্ততো বৈ তে তৃতীয়ং সবনমুদযচ্ছন্যত্তৃতীয়সবনে সাবিত্রো গৃহ্যতে তৃতীয়স্য সবনস্যোদ্যত্যৈ সবিতৃপাত্রেণ বৈশ্বদেবং কলশাদ্‌গৃহ্ণাতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজা বৈশ্বদেবঃ কলশঃ সবিতা প্রসবানামীশে যৎ সবিতৃপাত্রেণ বৈশ্বদেবং কলশাদ্‌গৃহ্ণাতি সবিতৃপ্রসূত এবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি সোমে সৌমমভি গৃহ্ণাতি রেত এব তদ্দধাতি সুশর্মাহসি সুপ্রতিষ্ঠান ইত্যাহ সোমে হি সোমমভিগৃহ্ণাতি প্রতিষ্ঠিত্যা এতস্মিন্বা অপি গ্রহে মনুষ্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পি[illegible]ভ্যঃ ক্রিয়তে সুশর্মাহসি সুপ্রতিষ্ঠান ইত্যাহ মনুষ্যেভ্য এবৈতেন করোতি বৃহদিত্যাহ দেবেভ্য এবৈতেন করোতি নম ইত্যাহ পিতৃভ্য এবৈতেন করোত্যেতাবতীর্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্বাভ্যো গৃহ্ণাত্যেষ তে যোনির্বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্য ইত্যাহ বৈশ্বদেবো হ্যেষঃ । ৭ ॥

অনুবাদ : সপ্তম অনুবাকে—বৈশ্বদেব গ্রহ । ৭ ॥

মন্ত্র : প্রাণো বা এষ যদুপাংশুর্যদুপাংশুপাত্রেণ প্রথমশ্চোত্তমশ্চ গ্রহৌ গৃহেতে প্রাণমেবানু প্রযন্তি প্রাণমনূদ্যন্তি প্রজাপতির্বা এষ যদাগ্রয়ণঃ প্রাণ উপাংশুঃ পত্নীঃ প্রজাঃ প্রজনয়ন্তি যদুপাংশুপাত্রেণ পাত্নীবতমাগ্রয়ণাদ্‌গৃহ্ণাতি প্রজানাং প্রজননায় তস্মাৎ প্রাণং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে দেবা বা ইতইতঃ পত্নীঃ সুবর্গম্‌ লোকমজিগাংসন্ত সুবর্গং লোকং ন প্রাজানন্ত এতং পাত্নীবতমপশ্যন্তমগৃহ্ণত ততো বৈ সুবর্গং লোকং প্রাজানন্যৎ পাত্নীবতো গৃহ্যতে সুবর্গস্য লোকস্য প্রজ্ঞাত্যৈ স সোমো নাতিষ্ঠত স্ত্রীভ্যো গৃহ্যমাণস্তং ঘৃতং বজ্রং কৃত্বাহঘ্নন্তং নিরিন্দ্রিয়ং ভূতমগৃহ্ণন্তস্মৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীরপি পাপাৎ পুংস উপস্তিতরম্‌ বদন্তি যদ্ঘৃতেন পাত্নীবতং শ্রীণাতি বজ্রেণৈবৈনং বশে কৃত্বা গৃহ্ণাত্যুপয়ামগৃহীতোহসীত্যাহেয়ং বা উপযামস্তস্মাদিমাং প্রজা অনু প্র জায়ন্তে বৃহস্পতিসুতস্য ত ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতি-

র্ষ্মাণেবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তীন্দ্রো ইত্যাহ রেতো বা ইন্দু রেত এব তদ্দধাতীন্দ্রিয়াব ইতি আহ প্রজা বা ইন্দ্রিয়ং প্রজা এবাস্মৈ প্র জনয়ত্যগ্না ইত্যাহাগ্নির্বৈ রেতোধাঃ পত্নীব ইত্যাহ মিথুনত্বায় সজুর্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিবেত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাতি দেবা বৈ ত্বষ্টারমজিঘাংসন্ৎস পত্নীঃ প্রাপদ্যত তং ন প্রতি প্রাষচ্ছন্তস্মাদপি বধ্যং প্রপন্নং ন প্রতি প্র যচ্ছন্তি তস্মাৎ পাত্নীবতে ত্বষ্ট্রেঽপি গৃহ্যতে ন সাদয়ত্যসন্নাদ্ধি প্রজাঃ প্রজায়ন্তে নানু বষট্করোতি যদনুবষট্-কুর্যাদ্রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজেদ্যন্নানুবষট্কুর্যাদশান্তমগ্নীৎ সোমং ভক্ষয়েদুপাংশ্বনু বষট্করোতি ন রুদ্রং প্রজা অন্ববসৃজতি শান্তমগ্নীৎ সোমং ভক্ষয়ত্যগ্নান্নেষ্টরুপ-স্থমা সীদ নেষ্টঃ পত্নীমুদানয়েত্যাহাগ্নীদেব নেষ্টরি রেতো দধাতি নেষ্টা পত্নিয়া-মুদ্গাত্রা সংখ্যাপয়তি প্রজাপতির্বা এষ যদুদ্গাতা প্রজানাং প্রজননায়াপ উপ প্র বর্ত্তয়তি রেত এব তৎ সিঞ্চত্যুরুণোপ প্র বর্ত্তয়ত্যুরুণা হি রেতঃ সিচ্যতে নগ্নং কৃত্যোরুমুপ প্র বর্ত্তয়তি যদা হি নগ্ন উরুর্ভবত্যথ মিথুনী ভবতোঽথ রেতঃ সিচ্য-তেঽথ প্রজাঃ প্র জায়ন্তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—পাত্নীবত গ্রহ। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তস্য শীর্ষকপালমুদৌব্জং স দ্রোণকলশোঽভবত্তস্মাৎ সোমঃ সমস্রবৎ স হারিযোজনোঽভবত্তং ব্যচিকিৎসজ্জুহবানী মা হোষামিতি সোঽ-মন্যত যদ্ধোষ্যাম্যামং হোষ্যামি যন্ন হোষ্যামি যজ্ঞবেশসং করিষ্যামীতি তমধ্রিয়ত হোতুং সোঽগ্নিরব্রবীন্ন ময্যামং হোষ্যসীতি তং ধানাভিরশ্রীণাৎ তং শৃতং ভূতমজু-হোদ্যদ্ধানাভির্হারিযোজনং শ্রীণাতি শৃতত্বায় শৃতমেবৈনং ভূতং জুহোতি বহ্বীভিঃ শ্রীণাত্যেতাবতীরেবাকস্যামুষ্মিল্লোকে কামদুঘা ভবন্ত্যথো খল্বাহুরেতা বা ইন্দ্রস্য পৃশ্নয়ঃ কামদুঘা যদ্ধারিযোজনীরিতি তস্মাদ্বহ্বীভিঃ শ্রীণীয়াদৃৎসামে বা ইন্দ্রস্য হরী সোমপানৌ তয়োঃ পরিধয় আধানং যদপ্রহৃত্য পরিধীঞ্জুহুয়াদন্তরাধানাভ্যাম্ ঘাসং প্র যচ্ছেৎ প্রহৃত্য পরিধীঞ্জুহোতি নিরাধানাভ্যামেব ঘাসং প্র যচ্ছত্যুন্নেতা জুহোতি যাতযামেব হোতর্হ্যধ্বর্যুঃ স্বগাকৃতো যদধ্বর্যুর্জুহুয়াদ্যথা বিমুক্তং পুনর্যুনক্তি তাদৃগেব তচ্ছীর্ষন্নধিনিধায় জুহোতি শীর্ষতো হি স সমভবদ্বিক্রম্য জুহোতি বিক্রম্য হীন্দ্রো বৃত্রমহন্ৎ সমৃদ্ধ্যৈ পশবো বৈ হারিযোজনীর্যৎ সম্ভিন্দ্যা-দল্পাঃ এনং পশবো ভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠেরন্যন্ন সম্ভিন্দ্যাদ্বহব এনং পশবোঽভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠেরন্মনসা সং বাবত উভয়ং করোতি বহব এবৈনং পশবো ভুঞ্জন্ত উপ তিষ্ঠন্ত উন্নেতর্যুপহবমিচ্ছন্তে য এব তত্র সোমপীথস্তমেবাব রুন্ধত উত্তরবেদ্যাং নি বপতি পশবো বা উত্তরবেদিঃ পশবো হারিযোজনীঃ পশুষ্বেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়ন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—হরিযোজন গ্রহ। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ গ্রহান্বা অনু প্রজাঃ পশবঃ প্র জায়ন্ত উপাংশ্বন্তর্যামাবজাবয়ঃ শুক্রা-মন্থিনৌ পুরুষা ঋতুগ্রহানেকশফা আদিত্যগ্রহং গাব আদিত্যগ্রহো ভূয়িষ্ঠাভির্ঋগ্‌-ভির্গৃহ্যতে তস্মাদ্গাবঃ পশূনাং ভূয়িষ্ঠা যত্ত্রিরুপাংশু হস্তেন বিগৃহ্ণাতি তস্মাদ্দ্বৌ ত্রীনজা জনয়ত্যথাবয়ো ভূয়সীঃ পিতা বা এষ যদাগ্রয়ণঃ পুত্রঃ কলশো যদাগ্রয়ণ উপদস্যেৎ কলশাদ্গৃহ্ণীয়াদ্যথা পিতা পুত্রং ক্ষিত উপধাবতি তাদৃগেব তদ্যৎকলশ উপদস্যেদাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণীয়াদ্যথা পুত্রঃ পিতরং ক্ষিত উপধাবতি তাদৃগেব তদাত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদাগ্রয়ণো যদ্গ্রহো বা কলশো বোপদস্যেদাগ্রয়ণাদ্গৃহ্ণীয়াদাত্মন এবাধি যজ্ঞং নিষ্করোত্যবিজ্ঞাতো বা এষ গৃহ্যতে যদাগ্রয়ণঃ স্থাল্যা গৃহ্ণাতি বায়ব্যেন জুহোতি তস্মাৎ গর্ভেণাবিজ্ঞাতেন ব্রহ্মহাঽবভৃথমব যন্তি পরা স্থালীরস্যন্ত্যুদ্বায়ব্যানি

হরন্তি তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাঽস্যন্ত্যুৎ পুমাংসং হরন্তি যৎ পুরোরুচমাহ যথা বস্যস আহরতি তাদৃগেব তদ্যদগ্রহং গৃহ্ণাতি যথা বস্যস আহৃত্য প্রাহ তাদৃগেব তদ্যৎ সাদয়তি যথা বস্যস উপনিধায়াপক্রামতি তাদৃগেব তদ্যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্যদৃচা তদ্দৃঢং পুরস্তাদুপযামা যজুষা গৃহ্যন্ত উপরিষ্টাদুপযামা ঋচা যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : দশম অনুবাকে—আগ্রয়ণাদির পুনর্গ্রহ। ১০ ॥

মন্ত্র : প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তেঽমুমেব তৈর্লোকমভি জয়তি পরাঙিব হ্যসৌ লোকো যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্ত ইমমেব তৈর্লোকমভি জয়তি পুনঃ পুনরিব হ্যয় লোকঃ প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বোষধয়ঃ পরা ভবন্তি যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বোষধয়ঃ পুনরাভবন্তি প্রান্যানি পাত্রাণি যুজ্যন্তে নান্যানি যানি পরাচীনানি প্রযুজ্যন্তে তান্যন্বারণ্যাঃ পশবোঽরণ্যমপ যন্তি যানি পুনঃ প্রযুজ্যন্তে তান্যনু গ্রাম্যাঃ পশবো গ্রামমুপাবয়ন্তি যো বৈ গ্রহাণাং নিদানং বেদ নিদানবান্ ভবত্যাজ্যমিত্যুক্থং তদ্বৈ গ্রহাণাং নিদানং যদুপাংশু শংসতি তৎ উপাংশ্বন্তর্যাময়োর্যদুচ্চৈস্তদিতরেষাং গ্রহাণামেতদ্বৈ গ্রহাণাং নিদানং য এবং বেদ নিদানবান্ ভবতি যো বৈ গ্রহাণাং মিথুনং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়তে স্থালীভিরন্যে গ্রহা গৃহ্যন্তে বায়ব্যৈরন্য এতদ্বৈ গ্রহাণাং মিথুনং য এবং বেদ প্র প্রজয়া পশুভির্মিথুনৈর্জায়ত ইন্দ্রস্ত্বষ্টুঃ সোমমভীষহাঽপিবৎ স বিষ্বঙ্ ব্যার্চ্ছৎ স আত্মন্নারমণং নাবিন্দৎ স এতাননুসবনং পুরোডাশযানপশ্যত্তান্নিরবপত্তৈর্বৈ স আত্মন্নারমণমকুরুত তস্মাদনুসবনং পুরোডাশা নিরুপ্যন্তে তস্মাদনুসবনং পুরোডাশানাং প্রাশ্নীয়াদাত্মন্নেবাঽরমণং কুরুতে নৈনং সোমোঽতি পবতে ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নর্চা ন যজুষা পঙ্ক্তিরাপ্যতেঽথ কিং যজ্ঞস্য পাঙ্ক্তত্বমিতি ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যা তেন পঙ্ক্তিরাপ্যতে তদ্যজ্ঞস্য পাঙ্ক্তত্বম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ : একাদশ অনুবাকে—সোমপাত্র-স্তুতি। ১১ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠক

মন্ত্র : সুবর্গায় বা এতানি লোকায় হূয়ন্তে যদ্দাক্ষিণানি দ্বাভ্যা গার্হপত্যে জুহোতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যা আগ্নীধ্রে জুহোত্যন্তরিক্ষ এবাঽক্রমতে সদোঽভ্যেতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি সৌরীভ্যামৃগ্ভ্যাং গার্হপত্যে জুহোত্যমুমেবৈনং লোকং সমারোহয়তি নয়বত্যর্চাঽগ্নীধ্রে জুহোতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিনীত্যৈ দিবং গচ্ছ সুবঃ পতেতি হিরণ্যম্ হুত্বোদ্গৃহ্ণাতি সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি রূপেণ বো রূপাভ্যমীত্যাহ রূপেণ হ্যাসাং রূপমভ্যেতি যদ্ধিরণ্যেন তুথো বো বিশ্বদেবা বি ভজত্বিত্যাহ তুথো হ স্ম বৈ বিশ্ববেদা দেবানাং দক্ষিণা বি ভজতি তেনৈবৈনা বি ভজত্যেতত্তে অগ্নে রাধঃ ঐতি সোমচ্যুতমিত্যাহ সোমচ্যুতং হ্যস্য রাধ ঐতি তস্মিংস্য পথা নয়েত্যাহ শান্ত্যা ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা ইত্যাহ সত্যং বা ঋতং সত্যেনৈবৈনা ঋতেন বি ভজতি যজ্ঞস্য পথা সুবিতা নয়ন্তীরিত্যাহ যজ্ঞস্য হ্যেতাঃ পথা যন্তি যদ্দাক্ষিণা ব্রাহ্মণমদ্য রাধ্যাসম্ ঋষিমার্ষেয়মিত্যাহৈষ বৈ ব্রাহ্মণ ঋষিরার্ষেয়ো যঃ শুশ্রুবান্ তস্মাদেবমাহ বি সুবঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষ মিত্যাহ সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি যতস্ব সদস্যৈরিত্যাহ মিত্রত্বায়াস্মদ্দাত্রা

দেবত্রা গচ্ছত মধুমতীঃ প্রদাতারমা বিশতেত্যাহ বয়মিহ প্রদাতারঃ স্মোঽস্মা নমুত্র মধুমতীরা বিশতেতি বাবৈতদাহ হিরণ্যং দদাতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্ধত্তে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাতা অগ্নীধে দদাত্যগ্নিমুখানেবর্তূন্ প্রীণাতি ব্রহ্মণে দদাতি প্রসূত্যৈ হোত্রে দদাত্যাত্মা বা এষ যজ্ঞস্য যদ্ধোতাঽঽত্মানমেব যজ্ঞস্য দক্ষিণাভিঃ সমর্ধয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ : প্রথম অনুবাকে—দক্ষিণাহোম । ১ ॥

মন্ত্র : সমিষ্টযজূংষি জুহোতি যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রূরং যদ্বিলিষ্টং যদত্যেতি যন্নাত্যেতি যদতিকরোতি যন্নাপি করোতি তদেব তৈঃ প্রীণাতি নব জুহোতি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ পুরুষেণ যজ্ঞঃ সম্মিতো যাবানেব যজ্ঞস্তং প্রীণাতি ষড়ৃগ্মিয়াণি জুহোতি ষড়্বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি ত্রীণি যজূংষি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছেত্যাহ যজ্ঞপতিমেবৈনং গময়তি স্বাং যোনিং গচ্ছেত্যাহ স্বামেবৈনং যোনিং গময়ত্যেষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীর ইত্যাহ যজমান এব বীর্যং দধাতি বাসিষ্ঠো হ সাত্যহব্যো দেবভাগং পপ্রচ্ছ যৎসৃঞ্জয়ান্বহুযাজিনোঽযীযজো যজ্ঞে যজ্ঞং প্রত্যতিষ্ঠিপ যজ্ঞপতা৩বিতি স হোবাচ যজ্ঞপতাবিতি সত্যাদ্বৈ সৃঞ্জয়াঃ পরা বভূবুরিতি হোবাচ যজ্ঞে বাব যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য আসীদ্যজমানস্যাপরাভাবায়েতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিতেত্যাহ যজ্ঞ এব যজ্ঞং প্রতি ষ্ঠাপয়তি যজমানস্যাপরাভাবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ : দ্বিতীয় অনুবাকে—সমিষ্টযজু । ২ ॥

মন্ত্র : অবভৃথযজূংষি জুহোতি যদেবার্বাচীনমেকহায়নাদেনঃ করোতি তাদেব তৈরব যজতেঽপোঽবভৃথমবৈত্যপ্সু বৈ বরুণঃ সাক্ষাদেব বরুণমব যজতে বর্ত্মনা বা অন্বিত্য যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্তি সাম্না প্রস্তোতাঽন্ববৈতি সামবৈ রক্ষোহা রক্ষসামপহত্যৈ ত্রিনিধনমুপৈতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এব লোকেভ্যো রক্ষাংসি অপ হন্তি পুরুষঃ পুরুষো নিধনমুপৈতি পুরুষঃ পুরুষো হি রক্ষস্বী রক্ষসামপহত্যা উরুং হি রাজা বরুণশ্চকারেত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ শতং তে রাজন ভিষজঃ সহস্রমিত্যাহ ভেষজমেবাস্মৈ করোত্যভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাপ ইত্যাহ বরুণপাশমেবাভি তিষ্ঠতি বর্হিরভি জুহোত্যাহুতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যা অথো অগ্নিবত্যেব জুহোত্যপবর্হিষঃ প্রযাজান্ যজতি প্রজা বৈ বর্হিঃ প্রজা এব বরুণপাশান্মুঞ্চত্যাজ্যভাগৌ যজতি যজ্ঞস্যৈব চক্ষুষী নান্তরেতি বরুণং যজতি বরুণপাশাদেবৈনং মুঞ্চত্যগ্নীবরুণৌ যজতি সাক্ষাদেবৈনং বরুণপাশান্মুঞ্চত্যপবর্হিষাবনূযাজৌ যজতি প্রজা বৈ বর্হিঃ প্রজা এব বরুণপাশান্মুঞ্চতি চতুরঃ প্রযাজান্যজতি দ্বাবনূযাজৌ ষট্সং পদ্যন্তে ষড়্বা ঋতবঃ ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠত্যবভৃথ বিচক্ষুণেত্যাহ যথোদিতমেব বরুণমব যজতে সমুদ্রে তে হৃদয়মপ্স্বন্তরিত্যাহ সমুদ্রে হ্যন্তর্বরুণঃ সং ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাঽপ ইত্যাহাদ্ভিরেবৈনমোষধীভিঃ সম্যঞ্চং দধাতি দেবীরাপ এষ বো গর্ভ ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ পশবো বৈ সোমো যদ্ভিন্দূনাং ভক্ষয়েৎ পশুমানৎস্যাদ্বরুণস্ত্বেনং গৃহ্ণীয়াদ্যন্ন ভক্ষয়েদপশুঃ স্যান্নৈনং বরুণো গৃহ্ণীয়াদুপস্পৃশ্যমেব পশুমান্ ভবতি নৈনং বরুণো গৃহ্ণাতি প্রতিযুতো বরুণস্য পাশ ইত্যাহ বরুণপাশাদেব নির্মুচ্যতেঽপ্রতীক্ষমা যন্তি বরুণস্যান্তর্হিত্যা এধোঽস্যেধিষীমহীত্যাহ সমিধৈবাগ্নিং নমস্যন্ত উপায়ন্তি তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহীত্যাহ তেজ এবাত্মন্ধত্তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : তৃতীয় অনুবাকে—অবভৃথ । ৩ ॥

মন্ত্র ঃ স্ফ্যেন বেদিমুদ্ধিশিত রথাক্ষেণ বি মিমীতে যূপং মিনোতি ত্রিবৃতমেব বজ্রং সংভৃত্য ভ্রাতৃব্যায় প্র হরতি স্তৃত্যৈ যদন্তর্বেদি মিনুয়াদ্দেবলোকমভি জয়েদ্যদ্বহির্বেদি মনুষ্যলোকং বেদন্তস্য সন্ধৌ মিনোত্যুভয়োর্লোকয়োরভিজিত্যা উপরসম্মিতাং মিনুয়াৎ পিতৃলোককামস্য রশনসম্মিতাং মনুষ্যলোককামস্য ষোলসম্মিতামিন্দ্রিয়কামস্য সর্ব্বানুৎসমানূ প্রতিষ্ঠাকামস্য যে ত্রয়ো মধ্যমাস্তানুৎসমানূ পশুকামস্যৈতান্বৈ অনু পশব উপতিষ্ঠন্তে পশুমানেব ভবতি ব্যতিষজেদিতরান্ প্রজয়ৈবৈনং পশুভির্ব্যতিষজতি যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিতি গর্ত্তমিতং তস্য মিনুয়াদুত্তরাধ্যং বর্ষিষ্ঠমথ হ্রসীয়াংসমেষা বৈ গর্ত্তমিদ্যস্যৈবং মিনোতি তাজক্ প্র মীয়তে দক্ষিণার্দ্ধ্যং বর্ষিষ্ঠং মিনুয়াৎ সুবর্গকামস্যাথ হ্রসীয়াংসমাক্রমণমেব তৎসেতুং যজমানঃ কুরুতে সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ যদেকস্মিন্যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে যং কাময়েত স্ত্র্যস্য জায়েতেত্যুপান্তে তস্য ব্যতিষজেৎ স্ত্র্যেবাস্য জায়তে যং কাময়েত পুমানস্য জায়েতেত্যান্তং তস্য প্র বেষ্টয়েৎ পুমানেবাস্য জায়তেঽসুরা বৈ দেবান্দক্ষিণত উপানয়ন্তান্দেবা উপশয়েনৈবাপানুদন্ত তদুপশয়স্যোপশয়ত্বং যদ্দক্ষিণত উপশয় উপশয়ে ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ সর্ব্বে বা অন্যে যূপাঃ পশুমন্তোঽথোপশয় এবাপশুস্তস্য যজমানঃ পশুঃ নির্দ্দিশেদার্ত্তিমাচ্ছেদ্যজমানোঽসৌ তে পশুরিতি নির্দ্দিশেদ্যং দ্বিষ্যাদ্যমেব দ্বেষ্টি তস্মৈ পশুং নির্দ্দিশতি যদি ন দ্বিষ্যাদাখুস্তে পশুরিতি ব্রূয়ান্ন গ্রাম্যান্ পশূন্ হিনস্তি নাঽরণ্যান্ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত সোঽন্নাদ্যেন ব্যার্দ্ধ্যত স এতামেকাদশিনীমপশ্যত্তয়া বৈ সোঽন্নাদ্যমবারুন্ধ যদ্দশ যূপা ভবন্তি দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে য একাদশঃ স্তন এবাস্যৈ স দুহ এবৈনাং তেন বজ্রো বা এষা সম্মীয়তে যদেকাদশিনী সেশ্বরা পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং যজ্ঞং সম্মর্দিতোর্যৎপাত্নীবতং মিনোতি যজ্ঞস্য প্রত্যুত্তব্ধ্যৈ সযত্বায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ চতুর্থ অনুবাকে—যূপৈকাদশনী। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত স রিরিচানোঽমন্যত স এতামেকাদশিনীমপশ্যত্তয়া বৈ স আয়ুরিন্দ্রিয়ং বীর্য্যমাত্মন্নধত্ত প্রজা ইব খলু বা এষ সৃজতে যো যজতে স এতর্হি রিরিচান ইব যদেষৈকাদশিনী ভবত্যায়ুরেব তয়েন্দ্রিয়ং বীর্য্যং যজমান আত্মন্ধত্তে প্রৈবাহ্নেয়েন বাপয়তি মিথুনং সারস্বত্যা করোতি রেতঃ সৌম্যেন দধাতি প্র জনয়তি পৌষ্ণেন বার্হস্পত্যো ভবতি ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ প্রজাঃ প্র জনয়তি বৈশ্বদেব্যো ভবতি বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাঃ প্রজা এবাস্মৈ প্র জনয়তীন্দ্রিয়মেবৈন্দ্রেণাব রুন্ধে বিশং মারুতে—নৌজো বলমৈন্দ্রাগ্নেন প্রসবায় সাবিত্রো নির্ব্বরুণত্বায় বারুণো মধ্যত ঐন্দ্রমা লভতে মধ্যত এবেন্দ্রিয়ং যজমানে দধাতি পুরস্তাদৈন্দ্রস্য বৈশ্বদেবমা লভতে বৈশ্বদেবং বা অন্নমন্নমেব পুরস্তাদ্ধত্তে তস্মাৎ পুরস্তাদন্নমদ্যত ঐন্দ্রমালভ্য মারুতমা লভতে বিড বৈ মরুতো বিশমেবাস্মা অনু বধ্নাতি যদি কাময়েত যোঽবগতঃ সোঽপ রুধ্যতাং যোঽপরুদ্ধঃ সোঽব গচ্ছত্বিত্যৈন্দ্রস্য লোকে বারুণমা লভেত বারুণস্য লোক ঐন্দ্রম্ য এবাবগতঃ সোঽপ রুধ্যতে যোঽপরুদ্ধঃ সোঽব গচ্ছতি যদি কাময়েত প্রজা মুহ্যেয়ুরিতি পশূন্ব্যতিষজেৎ প্রজা এব মোহয়তি যদভিবাহতোঽপাং বারুণমালভেত প্রজা বরুণো গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণত উদঞ্চমা লভতেঽপবাহতোঽপাং প্রজানামবরুণগ্রাহায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ পঞ্চম অনুবাকে—পশ্বেকাদশনী। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রঃ পত্নিয়া মনুময়াজয়ত্তাং পর্যাগ্নিকৃতামুদসৃজত্তয়া মনুরাধ্নোদ্যৎ পর্যাগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজতি যামেবা মনুঋর্দ্ধিমামাধ্নোত্তামেব যজমান ঋধ্নোতি যজ্ঞস্য বা অপ্রতিষ্ঠিতাদজ্ঞঃ পরা ভবতি যজ্ঞং পরাভবন্তং যজমানোহনু পরা ভবতি যদাজ্যেন পাত্নীগুং সংস্থাপয়তি যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ যজ্ঞং প্রতীতিষ্ঠন্তং যজমানোহনু প্রতি তিষ্ঠতীষ্টং বপয়া ভবত্যনিষ্টং বশয়াহথ পাত্নীবতেন প্র চরতি তীর্থ এব প্র চরত্যথো এতর্হ্যেবাস্য যামস্ত্বাষ্ট্রো ভবতি ত্বষ্টা বৈ রেতসঃ সিক্তস্য রূপাণি বি করোতি তমেব বৃষাণং পত্নীষ্বপি সৃজতি সোহস্মৈ রূপাণি বি করোতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ অনুবাকে—পাত্নীবত পশু । ৬ ॥

মন্ত্র ঃ ঘ্নন্তি বা এতৎসোমং যদভিষুন্বন্তি যৎসৌম্যো ভবতি যথা মৃতায়ানুস্তরণীং ঘ্নন্তি তাদৃগেব তদ্যদুত্তরার্ধে বা মধ্যে বা জুহুয়াদ্দেবতাভ্যঃ সমদং দধ্যাদ্দক্ষিণার্ধে জুহোত্যেষা বৈ পিতৃণাং দিক্ স্বায়ামেব দিশি পিতৃন্নিরবদয়ত উদ্গাতৃভ্যো হরন্তি সামদেবত্যো বৈ সৌম্যো যদেব সাম্নশ্ছম্বট্কুর্বন্তি তস্যৈব স শান্তিরব ঈক্ষন্তে পবিত্রং বৈ সৌম্য আত্মানমেব পবয়ন্তে য আত্মানং ন পরিপশ্যেদিতাসুঃ স্যাদভিদদিং কৃত্বাহবেক্ষেত তস্মিন্ হ্যাত্মানং পরিপশ্যত্যথো আত্মানমেব পবয়তে যো গতমনাঃ স্যাৎ সোহবেক্ষেত যন্মে মনঃ পরাগতং যদ্বা মে অপরাগতম্ । রাজ্ঞা সোমেন তদ্বয়মস্মাসু ধারয়ামসীতি মন এবাহত্মন্দাধার ন গতমনা ভবত্যপ বৈ তৃতীয়সবনে যজ্ঞঃ ক্রামতীজানাদনীজানমভ্যাগ্নাবৈষ্ণব্যর্চা ঘৃতস্য যজত্যগ্নিঃ সর্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাশ্চৈব যজ্ঞং চ দাধারোপাংশু যজতি মিথুনত্বায় ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি মিত্রো যজ্ঞস্য স্বিষ্টং যুবতে বরুণো দুরিষ্টং ক্ব তর্হি যজ্ঞঃ ক্ব যজমানো ভবতীতি যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে মিত্রেণৈব যজ্ঞস্য স্বিষ্টং শময়তি বরুণেন দুরিষ্টং নার্তিমাচ্ছন্তি যজমানো যথা বৈ লাঙ্গলেনোর্বরাং প্রভিন্দন্ত্যেবমৃক্সামে যজ্ঞং প্র ভিন্তো যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে যজ্ঞায়ৈব প্রভিন্নায় মত্যমন্ববাস্যতি শান্ত্যৈ যাতযামানি বা এতস্য ছন্দাংসি য ঈজানশ্ছন্দসামেষ রসো যদ্বশা যন্মৈত্রাবরুণীং বশামালভতে ছন্দাংস্যেব পুনরা প্রীণাত্যযাতয়ামত্বায়াথো ছন্দঃস্বেব রসং দধাতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ সপ্তম অনুবাকে—সৌম্য চরু । ৭ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বা ইন্দ্রিয়ং বীর্যং ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তদতিগ্রাহ্যা অভবন্তদতিগ্রাহ্যাণামতিগ্রাহ্যত্বং যদতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্ত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্যং যজমান আত্মন্ধত্তে তেজ আগ্নেয়েনেন্দ্রিয়মৈন্দ্রেণ ব্রহ্মবর্চসং সৌর্যেণোপস্তম্ভনং বা এতদ্যজ্ঞস্য যদতিগ্রাহ্যাশ্চক্রে পৃষ্ঠানি যৎপৃষ্ঠ্যেন গৃহ্ণীয়াৎ প্রাঞ্চং যজ্ঞং পৃষ্ঠানি সংশৃণীয়ুর্যদুক্থ্যে গৃহ্ণীয়াৎ প্রত্যঞ্চং যজ্ঞমতিগ্রাহ্যাঃ সংশৃণীয়ুর্বিশ্বজিতি সর্বপৃষ্ঠে গ্রহীতব্যা যজ্ঞস্য সবীর্যত্বায় প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ব্যাদিশৎ স প্রিয়াস্তনূরপন্যধত্ত তদতিগ্রাহ্যা অভবন্বিতনুস্তস্য যজ্ঞ ইত্যাহুর্যস্যাতিগ্রাহ্যা ন গৃহ্যন্ত ইত্যপ্যগ্নিষ্টোমে গ্রহীতব্যা যজ্ঞস্য সতনুত্বায় দেবতা বৈ সর্বাঃ সদৃশীরাসন্তা ন ব্যাবৃতমগচ্ছন্তে দেবাঃ এত এতান্ গ্রহানপশ্যন্তানগৃহ্ণতাহগ্নেয়মগ্নিরৈন্দ্রমিন্দ্রঃ সৌর্যং সূর্যস্ততো বৈ তেহন্যাভির্দেবতাভির্ব্যাবৃতমগচ্ছন্যস্যৈবং বিদুষ এতে গ্রহা গৃহ্যন্তে ব্যাবৃতমেব পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ গচ্ছতীমে লোকা জ্যোতিষ্মন্তঃ সমাবদ্বীর্যাঃ কার্যা ইত্যাহুরাগ্নেয়েনাস্মিল্লোঁকে জ্যোতির্ধত্ত ঐন্দ্রেণান্তরিক্ষ ইন্দ্রবায়ূ হি সযুজৌ সৌর্যেণামুষ্মিল্লোঁকে জ্যোতির্ধত্তে জ্যোতিষ্মন্তোহস্মা ইমে লোকা ভবন্তি সমাবদ্বীর্যানেনান্ কুরুত এতান্বৈ গ্রহান্বম্বাবিশ্বকর্মসাববিত্তাং তাভ্যামিন্দ্রে

লোকাঃ পরাঞ্চশ্চার্বাঞ্চশ্চ প্রাভুর্যস্যৈবং বিদুষ এতে গ্রহা গৃহ্যন্তে প্রাঞ্চা ইমে লোকাঃ পরাঞ্চশ্চার্বাঞ্চশ্চ ভান্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ অষ্টম অনুবাকে—অতিগ্রাহ্য গ্রহ। ৮ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত দেবা অদাভ্যে ছন্দাংসি সবনানি সমস্থাপয়ন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষোঽদাভ্যো গৃহ্যতে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি যদ্বৈ দেবা অসুরানদাভ্যেনাদভনুস্তদদাভ্যস্যাদাভ্যত্বং য এবং বেদ দভ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং নৈনং ভ্রাতৃব্যো দভ্নোতি এষা বৈ প্রজাপতেরতিমোক্ষিণী নাম তনূর্যদদাভ্য উপনদ্ধস্য গৃহ্নাত্যতিমুক্ত্যা অতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং মুচ্যতে য এবং বেদ ঘ্নন্তি বা এতৎ সোমং যদভিষুণ্বন্তি সোমে হন্যমানে যজ্ঞো হন্যতে যজ্ঞে যজমানো ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্যজ্ঞে যজমানঃ কুরুতে যেন জীবন্তসুবর্গং লোকমেতীতি জীবগ্রহো বা এষ যদদাভ্যোঽনভিষুতস্য গৃহ্নাতি জীবন্তমেবৈনং সুবর্গং লোকং গময়তি বি চা এতদ্যজ্ঞং ছিন্দন্তি যদদাভ্যে সংস্থাপয়ন্তংশূনপি সৃজতি যজ্ঞস্য সংতত্যৈ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ নবম অনুবাকে—অদাভ্য গ্রহ। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ দেবা বৈ প্রবাহুগ্‌গ্রহানগৃহ্নত স এতং প্রজাপতিরংশুমপশ্যত্তমগৃহ্নীত তেন বৈ স আর্ধ্নোদ্যস্যৈবং বিদুষোঽংশুর্গৃহ্যত ঋধ্নোত্যেব সকৃদভিষুতস্য গৃহ্নাতি সকৃদ্ধি স তেনার্ধ্নোন্মনসা গৃহ্নাতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা ঔদুম্বরেণ গৃহ্নাত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জমেবাব রুন্ধে চতুঃস্রক্তি ভবতি দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠতি যো বা অংশোরায়তনং বেদাঽয়তনবান্ ভবতি বামদেব্যমিতি সাম তদ্বা অস্যাঽয়তনং মনসা গায়মানো গৃহ্নাত্যায়তনবানেব ভবতি যদধ্বর্যুরংশুং গৃহ্নন্নার্ধয়েদুভাভ্যাং নর্ধ্যেতাধ্বর্যবে চ যজমানায় চ যদর্ধয়েদুভাভ্যামৃধ্যোতানবং গৃহ্নাতি সৈবাস্যার্ধির্হিরণ্যমভি ব্যানিত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমায়ুঃ প্রাণ আয়ুরেবামৃতমভিধিনোতি শতমানং ভবতিশাকয়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ দশম অনুবাকে—অংশু গ্রহ। ১০ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ব্যাদিশৎ স রিরিচানোঽমন্যত স যজ্ঞানাং ষোড়শধেন্দ্রিয়ং বীর্যমাত্মানমভি সমকৃখিদত্তৎ ষোড়শ্যভবন্ন বৈ ষোড়শী নাম যজ্ঞোঽস্তি যদ্বাব ষোড়শং স্তোত্রং ষোড়শং শস্ত্রং তেন ষোড়শী তৎ ষোড়শিনঃ ষোড়শিত্বং যৎ ষোড়শী গৃহ্যত ইন্দ্রিয়মেব তদ্বীর্যং যজমান আত্মন্ধত্তে দেবেভ্যো বৈ সুবর্গো লোকঃ ন প্রাভবত্ত এতং ষোড়শিনমপশ্যন্তমগৃহ্নত ততো বৈ তেভ্যঃ সুবর্গো লোকঃ প্রাভবদ্যৎ ষোড়শী গৃহ্যতে সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ ইন্দ্রো বৈ দেবানামানুজাবর তাসাৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং ষোড়শিনং প্রাযচ্ছত্তমগৃহ্নীত ততো বৈ সোঽগ্রং দেবতানাং পর্যৈদ্যস্যৈবং বিদুষঃ ষোড়শী গৃহ্যতে অগ্রমেব সমানানাং পর্যেতি প্রাতঃসবনে গৃহ্নাতি বজ্রো বৈ ষোড়শী বজ্রঃ প্রাতঃ সবনং স্বাদেবৈনং যোনের্নির্গৃহ্নাতি সবনেসবনেঽভি গৃহ্নাতি সবনাৎসবনাদেবৈনং প্র জনয়তি তৃতীয়সবনে পশুকামস্য গৃহ্নীয়াদ্বজ্রো বৈ ষোড়শী। পশবস্তৃতীসবনং বজ্রেণৈবাস্মৈ তৃতীয়সবনাৎ পশূনব রুন্ধে নোকথ্যে গৃহ্নীয়াৎ প্রজা বৈ পশব উকথ্যানি যদুকথ্যে গৃহ্নীয়াৎ প্রজাং পশূনস্য নির্দহেদতিরাত্রে পশুকামস্য গৃহ্নীয়াদ্বজ্রো বৈ ষোড়শী বজ্রেণৈবাস্মৈ পশূনবরুধ্য রাত্রিয়োপরিষ্টাচ্ছময়ত্যপ্যগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্নীয়াদ্ব্যাবৃৎকামো হি রাজন্যো যজতে সাহ্ন এবাস্মৈ বজ্রং গৃহ্নাতি স এনং বজ্রো ভূত্যা ইন্ধে নির্বা দহত্যেকবিংশং স্তোত্রং ভবতি

প্রতীষ্ঠিত্যৈ হরিবচ্ছস্যত ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম উপহ্ণোতি কনীয়াংসি বৈ দেবেষু ছন্দাংস্যাসজ্যায়াংস্যাসুরেষু তে দেবাঃ কনীয়সা ছন্দসা জ্যায়শ্ছন্দোঽভি ব্যশংসন্ততো বৈ তেঽসুরাণাং লোকমবৃঞ্জত যৎ কনীয়সা ছন্দসা জ্যায়শ্ছন্দোঽভি বিশংসতি ভ্রাতৃব্যস্যৈব তল্লোকং বৃঙ্ক্তে ষড়ক্ষরাণ্যতি রেচয়ন্তি ষড্বা ঋতব ঋতুনেবপ্রীণাতি চত্বারি পূর্ব্বাণ্যব কল্পয়ন্তি চতুষ্পদ এব পশূনব রুন্ধে দ্বে উত্তরে দ্বিপদ এবাব রুন্ধেঽনুষ্টুভমভি সং পাদয়ন্তি বাগ্বা অনুষ্টুপ্তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমা সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোত্যেতাস্মিন্বৈ লোক ইন্দ্রো বৃত্রমহনৎসাক্ষাদেব বজ্রং ভ্রাতৃব্যায় প্র হরত্যরুণপিশঙ্গোঽশ্বো দক্ষিণৈতদ্বৈ বজ্রস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ একাদশ অনুবাকে—ষোড়শী গ্রহ। ১১ ॥

[৬ষ্ঠ কাণ্ডে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে ১ম থেকে ১১শ অনুবাকের বিষয়বস্তু।]

সপ্তম কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ প্রজননং জ্যোতিরগ্নির্দ্দেবতানাং জ্যোতির্ব্বিরাট্ ছন্দসাং জ্যোতির্ব্বিরাড্বাচোঽগ্নৌ সং তিষ্ঠতে বিরাজমভি সং পদ্যতে তস্মাত্তজ্জোতিরুচ্যতে দ্বৌ স্তোমৌ প্রাতঃসবনং বহতো যথা প্রাণশ্চাপানশ্চ দ্বৌ মাধ্যন্দিনং সবনং যথা চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ দ্বৌ তৃতীয়সবনং যথা বাক্ চ প্রতিষ্ঠা চ পুরুষসম্মিতো বা এষ যজ্ঞোঽস্থূরিঃ যং কামং কাময়তে তমেতেনাভ্যশ্নুতে সর্ব্বং হ্যস্থূরিণাঽভ্যশ্নুতেঽগ্নিষ্টোমেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্য্যগৃহ্ণাত্তাসাং পরিগৃহীতানামশ্বতরোঽত্যপ্রবত তস্যানুহায় রেত আঽদত্ত তদ্গর্দ্দভে ন্যমার্ট তস্মাদ্গর্দ্দভো দ্বিরেতা অথো আহুর্ব্বড়বায়াং ন্যমার্ডিতি তস্মাদ্বড়বা দ্বিরেতা অথো আহুরোষধীষু ন্যমার্ডিতি তস্মাদোষধয়োঽনভ্যক্তা রেভন্ত্যথো আহুঃ প্রজাসু ন্যমার্ডিতি তস্মাদ্যমৌ জায়েতে তস্মাদশ্বতরো ন প্র জায়ত আত্তরেতা হি তস্মাদ্বর্হিষ্যনবক্লৃপ্তঃ সর্ব্ববেদসে বা সহস্রে বাঽবক্লৃপ্তোঽতি হ্যপ্রবত য এবং বিদ্বানগ্নিষ্টোমেন যজতে প্রাজাতাঃ প্রজা জনয়তি পরি প্রজাতা গৃহ্ণাতি তস্মাদাহুর্জ্যেষ্ঠযজ্ঞ ইতি প্রজাপতির্ব্বাব জ্যেষ্ঠঃ স হ্যেতেনাগ্রেঽযজত প্রজাপতিরকা ময়ত প্র জায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দ্দেবতাঽন্বসৃজ্যত গায়ত্রী ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্তোরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতাঽন্বসৃজ্যত ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বৃহৎ সাম রাজন্যো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যাবন্তো বীর্য্যাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বে দেবা দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতী ছন্দো বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাব পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নধানাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াংসোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত পত্ত একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎ পাদাবুপ জীবতঃ পত্তো হ্যসৃজ্যেতাং প্রাণা বৈ ত্রিবৃদর্দ্ধমাসাঃ পঞ্চদশঃ প্রজাপতিঃ সপ্তদশস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ

এতস্মিন্বা এতে শ্রিতা এতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা য এবং বেদৈতস্মিন্নেব শ্রয়ত এতস্মিন্ প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে সোমযাগের জ্যোতিষ্টোম ও অগ্নিষ্টোমের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ মানুষের মধ্যে প্রজোৎপাদন জ্যোতি, দেবতার মধ্যে অগ্নি জ্যোতি, ছন্দের মধ্যে বিরাট্ ছন্দ জ্যোতি। স্তোত্রীয়াখ্য বাক্যের দশসংখ্যা বিশিষ্ট বিরাট ছন্দের দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হয়েছে। অতএব সোমযাগের অগ্নিরূপত্ব ও বিরাট্রূপত্ব সিদ্ধ। বিরাট্রূপ এবং প্রজোৎপত্তির হেতু জন্য সোমযাগ জ্যোতিস্বরূপ। প্রাণ ও অপান যেমন মানুষের জীবন নির্বাহ করে সেরূপ ত্রিবৃৎস্তোম ও পঞ্চদশ স্তোম প্রাতঃসবন নির্বাহ করে। চক্ষু ও শ্রোত্র যেমন মানুষের দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেরূপ পঞ্চদশ স্তোম ও সপ্তদশ স্তোম মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে। বাক্ ও পা যেমন মানুষের বলা ও যাওয়া কাজ সম্পন্ন করে, সেরূপ সপ্তদশ ও একবিংশ স্তোম তৃতীয় সবন নির্বাহ করে। এরূপ স্তোমের দ্বারা নিষ্পন্ন সোমযাগ পুরুষ সদৃশ, কিন্তু কোন অঙ্গে ন্যূন নয়। জ্যোতিরূপ স্তোম এখানে আছে জন্য ইহার জ্যোতিষ্টোম নাম। (প্রথম কাণ্ডের রাজসূয় প্রকরণে স্তোমের স্বরূপ বলা হয়েছে।) সর্বাবয়ব সম্পন্ন লোক যেমন সকল কাজ করতে পারে, সেরূপ এ জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা সকল কামনা পূর্ণ হয়। পূর্বে প্রজাপতি অগ্নিষ্টোম যাগ করে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। এজেনে যে অগ্নিষ্টোম যাগ করে সে প্রজা লাভ করে। (যজ্ঞের ব্যাপার জন্য সংক্ষেপ করা হল।) । ১ ॥

মন্ত্র ঃ প্রাতঃসবনে বৈ গায়ত্রেণ ছন্দসা ত্রিবৃতে স্তোমায় জ্যোতির্দধদেতি ত্রিবৃতা ব্রহ্মবর্চসেন পঞ্চদশায় জ্যোতির্দধদেতি পঞ্চদশেনৌজসা বীর্যেণ সপ্তদশায় জ্যোতির্দধদেতি সপ্তদশেন প্রাজাপত্যেন প্রজননেনৈকবিংশায় জ্যোতির্দধদেতি স্তোম এব তৎস্তোমায় জ্যোতির্দধদেত্যথো স্তোম এব স্তোমমভি প্র ণয়তি যাবন্তো বৈ স্তোমাস্তাবন্তঃ কামাস্তাবন্তো লোকাস্তাবন্তি জ্যোতীংষ্যেতাবত এব স্তোমানেতাবতঃ কামানেতাবতো লোকানেতাবন্তি জ্যোতীংষ্যব রুন্ধে ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে স্তোমের যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি স্তোমগুলির পরস্পর যোগ সাধন করেছিলেন। যতগুলি স্তোম আছে, কাম্য ফলও সেরূপ লাভ করা যায়। ত্রিবৃতের দ্বারা ব্রহ্মচর্য, পঞ্চদশের দ্বারা তেজ ও বীর্য এবং সপ্তদশের দ্বারা প্রজোৎপাদকত্ব। একবিংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ২ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ যজেত যোঽগ্নিষ্টোমেন যজমানোঽথ সর্বস্তোমেন যজেতেতি যস্য ত্রিবৃতমন্তর্যন্তি প্রাণাংস্তস্যান্তর্যন্তি প্রাণেষু মেঽপ্যসদিতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যস্য পঞ্চদশমন্তর্যন্তি বীর্যং তস্যান্তর্যন্তি বীর্যে মেঽপ্যসদিতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যস্য সপ্তদশমন্তর্যন্তি প্রজাং তস্যান্তর্যন্তি প্রজায়াং মেঽপ্যসদিতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যস্যৈকবিংশমন্তর্যন্তি প্রতিষ্ঠাং তস্যান্তর্যন্তি প্রতিষ্ঠায়াং মেঽপ্যসদিতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যস্য ত্রিণবমন্তর্যন্ত্যৃতূংশ্চ তস্য নক্ষত্রিয়াং চ বিরাজমন্তর্যন্ত্যৃতুষু মেঽপ্যসন্নক্ষত্রিয়ায়াং চ বিরাজীতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যস্য ত্রয়স্ত্রিংশমন্তর্যন্তি দেবতাস্তস্যান্তর্যন্তি দেবতাসু মেঽপ্যসদিতি খলু বৈ যজ্ঞেন যজমানো যজতে যো বৈ স্তোমানামবমং

পরমতাং গচ্ছন্তং বেদ পরমতামেব গচ্ছতি ত্রিবৃদৈব স্তোমানামবমস্ত্রিবৃত: পরমো য এবং বেদ পরমতামেব গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অতিরাত্র নামক অগ্নিষ্টোমের বিধি বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : যে পুরুষ অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করে, সে সকল স্তোমের দ্বারা যাগ করলে মুখ্য যাগকারী হয়—এ কথা ব্রহ্মবাদীগণ বলেন। অতএব সকল স্তোমের দ্বারা অনুষ্ঠান করবে—এ হল বিধি। অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃদাদি চারটি স্তোম এবং অতিরাত্রে ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ দুটি স্তোম আছে।

যে যজমানের যাগে ঋত্বিকগণ ত্রিবৃৎ স্তোম বাদ দেয়, প্রাণরূপ ত্রিবৃৎ-স্তোমের বাদে যজমানের প্রাণও বাদ পড়ে। এটা ঠিক নয়। যজমান প্রাণ যুক্ত হোক— এভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়, অতএব ত্রিবৃৎস্তোম অবশ্যম্ভাবী। এরূপ পঞ্চদশ স্তোম বীর্য সাধনের কারণ বলে তাও বাদ দেওয়া চলবে না। এরূপ সকল স্তোম গ্রহণ করতে হবে ॥ ৩ ।

মন্ত্র : অঙ্গিরসো বৈ সত্রমাসত তে সুবর্গং লোকমায়ন্তেষাং হবিষ্মাংশ্চ হবিষ্কৃচ্চাহীয়েতাং তাবকাময়েতাং সুবর্গং লোকমিয়াবেতি তাবেতং দ্বিরাত্রমপশ্যতাং তমাহহরতাং তেনাযজেতাং ততো বৈ তৌ সুবর্গং লোকামৈতাং য এবং বিদ্বান্ দ্বিরাত্রেণ যজতে সুবর্গমেব লোকমেতি তাঁবৈতাং পূর্বেণাহ্নাঽগচ্ছতামুত্তরেণ অভিপ্লবঃ পূর্ব্বমহর্ভবতি গতিরুত্তরং জ্যোতিষ্টোমোঽগ্নিষ্টোমঃ পূর্ব্বমহর্ভবতি তেজস্তেনাব রুন্ধে সর্ব্বস্তোমোঽতিরাত্র উত্তরং সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ গায়ত্রং পূর্ব্বেঽহন্ৎসাম ভবতি তেজো বৈ গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চসং তেজ এব ব্রহ্মবর্চসমাত্মন্ধত্তে ত্রৈষ্টুভমুত্তর ওজো বৈ বীর্য্যং ত্রিষ্টুগোজ এব বীর্য্যমাত্মন্ধত্তে রথন্তরং পূর্ব্বে অহন্ৎসাম ভবতীয়ং বৈ রথন্তর-মস্যামেব প্রতি তিষ্ঠতি বৃহদুত্তরেঽসৌ বৈ বৃহদমুষ্যামেব প্রতি তিষ্ঠতি তদাহুঃ ক্ব জগতী চানুষ্টুপ্চেতি বৈখানসং পূর্ব্বেঽহন্ৎসাম ভবতি তেন জগত্যৌ নৈতি ষোড়শ্যুত্তরে তেনানুষ্টুভোঽথাহুর্যৎ সমানেঽর্ধমাসে স্যাতামন্যতরস্যাহ্নো বীর্য্যমনু পদ্যেতেত্যমাবাস্যায়াং পূর্ব্বমহর্ভবত্যুত্তরস্মিন্নুত্তরং নানৈবার্ধমাসয়ো-র্ভবতো নানাবীর্য্যে ভবতো হবিষ্মন্নিধনং পূর্ব্বমহর্ভবতি হবিষ্কৃন্নিধনমুত্তরং প্রতিষ্ঠিত্যৈ । ৪ ॥

[এ অনুবাকে দ্বিরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : অঙ্গিরস মহর্ষিগণ যখন সত্রের অনুষ্ঠান করে স্বর্গলাভ করেন, তখন হবিষ্মান ও হবিষ্কৃৎ নামক দুজন পুরুষ হীন ছিলেন। তারা স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় দ্বি-রাত্র নামক যাগ করে স্বর্গে যান। এ জন্য অন্যেও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য দ্বি-রাত্র যাগ করে ॥ ৪ ।

মন্ত্র : আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীত্তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বাঽচরৎ স ইমামপশ্যত্তাং বরাহো ভূত্বাঽহরত্তাং বিশ্বকর্ম্মা ভূত্বা ব্যমার্ট্ সাঽপ্রথত সা পৃথিবীভবত্তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বং তস্যামশ্রাম্যৎ প্রজাপতিঃ স দেবানসৃজত বসূন্ রুদ্রানাদিত্যান্তে দেবাঃ প্রজাপতিমব্রুবন্ প্র জায়ামহা ইতি সোঽব্রবীৎ যথাঽহং যুষ্মাংস্তপসাঽসৃক্ষ্যেবং তপসি প্রজননমিচ্ছধ্বামিতি তেভ্যোঽগ্নিমায়তনং প্রাযচ্ছদেতেনাঽয়তনেন শ্রাম্যতেতি তেঽগ্নিনাঽয়তনেনাশ্রাম্যন্তে সম্বৎসর একাং গামসৃজন্ত তাং বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যঃ প্রাযচ্ছনেতাং রক্ষধ্বমিতি তাং বসবো রুদ্রা আদিত্যা অরক্ষন্ত সা বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যঃ প্রাজায়ত ত্রীণি চ শতানি ত্রয়স্ত্রিংশতং চাথ সৈব সহস্রতম্যভবত্তে দেবাঃ প্রজাপতিমব্রুবন্-

ংসহস্রেণ নো যাজয়েতি সোঽগ্নিষ্টোমেন বসূনযাজয়ত্ত ইমং লোকমজয়ন্তচ্চাদদুঃ স উকথ্যেন রুদ্রানযাজয়ন্তেঽন্তরিক্ষমজয়ন্তচ্চাদদুঃ সোঽতিরাত্রেণাঽদিত্যানযাজয়ন্তেঽমুং লোকমজয়ন্তচ্চাদদুস্তদন্তরিক্ষম্ ব্যবৈর্যত তস্মাদ্রুদ্রা ঘাতুকা অনায়তনা হি তস্মাদাহুঃ শিথিলং বৈ মধ্যমমহস্ত্রিরাত্রস্য বি হি তদবৈর্যতেতি ত্রৈষ্টুভং মধ্যমস্যাহ্ন আজ্যং ভবতি সংযানানি সূক্তানি শংসতি ষোড়শিনং শংসত্যহ্নো ধৃত্যা অশিথিলম্ভাবায় তস্মাত্রিরাত্রস্যাগ্নিষ্টোম এব প্রথমমহঃ স্যাদথোকথ্যোঽথাতিরাত্র এষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ ত্রীণিত্রীণি শতান্যনূচীনাহমব্যবচ্ছিন্নানি দদাতি এষাং লোকানামনু সন্তত্যৈ দশতং ন বি চ্ছিন্দ্যাদ্বিরাজং নেদ্বিচ্ছিনদানীত্যথ যা সহস্রতম্যাসীত্তস্যামিন্দ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ ব্যাযচ্ছেতাং স ইন্দ্রোঽমন্যতানয়া বা ইদং বিষ্ণুঃ সহস্রং বর্ক্ষ্যত ইতি তস্যামকল্পেতাং দ্বিভাগ ইন্দ্রস্তৃতীয়ে বিষ্ণুস্তদ্বা এষাঽভ্যনূচ্যত উভা জিগ্যথুরিতি তাং বা এতামচ্ছাবাকঃ এব শংসত্যথ যা সহস্রতমী সা হোত্রে দেয়েতি হোতারং বা অভ্যাতিরিচ্যতে যদতিরিচ্যতে হোতাঽনাপ্তস্যাঽপয়িতাঽথাহুরুন্নেত্রে দেয়েত্যাতিরিক্তা বা এষা সহস্রস্যাতিরিক্ত উন্নেতর্ত্বিজামথাহুঃ সর্বেভ্যঃ সদস্যেভ্যো দেয়েত্যথাহুরুদাকৃত্যা সা বশং চরেদিত্যথাহুর্ব্রহ্মণে চাগ্নীধে চ দেয়েতি দ্বিভাগং ব্রহ্মণে তৃতীয়মগ্নীধ ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মা বৈষ্ণবোঽগ্নীদ্যথৈব তাবকল্পেতামিত্যথাহুর্যা কল্যাণী বহুরূপা সা দেয়েত্যথাহুর্যা দ্বিরূপোভয়তএনী সা দেয়েতি সহস্রস্য পরিগৃহীত্যৈ তদ্বা এতৎসহস্রসনং সহস্রং স্তোত্রীয়াঃ সহস্রং দক্ষিণাঃ সহস্রসম্মিতঃ সুবর্গো লোকঃ সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে ত্রিরাত্রের বিধানের জন্য সৃষ্টির ক্রম বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ এ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী উৎপত্তির পূর্বে কেবল জলময় ছিল। সে জলে কোন প্রাণী ছিল না। তখন প্রজাপতি মূর্ত শরীরের অবস্থান যোগ্য স্থানের অভাবে বায়ুরূপ ধরে সেই জলের সর্বত্র বিচরণ করেন। তারপর সলিলের নীচে নিমগ্ন ভূমি দেখে নিজে বরাহরূপ ধারণ করে দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা সে ভূমিকে জলের উপর নিয়ে আসেন। তারপর বিশ্বকর্মা রূপে বিশেষরূপে পরিষ্কার করে এর জলীয় অংশ বাদ দিয়ে পৃথিবীর বিস্তার করেন। তারপর সকল প্রাণীর আ[illegible]ভূত এ পৃথিবীরূপ নিষ্পন্ন হয়। তারপর প্রজাপতি সে ভূমিতে থেকে সৃষ্টি করবার ইচ্ছা করে তপস্যা করেন। সে তপস্যার প্রভাবে তিনি প্রথমে বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের সৃষ্টি করেন। তারা প্রজাপতির নিকট প্রজাসৃষ্টির উপায় জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাদের তপস্যার জন্য অগ্নির দ্বারা হোম করতে বলেন। তারা এক-বছর ধরে যথাবিধানে হোম করে একটি গাভী সৃষ্টি করলেন। প্রজাপতি সে গাভী রক্ষার জন্য বসুগণকে দেন। সে গাভী বসুগণের জন্য তিনশ তেত্রিশটি গাভী উৎপন্ন করে। তখন প্রজাপতি সে গাভীকে রুদ্রগণকে দেন। সে গাভী রুদ্রগণের জন্য সেরূপ গাভী উৎপন্ন করে। এরূপে আদিত্যগণের জন্যও সেরূপ গাভী উৎপন্ন করে। এ পর্যায়ত্রয় গ্রহণ করে শ্রুতি এক বাক্যে যুক্ত করে। তিন রূপে বাক্যকে ভাগ করে যুক্ত করতে হবে। এরূপে একোন সহস্র (৯৯৯) গাভী সম্পন্ন হল। তার পূর্বে প্রথম গাভী নিয়ে সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। তারপর বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ মিলে (গো-সহস্র-দক্ষিণারূপ যজ্ঞ করার জন্য প্রজাপতির নিকট প্রার্থনা করেন। সে প্রজাপতি দেবগণ-ত্রয়কে বিভাগ করে তিন দিনে ক্রমে অগ্নিষ্টোম, উকথ্য ও অতিরাত্র যাগের নির্দেশ

দেন। দ্বাদশ স্তোত্র অগ্নিষ্টোম, পঞ্চদশ স্তোত্র উক্থ্য এবং একোনত্রিংশ অতিরাত্র। তারা এর দ্বারা তিন লোক জয় করেন এবং নিজ নিজ গাভী ঋত্বিক্‌দের দক্ষিণা দেন। ৫ ॥

মন্ত্রঃ সোমো বৈ সহস্রমবিন্দত্তমিন্দ্রোঽন্ববিন্দত্তৌ যমো ন্যাগচ্ছত্তাবব্রবীদস্তু মেঽত্রাপীত্যস্তু হী ইত্যব্রূতাং স যম একস্যাং বীর্য্যং পর্য্যপশ্যাদিয়ং বা অস্য সহস্রস্য বীর্য্যং বিভর্তীতি তাবব্রবীদিয়ং মমাস্ত্বিতদ্বয়োরিতি তাবব্রূতাং সর্ব্বে বা এতদেতস্যাং বীর্য্যম্ পরি পশ্যামোঽংশমা হরামহা ইতি তস্যামংশমাঽহরন্ত তামপ্সু প্রাবেশয়ন্‌ৎসোমায়োদেহীতি সা রোহিণী পিঙ্গলৈকহায়নী রূপং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা চ ত্রিভিশ্চ শতৈঃ সহোদৈত্তস্মাদ্রোহিণ্যা পিঙ্গলয়ৈকহায়ন্যা সোমং ক্রীণীয়াদ্য এবং বিদ্বান্ রোহিণ্যা পিঙ্গলয়ৈকহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি ত্রয়স্ত্রিংশতা চৈবাস্য ত্রিভিশ্চ শতৈঃ সোমঃ ক্রীতো ভবতি সুক্রীতেন যজতে তামপ্স প্রাবেশয়ন্নিন্দ্রায়োদেহীতি সা রোহিণী লক্ষ্মণা ষষ্ঠৌহী বার্ত্রঘ্নীং রূপং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা চ ত্রিভিশ্চ শতৈঃ সহোদৈত্তস্মাদ্রোহিণীং লক্ষ্মণাং পষ্ঠৌহীং বার্ত্রঘ্নীং দদ্যাদ্য এবং বিদ্বান্ রোহিণীং লক্ষ্মণাং ষষ্ঠৌহীং বার্ত্রঘ্নীং দদাতি ত্রয়স্ত্রিংশচ্চৈবাস্য ত্রীণি চ শতানি সা দত্তা ভবতি তামপ্সু প্রাবেশয়ন্যমায়োদেহীতি সা জরতী মূর্খা তজ্জঘন্যা রূপং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা চ ত্রিভিশ্চ শতৈঃ সহোদৈত্তস্মাজ্জরতীং মূর্খাং তজ্জঘন্যামনুস্তরণীং কুর্বীত য এবং বিদ্বাঞ্জরতীং মূর্খাং তজ্জঘন্যামনুস্তরণীং কুরুতে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চৈবাস্য ত্রীণি চ শতানি সাঽমুষ্মিংল্লোকে ভবতি বাগেব সহস্রতমী তস্মাৎ বরো দেয়ঃ সা হি বরঃ সহস্রামস্য সা দত্তা ভবতি তস্মাদ্বয়ো ন প্রতিগৃহ্যঃ সা হি বরঃ সহস্রমস্য প্রতিগৃহীতং ভবতীয়ং বর ইতি ব্রূয়াদথান্যাং ব্রূয়াদিয়ং মমেতি তথাঽস্য তৎসহস্রমপ্রতিগৃহীতং ভবত্যুভয়তএনী স্যাত্তদাহুরন্যত এনী স্যাৎ সহস্রং পরস্তাদেতমিতি যৈব বরঃ কল্যাণী রূপসমৃদ্ধা সা স্যাৎ সাহি বরঃ সমৃদ্ধ্যৈ তামুত্তরেণাঽগ্নীধ্রং পর্য্যাণীয়াঽহবনীয়স্যান্তে দ্রোণকলশমব ঘ্রাপয়েদা জিঘ্র কলশং মহ্যুরুধারা পয়স্বত্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ সা মা সহস্র আ ভজ প্রজয়া পশুভিঃ সহ পুনর্মাঽবিশতাদ্রয়িরিতি প্রজয়ৈবৈনং পশুভী রয্যা সম্ অর্থয়তি প্রজাবান্ পশুমান্ রয়িমান্ ভবতি য এবং বেদ তয়া সহাঽগ্নীধ্রং পরেত্য পুরস্তাৎ প্রতীচ্যাং তিষ্ঠন্ত্যাং জুহুয়াদুভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথামিতি ত্রেধাবিভক্তং বৈ ত্রিরাত্রে সহস্রং সাহস্রীমেবৈনাং করোতি সহস্রস্যৈবৈনাং মাত্রাম্ করোতি রূপাণি জুহোতি রূপৈরেবৈনাং সমর্দ্ধয়তি তস্যা উপোত্থায় কর্ণমা জপেদিড়ে রন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুত্যেতানি তে অঘ্নিয়ে নামানি সুকৃতং মা দেবেষু ব্রূতাদিতি দেবেভ্য এবৈনমা বেদয়ত্যন্বেনং দেবা বুধ্যন্তে ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে সহস্র গাভীর প্রশংসা করে তার অঙ্গভূত হোমের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ: পূর্বকালে কোন সময় সোম সহস্র গাভী লাভ করেছিল এবং তার অনুগমণ করে ইন্দ্রও সহস্র গাভী লাভ করেছিল। যম তাদের পেছনে পেছনে এসে বলল—আমাকে কিছু ভাগ দাও। তারা বলল—বেশ, তাই হবে। তারপর যম বিচার করে তার মধ্য থেকে একটি গাভী পছন্দ করল। তখন ইন্দ্র ও সোম বলল—আমরা সকলে মিলে এ উত্তম গাভীর শক্তি পরীক্ষা করে এর এক একটি অংশ গ্রহণ করব। তারপর, তারা সকলে মিলে 'সোমের যোগ্য রূপ গ্রহণ করে জল থেকে এস' এ বলে গাভীকে জলে প্রবেশ করাল। তারপর গাভী জল থেকে

উঠবার সময় তাদের প্রার্থিত রূপ নিয়ে উঠে এল। সে দেখতে লোহিত-বর্ণা, পিঙ্গলাক্ষী, এক বছর বয়স্কা রূপ ও লাবণ্যবতী। জল থেকে উঠবার সময় এরূপ আরও তিনশ তেত্রিশ গাভী সঙ্গে করে এনেছিল। যেহেতু সোমের জন্য লোহিতাদি রূপ গ্রহণ করেছিল, অতএব এক বছর বয়স্ক পিঙ্গলাক্ষী গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করা যায়। তার দ্বারা সোম ক্রয় করা হলে আরও তিনশ তেত্রিশটি গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করা হল। তারপর সংক্রীত সোমের দ্বারা যাগ করা হয়। এখানে সহস্র গাভীর মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ গাভী তিন রূপ ধরে জল থেকে উঠেছিল, সে আর কেউ না—বাগ্‌দেবতা। যেহেতু এটা বাগ্‌দেবতার রূপ, অতএব সহস্র দক্ষিণাযুক্ত যাগে বাগ্‌দেবতার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ গাভী দিতে হয়। এ শ্রেষ্ঠ গাভী দিলে যজমানের সহস্র গাভী দেয়া হয়। ......এরপর মন্ত্রাদি বলা হচ্ছে—হে গাভী, তুমি দ্রোণ কলশের আঘ্রাণ গ্রহণ কর। তুমি বহু ক্ষীরধারাযুক্ত, যেরূপ সমুদ্রে নদীগুলি প্রবেশ করে, সেরূপ তোমাতে সোমবিন্দু সকল প্রবেশ করুক। তুমি আমাকে সহস্র গাভী দাও। সেরূপ ধন, প্রজা ও পশুর সাথে আমার কাছে এস। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা দুজন সর্বত্র জয়শীল, কোথাও পরাজিত হও নি। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনও পরাজয় লাভ কর নি। হে বিষ্ণু, তোমরা দুজন পরস্পর স্পর্ধা করে সহস্র গাভী তিন ভাগ করে দু-ভাগ ইন্দ্রকে দিয়েছ এবং এক ভাগ তুমি নিয়েছ। হে গাভী, তোমাকে কেউ বিনাশ করতে পারে না। ইড়া প্রভৃতি তোমার নাম, তুমি দেবগণের কাছে এ যজমানের পুণ্যের কথা বল। এ মন্ত্র পাঠের দ্বারা গাভী দেবতাদের কাছে যজমানের সম্বন্ধে বলে এবং দেবগণ এ যজমানকে পুণ্যকারী বলে জানে ॥ ৬ ।

মন্ত্র ঃ সহস্রতম্যা বৈ যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি সৈনং সুবর্গং লোকং গময়তি সা মা সুবর্গং লোকং গময়েত্যাহ সুবর্গমেবৈনং লোকং গময়তি সা মা জ্যোতিষ্মন্তং লোকং গময়েত্যাহ জ্যোতিষ্মন্তমেবৈনং লোকং গময়তি সা মা সর্ব্বান্ পুণ্যাল্লোঁকান্ গময়েত্যাহ সর্ব্বানেবৈনং পুণ্যাল্লোঁকান্ গময়তি সা মা প্রতিষ্ঠাং গময় প্রজয়া পশুভিঃ সহ পুনর্ম্মাহবিশতাদ্রয়িরিতি প্রজয়ৈবৈনং পশুভী রয্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রজাবান্ পশুমান্ রয়িমান্ ভবতি য এবং বেদ তাম্‌গ্নীধে বা ব্রহ্মণে বা হোত্রে বোদ্গাত্রে বাহধ্বর্য্যবে বা দদ্যাৎ সহস্রমস্য সা দত্তা ভবতি সহস্রমস্য প্রতিগৃহীতং ভবতি যস্তামবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণাতি তাং প্রা [illegible] গৃহ্নীয়াদেকাহসি ন সহস্রমেকাং ত্বা ভূতাং প্রতি গৃহ্ণামি ন সহস্রমেকা মা ভূতাহবিশ মা সহস্রমিত্যে-কামেবৈনাং ভূতাং প্রতি গৃহ্ণাতি ন সহস্রং য এবং বেদ স্যোনাহসি সুষদা সুশেবা স্যোনা মাহবিশ সুষদা মাহবিশ সুশেবা মাহবিশ ইত্যাহ স্যোনৈবৈনং সুষদা সুশেবা ভূতাহবিশতি নৈনং হিনস্তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি সহস্রং সহস্রতম্যন্বেতী সহস্রতমীং সহস্রামিতি যৎ প্রাচীমুৎসৃজেৎ সহস্রং সহস্রতম্যান্বিয়াত্তৎ সহস্রমপ্রজ্ঞাত্রং সুবর্গং লোকং ন প্র জানীয়াৎ প্রতীচীমুৎসৃজতি তাং সহস্রমনু পর্য্যাবর্ত্ততে সা প্রজানতী সুবর্গং লোকমেতি যজমানমভ্যুৎসৃজতি ক্ষিপ্রে সহস্রং প্র জায়ত উত্তমা নীয়তে প্রথমা দেবান্ গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে সহস্র গাভী দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ যজমান সহস্রগাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা গাভীর দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করে। এ গাভীই তাকে স্বর্গলোক পাইয়ে দেয়। অতএব 'সা মা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রার্থ হচ্ছে—হে সহস্রতমি, তুমি আমাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাও। এরূপ তিনটি মন্ত্রে ক্রমে আদিত্যলোক ও ইন্দ্রাদি লোকে স্থির অবস্থানের কথা এবং প্রজা, পশু ও ধনলাভের কথা বলা হয়েছে। ৭ ॥

মন্ত্র : অত্রিরদদাদৌর্বায় প্রজাং পুত্রকামায় স রিরিচানোঽমন্যত নির্বীর্যঃ শিথিলো যাতযামা স এতং চতুরাত্রমপশ্যত্তমাহরত্তেনাযজত ততো বৈ তস্য চত্বারো বীরা আজায়ন্ত সুহোতা সুদ্গাতা স্বধ্বর্যুঃ সুসভেয়ো য এবং বিদ্বাংশ্চতুরাত্রেণ যজত আহস্য চত্বারো বীরা জায়ন্তে সুহোতা সুদ্গাতা স্বধ্বর্যুঃ সুসভেয়ো যে চতুর্বিংশাঃ পবমানা ব্রহ্মবর্চসং তৎ য উদ্যন্তঃ স্তোমাঃ শ্রীঃ সাঽত্রিং শ্রদ্ধাদেবং যজমানং চত্বারি বীর্যাণি নোপানমন্তেজ ইন্দ্রিয়ং ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যং স এতাংশ্চতুরশ্চতুষ্টোমান্ সোমানপশ্যত্তানাঽহরত্তৈরযজত তেজ এব প্রথমেনাবারুন্ধেন্দ্রিয়ং দ্বিতীয়েন ব্রহ্মবর্চসং তৃতীয়েনান্নাদ্যং চতুর্থেন য এবং বিদ্বাংশ্চতুরশ্চতুষ্টোমান্ সোমানাহরতি তৈর্যজতে তেজ এব প্রথমেনাব রুন্ধ ইন্দ্রিয়ং দ্বিতীয়েন ব্রহ্মবর্চসং তৃতীয়েনান্নাদ্যং চতুর্থেন যামেবাত্রেঋদ্ধিমাধ্নোত্তামেব যজমান ঋধ্নোতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাক থেকে তিনটি অনুবাকে গর্গ-ত্রিরাত্রের কথা বলা হয়েছে। অষ্টম ও নবম অনুবাকে চতুরাত্রের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : উর্বের পুত্র ঔর্ব, সে পুত্রকামনায় অত্রির কাছে প্রার্থনা করেছিল। অত্রি তাকে নিজের পুত্র দিয়েছিল। তারপর পুত্ররহিত হয়ে রিক্ত মনে সে চিন্তা করল—আমি নির্বীর্য ও শিথিল হয়েছি, অতএব প্রজোৎপাদন-সাধক চতুরাত্র—এ নিশ্চয় করে তার সামগ্রী সংগ্রহ করে যাগ করেছিল। তার ফলে সুহোত্রাদি চার পুত্র জন্মে ; এর মধ্যে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু যাগ-প্রয়োগে কুশল। এরূপ অন্যে ও চতুরাত্র যাগ করে সেরূপ পুত্র লাভ করে। এরপর বহিষ্পবমানাদির স্তোম বিশেষ ও চাতুরাত্রের বিকারের কথা বলা হয়েছে। । ৮ ॥

মন্ত্র : জমদগ্নিঃ পুষ্টিকামশ্চতুরাত্রেণাযজ স এতান্ পোষাং অপুষ্যত্তস্মাৎ পলিতৌ জামদগ্নিয়ৌ ন সং জানাতে এতানেব পোষান্ পুষ্যতি য এবং বিদ্বাংশ্চ-তুরাত্রেণ যজতে পুরোডাশিন্য উপসদো ভবন্তি পশবো বৈ পুরোডাশঃ পশূনেবাব রুন্ধেঽন্নং বৈ পুরোডাশোঽন্নমেবাব রুন্ধেঽন্নদঃ পশুমান্ ভবতি য এবং বিদ্বাংশ্চতুরাত্রেণ যজতে ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে জমদগ্নির চতুরাত্রের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : জমদগ্নি পুষ্টিকামনায় চতুরাত্র যাগ করেছিল। সে লোকপ্রসিদ্ধ পুত্র, পশু, ধন ও পুষ্টি লাভ করে। যেহেতু জমদগ্নি পুষ্টিহেতু যাগপ্রবর্তক, অতএব তার বংশোৎপন্ন কেউ দরিদ্র হয় নি। যে এরূপ জেনে চতুরাত্র যাগ করে, স অন্নভক্ষক ও পশুযুক্ত হয়। ৯ ॥

মন্ত্র : সম্বৎসরো বা ইদমেক আসীৎ সোঽকাময়তর্তূন্ৎসৃজেয়েতি স এতং পঞ্চরাত্রমপশ্যত্তমাঽহরত্তেনাযজত ততো বৈ স ঋতূনসৃজত য এবং বিদ্বান্ পঞ্চরাত্রেণ যজতে প্রৈব জায়তে ত ঋতবঃ সৃষ্টা ন ব্যাবর্ত্তন্ত ত এতং পঞ্চরাত্রমপশ্যন্তমাঽ-হরন্তেনাযজন্ত ততো বৈ তে ব্যাবর্ত্তন্ত য এবং বিদ্বান্ পঞ্চরাত্রেণ যজতে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণাঽবর্ত্ততে সার্বসেনিঃ শৌচেয়োঽকাময়ত পশুমান্ৎস্যামিতি স এতং পঞ্চরাত্রমাঽহরত্তেনাযজত ততো বৈ স সহস্রং পশূন্ প্রাঽপ্নোদ্য এবং বিদ্বান্ পঞ্চরাত্রেণ যজতে প্র সহস্রং পশূনাপ্নোতি ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত বাচঃ প্রবদিতা স্যামিতি স এতং পঞ্চরাত্রমা অহরত্তেনাযজত ততো বৈ স বাচঃ প্রবদিতাঽভবদ্য এবং বিদ্বান্ পঞ্চরাত্রেণ যজতে প্রবদিতৈব বাচো ভবত্যথো এনং বাচস্পতিরিত্যাহুরনাপ্তশ্চ-তুরাত্রোঽতিরিক্তঃ ষড্রাত্রোঽথ বা এষ সম্প্রতি যজ্ঞো যৎ পঞ্চরাত্রো য এবং বিদ্বান্ পঞ্চরাত্রেণ যজতে সম্প্রত্যেব যজ্ঞেন যজতে পঞ্চরাত্রো ভবতি পঞ্চ বা ঋতবঃ সম্বৎসরঃ

ঋতুম্বেব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠত্যথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমো ভবতি তেজ এবাব রুন্ধে পঞ্চদশো ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধে সপ্তদশো ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়তে পঞ্চবিংশোঽগ্নিষ্টোমো ভবতি প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ মহাব্রতবানন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠোঽতিরাত্রো ভবতি সর্ব্বস্যাভিজিত্যৈ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে পঞ্চরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ বসন্তাদি ঋতুভেদ যুক্ত কালস্বরূপ প্রজাপতি ঋতু ভেদের পূর্বে সংবৎসররূপে একাই ছিলেন । তিনি ঋতুর ভেদ করবার জন্য পঞ্চরাত্র যাগের সৃষ্টি করে । এরূপ অন্যেও পুত্রকামনায় এ যাগের দ্বারা পুত্রাদি লাভ করে । প্রজাপতির দ্বারা সৃষ্ট হয়ে বসন্তাদি ঋতুদেবগণ ঋতুচিহ্নবিশেষের কোন পার্থক্য না পেয়ে পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান করে তারা তার পার্থক্য লাভ করেছিল । এরূপ অন্যেও পঞ্চরাত্র যাগের অনুষ্ঠান করে পাপ ও শত্রু থেকে বিযুক্ত হয় । এরূপ পশু প্রাপ্তি, [illegible]ভায় ভাষণ দানাদি বহুসাধন ফল এ পঞ্চরাত্র যাগের দ্বারা লাভ হয় । ১০ ॥

মন্ত্র ঃ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামা দদ ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য পূর্ব্ব আয়ুষি বিদথেষু কব্যা । তয়া দেবাঃ সুতমা বভূবুর্ঋতস্য সামন্‌ৎসরমারপন্তী । অভিধা অসি ভুবনমসি যন্তাঽসি ধর্ত্তাঽসি সোঽগ্নিং বৈশ্বানরং সপ্রথসং গচ্ছ স্বাহাকৃতঃ পৃথিব্যাং যন্তা রাড্‌যন্তাঽসি যমনো ধর্ত্তাঽসি ধরুণঃ কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা দিবে ত্বা সতে ত্বাঽসতে ত্বাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যস্ত্বা বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্র ঃ বিভূর্মাত্রা প্রভূঃ পিত্রাঽশ্বোঽসি হয়োঽস্যত্যোঽসি নরোঽস্যর্ব্বাঽসি সপ্তিরসি বাজ্যসি বৃষাঽসি নৃমণা অসি যয়ুর্ণামাস্যাদিত্যানাং পত্বান্বিহ্যগ্নয়ে স্বাহা স্বাহেন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্য ইহ ধৃতিঃ স্বাহেহ বিধৃতিঃ স্বাহেহ রন্তিঃ স্বাহেহ রমতিঃ স্বাহা ভূরসি ভুবে ত্বা ভব্যায় ত্বা ভবিষ্যতে ত্বা বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো দেবা আশাপালা এতং দেবেভ্যোঽশ্বং মেধায় প্রোক্ষিতং গোপায়ত ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ঃ আয়নায় স্বাহা প্রায়ণায় স্বাহোদ্‌দ্রাবায় স্বাহোদ্‌দ্রুতায় স্বাহা শূকারায় স্বাহা শূকৃতায় স্বাহা পলায়িতায় স্বাহাঽপলায়িতায় স্বাহাঽবল্গতে স্বাহা পর বল্গতে স্বাহাঽয়তে স্বাহা প্রয়তে স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা বায়বে স্বাহাঽপাং মোদায় স্বাহা সবিত্রে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহেন্দ্রায় স্বাহা বৃহস্পতয়ে স্বাহা মিত্রায় স্বাহা বরুণায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা চন্দ্রমসে স্বাহা নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা প্রাচ্যৈ দিশে স্বাহা দক্ষিণায়ৈ দিশে স্বাহা প্রতীচ্যৈ দিশে স্বাহোদীচ্যৈ দিশে স্বাহোর্দ্ধায়ৈ দিশে স্বাহা দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহাঽবান্তরদিশাভ্যঃ স্বাহা সমাভ্যঃ স্বাহা শরদ্ভ্যঃ স্বাহাঽহোরাত্রেভ্যঃ স্বাহাঽর্ধমাসেভ্যঃ স্বাহা মাসেভ্যঃ স্বাহর্ত্তুভ্যঃ স্বাহা সম্বৎসরায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা সবিত্রে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা পূষ্ণে স্বাহা বৃহস্পতয়ে স্বাহাঽপাং মোদায় স্বাহা বায়বে স্বাহা মিত্রায় স্বাহা বরুণায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র : পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহাঽগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা চন্দ্রমসে স্বাহাঽহ্নে স্বাহা রাত্রিয়ৈ স্বাহর্জ্জবে স্বাহা সাধবে স্বাহা সুক্ষিত্যৈ স্বাহা ক্ষুধে স্বাহাঽহশিতিম্নে স্বাহা রোগায় স্বাহা হিমায় স্বাহা শীতায় স্বাহাঽতপায় স্বাহাঽরণ্যায় স্বাহা সুবর্গায় স্বাহা লোকায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র : ভুবো দেবানাং কর্ম্মণাঽপসর্ত্তস্য পথ্যাঽসি বসুভির্দ্দেবেভির্দ্দেবতয়া গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা যুনজ্মি বসন্তেন ত্বর্ত্তুনা হবিষা দীক্ষয়ামি রুদ্রেভির্দ্দেবেভির্দ্দেবতয়া ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা যুনজ্মি গ্রীষ্মেণ ত্বর্ত্তুনা হবিষা দীক্ষয়াম্যাদিত্যেভির্দ্দেবেভির্দ্দেবতয়া জাগতেন ত্বা ছন্দসা যুনজ্মি বর্ষাভিস্ত্বর্ত্তুনা হবিষা দীক্ষয়ামি বিশ্বেভির্দ্দেবেভির্দ্দেবতয়াঽনুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা যুনজ্মি শরদা ত্বর্ত্তুনা হবিষা দীক্ষয়াম্যঙ্গিরোভির্দ্দেবেভির্দ্দেবতয়া পাঙ্‌ক্তেন ত্বা ছন্দসা যুনজ্মি হেমন্তশিশিরাভ্যাং ত্বর্ত্তুনা হবিষা দীক্ষয়াম্যাঽহং দীক্ষামরুহমৃতস্য পত্নীং গায়ত্রেণ ছন্দসা ব্রহ্মণা চর্ত্তং সতোঽধাং সত্যমৃতেঽধাম্‌ মহীম্‌ যু সুত্রামাণমিহ ধৃতিঃ স্বাহেহ বিধৃতিঃ রন্তিঃ স্বাহেহ রমতিঃ স্বাহা ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র : ঈঙ্কারায় স্বাহেঙ্কৃতায় স্বাহা ক্রন্দতে স্বাহাঽবক্রন্দতে স্বাহা প্রোথতে স্বাহা প্রপ্রোথতে স্বাহা গন্ধায় স্বাহা ঘ্রাতায় স্বাহা প্রাণায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহাঽপানায় স্বাহা সন্দীয়মানায় স্বাহা সন্দিতায় স্বাহা বিচৃত্যোমানায় স্বাহা বিচৃত্তায় স্বাহা পলায়িষ্যমাণায় স্বাহা পলায়িতায় স্বাহোপরংস্যতে স্বাহোপরতায় স্বাহা নিবেক্ষ্যতে স্বাহা নিবিশমানায় স্বাহা নিবিষ্টায় স্বাহা নিষৎস্যতে স্বাহা নিষীদতে স্বাহা নিষণ্ণায় স্বাহা আসিষ্যতে স্বাহাঽসীনায় স্বাহাঽসিতায় স্বাহা নিপৎস্যতে স্বাহা নিপদ্যমানায় স্বাহা নিপন্নায় স্বাহা শয়িষ্যতে স্বাহা শয়ানায় স্বাহা শয়িতায় স্বাহা সম্মীলিষ্যতে স্বাহা সম্মীলতে স্বাহা সম্মীলিতায় স্বাহা স্বপ্স্যতে স্বাহা স্বপতে স্বাহা সুপ্তায় স্বাহা প্রভোৎস্যতে স্বাহা প্রবুধ্যমানায় স্বাহা প্রবুদ্ধায় স্বাহা জাগরিষ্যতে স্বাহা জাগ্রতে স্বাহা জাগরিতায় স্বাহা শুশ্রূষমাণায় স্বাহা শৃণ্বতে স্বাহা শ্রুতায় স্বাহা বীক্ষিষ্যতে স্বাহা বীক্ষমাণায় স্বাহা বীক্ষিতায় স্বাহা সংহাস্যতে স্বাহা সঞ্জিহানায় স্বাহোজ্জিহানায় স্বাহা বিবৎর্স্যতে স্বাহা বিবর্ত্তমানায় স্বাহা বিবৃত্তায় স্বাহোত্থাস্যতে স্বাহোত্তিষ্ঠতে স্বাহোত্থিতায় স্বাহা বিধবিষ্যতে স্বাহা বিধুন্বানায় স্বাহা বিধূতায় স্বাহোৎক্রংস্যতে স্বাহোৎক্রামতে স্বাহোৎক্রান্তায় স্বাহা চঙ্‌ক্রমিষ্যতে স্বাহা চঙ্‌ক্রম্যমাণায় স্বাহা চঙ্‌ক্রমিতায় স্বাহা কন্ডূয়িষ্যতে স্বাহা কন্ডূয়মানায় স্বাহা কন্ডূয়িতায় স্বাহা নিকষিষ্যতে স্বাহা নিকষমাণায় স্বাহা নিকষিতায় স্বাহা যদত্তি তস্মৈ স্বাহা যৎ পিবতি তস্মৈ স্বাহা যন্মেহতি তস্মৈ স্বাহা যচ্ছকৃৎ করোতি তস্মৈ স্বাহা রেতসে স্বাহা প্রজাভ্যঃ স্বাহা প্রজননায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র : অগ্নয়ে স্বাহা বায়বে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহর্ত্তমস্যৃতস্যর্ত্তমসি সত্যমসি সত্যস্য সত্যমস্যৃতস্য পন্থা অসি দেবানাং ছায়াঽমৃতস্য নাম তৎসত্যং যত্বং প্রজাপতিরস্যধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্দ্ধন্তে দিবঃ সূর্য্যেণ বিশোঽপো বৃণানঃ পবতে কব্যান্‌ পশুং ন গোপা ইর্য্যঃ পরিজ্মা ॥ ২০ ॥

[একাদশ অনুবাক থেকে বিংশতি অনুবাক পর্যন্ত অশ্বমেধ যাগের মন্ত্র বলা হয়েছে।]

দ্বিতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ সাধ্যা বৈ দেবাঃ সুবর্গকামা এতং ষড়্‌রাত্রমপশ্যংস্তমাহরংস্তেনা যজন্ত ততো বৈ তে সুবর্গং লোকমায়ন্য এবং বিদ্বাংসঃ ষড়্‌রাত্রমাসতে সুবর্গমেব লোকং যন্তি দেবসত্রং বৈ ষড়্‌রাত্রঃ প্রত্যক্ষং হ্যেতানি পৃষ্ঠানি য এবং বিদ্বাংসঃ ষড়্‌রাত্রমাসতে সাক্ষাদেব দেবতা অভ্যারোহন্তি ষড়্‌রাত্রো ভবতি ষড়্‌বা ঋতবঃ ষট্‌পৃষ্ঠানি পৃষ্ঠৈরেবর্তূনন্বারোহন্ত্যৃতুভিঃ সম্বৎসরং তে সম্বৎসর এব প্রতি তিষ্ঠন্তি বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমো ভবতি তেজ এবাব রুন্ধতে পঞ্চদশো ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধতে সপ্তদশঃ ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়ন্ত একবিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাত্মন্দধতে ত্রিণবো ভবতি বিজিত্যৈ ত্রয়স্ত্রিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ সদোহবির্ধানিন এতেন ষড়্‌রাত্রেণ যজেরন্নাশ্বত্থী হবির্ধানং চাগ্নীধ্রং চ ভবতস্তদ্ধি সুবর্গ্যং চক্রীবতী ভবতঃ সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যা উলূখলবুধ্নো যূপো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ প্রাঞ্চো যন্তি প্রাঙিব হি সুবর্গঃ লোকঃ সরস্বত্যা যান্ত্যেষ বৈ দেবযানঃ পন্থাস্তমেবান্বারোহন্ত্যাক্রোশন্তো যান্তবার্ত্তিমেবান্যস্মিন্ প্রতিষজ্য প্রতিষ্ঠাং গচ্ছন্তি যদা দশ শতং কুর্বন্ত্যথৈকমুত্থানং শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠন্তি যদা শতং সহস্রং কুর্বন্ত্যথৈকমুত্থানং সহস্রসম্মিতো বা অসৌ লোকোঽমুমেব লোকমভি জয়ন্তি যদেষাং প্রমীয়েত যদা বা জীয়েরন্নথৈকমুত্থানং তদ্ধি তীর্থম্ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে ষড়্‌রাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ সাধ্য দেবগণ স্বর্গ কামনায় এ ষড়্‌রাত্র যাগ দেখেছিল। এখানে দেখা শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয় নিশ্চয়। তারা যাগের সামগ্রী সংগ্রহ করে যাগ করে স্বর্গে গিয়েছিল। এ ষড়্‌রাত্র যাগ দেবগণের প্রিয়। সত্ররূপ দ্বাদশাহে যে পৃষ্ঠ্য ষড়হ, তার ছ দিনে যে পৃষ্ঠস্তোত্র, রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত সাম নিষ্পন্ন করতে হয়। এ দেবপ্রিয় যাগের অনুষ্ঠানে ... ত অল্পকালে দেবতার প্রাপ্তি হয়। এরপর ষট্‌সংখ্যা, পৃষ্ঠস্তোত্রাদির প্রশংসা করা হয়েছে। ১ ॥

মন্ত্র ঃ কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত পশুমান্‌ স্যামিতি স এতং সপ্তরাত্রমাহরত্তেনাযজত তেন বৈ স যাবন্তো গ্রাম্যাঃ পশবস্তানবারুন্ধ য এবং বিদ্বান্‌ৎসপ্তরাত্রেণ যজতে যাবন্ত এব গ্রাম্যাঃ পশবস্তানেবাব রুন্ধে সপ্তরাত্রো ভবতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাংস্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমো ভবতি তেজঃ এবাব রুন্ধে পঞ্চদশো ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধে সপ্তদশো ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়ত একবিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাত্মন্ধত্তে ত্রিণবো ভবতি বিজিত্যৈ পঞ্চবিংশোঽগ্নিষ্টোমো ভবতি প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ মহাব্রতবানন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ বিশ্বজিৎ সর্বপৃষ্ঠোঽতিরাত্রো ভবতি সর্বস্যাভিজিত্যৈ যৎপ্রত্যক্ষং পূর্বেষ্বহঃসু পৃষ্ঠান্যুপেয়ুঃ প্রত্যক্ষম্ বিশ্বজিতি যথা দুগ্ধামুপসীদত্যেবমুত্তমমহঃ স্যান্নৈকরাত্রশ্চন স্যাদ্‌বৃহদ্রথন্তরে পূর্বেষ্বহঃসূপ যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব ন যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্তি যৎপ্রত্যক্ষং বিশ্বজিতি পৃষ্ঠান্যুপযন্তি যথা প্রত্তাং দুহে তাদৃগেব তৎ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে সপ্তরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ উদ্দালকের পুত্র কুসুরুবিন্দ 'আমি বহু পশুযুক্ত হবো'—এরূপ কামনা করে এ সপ্তরাত্র যাগ করেন। তার দ্বারা তিনি গাভী, ছাগ, অশ্ব, অবি, পুরুষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র এ সপ্ত গ্রাম্য পশু লাভ করেন। যে এ জেনে সপ্তরাত্র যাগ করে সে সপ্ত গ্রাম্য পশু লাভ করে। সপ্তরাত্র যাগের দ্বারা উপরোক্ত সপ্ত গ্রাম্য পশু, দ্বিখুর-বিশিষ্ট শ্বাপদ, পক্ষী, সরীসৃপ, হস্তী, বানরাদি সপ্ত আরণ্য পশু এবং গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এ সপ্ত ছন্দ লাভ হয়। এরপর দিন বিশেষের কথা বলা হয়েছে। ২ ॥

মন্ত্র ঃ বৃহস্পতিরকাময়ত ব্রহ্মবর্চ্চসী স্যামিতি স এতমষ্টরাত্রমপশ্যত্ত-মাহহরত্তেনাযজত ততো বৈ স ব্রহ্মবর্চ্চস্যভবদ্য এবং বিদ্বানষ্টরাত্রেণ যজতে ব্রহ্মবর্চ্চস্যেব ভবত্যষ্টারাত্রো ভবত্যষ্টাক্ষারা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈব ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধেঽষ্টরাত্রো ভবতি চতস্রো বৈ দিশশ্চতস্রোঽবান্তরদিশা দিগ্‌ভ্য এব ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধে ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমো ভবতি তেজ এবাব রুন্ধে পঞ্চদশো ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধে সপ্তদশো ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্‌ধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়ত একবিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাঽঽত্মন্ধত্তে ত্রিণবো ভবতি বিজিত্যৈ ত্রয়স্ত্রিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠাত্যৈ পঞ্চবিংশোঽগ্নিষ্টোমো ভবতি প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ মহাব্রতবানন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠোঽতিরাত্রো ভবতি সর্ব্বস্যাভি-জিত্যৈ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে অষ্টরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ বৃহস্পতি 'আমি ব্রহ্মতেজ লাভ করব'—এ কামনা করে এ অষ্টরাত্র যাগ দেখতে পান। তিনি এ অষ্টরাত্র যাগ করে ব্রহ্মবর্চসী হন। এরূপ জেনে যে অষ্টরাত্রের দ্বারা যাগ করে সে ব্রহ্মতেজ লাভ করে। অষ্টরাত্র হচ্ছে অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী, গায়ত্রী ব্রহ্মতেজ রূপ, গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মতেজ লাভ করা যায় গায়ত্রীর অষ্ট অক্ষর জন্য এবং দিক ও অবান্তর দিক্‌গুলির মিলিত সংখ্যা অষ্ট জন্য সংখ্যা দ্বারা ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তি হয়। এর পর ত্রিবৃদাদির বিশেষ বলা হয়েছে। ৩ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাঃ সৃষ্টাঃ ক্ষুধং ন্যায়ন্‌ৎস এতং নবরাত্রমপশ্যত্তমাঽহরত্তেনাযজত ততো বৈ প্রজাভ্যোঽকল্পত যর্হি প্রজাঃ ক্ষুধং নিগচ্ছেয়ুস্তর্হি নবরাত্রেণ যজেতেমে হি বা এতাসাং লোকা অক্লৃপ্তা অথৈতাঃ ক্ষুধং নি গচ্ছন্তিমানেবাঽভ্যো লোকান্ কল্পয়তি তান্ কল্পমানান প্রজাভ্যোঽনু কল্পতে কল্পন্তে অস্মা ইমে লোকা উর্জ্জং প্রজাসু দধাতি ত্রিরাত্রেণেবেমং লোকং কল্পয়তি ত্রিরাত্রেণান্তরিক্ষং ত্রিরাত্রেনামুং লোকং যথা গুণে গুণমন্বস্যত্যেবমেব তল্লোকে লোকমন্বস্যতি ধৃত্যা অশিথিলম্ভাবায় জ্যোতিগৌরায়ুরিতি জ্ঞাতাঃ স্তোমা ভবন্তীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুরেভ্যেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠন্তি জ্যোৎং প্রজানাম্ গচ্ছতি নবরাত্রো ভবত্যভিপূর্ব্বমেবাস্মিন্তেজো দধাতি যো জ্যোগামরাবী স্যাৎ স নবরাত্রেণ যজেত প্রাণা হি বা এতস্যাধৃতা অথৈতস্য জ্যোগাময়তি প্রাণানেবাস্মিন্দাধারোত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে নবরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন, কিন্তু সে প্রজারা অত্যন্ত ক্ষুধা লাভ করে। প্রজাপতি এ নবরাত্র যাগ দেখতে পান। তখন তিনি প্রজাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নবরাত্র যাগ করেন, তাতে প্রজাদের ক্ষুধা নিবারণে সমর্থ হন। অতএব যখন প্রজারা অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর হবে, তখন এ নবরাত্র যাগ করতে

হবে। এ নবরাত্র যাগের দ্বারা প্রজাদের ক্ষুধা নিবারণের সামর্থ্য হবে অর্থাৎ বহু শস্য উৎপন্ন হবে। এর সামর্থ্যে যজমানও প্রজাপালনে সমর্থ হবে। লোকেরাও যজমানের ইচ্ছা অনুসারে শস্যাদি নিষ্পন্ন করবে। তারপর যজমান প্রজাদের অন্নদান করতে পারবে। নবরাত্র যাগের প্রথম ত্রিরাত্র যাগের দ্বারা ভূলোকের ক্ষুধা নিবারণে সামর্থ্য হয়, দ্বিতীয় ত্রিরাত্রে অন্তরিক্ষলোকের এবং তৃতীয় ত্রিরাত্রের দ্বারা দ্যুলোকে ক্ষুধা নিবারণে সামর্থ্য হয়। এভাবে সকল প্রজার ধারণ-সামর্থ হয়। এর ত্রিরাত্রের অবয়ব-রূপ দিনগুলির কথা এবং নবরাত্র-যাগের প্রশংসা করা হয়েছে। ৪ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিরকাময়ত প্র জায়েয়েতি স এতং দশহোতারমপশ্যত্তমজুহোত্তেন দশরাত্রমসৃজত তেন দশরাত্রেণ প্রাজায়ত দশরাত্রায় দীক্ষিষ্যমাণো দশহোতারং জুহুয়াদ্দশহোত্রৈব দশরাত্রং সৃজতে তেন দশরাত্রেণ প্র জায়তে বৈরাজো বা এষ যজ্ঞো যদ্দশরাত্রো য এবং বিদ্বান্দশরাত্রেণ যজতে বিরাজমেব গচ্ছতি প্রাজাপত্যো বা এষ যজ্ঞো যদ্দশরাত্রঃ য এবং বিদ্বান্দশরাত্রেণ যজতে প্রৈব জায়তে ইন্দ্রো বৈ সদৃঙ্ দেবতাভিরাসীৎ স ন ব্যাবৃতমগচ্ছৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং দশরাত্রং প্রাযচ্ছত্তমাহরত্তেনাযজত ততো বৈ সোঽন্যাভির্দেবতাভির্ব্যাবৃতমগচ্ছদ্য এবং বিদ্বান্ দশরাত্রেণ যজতে ব্যাবৃতমেব পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেন গচ্ছতি ত্রিককুৎ এষ যজ্ঞো যদ্দশরাত্রঃ ককুৎ পঞ্চদশঃ ককুদেকবিংশঃ ককুত্ত্রয়স্ত্রিংশো য এবং বিদ্বান্ দশরাত্রেণ যজতে ত্রিককুদেব সমানানাং ভবতি যজমানঃ পঞ্চদশো যজমান একবিংশো যজমান-স্ত্রয়স্ত্রিংশঃ পুর ইতরা অভিচর্যমাণো দশরাত্রেণ যজেত দেবপুরা এব পর্য্যূহতে তস্য ন কুতশ্চনোপাব্যাধো ভবতি নৈনমভিচরন্ৎস্তৃণুতে দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা এতাঃ দেবপুরা অপশ্যন্যদ্দশরাত্রস্তাঃ পর্য্যৌহন্ত তেষাং ন কুতশ্চনোপাব্যাধো-ঽভবত্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যো ভ্রাতৃব্যান্ৎস্যাৎ স দশরাত্রেণ যজতে দেবপুরা এব পর্য্যূহতে তস্য ন কুতশ্চনোপাব্যাথো ভবতি ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি স্তোমঃ স্তোমস্যোপস্তির্ভবতি ভ্রাতৃব্যমেবোপস্তিং কুরুতে জামি বৈ এতৎ কুর্ব্বন্তি যজ্জ্যায়াংসং স্তোমমুপেত্য কনীয়াংসমুপযন্তি যদগ্নিষ্টোমসামান্যবস্তাচ্চ পরস্তাচ্চ ভবন্ত্যজামিত্বায় ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমোঽগ্নিষ্টুদাগ্নেয়ীষু ভবতি তেজ এবাব রুন্ধে পঞ্চদশ উক্থ্য ঐন্দ্রীষ্বিন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধে ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমো বৈশ্বদেবীষু পুষ্টিমেবাব রুন্ধে সপ্তদশোঽগ্নিষ্টোমঃ প্রাজাপত্যাসু [illegible] মোঽন্নাদ্যস্যাবরুধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়তে একবিংশ উক্থ্যঃ সৌরীষু প্রতিষ্ঠিত্যা [illegible] খা রুচ্যমেবাঽঽত্মন্ধত্তে সপ্তদশোঽগ্নিষ্টোমঃ প্রাজাপত্যাসুপহব্য উপহবমেব গচ্ছতি ত্রিণবাবগ্নিষ্টোমাবভিত বতি ঐন্দ্রীষু বিজিত্যৈ ত্রয়স্ত্রিংশ উক্থ্যো বৈশ্বদেবীষু প্রতিষ্ঠিত্যৈ বিশ্বজিৎ সর্ব্ব-পৃষ্ঠোঽতিরাত্রো ভবতি সর্ব্বস্যাভিজিত্যৈ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে দশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে প্রজাপতি প্রথমে তার সাধনভূত দশরাত্র ক্রতু উৎপন্ন করার জন্য তারও সাধনরূপ দশহোত্র নামক 'চিত্তিঃস্রুক্, চিত্তমাজ্যম্'—ইত্যাদি আরণ্যকাণ্ডোক্ত মন্ত্র দেখতে পান। তারপর এ মন্ত্রের দ্বারা যাগ করে যজ্ঞ সৃষ্টির পর প্রজা সৃষ্টি করেন। সে মন্ত্রে চিত্তি স্রুক্ থেকে আরম্ভ করে সামাধ্বর্যু পর্যন্ত বাক্যের দ্বারা হোমনিষ্পাদক স্রুগাদি দশটির কথা বলায় এ মন্ত্র দশ হোতা। অথবা তার মন্ত্রাভিমানী পুরুষ দশবার আহূত হয়ে প্রতিবচন বলেন জন্য এ যজ্ঞ দশ হোতা। এ মন্ত্র দশরাত্র দীক্ষার্থে হোম করতে হবে। সে হোমের দ্বারা দশরাত্র ক্রতু সৃষ্ট করে, সে দশরাত্রের দ্বারা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন। এরপর দশরাত্রের ক্রম ও ক্রতুর প্রশংসা করা হয়েছে। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ ঋতবো বৈ প্রজাকামাঃ প্রজাং নাবিন্দন্ত তেঽকাময়ন্ত প্রজাং সৃজেমহি প্রজামব রুন্ধীমহি প্রজাং বিন্দেমহি প্রজাবন্তঃ স্যামেতি ত এতমেকাদশরাত্রমপশ্যন্তমাহরন্তেনাযজন্ত ততো বৈ তে প্রজামসৃজন্ত প্রজামবারুন্ধত প্রজামবিন্দন্ত প্রজাবন্তোঽভবন্ত ঋতবোঽভবন্তদার্ত্তবানামার্ত্তবত্বমৃতূনাং বা এতে পুত্রাস্তস্মাৎ আর্ত্তবা উচ্যন্তে য এবং বিদ্বাংস একাদশরাত্রমাসতে প্রজামেব সৃজন্তে প্রজামব রুন্ধতে প্রজাং বিন্দন্তে প্রজাবন্তো ভবন্তি জ্যোতিরতিরাত্রো ভবতি জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্দধতে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো ভবতি ষড়্বা ঋতবঃ ষট্পৃষ্ঠানি পৃষ্ঠৈরেবর্তূনন্বারোহন্ত্যৃতুভিঃ সম্বৎসরং তে সম্বৎসর এব প্রতি তিষ্ঠন্তি চতুর্ব্বিংশো ভবতি চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং ব্রহ্মবর্চসং গায়ত্রিয়ামেব ব্রহ্মবর্চসে প্রতি তিষ্ঠন্তি চতুশ্চত্বারিংশো ভবতি চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ত্রিষ্টুভ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যষ্টাচত্বারিংশো ভবত্যষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতাঃ পশবো জগত্যামেব পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেকাদশরাত্রো ভবতি পঞ্চ বা ঋতব আর্ত্তবাঃ পঞ্চর্তুষ্বেবাঽর্ত্তবেষু সম্বৎসরে প্রতিষ্ঠায় প্রজামব রুন্ধতেঽতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ প্রজায়ৈ পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে একাদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে বসন্তাদি ঋতুর অভিমানী দেবগণ প্রজা ইচ্ছা করে লাভ করেনি। তারা চার রকম কামনা করেছিল—আমরা প্রজা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবো, তাদের সংযত করতে সমর্থ হবো, উৎপন্নের দ্বারা প্রজা লাভ করব এবং তাদের চতুর্থ কামনা বহু প্রশস্ত প্রজার সাথে যুক্ত হয়ে থাকব । সে বসন্তাদি ঋতুগণ একাদশ রাত্র যাগের দ্বারা প্রজারূপ ঐশ্বর্য লাভ করেছিল । যেহেতু সকল প্রাণী ঋতুদের পুত্র, এজন্য তাদের বলা হয় 'আর্তব' । এ ঋতুদেবতাদের মত একাদশ রাত্র যাগ করলে অন্য যজমানদেরও সমস্ত কিছু সিদ্ধ হবে । এর পর প্রতিরাত্রের যাগের বিধান বলা হয়েছে । ৬ ॥

মন্ত্র ঃ ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গৃহ্ণীয়াদ্যঃ কাময়েত যথাপূর্ব্বং প্রজাঃ কল্পেরন্নিতি যজ্ঞস্য বৈ ক্লৃপ্তিমনু প্রজাঃ কল্পন্তে যজ্ঞস্যাক্লৃপ্তিমনু ন কল্পন্তে যথাপূর্ব্বমেব প্রজাঃ কল্পয়তি ন জ্যায়াংসং কনীয়ানতি ক্রামত্যৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গৃহ্ণীয়াদাময়াবিনঃ প্রাণেন বা এষ ব্যধ্যতে যস্যাঽময়তি প্রাণ ঐন্দ্রবায়বঃ প্রাণেনৈবৈনং সমর্দ্ধয়তি মৈত্রাবরুণাগ্রান্ গৃহ্ণীরন্যেষাং দীক্ষিতানাং প্রমীয়েত প্রাণাপানাভ্যাং বা এতে ব্যধ্যন্তে যেষাং দীক্ষিতানাং প্রমীয়তে প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ প্রাণাপানাবেব মুখতঃ পরি হরন্ত আশ্বিনাগ্রান্ গৃহ্ণীতাঽনুজাবরোঽশ্বিনৌ বৈ দেবানামানুজাবরৌ পশ্চেবাগ্রং পর্য্যৈতামশ্বিনাবেতস্য দেবতা য আনুজাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরি নয়তঃ শুক্রাগ্রান্ গৃহ্ণীত গতশ্রীঃ প্রতিষ্ঠাকামোঽসৌ বা আদিত্যঃ শুক্র এষোঽন্তোঽন্তং মনুষ্যঃ শ্রিয়ৈ গত্বা নি বর্ত্ততেঽন্তাদেবান্তমা রভতে ন ততঃ পাপীয়ান্ ভবতি মন্থ্যগ্রান্ গৃহ্ণীতাভিচরন্নার্ত্তপাত্রং বা এতদ্যন্মন্থিপাত্রং মৃত্যুনৈবৈনং গ্রাহয়তি তাজগার্ত্তিমার্চ্ছত্যাগ্রয়ণাগ্রান্ গৃহ্ণীত যস্য পিতা পিতামহঃ পুণ্যঃ স্যাদথ তন্ন প্রাপ্নুয়াদ্বাচা বা এষ ইন্দ্রিয়েণ ব্যধ্যতে যস্য পিতা পিতামহঃ পুণ্যঃ ভবত্যথ তন্ন প্রাপ্নোত্যুর ইবৈতদ্যজ্ঞস্য বাগিব যদাগ্রয়ণো বাচৈবৈনমিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়তি ন ততঃ পাপীয়ান্ ভবত্যুক্থ্যাগ্রান্ গৃহ্ণীতাভিচর্য্যমাণঃ সর্ব্বেষাং বা এতৎপাত্রাণামিন্দ্রিয়ং যদুক্থ্যপাত্রং সর্ব্বেণৈবৈনমিন্দ্রিয়েণাতি প্র যুঙ্‌ক্তে সরস্বত্যভি নো নেষি বস্য ইতি পুরোরুচং কুর্য্যাদ্বাগ্বৈ সরস্বতী বাচৈবৈনমতি প্র যুঙ্‌ক্তে মা ত্বৎ-ক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্মেত্যাহ মৃত্যোর্বৈ ক্ষেত্রাণ্যরণানি তেনৈব মৃত্যোঃ ক্ষেত্রাণি ন

গচ্ছতি পূর্বান্ গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াদাময়াবিনঃ প্রাণাস্বা এতস্য শুগৃচ্ছতি যস্যাহময়তি প্রাণা গ্রহাঃ প্রাণানেবাস্য শুচো মুঞ্চত্যুত যদীতাসুর্ভবতি জীবত্যেব পূর্বান্ গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াদ্যর্হি পর্জন্যো ন বর্ষেৎ প্রাণাস্বা এতর্হি প্রজানাং শুগৃচ্ছতি যর্হি পর্জন্যো ন বর্ষতি প্রাণা গ্রহাঃ প্রাণানেব প্রজানাং শুচো মুঞ্চতি তাজক্ প্র বর্ষতি ॥ ৭ ॥

[এ সপ্তম অনুবাক থেকে দশম অনুবাক পর্যন্ত দ্বাদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে এ সপ্তম অনুবাকে কাম্যগ্রহের অনুষ্ঠান প্রকার বলা হচ্ছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার পুত্র-পৌত্রাদিও সেরূপ আচার-বিশিষ্ট হবে। এ কামনা করে দ্বি-দেবতা-গ্রহের মধ্যে ইন্দ্র ও বায়ুর গ্রহ গ্রহণ করতে হবে। যদিও নিত্য প্রয়োগে এদের অগ্রত্ব বিধান আছে, তথাপি কাম্য সংযোগের জন্য আবার বিধান করা হল। যেমন অগ্নিহোত্রে 'দধির দ্বারা যাগ করবে'—এ নিত্যবিধি থাকলেও 'ইন্দ্রিয়-কাম ব্যক্তি দধির দ্বারা যাগ করবে'—এ বলে আবার বিধান করা হয়েছে, এরূপ এখানেও বুঝতে হবে। যজ্ঞের সম্যক্ প্রবৃত্তির দ্বারা তার ফলরূপ প্রজাদের প্রবৃত্তি সমীচীন। যজ্ঞের বিপর্যয়ে প্রজাদেরও বিপর্যয় ঘটে। জ্যেষ্ঠ পিতা, পিতামহ ... কনিষ্ঠ কেউ অতিক্রম করবে না। এরপর রোগ নিবৃত্তির জন্য, অপকর্ষ পরিহারের জন্য, আভিচারিক ক্রিয়ার জন্য, উৎকর্ষপ্রাপ্তি ও অন্যকৃত অভিচারের নিবৃত্তির জন্য ও বৃষ্টির জন্য যাগাদির বিধান করা হয়েছে ॥ ৭ ॥

মন্ত্র ঃ গায়ত্রো বা ঐন্দ্রবায়বো গায়ত্রং প্রায়ণীয়মহস্তস্মাৎ প্রায়ণীয়েঽহন্নৈন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাতি ত্রৈষ্টুভো বৈ শুক্রস্ত্রৈষ্টুভং দ্বিতীয়মহস্তস্মাদ্দ্বিতীয়েঽহঞ্ছুক্রো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাতি জাগতো বা আগ্রয়ণো জাগতং তৃতীয়মহস্তস্মাত্তৃতীয়েঽহন্নাগ্রয়ণো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাত্যেতদ্বৈ যজ্ঞমাপদ্যচ্ছন্দাংস্যাপ্নোতি যদাগ্রয়ণঃ শ্বো গৃহ্যতে যত্রৈব যজ্ঞমদৃশন্তত এবৈনং পুনঃ প্র যুঙ্ক্তে যগস্মুখো বৈ দ্বিতীয়স্ত্রিরাত্রো জাগত আগ্রয়ণো যচ্চতুর্থেঽহন্নাগ্রয়ণো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাত্যথো স্বমেব ছন্দোঽনু পর্যাবর্তন্তে রাথন্তরো বা ঐন্দ্রবায়বো রাথন্তরং পঞ্চমমহস্তস্মাৎ পঞ্চমে... ন্ ঐন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাতি বার্হতো বৈ শুক্রো বার্হতং ষষ্ঠমহস্তস্মাৎ ষষ্ঠেঽহঞ্ছুক্রো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাত্যেতদ্বৈ দ্বিতীয়ং যজ্ঞমাপদ্যচ্ছন্দাংস্যাপ্নোতি যচ্ছুক্রঃ শ্বো গৃহ্যতে যত্রৈব যজ্ঞমদৃশন্তত এবৈনং পুনঃ প্র যুঙ্ক্তে ত্রিষ্টুঙ্মুখো বৈ তৃতীয়স্ত্রিরাত্রস্ত্রৈষ্টুভঃ শুক্রো যৎ সপ্তমেঽহঞ্ছুক্রো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাত্যথো স্বমেব ছন্দোঽনু পর্যাবর্তন্তে বাগ্বা আগ্রয়ণো বাগষ্টমমহস্তস্মাদষ্টমেঽহন্নাগ্রয়ণো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাতি প্রাণো বা ঐন্দ্রবায়বঃ প্রাণো নবমমহস্তস্মান্নবমেঽহন্নৈন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে স্ব এবৈনমায়তনে গৃহ্ণাত্যেতদ্বৈ তৃতীয়ং যজ্ঞমাপদ্যচ্ছন্দাংস্যাপ্নোতি যদৈন্দ্রবায়বঃ শ্বো গৃহ্যতে যত্রৈব যজ্ঞমদৃশন্তত এবৈনং পুনঃ প্র যুঙ্ক্তেঽথো স্বমেব ছন্দোঽনু পর্যাবর্তন্তে পথো বা এতেঽধ্যপথেন যন্তি যেঽন্যেনৈন্দ্রবায়বাৎ প্রতিপদ্যন্তেঽন্তঃ খলু বা এষ যজ্ঞস্য যদ্দাশমমহর্দশমেঽহন্নৈন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে যজ্ঞস্য এবান্তং গত্বা পথাৎ পন্থামপি যন্ত্যথো যথা বহীয়সা প্রতিসারং বহন্তি তাদৃগেব তচ্ছন্দাংস্যন্যোঽন্যস্য লোকমভ্যধ্যায়ন্তান্যেতেনৈব দেবা ব্যবহায়ন্নৈন্দ্রবায়বস্য বা এতদায়তনং যচ্চতুর্থমহস্তস্মিন্নাগ্রয়ণো গৃহ্যতে তস্মাদাগ্রয়ণস্যায়তনে নবমেঽহন্নৈন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে শুক্রস্য বা এতদায়তনং

যৎপঞ্চমম্ অহস্তস্মিন্নৈন্দ্রবায়বো গৃহ্যতে তস্মাদৈন্দ্রবায়বস্যাঽয়তনে সপ্তমেঽহঞ্চুক্রো গৃহ্যত আগ্রয়ণস্য বা এতদা-য়তনং যৎষষ্ঠমহস্তস্মিঞ্চুক্রো গৃহ্যতে তস্মাচ্ছুক্রস্যা-ঽয়তনেঽষ্টমেঽহন্নাগ্রয়ণো গৃহ্যতে ছন্দাংস্যেব তদ্বি বাহয়তি প্র বস্যসো বিবাহমাপ্নোতি য এবং বেদাথো দেবতাভ্য এব যজ্ঞে সম্বিদং দধাতি তস্মাদিদমন্যোঽন্যস্মৈ দদাতি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে দ্বাদশাহ যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দ্বাদশাহের প্রথম ও শেষ দিন বাদ দিয়ে মধ্যবর্তী যে দশদিন, তার মধ্যে প্রথম দিনে ঐন্দ্র বায়বগ্রহের বিধান করছেন—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি যতগুলি মুখ্য ছন্দ আছে, তার মধ্যে গায়ত্রী প্রথমা। অগ্রস্বরূপে ইন্দ্র, বায়ু, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে ঐন্দ্র ও বায়ব গ্রহ প্রথম বলে উক্ত হয়েছে। সেজন্য প্রাথম্য সাম্য বশত ঐন্দ্র, বায়ব গায়ত্রী-রূপ। নিরূপণীয় দশাহের মধ্যে যেটা প্রায়ণীয় অর্থাৎ প্রথম দিন, সেটা প্রাথম্য সাম্যবশতঃ গায়ত্রীরূপ। তা হলে প্রায়ণীয় দশদিনের প্রথম দিনে ঐন্দ্র ও বায়ব্য গ্রহ প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু ঐন্দ্র ও বায়ব্য গ্রহ গায়ত্রীর সমান। এরপর দ্বিতীয়াদি দিনের গ্রহ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিরকাময়ত প্র জায়েয়েতি স এতং দ্বাদশরাত্রমপশ্যত্তমাঽহরত্তেনাযজত ততো বৈ স প্রাজায়ত যঃ কাময়েত প্র জায়েয়েতি স দ্বাদশরাত্রেণ যজেত প্রৈব জায়তে ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যগ্নিষ্টোমপ্রায়ণা যজ্ঞা অথ কস্মাদতিরাত্রঃ পূর্ব্বঃ প্র যুজ্যত ইতি চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদতিরাত্রৌ কনীনিকে অগ্নিষ্টোমৌ যৎ অগ্নিষ্টোমং পূর্ব্বং প্রযুঞ্জীরন্বহির্ধা কনীনিকে দধ্যুস্তস্মাদতিরাত্রঃ পূর্ব্বঃ প্র যুজ্যতে চক্ষুষী এব যজ্ঞে ধিত্বা মধ্যতঃ কনীনিকে প্রতি দধতি যো বৈ গায়ত্রীং জ্যোতিঃপক্ষাং বেদ জ্যোতিষা ভাসা সুবর্গং লোকমেতি যাবগ্নিষ্টোমৌ তৌ পক্ষৌ যেঽন্তরেঽষ্টাবুক্থ্যাঃ স আত্মৈষা বৈ গায়ত্রী জ্যোতিঃপক্ষা য এবং বেদ জ্যোতিষা ভাসা সুবর্গং লোকম্ এতি প্রজাপতির্বা এষ দ্বাদশধা বিহিতো যদ্দ্বাদশরাত্রো যাবতিরাত্রৌ তৌ পক্ষৌ যেঽন্তরেঽষ্টাবুক্থ্যাঃ স আত্মা প্রজাপতির্ব্বাবৈষ সন্‌ৎসর্দ্ধ বৈ সত্রেণ স্পৃণোতি প্রাণা বৈ সৎ প্রাণানেব স্পৃণোতি সর্ব্বাসাং বা এতে প্রজানাং প্রাণৈরাসতে যে সত্রামাসতে তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি কিমেতে সত্রিণ ইতি প্রিয়ঃ প্রজানামুত্থিতো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে দ্বাদশাহের দিন-বিশেষের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি কামনা করেছিলেন—'আমি প্রজা সৃষ্টি করব'। তিনি এ দ্বাদশরাত্র যাগ দেখেছিলেন। তারপর তিনি দ্বাদশরাত্র যাগ করে প্রজা লাভ করেন। যে প্রজা কামনা করে দ্বাদশরাত্রের দ্বারা যাগ করবে, সে পুত্রাদি লাভ করবে। এরপর প্রশ্নোত্তরে দ্বাদশাহের প্রথম দিনের বিধান, পক্ষিরূপের কল্পনা ও যাগের বিধানের কথা বলা হয়েছে ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ ন বা এষোঽন্যতোবৈশ্বানরঃ সুবর্গায় লোকায় প্রাভবদূর্ধ্বো হ বা এষ আতত আসীত্তে দেবা এতং বৈশ্বানরং পর্য্যৌহন্ৎসুবর্গস্য লোকস্য প্রভূত্যা ঋতবো বা এতেন প্রজাপতিমযাজয়ন্তেষ্বাধ্নোদধি তদৃধ্নোতি হ বা ঋত্বিক্ষু য এবং বিদ্বান্ দ্বাদশাহেন যজতে তেঽস্মিন্নৈচ্ছন্ত স রসমহ বসন্তায় প্রাযচ্ছৎ যবং গ্রীষ্মায়ৌষধীর্বর্ষাভ্যো ব্রীহীঞ্ছরদে মাষতিলৌ হেমন্তশিশিরাভ্যাং তেনেন্দ্রং প্রজাপতিরযাজয়ত্ততো বা ইন্দ্র ইন্দ্রোঽভবত্তস্মাদাহুরানুজাবরস্য যজ্ঞ ইতি স হ্যেতেনাগ্রেঽযজতৈব হ বৈ কুণপমত্তি যঃ সত্রে প্রতিগৃহ্ণাতি পুরুষকুণপমশ্ব-

কুণপং কৃত্বোর্ধ্বা অম্নং যেন পাত্রেণান্নং বিভ্রতি যত্তস্ম নির্ণেনিজতি ততোঽধি মলং জায়ত এক এব যজেতৈকো হি প্রজাপতিরার্ধ্নোদ্দ্বাদশ রাত্রীর্দীক্ষিতঃ স্যাদ্দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্ব্বাবৈষ এষ হ বৈ জায়তে যস্তপসাঽধি জায়তে চতুর্ধা বা এতাস্তিস্রস্তিস্রো রাত্রয়ো যদ্দ্বাদশোপসদো যাঃ প্রথমা যজ্ঞং তাভিঃ সং ভরতি যা দ্বিতীয়া যজ্ঞং তাভিরা রভতে যাস্তৃতীয়াঃ পাত্রাণি তাভির্নির্ণেনিক্তে যাশ্চতুর্থীরপি তাভিরাত্মানমন্তরতঃ শুন্ধতে যো বা অস্য পশুমত্তি মাংসং সোঽত্তি যঃ পুরোডাশং মস্তিস্কং স যঃ পরিবাপং পুরীষং স য আজ্যং মজ্জানং স যঃ সোমং স্বেদং সোঽপি হ বা অস্য শীর্ষণ্যা নিষ্পদঃ প্রতি গৃহ্ণাতি যো দ্বাদশাহে প্রতিগৃহ্ণাতি তস্মাদ্দ্বাদশাহেন ন যাজ্যং পাপ্মানো ব্যাবৃত্ত্যৈ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে দ্বাদশাহের দ্বাদশ দিনে বিধান সম্বন্ধে বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : বৈশ্বানরাখ্য অগ্নির দ্বারা দৃষ্ট বলে যাগ অতিরাত্র হচ্ছে বৈশ্বানর। আর একই ভাগে বৈশ্বানর-বাচ্য অতিরাত্র যে দ্বাদশাহের, যে একটি বৈশ্বানর। প্রথমে অতিরাত্রযুক্ত, কিন্তু শেষে নয়। এরূপ দ্বাদশাহ স্বর্গলোক সম্পন্ন করতে পারে না। কারণ দ্বাদশাহ উর্ধ্বাভিমুখী হয়ে অতিবিস্তৃত ছিল, তার শেষের কোন নিয়ামক ছিল না। সেজন্য এ স্বর্গলাভের যোগ্য নয়। তখন দেবতারা এ বৈশ্বানর শব্দ বাক্য অতিরাত্রকে এ দ্বাদশাহে নিয়মিত করেন। তার ফলে এর স্বর্গলাভের যোগ্যতা হয়। পূর্বে কখনও ঋতুর অভিমানী দেবতারা ঋত্বিক্ রূপে যজমান প্রজাপতিকে দ্বাদশাহের দ্বারা যাগ করান। তার ফলে প্রজাপতি অধিক সমৃদ্ধি লাভ করেন। এ জন্য অন্যেও ঋত্বিকদের মধ্যে দ্বাদশাহ যাগের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করবে। এরপর দ্বাদশাহের প্রশংসা করা হয়েছে। ১০ ॥

মন্ত্র : একস্মৈ স্বাহা দ্বাভ্যাং স্বাহা ত্রিভ্যঃ স্বাহা চতুর্ভ্যঃ স্বাহা পঞ্চভ্যঃ স্বাহা ষড়্ভ্যঃ স্বাহা সপ্তভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাভ্যঃ স্বাহা নবভ্যঃ স্বাহা দশভ্যঃ স্বাহৈকাদশভ্যঃ স্বাহা দ্বাদশভ্যঃ স্বাহা ত্রয়োদশভ্যঃ স্বাহা চতুর্দশভ্যঃ স্বাহা পঞ্চদশভ্যঃ স্বাহা ষোড়শভ্যঃ স্বাহা সপ্তদশভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাদশভ্যঃ স্বাহৈকান্ন বিংশত্যৈ স্বাহা নববিংশত্যৈ স্বাহৈকান্ন চত্বারিংশতে স্বাহা নবচত্বারিংশতে স্বাহৈকান্ন ষষ্ট্যৈ স্বাহা নবষষ্ট্যৈ স্বাহৈকান্নাশীত্যৈ স্বাহা নবাশীত্যৈ স্বাহৈকান্ন শতায় স্বাহা শতায় স্বাহা দ্বাভ্যাং শতাভ্যাং স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১১ ॥

মন্ত্র : একস্মৈ স্বাহা ত্রিভ্যঃ স্বাহা পঞ্চভ্যঃ স্বাহা সপ্তভ্যঃ স্বাহা নবভ্যঃ স্বাহৈকাদশভ্যঃ স্বাহা ত্রয়োদশভ্যঃ স্বাহা পঞ্চদশভ্যঃ স্বাহা সপ্তদশভ্যঃ স্বাহৈকান্ন বিংশত্যৈ স্বাহা নববিংশত্যৈ স্বাহৈকান্ন চত্বারিংশতে স্বাহা নবচত্বারিংশতে স্বাহৈকান্ন ষষ্ট্যৈ স্বাহা নবষষ্ট্যৈ স্বাহৈকান্নাশীত্যৈ স্বাহা নবাশীত্যৈ স্বাহৈকান্ন শতায় স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১২ ॥

মন্ত্র : দ্বাভ্যাং স্বাহা চতুর্ভ্যঃ স্বাহা ষড়্ভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাভ্যঃ স্বাহা দশভ্যঃ স্বাহা দ্বাদশভ্যঃ স্বাহা চতুর্দশভ্যঃ স্বাহাষোড়শভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাদশভ্যঃ স্বাহা বিংশত্যৈ স্বাহাঽষ্টানবত্যৈ স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র : ত্রিভ্যঃ স্বাহা পঞ্চভ্যঃ স্বাহা সপ্তভ্যঃ স্বাহা নবভ্যঃ স্বাহৈকাদশভ্যঃ স্বাহা ত্রয়োদশভ্যঃস্বাহা পঞ্চদশভ্যঃ স্বাহা সপ্তদশভ্যঃ স্বাহৈকান্ন বিংশত্যৈ স্বাহা নববিংশত্যৈ স্বাহৈকান্ন চত্বারিংশতে স্বাহা নবচত্বারিংশতে স্বাহৈকান্ন ষষ্ট্যৈ স্বাহা নবষষ্ট্যৈ স্বাহৈকান্নাশীত্যৈ স্বাহা নবাশীত্যৈ স্বাহৈকান্ন শতায় স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা । ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ চতুর্ভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাভ্যঃ স্বাহা দ্বাদশভ্যঃ স্বাহা ষোড়শভ্যঃ স্বাহা বিংশত্যৈ স্বাহা ষন্নবত্যৈ স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ পঞ্চভ্যঃ স্বাহা দশভ্যঃ স্বাহা পঞ্চদশভ্যঃ স্বাহা বিংশত্যৈ স্বাহা পঞ্চনবত্যৈ স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র ঃ দশভ্যঃ স্বাহা বিংশত্যৈ স্বাহা ত্রিংশতে স্বাহা চত্বারিংশতে স্বাহা পঞ্চাশতে স্বাহা ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা সপ্তত্যৈ স্বাহাঽশীত্যৈ স্বাহা নবত্যৈ স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈস্বাহা ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র ঃ বিংশত্যৈ স্বাহা চত্বারিংশতে স্বাহা ষষ্ট্যৈ স্বাহাঽশীত্যৈ স্বাহা শতায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র ঃ পঞ্চাশতে স্বাহা শতায় স্বাহা স্বাভ্যাং শতাভ্যাং স্বাহা ত্রিভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা চতুর্ভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা পঞ্চভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা ষড়্ভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা সপ্তভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহাঽষ্টাভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা নবভ্যঃ শতেভ্যঃ স্বাহা সহস্রায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ শতায় স্বাহা সহস্রায় স্বাহাঽযুতায় স্বাহা নিযুতায় স্বাহা প্রযুতায় স্বাহাঽর্ব্বুদায় স্বাহা ন্যর্ব্বুদায় স্বাহা সমুদ্রায় স্বাহা মধ্যায় স্বাহাঽন্তায় স্বাহা পরার্দ্ধায় স্বাহোষসে স্বাহা ব্যুষ্ট্যৈ স্বাহোদেষ্যতে স্বাহোদ্যতে স্বাহোদিতায় স্বাহা সুবর্গায় স্বাহা লোকায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ [১১ থেকে ২০ অনুবাক পর্যন্ত অশ্বমেধ যাগের মন্ত্র বলা হয়েছে। অশ্বমেধ যাগের মন্ত্র পূর্বে বহুস্থানে দেওয়া হয়েছে জন্য মূল থেকে তার অর্থ বোঝা যাবে।] । ১১-২০ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক

মন্ত্র ঃ প্রজবং বা এতেন যন্তি যদ্দশমমহঃ পাপাবহীয়ং বা এতেন ভবন্তি যদ্দশমমহর্যো বৈ প্রজবং যতামপথেন প্রতিপদ্যতে যঃ স্থাণুং হন্তি যো ভ্রেষং ন্যেতি স হীয়তে স যো বৈ দশমেঽহন্নবিবাক্য উপহন্যতে স হীয়তে তস্মৈ য উপহতায় ব্যাহ তমেবাস্বাৱভ্য সমশ্নুতেঽথ যো ব্যাহ সঃ হীয়তে তস্মাদ্দশমেঽহন্নবিবাক্য উপহতায় ন ব্যূচ্যমথো খল্বাহুর্যজ্ঞস্য বৈ সমৃদ্ধেন দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধেনাসুরান্ পরাঽভবয়ন্নিতি যৎ খলু বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং তদ্যজমানস্য যদ্ব্যৃদ্ধং তদ্ভ্রাতৃব্যস্য স যো বৈ দশমেঽহন্নবিবাক্য উপহন্যতে স এবাতি রেচয়তি তে যে বাহ্যা দৃশীকবঃ স্যুস্তে বি ব্রূয়ুর্যদি তত্র ন বিন্দেয়ুরন্তঃ সদসাদ্ব্যূচ্যং যদি তত্র ন্য বিন্দেয়ুর্গৃহপতিনা ব্যূচ্যং তদ্ব্যূচ্যমেবাথ বা এতৎসর্পরাজ্ঞিয়া ঋগ্ভিঃ স্তুবন্তীয়ং বৈ সর্পতো রাজ্ঞী যদ্বা অস্যাং কিং চার্চন্তি যদানৃচুস্তেনেয়ং সর্পরাজ্ঞী তে যদেব কিং চ বাচাঽনূচুর্যদতোঽধ্যচিতারঃ তদুভয়মাপ্ত্বাঽবরুধ্যোত্তিষ্ঠামেতি তাভিমনসা স্তুবতে ন বা ইমামশ্বরথো নাশ্বতরীরথঃ সদ্যঃ পর্য্যাপ্তুমর্হতি মনো বা ইমং সদ্যঃ পর্য্যাপ্তুমর্হতি মনঃ পরিভবিতুমথ ব্রহ্ম বদন্তি পরিমিতা বা ঋচঃ পরিমিতানি সামানি পরিমিতানি যজূংষ্যথৈতস্যৈবান্তো নাস্তি যদ্ব্রহ্ম তৎ প্রতিগৃণত আ চক্ষীত স প্রতিগরঃ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে দ্বাদশাহের দশম দিনের অবিবাক্য বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ এ অনুষ্ঠানে প্রমাদবশতঃ বিস্মৃত কোন অঙ্গের অপর কর্তৃক

স্মরণ করানোর নিষেধ করা হয়েছে। এ দশম দিনে অনুষ্ঠেয় অঙ্গের বাহুল্য বশতঃ অতি দ্রুত কার্য সমাপ্ত করতে হয়। এ দিনে পাপক্ষয় করতে হয়, সে প্রয়াস সহ্য করেও শীঘ্র এ দিনের কাজ করতে হবে। সে অনুষ্ঠাতার স্খলনের একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—চোর বা ব্যাঘ্রাদির ভয়ে দ্রুত যেতে গিয়ে কোন মন্দবুদ্ধি পুরুষ পণ্ডিতম্মন্য হয়ে রাজপথ পরিত্যাগ করে যেমন অপপথে যায়, অপর কেউ যেমন দ্রুত যেতে গিয়ে সামনের কোন বৃক্ষে পায়ের আঘাত করে, অন্য কোন পুরুষ কণ্টকাদি অথবা রোগে পীড়িত হয়ে বারবার গমন থেকে বিচ্যুত হয়, এ ত্রিবিধ পুরুষ রক্ষার জন্য যেতে গিয়ে যেমন জনসংঘ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, সেরূপ এ দশম দিনে অনুষ্ঠান বিস্মৃত হয়েছে যে পুরুষ, সে ঋত্বিক্ সংঘ থেকে বিচ্যুত হয়। যে পুরুষ এ দিনের অনুষ্ঠান ভুলে যায়, ঋত্বিকদের মধ্যে হীন বলে প্রতিপন্ন হয়। অন্য যাগে একজন ভুলে গেলে অপরে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ দিনের যজ্ঞ বিবাক্য অর্থাৎ এ দিন বিস্মৃত বাক্য কেউ বলে দেবে না—এ হচ্ছে এ অনুষ্ঠানের নিয়ম। (এর পর পক্ষান্তর নিয়ম গুলি বলা হয়েছে)। ১ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দ্বাদশাহস্য প্রথমেনাহর্ত্বিজাং যজমানো বৃঙ্‌ক্ত ইতি তেজ ইন্দ্রিয়মিতি কিং দ্বিতীয়েনেতি প্রাণানন্নাদ্যমিতি কিং তৃতীয়েনেতি ত্রীনিমাঁল্লোকানিতি কিং চতুর্থেনেতি চতুষ্পদঃ পশূনিতি কিং পঞ্চমেনেতি পঞ্চাক্ষরাং পঙ্‌ক্তিমিতি কিং ষষ্ঠেনেতি ষড়্‌ঋতূনিতি কিং সপ্তমেনেতি সপ্তপদাং শক্বরীমিতি কিমষ্টমেনেত্যষ্টাক্ষরাং গায়ত্রীমিতি কিং নবমেনেতি ত্রিবৃতং স্তোমমিতি কিং দশমেনেতি দশাক্ষরাং বিরাজমিতি কিমেকাদশেনেত্যেকাদশাক্ষরাং ত্রিষ্টুভমিতি কিং দ্বাদশেনেতি দ্বাদশাক্ষরাং জগতীমিত্যেতা বন্বা অস্তি যাবদেতদ্যাবদেবাস্তি তদেষাং বৃঙ্‌ক্তে ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে প্রশ্নোত্তরে অহীন দ্বাদশাহের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রথমে ঋত্বিকদের নিন্দার ছলে যজমানের প্রশংসা করা হয়েছে— অহীন দ্বাদশাহের অনুষ্ঠাতা যজমান দ্বাদশাহে প্রথম দিনে ঋত্বিকদের সমস্ত শ্রেয় কি যজমান নিজে গ্রহণ করে অথবা কোন নির্দিষ্ট দিনের কোন ফলবিশেষ গ্রহণ করে করে এ হচ্ছে ব্রহ্মবাদিগণের প্রশ্ন। এর উত্তরে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী বলেন— তেজ আদি ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রথম দিনে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য দ্বিতীয়ে অন্নরূপ প্রাণ, তৃতীয়ে এ তিন লোক, চতুর্থে চতুষ্পদ পশু, পঞ্চমে পঞ্চাক্ষর পংক্তির সাধ্যফল, ষষ্ঠে ছয় ঋতু, সপ্তমে সপ্তপদা শক্বরী, অষ্টমে গায়ত্রী, নবমে ত্রিষ্টুপ্, দশমে দশাক্ষরা বিরাজ, একাদশে একাদশক্ষরা ত্রিষ্টুপ, দ্বাদশে দ্বাদশাক্ষরা জগতী— এ দ্বাদশ বাক্যের দ্বারা যে শ্রেয় বলা হয়েছে, তা ঋত্বিকদের, এগুলি ক্রমে যজমান লাভ করে থাকে। ২ ॥

মন্ত্র ঃ এষ বা আপ্তো দ্বাদশাহো যত্রয়োদশরাত্রঃ সমানং হ্যেতদহর্যৎপ্রায়ণীয়শ্চোদয়নীয়শ্চ ত্র্যতিরাত্রো ভবতি ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ প্রাণো বৈ প্রথমোঽতিরাত্রো ব্যানো দ্বিতীয়োঽপানস্তৃতীয়ঃ প্রাণাপানোদানেষ্বেবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠন্তি সর্বমায়ুর্যন্তি য এবং বিদ্বাংসস্ত্রয়োদশরাত্রমাসতে তদাহুর্বাগ্বা এষা বিততা যদ্দ্বাদশাহস্তাং বি ছিন্দ্যুর্যন্মধ্যেঽতিরাত্রং কুর্যুরুপদাসুকা গৃহপতের্বাক স্যাদুপরিষ্টাচ্ছন্দোমানাং মহাব্রতং কুর্বন্তি সন্ততামেব বাচমব রুন্ধতেঽনুপদাসুকা গৃহপতের্বাগ্‌ভবতি পশবো বৈ ছন্দোমা অন্নং মহাব্রতং যদুপরিষ্টাচ্ছন্দোমানাং মহাব্রতং কুর্বন্তি পশুষু চৈবান্নাদ্যে চ প্রতি তিষ্ঠন্তি ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে ত্রয়োদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ বিধাস্যমান ত্রয়োদশরাত্র যাগ হচ্ছে সম্পূর্ণ দ্বাদশাহ। পূর্বোক্ত দ্বাদশাহের একদিনের আধিক্যে ফলাধিক্য ও দিনাধিক্য থাকলেও কি সাম্যে দ্বাদশাহত্ব বলা হচ্ছে—এর উত্তরে বলছেন—দ্বাদশাহে প্রায়ণীয় ও উদনীয় যেমন, সেরূপ এখানেও দুদিনের সমানত্ব বলে দ্বাদশাহত্বের উপচার করা হয়েছে। দ্বাদশাহে প্রায়ণীয় ও উদনীয় এ দুটি অতিরাত্র। এর মধ্যেও কোনটি অতিরাত্র আছে, এজন্য লোকত্রয় প্রাপ্তি হয়। প্রাণ প্রথম অতিরাত্র, ব্যান দ্বিতীয় এবং অপান তৃতীয় অতিরাত্র। প্রাণ, অপান, উদান অনুলাভ করলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত আয়ু লাভ করে—এ জেনে ত্রয়োদশ রাত্রে যাগ করবে। (এর পর মধ্যম অতিরাত্রের ছন্দোমানের উপরে স্থান দেবার কথা বলা হয়েছে)। ৩ ॥

মন্ত্র ঃ আদিত্যা অকাময়ন্তোভয়োর্লোকয়োঋর্ধ্নুয়ামেতি ত এতং চতুর্দশরাত্রমপশ্যন্তমাহরন্তেনাযজন্ত ততো বৈ ত উভয়োর্লোকয়োরার্ধ্নুবন্নস্মিংশ্চামুষ্মিংশ্চ য এবং বিদ্বাংসশ্চতুর্দশরাত্রমাসত উভয়োরেব লোকয়োঋর্ধ্নুবন্ত্যস্মিংশ্চামুষ্মিংশ্চ চতুর্দশরাত্রো ভবতি সপ্ত গ্রাম্যা ওষধয়ঃ সপ্তারণ্যা উভয়ীষামবরুদ্ধ্যৈ যৎপরাচীনানি পৃষ্ঠানি ভবন্তীমমেব তৈর্লোকমভি জয়ন্তি যৎপ্রতীচীনানি পৃষ্ঠানি ভবন্তীমমেব তৈর্লোকমভি জয়ন্তি ত্রয়স্ত্রিংশৌ মধ্যতঃ স্তোমৌ ভবতঃ সাম্রাজ্যমেব গচ্ছন্ত্যধিরাজৌ ভবতোঽধিরাজা এব সমানানাং ভবন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে চতুর্দশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ আদিত্যগণ উভয়লোকের সমৃদ্ধি কামনা করে চতুর্দশরাত্র যাগ দেখেছিলেন। তারপর তারা চতুর্দশরাত্রের যাগ করে উভয় লোকের সমৃদ্ধি লাভ করেন। যে এ জেনে চতুর্দশরাত্র যাগ করে, সে এ লোক ও পরলোকের সমৃদ্ধি লাভ করে। চতুর্দশ রাত্র হচ্ছে সপ্ত গ্রাম্য ওষধি ও সপ্ত আরণ্য—এগুলি লাভ হয়। (এর পর দ্বাদশ সংখ্যার দিনগুলির কথা বলা হয়েছে।) ৪ ॥

মন্ত্র ঃ প্রজাপতিঃ সুবর্গং লোকমৈত্তং দেবা অন্বায়ন্তানাদিত্যাশ্চ পশবশ্চান্বায়ন্তে দেবা অব্রুবন্যান্‌পশূনুপাজীবিষ্ম ত ইমেঽন্বাগ্মন্নিতি তেভ্য এতং চতুর্দশরাত্রং প্রত্যৌহন্ত আদিত্যাঃ পৃষ্ঠৈঃ সুবর্গং লোকামারোহন্ত্র্যহাভ্যামস্মিল্লোঁকে পশূন্‌প্রত্যৌহন্‌পৃষ্ঠৈরাদিত্যা অমুষ্মিল্লোঁক আর্ধ্নুবন্ত্র্যহাভ্যামস্মিন্‌ লোকে পশবো য এবং বিদ্বাংসশ্চতুর্দশরাত্রমাসত উভয়োরেব লোকয়োঋর্ধ্নুবন্ত্যস্মিংশ্চামুষ্মিংশ্চ পৃষ্ঠৈরেবামুষ্মিল্লোঁক ঋধ্নুবন্তি ত্র্যহাভ্যামস্মিল্লোঁকে জ্যোতির্গৌরায়ুরিতি ত্র্যহো ভবতীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুরিমানেব লোকানভ্যারোহন্তি যদন্যতঃ পৃষ্ঠানি স্যুর্বিবিবধং স্যান্মধ্যে পৃষ্ঠানি ভবন্তি সবিবধত্বায় ওজো বৈ বীর্যং পৃষ্ঠান্যোজ এব বীর্যং মধ্যতো দধতে বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি পরাঞ্চো বা এতে সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি যে পরাচীনানি পৃষ্ঠান্যুপয়ন্তি প্রত্যঙ্‌ত্র্যহো ভবতি প্রত্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রতিষ্ঠিত্যা উভয়োর্লোকয়োরৃদ্ধ্বোত্তিষ্ঠন্তি চতুর্দশৈতাস্তাসং যা দশ দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধতে যাশ্চতস্রশ্চতস্রো দিশো দিক্ষেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে চতুর্দশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ প্রজাপতি যখন স্বর্গে গেলেন, তাঁর অনুসরণ করে সকল দেবতারাও

গেলেন এবং দেবতাদের পশ্চাৎ আদিত্যগণ ও পশুগণ গেলেন। আদিত্য ও পশুগণকে দেখে দেবতারা পরস্পর বলতে লাগলেন—যে পশুদের লাভ করে মানুষদের সাথে আমরা জীবিত ছিলাম. তারা সকলেই আমাদের পেছনে পেছনে এসে গেছে ? এদের মধ্যে আদিত্যগণ স্বর্গে যাক্ আর পশুগণ ভূমিতে যাক্—এ চিন্তা করে তারা প্রত্যাবৃত্তি-গুণযুক্ত এ চতুর্দ্দশরাত্র যাগ করেছিলেন। প্রথমে একটি অতিরাত্র, তারপর জ্যোতি, গাভী. আয়ু—এ আরোহরূপ ত্রিরাত্র, তারপর পৃষ্ঠ্য ষড়হ। তারপর আয়ু, গাভী, জ্যোতি—এ অবরোহরূপ ত্রিরাত্র, তারপর অতিরাত্র। এ ভাবে অনুষ্ঠান করে ছ-দিনে আদিত্যগণ স্বর্গে গেল। প্রত্যাবৃত্তি-যুক্ত ত্র্যহ-দ্বয়ের দ্বারা দেবগণ পশুদের আবার এ ভূমিলোকে পাঠিয়ে দেন। তারপর আদিত্যগণ পৃষ্ঠের দ্বারা স্বর্গে সমৃদ্ধ হন এবং পশুগণ ত্র্যহ-দ্বয়ের দ্বারা এলোকে সমৃদ্ধ হয়। যে এ জেনে চতুর্দ্দশরাত্র যাগ করে, সে উভয় লোকে সমৃদ্ধ হয়। (এরপর যাগের বিধান বলা হয়েছে)। ৫ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রো বৈ সদঙ্দেবতাভিরাসীৎ স ন ব্যাবৃতমগচ্ছৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং পঞ্চদশরাত্রং প্রাযচ্ছত্তমাহরত্তেনাযজত ততো বৈ সোহন্যাভির্দ্দেবতাভির্ব্যাবৃতমগচ্ছদ্য এবং বিদ্বাংসঃ পঞ্চদশরাত্রমাসতে ব্যাবৃতমেব পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ গচ্ছন্তি জ্যোতির্গৌরায়ুরিতি ত্র্যহো ভবতীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষম্ গৌরসাবায়ুরেষ্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠন্ত্যসত্রং বা এতদ্যদছন্দোমং যচ্ছন্দোমা ভবন্তি তেন সত্রং দেবতা এব পৃষ্ঠৈরব রুন্ধতে পশূঞ্ছন্দোমৈরোজো বৈ বীর্য্যং পৃষ্ঠানি পশবশ্ছন্দোমা ওজস্যেব বীর্য্যে পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্তি পঞ্চদশরাত্রো ভবতি পঞ্চদশো বজ্রো বজ্রমেব ভ্রাতৃব্যেভ্যঃ প্র হরন্ত্যতিরাত্রা বভিতো ভবত ইন্দ্রিয়স্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৬ ॥

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রো বৈ শিথিল ইবাপ্রতিষ্ঠিত আসীৎ সোহসুরেভ্যোহবিভেৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং পঞ্চদশরাত্রং বজ্রং প্রাযচ্ছত্তেনাসুরান্ পরাভাব্য বিজিত্য শ্রিয়মগচ্ছদগ্নিষ্টুতা পাপ্মানং নিরদহত পঞ্চদশরাত্রেণৌজো বলমিন্দ্রিয়ং বীর্য্যমাত্মন্নধত্ত য এবং বিদ্বাংসঃ পঞ্চদশরাত্রমাসতে ভ্রাতৃব্যানেব পরাভাব্য বিজিত্য শ্রিয়ং গচ্ছন্ত্যগ্নিষ্টুতা পাপ্মানং নিঃ দহন্তে পঞ্চদশরাত্রেণৌজো বলমিন্দ্রিয়ং বীর্য্যমাত্মন্দধত এতা এব পশব্যাঃ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়োহর্দ্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে সম্বৎসরং পশবোহনুপ্র জায়ন্তে তস্মাৎ পশব্যা এতা এব সুবর্গ্যাঃ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়োহর্দ্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে সম্বৎসরঃ সুবর্গো লোকস্তস্মাৎ সুবর্গ্যা জ্যোতির্গৌরায়ুরিতি ত্র্যহো ভবতীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষম্ গৌরসাবায়ুরিমানেবলোকানভ্যারোহন্তি যদন্যতঃ পৃষ্ঠানি স্যুর্বিবধং স্যান্মধ্যে পৃষ্ঠানি ভবন্তি সবিবধত্বায়ৌজো বৈ বীর্য্যং পৃষ্ঠান্যোজ এব বীর্য্যং মধ্যতো দধতে বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকম্ যন্তি পরাঞ্চো বা এতে সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি যে পরাচীনানি পৃষ্ঠান্যুপযন্তি প্রত্যঙ্ত্র্যহো ভবতি প্রত্যাবরূঢ্যা অথো প্রতিষ্ঠিত্যা উভয়োর্ল্লোকয়োর্ঋদ্ধ্বোত্তিষ্ঠন্তি পঞ্চদশৈতাস্তাসাং যা দশ দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধতে যাঃ পঞ্চ পঞ্চ দিশো দিক্ষেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবত ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য প্রজায়ৈ পশূনাং পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে পঞ্চদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দেবতাদের অধিপতি হবার যোগ্য হয়েও প্রথমে ইন্দ্র তাদের আধিপত্য লাভ না করে প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি তাঁকে এ পঞ্চদশরাত্র

দেন, তার দ্বারা ইন্দ্র যাগ করে দেবতাদের কাছ থেকে পৃথক্ হন। এ জেনে যে পঞ্চদশরাত্র যাগ করে সে পাপ ও শত্রু থেকে পৃথক্ হয়। (এরপর যাগের বিধি বলা হয়েছে)। ৭ ॥

মন্ত্র : প্রজাপতিরকাময়তান্নাদঃ স্যামিতি স এতং সপ্তদশরাত্রমপশ্যত্তমাহরত্তে-নাযজত ততো বৈ সোঽন্নাদোঽভবদ্য এবং বিদ্বাংসঃ সপ্তদশরাত্রমাসতেঽন্নাদা এব ভবন্তি পঞ্চাহো ভবতি পঞ্চ বা ঋতবঃ সম্বৎসর ঋতুষ্বেব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধতেঽসত্রং বা এতৎ যদছন্দোমং যচ্ছন্দোমা ভবন্তি তেন সত্রং দেবতা এব পৃষ্ঠৈরব রুন্ধতে পশূঞ্ছন্দোমৈরোজো বৈ বীর্যং পৃষ্ঠানি পশবশ্ছন্দোমা ওজস্যেব বীর্যে পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্তি সপ্তদশরাত্রো ভবতি সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যা অতিরাত্রাবভিতো ভবতোঽন্নাদ্যস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাকে দ্বিতীয় পঞ্চদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : কোন এক সময় ইন্দ্র যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে একাকী দরিদ্রের মত অসুরদের উপদ্রবরহিত স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সে ইন্দ্র অসুরদের থেকে ভীত হয়ে প্রজাপতির উপদেশে বজ্রস্বয়ান পঞ্চরাত্র ক্রতুর অনুষ্ঠান করেন এবং নিজে অসুরদের পরাভূত করে ঐশ্বর্য লাভ করেন। সে যাগে অগ্নিষ্টুৎ নামক দ্বিতীয় দিনে ইন্দ্র তার শৈথিল্য রূপ পাপ দগ্ধ করেন এবং অবশিষ্ট পঞ্চরাত্র ক্রতুভাগের দ্বারা ওজ, শারীরিক বল ও যুদ্ধে বিজয়ের উৎসাহ লাভ করেন। এ জেনে যে পঞ্চদশরাত্রের যাগ করে, সেও শত্রুদের জয় করে ঐশ্বর্য লাভ করে এবং অগ্নিষ্টুৎ নামক দ্বিতীয় দিনে শৈথিল্যরূপ পাপ বিনাশ করে পঞ্চরাত্রের দ্বারা ওজ, বল, ইন্দ্রিয় ও বীর্য লাভ করে। (এরপর পঞ্চরাত্র সংখ্যার প্রশংসা করা হয়েছে)। ৮ ॥

মন্ত্র : সা বিরাড্‌বিক্রম্যাতিষ্ঠদ্‌ব্রহ্মণা দেবেষ্বন্নেনাসুরেষু তে দেবা অকাময়ন্তোভয়ং সং বৃঞ্জীমহি ব্রহ্ম চান্নং চেতি ত এতা বিংশতিং রাত্রীরপশ্যন্ততো বৈ ত উভয়ং সমবৃঞ্জত ব্রহ্ম চান্নং চ ব্রহ্মবর্চসিনোঽন্নাদা অভবন্য এবং বিদ্বাংস এতা আসত উভয়মেব সং বৃঞ্জতে ব্রহ্ম চান্নং চ ব্রহ্মবর্চসিনোঽন্নাদা ভবন্তি দ্বে বা এতে বিরাজৌ তয়োরেব নানা প্রতি তিষ্ঠন্তি বিংশো বৈ পুরুষো দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পদ্যা যাবানেব পুরুষস্তমাপ্ত্বোত্তিষ্ঠন্তি জ্যোতির্গৌরায়ুরিতি ত্র্যহা ভবন্তীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুরিমানেব লোকানভ্যারোহন্ত্যভিপূর্বং ত্র্যহা ভবন্ত্যভিপূর্বমেব সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি যদন্যতঃ পৃষ্ঠানি স্যুর্বিবিবধংস্যাস্মধ্যে পৃষ্ঠানি ভবন্তি সবিবধত্বায়োজো বৈ বীর্যং পৃষ্ঠান্যোজ এব বীর্যং মধ্যতো দধতে বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি পরাঞ্চো বা এতে সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি যে পরাচীনানি পৃষ্ঠান্যুপযন্তি প্রত্যঙ্‌ত্র্যহো ভবতি প্রত্যবরূঢ্যা অথো প্রতিষ্ঠিত্যা উভয়োর্লোকয়োর্ঋদ্‌ধ্বোত্তিষ্ঠন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতো ব্রহ্মবর্চসস্যান্নাদ্যস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে সপ্তদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : প্রজাপতি 'আমি অন্নভক্ষক হব'—এ কামনা করেছিলেন। তারপর তিনি এ সপ্তদশরাত্র যাগ দেখেন এবং তার দ্বারা যজ্ঞ করে অন্নভক্ষক হন। এ জেনে যারা সপ্তদশরাত্র যাগ করবে, তারা অন্নভক্ষক হবে। [এরপর রাত্রি-সংখ্যার প্রশংসা ও যাগের বিধান বলা হয়েছে] ৯ ॥

এ অনুবাকে বিংশতি রাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ দশরাত্রাভিমানিনী বিরাট্ নামে কোন দেবী দু-টি রূপ প্রকাশ করে থাকতেন—দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্ম-বর্চস-রূপ এবং অসুরদের মধ্যে অন্নরূপে। তখন দেবতারা অসুরদের কাছ থেকে অন্ন নিয়ে দুটাই (অন্ন ও ব্রহ্মতেজ) কি করে নিজেরা লাভ করা যায় এ চিন্তা করেছিল। তারপর তারা সাধনরূপ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রাত্রি নিশ্চয় করে তার অনুষ্ঠানের দ্বারা অসুরদের কাছ থেকে অন্ন নিয়ে নিজেরাই ব্রহ্মতেজ ও অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। এ জেনে যারা এ পঞ্চবিংশতি-রাত্র যাগ করবে, তারা ব্রহ্মতেজ ও অন্ন লাভ করবে। (এর পর পঞ্চরাত্রি-সংখ্যার প্রশংসা করা হয়েছে।)। ৯ ॥

মন্ত্র ঃ অসাবাদিত্যোঽস্মিল্লোঁক আসীত্তং দেবাঃ পৃষ্ঠৈঃ পরিগৃহ্য সুবর্গং লোকমগময়ন্ পরৈরবস্তাৎ পর্য্যগৃহ্ণন্দিবাকীর্ত্যেন সুবর্গে লোকে প্রত্যস্থাপয়ন্ পরৈঃ পরস্তাৎ পর্য্যগৃহ্ণন্ পৃষ্ঠৈরুপাবারোহন্‌স্তস বা অসাবাদিত্যোঽমুষ্মিল্লোঁকে পরৈরুভয়তঃ পরিগৃহীতো যৎপৃষ্ঠানি ভবন্তি সুবর্গমেব তৈর্লোকং যজমানা যন্তি পরৈরবস্তাৎ পরিগৃহ্ণন্তি দিবাকীর্ত্যেন সুবর্গে লোকে প্রতি তিষ্ঠন্তি পরৈঃ পরস্তাৎ পরি গৃহ্ণন্তি পৃষ্ঠৈরুপাবরোহন্তি যৎপরে পরস্তান্ন স্যুঃ [illegible] সুবর্গাল্লোকান্নিষ্পদ্যেরন্যবস্তান্নঃ স্যুঃ প্রজা নির্দহেয়ুরভিতো দিবাকীর্ত্যং পরঃসামানো ভবন্তি সুবর্গ এবৈনাল্লোঁক উভয়তঃ পরি গৃহ্ণাতি যজমানা বৈ দিবাকীর্ত্যং সম্বৎসরঃ পরঃসামানোঽভিতো দিবাকীর্ত্যং পরঃসামানো ভবন্তি সম্বৎসর এবোভয়তঃ প্রতি তিষ্ঠন্তি পৃষ্ঠং বৈ দিবাকীর্ত্যং পার্শ্বে পরঃসামানোঽভিতো দিবাকীর্ত্যং পরঃসামানো ভবন্তি তস্মাদভিতঃ পৃষ্ঠং পার্শ্বে ভূর্য়িষ্ঠা গ্রহা গৃহ্যন্তে ভূর্য়িষ্ঠং শস্যতে যজ্ঞস্যৈব তন্মধ্যতো গ্রন্থিং গৃহ্ণন্ত্যবিস্রংসায় সপ্ত গৃহ্যন্তে সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধাতি যৎপরাচীনানি পৃষ্ঠানি ভবন্ত্যমুমেব তৈর্লোকমভ্যারোহন্তি যদিমং লোকং ন প্রত্যবরোহেয়ুরুদ্বা মাদ্যেয়ুর্যজমানাঃ প্র বা মীয়েরন্যৎ প্রতীচীনানি পৃষ্ঠানি ভবন্তীমমেব তৈর্লোকং প্রত্যবরোহন্ত্যথো অস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যনুন্মাদায়েন্দ্রো বা অপ্রতিষ্ঠিত আসীৎ স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্ম এতমেকবিংশতিরাত্রং প্রাযচ্ছত্তমাহরত্তেনাযজত ততো বৈ স প্রত্যতিষ্ঠদ্যে বহুযাজিনোঽপ্রতিষ্ঠিতাঃ স্যুস্ত একবিংশতিরাত্রমাসীরন্ দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ এতাবন্তো বৈ দেবলোকাস্তেষ্বেব যথাপূর্ব্বং প্রতি তিষ্ঠন্ত্যসাবাদিত্যো ন ব্যরোচত স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতমেকবিংশতিরাত্রং প্রাযচ্ছত্তমাহরত্তেনাযজত ততো বৈ সোঽরোচত য এবং বিদ্বাংস একবিংশতিরাত্রমাসতেরোচন্ত এবৈকবিংশতিরাত্রো ভবতি রুগ্বা একবিংশো রুচমেব গচ্ছন্ত্যথো প্রতিষ্ঠামেব প্রতিষ্ঠা হ্যেকবিংশোঽতিরাত্রাবভিতো ভবতো ব্রহ্মবর্চসস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে একবিংশতিরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ স্বর্গলোকের দৃশ্যমান এ আদিত্য পূর্বে ভূলোকে ছিল। দেবতারা পৃষ্ঠাখ্য ছ-দিনের যাগের দ্বারা তাকে স্বর্গে নিয়ে যান এবং যাতে নীচে নামতে না পারে এবং ঊর্ধ্বেও যেতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এরূপ অন্যেও পৃষ্ঠাখ্য যাগ করে স্বর্গলোকে যাবে এবং দিনে কীর্তনীয় সামের দ্বারা সে লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। (এরপর অহঃসংখ্যার প্রশংসা, ইন্দ্রের একবিংশতি যাগ ও যাগের ফল লাভের কথা বলা হয়েছে।) ॥ ১০।

মন্ত্র ঃ অর্ব্বাঙ্‌যজ্ঞঃ সং ক্রামত্বমুষ্মাদধি মামভি। ঋষীণাং যঃ পুরোহিতঃ। নীর্দ্দেবং নির্ব্বীরং কৃত্বা বিষ্কন্ধং তস্মিন্‌ হীয়তাং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং তস্মিন্‌ৎসীদতু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। যজ্ঞ যজ্ঞস্য যত্তেজস্তেন সং ক্রামমামভি। ব্রাহ্মণানৃত্বিজো দেবান্যজ্ঞস্য তপসা তে সবাহমা হুবো ইষ্টেন পক্বমুপ তে হুবে সবাহম্‌। সং তে বৃঞ্জে সুকৃতং সং প্রজাং পশূন্‌। প্রৈষান্‌ৎসামিধেনীরাঘারাবাজ্যভাগাবাশ্রুতং প্রত্যাশ্রুতমা শৃণামি তে। প্রযাজানু-যাজান্‌ৎস্বিষ্টকৃতমিড়ামাশিষ আ বৃঞ্জে সুবঃ। অগ্নিনেন্দ্রেণ সোমেন সরস্বত্যা বিষ্ণুনা দেবতাভিঃ। যাজ্যানুবাক্যাভ্যামুপ তে হুবে সবাহং যজ্ঞমা দদে তে বষ্টকৃতম্‌। স্তুতং শস্ত্রং প্রতিগরং গ্রহমিড়ামাশিষঃ আ বৃঞ্জে সুবঃ। পত্নী-সংযাজানুপ তে হুবে সবাহং সমিষ্টযজুরা দদে তব। পশূন্‌ৎসুতং পুরো-ডাশান্‌ৎসবনান্যোত যজ্ঞম্‌। দেবান্‌ৎসেন্দ্রানুপ তে হুবে সবাহমগ্নিমুখান্‌ৎ-সোমবতো যে চ বিশ্বে ॥ ১১ ॥

মন্ত্র ঃ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদ্বষট্‌ৎস্বাহা নম ঋক্‌সাম যজুর্বষট্‌ৎ স্বাহা নমো গায়ত্রী ত্রিষ্টুপজ্জগতী বষট্‌ৎস্বাহা নমং পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্ব্বষট্‌ৎস্বাহা নমোঽগ্নির্ব্বায়ুঃ সূর্য্যো বষট্‌ৎস্বাহা নমঃ প্রাণো ব্যানোঽপানো বষট্‌ৎস্বাহা নমো-ঽন্নং কৃষির্ব্বৃষ্টির্ব্বষট্‌ৎ স্বাহা নমঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রো বষট্‌ৎস্বাহা নমো ভূর্ভুবঃ সুর্ব্বষট্‌ৎস্বাহা নমঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ঃ আ মে গৃহা ভবন্ত্বা প্রজা ম আ মা যজ্ঞো বিশতু বীর্য্যাবান্‌। আপো দেবীর্যজ্ঞিয়া মাঽবিশন্তু সহস্রস্য মা ভূমা মা প্র হাসীৎ। আ মা গ্রাহো ভবত্বা পুরোরুক্‌ স্তুতশস্ত্রে মাঽবিশতাং সমীচি। আদিত্যা রুদ্রা বসবো মে সদস্যাঃ সহস্রস্য মা ভূমা মা প্র হাসীৎ। আ মাঽগ্নিষ্টোমো বিশতুকথ্যশ্চাতিরাত্রো মাঽ-বিশত্বাপিশর্ব্বরঃ। তিরোঅহ্নিয়া মা সুহুতা আ বিশন্তু সহস্রস্য মা ভূমা মা প্র হাসীৎ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নিনা তপোঽন্বভবদ্বাচা ব্রহ্ম মণিনা রূপানীন্দ্রেণ দেবান্বাতেন প্রাণান্‌ৎসূর্যেণ দ্যাং চন্দ্রমসা নক্ষত্রাণি যমেন পিতৄন্‌ রাজ্ঞা মনুষ্যাক্‌ ফলেন নাদেয়ানজাগরেণ সর্পান্‌ ব্যাঘ্রেণাঽরণ্যান্‌ পশূঞ্ছ্যেনেন পতত্রিনো বৃষ্ণাঽশ্বানৃষভেণ গা বস্তেনাজা বৃষ্ণিনাঽবীর্ব্রীহিণাঽন্নানি যবনৌষধীর্ন্যগ্রোধেন বনস্পতীনুদুম্বরে-ণোর্জ্জং গায়ত্রিয়া ছন্দাংসি ত্রিবৃতা স্তোমান্‌ ব্রাহ্মণেন বাচম্‌ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র ঃ স্বাহাঽধিমাধীতায় স্বাহা স্বাহাঽধীতং মনসে স্বাহা স্বাহা মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা কায় স্বাহা কস্মৈ স্বাহা কতমস্মৈ স্বাহাঽদিত্যৈ স্বাহাঽদিতৈ মহ্যৈ স্বাহাঽদিতৌ সুমৃড়ীকায়ৈ স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা সরস্বত্যৈ বৃহত্যৈ স্বাহা সরস্বতী পাবকায়ৈ স্বাহা পূষ্ণে প্রপথ্যায় স্বাহা পূষ্ণে নরন্ধিষায় স্বাহা ত্বষ্ট্রে স্বাহা তুরীপায় স্বাহা ত্বষ্ট্রে পুরুরূপায় স্বাহা বিতবে স্বাহা বিষ্ণবে নিখুর্য্যপায় স্বাহা বিষ্ণবে নভুয়পায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ দদ্‌ভ্যঃ স্বাহা হনুভ্যাং স্বাহোষ্ঠাভ্যাং স্বাহা মুখায় স্বাহা নাসিকা-ভ্যাং স্বাহাঽক্ষীভ্যাং স্বাহা কর্ণাভ্যাং স্বাহা পার ঈক্ষবোঽবার্য্যেভ্যঃ পক্ষ্মভ্যঃ স্বাহাঽবার ইক্ষবঃ পার্য্যেভ্যঃ পক্ষ্মভ্যঃ স্বাহা শীর্ষ্ণে স্বাহা ভ্রূভ্যাং স্বহা ললাটায় স্বাহা মূর্ধ্নে স্বাহা মস্তিষ্কায় স্বাহা কেশেভ্যঃ স্বাহা বহায় স্বাহা গ্রীবাভ্যঃ স্বাবা স্কন্ধেভ্যঃ স্বাহা কীকসাভ্যঃ স্বাহা পৃষ্টীভ্যঃ স্বাহা পাজস্যায় স্বাহা পার্শ্বাভ্যাং স্বাহা অংসাভ্যাং স্বাহা দোষভ্যাং স্বাহা বাহুভ্যাং স্বাহা জঙ্ঘাভ্যাং শ্রেণীভ্যাং স্বাহোরুভ্যাং স্বাহাঽষ্টীবদ্‌ভ্যাং স্বাহা জঙ্ঘাভ্যাং স্বাহা ভসদে স্বাহা শিখণ্ডেভ্যঃ

স্বাহা বালধানায় স্বাহাহণ্ডাভ্যাং স্বাহা শেপায় স্বাহা রেতসে স্বাহা প্রজাভ্যঃ স্বাহা প্রজননায় স্বাহা পদভ্যঃ স্বাহা শফেভ্যঃ স্বাহা লোমভ্যঃ স্বাহা ত্বচে স্বাহা লোহিতায় স্বাহা মাংসায় স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহাহস্থিভ্যঃ স্বাহা মজ্জভ্যঃ স্বাহাহঙ্গেভ্যঃ স্বাহাহত্মনে স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র ঃ আঞ্জ্যেতায় স্বাহাহঞ্জিসকথায় স্বাহা শিতিপদে স্বাহা শিতিককুদে স্বাহা শিতিরন্ধ্রায় স্বাহা শিতিপৃষ্ঠায় স্বাহা শিত্যংসায় স্বাহা পুষ্পকর্ণায় স্বাহা শিত্যোষ্ঠায় স্বাহা পিতিভ্রবে স্বাহা শিতিভসদে স্বাহা শ্বেতানূকাশায় স্বাহা হশ্রয়ে স্বাহা ললামায় স্বাহাহসিতজ্ঞবে স্বাহা কৃষৈতায় স্বাহা রোহিতৈতায় স্বাহাহ-রুণৈতায় স্বাহেদৃশায় স্বা কীংশায় স্বাহা তাদৃশায় স্বাহা সদৃশায় স্বাহা বিস-দৃশায় স্বাহে সুসদৃশায় স্বাহা রূপায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র ঃ কৃষ্ণায় স্বাহা শ্বেতায় স্বাহা পিশঙ্গায় স্বাহা সারঙ্গায় স্বাহরুণায় স্বাহা গৌরায় স্বাহা বভ্রবে স্বাযা নকুলায় স্বাহা রোহিতায় স্বাহা শোণায় স্বাহা শ্যাবায় স্বাহা পাকলায় স্বাহা সুরূপায় স্বাহাহনুপায় স্বাহা বিরূপায় স্বাহা সরূপায় স্বাহা প্রতিরূপায় স্বাহা শবলায় স্বাহা কমলায় স্বাহা পৃশ্নয়ে স্বাহা পৃশ্নিয়কথায় স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র ঃ ওষধীভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা তূলেভ্যঃ স্বাহা কাণ্ডেভ্যঃ স্বাহা বলশেভ্যঃ স্বাহা পুষ্পেভ্যঃ স্বাহা ফমেভ্যঃ স্বাহা গৃহীতেভ্যঃ স্বাহাহগৃহীতেভ্যঃ স্বাহাহবপন্নেভ্যঃ স্বাহা শয়ানেভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা তূলেভ্যঃ স্বাহা স্কন্ধোভ্যঃ স্বাহা শাখাভ্যঃ স্বাহা পর্ণেভ্যঃ স্বাহা পুষ্পেভ্যঃ স্বাহা ফলেভ্য স্বাহা গৃহীতেভ্যঃ স্বাহাহগৃহীতেভ্যঃ স্বাহাহবপন্নেভ্যঃ স্বাহা শয়ানেভ্যঃ স্বাহা শিষ্টায় স্বাহাহতি-শিষ্টায় স্বাহা পরিশিষ্টায় স্বাহা সংশিষ্টয় স্বাহোচ্ছিষ্টায় স্বাহা রিক্তায় স্বাহাহরিক্তা স্বাহা প্ররিক্তায় স্বাহা সংরিক্তায় স্বাহোদ্রিক্তায় স্বাহা সার্বস্মৈ স্বহা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ ১১ থেকে ২০ অনুবাক পর্যন্ত অশ্বমেধ যাগের মন্ত্র বলা হয়েছে। ১১—২০ ॥

চতুর্থ প্রপাঠক

মন্ত্রঃ বৃহস্পতিরকাময়ত শ্রন্মে দেবা দধীরন্ গচ্ছেয়ং পুরোধামিতি স এতং চতুর্ব্বিংশতি-রাত্রমপশ্যত্তমাহহরত্তেনাযজত ততো বৈ তস্মৈ শ্রদ্দেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাং য এবং বিদ্বাং-সশ্চতুর্ব্বিংশতিরাত্রমাসতে শ্রদেভ্যো মনুষ্যা দধতে গচ্ছন্তি পুরোধাং জ্যোতির্গৌরায়ুরিতি ত্র্যহা ভবন্তীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুঃ ইমানেব লোকানভ্যারোহন্ত্যভি-পূর্ব্বং ত্র্যহা ভবন্ত্যভিপূর্ব্বমেব সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্ত্যসত্রং বা এতদ্যদছন্দোমং যচ্ছন্দোমা ভবন্তি তেন সত্রং দেবতা এব পৃষ্ঠৈরব রুন্ধতে পশূঞ্ছন্দোমৈরোজো বৈ বীর্য্যং পৃষ্ঠানি পশবশ্ছন্দোমা ওজস্যেব বীর্য্যে পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্তি বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি চতুর্ব্বিংশতিরাত্রো ভবতি চতুর্ব্বিংশতিরর্দ্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ সুবর্গো লোকঃ সম্বৎসর এব সুবর্গে লোকে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈব ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধতেঽতিরাত্রাব-ভিতো ভবতো ব্রহ্মবর্চ্চসস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে প্রথম চতুর্বিংশতিরাত্রযাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে কোন এক সময় বৃহস্পতি ইন্দ্রাদি দেবগণের বিশ্বাস হারিয়ে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন— এ দেবতারা আমাকে শ্রদ্ধা করুক এবং আমি তাদের হিতকারী - এ তারা বিশ্বাস করুক। তা হলে আমি এদের আচার্যরূপ মুখ্য পুরোহিত হবো।' এর উপায় চিন্তা করে বৃহস্পতি শাস্ত্রদৃষ্টিতে চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ নিশ্চয় করে তার অনুষ্ঠান করেন এবং দেবগণের পৌরোহিত্য লাভ করেন। এ যাগের দ্বারা অপরেও মানুষের বিশ্বসনীয় হয়ে তাদের পৌরোহিত্য লাভ করবে। [এর পর অঃহসংখ্যা ও তার প্রশংসা করা হয়েছে।] ॥ ১ ॥

মন্ত্রঃ যথা বৈ মনুষ্যা এবং দেবা অগ্র আসন্তেঽকাময়ন্তাবর্ত্তিং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য দৈবীং সংসদং গচ্ছেমেতি ত এতং চতুর্বিবংশতিরাত্রমপশ্যন্তমাহহরন্তেনাযজন্ত ততো বৈ তেঽবর্ত্তিং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য দৈবীং সংসদমগচ্ছন্য এবং বিদ্বাংসশ্চতুর্বিবংশতি-রাত্রমাসতেঽবর্ত্তিমেব পাপ্মানমপহত্য শ্রিয়ং গচ্ছন্তি শ্রীর্হি মনুষ্যস্য দৈবী সংসজ্জ্যোতি-রতিরাত্রো ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ পৃষ্ঠ্যঃ ষডহো ভবতি ষড্বা ঋতবঃ সম্বৎসরস্তং মাসা অর্দ্ধমাসা ঋতবঃ প্রবিশ্য দৈবীং সংসদমগচ্ছন্য এবং বিদ্বাংসশ্চতু-র্ব্বিংশতিরাত্রমাসতে সম্বৎসরমেব প্রবিশ্য বস্যসীং সংসদং গচ্ছন্তি ত্রয়স্ত্রয়স্ত্রিংশা অবস্তাদ্ভবন্তি ত্রয়স্ত্রয়স্ত্রিংশাঃ পরস্তাত্ত্রয়স্ত্রিংশৈরেবোভয়তোঽবর্ত্তিং পাপ্মানমপহত্য দৈবীং সংসদং মধ্যতঃ গচ্ছন্তি পৃষ্ঠানি হি দৈবী সংসজ্জামি বা এতৎ কুর্ব্বন্তি যত্ত্রয়স্ত্রয়-স্ত্রিংশো অন্বঞ্চো মধ্যেঽনিরুক্তো ভবতি তেনাজামূর্ধ্বানি পৃষ্ঠানি ভবন্ত্যূর্ধ্বশ্ছন্দোমা উভাভ্যাং রূপাভ্যাং সুবর্গং লোকং যন্ত্যসত্রং বা এতদ্যদছন্দোমং যচ্ছন্দোমা ভবন্তি

তেন সপ্ত দেবতা এব পৃষ্ঠৈরব রুন্ধতে পশুশ্ছন্দো—মৈরোজো বৈ বীর্য্যং পৃষ্ঠানি পশবঃ ছন্দোমা ওজস্যেব বীর্য্যে পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্তি ত্রয়স্ত্রয়স্ত্রিংশা অবস্তাদ্ভবন্তি ত্রয়স্ত্রয়স্ত্রিংশাঃ পরস্তান্মধ্যে পৃষ্ঠানুরো বৈ ত্রয়স্ত্রিংশা আত্মা পৃষ্ঠান্যাত্মন এব তদ্যজমানাঃ শর্ম্ম নহ্যন্তেহনার্ত্ত্যৈ বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তীয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জসায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি পরাঞ্চো বা এতে সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি যে পরা-চীনানি পৃষ্ঠানুপযন্তি প্রত্যঙ্ ষডহো ভবতি প্রত্যবরুঢ্যা অথো প্রতিষ্ঠিত্যা উভয়ো-র্লোকয়োর্ঋদ্ধ্বোত্তিষ্ঠন্তি ত্রিবৃতোহধি ত্রিবৃতমুপ যন্তি স্তোমানাং সম্পত্ত্যৈ প্রভবায় জ্যোতিরগ্নি ষ্টোমা ভবত্যয়ং বাব স ক্ষয়োহস্মাদেব তেন ক্ষয়ান্ন যন্তি চতুর্ব্বিংশতি-রাত্রো ভবতি চতুর্ব্বিংশতরর্দ্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ সুবর্গো লোকঃ সম্বৎসর এব সুবর্গে লোকে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈব ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধতেঽতিরাত্রাবভিতো ভবতো ব্রহ্মবর্চ্চসস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে দ্বিতীয় চতুর্বিংশতিরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ মানুষেরা যেমন দারিদ্র্যহেতুরূপ পাপযুক্ত সেরূপ পূর্বে দেবতারাও ছিলেন । তখন দেবতারা চিন্তা করলেন—ধনসম্পদ হচ্ছে বাঁচবার উপায়, তার অভাব জন্মান্তরকৃত দারিদ্র্যহেতু পাপবিশেষ এবং তা ক্লেশের হেতু বলে মৃত্যুস্বরূপ । কি করে এ পাপরূপ মৃত্যুকে সুকৃত অনুষ্ঠানের দ্বারা দূর করে দৈবী সম্পদ লাভ করা যায় । এ চিন্তা করে চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ তার উপায় বলে শাস্ত্রদৃষ্টিতে নিশ্চয় করেন এবং তার অনুষ্ঠান করে ফল লাভ করেন । এরূপ মানুষেরাও এরূপ অনুষ্ঠান করলে দারিদ্র্যহেতু পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে দেবসভা লাভ করবে । যাতে দেবতারা সুখে অবস্থান করে সে শ্রী (ঐশ্বর্য) হচ্ছে দেবসভা । মানুষেরা ঐশ্বর্যকেই দেবসভা মনে করে । [এর পর অহঃসংখ্যার বিধান ও তার প্রশংসা করা হয়েছে ।] ॥ ২ ॥

মন্ত্রঃ ঋক্ষা বা ইয়মলোমকাসীৎ সাহকাময়তৌষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্র জায়েয়েতি সৈতাস্ত্রিংশতং রাত্রীরপশ্যত্ততো বা ইয়মোষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্রাজায়ত যে প্রজাকামাঃ পশুকামাঃ স্যুস্ত এতা আসীরন্ প্রৈব জায়ন্তে পজয়া পশুভিরিয়ং বা অক্ষুধ্যৎ সৈতাং বিরাজমপশ্যত্তামাত্মন্ধিত্বাহন্নাদ্যমবারুন্ধৌষধীঃ বনস্পতীন্ প্রজাং পশূন্তেনাবর্দ্ধত সা জেমানং মহিমানমগচ্ছদ্য এবং বিদ্বাংস এতা আসতে বিরাজমেবাহত্মন্ধিত্বাদন্নাদ্যমব রুন্ধতে বর্দ্ধন্তে প্রজয়া পশুভির্জেমানং মহিমানং গচ্ছন্তি জ্যোতিরতিরাত্রো ভবতি সুব-র্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ পৃষ্ঠ্যঃ ষডহো ভবতি ষড্বাঽঋতবঃ ষট্পৃষ্ঠানি পৃষ্ঠৈরেবর্তু-নন্বারোহন্ত্যৃতুভিঃ সম্বৎসরং তে সম্বৎসর এব প্রতি তিষ্ঠান্তি ত্রয়স্ত্রিংশাত্রয়স্ত্রিংশমুপ যন্তি যজ্ঞস্য সন্তত্যা অথো প্রজাপতির্বৈ ত্রয়স্ত্রিংশঃ প্রজাপতিমেবাহরভন্তে প্রতিষ্ঠিত্যৈ ত্রিণবো ভবতি বিজিত্যা একবিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাহত্মন্দধতে ত্রিবৃদগ্নি-ষ্টুদ্ভবতি পাপ্মানমেব তেন নির্দহন্তেঽথো তেজো বৈ ত্রিবৃত্তেজ এবাহত্মন্দধতে পঞ্চদশ

ইন্দ্রস্তোমো ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধতে সপ্তদশো ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ অথো প্রৈব তেন জায়ন্ত একবিংশো ভবতি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাঽঽত্মন্দধতে চতুর্বিংশো ভবতি চতুর্বিংশতিরর্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরঃ সুবর্গো লোকঃ সম্বৎসর এব সুবর্গে লোকে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো এষ বৈ বিষুবান্বিষুবন্তো ভবন্তি য এবং বিদ্বাংস এতা আসতে চতুশ্চত্বারিংশঃ পৃষ্ঠান্যুপ যন্তি সম্বৎসর এব প্রতিষ্ঠায় দেবতা অভ্যারোহন্তি ত্রয়স্ত্রিংশা-ত্ত্রয়স্ত্রিংশমুপ যন্তি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবতা দেবতাস্বেব প্রতি তিষ্ঠন্তি ত্রিণবো ভবতীমে বৈ লোকাস্ত্রিণব এষ্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠন্তি দ্বাবেকবিংশৌ ভবতঃ প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাঽঽত্মন্দধতে বহবঃ ষোড়শিনো ভবন্তি তস্মাদ্বহবঃ প্রজাসু বৃষাণো যদেতে স্তোমা ব্যতিষক্তা ভবন্তি তস্মাদিয়মোষধীভির্বনস্পতিভির্ব্যতিষক্তা ব্যতিষজ্যন্তে প্রজয়া পশুভির্য এবং বিদ্বাংস এতা আসতেঽকৢপ্তা বা এতে সুবর্গং লোকং যন্ত্যুচ্চাবচান্হি স্তোমানুপযন্তি যদেত ঊর্ধ্বাঃ কৢপ্তাঃ স্তোমা ভবন্তি কৢপ্তা এব সুবর্গং লোকং যন্ত্যুভয়োরেভ্যো লোকয়োঃ কল্পতে ত্রিংশদেতাস্ত্রিংশদক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরা-জৈবান্নাদ্যমব রুন্ধতেঽতিরাত্রাবভিতো ভবতোঽন্নাদ্যস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে ত্রিংশদ্রাত্রযাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ ওষধি ও বনস্পতি হচ্ছে পৃথিবীর লোমরূপ, পূর্বে পৃথিবীর এজাতীয় লোম ছিল না, পৃথিবী রুক্ষ ছিল। ওষধি ও বনস্পতির কামনা করে ত্রিংশৎ রাত্র যাগের অনুষ্ঠান করে পৃথিবী তাদের উৎপন্ন করে। এরূপ অন্যেও এ অনুষ্ঠান করলে প্রজা ও পশু লাভ করবে। কোন সময় পৃথিবী অন্নাভাবে ক্ষুধিতা হয়েছিল, তখন মনে মনে চিন্তা করে এ ত্রিংশৎ রাত্রিরূপ বিরাজকে দেখেছিল। তারপর এর দ্বারা যাগ করে অন্নলাভ করে। জল, তৃণ প্রভৃতি পৃথিবীর অন্ন। তার দ্বারা ওষধি বর্ধিত হওয়ায় পৃথিবী পূজ্যা (মহী হয়)। এরূপ অন্যেও এ অনুষ্ঠানের দ্বারা এরূপ ফল লাভ করবে। [এর পর সংখ্যা ও তার প্রশংসা করা হয়েছে] ॥ ৩ ॥

মন্ত্রঃ প্রজাপতিঃ সুবর্গং লোকমৈত্তং দেবা যেনযেন ছন্দসাঽনু প্রাযুঞ্জত তেন নাঽঽপ্নুবন্ত এতা দ্বাত্রিংশতং রাত্রীরপশ্যন্দ্বাত্রিংশদক্ষরাঽনুষ্টুগানুষ্টুভঃ প্রজাপতিঃ স্বেনৈব ছন্দসা প্রজাপতিমাপ্ত্বাঽভ্যারুহ্য সুবর্গং লোকমায়ন্য এবং বিদ্বাংস এতা আসতে দ্বাত্রিংশদেতা দ্বাত্রিংশদক্ষরাঽনুষ্টুগানুষ্টুভঃ প্রজাপতিঃ স্বেনৈব ছন্দসা প্রজাপতিমাপ্ত্বা শ্রিয়ং গচ্ছন্তি শ্রীর্হি মনুষ্যস্য সুবর্গো লোকো দ্বাত্রিংশদেতা দ্বাত্রিংশদক্ষরানঽনুষ্টুগ্বাগনুষ্টুপ্সর্বামেব বাচমাপ্নুবন্তি সর্বে বাচো বদিতারো ভবন্তি সর্বে হি শ্রিয়ং গচ্ছন্তি জ্যোতির্গৌরায়ু-রিতি ত্র্যহা ভবন্তীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুরিমানেব লোকানভ্যারোহন্ত্য-ভিপূর্বং ত্র্যহা ভবন্ত্যভিপূর্বমেব সুবর্গং লোকমভ্যারোহন্তি বৃহদ্রথন্তরাভ্যাং যন্তি ইয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেব যন্ত্যথো অনয়োরেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেতে বৈ যজ্ঞস্যাঞ্জ-সায়নী স্রুতী তাভ্যামেব সুবর্গং লোকং যন্তি পরাঞ্চো বা এতে সুবর্গং লোকমভ্যারো-হন্তি যে পরাচস্ত্র্যহানুপযন্তি প্রত্যঙ্ত্র্যহো ভবতি প্রত্যবরূঢ্যৈ অথো প্রতিষ্ঠিত্যা

উভয়োর্লোকয়োর্ঋদ্ধ্যাতিষ্ঠন্তি দ্বাত্রিংশদেতাস্তাসাং যাস্ত্রিংশৎত্রিংশদক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধতে যে দ্বে অহোরাত্রে এব তে উভাভ্যাং রূপাভ্যাং সুবর্গং লোকং যন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৪ ॥

• [এ অনুবাকে দ্বাত্রিংশদ্রাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যখন প্রজাপতি স্বর্গে গিয়েছিলেন, তখন দেবগণও স্বর্গে যাবার কল্পনা করে যতগুলি ছন্দে যাগ করে, তা দ্বারা তারা স্বর্গলোকে যেতে পারেন নি । তখন তারা এ দ্বাত্রিংশৎ রাত্র যাগের অনুষ্ঠান করেন । অনুষ্টুপ্ ছন্দ দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যা যুক্ত, প্রজাপতি এ অনুষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা সকল সৃষ্টি করেন জন্য এ অনুষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা দেবগণ স্বর্গলোকে ভোগ লাভ করেন । এরূপ অন্যেও এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে প্রজাপতিকে লাভ করে, তার অনুগ্রহে শ্রী লাভ করে । মানুষের শ্রী হচ্ছে স্বর্গ । এ যাগের রাত্রি দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যা । অনুষ্টুপ্ হচ্ছে বাক্যরূপ । অতএব এর অনুষ্ঠানের দ্বারা বেদাদিশাস্ত্ররূপ সকল বাক্য লাভ করা যায় । সকল যজমান সভারঞ্জনের জন্য বাক্য বলতে সমর্থ হয় । তার দ্বারা পূজ্যত্বরূপ শ্রী তারা লাভ করে । [এর পর অহঃসংখ্যা ও তার প্রশংসা করা হয়েছে ।] ॥ ৪

মন্ত্র ঃ দ্বে বাব দেবসত্রে দ্বাদশাহশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশদহশ্চ য এবং বিদ্বাংসস্ত্রয়স্ত্রিংশদহমাসতে সাক্ষাদেব দেবতা অভ্যারোহন্তি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যারূঢ়ঃ কাময়তে তথা করোতি যদ্যববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃঙ্ য এবং বিদ্বাংসস্ত্রয়স্ত্রিংশদহমাসতে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণাহবর্ত্তন্তেঽহর্ভাজো বা এতা দেবা অগ্র আহরন্ অহরেকোঽভজতাহরেকস্তাভিরেবৈতে প্রবাহুগাধ্নুবন্যে এবং বিদ্বাংসস্ত্রয়স্ত্রিংশদহমাসতে সর্ব এব প্রবাহুগৃধ্নুবন্তি সর্বে গ্রামণীয়ং প্রাপ্নুবন্তি পঞ্চাহা ভবন্তি পঞ্চ বা ঋতবঃ সম্বৎসর ঋতুষ্বেব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধতে ত্রিণ্যাশিবনানি ভবন্তি ত্রয় ইমে লোকা এষ্বেব লোকেষু প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো ত্রীণি বৈ যজ্ঞস্যেন্দ্রিয়াণি তান্যেবাব রুন্ধতে বিশ্বজিদ্ভবত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ সর্বপৃষ্ঠো ভবতি সর্বস্যাভিজিত্যৈ বাগ্বৈ দ্বাদশাহো যৎ পুরস্তাদ্দ্বাদশাহমুপেয়ুরনাপ্তাং বাচমুপেয়ুরুপ দাসুকৈষাং বাক্ স্যাদুপরিষ্টাদ্দ্বাদশাহমুপ যন্ত্যাপ্তামেব বাচমুপ যন্তি তস্মাদুপরিষ্টাদ্বাচা বদামোঽবান্তরম্ বৈ দশরাত্রেণ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদ্দশরাত্রো ভবতি প্রজা এব তদ্যজমানাঃ সৃজন্ত এতাং হ বা উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ সত্রস্যর্দ্ধিমুবাচ যদ্দশরাত্রো যদ্দশরাত্রো ভবতি সত্রস্যর্দ্ধ্যা অথো যদেব পূর্বেষ্বহঃসু বিলোম ক্রিয়তে তস্যৈবৈষা শান্তির্দ্ব্যনীকা বা এতা রাত্রয়ো যজমানা বিশ্বজিৎ সহাতিরাত্রেণ পূর্বাঃ ষোড়শ সহাতিরাত্রেণোত্তরাঃ ষোড়শ য এবং বিদ্বাংসস্ত্রয়স্ত্রিংশদহমাসতে ঐষাং দ্ব্যনীকা প্রজা জায়তেঽতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে ত্রয়স্ত্রিংশদ্রাত্ররূপ যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ দ্বাদশাহ এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ এ দুটি যাগ হচ্ছে দেবতাদের প্রিয় । এ জেনে যে

অনুষ্ঠান করে সে শীঘ্র দেবতাকে লাভ করে এবং পাপ থেকে মুক্ত হয়। ঐ জগতে রাজা অমাত্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে ও রাজ্যের কামনা করে এবং সাম ভেদাদি উপায়ের দ্বারা অন্য রাজ্য লাভ করে। এ উপায় না জানলে তারা দরিদ্র হয় এবং পূর্বের শ্রেষ্ঠত্ব আর থাকে না। সেরূপ এ জগতে বিদ্যা ঐশ্বর্যাদিযুক্ত যজমান ত্রয়স্ত্রিংশৎরাত্র যাগের মহিমা জেনে তার অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক পাপরূপ শত্রু থেকে বিযুক্ত হয়ে দেবত্ব লাভ করে। [এর পর রাত্রির প্রশংসা করা হয়েছে।] ॥ ৫ ॥

মন্ত্র ঃ আদিত্যা অকাময়ন্ত সুবর্গং লোকমিয়ামেতি তে সুবর্গং লোকং ন প্রাজানন্ন সুবর্গং লোকমায়ন্ত এতং ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রমপশ্যন্তমাহহরন্তেনাযজন্ত ততো বৈ তে সুবর্গং লোকং প্রাজানন্‌ৎসুবর্গং লোকমায়ন্য এবং বিদ্বাংসঃ ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রমাসতে সুবর্গমেব লোকং প্র জানন্তি সুবর্গং লোকং যন্তি জ্যোতিরতিরাত্রঃ ভবতি জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্দধতে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ ষডহা ভবন্তি ষড্‌বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠন্তি চত্বারো ভবন্তি চতস্রো দিশো দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যসত্রং বা এতদ্যদছন্দোমং যচ্ছন্দোমা ভবন্তি তেন সত্রং দেবতা এব পৃষ্ঠৈরব রুন্ধতে পশূঞ্ছন্দোমৈরোজো বৈ বীর্য্যং পৃষ্ঠানি পশবশ্ছন্দোমা ওজস্যেব বীর্য্যে পশুষু প্রতি তিষ্ঠন্তি ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রো ভবতি ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈব পশূনব রুন্ধতে বৃহতী ছন্দসাং স্বারাজ্যমাশ্নুতাশ্নুবতে স্বারাজ্যং য এবং বিদ্বাংসঃ ষট্‌ত্রিংর্গদাত্রমাসতে সুবর্গমেব লোকং যন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতঃ সুবর্গস্য লোকস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে আদিত্যগণ স্বর্গলোকে যাবার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু পথ জানা না থাকায় যেতে পারে নি। তারপর উপায় চিন্তা করে এ ষটত্রিংশৎরাত্ররূপ যাগের অনুষ্ঠান করে স্বর্গ যাবার পথ ও স্বর্গ লাভ করে। এরূপ অন্য যজমানও এ যাগের অনুষ্ঠানে স্বর্গলোক লাভ করতে পারে। [এর পর অহঃসংখ্যা ও তার প্রশংসা করা হয়েছে।] ॥ ৬ ॥

মন্ত্র ঃ বসিষ্ঠো হতপুত্রোঽকাময়ত বিন্দেয় প্রজামভি সৌদাসান্‌ভবেয়মিতি স এতমেকস্মান্নপঞ্চাশমপশ্যত্তমাহহরত্তেনাযজত ততো বৈ সোঽবিন্দত প্রজামভি সৌদাসানভবদ্য এবং বিদ্বাংস একস্মান্নপঞ্চাশমাসতে বিন্দন্তে প্রজামভি ভ্রাতৃব্যান্‌ ভবন্তি ত্রয়স্ত্রিবৃতোঽগ্নিষ্টোমা ভবন্তি বজ্রস্যৈব মুখং সংশ্যন্তি দশ পঞ্চদশা ভবন্তি পঞ্চদশো বজ্রঃ বজ্রমেব ভ্রাতৃব্যেভ্যঃ প্র হরন্তি ষোড়শিমন্দশমমহর্ভবতি বজ্র এব বীর্য্যং দধতি দ্বাদশ সপ্তদশা ভবন্ত্যন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রৈব তৈর্জায়ন্তে পৃষ্ঠ্যঃ ষডহো ভবতি ষড্‌বা ঋতবঃ ষট্‌পৃষ্ঠানি পৃষ্ঠৈরেবর্তুনন্বারোহন্ত্যৃতুভিঃ সম্বৎসরং তে সম্বৎসর এব প্রতি তিষ্ঠন্তি দ্বাদশৈকবিংশা ভবন্তি প্রতিষ্ঠিত্যা অথো রুচমেবাত্মন্‌ দধতে বহবঃ ষোড়শিনো ভবন্তি বিজিত্যৈ ষডাশ্বিনানি ভবন্তি ষড্‌বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যূনাতিরিক্তা বা এতা রাত্রয় ঊনাস্তদ্যদেকস্যৈ ন পঞ্চাশদতিরিক্তাস্তদ্যদ্ভূয়সীরষ্টাচত্বারিংশত ঊনাচ্চ খলু বা অতিরিক্তাচ্চ প্রজাপতিঃ প্রাজায়ত যে প্রজাকামাঃ পশুকামাঃ স্যুস্ত এতা আসীরন্‌

প্রৈব জায়ন্তে প্রজয়া পশুভির্বৈরাজো বা এষ যজ্ঞো যদেকস্মান্নপঞ্চাশো য এবং বিদ্বাংস একস্মান্নপঞ্চাশমাসতে বিরাজমেব গচ্ছন্ত্যন্নাদা ভবন্ত্যতিরাত্রাবভিতো ভবতোঽন্নাদ্যস্য পরিগৃহীত্যৈ ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে একোনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ বিশ্বামিত্রের শাপে বশিষ্ঠের পুত্রসকল হত হলে বশিষ্ঠ পুত্র লাভ ও শত্রুক্ষয় কামনা করে একোনপঞ্চাশৎ রাত্র যাগ নিশ্চয় করে তার অনুষ্ঠান করেন । তাতে তিনি পুত্রলাভ ও শত্রুদের পরাভব করেন । সুদাসের পুত্রগণ সৌদাস ছিল বশিষ্ঠের শত্রু । বশিষ্ঠের মত অন্য যজমানও এ যাগের অনুষ্ঠান করে পুত্র লাভ করবে ও শত্রুদের পরাভব করবে । [এর পর যাগের বিধান ও তার প্রশংসা করা হয়েছে ।] ॥ ৭ ॥

মন্ত্র ঃ সম্বৎসরায় দীক্ষিষ্যমাণা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্নেষা বৈ সম্বৎসরস্য পত্নী যদেকাষ্টকৈতস্যাং বা এষ এতাং রাত্রিং বসতি সাক্ষাদেব সম্বৎসরমারভ্য দীক্ষন্ত আর্ত্তং বা এতে সম্বৎসরস্যাভি দীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেঽন্তনামানাবৃতূ ভবতো ব্যস্তং বা এতে সম্বৎসরস্যাভি দীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেঽন্তনামানবৃতূ ভবতঃ ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্মুখং বা এতৎ সম্বৎসরস্য যৎফল্গুনীপূর্ণমাসো মুখত এব সম্বৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে তস্যৈকৈব নির্য্যা যৎসাম্মেঘ্যে বিষুবান্ৎসম্পদ্যতে চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্মুখং বা এতৎসম্বৎসরস্য যচ্চিত্রাপূর্ণমাসো মুখত এব সম্বৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে তস্য ন কাচন নির্য্যা ভবতি চতুরহে পুরস্তাৎ পৌর্ণমাস্যৈ দীক্ষেরন্তেষামেকাষ্টকায়াং ক্রয়ঃ সম্পদ্যতে তেনৈকাষ্টকাং ন ছম্বট্কুর্ব্বন্তি তেষাম্ পূর্ব্বপক্ষে সুত্যা সম্পদ্যতে পূর্ব্বপক্ষং মাসা অভি সং পদ্যন্তে তে পূর্ব্বপক্ষ উত্তিষ্ঠন্তি তানুত্তিষ্ঠত ওষধয়ো বনস্পতয়োঽনুত্তিষ্ঠন্তি তান্ কল্যাণী কীর্ত্তিরনুত্তিষ্ঠত্যরাৎসুরিমে যজমানা ইতি তদনু সর্ব্বে রাধ্নুবন্তি ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাক থেকে চারটি অনুবাকে সংবৎসর সত্রের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ ঃ যে যজমান সংবৎসরসত্র যাগ করতে চায়, সে যজমান একাষ্টকা অর্থাৎ মাঘ মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করবে । এ একাষ্টকাভিমানিনী দেবী হচ্ছে সংবৎসরের পত্নী । এ সংবৎসর অভিমানী দেব এ মাঘের কৃষ্ণ অষ্টমীর সমস্ত রাত্রি একাষ্টকা দেবীর সাথে অবস্থান করে । অতএব যারা সংবৎসর যাগ করতে চায়, তারা এ মুখ্য সংবৎসর থেকে আরম্ভ করে সংকল্প করবে । [এরপর এর পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা বলা হয়েছে ।] ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ সুবর্গং বা এতে লোকং যন্তি যে সত্রমুপযন্ত্যভীন্ধত এব দীক্ষাভিরাত্মানং শ্রপয়ন্ত উপসদ্ভির্দ্বাভ্যাং লোমাব দ্যন্তি দ্বাভ্যাং ত্বচং দ্বাভ্যামসৃদ্দ্বাভ্যাং মাংসং দ্বাভ্যামস্থি দ্বাভ্যাং মজ্জানমাত্মদক্ষিণং বৈ সত্রমাত্মানমেব দক্ষিণাং নীত্বা সুবর্গং লোকং যন্তি শিখামনু প্র বপন্ত ঋদ্ধ্যা অথো রঘীয়াংসঃ সুবর্গং লোকময়ামেতি ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে দীক্ষা ও দানের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ সংবৎসর সত্রের অনুষ্ঠানকারী স্বর্গে গমন করে। তার যোগ্যতার জন্য দীক্ষার দ্বারা নিজ দেহ প্রজ্বলিত ও পাক করতে হয়। এখানে দীক্ষা ও দক্ষিণা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে ॥ ৯ ॥

মন্ত্র ঃ ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যতিরাত্রঃ পরমো যজ্ঞক্রতূনাং কস্মাত্তং প্রথমমুপ যন্তীত্যেতদ্বা অগ্নিষ্টোমং প্রথমমুপ যন্ত্যথোক্থ্যমথ ষোড়শিনমথাতিরাত্রমনুপূর্ব্বমেবৈতদ্যজ্ঞক্রতূনুপেত্য তানালভ্য পরিগৃহ্য সোমমেবৈতৎ পিবন্ত আসতে জ্যোতিষ্টোমং প্রথমমুপ যন্তি জ্যোতিষ্টোমো বৈ স্তোমানাং মুখং মুখত এব স্তোমান্ প্র যুঞ্জতে তে সংস্তুতা বিরাজমভি সং পদ্যন্তে দ্বে চর্চাবতি রিচ্যেতে একয়া গৌরতিরিক্ত একয়াহয়ুরূনঃ সুবর্গো বৈ লোকো জ্যোতির্ঋগ্বিরাট্ৎসুবর্গমেব তেন লোকং যন্তি রথন্তরং দিবা ভবতি রথন্তরং নক্তমিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ কেন তদজামীতি সৌভরং তৃতীয়সবনে ব্রহ্মসামং বৃহত্তন্মধ্যতো দধাতি বিধৃত্যৈ তেনাজামি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে প্রায়ণীয়াখ্য প্রথমদিনের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যে অতিরাত্র নামক ক্রতু. সে যজ্ঞক্রতুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সোমযাগরূপ ক্রতুগুলির মধ্যে শেষ। অগ্নিষ্টোম. উক্থ্য, ষোড়শী. অতিরাত্র—ইত্যাদি ক্রমে অগ্নিষ্টোম প্রথম হয়। তা হলে অগ্নিষ্টোমকে পরিত্যাগ করে কি জন্য শেষের অতিরাত্র হোম এ যজ্ঞে পূর্বে করা হয়—এ ব্রহ্মবাদিগণের জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে বলা হয়েছে —না. এখানে অগ্নিষ্টোম পরিত্যাগ করা হয় নি। অগ্নিষ্টোমাদির পূর্বে পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [এ বিষয়ে বিচার ও প্রশংসা করা হয়েছে ॥ ১০ ॥

মন্ত্র ঃ জ্যোতিষ্টোমং প্রথমমুপ যন্ত্যস্মিন্নেব তেন লোকে প্রতিতিষ্ঠন্তি গোষ্টোমং দ্বিতীয়মুপ যন্ত্যন্তরিক্ষ এব তেন প্রতি তিষ্ঠন্ত্যায়ুষ্টোমাং তৃতীয়মুপ যন্ত্যমুষ্মিন্নেব তেন লোকে প্রতি তিষ্ঠন্তীয়ং বাব জ্যোতিরন্তরিক্ষং গৌরসাবায়ুর্যদেতান্ৎ স্তোমানুপযন্ত্যেষ্বেব তল্লোকেষু সত্রিণঃ প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি তে সংস্তুতা বিরাজম্ অভি সং পদ্যন্তে দ্বে চর্চাবতি রিচ্যেত একয়া গৌরতিরিক্ত একয়াহয়ুরূনঃ সুবর্গো বৈ লোকো জ্যোতির্ঋগ্বিরাড়ূর্জমেবাব রুন্ধতে তে ন ক্ষুধাহর্ত্তিমাচ্ছন্ত্যক্ষোধুকা ভবন্তি ক্ষুৎসম্বাধা ইব হি সত্রিণোঽগ্নিষ্টোমাবভিতঃ প্রধী তাবুক্থ্যা মধ্যে নভ্যং তত্তদেতৎ পরিষদ্দেবচক্রং যদেতেন ষডহেন যন্তি দেবচক্রমেব সমারোহন্ত্যরিষ্ট্যৈ তে স্বস্তি সমশ্নুবতে ষডহেন যন্তি ষড্বা ঋতব ঋতুষ্বেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যুভয়তোজ্যোতিষা যন্ত্যুভয়ত এব সুবর্গে লোকে প্রতি তিষ্ঠন্তো যন্তি দ্বৌ ষডহৌ ভবতস্তানি দ্বাদশাহানি সং পদ্যন্তে দ্বাদশো বৈ পুরুষো সক্থ্যৌ দ্বৌ বাহু আত্মা চ শিরশ্চ চত্বার্য্যঙ্গানি স্তনৌ দ্বাদশৌ তৎপুরুষমনু পর্য্যাবর্ত্তন্তে ত্রয়ঃ ষডহা ভবন্তি তান্যষ্টাদশাহানি সং পদ্যন্তে নবান্যানি নবান্যানি নব বৈ পুরুষে প্রাণাস্তৎ প্রাণাননু পর্য্যাবর্ত্তন্তে চত্বারঃ ষড্হা ভবন্তি তানি চতুর্বিংশতি-

ন্যহানি সংপদ্যন্তে চতুর্ব্বিংশতিরর্ধমাসাঃ সম্বৎসরস্তৎসম্বৎসরমনু পর্য্যাবর্ত্তন্তেঽপ্রতিষ্ঠিতঃ সম্বৎসর ইতি খলু বা আহুর্ব্বর্ষীয়ান্ প্রতিষ্ঠায়া ইত্যেতাবদ্বৈ সম্বৎসরস্য ব্রাহ্মণং যাবন্মাসো মাসিমাস্যেব প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি ॥ ১১ ॥

[এ অনুবাকে মাসগত যাগের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম যাগগুলি একাহ-বিশেষ। এগুলির দ্বারা অনুলোম ও প্রতিলোম ভাবে অভিপ্লব ষড়হ যাগ নিষ্পন্ন হয়। সে ষড়হ যাগে পূর্বভাগবর্তী অনুলোমগতভাবে এগুলি অনুষ্ঠেয়। তার ফলে ক্রমান্বয়ে এ তিন লোকে প্রতিষ্ঠা হয়। জ্যোতি প্রভৃতি ভূমি-রূপ বলে এ তিনটির অনুষ্ঠানে যাগকারী তিন লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখে অবস্থান করে। পূর্ব অনুবাকে প্রথম দিনের অনুষ্ঠেয় প্রায়ণীয়াখ্য অতিরাত্র রূপ জ্যোতিষ্টোমের কথা বলা হয়েছে; এখানে তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠেয় অগ্নিষ্টোমাত্মক জ্যোতিষ্টোমের কথা বলা হচ্ছে—এ বিশেষ। [এর পর এদের বিধান ও প্রশংসা করা হয়েছে।] ॥ ১১ ॥

মন্ত্র ঃ মেষস্ত্বা পচতৈরবতু লোহিতগ্রীবশ্ছাগৈঃ শল্মলির্ব্বৃদ্ধ্যা পর্ণো ব্রহ্মণা প্লক্ষো মেধেন ন্যগ্রোধশ্চমসৈরুদুম্বর ঊর্জ্জা গায়ত্রী ছন্দোভিস্ত্রিবৃৎস্তোমৈরবন্তীঃ স্থাবন্তীস্ত্বাঽবন্তু প্রিয়ং ত্বা প্রিয়াণাং বর্ষিষ্ঠমাপ্যানাং নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ঃ কূপ্যাভ্যঃ স্বাহা কূল্যাভ্যঃ স্বাহা বিকর্য্যাভ্যঃ স্বাহাঽবটাভ্যঃ স্বাহা খন্যাভ্যঃ স্বাহা হ্রদ্যাভ্যঃ স্বাহা সূদ্যাভ্যঃ স্বাহা সরস্যাভ্যঃ স্বাহা বৈশন্তীভ্যঃ স্বাহা পল্বল্যাভ্যঃ স্বাহা বর্ষ্যাভ্যঃ স্বাহাঽবর্ষ্যাভ্যঃ স্বাহা হ্রাদুনীভ্যঃ স্বাহা পৃষ্টাভ্যঃ স্বাহা স্যন্দমানাভ্যঃ স্বাহা স্থাবরাভ্যঃ স্বাহা নাদেয়ীভ্যঃ স্বাহা সৈন্ধবীভ্যঃ স্বাহা সমুদ্রিয়াভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বাভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র ঃ অদ্ভ্যঃ স্বাহা বহন্তীভ্যঃ স্বাহা পরিবহন্তীভ্যঃ স্বাহা সমন্তং বহন্তীভ্যঃ স্বাহা শীঘ্রং বহন্তীভ্যঃ স্বাহা শীভং বহন্তীভ্যঃ স্বাহোগ্রং বহন্তীভ্যঃ স্বাহা ভীমং বহন্তীভ্যঃ স্বাহাঽম্ভোভ্যঃ স্বাহা নভোভ্যঃ স্বাহা মহোভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বস্মৈ স্বাহা ॥১৪॥

মন্ত্র ঃ যো অর্ব্বন্তং জিঘাংসতি তমভ্যমীতি বরুণঃ। পরো মর্ত্তঃ পরঃ শ্বা। অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ৎসং বভূব সনিভ্য আ। অরাতীবা বিদদ্রিবোঽনু নৌ শূর মংসতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ন তে বিব্যঙ্‌মহিমানং রজাংসি। স্বেনা হি বৃত্রং শবসা জঘন্থ ন শত্রুরন্তং বিবিদদ্যুধা তে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ঃ নমো রাজ্ঞে নমো বরুণায় নমোঽশ্বায় নমঃ প্রজাপতয়ে নমোঽধিপতয়েঽধিপতিরস্যধিপতিং মা কুর্ব্বধিপতিরহং প্রজানাং ভূয়াসং মাং ধেহি ময়ি ধেহ্যুপাকৃতায় স্বাহাঽলব্ধায় স্বাহা হুতায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র ঃ ময়োভূর্ব্বাতো অভি বাতূস্রা ঊর্জ্জস্বতীরোষধীরা রিশন্তাম্। পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত্ববসায় পদ্বেত রুদ্র মৃড। যাঃ সরূপা বিরূপা একরূপা যাসামগ্নি-

বিষ্টয়া নামানি বেদ। যা অঙ্গিরসস্তপসেহ চক্রুস্তাভ্যঃ পর্জন্যঃ মহি শর্ম্ম যচ্ছ। যা দেবেষু তনুবমৈয়ষন্ত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ। তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিন্দ্র গোষ্ঠে রিরীহি প্রজাপতির্ম্মহ্যমেতা ররাণো বিশ্বৈর্দ্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ। শিবাঃ সতীরূপ নো গোষ্ঠমাহকস্তাসাং বয়ং প্রজয়া সং সদেম। ইহ ধৃতিঃ স্বাহেহ বিধৃতিঃ স্বাহেহ রান্তিঃ স্বাহেহ রমতিঃ স্বাহা মহীমূ ষূ সুত্রামাণম্ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র ঃ কিং স্বিদাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ কিং স্বিদাসীদ্‌বৃহদ্বয়ঃ। কিং স্বিদাসীৎ পিশঙ্গিলা কিং স্বিদাসীৎ পিলিপ্পিলা দ্যৌরাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিরশ্ব আসীদ্‌বৃহদ্বয়ঃ। রাত্রিরাসীৎ পিশঙ্গিলাঽবিরাসীৎ পিলিপ্পিলা। কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ। কিং স্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিং স্বিদাবাপনং মহৎ। সূর্য্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ। পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি ত্বা ভুবনস্য নাভিম্! পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম। বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যা যজ্ঞমাহুর্ভুবনস্য নাভিম্। সোমমাহুর্বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মৈব বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র ঃ অম্বে অম্বাল্যম্বিকে ন মা নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভগে কাম্পীলবাসিনি সুবর্গে লোকে সং প্রোর্ণ্বাথাম্। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্। তৌ সহ চতুরঃ পদঃ সং প্র সারয়াবহৈ। বৃষা বাং রেতোধা রেতে দধাতূৎসক্‌থ্যো-গৃদং ধেহ্যঞ্জিমুদঞ্জিমন্বজ। যঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনো য আসাম্ বিলধাবনঃ। প্রিয়ঃ স্ত্রীণামপীচ্যঃ। য আসাং কৃষ্ণে লক্ষ্মণি সর্দ্দিগৃদিং পরাবধীৎ। অম্বে অম্বাল্যম্বিবকে ন মা যভতি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ। 'ঊর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রয়তাদ্বেণুভারং গিরাবিব। অথাস্যা মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনন্নিব। অম্বে অম্বাল্যম্বিকে ন মা যভতি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ। যদ্ধরিণী যবমত্তি ন পুষ্টং পশু মন্যতে। শূদ্রা যদর্য্যজারা ন পোষায় ধনায়তি। অম্বে অম্বাল্যশ্বিকে ন মা যভতি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ ইয়ং যকা শকুন্তিকাঽহলমিতি সর্পতি। আহতং গভে পসো নি জল্গুলীতি ধাণিকা। অম্বে অম্বাল্যম্বিকে ন মা যভতি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ। মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রং বৃক্ষস্য রোহতঃ। প্র সুলামীতি তে পিতা গভে মুষ্টিমতং-সয়ৎ। দধিক্রাবৃণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ ভুর্ভুবঃ সুবর্ব্বসবস্ত্বাঽঞ্জন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বাঽঞ্জন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽদিত্যাস্ত্বাঽঞ্জন্তু জাগতেন ছন্দসা যদ্বাতো অপো অগমদিন্দ্রস্য তনুবং প্রিয়াম্। এতং স্তোতরেতেন পথা পুনারশ্বমা বর্ত্তয়াসি নঃ। লাজীঞ্ছাচান্যশো মমাম্। যব্যায়ৈ গব্যায়া এতদ্দেবা অন্নমত্তেতদন্নমদ্ধি প্রজাপতে। যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি

তন্দ্বঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি। যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোনা ধৃষ্ণু নৃবাহসা। কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ২০ ॥

মন্ত্র ঃ প্রাণায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহাঽপানায় স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহা সন্তানেভ্যঃ স্বাহা পরিসন্তানেভ্যঃ স্বাহা পর্বভ্যঃ স্বাহা সন্ধানেভ্যঃ স্বাহা শরীরেভ্যঃ স্বাহা যজ্ঞায় দক্ষিণাভ্যঃ স্বাহা সুবর্গায় স্বাহা লোকায় স্বাহা সর্বস্মৈ স্বাহা ॥ ২১ ॥

মন্ত্র ঃ সিতায় স্বাহাঽসিতায় স্বাহাঽভিহিতায় স্বাহাঽনভিহিতায় স্বাহা যুক্তায় স্বাহাঽযুক্তায় স্বাহা সুযুক্তায় স্বাহোদ্যুক্তায় স্বাহা বিমুক্তায় স্বাহা প্রমুক্তায় স্বাহা বঞ্চতে স্বাহা পরিবঞ্চতে স্বাহা সম্বঞ্চতে স্বাহাঽনুবঞ্চতে স্বাহোদ্বঞ্চতে স্বাহা যতে স্বাহা ধাবতে স্বাহা তিষ্ঠতে স্বাহা সর্বস্মৈ স্বাহা ॥ ২২ ॥

[১২ অনুবাক থেকে ২২ অনুবাক পর্যন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্র বলা হয়েছে ॥১২-২২॥]

পঞ্চম প্রপাঠক।

মন্ত্র ঃ গাবো বা এতৎসত্রমাসতাশৃঙ্গাঃ সতীঃ শৃঙ্গাণি নো জায়ন্তা ইতি কামেন তাসাং দশ মাসা নিষণ্ণা আসন্নথ শৃঙ্গাণ্যজায়ন্ত তা উদতিষ্ঠন্নরাৎ স্মেত্যথ যাসাং নাজায়ন্ত তাঃ সম্বৎসরমাপ্ত্বোদতিষ্ঠন্নরাৎ স্মেতি যাসাং চাজায়ন্ত যাসাং চ ন তা উভয়ীরুদতিষ্ঠন্নরাৎ স্মেতি গোসত্রং বৈ সম্বৎসরো য এবং বিদ্বাংসঃ সম্বৎসরমুপযন্ত্যধ্নুবন্ত্যেব তস্মাত্তূপরা বার্ষিকৌ মাসৌ পর্ত্বা চরতি সত্রাভিজিতং হ্যস্যৈ তস্মাৎ সমৃৎসরসদো যৎ কিং চ গৃহে ক্রিয়তে তদাপ্তমবরুন্ধমভিজিতং ক্রিয়তে সমুদ্রং বা এতে প্র প্লবন্তে যে সম্বৎসরমুপযন্তি যো বৈ সমুদ্রস্য পারং ন পশ্যতি ন বৈ স তত উদেতি সম্বৎসরঃ বৈ সমুদ্রস্তস্যৈতৎপারং যদতিরাত্রৌ য এবং বিদ্বাংসঃ সম্বৎসরমুপযন্ত্যনার্ত্তা এবোদৃচং গচ্ছন্তীয়ং বৈ পূর্বোঽতিরাত্রোঽসাবুত্তরো মনঃ পূর্বো বাগুত্তরঃ প্রাণঃ পূর্বোঽপান উত্তরঃ প্ররোধনং পূর্ব উদয়নমুত্তরো জ্যোতিষ্টোমো বৈশ্বানরোঽতিরাত্রো ভবতি জ্যোতিরেব পুরস্তাদ্দধতে সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ চতুর্বিংশঃ প্রায়ণীয়ো ভবতি চতুর্বিংশতিরর্ধমাসাঃ সম্বৎসরঃ প্রয়ন্ত এব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠন্তি তস্য ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চ স্তোত্রীয়াস্তাবতীঃ সম্বৎসরস্য রাত্রয় উভে এব সম্বৎসরস্য রূপে আপ্নুবন্তি তে সংস্থিত্যা অরিষ্ট্যা উত্তরৈরহোভিশ্চরন্তি ষডহা ভবন্তি ষড়্বা ঋতবঃ সম্বৎসর ঋতুষ্বেব সম্বৎসরে প্রতি তিষ্ঠন্তি গৌশ্চায়ুশ্চ মধ্যতঃ স্তোমৌ ভবতঃ সম্বৎসরস্যৈব তন্মিথুনং মধ্যতঃ দধতি প্রজননায় জ্যোতিরভিতো ভবতি বিমোচনমেব তচ্ছন্দাংস্যেব তদ্বিমোকং যন্ত্যথো উভয়তোজ্যোতিষৈব

ষড়হেন সুবর্গং লোকং যন্তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যাসতে কেন যন্তীতি দেবযানেন পথেতি ব্রূয়াচ্ছন্দাংসি বৈ দেবযানঃ পন্থা গায়ত্রী ত্রিষ্টুব্জগতী জ্যোতির্বৈ গায়ত্রী গৌস্ত্রিষ্টুগায়ুর্জগতী যদেতে স্তোমা ভবন্তি দেবযানেনৈব তৎপথা যন্তি সমানং সাম ভবতি দেবলোকো বৈ সাম দেবলোকাদেব ন যন্ত্যন্যাঅন্যা ঋচো ভবন্তি মনুষ্যলোকো বা ঋচো মনুষ্যলোকাদেবান্যমন্যং দেবলোকমভ্যারোহন্তো যন্ত্যভিবর্ত্তো ব্রহ্মসামং ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিবৃত্ত্যা অভিজিদ্ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ বিশ্বজিদ্ভবতি বিশ্বস্য জিত্যৈ মাসিমাসি পৃষ্ঠান্যুপ যন্তি মাসিমাস্যতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্তে মাসিমাস্যেব বীর্য্যং দধতি মাসাং প্রতিষ্ঠিত্যা উপরিষ্টান্মাসাং পৃষ্ঠান্যুপ যন্তি তস্মাদুপরিষ্টাদোষধয়ো ফলং গৃহ্ণন্তি ॥ ১ ॥

[এ অনুবাকে গবাময়ন নামক সংবৎসর সত্রের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ যদিও গরুগণ তির্যক্‌জাতি জন্য তাদের কর্মাধিকার নেই, তথাপি তাদের অভিমানী দেবতাদের এখানে গরু শব্দে বলা হয়েছে। গরুদের শৃঙ্গের অভাব নিজেতে আরোপ করে তাদের সাথে অভিন্নভাবে বলা হচ্ছে। পূর্বে গরুরা শৃঙ্গরহিত ছিল, তারা শৃঙ্গের উৎপত্তি কামনা করে এ সংবৎসর যজ্ঞ আরম্ভ করে। এভাবে তাদের দশ মাস চলে যায়, তারপর তাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। তখন গরুরা (অভিমানী দেবতারা) ফল লাভ হয়েছে মনে করে যজ্ঞ থেকে উঠে পড়ল। যাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে, আর যাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় নি — এ দু-রকম গরুই 'আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি' মনে করে যজ্ঞ থেকে উঠে পড়ল। গরুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এ যজ্ঞকে গোসত্র (গবাময়ন) এরূপ সংবৎসরাখ্য কর্ম বিশেষ বলা হয়। এ জেনে যে যজমান সংবৎসরাখ্য কর্মবিশেষের অনুষ্ঠান করবে, সে সমৃদ্ধি লাভ করবে। [এরপর এ বিষয়ে বিচার ও প্রশংসা করা হয়েছে।] ॥ ১ ॥

মন্ত্র ঃ গাবো বা এতৎ সত্রমাসতাশৃঙ্গাঃ সতীঃ শৃঙ্গাণি সিষাসন্তীস্তাসাং দশ মাসা নিষণ্ণা আসন্নথ শৃঙ্গাণ্যজায়ন্ত তা অব্রুবন্নরাৎস্মোত্তিষ্ঠামাব তং কামমরুৎস্মহি যেন কামেন ন্যষদামেতি তাসামু ত্বা অব্রুবন্নর্ধা বা যাবতীর্বাহসামহা এবেমৌ দ্বাদশৌ মাসৌ সম্বৎসরং সম্পাদ্যোত্তিষ্ঠামেতি তাসাম্ দ্বাদশে মাসি শৃঙ্গাণি প্রাবর্ত্তন্ত শ্রদ্ধয়া বাহশ্রদ্ধয়া বা তা ইমা যাস্তূপরা উভয্যো বাব তা আর্ধ্নুবন্যাশ্চ শৃঙ্গাণ্যসন্বন্যা-শ্চোর্জমবারুন্ধতর্ধ্নোতি দশসু মাসুত্তিষ্ঠন্নৃধ্নোতি দ্বাদশসু য এবং বেদ পদেন খলু বা এতে যন্তি বিন্দতি খলু বৈ পদেন যন্তদ্বা এতদৃদ্ধময়নং তস্মাদেতদ্গোসনি ॥ ২ ॥

[এ অনুবাকে দশ মাস ও দ্বাদশ মাসের বিকল্প ভেদে সংবৎসর সত্রের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বকালে শৃঙ্গরহিত গাভীগণ শৃঙ্গ লাভের জন্য ইচ্ছা করে সংবৎসর যজ্ঞ

আরম্ভ করে। এভাবে দশ মাস চলে গেলে কোন কোন গাভীর শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পর বলল—যেজন্য আমরা আরম্ভ করেছি, তা আমাদের সম্পন্ন হয়েছে। এ মনে করে কৃতার্থ বুদ্ধিতে কোন কোন গাভী যজ্ঞ থেকে উঠে গেল। যাদের শৃঙ্গ উঠেছে তারা উঠে গেলে অবশিষ্ট গাভীরা পরস্পর বলতে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শৃঙ্গকাম আবার কেউ কেউ বলল - আমাদের শৃঙ্গের কি দরকার, উদরপূরণ-যোগ্য অন্ন আমরা লাভ করব। এভাবে শৃঙ্গের কামনাকারী এবং যারা শৃঙ্গ চায় না—উভয়ে মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ করল—সংবৎসর পূর্ণের যে দু-মাস অবশিষ্ট আছে তা পূর্ণ করে আমরা যজ্ঞ থেকে উঠব। তাদের মধ্যে যাদের শৃঙ্গ বিষয়ে শ্রদ্ধা ছিল, তারা সংবৎসর পূর্ণ করায় শৃঙ্গ লাভ করে, আর যাদের শ্রদ্ধা ছিল না, তারা শৃঙ্গরহিত হল। এভাবে যারা শৃঙ্গ লাভ করল এবং শৃঙ্গরহিত যারা কেবল অন্নলাভ করল, উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় সমৃদ্ধ হল। এ দু প্রকারের মধ্যে যজমান নিজের ইচ্ছা অনুসারে দশ মাস অথবা দ্বাদশ মাস এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারে। দশ মাসের অনুষ্ঠানকারী যজমান অল্পকাল হলেও শাস্ত্রীয় পথের অনুসরণ করায় ফল লাভ করবে। রাজপথে গমনকারীর অল্প স্খলন হলেও যেমন গ্রাম প্রাপ্তি হয়, সেরূপ এখানেও ফল প্রাপ্তি হবে। এ গবাময়ন যজ্ঞ দশ মাস বা দ্বাদশ মাস যা অনুষ্ঠান করুক ফলপ্রাপ্তি হবে, যেহেতু এ যজ্ঞের মহান মহিমা। তির্যক্ জাতী গাভীগণ যা অনুষ্ঠান করে অভিমত ফল লাভ করে, আর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ যে ফল লাভ করবে এ বিষয়ে কি বক্তব্য ? ॥ ২ ॥

মন্ত্রঃ প্রথমে মাসি পৃষ্ঠান্যুপ যন্তি মধ্যম উপ যন্ত্যুত্তম উপ যন্তি তদাহুর্যাং ত্রিরেকস্যাহ্ন উপসীদন্তি দহ্রং বৈ সাহপরাভ্যাং দোহাভ্যাং দুহেহথ কুতঃ সা ধোক্ষ্যতে যাং দ্বাদশ কৃত্ব উপসীদন্তীতি সম্বৎসরং সম্পাদ্যোত্তমে মাসি সকৃৎ পৃষ্ঠান্যুপেয়ু-স্তদ্যজমানা যজ্ঞং পশূনেব রুন্ধতে সমুদ্রং বৈ এতেহনবারমপারং প্র প্লবন্তে যে সম্বৎসরমুপযন্তি যদ্বৃহদ্রথন্তরে অনুর্জেয়ুর্যথা মধ্যে সমুদ্রস্য প্লবমনুর্জেয়ু-স্তাদৃক্তদনুৎসর্গং বৃহদ্রথন্তরাভ্যামিত্বা প্রতিষ্ঠাং গচ্ছন্তি সর্ব্বেভ্যো বৈ কামেভ্যঃ সন্ধিদুর্হে তদ্যজমানাঃ সর্ব্বান্ কামানব রুন্ধতে ॥ ৩ ॥

[এ অনুবাকে পৃষ্ঠ্য ষড়হ বিষয়ের বিকল্প বিধানের বিষয় বলা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ সকল মাসেই পৃষ্ঠ্য ষড়হ অনেষ্ঠেয় নয়, কিন্তু প্রথম, মধ্যম ও শেষ মাসে অনুষ্ঠান করতে হবে—এ এক পক্ষ। অপর পক্ষ বলেন—লোকে গাভীকে দিনে তিনবার দোহন করলে প্রথমবার বেশী দুধ দেয়, তারপর দু'বার অল্প অল্প দুধ দেয়। সে গাভীকে যদি দিনে তিনবার দোহন করা হয়, তবে কি করে দুধ দেবে ? আর যদি দুধ না পাওয়া যায়, তবে দোহন করে কি ফল ? সেরূপ গোমাদৃশে এ পৃষ্ঠ্য ষড়হেরও তিন মাস অনুষ্ঠান উচিত নয়, আর বার মাসে যে অনুচিত এ আর কি বলব ?

এ বিষয়ে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন—সংবৎসর অনুষ্ঠানের শেষ মাসে একবার মাত্র পৃষ্ঠ্য ষড়হের অনুষ্ঠান করা উচিত। অন্যান্য মাসে অভিপ্লব ষড়হ যাগের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। তা হলে যজমান পৃষ্ঠ্যে ষড়হ যজ্ঞের পূর্ণ ফল পাবে। [এ বিষয়ে বিশেষ বিধান বলা হয়েছে।] ॥ ৩ ॥

মন্ত্র ঃ সমান্য ঋচো ভবন্তি মনুষ্যলোকো বা ঋচো মনুষ্যলোকাদেব ন যন্ত্যান্যদ-ন্যৎসাম ভবতি দেবলোকো বৈ সাম দেবলোকাদেবান্যমন্যং মনুষ্যলোকং প্রত্যবরোহন্তো যন্তি জগতীমগ্র উপ যন্তি জগতীং বৈ ছন্দাংসি প্রত্যবরোহন্ত্যাগ্রয়ণং গ্রহা বৃহৎ পৃষ্ঠানি ত্রয়স্ত্রিংশং স্তোমাস্তস্মাজ্জ্যায়াংসং কনীয়ান্ প্রত্যবরোহতি বৈশ্বকর্ম্মণো গৃহ্যতে বিশ্বান্যেব তেন কর্ম্মাণি যজমানা অব রুন্ধত আদিত্যঃ গৃহ্যত ইয়ং বা অদিতিরস্যামেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যন্যোন্যো গৃহ্যেতে মিথুনত্বায় প্রজাত্যা অবান্তরং বৈ দশরাত্রেণ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদ্দশরাত্রো ভবতি প্রজা এব তদ্যজমানাঃ সৃজন্ত এতাং হ বা উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ সত্রস্যার্দ্ধিমুবাচ যদ্দশরাত্রো যদ্দশরাত্রো ভবতি সত্রস্যার্দ্ধ্যা অথো যদেব পূর্ব্বেষ্বহঃসু বিলোম ক্রিয়তে তস্যৈবৈষা শান্তিঃ ॥ ৪ ॥

[এ অনুবাকে সংবৎসর যাগের দুটি পক্ষ (বিভাগ) বলা হয়েছে]

অনুবাদ ঃ সংবৎসর যাগের দুটি ভাগ করা হয়েছে—প্রথম ছ-মাস এক বিভাগ, দ্বিতীয় ছ-মাস অন্য বিভাগ। তার মধ্যে প্রথমছ-মাসের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ছ-মাসের বিষয় পূর্বের বিপরীত ভাবে অর্থাৎ ঋকের একতা ও সামের বিভিন্নত্ব বলা হয়েছে। মনুষ্যলোকে কর্ম করে, পরে দেবলোকে যায়। সেরূপ আধাররূপ ঋকের অভ্যাস করে, পরে সাম গান করা হয়। অতএব ঋক্ হচ্ছে মনুষ্যলোক-স্বরূপ। সে ঋক সমান হবে অর্থাৎ একদিন সে ঋক্‌মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হবে, পরের দিনেও তাই হবে। এ করলে ঋক্‌রূপ মনুষ্যলোক থেকে কখন বিচ্ছেদ হবে না, অপত্যাদি সন্তান অবিচ্ছিন্নভাবে থাকবে। আর সাম হচ্ছে দেবলোকরূপ। সে সাম মন্ত্র পূর্বদিন যা হবে, পরের দিন তা ছাড়া অন্য বলতে হবে। [এর পর বিশেষ বিধানের কথা বলা হয়েছে।] ॥ ৪ ॥

মন্ত্র ঃ যদি সোমৌ সংসুতৌ স্যাতাং মহতি রাত্রিয়ৈ প্রাতরনুবাকমুপাকুর্য্যাৎ পূর্ব্বো বাচং পূর্ব্বো দেবতাঃ পূর্ব্বশ্ছন্দাংসি বৃঙ্‌ক্তে বৃষণ্বতীং প্রতিপদং কুর্য্যাৎ প্রাতঃসবনাদেবৈষামিন্দ্রং বৃঙ্‌ক্তেঽথো খল্বাহঃ সবনমুখে সবনমুখে কার্য্যেতি সবন-মুখাৎ সবনমুখাদেবৈষামিন্দ্রং বৃঙ্‌ক্তে সম্বেশায়োপবেশায় গায়ত্রিয়াস্ত্রিষ্টুভো জগত্যা অনুষ্টুভঃ পঙ্‌ক্ত্যা অভিভূত্যৈ স্বাহা ছন্দাংসি বৈ সম্বেশ উপবেশশ্ছন্দোভিরেবৈষাম্ ছন্দাংসি বৃঙ্‌ক্তে সজনীয়ং শস্যং বিহব্যং শস্যমগস্ত্যস্য কয়াশুভীয়ং শস্যমেতাবদ্বা অস্তি যাবদেতদ্যাবদেবাস্তি তদেষাং বৃঙ্‌ক্তে যদি প্রাতঃসবনে কলশো দীর্য্যেত

বৈষ্ণবীষু শিপিবিষ্টবতীষু স্তুবীরন্যদেব যজ্ঞঃ স্যাতিরিচ্যতে বিষ্ণুং তচ্ছিপিবিষ্টমভ্যাতি রিচ্যতে তদিষ্ণুঃ শিপিবিষ্টোঽতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাত্যথো অতিরিক্তেনৈবাতিরিক্তমাপ্নোঽব রুন্ধতে যদি মধ্যন্দিনে দীর্যেত বষট্কারনিধনং সাম কুর্য্যুর্ব্বষট্কারো বৈ যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠামেবৈনদ্গময়ন্তি যদি তৃতীয়সবন এতদেব ॥ ৫ ॥

[এ অনুবাকে মাৎসর্যবশতঃ প্রবৃত্ত দুজন গবাময়ন-কারীর বিশেষ বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : যদি কোন সময় দু দল যজমানের মধ্যে পরস্পর মাৎসর্য বশতঃ গবাময়ন যাগের জন্য সোম অভিষুত হয়, তা হলে মহারাত্রে উঠে প্রাতরনুবাক নামক শস্ত্রে উপাকরণ করতে হবে। যে যজমানের দল পূর্বে প্রবৃত্ত হয়ে উপাকরণ করবে, তারা অপর দলের যাগাদি গ্রহণ করবে। । এরপর ঋক্, শস্ত্র প্রভৃতির বিধান করা হয়েছে। }

॥ ৫ ॥

মন্ত্র : ষডহৈর্ম্মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্তি ষডহৈর্হি মাসান্ৎসম্পশ্যন্ত্যর্দ্ধমাসৈর্ম্মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্ত্যর্দ্ধমাসৈর্হি মাসান্ৎসম্পশ্যন্ত্যমাবাস্যয়া মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্ত্যমাবাস্যয়া হি মাসান্ৎসম্পশ্যন্তি পৌর্ণমাস্যা মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্তি পৌর্ণমাস্যা হি মাসান্ৎসম্পশ্যন্তি যো বৈ পূর্ণ আসিঞ্চতি পরা স সিঞ্চতি যঃ পূর্ণাদুদচতি প্রাণমস্মিন্ৎস দধাতি যৎ পৌর্ণমাস্যা মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্তি সম্বৎসরায়ৈব তৎপ্রাণং দধতি তদনু সত্রিণঃ প্রাণন্তি যদহর্নোৎসৃজেয়ুর্যথা দৃতিরুপনদ্ধো বিপততোবং সম্বৎসরো বি পতেদার্ত্তিমার্চ্ছেয়ুর্যৎ পৌর্ণমাস্যা মাসানৎ- সম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্তি সম্বৎসরায়ৈব তদুদানং দধতি তদনু সত্রিণ উৎ অনন্তি নাঽর্ত্তিমার্চ্ছন্তি পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং সুতো যৎ পৌর্ণমাস্যা মাসান্ৎসম্পাদ্যাহরুৎসৃজন্তি দেবানামেব তদ্যজ্ঞেন যজ্ঞং প্রত্যবরোহন্তি বি বা এতদ্যজ্ঞং ছিন্দন্তি যৎ ষডহসন্ততং সন্তমথাহরুৎসৃজন্তি প্রাজাপত্যং পশুমা লভন্তে প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতা দেবতাভিরেব যজ্ঞং সং তনবন্তি যান্ত বা এতে সবনাদ্যোঽহঃ উৎসৃজন্তি তুরীয়ং খলু বা এতৎসবনং যৎসান্নায্যং যৎসান্নায্যং ভবতি তেনৈব সবনান্ন যন্তি সমুপহূয় ভক্ষয়ন্ত্যেতৎ সোমপীথা হ্যেতর্হি যথায়তনং বা এতেষাং সবনভাজো দেবতা গচ্ছন্তি যেঽহরুৎসৃজন্ত্যানুসবনং পুরোডাশান্নির্ব্বপন্তি যথায়তনাদেব সবনভাজো দেবতা অব রুন্ধতেঽষ্টাকপালান্ প্রাতঃসবন একাদশকপালান্মাধ্যন্দিনে সবনে দ্বাদশকপালাংস্তৃতীয়সবনে ছন্দাংস্যেবাঽপ্নোঽব রুন্ধতে বৈশ্বদেবং চরুং তৃতীয়সবনে নির্ব্বপন্তি বৈশ্বদেবং বৈ তৃতীয়সবনং তেনৈব তৃতীয়সবনান্ন যন্তি ॥ ৬ ॥

[এ অনুবাকে গবাময়নের গুণবিকাররূপ উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে ।]

অনুবাদ : অভিপ্লব ষড়হের পাঁচবার আবৃত্তি করে একমাস অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী

মাসের প্রথম দিনে জ্যোতি নামক কর্তব্য উৎসর্গ করবে। অথবা চারটি অভিপ্লব এবং একটি পৃষ্ঠ্যের দ্বারা মাস সমাপন করে পরদিনের কর্তব্য করবে, লোকে যেমন পাঁচটি ছ-দিন (৫ × ৬) গণনা করে তিরিশ দিন গুণে এটা সাবন মাস—এ ঠিক করে। [এর পর নানা পক্ষান্তর বলা হয়েছে।] ॥ ৬ ॥

মন্ত্র : উৎসৃজ্যাং নোৎসৃজ্যামিতি মীমাংসন্তে ব্রহ্মবাদিনস্তদ্বাহুরুৎসৃজ্যমেবেত্যামাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চোৎসৃজ্যমিত্যাহুরেতে হি যজ্ঞং বহত ইতি তে ত্বাব নোৎসৃজ্যে ইত্যাহুর্যে অবান্তরং যজ্ঞং ভেজাতে ইতি যা প্রথমা ব্যষ্টকা তস্যামুৎসৃজ্যমিত্যাহুরেষ বৈ মাসো বিশর ইতি নাহদিষ্টম্ উৎসৃজেয়ুর্যদাদিষ্টমুৎসৃজেয়ুর্যাদৃশে পুনঃ পর্য্যাপ্লাবে মধ্যে ষডহস্য সম্পদ্যেত ষডহৈর্ম্মাসানুৎসম্পাদ্য যৎসপ্তমমহস্তস্মিন্নুৎসৃজেয়ুস্তদগ্নয়ে বসুমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেয়ুরৈন্দ্রং দধীন্দ্রায় মরুত্বতে পুরোডাশমেকাদশকপালং বৈশ্বদেবং দ্বাদশকপালমগ্নের্বৈ বসুমতঃ প্রাতঃসবনং যদগ্নয়ে বসুমতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপন্তি দেবতামেব তদ্ভাগিনীং কুর্ব্বন্তি সবনমষ্টাভিরুপ যন্তি যদৈন্দ্রং দধি ভবতীন্দ্রমেব তদ্ভাগধেয়ান্ন চ্যাবয়ন্তীন্দ্রস্য বৈ মরুত্বতো মাধ্যন্দিনং সবনং যদিন্দ্রায় মরুত্বতে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপন্তি দেবতামেব তদ্ভাগিনীং কুর্ব্বন্তি সবনমেকাদশভিরুপ যন্তি বিশ্বেষাং বৈ দেবানামৃভুমতাং তৃতীয়সবনং যদ্বৈশ্বদেবং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপন্তি দেবতা এব তদ্ভাগিনীঃ কুর্ব্বন্তি সবনং দ্বাদশভিঃ উপ যন্তি প্রাজাপত্যং পশুমা লভন্তে যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞস্যাননুসর্গায়াভিবর্ত্ত ইতঃ ষণ্মাসো ব্রহ্মসামং ভবতি ব্রহ্ম বা অভিবর্ত্তো ব্রহ্মণৈব তৎসুবর্গং লোকমভিবর্ত্তয়ন্তো যন্তি প্রতিকূলমিব হীতঃ সুবর্গো লোক ইন্দ্র ক্রতুং ন স্যা ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহীত্যমুত আয়তাং ষণ্মাসো ব্রহ্মসামং ভবত্যয়ং বৈ লোকো জ্যোতিঃ প্রজা জ্যোতিরিমমেব তল্লোকং পশ্যন্তোঽভিবদন্ত আ যন্তি ॥ ৭ ॥

[এ অনুবাকে পূর্বোক্ত বিষয়ের বিশেষ বলা হয়েছে।]

অনুবাদ : উৎসর্গ পক্ষে যজ্ঞবিচ্ছেদ, অনুৎসর্গ পক্ষে শ্বাসনিরোধ—এই দুটি দোষ লক্ষ্য করে ব্রহ্মবাদিগণ বিচার করেছেন। এখানে প্রীতি হচ্ছে বিচারের বিষয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন—প্রাজাপত্য পশু প্রভৃতির দ্বারা বিচ্ছেদের সমাধান সম্ভব বলে শ্বাস নিরোধ পরিহার করে উৎসর্জন পক্ষ গ্রহণ করতে হবে। [এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করা হয়েছে।] ॥ ৭ ॥

মন্ত্র : দেবানাং বা অন্তং জগ্মুষামিন্দ্রিয়ং বীর্যমপাক্রামত্তৎক্রোশেনাবারুন্ধত তৎক্রোশস্য ক্রোশত্বং যৎক্রোশেন চাত্বালস্যান্তে স্তুবন্তি যজ্ঞস্যৈবান্তং গত্বেন্দ্রিয়ং

বীর্য্যমেব রুন্ধতে মন্ত্রসার্দ্ধ্যাঽহাবীয়স্যান্তে স্তুবন্ত্যাগ্নিমেবোপদ্রষ্টারং কৃত্বার্দ্ধমূপ যন্তি প্রজাপতের্হৃদয়েন হবির্দ্ধানেঽন্তঃ স্তুবন্তি প্রেমাণমেবাস্য গচ্ছন্তি শ্লোকেন পুরস্তাৎ সদসঃ স্তুবন্ত্যনুশ্লোকেন পশ্চাদ্যজ্ঞস্যৈবান্তং গত্বা শ্লোকভাজো ভবন্তি নবভিরধ্বর্য্যুরুদ্গায়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধাতি সর্ব্বা ঐন্দ্রিয়ো ভবন্তি প্রাণেষ্বেবেন্দ্রিয়ং দধত্যপ্রতিহৃতাভিরুদ্গায়তি তস্মাৎ পুরুষঃ সর্ব্বাণ্যন্যানি শীর্ষ্ণোঽঙ্গানি প্রত্যচতি শির এব ন পঞ্চদশং রথন্তরং ভবতীন্দ্রিয়মেবাব রুন্ধতে সপ্তদশম্ বৃহদন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যা অথো প্রৈব তেন জায়ন্ত একবিংশং ভদ্রং দ্বিপদাসু প্রতিষ্ঠিত্যৈ পত্নয় উপ গায়ন্তি মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত সোঽকাময়তাঽসামহং রাজ্যং পরীয়ামিতি তাসাং রাজনেনৈব রাজ্যং পর্য্যৈত্তদ্রাজনস্য রাজনত্বং যদ্রাজনং ভবতি প্রজানামেব অদ্যজমানা রাজ্যং পরি যন্তি পঞ্চবিংশং ভবতি প্রজাপতেঃ আপ্ত্যৈ পঞ্চভিস্তিষ্ঠন্তঃ স্তুবন্তি দেবলোকমেবাভি জয়ন্তি পঞ্চভিরাসীনা মনুষ্যলোকমেবাভি জয়ন্তি দশ সম্পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধতে পঞ্চধা বিনিষদ্য স্তুবন্তি পঞ্চ দিশো দিক্ষ্বেব প্রতি তিষ্ঠন্ত্যেককয়াঽস্তুতয়া সমায়ন্তি দিগ্ভ্য এবান্নাদং সংভরন্তি তাভিরুদ্গাতোদ্গায়তি দিগ্ভ্য এবান্নাদ্যম্ সম্ভৃত্য তেজ আত্মন্দধতে তস্মাদেকঃ প্রাণঃ সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যবত্যথো যথা সুপর্ণ উৎপতিষ্যঞ্ছির উত্তমং কুরুত এবমেব তদ্যজমানাঃ প্রজানামুত্তমা ভবন্ত্যাসন্দীমুদ্গাতাঽরোহতি সাম্রাজ্যমেব গচ্ছন্তি প্লেঙ্খং হোতা নাকস্যৈব পৃষ্ঠং রোহন্তি কূর্চাবধ্বর্য্যুর্ব্রধ্নস্যৈব বিষ্টপং গচ্ছন্ত্যেতাবন্তো বৈ দেবলোকাস্তেষ্বেব যথাপূর্ব্বং প্রতি তিষ্ঠন্ত্যথো আক্রমণমেব তৎসেতুং যজমানাঃ কুর্ব্বতে সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ ॥ ৮ ॥

[এ অনুবাক থেকে তিনটি অনুবাকে গবাময়নের মহাব্র[illegible] কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে এ অনুবাকে সামবিশেষের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে কোন এক সময় যজ্ঞ সমাপ্তির পর দেবতাদের ইন্দ্রিয় সামর্থ্য চলে গেল। তখন দেবগণ ক্রোশ নামক সামের দ্বারা আবার তা ফিরে পান। আহ্বানার্থক ক্রুশ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রোশ শব্দে আহ্বান সামকে বুঝান হয়েছে। সেজন্য অপগত-বীর্যের আহ্বান সাধন বলে সে সামের 'ক্রোশ'—এ নাম হয়েছে। সে ক্রোশাখ্য সামের দ্বারা চাত্বালের কাছে স্তুতি করতে হবে। তার ফলে যজ্ঞ সমাপ্তির পর ইন্দ্রিয় সামর্থ্য লাভ হবে। [এর পর নানা সামের বিধান করা হয়েছে।] ॥ ৮ ॥

মন্ত্র ঃ অর্কেণ বৈ সহস্রশঃ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাভ্য ইলান্দেনেরা লূতামবারুন্ধ যদর্ক্যং ভবতি প্রজা এব তদ্যজমানাঃ সৃজন্ত ইলান্দং ভবতি প্রজাভ্য এব সৃষ্টাভ্য ইরাং লূতামব রুন্ধতে তস্মাদ্যাং সমাং সত্রং সমৃদ্ধং ক্ষোধুকাস্তাং সমাং প্রজা ইষং

হ্যাসামূর্জমাদদতে যাং সমাং ব্যৃধমক্ষোধুকাস্তাং সমাং প্রজাঃ ন হ্যাসামিষমূর্জ-মাদদত উৎক্রোদং কুর্ব্বতে যথা বন্ধান্মুমুচানা উৎক্রোদং কুর্ব্বত এবমেব তদ্‌যজ-মানাদেব বন্ধান্মুমুচানা উৎপ্রোদং কুর্ব্বতে ইযমূর্জমাত্মন্দধানা বাণঃ শততন্তু-র্ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয় আয়ুষ্যেবেন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠন্ত্যাজিং ধাবন্ত্যনভি-জিতস্যাভিজিত্যৈ দুন্দুভীন্‌ৎ সমাঘ্নন্তি পরমা বা এষা বাগ্যা দুন্দুভৌ পরমামেব বাচমব রুন্ধতে ভূমিদুন্দুভিমা ঘ্নন্তি যৈবেমাং বাক্‌ প্রবিষ্টা তামেবাব রুন্ধতেঽথো ইমামেব জয়ন্তি সর্ব্বা বাচো বদন্তি সর্ব্বাসাং বাচামবরুদ্ধ্যা আর্দ্রে চর্ম্মন্ব্যাযচ্ছেতে ইন্দ্রিয়স্যাবরুদ্ধ্যা আহন্যঃ ক্রোশতি প্রাণ্যঃ শংসতি স আক্রোশতি পুনাত্যেবৈনান্‌ৎস যঃ প্রশংসতি পূতেষ্বেবান্নাদ্যং দধাত্যৃষিকৃতং চ বা এতে দেবকৃতং চ পূর্ব্বৈর্ম্মাসৈরব রুন্ধতে যদ্ভূতেচ্ছদাং সামানি ভবন্ত্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ যন্তি বা এতে মিথুনাদ্যে সম্বৎসরমুপযন্তর্ব্বেদি মিথুনৌ সং ভবতস্তেনৈব মিথুনান্ন যন্তি ॥ ৯ ॥

[এ অনুবাকে শততন্তু বীণাদির কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদ ঃ পূর্বে প্রজাপতি 'অর্ক্য' নামক সামের দ্বারা বহুপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করেন। 'ইলান্দ' নামক সামের দ্বারা স্ব-সৃষ্ট প্রজাদের জন্য অবিচ্ছিন্ন অন্ন প্রদান করেন। সেরূপ যজমানও উক্ত সামদ্বয়ের দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করে তাদের জন্য অন্ন সম্পন্ন করে। যে সত্র সংবৎসর ব্যাপী অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ সেখানে সকল দিক থেকে ক্ষুধিত প্রজাগণ নিরন্তর আসতে থাকে। যাগকারী এ ক্ষুধার্ত প্রজাদের নানাবিধ অন্ন রস দান করে। যে সংবৎসর সত্রে অন্ন নেই, সেখানে কোন ক্ষুধার্ত প্রজা আসে না। যেহেতু সে যজ্ঞে প্রজাদের ব্রীহি প্রভৃতি অন্ন দেয়া হয় না, এজন্য সেখানে কোন প্রজা আসে না।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সকল যজমান হর্ষে উচ্চ ধ্বনি করবে। হর্ষনিমিত্ত উচ্চ হর্ষ-ধ্বনিকে উৎক্রোদ বলে। দীর্ঘকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ মুক্তি পেলে যেমন আনন্দ ধ্বনি করে, সেরূপ এ যজমানেরা দীর্ঘকাল অনুষ্ঠেয় সত্ররূপ দেববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যজ্ঞের সামর্থ্যে অন্নরস লাভ করে আনন্দে উচ্চধ্বনি করে। নানাদিকে স্থাপিত বড় বড় দুন্দুভি-গুলি বাজান হয়। এ দুন্দুভি ধ্বনি অন্যান্য ধ্বনি থেকে অতি উচ্চ ও সভার মনো-রঞ্জনের যোগ্য। [এর পর নানা ধ্বনি, আক্রোশ ও তার প্রশংসা করা হয়েছে] ॥ ৯

মন্ত্র ঃ চর্ম্মাব ভিন্দন্তি পাপ্মানমেবৈষামব ভিন্দন্তি মাহপ রাৎসীর্ম্মাহতি ব্যাৎসীরিত্যাহ সম্প্রত্যেবৈষাং পাপ্মানমব ভিন্দন্ত্যুদকুম্ভানধিনিধায় দাস্যো মার্জ্জালীয়ং পরি নৃত্যন্তি পদো নিঘ্নতীরিদম্মধুৎ গায়ন্ত্যো মধু বৈ দেবানাং পরমমন্নাদ্যং পরম-মেবান্নাদ্যমব রুন্ধতে পদো নি ঘ্নন্তি মহীয়ামেবৈষু দধতি ॥ ১০ ॥

[এ অনুবাকে দাসীনৃত্যের কথা বলা হয়েছে।]

অনুবাদঃ চর্মবন্ধনের দ্বারা যমজানের পাপের বন্ধন করা হয়। জলপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে

দাসীগণ নৃত্য করতে করতে মধুর গান করে। মধু হচ্ছে দেবতাদের পরম অন্নরূপ, এর দ্বারা উৎকৃষ্ট অন্ন লাভ হয়। আর নৃত্যের পদাঘাতের দ্বারা যজমানের মহত্ব বিস্তার লাভ করে। দাসীগণ কুম্ভ মস্তকে নিয়ে যজ্ঞভূমির চার দিকে নৃত্য করে এবং নৃত্যের তালে তালে দক্ষিণ পদের দ্বারা ভূমিতে তাড়না করে ও মধুর গান করে ॥ ১০ ॥

মন্ত্র ঃ পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা দিবে স্বাহা সংপ্লোষ্যতে স্বাহা সংপ্লবমানায় স্বাহা সংপ্লুতায় স্বাহা মেঘায়িষ্যতে স্বাহা মেঘায়তে স্বাহা মেঘিতায় স্বাহা মেঘায় স্বাহা নীহারায় স্বাহা নিহাকায়ৈ স্বাহা প্রাসচায় স্বাহা প্রচলাকায়ৈ স্বাহা বিদ্যোতিষ্যতে স্বাহা বিদ্যোতমানায় স্বাহা সংবিদ্যোতমানায় স্বাহা স্তনয়িষ্যতে স্বাহা স্তনয়তে স্বাহোগ্রং স্তনয়তে স্বাহা বর্ষিষ্যতে স্বাহা বর্ষতে স্বাহাঽভিবর্ষতে স্বাহা পরিবর্ষতে স্বাহা সম্বর্ষতে স্বাহাঽনুবর্ষতে স্বাহা শীকায়িষ্যতে স্বাহা শীকাযতে স্বাহা শীকিতায় স্বাহা প্রোষিষ্যতে স্বাহা প্রুষ্ণতে স্বাহা পরিপ্রুষ্ণতে স্বাহোদ্গ্রহীষ্যতে স্বাহোদ্গৃহ্ণত স্বাহোদ্গৃহীতায় স্বাহা বিপ্লোষ্যতে স্বাহা বিপ্লবমানায় স্বাহা বিপ্লুতায় স্বাহাঽতপ্স্যতে স্বাহাঽতপতে স্বাহোগ্রমাতপতে স্বাহর্গ্ভ্যঃ স্বাহা যজুর্ভ্যঃ স্বাহা সামভ্যঃ স্বাহাঽঙ্গিরোভ্যঃ স্বাহা বেদেভ্যঃ স্বাহা গাথাভ্যং স্বাহা নারাশংসীভ্যঃ স্বাহা রৈভীভ্যঃ স্বাহা সর্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১১ ॥

মন্ত্র ঃ দত্বতে স্বাহাঽদন্তকায় স্বাহা প্রাণিনে স্বাহাঽপ্রাণায় স্বাহা মুখবতে স্বাহাঽমুখায় স্বাহা নাসিকবতে স্বাহাঽনাসিকায় স্বাহাঽক্ষণ্বতে স্বাহাঽনক্ষিকায় স্বাহা কর্ণিনে স্বাহাঽকর্ণকায় স্বাহা শীর্ষণ্বতে স্বাহাঽশীর্ষকায় স্বাহা পদ্বতে স্বাহাঽপাদকায় স্বাহা প্রাণতে স্বাহাঽ প্রাণতে স্বাহা বদতে স্বাহাঽবদতে স্বাহা পশ্যতে স্বাহাঽপশ্যতে স্বাহা শৃণ্বতে স্বাহাঽশৃণ্বতে স্বাহা মনস্বিনে স্বাহা অমনসে স্বাহা রেতস্বিনে স্বাহাঽরেতস্কায় স্বাহা প্রজাভ্যঃ স্বাহা প্রজননায় স্বাহা লোমবতে স্বাহাঽলোমকায় স্বাহা ত্বচে স্বাহাঽত্বক্কায় স্বাহা চর্মণ্বতে স্বাহাঽচর্মকায় স্বাহা লোহিতবতে স্বাহাঽলোহিতায় স্বাহা মাংসণ্বতে স্বাহাঽমাংসকায় স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহাঽস্নাবকায় স্বাহাঽস্থন্বতে স্বাহাঽনস্থিকায় স্বাহা মজ্জন্বতে স্বাহাঽমজ্জকায় স্বাহাঽঙ্গিনে স্বাহাঽনঙ্গায় স্বাহাঽত্মনে স্বাহাঽনত্মনে স্বাহা সর্বস্মৈ স্বাহা ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ঃ কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তু বিষ্ণুস্ত্বা যুনক্ত্বস্য যজ্ঞস্যর্ধ্যৈ মহ্যং সন্নত্যা অমুষ্মৈ কামায়াঽয়ুষে ত্বা প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা ব্যুষ্ট্যৈ ত্বা রয্যৈ রাধসে ত্বা ঘোষায় ত্বা পোষায় ত্বাঽরাদ্ঘোষায় ত্বা প্রচ্যুত্যৈ ত্বা ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রঃ অগ্নয়ে গায়ত্রায় ত্রিবৃতে রাথন্তরায় বাসন্তায়াষ্টাকপাল ইন্দ্রায় ত্রৈষ্টুভায় পঞ্চদশায় বার্হতায় গ্রৈষ্মায়ৈকাদশকপালো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো জাগতেভ্যঃ সপ্তদশেভ্যো বৈরূপেভ্যো বার্ষিকেভ্যো দ্বাদশকপালো মিত্রাবরুণাভ্যামানুষ্টুভাভ্যামেকবিংশাভ্যাং বৈরাজাভ্যাং শারদাভ্যাং পয়স্যা বৃহস্পতয়ে পাঙ্‌ক্তায় ত্রিণবায় শাক্বরায় হৈমন্তিকায়

চরুঃ সবিত্র আতিচ্ছন্দসায় ত্রয়স্ত্রিংশায় রৈবতায় শৈশিরায় দ্বাদশকপালোঽদিত্যৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ চরুরগ্নয়ে বৈশ্বানরায় দ্বাদশকপালোঽনুমত্যৈ চরুঃ কায় এককপালঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র : যো বা অগ্নাবগ্নিঃ প্রহ্রিয়তে যশ্চ সোমো রাজা তয়োরেষ আতিথ্যং যদগ্নীষোমীয়োঽথৈষ রুদ্রো যশ্চীয়তে যৎসঞ্চিতেঽগ্নাবেতানি হবীংষি ন নির্ব্বপেদেষ এব রুদ্রোঽশান্ত উপোত্থায় প্রজাং পশূন্যজমানস্যাভি মন্যেত যৎসঞ্চিতেঽগ্নাবেতানি হবীংষি নির্ব্বপতি ভাগধেয়েনৈবৈনং শময়তি নাস্য রুদ্রোঽশান্তঃ উপোত্থায় প্রজা পশূনভি মন্যতে দশ হবীংষি ভবন্তি নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমী প্রাণানেব যজমানে দধাত্যথো দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজ্যেবান্নাদ্যে প্রতি তিষ্ঠত্যৃতুভির্ব্বা এষ ছন্দোভিঃ স্তোমৈঃ পৃষ্ঠৈশ্চেতব্য ইত্যাহুর্যদেতানি হবীংষি নির্ব্বপত্যৃতুভিরেবৈনং ছন্দোভিঃ স্তোমৈঃ পৃষ্ঠৈশ্চিনুতে দিশঃ সুষুবাণেন অভিজিত্যা ইত্যাহুর্যদেতানি হবীংষি নির্ব্বপতি দিশামভিজিত্যা এতয়া বা ইন্দ্রং দেবা অযাজয়ংস্তস্মাদিন্দ্রসব এতয়া মনুং মনুষ্যাস্তস্মান্মনুসবো যথেন্দ্রো দেবানাং যথা মনুর্মনুষ্যাণামেবং ভবতি য এবং বিদ্বানেতয়েষ্ট্যা যজতে দিগ্বতীঃ পুরোনুবাক্যা ভবন্তি সর্ব্বাসাং দিশামভিজিত্যৈ ॥১৫॥

মন্ত্র : যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। উপয়ামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি তস্য তে দ্যৌর্মহিমা নক্ষত্রাণি রূপমাদিত্যস্তে তেজস্তস্মৈ ত্বা মহিম্নে প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥১৬॥

মন্ত্র : য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসিতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি তস্য তে পৃথিবী মহিমৌষধয়ো বনস্পতয়ো রূপমগ্নিস্তে তেজস্তস্মৈ ত্বা মহিম্নে প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥ ১৭ ॥

মন্ত্র : অ ব্রাহ্মন্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তামাঽস্মিন্ রাষ্ট্রে রাজন্য ইষব্যঃ শূরো মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনুর্ব্বোঢ়াঽনড্‌বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাঽস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং নিকামেনিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু ফলিন্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্র : আঽক্রান্বাজী পৃথিবীমগ্নিং যুজমকৃত বাজ্যর্ব্বাঽক্রান্বাজ্যন্তরিক্ষং বায়ুং যুজমকৃত বাজ্যর্ব্বা দ্যাং বাজ্যাক্রংস্ত সূর্য্যং যুজমকৃত বাজ্যর্ব্বাঽগ্নিস্তে বাজিন্যুঙ্ঙনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সং পারয় বায়ুস্তে বাজিন্যুঙ্ঙনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সমু পরায়াঽদিত্যস্তে বাজিন্যুঙ্ঙনু ত্বাঽরভে স্বস্তি মা সং পারয় প্রাণধৃগসি প্রাণং মে দংহ ব্যানধৃগসি ব্যানং মে দৃংহাপানধৃগস্যপানং মে দংস্ব চক্ষুরসি চক্ষুর্ময়ি ধেহি শ্রোত্রমসি শ্রোত্রং ময়ি ধেহ্যায়ুরস্যায়ুর্ময়ি ধেহি ॥ ১৯ ॥

মন্ত্র ঃ জজ্ঞি বীজং বর্ষ্টা পর্জ্জন্যঃ পক্তা সস্যং সুপিপ্পলা ওষধয়ঃ স্বধিচরণেয়ং সুপসদ-নোহগ্নিঃ স্বধ্যক্ষমন্তরিক্ষং সুপাবঃ পবমানঃ সুপস্থানা দ্যোঃ শিবমসৌ তপন্যথাপূর্ব্ব-মহোরাত্রে পঞ্চদশিনোহর্দ্ধমাসাস্ত্রিংশিনো মাসাঃ কৢপ্তা ঋতবঃ শান্তঃ সম্বৎসর ॥ ২০ ॥

মন্ত্র ঃ আগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ সৌম্যশ্চরুঃ সাবিত্রোহষ্টাকপালঃ পৌষ্ণশ্চরু রৌদ্রশ্চাগ্নয়ে বৈশ্বানরায় দ্বাদশকপালো মৃগাখরে যদি নাহগচ্ছেদগ্নয়েহংহোমুচেহষ্টাকপালঃ সৌর্যং পয়ো বায়ব্য আজ্যভাগঃ ॥ ২১ ॥

মন্ত্র ঃ অগ্নয়েহহোমুচেহষ্টাকপাল ইন্দ্রায়াংহোমুচ একাদশকপালো মিত্রাবরুণাভ্যামা-গোমুগ্‌ভ্যাং পয়স্যা বায়োসাবিত্র আগোমুগ্‌ভ্যাংচরুরশ্বিভ্যামাগোমুগ্‌ভ্যাং ধানা মরুদ্ভ্য এনোমুগ্‌ভ্যঃ সপ্তকপালো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এনোমুগ্‌ভ্যো দ্বাদশকপালোহনুমত্যৈ চরুরগ্নয়ে বৈশ্বানরায় দ্বাদশকপালো দ্যাবাপৃথিবীভ্যামংহোমুগ্‌ভ্যাং দ্বিকপালঃ ॥ ২২

মন্ত্র ঃ অগ্নয়ে সমনমৎ পৃথিব্যৈ সমনমদ্যথাহগ্নিঃ পৃথিব্যা সমনমদেবং মহ্যং ভদ্রাঃ সন্নতয়ঃ সন্নমন্তু বায়বে সমনমদন্তরিক্ষায় সমনমদ্যথা বায়ুরন্তরিক্ষেণ সূর্যায় সমনমদ্দিবে সমনমদ্যথা সূর্য্যো দিবা চন্দ্রমসে সমনমন্নক্ষত্রেভ্যঃ সমনমদ্যথা চন্দ্রমা নক্ষত্রৈর্বরুণায় সমনমদদ্ভ্যঃ সমনমদ্যথা বরুণোহদ্ভিঃ সাম্নে সমনমদৃচে সমনমদ্যথা সামর্চা ব্রহ্মণে সমনমৎ ক্ষত্রায় সমনমদ্যথা ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ রাজ্ঞে সমনমদ্বিশে সমনমদ্যথা রাজা বিশা রথায় সমনম-দশ্বেভ্যঃ সমনমদ্যথা রথোহশ্বৈঃ প্রজাপতয়ে সমনমদ্ভূতেভ্যঃ সমনমদ্যথা প্রজাপতির্ভূতৈঃ সমনমদেবং মহ্যং ভদ্রাঃ সন্নতয়ঃ সন্নমন্তু ॥ ২৩ ॥

[১১ থেকে ২৩ অনুবাক পর্যন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি বলা হয়েছে। এ সব মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুক্ল যজুর্বেদের ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ে এবং কৃষ্ণযজুর্বেদের বহু স্থানে করা হয়েছে জন্য পুনরুক্তি করা হল না।]

মন্ত্র ঃ যে তে পন্থানঃ সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসোহরেণবো বিততা অন্তরিক্ষে। তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ দেব ব্রূহি। নমোহগ্নয়ে পৃথিবিক্ষিতে লোকস্পৃতে লোকমস্মৈ যজমানায় দেহি নমো বায়বেহন্তরিক্ষক্ষিতে লোকস্পৃতে লোকমস্মৈ যজমানায় দেহি নমঃ সূর্য্যায় দিবিক্ষিতে লোকস্পৃতে লোকমস্মৈ যজমানায় দেহি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদঃ ঃ হে সবিতা দেব, তোমার যে পূর্বসিদ্ধ অন্তরিক্ষে বিস্তৃত ধূলিরহিত পথগুলি আছে, সুখে গমনযোগ্য সে সকল পথ দিয়ে এসে এ কর্মে আমাদের রক্ষা কর। দেবতাদের কাছে যজমানের উৎকর্ষ কীর্তন কর। ভূলোকস্থ, লোকপ্রিয় অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার করছি, হে অগ্নিদেব, এ যজমানকে উত্তম স্থান দাও। অন্তরিক্ষস্থ জনপ্রিয় বায়ুর উদ্দেশে নমস্কার করছি, হে বায়ুদেব, এ যজমানকে উত্তম স্থান দাও। দ্যুলোকস্থ জনপ্রিয় সূর্যের উদ্দেশে নমস্কার করছি, হে সূর্যদেব, এ যজমানকে উত্তম স্থান দাও ॥ ২৪ ॥

মন্ত্র : যো বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরো বেদ শীর্ষণ্বান্মেধ্যো ভবত্যুষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণশ্চন্দ্রমাঃ শ্রোত্রং দিশঃ পাদা অবান্তরদিশাঃ পর্শবোঽহোরাত্রে নিমেষোঽর্ধমাসাঃ পর্বাণি মাসাঃ সন্ধানান্যৃতবোঽঙ্গানি সংবৎসর আত্মা রশ্ময়ঃ কেশা নক্ষত্রাণি রূপং তারকা অস্থানি নভো মাংসান্যোষধয়ো লোমানি বনস্পতয়ো বালা অগ্নির্মুখং বৈশ্বানরো ব্যাত্তম্ সমুদ্র উদরমন্তরিক্ষং পায়ুর্দ্যাবাপৃথিবী আণ্ডৌ গ্রাবা শেপঃ সোমো রেতো যজ্জৃম্ভতে তদ্বি দ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাগহর্বা অশ্বস্য জায়মানস্য মহিমা পুরস্তাজ্জায়তে রাত্রিরেনং মহিমা পশ্চাদনু জায়ত এতৌ বৈ মহিমানাবশ্বমভিতঃ সং বভূবতুর্হয়ো দেবানবহদর্বাঽসুরান্বাজী গন্ধর্বানশ্বো মনুষ্যান্ৎসমুদ্রো বা অশ্বস্য যোনিঃ সমুদ্রো বন্ধুঃ ॥ ২৫ ॥

[এ অনুবাকে সর্বজগদাত্মকরূপে অশ্বের স্তুতি করা হয়েছে। বিরাড্‌রূপে অশ্বোপাসনাপ্রতিপাদক এ অনুবাক বহু উপনিষদাদিতে আলোচিত হয়েছে।]

অনুবাদ : যে পুরুষ যাগযোগ্য এ অশ্বের শির প্রভৃতি অবয়ব বিড়াট্ পুরুষের অবয়বভূত উষাকাল প্রভৃতি রূপে উপাসনা করে, সে যাগফল লাভের যোগ্য হয়। এর পর অশ্বের কোন অবয়বে বিরাট্ পুরুষের কোন অবয়ব ধ্যান করতে হবে তা বলা হয়েছে। মেধ্য অশ্বের মস্তক উষাকালরূপ, অশ্বের চক্ষু সূর্যরূপ। এ অশ্বের প্রাণ হচ্ছে বাহ্য বায়ু। তার শ্রোত্র হচ্ছে চন্দ্রমা, তার পা পূর্ব দিক্। তার পার্শ্বের অস্থিগুলি আগ্নেয়াদি অবান্তর দিক্ সকল। উন্মেষের সাথে তার নিমেষ অহোরাত্রি। তার হস্তপাদাদিগত পর্বসকল. শুক্ল কৃষ্ণরূপ অর্ধমাস এবং পর্বের সন্ধিস্থলগুলি চৈত্রাদিমাস। ঋতুরাদি বসন্ত ঋতু. এর মধ্যদেহ.সংবৎসররূপ। তার কেশ সকল সূর্যরশ্মিসদৃশ। এ অশ্বের ভাস্বর রূপগুলি কৃত্তিকাদি নক্ষত্র। [এরূপ প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে]।

যজ্ঞে প্রযুজ্যমান এ অশ্বের সংজ্ঞাপনের পূর্বে মহিমাখ্য যে রাজত গ্রহ, তা এ দিনরূপ এবং সংজ্ঞাপনের ঊর্ধ্বে যে মহিমাখ্য স্বর্ণগ্রহ. তা রাত্রিরূপ। এ মহিমা অশ্বের পূর্বে ও পরে বিস্তৃত। এ অশ্ব হয়, অর্বা, বাজী ও অশ্ব বিভিন্ন নামে দেবাদির বহন করে থাকে। এ বিরাড্‌রূপ অশ্বের উৎপত্তিস্থান সমুদ্র। যা থেকে এ জগতের উৎপত্তি সে সমুদ্র হচ্ছে পরমাত্মা। পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন স্থান হতে এ বিরাট্ অশ্বের উৎপত্তি হতে পারে না। এ অশ্ব স্থিতির কারণ। এর যারা উপাসনা করে, পাপক্ষয় হেতু তারা বিরাড্‌রূপকে লাভ করে। এ বিরাট্‌প্রাপ্তি হচ্ছে ক্রমমুক্তির কারণ। এ বিরাট্ পুরুষের জ্ঞানলাভে জীব মুক্ত হয় ॥ ২৫ ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥